সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই এপ্রেল।

অগ্রিম বার্ষিক ৫৷০. অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালী।

মহাশয়! কলিকাতা পুলিসের কার্য্য-প্রণালীতে সকলেই অসন্তুষ্ট। অধিক আমরা বলিতে পারি যে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র কলিকাতার পুলিসের সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিনাবধি চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, কেহই এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন না। এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবকে পুলিস সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই এপ্রেল। অগ্রিম বাৎসরিক ৫॥০ অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালী।

মহাশয়! কলিকাতা পুলিসের কার্য্য-প্রণালীতে সকলেই অসন্তুষ্ট। এরূপ আমরা বলিতে পারি যে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র কলিকাতার পুলিসের সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিনাবধি চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, কেহই এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন না। একণে আমরা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবকে পুলিস সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

...তিনি মনোযোগী হইয়া একবার আমাদের প্রার্থনা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

প্রথম, এক ব্যক্তির হস্তে তিনটী গুরুতর পদের ভার রাখা উচিত কি না? কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী সমস্ত সংবাদ পত্র, সমস্ত কলিকাতাবাসী একস্বরে বহুদিনাবধি বলিতেছেন, এক ব্যক্তির হস্তে পুলিষ কমিশনরের এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য-ভার রাখা উচিত নহে। কারণ, যে মহোদয় এই দুটী কার্য্য করেন, তাঁহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর হইতে হয়, না হয় একজন পোর্ট কমিশনর হইতে হয়। এক ব্যক্তি তিনটী প্রধান প্রধান কার্য্য কিরূপে সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারেন? পোর্ট কমিশনরের কার্য্যে যদিও তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, কিন্তু কলিকাতা রাজধানীর মিউনিসিপালিটির সভাপতির কার্য্য করিয়া আবার পুলিস কমিশনরের কার্য্য তাঁহা দ্বারা কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এক ব্যক্তি হয় পুলিস কমিশনর থাকুন, না হয় মিউনিসিপালিটির সভাপতি হউন। এই দুই কর্ম্মের একটীতে তিনি [illegible] ভাল হয়। তাহা হইলে সকল কার্য্য [illegible] সম্পন্ন হইতে পারে। ভাল যদি কেহ [illegible] তাঁহার ত দুইজন দক্ষ সহকারী [illegible] আছেন।" হাঁ, আমরা তাহা স্বীকার করি [illegible] কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, [illegible] পুলিসের সমস্ত ভার বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনরের উপর দেওয়া হয় এবং, একজন এতদ্দেশীয়কে [illegible] সহকারী করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত পুলিসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ভাল [illegible] সহকারীর দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইতে পারে, তবে [illegible] একজনকে বাৎসরিক ৩৬ হাজার টাকা দিবার আবশ্যক কি? সহকারীর হস্তে ঐ কার্য্যভার [illegible] হইলে এই টাকা গুলি প্রজাদিগের বাঁচিয়া [illegible] সন্দেহ নাই।

[illegible] পাহারাওয়ালাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধান করেন কি না তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারিলাম না। তাহারা কিরূপ চতুর [illegible] কি না? প্রজা পীড়ন করে কি না? [illegible] এবিষয়ে কমিশনরের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কারণ, নিম্নশ্রেণীর পাহারাওয়ালা, ও জমাদার প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের চাপরাস ও টুপী প্রাপ্ত [illegible] আপনাকে [illegible] অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্ জ্ঞান করে এবং ভদ্রলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। মুটে, গাড়োয়ান, নিম্নশ্রেণীর পথিক, [illegible] এবং দরিদ্রদিগের উপর ইহাদিগের আধিপত্য এবং অত্যাচার অধিক হয়। কিন্তু ইহার নিবারণকর্ত্তা কেহই নাই।

গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম আছে, রজনীতে তোপের পর কোন আবকারী দোকানে মদ কি অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এ নিয়মটী পালিত হইতেছে কি না, কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না। নয়টার পর মদের এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দোকানের সম্মুখের দ্বার বন্ধ হয় বটে, কিন্তু গুপ্ত দ্বার দিয়া সমস্ত রজনী যে অসংখ্য মদের পিপা এবং অসংখ্য মাদকের ডিপা বিক্রীত হয়, আমাদিগের পুলিষ কমিশনর তাহার সন্ধান রাখেন কি না? হাড়কাটার গলিতে এবং অপর অপর জায়গায় বেশ্যালয়ে রজনীতে যে প্রত্যেক ঘরে এক একটী শুঁড়ির দোকান হয়, সে সংবাদ পুলিষ কমিশনরের নিকট পোঁছে কি না? বৃদ্ধ বেশ্যারা (যাহারা চৌদ্দ আইন হওয়াতে তপস্বিনী হইয়াছে) যে, রজনীতে কাপড় ঢাকা দিয়া মদের বোতল পার করে, পথের পাহারাওয়ালারা তাহা কি দেখিতে পায় না? কিম্বা তাহারা যে এই সব ব্যবসা করে, তাহা জানে না? মদের ব্যবসায়ে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয় হয়। যত মদ বিক্রয় হয়, গবর্ণমেণ্টের ততই লাভ, সেই জন্য কি গবর্ণমেণ্ট একটা প্রজার মন রাখা গোচ্ আইন করিয়া অন্তরে অন্তরে রজনীতে মদ বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিতেছেন? তাহা যদি না হইবে, তবে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না কেন? পল্লীস্থ ইনস্পেক্টর, দারগা, জমাদার এবং পাহারাওয়ালারা কি এ বিষয় জ্ঞাত নহে? আমাদিগের কমিশনর যদ্যপি এক দিন ছদ্মবেশে (বাঙ্গালী সাজিয়া) একজন ইয়ারগোছের বাঙ্গালী বাবু সঙ্গে লইয়া মদের দোকানে এবং হাড়কাটা গলির কোন কোন বেশ্যালয়ে, রজনী ৯ই প্রহরের পর মদ কিনিতে যান, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি প্রত্যেক দোকান এবং হাড়কাটা গলির প্রত্যেক বেশ্যালয়ে এক এক বোতল মদ কিনিতে পাইবেন।

প্রজাদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট একটা আইন করিয়াছেন। ঐ আইনটীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন লভ্য নাই। কেবলমাত্র প্রজাকে সাংঘাতিক পীড়া হইতে বাচাইবার জন্য এই আইনটী প্রচার করা হইয়াছে। এ আইনের নাম চৌদ্দ আইন। এই আইনের সমস্ত কার্য্যের ভার পুলিষের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ আইন প্রচার হওয়াতে যে কত দুষ্ট ও অসচ্চরিত্র লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কতকগুলি বেশ্যা আছে, যাহারা প্রায় সর্ব্বদাই পীড়িত হয়; কিন্তু তাহারা কমিশনরের কাছে জাল মানুষ খাড়া করাইয়া বলে যে "আমি আর ছুটা পেশা ক[illegible] না। আমি এই ব্যক্তির নিজস্ব হইয়া আছি[illegible]" এই কথা শুনিয়া ইহার ভালরূপ তদন্ত না করি[illegible] অব্যাহতি দেওয়া হয় এটী আমাদের বড় দু[illegible] বিষয়। এমন অনেক বেশ্যা আছে, যাহারা [illegible] আইনে নাম কাটাইয়া সাবেক বাড়ী হইতে [illegible] বাড়ীর ভাড়াটে হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সাবেক [illegible] আরম্ভ করে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, [illegible] পল্লীতে এই সব ঘটনা হইতেছে, পল্লীস্থ পুলিষ [illegible] চারিগণ এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রা[illegible] যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদের উপরেই পীড়ন ক[illegible] যে সকল বেশ্যাকে আমাদের পুলিষ কমিশনর [illegible] আইন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, যদ্যপি [illegible] ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে [illegible] অনেককেই পুনর্ব্বার পরীক্ষার স্থলে আনাই[illegible] কিন্তু কেন যে, এ সব অনুসন্ধান হয় না ব[illegible] পারি না।

গবর্ণমেণ্ট ডিটেক্‌টিভ পুলিষ স্থাপন করির[illegible] কেন? কলিকাতার ভিতরে ভিতরে যে সকল [illegible] অত্যাচারাদি ঘটিতেছে, সেগুলির নিবারণের [illegible] কি না? তাহা যদি হয়, তবে উক্ত পুলিষ কর্ম্ম[illegible] গণ এপর্য্যন্ত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কয়জন গুপ্ত অ[illegible] চারী ধরিয়াছেন? যে সকল ঘটনা প্রকাশ [illegible] পড়ে, গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন, সেই গুলির [illegible] সন্ধান করাই উঁহাদের কার্য্য হইয়াছে। বিনা [illegible] ভদ্র পথিকদিগকে অপমান করা এবং বেশ্[illegible] ইয়ারকি দেওয়া ভিন্ন গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত [illegible] উঁহাদের কার্য্য নহে। কলিকাতার কথা, [illegible] কথা দূরে থাকুক, দিনের বেলা যে, তিন [illegible] স্থানে নেশোয়ার ওয়ালা, টপকা ওয়ালা [illegible] যে, ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে, উক্ত কর্ম্মচ[illegible] তাহাদিগের কয়জনকে ধরিয়াছেন? বড়[illegible] প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রত্যহ ঐ প্রকার জুয়াচুরী [illegible] হয়, উক্ত কর্ম্মচারীরা তাহা জেনেও তাহার [illegible] হণ করে না কেন? এই যে সে দিবস বারা[illegible] হইতে পনর হাজার টাকার চোরা নোট অ[illegible] কলিকাতায় পাচার হইল, উক্ত পুলিষ তাহা[illegible] অনুসন্ধান করিল? এক্ষণে আমরা ভরসা কর[illegible] আসলি ইডেন সাহেব এই সমস্ত বিষয়ের তদন্ত [illegible] ইহার প্রতিকার করিবেন।

৩০ এ চৈত্র—১২৮৭। শ্রী হ[illegible]

"হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশা[illegible] প্রণয়নের আবশ্যকতা।"

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে উ[illegible]

...র্ষিকযুক্ত আমার যে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। সে পত্র খানি পাঠ করিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কেন যে দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিব না, তবে তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পশ্চাতে লিখিতেছি।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "পত্রবর্তী বাবুর প্রথম আপত্তি এই, যখন হিন্দুসমাজে অনেকে সুরেন্দ্রনাথ বরাটের ন্যায় গোপনে কুকর্ম করিয়াও বিনা আড়ম্বরে, বিনা গোলমালে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।" পাঠকদিগের মধ্যে যিনি আমার পূর্ব্ব পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন, আমি এরূপ আপত্তি করি নাই "গোপনে কুকর্ম" এ শব্দ গুলির ব্যবহারও করি নাই। বিহারি বাবু যদি আমার পত্র খানি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে ত আর কথাই নাই, কিন্তু তিনি যদি তাঁহার নিজের বিচারের জন্য আমি যে কথা বলি নাই, সে কথা আমারই কথা এরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাহস করিয়া থাকেন, তবে তাহা বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহা পুনরায় লিখিতেছি—তাহা এই "আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্য ভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের বাবুচ্চিক্কত প্রেষণ অন্ন না হইলে তৃপ্তি লাভ হয় না; এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, সমাজপতি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা চক্ষে দেখিয়াও দেখেন না" "এবং তদ্বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন না।" বিহারি বাবু এক "গোপনে কুকর্ম" লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা যখন তাহা মুখেই বলি নাই, তখন তাঁহার সে সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

"গোপনে কুকর্ম" উপলক্ষে বিহারি বাবু এ কথাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন যে, অনেক ব্রাহ্ম গোপনে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু কেশব বাবু প্রকাশ্যভাবে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়াতে এত আন্দোলন হইয়াছিল। আমি বিহারি বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, সে বিষয় সম্বন্ধে যেন হঠাৎ একটা কথা বলিয়া না ফেলেন। কতকটা প্রচলিত হিন্দুমতে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, বলিয়াই এবং কেহ যেন ১৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের ও ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার বিবাহ না দেন, তিনি অন্যকে তৎসম্বন্ধিক বার বার এরূপ উপদেশ দিয়াও এবং তাঁহারই উদ্যোগে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের জন্য সিভিল ম্যারেজ নামক যে ৩ আইনটী হইয়াছে, তাহার একটী ধারাতে উক্ত বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াও তিনি তাঁহার ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, প্রকাশ্যভাবে বিবাহ দিবার জন্য নহে। বিহারী বাবু জানিবেন যে, কুমারীদিগের ১৪ বৎসর বয়সের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে ব্রাহ্ম কখনই পতিত হন না।

বিহারি বাবু লিখিয়াছেন, সুরাপায়ীর সংখ্যা এখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন তাহাদিগকে দমন করিবার কোন উপায় নাই। এ অবস্থায় সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু লোক সংখ্যার কম বেশীতে কিছু আসে যায় না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই সঙ্গত যে, সুরাপান করাও যাহা, জাতির মুণ্ডপাত করাও তাহাই কি না? মুসলমান প্রভৃতির অন্ন জল আহার পান করিলে যদি জাতি না থাকে, তবে সুরাপান করিলে জাতিপাতিত্যের সম্ভাবনা কি না? যদি সম্ভাবনা না থাকে, তবে সুরাপায়ী হিন্দু এবং [illegible] সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিন্দুদের অর্থাৎ প্রায় সকল হিন্দুরই জাতি নাই স্বীকার করিতে হইবে কি না? ন্যায়তঃ তাহা যদি স্বীকার করাই উচিত হয়, তবে তাঁহাদের মুখে "অমুক বিলাত গিয়াছিল তাহাকে একঘরে কর" "অমুক খ্রীষ্টান হইয়াছে (১) অথবা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে অতএব তাহাকে সমাজচ্যুত কর" এ সকল কথা কি শোভা পায়? যার মাথা নাই তার আবার মাথা ব্যথা কেন; যার জাত নাই তার আবার জাতাভিমান কেন? অন্যকে উৎপীড়ন করিবার প্রয়াস পাওয়া কেন?

বিহারি বাবু এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, মনু সত্যযুগের ব্রাহ্মণদিগের জন্যই যজন যাজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কলিযুগের জন্য নহে সুতরাং এখনকার ব্রাহ্মণেরা যজন যাজনাদি না করিলে, পতিত হন না। কিন্তু বিহারি বাবু জানিবেন যে, মনুসংহিতা সকল কালেই অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ অনেকটা মনুর বিধি ও নিষেধানুসারে চলিয়া থাকেন। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যেস্থলে বিরোধ, সে স্থলে মনুর মতই যে অবলম্বনীয় তাহার প্রমাণ এই,

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

"মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।" কিন্তু যদি

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ॥"
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

"মনুক্ত ধর্ম্ম সকল সত্য যুগের ধর্ম্ম, গৌতমোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্রেতা-যুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতোক্ত ধর্ম্ম সকল দ্বাপর-যুগের ধর্ম্ম, পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল কলিযুগের ধর্ম্ম।" পরাশরের এই বচন অনুসারে পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জিজ্ঞাস্য এই,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ক্লীব [illegible] হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।"

পরাশরের এই বিধি অনুসারে হিন্দু মহাশয়েরা এখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত [illegible] নাকেন কেন? আর যাঁহারা সাহস করিয়া এই শাস্ত্রোক্ত (২) প্রথার [illegible], তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয় কেন? [illegible] বিধি [illegible] ধর্ম্ম [illegible] দেশাচারে। সম্প্রতি [illegible] জিজ্ঞাস্য এই, দেশাচারের অনুরোধে [illegible] শাস্ত্রের বিধি অগ্রাহ্য করা হয়, তবে সে "হিন্দুশাস্ত্র" "হিন্দুশাস্ত্র" বলিয়া

(১) [illegible] নিশ্চয় যে, হিন্দুধর্ম্ম [illegible] গ্রহণ করার জন্য হিন্দুদিগের উচিত [illegible] খ্রীষ্টান হইয়াছে [illegible] হিন্দু [illegible] কারণ। [illegible] হিন্দু [illegible] কাহারা সমস্ত [illegible] একঘরে করিবে [illegible] হইয়াছে তখন অবশ্যই সে [illegible] বিবাহই তাহাকে সমাজচ্যুত করিবার [illegible] হইক [illegible] পুনরায় হিন্দুসমাজে [illegible] এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। [illegible] কেহ কি তাহা আমাদিগকে জানাইবেন?

(২) [illegible] বিধি [illegible] কেন। [illegible] ইহা [illegible] না [illegible]

স্বীকার করা হইয়া থাকে, সে হিন্দুশাস্ত্রের
র রক্ষা হইল কৈ? হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন
হা করিয়া অখাদ্য ভক্ষণ করিলে যদি অপরাধী
তে হয়, তবে সেই হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অমান্য
য়া যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রভৃতির প্রতিবন্ধ-
চরণ করেন, তাঁহারা কেন না অপরাধী বলিয়া
হইবেন? বিশেষতঃ পাঠকেরা দেখুন, হিন্দু
স্ত্রে অতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বেদের
হ বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র না
হ) অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত
লে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।—যথা,
শ্রুতেবেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

অতএব "যজন যাজন প্রভৃতি কেবল সত্য-
র ব্রাহ্মণদিগের জন্য" এ কথা বলিয়া বিহারি
বু কিছুতেই পার পাইতেছেন না। বিশেষতঃ
হার ইহাও জানা উচিত যে, কলিকালের ধর্ম্ম-
স্ত্র পরাশর সংহিতায় যজন যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-
গের স্বধর্ম্ম বৃত্তি বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমনও
হ, প্রত্যুত তাহা স্পষ্টরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।"
ক্ষণ (যজন, যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন,
ন ও প্রতিগ্রহ এই) ষট্কর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া শূদ্র
রা কৃষিকর্ম্ম করাইবেন।

"কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিঞ্চিৎ পরি-
বর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও
চ্যুত হইতে পারে না।" এ কথাগুলি
খিবার পূর্ব্বে আমার পূর্ব্ব পত্রখানি ভাল
রিয়া পাঠ করিলে বিহারী বাবুর একান্ত
চিত ছিল। কারণ, তাঁহার একথা বলিবার
আগেই আমি একথার উত্তর দিয়া রাখিয়াছি। হয়
বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মৌনাবলম্বন করা উচিত
ল, না হয়, আমার লিখিত উত্তরের প্রত্যুত্তর
ওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ছিল। নতুবা যে প্রশ্নের
তর দেওয়া হইয়াছে, পুনরায় সে প্রশ্নের অবতারণা
রিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট, কাগজ নষ্ট, কলম নষ্ট,
লিপ নষ্ট এবং সেই সঙ্গে পাঠকদিগের সহিষ্ণুতা
ষ্ট করা কেন?

"কালক্রম বিপ্লব-স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে
ক, প্রতিকূল দিকে উজান বাইতে চেষ্টা করিও
না।" বিহারি বাবু বলিয়াছেন আমাদিগের ইহাই
ত। একথা আংশিক সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ
ত্য নহে। যে সময় যেরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক,
সময় সেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতাচরণ না
রিয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই যে
আমার অভিপ্রায়, আমার পূর্ব্ব পত্রখানি যিনি মনো-
যোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি তাহাই বুঝিতে
পারিবেন। বিশেষতঃ তাহার একাধিক স্থানে
ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিতও হইয়াছে। সুতরাং ইহা
লইয়া বিহারি বাবুর সঙ্গে বাদানুবাদ করা বৃথা।

বর্ত্তমান সময়োপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র
প্রণয়ন করিবার জন্য আমি হিন্দু মহাশয়দিগকে
অনুরোধ করিয়া ছিলাম। কিন্তু বিহারি বাবু বলি-
য়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে, কিছুরই অভাব
নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই।
আমিও স্বীকার করি হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে,
ভালরও চূড়ান্ত আছে মন্দেরও চূড়ান্ত আছে।
এসকলই আছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা নূতন
হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন অসিদ্ধ হইতেছে না।
কারণ, প্রচলিত নিয়ম রহিত করিতে এবং পুরাতন
বর্জ্জিত নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে অবশ্যই
নূতন বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনে
কর, এখন হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই,
কিন্তু ইহা এদেশে এককালে প্রচলিত ছিল এবং যদিও
হিন্দু-শাস্ত্রে ইহার বিধি ছিল, তথাপি ইহা এখন
হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে নূতন
বিধির অর্থাৎ "অদ্য হইতে যাঁহারা বিধবা বিবাহ
করিবেন, তাঁহাদের সে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য
হইবে" অথবা "অদ্য হইতে যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র
ও প্রাচীন আচার ব্যবহারানুসারে বিধবা বিবাহ
করিবেন, হিন্দু-সমাজ তাঁহাদের সে বিবাহকে সিদ্ধ
বলিয়া গণ্য করিবেন।" এই প্রকার নূতন ব্যবস্থা
পত্রের একান্ত প্রয়োজন। নূতন শাস্ত্রের চারি
হাতও নাই, পাঁচ পাও নাই, এই প্রকার কতকগুলি
নূতন বিধি বা ব্যবস্থাপত্রের সমষ্টিকেই নূতন শাস্ত্র
বলা সঙ্গত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে সকলই থাকিলেও
নূতন হিন্দু শাস্ত্র প্রণয়নের কেন যে প্রয়োজন, তাহা
কি বিহারি বাবু এখন বুঝিতে পারিলেন?

উপসংহারে আমি পুনরায় বলিতেছি "এখন
কালক্রম বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে।
যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই
যে কেবল অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নহে,
তাঁহাদের হইতে হিন্দুসমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া
উঠিবে।" এস্থলে হিন্দুদিগকে বিনীত অনুরোধও
করিতেছি, তাঁহারা এখনকার উপযোগী এক খানি
নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের নিজের
এবং হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করুন।

যমুনিয়া
১০ ই এপ্রেল ১৮৮১।

শ্রীভগবতীচরণ দে

সোমপ্রকাশ

৭ ই বৈশাখ সোমবার

দেশীয় বিচারপতি ও পাইওনিয়র।

আমরা এলাহাবাদের পাইওনিয়র নামক স
চার পত্রের একটী গুরুতর ভ্রম দর্শন করিয়া অত্য
ক্ষুব্ধ হইয়াছি। পাইওনিয়র সময়ে সময়ে এক এ
বিষয়ে এমন এক একটা অভিপ্রায় প্রকাশ কা
যে, তদ্দর্শনে তাঁহাকে একজন ভারতদ্বেষী ব
মনে হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিনি এদেশীয় বিচ
পতিদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ
তাহা পাঠ করিলে তাহার প্রতি বর্ণে বিদ্বেষ দেখি
পাওয়া যায়। আলোচিত বিষয়টী নিতান্ত সাম
নহে বলিয়া আমরা তাহাতে উপেক্ষা করিতে পা
লাম না। এদেশীয় বিচারপতিরা সামান্য বে
পান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কেবল যে
করিয়াছেন এমন নহে; অশিক্ষিত ও আইন
ভিজ্ঞ বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটি করেন ন
দেশীয় লোকেরা অল্প বেতনে ঐ সকল গুরু
কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার মনে
ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে এবং সেই সংস্কারের বশ
হইয়া তিনি তাঁহার মত সাধারণ্যে প্রকাশ ক
য়াছেন।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আ
"চাঁদের গায়ে থুথু দিতে গেলে সেই থুথু আপনার
পড়িয়া থাকে।" আমরা বিস্ময়াম্বিত হইলাম, পা
নিয়র সম্পাদকের মন, এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ
বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এদে
বিচারপতিদিগের বেতনের অল্পতার উল্লেখ ক
ঘৃণা প্রদর্শন বা গালি দিতে গেলে সেই ঘৃণা
গালি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়।
তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পাইওনিয়র সম্পাদকের
ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টই বলিয়া থাকে
অতএব সে গালি পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অ
নার উপর বর্ষণ করা হইতেছে। এদে
বিচারপতিদিগকে অল্প বেতন ও ইউরো
বিচারপতিদিগকে যে অধিক বেতন দে
হয় সে দোষ কার? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে
কি সে দোষ নয়? তবে পাইওনিয়র এই
বলিবেন, এদেশীয়েরা সেই অল্প বেতনে চা
স্বীকার করেন কেন? স্বীকার না করিয়াই ব
করেন। বাল্যকাল অবধি লেখাপড়ার চর্চ্চা
য়াছেন, অন্য কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই, সুত
যাহাতে লেখাপড়ার অনুশীলন সম্বন্ধ আছে,

বং ব্যাঙ্ক গিয়া জমা দিয়া আইসে। তাহাতেই
র দেখিতে পাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা
০০০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের গবর্ণমেণ্ট কাগজ
করিয়াছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল এইরূপে ভারতের ধন-
তা সপ্রমাণ করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছেন
ব্যার দুর্ভিক্ষ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষে
খ্য মনুষ্য হত্যাই তাঁহার সে চেষ্টাকে বিফল
য়া দিতেছে। ভারত যদি ধনী হইত তাহা হইলে
র দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটিত না, ভারত
নী নয় বলিয়াই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।
তে ২০০০০০০০০ কোটী লোকের বাস। আর রিচার্ড
পল কি মনে করেন যে ভারতের ২০০০০০০০০
টী লোকে কি ঐ ৩০০০০০০০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট
জ ক্রয় করিয়াছে? ভারত যে দরিদ্র সে বিষয়ে
হ নাই। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের উন্নতোত্তর
হইতেছে একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিশেষ
না বলাতেই সার রিচার্ড টেম্পল ভুল পাই-
ন, কিন্তু কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের
সম্পূর্ণ ঠীক নয়। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের
ন বিদ্যা শিক্ষাদি বিষয়ে মঙ্গল হইতেছে তেমনি
ক্ষ ব্যক্তিদিগের অন্ন সংস্থান বিষয়ে এবং আচার
চারাদি বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়া ঘোর অমঙ্গল হই-
ছে।

সার রিচার্ড টেম্পলের অধিকাংশ বাক্যে এই-
ভ্রমপ্রমাদ আছে। সে সমুদায়ের উল্লেখ করিয়া
ন ও বিচার করিতে গেলে একবারের সোমপ্র-
শে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। এই
মস্ত আমরা এ বিষয়ে বিরত হইলাম। তবে সার
চার্ড টেম্পল, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য
ম্পর্ক হওয়াতে উভয় দেশের যে মঙ্গল গণনা করি-
ছেন তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি-
ছি। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যত্র প্রেরিত না
য়া ভারতে থাকিলে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়
কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের দূর-দৃষ্টি বিশাল
। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর যে কিছু উন্নতি হই-
ছে এই বাণিজ্য প্রভাবই তাহার কারণ। যে দেশে
দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই যদি তাহা বারিত হয়
ন্য প্রেরিত না হইলে দ্রব্য নিতান্ত সুলভ হইয়া
; আর সুলভ হইলে দ্রব্যোৎপাদনে লোকের
হয় না সুতরাং বাণিজ্যের অবনতি হইয়া উঠে।
ণিজ্যের অবনতি হইতেই দেশের সবিশেষ
হানি হইয়া পড়ে।

এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন ও
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি উক্ত আইনটী
রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারত-
বর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখেন, গবর্ণর
জেনেরল তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আগামী
শীতকালে উহা রহিত করা হইবে। ইউরোপীয়
সমাচার মধ্যে এই সংবাদটী পাঠ করাতে আমাদের
মনে যুগপৎ নানা ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রথম
ভাব এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী
সৃষ্টিক্রিয়ার বিপরীত হইতেছে; সৃষ্টির নিয়ম এই,
প্রথমে বীজ বপন করা হইল, কয়েক দিন পরে
তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইল, ক্রমে উহা বর্দ্ধিত ও
পুষ্ট হইতে লাগিল; দশ বার বৎসরের ন্যূনে উহা
আর ফলকর বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে
বৃক্ষের উন্নতি হইতে এত দিন গত হইল তাহাকে
মুহূর্ত্ত মধ্যে ছেদন করা যায়। যদি দুই জন বাগ-
ওয়ালাকে অথবা তিন জন করাতীকে নিযুক্ত করা
হয়, তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজ শেষ করিতে পারে।
পাঠক সচরাচর দেখিতে পান, যে কোন পদার্থ
হউক, তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইতে কত
দীর্ঘ কাল লাগে; কিন্তু তাহার বিনাশ নিমেষ মধ্যে
সাধিত হয়। এক অস্ত্রাঘাতে মনুষ্যের প্রাণ সংহার
করা যায়; কিন্তু মানুষ, মানুষ হইতে কত কাল
লাগে এবং তাহার মানুষ হইতে গর্ভাবস্থা অবধি
কত অবস্থা ভেদ হয়। আমরা সকল পদার্থেরই
এইরূপ সৃষ্টি ও বিনাশ প্রক্রিয়া দেখিতে পাই,
কিন্তু আমাদের রাজপুরুষদিগের প্রণীত ৯ আইনটী
সৃষ্টিছাড়া। উহার উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি
সাবতীয় কার্য্য এক দিনে সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিনাশ
কার্য্যটী সম্পাদন করিতে এক বৎসর লাগিতেছে!

দ্বিতীয়, গ্রীষ্মকালে রহিত না করিয়া শীতকালে
রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিবার কারণ কি? যে
গরমী হইয়াছে, এ সময়ে যদি রহিত করা হয়, তাহা
হইলে সম্পাদকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবন চেষ্টা
করিবেন, রাজপুরুষেরা কি এত আশঙ্কা করেন?
রাজপুরুষেরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, এদেশীয়
সমাচার পত্র সম্পাদক হইতে সে শঙ্কার অবসর
দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্র মধ্যে বিদ্রোহোদ্দীপন
করিয়া তাহাদের কোন লাভ দেখা যায় না। রাজা
হইবার যোগ্য এমন তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি নাই।
ভাল, শীতকালের পর পুনরায় কি গ্রীষ্মকাল আসিবে
না।

তৃতীয়, তিন বৎসর হইতে চলিল আজও কি
পরীক্ষা করা হয় নাই? এদেশীয় সমাচার পত্র
সম্পাদকেরা বিদ্রোহোদ্দীপক অথবা রাজপুরুষদিগের
অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদক; রাজপুরুষেরা আজও
কি তাহা জানিতে পারেন নাই? আমরা পূর্ব্বেই
বলিয়াছি এদেশীয়দিগের লেখনী-মুখ-নির্গত প্রতি
বাদ . শরের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়কে
করে।

চতুর্থ, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল
রিপন সংশয়িক হইয়াছে, কার্য্য করিতে পা
এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। তাঁহার নি
মতে আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত যে পরীক্ষা
হইবে আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে না। আ
দের নিশ্চয় বোধ হইতেছে এটী তাঁহার পারি
ষদিকদিগের অমোঘ মন্ত্রণার ফল। আমা
দুঃখিত হইতেছি যে, লর্ড রিপন স্বয়ং
কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

ময়মনসিংহের গোলযোগ সম্বন্ধে ...

আমরা ... প্রজা ও জমীদারে যেরূপ গোলযো
হইতেছে, যে সম্প্রদায় বিদ্রোহোন্মুখ প্রজার দমন
যে কঠোর ... করিয়াছেন, তাহা
ঐ গোলযোগের নিবৃত্তি ... না বরং
উচ্ছেদমূলক স্থানে স্থানে দাঙ্গা হওয়া প্রভৃতি
হত হইতেছে ... দিগের একটী ভ্রম উহার প্র
কারণ হইয়াছে। ভ্রম এই যে, তাঁহারা জমীদা
পক্ষে পক্ষপাতীতা প্রদর্শন করিয়াছেন;
উপস্থিত গোলযোগের নিষ্পত্তি না হইতেছে,
জমীদারদিগকে প্রজার জোত উচ্ছেদ করি
ক্ষমতা দেওয়া উচিত হয় নাই। সে ক্ষমতা না
যদি উপস্থিত প্রজা আদায়ের কোন ব্যবস্থা
হইত এবং ঐ ব্যবস্থা করিয়া যদি বিদ্রোহোন্মু
প্রজা দমনের আইন করা হইত তাহা হইলে
গোলযোগ ঘটিত না। জমীদারের অত্যাচারের
মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, এদিকে প্রজার হাত পা
করিয়া ফেলা হইল, এটী যারপর নাই অন্যায়
যাছে। তাহাতেই গোলযোগের শান্তি হইতেছে
তাহাতেই স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইয়া প্রজা
হইতেছে। প্রজাহত্যার নিমিত্ত কি জমীদারী

খাজনাবিল নামক যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য
হইয়াছে তাহাও মঙ্গলদায়ক নহে। তাহা যদি
বদ্ধ হয়, তদ্দ্বারা যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে
সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যে প্রকার সম
পাওয়া যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইত
অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার বি
কারণ আছে। কতক কতক বা অর্দ্ধ সম্পন্ন
কাহারই মনঃপ্রীতিকর হয় না। উল্লিখিত
বিল নামক আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বারা
ততঃ পনর বৎসরের নিমিত্ত একটী
নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিবার
হইতেছে। পনর বৎসর কাল নিয়ম করাই মহা ভ্র
কার্য্য হইতেছে। এই পনর বৎসরের পরে বিবাদ

বিবিধসংবাদ।

লণ্ডনের টাইমস প্রভৃতি সংবাদপত্র বলেন, শ গবর্ণমেন্ট যে পাঁচ কোটী টাকা আফগান র ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছেন তাহা কেবল ্যের কার্য্য। আফগান যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে । ভারতবর্ষেরই দেওয়া উচিত। কারণ কেবল তের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশসিংহ এই যুদ্ধে হইয়াছিলেন। অতএব এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ তে ইংলণ্ড কোনরূপে বাধ্য নন। যাহা কিছু য়া হইয়াছে তাহা কেবল দয়া করিয়া। ধন্য ণ্ডের বদান্যতা।

কলিকাতা পুলিস কোর্টে ইংরেজ ফিরিঙ্গীদিগের দ্ধে বিবাহ ও দাম্পত্যের মকদ্দমার সংখ্যা এত হইয়াছে যে কোন বিশেষ দণ্ডবিধান দ্বারা ইহার বিধান করা একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা কেবল ফিরিঙ্গী সমাজের কলঙ্ক এমন নহে ম মাজিষ্ট্রেটেরও সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। দিবস নাই যে দিন এইরূপ দুই অথবা ততো- অভিযোগ পুলিস কোর্টে উপস্থিত না হয়।

বিচারকালে জাতিগত বৈষম্য অনুসারে দণ্ডের ও তম্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি দুইজন গোরার র বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা তেছে যে, দণ্ডবিধি আইনে যেরূপ লেখা থাকুক কেন, জজ ইচ্ছা করিলে তাহার অন্যথা করিতে রেন। দুইজন গোরা শীকার করিতে যায়। তাহারা স্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোন কৃষকের ছাগমুখ য করিয়া গুলি করে। গুলির আঘাতে একটী হত ও কয়েকটী আহত হওয়াতে কৃষক ত্তি করে। গোরা আর রাগ সম্বরণ করিতে না রিয়া কৃষককে গুলি করে কৃষকের ও সেই আঘাতে হয়। বিচারে গোরার দোষ সম্পূর্ণরূপে ণ হয় এবং জুরিরা একবাক্যে তাহাকে হত্যা দে অপরাধী বলেন। এইরূপ দোষে দোষী লে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ফাঁসী হইয়া থাকে। সী যে ভাল দণ্ড এমন আমাদের ধারণা নহে। ন্তু যদি দেশীয় কোন ব্যক্তি এইরূপ দোষে দোষী াস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই প্রাণদণ্ডের জ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি কর্ত্তা বিষয়ে জজ দয়া করিয়া প্রাণদণ্ডের পরি ে তাহার যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা- ণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এখন কি আমরা বলিতে রি না যে জাতিগত বৈষম্য বশতঃ এরূপ বিসদৃশ চার হইয়াছে?

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সচিব প্রিন্স বিস্মার্কের দ্বিতীয় পুত্র নাকি রাজপরিবারের কোন মহিলার প্রণয়ে আশক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। রমণীর স্বামী বিবাহ ভঙ্গের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পলায়িতা মহিলার বয়স তাঁহার প্রণয়ী অপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা গৃহে আছেন। জর্ম্মাণ রাজ- সভার সকল রমণী অপেক্ষা ইনি অধিক রূপবতী ছিলেন এবং এই জন্যই মন্ত্রিকুমার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ১ লা বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময়ে শান্তিপুর হিতকরী সভার তৃতীয় বার্ষিক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় যাবদীয় সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ও রাণা- ঘাটের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাম- চরণ বসু, স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু হরিনাথ সেন এবং হরিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখো- পাধ্যায় মহাশয় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।"

কোন বিলাতী সংবাদপত্রে দেখা গেল নিউ নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক জেমস গর্ডন বেনেট সাহেব আমাদিগের রাজ কুমারী বিয়াট্রিসের পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। সম্পাদকের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন?

এস, টুক্ নামক পারস্য দেশের এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার কাজ করাইবার উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করি- য়াছেন।

ঢাকা মিহির বলেন, "আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম বিগত অষ্টমী স্নানের দিবস পুলিষ সব ইনস্পেক্টর বাবু প্যারীলাল গুহ মানিকচন্দ্র গুহ নামক স্কুলের একটী ছাত্রের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। মানিক অষ্টমীর স্নান করিয়া খেয়া নৌকায় পার হইয়া আসিতেছিল, সেই নৌকায় প্যারী বাবু পারাপারিত পার হইতেছিলেন। মানিক প্যারী বাবুর পাল্কীর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়া- ইয়াছিল। প্যারীবাবু তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন কিন্তু সেই খেয়া নৌকা লোকে এরূপ পরি- পূর্ণ ছিল যে, মানিক চেষ্টা করিয়াও সরিয়া দাঁড়া- ইতে পারিল না। ইহাতেই প্যারী বাবু একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মানিকের হাত ধরিয়া এক ঝাঁকি দিলেন মানিক বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শেষে হাত ছাড়াইয়া লইল। প্যারী বাবু ক্রোধে দ্বিগুণ জলিয়া উঠিয়া তাঁহার পাল্কীর বেহারাদিগকে মানিককে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা ইহাতে প্রথমে অস্বীকার করিল কিন্তু শেষে প্যারীবাবুর তাড়নায় ভীত হইয়া একজন বেহারা তাহার হাতের লা[ঠি] দ্বারা মানিককে প্রহার করিল, আর একজন তাহা[কে] ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মানিক সাঁতার জানি[ত] সে নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কি[ন্তু] প্যারী বাবু তাহাকে উঠিতে দিলেন না। অবশে[ষে] বহু কষ্টে দ্বিতীয় নৌকা পাইয়া মানিক তীরে উত্ত[ীর্ণ] হইল।

শুনিলাম মানিক রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ে[র] নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমরা ভরসা ক[রি] আমাদের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিশেষ অ[নু]- সন্ধান করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করেন।"

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শিক্ষা বিভাগের গতবর্ষের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পরস্পর এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্কুল সমূহে গতব[র্ষে] সর্ব্বশুদ্ধ ১২১১১৭ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। ইহা[দি]- গের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের ২০০০৩৭ টাকা ব্যয় হ[ই]- য়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে দে[খা] যায় যে গত বৎসর ছাত্রের সংখ্যা ২০৪৬৩ কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যয়ও ১১৭৪০৬ টা[কা] হ্রাস হইয়াছে।

√ রুশ সম্রাটের মৃত্যু নিবন্ধন যে গোলযোগ [হয়] তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কিন্তু [অনেক] সংবাদপত্র সম্পাদকেরা অতিশয় নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন রুশের নিহিলিষ্টদিগের মধ্যে ইউরোপের অনেক জাতির যোগ আছে, সম্পাদকেরা বলিতেছেন সকল বিষয়ে সাহায্য করিলে প্রায় সকল রাজা[র] অসুবিধা, তাহা হইলে বাস্তবিক ইউরোপীয় রা[জা]- দিগের মধ্যে রাজার রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। আজ কাল ইউরোপের সকল জাতিই প্রায় এ[ক]- নায়কতন্ত্র দোষী হইয়াছে। সে দিন এই উদ্দে[শ্যে] বিলাতের ম্যানসন হাউস ধ্বংস করিবারও উদ্যোগ হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহা ঘটে নাই। রুশের নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের স[হিত] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারিস, জেনিভা ও লণ্ডনের সো[শি]- য়ালিষ্ট দলের বিশেষ সংস্রব আছে। তাহাদি[গের] উদ্যোগেই নিহিলিষ্টেরা উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পা[ই]- তেছে। রুশ সম্পাদকেরা নিহিলিষ্টদিগকে স[মূলে] উচ্ছেদ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু উহাদের যেরূপ দলপুষ্টি হইয়াছে তাহাতে [উহা]- দিগের উচ্ছেদ সাধন করা বড় কঠিন ব্যাপার। উচ্ছেদ করিতে গেলেও রাষ্ট্রবিপ্লবেরই স[ম্ভব] সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ [স্থলে] এক-নায়কতন্ত্র প্রচলিত করিবার চেষ্টা করি[লে] ভাল হয়।

ধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
ত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-
মার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা-
য় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা
৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
তাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
তনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
আনা ; /০ আনার নূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
র্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ
লইবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় পথে জীবাত্মার প্রতি-
বিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে
অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে
চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে
ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের
বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার
রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক
শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী
গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলি-
কাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং
"চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডি-
কেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন
স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ
আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের
গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার
করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু-
সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের
যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা
ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ
সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে
প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও
ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন,
ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে
আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা
পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ
সেবন করিলে একেকালে আরোগ্য হইবে। মূল্য
বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চম-
কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ
হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে
তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য
শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা
ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত
পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেকালে পারা নি[illegible]
হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ ক্লশ ও [illegible]
প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও [illegible]
করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সা[illegible]
অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, [illegible]
বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে প[illegible]
(মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের [illegible]
আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। [illegible]
বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ৩ টাকা।

সরভেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষ[illegible]

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মা[illegible]
করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, [illegible]
পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধি[illegible]
চাঞ্চল্য প্রভৃতি বহু প্রকার বায়ুরোগ আছে [illegible]
স্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টা[illegible]

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মো: কাঁথি—জেলা মেদিনীপ[illegible]

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা [illegible] নানাবিধ বিলাতী [illegible]
আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা [illegible]

আমরা মফস্বলবাসিদের সুবিধার জন্য ক[illegible]
কাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়[illegible]
দিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলো[illegible]
দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লো[illegible]
দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সর[illegible]
করিয়া থাকি। যাহার যাহা প্রয়োজন, চি[illegible]
পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য [illegible]
হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ ক[illegible]
মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দে[illegible]
সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদে[illegible]
সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই ব[illegible]
পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হ[illegible]
করিতেছি : কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া
কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ২৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৪ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ এপ্রেল। | অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

প্রেরিতপত্র

বঙ্গভাষার শিরচ্ছেদ।

মহাশয়! অধুনা বঙ্গ-ভাষার যথার্থ উন্নতি... সময়। দেশীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের আন্তরিক প্রযত্নে ও শুশ্রূষানুসন্ধানে ইহার কলেবর এক্ষণে বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ সময় রাজপুরুষগণ প্রবর্ত্তিত কঠোর নিয়ম নিবন্ধন যদ্যপি সেই উন্নতি...

নিবোধ হয়, তদপেক্ষা আমাদের আক্ষেপের আর কি আছে? ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদের পরমহিতৈষী; আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির ও যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহাদিগের প্রযত্নে ঘটিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারাই আবার আমাদিগের উন্নতির প্রতিরোধপক্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সামান্য দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় নহে।

এতদ্দেশের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যানুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না। কেবল মধ্যবর্তী লোকের পক্ষেই উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহ চিন্তায় নিয়ত কুণ্ঠিত; তাহারা জীবিকা লাভের উপায়বিধান অগ্রে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পশ্চাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে; সুতরাং যে বিদ্যা জীবিকা লাভের অনুপযোগী, তদ্বিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি কি অনুরক্তি জন্মিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয়। বর্তমান রাজ-নিয়মানুসারে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার বিচারালয়ের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার পথ যেরূপ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, অন্য কার্য্যবিভাগে প্রবেশপথও তদ্রূপ। এ অবস্থায় কে আর অতঃপর বঙ্গভাষানুশীলনে যত্ন বা আগ্রহ প্রকাশ করিবে? এবং স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের আজীবন সঞ্চিত আলোচনার সামগ্রী চর্চ্চাভাবে দৈনন্দিন হীনাবস্থায় উপনীত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হইত। পরে ব্যবস্থাপক সভা তাহা রহিত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষায় তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তাহাও রহিত করিয়া একমাত্র মোক্তারী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আগামী কালে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে কি না সন্দেহ।

এই নিয়ম পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত লক্ষণগণ বঙ্গভাষার মূল্যের যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এক্ষণে মোক্তারী পরীক্ষা এই ভাষায় নিবদ্ধ থাকিলে ইহা একেবারে মূল্যবিহীন হইয়া পড়িবে। অতএব উক্ত কঠোর নিয়ম প্রবর্তন দ্বারা ব্যবস্থাপকগণ যে আমাদিগের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য। এস্থলে পাঠকগণ যদ্যপি পারস্য-ভাষার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেন যে, রাজাদের ব্যতিরেকে মহামূল্য সামগ্রীও অকর্ম্মণ্য ও গৌরবহীন হইয়া পড়ে।

মাতৃভাষা আমাদিগের মনুষ্যত্বের মহোপকরণ ও যথার্থ গৌরবের ধন। ইহার বিচিত্র-কাব্য মাধুর্য্য ব্যতিরেকে আমাদিগের স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধনের সামগ্রী আর নাই; প্রাচীন আর্য্যগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ এই ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় তৎপাঠে আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক জড়তা সকল অপনীত হইয়া পবিত্র স্ফূর্তি লাভ হইয়া থাকে; অন্তঃকরণ অসীম আনন্দ ও উৎসাহ-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। মাতৃ-ভাষা আমাদিগের দেহের শোণিত ও মস্তকের মজ্জা স্বরূপ। লোকের শোণিত, ও মজ্জা বিশুষ্ক হইলে দিন দিন যে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এ কথা সুনিশ্চিত। ঔষধের সহিত বৈদ্যের ন্যায় মাতৃ-ভাষার সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অধোগতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের নিষ্ফলতা অনিবার্য্য। অতএব গবর্ণমেন্ট যদি যথার্থই দেশীয় ভাষার গৌরব খর্ব্ব করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিরীহ বাঙ্গালির উপর যে নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

বাঙ্গালা যে অতি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষা, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই ভাষা শিক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও অপেক্ষাকৃত সহজ। নিম্ন-শ্রেণীর বিচারালয় সমূহের আইনানিক লিখন পঠন ও মকদ্দমার সমর্থন প্রভৃতি উক্ত ভাষায় অতি সুশৃঙ্খলরূপেই সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দ্বারা কোন প্রকার অসুবিধার কারণ নাই। অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী উভয় ব্যবসায়ে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা মাননীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এবং বঙ্গভাষার ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষার যেরূপ নিয়ম আছে, তদ্রূপ একটী উচ্চ শিক্ষার নিয়ম করিলে বঙ্গভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে।

যশোহর
সন ১২৮৮ — ১১ ই এপ্রেল। } শ্রীমাধবচন্দ্র শর্ম্ম
সরকারমা।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! নিম্নলিখিত আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক নামক এক খানি নূতন পুস্তকের সহিত প্রাচীন গীতাদি শাস্ত্রের বিরোধ হইল কি না, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতেছে। অতএব পাঠক মহোদয়গণ বিচারপূর্ব্বক সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, এই আশয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

কূটসংস্থিতচৈতন্যং নিরুপাধিকমক্ষরং।
তদেব ব্রহ্ম চৈতন্যং তৎ স্যাৎ সৃষ্টিচিকীর্ষকং
১০ম শ্লোক

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম জাতং তদৈকপাদশঃ।
বিদ্যাবিদ্যাত্রিজোজ্ঞেয় উপাধিদ্বি বিধোবুধৈঃ
১১ শ „॥

তয়া বিম্বায়তে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজরীজকং।
পরমাত্মা বিম্বিতঃ তৎ জায়তে সৎ সিসৃক্ষকং
২৪ শ „॥

অর্থ।

"যিনি ক্ষয় ও উদয় রহিত, উপাধি-বিহীন কূটস্থ চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য অর্থাৎ পর… সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়॥ ১০॥ সেই সংপূর্ণ পরব্রহ্মের চতুর্থাংশ উপাধিযুক্ত হইয়া পরম… অর্থাৎ পরমাত্মা হইয়াছেন; ইত্যাদি ১১॥ … করিতে ইচ্ছুক বীজের বীজ সেই কূটস্থ পর… পূর্ব্বোক্ত মায়া দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া পরম… হন। ২৪॥"

ভগবদ্গীতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
১৬ শ শ্লোক।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

অর্থ।

ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ দুই পুরুষ লোকে প্র… আছেন; তন্মধ্যে সমস্ত ভূত-পদার্থকে ক্ষর … কূটস্থ চৈতন্যকে অক্ষর বলা যায়। ১৬। যিনি উ… পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাঁ… নাম পরমাত্মা; ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। ১৭…

এস্থলে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের সহিত গীতার বি… হইল কি না?

অপিচ।

পঞ্চদশী ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়স্তথাবস্থাচতুষ্টয়ং॥ ১ম …
যথা ধৌতোঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতোরঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামি সূত্রাণি বিরাট চাত্মা তথের্য্যতে॥
কূটস্থোব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥ ১৮

তর বিভিক্রম করিতেছেন। যেমন চিদ্-
তে চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। ১॥
যমন ধৌত ঘট্টিত লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত তদ্রূপ
াত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা এবং বিরাট
চারিটী অবস্থা বিবেচিত হয়। ২॥"
তন্মধ্যে ঐ চিৎ অবস্থা চারি প্রকার। যথা,
: চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বর
ন্য।

ারমার্থিক	দৃষ্টান্ত
টস্থ চৈতন্য	ঘটাকাশ
হ্ম চৈতন্য	মহাকাশ
ীব চৈতন্য	জলাকাশ
শ্বর চৈতন্য	মেঘাকাশ

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য হইতে
চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতীত হয় কি না? পরমা-
কত অংশের অংশ কূটস্থ চৈতন্য, তাহা বচনা-
; কেবল পরমাত্মাতে আরোপিত অবস্থা চতু-
র চতুর্থাংশ চিতের চতুর্থাংশ কূটস্থ চৈতন্য, এই
বক্তব্য। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম-
াক-পুস্তকে কূটস্থ চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা
রূপ লিখিত হইল কেন? ইহাই আমার
াস্য।

জিজ্ঞাসু।
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।
শান্তিপুর।

বোপদেবের প্রমাদ।

মহাশয়! মুগ্ধবোধরচয়িতা বোপদেব বহু-
ন-বিরহিত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এক
রূপদিক বিন্যাস্ত করিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত
তেছে। যথা,

পাদদন্তযূষনিশাপৃতনামাসানসাস্নাসিকোদক-
াস্থকৃযকৃৎশকৃৎশীর্ষদোষ: পদ্ দদ্ যূষন্
পৃন্মাসাসন্ নস্ উদন্ অসন্ যকন্ শকন্ শীর্ষন্-
যণঃ শসাদিপৌ।

এবামেতে ক্রমাৎ স্থার্য্যা শসাদৌ পৌচ পরে।
'আসন' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আসা' শব্দের বিনি
শ করা বিধেয়। গ্রন্থকর্ত্তার ঐরূপ প্রমাদের কারণ
যে মহামহোপাধ্যায় পাণিনি এস্থলে আদেশ
র কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উঁহাদের আশ্রয়ভূত
াতিপদিকের উল্লেখ করেন নাই।

যথাঃ—

পদ্ দন্নোমাসহৃন্নিশসন্যূষন্দোষন্যকঞ্ছকন্নুদন্না-
স প্রভৃতিষু।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকর্ত্তা উক্ত পাণিনিসূত্রের যেরূপ
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ তাহা
প্রচারিত হইতেছে।

পাদ দন্তনাসিকামাসহৃদয়নিশাসৃগ্‌যূষ দোষ
যকৃৎশকৃৎ উদক আস্য এষাং পদাদয়আদেশাঃ স্যুঃ
শসাদৌ বা।

দণ্ড আসনশব্দস্য আসন্নাদেশইতি কাশিকায়া-
মুক্তং তৎ প্রামাদিকম্।

এ স্থলে কাতন্ত্রপ্রণেতা স্পষ্টাক্ষরে 'আস্য'
শব্দ স্থানে 'আসন' আদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন।
যথা—আস্যাদেরাসন্নাদিঃ শসাদৌ।

প্রক্রিয়ারত্নপ্রণেতাও "আস্য" শব্দ স্থানে
"আসন" আদেশ বিধান করিয়াছেন। যথাঃ—

বা সন্নাদিরাস্যাদেঃ।

সংক্ষিপ্তসারকর্ত্তারা "আস্য" শব্দ স্থানে
"আসন" আদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু
লিপিকর প্রমাদবশতঃ উহার কথঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈকল্য
হইয়াছে। যথাঃ—

বা দদাদির্দন্তাদেঃ। আস আসন্ যখন "আস্য"
ও "আস" এই উভয়ের বিলক্ষণ অবয়ব সৌসাদৃশ্য
পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, তখন উাঁহারা যে "আস্য"
শব্দ স্থানে "আসন্" আদেশ বিধান করিয়াছেন,
তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বোপদেবের ঈদৃশ মীমাংসা জয়াদিত্যের ব্যাখ্যার
প্রতিবিম্বস্বরূপ। অতএব ঐ মীমাংসা অশ্রদ্ধেয়
বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর "আস্য" শব্দ স্থানে যে "আসন্"
আদেশ হয়, তদ্বিষয়ে বেদশাস্ত্রও অনুকূল সাক্ষ্য
প্রদান করিতেছে।

যথাঃ—

আসোবৃকস্য বর্ত্তিকামভীকে ইতি মন্ত্রে মুখাদি
ত্যর্থ উচিত্যাৎ বকসাৰিৎ বর্ত্তিকামস্থপাস্যাদিতি
মন্ত্রান্তরসংবাদাচ্চ। তথাতি বাহুজ্ঞানমাস্তৈতি
মন্ত্রে মুখে ইত্যর্থ বিধনাৎ। এবমাসনাঃ পাদমূর্চ্ছি
স্থানি বোধ্যম্।

যখন এই সমস্ত শাস্ত্রে "আস্য" শব্দ স্থানে
"আসন্" আদেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া
যাইতেছে, তখন ঐ "আসন্" আদেশ যে "আস্য"
শব্দমূলক তদ্বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে
পারে না

কলিকাতা
সংস্কৃত কালেজ
৭ ই এপ্রেল-৮১

শ্রীবনওয়ারিলাল সরস্বতী
অধ্যাপক।

সোমপ্রকাশ

১৪ ই বৈশাখ সোমবার।

কাহার দোষে আফ্রিকায় যুদ্ধ উপস্থিত ঘটিতেছে?

আমরা বরাবর দেখিয়া আইলাম ও আজও
দেখিতেছি আফ্রিকার জুলু বোয়ার ও বাসুটো
প্রভৃতি জাতিদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের
ক্রমান্বয়ে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিয়াছে ও
চলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ শান্তি হইতেছে না,
তাহার কারণ কি? জুলু প্রভৃতির অসভ্যতাই
কি উহার কারণ? না ইংরাজদিগের ইহাতে কোন
দোষ আছে? যেটী উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া
আমাদিগের মনে প্রতীয়মান হইতেছে, আজ আমরা
তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।
এই কারণটীর উদ্ভাবন তত কঠিন নহে। কতক-
গুলি ইংরাজের চরিত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া পাঠ
ও দর্শন করিলেই ঐ কারণটী সহজে আবিষ্কৃত হইয়া
পড়ে। কতকগুলি ইংরাজের অনুপম মহানুভাবতা,
সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও দুর্ব্বলের প্রতি দয়া আছে। কিন্তু
সকল ইংরাজের সে মহত্ত্ব ও সে সকল গুণ নাই।
ইংরাজ-জাতি-সাধারণে যে একটী গর্ব্বিত ভাব আছে,
তাহা প্রায় সকল ইংরাজেই দেখিতে পাওয়া যায়।
তবে যাঁহারা অভ্যাস করিয়া বিনয়নম্রতা উদা-
রতা, ধৈর্য্য ও নিরুপম ক্ষমা-গুণের শিক্ষা
করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অধি
কাংশ ইংরাজে এত দেবদুর্লভ গুণ দৃষ্ট হয় না।
ইংরাজদিগের গর্ব্বিত হইবার অনেকগুলি কারণ
আছে। তাঁহারা আপনাদিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম,
উৎসাহ ও অধ্যবসায় অন্য অন্য জাতীয়দিগের
অপেক্ষা অধিকতর দেখিতে পান। যাহাদিগের
এই স্বাভাবিক গর্ব্ব আছে, তাহাদিগের নিজের
অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে হীনবল ব্যক্তিদিগের
সংসর্গ ঘটিলে বিষম অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।
লৌহনির্ম্মিত পাত্রের সহিত মৃৎপাত্রের পরস্পর
সংঘর্ষ হইলে মৃৎপাত্রই ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব
প্রবল ইংরাজদিগের সহিত হীনবলদিগের সংসর্গ
ঘটিলে যে উক্তরূপ ঘটনা ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে।
ঐরূপ ঘটনা হইবার বিশেষ কারণ এই, ইংরাজ
দিগের মনে যেমন আপনাদিগকে বড় বলিয়া
অভিমান আছে, যে সকল ব্যক্তির সহিত ইহাঁদিগের
প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহারা সভ্য হউক আর অসভ্য
হউক তাহাদের মনেও সেইরূপ আপনাদিগকে ব
বলিয়া অভিমান আছে। উভয় অভিমানে যত পরস্পর
আঘাত লাগিতে থাকে, ততই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উথিত

ার উন্নতি সাধন করিলে, যদি আমি সেই ভূমি ত তাহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি ক্ষতিপূরণ বেন না। এবং ২১ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিলে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অনেক কৃষকের ানুক্রমে ঐস্থানে বাস ছিল, তাহারা তত্রা- ব মায়ায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। স্বলি জন পেয়াদা ও কয়েকজন পুলিষপ্রহরী লইয়া ক্রমে প্রজাকে উঠিয়া যাইবার সংবাদ দিতে লন। গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে াকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে গেলেন, বাটী শূন্য দেখিলেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে তে তাঁহারা যেমন ডয়ার নামক এক কৃষকের র নিকটস্থ হইয়াছেন, অমনি কয়েকটী বন্দুকের য়াজ হইল। দুই ব্যক্তি হত হইল স্বলি নিজেও তর আহত হইলেন।" স্বলির এই অত্যাচার ন্ত পাঠ করিয়া পাঠক কি মনে করেন, বঙ্গদেশীয় দারেরা ইহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী? দেশের জমীদারদিগের পূর্ব্বে যত অত্যাচার ক, এখন তাঁহাদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে। ন তাঁহাদিগের অত্যাচার প্রায়ই লুপ্ত হইয়া সিয়াছে। যাহাদিগের যে কিছু আছে, তাহা আয়- ণ্ডের জমীদারদিগের অত্যাচারের শতাংশের াংশও নহে।

আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা কোন জমীতে প্রজার ন প্রকার স্বত্ব স্বীকার ও স্বত্ব দানে চ্ছুক। ইহাঁরা যত ইচ্ছা কর বৃদ্ধি করিবার া পান, প্রজারা তাহাতে সম্মত না হইলে তাহা- কে উঠাইয়া দেন। এই সকল অত্যাচার নিবন্ধন ারা বিরক্ত হইয়া এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহা- ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ভীরু, তথাপি হারাও নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না রিয়া নীলকুঠি দাহ ও কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ রয়াছিল। অতএব আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা যে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় । কারণ, তাহারা অধিকতর সাহসী বলবান াবসায়সম্পন্ন ও একতাবদ্ধ। এই সকল কারণে হারা জমীদারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে ত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ দিকে আইন কানুন রয়া জমীদারেরই অত্যাচারেরই পথ মুক্ত করিয়া তেছেন; কিন্তু প্রজার পক্ষে যে হিত চেষ্টা হইতেছে হা নাম মাত্র। ল্যাণ্ড-বিল নামক যে এক আইনের ণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে, তাহা বিধিবদ্ধ হইবে কি প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ। বিধিবদ্ধ হইলেও া কতদূর ফলোপধায়ী হইবে, তাহা এখন ঝতে পারা যাইতেছে না।

জমীদারেরা প্রজার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া "পাগলার সাঁকো নাড়িয়া দেওয়ার ন্যায়" প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সময়ে সময়ে আবার তাঁহাদিগকে প্রজা- দিগের দৌরাত্ম্যও সহ্য করিতে হইতেছে। প্রজার সহিত যাবৎ জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, তাবৎ এ অত্যাচারের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। যাঁহারা ভূমির হার নির্দ্দেশকে বিষয়ের মূল্যের হ্রাস কল্পনা করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের সে আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর তদুত্তরে আমরা বলি, যে সকল দ্রব্যের উপস্বত্ব ও লাভের বিশেষ ন্যূনাতিরেক না হয়, কিরূপে তাহার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে? জমী- দারেরা আপনারাই স্বীকার করেন, জমীদারী ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার জমীদারী ক্রয় করেন। যখন টাকা বিনিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য, তখন কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে তাহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ ত বৃদ্ধি হয় না, তথাপি ইহা লোকে ক্রয় করে কেন? জমী- দারীর আয় স্থির হইলেও যে এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? বরং এখন অনেকে মকদ্দমার ভয়ে জমীদারী ক্রয় করেন না। স্থিরতর আয় ও সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিলে সে ভয় থাকিবে না।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ডের জমীদার ও প্রজার উপস্থিত বিরোধ নিবন্ধন আমাদের একটী ভ্রম ভঞ্জন হইয়া গেল। কেবল আমাদিগের নয় অনে- কেরই ভ্রম ভঞ্জন হইবে। আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের অধিকাংশই ইংলণ্ডের লোক। অনেকে প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের জমীদারেরা বঙ্গ- দেশীয় জমীদারদিগের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান বুদ্ধি- মান ও সদ্বিবেচক। তাঁহারা অধিকতর উন্নত সভ্য সমাজে থাকেন, তাঁহাদের এরূপ গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সে প্রত্যয় ভ্রমাত্মক। ইংলণ্ডের জমীদারেরা এই গোলযোগের সময়ে যখন প্রজাদিগকে জোত বরখাস্ত করিয়া উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তখন আর তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা কি? তাঁহারা যদি এখন প্রজাদিগকে বাস্তুভূমি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল খাজনা আদায় করিবার সুব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা প্রকাশ পাইত, এত গোলযোগও হইত না। তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ অবিবেচনা নিব- ন্ধন গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিষ্ঠু আইন করিতে হইয়াছে। এখনও যদি তাঁহা সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদের মীমাংসা করেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা প্রকাশ পায়।

আরল বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু।

১৯ এ এপ্রেল ইংলণ্ডের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রপা হইয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ও আরল বিক ন্সফিল্ড এই দুই ব্যক্তি তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে দীপ্তিম নক্ষত্রের ন্যায় ইংলণ্ডকে আলোক দান করিতে ছিলেন, তাহার একটী নির্ব্বাণ হইল। ইউরোপখণ্ডে প্রিন্স বিসমার্ক, গর্চ্চাকফ প্রভৃতি যে কয়জন রাজ নীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আর বিকন্সফিল্ড তাঁহাদের অন্যতর। তিনি যে একজ প্রতিভাশালী অধ্যবসায়-সম্পন্ন ক্ষমতাবান লো ছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য ও উন্নত পদ লাভ দ্বা সপ্রমাণ হইতেছে। যাহাকে প্রকৃত ইংরাজ বলে, তি তাহা নহেন, তিনি জাতিতে ইহুদী। তিনি ইহুদী ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসাধারণ ক্ষম তার পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশে এক প্রবাদ আছে যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে চির দ্বন্দ্ব। যে খানে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থাকে, সেখানে সরস্বতী যান না আবার যে খানে সরস্বতীর কৃপা হয়, সেখানে লক্ষ্মী করুণা-দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু আরল বিকন্সফিল্ড লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ে পরস্পর সপত্নীভা পরিত্যাগ করিয়া সখীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন তিনি রাজনীতিজ্ঞতা গুণে যেমন লক্ষ্মীর বরযা হইয়াছিলেন, তেমনি আবার লেখা পড়ার সবিশে চর্চ্চা করিয়া সরস্বতীরও কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ তাঁহার যৌ কাল অবধি প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনেকে লক্ষ্য ও মনোরথ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদ উদিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। কি আরল বিকন্সফিল্ডের মনোরথের গতি সেরূপ নাই। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যা লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ এই, তিনি ইংরা জাতির অধিকাংশের মনের গতি বিলক্ষণ বুঝ ছিলেন। বুঝিয়াই সেই দলে অভিনিবিষ্ট হন এ সেই দলের মনোমত কার্য্য করিয়া [illegible] অগ্রণী হইয়া উঠেন [illegible]

...াসী মৃত জন ইভান্সের একমাত্র বিধবা কন্যা ...র আন নামক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি-...। তদীয় পত্নী ১৮৬৮ অব্দের ২৮ এ নবেম্বর ...কাউন্টেস বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ...৩ অব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে প্রাণ-...গ করেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে কাবুল যুদ্ধ, ... সংক্রান্ত আইন, তুলজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক ...ত, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সৃষ্ট হইয়াছে।

রুশের নিহিলিষ্ট দল ও প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী।

...সমাচার পত্র পাঠে জানিতে পারা গেল, রুশের ...মান সম্রাট এক দিবস শয়ন করিতে গিয়া ...বলেন, তাঁহার বালিশের নিকটে এক খানি পত্র ...য়া আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে বর্ত্তমান ...ট যদি রুশ রাজ্য মধ্যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ...র্ত্তিত না করেন তাঁহারও তাঁহার পিতার মত ... ঘটিবে।

...এই পত্র খানি দ্বারা নিহিলিষ্ট দল যে কেমন ...প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহার সবিশেষ পরি-... পাওয়া যাইতেছে। রুশের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ...য় আলেগজাণ্ডর নিহিলিষ্ট দলের এই দৃঢ়প্রতি... ও অধ্যবসায়শীলতা দর্শন করিয়া স্বতঃ পরতঃ ...া ঐ দলের উচ্ছেদ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ...ন স্বয়ং কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত ঐ ...র হস্তে পতিত হইয়া আপনি উচ্ছিন্ন হইলেন। ...য় আলেগজাণ্ডর যদি সত্বর স্বরাজ্যে প্রতিনিধি ...নপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন, তাঁহাকে যে ...ার পিতার গতি লাভ করিতে হইবে না এ কথা ... যাইতে পারে না। রুশ সম্রাটেরা ইউরোপ ... আপনাদিগের ইতঃস্তত চতুর্দ্দিকে প্রতিনিধি ...নপ্রণালী প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছেন। প্রজা ... আর একনায়ক-তন্ত্র ভাল বাসিতেছে না। ...রা এই চেষ্টায় স্বয়ং বলি হইতেছে, সম্রাটকেও ... প্রদান করিতেছে; তথাপি সম্রাট যে প্রতিনিধি ...নপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না, ইহা অতিশয় ...র্য্যের বিষয়। রুশকে যে লোকে অর্দ্ধ সভ্য ... এটী কি সেই অর্দ্ধ সভ্যতার ফল?

...পাঠক এখন এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত ...ন, ভারতে সহজে ও স্বল্প দিনে প্রতিনিধি শাসন ...লী প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ... রাজা রুশ সম্রাটের নিজ রাজ্য, তাঁহার প্রজাগণও ...ার স্বদেশীয়, স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী। তাহা-...ার সহিত সম্রাটের স্বাভাবিক সমসুখ-দুঃখতা ...ক, সেই খানেই যখন রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া ...টের হস্ত হইতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ছিনা-... লইতে হইতেছে, তখন ভারতে যে ঐ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী সহজে ও স্বল্প দিনে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার কি সম্ভাবনা আছে? যাঁহারা সে আশা করেন তাঁহাদের দুরাশা মাত্র। ভারতে ও রুশে অনেক অন্তর; ভারত বিজিত দেশ, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, কোন দেশে কখন বিজিত-দিগের মনোমত কাজ সহজে সম্পন্ন হয় নাই, জেতৃগণ স্বমতানুসারে কাজ করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভ্য বলিয়া ভারতবাসিদিগকে বালকবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রবোধার্থ তবুও অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুইএক জনকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও মিউনিসিপাল কমিশনর করিয়া থাকেন। জেতৃগণ যে, সকল স্বত্ব ও উন্নত পদগুলি আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখেন এটী চিরপ্রসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। ভারতবাসিরা সর্ব্বদা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা সকল কাজেই পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আইন করিতে গেলেন, ইউরোপীয়-দিগের নিমিত্ত এক প্রকার আইন হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত অন্য প্রকার হইল। রাজপদ বিতরণ করিতে গেলেন, বাছা বাছা ভাল পদগুলি ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া হইল, আর ওঁচা কর্কটে পদগুলি এদেশীয়দিগকে বিতরণ করা হইল; ভারতবাসিদিগের এ আক্ষেপ বৃথা। জেতৃগণ বিজিতদিগের প্রতি স্বভাবতই এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তবে ভারতবাসিদিগের আক্ষেপ করিবার একটী কারণ ঘটিয়াছে। কতকগুলি উদারপ্রকৃতি গ্রন্থকারের উপদেশ, ও বাইবেলের উপদেশ এবং সময়ে সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃত সকল প্রজার প্রতি সম ব্যবহারের মহোদার ঘোষণাই মাথা খাইয়াছে। সেই সকল দেখিয়াই ভারতবাসিরা মনে করেন, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়ের সহিত তুল্য ব্যবহার করিবেন কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ঘটনা হয় সুতরাং আশা ভঙ্গ হইলে মনের মধ্যে যে সচরাচর ক্ষোভ, রোষ ও অমর্ষ উদয় হয় ভারতবাসিদিগের মনেও তাহা উদয় হইয়া থাকে কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভুল। রাজপুরুষদিগের বিষম ভুল এই যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সম ব্যবহারের ঘোষণা করিয়া থাকেন। যে বাক্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহার ঘোষণা করা কেন? ঐ ঘোষণাই যত অনর্থের মূল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার প্রজাগণ তত্রত্য নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছে মেদনী... তাহার এই নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রকাশ করি... ছেন। আমরা জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ... পরগণার প্রজাবর্গ। পরগণার পত্তনি জমিদার ... সন টি ওয়াটসন এণ্ড কোং র কর্ম্মচারিগণ, বিশে... মিঃ জি এন রিচার্ডস্ ও মিঃ ব্রাকুসেন সা... কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ও পরিত্রাণের উ... য়ান্তর না দেখিয়া হুজুর বরাবর নিম্নলিখিত কয়ে... অত্যাচার জ্ঞাত করিতেছি। প্রার্থনা করি ... অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধীনগণের প্রতি কটাক্ষপাত ক... আজ্ঞা হয়।

১। আমরা খাজনা দিতে গেলে তাহা না ... বাকী খাজনার মাস মাস কিস্তি করিয়া না... করতঃ খরচায় জেরবার করিতেছেন। এক ... ছই আনা প্রভৃতি যে সমস্ত সামান্য জমা ... তাহারও মাস কিস্তিতে নালিশ করিতেছেন।

২। গোচারণ ভূমি হইতে গো মহিষাদি ... পূর্ব্বক তাড়াইয়া লইয়া খুঁয়াড়ে দিতেছেন। ... সুবিধা পাইলে গোয়াল হইতেও লইয়া যাইতে ... করেন না।

৩। আমাদের খাস্রাই জঙ্গল ও জমির ... বৃক্ষাদি, ৩। ৪ শত কুলি দ্বারা কাটাইয়া নষ্ট ক... তেছেন। ইহার কারণ এই যে, এইরূপে প্রজা... সমস্ত জঙ্গল নষ্ট হইলে উক্ত পত্তনিদারদের ... হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিতে প্রজারা বাধ্য হইবে ... কাজেই বশ্যতা স্বীকার করিবে।

৪। গরিব প্রজাদের মুরগী, ডিম্ব ও ছাগল ... মূল্যে অথবা অল্প মূল্যে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে...

৫। যে সকল পুষ্করিণী ও বাঁধের জলে আ... দের পুরুষানুক্রমে আবাদ হইয়া আসিতেছে ... কাটাইয়া দিয়া আর বাঁধিতে দেন না। ... আমাদের জমী পতিত ও শস্যের অনেক ক্ষতি ... ছেছে।

৬। ফৌজদারীতে অথবা দেওয়ানীতে মি... মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দি... ছেন।

৭। আমাদিগকে বলিয়া সকলকে বিনা ... অথবা অনেক স্থলে পরিশ্রমের অনুপযুক্ত বে... নীল চাস করাইয়া কষ্ট দিতেছেন এবং ... ক্ষেত্র হইতে সার গোবর আদি বলপূর্ব্বক উঠা... নীল করিতে দিতেছেন।

৮। জমী জমীর মুক্তচেহেন ও খাস্রাই ... ইট গঠন ও ভূমবিধার পরোক্ষার করিলে বলপূ... র্ব্বক লইয়া গিয়া জরিমানা করিতেছেন এব... দিগে আদি খাজনা আদায় করিতেছেন।

৯। পত্তনিদার প্রজাই ব্যাবহারিক ... মাদের জমীকে বেনামী বন্দোবস্ত ... আমা... আবাদের ও ফসলের অনেক ক্ষতি করিতেছেন।

ার গিবসন হইতে রুগ্নকায়া হইয়াছেন। এই রোগাক্রান্ত এক ইউরোপীয় রমণীকে রোগ্য করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী যখন বাহ্য-শূন্য হইয়া লোককে কামড়াইবার চেষ্টা তে ছিল ডাক্তার সেই সময়ে তাহার একখানি হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া দেন। তৎপরে চা ও পিপারমেণ্ট প্রভৃতি একৈক ক্রমে অতি- খাওয়াইয়া দেন। তাহাতে কিছু উপশম হইয়া পূর্ব্ববৎ পীড়া হয়। আবার রক্তমোক্ষণ কুইনিন খাওয়াইয়া দিবার পরে রোগী ক্রমে আরোগ্য হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট কালেজ ল ১১ই মে গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে বন্ধ হইবে।

৪ ঠা বৈশাখ শুক্রবার যে ঝড় ও বৃষ্টি হয় তে গঙ্গার নৌসেতুস্থ পাহারাওলার থাকিবার নির্ম্মিত গৃহ উড়িয়া যায়। মধ্যনগর কগুলি বৃক্ষও পতিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের এক খানি খালী গাড়ি ঝড়ে স্থান হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিন জন লোক খিদিরপুরের পার হইয়া যাইতেছিল। বজ্রাঘাতে তাহারাও ত্যাগ করিয়াছে। ঐ দিন পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের ষ্টাণ্ট বাবু কালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী তে নৌকা ডুবি হওয়াতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ- গ করিয়াছেন।

বৎবাজার পুলিসের একটী কনষ্টেবলের কার্য্য য়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ১৭ ই ল যে সামান্য ঝড় হয় তাহাতে গ্রাণ্ট লেনের টী গৃহদের দরজার কয়েক খানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া র উপর পড়িয়া যায়। একজন উড়িয়া কুলি য়া লইয়া গমন করিতে ছিল, এমন সময়ে কনষ্টেবল তাহাকে কাষ্ঠগুলি উঠাইয়া লইতে । উড়িয়া পুলিসের ভয়ে উহা উঠাইয়া লইল তাহার কথানুসারে থানায় গমন করিল। ল কনষ্টেবল থানায় গিয়া বলিল ঐ ব্যক্তি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল সে তাহাকে য়া আনিয়াছে। উড়িয়া ইহা দেখিয়া এককালে বুদ্ধি হইয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা পুলিসের পক্ষের নিকট বলিল। বিচারে উড়িয়ার নির্দ্দো- । প্রমাণ হওয়াতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে পাহারাওয়ালার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ভারতের প্রধান সেনাপতি সার ফ্রেডারিক টস যেরূপ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা য়া মহা আন্দোলন হইতেছে। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড, য়র্লণ্ড এবং ওয়েলস সকলেই তাঁহাকে স্বদেশীয় বলিয়া দাওয়া করিতেছেন কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন তিনি উপরিউক্ত কোন দেশেরই নহেন। তিনি কানপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁহার পিতা তিইলের নিকট কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

২২ এ মার্চ্চ রুশ রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষের কন্যা সোফি পিওফস কি রুশ সম্রাটের হত্যাকার্য্যেই বিশিষ্টরূপ সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবর্গে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সম্রাটকে যে যে স্থানে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহার সকলগুলিতেই তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। তিনি ধৃত হইয়া এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া স্বদোষ স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত আজোর নামক স্থানে একাদিক্রমে ৩৯ বার ভূমিকম্প হওয়াতে একটী গির্জ্জা অন্যূন ২০০ বাটী পতিত এবং অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐরূপ আবার ইটালির অন্তর্গত কয়েক স্থানে ১৫ বার উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সিমলায় যে রোমান কাথলিক গির্জ্জাটী আছে এক্ষণে উহা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যবহার করিবেন বলিয়া কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপন আর একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইনি ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক জন ভ্রমণকারী যাপানের এক খানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তত্রত্য কয়েকটী দ্বীপে গন্ধক, কয়লা ও লৌহ-খনী আছে। এই সকল দ্বীপে বসন্তকালের অন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে টাইফুন বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অনেক সময়ে নিজের দোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অধঃস্তন কর্ম্মচারীর উপর সেই দোষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সকল সময়ে এ সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার হয় না এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা বিনা দোষে নানা প্রকার অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে হয়ত কারাগারে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু যদি অধঃস্তন কর্ম্মচারী স্বাধীনপ্রবৃত্ত লোক হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার দোষ অনুসন্ধান ও বিচার করেন তাঁহারা অপক্ষপাতী হন তাহা হইলে যে কেবল নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণ নিস্তার পান এমন নহে, যথার্থ দোষী ব্যক্তির ও নির্য্যাতন হয়। সম্প্রতি বোম্বাই নগরে যে দুইটী সামরিক বিচার হয় তাহাতে এই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরের জুলাই মাসে কান্দাহারের নিকট মেওয়াণ্ড নামক স্থানে ইংরাজেরা সেনাপতিগণের দোষে আফগানদিগের নিকট পরাজি হন ও বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হয়। বি জেনারল বরোজের দোষেই যে এই ঘটনা হয় অ কেই সেই সময়ে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মেজর কুরী ও ক মালকলমসনকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাঁ দিগকে সামরিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হ পূর্ব্বে কুরী নির্দ্দোষী প্রমাণিত হন; এক্ষণে আ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কর্ণেল মালকলমস সম্মানের সহিত অব্যাহতি পাইয়াছেন। এ জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিক কাহার দোষে এই দুর্ঘটনা গবর্ণমেণ্ট তাহার কি সন্ধান করিবেন?

১৮৭৭ অব্দে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়েরা সম্রা হত্যা করিতে চেষ্টা পাওয়াতে তাহাদিগের ম ১৯৮ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। উহাদি মধ্যে ৮২ জন ভদ্র-সমাজভুক্ত ১৯ জন গবর্ণ কর্ম্মচারী ৮ জন সৈনাবিভাগীয় কর্ম্মচারী ৩০ ধর্ম্ম যাজক ১১ জন বণিক ২৩ জন ব্যবসায়ী ১৭ জন চাষা লোক ছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা য়াছেন। এচ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়; এম,সি নন্দি, এচ, মিশ্র।

আমেরিকায় ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদি মধ্যে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২১ এ এপ্রেল আম্বালার স্বর্ণগিরিখেলা-সং মকদ্দমার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। প্রধান আ রিভেট সাহেব দোষ স্বীকার করাতে তাঁহার শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। অপর ৬টী সহকারী আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় উকীল তাহা উঠা লইয়াছেন।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা যত স মিষ্টার "স্কোয়ার" উপাধি লইতেন এখন তত সহজে পাইবেন না। মান্দ্রাজ মেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর গবর্ণমে ইউরোপীয় ও ইষ্টইণ্ডিয় কর্ম্মচারী ভিন্ন দেশীয় চারিদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে "মিষ্টার, স্কোয় প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হইবে। নিয়ম হই যাহাদিগের মাসিক বেতন দুই শত টাকার নহে, মুসলমান হইলে তাহারা নামের পূর্ব্বে আর, আর; ও নামের শেষে সাহেব বাহাদুর অন্য জাতি হইলে শুক্র অথবা আয়গার এই উ প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা দুই শত টাকার ক টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান মুসলমান হ সাহেব এবং অন্য জাতি হইলে এম, আর,

ক বৎসর যে প্রণালীতে মহ বাংসব করিয়াছিল, নকার কাঁসারীরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ অনুকরণ য়াছে মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ ল জীবন্ত সঙের রং করিবার জন্য স্ত্রীলোক-র সম্মুখে যে সকল গান করিয়াছিল, তৎসম- অধিকাংশই অশ্লীল ও অশ্রাব্য। অতএব দের মধ্যে ঐ সকল সঙ ও সঙ্গীত যত শীঘ্র য় যায়, ততই মঙ্গল।

ক্নগরের বার দোলের অনুকরণে মদনগোপাল য কয়েক বৎসর হইতে তের দোল হইতে স্ত হইয়াছে। এবার ঐ তের দোল উপলক্ষে গোপাল গোস্বামীরা যেরূপ আড়ম্বর করিয়া- ন, ঈশ্বরেচ্ছায় তদ্রূপ ফল দর্শে নাই। কিন্তু র অন্ধেক ফল লাভ হইয়াছে। মদন গোপাল মীদের দেখাদেখি আতাবুনে গোস্বামীরা র জলেশ্বরের আজ্ঞায় ৮ শ্যাম-সুন্দরের চৌদ্দ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এই উভয়বিধ দোলে দিগের উপাসনা করিয়া বিগ্রহ সংগ্রহ করিতে ছে। ধন্য আমোদ প্রিয়তা!

এখানকার গঙ্গার ঘাটে বাঁস ও শাল কাঠের ব এমনি আমদানী হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন র্থিদিগের স্নানের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অত হিতকরী সভার সভ্যেরা লোকের ঐরূপ স্নানের নিবারণ করণাভিপ্রায়ে রাণাঘাটের ডেপুটী ষ্ট্রেট বাবুকে উহা বাচনিক জানাইয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল ইংরাজি স্কুলের কদিগের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, এজন্য দের বেতন কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হই- ছ। মিউনিসিপালিটীর অধীনে থাকিয়া যদি কদিগের অন্নকষ্ট বিদূরিত না হয়, তবে তাঁহা- র স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করাই উচিত।

আমরা সে দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে হরিপুরে ন করিয়াছিলাম। সেখানকার রাস্তা ঘাটের বস্থা দর্শনে বোধ হইল যে, ঐ গ্রামের পথ-কর ন না করাই উচিত। কিন্তু গবর্ণমেন্টের কর্ত্ত রা যেরূপ প্রকৃতির লোক, পথ-কর যথাকালে ন না করিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহা- না বলে "খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার?"

এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুদের কি গুন মাপ? রাননগরের সরকারী রাস্তার উপর দের পয়ঃপ্রণালী দেখিয়া অনেকের মনে ঐ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহাও বিবেচনা করা যে, নূতন বাটী প্রস্তুত করিতে কমিশনর ম বাবুর বিস্তর টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; এজন্য নি সরকারী রাস্তার মধ্যদেশ দিয়া পাকা পয়ঃ- লী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আছে যে, শীঘ্রই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অতএব পথিকেরা আর কিছু দিন ঐ পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধের আঘ্রাণ লউন, ইহাতে পীড়া জন্মে,তাহা হইলে গাঙ্গুলী বাবুর উপাস্য দেবতা ডাক্তার বাবু বিনা দক্ষিণায় পীড়িত ব্যক্তির পীড়া উপশম করিয়া দিবেন। পীড়িতা স্ত্রী-লোকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম ও বন্দোবস্ত।

ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখো- পাধ্যায় মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া কয়েক বৎসর হইল স্বদেশে প্রত্যা- গত হইয়াছেন। ইঁহার পত্নী ও পুত্র কিছুই নাই পিতাও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পর- মারাধ্যা জননী জীবিতা আছেন। এজন্য মাতৃভক্তি পরায়ণ বিপিন বিহারি বাবু মধ্যে মধ্যে ফরিদপুরে আগমন করিয়া থাকেন ও স্থানান্তরে বাসা করিয়া থাকিয়া জন্মভূমি দর্শন করেন, এতন্নিবন্ধন পরশ্রীকা- তর কয়েকজন লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে "একঘরে" করিয়া বসিয়াছে। এক্ষণে কৈলাস মনের দুঃখে শান্তিপুর সমাজের শরণাগত হইয়াছেন। এই উপ- লক্ষে জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে দুই দিন দুইটী সামাজিক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রথম সভার ফল আশানুরূপ হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় সভায় অনেক তর্কবিতর্কের পর ভক্তবৎসল গোস্বামী মহাশয়েরা কৈলাসকে কৃপা করিতে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখানকার চৈতন, সন্ধ্যা নন্দী ও বসন্তী ঠাকুরেরা সংস্রব দোষ বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কৈলাস চন্দ্রকে সংস্রব দোষে দূষিত বলিয়া উপেক্ষা করা অনুচিত, কারণ আজ কাল সমাজে কৈলাস অপেক্ষা সহস্র দোষে দূষিত এমন অনেক মহাত্মা আছেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ সমাজ স্বার্থানুরোধে অদ্যাপি তাহা- দিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ যে হিন্দু-সমাজে প্রকাশ্যভাবে বিলাতি বিস্কুট প্রভৃতি চলিতেছে, সেখানে আবার জাতাভিমান কি? "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।"

জামালপুর।

গত শনিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় অত্রত্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০। ৬০ টাকা মূল্যের উত্তম উত্তম পুস্তক খরিদ হইয়া আসিয়াছিল। এই শুভ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বালকগণের উৎ- সাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রত্যেক আফিসের বাঙ্গালী বাবুদিগকে, সাহেবদিগকে এবং মুঙ্গেরের বাবুদি- গকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যকালে কয়েকটা ইংরাজ ১০।১৫ টি বাঙ্গালী ব্যতীত কেহই উপস্থিত হই পারেন নাই। মহামান্য এক্‌টিন্‌ লোকমটিভ সুপ রিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এলেন ষ্টোক্‌ সাহেব সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে উৎসাহ-ব বাক্য দ্বারা পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন এই পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মুঙ্গেরের বাবু আসার আমরা ততদূর প্রত্যাশা করিতে পারি ন কিন্তু এখানে অন্যূন ৩।৪ শত বাঙ্গালী আছে তন্মধ্যে এক শত আন্দাজ উপস্থিত হইয়া বাল গণের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন এরূপ আশা আমাদে হইয়াছিল। আর তাহা হইলে ম্যানেজিং কমিটি মেম্বরগণ যথেষ্ট আপ্যায়িত হইতেন। আমরা দেখি দুঃখিত হইতেছি, শুভ কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিলে লোকেযোগ দান করেন না, কিন্তু অহিত কা বিনা আহ্বানেও পদধূলি দিয়া থাকেন। তা প্রমাণ আমরা হাতে হাতে দিতেছি। ইতিপূর্ব্বে মারপিটের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে মু কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে উভয় পক্ষেরই ছিল, তবে কাহারো বা বেশী কাহারো বা নচেৎ এক হাতে তালি বাজে না। সেই মকদ্দম সময় জামালপুর ষ্টেষণে এত লোকের সমাগম য়াছিল, যে চলাচলের পথ ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম,রেলওয়ে কোম্প নেটিক্ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য যে পুস্তক প্রদান ক য়াছিলেন, সম্প্রতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে উত্তমরূপ মেরামত সাধারণের বসিয়া পাঠোপযোগী করা হইতেছে কিন্তু আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক তাঁহার পুস্তকালয়ে আর নূতন পুস্তক কই? যে স পুস্তক তাঁহার যত্নে এবং মৃত অন্নদা প্রসাদ বাহাদুরের সাহায্যে আসিয়াছিল, তাহা ত পা গণের এক প্রকার পাঠ করা সমাপ্ত হইতে চলি এই সময়ে আবার কতকগুলি নূতন পুস্তক আসিলে পাঠকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হই সম্ভাবনা। অবশ্য আমরা স্বীকার করিতেছি তাঁহার দৃঢ়তর অধ্যবসায়, যত্ন এবং পরিশ্রমের পুস্তকালয়টী যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে তাঁহার নিকট আমাদের আর বেশী প্রার্থনা ক অনুচিত, কিন্তু আমরা এখানকার সাধারণের নি কিছু কিছু প্রার্থনা করিতে পারি কি না? যখন মারপিটের মকদ্দমায় দেখিয়াছি "হাত ঝা পর্য্যন্ত "তখন বাবুরা কি সাধারণের হিতার্থ কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

মুঙ্গের বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু তো নাথ হালদার মহাশয়ের যত্নে গত রবিবারে

ার বক্ষ দিয়া আমাদিগের অভয় কৃতজ্ঞতার
ন হইয়াছেন।

ভাগলপুর।

এক্ষণে গবর্ণমেন্টের কৃপায় যেখানে সেখানে
র ভাঁটী হওয়ায় মদ্য-স্রোতে দেশ প্লাবিত
হইতেছিল। কত লোক যে সেই স্রোতের অনু-
গামী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে প্রবল তরঙ্গে
ত হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হই-
, তাহার সংখ্যা নাই। পীরপৈঁতী একটী পল্লী-
। অন্য স্থানের কথায় আবশ্যক নাই। পাঠক
ন, শুদ্ধ এই স্থানেই কত মদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল।
বৎসর যে ব্যক্তি এখানকার ভাঁটী জমা লইয়া-
, তাহাকে প্রতিদিন গবর্ণমেন্টকে ১৫ টাকার
রে বা বৎসরে ৫৪৭৫ টাকা কর দিতে হইয়া-
। এতদ্ব্যতীত মউয়া ও জালানি কাষ্ঠের মূল্য,
দিগের বেতন এবং অন্যান্য খরচ ছিল। সে
র ৮০ সিক্কা ওজনের আন্দাজ তিন পোয়া বোত-
মদ্য /১০ ছয় পয়সা করিয়া বিক্রীত হয়।
হিসাবে মদ্য বিক্রয় করিয়া সে প্রথম কয়েক
বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু শেষে
না হওয়ায় সে ছাড়িয়া দেয় ও গবর্ণমেন্ট অন্য
লোককে তাহা জমা করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে
ন, কত মদ বিক্রীত হইয়াছিল! এ বৎসর
ার /০ আনা করিয়া বোতল!! তাই বলি, যদি
হ অল্প পয়সায় অধঃপাতে যাইতে ইচ্ছা করেন,
এই দিকে আসুন! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি,
র উপর আবার সময়ে সময়ে তাড়ির প্রাদুর্ভাব
া থাকে; আর অহিফেন গঞ্জিকাদি ত বাস্তু
তা চির বিরাজমান!

এইস্থলে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক
গ্রস্ত ব্যক্তি এক সময়ে তাহার কোন কুটুম্বের
ী যাইলে কুটুম্ব রাত্রিকালে গৃহের মধ্যে মশারি
াইয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিল। সে শয্যায়
া শয়ন করিল। কিন্তু একে দারুণ নিদাঘকাল,
বায়ুরোগ গ্রস্ত; তাহাতে আবার গৃহের মধ্যে
ারির ভিতর শয়ন! তাহার নিদ্রা হইবে কেন?
াকণ্টক উপস্থিত হইল! তখন সে এ পাশ
াশ করিয়া বলিতে লাগিল "একে সংসার
ন, তায় গৃহ-বন্ধন, তায় মশারির বন্ধন, তাহাতে
বার পাগলের মন, এত বন্ধনেও কি পাগলের
ণ বাঁচিতে পারে? এই বলিয়া পাগল দ্বারো-
টন করিয়া এক লম্ফে গৃহের বাহিরে আসিয়া
ড়িল। আমাদের অবস্থাও ঠিক পাগলের ন্যায়
য়াছে। করে করে বন্ধনে বন্ধনে কণ্ঠাগত প্রাণ!
ার উপর পল্লীতে পল্লীতে ভাঁটী হইয়া যদি কিছু-
কাল এইরূপে মাদক প্রাদুর্ভাব থাকে, তবে আমা-
দের প্রাণান্ত হইবে। পাগল লাফ দিয়া বাহির
হইল, আমরা বাস্তুদেবতার হাত এড়াইতে কেন
পারি না? পাগলেরও জ্ঞান হইয়াছিল, আমাদের
কি জ্ঞান নাই?

গত ২১ এ চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তিন
দিবস এখানকার মুনসুরগঞ্জ বাঙ্গালিটোলায় বাঙ্গালি
বাবুদিগের বাৎসরিক বারইয়ারি-কার্য্য বৃদ্ধদিগের
মধ্যে মহাসমারোহে সমাধা হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ
বৃদ্ধদিগের মধ্যে বলিলাম, তাহার কারণ—বুকাগীত
সেকালের প্রিয় কালীদমন বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়া-
ছিল। তাহা বৃদ্ধদিগেরই প্রিয়, " ও ও—ধবলি!"
নব্যদিগের কত প্রিয় হইবে কেন? আমরা গত
বৎসরও বলিয়াছিলাম, এবৎসরও বলিতেছি, যদি
বৎসরান্তে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই
প্রায় ৯০০। ১০০০ টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয়, তবে
এমন একটী দল আনিলে ভাল হয়, যাহা সাধারণের
প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। যাহা হউক, মহিষমর্দ্দিনী
প্রতিমাও একটী সাঁওতালী মাতাল, একটী দেশী
বাবু মাতাল! ও অন্যান্য আর কয়েকটী মৃণ্ময়-প্রতি-
মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। তন্মধ্যে
ঢাঁকরা রকমের অদ্ধ উন্মাদ প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি
সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। সেটী ঠিক জীবিত
মনুষ্য। কেবল চৈতন্য থাকিলেই হইত! এই
প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপের দুটি কারিকরেরা নিম্মাণ করি-
য়াছিল। নবদ্বীপে এক সময়ে ভাস্করকৃত প্রতি-
মূর্ত্তি বড় সুন্দর হইত। এক্ষণে উৎসাহের অভাবে
ভারতের যেমন অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়গুলি ক্রমশঃ
উঠিয়া যাইতেছে, এ ব্যবসায়েও সেইরূপ হইয়াছে।
এই বারইয়ারি পূজায় প্রতিমাবিসর্জ্জনের দিবস
অনেকগুলি কাঙ্গালি ভোজন করান হইয়াছিল।

বঙ্গদেশেই ঋতুরাজ বসন্তের দাং আধিপত্য!
এখানে বোধ হয়, পাছে সাঁওতাল পরগণায় আধি-
পত্য প্রদর্শন করিতে আসিয়া অসভ্য সাঁওতাল-
দিগের দ্বারা অবমানিত হন, এই ভয়ে তিনি প্রকা-
শভাবে এখানে আসিতে পারেন না! শীতান্ত
হইলেই গ্রীষ্মকে এতদ্দেশে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।
এখন দারুণ নিদাঘ কাল। সূর্য্যদেব যেন সংহার
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। জলদেবতা, ভগবান্
মযুখমালীর সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কলজাগুার
খুলিতে বুঝি সাহসী হইতেছেন না। যাহা হউক
আর কিছু দিন পর্য্যন্ত যদি তিনি জলদানে পরাঙ্মুখ
হন, তবে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইবে। তবে
সুখের বিষয়, রবি যেরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,
তাঁহার পুত্র সেরূপ উগ্রভাব ধারণ করেন নাই।
বোধ করি এখানকার জমা খরচের খাতাখানি নষ্ট
করিয়া ফেলিয়াছেন!! ফলকথা, আজ কাল যে
যেরূপ ভয়ানক, অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইব
তাহাতে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও সাধারণতঃ স্বা
উত্তম বলিতে হইবে। বাজার দরও মন্দ নে
পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

যে জীবন জীবনরক্ষার একটী প্রধান পদা
এই দারুণ নিদাঘ সময়ে সেই জীবন অভাবে আ
দের বাসস্থান নদীয়া জেলার অধীন রাণাঘাট স
ডিভিজনের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের অধিবাসী
যেরূপ জীবন্মৃতবৎ হইয়া পিপাসা শান্তির জন্য ক
বার গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য লোকের নিকট ক্রন
করিয়া নিরাশ হইয়া এক্ষণে যেমন দৈব অ
পূর্ব্বক "জলদে জলদে" বলিয়া চীৎকার করি
আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ সোমড়া ও অন্যা
বহুতর স্থানের বহুতর অধিবাসীর "জল, জল
করিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসম
গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে আমা
সুযোগ্য মাননীয় গ্রাম সোমড়ার সংবাদদা
মহাশয়ের গবর্ণমেন্টের নিকট একটী সুখক
প্রার্থনা পাঠ করিয়া আমরা দুঃখের উপরেও হ
সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে প্রার্থনা কি,হ
বলিতে গেলে পাঠকেরা আমাদিগকে বিশ্বনি
বলিয়া স্থির করিবেন। কিন্তু কি করিব, ন্যা
অনুরোধে সে ভয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিনি বলিয়াছেন 'আজ কাল সোমড়ায় '
ছটাক জল' নাই। অধিবাসিগণের বড়ই কষ্ট
ত। গ্রামের দক্ষিণভাগে 'দিল্লীবাগান, ন
একটী পুষ্করিণী আছে কিন্তু যাহারা ঐ পুষ্করি
জমা লইয়াছে, তাহারা বাগানে কাহাকেও যা
দেয় না বলিয়া দক্ষিণ পাড়ার সমস্ত অধিবাসী, উ
করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছি
আমরা ভরসা করি, জেলার মাজিষ্ট্রেট এই
প্রজাদিগের কষ্টে মনোযোগ প্রদান করিবে
উপায় বেশ করিলেন। আমাদের ন্যায় লো
উপায় করা এই পর্য্যন্ত! তাহাতেও ক্ষতি ন
সংবাদ পত্রে একথা প্রকাশিত হইলেও মাজিষ্ট্রে
কর্ণগোচর হইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার
গবর্ণমেন্টের নিকট যাহাতে সোমড়ার পোষ্টাফি
একটী টেলিফোন বসে, তাহার প্রার্থনা করিয়াছে
জিজ্ঞাসা করি,টেলিফোনে কি পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগ
পিপাসা শান্তি করিতে পারিবে? যদি না প
তবে সে চেষ্টা এখন কেন? অগ্রে টেলিফোন
ফিস সমূহে বসিতে আরম্ভ করুক, তখন সে
করিলে হইবে। এখন যখন গ্রামের লো
জলের উপায় করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আ
পড়িয়াছে, তখন অগ্রে জলের উপায় দেখিলে

হয় না ? চেষ্টা করিয়াও যদি অসাধ্য হয়, তবে কি ? এই স্থলে আমাদিগকেও গবর্ণমেণ্টের ট প্রার্থনা করিতে হইতেছে, যে যে স্থানে জল- হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদি অন্ততঃ ২। ৩ বৎসরের বিনা সুদে কিছু কিছু টাকা কর্জ্জও দেন, তাহা ল অনেকেই আপাততঃ সেই অর্থে পুষ্করিণী াইয়া পরে সময় মত দেনা পরিশোধ করিতে ব। প্রজার হিতার্থ গবর্ণমেণ্টের এরূপ করাও তোভাবে কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের ম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের । লাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ , তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক ইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের ধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ ত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র- মার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা- য় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি াহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, াঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম নবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৵০ না ; ৵০ আনার নূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের ার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের তিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো- পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া- ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলি- কাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার- দিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক- দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি ; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৫ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানা- ধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্ত ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীত হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধ ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরো হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাম জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃ নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরিউক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নি স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রা হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয় মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা পটলডাঙ্গার ষ্ট্রীট ১৩ ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসর বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পী স্ত্রীলোকদের পীড়া স্ফটিক আরোগ্য ও ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উ কৃত করিতেছেন।

জল কোরও, মাংস কোরও, ও মূত্র (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রো গৃহে বসিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। শি ঔষধ ।০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্র হয়।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকা হইয়াছে। ইহাতে যোগ-তত্ত্ব, দেবগণের আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রা হইবার কারণ কি, মনুসংহিতা, দুঃশাসনের শো পানোদ্যত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভারতের বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবে আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতি- দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্ম স্বরূপে ত হইয়া তুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হন, তিনি আমাকে পেষ্টেড পত্র দ্বারা জানাইলে র বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা- প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বরণ, ও আমিয়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার গের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক ক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলি- তা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস” ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট “মেডি- ল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন কার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ রোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের ণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার রিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু- খ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের ন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, হা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চম- কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত- পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—আমগ্রাম ৭
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ—গোলাকুণ্ড
" " গোঁসাইচরণ মণ্ডল—কটক
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবতর বাগী
" " মহানন্দ দাস—কামারপুকুর হাট
" " পীতাম্বর মাইতি—কোলা
" " হরকুমার মজুমদার—মালদহ
" " কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
গমস্তা কুড়কি
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা
জোড়াসাঁকো।
" " বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
রাউলপিণ্ডি
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়—পোষ্ট
শ্রীযুক্ত সেখ আফু বিশ্বাস—গৌহাটী

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

এবং সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদা চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মদে মদে ভারত উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, মদের সহ্য করা সামান্য শাকান্নভোজী দেশীয়দিগের নহে। বিশেষতঃ ভারত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। ৎ উহার কুহকে পড়িয়া কি ধনী কি দরিদ্র প্রায় লেই এমন বাধ্য হইয়া পড়িতেছেন যে মদে াদিগকে খাইতে বসিয়াছে। একে দেশীয়দিগের প শরীর তাহাতে যমরাজকে নিশ্চই উঁহাব ার নূতন পাত্র বাড়াইতে হইতেছে, তাহাতে াব গবর্ণমেণ্টের খোলা ভাঁটীর যোগ হইয়া অমা- ায় ভরণী নক্ষত্র যোগের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ত এ সকল দেখিয়াও দেখেন বরং চেষ্টা করিয়া আইন কাটাইয়া লোণা জল ার ন্যায় বিলাতি মদ আনাইয়া সোণায় হাগা দিতেছেন। যাহা হউক এ সময়ে ইহার ন প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের ণব কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া বড় আনন্দিত াম যে, পার্লামেণ্ট ভারতবাসিদিগের দুঃখে খত হইয়া ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক াছেন।

বিগত ২৫ এ এপ্রেল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি লজে বেলা ৩টার সময় একটী সভাধিবেশন হয়। সভায় ভূদেবচন্দ্র দেবশর্ম্মা নামে একটী ত্রয়ো- বর্ষীয় বালককে সমস্যা পূরণ করিতে দেওয়া া ছিল। বয়ঃবাহুল্যের ন্যায় বালক অতি কঠিন ্যা সকল পূরণ করাতে সকলেই অত্যন্ত প্রীত াছিলেন। শেষে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ২০ া মূল্যের একটী সোণা পদক, নগদ ২০ টাকা েক খানি সংস্কৃত পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইনে উপ- বাসিদিগকে জলদান ও পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে ন দিবার যে নিয়ম করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল নিসিপাল করদাতাগণ তাহাতে বিশেষ আপত্তি য়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের ট আবেদন করিয়াছেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক াহেব সহিত ভারতবাসিদিগের যাহাতে সৌহার্দ্দ শঃ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য ১৮৮০ অব্দের ২৩ এ ুয়ারি বিলাতে নর্থব্রুক ক্লব নামে এক ক্লব াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তরো- এই ক্লবের উন্নতি সাধন হইতেছে, তত্রত্য কাংশ দেশীয় লোকই উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত াছেন এবং একজন দেশীয় লোকও উহার াদকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। লর্ড নর্থব্রুক শাসনকালে ভারতে যদি ঐরূপ ক্লবের প্রতিষ্ঠা তে পারিতেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা আরও বেশী কারের সম্ভাবনা ছিল। বিলাতের লোকে দেশীয়- দিগকে প[illegible]ত জাতি বলিয়া বড় ঘৃণা করেন না তাঁহারা তাহাদিগের সহিত সরলভাবে ব্যবহার অভিন্নভাবে সম সুখ দুঃখতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের সে ভাব থাকে না তাঁহারা তদ্বি- পরীতভাব প্রকাশ করিতে থাকেন ও অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন। তাই বলি ওরূপ ক্লব ইংলণ্ডে না হইয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গের অমূল্য রত্ন ও কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ দ্বারকানাথ মিত্র অনেক দিন হইল প্রাণ- ত্যাগ করিয়াছেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, যতদিন ভারতবাসী তাঁহার দ্বারা উপকার লাভ করিয়াছিলেন ততদিন তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন কিন্তু যেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন অমনি ভারতবাসিরা সব ভুলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডবাসিরা এই সকল বিষয়ে ভারতবাসিদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত দ্বারকা- নাথের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ভারতবাসিদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। সত্য, ভারতবর্ষীয়ের নিকট গুণী ব্যক্তির পুরস্কার নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে যে সকল বন্দুক ও কামান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ১৭ ই এপ্রেল কান্দাহারে পৌঁছিয়াছে।

ষ্টেট্সমান বলেন এক জন সিবিল সার্জ্জন পূর্ব্ব বাঙ্গালার দাতব্য চিকিৎসালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। সিবিল সার্জ্জন সাহেবের তথায় উপ স্থিতির পর তথাকার মুন্সেফের পীড়া হয় এবং তিনি সার্জ্জন সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান কিন্তু সার্জ্জন সাহেব তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিতে বলেন। তদুত্তরে মুন্সেফ বাবু বলিয়া পাঠান যে, আমি অতি দুর্ব্বল এমন কি শয্যা হইতে উত্থান করাও আমার পক্ষে কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সার্জ্জন সাহেব তাঁহার কথায় উপেক্ষা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি য়াছেন।

সিবিল এবং মিলিটরি গেজেট বলেন প্রায় পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল কাশ্চিতে কৃত্রিম মেঘ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ক্রীড়ারম্ভের পূর্ব্বে গগন- মণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছন্ন করা হয়। তৎপরে ঐ মেঘের উপর কখন ঈষৎ লোহিত কখন বা শ্বেত কখন নিবিড় নীলাভ বিদ্যুৎ দেখা দিতে লাগিল। যখন শ্বেতবর্ণের বিদ্যুৎ দেখা দেয় তখন চারিদিক দিবসের ন্যায় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, আবার যখন উহা অন্তর্হিত হয় তখন চারিদিক অমানিশার ঘোর তামসে আচ্ছন্ন ব বোধ হইতে লাগিল। এই কৌতুক জ্যোৎস্ রজনীতে প্রদর্শিত হইলেও কৃত্রিম অন্ধকারের হ্রাস হয় নাই। তৎপরে ঘোর ঝটিকা উত্থিত এবং তাহার মধ্যে নানা বর্ণের বিদ্যুৎ ক্রীড়া ক আরম্ভ করে। যাহা হউক ইহার পর প্রকৃত আরম্ভ হইয়া এই আশ্চর্য্য ক্রীড়া ভঙ্গ ক দেয়।

পারিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুল মিশরের খেদাইবকে পদচ্যুত করিয়া ফ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এক ব্যক্তিকে তৎ অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ি আবেদন করিয়াছেন। মিশরে ইংরাজ প্রভুত্ব করিবার জন্য সুলতান এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছে যাহা হউক ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে স হন নাই।

ক্লিভলাণ্ড নিবাসী ডাক্তার ব্যাণ্টনের চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া অ বিস্মিত হইয়াছি। তিনি টাকা দিয়া দুইটী ভ্রা সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বেচ্ছা তাহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছেদন ক পারিবেন এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি করিয়া কনিষ্ঠের হস্তে এবং কনিষ্ঠের পাঁচটী অ ছেদন করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে সংলগ্ন করিয়া আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অঙ্গুলি একপ জোড়া লাগিয়া গিয়াছে যে তাহারা তাহ স্বচ্ছন্দে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অন ডবলিউ, এফ, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ২৫ এ হইতে তিন মাস কাল বিদায় গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশের বিচার সংক্রান্ত বিভাগের কমি এই নিয়ম করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তত্রত্য আদ সমূহের উকীলদিগকে ইংরাজী ভাষার পরী উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

চীনেরা কামান নির্ম্মাণের বিষয়ে বড়ই ম যোগী হইয়াছে। উহারা ৩ মণ ৩০ সের বা বোম্বাই হইতে পারে এমন একটী বৃহৎ কা প্রস্তুত করিয়াছে।

আমেরিকার নাভেডা ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট, ই দিগের লোক সংখ্যা চাওয়াতে তাহারা নূতন র উহা প্রদান করিয়াছে। তাহারা লেখা পড়া ে না, সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমস্ত কার্য্য চাল থাকে। তাহাদিগের দেশের লোক সংখ্যা যত, মতঃ একখানি কাগজের উপর তত গুলি অঙ্কিত করিয়াছে। তৎপরে স্ত্রী ও পুরুষ করিবার জন্য রেখাগুলি সরল ও বক্র করা

ড, এম টর্নি ; সি. এ ব্রীয়ান্‌ন ; জি পডকে ; এ ডন্য
হই, ই আর. হেনরী ; জি.ই. ম্যানেষ্টি ; সি.এম ডগলু বেট
আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম ও এচ. এ. ডি ফিলিপ্‌স ;
.টেল ; আর ক্যারষ্টেয়ার্স ; ডি.নর্টন ; এ.ই.ষ্টালে ; এচ
, সি, জে, এফ, ই, পার্জিটার দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্য্য
বেন।

রগঞ্জের অন্তর্গত পাটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টার বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের ১০
অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

য়াখালীর অন্তর্গত ফেনি বিভাগের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
পুটী কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ সরকার ৩ মাস বিদায়
করাতে বাবু শ্যামাচরণ মিত্র তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
শ্বর মিত্র মুন্সীগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

রুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণনাথ
পাধ্যায় সেন্সস কমিশনরের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ
ক কটকের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-
বাবু হরকৃষ্ণ দাস পুরীতে বদলী হইলেন।

মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ বেভরিজ সাহেব ১৩ ই
রের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিশ্চন্দ্র
পাধ্যায় ৭ ই নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে
নির্দ্দিষ্ট বিদায়াদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।
[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বগুড়
ঐ জেলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] সহকারী কমিশনর ডবলু. এল সামুয়েলস
[illegible] অ্যাসিষ্টেন্ট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রথম মুন্সেফ বাবু শিবচন্দ্র সরকার ৯ ই নিজ কার্য্যভার
[illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিদায় দেওয়া রহিত হইয়াছে।

[illegible] কর্ম্মাঙ্ক [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible]
মজুমদার [illegible] কানপুরে [illegible]
[illegible] শেষ হইয়াছে তিনি ২১ এ [illegible]
[illegible] কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া।

৫ ই বৈশাখ ১২৮৮।

এখানকার জমিদার [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত
[illegible] ঠাকুরের সেবায়েত শ্রীশ্রীম [illegible] গোস্বামী
[illegible] আমরা বরাবর যে পরামর্শ দিয়া আসি-
ছিলাম, বর্ত্তমান জমাদার "জগদানন্দ আশ্রম"
নুসারে কার্য্য করতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া
মরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রামে পতিত
বর পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে, নিবিড় জঙ্গলে
[illegible] ও [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible]
[illegible] ঐ সকল ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে
রম্ভ করিয়া [illegible] সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে
ন। ইহাঁর এ সকল উচ্চভাব দেখিয়া আমরা
শা করি, ভবিষ্যতে ইনি একজন প্রজারঞ্জক হই-
বেন ; ও ইহাঁর কার্য্য অপরের আদর্শস্থলীয়
হইবে।

অধুনা পোষ্ট আপিসে একজন নূতন পোষ্ট-
মাষ্টার আসিয়াছেন। ইনি এক নূতন প্রকৃতির
লোক। নিজে বিভাগীয় কার্য্য কিছুমাত্র জানেন
না। স্থানীয় কোন ব্যক্তির অনুগ্রহে কার্য্য চালা-
ইয়া থাকেন। আবার সাধারণ কার্য্য অথবা টিকিট
ক্রয় করিতে গেলে লোককে তাড়াইয়া আইসেন।
অথচ টিকিট পোষ্টকার্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের কোন
নূতন বন্দোবস্তও করেন নাই ; এবং সময়ে উহা
পাওয়াও যায় না। এই সকল কারণে সাধারণে
ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। বিভাগীয়
কর্তৃপক্ষ ইহাঁর কার্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি
রাখিবেন।

বিগত ১৪ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে আমাদের
পরম মাননীয় সুযোগ্য সহযোগী শ্রীযুক্ত ভাগল-
পুরের সংবাদদাতা মহাশয় আমার লিখিত সোমড়ার
"জলকষ্ট" ও "পোষ্ট আপিসে টেলিফোন" সম্বন্ধে
যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপ্যা-
য়িত হইলাম। তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার কিছুই
নাই এবং প্রতিবাদের আবশ্যকও নাই। তবে বন্ধু-
ভাবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাধারণের
ইষ্টানিষ্ট ও সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এককা-
লীন ২। ৩ বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তাব করিতে বাধাই
বা কি, দোষই বা কি ? "জলকষ্ট" সম্বন্ধীয় পরি-
চ্ছেদের সহিত "টেলিফোন" পরিচ্ছেদের কোন
সংস্রব নাই। এবং একের আবির্ভাবে অপরের
কোন উপকার বা অপকার নাই ; তবে উক্তরূপ
প্রস্তাব কি প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক বা ন্যায়বিগর্হিত
হইল ?

বীরভূম।

বর্দ্ধমান. চ [illegible] প্রভৃতি স্থানের মিউনিসিপালিটীর
[illegible] এখানকার মিউনিসিপালিটী
অদ্যাপি তদ্রূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই ;
শুনিতেছি এবারের নাকি ঐ সকল স্থানের ন্যায়
[illegible] কারখানা ও অন্যান্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন
[illegible] হইবে, যদি উহা প্রকৃত হয় তবে ঐ সভার
প্রধান সভ্য ডাক্তার কি, সি, রায় মহাশয় যে অগণ্য
ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই।
আশুফলপ্রদ আর দুটি কার্য্যের প্রতি তাঁহার কটাক্ষ-
পাত হইলে আমরা সুখী হইব, একটী সহরের পথ-
গুলিতে জলসেক ও অপরটী কাছারীর পশ্চিমপার্শ্বের
পানীয়-জলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা তাহা
পরিষ্কার রাখা ; এই দুইটী কার্য্যে উক্ত মহাত্মাকে
লিপ্ত দেখিলে আমরা যার পর নাই সুখী হইব ও
আমরা যাহা কিছু ঐ কারণে কর প্রদান করি তাহা
সার্থক বোধ করিব।

আজকাল এখানে বড়ই রৌদ্রের উত্তাপ ; বে
৯ টার পর আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না। বৃ
প্রলয়কাল উপস্থিত। অদ্যাপি বৃষ্টি ভাল হয় ন
কৃষিকার্য্যও এখন আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সময় উ
স্থিত হইয়াছে, আর জল না হইলে নানা দি
বিপদ।

যশোহর।

সবডিভিজন ঝিনাদহের এলাকাধীন আ
পোষ্ট কোটচাঁদপুর ও তদন্তর্গত সলেমানপ
এলাঙ্গী, জলসরা, বলুহর, কাগমারি, [illegible]
প্রভৃতি স্থানে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া
যশোহর সদর ষ্টেসনেও উক্ত রোগের সূত্রপাত
য়াছে।

এতদঞ্চলের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য প্র
শেষ হইয়া আসিল। এক্ষণে একবার আশানু
বৃষ্টি হইলে কৃষকেরা ধান্য বপন করিতে আ
করিবে। বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিজীবিদিগের অতি
ক্ষতি হইতেছে।

এ বৎসর কোটচাঁদপুরে চিনি ও গুড়
কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইবে এমন বোধ হয়
কেশবপুর, ত্রিমোহিনি, বড়দিয়া, খেজুরা প্রভৃ
স্থানেও বড় সুবিধা নাই। গত বৎসর কেশবপু
অগ্রগামী বণিকগণ [illegible]
ফেল হওয়ায় কোটচাঁদপুরের কয়েকজন [illegible]
ওয়ালা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এবার তাহারা অ
কারখানা করিতে পারে নাই। কেন উক্ত
বর্ত্তমান মাসে বহু [illegible] কোটচাঁদপুরের কয়ে
বাড়ী ঝিনাদহের নিলামে বিক্রয় হইবে।

যশোহর সদর ষ্টেশনের জজ আদাল
সেরেস্তাদার বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় ম
য়ের প্রযত্নে তথায় [illegible]
[illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার
৩ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া [illegible]
সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে।

এ বিভাগে অতিরিক্ত গ্রীষ্ম হওয়াতে
স্থানে জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ভৈরব,
বেত, মুক্তেশ্বরী, চিত্রা প্রভৃতি কয়েকটী নদী
মেন্টের ব্যয়ে খনন হইলে যশোহরবাসি
বিশেষ উপকার হয়। এই সময় এখানে
জল হইতেই অধিকাংশ স্থানে বিসূচিকা রে
সূত্রপাত হইয়া থাকে।

এদিকে ভাল বালাম চাউল ১॥✓০,৮০
বিক্রয় হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের ম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের কণগোচর করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ র, কৃপা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যাক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কলিনিবি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষ[ধ] সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি [...] প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কে[ন] ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণ[রূপে] আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহা[রা] পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔ[ষধ] সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূ[ল্য] বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চ[...] কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশ[তঃ] হউক না কেন এই অপরূপ মহৌষধ মর্দ্দন করি[লে] তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরো[গ্য] শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টা[কা] ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত [...] পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নি[...] হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও [...] প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও [...] করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সা[...] অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, [...] বাগী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে প[...] (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের [...] আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। [...] বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরাডেট কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন [...]
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষ[ধ]

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মা[দুলি] করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, [...] পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, ব[...] চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে [...] দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ১ টা[কা]

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান[...]
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনী[পুর]

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

ই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত য়াছে। ইহাতে যোগ-তত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্তে গমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব বার কারণ কি, মনুসংহিতা, দুঃশাসনের শোণিত-নোদ্যত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভাবদেব পতি নন্দব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত ছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল গজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম র্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণা ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদকের নামে লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না ইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে দিব্যদর্শনে জীবাত্মার প্রতি-দর্শন পঞ্চক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে গত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে র বিশেষ দুঃখে মুক্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক বস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-ষ পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া-, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ রাছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে ত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ধের সহিত পাইবেন, ০১০ আনার টিকিট লে উক্ত তালিকা পাঠান যায়।

শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত অসাধারণসাধ্য মহৌষধ নিয়ম ক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন , মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব-লীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় না হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক র্ব্বলা, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-ষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া)-বিষম জ্বর, মুষ্ক্যাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এই-রূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু বত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশ-মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অন্ত-রের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সক-লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কয়েন্ট মাজিষ্ট্রে
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কালেজের সংস্কৃত অধ্যা
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ ম
ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ গ্রাহ নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ঘটিয়েছে। প্রাচীনকালে কোন কোন রাজ্যে রাজ-
দের বিলোপ হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন অধিকাংশ লোকের জীবন, স্বাধীনতা, স্বত্ব ও ভোগ-সুখের সমধিক সম্মাননা করা হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, প্রাচীন জাতি সকলের ঐক উন্নতির সহিত তাহার বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই উন্নতি প্রকৃত সৌভাগ্যশালিতার দ্বারা সুশো-
ভিত এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাব জনিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বল-বিজৃম্ভিত। এই উন্নতি কেবল এক-
মাত্র ইংলণ্ডের বিধি ব্যবস্থা ও অভ্যুদয়ে লক্ষিত হইতেছে এরূপ নহে, এই সাম্রাজ্যের অধিকৃত জিব-
রালটর, মালটা, এডেন, সিলোন, ভারতবর্ষ, হঙকঙ লবুয়ান, ভান ডিমন্স লাণ্ড, নিউ জিলাণ্ড, টাস মানিয়া, নেটাল, সেণ্ট হেলেনা এবং নিউফাউণ্ড লাণ্ড এই সকল স্থানেই লক্ষিত হইবে। বক্তা এইরূপ করিয়া উপসংহারে বলিলেন:—

ইতিহাস প্রাচীন জাতিদিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত দ্বারা পরিপূরিত বটে: কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের এই দ্বীপ মধ্যে বাস, প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী, জুরি দ্বারা বিচার, বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক মহত্ব, ধর্ম্মালয় ও বাইবল থাকিবে, তাবৎ ইংলণ্ড প্রাচীন জাতি-
দিগের ন্যায় বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইবে না।

ওদিকে কাপ্তেন করচামর নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রে যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্যের বিষয় প্রতি
পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইংল-
ণ্ডের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি অতি শোচনীয়। মধ্য এসিয়ায় যে মহাসংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে ইংলণ্ডের একজনও মিত্রলাভের সম্ভাবনা নাই। এক তুরস্ক মিত্র আছেন, কিন্তু তিনি অন্তঃ-
সার শূন্য। তথায় অন্য অন্য ইউরোপীয় রাজগণের কোন প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সংগ্রাম-
কালে অন্য কোন রাজার সাহায্য লাভের আশা বৃথা বিফল। অতঃপর তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্ত-পরিভ্রষ্ট হইলে ইংলণ্ডের প্রভুশক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আত্মরক্ষার্থ আপনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার আত্মরক্ষার সুবিধা নাই। কাপ্তেন তাহার এই হেতু প্রদর্শন করি-
য়াছেন:—

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ...তে অভিজাত-তন্ত্রই প্রধান। উহা সমুদায় ...ীর স্বত্বের তুলাংশ রক্ষার অন্তরায়। যাঁহারা ...শ্রেণী তাঁহারা মনে করেন, অর্থ সাহায্য দান ... রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের অপর কর্ত্তব্য নাই। ...শ্রেণীর লোকেরা শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যেই আসক্ত, তাহারা যুদ্ধকার্য্যকে আপনা দলের উন্নতি-
পথের কণ্টক বিবেচনা করেন। অন্য অন্য রাজ্যে মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই সৈনিককার্য্য করে, কিন্তু ইংলণ্ডে সে রীতি নাই। তাহার পর যে শ্রেণী আছে, তাহাদের কোন সম্পত্তি নাই। ১৮৬৫ অব্দে গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল, ১৮০০০০০০ লোক অতি কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, আর ১৫০০০০০ লোক অতি দরিদ্র। তাহাদিগকে সাহায্য দান করা আবশ্যক হয়। প্রস্তাব-লেখকের অভিপ্রায় এই, এই নিকৃষ্ট শ্রেণীই যুদ্ধ-কালের প্রধান অবলম্বন। এই শ্রেণী কেবল অর্থ বিষয়ে নয়, ধর্ম্মনীতি ও শারী
রিক বল বিষয়েও দরিদ্র। কাপ্তেন করচামর এইরূপে ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্য গণনা করিয়াছেন।

এখন পাঠক। চমৎকার দেখুন, এক দল ইংল-
ণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করিতেছেন; আর এক দল এখনই উহার ক্ষয়দশা আরম্ভ হইয়াছে, এই গণনা করিতেছেন। যাহা হউক, আমরা এই প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। যাঁহারা ইংলণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করি-
তেছেন, তাঁহারা অতি সাহসী সন্দেহ নাই। যাহা কখন হয় নাই, হবে না, তাই হবে বলিয়া তাঁহারা উল্লাসিত আছেন। তাঁহারা প্রকৃতির গতি যথারীতি দর্শন করেন নাই। কাল সুস্থির নন। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত। তিনি কাহাকে ভাঙ্গি-
তেছেন, কাহাকে গড়িতেছেন। একের চির উন্নতি দর্শন তাঁহার সহ্য হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে একটী বচন এই।

অনাদিনিধনঃ কালোরুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কালের আদি নাই অন্ত নাই, তিনি অতি ভয়া-
বহ, সকলকে আকর্ষণ করেন। সর্ব্বভূতের লয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম কাল।

বিষ্ণুপুরাণে আছে:—

যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন নীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥

যাঁহারা এই জগতে ক্ষমতাশালী, সৃষ্টিসংহার করিতে পারেন, তাঁহারাও কালে লয়প্রাপ্ত হন, যে হেতু কাল বলবত্তর।

এই সকল বচনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইংলণ্ডের কখন ক্ষয়দশা হইবে না, এ সিদ্ধান্ত হৃদয়-
ঙ্গম হয় না। আমরা ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিতেছি, যে সকল ব্যক্তি বা জাতির অন্য হইতে পরাভব বা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহারা গৃহবিচ্ছেদে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দুর্য্যোধন ও যদুবংশ তাহার প্রধান প্রমাণ। বিশাল কুরুবংশ ও যদুবংশের ধ্বংস হইবে, অপ্র... মনে করে নাই। গৃহ-বিচ্ছেদ হওয়াতেই ... নিহত হইল। তখন বিজয়ী দোর্দ্দণ্ডশালী রো... যে উৎসন্ন হইবে, কাল ভিন্ন আর কেহ জানিত নাই, কিন্তু সেই রোমকদিগেরও গৃহবিচ্ছেদে ... আরম্ভ হয়। কাল ইংলণ্ডেও সেই গৃহ-বিচ্ছেদে ... পণ করিয়াছেন। কন্সরবেটিভ ও লিবরা... দলাদলিই সেই বীজ। এখনই আমরা ঐ উভয় ... পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইতেছি ... বিদ্বেষ যখন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, ন্যা... অতিক্রম করিবে, সেই সময়েই ইংলণ্ড ... যাইবে। যদি বল, ইংলণ্ডের লোকেরা ক্রমে ... কতর বিদ্বান হইতেছেন, তাঁহাদের আশয় ... হইতেছে, তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে প... ছেন, তবে কেন তাঁহারা আপনাদের বি... আপনারা প্রস্তুত করিবেন? আমরা বলি বি... এরূপ সৃষ্টি নয়, তিনি মানুষের মনকে এরূ... করেন নাই যে বিদ্যাশিক্ষা মানুষের স্বা... দোষের উন্মূলন করিতে পারে। যখন ভাগ্য-বি... ঘটিবে, তখন বুদ্ধিও বিপরীত হইবে। ... এখনই দেখুন, ইংলণ্ড সকল সময়ে ন্যায়পথে ... পারেন না। এখনও ন্যায়ের দিকে যেকিছু ... আছে, যখন পরস্পরের স্বার্থ ঘোরতর প্রবল ... উঠিবে, তখন আর তাহা থাকিবে না, সকল... হইয়া যাইবে।

যে ল ইডেণ্ট সভার সভাপতি জন বায়ু... তাকে প্রাচীন জাতি সকলের উচ্ছেদ-কারণ ... যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেটী বাস্তবিক নয়। ... ও গ্রীসে জলবায়ুর উষ্ণতা ছিল না। জলবায়ুর উ... যদি বাস্তবিক বিনাশের কারণ হইত, তাহা ... যে যে উন্নতজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ... মূলেই উন্নতি হইত না। আর বক্তা স্বমত সম... ভারত ও চীনদেশের যে উদাহরণ প্রদর্শন ক... ছেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইতেছে... ভারতের কি সেই প্রাচীন উন্নত অবস্থা আছে ... কি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই? ইংলণ্ড এখন যে... স্থায় আছে উহা যদি ভারতের তুল্য অবস্থা ... হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের না থাকাই কি শ্রেয় ... চীনদেশেরও প্রায় এই ভারতের দশা।

[illegible]

সেখানে ইউরোপীয় সভ্যতা [illegible] সেই স্থানেই আগুন উঠিয়াছে। [illegible] লোকের স্বার্থ, স্বত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারে ... দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়াছে এবং অন্যায় ও পক্ষপাতি...

প্রতি বিদ্বেষভাব বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা, রাজ- ... তাহা বুঝিতে পারেন না, ... প্রজাদিগের অধীনতা ও কষ্ট-দুঃখ ... ভাব বুঝেন না। ... প্রকারে সর্বত্র প্রজ্বলিত ... তাহার ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন- ... ইউরোপীয়দিগের বলবীর্য্য উৎসাহ ... অধিক, সুতরাং তাহারা প্রাণ- ... আপনাদিগের স্বত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাধি- ... রক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছে। ... সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে হউক, ... হউক, কিছুতেই সঙ্কুচিত ... না। পক্ষান্তরে যে দেশের লোকে ... বলবীর্য্যাদিশালী নয়; সুতরাং ... বিবেচনা ও সাবধানতা অধিক, তাহারা ... পথের পথিক হইয়া স্বাভীষ্ট সাধনের ... পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ... রাজা, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণ ... দিগকে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত নানা কৌশ ... খেলা খেলিতেছেন! তাঁহারা যে চাকুরী ... চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, ... চাপা থাকে না। উহা একদিক দিয়া ফাটিয়া ... হয়। রুশে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে।

... বশ রাজ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সবলে ... লিষ্ট দলের উন্নতিশীল চেষ্টা চাপিয়া রাখিবার ... পাইয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন ... শেষে আপনি তাঁহাদের কোপে পড়িয়া হত ... হন। নিহিলিষ্ট দলের কার্য্যসম্পাদক কমিটি ... তি বর্তমান সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে ... ধন করিয়া যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা ... কারণেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কাণ্ডটী ... ন ভয়ানক এবং নিহিলিষ্ট দল যে কেমন ভয়া- ... তাহাও পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘোষণাটী ...—

মহারাজ! চাটুকারদিগের বাক্যে প্রতারিত হই- ... না। রাজহত্যা রুশিয়ায় প্রসিদ্ধ। ৬টী কারণ আছে ... অবশ্যম্ভাবী ... বিধান দ্বারা উহার ... করিবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রজার ... সম্মতি দান করিলেও উহার নিবারণ হই- ... না। অতএব আপনি দেশের স্বার্থ রক্ষার ... উদ্যোগী হউন, যথা সৈন্য নাশ নিবারণ ... এবং ... ভয়ঙ্কর দুঃখ তাহা ... কার্য্যসম্পাদক কমিটী মহারাজকে ... পরামর্শ দিতেছেন, আপনি দ্বিতীয় উপায় অব- ... ন করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন ... ন প্রধান প্রভুশক্তি স্বেচ্ছাচারীরূপে কার্য্য করিতে বিরত হইবে এবং প্রজাদিগের স্বত্বরক্ষা বিষয়ে আপনার হিতাহিত বিবেচনায় যে উপদেশ দেয় তাহার বিষয় যখন চিন্তা করিবেন তখন আপনি নির্ব্বিঘ্নে চরদিগকে বিদায় দিতে পারিবেন। চরেরা গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতেছে। আপনি আপনার শরীর রক্ষি সৈন্যদিগকেও বিদায় দিতে এবং ফাঁসীকাষ্ঠ দগ্ধ করিতে পারিবেন। তখন কার্য্য-সম্পাদক কমিটী আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবে এবং কমিটীর যে সকল সৈন্য সংগৃহীত আছে তাহাদিগকে বিদায় দিবেন ও জাতীয় উন্নতি ও দেশের মঙ্গলের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। তখন আর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিবে না। অত্যাচার করা আপনার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর অপ্রীতিকর। তবে অগত্যা ঘটিয়া উঠে। অতএব বহু শতাব্দীর শাসন-দোষে যে অবিশ্বাস ও আমাদিগের মনে যে কুসংস্কার জন্মিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতানুবর্ত্তী হইব তখন যে শক্তিতে জাতীয় ভাব উৎপাদন করিয়াছে আপনি তাহার প্রতিনিধি এ কথা আমরা বিস্মৃত হইব। আমরা আপনাকে বিনয়সহকারে জানাইতেছি যে, আপনার মনে যে বিরুদ্ধ-ভাব ও বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহা আপনার প্রকৃত কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত যেন ব্যাঘাত না করে। আমাদের পক্ষেও ক্রোধের যথার্থ ও মহৎ কারণ আছে। আপনি আপনার পিতাকে হারাইয়াছেন কিন্তু আমরা আমা-দিগের পিতা ভ্রাতা স্ত্রী সন্তান বন্ধু ও সম্পত্তি হারাইয়াছি। যখন রুশিয়ার মঙ্গল লইয়া কথা, তখন আমাদিগের মনে যে বিদ্বেষ ভাব আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতেছি এবং আমরাও এই আশা করি যে আপনিও তাহা পরি-ত্যাগ করিবেন। আমরা সন্ধির কোন নূতন সর-ত্তের কথা কহিতেছি না। ইতিহাসে বিপ্লব সময়ে যে সর্ত্তের কথা পাঠ করা যায় আমরা কেবল তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমাদিগের মতে সে সর্ত্ত ২টী—(১) রাজনীতি সম্বন্ধে যাহারা পূর্ব্বে অপরাধী হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সাধারণে ক্ষমা প্রদর্শন, কারণ তাহারা বাস্তবিক দোষী নয়, তাহারা কেবল স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ছিল।—(২) রাজ্যে যে সকল আইন আছে, জাতীয় ইচ্ছানুসারে তাহার সংস্কার করিবার নিমিত্ত রুশিয় প্রজাগণের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করা আমরা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি যে, প্রজাদিগের ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত রীতিতে নির্ব্বাচন ক্রিয়া দ্বারা প্রধান প্রভুশক্তি স্থাপন করেন—(১) প্রজা সংখ্যার অনুসা... কাহাকেও বাদ না দিয়া সকল শ্রেণীর ও স... অবস্থার প্রজাগণের প্রতিনিধি নিয়োগ ক... (২) যাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে তাহাদি... উপরে নির্ব্বাচনের কোন প্রকার সীমা ও ব... নির্দ্দেশ না করা। গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্বত্বগু... প্রজাদিগকে প্রদান করিবেন। মুদ্রা-যন্ত্রের সম... স্বাধীনতা; বক্তৃতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এ... প্রকাশ্য সভা করিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব; এই গুলি কা... য্যকে নির্ব্বিবাদে উন্নতপথে লইয়া যাইবার উপা... অতএব আমরা মাতৃভূমির এবং সমুদায় পৃথি... সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক এই ঘোষণা করিয়া দিতে... যে আমাদিগের দল সম্মান পূর্ব্বক জাতীয় সভ... মীমাংসার অধীনতা স্বীকার করিবে, যদি ... জাতীয় সভা উল্লিখিত নিয়মানুসারে সমাহূত হ... আমরা এ কথাও বলিতেছি এই প্রজা-প্রধান পার্ল... মেণ্ট সভা দ্বারা যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা... রুদ্ধ কোন নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইব ... অতএব মহারাজ এ বিষয়ের মীমাংসা করুন, আপন... সম্মুখে এই দুটী পথ উপস্থিত। উহার অন্যতর যে ... অবলম্বন করা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। ... আমরা কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করিতে... যাহাতে রুশিয়ার মঙ্গল হয় আপনার হিতাহিত ... ও বিজ্ঞতা তাহারই নিদ্ধারণে আপনাকে স... করিবে। যেটী মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য ও আপন... পদের যেটী অনুরূপ তাহা করিবেন।"

কলিকাতা ছোট আদালতের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য বিবরণ।

অন্যায় নিবারণের জন্য আইন ও আদাল... এই আইন আদালত যত কঠোর হইতেছে, বঙ্গদে... মকদ্দমার সংখ্যাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছ... এই ঘটনা নিবন্ধন বাস্তবিক আমরা শঙ্কিত ... য়াছি। দেশে অত্যাচারের স্রোত ক্রমে প্রবলতে... প্রবাহিত হইতেছে ইহা দেখিয়া স্বদেশের ... চিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেই যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হই... ছেন। এই মকদ্দমার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে লো... মনে যে আশা ও নিরাশা জন্মিবে তাহা আশ্চ... নহে। আদালতে বর্ষে বর্ষে যে মকদ্দমা উপস্থিত ... অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া ... প্রায় তাহার অর্দ্ধেক লোক অত্যাচরিত হইয়াও ... কৃচ্ছ্রতা, আদালতের কষ্ট ও অনর্থক অর্থব্যয় নি... মকদ্দমা করে না। ফলত মকদ্দমার আধি... দেশের অবনতির অন্যতর একটী কারণ।

১৮৮০ অব্দে কলিকাতা ছোট আদা... মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়...

কলিকাতা টাউনহলে মৃত রামগোপাল ঘোষের
...মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কোন
...র সমারোহ হয় নাই।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাটকেও হত্যা করিবার জন্য ...ষড়যন্ত্র হইতেছে। সেদিন নিকোলাই কিবালচিস ...ক এক ব্যক্তি সম্রাটকে বধ করিবার জন্য ...মা প্রস্তুত করিয়াছিল, সিবাষ্টিপোলের আর ... ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম গোঁপ ও দাড়ি ...ধি করিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে ছিল কিন্তু ইহারা ...রেই ধৃত হইয়া স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়াছে। ...হিলিষ্টেরা যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট ...রিতে না পারে তদভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিকে প্রহরী ও ...াক সৈন্যগণ নিয়োজিত রহিয়াছে। নিহিলি-...রা যাহাতে সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদ দ্বারা বাটী নষ্ট ...রিতে না পারে ইঞ্জিনিয়রগণ তাহার উপায় করি-...ছেন। রাজ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বসান ...তেছে। সেণ্টপিটার্সবর্গের চতুর্দ্দিক এখন এরূপে ...া করা হইতেছে যে তথায় কি নিহিলিষ্ট কি ...র ভদ্রলোক কেহই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন ...। তথাপি সম্রাটের বালিসের নিম্নে ও কামরা ...বে এই মর্ম্মের পত্র পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহার ...ঃ নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের রাগ নাই তবে তিনি ... রাজ্যে প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না ...বন তাহা হইলে তিনি আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক ...া করিলে এবং শত রক্ষকের মধ্যে থাকিলেও ...াঁহাকে হত্যা করা হ...

...দিয়া দ্বারভাঙ্গায় যে সকল ...ট পত্র যাইতেছিল সমস্তিপুর ও বিলাসপুরের ...ধ্যে তাহা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ম্যাসাচেউস নামক স্থানের মেসার্স ... নামক ... রমণী স্বদেশে শিল্প শিক্ষা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে ...১০৭২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এখানকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মঁসিও ... ...দের মৃত্যুকালে ... দিগের সাহায্যার্থে যে ...েকিশ হাজার এক শত টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, ...হা এযাবৎ ব্যাঙ্কে জমা ছিল, সম্প্রতি ...ারণ ... অধিবাসীদের অনুমত্যনুসারে উক্ত ...কা ... হইতে বাহির হইয়া "কমিটে দে বিয়াফে...সের" অর্থাৎ এখানকার দাতব্য সমাজের হস্তে ...িয়াছে। ইহার সুদ হইতে যাহা আয় হইবে, ...াহা দরিদ্রদিগের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।

গত ১৪ ই বৈশাখ নৃত্যলাল ঘোষ নামক ...ক যুবক সুরাপান করিয়া মত্ত হয়ে এক গৃহস্থের ...াটীতে প্রবেশ করিয়া গোলমাল করাতে বিচারে ...ক মাস মিয়াদ হইয়াছে। এব্যক্তি প্রথম অপরাধী সেই কারণ বশতঃ লঘুদণ্ড হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রে চুঁচুড়ার গুণী সাণ্ডেল ও কেনারাম দাস উভয়ে এখানকার হাটখোলার বাজারের এক বেশ্যালয়ে সুরাপান করিয়া মারপিট করাতে, বিচারে প্রত্যেকের দুই মাস মেয়াদ ও বত্রিশ ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আর কিছু না হউক সুরাপান করিতে উত্তম শিক্ষা হইয়াছে !!! জজ সাহেব বাহাদুর এত লঘুদণ্ড দেওয়াতেও উক্ত তিন জনেই জামিনে খালাস হইয়া পণ্ডিচারীতে আপিল করিয়াছে, দেখা যাউক সেখানে কি হয়।

এত দিনের পর এখানকার হাঁসপাতাল মেরামত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদর্থে পণ্ডিচারীর গবর্ণমেণ্ট বাহাত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। এবিষয়ে এখানকার প্রসিদ্ধ ও ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার মঁসিও মারগাঁ সাহেবই প্রধান উদ্যোগী। ইঁহারই যত্নে নূতন হাঁসপাতালের নিমিত্ত বাটী খরিদ হয়, এবং এই মহাত্মাই উদ্যোগী হইয়া উহার মেরামত করিতেছেন।

অদ্যাপি বৃষ্টি না হওয়াতে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে, প্রাতঃকালে ৮ টার পর ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। পীড়াও কাহেরই কমে নাই। বসন্তের কোপে দেশী টীকা দাতাদের হইয়াছে, তাহারাও শমন সদনের অতিথি হইতেছে।

রুশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত নিহিলিষ্ট হইয়াছে। অতি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও অভিপ্রেত সাধনের জন্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এই দলের কর্ম্মীদিগের সহিত যোগদান করিতেছে। সে দিন সোফি পিরোভস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত রমণী রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডরকে মস্কাউয়ে ট্রেণ শুদ্ধ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া যখন তাহাতে বিফল-মনোরথ হন সেই সময়ে তিনি তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া উক্ত প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা জেলায়ব নামক এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার পত্নীর ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে জেলায়ব ধৃত হইলে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এইরূপ শুনা যায় ইংলণ্ডের কয়েক জন নর্ত্তকী প্রভৃতিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ইংরাজ নারী-সমাজে মহা গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারির সহকারী বাবু দীননাথ ঘোষ পেন্সন সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে বিশেষ যুক্তিযুক্ত কয়েকটী প্রস্তাব করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৬ শত টাকা পুরস্কার দানের আদেশ দিয়াছেন।

চিলি নামক স্থানের ভূমিকম্পে ৮ হাজার লোক হত ও ১০ হাজার লোক আহত হইয়াছে।

চিয়স নামক স্থানে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাহাতে পাঁচ হাজার লোক হত হইয়াছে এবং ৭০ হাজার লোকের গৃহাদি কিছুই নাই, সমস্ত পতিত হইয়াছে। এই সকল লোকের সাহায্যার্থ বিলাতের ম্যানসন হাউসে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ১২০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের জন্য তিন আনা ও দেড় আনা মূল্যের ডাক টিকিট মুদ্রিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিন আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া ইউরোপের সকল স্থানেই পত্র প্রেরণ করা যাইবে। দেড় আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেটে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রভৃতি এবং সাড়ে চারি আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ করা যাইবে। অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিটে নীল বর্ণ না দিয়া সবুজ রঙ, দুই আনা মূল্যের টিকিট হরিদ্রা বর্ণের পরিবর্ত্তে সবুজ বর্ণের হবে।

আমাদের সিরাজগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৪ ঠা বৈশাখ অত্রত্য মুন্সেফি আদালতের সুযোগ্য সেরেস্তাদার মধুসূদন চৌধুরী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সেরেস্তাদারের ন্যায় সৎস্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্য যে আবার কখন দেখিব এমন বোধ হয় না।

কয়েক দিন হইল মুন্সেফ মকদ্দমায় জীবনকৃষ্ণ নামক কোন এক কায়স্থ জমীদার বাবুর ১০০০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মকদ্দমাতেই পাবনার জজ সাহেবের বিচারে দুই ব্যক্তি দ্বীপান্তরিত ও কয়েকজনের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

রোগীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় সিরাজগঞ্জে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন থাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত মেডিকেল ইন্সপেক্টর জেনেরল সাহেব ঐ পদটী উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এটী বড় দুঃখের কথা। ইহাতে সিরাজগঞ্জের বড় ক্ষতি হইবে; অতএব আমাদের প্রার্থনা অত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ... সাহেব মহোদয় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে সিরাজগঞ্জ হইতে উক্ত পদ উঠিয়া না যায় তদনুরূপ রিপোর্ট দিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

বৃষ্টি ভাল করিয়া না হওয়ায় এখানে আজ কাল অত্যন্ত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আর সাত আট দিন বৃষ্টি না হইলেই শস্যের হানি ও পীড়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কাবুলের চারবাগ রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গোল্ডস্মিথ জন মর্লের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া-

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ দি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র- থ চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা- পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা সাধারণকে জানাইতে রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ না; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিবি বাবু শ্যামলাল দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো- ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- র কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিদিত করা হইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- র মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা- য় পাঠাইবার সুবিধা হইবে তাঁহারা উপরি উক্ত নে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ বেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলি- কাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার- দিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক- দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, প্রয়োগিক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলি- কাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডি- কেল লাইব্রেরিতে" আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু- সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কে ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূ আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহ পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূ বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চ কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করি তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরো শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টা ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নি হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, ব ঘায়ে, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে প (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষ

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের ম করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, পদ কম্প, হৃৎকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বি চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য [illegible]

শ্রী[illegible] প্রধান

[illegible]

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যোগানন্দ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাচুর্য্যের কারণ কি, মনুসংহিতা, ভগবানের শোণিত-সম্বন্ধ ভীম, ভালবাসা, সংসারী আরকের প্রতি উপদেশ, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতি-দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৹। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক ঠিকানায় ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দু দর্শন কার্য্যালয়
৬ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা।

শ্রীকালীচরণ পাল
হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করে। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ✓০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত নড়া, রক্তপড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৴০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।৹

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৹ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশীমবাজার
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি—বড়বাজার
" " শরৎচন্দ্র দত্ত—ইটালী
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কাছাড়
" " ভুবনলাল সান্যাল—কুচবিহার
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—চালনা
" " ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পিছলা
" " প্যারিমোহন নিয়োগী—বাংশাল
" " শ্রীনাথ অধিকারী—বাজিতপুর
" " প্যারিমোহন মিত্র—মির্জ্জানগর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা[শুল] সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টা[কা]। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ[সমর্থ] পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি[য়ম] নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র[কাশ] প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের [মূল্য] পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক[রিয়া] লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক[ঘরে] কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না[মে] নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ[ল্যের] টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। [...] নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র[হণে] অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে[ওয়া] হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে[রণ] করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ [করা] যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক[রিলে] তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [...] আনা তাহার [...] এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর [...] হইয়া চাংড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার[নাথ] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ[কালে] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৭ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৬ ই মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৮ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। —যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী অর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর দিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া দেওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি পত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু শুক চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা কেবল নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসস্থানের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১ টাকা। শিশুর ঔষধ ॥০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

শিবিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। | শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৭ নং বাটী শিবিরপুর।

ব্লাক এণ্ড মলে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে সেরূপ নহে।

গোল্ড হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণত) ম... কেভ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্তঃ এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ভাব করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। নিভুল এবং নি... নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল... বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৫৮০ ও অপেক্ষিক মা... সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র,বাড বক্স প্রভৃতি সা... বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত প... হইয়া থাকে।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতে... কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ আনা, মফ... ডাঃ মাঃ সমেত ১৮০। অগ্রিম মূল্য না প... মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র... মেণ্ডলে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ দিতে হ...

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয় ৬৯ নং মজাপুর ষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। | শ্রীকার্ত্তিকেন্দ্র ... হিন্দু-দর্শন কার্য্যা...

...ক এক্ষ মধ্যে [illegible] ৭০ বৎসর এই ...কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করি... এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ...হইবেন।

...১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

...শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানা-...বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

...নং লোয়ারচিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে সর্ব্বপ্রকার ...নানাবিধ শাস্ত্রসিদ্ধ ঔষধ, তৈল ও ঘৃত ...সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কয়েক উপযুক্ত ...সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ...প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

...ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর ...কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভান্বিত হয় এবং মস্তক ...শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল ...।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরী বটিকা।

...সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ...বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য ...

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

...দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, ...অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্তি হানি প্রভৃতি ...দূরীভূত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৶০

...ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন ...নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত ...

...পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের ...বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র ...স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
...বাগবাজার, কলিকাতা।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও ... স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ ... আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔ... গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবি... করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া ... সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রো... যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁ... ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ... সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশ... আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি... প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ... ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না ... ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণ... আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাঁ... পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ... সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। ... বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ... কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ ব... হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন ক... তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আ... শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টা... ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত ... পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নি... হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও ... প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও ... করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সা... অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, ... বাযী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে ... (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের ... আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ... বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন... হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কি সাহস !!!

সম্পাদক মহাশয় ! বিগত ১৪ বৈশাখ সোম-
র সোমপ্রকাশ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম
কায় এক পার্শ্বে বোপদেবের প্রমাদ বলিয়া
ী সন্দর্ভ লিখিত হইয়াছে। দেখিবামাত্র চমৎ
ও স্তব্ধপ্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে মুদ্রিত-
ন অবস্থান করিলাম। পরে আর এ বিষয়
তে বা শুনিতে না হয় এই বিবেচনায় তদ্দিনের
কা পাঠে বিরত হইলাম। কারণ যখন সামান্য
কেরও অপবাদ ভদ্রলোকের শ্রোতব্য নহে
ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী শিরোরত্ন
ান্য বোপদেব গোস্বামীর অপবাদ কখনই
োচর করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে লিখিত
ছ যে

" অলোক সামান্য মচিন্ত্য হেতুকং,
িন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং। "

ৎ মূঢ়মতিলোকেরা মহাত্মাদিগের অলৌকিক ও
াধচরিত্র বুঝিতে না পারিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে।
পরম্পরায় শুনিলাম সংস্কৃত কালেজে একজন
নব পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি না কি
তীয় বৈয়াকরণ, সেই মহাত্মাই বলেন যে, বোপ-
আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ করিয়াছেন
সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যখন আস্য শব্দ স্থানে
ন আদেশের বিধি আছে এবং বেদেরও কোন
ন স্থানে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে তখন
ন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশের বিধি কি
ারে হইতে পারে? কারণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর
ই অধিক প্রামাণিক ও বোপদেবের মত প্রামা-
বলিয়া প্রতীয়মান আছে।

সম্পাদক মহাশয় ! বাদীর উক্ত আবিষ্করণ নূতন
, উহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার
ধয়া গিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারানাথ
বাচস্পতি মহাশয় স্বপ্রণীত বাচস্পত্য অভিধানে
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, জর্ম্মণীয় পণ্ডিত
র জর্ম্মণ সংস্কৃত ডিক্সনরিতে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-
তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন আসন শব্দের স্থানে
সন্ আদেশ হয়, জয়াদিত্য ও বোপদেবের মত।
ং আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ হয় সিদ্ধান্ত
মুদীর মত, তবে তাঁহারা বাদীর ন্যায় সহসা
ন মতের উপর দোষারোপ করিয়া বাহাদুরী
ন নাই, উভয়কেই মান্য করিয়া গিয়াছেন।
বাদী বলেন বোপদেবের এই মীমাংসা জয়া-
ত্যের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ইহাতে বক্তব্য
এই যে, জয়াদিত্যের কাশিকা বৃত্তিতে আসন শব্দের
স্থানে আসন্ আদেশ বিধান আছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদী
টীকাকার মনোরমাকর্ত্তা সিদ্ধান্ত কৌমুদী দৃষ্টে
" আস্নোদ্‌গুসা " এই সূত্র উদ্ধার করিয়া উহা
প্রামাণিক বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিবেচনা করুন
জয়াদিত্য সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত
অপেক্ষা কত প্রাচীন ও কত মান্য। স্মার্ত্ত চূড়ামণি
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বে এবং নৈয়ায়িক
পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে জয়াদিত্যের মত
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, কোন গ্রন্থে ভট্টোজি-
দীক্ষিতের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। অতএব
ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা জয়াদিত্য যে অধিক
প্রামাণিক ও মান্য তাহাতে আর সংশয় হইতে
পারে না। সুতরাং জয়াদিত্যের মতানুসারী
বোপদেবও অধিক প্রামাণিক বলিতে হইবে।
আর বাদী কাতন্ত্র প্রণেতার দোহাই দিয়া বলেন
যে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদিষ্ট হয়। তাহা
তাঁহার নিজেরই বিশেষ প্রমাদ বলিতে হইবে, কারণ
কাতন্ত্র অথবা তাহার পরিশিষ্ট কিম্বা পঞ্জিকা প্রভৃতি
কোন স্থানেই এইরূপ সূত্র দৃষ্ট হয় না। পরন্তু পদ-
দৎ ইত্যাদি পৃথক শব্দ স্বীকৃত হইয়াছে। আর বাদী
বলেন " সংক্ষিপ্তসার কর্ত্তা আস্য শব্দ স্থানে আসন্
আদেশ করিয়াছেন তবে যে তাঁর গ্রন্থে " আস
আসন্ " এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ এই,
যকারটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে। "
যদি তাঁহার এরূপ কথা সঙ্গত হয় তাহা হইলে
আমরা এস্থলে কি এরূপ বলিতে পারি না যে নকা-
রটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে?
ফলতঃ বক্তব্য এই যে, বোপদেব প্রাচীন প্রাচীন
গ্রন্থ হইতে সার সার অংশ সকলন করিয়া সংক্ষেপে
ব্যুৎপত্তি মাত্র লাভের জন্য মুগ্ধবোধ রচনা করেন,
তিনি যদি স্বগ্রন্থে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ
নিষেধ করিয়া আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ
বিধান করিতেন, বা সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে আস্য শব্দ
স্থানে আসন আদেশ করিয়া আসন শব্দ স্থানে
আসন্ আদেশ নিষেধ করিতেন তাহা হইলে যথার্থ
প্রমাদ বা ভ্রম বলা যাইত। ফলতঃ কোন ব্যাকরণ
কর্ত্তাই সমগ্র সাধন করিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও
করেন নাই। কথিত আছে

" যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।

অর্থাৎ বেদব্যাস সমুদ্র তুল্য মাহেশ ব্যাকরণ
হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন
পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি তাহার সেই সমুদায়ই
আছে? অতএব কিয়দংশে অভাব পাণিনি
প্রভৃতি সকল ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয়, তবে বোপদেব
গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অধিক অভাব দৃষ্ট হয় এই মাত্র
বিশেষ। এস্থলে আমরা এইরূপ মীমাংসা করি
তেছি যে যখন সর্ব্বাপেক্ষা মহামান্য ও প্রাচীন
জয়াদিত্য কৃত গ্রন্থ কাশিকাতে এবং বোপদেব কৃত
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ
দৃষ্ট হইতেছে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আস্য শব্দ
স্থানে আসন্ আদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্ত সা
ব্যাকরণে আস শব্দ স্থানে আসন্ বিহিত হইয়াছে
তখন এই সকল মহামহোপাধ্যায়ের কাহারও ভ্রম বল
যাইতে পারে না, কারণ বেদে ব্যুৎপত্তি লভ্য শব্দে
বই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। রূঢ় শব্দের প্রয়োগ অতি
বিরল। ফলতঃ অস ধাতু হইতে যেমন মুখবাচক
আস্য এই পদটী সিদ্ধ হইতেছে সেইরূপ আঙ্
পূর্ব্বক অস ধাতু হইতে আসন ও আস এই উভ
শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং ব্যুৎপত্তি দ্বারা মুখ
বুঝায়।

অতএব মহাশয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত ক
শত মহামহোপাধ্যায় যাঁহাকে ভূয়সী প্রশংস
করিয়া আসিতেছেন কখন কোন দোষ কীর্ত্ত
করেন নাই, যাঁহার রচনায় একটী মাত্র বর্ণ নিরর্থ
বা পুনরুক্ত নাই, যাঁহার সূত্রপরিপাটীর অণুমাত্র
হ্রাস করিবার নিমিত্ত কত শত ফক্কিকা করা হ
কিন্তু কোন মতে তাহার বিন্দুমাত্রও কমাইতে পা
যায় না, যাঁহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সুধীগণ মোহি
ও বিস্মিত হন অদ্য তাঁহার প্রমাদ ! তাঁহার প্রমাদ
তাঁহার প্রমাদ ! একথা বলিতে বাদীর জিহ্বা স
খণ্ড বিদীর্ণ হইল না। বাদী বলেন " বোপদেব ব
দর্শন বিরহিত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এ
প্রাতিপদিক বিন্যস্ত করিয়াছেন" এই লেখার ভঙ্গী
বোধ হইতেছে যে, বাদী বোপদেব অপেক্ষা ব
দর্শনবান, কি আশ্চর্য্য !

কোঽপোষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারো।
বীরো ন যস্য ভগবান ভৃগুনন্দনোঽপি ॥
পদ্যাপুরসপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি
পুণ্যানি তাঁহচরিতানি চ যো ন বেদ॥
অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥

যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় ! আমরা বাদী
এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ উ
প্রতিবাদ্য নহে। বরং উপেক্ষ্যই বিষয়। ত
আপনি আপনার জগৎ বিখ্যাত বিশ্বমান্য পত্রি
কায় যে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন ইহ
আমাদের ক্ষোভের ও প্রতিবাদের বিষয়।

কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ
সোমপ্রকাশ পাঠকস্য

...ত্মার জীবনবৃত্তান্ত [illegible] কিরূপে অদ-
[illegible] কিরূপে
[illegible] সংশোধিত হয়,
[illegible] চরিত্রদোষ ঘটিলে
[illegible] হয়, পত্নী
[illegible] হইলে সংসার
[illegible] হইলে কিরূপে
[illegible] হইতেছে তপস্যা—তপস্যা
[illegible] লাভ হয়, সাত্ত্বিকী শিক্ষায়
[illegible] হৃদয়ে কিরূপ দৃঢ় ভাব
[illegible] ইত্যাদি বিষয়গুলি "ছিন্নমস্তায়" সুন্দর
[illegible] হইয়াছে। " ছিন্নমস্তা লেখকের লেখার
[illegible] প্রকৃতি বর্ণনে কেমন ক্ষমতা আছে সে
[illegible] প্রকৃতির চিত্র দেখা হইয়াছে, একটী
[illegible] হয় নাই। কৃপিকা হেতু
[illegible] গোলাপী—গোলাপী হইতে গুলেআনার
[illegible] হইতে জবা বর্ণে আনিয়া বর্ণের শেষ
[illegible] য়াছে। যে নায়ক নায়িকার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ
[illegible] তাহার তদনুরূপ প্রকৃতি চিত্রিত করিয়াছে।"

এক জন বলিয়াছেন, " ছিন্নমস্তার গ্রন্থকার স্বদে
[illegible] রীতি নীতি সমাজের চিত্র চিত্রিত করিবার
[illegible] করিয়াছেন এবং প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ, প্রায়
[illegible] প্রভৃতি গুরুতর বিষয়েরও প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘ
[illegible] করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যে
[illegible] পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে
[illegible] সংশয় নাই। তাঁহার কৃতকার্য্যতার হেতু
[illegible] নৈসর্গিকী শক্তি এবং অধিক যত্নবাদের
[illegible] তাঁহার গ্রন্থরচনায় অধ্যয়ন ও
[illegible] গভীরতা আছে।"

আমাদেরের শিক্ষিতবর্গের শিরোভূষণস্বরূপ
[illegible] বলিয়াছেন,—"নায়ক নায়িকার
[illegible] পূর্ব্বক উপসংহার করিলে কাব্যে
[illegible] দোষ হয়। [illegible] দোষ না কল্যাণের
[illegible] পরিসমাপ্তি কিঞ্চিৎ বিশেষ শক্তির
[illegible] নায়ক নায়িকার মৃত্যু ঘটনায়
[illegible] করিতে সক্ষম
[illegible] বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পরি
[illegible] ছিন্নমস্তার রচয়িতা ভিন্ন
[illegible] ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে
[illegible]

[illegible] সুপণ্ডিত সুবিখ্যাত
[illegible] নায়িকা কপা
[illegible] কপালিনী সাধ্বী
[illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার
[illegible] উদাসিনী।
এই নিষ্ঠ [illegible] সম্মোহে

হইয়া পার্থিব সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক
যোগাসনে সমাসীনা হইয়া পরমাশক্তির ধ্যান
করিয়াছিলেন এবং পতির সমক্ষে শাণিত ছুরিকা
দ্বারা মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অন্তর্নিগূঢ় পতিপ্রেমের
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের শেষভাগে
সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা করুণরস
শালিনী এবং অর্থ-গাম্ভীর্য্য ও ভাব-মাধুর্য্য হৃদয়-
হারিণী। ছিন্নমস্তার নায়ক দেবেশ রায় সর্ব্বগুণান্বিত
নায়কের সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত [illegible] ছবি এক দিকে এই
[illegible] সৌন্দর্য্য ও অপর দিকে নরকের ভয়ঙ্কর
[illegible] বিস্তার করিয়া রচনা-কৌশলের সবিশেষ পরি-
চয় দিয়াছেন। যদি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সম্ভোগের ইচ্ছা
থাকে, দেবেশ রায় ও মালিনীর চিত্রে নেত্রপাত
কর; আর যদি নরকের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে
অভিরুচি হয়, সুধাময়ী, রামশঙ্কর, হরিমতি ও গুরু-
চরণের চিত্রে নয়নাবর্ত্তন কর।"

আর এক জন সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক বলি-
য়াছেন, " ছিন্নমস্তা অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে
সংশগুণে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে
পারি। লেখক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করি-
য়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার মনুষ্য চরিত্র জ্ঞানের
আমরা প্রশংসা না করি। এই পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে
এরূপ উক্তি আছে, যাহা পাঠ করিয়া লেখককে
বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল না মনে করিয়া থাকা যায় না।
তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও প্রশংসনীয়।"

আমার মতে এই পুস্তক সম্বন্ধে যিনি যাহা
বলিয়াছেন কেহই অত্যুক্তি করেন নাই বরং
ইহার অনুকূলে আরও অনেক কথা বলা যাইতে
পারে। যাহা হউক, এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি উপে-
ক্ষিত হইয়া না থাকে, সকলেই আদর পূর্ব্বক পাঠ
করিয়া আখ্যায়িকা পাঠের অপূর্ব্ব ফললাভে সমর্থ
হন, ইহাই আমার নিতান্ত বাসনা।

আর এক কথা, যাঁহারা দেশ স্বাধীন করিতে
মহা ব্যস্ত, স্ত্রীগণকে স্বাধীনতা দিবার জন্য মহা
ব্যস্ত, তাঁহাদিগের নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন
বিচার-শক্তি না থাকা বড় লজ্জার বিষয়।
পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদে
শব্দবিন্যাসে ও বাক্য যোজনার সবিশেষ পারিপাট্য
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু
তাহা বলিয়া যে আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন
না, বা করিতেছেন না, আজিকার দিনে এরূপ
সংস্কার থাকা অন্যায়। বঙ্কিমবাবু বহুতর বিদেশীয়
অপ্রসিদ্ধ নবেলের অন্তর্গত বিষয় সকলে নূতন বেশ
ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া-
ছেন, অনেক স্থলে অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয়
দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার শরীরে একটী নূতন
সৌষ্ঠব প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সং[শয়]
নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, আর কেহ সে[রূপ]
করিতে পারেন না বা করিতেছেন না, আজিক[ার]
দিনে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ সংস্ক[ার]
অন্যায়। আমরা একদিন কলিকাতার দোকা[নে]
কোন পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠকের কথোপক[থন]
শুনিয়া অবাক হইয়াছি।

এ পুস্তক খানি কাহার? বঙ্কিম বাবুর, ত[বে]
ও খানা অবশ্যই ভাল হইবে। ঐ খানি কাহা[র]
অমুকের, তবে কিছু নহে। ওখানি কাহা[র]
রমেশ বাবুর। সিবিলিয়ান—তবে ভাল হইতে পা[রে।]
এ পুস্তক খানি কাহার? হরিদাস ঘোষের। হ[রি]
দাস ঘোষ আবার কে? ও বই কি ভাল হবে।

যে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ আপনাদিগকে সুশি-
ক্ষিত ও সুবুদ্ধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে[ন]
তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের পসার ও পদমর্য্যা[দা]
নুসারে গ্রন্থের সমালোচন প্রণালী প্রচলিত থা[কা]
কি লজ্জার বিষয় নহে?

হলদোবা মোওলাই
১১ মে ১৮৮১ খৃঃ } শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ[।]

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

জাতিবিদ্বেষোদ্দীপন।

সভ্যতার অভ্যুদয় সহকারে মানুষের বুদ্ধি [illegible]
জটিল হইতেছে ততই অসরল ও কপট ব্যবহা[র]
বৃদ্ধি হইতেছে, এ অংশে অসভ্যকালের লোকে[রা]
বরং ভাল ছিলেন। যে সকল বিষয় তাঁহ[ারা]
কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সরলভ[াবে]
তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সং[স্কার]
ছিল, যতদূর সাধ্য পরাজিত জাতিকে অধী[নতা]
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া একান্ত নিকৃষ্ট অব[স্থায়]
রাখিতে পারিলে পৌরুষ হয়। তাঁহারা [illegible]
পৌরুষ প্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, স্পার্টার [illegible]
রোমের প্লিবীয় ও ভারতবর্ষের শূদ্র ইহারাই [illegible]
করণ স্থল; বলবীর্য্য সাহসে নিকৃষ্ট বলিয়াই [illegible]
দিগের এ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। যে কোন অ[illegible]
কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি দুর্ব্বল সে স্নেহের পাত্র, [illegible]
ব্যবহারের পাত্র নয়, অসভ্যকালের লোকদি[গের]
এ জ্ঞান ছিল না। এক্ষণে সভ্যকালে সে [illegible]
জন্মিয়াছে কিন্তু ব্যবহার জ্ঞানানুরূপ হইতেছে [না।]
অনেকে মুখে বলিয়া থাকেন জিত ও জেতা [illegible]
ভেদ না রাখিয়া পদ ও মান প্রভৃতি তুল্য[রূপে]
বিতরণ করা উচিত। কিন্তু কার্য্যকাল উপ[illegible]

জা করিতে আসিয়া থাকে ; দীর্ঘকাল সমুদ্রে বাস নিবন্ধন নাবিকদিগের সচরাচর পীড়া জন্মিয়া
ক। ঐ পীড়া এমন কদর্য্য যে, দেহে একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে ব্যাধি-মন্দির করিয়া
ল। ভারতবাসীদিগের এখন যেরূপ দৈহিক অবস্থা তাহাতে এই পীড়া যাহাতে তাহাদিগের
হে প্রবেশ করিতে না পারে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার কোন সুব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে
। এ আমরা ভারতে অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতাম। কর্ম্মচারীদিগের অনবধা-
-দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক ডেঙ্গু ও ব্লাক প্রভৃতি যে দুই একটী জ্বর প্রবেশ
তে পাইয়াছিল ভারতবাসীগণ আজিও তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, সুতরাং এরূপ
রায় হেলথ আপীসরের পদের উপযোগীতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে।

কলিকাতার হেলথ আফিসরের গত বর্ষের কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী যে কেমন সন্তোষজনক পাঠক
তৎপূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধী করিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে
ার একটী হিসাব দিলাম। যথাঃ—

যে সকল জাহাজ পরিদর্শন করা হয় তাহার সংখ্যা।

	আগত জাহাজ	প্রতিগত জাহাজ	মোট	মৃত্যু	হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ আগত লোকের সংখ্যা।
১৮৭৮	৪৯৪	৩৬৮	৮৬২		৩১৯১
১৮৭৯	৫০৯	৪১৬	৯২৫	৬১	২১১৬
১৮৮০	৬০৭	৫৯৮	১২০৫	৪৯	২০০৫

চিকিৎসার্থ আগত লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে

	১৮৮০।		১৮৭৯।		১৮৭৮।	
	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু।
উঠা।	২১	১৭	৭১	২৫	৪৫	২৯
সার	১০৯	০	১৫৯		১১২	
ামর	১৩১	১	১৩২		১৭৬	
	১	১	৪		৭	
লেরিয়া জ্বর	১৯৭	১	৭০৫		৬১১	
ানা জ্বর	২০৭	০	০			
পীড়া	১৮	০	১১			
ঃ	৫	১	১৫		১	
নিবন্ধন মূৰ্চ্ছা	২৯	১	৩		৪২	১০
ান্য পীড়া	১২৯৮	৩০	১০৬১		১৬৭১	২৭
মোট	২০০৫	৪৯	২১১৬	৬১	৩২৯২	

হিসাব দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সুচিকিৎসার
ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নে উত্তরোত্তর অধিক
ী আরোগ্য লাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যদি
বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে চিকিৎ-
অভাবে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিত তাহা
য়া শেষ করা যায় না. এবং ইংরাজ জাতির
তঃ যে সব বাণিজ্য তাহারও এত বিস্তার ও
দ্ধি হইত না।

হেলথ আপীসর তাঁহার কার্য্যে কেমন দক্ষ-
পাঠক তাহার একটী প্রমাণ দেখুন। গত বর্ষে
া হইতে একখানি জাহাজ কতকগুলি যাত্রী
য়া বন্দরে উপনীত হইলে তাহাতে চারিজন
ককে বসন্ত রোগাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,
পাছে অন্য লোকে এই রোগে আক্রান্ত হয় এই
আশঙ্কায় তিনি জাহাজস্থ সমস্ত যাত্রীকেই অবিলম্বে
টীকা দিয়া ছাড়িয়া দেন। এই সকল কারণেই
১৮৮০ অব্দে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার আইন বিধিবদ্ধ
হইয়াছে। ঐরূপ মালদ্বীপ হইতে একখানি জাহাজ
আইসে তাহাতে একজন বসন্তরোগী ছিল,
ডাক্তার পরীক্ষা করিতে গিয়া এই ঘটনা দেখিতে
পান ও তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু পূর্ব্বে সাবধান
হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত
হইতে পারে নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ
আইন পর্য্যন্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন যে,
ভবিষ্যতে বসন্তের চিহ্ন বিশিষ্ট এমন কোন লোক
জাহাজে আসিলে অথবা হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া
যাইলে বিচারপতি তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারিবে

তিনি পীড়িত ব্যক্তিদিগের খাদ্যাদিরও না
প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং যাহা
সমুদ্রগামী লোক কদর্য্য সামগ্রী ভক্ষণ করিতে
পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে।
কোন জাতির জাহাজ নির্ম্মাণের দোষ থাকে অথ
যে জাহাজে ভালরূপ বাতাস যাতায়াত করিতে
পারে তাহাতে লোকের পীড়ার বিশেষ সম্ভাব
আছে বলিয়া ইহাঁরা সেই সকল দোষ সংশোধনে
জন্য তদ্দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা জানাইতে
ত্রুটী করেন না। এবং যে যে স্থানের মিউনি
পালিটী নদী-জলে বিষ্ঠাদি ফেলেন অতঃপর যাহা
তাঁহারা আর তাহা না করেন তজ্জন্য নি
রণও করা হইয়াছে। জাহাজের আরোহীরা যাহা
বিশুদ্ধ পানীয় উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য
জলও রক্ষিত হইবে। ইত্যাদি নানা প্রকার সদ
ষ্ঠানের চেষ্টা করা হইতেছে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হেল্‌থ আপী
আর কতকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছে
তাঁহার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এরূপ একটী আইন ক
যে তদ্দ্বারা রোগীরা হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য
জাহাজ পরিষ্কার করা আবশ্যক বোধ হইলে অ
কারী নিজ ব্যয়ে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত ক
পরিষ্কার করিয়া দেয়, এই সকল বিষয়ে সুবিধা ক
দিবার জন্য তিনি যে যে প্রস্তাব করিয়াছে
কাউন্সিল সভায় তাহা বিবেচিত হইবে। হে
আপীসরের এই সকল কার্য্য দেখিয়া লেপ্টেন
গবর্ণরও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে বি
যত্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। হেলথ আ
সরের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ দেখা
তেছে, পক্ষান্তরে তাহাতে প্রজারও মঙ্গল লাভ
তেছে। এরূপ স্থলে প্রজারা শোণিত শুষ্ক করিয়া
উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যে ট্যাক্স দিয়া থ
তাহা হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নাম করিয়া
ব্যয় গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে, এবং
বিশুদ্ধ যুক্তিরও অননুমোদিত।

অকারণ প্রজার বিরাগ উৎপাদন।

মুলতানের হিন্দুগণ পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গ
সার রবার্ট ইগারটনের নিকটে যে একখানি
দন পত্র প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহার হেতু
গুলি পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চম
হইলাম। রাজপুরুষেরা যদি বিনা পক্ষপাতে কি
বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন তাহা হইলে অ
প্রজার বিরাগ উৎপাদন হয় না।

আবেদনকারীরা কহিতেছেন মুসলমানেরা হিন্দু-
গের বসতির মধ্যে গোমাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয়
রে, তাহাদিগের প্রার্থনা এই যে সেরূপ না হয়।
মাংস বিক্রয়ই বিবাদের কারণ। আমরা হিন্দু-
গের প্রার্থনা মধ্যে কোন অসঙ্গত বাক্য দেখি-
তেছি না। যাহারা বাস্তবিক হিন্দু তাহারা কোন
মে গো-হত্যা দর্শন ও গো-হত্যাসূচক গোমাংস-
দি বিক্রয় দর্শন করিতে পারে না। বোধ হয়
কান ধর্ম্মাবলম্বীরই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন
হ্য হয় না। যদি কোন ইংরাজ ধর্ম্মালয়ের (চর্চ্চ)
র্শ্বে কেহ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার
খা ও কাঁসা ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম করে
ষ্টধর্ম্মোপাসকেরা কি তাহা কোন ক্রমে সহ্য
রিতে পারেন? তাঁহারা কি সে অনুষ্ঠান হইতে
ন? কখনই নয়! মুসলমানেরা তাহাদিগের
সজিদের পার্শ্বে ঐরূপ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
থবা তাহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ শূকরমাংস বিক্রয়
িতে দেখিয়া কখন কি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে
রে? হয় তাহারা হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া দেয়
হয় তন্মূলক নিত্যই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ
রিতে থাকে।

অতএব মুলতানের হিন্দুরা তাহাদিগের পল্লী
ধ্যে গোমাংস বিক্রয় দর্শন করিয়া যে অসুখী হইবে
র তাহারা যে সেই মাংস বিক্রয় নিষেধ করিবার
ন্য চেষ্টা পাইবে তাহা অনৈসর্গিক নহে। রাজ-
রুষেরা হিন্দু পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যদি
মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন, সকল আপ-
র শান্তি হইয়া যায়। আর ঐ ব্যবস্থা করিলে মুসল-
নদিগেরও অভীষ্ট মাংস লাভের ব্যাঘাত হয় না
বং হিন্দুদিগেরও হৃদয়ে পরিতোষ জন্মে। রাজপুরু-
রা কেন যে ইহার ব্যবস্থা করেন না তাহা আমরা
ঝিতে পারিতেছি না। যেখানে ধর্ম্ম ও জাতিগত
ব চিরপ্রচলিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে
ক জাতির ক্ষেদ বজায় হইলেও আর এক জাতির
নার স্থার ব্যাঘাত জন্মিলে একের জয়োল্লাস ও
পরের যাতনার নাই মনক্ষোভ জন্মে এটীও রাজ-
রুষদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আর একটী
শেষ কথা এই, মুলতান ও তাহার উপনগরে
াধ্যে ৫৭০০০ লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৪২৭৫০
ন্দু ও অবশিষ্ট মুসলমান। উভয়ের বৈলক্ষণ্য
রিয়া দেখিলে,মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু তিন গুণ
ধিক। এত লোকের ধর্ম্মসংস্কারে আঘাত করিয়া
তুর্থাংশ লোকের সন্তোষসাধন চেষ্টা পাওয়াই
কিরূপ রাজধর্ম্ম? আর যদি হিন্দুদিগের বাসের
াবধি মুসলমানদিগের ঐ মাংস বিক্রয়ের রীতি
কিত তাহা হইলে একদিন কথা ছিল। আবেদন-
পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে তাহাও নহে। হিন্দুরা
মুসলমানদিগকে সদ্ভাবে ঐ কার্য্য হইতে বিনিবর্ত্তিত
করিবার চেষ্টাও পাইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে
রাজপুরুষেরা স্বতন্ত্র স্থানে মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা
করিয়া বিবাদের যে শান্তি করিয়া দিতেছেন না
এটী আশ্চর্য্যের বিষয়। আবেদনকারীরা আবেদনপত্র
মধ্যে যে যে বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার
কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১৮৪৯ অব্দে পঞ্জাবে বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে
অনুমতি করেন মুলতান নগর মধ্যে গো মাংস
বিক্রয় তাহার বিরুদ্ধ।

ঐ বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে সমস্ত আদেশ
করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাক করা গো-মাংস
বিক্রয়ের অনুকূলে কোন অনুমতি ছিলনা।

নগর মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে; হ্রাস হইতেছে না। এটী হিন্দু-
দিগের ধর্ম্মসংস্কারের একান্ত বিরুদ্ধ।

সদর রাস্তার ধারেই গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান
সকল মনোনীত করা হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দি-
কেই হিন্দুদিগের বাটী ও দোকান। তাহাদিগের
নাসিকার অগ্রেই ঐ পাক করা মাংস বিক্রীত
হইয়া থাকে। এটী হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাবের একান্ত
বিরোধী।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের সমুদায় নগরেই গো-মাংস
বিক্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন। ঐ নিষেধের মধ্যে
পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের কোন বিধি দেওয়া
হয় নাই।

কতকগুলি মুসলমান এই কথা বলেন যে
পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান বহু
কালাবধি আছে। বাস্তবিক তাহা নয়। তাহা
প্রমাণ করিবার ভার তাহাদিগের উপর। পক্ষা-
ন্তরে আবেদনকারীরা এই প্রমাণ করিতে পারে
যে ঐরূপ দোকান কখন ছিল না। যাহারা ঐ
প্রকার দোকান করিবার চেষ্টা পাইয়াছে তাহারা
দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ পাঁচ ছয়টী মকদ্দমার
কাগজ পত্র ডেপুটী কমিশনরের আপীলের রেকর্ডে
আছে।

পঞ্জাব বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন গো-মাংস বিক্র-
য়ের যে অবধি নিষেধ করিয়াছেন তদবধি গবর্ণ-
মেণ্ট মুলতান নগর মধ্যে গো-মাংস বিক্রয়ের
কোন আইন বা আদেশ করেন নাই। ইত্যাদি—

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা মে। এইরূপ জনরব সম্রাটের গবর্ণ-
মেণ্ট শাসন সংক্রান্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন বিষয়
চিন্তা করিতেছেন।

কেপ টাউন ৩ রা মে। ইংরাজ সৈন্যগণ চলিয়া আ...
ট্রান্সভালের লোকদিগের সুরক্ষার্থ প্রস্তুত হইবার আ...
আছে।

...র মন্ত্রীসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই মে। মার্টেনো সাহেব পীড়িত হইয়াছেন।

পারিস ৯ ই মে। ... দেশের প্রতিনিধিবর্গ ...
লিক সভায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মে। ... কমন্স ...
পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন কাবুলে কর্ণেল ... দূত প্রেরণ করিয়াছে ...
না ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কোন নিশ্চয় সংবাদ পান নাই ...
কর্ণেল আমীরকে তাঁহার পুত্রের প্রত্যাগমন বিষয়ে ...
সম্বন্ধীয় পত্র লিখিয়াছেন তিনি এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য ...
গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ওয়াসিংটনস্থ ব্রিটিশ মন্ত্রী সার এডওয়ার্ড থর্ণটন ...
পিটার্সবর্গে ইংরাজ দূতের কার্য্য করিবেন।

লণ্ডন ৮ ই মে। গত মাসে বিলাতে ... টা...
মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৮১২৫০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ...
হইতে রপ্তানী হইয়াছে। বিগত বর্ষের ঐ সময়ের সহ ...
মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার সহিত তুল...
করিলে এবার ...০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য কম আমদানী
ও ১৫০০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য কম রপ্তানী হইয়াছে।

জেডা ৮ ই মে। আরবের কয়েটী ... মক্কা লুঠ করিয়া...
ডাক বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ... হইতে যে সকল মুস...
মান যাত্রী তথায় যাইতেছিল তাহাদিগের ধন-সম্পদ ...
লইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মে। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে ...
নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইয়াছে।

স্কালান সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং এটর্ণি জেনেরলের প্রতিনি...
হইয়া কার্য্য করিবেন এবং ম্যালটিনোর ঔপনিবেশিক সেক্রেটা...
হইবেন।

আয়ার্লণ্ডে ভোটেশ্বরের মূলক দাঙ্গা এখনও চলিয়াছে।

পারিস ৮ ই মে। আলজিরিয়ার সংবাদ এই, ফরাসী সে...
গণ টিউনিসের অভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ও টিউনিসের সুলতান ফরাসী গবর্ণমেণ্টে...
এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন।

লণ্ডন ১০ ই মে। আবল বিকনসফিল্ডের স্মরণার্থ ...
মিনিষ্টার এবিতে স্তম্ভ স্থাপন প্রস্তাব ৩৮০ ... হাউ...
হাউসে গত রাত্রিতে অবধারিত হইয়াছে।

লর্ড সভায় একমতে ঐ প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে।

কমন্স হাউসে গ্লাডষ্টোন সাহেব এবং ... নর্থকোট
সাহেব আর্ল বিকনসফিল্ডের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই মে। কনষ্টান্টিনোপলস্থ ফরাসী ...
এর পত্র দ্বারা তুরস্কের সুলতানকে জানাইয়াছেন,যদি টিউনি...
তুরস্ক সেনা প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ...
বিবেচনা করিবেন যে, সন্ধির বিরুদ্ধ কার্য্য হইল।

টিউনিস ৯ ই মে। ফরাসী সেনাগণ বিনা বাধায় ...
আইন দুর্গ হস্তগত করিয়াছে।

আলেক্সান্দ্রিয়া ৯ ই মে। বলগেরিয়ার ... পূর্ব...
বারা জানাইয়াছেন এক্ষণে তথায় যে শাসন-প্রণালী ...
আছে তদনুসারে ... শাসন করা ... যতদিন ...
মেণ্ট সভা উহার সংশোধন না করেন তিনি পদত্যাগ করি...

লণ্ডন ১২ ই মে। ...

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে নিউটন নামক
কে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব। ইহা এখন
ত সেকেণ্ডে দুই শত মাইল করিয়া ভ্রমণ করি-
তেছে। ক্রমশঃ যত ইহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী
ে ততই ইহার গতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।
: অবশেষে যখন ইহা ঘণ্টায় ২০,০০০০০০
ল করিয়া ভ্রমণ করিবে তখন ইহার আক
শক্তি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিবে যে উক্ত
তাহার গমন পথ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।
রূপ গ্রহ বিশৃঙ্খলা বশত সূর্য্যের উত্তাপ এতদূর
র হইবে যে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে
রিবে না।

অষ্ট্রীয়ার সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী বলেন
্য মধ্যে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি যেরূপ
শাক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক একবার যুদ্ধ
ও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।"

বিগত ৪ ঠা মে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে
হাটী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অত্যন্ত ঝড়
া গিয়াছে। দার্জ্জিলিঙেও ইহার প্রকোপ
া গিয়াছিল।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের ৭৭ নম্বর সেনাদলের
র জন সৈনিক এক দিবস বৈকালে শীকারে বহি
হয়, কিছু পরে একটী বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে
ওয়া যায়। তচ্ছ্রবণে এতদ্দেশবাসী কতিপয় ব্যক্তি
ায় উপস্থিত হই। দেখিল এক ব্যক্তি শয়ান
য়াছে ও সৈনিকত্রয় তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
ছে। অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল হত ব্যক্তির
কট পঞ্চাশ টাকা থাকাতে সৈনিকত্রয় লোভের
বর্ত্তী হইয়া উহাকে গুলি করে।

ষ্টোকস সাহেব ফৌজদারী আইনের সংশোধন
ালকে ব্যবস্থাপক সভায় আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য
স্থিত করিয়াছেন তাহার ৪৬৬ ধারায় উল্লিখিত
য়াছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ কোন ইউ-
াপীয় ব্রিটিশ প্রজার উপর তিন মাস কারাবাসের
পেক্ষা কঠিন শাস্তি দান করিতে পারিবেন না,
ন্তু উক্ত বিষয়ের ৩২ ও ৩৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হই
ছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ এতদ্দেশীয় প্রজা-
গকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড দিতে পারি-
ন। পাণ্ডুলেখ্যের ৪৪৩ ধারায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে
, সেসন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে
বৎসরের অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন না
ন্তু উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের ৩২ ও ৩৩ ধারায় বিধিবদ্ধ
ইয়াছে যে সেসন আদালত এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে
বজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও মৃত্যুদণ্ড
র্ত্তি যাবতীয় মানুষিক দণ্ড দিতে পারিবেন।

আপীলের বিষয়ে ৪১৬ ধারায় ব্যবস্থা দেওয়া হই
য়াছে কোন ইউরোপীয়ের যদি এক দিন অথবা এক
ঘণ্টা মেয়াদ হয় বা এক পয়সাও জরিমানা হয় তাহা
হইলে সে আপীল করিতে পারিবে কিন্তু এতদ্দেশী-
য়ের দুই মাস মেয়াদ ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বা
বেত্রাঘাত হইলে তাহার আপীল চলিবে না।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাট দুষ্ট ব্যক্তির চরিত্র সংশো-
ধনের একটী উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।
তিনি দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এই আদেশ
দিয়াছেন যিনি তিন বৎসর সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য
করিতে পারিবেন তিনি তিন বৎসর পরে প্রতি
নিবৃত্ত হইয়া যেমন কার্য্যের যোগ্য হইবেন তেমনি
সরকারী কার্য্য করিতে পারিবেন।

কার্য্য বাহুল্য নিবন্ধন পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের
মোগল সরাই ষ্টেশন হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আর
একটী রেলওয়ে খোলা হইতেছে।

যে সকল কল জল ও কয়লার সাহায্যে চলে
সর্ব্বদা তাহার পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অনেক
স্থলে নয় মাস ছয় মাসেও তাহা ঘটে না বলিয়া
সময়ে সময়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
মেণ্ট নাকি এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়রদিগের
দ্বারা নিয়মিত সময়ে ঐ সকল কলের তত্ত্বাবধান
করাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার এল-
বার্ট স্কুল কালেজরূপে পরিণত হইল। ভারতবর্ষীয়
গবর্ণর জেনেরল ইহাতে ফাষ্ট আর্ট অধ্যায় পড়াইবার
আদেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগকে যাহাতে
উচ্চ শিক্ষা দান না করেন আজকাল কতকগুলি
অদূরদর্শী ইংরাজ তজ্জন্য যেরূপ চীৎকার করি-
তেছেন কালে তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও
হইতে পারে। যাহা হউক যাহাতে দেশীয়দিগকে
গবর্ণমেণ্টের অধিক মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না
হয় কোনরূপে তাহার উপায় হইলেই ভাল হয়।

হুগলী হইতে একব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির হুগলি ষ্টেশনের
বুকিংক্লর্ক বাবু নীলমণি চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক
মিষ্টভাষী নিরহঙ্কৃত ও স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিলক্ষণ
দক্ষ লোক। নীলমণি বাবু সর্ব্বসাধারণ আরোহী
বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ আরোহীদিগের প্রতি
বিশেষ সদয়। যাহাতে সকলে বিনা ক্লেশে টিকিট
পায় ও কেহ কোন প্রকার অত্যাচারগ্রস্ত না হয় এ
বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি আছে। ইষ্ট ইণ্ডি-
য়ান রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী লোক। তাঁহারা
নীলমণি বাবুর সদৃশ যত উপযুক্ত নিরহঙ্কৃত ও
সচ্চরিত্র লোক রাখিবেন ততই ব্যবসায়ে লাভবান
হইবেন। আমরা নীলমণি বাবুকে অপেক্ষাকৃত উ
পদে অধিরোহিত দেখিতে ভাল বাসি।

নিম্ন লিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্র গুলি সমা
লোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা—ভা
হৃদয়, নারদ আর্টির বংশ সম্ভার, পুষ্পমালা, মদির
রুদ্রচণ্ড, দেবনাথ চরিতম্, পরাসর সংহিতা, সা
বেদ সংহিতা, যোগেশ কাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত
মে মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন ও খ্রীষ্টীয় বান্ধব
আগামী সপ্তাহে আমরা ইহার কতকগুলির সমা
লোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

নিম্ন লিখিত জেলা সমূহে নিম্নোক্তরূপ জনসংখ্
গৃহীত হইয়াছে। যথাঃ—বাঁকুড়া ১০৪৫১০৫, বীর
ভূম ৭৯২৪১১, হুগলী ১০০৭৭৪৫, হাবড়া ৬৩৪০০৯
২৪ পরগণা ২২১০৮৯৮, নদীয়া ২০২২৫৪৫ যশোহ
২২১০৮৯৮, মুরশিদাবাদ ১২ ৬২৫, দিনাজপুর ১৫
৯২৬, রাজসাহী ১৩৩১২৩৭। রঙ্গপুর ২১৫৬৬৯৯, বগু
৭৩৩৫৫৫, পাবনা ১৩১২৯৭৭, দার্জ্জিলিং ১৫৫০৩
জলপাইগুড়ি ৫৭০২১০, কুচবিহার ৬০০০৫৬, ঢাক
২১১৬৫৪১, ফরিদপুর ১৬১৪০৮৩, বাখরগঞ্জ ২৬৮৫১৮
ময়মনসিং ২৯৫০১০০ চট্টগ্রাম ১১২০৯৩৭, ত্রিপু
১৪১১৭৬২, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ১০১৪৫৭ পাটন
১৭৫৬৬৪৯, গয়া ২০৫৭১৮০, সাহাবাদ ১৯৬৪৯৫
দ্বারভাঙ্গা ২৫৭০৯১০ সারণ ২২৬১১১২, চম্পার
১৭০৮৪১৯, মুঙ্গের ১৯৬৬১২০ ভাগলপুর ১৯২৬০৭
পূর্ণিয়া ১৮৪৩৭১১, মালদহ ৭১০৩১০ সাঁও
তাল পরগণা ১৪৭৭৪৬৩, কটক ১৭৩১৫৬৬, পু
৮৮৫৭৯৪, বালেশ্বর ৯৪৫৪১৬ হাজারিবাগ ১০
৪৮৬ সিংহভূম ৫৪৫১৩৮ মানভূম ১০৫৮২২
বর্দ্ধমান ১৩৯১৮৮১ মেদিনীপুর ২৫১৫২১২, নওয়া
খালী ৮৩৫৬০৬, ত্রিপুরা পাহাড় ৯৫৩৮২, উড়িষ্যা
করদমহল সমূহে ১৩৩৮৭৪৭, ছোটনাগপুরের মহ
সমূহ ৬৯৬৫৫৬।

আমাদিগের এখানে গত শুক্রবার হইতে বি
ক্ষণ বারি বর্ষণ হইতেছে। আকাশ সর্ব্বদাই মে
চ্ছন্ন।

আমরা কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া সন্তুষ্ট হ
লাম বাবু জগদীশনাথ রায় কলিকাতার প্রেসিডে
মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জগদীশ বা
অনেক দিন নাকি যোগ্যতা সহকারে পুলিস
রিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ।

১০২৸৶ হইতে ১০

৪৸০	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৩
৪৷৷০	১৮৭১ (১৮৮১)	১০২৸৶০ " ১০
৪৷৷০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	}
৪৸০	১৮৭৯ (১৮৯৩)	} ১১১০ „ ১১০
৫	১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১৷০

জী বিদ্যালয় জন্য ভূমীর সংগ্রহার্থ ১৮৭০অব্দের দশ
ন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

াকা বিভাগের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু
ানাথ দাস ময়মনসিংহে কার্য্য করিবেন।

চ, জি, কুক কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্ট
ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন এবং অন্য
শ হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টারের কার্য্য করিবেন।

ই মে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর বকলাণ্ড সাহেব কার্য্য
অবসর গ্রহণ করাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদায় প্রাপ্ত
নের কমিশনর আর, এল, মাঙ্গলস ১৮ ই হইতে তৎপদে
জিত হইলেন কিন্তু যাবৎ তিনি প্রত্যাগত না হইতেছেনতাবৎ
দেশীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি
রেনল্ড রেভিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি মেম্বরের কার্য্য
বেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর এফ, বি, পিকক
তারিখ হইতে কার্য্য করিবেন।

াকার প্রতিনিধি কমিশনর এফ, এচ, পিলো ১৮ ই তারিখ
কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

াকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, ষ্টিভেন্স ১৮ ই
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর পোর্ট ১৮ ই হইতে
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, এম
১৮ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং
আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের
করিবেন।

াজসাহীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-
এচ, জি, সাপ প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টার হইলেন।

তীয় শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
সি, অ্যাবট ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর
ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। কিছু দিনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের
ন্নতি হইল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপুলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টার বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণী। মুঙ্গেরের
টী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত,
াগপুরের পার্সনাল আসিষ্টান্ট কমিসনর বাবু রাজগোপাল
পঞ্চম শ্রেণী। মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টার মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের, মজঃফরপুরের
টী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শাস্তপ্রসাদ, ও কট-
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়
র অন্তর্গত বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-
বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,নওয়াখালীর ফেনি রিভর ডিভি-
র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ
র, সারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী
দ হোসেন, চট্টগ্রামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার
তারিণীলাল চৌধুরী ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

সারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, পি, ম্যাক-
াল্ড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য ও রাজস্ব বিভাগে
করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, কুইন সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর কর্নিস ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, বি, টেলর ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ ই মে। হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কলিন্স ১৮৮০ অব্দের ৩ আইনের ৩ ধারা অনুসারে হাজারিবাগের প্রথম শ্রেণীর কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই মে। বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সারণের মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর সেওয়ানে থাকিবেন।

১০ ই মে। বাবু জগদীশনাথ রায় ১৮৭৭ অব্দের ৪ আইনের ৮ ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জের মুন্সেফ সাহ লতাফৎ হোসেন ত্রিহুতে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং তাজপুরে থাকিবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু সচরাচর আরারিয়ায় থাকিবেন।

সাঁওতাল পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, বি, হ্যারিস লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের অতিরিক্ত অসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদবুদের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস ফরিদপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় মাদারিপুরেই থাকিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন ইহার উপর ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জে যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সহকারী কমিশনরের ক্ষমতা কক্স বাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত হইল।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

(১২ ই মে, ১৮৮১।

নদীয়া বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় কর্তৃক এখানকার পোষ্ট আফিসটী পরিদর্শিত হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বাবু পরিদর্শন কার্য্য পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অত্রত্য পোষ্ট আফিসের কার্য্য-প্রণালী প্রত্যাশানুরূপ বিশুদ্ধ বটে। সব পোষ্টমাষ্টর বাবু রামচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ক্লার্ক যজ্ঞেশ্বর রায় পোষ্টালবিভাগের বহুদর্শী ও
পরিশ্রমশীল কর্মচারী, একারণ ইহাঁদের কার্য্যে প্রা
সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাঁদে
চরিত্র এমনি পবিত্রভাবাপন্ন যে, স্থানীয় প্রায় যা
তীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি রামচরণ ও যজ্ঞেশ্বরের গুণে
পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা কোন প্রামাণিক ব্যক্তির বাচনিক পরি
জ্ঞাত হইলাম যে আগামী জুলাই মাসের প্রার
পোষ্টআফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইবে
মণিঅর্ডার প্রবর্ত্তিত করিয়া পোষ্টাল বিভাগের ক
পক্ষীয়েরা বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন, এক্ষ
সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ তাঁহারা বড় শশব্যস্ত
বস্তুতঃ পোষ্ট আফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপ
করা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে রাজা প্র
উভয়েরই বিলক্ষণ স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। নগর, উপ
গর ও গ্রামের পোষ্ট আফিসে যে সেভিংব্যাঙ্ক সং
পিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে স্থানী
লোকেরা অন্ততঃ প্রতিদিন চারিআনা জমা দি
পারিবেন ও সুদ শতকরা সাড়েচারি টাকার হিসা
পাইবেন। এই প্রস্তাবটী যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণ
করা হয়, ততই মঙ্গল। তবে এই প্রণালী প্রবর্তি
করিতে হইলে পোষ্ট আফিস সমূহের কর্ম্মচারী
সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে ও
সব পোষ্টমাষ্টর ডেপুটী পোষ্টমাষ্টর সব পোষ্টমা
ও ক্লার্কদের বেতনও কিছু বৃদ্ধি করিয়া দে
উচিত।

এক্ষণে গ্রীষ্মরাজ ভীমের ন্যায় পরাক্রম প্রদ
করিতেছেন এবং সূর্য্যদেবও যেন সংহারমূর্ত্তি ধা
করিয়াছেন,এতন্নিবন্ধন স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সর
বর ও কূপাদি পরিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।
গঙ্গাই এখন আমাদের অনন্যগতি। কিন্তু দুঃখে
বিষয় এই যে, সকলের ভাগ্যে ভাগীরথীর পবি
জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদে
নিতান্ত ইচ্ছা যে, সাধারণ লোকের জীবন রক্ষ
আমাদের মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে কোন এ
সরোবর খনন করা হউক। এই হিতকর কা
কিঞ্চিৎ ব্যয় করিবার জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভা
চেয়ারম্যান যে টাকাগুলি স্বতন্ত্র জমা রাখিয়াছি
তৎসমস্ত কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হ
গিয়াছে?

পবিত্র ভাগীরথী সলিলে প্রতিদিন স্নান ক
আমাদের আশৈশব পরিচিত সংস্কার। একারণ এখা
কার সমস্ত নরনারী ও বালক বালিকা প্রায় প্র
দিন গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বি
এই যে, আমাদের অধিকাংশ কুলকামিনীগণ অ
লঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন ক
থাকেন, এবং স্নানান্তে এমনি সূক্ষ্ম বসন পরি

য়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন যে তদ্দর্শনে সহসা
য়ন্দ্রদাসের মন বিচলিত হইয়া উঠে। ভূতপূর্ব্ব
টী ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ঐ
সিত প্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য বিস্তর উপায়
ম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ কৃত-
য় হইতে পারেন নাই। এক্ষণকার কর্তামহো-
যেরা যদি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা
ল আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু
বর কথা কি লিখিব, আমাদের মধ্যে প্রায়
নই শয্যাগুরুর চিরক্রীত গোলাম, এজন্য
র মন যোগাইবার জন্য আমরাই সূক্ষ্ম বসন ও
লঙ্কার পরাইয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকি অন্য পরে
কথা।

জামালপুর।

মধ্যে এখানে অত্যন্ত গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িয়া-
। দুই প্রহরের পর গৃহের বাহির হইবার যো
না। আমরা যেন দগ্ধ নগরের মধ্যে বাস
য়া দগ্ধ হইতেছিলাম। গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ
রে পাড়ায় ওলাউঠা রোগ আসিয়া দেখা দিয়া
কগুলি লোককে গ্রহণ করিয়াছে। কয়েক
পর্য্যন্ত ঐদিকে যাইতে সাহস হইত না;
ত্যেক গৃহস্থ গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে
ও গন্ধক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পার্শ্বে বসিয়া পুত্র-
কে এমন বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করিত যে
খিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পরে গত
হে যৎসামান্য বৃষ্টি হওয়ায় আজ কাল গ্রীষ্ম
কম বোধ হইতেছে এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও
টু যেন কমিয়াছে; ফলতঃ উপর্য্যুপরি ২। ৩ দিন
টি না হইলে সাধারণের কোন বিশেষ উপকার
তেছে না। সম্প্রতি আবার বৈদ্যপাড়ায় অস-
য় বসন্ত রোগ আসিয়া দেখা দিতেছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন ফিরিঙ্গি তাহার স্ত্রীকে
ার করায় স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করে এবং
া ১০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর
মী স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেন এবং
ত পরতে দেন না। স্ত্রী পুনরায় স্বামীর নামে
াক পোষাকের দাবিতে নালিশ করায় মুঙ্গেরের
য়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২৫ টাকার হিসাবে
সোহারা দিবার হুকুম হইয়াছে। শুনিতেছি স্বামী
কে ডাইভোর্স করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে।

এখানকার ২। ১ টী রাস্তা, বাড়াতে সভ্যনারা
ের দিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপইত
ল, ৮৫ নৌকায় পা দিলে হঠাৎ পদ স্খলিত হইয়া
দ ঘটিবার সম্ভাবনা।

জামালপুরের বাজারের সন্নিকটস্থ বেশ্যা পল্লির মধ্যে যে একটী মদের ভাঁটী আছে, সম্প্রতি কতি-পয় যুবকের ঐদিকে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। শুনিতেছি তাঁহারা ভাঁটিটী উঠাইয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়াছেন বলিতে পারি না। যদি একেবারে উঠাইয়া দিবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। আর যদি ঐস্থান হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে উত্তম স্থানেই ভাঁটী আছে। বর্ত্তমান স্থান বাজারের নিকট, বেশ্যা-পল্লির মধ্যে এবং সদর রাস্তার ধারে। লোকে সদাসর্ব্বদা বাজারে যাওয়ায় অনেক ভদ্র-মাতাল দিবসে মদ্যপান করিতে পারে না; কিন্তু যদি অন্য স্থানে ভাঁটী উঠিয়া যায় মাতাল তাহারা দিন দুকুরে মদ পান করিয়া দেশ উৎসন্ন দিবে। আমাদের মতে ভাঁটী ঐ স্থানে থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই তবে যাহাতে দুর্গন্ধ বাহির না হয় এবং রাস্তার ধারে মৌওর খোলা থাকলা না ফেলে তাহার প্রতিবিধান করা উচিত।

মুঙ্গেরে মধ্যে একদল পার্শী আসিয়া হিন্দি-ভাষায় কীচক বধ নাটকের অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয় কার্য্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

গত শনিবারে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ রায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় "কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" এতদ্বিষয়িণী একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমে নাস্তিক মতাবলম্বী ছিলেন, ক্রমে তাঁহার সাধু চেষ্টার দ্বারা ও ঈশ্বরের কৃপায় অন্যান্য ধর্ম্ম মত বিচার করিয়া অবশেষে বেদ বোধিত আর্য্যধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি তাহাই উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ও সাধুভাব অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তৃতার শেষ হইলে আমাদিগের মান্যবর শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক এই বক্তৃতার ও শাস্ত্রের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ চ্ছলে একটী অনতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

একপত্রের সংবাদদাতা বা পত্র প্রেরক যদি কিছু অন্যায় লেখেন ভদ্র-রীতিতে সেই পত্রেই দেখাইয়া দেওয়া উচিত। অপর পত্রের সম্পাদকের ওরূপ পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করা উচিত নহে। কারণ অপর সংবাদদাতার সে পত্র দেখিতে না পাওয়ার সম্ভাবনা। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী সম্পাদক ঐরূপ একখানি পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদদাতা যদি
আমাদের লিখিত বিষয় অবিকল সোমপ্রকাশ হই
উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দোষ গুণ দেখাইতে পারিতে
তাহা হইলেও অনেকটা সুখের হইত।

কাল্না।

এখানে ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে; প
করিবার মত জল প্রায় কোন পুষ্করিণীতেই না
সমস্ত জীব জন্তু পানীয় জলাভাবে অত্যন্ত
পাইতেছে। একে এই নিদাঘকালের প্রচণ্ড মা
বিশ্বসংসারকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছে, তাহা
আবার পানীয় জলের অভাবে ভীষণ যন্ত্র
দয়ালু গবর্ণমেণ্ট যদি কৃপাদৃষ্টি করেন তবেই মঙ্গ

এখানে সিঁদেল চোরের দৌরাত্ম্য লোক
শশব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সে দিন ডেপুটী ব
বাটীতে সিঁদ কাটিয়া, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক সম্প
অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। এ পর
চোরের কোন সন্ধান হয় নাই। এখনও পুলি
সতর্ক হওয়া উচিত।

চকের লোকদিগের সহিত বাক্সইপাড়ার লো
দিগের দলাদলি হইয়া সঙ বাহির হইতেছে।
ধাম ও মহা আড়ম্বরের সহিত উক্ত তামাসা স
হইতেছে; সে দিন চকের লোকেরা এক প্র
কলের গাড়ী বাহির করিয়াছিল; তাহাতে অ
দর্শকের রেলওয়ে গাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছি
ইহাতে উহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও বিশেষ নৈ
প্রকাশ করিয়াছিল।

যশোহর।

কোটচাঁদপুর, ২১এ বৈশাখ ১৮০৩।

আজ কাল এ প্রদেশে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড ি
নিবন্ধন অত্যন্ত গরম হইয়াছে। অদ্যাপি এ ি
আশাজনক বারি বর্ষণ না হওয়ায় বিসূচিকা রো
প্রাদুর্ভাব তিরোহিত হয় নাই।

এবৎসর এতদঞ্চলে যে প্রকার আম্রের ম
হইয়াছিল, সেরূপ আম্র জন্মে নাই। অধিক
স্থানের লোকের মুকুল দেখাই সার হইয়া
কাঁটালের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলা
স্থানে স্থানে কৃষকেরা ধান্য বপন করিতে
কোন কোন স্থানে ধান্যের চারাও বাহির
যাছে।

আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুর হইতে বলুহরের
দিয়া জয়দীয়া পর্য্যন্ত একটী ফেরিফণ্ড রাস্তা হ
২০। ২৫ খানি গ্রামের অধিবাসীর যাতায়া
সুবিধা হইতে পারে। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে গত ব
নববিভাকরে কয়েক ছত্র লিখিয়াছিলাম।
আমাদিগের কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করেন
ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এ দিকে বর্ষা

আগত প্রায়। এই সময় ঝিনাদহের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিয়ার সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে একটু কৃপা কটাক্ষপাত করিলেই প্রাগুক্ত রাস্তাটী প্রস্তুত হয়। একবার বর্ষাকালে ঐ পথে হাকিমদিগের পদব্রজে গমন সাধারণের একান্ত প্রার্থনীয়।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উপযুক্ত ছাত্র অভাবে কোটচাঁদপুরের বিদ্যালয়ের হীনাবস্থা হইয়াছে। ২।১ টী ছাত্র ভাল বটে। উক্ত স্কুলের মাষ্টার ও পণ্ডিতদ্বয় সুশিক্ষিত শ্রমশীল বটেন কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা ও যত্নে কি লাভ হইবে। উক্ত স্কুলে গবর্ণমেণ্ট ১৫ টাকা সাহায্য দেন। শুনা যাইতেছে ঐ সাহায্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমরা এ সংবাদে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। কোটচাঁদপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু কান্তিমণি দত্ত মহোদয়ের অতি যত্নে এই বিদ্যালয়টী হয়। জয়দীয়া স্কুলের অবস্থা সন্তোষ দায়ক।

কোটচাঁদপুর পোষ্ট আফিসের কিশোরী ডাক পিয়নের অনবধানতা বশত মারুকদহ জয়দিয়া প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের ডাকের পত্রাদি পাইতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। এই সকল কারণে প্রাগুক্ত গ্রামদ্বয়বাসী কয়েকজন ভদ্রলোক নূতন একটা ডাকঘর স্থাপনে মনোযোগী হইয়া দরখাস্তও করিয়াছেন। কোটচাঁদপুরের বর্ত্তমান পোষ্ট মাষ্টার আমাদের বন্ধুবর বাবু প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ তিনি পিয়নকে একটু শাসন করিয়া দিলে সে কার্য্যে শৈথিল্য করিতে পারিবে না এবং সাধারণে রীতিমত পত্র পাইবে।

আমরা সংবাদ পত্র বিশেষে অবগত হইলাম যে, যশোহর রেলওয়ে আপাততঃ কলিকাতা হইতে ৮ ক্রোশ ব্যবধান বারাশত পর্য্যন্ত খোলা হইবে। পরে বনগ্রাম হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত যাইবে। এ সম্বন্ধে গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে গোবরডাঙ্গার একজন পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাতে অনুমোদন করি। যশোহরবাসীদিগের কি চিরকষ্টই থাকিয়া গেল! ইডেন সাহেবের কি দয়া হইবে না?

রাণীগঞ্জ—৯ ই মে।

সে দিন সিহাড়সোল রাজবাটীর একটী হস্তী ক্ষেপিয়া উঠে ও মাহুতের প্রাণ সংহার করে। এই ক্ষিপ্ততা এত প্রবল হয় যে কয়েক দিন এ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অতি সশঙ্কচিত্তে থাকিতে হয়। এই দুর্দ্দান্ততা ও উশৃঙ্খলতা দেখিয়া আমাদের দয়া-প্রবণ-চিত্ত মহারাণী মহোদয়া হস্তীটীর বধ সাধনে কৃতসংকল্প হন। এমন কি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২।৩ বার গুলি নিক্ষেপ করেন। এমন সময়ে বর্দ্ধমান হইতে অপর এক জন মাহুত আসিয়া কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক হস্তীকে ধৃত করে। এখনও এটী ক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তবে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইয়াছে বলিয়া লোকের আর কোন আশঙ্কা দেখা যায় না।

আমরা প্রায়ই আমাদের মাজিষ্ট্রেট কাম্পার্সি সাহেবের প্রশংসা শুনিতে পাই। বস্তুতঃ তিনি এক জন নম্র প্রকৃতি সদাশয় লোক। কি দেশীয়, কি ইরোপীয়, সকলেরই প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক। এরূপ বিচারপতি বিচারাসনে যত আসীন থাকিবেন ততই আমাদের মঙ্গল ততই আমাদের আনন্দের বিষয়। তবে কাম্পার্সি সাহেবের নিকট আমাদের অনেকগুলি বলিবার কথা আছে। আশা করি তিনি সে গুলি বিবেচনাধীনে লইবেন।

১। নগর সমাজে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তন।

২। এই গ্রীষ্মের সময়ে এখানকার অধিবাসীদের বড় জলকষ্ট হয়। এই ক্লেশের প্রতিবিধান।

৩। মলমূত্র ত্যাগের জন্য পাইখানা নির্ম্মাণ।

৪। এখান হইতে সিহাড়সোলের দি[কে] যে রাজবর্ত্মটী গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে আরও কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ।

৫। বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

শুনিলাম, আগামী সপ্তাহে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরিত হইবে। বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য এ বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের আশঙ্কা এই অনেক ভদ্রলোক উত্তাপ নিবন্ধন বিতরণ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমরা সম্পাদক অভয় বাবুকে অনুরোধ করি তিনি এ কার্য্যটী অন্য সময়ে সুনির্ব্বাহিত করেন।

শুনিলাম, সিহাড়সোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সম্প্রতি বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী অতি উত্তম কার্য্য হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন আশা ভরসা নাই। তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহাদের কোনরূপ উন্নতির কথা শুনিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আর ২।৩ টী শিক্ষক আমাদের মহারাণী মহোদয়ার এরূপ কৃপায় বঞ্চিত হইলেন কেন?

এটী কয়লা ব্যবসায়-প্রধান স্থান। কিন্তু এবার কয়লা ব্যবসায়ীদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। কয়লা বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। এইরূপ মান্দ্যাভাব আর কিছু দিন থাকিলে এখানকার অনেকগুলি কুঠির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তবে সুখের বিষয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অতি সুলভ ... লোকের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। এরূপ সু বৎসর আমরা বহুদিন দেখি নাই। কিন্তু এবারে এ ... উত্তাপ কেন? আর পঞ্চনদেরেরই বা এত অক... কেন? উত্তাপ দিন দিন অসহনীয় হইয়া উ...তেছে।

র কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
ান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মূল্য প্রেরণের যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
ন টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ
বেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

ই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত
াছে। ইহাতে যোগতত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে
মন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব
ার কারণ কি, মনুসংহিতা, ভূশাসনের শোণিত-
সাধাত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভাবের পতি
দেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত
ছ। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল
জে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম
ক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণা-
ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে
লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না
লে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
না এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ-
প পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া-
, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ
য়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে
ত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-
সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম
ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট
ইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।
ক শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম
ক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন
, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব
ান জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও
ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায়
লা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক
র্বলতা, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ
কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ
প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী
আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-
ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার
সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার
আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং
৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক
বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত
স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-
মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই
সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক
পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর,
অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর,
(ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত
জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে
পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ
প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া
শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এই-
রূপ উপযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার
করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশ
মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদ-
য়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক
ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ
নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন
বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি
করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের
মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা
প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সক-
লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, .. " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত
ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই
আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ১৮ সংখ্যা

(অ)গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত (…) টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ২৩ এ মে।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪॥০, অসমর্থ প(…) মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

আশা ও মা . . . ইত্যাদি বায়ুরোগের
উপকারী।
. . . টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ
আনা।
(. . . , সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া
. . . ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য
. . . অতি সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া . . . দৃঢ়
. . . দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা
।
. . . প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাইবে
।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র
প্রণয়নের আবশ্যকতা।

শেষ পত্র। (১)

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কি
. . . অপরের কথার প্রতিবাদ করিতে হয় ও কি
. . . রীতিতে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে
তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন, অথচ স্বভাব
. . . হউক, অন্য কোন কারণেই হউক
. . . কোন কথা শুনিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার
. . . বাদে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং প্রতিপক্ষকে
. . . মহাশয় দিগের ন্যায় গালি বর্ষণ করিয়া
. . . লাভের আশা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ
. . . তাঁহাদের মধ্যে ভাগলপুরের পত্র প্রেরক
. . . বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়কে একজন
. . . গতবারে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি-
। কিন্তু দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া লিখিলে
. . . বিরুদ্ধ হইবে ও বিহারী বাবুকে সর্ব্বসমক্ষে
. . . করা হইবে ভাবিয়া আমরা কেবল ইঙ্গিতে
. . . ব্যক্ত করিয়াছিলাম। বিহারী বাবু ইহাতে
. . . হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাদিগকে এক
. . . অজ্ঞ লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
. . . বলিয়াছেন যে, দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া
. . . তিনি তাহার অপনোদনে যত্নবান হইতেন।

তাঁহার এ কথাটী বড় ভাল কথাই হইয়াছে এবং সেই জন্য আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের দুঃখের কারণটী এবারে স্পষ্ট করিয়া উপরে বলিলাম। দেখা যাউক তিনি তাহার অপনোদনের চেষ্টা করেন অথবা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অধিকতর গালি বর্ষণ করেন। গ্রন্থ-বিশেষের কারণ-বিশেষ সময় বিশেষে যে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, সময় বিশেষে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে হয় এবং সময় বিশেষে একেবারেই যে গোপন রাখিতে হয় তাহা বোধ হয় বিহারী বাবু অবগত নহেন; যদি অবগত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে অজ্ঞের সহিত তুলনা করিতেন না।

আমরাই প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা প্রদর্শন করি। প্রমাণ করিয়া দিই যে, হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, ইহা কোন পুস্তক বিশেষে অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপদেশে অথবা সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। প্রমাণ করিয়া দিই যে, কালের মাহাত্ম্য ও সমাজের অবস্থানুসারে যখন যেরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রয়োজন, যেরূপ উপাস্য দেবতা ও উপাসনা প্রণালীর প্রয়োজন এবং যখন যেরূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা তখনই তদনুরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে, তদনুরূপ উপাসনা-প্রণালী ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছে। আমরা সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী একখানি নূতন হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত হিন্দু সন্তান-দিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কারণ, যাহারা নিতান্ত মূর্খ, নিতান্ত গোঁড়া, নিতান্ত কুসংস্কারী অথবা স্বার্থবিশ্বাসী তাহারা ব্যতিরেকে আর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত হিন্দু-শাস্ত্র সকল এই উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সন্তানদিগের কিছুতেই উপযোগী নহে। অতএব আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতে হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম যে উদার ধর্ম্ম নহে, এবং সময়োপযোগী নূতন হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দু ধর্ম্ম কখনই যে প্রসব করে নাই সুতরাং এখনও নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন করা কখনই যে সম্ভব নহে ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিহারী বাবু এই দুইটী বিষয়ের কোন্‌টীতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাক, বোধ হইতেছে এই দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রতিবাদ করা তিনি মূলে আবশ্যকই বিবেচনা করেন নাই, অথচ আমাদের পত্রের প্রতিবাদচ্ছলে তিনি আজ কএক সপ্তাহ হইতে আমাদের সহিত বৃথা বাদানুবাদ করিয়া আসিতেছেন!! হয়ত তিনি আমাদের মুখে "হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতার" কথা শুনিয়া আহ্লা . . . অটখানা হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম ও . . . সমাজের জয়জয়কার ভাবিয়া সুখে নিদ্রা যাই . . . ছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা স্বীকার করি . . . হিন্দু শাস্ত্রের একাধিপত্য ও অনুশাসন বি . . . হইয়া যাইবে, আবশ্যক হইলে বেদ, স্মৃতি, পুরা . . . তন্ত্র সকল ত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন জাতির স . . . আদান প্রদান ও পানাহার করিতে হইবে, তে . . . কোটী দেবতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এক দেব . . . আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি . . . হেছে, বিহারী বাবু এখনও হৃদয়ঙ্গম করেন ন . . . সেই জন্যই তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে মৌ . . . লম্বন করিয়াছেন অথচ নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন স . . . কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি . . . পন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি . . . যে হিন্দু-শাস্ত্র মধ্যে সকলই আছে, কিছুরই অ . . . নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়ো . . . নাই; কিন্তু সে কথা আর চলে না দেখিয়া এ . . . তিনি সে ধুয়া ত্যাগ করিয়া নূতন ধুয়া ধরিয়া . . . বলিয়াছেন যে, আমাদের অভিপ্রেত শাস্ত্রকে . . . শাস্ত্র না বলিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্র বলিলেই সঙ্গত হই . . . পাঠক! এ সময়ে আপনাদের কি "নেই আংড়ে . . . কথা মনে পড়িতেছে না?

যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রথমে . . . তাহার পর স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি প্রণীত . . . য়াছিল কিন্তু তা বলিয়া কে কোথায় স্মৃতি পুরা . . . তন্ত্র প্রভৃতিকে সংস্কৃত বেদ বলিয়া থাকেন? . . . তাহারা প্রথম প্রচারিত হয় তখন সকলেই কি . . . দিগকে নূতন শাস্ত্র বলিতেন না? আমাদের . . . রোধে বিহারী বাবুর যুক্তিটী হৃদয়ঙ্গম করিবার . . . পাঠকেরা বর্ণপরিচয় পুস্তককে একবার বেদ . . . করুন। চিরউন্নতিশীল বালকের পক্ষে চির . . . বর্ণপরিচয়ে আবদ্ধ থাকা কখনই সম্ভব নহে। . . . যখন সমাজের অনুপযোগী হইয়াছিল তখন . . . শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বর্ণপরিচয় . . . বালকদিগের অনুপযোগী হয় তখন বো . . . দয় প্রভৃতি অন্যান্য নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইয়া . . . এই বর্ণপরিচয়ে যাহা আছে তাহার কিয়দংশ বো . . . দয় প্রভৃতি সেই প্রকৃতির সমস্ত গ্রন্থে আছে, . . . দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অপর কিয়দংশ নূ . . . সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া অ . . . পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে তাহাদিগকে নূ . . . গ্রন্থ না বলিয়া সংস্কৃত বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত . . . যদি না হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্য . . . যাহা প্রণীত হইবে তাহাদিগকে নূতন গ্রন্থ . . . বলিয়া সংস্কৃত বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত হয়?

. . . বাবু . . . তিনি এ বিষয়ে আর
. . . না। আমরা . . . অনুরোধ করিতেছি,
এ বিষয়ে ক্ষান্ত হন। . . . পত্র আর প্রকা-
. . . হইবে না। স।

হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্যতে যাহা ত হইবে তাহাদিগকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া র সংস্করণ অথবা সংস্কৃত বেদ বলা কি প্রকারে ত হইতে পারে? পাঠক দেখুন।

"করালভৈরবং চাপি যামলং বামমেব চ।
এব বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥"

শিব দেবীকে কহিতেছেন "করালভৈরব ল বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র (তন্ত্র) ণ ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত আমি সৃষ্টি য়াছি।" তন্মধ্যে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের প্রতি- বিষয় সকলের কোন কোন অংশ সঙ্কলিত সেই সঙ্গে কোন কোন নূতন বিষয়ও সংবলিত াছে। কিন্তু তথাপি শিব বলিয়াছেন তিনি তন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার থা বলায় কোন দোষ হয় নাই। দেবতাভক্ত রী বাবু শিবের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন তবে সৃষ্টি অর্থে ন উৎপত্তি বলিবেন কি না? অর্থাৎ বেদ প্রভৃ- প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তন্ত্রে গৃহীত হইলেও াকে যখন নূতন শাস্ত্র বলিতে কোন বাধা নাই ন ভবিষ্যতে যে কোন শাস্ত্র সঙ্কলিত ও সংবলিত বে তাহাকে কেন না নূতন শাস্ত্র বলা যাইবে?" নে শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন তিনি তন্ত্রশাস্ত্র করিয়াছেন। বিহারী বাবু এই সৃষ্টি অর্থে কি করণ বলিবেন? সৃষ্টি করাও যাহা নূতন উৎপাদ- াও কি তাহা নহে? বেদ পুরাণ স্মৃতিসত্ত্বে ন তন্ত্রশাস্ত্র নূতন সৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল তখন , পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রসত্ত্বে এখনকার উপযোগী খানি নূতন শাস্ত্র কেন না প্রণীত হইতে বে?

বিহারী বাবু নিজ অভ্যাসানুসারে এবারেও সেই ণ কথা লিখিয়াছেন যে, সুরাপানের সহিত ধর্ম্ম- গের কখনই তুলনা হইতে পারে না। অর্থাৎ হার মতে সুরাপায়ী অপেক্ষা ধর্ম্মত্যাগী অধিকতর রাধী। কিন্তু আমরা যে লিখিয়াছিলাম হিন্দু- জ ধর্ম্মত্যাগীকে কখনই গুরুতর অপরাধী জ্ঞান রেন না, তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহারা ব্রাহ্ম নাস্তিকদিগকে অবশ্যই সমাজচ্যুত করিতেন। শ্চর্য্য এই, বিহারী বাবু এ কথার কোন উত্তরই ন নাই, অথচ তাঁহার নিজের উক্ত বাক্যের পুনঃ ঃ উল্লেখ করিতেছেন। যদি অনুসন্ধান করিয়া খা যায় তাঁহার পত্রের সর্ব্বত্রই এই প্রকার সংলগ্ন বা অনর্থক বাক্যে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া হইবে। যাহা হউক, তিনি এবারে সময়ের উপ- যোগিতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের উপযো- গীতা স্বীকার করিয়াছেন। বলিয়াছেন কলিকালে মনু অনুসারে চলা অসম্ভব বলিয়া পরাশর কলি- কালের উপযোগী বিধি দিয়াছেন। যদি এরূপ হইল তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন চিরকাল যে সমানভাবে থাকিবে না তাহা সপ্রমাণ হইতে আর অবশিষ্ট কি রহিল? সহজ কথায় ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হয় না যে, যতদিন সমাজ যে শাস্ত্রকে আপ- নাদের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততদিন তাহা সম্মানিত হইবে। আর যখন যাহাকে উপ- যোগী বলিয়া বিবেচনা না করিবেন তখন তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। অর্থাৎ মানুষ যত দিন যে শাস্ত্রকে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদ- নীয় বলিয়া জানিবে, তত দিন তদনুসারে চলিবে, আর তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। একথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের আদেশ অপেক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের আদেশই অধিকতর পালনীয়। আমরা সেই জন্যই বরাবর ইহা প্রতিপন্ন করি- বার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে, শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া আর চীৎকার করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের একাধিপত্য করিবার কাল তিরোহিত হইয়াছে, তবে যাহারা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গোঁড়া, শাস্ত্রের নাম শুনিলে যাহারা ভাবে গদগদ হইয়া উঠে, শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহারা একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাদের এখনকার উপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রকে তুমি নূতনই বল, পুরা- তনই বল, সংস্কৃতই বল, আর যাহা ইচ্ছা তাহাই বল তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই।

বিহারী বাবু অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অব- তারণা করিয়াছেন আমরা এবারে তাহার কোন উত্তর দিব না (অন্যান্য বারে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট) কারণ মূল বিষয় লইয়া বিচার করাই সঙ্গত। তবে এখানে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ইতিপূর্ব্বে বিহারী বাবু লিখিয়াছিলেন "ভগবতী বাবুর কথা আশ্চর্য্য এই, যখন হিন্দু সমাজে অনেকে সুরেন্দ্রনাথ বাবুদের ন্যায় গোপনে ভক্ষণ করিয়াও বিনা আড়ম্বরে বিনা গোলমালে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন তখন * * *। সমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।" আমরা এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলি যে, আমরা এরূপ কথা কখনই বলি নাই। বিহারী বাবু আমাদের এ প্রতিবাদের উত্তরে এবারে লিখিয়াছেন "সত্য বটে, ভগবতী বাবু গোপনে ভক্ষণ, এই শব্দদ্বয় স্পষ্টভাবে কোন স্থানে ব্যব করেন নাই কিন্তু যিনি তাঁহার প্রথম যুক্তিটীর সমু অংশ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন তি কখনই আমাকে ভগবতী বাবুর ন্যায় এ সম্ব অন্ত কথা বলিতে পারিবেন না।" বিহারী ব আমাদের কোন্ প্যারাগ্রাফটীকে লক্ষ্য করিয়া "প্র যুক্তি" বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের পত্রের যে অংশে "গোপনে" "প্রকাশ্যভাবে" অখাদ্য ভক্ষণ আছে ত আমরা পশ্চাতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই সপ্রমাণ হইবে যে আ যাহা বলি নাই বিহারী বাবু তাহা আমাদের বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় তিনি তাঁহার অপরাধটী স্বীকার করিবেন, নতুবা আমা পত্রের অন্যান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বলিয়া তিনি পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। পাঠক! এ বিষ ইহাই আমাদের শেষ পত্র বলিয়া জানিবেন। এ আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অব কন করুন।

"আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এখন আ কৃতবিদ্য যুবক ও সমাজের প্রধান লোক সুরাপা করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াও যখন হিন্দুসমাজে পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া পরে সমাজে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পা যে, কে কোথায় গোপনে কি করিয়া হিন্দু সম রহিয়াছেন বলিয়া যিনি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম করিবেন, বা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য ভক্ষণ করি তাঁহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে ইহার প্রত্যুত্তরে আবার আমরাও বলিতে বড় কে কোথায় নহে, আজ কাল অনে প্রকাশ্যভাবে সুরা পানাদি করিয়া থাকেন। এ আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম ক পারি, যাহাদের পাঁউরুটি প্রভৃতি অন্ন না পরিপাক হয় না, এবং প্রমাণ করিতে পারি সমাজপতি ও হর্ত্তাকর্ত্তা মহাশয়েরা তাহা স্ব দেখিয়াও দেখেন না এবং তদ্বিরুদ্ধে একটী বাদ করেন না। "কথা থাকি নাই কেন? শুনা নাই বলিয়া" যেখানে হোটেলাদি নাই সে বাদ কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যেখানে হোটেলাদি সেখানে স্কুলের ক্ষুদ্র বালক হইতে আর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হোটেলের কো কোন দ্রব্য দ্বারা কি আপন আপন উদর করেন না? দলপতিদিগকেই জিজ্ঞাসা তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন দেখি, তাঁহারা

জানেন না? ... তাঁহারা নিশ্চয় ... এবং সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ন্যায় ... লোকদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পাওয়া ...

শ্রীভগবতীচরণ দে

সুরেন্দ্র বরাটের বর্ত্তমান অবস্থা।

...সুরেন্দ্র বরাটকে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ ... শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিস্তর ...প্রকাশ করিতেছেন। অপর কয়েক ব্যক্তিও ... কয়েকটী প্রস্তাব লেখেন। আমরা তাঁহা- ...সিদ্ধান্তের গুণ দোষ কীর্ত্তনে ইচ্ছা করি না। ...দ্র এক্ষণে সমাজে কিরূপ অবস্থায় আছে, এই ... জানিবার নিমিত্ত অনেকে উৎসুক হইয়াছেন, ... বাবু ঐ সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ...এ আমরা সুরেন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান ...স্থা ও অপর দুই একটী প্রয়োজনীয় কথার ...খ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। ...ইতিপূর্ব্বে অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজ- ...শোর কবিরাজ মহাশয়ের কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের ...ষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে ...রেন্দ্রের গ্রামবাসী কয়েকজন বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত ...র কোন বৈদ্য সভাতে উপস্থিত হন নাই, এমন ...উক্ত রাজকিশোর কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ...কিশোর কবিরাজ মহোদয়ও সভায় উপস্থিত ...হন নাই। তাঁহার ভ্রাতা, মাতুল, জামাতা, ...আত্মীয় স্বজন কেহই এই বিবাহে উপস্থিত হয়েন ...। এই ঘটনা উপলক্ষে রাজকিশোর কবি- ...জের কুল পুরোহিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যা- ...গীশ মহাশয় পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করায় কাল ... গঞ্জ হইতে ঠিকা ব্রাহ্মণ আনাইয়া বিবাহকার্য্য ...ন্ন করা হয়। ঐ পৌরোহিত্য সম্পাদক ব্রাহ্মণটী ...এক্ষণে সমাজে চণ্ডাল হইয়া আছেন। আর অতি ... দিন হইল অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্র- ...শোর সেন কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র ও ভ্রাতু- ...ষ্পুত্রের উপনয়ন কার্য্য মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত ...। এই কার্য্যেও রাজকিশোর কবিরাজের নিমন্ত্র- ...ণ হয় নাই এবং এই উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিত ...গণ বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ ...রেন যে, যত দিন সমাজ রাজকিশোর কবিরাজকে ...শুদ্ধ বলিয়া মনে করিবার কারণ না পাইবেন ...তদিন কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ তাঁহার বাটীতে ...কোন সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবেন না। উপরি উক্ত দুইটী কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন সুরেন্দ্র সম্বন্ধে সমাজের কিরূপ অভিপ্রায়। সুরেন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হন নাই। পাদরী সাহেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে রুদ্ধ করিয়া খ্রীষ্টান করেন তিনি এইরূপ প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং এইরূপ কথা বলাতেই নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জাতিনাশ বা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই এই মর্ম্মে একখানি ব্যবস্থাপত্র দান করেন। সুরেন্দ্র যদি যথার্থই ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান না হইয়া থাকেন ও অখাদ্য ভক্ষণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সুরেন্দ্রের এ কথায় কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না। সুরেন্দ্র যে ইচ্ছা পূর্ব্বক খ্রীষ্টান হয় নাই ইহার দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শা- ইতে পারিলেই সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন।

আমাদিগের বিবেচনায় আদালতের দ্বারা এবি- ষয় প্রমাণীকৃত করিলে ভাল হয়, আদালতের বিচারে যদি এমন প্রমাণ হয় যে সাহেব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে খ্রীষ্টান করিয়াছেন তাহা হইলে সমাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ হইলে সুরেন্দ্র বাবু, রাজকিশোর কবিরাজ ও তৎসংসর্গ- কারী অন্যান্য ব্যক্তিও বিশুদ্ধ বলিয়া সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

অম্বিকা কালনা
২৩ এ বৈশাখ ১২৮৮।

বিনয়াবনতস্য
কস্যচিৎ কালনা নিবাসিনঃ

সোমপ্রকাশ

১১ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় সভ্য।

সভার শোভা সম্পাদনার্থ বা এতদ্দেশীয়দিগকে তোষ দিবার নিমিত্ত অথবা ইউরোপীয় রাজগণের নিকটে আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিবার জন্য, কি জন্য যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ দ্বারা কি যে ইষ্টলাভ হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এতদ্দেশীয় সভ্য যদি রাজার চাটুকার হন তাহা হইলে তিনি রাজার মতেই মত দিয়া যান। আর যদি স্বাধীনভাবে কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রবল তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবল ব্যক্তিদিগের মতে তাঁহার মত লীন হইয়া য... আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিয়ম এই, বহু ব্যক্তির মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব ... স্থলে অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ, সেখ... একমাত্র এতদ্দেশীয় যদি স্বাধীন ভাবে তাঁহাদি... মতের বিপরীত কথা বলেন, সে কথা কোন কা... হয় না। ফলতঃ এখন ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দে... সভ্য নিয়োগের যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ত... বিড়ম্বনা মাত্র। যদি এতদ্দেশীয় সভ্য নিয়োগ ... কোন ইষ্টফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হ... মফস্বলের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে উপ... লোক আনিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ... কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয়দিগের ন্যায় রাজ-পুরুষেতর ইউ... পীয়েরাও সভায় প্রবেশ করুন। ১৮৭১ অব্দে ... অব ইণ্ডিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখি... ছিলেন "ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হই... প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এক্ষণে উপ... হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নি... প্রত্যেক জেলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত ... আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ঐ অব্দে বঙ্গদেশের বণিক সম্প্রদায় লর্ড স... এক আবেদন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ... বিষয়ের প্রার্থনা থাকে। প্রথম, রাজস্ব ও ... কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় ... বাসীদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রতিনিধি গ্র... দ্বিতীয়, গবর্ণর জেনেরলের সিমলা বাসের প্রতি... তৃতীয়, রাজকীয় কমিশন নিয়োগ। তদানীন্তন সে... টারি লর্ড সালিসবারি ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দে... প্রতিনিধি গ্রহণ সম্বন্ধে বলেন "আমি জানি ক... গুলি ভারতবর্ষীয় রাজা ব্যবস্থাপক সভার ... আছেন। সাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজ... লইয়া তাঁহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা করিলে ... হইতে পারে বটে কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে ... একরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে সর্ব্বাগে বি... বিশৃঙ্খলা হইবে। তৎপরে এই একটী অনিষ্ট ... যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ঐ অল্পসংখ্যক ... নিধির ক্ষমতাধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এই ... লোক ক্ষমতাবান সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগের ... একরূপ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়ও থাকিবেন, যাঁ... কাহারও প্রতিনিধি নহেন। তাঁহাদিগের সহিত ... সাধারণের স্বার্থের অনেক প্রভেদ থাকিবে। ... ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত অন্য অন্য ক... নিকটে দায়ী। বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রাহ্য ক... তাঁহাকে আর সেরূপ দায়ী থাকিতে হইবে ... অন্য কেহও তন্নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।"

লর্ড সালিসবরি বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার ও স্বাকি...

...হবে, যদি ... কোন সম্পত্তি গোপন ...থাকে ... জেলে যাইবার ভয়ে তাহার ...ক্তি ... দেনা শোধ করিবার জন্য ব্যগ্র ...। এই জন্য যাহার সম্পত্তি হইতে দেনা ...উপায় নাই, সে অনায়াসে ইন্সলবেন্সির ...জেল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। ...দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের একটী দোষ ...সেই দোষের সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ...যে ভাবে আছে, যাহাতে ডিক্রীদার দেনদা- ...সম্পত্তি থাকিলেও সম্পত্তি ক্রোক না ...দেনদারকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করাইতে ...। সাধারণের হিতের জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীলো- ...রক্ষার জন্য এই আইনের সেই অংশ ...পরিবর্ত্তিত করা উচিত যে ডিক্রীদার ...টাকা আদায়ের জন্য দেনদারের সম্পত্তি ...ক্রোক করিবার প্রার্থনা না করিয়া তাহাকে ...জেলে দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবে না। ...ডিক্রীদার দেনদারকে জেলে দিবার ...আদালত দেনদারকে এই ভাবে ...দিবেন যে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরো- ...কেন না বাহির হইবে? তৎপক্ষে সে কারণ ... সে কারণ দর্শাইতে না পারিলে দেনদা- ...নামে ডিক্রীর দেনার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ...হইলে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ কাহারও ...অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কেন না, যদি ...দারের গ্রেপ্তারপক্ষে কোন সম্পত্তি না থাকে ...হইলে [illegible] ডিক্রীদারদিগকে যে জেল ...পরিবার [illegible] ভাবে যদি দেনদার ...দারকে প্রতারণা [illegible] অভিপ্রায়ে তাহার ...ত্তি গোপন করে, [illegible] হইলে সে স্ত্রীলোকই ...আর পুরুষই হউক, সম্ভ্রান্ত হউক আর অস- ...হউক তাহার জেল হওয়া উচিত [illegible]।

...ডিক্রীর দেনার জন্য স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার ও ...জেল হওয়া উচিত কিনা, ইহা লইয়া আই- ...পক্ষে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া ...। ...সুন্দরী দেবীর মকদ্দমায় জজেরা ...করেন যে, দেওয়ানি সম্ভ্রান্ত মহিলা দেন- ...জন্য জেলে [illegible] হইবেন [illegible] কিন্তু তৎপরে ...লোককাকার [illegible] হইতে এই ...যে দেনার জন্য ভদ্র মহিলার ... [illegible] কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ...করিবার পূর্ব্বে আদালতের দেখা উচিত যে ...ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার ...জন্য [illegible] অবলম্বন করিয়াছে কি না, ...তাহাতে [illegible] ডিক্রীর প্রাপ্য টাকা আদায় ...সম্ভাবনা ছিল কি না। [illegible] তাহা হইলে আদা-লত তাহার টাকা আদায়ের জন্য গ্রেপ্তারী পরো-য়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

আমরা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে কঠোরতাটুকু দেখাইয়া দিলাম তাহা সংশোধিত হইলে বোধ হয় সাধারণের প্রীতিকর হইতে পারে। ফলতঃ যাহাতে হিন্দুস্ত্রীগণের সম্ভ্রম রক্ষা হয় তদর্থ কলিকাতার মুসলমান ও হিন্দুগণ একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিতেছেন সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে, গবর্ণমেণ্টেরও এবিষয়ে একটী সুব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, সম্পত্তি সত্ত্বে ইচ্ছামত কেহ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে কারারুদ্ধ করিতে না পারেন। আইনের এই অংশটী বিশেষ করিয়া বিশদ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির সংশোধন।

অন্যের রাজ্য জয় করা বরং সহজ, কিন্তু বিজিত রাজ্য আয়ত্ত করা, এবং তাহার প্রজাবর্গকে জেতার অনুগত ও অনুরক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম। যত দিন রাজা ও প্রজার স্বার্থ একীভূত না হয়, যত দিন রাজা প্রজার ভক্তির উপর এবং প্রজা রাজার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজা বৎসলতার উপর নির্ভর না করে, তত দিন রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। বন্দুক ও বেয়নেটের ভয়প্রদর্শন ও বল প্রকাশ আপাততঃ পরাজিত জাতির মনে ভয় উৎপাদন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য মৌখিক শান্তি স্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজার মনে যে রাজভক্তি হ্রাস ও বিরক্তি উৎপাদন ও বর্দ্ধন করে, তাহা কে রোধ করিতে পারে? প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি, রাজার ন্যায়পরায়ণতা ও সৌহার্দ্দ জেতার রাজ্য রক্ষার অবলম্বন, এবং তাহাদিগের স্বার্থ এক করিতে পারিলে জেতার রাজ্য দৃঢ় ও স্থিরতর হয়।

ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণ উইলিয়ম ইংলণ্ড পরাজয় করেন, কিন্তু শত বৎসরেও ইংলণ্ডের লোকে নর্ম্মাণ রাজার অনুরাগী হয় নাই। যত দিন নর্ম্মাণেরা স্যাক্সনদিগকে স্বতন্ত্র ও অধীন জাতি মনে করিত ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে উৎপীড়িত ও পদদলিত করিত, ততদিন জাতি বৈরানল প্রজ্বলিত ছিল। পরে যখন উভয় জাতি এক স্বার্থের অনুগামী হইল, যখন বিদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন হইতেই উভয় জাতি মিশিয়া গিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ জাতিতে পরিণত হইল।

অতএব যাহাতে জেতৃ ও জিত জাতির স্বা... ঐক্য হয়; যাহাতে উভয়ের সহানুভূতি প্রবল হ... যাহাতে তাহারা পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে দৃঢ়রূপে ... হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, তাহাতে উৎ... দেওয়া, ও তাহার পোষকতার আইন করা রা... কর্ত্তব্য। ইহাই সুশাসনের মূল নিয়ম। যে ... তাঁহার রাজ্যকে রাজ-ভক্তির বলে বলীয়ান করি... ইচ্ছা করেন, তাঁহার উচিত যে যাহাতে তাঁ... স্বজাতীয় প্রজা ও বিজিত ভিন্নজাতীয় প্রজা ... স্পর স্নেহ ও সখ্যে বদ্ধ হয় ও পরস্পর পরস্প... স্বার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করে, এবং উভয় ... মিলিত হইয়া রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধনে ব্রতী হয়, ... ষয়ে তিনি যত্নবান হন। আমরা এ কথা বলি না ... আমাদের শাসনকর্ত্তারা ইহা বুঝেন না। যাহ... উভয় জাতির একরূপ সখ্য হয়, তদ্বিষয়ে তাঁ... কথঞ্চিৎ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সি... সর্ব্বিস দ্বারে সাধারণ প্রজাবর্গের প্রবেশ করি... নিয়ম করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ... প্রাদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয়দি... প্রবেশ করিতে দিয়া, এবং উপযুক্ত দেশীয়কে ... পদস্থ করিয়া তাঁহারা জাতিদ্বয়ের স্বাভাবিক ... উন্মোচন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ... মধ্যে মধ্যে আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মনে স্বজ... পক্ষপাতিতা প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে বি... চালিত করে। অদ্য একটী উদাহরণ প্রদর্শন ... তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। সম্প্রতি ষ্টো... সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজ... কার্য্যবিধির সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য উপ... করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখি... পাইবেন, ব্যবস্থাপকের স্বজাতিপক্ষপাতিতা ... উদগ্রীব হইয়া আছে। আমরা বরাবর বলিয়া আ... তেছি যে, বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি আই... অসম্পূর্ণ ও বহু দোষের আকর। ইহাতে মফস্ব... মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষ... অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে একজন উদ্ধশো... মাজিষ্ট্রেট অনায়াসে নিরপরাধ ব্যক্তির অবমান... একশেষ করিতে পারেন। মফস্বলের মাজি... দিগের একরূপ অনেক অত্যাচারের কথা অনেক... সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। একজন ... দেশীয়ের প্রতি কোন মাজিষ্ট্রেট অন্যায়পূ... কারাদণ্ডের আজ্ঞা দান করিলে তাহার প্রতি... ধানের উপায় এই আইনে নাই। প্রায় ছয় ব... অতীত হইল এলাহাবাদ হাইকোর্ট এ বি... গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করিবার অনুরোধ ক... ছিলেন। প্রস্তাবিত ষ্টোকস সাহেবের ফৌজ... কার্য্যবিধির ৪৫৬ ধারায় আছে:—

র কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমদ্দেশেও প কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রা ছন্দে "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণয়ন করিয়া ল যে অনন্ত যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন এমন , ইহা দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে াক্ষর ব্যতীত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচিত ল উহা অনেক সময়ে অধিকতর মধুর ও প্রাঞ্জল া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি য়া মাইকেলের ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়া- তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সফলপ্রযত্ন হন । কিন্তু আজ ঈশান বাবুকে সে বিষয়ে অনেক বাণে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আমরা পরম তোষ প্রাপ্ত হইলাম।

"যোগেশ" পুরাতন লাটিন ও গ্রীক ভাষার তার অনুকরণে লিখিত। ঐ দুই ভাষার কবি- প্রধান গুণ এই কাব্য-গ্রন্থে প্রথমে মূল ঘটনার ধারণা হয় না। আখ্যায়িকার মূল বৃত্তান্ত কোন প্রধান নায়কের মুখ দ্বারা বলাইয়া া হয়। যদি এককালে মূল ঘটনাটী বলিয়া য়া যায় তাহা হইলে পাঠকের কুতূহল একবা শান্ত হইয়া যায়। অতএব যাহাতে পাঠক- র কৌতূহল ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হয় এই উদ্দেশে ক লাটীন কবিতাতে এই কৌশল অবলম্বিত হয়। পরে মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ উঁহার অনুকরণ য়া বিশেষ কৃতকার্য্য হন। অস্মদ্দেশেও বৃন্দ- প্রভৃতি পুরাতন আর্য্য কবিগণ তাঁহাদিগের ীত গ্রন্থাদিতেও এই নীতি অবলম্বন করিয়া- লেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা ায় সর্ব্বপ্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তই তাঁহার ীত "মেঘনাদ বধ কাব্যে" এই প্রণালী অবলম্বন রেন।

যোগেশ খণ্ড-কাব্য নহে। ইহা একখানি ণরস প্রধান নীতিকাব্য। যে সমস্ত গুণ থাকিলে ৎকৃষ্ট কবি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় যোগেশে হার অনেকগুলি দৃষ্ট হয়। ঈশান বাবু তাঁহার ব্যে যে সতীর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তীব মধুর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। পাঠকদিগের গতির জন্য নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া াম:—

"কেন নিল মন্দাকিনী প্রাণেশে আমার।
তাঁর কিবা অপরাধ?—আমি অভাগিনী।
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।
নহিলে—তেমন পতি—মূর্ত্তিমান দেব
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অথবা আমারি কোন ছিল অপরাধ।
কি শাস্ত্র না প্রাণেশের আছিল অধীত
কিম্বা নাথের মত না ছিল সজনী?
কত মিষ্ট কথা গুলি, কেমন স্বভাব,
মৃদু মন্দ গতি কিবা, কি মধুর মন।
নিমেষের তরে নাহি শুনিনু কখন,
একটী কঠোর কথা প্রাণেশের মুখে।
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মপরিজন
সকলেই প্রাণেশের অতিত স্তবণ।
এত গুণবান তমি! প্রাণেশ আমার
তাঁর নিন্দা অভাগীর বজু নাহি প্রাণে।"

আমরা যোগেশ কাব্যের যেমন অনেক গুলি গুণের উল্লেখ করিলাম, সেইরূপ আবার কতক- গুলি দোষও দেখিতে পাইলাম। যোগেশের সকল চিত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। যে যে বিষয়ে প্রণয়ের গন্ধ আছে সেই গুলি ঈশান বাবুর লেখনী হইতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হইয়া বাহির হই- য়াছে, কিন্তু তদ্বিপরীত চিত্রগুলি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল। সেই চিত্রগুলি দ্বারা আমাদিগের মনে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হইল না। সেই সমস্ত চিত্রের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু চিত্রকরের বর্ত্তিকার দোষে কোথায়ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। ইহার প্রমাণার্থ নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থান হইতে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, উহা পাঠ করিলে কীবরমূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে পারে কি না।

তাহার অনতি দূরে আত্মা নন্দনা,
ধনি অমরীর কণ্ঠ উঠিতেছে শব্দে।
নিরাশে অপ্রিয় বাণী অঙ্গ কাঁপে তার
শুনিয়া যে শুন্য পথ উঠিছে উথলি।
মুহূর্ত্তের প্রাণেশের আত্মারে চাহিয়া,
দেখাইলা উর্দ্ধপানে তুলিয়া অঙ্গুলি।
নিরখিয়া উর্দ্ধপানে বিস্ময়ে যোগেশ
কহিলা কাতরে—"ওযে মূর্ত্তি নন্দনার
ও কবে ত্যজিল প্রাণ—ও চলেছে কোথা?
গম্ভীর বচনে আত্মা কহিলা তখন
"নন্দনা মানবী কূলে সতী অকাপনা
আজীবন তুমি যারে করিলে উপেক্ষা
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে সেও নন্দনা
অভক্তি তোমায় নাহি করিল জীবনে
দেব অবতার জানি চির দিন যার
সংসারের সুখ দুঃখ হইয়া বিস্মৃত,
পূজিয়াছে আজীবন অন্তরে তোমায়
এ হেন সতীর ভাগ্যে ঘটেনা বৈধব্য,
তাই তব নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তেক আগে
প্রাণেশ্বরী নিজ সহচরী
এইতে উহার স্বর্গে—সতী বৃন্দাবনে।
"নর্ম্মদে! নন্দনে! বলি কাতর বচনে
যোগেশ ডাকিল উচ্চে—প্রতিধ্বনি তার
শূন্যধাম জাগাইয়া হৈল প্রবাহিত;
অধোদেশে দেহপাত করিয়া নন্দনা
কেঁদিলা প্রাণেশ তার উঠিছে পশ্চাতে।
"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
নন্দনা চীৎকার করি ডাকিলা যোগেশে।
যোগেশ ডাকিলা পুনঃ "নন্দনে! নন্দনে!"
সেই দুই সম্বোধনে শূন্য উথলিল।
এ ডাকে "নন্দনে!" বলি কাতর বচনে
ও ডাকে "প্রাণেশ!" বলি সকরুণ স্বরে!
ডাকিতে ডাকিতে দুই মূর্ত্তি ছায়াময়
শূন্যে মিশাইলা— কিন্তু তখনও
সকরুণ সম্বোধন নন্দনে! প্রাণেশ!
শূন্যের দশদিক ভাসিতে লাগিল।

সামবেদ সংহিতা। কৌথুমী শাখা। ১ ম সংখ্যা শ্রীমৎ-সায়ণাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য সহিত। শ্রীসু সত্যব্রতসামশ্রমী ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিত সত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত।

সামশ্রমী সমাজে নূতন পরিচিত নহেন। বে বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে, ইনি পূর্ব্বে যজুর্ব্বে সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ৭ খানি ও আরণ্য সা ভাষ্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করি প্রকাশ করিয়াছেন। সংহিতা গ্রন্থও সায়ণ ভাষ্যে সহিত আদ্যন্ত সম্পূর্ণ একবার প্রকাশিত হইয়া কিন্তু উহার বঙ্গানুবাদ না থাকাতে সামশ্রমী মহা এক্ষণে তাহা করিয়া সাধারণ পাঠকের পা বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদ স হইয়াছে।

পরাশর সংহিতা। মহর্ষি পরাশর প্রণী শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ স শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশি কলিকাতা জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

কলির ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতা। এখন সময় উপস্থিত, সকলেরই এ বিষয়ে জ্ঞান আবশ্যক, তবে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহ মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন না। কারণে কেদার বাবু জগন্মোহন তর্কালঙ্কা বঙ্গানুবাদ সমেত মূলও প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পাঠের বিশেষ উপযো হইয়াছে। অনুবাদ সরল হইয়াছে।

দেবনাথ চরিত। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধু উৎসাহে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব শ্রীদামোদর চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত ও কলিক গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থের বিরল বলিয়া এ খানি হস্তগত হইবামাত্র অ যত্নের সহিত ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। গ্র সাতক্ষীরা নিবাসী মৃত জমীদার বাবু দেবনাথ চৌধুরীর গুণ ব্যাখ্যা উপলক্ষে সামাজিক দিগের বিশেষতঃ জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকদি

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হ্রাইন সাহেবের নিকট নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা হয় সে মকদ্দমায় তিনি নীলকর ওয়াটসন কোম্পানির সপক্ষে ও দিগু হাতির বিপক্ষে যে অন্যায় বিচার করেন সংবাদপত্রে সেই বিষয় আন্দোলিত হওয়াতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং বগড়ি পরগণার প্রজাগণ নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করে তত্রত্য প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ফিডিয়ান সাহেব তাহারও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

চীৎপুরের রাস্তা প্রশস্ত করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতার পুলিস কমিশনরকে ৬০ হাজার টাকা পুরাতন কারার গ্রাইগেড ফণ্ডের নামে হাওলাত লিখিয়া মিউনিসিপালিটিকে দিতে অনুমতি দিয়াছেন।

বরদার স্যাণ্ডপিল নামক এক জন সাহেব কাঁ নামক পল্লীর এক বৈদ্যের নিকট হইতে সর্প বৃশ্চিক দংশনের উত্তম ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন ইহা এক প্রকার গাছের মূল। ইহার উপকারিতা দর্শনে বৈদ্যকে ১৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

অযোধ্যার তালুকদারেরা তথায় যে কৃষি প্রদর্শনী করেন, তাহাতে অনেকে কৃষিসংক্রান্ত ভাল ভাল দ্রব্য উপস্থিত করিয়াছিল। দ্রব্যাধিকারীদিগকে পুরস্কার প্রভৃতি দিতে তাঁহাদিগের ১২০৭৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের এই সৎ উদ্দেশ্য দর্শনে প্রীত হওয়া তাঁহাদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং ৩ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

রুশে যে নানা প্রকার চক্রান্ত হইতেছে গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনই না কি তাহার প্রধান উদ্যোগী বলিয়া উহার উপর সন্দেহ হইয়া পড়িয়াছে। এই সব সন্ধানে ব্যস্ত নহে।

লওয়া নামক স্থানের ম্যারিয়েট ফুরেল নামক এক রমণী ২২ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৪৭ দিন উপবাস করিয়া ৫২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ডাক্তার ট্যানরের ভাল শোধ দেখাইয়াছেন।

বিদ্যার্থীর সংখ্যা অনুসারে দেশের যেমন উন্নতি ও অবনতি স্থির করা যায়, এমন আর কিছুতেই যায় না। আমরা ইউরোপের মধ্যে এখন ইংলণ্ডকেই এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া থাকি, কিন্তু তত্রত্য এক ব্যক্তি হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ড এবিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। তিনি বলেন জর্ম্মণির হাজার করা ১৫৪, সুইডেনের ১৪০, ফ্রান্স ও ইউনাইটেড ষ্টেটের ১২৭, বেলজিয়মের ১২৬, ইংলণ্ডের ১০০, হলাণ্ডের ৯১, অষ্ট্রিয়ার ৮৯ ইটালীর ৭০, স্পেনের ০ ও রুশিয়ার ১৫ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু হওয়াতে গ্লাডষ্টোনেরই মন্ত্রিত্বকাল এখন গণনীয় হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনের ৬ বৎসর ২ মাস মন্ত্রীর কার্য্য করা হইল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ৮ ব্যক্তি কেবল গ্লাডষ্টোনের অপেক্ষা অধিক দিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। যথা—লর্ড গডল্‌ফিন ৯, সার রবার্ট ওয়ালপোল ২১, লর্ড নর্থ ১২, লর্ড লিভারপুল ১২, লর্ড ম্যালবোর্ণ ৬ বৎসর ৫ মাস, লর্ড পামার্ষ্টন ৯ বৎসর ৪ মাস এবং লর্ড বিকন্সফিল্ড ৭ বৎসর। লর্ড লিভারপুল ভিন্ন গ্লাডষ্টোনের ন্যায় দীর্ঘকাল কেহই কমন্স সভায় সভাপদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। গ্লাডষ্টোন ৪৯ বৎসর কমন্স সভায় সভ্যের কাজ করিয়া এখনও উহাতে দলাধিপতির কাজ করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর আদম সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। ৬ জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মৃত গণেশ বাসুদেবের স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ যাহাতে অন্যূন ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এই টাকার অর্দ্ধেক লইয়া তাঁহার নামে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবেন ও অপর অর্দ্ধেক লইয়া তাঁহার স্মরণার্থ একটী কারখানা খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ইউরোপের রাজগণের পরস্পর রাজ্যে যাহাতে রাজদ্রোহী লোক থাকিতে না পারে, রুশের বর্ত্তমান সম্রাট তদভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা করিতে উৎসুক হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের ধনী লোকেরা একত্র হইয়া তথায় এক সভা করিয়াছেন। একটী বৃহৎ পুস্তকালয় ও ব্রহ্মদেশের সাহিত্য গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৬০০০০০ টাকা মূলধন ১০০০০০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তত্রত্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা ইহার অধিকাংশ অংশই ক্রয় করিয়াছেন।

বোম্বায়ের বরফ কোম্পানি নিত্য অন্যূন শত মণ বরফ প্রস্তুত করিতেছেন। শীঘ্রই তাহারা ২৫০ মণ অতিরিক্ত বরফ প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় বরফের যেরূপ কষ্ট, তাহাতে এখানেও শীঘ্র ঐরূপ কোম্পানি হইলে ভাল হয়।

লর্ড বিকন্সফিল্ড কেবল যে নিজের বুদ্ধিবলে ও পৈতৃক ধনে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহার অদৃষ্ট ও এমন সুপ্রসন্ন ছিল যে ১৮৬১ অব্দে মেসার্স ব্রিজেস উইলিয়ম নামক একটী বিধবা ইহুদী রমণী তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বিকন্সফিল্ডও তাঁহার কথা তামাসা মনে করিয়া পরিহাসচ্ছলে তাহাতে অনুমোদন করেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই বিকন্সফিল্ডের পার্লামেণ্ট সভার সভ্য মনোনীত হইবার ব্যয় স্বরূপ রমণী ১০০০০০ টাকার একখানি চেক প্রেরণ করেন। বিকন্সফিল্ড তখন বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে বিবি উইলিয়ম আসিয়া তাঁহাকে একখানি উইল দেখান। তাহাতে এই সর্ত্ত থাকে: তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন; কিন্তু বর্ষে বর্ষে তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষকে টরকোয় নামক স্থানে তাঁহার বাটীতে [illegible] দুইবার করিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। এই ঘটনার ৪ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিকন্সফিল্ড উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং নগদ ৫০০০০০ টাকা ও বিস্তর জহরত প্রাপ্ত হইলেন।

প্রিন্স ওয়েলসের পুত্রেরা পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারা সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষও নাকি দেখিয়া যাইবেন।

চিচি নামক একখানি সংবাদপত্র বলেন মানলা নামক স্থানে গত ছয় বৎসর অবধি একটী স্ত্রীলোক বনে বাস করিতেছে।

আবদুর রহমন কাবুলে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে আগামী অক্টোবর মাসে ব্যবস্থাপক সভার আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোকস সাহেব পদত্যাগ করিবেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ কনিংহাম সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

ফরাসীরা টিউনিসকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। টিউনিসের সহিত এখনও যুদ্ধ থামে নাই, ইহার মধ্যেই এই! ফরাসী সাধারণতন্ত্র সভা পূর্ব্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অধিকারচ্যুত রাজ্যগুলির পুনরুদ্ধার করিবেন এখন বোধ হয় তাঁহারা তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের নিকটস্থ এক বনে এক জন সাহেব হত্যাকাণ্ডে নিহত হইয়াছেন। দস্যুরা তাঁহার মুখ নাসাদি এরূপে ছেদন করিয়াছে যে তাঁহাকে এখন আর চিনা যায় না। শুনা যাইতেছে কেহ কেহ ব্রহ্ম রাজের উপর সন্দেহ করিতেছেন।

র্গ নামক স্থানের প্রোফেসর মোরেল বলেন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ ই. মার্চ্চ পর্য্যন্ত রাপের নিম্নলিখিত স্থানে ভূমিকম্প হইয়া ছে। যথাঃ—২৬ এ ফেব্রুয়ারি আগ্রাম ও চকে- ,২১ এ চক্ষেবিতে ২৮ এ কিরিসবর্গ,অষ্ট্রীয়া,অভা- ও ফ্রান্সে, ৭ ই মার্চ্চ সুইটজারলণ্ডের অন্তর্গত ভেলাইজ,আব ও অন্যা উপত্যকায় গ্রেট সেন্ট- ার্ড, জেনেভা, লিমান হ্রদের নিকটস্থ দেশ , ভাড, নিউ চাটেল, বারণ, বাসেল, জুরিচ হোসেন, টেসিন ও মধ্য সুইটজারলণ্ডে।

আমেরিকার অন্তর্গত মিচিগান নামক স্থানে নিয়ম আছে, ট্যাক্স দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা তে হয়। স্ত্রীলোক ট্যাক্স দিয়া এই কার্য্য তে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন কিন্তু পুরুষেও না দিলে পাবেন না।

গত ৩১ এ মার্চ্চ হইতে ভারতবর্ষে ৫৮ টী ক্সার র কার্য্যাবস্থ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ টী দেশে ৪৪ টী বোম্বাইয়ে ৩ টী মান্দ্রাজে ২ টী পশ্চিমাঞ্চলে, ১ টী মধ্য-ভারতবর্ষে, ১ টী মধ্য- দেশে ও ১ টী হাইদ্রাবাদে।

১৩ ই মে নৈনিতালে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

গত মোরেবার ঢাকায় অল্প ভূমিকম্প হইয়া- ।

কবাসী কোম্পানি লোহিত সাগরে ২৫ টী দীপ নির্ম্মাণের জন্য কেদারবের সহিত বন্দোবস্ত য়াছেন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজের নোটের টাকা বোম্বা- পাওয়া যাবে না।

রুশ-গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যের দশ হইতে অষ্টাদশ র বালকদিগের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। র অনুমতি ব্যতিরেকে ইহারা বিদেশে তে পারে না।

সৈন্যদিগের খাদ্যাদি দ্রব্য প্রেরণের জন্য া যে সকল হস্তী রক্ষিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় মেণ্ট তাহার সংখ্যা কমাইতে উৎসুক হইয়া- । গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ রাজস্ব ও বিচার য় বিভাগের পেট মোটা হাতীর সংখ্যা কমা র চেষ্টা পান তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

জিলিয়াবক নামক এক ব্যক্তি নিহিলিষ্ট বলিয়া হইয়া বিচারার্থ কারারুদ্ধ হওয়াতে রাজ্ঞী স্বয়ং কে ও তৎসঙ্গিদিগকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত কে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। ওদিকে মান নামক নিহিলিষ্ট রমণী ও তৎসঙ্গিদিগের যাহাতে প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড করেন তদভিপ্রায়ে এডিনবর্গের ডচেস তাঁহার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটে এখন ৭৭৭ টী কাগজের কল আছে। এই সকল কল হইতে দৈনিক ৫৪ হাজার মণ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা অধুনা কি বিদ্যাশিক্ষা কি সাহস সকল বিষয়েই বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত এই সকল কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি তত্রত্য একটী স্ত্রীলোক বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যদি যথার্থ দেশের উপকার সাধনোদ্দেশে বিদ্যা উপার্জ্জন করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বালকদিগকে অতীত কালের বীরোপাখ্যান ও বালিকাদিগকে, হিন্দু ও রাজপুত সরলা মহিলাদিগের, সাধুতা সাহসিকতা, প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

রুশেরা মধ্য আসিয়ায় যুদ্ধের বিরাম দেওয়াতে ৭ ই এপ্রেল মার্ভ নামক স্থানে একটী সভা হয়। এই সভায় দুই শত সর্দ্দার একত্র হইয়া এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন অতঃপর তাঁহারা কি রুশিয়া কি পারস্য কোন রাজ্যেই ডাকাইতি করিবেন না।

নাগা পর্ব্বতের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব আদেশ করিয়াছেন তথায় গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদিগকে নাগাদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। যিনি লোটা ও আসামী এই উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন কমিশনর তাঁহাকে পুরস্কারও দিবেন, এবং ঐ ভাষায় যাঁহারা বিশেষ পারদর্শীতা দেখাইতে পারিবেন তাঁহারাও পুরস্কৃত হইবেন। নাগাদের আইন, আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, অমূলক উপাখ্যান, পরম্পরাগত কথা, ও শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে যিনি যাহা লিখিতে পারিবেন কমিশনর বিনা ব্যয়ে তাঁহার সেই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন উঠিয়া গেল। উহার তত্ত্বাবধায়ক নিরূপিত বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। বালকেরা ১৪ ই শনিবার স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছেন। ঐ দিবস দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের নাবালক পুত্রগণ অতঃপর প্রাদেশিক কালেক্টরদিগের অধীনে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে।

গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝড় হয় তাহাতে অনেক বৃক্ষ ভগ্ন অট্টালিকা পতিত ও গঙ্গায় নৌকা এবং আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট মেট্রোপলিটান ও হিন্দুস্কুলের তিনটী ছাত্রের বালকের মারামারির বিচার হইতেছে। গত ৪ ঠা এপ্রেল বেলা ৪ টার সময়ে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের তারকচন্দ্র দত্ত নামে একটী বালক ছুটীর পরে হিন্দুস্কুল হইতে তাহার ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়। যোগেন্দ্র এই সময়ে বাহিরে আসিয়া বলে রামনাথ বসু নামক একটী বালক তাহাকে বড়ই অবমানিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে রামনাথের সহিত তাহাদিগের মারামারি হয়। রামনাথ শেষে যোগেন্দ্রকে ছুরির আঘাত করিয়াছে। উভয় বালকের কর্ত্তৃপক্ষই উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি দিয়া এই বিষয়ের মকদ্দমা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই মে ১৮৮১। [illegible] হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ [illegible] নবী সেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ ই মে। বাবু রাজমোহন দাস কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু [illegible] কিছু দিনের জন্য জলপাইগুড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনর মেসর ই, বি, [illegible] যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। পুরীর [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] জে, বি, [illegible] যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পুরীর [illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] [illegible] কিছু [illegible] কার্য্য করিবেন।

১১ ই মে। রাজসাহীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এস, [illegible], পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর [illegible] গতমাস ১২ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের [illegible] করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটী লওয়াতে বাবু [illegible] পোদ্দার মনীয়ার অস্থায়ী [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
াদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-
ার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা-
পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা
পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
ারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
ারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা
র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০
া; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
তিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
র কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
ন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
ন টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ
বেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

ই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত
াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান
শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন; হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি কর্ম্মার ৮কর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম-প্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (যোব্যারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট হোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহা রও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২।০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম-সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও
স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রো
আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধে
গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্ক
করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া ব
সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগে
যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা
ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔ
সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি
প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর
ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কে
ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূ
আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহা
পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔ
সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূ
বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চা
কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশ
হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করি
তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরো
শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাক
ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত র
পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গ
হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও অ
প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও সু
করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সাল
অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বা
বাধী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পা
(পারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এ
আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূ
বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

...ল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানা-
ধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত
ও অনুগৃহীত।

শ্রীযুক্ত ...কিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়
...৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার ...র নানাবিধ শাস্ত্রবর্ণিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত ...সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত ...জক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ...দি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর ...কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ...দি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ...।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

সুবর্ণসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ...বাগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য ...।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, ...অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য ক্ষুধা হানি প্রভৃতি ...রিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন...কবিরাজের নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্...বেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের ...নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র ...জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

আর, নায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য ...সৌদাগরী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা মফস্বলের সুবিধার জন্য কলি...হর এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার...দিগকে, ...শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক ...দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক ...দিগকে অতি অল্প লাভে সকল প্রকার দ্রব্য সরবরাহ ...করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, নায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রুপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দে—রামকোলা ১০
" " গৌরহরি নন্দিনাথ—চট্টগ্রাম ১০
" " শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জার্শী ১।৷০
" " বরদাকান্ত সরকার—ঢাকা ৭
" " অক্ষয়কুমার দাস—ঐ ৭
" " মনোমোহন মুখোপাধ্যায়—চাপরা ৫
" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—গঙ্গাটিকুরি ৭
" " মধুসূদন সরকার—ভোলা ৭
" " গিরিশচন্দ্র রায়—গোয়ালন্দ ৭
শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য—কসবা
" " নীলকমল সিংহ—কাকিনীয়া
" " হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মালডাঙ্গা
" " চন্দ্রনাথ মজুমদার—চাটমহর
" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর
" " আনন্দগোপাল গুহ—পাবনা
" " ভুবনমোহন চৌধুরী—মাণিকগঞ্জ
" " সোণারাম দাস—দেবীগড়
" " চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—এবটাবাদ
সেক্রেটারি মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি মেদিনীপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং " । ২৯ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ৩০ এ মে।

অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫৺০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ , তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও ক্রমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। —যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী অর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর লেন, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে রলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া য়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি র্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু- চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, াদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে য়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা ্র নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস- মের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা- কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় রোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে চারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব- প্রকার দুরন্দুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোষপাঁচড়া, ফিঁড়িয়া, চড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ- ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাঁচার ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ- কৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁ কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকি সার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পা যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমা গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃ পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ স্মা ব্রাদার এণ্ড কোং সম্বাদ হইয়া ঐ স্থানে বি করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সিদ্ধিবপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের প ২৬ নং দোতালা লোমকস পাকা বাটী ও বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার শাক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীগৌতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ পল্লিতে ২৫ নং বাটী সিদ্ধিব

হিন্দু দর্শন।

ধর্ম্ম মূলোর সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতে কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফ ডাঃ মাঃ সমেত ১৵০। অগ্রিম মূল্য না প মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র মোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয় ৬৬ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। শ্রীরাধাচরণ পা হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্য

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর [illegible] শ্রীযুক্ত বনমালিলাল [illegible] লিখিত "[illegible] প্রমাদ" প্রস্তাবের উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইল না, [illegible] কারণ এই, অপর এক জন অধ্যাপক পূর্ব্বেই [illegible] বিষয়ের উত্তর দান করিয়াছেন। এক বিষয়ে বহু- [illegible] পত্র প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের বিরক্তি [illegible] তে পারে।

প্রেরিতপত্র।

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

মহাশয়! জ্যোতিঃশাস্ত্র যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাতে কাহারও বিমতি নাই। ইহাতে মূর্ত্তিমান চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্র নিষ্ফল এবং উক্ত শাস্ত্র সফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, উহা সংস্কারাভাবে ও প্রকৃত উপদেশাভাবে দিন দিন হীনপ্রভ হইতেছে। তজ্জন্য নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। শাস্ত্রের মহিমাও লুপ্তপ্রায় হইল। গত বর্ষে এক একাদশী লইয়া কত গোলযোগ বাঁধিল, নানা মুনির নানা মত হওয়াতে প্রকৃত নির্ণয় কিছুই হইল না। আবার এ বর্ষ প্রবৃত্ত হইতেই এক গ্রহণ লইয়া হুলস্থুল পড়িয়াছে। এবার আর বিগত একাদশীর মত চন্দ্রস্ফুট অশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিষ্প্রমাণ স্বকপোলকল্পিতমাত্র বাক্য প্রয়োগ করিলে চলিবে না। আগামী অমাবস্যাতে দেশীয় পঞ্জিকাতে সূর্য্য-গ্রহণ লিখিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। গণিতকারেরা প্রায় প্রতি বর্ষে ঐরূপ গ্রহণ দুই একটী লিখিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে হউক হউক, বা না হউক। উপস্থিত গ্রহণও কি তাহার অন্তর্ভূত? ভাল জিজ্ঞাসা করি, গণিতকারদিগের ইহাতে ফল কি? গণিত সত্য বলিয়া যদি নির্দ্দেশ করেন তবে ফলে অনৈক্য হয় কেন? এস্থলে মাঘ কবির বাক্যটী একবার তাঁহাদিগের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না?

তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলং॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদ্বয়ের অপরাধ (মোহিনীরূপধারী ভগবানের অমৃত দানকালে দেব-পঙক্তিতে উপবিষ্ট সুধাপিপাসু রাহুদৈত্যকে নির্দ্দেশরূপ) তুল্য হইলেও সূর্য্যগ্রহকে বহুকাল পরে রাহু একবার গ্রাস করেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহকে অতি শীঘ্র গ্রাস করেন, ইহা কেবল মৃদুতা গুণের একমাত্র পরিচয় স্থল। কবিবাক্য অযথাভূত নহে, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। দুই চারি বৎসরে এক সূর্য্যগ্রহণ লাভ করা দুষ্কর: কিন্তু বর্ষে দুইটী করিয়া চন্দ্রগ্রহণের ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, আমরা কিছু কবিযুক্তির পক্ষপাতী হইতে চাহি না। রাহু মাসে মাসে উদর পূর্ত্তি করিয়া গ্রাস করুন না কেন ফলে সেটী নিশ্চয় করিয়া গণিত প্রকাশ করিলে বড় সুখের বিষয় হয়; নতুবা সম্ভাবনা মাত্র দেখিয়া গ্রহণ লিখিলে সহসা অপ্রতিভ হইতে হয়। যদি বলেন অনিশ্চিত কিসে জানিলেন তাহাতে নিবেদন এই যে ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদিগের প্রকাশিত বিষয় নিশ্চিতই হউক পরন্তু পরিণাম বিবেচনা করিলে অবশ্যই ভয়ঙ্কর হইবে। অপর লিখিয়াছেন যে স্থিত্যর্দ্ধ্যাৎ দর্শ সন্দেহ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই এতৎপ্রদেশের কথাই নাই তৎপ্রদেশের কুত্রাপি গ্রহণস্পর্শের শঙ্কা নাই বলিয়া আমাদিগের বোধ [illegible] তেছে, স্থিতিকালের অল্পত্ব ও বাহুল্যত [illegible] পরাহত। ইহা যদি প্রকৃত হয় তবেইত শাস্ত্রের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়, নচেৎ আমাদিগেরই এক অতুল বিষম প্রমাদ দূরীভূত হইবে। কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে দেখা যাউক।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মা }
শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ }
বারাণসী শক ১৮০[illegible]
৫ ই জ্যৈষ্ঠস্য।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট বেদাদি শাস্ত্রের যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়া থাকি তাহার বিপরীত ভাব, আর্য্যধর্ম্মবিবেক নামক [illegible] খানি নূতন পুস্তকে পাঠ করিয়া আমার ছাত্রদিগের এবং অন্যান্য লোকের মনে সন্দেহ হইতেছে। [illegible] কেহ তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, এই অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক একটী প্রস্তাব মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছি। উহা সংশোধন পূর্ব্বক যথাবিধানে সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা হয়।

গত ২৮ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে [illegible] নিরসন শিরোভূষণ প্রস্তাব পাঠে অবগত হইলাম যে, "কট সংস্থিত শব্দে গ্রন্থকর্ত্তা কূটস্থ অর্থ [illegible] করিয়াই অনর্থ করিয়াছেন।"

প্রত্যুত্তর। কূট সংস্থিত শব্দে কূটস্থ এই [illegible] আমি কল্পনা করিয়া লিখি নাই। আর্য্যধর্ম্মবিবেকের ১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা লিখিত হইল, পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন "যিনি ক্ষয় ও উদয় রহিত উপাধি বিহীন ও [illegible] চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম; [illegible] করিতে তাঁহারই ইচ্ছা হয়। ১০॥" এবং [illegible] গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় ১৪ শ শ্লোকে কূটস্থ শব্দ প্র[illegible] আছে যথা, "কূটস্থং সাদনেকধা। ঐ শ্লোকের নিম্নে বঙ্গানুবাদ যথা এক কূটস্থ আত্মা এই প্র[illegible] বহু হইয়াছেন। ১৪॥" ইহাতে স্থির হইল আর্য্য[illegible] বিবেকে কূটস্থ শব্দ পরব্রহ্মবাচক হইলেন। [illegible] কূটস্থের শাস্ত্রীয় অর্থ কি, এক্ষণে তাহা [illegible] যাউক।

পঞ্চদশী।

৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
কুটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥ ২২ শ্লোক

অর্থ।

" পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য অন্নময় কোষরূপ
শরীর এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য
নময়াদি-কোষত্রয়রূপ যে লিঙ্গশরীর, তদুভয়া-
ছন্ন সর্ব্বাধারভূত চৈতন্যকে কূটের ন্যায় নির্ব্বি-
র অবস্থান হেতু কূটস্থ শব্দে কহা যায়॥ ২২॥ "
এতাবতা স্থির হইল যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা
াবদ্ধ চৈতন্যকে কূটস্থ বলা যায়। আর্য্যধর্ম্ম
বকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে; আর
দশীতে কূটস্থ শব্দে দেহ সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে
ইতেছে; অতএব পঞ্চদশীর সহিত আর্য্যধর্ম্ম
বকের বিরোধ উপস্থিত হইল কি না?
সন্দেহ-নিরশন-প্রস্তাবে আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমা-
চতুর্থ পাদ উল্লেখ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের
রে ঘোষাল মহাশয় অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করি
ছেন। কাহার প্রশ্ন, কি জন্য এত প্রমাণ সংগ্রহ
য়াছেন তাহা জানি না। উপরি উক্ত প্রশ্ন আমার
, আমার প্রশ্নের ভাব ওরূপ নহে। আমার
র ভাব এই যে, পরমাত্মাকে কোন বস্তুর চতু
শ বলা বিধেয় নহে; আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমা-
ক চতুর্থাংশ বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন
? পরমাত্মা কোন বস্তুর চতুর্থাংশ নহেন, প্রমাণ
,—

পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ।

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্।
ভরদ্বাজ উবাচ। ভরদ্বাজ মুনি কহিয়াছিলেন।
পরাত্মা। পরমাত্মা কে?
ব্রহ্মোবাচ। দেহাদেঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা।
অন্যার্থঃ। " দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর
ত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা।" মায়িক বস্তুর
থাকে। পরমাত্মা মায়িক বস্তু নহেন, সুতরাং
া নাই। কূটস্থ চৈতন্যের সীমা দেহ, ইহা
দশীতে উক্ত হইয়াছে। সসীম বস্তুর অংশ
ম বস্তু হয় হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদি-
ত। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে
চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা হন, এইরূপ
ত হইল কেন? আমার একটী সন্দেহ ও এই
জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।
শান্তিপুর।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সোণাপুর মগরা ষ্টেট রেলওয়ে হইতে আশঙ্কিত
অনিষ্টের শঙ্কা।

সোণাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে ষ্টেট রেল-ওয়েটী হইতেছে, তাহা আমাদের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতার নিকট পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। রেলওয়ে হইতে বিস্তর উপকার লাভ। আমরা যে উহার কতদূর উপকার লাভ ভাগী হইব, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রস্তাবিত রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য দেখিয়া আপাততঃ আমাদের মনে একটী অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের সমুদয় জল ও আমাদের গ্রামের পশ্চিমাংশবর্ত্তী হরিনাভির এবং আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশবর্ত্তী কোদালিয়া গ্রামের কিয়দংশের জল আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশ হইয়া পূর্ব্ব দিয়া বরাবর মাঠে পড়িয়া খালে গিয়া পড়ে। আমরা স্বয়ং তদারক করিয়া দেখিলাম, উক্ত রেলওয়ে হওয়াতে ঐ পথটী বন্ধ হইয়া যাইতেছে। উহাই হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা ও কোদালিয়া গ্রামের উত্তর অংশের মিউনিসিপাল জলপথ। এক্ষণে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা জল নির্গমের যে দুটী পথ রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা, আমরা উপরে যে তিনটী গ্রামের জলপথের কথা কহিলাম, তাহার জল নিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুটী পুল করা হইয়াছে, তাহা আমাদের গ্রামের বহুদূরবর্ত্তী। তাহার কোন পুলের দ্বারাই উক্ত জলপথের জল যাইবার যো নাই। জলের নিম্ন দিকেই গতি, উচ্চ দিকে গতি নয়। উক্ত জলপথের দক্ষিণ ও উত্তর উভয়দিকই উক্ত জল পথ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। পূর্ব্বদিকই নিম্ন। সেই নিম্ন পূর্ব্বদিক দিয়া যদি একটী সমান জলপথ না হয়, গ্রামের যে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গ্রামের জল রীতিমত নির্গত হইয়া যদি মাঠে গিয়া পড়িতে না পারে, গ্রামে জল বসিবে। উহা ম্যালেরিয়ার আকর স্থান হইয়া উঠিবে। রেলওয়ের প্রতিবন্ধকতা হেতু গ্রামে জল বসিলে যে সাংক্রামিক জ্বর জন্মে, এটী মৃত বাবু দিগম্বর মিত্রের অনুমানকল্পিত নয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সচরাচর বর্ষাকালে পল্লীগ্রাম মাত্রে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহার কারণ কি? কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বদা বৃষ্টি হওয়াতে ঘর বাড়ী পথ ঘাট সর্ব্বদা ভিজা থাকে। আর্দ্র পদে গমনাগমন ও আর্দ্র গৃহে শয়নাদি করাতে পীড়া জন্মে, গ্রামের জল বহির্গত হইতে না পারিলে যে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? আ
আমাদের গ্রামবাসিদিগের প্রার্থনা এই, যে
দিয়া আমাদের তিন গ্রামের জল বাহির হইয়া
মাঠে গিয়া পড়ে, রেলরাস্তা হওয়াতে সে জলপ
মন বন্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে একটী পুল ক
দেওয়া হয়। পুল না হইলে আমরা যে যে
ষ্টের গণনা করিলাম, বাস্তবিক সে গুলি ঘটিবে
না, ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম
আসিয়া যদি তদন্ত করিয়া যান, তাহা হ
জানিতে পারিবেন। একটী ছোট রকম পুল
লেই চলিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমে
কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে। সে ব্যয় স্বীকার করা এ
আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি সে ব্যয় স্বীকার
করেন, একটী গ্রাম উৎসন্ন হইবে। আমাদের গ
মেণ্টের অর্থ অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্য যে অধি
আদরণীয়, তাহা বলা বাহুল্য।

হরিনাভি ও চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদি
আর একটী প্রার্থনীয় এই, মাঠের যে
দিয়া রেলরাস্তা যাইতেছে, তাহার উভয় পা
গ্রামের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের উপযোগী
আছে। তাহারা এতদিন নির্দ্দিষ্ট দুটী পথ দিয়া
গরু লইয়া চাস আবাদ করিতেছিল। এখন
রাস্তা হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দুটী যদি
হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের কৃষিকা
বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে। কৃষকেরা স্বয়ং হাল
লইয়া কৃষিকার্য্য করে। ধান্য জন্মিলে পর
হায়ণ মাসে আপনারা মাথায় করিয়া ধান্যের
গৃহে আনয়ন করে। তাহাদিগকে দূরপথ দিয়া
বোঝা আনিতে হয় এবং হাল গরু লইয়া
করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চাস
ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব তাহারা যে
দিয়া বরাবর হাল গরু লইয়া যাইতেছে ও
আনিতেছে, সে দুই পথ বন্ধ না হয়। আমা
অনুরোধ এই, এ বিষয়টীর অনুসন্ধান কর
একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও খ্রীষ্ট মিশনরিগণ।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটী নূতন
তুলিয়াছেন। এতৎ সংক্রান্ত মকদ্দমাও আ
হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে কয়টী
রিণী আছে, খ্রীষ্ট-মিশনরিরা বরাবর তাহার পা
বেড়ার মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া থাকেন। কলিকা
পুলিষ-কমিশনর তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ের নি
করিয়া দেন। মিশনরিরা তাঁহার কথা গ্রাহ্য
করিয়া বরাবর যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেই

তেছেন। তাহাদের মকদ্দমা উপস্থিত হই-
। এই বিষয় লইয়া মিউনিসিপাল সভায়
আন্দোলন ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে।
এক্ষণে মকদ্দমা উপস্থিত, যদি ইহার সহিত
সংবাদের সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে
বিনীত কমিশনরেরা, বা কুশতুরঙ্গ অথবা
প্রাণ হইয়া উঠিত। মিশনরিরা যুক্তিরূপ
যাদের অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে
তেছেন, তাহা দুর্ভেদ্য। তাঁহারা ভাবিতেছেন,
কমিশনর সহস্র জলদজাল বিস্তার করুন,
পি তাহা নির্বাণ করিতে পারিবেন না। মিশ-
দিগের যুক্তি এই, তাঁহারা বরাবর ঐ সকল
ণীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। অত-
তাঁহাদের স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে। আজ
রা পুলিষ কমিশনরের কথায় সে স্বত্ব পরিত্যাগ
তে পারেন না। পুলিষ কমিশনর বলেন, মিশ-
রা পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করাতে তথায়
জনতা হয়, তাহাতে পুষ্করিণীর অনিষ্ট হয় এবং
রণের বিরক্তি জন্মে।

আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা
ঘোর আড়ম্বর করিতেছেন, যুক্তিধারা বর্ষণ
তেছেন এবং তর্ক বিতর্কের স্রোত উচ্ছলিত
তেছেন, সে গুলি তাঁহাদিগের ভিত্তি বিনা
নির্ম্মাণ হইতেছে। বন্যার প্রথম বেগে বালির
যেমন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এক গোলার
তে চিলুমিয়ার কেল্লা যেমন ভূতলশায়ী হইয়া
মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের তর্ক বিতর্ক
নি এক আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গগনে বিলীন
। একটী বাক্য বা একটী আইনের সূক্ষ্ম
র উপরে এ বিষয়ের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে।
কথাটী এই, মিশনরিরা উক্ত পুষ্করিণী সকলের
যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা বাস্তবিক অনিষ্ট-
কি না? তাহাতে সাধারণের অসুবিধা ও
হয় কি না? ইহার সিদ্ধান্ত হইলেই ঐ
দের মীমাংসা হইয়া যাইবে। মিশনরিদিগের
স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারে অনিষ্ট হইতেছে, যদি
প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে মিশনরিরা সহজে
ধর্ম্ম প্রচার করিলেও উক্ত পুষ্করিণীসকলে
দের ধর্ম্ম প্রচারে স্বত্ব জন্মিবে না। অতএব
নরিদিগের সে স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা
। আর, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এসম্বন্ধে কিরূপ
চার হয় এবং কলিকাতার পূর্ব্বে এ বিষয়ের
রূপ ব্যবহার হইয়াছে, মিউনিসিপাল কমিশনর-
র এ সকল অনুসন্ধান করিবার কালেতে
এবিষয়ের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন
ইহার একটী সূক্ষ্ম মীমাংসা হইবে। অতএব
আমরা আর এবিষয়ে অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া
তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আলীপুর জেলখানার চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়।

দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য দুর্বৃত্তদিগকে
দণ্ডবিধান করা যেমন আবশ্যক, যাহাতে তাহারা
নিরীহ পরিশ্রমী ও সদুপায়ক্ষম হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে
যত্ন করা রাজ্যের কর্তৃপক্ষীয়দিগের তেমনি উচিত।
কেবল দণ্ডের ভয় দেখাইলে দুর্বৃত্তকে দুষ্কর্ম্ম হইতে
নিবৃত্ত করা যায় না, কিন্তু যদি তাহার সেই দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা
জন্মে, যদি দুষ্কর্ম্মে রত না হইয়া সে সদুপায়ে নিজের
ও পরিবারের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা
হইলে সে আপনা আপনিই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত
হয়। মনুষ্য-সমাজের যেরূপ নিয়ম ও শাসনপ্রণালী,
তাহাতে কেহ আমোদ ও গৌরব করিয়া দুষ্কর্ম্ম
করিতে যায় না। অভাবই প্রবৃত্তির নেতা—অভাবই
দুর্বৃত্তকে চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, ও ডাকাইতি প্রভৃতি
দুষ্কর্ম্মে প্রেরণ করে; সুতরাং অভাব দূর হইলে
দুর্বৃত্তের দুষ্প্রবৃত্তির হ্রাস হয়। যাহাতে সেই অভাব
মোচন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা সভ্য শাসন-
প্রণালীর কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন
যে আপাততঃ পরীক্ষার জন্য আলীপুরের জেল-
খানায় একটী চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় সংস্থাপিত
হইয়াছে; তাহাতে অল্পবয়স্ক কয়েদীরা সামান্য
লেখাপড়া ও জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী শিল্পের শিক্ষা
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গত ১৮ ই মের কলি-
কাতা গেজেটে ঐ বিদ্যালয়ের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য-
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ কার্য্যবিবরণ
পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। শিল্প
বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে দুষ্প্রবৃত্ত বালক
কয়েদীরা সচ্চরিত্র থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন
করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের হিতৈষী
লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বিশেষ মনোযোগী।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় ও চরিত্র সংশোধনে উৎ-
সাহী ও যত্নশীল করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট
নিয়ম করিয়াছেন যে চরিত্রের সাধুতা ও শ্রমশীলতা
প্রদর্শন করিলে কয়েদী বালকেরা পুরস্কার প্রাপ্ত
হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে শ্রমশীল ও সচ্চরিত্র বালক-
গণ কিছু কিছু অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ঐ
অর্থের অর্দ্ধেক তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন
সদভিপ্রায়ে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে, বাকী অর্দ্ধেক
সেবিংস ব্যাঙ্কে তাহাদের জন্য গচ্ছিত থাকিবে;
যখন তাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে
তখন তাহারা এককালে ব্যাঙ্কের সুদ সহিত ঐ
টাকা প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অভি-
প্রায় এই বোধ হয় যে, তাহারা ঐ টাকা মূল
করিয়া পরিণামে অভ্যস্ত শিল্প বিদ্যার সাহা
অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন কর
সমর্থ হইবে।

আলীপুরের চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ে কয়
বালকদিগকে কামার, ছুতার, টিনের মিস্ত্রী, পু
বাঁধাই ও বেতের কেদেরা, খাট প্রভৃতি প্র
করণ কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন তাহ
বাগিচা প্রস্তুত ও মেরামত করণ কার্য্যও ক
থাকে।

এই বিদ্যালয় হইতে এখনই অনেক শুভ
উৎপন্ন হইতেছে। ১৮৭৯। ১৮৮০ অব্দে
কয়েদী বালক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ কর
তন্মধ্যে এক জন এক্ষণে ১৫ টাকা বেতনে সুর
কার্য্য করিতেছে। চারি জন সচ্চরিত্র থা
কর্ম্মকার্য্য করিতেছে। কেবল এক জনের চ
অদ্যাপি সংশোধিত হয় নাই। সে পূর্ব্বের ন
দুষ্কর্ম্মে রত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে আঠার বৎসরের অধিক
ছাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। আমরা এই ন
যের পক্ষপাতী নহি এবং এই নিয়মটী যে
নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত নিয়
পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কমিটীর বিবেচ
অর্পণ করিয়াছেন। এই সময়ে আমাদের এ
প্রস্তাব করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, এই প্র
অনুসারে কার্য্য হইলে বোধ হয় জেল হইতে বি
শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রস্তাবটী এই
যেমন কয়েদী বালকদিগের চরিত্রসংশোধ
বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়াছে, তদ্রূপ অন
কয়েদীর চরিত্র সংশোধনের ঐরূপ উপায় অব
করা উচিত।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে বাল
হৃদয় যেমন কোমল, অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদি
হৃদয় তেমন কোমল নহে; বালকেরা যেমন স
সদুপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তেমন অ
বয়স্ক লোকে পারে না। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম হ
বালকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা যেমন সহজ, দু
যাহারা রত, হৃদয় যাহাদের দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়
গিয়াছে; এইরূপ লোককে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত
তত সহজ নহে। অতএব অধিক বয়স্ক বা
দিগকে দুষ্কর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়
এজন্য জেলখানায় কেবল বালক অপরাধীদি
জন্য চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় চাই, অধিক ব
দিগের জন্য চরিত্র সংশোধন করিবার বিদ্যাল
আবশ্যকতা নাই। এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে অভাব প্র

া—অভাব চোরকে চৌর্য্য কর্ম্মে, প্রবঞ্চককে ঞ্চনা কার্য্যে, ও ডাকাইতকে ডাকাইতি কর্ম্মে ণ করে। অভাব না থাকিলে চোর চুরি ত না, প্রবঞ্চক কাহাকেও বঞ্চনা করিত না। কোথায় দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে ঐশ্বর্য্য- য়, সদুপায়ক্ষম ব্যক্তি চুরি বা তদ্রূপ অন্য ন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য জের শাসন-ভয়ে মনুষ্য দুষ্কর্ম্ম করিতে সাহসী না। লোক সমাজে ঘৃণা ও নিন্দার ভয় বৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা পায়। পুরাকালে র্টানদিগের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এখন া কোন সভ্য-সমাজে আদৃত হয় না। চুরী রিয়া বশোলাভ করা কোন সমাজের রীতি নাই। শেষ দুষ্কর্ম্ম করিলে মনে যে অ আত্মগ্লানি ও সমাজের সন-ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহার যন্ত্রণা ভয়ানক। ার চুরী করিয়া প্রচুর ধন পাইলেও সে সদুপায়- ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ন্যায় সুখী হইতে রে না। তাহার প্রথম ভয় লোকনিন্দার, তীয় ভয় জন-সমাজের ঘৃণার, তৃতীয় ভয় জদণ্ডের। এই সমুদায় ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সে রি করে কেন? তাহার কারণ তাহার অভাব। াহার স্ত্রী পুত্র মাতা পরিজন আছে, তাহাদের তিপালন করা চাই। তাহার উপার্জ্জন করিবার মেতা নাই অথচ তাহার অর্থ চাই, ভিক্ষা করিলে কহ তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা দিতে চাহে া। ঈদৃশ অবস্থায় পড়িয়া বুদ্ধি-দোষে সে চৌর্য্য র্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য এইরূপ কার- ণই চোর হয়। এতদ্ভিন্ন চৌর্য্য প্রবৃত্তির যে অন্য কারণ নাই, এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু অনু- সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে অভাবই চৌর্য্য প্রবৃ- ত্তির প্রধান কারণ এবং নীতি-শিক্ষার অসদ্ভাব তাহার সহায়।

চুরী করিয়া দণ্ডভোগ করিলে চোর যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষা নীতিশিক্ষার স্থান লাভ করে। সহজে তাহার মন আর দুষ্কর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় না। তখন যদি সে সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আর দুষ্কর্ম্ম করিবে কেন? তখন দুষ্কর্ম্ম করিতে তাহার আন্তরিক ঘৃণা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মনে দ্বিগুণতর ভয়ের উদ্রেক হইবে। নিতান্ত অভাব না হইলে সে পুনরায় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। মনে কর এক জন চোর প্রথমবার চৌর্য্য অপরাধ বশতঃ কারাবদ্ধ হইল, কারাগারের কষ্টভোগ করিয়া কিছুকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহে তাহার সকল অভাব বর্ত্ত- মান, স্ত্রী পুত্র সকলেই অভাবে নিতান্ত কষ্ট পাই- তেছে। মনে কর সে জেলখানা হইতে ছুতার, বা কামার বা অন্য কোন কারিকরের কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্ম দেয় এমন লোক নাই, নিজে যে শিক্ষিত শিল্প কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এমন মূল ধন নাই। তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চৌর্য্য কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হয় ও এইরূপে ক্রমে তাহার চরিত্র দূষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বালক কয়েদীদিগের ন্যায় যদি তাহাদের কারবারের মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়া অন্যান্য নিরীহ প্রজাদিগের ন্যায় সাধুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

আমরা যে কথা বলিলাম, ইহা অমূলক বা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহার প্রমাণ অনেক। সাধু ভাবে উপার্জ্জনক্ষম যে সকল লোক বুদ্ধি-দোষে কারা- গারে অবরুদ্ধ হইয়াছে, আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে তাহারা কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে এক্ষণে দুষ্প্রবৃত্তি স্থানও প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, যেমন পরীক্ষার্থ আলীপুরের জেলে বালকদিগের জন্য চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়ের স্থাপনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ অধিকবয়স্ক কয়েদীদিগের জন্য ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালক কয়েদীরা সপ্তাহে সপ্তাহে যেমন কিছু কিছু পাইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকেও কিছু কিছু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে দেওয়া হয়। সেই অর্থের ত্রিচতুর্থাংশ সেভিংব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে। এবং যখন তাহারা জেল হইতে বহির্গত হইবে, তখন ঐ টাকা কারবারের মূল ধনের জন্য তাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে আলীপুরের জেলখানায় চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ের শুভ ফল দর্শন করিয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহার অঞ্চলে ঐরূপ একটী চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী আছেন। এই সময়ে উল্লিখিত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

ধনাঢ্য ব্যক্তির আর ঔদাসীন্য কেন?

একটী প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, গবর্ণ- মেণ্টে আবেদন কর। খাল খনন করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। কর্ম্ম চাই, বেকার থাকিয়া অন্নের সংস্থান হয় না—গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। বাঙ্গালীরা দরখাস্ত লিখিতে বড় মূর্ত্তিমান বীরপুরুষ। তোমার যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকার আছে, সাহায্য লও— ক্ষতি নাই। কিন্তু, সকল কাজেই যদি গবর্ণমেণ্টে মুখাপেক্ষা কর তবে কস্মিন্ কালে তোমার অবস্থা উন্নতি হইবে না। চিরকাল তোমাকে 'দা অ যা অন্ন' করিয়া বেড়াইতে হইবে। তুমি আপ নার উপায় আপনি দেখ—পরমেশ্বর সাহায্য করিবেন।

আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগের মনে যোগ থাকিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ইতর জাতিদিগে অবস্থা এক দিন অনেক উন্নত হইত। কিন্তু, দেশে উন্নতি সাধনের দিকে আজও তাঁহাদের কটাক্ষপা হয় নাই। আমরা তাই অনুরোধ করি, ধনা জমিদারেরা এই বেলা সত্ত্বান্ হউন। এ দেশে শিল্প কর্ম্ম না চালাইলে অচিরে ভারতবর্ষ লয় প্রা হইবে। আমরা ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর বার এই কয়েকটী উপায় দেখিতেছি। কাপ ছাতি, কাগজ, কলম, কালী, দেসলাই প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য আমাদের সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে জমিদারেরা একটী কোম্পানি করিয়া এখানে সকল দ্রব্যের কারখানা খুলুন। জমিদারেরা অ টাকা দিয়া এই মহৎ কাজে ব্রতী হইলে তাঁহাদে বিলক্ষণ লাভের প্রত্যাশা। মধ্যবিত্ত লোকেরা নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক একটী ছোট অংশ লইতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহাদেরও কিছু কিছু অর্থ আগমন করিবে। এতদ্ভিন্ন ঐ সক কারখানার কাজ চালাইবার নিমিত্ত অসংখ্য লোকে আবশ্যক—কত দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মীর কৃ দৃষ্টি পড়িবে। এখন কাজ কর্ম্মের সুযোগ না যায় কত লোক আলস্যের দাস হইয়া আছে শুইয়া, ঘুমাইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া, ঘণ্টা গুনি গুনিতে দিন যাপন করেন।

রেলওয়ে হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে এক এ চটের কারখানা বসায় কত দীন হীন নিঃস্ব লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা না। যদি এই কাজ গুলি আজ উঠিয়া যায়, কত লোককে যে উপবাসী থাকিতে হয় তা হিসাব নাই। গত বৎসর বাজারে পাট একে নিঃশেষিত হইয়াছিল; তাহাতে চটের কলে অ দিন কাজ চলে নাই। কাজেই মজুরদিগের অনেক দিন বন্ধ থাকে,—চারি দিকে হাহাকা পড়িয়া গেল। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, স্ত্রী বালক যুবা সকলে ভিক্ষা করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে শিল্পকর্ম্ম না থাকায় সম অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মের কা খুলিলে দিন দিন সকলে বেশ উন্নতি করিতে

রহস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে গেলে দেখা যায় যে, আমাদের রাজস্ব বিভাগে যত গোলযোগ এত গোলযোগ আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই গোলযোগের সৃষ্টি, এবং যত দিন অতীত হইতেছে এই গোলযোগ ততই বৰ্দ্ধিত-কলেবর হইতেছে। কত বার ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহা প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় কোন ফলপ্রদ হইল না।

সম্প্রতি হাইণ্ডম্যান সাহেব এক খানি ইংরাজী পত্রিকাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগের গোলযোগের কথায় উল্লেখ করিয়া ইংরাজ-সাধারণকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কথায় ইংরাজ-সাধারণ যে উপেক্ষা করেন এক্ষণে আর সে উপেক্ষা শোভা পায় না। রুষবিভীষিকা অপেক্ষা আর একটী বৃহৎ বিভীষিকা ভারত সাম্রাজ্যকে বিমোহিত করিতেছে—সেটী রাজস্ব বিভাগের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা।

এ দেশের আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী, সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে মধ্যে মধ্যে বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী, কি রাজা সকলকেই দেউলিয়া হইতে হয়। এক্ষণে ঋণজাল ভারবর্ষকে এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে এই সময় হইতে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় না করিলে অনতিবিলম্বে ভারত সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে হইবে। ভারতবর্ষের ব্যয় কমাইবার জন্য অনেক বার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোন বারই তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। এই জন্য হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন পার্লিয়ামেন্ট সভার এতদ্বিষয়ে মনোযোগ না হইলে এ দেশকে রক্ষা করা ভার হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি লিবারল সম্প্রদায় এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনেক কার্য্য করিতে পারেন: এক্ষণে বিশেষ মনোযোগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ও নির্ভীকতার সহিত যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় কমাইতে না পারিলে এ দেশকে অর্থকৃচ্ছ্র হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না—প্রায় সকল বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপের উপায় আছে। পবলিক ওয়াৰ্ক বিভাগে কিছু ব্যয় লাঘব করা হইয়াছে কিন্তু এখনও উহার ব্যয় আরও কমান যাইতে পারে। সৈনিক বিভাগে ভারতবর্ষের আয়ের প্রায় অৰ্দ্ধেক ব্যয়িত হইয়া যায়। বিশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেন্ট যত কোম্পানীর কাগজ বাহির করিয়াছেন, তাহার সুদ দিতে দিতে বিস্তর আয়ের শ্রাদ্ধ হয়। আরও আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্য বশতঃ আয় কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে না সুতরাং যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের ঋণ বাড়িতে থাকে।

ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তিরও দিন দিন হ্রাস হইতেছে অথচ প্রজাদিগের আয়ের কিছুই বৃদ্ধি হইতেছে না, বরং তাহাদের ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া হাইণ্ডম্যান সাহেব এদেশের বিলাতী বন্দোবস্তের উপর অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে ক্রমশই ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইংরাজী চাল চলন বাড়িতেছে, তাহাতে দেশ দরিদ্র হইয়া ইংরাজেরাই লাভবান্ হইতেছেন। হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন যে দেশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকিলে বাঙ্গালার এরূপ দশা ঘটিত না। এজন্য তিনি এদেশের শাসনভার এতদ্দেশীয়দিগের হস্তে রাখিবার পক্ষপাতী, অন্ততঃ তাঁহার মতে প্রদেশ বিশেষে তাহার নিয়োগ করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে হাইণ্ডম্যান সাহেব লিখিয়াছেন "এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেবল একটী মাত্র সুলক্ষণ লক্ষিত হয়। মহীসুর রাজ্য পঞ্চাশৎ বৎসর কাল বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। উহা সম্প্রতি দেশীয় রাজার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অন্যত্র সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলে আরও ভাল হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ শাসনাধীনে রাখিয়া মহীসুর বিশৃঙ্খলাময় হইয়াছিল, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঐ প্রদেশ দেশীয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের সংস্কারের একমাত্র উপায় দেশীয় শাসনপ্রণালীর পুনঃ প্রয়োগ।"

যাহা হউক মহীসুর দেশীয় রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া গবর্ণমেন্ট দেশের যেরূপ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন ঐরূপ বেরার প্রভৃতি যে যে রাজ্যগুলি দেশীয়ের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশীয়ের হস্তে পুনরায় সমর্পিত হয় তাহা হইলে হাইণ্ডম্যান সাহেব যে মঙ্গলের আশা করিতেছেন তাহা ফলবতী হইয়া বহুভাবে ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

আমাদের একজন ধর্ম্মানিষ্ঠ লেখক নিম্নলিখিত কৌতুককর প্রস্তাবটী পাঠাইয়াছেন, এই স্থলেই সেটী গৃহীত হইল। প্রস্তাব লেখকের মত এই, ভারতে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতে বিষম অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রজা বৃদ্ধি হইলে অধিকতর অন্ন-কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। বিধবা বিবাহ দিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে। যদি বিধবা বিবাহ না হয়, প্রজা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অন্নকষ্ট বৃদ্ধিরও আশঙ্কা নাই। প্রস্তাবলেখক স্বমত সমর্থনার্থ প্রমাণও দিয়া[...] ইউরোপখণ্ডে অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রী বি[...] করেন না। আমরা লেখকের প্রদর্শিত যুক্তি[...] প্রমাণের গুণেই প্রস্তাবটীর কৌতুককর এই বি[...] বলটী দিলাম। এস্থলে লেখককে কয়েকটী [...] জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।

১। প্রজা সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা [...] জাতির উপর দিয়া না হইয়া কেবল কতক[...] দুর্ব্বল বিধবার উপর দিয়া হওয়াই উচিত কি[...]

২। ইউরোপে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষে[...] অবিবাহিত অবস্থায় থাকেন, কেহ কি বল[...] তাঁহাদিগের ঐ দশা ঘটায়? না তাঁহারা [...] করিয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন? পক্ষান্তরে ভা[...] বিধবারা ইচ্ছা করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় থা[...] চান কি না? যদি তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিব[...] অবস্থায় থাকিতে না চান, তাঁহাদিগকে বল[...] ঐ অবস্থায় রাখা উচিত কি না?

৩। বিধবাদিগের উপর দৌরাত্ম্য ও [...] ব্যবহার না করিয়া প্রজা-সংখ্যা হ্রাসের অন[...] নৈসর্গিক সহজ উপায় আছে, সামাজিক লো[...] একপরামর্শী হইয়া যদি সেই উপায় গুলি অ[...] করেন, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? বাল্য[...] দরিদ্র-বিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহের, নিষেধ কি সেই[...] উপায় নয়?

৪। ভারতীয় সামাজিক লোকেরা যদি ঐ[...] উপায় গুলি অবলম্বন করিতে শক্ত না হন, [...] হইলে বিধি নিয়মানুসারে যেমন জন্ম হ[...] হউক, জন্মদাতারা পুত্র কন্যাদির আহার [...] করিতে না পারিলে নৈসর্গিক নিয়মেই [...] বিনষ্ট হইবে। বিধবাদিগের উপর জবরদস্তী[...] অপেক্ষা সেটী কি ভাল নয়?

৫। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, [...] রাত্রিকালে যে বৃক্ষে বাস করে, প্রাতঃকালে [...] তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে আহার [...] করিতে যায়। ইহারা নিত্য যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন[...] তেছে, তাহা দেখিয়া বহু সন্তানের জন্মদাতা [...] বাসীরা বহুদূরে গিয়া কি স্ব স্ব সন্তানগণে[...] সংস্থান করিতে পারেন না? যদি না পারেন, [...] নাদের দোষে আপনারা মারা যাইবেন। [...] উপরে জবরদস্তী অপেক্ষা তাহা কি ভাল নয়[...]

যে উপলক্ষে এই প্রশ্ন গুলি করিলাম, সে[...] বটী এই:—

"বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় হউক আর না [...] আমাদের সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভা[...] বিধবা-কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া মঙ্গলকর [...] তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি। বিধবাদিগের [...]

দেখিয়া অনেকেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত উচিত। আবার কেবল বৈধব্য নয়, উহার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে। বৎসর বৎসর কত সংখ্যা নাই। সকল সংস্কারক ব্যক্তিমাত্রেরই মনে বিধবা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা প্রশংসনীয়, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিধবা সঙ্গে একটী গুরুতর দোষ ঘটিবে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। ভারতবর্ষের অবস্থা কি? সকলের কি সকলের দিনপাত হইতেছে তা তো নয়! দিন দিন অন্নবস্ত্রের কষ্ট বাড়িতেছে। প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবিকা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ব্যবহারিক শাস্ত্রে —লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এবং দুর্লভ হইলে, অন্য স্থানে গিয়া উপনিবেশ বিবাহ বন্ধ করা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, অন্য গিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। সময়ে কেবল কুলিরাই বাসের জন্য দেশ দেশান্তরে থাকে। কিন্তু যেরূপ কঠিন সময় পড়িয়াছে, বিদ্যা ভদ্রসন্তানেরও জন্মভূমি পরিত্যাগ না আর চলিবে না। বাণিজ্যের কথা—তাও দেখি না। তবে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইয়াছে নতুবা দেশ উৎসন্ন যাইবে। আমরা এই বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা করি। পাঠক তদ্দৃষ্টে বাণিজ্যের অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারি। এখন আর একটী কথা; বিবাহ নিবারণ— দের পক্ষে সহজ নয়। বিবাহ দিগের জীবনের যেন প্রধান উদ্দেশ্য। বিবাহ হইল না, তার কিছুই হইল না। তার সংসার ধর্ম্ম কার জন্য? অন্ন নাই, দাঁড়াইবার স্থলকূল নাই,—তবু কথা নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, উদ টাকা হাতে অর্জনা হইল, কি? এ অবলা বালিকাটিকে করিবার নিমিত্ত দিন যায় এখন দেখিতে দেখিতে সন্তান কোথা হইতে প্রতিপালন করিবে তার কোন উপায় নাই। বিবাহ আমাদের কিছুতেই অনুমোদনীয় পাঠক! দোষ করি এমন অনেক দেখি- য়াছেন—কোন বংশজ ব্রাহ্মণের ১৫ বিঘা জমি আছে। ব্রাহ্মণের অনেক বয়স হইল, অর্থের যোগাড় নাই, বিবাহ হয় না বংশও থাকে না। কাজেই কি করেন পনর বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলেন। নব দম্পতির এখন সুখের দশা কি?—দিনপাত হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেশের দিন দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, তাহাতে বিবাহ যত নিবারণ হয় ততই ভাল। উপবাসী থাকিবার জন্য কুলতিলক বংশধর রাখিয়া গেলে কি হইবে?

নূতন একটী ব্যবহার সমাজ মধ্যে প্রচলিত করা সহজ নয়; আবার যে ব্যবহার সমাজ মধ্যে অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে এককালে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও সহজ নয়। বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে অনেক দিন রহিত হইয়াছে অতএব আমাদের ইচ্ছা আর উহা সমাজে প্রচলিত করিয়া কাজ নাই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা গ্রহণ; কিন্তু আমরা প্রজাবৃদ্ধি চাই না। অন্নের জন্য চারিদিকে যেরূপ হাহাকার পড়িয়াছে, তাহাতে আর প্রজাবৃদ্ধি হইলে রক্ষা নাই। পথে বাহির হইলে—কেবল দরিদ্রের ছায়াবৎ কঙ্কালদেহ বায়ুর হিল্লোলে সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাই দৃষ্টি গোচর হইবে; একণে ভারতের দুঃখভার বাড়াইয়া ফল কি? বিলাতে অনেক যুবাপুরুষ বিবাহ করেন না। দরিদ্রদিগের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা এখনও এত উন্নত হয় নাই যে কোন ব্যক্তি এককালে বিবাহ বন্ধ করিবে। স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই, পুরুষেরও জীবনের সাধ আহ্লাদ বিবাহ। অবিবাহিত ব্যক্তির সংসারে যত্ন নাই—সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য। ফলতঃ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এটী আমাদের প্রধান দোষ। স্বদেশের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ না থাকাই ইহার কারণ। যখন এ ভাব মনে উদয় হইবে যে, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য সকলে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন; যখন স্বদেশকে আপনার সংসার ও স্বজাতিকে আপনার পরিবারবর্গ জ্ঞান করিবেন তখন অবিবাহিত ব্যক্তির সাংসারিক কর্ম্মে মনোযোগ হইবে। আমরা জানি মনুষ্যের মন উন্নত হইলে বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তি দেশের অধিক হিতসাধন করেন। তাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনায় অম্লান বদনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। বিবাহিত বিষয়ী লোক তত সহজে স্বার্থশূন্য হইতে পারেন না। কারণ স্ত্রীপুত্রের স্নেহে তাঁহাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হয়। মানুষ যতই কেন বীরপুরুষ হউন না, মায়াপাশ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কথা। আমি মরিলে স্ত্রীপুত্রের দশা কি হইবে মনে মনে অবশ্যই একবার এ বিচার উদয় হইবে। অবিবাহিত ব্যক্তির পশ্চাতে আকর্ষণ করিবার কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বদা আপনার স্বর্গ ফিরিতে থাকেন। তাঁহার তিতিক্ষা ও সাহস অমেয়। সে কারণে তিনি উৎকট কর্ম্ম করিতে ভীত না। এদেশে যাহাতে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সমাজ সংস্কারকদিগের তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রজা বৃদ্ধি ভাগ অল্প হইবে এবং যাঁহারা অবিবাহিত থাকিবেন অনেক কাজে তাঁহারা পুরুষত্ব দেখাইতে পারিবেন।

বিধবা বিবাহ রহিত থাকায় এক পক্ষে দেশের যে কত মঙ্গল হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে স্বজাতির গৃহে যতগুলি পতিহীনা কন্যা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যদি গড়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে লোক সংখ্যা আরও যে কত বৃদ্ধি হয় তাহা বলা যায় না। পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে দেশের কি দুর্দ্দশা না ঘটিত!

দুর্ভিক্ষ ও পীড়া লোক সংখ্যা কমাইবার স্বাভাবিক উপায়। আমাদের দেশে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হইয়া মানুষের সংখ্যা যত যে কমিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। নানা জাতীয় পীড়াও ভারতকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। লোকসংখ্যা কমাইবার এই স্বাভাবিক নিয়ম; লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এই দুই উপায় অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু এই দুইটি চিত্র বড় ভয়ঙ্কর ও শোচনীয়। এই কারণে অবিবাহিত থাকিয়া প্রজাবৃদ্ধির পথ রোধ করাই কর্ত্তব্য। অনূঢ়া কন্যার এককালে বিবাহ বন্ধরাখা সুসাধ্য নয়। সে দিন এখনও আসে নাই। তবে বিধবাদিগের বিবাহ যেমন রহিত আছে সেইরূপ থাকিলে দেশহিতৈষীদিগকে কিছুই নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে না। অতএব যাঁহারা বিধবা বিবাহের নিমিত্ত ব্যগ্র হন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া কতকগুলি নিরুপায় দরিদ্র সন্তানে যেন হিন্দু সমাজ পরিপূর্ণ না করেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাডলা সাহেব এবং শ্রীমতী বি[illegible] প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের যে উপায় দেখাইয়াছিলেন তাহা অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এজন্য আমরা সাধারণকে জ্ঞাত করিতে পারিলাম না। ব্রাডলা সাহেবের পুস্তকে অশ্লীল দোষ থাকায় তিনি বিচারে দণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের তাঁহাকে নির্দ্দোষী বোধ হয়। যেরূপ অশ্লীলতা দোষের মধ্যে পরিগণিত হইলে কোন চিকিৎসা পুস্তক লোকের পাঠ্য হইতে পারে না।

আমাদের এই প্রস্তাবে হতভাগিনী বিধবারা
যে ক্রুদ্ধ হইবেন বলিতে পারি না। যে সকল
কুসংস্কারক মহোদয়, লোকের মন হইতে কুসং-
দূরীভূত করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে
যোগী আমরা এই প্রস্তাব লিখিয়া তাঁহাদের
গভাজন হইব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি
বৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারেন, করুন, বিধবা
হে আমরা মত দিতে পারি। নতুবা কোটি কোটি
র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার
য়া বেড়াইবে তাহা অপেক্ষা ছার বৈধব্য-যন্ত্রণা
াদের কষ্টকর বোধহয় না। বিধবাদের দেখিয়া
বা এ কথার সারবত্তা বেস বুঝিতে পারিয়াছি।
াদশীর উপবাসে গ্রীষ্মের দিন যখন তৃষ্ণায় কণ্ঠ
ইতে থাকে, ক্ষুধায় আঁত শুকাইতে থাকে তখন
তিবিরহ-কষ্ট মনে থাকে না। জঠরজ্বালার মত
ক্লেশকর কিছুই নাই। অতএব প্রজা-বৃদ্ধি নিবা-
ার অনুরোধে যদি আমাদিগকে বিধবা বিবাহের
রাধী হইতে হয়—তবে হইলাম। পতিহীনা
লকারা সতীসাবিত্রী হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করুন
দের কাছে আমরা চিরদিনের জন্য অপরাধী
কিলাম, কি করিব! "

মহম্মদ হায়ৎ খাঁকে লইয়া আজ কাল চতুর্দ্দিকে
া তলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। তিনি ২৫ বৎসরকাল
স্তুভাবে গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ
ােত গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া ইঁহার উপর অতি
কতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া কাবুলে প্রেরণ
রিয়াছিলেন কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেই ব্রিটীশ গবর্ণ-
ট এক্ষণে তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছেন, মহম্মদ
য়ৎ এক্ষণে একজন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক ও
ক্ষস প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।
নি রাজদ্বারে উপস্থিত। পেশোয়ের সেসন জজের
কট তাঁহার বিচার হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে
াহাকে এই বলিয়া ধরিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁ নির্দ্দোষী,
াহারই চক্রে তিনি মেজর ক্যাভাগনরীর হত্যাকারী
ানিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার আনু-
ঙ্গিক আর কয়েকটী গুরুতর দোষও তাঁহার স্কন্ধে
াপতিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের
পদেশই এই ঘটনার মূল।

আপাততঃ এ বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ
রিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। যখন বিচার হইতেছে
খন অবশ্যই সূক্ষ্ম ঘটনা ও রহস্যগুলির ক্রমে ক্রমে
ভেদ হইবে। কিন্তু বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান
হরাল্ড যে কথা বলিয়াছেন যদি তাহা প্রকৃত হয়
াহা হইলে তাঁহার বিষয়ে ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা
নল্প। হায়ৎ খাঁ এই বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন
তাহার এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "আমার পক্ষ
সমর্থনার্থ কোন কৌন্সলী নিয়োগ করিতে আমি
অনুমত হই নাই। কিম্বা আমার বিপক্ষে যে সকল
কথা বলা হইতেছে তাহার চুম্বক তুলিয়া লইবার
জন্য কাহারও সহায়তা লইতে আমাকে অনুমতি
দেওয়া হয় নাই। উপসংহারে তিনি ইহাও বলিয়া-
ছেন " আজ আমি যে দোষে দোষী হইয়া রাজদ্বারে
উপস্থিত হইয়াছি, কোন ইউরোপীয়ের প্রতি সেই
দোষ আরোপিত হইলে তাহা ঘৃণা সহকারে উপে-
ক্ষিত হইত।"

পুস্তক সমালোচনা।

পুষ্পমালা। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ২য়
সংস্করণ। ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
যন্ত্রে মুদ্রিত। পুষ্পমালা কবিতা গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী
এক জন সুকবি। সুতরাং তাঁহার লেখার পারি-
পাট্য, ও ভাবমধুরতা প্রভৃতি গুণের সবিশেষ পরিচয়
দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এ গ্রন্থে নানা বিষয়ের নানা
প্রকার উপদেশ পূর্ণ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।
প্রথম সংস্করণে যে যে কবিতায় কিছু কিছু দোষ
ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া তৎ-
স্থানে ভাল ভাল সরল কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।
তিনি এই গ্রন্থে যে যে বিষয়ের উপর কবিতা লিখি-
য়াছেন সেই সেই কবিতার ভাব ও রস রক্ষায় তিনি
কত দূর সমর্থ হইয়াছেন পাঠক নিম্নলিখিত কবি
তাটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যথা—

অরুণ উদিল জাগিল অবনী;
জাগিল ভারত দুখিনী জননী।
উঠমা জননী! উঠমা জননী।
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠগো উঠগো প্রিয় জন্মভূমি।
ত্রিশ কোটি শিশু চারিদিকে রব
কিসের বিষাদ। কি অভাব তব।
ঘোর কোলাহলে ওই শুন বলে,
আর ঘুমাওনা ভারত জননী।
ওই যে বাল্মীকি। ওই কালিদাস।
ওই ভবভূতি ওই, বেদব্যাস,
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধের সহিত,
ভক্তবৃন্দে যাঁর নাহিকো নাশ।
আরো শত শত, নাম কব কত,
ভারত আকাশে করে প্রকাশ।
[illegible]
[illegible]
উঠগো ভারতি! ভাল করে সতি
ভারত সৌভাগ্য রবির প্রকাশ।

রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। রবীন্দ্র বাবু এক জন
সুলেখক, তাঁহার কবিতা ও নাটক লিখিবার
বিশেষ ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক তিনি সমাজ ও প্রকৃ-
তির এক জন সুন্দর চিত্রকর। তাঁহার রচিত
অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রী
যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়াছে রুদ্রচণ্ড পাঠে সেরূপ
হয় নাই। ইহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষর
ছন্দে লিখিত। ঘটনা গুলির বর্ণনা প্রসঙ্গ সঙ্গতি-
ক্রমেই হইয়াছে, কিন্তু কবিতা গুলির স্থানে স্থানে
কিছু কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের
দর্শনার্থ দুই স্থান হইতে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম।

এই গ্রন্থের নায়িকা অমিয়ার সহিত চাঁদ কবির
প্রণয় সঞ্চার হয়। কিন্তু অমিয়ার পিতা রুদ্রচণ্ড তাহার
প্রতিবাদী হইয়া অমিয়াকে যে কথা বলিয়াছিলেন
এবং অমিয়া তাহার যেরূপ উত্তর দান করেন তাহা
এই,—

রুদ্রচণ্ড।—

আকুলিয়া কেন তোর হয় নাকি [illegible]।
অথবা ভাবিস [illegible]।

অমিয়া।—

ভাই বলে ডাকে মোরে, বড় ভাল বাসে।
কে জানে মনের মধ্যে হয়েছে [illegible],
[illegible] যদি হইতাম আমি
[illegible] অঞ্জলি [illegible],
[illegible] কবিতায় আকুল বিলাপ।
[illegible] আলো,
[illegible] ফুলের গুচ্ছ, বকুল [illegible],
[illegible] ভরিয়া ভরিয়া
[illegible] বিলাপ;
[illegible] আছে [illegible]
[illegible] যাই ভুলে,
দূর হ'তে [illegible] আকুল হৃদয়
[illegible] বাহিরিতে চায়।
[illegible]!
[illegible] অমিয়ার আপনার ভাই।

—

বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত টীক বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হউক সে অগ্নি-কুণ্ড মাঝে।
মুখ ঢাকিস্ নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উজ্জ্বল রক্তে করিব ক্ষালন।

দৃশ্যপথ। নেপথ্যে গমন।
[illegible] ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি [illegible]।

...স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি উক্ত ...শিক্ষকদলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের ...ও পুরস্কার বিধান করিবা স্থির করিয়া বিভা-... ইনস্পেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট ...য়াছেন।

আজ কাল এখানে বড় জলকষ্ট উপস্থিত ...ছে। ভাল জলের অভাবে অনেকে বাধ্য হইয়া ...বিকৃত জল পান করিতেছে। আমাদের বিল-... আশঙ্কা হইতেছে দূষিত জল পান ও দূষিত ...স্নান করিয়া পাছে লোকে অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত ...া পড়ে। জল-প্রণালী দ্বারা গঙ্গা হইতে জল ...াইবার জন্য আমাদের দয়ালুহৃদয় বর্দ্ধমান ...জিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে-...ন। এখন যত শীঘ্র জল আসিয়া পৌঁছে ...ই মঙ্গলের বিষয়।

বুদ্ধ গয়ায় অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্প্রতি ...দ্ধদিগের যে সমস্ত কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ...ত ২৫ এ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকা-...িত হইয়াছে। পাটনা বিভাগের কমিশনর হালিডে ...হেব গবর্ণমেন্টের গোচরার্থ তৎসম্বন্ধে যে পত্র ...খিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে ...াধিদ্রুমের তিন দিকে যে প্রাচীর ছিল তাহা ...বিকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেকগুলি ...স্তূপ, গৃহের ভগ্নাবশেষ এবং ঐ প্রাচীরের তিনটী ...র দৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধের পঞ্চরত্ন মন্দির বহির্গত ...ইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হাউইয়েন্থসাং তাঁহার ...মণ বৃত্তান্তে যে কয়েকটী স্তূপ ঐ প্রাচীরের কোণে ...াকিবার কথা কহিয়াছেন তন্মধ্যে ৩টী প্রকাশিত ...ইয়াছে। ঐ প্রাচীরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে যে ...টী মন্দির ছিল, যাহার একটীতে বুদ্ধের উচ্চ দেব ...ূর্ত্তি ও অপরটীতে বুদ্ধের পিতলের প্রতিমূর্ত্তি ছিল ...াহাও বাহির হইয়াছে। বজ্রাসনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ...দিকে অবলোকিতেশ্বরের যে দুইটি মন্দির ছিল ঐ ...দ্ধির, একটী মারস্তূপ ও একটি ব্রহ্মস্তূপ বাহির ...হইয়াছে। প্রথম বোধিদ্রুম যেখানে ছিল সেই ...ান ও তৎপরে যে যে স্থানে ঐ বৃক্ষ রোপিত হয় ...াহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিস্তর প্রতিমূর্ত্তি ও ...খোদিত ফলক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়া যতই হইবে ততই ভারতবর্ষের ইতিহাস উন্নতি লাভ করিবে।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠা-ইয়াছেন—কাঁথির অন্তর্গত আটিলাগড় গ্রামের উচ্চবংশ নিবাসী তারকনাথ রায় নামক সেটেল মেন্টের বরখাস্তী আমিন ২২ ৩৮ নম্বরের ২০ টাকার ২ খানি নোট প্রস্তুত করিয়া ১ খানি নোট বালি-ঘাইর বাজারে নিমুর দোকানে কাপড় লইয়া মূল্য দেয়। নিমু তাহা প্রাণকৃষ্ণ মাইতির গদিতে দেয়। প্রাণকৃষ্ণ তাহা রীতিমত খাতায় জমা করে। বালিঘাইর অনাদের মহাজন বা তালুক-দার মদনমোহন ভূঞা বিগত ১২ ই জানুয়ারির লাটের টাকা পাঠাইবার জন্য প্রাণকৃষ্ণের দোকান হইতে কয়েকখানি নোট আনে। তাহার মধ্যে উক্ত নম্বরের নোটখানিও থাকে। মদনের কর্ম্ম-চারী রাধাকৃষ্ণ রায় উক্ত ২০ টাকার নোটখানি সহ ৯০ টাকার নোট ও নগদ ৩ টাকা মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী রেভিনিউ এজেন্টের নিকট ১১ ই জানুয়ারি লোক দ্বারা পাঠায়। কালী বাবু ১১ ই তারিখের রাত্রিতে নোট আদি বুঝিয়া লই-লইবার সময়ে ২০ টাকার নোটখানি অন্যান্য নোট হইতে কিছু বিভিন্ন বোধ করিয়া নিকটস্থ কয়েকজন ভদ্রলোককে দেখিতে দেন, সকলেই নোট দেখিয়া সন্দেহ করেন এবং পরদিন ট্রেজারিতে দেখাইবার কথা হয়।

কালী বাবু ১২ ই জানুয়ারি শেষ কাছারিতে নোটখানি প্রকৃত বটে কিনা জানিবার জন্য ট্রেজ-রির মোহরিকে দেখান। নোট-মোহরি তাহা "জাল নোট" বোধে খাজাঞ্চীকে দেয়। খাজাঞ্চি তৎক্ষণাৎ উক্ত নোট ট্রেজারির আফিসরের নিকট অর্পণ করেন। তিনি কালী বাবুকে ডাকাইয়া কোথা হইতে নোট পাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন, অবশেষে কালেক্টার তাঁহার ১০০ টাকার মুচলকা ও ১০০০ টাকার জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তদারক আরম্ভ হইলে তারক গোয়েন্দা হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এজেহার দেয় ...ধু মাইতি উক্ত জাল নোট প্রস্তুত করিয়াছে। ...াহার রাখিত বেশ্যার বাড়িতে জাল নোট এবং তাহার নিজ বাড়িতে যন্ত্রাদি রহিয়াছে। ইহা বলা আবশ্যক যে, তারক তৎপূর্ব্ব রাত্রে কৌশল ক্রমে উভয় স্থলেই জাল নোট ও যন্ত্রাদি রাখিয়া আইসে কাঁথির সব ডেপুটী এবং দীনবন্ধু বাবু উভয়ে তারকের এজেহার মতে মধুর বেশ্যালয়ে গিয়া একটী বাক্সর মধ্যে উক্ত নম্বরের ২০ টাকার ১ খানি নোট এবং যন্ত্রাদি তাহার বাড়িতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। তৎপরে গোয়েন্দা তারকনাথ সহ মধু ও তাহার বেশ্যা এবং বাক্সাদি মেদিনীপুরে প্রেরিত হয়।

এদিকে পুনরায় ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারি টেণ্ডেণ্ট সাহেব সুযোগ্য ডিটেক্টিভ ইনেস্পেক্টর বাবু হরপ্রসাদ দাসের প্রতি তদন্তের আদেশ দেন তিনি বালিঘাইরে যাইতেছিলেন এমন সময়ে দীনবন্ধু বাবুর প্রেরিত গোয়েন্দা ও আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। হরপ্রসাদ বাবু তাহাদিগকে বালিঘাইতে ফিরাইয়া লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে, গোয়েন্দা তারকই নিমুর দোকানে আসিয়া কাপড় কিনে এবং মূল্যের দরুন ২০ টাকার নোট দেয়। সুচতুর ইনে-স্পেক্টর সমুদয় অবগত হইয়া গোয়েন্দা তারককে জালকারী অনুমান করিয়া আসামী গোয়েন্দা সহিত কাঁথিতে যান। গিয়াই তারকের ঘর খানাতল্লাসী করায় প্লেনপেপরে অর্দ্ধ অঙ্কিত ৫ টাকার কয়েক-খানি নোট এবং রং ও যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। কাঁথি-তেই জালের মূল ধৃত হওয়ায় মেদিনীপুর হইতে মকদ্দমা উঠিয়া গিয়া তথায় বিচার হয়। নিমু প্রাণকৃষ্ণ, মদন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি তারকের নিকট হইতে কথিত নোট পাওয়া ও পরম্পরা ব্যবহার করার সাক্ষ্য দেয়। বিশেষরূপ প্রমাণ হওয়ায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মধু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া তারককে সেসন সোপর্দ্দ করেন। ২৫ এ এপ্রেল জাল নোট প্রস্তুত করা প্রমাণ না হওয়ায় তাহা ব্যবহারের অপরাধে তারকের কঠিন পরি-শ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ হই-য়াছে। তারকের বুদ্ধির প্রশংসা আছে, সে নোটে জলের দাগ দিতে পারে নাই নতুবা অঙ্ক, অক্ষর, ... সমুদয়ই প্রস্তুত করিয়াছিল।

আলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে একদা ব্যাণ্ডে বাদ্য হয়। অনেক ইংরাজ তথায় সমবেত হন কতকগুলি দেশীয় ভদ্র লোকও উহা শুনিতে যা... সেই সঙ্গে দুই চারি জন ইতর লোকও গিয়াছি... কিন্তু সাহেবেরা এতদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য কনষ্টেবলদিগকে আদে... দেন। তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধি... আনে সুতরাং আদেশ পাইবামাত্র তাহারা ম... দাধে কটু প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করি... দিয়াছিল।

বস্ত্র ধৌত করিবার একটী অতি সহজ উ... আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ... সের সাবানে অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশ্রিত করি... বস্ত্র ধৌত করিলে উহা অতি পরিষ্কার ও শুভ্র এবং তাহাতে পরিশ্রম কম হইয়া থাকে। ... সাবান দিয়া ধৌত করিতে যে পরিমাণ সা... লাগে সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহার অর্দ্ধে... কার্য্য হয়।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন প্রেসিডেন্সি কালে... অন্যতর অধ্যাপক ব্যালেট সাহেবের সহিত ... দিগের বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁ... স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

যা অভিলাষিত সং প্রদানে আমাদিগকে সন্তুষ্ট বেন।

চন্দননগর।

খানকার মিউনিসিপাল কমিটির অধ্যক্ষ মঁসি এ স ফুয়েন সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিধি- করিয়াছেন।

ম। বাররাবীর সম্মুখের রাস্তায় অতঃপর কি র কি ইউরোপীয় কেহই বিনা বন্ধনে কুকুর যাইতে পারিবে না।

য়। দেশীয় বড় বড় পার্ব্বাপলক্ষে কোন ধানীয় উক্ত রাস্তাস্থিত লোকের টুল লইয়া মণ্ডপে বসিয়া দেশীয় লোকের বাজাতে চলাচলের হয়, এমনভাবে থাকিতে পারিবে না।

য়। দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অতঃপর গঙ্গায় সাবধান হইয়া অবগাহনাদি করিতে হইবে। স্ত্র পরিধান করিয়া কেহই স্নানার্থ আসিতে বে না, এবং স্নানান্তে এমন কি সলিল হইতে বার পূর্ব্বে গাত্র উত্তমরূপে আবৃত করিয়া উঠিতে ব।

৪র্থ। বাররাবীর সম্মুখের রাস্তায় অতঃপর ষ্ট বেগে গাড়ী চালাইতে পারিবে না এবং উক্ত য় বালকদিগের ধুম ধাম ঘুড়ি লইয়া কেহই ইতে পারিবেন না।

এখানকার প্রসিদ্ধ চন্দ্রাধিকারী মঁসি এ কুব্রে একটি বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করি ন, উহার আভ্যন্তরিক শোভা বর্ণনা করা দর্শনীয় সাধ্যাতীত। সম্প্রতি বিবিধ আনিয়া বহুব্যয়ে চিড়িয়াখানা নির্ম্মিত হই- এবং চিড়িয়ার নিমিত্ত চল্লিশ হাজার টাকা করিয়া দিয়াছেন।

গোঁদলপাড়ায় একটী নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইলে, সাধারণের প্রয়োজন, তবে একটী বাধা। সেটী এই, যে স্থান দিয়া রাস্তা যাইবে, সেই অনেকগুলি লোক বহুকাল হইতে বাস করিয়া ছেন। যদিও রাস্তাটী নির্ম্মিত হইলে সাধা- উপকার হয়, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ স্থান আন্তরিক। গবর্ণমেণ্ট উহা- দিকে ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে কহি- ছেন। তাহাতেও যদি তাঁহারা স্থান ত্যাগ না ন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিবেন। রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য স্থানের খ্যাতনামা মেয়র টাকা দিয়াছেন।

শনিবার অপরাহ্ণে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীষ্ম যেমন তেমনই আছে।

জামালপুর।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে ২। ৩ দিন এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল বৃষ্টি হইলে শীতল হইবে এবং ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব কমিবে; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তিতে বিপরীত। বৃষ্টি হওয়ায় ওলাউঠা আরও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং হিন্দুস্থানীদিগের সহিত ২। ১ বাঙ্গালীকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছে। লোকে দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইতেছেন।

প্রত্যেক রেলওয়ের বাঙ্গালী বাবুদিগের এক এক খানি সাময়িক পাশ আছে। তাঁহারা তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে সুবক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকেন। এখানে ঐরূপ কোন পাশ না থাকায় হরিসভা, আর্য্যসভা, ব্রাহ্মসমাজ ও মুঙ্গেরের আর্য্যসভা প্রভৃতি কতকগুলি সভার অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এজেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম মহামান্য এজেণ্ট বাহাদুর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাময়িক পাশ দিবার হুকুম দিয়াছেন।

মধ্যে এখানে ৫। ৬ হাত লম্বা একটী মনুষ্য আসিয়াছিল। পল্লীস্থ মনুষ্যেরা আশ্চর্য্য হইয়া দলে দলে তাহাকে দেখিতে যায়। ইহাতে সে ব্যক্তি অবসর বুঝিয়া এক পয়সার হিসাবে দর্শনী লইয়া তবে দেখা দিয়াছিল। শুনিতেছি এই প্রকারে সে পথ খরচের সংস্থান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ঈশ্বর মুখ তুলে চাহিলে একটা না একটা উপায় করিয়া দেন।

হিন্দুমতে ওলাউঠা রোগের বেগ থামাইবার জন্য এখানকার আর্য্যসভার সভ্যেরা নগর সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেও গিয়াছেন।

অতিরিক্ত গ্রীষ্ম পড়ায় এখানকার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়াছে। কেবল কেবল মহলে কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল সময়ই সমান লাগিতেছে।

জামালপুরে পূর্ব্বে পীড়াদির কোন উপদ্রব ছিল না; কিন্তু আমরা দুই বৎসর হইতে দেখিতেছি ওলাউঠা এবং বসন্ত এই দুইটি প্রধান রোগ বিলক্ষণ প্রকোপের সহিত দেখা দিতেছে। রেলওয়ে কোম্পানীর এখানে যে কয়েকজন নেটিভ ডাক্তার আছেন, তাহারা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিশেষতঃ হাঁসপাতালে কর্ম্মকাজ থাকায় কাহারও শক্ত পীড়া হইলে অধিকক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারেন না। শক্ত পীড়া হইলেই লোকের মনে জীবন-নাশের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এবং অনেকে মুঙ্গের হইতে উপেন্দ্র বাবুকে আনিতে যান। কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করায় প্রাতে ডাকিতে যাই সন্ধ্যাকালে আসিতে পারেন। তাঁহাকে আনি ৮। ১০ টাকা ব্যয় হয়, এজন্য অল্প বেতনের কে নীরাও আনিতে পারেন না; এ অবস্থায় রেল কোম্পানী যদি এখানে একজন সুদক্ষ এসি সার্জ্জন রাখেন সাধারণের বিশেষ উপকার করা আমরা শুনিতেছি সার্জ্জন যে, ডেকবান সা মাতলায় বদলী হইবেন। তিনি এখানে মা তিন শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। রেল কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা পদে যদি একজন সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নি করেন সাধারণের মহোপকার সাধন করা হয়।

আজ কাল প্রায়ই কাগজগুলির বিজ্ঞাপনে হইয়া থাকে অমুক স্কুলের অমুক শিক্ষকের পদ খ আছে। বেতন এত টাকা অমুক পাশ চাই। প্রার্থী জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়।" কর্ম্মপ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কেন ভাল হয়, আমরা স চিতে কয়েকটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। জন কহিলেন "বোধ হয় সেই গ্রামে পূজারি গের অপ্রতুল থাকায় অধ্যক্ষ চণ্ডী নাকাল করাইয়া লইবার জন্য ঐরূপ চাহিতেছেন।" ২। ১ জন কহিলেন "তাহা নহে অধ্যক্ষের ক বিবাহে লুচি ভাজিয়া লইবার জন্য ঐরূপ চা থাকেন।" যাহা হউক, সোমপ্রকাশের পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইহার প্রকৃত অর্থ ক দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমরা জাতি ব্রাহ্মণ না হওয়ায় আবেদন করিতে না প বিশেষ দুঃখিত আছি।

কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার প্রতি পংক্তি ⁄৹ আনা, তাহার পর /৹ আনা; /৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মধ্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।⁄৹

স্বরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।৹

নালিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দোষজন্য প্লীহা [illegible] প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য [illegible] ডাকমাশুল [illegible]

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যাদি পত্র [illegible] হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ।

এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু [illegible] করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা [illegible] গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবি[illegible] করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া [illegible] সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগ যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম [illegible] সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি [illegible] প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন [illegible] ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ [illegible] কান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণে [illegible] হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করি[illegible] তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি [illegible] টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট [illegible] সেবন করিলে দূষিত [illegible] পরিষ্কার [illegible] একবারে [illegible] [illegible] কারণবশতঃ দুর্ব্বল ও [illegible] [illegible] উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও [illegible] [illegible] রোগ নাশ করে। ইহা [illegible] [illegible] যাঁহারা বহুদিন যাবৎ [illegible] কোন প্রকার কঠিন রোগে [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাদের [illegible] কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

[illegible] কোম্পানির ঔষধালয়।

[illegible] হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনগার্ডেনের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে অধ্যয়নপূর্ব্বক জীবাত্মার [illegible] বিধ দর্শন পুস্তক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ [illegible]

না তিনি ... ...ক ... পত্র দ্বারা জানাইলে
... ... জাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্বকার
শ্রীরামপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

... ... সর্বপ্রকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য
... ...কারী ১৩৫ নং বাধাবাজার, কলিকাতা।

... আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলি-
... এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার-
...ক, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক-
দের এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক
...কে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ
... থাকি। ... যাহার প্রয়োজন, লিখিয়া
...লেই মূল্য জাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত
... ... প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া
... পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে
... হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ
... আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে
... যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে
...েছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ
... অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং বাধাবাজার
কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
...ক, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, পক্বাতিগ্রহণী, এবং
...যুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
... এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
...কাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-
... পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া
... ...হা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন
... এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম দিয়ে
... ... সাধারণকে এই তালিকাপত্র ...
... ... ঔষধ সেবনের নিয়ম
... ... পারিবেন। ১০ আনার টিকিট
...লে ... ... পাঠান যায়।

... শিশির মূল্য ... টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত ... ... মহৌষধ নিয়ম
...ক সেবন করিলে ... ... ও পুরাতন
..., মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং ... ... প্রস্রাব
...ন জ্বালা, বা প্রস্রাবের ... শোণিত স্রাব ও
সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায়
ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক
দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ
কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ
প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী
আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-
ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ
সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার
আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং
৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক
বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত
স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-
মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই
সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক
পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৷৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর,
অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর,
(ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত
জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে
পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ
প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া
শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

ঘৃত ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এই-
রূপ উপযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার
করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত-রোগ প্রশ
মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বাত, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদ-
য়ের বিক্রিয়তা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক
ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ
নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন
বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি
করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের
মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা
প্যাকিং ৷৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সক-
লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রে...
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে...
কালেজের সংস্কৃত অধ্যা...
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ ...
ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ...
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম...
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টা...
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অ...
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ন...
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র...
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ...
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক...
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক...
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন...
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন...
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ...
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ...
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ...
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র...
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে...
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি ...
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ...
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি...
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ...
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ...
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার...
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকা...
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ৩০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ৬ ই জু[illegible]।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

প্রেরিতপত্র।

ওয়ার্ড বিদ্যালয়।

ধনী জমীদারদের নাবালক সন্তানদিগকে বিদ্যা-
শিক্ষা দিবার জন্য ওয়ার্ড বিদ্যালয় ছিল। বয়ঃ-
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বালকেরা সেই খানে থাকিয়া বিদ্যা
শিক্ষা করিতেন। গবর্ণমেণ্ট এখন সেই বিদ্যালয়
উঠাইয়া দিলেন। আমরা এই কাযটীর কিছুতেই
অনুমোদন করিতে পারি না।

সত্য বটে ওয়ার্ডে থাকিয়া এ পর্য্যন্ত ে
বালক ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন নাই। বয়ঃ
হইয়া অতুল বিষয়ের স্বামী হইবেন; সংসার
নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিছুই ভাবিতে হইবে না,
ভরসায় জমিদারের সন্তানেরা লেখাপড়ায় ম
নিবেশ করেন না। বিদ্যালয় পরিত্যাগের
বড় জোর তাঁহারা আপন আপন নামটী চট
করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন।

সাধারণতঃ জমীদারের সন্তানেরা যে কৃত
হইবেন, আমাদের সে আশা নাই। শিশুর
লালন পালনের সময় তাঁহাদিগকে যেরূপ অ
দেওয়া হয়, ননীর পুতলীর মত যেরূপ যত্নে
হয়, তাহাতে উত্তরকালে যে তাঁহারা বিদ্যালা
জন্য কঠোর শ্রম করিবেন, ইহা কখন সম্ভ
পারে না। আমরা অধিক চাই না—তাঁহ
চরিত্র গঠিত হউক, তাঁহারা আপনাদের
কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে বুঝুন। কত
জমীদার সন্তানেরা এখন গদীতে গিয়া ব
সেটী বড় ভয়ানক সময়। এদিকে যে
কাল, প্রভুত্ব, হাতে অতুল ঐশ্বর্য্য, অবিবেক
তাতে মাথার উপর কর্ত্তা নাই, নিজেই
সর্ব্বা। চারি দিকে পারিষদেরা এক এক
দামোদর। যৌবনকালে যে সকল দোষ ঘ
পারে, ক্রমে তাহা সকলই আসিয়া প
সুরা ও বেশ্যাতে মান সম্ভ্রম আয়ু ধনসম্পত্তি
গুলির মূলে কুঠারাঘাত করে। এইরূপে অ
কত বড় বড় ঘর মাটী হইতে দেখিলাম। সে
আমরা অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট নাবালকদি
বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হ
জেলার কালেক্টরদের হাতে এই ভার সমর্পণ ক
ভালরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। কালেক্টরদি
আপন কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহ

বিলাস স্থান হইয়াছে এমন নহে, ইহাকে মিরটের নর্ত্তকী প্রভৃতির বিলাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সৎকার্য্যের কোন অনুষ্ঠান নাই, আমোদ প্রমোদ করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত কার্য্য।—

আমাদিগের রাজপুরুষেরা এই মেলায় শান্তি রক্ষা ব্যতীত কখন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু মিরটের বর্ত্তমান কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট মেঃ ফিসর সাহেব এই মেলাটীকে দেশহিতৈষী ভদ্র মেলা করিবার মানসে ইহার সমীপবর্ত্তী একটী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ক্রমশঃ প্রদর্শন কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে অল্পকাল মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যজাত দ্রব্যাদি আনীত হইয়া কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে —

ফিসর সাহেব এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি এবার বোলন্দ সহরের কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। তথাকার মেলার সৌষ্ঠব ও কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখিয়া মিরটের মেলার সংস্কারার্থ বোলন্দ সহরকে আদর্শ করিয়া নৌচন্দী মেলাতে নানা স্থান হইতে অশ্ব, গাভী, বলদ, মহিষ প্রভৃতি উপকারী জন্তু সকল আনয়ন করেন এবং কৃষক ও বণিকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন মানসে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়াছিলেন। মিরটের যুবক সম্প্রদায় দীর্ঘকালাবধি এই মেলাটীকে তাঁহাদের বিলাস ক্ষেত্র জানিয়া রাখিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমতঃ তাঁহাদের নৃত্য গীতাদি প্রমোদজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ফিসর সাহেব কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে মেলাটী কলেবর ত্যাগ করিতে পারে! তিনি এই সন্দেহ করিয়া মেলার সমীপবর্ত্তী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সাধারণের সমাগমের উপায় জন্য তথায় নৃত্য গীতাদির নিমিত্ত একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল।—

বর্ত্তমান বৎসরের ঐ মেলার সময় উদ্যানের মধ্যে একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—

শুনা গেল মিরটের কতিপয় ধনী ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফিসর সাহেব কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকটী আনীত ও ধর্ষিত হয়। তাহার আত্মীয়বর্গ লোক নিন্দাভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে মিরটের কমিশনর সাহেবের প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আদেশ হইয়াছে। কমিশনর সাহেব মিরটে উপস্থিত হইয়া ইহার তদন্ত করিতেছেন। শুনা গেল ঐ ধনী ব্যক্তিগণ ফিসর সাহেবের বিরুদ্ধে অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদের পরিচিত নর্ত্তকীদিগের দ্বারা ঐ বিষয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এক্ষণ আমাদিগের মতামত ব্যক্ত করা উচিত নয়, দেখা যাউক অনুসন্ধানে কি হয়।—

অনুগত—
শ্রী:—

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট
একটী জিজ্ঞাসা।

বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে লিখিত ভগবতী বাবুর "শেষপত্র" (১) পাঠ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ধৈর্য্যশীলতা, তাঁহার পত্র সমূহের একরূপ লিখন চাতুর্য্য, তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা আর আমার পত্রের সারহীনতা সমুদয়ই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি! এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও ভক্তিভাজন সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, আর আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী জিজ্ঞাসা আছে, তিনি কি জন্য "এতৎসংক্রান্ত পত্র আর প্রকাশিত করিবেন না"? ইহার কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া শেষ সংস্থা অবধারিত হইয়াছে? না, এক বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে পাছে পাঠকবর্গ বিরক্ত হন, এই বিবেচনা করিয়া আর পত্র প্রকাশ করিবেন না? যদি এই শেষ যুক্তিটিই সত্য হয়, তবে তাঁহাকে একটী কথা বলিতে হইল, যখন ভ্রমপূর্ণ পত্রের সকলেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, ইহা তিনি অবগত আছেন, তখন কেন ভ্রমপূর্ণ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এবারেও করিয়াছেন? যদি বলেন, ভগবতী বাবুর পত্র ন্যায় ও সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ, আর তোমার পত্রই ভ্রমপূর্ণ, তবে তাঁহাকে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইল। সেটী এই:—

ভগবতী বাবু প্রথম পত্রে লিখিয়াছেন "যে সকল হিন্দু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাঁহারাও জাতিভ্রষ্ট! কিন্তু এবার শেষ পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন "**যদি এরূপ হইল, তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন যে চিরকাল সমান ভাবে থাকিবে না, তাহা সপ্রমাণ হইতে আর কি অবশিষ্ট রহিল?" যদি অবশিষ্ট না রহিল, তবে হিন্দু-সন্তানগণ কেন পতিত হন? এই কি মূল বিষয়ের ঐক্য রাখা হইয়াছে?

ভাগলপুর
তারিখ ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

(১) [illegible] পাঠ করিয়াছিলাম, এবং [illegible] থাকিলে আরও [illegible]।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার

অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার বালকদিগের শিক্ষাগৃহ।

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাস্থ এই গৃহটী উঠাইয়া দেওয়াতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরাও এতৎসংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতাস্থ উক্ত শিক্ষাগৃহের উত্তম ফল হয় নাই। এতদিন পরীক্ষায় পরও যাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল দৃষ্ট হইল না, তাহা রাখিয়া অনর্থকরূপে অর্থের শ্রাদ্ধ করা কি বিবেচক লোকের কর্ত্তব্য? অন্য উপায় চেষ্টা দেখা উচিত। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব সুবিবেচনাই করিয়াছেন। তবে আমাদের বক্তব্য এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার সন্তানেরা যেখানে থাকিয়া শিক্ষা করুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাদের কোন প্রকার অসৎ সংসর্গ না ঘটে, আর তাহারা আলস্যে কালক্ষেপ না করে, ইহার ব্যবস্থানুসারে সচ্চরিত্র উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষক বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন অন্য সকল সময়ে ছায়ার ন্যায় তাহাদিগের অনুসরণ করিবেন। কালেক্টর সাহেবেরা আবার সেই সেই শিক্ষকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয়, কালেক্টর সাহেবেরা যত্নবান হন, আমরার উপর নির্ভর না হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে। নিজ নিজ পরিবারের নিকটে কালেক্টর সাহেবের এইরূপ তত্ত্বাবধানে থাকিলে এই একটী মহোপকার লাভ হইবে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনিসন্তানেরা শীঘ্র মদের মুখ দেখিতে পাইবে না। মফস্বলের অনেক স্থানে আজও হিন্দুয়ানী আছে। সেখানে হিন্দুয়ানী, সেই স্থানেই মদের প্রতি দ্বেষ। মদেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সর্ব্বদা এই কথাটী যেন স্মরণ থাকে।

[illegible] স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও
[illegible] কমিশনরদিগের কর্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আসিল। সম্মুখে বর্ষা [illegible]। এই সময়ে বঙ্গদেশের সমুদায় পল্লি-[illegible] আসিতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালে[illegible] ভীষণ আকারে দেখা দিবে। সর্ব্বত্র জ্বর বিকার [illegible] পীড়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া [illegible] ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। [illegible] প্রণালী বাহির হইবে। [illegible] বাঙ্গালা [illegible] [illegible], তাহাতে সময়কালে [illegible] ক্লেশকর টেক্স, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ, আবার [illegible] ম্যালেরিয়ার আগমনে বাঙ্গালীদিগের [illegible], বলহীন, ও ক্ষীণকলেবর করিয়া ফেলিয়াছে। [illegible] বাঙ্গালী দুর্ব্বল, [illegible] তাহাকে [illegible] তুলিতেছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ [illegible] লইয়া শিক্ষিত [illegible] কয়েক বৎসর ধরিয়া মহা আন্দোলন চলি-[illegible]। নানা লোকে ইহার নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি বিংশতি বৎসরের অধিক হইতে গেল এই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, [illegible] এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে জলে উদ্ভিদাদি পচিয়া তাহা হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, ঐ বাষ্পের সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং ঐ বাষ্প জল অথবা বায়ুর সহযোগে যতদূর বিস্তৃত হয়, ম্যালেরিয়া ততদূর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই রোগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ষার সহিত ইহার বিশেষ যোগ। মফস্বলে প্রত্যেক গ্রামে প্রায় সকলের বাটীতে, উদ্যানে ও পতিত ভূমিতে নানা প্রকার উদ্ভিদ আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল উদ্ভিদ কখনও কাহারও ব্যবহারে আইসে না। কেহ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে ছেদন অথবা উন্মূলন করে না, উহা সর্ব্বত্র জঙ্গলের ন্যায় হইয়া থাকে। বর্ষার সমাগমে ঐ সমুদয় উদ্ভিদ জলে পচিতে থাকে এবং তাহা হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাই বোধ হয় ম্যালেরিয়ার নিদান। এতদ্ভিন্ন মফস্বলের প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায় যে কুত্রাপি জলের [illegible] প্রণালী নাই। যাহা আছে সেগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও তাহাদের সহিত সকল স্থানের যোগ না থাকাতে বর্ষার জল কোন গ্রাম হইতে সম্পূর্ণরূপে নিকাশ না হওয়াতে স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সঞ্চিত জলে উদ্ভিদ ও অন্যান্য পদার্থ পচে। কখন কখন তাহা হইতে যে পূতিগন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐরূপ স্থানসমূহে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ জল থাকে; এবং যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয় তাবৎ কেহই এই জল নিকাশের কোন উপায় করে না। প্রায় সকলেই জানে যে এই পূতিগন্ধ ও এই দূষিত জল রোগের আকর, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এমনই ঔদাস্য যে তাহা নিবারণের জন্য কেহই মনোযোগ দেয় না।

[illegible] সর্ব্বস্থানব্যাপী ও পরস্পর [illegible] জল নিকাশের প্রণালী থাকা যে রোগ দূরীকরণের একটী প্রধান উপায় তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যেরূপ স্থান ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তখন পল্লীগ্রামের লোক পীড়ার ভয়ে কলিকাতায় আসিতে ভীত হইত। এক্ষণে জল নিকাশের প্রণালীর উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইয়া সে ভয় একবারে তিরোহিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া কলিকাতায় আর দেখা যায় না। এমন কি বোধ হয় সমুদয় বঙ্গদেশের মধ্যে এক্ষণে কলিকাতার মত স্বাস্থ্যকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে রোগে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বহুদিনের রোগী কলিকাতায় আসিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছে, দেখা যায়। ইংলণ্ডে যে যে গ্রাম ও নগর এইরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল, ডাক্তার ট্যানর বলেন যে তথায় রীতিমত জল নিকাশের প্রণালীর বন্দোবস্ত হওয়াতে সেই সকল নগর ও গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া একবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এক্ষণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উচিত যে তাঁহারা এই সময়ে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন। যাহাতে প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন গমনাগমনের জন্য রাস্তার প্রয়োজন, যেমন চৌর্য্যাদি ভয় নিবারণের ও শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন, প্রজাবর্গের যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় তৎপক্ষে উপায় অবলম্বন করাও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে মফস্বলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এতদ্বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী। যে কার্য্য সহজে হয়—যাহার ফল বিশেষ শুভময়, এমন কার্য্যে তাঁহাদের অমনোযোগ কেন বলা যায় না। টেক্সর টাকা আদায় করিতে তাঁহারা যেরূপ যত্নবান, এইরূপ যত্ন যদি তাঁহারা সকল বিষয়ে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারে[illegible] যাঁহারা মিউনিসিপাল কমিশনর হইয়াছেন, তাঁ[illegible] দিগের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রজাসাধারণের স্বা[illegible] ও স্বচ্ছন্দের ভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে[illegible] তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলুন [illegible] তাঁহারা কিরূপে সেই ভার বহন করিতেছেন। য[illegible] প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া সেই অর্থ তাঁহাদের উ[illegible] কারে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুশা[illegible] বলে না—তাহার নাম অত্যাচার।

জল নিকাশের প্রণালী প্রশস্ত, পরিষ্কার, ও স[illegible] চল রাখা যেমন আবশ্যক, প্রজাবর্গের জমির উ[illegible] যে সমস্ত স্বাস্থ্যের হানিকর জঙ্গল আছে, সেই জ[illegible] যাহাতে নিঃশেষিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও ত[illegible] আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই স[illegible] উদ্ভিদ পচিয়া তাহা হইতে যে অস্বাস্থ্যকর ব[illegible] উঠে, তাহার সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ স[illegible] আছে। যাহাতে সেই উদ্ভিদগুলি কাহারও ভূ[illegible] উপর না থাকে, তদ্বিষয়ে প্রজাদিগের মনোযো[illegible] আকর্ষণ করাও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ[illegible] কমিশনরদিগের উচিত। তদ্ভিন্ন যাহাতে গ্রা[illegible] মধ্যে কাহারও বাটী, উদ্যান, এবং পতিত ভূ[illegible] উপর জল না দাঁড়ায় তদ্বিষয়ে যত্ন করাও তাঁহা[illegible] কর্ত্তব্য। মিউনিসিপাল আইনে ইহার পরি[illegible] বিধান আছে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হ[illegible] কেন, তাহা আমরা কমিশনরদিগকে জিজ্ঞা[illegible] করি।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎ[illegible] জন্য গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকমত স্থানে স্থানে দা[illegible] চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তথায় আসি[illegible] রোগীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসকের সাহায্য ও [illegible] ধাদি প্রাপ্ত হয়। এই সকল চিকিৎসালয় গব[illegible] ণ্টের সাহায্যে, স্থানীয় চাঁদা ও কোন কোন স্থ[illegible] মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে চলে। ইহা যে বি[illegible] আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু য[illegible] গ্রাম হইতে রোগ উন্মূলিত হয়, তাহার উপায় [illegible] লম্বন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। দা[illegible] চিকিৎসালয়ে যে অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয় [illegible] তাহার চতুর্থাংশ ব্যয় করিলে গ্রামগুলি স্বাস্[illegible] হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কি [illegible] বাসী, কি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কি মিউনিসিপাল [illegible] শনর কেহই এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ ক[illegible] না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে আম[illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ে বিশেষ উ[illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এজন্য তিনি [illegible] সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে [illegible]

পুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে অনুরোধ তেছি যে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন বৃষ্টি হইলে, র এক দিন কোদালিয়া, চাঙ্গড়িপোতা, মাকি- প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের জল নির্গমের পথ স্বচক্ষে দেখিয়া যান। তাহা হইলেই তিনি নিতে পারিবেন, মফস্বলের গ্রাম গুলির জল নির্গম- মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ। পল্লীগ্রামের কে বর্ষাকালে যে কি কারণে পীড়িত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোমপ্রকাশের পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত ছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই মেন্টের অধীনস্থ একজন সিবিলিয়ান। ইনি তি উক্ত গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে সুরা- জিলার জজের পদে নিযুক্ত হইয়া তথাকার ভার গ্রহণ করিবার জন্য গমন করেন। টে উপস্থিত হইয়া তিনি অবগত হইলেন যে, মেন্ট তাঁহাকে সুরাটে বদলি করিবার আদেশের বর্ত্তন করিয়া তথায় ম্যাককারসন নামক অন্য- সিবিলিয়ানকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করি ছেন, এবং তাঁহাকে কারওয়ার নামক স্থানে ার জজের কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। লিপত্র একজন পত্রপ্রেরকের নিকট অবগত হইয়া- যে সত্যেন্দ্র বাবু এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে ন্তশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার তথ্য জানিবার উক্ত ম্যাককারসন সাহেবের নিকট তারে সং- পাঠান। তদুত্তরে ইহার সত্যতা অবগত হইয়া ন গবর্ণমেন্টে এই ভাবে টেলিগ্রাম করেন গবর্ণমেন্টের এই আদেশে তাঁহাকে সাতি- অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এ মিত্ত তিনি এই অসঙ্গত আদেশ পুনর্ব্বার বেচনা ও সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ রেন। তদুত্তরে গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারি হার নিকট এই বলিয়া সংবাদ দেন যে তাঁহার যে অসুবিধা হইতেছে তাহা অবগত হইয়া র্ণর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট ারণের সুবিধার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন হার পরিবর্ত্ত সঙ্গত বোধ করিতেছেন না।"

বোম্বাইয়ের উপকূলে সুরাট একটী প্রধান বন্দর। ায় বিস্তর লোকের বাস ও অনেক দেশীয় ও দেশীয় লোক বাণিজ্য কর্ম্ম করে। সুতরাং ানকার আদালতে নানাপ্রকার বিস্তর মক- া হয়। এজন্য সুরাটের জিলার জজকে বিস্তর কার্য্য রতে হয়। একজন জজে সমুদায় কর্ম্ম সমাধা রতে পারেন না। তথায় এক জন ইংরাজ সহ-কারী জজ আছেন। এই স্থলে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতে পারিলে জজের বিশেষ প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। এ নিমিত্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে সুরাটের জজের পদে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা অব-গত হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করি-য়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাকে কারওয়ারে বদলী করা হইল শুনিয়া আমরা সাতিশয় দুঃখিত হই-য়াছি। কারওয়ার অতি সামান্য জেলা, স্থানটিও জঘন্য। তথায় জজের কার্য্য অতি অল্প, এক জন জেলার জজ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। সেখানে কার্য্য করিয়া যশোলাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গলির পত্রপ্রেরক যে কথা বলেন, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট সত্যেন্দ্র বাবুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি ঐ গবর্ণমেন্টের অধীনে ষোল সতর বৎসর যশের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে এরূপে অবমানিত করিয়া বদলি করিবার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ এক জন খ্যাতনামা জজকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলী করিয়া সেখানে কার্য্য আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহাকে বিনাপরাধে নিকৃষ্টতর স্থানে প্রেরণ করা কখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেক্রেটারি যে সাধারণের সুবিধার কথা বলিয়াছেন সেই সুবি-ধাটী কি? আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি-লাম না।

তবে এই বোধ হয় এক জন এডিশনাল জজ আছেন, তিনি ইউরোপীয়। তিনি ইউরোপীয় হইয়া এ দেশীয় জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীনে কর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না। সত্যেন্দ্র বাবুকে স্থানা-ন্তরিত করিলে তাঁহার সুবিধা হয়। সেই সুবিধাকেই কি সাধারণের সুবিধা বলিয়া সেক্রেটারি উল্লেখ করিয়াছেন?

রেলওয়ের উন্নতি।

রাণাঘাট হইতে যশোহর পর্য্যন্ত যে নূতন রেল-ওয়ে হইবে, তাহার নির্ম্মাণের ভার জগৎ বিখ্যাত ধনশালী রথচাইল্ডদিগের হস্তে সমর্পিত হই য়াছে। এই কাজে গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে গবর্ণমেন্ট বিনা মূল্যে এই রেলওয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন যে পর্য্যন্ত না রাস্তা প্রস্তুত হয়, সে পর্য্যন্ত রথচাইল্ডেরা পথ নির্ম্মাণাদির নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় করিবেন, তাহার সুদ পাইবেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ বিস্তর রাস্তার আবশ্যকতা আছে। এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, এক মুখে বর্ণনা করা যায় না।

ইউরোপীয়দিগের হাতে এই সকল কার্য্য সমর্পিত থাকিলে ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ে, অ লাভ অল্প হয়। দেশীয় লোক সাহস করিয়া কাজে হস্তক্ষেপ করিলে অল্প ব্যয়ে সমস্ত ক সম্পন্ন হইতে পারে এবং অধিক লাভের সম্ভা থাকে। ত্রিশ বৎসর হইল ভারতবর্ষে প্রথম রে ওয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই দিন হইতে রেলও সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া আসিতেছে এবং ভা বাসীরা ইহার সমুদায় অবস্থা ভালরূপ জানি পারিয়াছেন। রাস্তা নির্ম্মাণের লেবলিং আদি ক যাহা সাহেব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সকল কর্ম্ম এখন দেশীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হই পারিবে। তবে অন্যান্য কঠিন বিষয়ে সু ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লওয়া আবশ্য আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ কাজ রথচাইল্ডে হস্তগত হইল কেন? বঙ্গালা দেশেও ত অ ধনকুবের আছেন, তাঁহাদের কি এ কাজে স জুলাইল না? কিন্তু, বাঙ্গালা দেশের ধনাঢ্য লোক ব্যয়কুণ্ঠ বা কই? শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে বিবাহে যজ্ঞোপবীতে যাঁহারা চক্ষু মুদিয়া অর্থ ব্যয় কর তাঁহারা ত কৃপণ নন। ফল কথা, এ সকল কা তাঁহাদের রুচি নাই; সুতরাং এ সকল কাজে তাঁ দের চমক হয় না। আমরা অনুরোধ করি, কত গুলি উদ্যোগী ধনী লোক এইবার এ প্রকার কা হস্তক্ষেপ করুন, তবে তাঁহাদের হইতে দেশের শ্রী হইবে।

আমাদের দেশে এখনও দুই তিনটী রেলও নিতান্ত আবশ্যক। একটী কলিকাতা হইতে উড়ি গাঞ্জাম ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত। অপরটী গোয়াল ঢাকা ও আসাম পর্য্যন্ত। এই দুইটী রাস্তার মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় নদী পড়িবে। সুত এক একটী রেলওয়েতে বোধ করি দুই কে টাকার কম খরচ হইবে না। যাহা হউক, তাহা ভয় পাইবার কারণ নাই। দেশীয় লোকেরা গ মেণ্টে ইহার প্রস্তাব করিয়া স্বচ্ছন্দে ঐ রেলওয়ে নি ণের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। অধিক হইবে, তাহাতে শঙ্কা কি? ঐ টাকা একক খরচ করিতে হইতেছে না। রাস্তা কতক নির্ম্মিত হইলে ক্রমে আয় হইতে থাকিবে, তখন উপস্বত্ব হইতে অবশিষ্ট রাস্তা সমাপ্ত ক চলিবে।

সম্প্রতি এখান হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এ রেলওয়ের নিতান্ত প্রয়োজন দেখা যায়। প্র বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী তীর্থদর্শনের জন্য শ্রীক্ষে

বার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য রুষিয়া রস্য উভয় রাজ্য হইতেই কমিশনর নিযুক্ত চছেন। এ দিকে পারস্য দূত গাচিনা নামক উপনীত হইয়া রুশরাজকে একখানি হীরক ত বাঁট দেওয়া তরবারি ও চারি লক্ষ রুবল র একটী অঙ্গুরীয়ক উপঢৌকন দিয়াছেন।

চীন দেশে চন্দ্র উপাসক একদল লোক আছে। রা বৎসরের মধ্যে তৃতীয় চন্দ্রোৎসব দিবসে ড়ের উপর উঠিয়া চন্দ্রের আরাধনা করে তি সমারোহে নৃত্য গীতাদি করিয়া ভোজ- করে।

অনেকে ঈগল পক্ষিকে বৃহদাকার পক্ষি য়া জানেন। কিন্তু ইহা যে কেমন দীর্ঘায়ু তাহার টী সংবাদ দিতেছি। লাপলাণ্ডে একটী ঈগল হয়। পক্ষিটী দীর্ঘে ৭ ফুট। ১৭৯২ অব্দে আণ্ডার- নামক এক ব্যক্তি এই পক্ষিকে ধৃত করিয়া মার ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ক্ষুদ্র একটী বাক্সের মধ্যে পুরিয়া উহার গলদেশে বাঁধিয়া ড়িয়া দেন। সম্প্রতি (১৮৮০) অব্দে এই পক্ষিটী দ্বারা হত হইয়াছে। যদি এইরূপে ট না হইত তাহা হইলে আরো দীর্ঘকাল বত থাকিত সন্দেহ নাই।

হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্সি প্রাসাদটী কলিকাতা মেন্ট হাউসের আদর্শে নির্ম্মিত এবং ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ্জের প্রাসাদের গৃহ সজ্জা লইয়া সুস- ত। এই ইন্দ্রপুরীতেও হাইদ্রাবাদের রেসিডে- র বাস করিয়া মন সন্তুষ্ট নয়।

লাহোরের কোন মুসলমান জমীদারের স্ত্রী বিষ রণ করাইয়া সমস্ত পরিবারকে শমনসদনে প্রেরণ রিবার আয়োজন করে। অগ্রে স্বামী রাক্ষসীর হস্ত তে পরিত্রাণ না পাইয়া পরলোক গমন করেন। ও সন্তানেরা ভাগ্যক্রমে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ ইয়াছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এই অন্তঃপুর সিনী ঐ মুসলমান কুলকামিনী অপর একটী প্রতি শী হিন্দু জমীদারের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়। এই মীদার যুবক প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া মুসলমান র্ম্ম অবলম্বন করে। উক্ত রমণী প্রণয়ের বিঘ্ন খিয়া বিবাহ উপস্থিত করিয়া ঐরূপ কার্য্য দ্বারা মস্ত বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পরিবার গকে বিষ পান করায়। কিন্তু সন্তানদিগকে কি ভিপ্রায়ে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করে তাহা ঝা সহজ নহে।

বেন নামক একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জাপা- নের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিয়া এই উল্লেখ করি- য়াছেন জাপান বাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করে বটে কন্তু কার্য্যে কপিলের শিষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। সাংখ্যকার যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকার করেন জাপান বাসিরাও বুদ্ধকে পুরুষ ও শিন্তো ধর্ম্মদেব তাকে প্রকৃতি বলিয়া পূজা করে। ইহার ইতি- বৃত্তে জাপানের কয়েকটী বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে খ্রীষ্টের জন্মের ৬৬০০ পূর্ব্বে জিম্মুতেন্নো নামে একজন বীর পুরুষ জাপান রাজ্য স্থাপন করেন ঐ রাজা ১২৭ বৎসর জীবিত থাকেন। ইহার উত্তরা- ধিকারিগণ শত বৎসরের নীচে পরলোক গমন করেন নাই। কেবল পঞ্চম শতাব্দী হইতে রাজ- গণের আয়ুঃক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এডিনবর্গ হইতে পোর্টবিলোর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় কলের দ্বারা ট্রামওয়ে শকট চালিত হইতেছে।

২৮ এ মে শনিবার উত্তর আমেরিকায় সূর্য্য- গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সুইডেন, নরোয়ে, এবং রুশিয়ার কতক অংশে গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

সিন্ধু পঞ্জাব ও দীল্লি রেলওয়ে অমৃতসর হইতে চারি মাইলের মধ্যে দিবা ৯ ঘটিকার সময় এক- খানি গাড়ির ধুর ভাঙ্গিয়া চারি জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্ম দিবস উপলক্ষে আমাদিগের রাজ প্রতিনিধি সিমলায় অতি সমারোহের সহিত একটী ভোজ দিয়াছেন। এই ভোজে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সেনাপতি ও কয়েকজন সিভি- লিয়ান ও সৈনিক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২৩ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বৃষ্টি ও শস্যের সংবাদে অবগত হওয়া গেল দাক্ষিণ মহারাষ্ট্র,মান্দ্রাজ,মহীসুরে,কুচবেহার,আসাম,ও এই- দেশের কোন কোন স্থানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল,অযোধ্যা,রাজ- পুতানা ও পঞ্জাবের কতক অংশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে সামান্যরূপ। মধ্য ভারতবর্ষে, বেরার, ও বোম্বাইয়ের উত্তর ও মধ্য বিভাগে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। গো পীড়া ও বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমে হ্রাস হইতেছে এবং সাধারণতঃ স্বাস্থ্য সন্তোষকর। কৃষি ও শস্যের অবস্থা উত্তম।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের ভারতবর্ষের উপর আন্তরিক স্নেহ আছে। ইনি ভারতবাসিদিগের পছন্দ কয়েকটী উপঢৌকন ইয়কসায়ারের প্রদর্শনী সভায় প্রেরণ করিয়াছেন।

২৩ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার শিবপুর [illegible] র- জের কারখানায় এক জন [illegible] কলে কাষ্ঠ [illegible] হওয়ায় পড়িয়া [illegible] বিদীর্ণ হইয়াছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপ্রতি[illegible] শীঘ্র আপন কার্য্য হইতে অবসর গ্র[illegible] পরিত্যাগ করিবেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া যে কেবল ভারতভূমী পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা নহে, কাবুল যুদ্ধ হইবার পর ম্যাগের অনাদর কারণ। লর্ড ডফরিন রাজ প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা। লর্ড রিপন যদি চোখ কাণ বুজা- ইয়া নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের অনেক মঙ্গল সাধিত হইত।

জিগারো নামক এক জন ফরাসী ডাক্তার গাত্রে বেদনা নিবারণের একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করি- য়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির গাত্রে একটী জামা পরাইয়া দেওয়া হয়। উহাতে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া জিগারো সাহেব রোগীর গাত্র বেদনা দমন করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসা প্রণালী নূতন নহে। প্রায় ছই বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ কলিকাতার অন্তঃপাতী মুরাপুরে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া [illegible] প্রয়োগে রোগীদিগকে রোগ নির্ম্মুক্ত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি [illegible] একটী বাক্স প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রোগীকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রোগের প্রতিকার করিতেছেন।

অমৃতসরের নিকটে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। ইহাতে ১৯ জন হত ১৮ জন আহত ও অবশিষ্ট ১০ জন সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোলাপুরে পঙ্গপালের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা তিন মাইল বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্ব অংশ হইতে আসিতে কিন্তু এক্ষণে শস্যাদির অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন মানস করিয়াছেন। এই কালেজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে [illegible] টাকা ব্যয় পড়িবে। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব এই বিদ্যালয়ের ও চিকিৎসালয়ের অধ্য- ক্ষতা করিবেন। ছাত্রদিগকে প্রবেশকালে একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া থাকিতে হইবে।

বৃটিশ কলম্বিয়ার কানাডা রেলওয়ের [illegible] জন চীন কর্ম্মচারীর [illegible] হইয়াছে। [illegible] একজন চীন দেশী[illegible] [illegible] এক দিবস দুই প্রহরের উপ[illegible] [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] এমন [illegible] সম্বরণ করিল। [illegible] আক্রমণ [illegible] [illegible] বিনষ্ট হইতেছে।

[illegible]

২০০০ টাকা কলিকাতাবাসী এক স্ত্রীলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ য়টী ১০০০ টাকা সাহারাণপুরের এক জন সাহেব। ৩ য়টী বহরমপুরের এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা। ৪ র্থটী রেঙ্গুনে কোন ব্যক্তি পাইয়াছেন।

ফরাসীদিগের সহিত ইটালীয়দিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া পায়োনিয়র অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পায়োনিয়ার বলেন, যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত ইটালিয়দিগের যুদ্ধ বাধে তদ্বিষয়ে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া বিশেষ উদ্যোগ করিবেন। ইউরোপের দক্ষিণাংশের এই দুই প্রধান লাটীন জাতি মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে জর্ম্মনি স্বচ্ছন্দে ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারিবে। তুরস্ক ত খণ্ড খণ্ড হইতে চলিল, এই অবসরে অষ্ট্রীয়া ইজিয়ান সমুদ্রতীরে সালোনিকার নিকটে সমুদ্র গমনের একটু পথ চাহিবেন এবং জর্ম্মণিও অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য করিবেন। ফ্রান্সের সহিত ইটালির যে যুদ্ধ হইবে না তাহা অসম্ভব। উভয় জাতির বিস্তর সৈনা আছে, উভয় জাতিই সেনাবল পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী; এতদ্ভিন্ন ইটালি নব রণভেরীর বলে দর্পিত হইয়াছেন। গ্যারিবলডির রণ-চীৎকার ইটালির চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। হয় ত ইটালী প্রথম ও তৃতীয় নেপোলিয়নের কীর্ত্তি পুনস্থাপ দেখিতে পাইবেন।

আইরিশ গোলযোগে লিপ্ত থাকাতে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভায় মেম্বর ডিলন সাহেব ধৃত হওয়াতে তাঁহার সহযোগী আইরিস মেম্বরেরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ও ল্যাণ্ডবিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সম্প্রতি খোকার পুনর্ব্বার গোলযোগ করিবার উপক্রম করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহাদের একজন দলপতিকে ধৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অশ্বারোহী সৈনিক দলে ছিল।

আয়র্লণ্ডের গোলযোগের জন্য এ বৎসর ১০২০০০ আইরিষ প্রজা আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে দেশ বিদেশে গমন করিয়া বসবাস করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের একজন পত্রপ্রেরক কুকুর শৃগালাদি দংশনজনিত ক্ষিপ্ততার একটী ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। যথা—

চাউল দুইতোলা, নারিকেলের শস্য একতোলা মশিনা দুই তোলা, ও চিনি এক তোলা চূর্ণ করিয়া এক তোলা ধুতুরার রস তাহাতে মাখিলে যদি নিতান্ত গাঢ় হয় তাহা হইলে তাহাকে তরল করিবার জন্য নারিকেলের জল দিবে। কুক্কুরাদি দংশনের পাঁচ ছয় দিন পরে ইহা সেবন করিলে ক্ষিপ্ততা হয় না।

হড্‌সন সাহেব এক্ষণে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর হইয়া কার্য্য করিবেন। ইনি ব্যবস্থাপক সভারও কার্য্য করিবেন। অপর সভ্য স্যার মাইকেল সাহেব এক্ষণে বিদ্রোহ দমন কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ভিজিগাপত্তনে গিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে এক্ষণে ৬৮,৭৫০,৪৫৩ লোকের বাস, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৩৫,৯৫৪,৮৭৪, বেহারের লোক সংখ্যা ২২,৬৯৭,২১২, উড়িষ্যার লোক সংখ্যা ৫,১৮৭,০৬৬, এবং ছোট নাগপুরের লোক সংখ্যা ৪,৭১৪,২৯১।

বেহারের শিল্প বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। দুর্ব্ব্যবহার এবং অনুপযোগিতা নিবন্ধন ঐ বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। পাটনা নগরবাসী সায়দ লুৎফ আলি খাঁ তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র এবং স্থানীয় কমিশনর সাহেব তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

পাওনিয়র অবগত হইয়াছেন যে টর্কোমানেরা হিরাট উপত্যকা লুঠ করিতেছে।

রুসিয়ার ভাব গতিক দেখিয়া জাপানের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছেন। জাপানের উপকূলে নাগাসকী নামে একটী বন্দর আছে। কিয়ৎকাল হইল নাগাসখীর নিকট ইনাসা নামক দ্বীপে রুসিয়েরা বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট সামান্য আবাস গৃহ ও গুদামঘর নির্ম্মানার্থে স্থানের প্রার্থনা করেন। সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্থায়ী গৃহ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা গুদামঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। জাপানরাজ তাহাতে বিরক্ত ও শঙ্কান্বিত হইয়া রুশিয়দিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন, ইহাতে রুশিয়েরা অসম্মত হইয়াছে। শুনা যায় সামান্য অর্থ ব্যয় ও গৃহ-নির্ম্মাণ কৌশল প্রয়োগ করিলে এই স্থানটী প্রবলতর হইয়া জাপান রাজ্যের অনেক অনিষ্ট করিতে পারিবে। জোর যার মুলুক তার!

নেটালে একটী চমৎকার ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন সৈন্য অতিশয় মদ্যপান করিয়া অচৈতন্য হওয়াতে তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার মৃত দেহ পরীক্ষার্থ করোনারদিগের নিকট প্রেরিত হয়। করোনারেরা তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া " অতিশয় মদ্যপানে মৃত্যু হইয়াছে " এইরূপ মত প্রকাশ করেন। অবশেষে তাহার সহচরেরা তাহাকে মৃতের সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গোর দিতে লইয়া যায়। পথিমধ্যে সিন্দুকের ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ শুনিয়া শববাহকেরা সিন্দুক খুলিয়া দেখে সে জীবিত রহিয়াছে।

ইস্তানক নামে এক জন রুশীয় সৈনিককে ১৮৭৩ অব্দে মধ্য আসিয়া নিবাসী টেকেরা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য রুশীয়েরা বিশেষ মনোযোগ করে নাই। ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন যে ইস্তানককে একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া একটী সামান্য গৃহের দ্বারের সম্মুখে একটী খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। কি রাত্রি কি দিন, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ে সকল কালে তাহাকে অনাবৃত পড়িয়া থাকিতে হয়। একদা এক জন টর্কোমান তামাসা দেখিবার জন্য তাহার গাত্রে এক খানি জলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরে। এই হতভাগ্যের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা পক্ষি ভক্ষণ করে। এই মৎস্য সুইজারলণ্ড জর্ম্মণি ও ইউরোপের কোন কোন হ্রদে দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী মৎস্য এক মণ ওজনে হয়। হংসাদি জলচর পক্ষিসকল উক্ত মৎস্যদিগের এক প্রকার আহারীয় বস্তু।

মৃত বিকন্স্‌ফিল্ডের অর্দ্ধ মূর্ত্তি ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞা ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইলে রয়াল আকাডেমির প্রদর্শনী সভাতে স্থাপিত হইবে।

রেজেষ্টারি পত্র ও বিলাতে পত্রাদি পাঠাইবার সুবিধা করিবার জন্য ।১০ আনার টিকিট মুদ্রিত খাম প্রস্তুত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ১৪৬৫ খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। কেবল লণ্ডনেই ৩৭৮। অন্যান্য নগরে ১০৮৭ খানি; ওয়েলসে ৬৮; স্কটলণ্ডে ১৮১, আয়র্লণ্ডে ১৪৪, ব্রিটন দ্বীপে ও অন্যান্য দ্বীপে ২০১১৮৬ খানি সংবাদপত্রের মধ্যে ১২৩ খানি দৈনিক ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। ওয়েলসে ৪ খানি; স্কটলণ্ডে ২১ খানি; আয়র্লণ্ডে ১৮ এবং চ্যানেল দ্বীপে ২ খানি প্রতিদিন প্রচারিত হয়।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডা নামক স্থানে আমাদিগের এক জন গ্রাহক একটী পল্লীতে এক আশ্চর্য্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুইটী শিশুর বক্ষঃস্থল ও উদর একত্র সংলগ্ন, কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, দুইটী মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদ এবং পুরুষ চিহ্ন দুইটী আছে। বোধ হয় বিধাতা যমজ সন্তান সৃজন করিতেছিলেন, একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে।

গত বর্ষে কেবল এক টেলিগ্রাফ বিভাগে ৪২৬৪৪৬ টাকা আয় এবং ২৮০৯৯৯২ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নেপালরাজের মৃত্যুতে যে বালক একণে
লের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, তিনি
বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র।

পার্লিয়ামেন্টের লার্ড বাটীতে যখন কাবুল
র সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় তৎকালে
ৰ্ণ লীটন সেনাপতি সার ফ্রেডরিক হেইন্সকে
দী বন্ধু ও সহযোগী বলিয়া অভিবাদন করেন
ভারতবর্ষস্থ সৈন্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগও
ৎকালে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা
ন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যৎকালে
াপতি হেইন্স তাঁহার সহযোগী ছিলেন, তৎ-
ল লীটন তাঁহার এই সকল গুণ দেখিতে পান
, এবং তাঁহার অকারণ তিরস্কার করিয়া-
লেন।

পার্লিয়ামেন্ট-মহাসভায় ইয়াকুব খাঁর সম্বন্ধে
ক।বতর্ক চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার বিষয়ে
ক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের
কের মনে এই বিশ্বাস যে ইয়াকুব খাঁ মেজর
ভ্যাগনারির হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।
র এই বিষয় আলোচিত হইলে কাবুল যুদ্ধে
দেশের অর্থের শ্রাদ্ধ হইত না।

সম্প্রতি বালীর পুলের নিকট হাঙ্গরের মত একটী
য়া ধরা পড়িয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ হাত
প্রস্থ প্রায় আড়াই হাত। হাঙ্গরের অপেক্ষা
র মুখ দীর্ঘ এবং তাহার দন্ত করাতের
।

ডিলজলার লোকদিগের গোরস্থানের বড় অসু-
হইয়াছে। এক্ষণে যে গোরস্তান আছে
াতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার আর স্থান
। এজন্য ঐ স্থানবাসীরা তাহাদের মিউনি-
ালিটী সংক্রান্ত চেয়ারমান ট্রিভেলিয়ান সাহেবের
ট আবেদন করে কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে মনো-
গ দেন নাই।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২১ এ মে সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েন্ট
জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, বি, টেলর ২ য় আদেশ
ন্ত কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগে গোপালগঞ্জের ভার প্রাপ্ত
লেন।

১০ ই তারিখের হুকুম অনুসারে মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
ডপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন পুরীতে বদলী হইবেন
এবং খুরদার ভার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা
রহিত হইয়াছে।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কমল-
নাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য খুরদার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৩ এ মে। বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার
জে, সি, ভীসি, ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ মে। সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের ভার প্রাপ্ত
প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ই হার্লি
১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে সাধারণের ব্যবহারার্থ ভূমী
সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াখালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে
সাধারণের ব্যবহার জন্য ভূমিসংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা
প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
গোপীমোহন [illegible] ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে সাধার-
ণের ব্যবহারের জন্য ভূমিসংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত
হইলেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার সহকারী কমিশনর ও কটকের করদ
মহলের সহকারী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু [illegible] ঘোষ করদ
মহলের ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩১ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
জগমোহন রায় ২১ এ তারিখে আপন কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে
তাঁহার অবকাশের অতিরিক্ত সময় রহিত করা হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ মে। পাটনার মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ২ য়
আদেশ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগের ছোট আদালতের জজ ও সব-
ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার কমিশনরের সহকারী ও কটকের
করদ মহলের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহকারী ফৌজদারী
আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করণার্থ প্রথম
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং উক্ত ফৌজদারী
আইনের ৩৬ ও ২৬৬ ধারা অনুসারে করদ মহলের অপরাধির
বিচার করিবেন। আরও মহল সকলের [illegible]
কার্য্য করিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এল, এ বি, এল ময়মনসিংহে মুন্সে-
ফের কার্য্য করিবেন এবং ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত [illegible]
কোনায় থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ।

অদ্যাপিও এক দিবসের জন্য সুন্দররূপ বারি
বর্ষণ না হওয়াতে এই পবিত্র স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া
উঠিয়াছে। বেলা ৪ দণ্ডের পর গৃহের বাহির হওয়া
কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নকালে গৃহের বাহির
হইয়া দেখিলে বোধ হয় যেন দিগ্দাহ হইয়া চতু-
র্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য
এককালে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া
মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির দগ্ধপ্রাণ আরও দগ্ধ করি
ছেন! পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, মহৎ যদি
রুষ্ট হন, তাঁহার ক্রোধবেগ সহ্য করা তত কষ্ট
হয় না, কিন্তু মহত্তের বলে বলীয়ান্ নীচের প্রকো
কখন সহ্য করা যাইতে পারে না! তাহা প্রাণা
কর হইয়া থাকে। এ কথার অর্থ এক্ষণে সুন্দররূ
হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। মহৎস্বরূপ সহস্রদেবাধি
দিবাকরের প্রচণ্ড কিরণাবলী বরং কথঞ্চিৎ স
করা যাইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকরোত্তপ্ত নীচ বা
কারাশির উষ্ণতা আর সহ্য করা যায় না। মৃ
কায় পাদক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন পদ দগ্ধ হই
গেল। পদ দগ্ধ হউক তাহাতে কোন ক্ষোভ না
কেন না যাহাদের হৃদয় দিবানিশি চিন্তানলে অ
হেছে, বাহিরে [illegible] উত্তাপে তাহাদের
[illegible] অন্নকষ্টে [illegible]
করিয়াছে, তাহাদের [illegible]
কি হইয়া থাকে? তবে ক্ষোভের বিষয় এই, এ
সময়ে দরিদ্রের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করি
কি কেহ নাই? [illegible] পর্য্যন্ত সকলে
দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পারিলে
পৌরুষ বোধ করিয়া থাকেন। [illegible]
তাঁহার হৃদয়ও কি [illegible] মনুষ্য-হৃদ
ন্যায়? দরিদ্রের সামান্য মুখ দেখিলেও কি তাঁহা
চক্ষু টাটাইয়া থাকে? ঐ যে [illegible]
কায় দাস দাসী পরিবৃত্ত পুরুষরত্নকে দাসগণ [illegible]
করিতেছে, কৈ তথ্য তাঁহার কি করিতেছে
তাঁহার গৃহের নিকটে যাইবারও ত সূর্য্যের ক্ষম
নাই। তত ক্ষমতা কি অভাগা দরিদ্রের কুটীর
উপর!! যাহা হউক, একথা লিখিয়া আর কি ফল
দয় হইবে? যিনি ধনী, যিনি মহৎ, তিনি হ
একথা প্রলাপ বিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করিবে
তাই একথা এই স্থানেই শেষ করিতে হইল।
ভাবে এক্ষণে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। শীঘ্র
না হইলে আর রক্ষা নাই! কত সহস্র মানুষ প
হইয়া যাইবে! কয়েক দিবস গত হইল, এই ব
রের মধ্যে এক দিন রাত্রে অত্যন্ত ঘোর ঘন
হইয়াছিল। শয্যাপার্শ্বস্থিতা ক্রুদ্ধা চঞ্চলা রম
ন্যায় বিজলী মেঘের কোলে থাকিয়া চঞ্চলভাবে
ঘন পতির প্রতি রোষ-কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপা
করিয়াছিলেন; মেঘও মহাগর্জ্জন করিয়া উ
ছিল; কিন্তু সে দৃষ্টি, সে মহাগর্জ্জন বা আড়
যামিনীতে দম্পতীকলহের ন্যায় দেখিতে দেখি
শেষ হইয়া বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত
গিয়াছে!---ন্যায় পবন মধ্যস্থ হইয়া [illegible]
কলহ মিটাইয়া দিয়াছেন! কলহ সময়ে বি
মেঘ স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় অনা অভিমানিনী র

...পবিত্র মৌখিক প্রণয় দেখাইবার ছলে ... বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন সত্য; ...সে সামান্য অশ্রুপাতে বিয়োগ-বিধুরা উত্তপ্ত ... হৃদয় সুশীতল হইবে কেন? বরং ...-সোহাগ-সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় আরও দ্বিগুণ ... উঠিয়াছে! ভগবান্ সুপ্রসন্ন না হইলে ...র প্রাণ যায়!

এই নিদারুণ গ্রীষ্ম সময়ে অগ্নিও বাদে লাগি... না লাগিবেন কেন, মনুষ্যের যখন কপাল ...তে আরম্ভ হয়, তখন বিপদ একটী পথ ছিদ্র ... অলক্ষ্যভাবে আসিয়া শেষে বহুতর নূতন নূতন ...কে আনয়ন করিয়া থাকে! প্রায় দুই মাসের ... কত পল্লী যে অগ্নিসাৎ হইয়া গেল তাহার ঠিক ...। পীরপৈঁতির ... আন্দাজ গৃহ ...য়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ...লোকেরাও নাকি আবার অনেক স্থানে গৃহে ... দিয়া থাকে। সে দিন পীরপৈঁতির একজন ...দ হইয়া এখানকার বিচারালয়ে এই ...ধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারক, উপ-... প্রমাণাভাবে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

আবার শীতলাও দেখা দিয়াছেন! সুলতানগঞ্জ ...তার নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত বসন্ত হইতেছে। ...উঠাও চুপ করিয়া নাই। তিনি মফস্বলের ... স্থানকে বেছম্বর করিয়া এখন সহরের কোণে ...য়া উঁকি মারিতেছেন! তবে সুখের বিষয় ... প্রাদুর্ভাব আজিও হয় নাই। বোধ হয় শেষ ...র জন্যই আছে।

এখানকার কালেক্টরিতে অধিকাংশ সময় ... টাকা না পাওয়ায় মহাজনদিগের অত্যন্ত ... হইতেছে। কত কষ্ট করিয়া শতকরা।৵০ ... দিয়া তবে বাজারে নোট ভাঙ্গাইতে ...; নোটে যে লিখিত আছে "I promise to ... the bearer on demand the sum of Rs—" ... এ প্রতিজ্ঞা কে পালন করিবেন? ... অকারণ প্রজাদিগের শতকরা।৵০।।০ আনা ... করিতে হয়? আশা করি, অতঃপর গবর্ণ-... দয়া করিয়া যেন প্রজাদিগের অকারণ ক্ষতির ... দৃষ্টিপাত করেন।

... বাজার দর উত্তম।

শান্তিপুর।

...মণ্ডলের এক চেটিয়া ইজারদার ত্রৈলো-...থ বন্দ্যোপাধ্যায় দি এখানে কয়েকটা মদের ... ভাঁটী খুলিয়া মাতালদিগের সর্ব্বনাশ করিতে ...য়াছে। তিন পোয়া মদের মূল্য আট আনা ...২ টাকায় ছয় পোয়া মদ বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু কালনা ও সাতগেছে গ্রামে টাকায় চারি বোতল মদ পাওয়া যায়। যদিও এখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে মদ বিক্রয় হইতেছে, তথাপি প্রতিদিন ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন কখন হ্রাস দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে মদের বাজার গবর্ণমেণ্ট হাতে রাখিয়া গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন, এজন্য বিস্তর মদ্যপায়ীকে মদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে খোলা ভাটীর কল্যাণে ইতরজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা আবার মদ ধরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুলে, বেহারা ও বুনো প্রভৃতি শ্রমজীবী লোকে মদ ছাড়িয়া দিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, এক্ষণে শৌণ্ডিকেরা তৎসমস্ত মদের বিনিময়ে শোষণ করিয়া লইতেছে। এই ত গেল শ্রমজীবী লোকের কথা, কিন্তু ভদ্র মদ্যপায়ীর কথা স্বতন্ত্র। সত্যের অনুরোধে ও ভদ্রলোক মাতালের হিতকামনায় এই কথা কহিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ কাল ভদ্র-মাতালের জ্বালায় ও অত্যাচারে লোক এমনি উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, মদের খোলা ভাঁটী উঠিয়া না যাইলে কিছুতেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। সে দিন একটী যুবা মদ্যপান করিয়া ভাগীরথী গর্ভে সন্তরণ করিতেছিল, নেশার ঝোঁকে অকস্মাৎ হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি তাহার মৃত দেহ পাওয়া গেল না। ইহাকেই না বলে মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী ফল?

আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে, জনৈক নিকারি পুত্র এখানকার পুলিসের হাজত-ঘরে অকস্মাৎ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ঘটনার সময় হাজতঘরে প্রহরী ছিল, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি অপরাধে তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করেন। সম্প্রতি ডেপুটী বাবুর বিচারে উক্ত অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে প্রস্তাবিত প্রহরী গোপাল সেখের তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত শ্রীমন্দির বাসের আদেশ হইয়াছে। ইহাকেই না বলে "উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে?"

এখানকার ভাগীরথীর স্নানের ঘাটে গরুর গাড়ী ও সাল কাষ্ঠের এমনি আমদানী রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের বিস্তর কষ্ট ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে উহার প্রতিকারার্থ আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গরুর গাড়ীর তলে পড়িয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ঐ স্ত্রীলোক... মিউনিসিপাল হেড্ কনষ্টেবল সীতানাথ চট্টোপাধ্যা...য়ের জননী।

কয়েক দিন হইল, অত্রস্থ বড় বাজারের ... দোপাটীর ঘরের চাবী ভাঙ্গিয়া চোর যথা সর্ব্ব... লইয়া গিয়াছে। পুলিস ঐ চুরির অনুসন্ধান পাই... চোরকে ধৃত করিয়াছে।

রাণাঘাট।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু খুদীরাম পোদ্দার এখা...কার নূতন সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়া... ইনি পূর্ব্বে রাণাঘাট সব ডিবিজানের কান... ছিলেন। ইহাঁর কার্য্য প্রণালী ভবিষ্যতের গ... নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা এক তারিখের সোমপ্রক... রাণাঘাট সব ডিবিজানের পুলিসের সংস্কারের ক...বার প্রস্তাব করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়া...লাম। আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়াই হ... অথবা তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হউক এ... ডিবিজানের পুলিসের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছে... রাণাঘাট থানার সব ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র... মুখোপাধ্যায়কে মেহেরপুর সব ডিবিজানের অ... করিমপুর থানায় বদলি করা হইয়াছে এবং তাঁ... পদে পরাণচন্দ্র সরকার সব ইন্‌স্পেক্টার হইয়া আ...য়াছেন। ইনি স্বীয় কার্য্যে কতদূর যোগ্য, আ... এ পর্যন্ত তাহার পরিচয় পাই নাই। পরাণ ... রাধাবল্লভতলার লালগোপাল পালের কাপ... দোকানের সেই চুরির কিনারা করিয়া সর্ব্বসাধার... নিকট বাহবা লন, ইহাই আমাদিগের আন্ত... ইচ্ছা।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর মা বাপ ... বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব ... শঙ্খ পাড়ার গলির বর্ত্তমান অবস্থাই আমাদি... কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই র... দিয়া বহুসংখ্যক লোকে গমনাগমন করিয়া থা... বিশেষতঃ নিকটস্থ মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণী... যাইতে হইলে এই রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। অ... ভদ্রলোকের পরিবারগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান ... ও ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া থাকে। ... বর্ষাকালে শঙ্খপাড়ার কর্দ্দম বিশিষ্ট এই পথ ... যাইতে হইলে সর্ব্বসাধারণের যে কি পর্য্যন্ত ... হয় তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হ...য়।

এই রাস্তার ধারে মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণীর ...

...ানের মধ্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য, ...সংহিতা বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী ... সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ...র ৮ খণ্ড ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক ...ল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। ...ণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম...শ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...রও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

...প্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধনীক একটী স্বর্ণের মাদুলি ...বা ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত ...দিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা ...লা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা ... নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

———:০:———

...সিনি এক দিবসে অন্নজলপানে জীবাত্মার প্রতি- ...দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে ...ক হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ...ন, তিনি আমাকে পোষ্টেড পত্রদ্বারা জানাইলে ...র বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

...ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য ...মদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলি-...তার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার-...ক, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক ...কে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক ...কে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ ...রিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া ...াইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত ...লে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া ... পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ...বিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ ...ন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে ...রি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

ত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া	১০
" " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী—বেড়বরজপুর	৫॥
" " বঙ্কিমচন্দ্র বসু—দেহড়দা	৭
" " কান্তিচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ—সোণাবেড়ে	৭
" " কৃষ্ণকিশোর রায়—শলুয়া দমদমা	৭
" " চন্দ্রশেখর সাম্ন্যাল—কুলবাড়িয়া	৭
" " হৃদয়চন্দ্র দাস	৭
" " মহেন্দ্রনাথ হালদার—মেদিনীপুর	৭
" " আনন্দমোহন দাস—কসবা	৫
" " বিহারিলাল মিত্র—মধ্যমপুর	৭
" " প্যারিমোহন চাকি—সুবর্ণখালী	৭
" " শ্রীমন্তলাল চট্টোপাধ্যায়—বগুড়া	৭

শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বারভাঙ্গাগ্রাম
" " রামদয়াল নন্দী—চট্টগ্রাম
" " কৃষ্ণকুমার দত্ত—হাজিগঞ্জ
" " সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর
" " শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি
সাঁখিলাল শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহদেব বাহাদুর
কাশীপুর
সি, পি, কাসপার্স—রাণীগঞ্জ
বামুনা রিডিংক্লবের সেক্রেটরি—বর্দ্ধমান
ফয়জেন্নেচ্ছা চৌধুরাণী—লাকসমি

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অষ্ট আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ... আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদা... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৩১ সংখ্যা।

ত্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৩ ই জুন। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

...আম সহিত একটি ক বেল মূল্য ২০ টাকা।

...

...ক, বানাস,বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় ... যন্ত্রের সহিত গৃহীত ...

... মধ্যে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই ... করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করি... এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ... ছেন।

... নং ৩।১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

আমাদের জীবিকার্থে কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য।

আজ কাল অনেকের মুখে এই ধুয়া হইয়াছে—... চাকরীর চেষ্টায় কাজ নাই সকলে এক... স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন কর।" চাকরীর প্রতি ... এক কথা বলিবার অনেক কারণ আছে। ... দশ বৎসর ছোট ছোট করে ... এই সুপারিস ... টাকার চাকরী ... একটী কাজ পাইলেন ... তাহার স্বাধীনতার ... এই সকল দেখিয়া চাকরীতে সকলের ... এই সকলে ... আমাদের ... আশা সকলে পরিত্যাগ কর। ... উপাসনা করিলে ... সময়ে সহজ ... সম্পর্কে আমাদের ... কোন কোন ... সংশোধন করা চাই। ... জিজ্ঞাসা করিবেন ... কি দোষ সংশো... ছোট হউক ... আমরা এক ... স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করি... হইবে না। ... সকলকে ... সম্মান ... চাই—স্বাধীন-ব্যবসা... অধিক

সম্মান করা চাই। আমি ভদ্র সন্তান, একটা মুদি খানার দোকান করিয়াছি, তৈল লবণ বিক্রয় করি—তোমার বাটীতে গেলে তুমি বলিবে—"দোকানীটে আসিয়াছে ঐ খানে বসুক।" হয়ত তোমার চেয়ে আমি পণ্ডিত, সচ্চরিত্র; এক দোকানের দোষে তুমি আমার আদর করিলে না। আমি ভদ্র সন্তান, দোকানের দায়ে যদি সকলের নিকট উপেক্ষিত হই, তবে সে পাপ-দোকান রাখিতে কি আর ইচ্ছা করে? কাজেই,কাল দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিব, দোকান তুলিয়া দিব। তখন অনাহারে এর দুয়ার ওর দুয়ার ফিরিব,প্রকারান্তরে ভিক্ষা করিব, আত্মীয় জনের গলগ্রহ হইব—তাতে তোমরা আমার আদর করিবে, কিন্তু দোকান করিয়াছিলাম সেই কলঙ্কে সমাজে মুখ দেখানো দায় হইয়াছিল। পাঠক দেখুন ইহাতে লোকে কিরূপে স্বাধীন বৃত্তির চেষ্টা করিবে? আমরা একথা বলি না যে, পদমর্য্যাদা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া চাই,—উচ্চ নীচ পদানুসারে লোকের উপযুক্ত সম্মান করুন, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিদের বিশেষ একটু সম্মান করুন নতুবা সামাজিক উন্নতির আশা নাই। এখানে আমরা পাঠকদিগকে একটী কৌতুকবহ গল্প উপহার দিতেছি—

আমাদের একজন কৃতবিদ্য যুবা কোন পদস্থ সাহেবের নিকট কর্ম্মের উমেদারীতে গিয়াছিলেন। তিনি বড় দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু দশ জনের কৃপায় কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। সাহেবকে নিজের দুঃখের কথা সব জানাইলে, সাহেব বলিলেন—"ভাল, সম্প্রতি আমার কাছে তুমি দপ্তরীর কাজ কর, দুই মাস পরে তোমাকে এক শত টাকা বেতনের চাকরী করিয়া দিব।" যুবা বলিলেন—না সাহেব, দপ্তরীর কাজ করিতে আমার লজ্জা করিবে, আমি তাহা পারিব না।" সাহেব কিঞ্চিৎ কাল পরে দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—তাই তো, তবে কি করি! এখন আমার কাছে কর্ম্ম খালি নাই। ভাল তুমি কষ্টে পড়িয়াছ এই পঁচিশ টাকা তোমাকে দিতেছি; তুমি লও তবু অনেক উপকারে লাগিবে।" যুবা আহ্লাদে সেই টাকা লইতে গেলেন। সাহেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! দপ্তরীগিরি করিতে তোমার লজ্জা হইল, ভিক্ষা লইতে লজ্জা হইল না?" বাস্তবিক, লোকের অবস্থা এখনই এইরূপ হইয়াছে।

এখন পাঠক দেখুন, এ রোগের ঔষধ কি? আমরা উপরে যাহা বলিলাম—স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগেরও উপযুক্ত সম্মান করা চাই, তাহাই কি এই লজ্জা নিবারণের উপায় নয়? বরং আমরা সে সকল ব্যক্তিকে উৎসাহ দিব, অধিক সম্মান করিব; তবে তাঁহারা ছোট ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। মানুষের অবস্থার সঙ্গে সমাজের অবস্থাও অনেক ফিরিয়া আসে, কিন্তু তাহাতে লোকের সহানুভূতি চাই। এখন কলিকাতা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভদ্র সন্তানদের জুতার দোকান, মদের দোকান, দর্জির দোকান দেখা যায়। এ সাইন বোর্ডে দেখ লিখিত আছে—"চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং সুমেকারস্।" ও সাইন বোর্ডে লিখিত আছে—"মজুমদার এণ্ড কোং টেলরস্।" আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি এই সকল ভদ্রসন্তান জুতার, মদের, দর্জির দোকান করিতেন, তবে গ্রামের ভিতর তাঁদের বাস করা ভার হইত। ধোবা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ করা হইত; কেহ তাঁদের জল গ্রহণ করিত না।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, সে এক ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে। মড়া সে জাতির মড়া ছুইতে হয়, কাটিতে হয়, মুদ্দ... ফরাসের কাজ! সমাজের লোক একেবারে চমকিয়া উঠিল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলে জাতি জন্ম থাকা দায়—ভর্ত্তি হইয়া কত লোক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেই কালেজে ... শিরোমণিও গিয়া ... অস্ত্র ... পোষ্টমর্টেম ... ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিতেছেন—আর ... জন্যে সেখানে ক্ষত হইয়াছে কি না? এককালে ... কাজের প্রতি লোকের যত ঘৃণা ছিল, আর ... সেই কাজের কত আদর। সকলই মানুষের প্রবৃত্তির দোষ,—আর দোষ সমাজের। যা একবার হইয়াছে, যা বরাবর হইয়া আসিতেছে তার অন্যথা হইবার যো নাই। ইহাতে লোকের অবস্থা উন্নত হইবে কি, বরং দিন দিন অবঃপতন যায়। কোন একটী নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার শুভাশুভ ফল ধরিয়া বিচার করা চাই, নচেৎ অবস্থার উন্নতি হয় না।

এখন সকলেই যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, কয় জন হাউস খুলিতে পারিবেন? বোধ করি, ... ব্যক্তির মধ্যে এক জন। বাকি নিরানব্বই ... নয় শত নিরানব্বই জনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারের চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিন্তু, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলিয়া সমাজে যদ্যপি তাঁহারা আদর না পান, তবে সে সকল কাজে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। কারণ, স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার ... আমাদের মনের অবস্থাও ফিরাইতে হইয়াছে।

শ্রীঃ—

প্রশ্ন।

সম্পাদক মহাশয়! প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ...

বাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহার ১৩০ ায়ে লিখিত হইয়াছে,—

"রাজা কহিলেন, যে বজ্রধর বড়বার ন্যায় ক্র ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পতনশীল দেবগণের কে তাহাদের গর্ভাধান করেন এবং তাহারাই কি প্রসব করে?

অষ্টাবক্র কহিলেন মহারাজ! ঐ দুই পদার্থ আপনার শত্রুগৃহেও না থাকে। অনিল-খি-মেঘ তাহাদের জন্মদাতা এবং তাহারাও প্রসব করিয়া থাকে।"

অষ্টাবক্র যে দুই পদার্থের কথা রাজাকে বুঝাইয়া লন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অনেকে ক প্রকার কল্পনা করিয়া বলিতেছেন; কিন্তু াই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যুক্তিযুক্ত বাক্যে সে দুটী র্থ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অতএব নার সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশে উল্লিখিত বিবরটী াশ করিতেছি, ভরসা করি আপনার বিজ্ঞ কগণের মধ্যে যে কেহ উত্তর নির্ণয় করিবেন, ি আগামী বারের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া াত করিবেন।—

ই জ্যৈষ্ঠ ৮৮। } শ্রীউমাপ্রসাদ কর মহাপাত্র মোহনপুর গড়।

ছিন্নমস্তা

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশে াশিত "বাঙ্গালা পাঠক সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ করিয়া আমাদিগের ছিন্নমস্তা পড়িবার সাধ । ছিন্নমস্তা একখানি বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ া আমরা জানিতাম না, সে ভ্রম আপনার পত্র-রক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দূর করিয়াছেন। নি যে বঙ্গীয় পাঠকদিগের "চটকা" ভাঙ্গিয়া াছেন, সেই কারণে তিনি আমাদিগের বিশেষ াবাদের পাত্র। ছিন্নমস্তা আদ্যোপান্ত অতি মনো-াগ সহকারে পাঠ করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় শানুরূপ ফল পাইলাম না। সে দোষ গ্রন্থকারের , সমালোচকদিগের নহে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের হ, সে দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদিগের কপালে নাই, তা গ্রন্থকার করিবেন? তিনি ত অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম নেক যত্ন সহকারে ছিন্নমস্তা প্রণয়ন করিয়াছেন, ু যে আমাদিগের নিতান্ত ভাল লাগিল না, সে াষ আমাদিগের ভিন্ন আবার কাহার? আমা-গের অনেক দিনের আর একটী সাধ ছিল, আপ-র পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠে মনে করিয়াছিলাম ঝি এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সাধও মিটিল না। মনে করিয়া-ছিলাম বুঝি এত দিনের পরে বঙ্কিম বাবুকে সিংহা-সন ছাড়িয়া দিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কৈ তাহা ত হইল না? "বঙ্কিম বাবু বহুতর বিদেশীয় অপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের অন্তর্গত বিষয় সকল নূতন বেশ ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদ-র্শন করিয়াছেন" মাত্র আর ছিন্নমস্তা লেখক এক খানি অকৃত্রিম আদি স্বাধীন চিন্তা পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্য সৃজন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যসমাজ উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছেন। বোধ হয় পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই মত, পত্রপ্রেরক মহাশয় কেন একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন না যে বঙ্কিম বাবু কেবল অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র আর তাঁহার কোন গুণ নাই যদি কিছু থাকে তবে অনুবাদটী উত্তম হইয়াছে। আইভানহোর অনুবাদ দুর্গেশনন্দিনী বড় মন্দ নহে কিন্তু মূল গ্রন্থ ছিন্নমস্তার কাছে লাগে না। পত্রপ্রেরক মহাশয় কি সেক্সপীরকে জগতের কবি বলিয়া স্বীকার করেন? যদি সেক্সপীরের কবিত্ব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বে দোষারোপ করিয়া যেন কাপুরুষের পরিচয় না দেন। সেক্স-পীরের এণ্টনি ক্লিওপেট্রা প্লুটার্কের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া রচিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় জুলিয়স সিজারের অনেকগুলি ছত্র জনৈক অপ্র-সিদ্ধ পুরাকালীন কবির সহিত কথায় কথায় মিলিয়া থাকে এবং প্রসিদ্ধ হামলেট অপ্রসিদ্ধ ডেনিস ইতি-হাস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে ও সব কথা যাক্, আসুন ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলাম তাহারই আলোচনা করি। বাস্তবিক ছিন্নমস্তার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে সে সকল ইহাতে আছে কি না আসুন বিচার করা যাউক। কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এই বাক্যটীর সার্থকতা অনুভব করিতে পারিলাম না। কপালিনীর ৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, আজ তিনি ষোড়শবর্ষীয়া, দরিদ্রের কন্যা, কপালিনী অতুল বিষয়াপন্ন সর্ব্বগুণান্বিত দেবেশ বাবুর স্ত্রী হইয়া মাঝে মাঝে পতিসহবাস সম্ভোগ করি-য়াও পতিপ্রেম বুঝিতে পারিল না। দেবেশ বাবু অনেক কাকুতি বিনতি করাতেও কপালিনীর মন ভিজিল না, তাহা যে ভিজিবে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রণয় স্বাভাবিক, কখন কাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ধন, মান, পদ, ঐশ্বর্য্য প্রণয়িনীর মন কখনও গলাইতে পারে না। কিন্তু হৃদয় কখনও নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়শূন্য থাকিতে পারে না, একজনের প্রণয়ে আসক্ত না হয়—অন্যের প্রেমে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম—কারণ আশা না করা—অনৈসর্গিক—কপালিনী কাহারো প্রেমে মুগ্ধা—সেই কারণেই দেবেশ বা অত যত্ন—অত বিনয় নিষ্ফল হইয়াছিল। পুস্তক ১২৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমাদিগের এই বি অবিচলিত ছিল—শুধু আমাদিগের কেন গ্রন্থক রেরও ছিল। তার পর ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি আ দিগকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন—কপালি অসতী নহেন। যে কপালিনীর হৃদয় এক দি অন্যও পতির প্রতি অনুচিত কঠোর ব্যবহার ক রাছিল বলিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয় নাই—চ এক গণকের মুখে—প্রায়শ্চিত্ত করিলে পতি সন্দ লাভ হইবে—শুনিয়াই তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল আর কপালিনী অমনি গৃহত্যাগিনী হইলেন। একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম কপালিনীর প প্রতি বিরাগের কারণ কি? দেবেশ বাবু আশ্রি দুঃখিনী "রাঙ্গা বৌকে" গহনা দিয়াছিলেন "রাঙ্গা বৌ" ছোট বৌকে (কপালিনীরে বাসে) বলিতেছিল—এমন সময়ে কপালিনী "ভ বাসি" কথাটী শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া তা নায়কের প্রতি বিরাগ জন্মিল। গৃহ ত্যাগ করি কপালিনী যোগিনী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক লেন। শেষে ছদ্মবেশধারী দেবেশ বাবুর স তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুর্দ্দাফরাসের গৃহে দ্বা দুটি সঙ্কুল—অমানিশায় তাহাদিগের পরিচয় হই কপালিনী নিজ দোষ স্বীকার করিলেন—দেবেশ অনেক কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ক লেন—এবং অবশেষে "তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করি নিজ কণ্ঠে আঘাত করিলেন। কপালিনীর মৃ হইল। কপালিনীর চরিত্রে যদি কোন মা থাকে, তাহা গ্রন্থের শেষ-ভাগে ১৮০-১৮১ পৃ উজ্জ্বলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষভাগ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপ

কপালিনী সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনে কি ছিল আমরা ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা মাত্রই পাঠ করিয়া জানি পারিয়াছি। সংক্ষেপতঃ, কপালিনীর চরিত্র উ বর্ণে চিত্রিত হয় নাই। গ্রন্থকারের যাহা মনে তাহা মনে রহিয়া গিয়াছে—পাঠকবর্গ তাহা জানি পারেন নাই। কপালিনী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ ভাগ্যবশতঃ এই কয়টী কথা বলিয়া গিয়াছি তাহাই আমরা জানিতে পারিলাম—সে কপা বাস্তবিক দেবেশ বাবুকে—ভাল বাসিতেন— বুদ্ধি তাহার স্কন্ধে চাপিয়াছিল বলিয়া তাহার বাসা প্রকাশিত হয় নাই।

নির্ব্বাণে তৎপর হয়, বরং পুলিষের লোকে
াইয়া তামাসা দেখে।

অতএব এ সম্বন্ধে এ বিধানটীর আবশ্যকতা
তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যুত,
বিধানের দ্বারা দেশের হিত না হইয়া বরং দেশের
ষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ষ্টোক্‌স
হেবের হৃদয় অতি কোমল ও কৃপালু সন্দেহ
; কিন্তু তাঁহার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীরা
াঁহার ধাতুতে নির্ম্মিত নন, বোধ হয় সেটী তিনি
নন না। মফস্বলের কোন কোন পুলিষ আমলা
ার জজ ও মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা
না করেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, এক জন
গ্রামের লোক কোন জেলার জজ সাহেবের
রে জবরদস্ত করিয়া জজ সাহেবকে এই বলিয়া
াশীর্ব্বাদ করিয়াছিল "সাহেব তুমি দারগা হও।"
কর মফস্বলের কোন গ্রামে কাহারো গৃহে
লাগিয়াছে, পুলিষ কর্ম্মচারী তাহার সংবাদ
য়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অবচ্ছেদার
দ সকলকেই অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত
বার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, দর্শকদিগের মধ্যে
রা কষ্ট ও ভয়, তাহারা সাহায্য করিতে পারিল
পুলিষ তাহাদের উপরে জুলুম আরম্ভ
লেন। এই সামান্য সূত্র লইয়া কত যে শোচ
কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না।

[illegible]

প্রথম প্রস্তাব।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর গত হইল, এদেশে স্বর্ণের
বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ভরি স্বর্ণ যে মূল্যে
ওয়া যাইত, এখন ক্রয় করিতে গেলে তদপেক্ষা
ক মূল্য দিতে হয়। তখন যে গিনির দর সাড়ে
টাকা ছিল, এক্ষণে সেই গিনির দর প্রায় সাড়ে
টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে
াপেক্ষা এক্ষণে ইউরোপের বাজারে রৌপ্যের
্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। রৌপ্যের মূল্যের
হওয়াতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণের যে মূল্যের
ক ছিল, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; সুতরাং
উভয় ধাতুর বিনিময়কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে
ধক রৌপ্য না দিলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না।

অতএব রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইল কেন অগ্রে
হার নির্ণয় করা আবশ্যক। পদার্থমাত্রেরই
্যের এক নিয়ম এই যে—যে পরিমাণে যে পদার্থ
রে পাওয়া যায়, তদনুসারে তাহার মূল্যের
স ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে পদার্থ অধিক
ওয়া যায়, তাহার মূল্য অল্প, এবং যে পদার্থ অল্প
ওয়া যায়, তাহার মূল্য অধিক। মূল্যের তারত-
র আর একটি নিয়ম আছে। সেটি এই যে, পদার্থ
মাত্রেরই মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস পদার্থের প্রয়োজনা-
নুসারে হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের যত অধিক প্রয়ো-
জন, তাহার মূল্য তত অধিক, এবং যে পদার্থের
যত অল্প প্রয়োজন, তাহার মূল্যও তত অল্প। এখন
দেখা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে মূল্যের এই
নিয়ম-প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে কি না? মনে কর
এক দেশে রৌপ্য-মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা
চলিত নাই। সেই রৌপ্য মুদ্রার নাম টাকা।
সুতরাং সেই দেশবাসীদিগকে সেই রৌপ্য মুদ্রা
অর্থাৎ টাকার দ্বারাই সমুদায় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়
করিতে হইবে। কি ভক্ষ্য, কি পেয়, কি মণিমুক্তা,
কি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যে কোন পদার্থ মনুষ্যের
ব্যবহারে লাগে, তৎসমুদায় সেই দেশবাসীদিগকে
সেই রৌপ্য মুদ্রা, অর্থাৎ টাকা দিয়া ক্রয় বিক্রয়
করিতে হইবে। সুতরাং টাকাই তাহাদের ক্রয়
বিক্রয়ের অর্থাৎ বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন।
মনে কর সেই দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণ
উৎপন্ন হইতেছে এবং অধিক পরিমাণে বাজারে
পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক স্বর্ণ-ব্যবসায়ী স্বর্ণ বিক্র-
য়ের জন্য উৎসুক হইয়াছে। কিন্তু তদ্দেশবাসিগণ স্বর্ণ
ক্রয় করিবার জন্য তত ব্যগ্র নহে। এরূপ অবস্থায়
স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস হইতেই হইবে। যদি পূর্ব্বে
সেই দেশে ষোল টাকা দিয়া একভরি স্বর্ণ পাওয়া
যাইত, বাজারে স্বর্ণ বর্দ্ধিতরূপ হইলে তদপেক্ষা ন্যূন
মূল্যে অর্থাৎ অল্প টাকায় সেই একভরি স্বর্ণ ক্রয় করা
যাইতে পারিবে। আবার যদি সেই দেশে অল্প
পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং বাজারে যদি অধিক
পরিমাণে স্বর্ণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বর্ণের
মূল্য বৃদ্ধি হইবে; অর্থাৎ ষোল টাকা অপেক্ষা
অধিক টাকা দিয়া একভরি স্বর্ণ ক্রয় করিতে
হইবে। এতদ্ভিন্ন, যে দেশে স্বর্ণের কিছুমাত্র প্রয়ো-
জন নাই, সেই দেশে স্বর্ণের মূল্যের নিঃসংশয় হ্রাস
হইবে, পক্ষান্তরে যদি স্বর্ণের অধিক প্রয়োজন থাকে,
তাহা হইলে তাহার মূল্যের বৃদ্ধি হইবে, অর্থাৎ
তাহার বিনিময়ে অধিক টাকা লাগিবে। আমরা
স্বর্ণের সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, রৌপ্যের সম্বন্ধেও
ঠিক সেই কথা খাটিতে পারে। অর্থাৎ যে দেশে
এক মাত্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সে দেশে রৌপ্যের
আধিক্য অথবা অল্পতা হইলে রৌপ্য অল্প অথবা
অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই
প্রতিপন্ন হইল যে পদার্থমাত্রেরই সুলভতা ও দুর্ল-
ভতা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস
ও বৃদ্ধি হয়।

এক্ষণে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস কেন হইল, তাহার
নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে
উপরি উক্ত উভয় কারণই ইহার মূলে বিদ্যমান
রহিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমা
আমেরিকার খনি হইতে রৌপ্য উদ্ধৃত হইতেছে
জর্ম্মণি তাঁহার চল্লিশ কোটী টাকার রৌপ
ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। এজন্য ইউরোপ
বাজারে অধিক পরিমাণে রৌপ্যের আমদানী হ
য়াছে। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ইটালী, ফ
প্রভৃতি দেশে সুবর্ণ এক্ষণে আদান প্রদানের এ
মাত্র মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রাই ঐ সকল দেশে বি
ময়ের একমাত্র অবলম্বন। তদ্দেশবাসিগণ রৌপ্য-মু
এক প্রকার দেশ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন বলি
অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডে জনসমাজে রৌপ্য সা
রণতঃ ব্যবহার করিবার আর একটী প্রধান অন্তর
আছে। ইংলণ্ডে রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র
ব্যবহার করিতে হইলে ব্যবহারকারীকে প্রত্যে
ঔন্স (প্রায় অৰ্দ্ধটাক) রৌপ্যের জন্য আঠার পে
(প্রায় চৌদ্দ আনা) করিয়া টেক্স দিতে হ
এজন্য ইংলণ্ডের প্রজারা সাধারণে রৌপ্যনির্ম্মি
ভোজনপাত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে ন
সুতরাং ইউরোপে যদিও রৌপ্যের বাজার সুল
তথাপি তাহার গ্রাহক অধিক নাই। এই কারণে
ইহার মূল্য এত অধিক হ্রাস হইয়াছে। এদি
ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃ
কয়েকটী দেশ ভিন্ন সমুদয় সভ্য দেশে সুবর্ণ মুদ্রা
চলিত। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে যদিও রৌপ
মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথাপি সুবর্ণ-মুদ্রা বিনিময়ে
একমাত্র অবলম্বন হওয়াতে ঐ সকল দেশে
সকল সমাজে স্বর্ণের অধিকতর আদর হইয়াছে
পক্ষান্তরে, এদেশে অলঙ্কারের জন্য প্রতিবৎ
বিস্তর স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বের ন
রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারের তত প্রাদুর্ভাব নাই।
সমুদায় কারণ বশতঃ স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হইয়া
ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ
অবধি এই গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে;
পূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের যে সম্বন্ধ ছিল, য
মধ্যে মধ্যে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন হইত, ত
তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার পরস্পর সম্বন্ধের
ব্যতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু যে প
ইউরোপীয় দেশ সমূহ স্বর্ণ-মুদ্রাকে পদার্থের
স্থির করিবার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া দণ্ডায়
করাইয়াছেন, তাবৎ এই গোলযোগ চলিতেছে

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের তারতম্য হও
ভারতবর্ষকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতে
এদেশে স্বর্ণ মুদ্রা নাই। মোহর বলিয়া একট
কেবল দেশীয়দিগের মুখে ও পাটীগণিতের স
প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবহারে
তাহার বাহুল্যে প্রচার নাই। রৌপ্যই এ

...মের অনেক দূর বাধা করিবার একমাত্র অব-
। ইংলণ্ডে আমাদের গবর্ণমেণ্টের একটী
...শ আছে, ইউরোপে ভারতবর্ষের নামে কতক-
...সৈন্যও রাখা হইয়া থাকে। এই সকল
...দীগের কর্ম্মচারী ও সৈনিকপুরুষদিগের বেতন
...স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হয়। সুতরাং আমাদের
...র টাকা বিলাতের পৌণ্ডের তুলনায় পূর্ব্বা-
। অল্প মূল্য হওয়াতে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা
...ক টাকা বিনিময়ের জন্য দিতে হইতেছে।
...অব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
...প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বর্ণ ও
...প্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াতে বিনিময়ের
...ভারতবর্ষী কে প্রতিবৎসর আড়াই
...টি টাকা অনর্থক ক্ষতি স্বীকার করিতে হই-
...ছ। ভারতবর্ষের যে কেবল এইমাত্র ক্ষতি,
...া নহে, ইহাতে ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী সমাজও
...তবর্ষের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান হইতে-
...। কেবল এই দেশেরই ক্ষতি হইতেছে এমত
..., যেখানে যেখানে রৌপ্যমুদ্রা বিনিময়ের এক-
...অবলম্বন, তাহাদের সকলকেই এই ক্ষতি সহ্য
...তে হইতেছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ইউ-
...টেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃতি দেশেরও এইরূপ
...ত হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বণিক্ সম্প্রদায়
...প স্বার্থপর যে মনুষ্য সমাজের এই মহান্ অনিষ্ট
...করণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা গবর্ণ-
...টকে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানবজাতির এই
...নষ্ট দূর করিবার জন্য ফ্রান্সে যে দ্বৈধাতব সভা
...য়াছে, লণ্ডনের বণিক্ সভা, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট
...হাতে যোগ না দেন, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের
...কট আবেদন করিয়াছেন!

যে সকল অনিষ্টের বিষয় উক্ত হইল, তৎসমুদায়
...বারণের জন্য তিন চারি মাস ধরিয়া প্রায় ইউ-
...পীয় সমুদায় রাজা উদ্যোগ করিতেছেন। তন্মধ্যে
...স ও আমেরিকা বিশেষ উদ্যোগী। প্রায় তিন
...স হইল, তাঁহারা ফরাসী দেশে দ্বৈধাতব সভা প্রতি-
...করিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট
...ই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ
...পাঠাইয়াছেন। রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালি,
...পেন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, গ্রীশ, ডেন-
...ক, সুইডেন এবং সুইটজরলণ্ড এই সভাতে উপ-
...ক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। লজ্জায় পড়িয়া
...লণ্ড ও জর্ম্মনি তথায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া-
...ন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদিগকে এই সভায়
...ান মত প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।
...ধাতব সভা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাড-
...ন সাহেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ
করিয়া আমরা সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি
ক্রশ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন "এই
সভাতে যাইবার একটী বাধা জন্মিয়াছে। নিমন্ত্রণ
পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন
ধাতুদ্বয়ের প্রচার করিতেই হইবে ইহা সিদ্ধান্ত
করিয়া তাহার প্রচার করিবার উপায় অবধারণ
করিবার জন্য আমাদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করা
হইয়াছে। আমরা এ সিদ্ধান্তে অনুমোদন করিতে
পারি না এবং ধাতুদ্বয়ের মুদ্রা প্রচার করিতেও
সম্মত নহি। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর
হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগকে যথো-
পযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং কমন্স সভার সভ্যেরা
জানিবেন যে আমরা সে বিষয়ে উদাসীন
হইব না।"

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে কৌশল করিয়া
নিমন্ত্রণ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনে অসম্মত হইয়াছেন, তাহা প্রশংসা নহে। মুদ্রার বাজারে যে
গোলযোগ ঘটিয়াছে, সভ্যতম জাতি সমূহের সাধারণ
সভা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহার মীমাংসা
হইতে পারে না। সকল দেশেই বাণিজ্যের
সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব বাণিজ্যের
অনুরোধে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যে সম্বন্ধ
দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে এক দেশের মুদ্রা অন্য
দেশে অবিসম্বাদিত ভাবে পরিগৃহীত না হইলে
বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভা-
বনা। যে দেশের রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন, জনসাধা-
রণের সুখ স্বচ্ছন্দই শাসনপ্রণালীর প্রধান নিয়ম—
সে দেশে স্বার্থপরতা ও অনুদারভাব স্থান পায় কেন?
এক্ষণে আলোচ্য বিষয় এই যে মুদ্রার জন্য স্বর্ণ ও
রৌপ্যের মধ্যে কোন্ ধাতু ব্যবহার করা উচিত?
একমাত্র ধাতু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? কি দুটিই
ব্যবহার করা বিধেয়? আর কি উপায়ে বা তাহাদের
মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে?

মনুষ্য সমাজের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী, দেনা
পাওনার যেরূপ নিয়ম, ব্যবসায়ের যেরূপ রীতি,
তদনুসারে সমাজমাত্রেরই অল্প মূল্য ও অধিক মূল্যের
মুদ্রা আবশ্যক। এরূপ দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক
হইলে, অল্প ও অধিক মূল্যের দুই ধাতুই চাই।
সম্প্রতি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যে গোলযোগ
চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য আমেরিকার
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সভাপতি যে দুটি প্রস্তাব করি-
য়াছেন, তাহার একটি প্রস্তাব এই যে আপাততঃ
রৌপ্যমুদ্রা উঠাইয়া দিয়া কেবল স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত
করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যদি কেবল
অধিক মূল্যের ধাতু দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করা যায়,
তাহা হইলে তাহাকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিলেও
যেখানে অতি অল্পমাত্র অর্থের প্রয়োজন, সেখা...
কোন ক্রমে কার্য্য চলিতে পারে না। মনে ক...
আমাকে এক পয়সা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করি...
হইবে, এরূপ স্থলে স্বর্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র না করি...
এক পয়সা হইতে পারে না। কিন্তু মুদ্রা নিতা...
ক্ষুদ্র করিলে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। অতএব য...
দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক, তখন সহজেই এই তর্ক উ...
স্থিত হয় যে কি উপায়ে ঐ সকল মুদ্রা এককা...
ব্যবহার করা যায়? এতজ্জন্য সচরাচর এই উপ...
অবলম্বিত হইয়া থাকে যে, যে যে ধাতুতে মু...
নির্ম্মিত হয়, তাহাদের পরস্পর একটী সম্বন্ধ নির্দ্দি...
করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। যাহাকে মো...
বলে, তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রার (টাকার)...
সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়া উচিত যে ষোল টা...
হইলে তাহাতে একটী মোহর পাওয়া যাইবে...
অর্থাৎ একটী মোহরও যে দ্রব্য, ষোলটী টাক...
সেই দ্রব্য। যদি আমাকে কোন দ্রব্যের ...
এক মোহর মূল্য দিতে হয়, তাহা হইলে আ...
একটী মোহর দিলেও দিতে পারি, আর ষো...
টাকা দিলেও দিতে পারি, আমার এইরূপ স্বাধীন...
থাকা বিধেয় হয়। বোধ হয় যে সময়ে রৌপ্য...
ও সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়, তখন উভয়ের মূল্য সম্ব...
এক প্রকার স্থিরতা ছিল। যদি এই সম্পর্ক চির...
এরূপ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ক...
কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিত ...
কিন্তু এক্ষণে সেই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটাতে রৌ...
মূল্যের হ্রাস এবং স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হওয়া...
স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সম্পর্ক বিষয়ে এত বিপ...
ঘটিয়াছে।

যখন ইহা স্থির হইল যে মুদ্রার জন্য দ্বি...
ধাতুরই প্রয়োজন, তখন এই উভয় মুদ্রার ...
সম্বন্ধে একটী হার নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত, ...
যাহাতে সেই হার চিরকাল সমভাবে থাকে, ত...
রও উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। ঐ হারটী এ...
হওয়া উচিত যে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য সস্তা...
লেও সেই সুলভতা নিবন্ধন মুদ্রার মূল্যের ব্যতি...
ঘটিবে না এবং সকল দেশেই ঐ এক নির্দ্দিষ্ট ...
স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই তুল্যভাবে প্রচ...
হইবে।

এ স্থলে আর একটী তর্কের মীমাংসা ...
নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। আমেরিকার ইউ...
টেড ষ্টেট্‌সের সভাপতি দ্বিবিধ ধাতুর মুদ্রা সম্বন্ধে...
দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ...
পূর্ব্বেই, তাহার একটীর উল্লেখ ও সমালোচনা ...
য়াছি। তাঁহার অপর মন্তব্য এই যে যখন রৌ...
মূল্যের হ্রাস হইয়াছে, তখন রৌপ্যমুদ্রা ও ...

র সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য রৌপ্যমুদ্রায় এখন- অপেক্ষা অধিকতর রৌপ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাবে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এক্ষণে প্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু রৌপ্যের প অল্প মূল্য চিরকাল থাকিবে কি না? আমরা পূর্ব্বেই রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ য়াছি। আমরা বলিয়াছি যে এক্ষণে আমেরি অধিক পরিমাণে রৌপ্য উৎপন্ন হইতেছে, শি বিস্তর রৌপ্য বাজারে ছাড়িয়াছেন, এবং রাপের অনেক রাজ্যে রৌপ্য ব্যবহার নাই। গুলি রৌপ্যের মূল্যের হ্রাসের কারণ। অতএব া এক্ষণে যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, কাল আর যদি সেই পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, ওগুলির রৌপ্যের ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, যদি রোপীয় সমাজে রৌপ্যের ব্যবহার সমধিক লিত হয়, তাহা হইলে আবার রৌপ্যের মূল্যের হইবে। তখন অধিক পরিমিত রৌপ্য নির্ম্মিত গুলির মূল্যেরও বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহা হইলে সায়ীরা তাহা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক ভর প্রত্যাশায় দেশান্তরে প্রেরণ করিবে। অত- স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এক্ষণে যে গোলযোগ স্থিত হইয়াছে, পরিণামে সেই গোলযোগই য়া উঠিবে। এই কারণে রৌপ্যমুদ্রায় এক্ষণকার পেক্ষা অধিক পরিমাণে রৌপ্য দেওয়া সঙ্গত য়া বোধ হইতেছে না।

হাতুড়ে চিকিৎসক।

যে সকল ডাক্তার মেডিকাল কলেজে কিম্বা ডিকাল স্কুলে রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়া ক্ষোত্তীর্ণ হন নাই এবং যে সকল বৈদ্য গুরুর নিকট উপদেশ পান নাই অথচ তারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এখানে তাঁহা কেই আমরা হাতুড়ে চিকিৎসক বলিতেছি, ক্ষণে বঙ্গদেশে যেরোগিরা আসিয়াছিল, তৎপ্র- অনেকেই ডাক্তার ও বৈদ্য হইয়াছেন। গ্রামে মে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার ও বৈদ্য ছড়াছড়ি ইতেছে। পেটে কাহার অক্ষর নাই, ঔষধের নাম চারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তবু পল্লীতে পল্লীতে রিয়া তাহারা বেস দশ টাকা উপার্জ্জন করে।

হাতুড়ে চিকিৎসা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সময়ে য় সংবাদ পত্রে ঘোর আন্দোলন হইয়া থাকে। স্বাবিক, প্রাণ লইয়া খেলা, এ সহজ কথা নহে! মরা বলি, অশিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা কমি- ই ভাল। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের কতকগুলি ক্তব্য আছে। বঙ্গদেশের প্রায় সকল পল্লীগ্রামের স্থা নিতান্ত মন্দ। যে গ্রামগুলি সহরের নিকট- বর্ত্তী কিম্বা যেখানে ধনাঢ্য জমীদার আছেন, সেই খানে ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার ও সদ্বৈদ্য পাওয়া যায় কিন্তু তেমন পল্লী কতগুলি আছে? সহর হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে যাও, এমন সব কুপল্লী দেখিবে সেখানে ডাক্তার বৈদ্যের কথা কি—কেবল লবণেরও দোকান নাই। ধনী লোক না থাকিলে গ্রামের শ্রী হয় না। কুপল্লীতে ধনী লোক নাই, কেবল কতকগুলি সামান্য গৃহস্থ লোকের বাস, কষ্টে স্বষ্টে তাহারা দিনযাপন করে, সম্বৎসরে এক পয়সাও সঞ্চিত থাকে না।

কুপল্লীতে কাহারও পীড়া হইলে যদি অর্থবল থাকে, তবেই লোকে দূর হইতে ভাল ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। সে খানে একবার ডাক্তার আনিলে ভিজিটে গাড়ী কিম্বা পাল্কীর ভাড়ায় এবং ঔষধের মূল্যে ১০। ১৫ টাকা খরচ পড়ে। এমন চারি পাঁচ বার ডাক্তার আনিতে হইলে গৃহস্থের পুঁজি শেষ হইয়া যায়। ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয় সহজ নয়। হাতে টাকা ছাড়িতে পারিলে তবে ডাক্তারের মন উঠে, আবার সব শোধ গেলেও ঔষধের দাম কিছুতে শোধ যায় না—জলের সঙ্গে দবিন্দু টিঙ্কার মিশ্রিত করিলেই দেড় টাকা দাম। যাঁহাদের অর্থের সঙ্গতি আছে তাঁহাদের সব শোভা পায়। কিন্তু দরিদ্র লোকের উপায় কি? রামশরণ মজুরি করে, দিন আনে দিন খায়, তাহার চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে আসে? ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কহিলেই টাকা; বোতলে জল ঢালিলেই টাকা, রামশরণ ত টাকার গাছ নয়।

ডাক্তারের কথা ত এই শেষ। যদি ভাল কবি রাজকে ডাক, তিনি চক্ষু মুদিয়া নাড়ী টিপিবেন, নিদানের দুই একটা বচন আবৃত্তি করিবেন, রোগের মীমাংসা হইল। কিছু দর্শনী লইয়া শেষ বৈদ্য মহা- শয়কে দেড়শত টাকার এক ফর্দ দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কয় জনে এমন চিকিৎসা করাইতে পারে? মুটে মজুরের কথা কি?—কুপল্লীতে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অনেক ভদ্রলোকেরও অবস্থায় কুলায় না।

অমৃত খাইতে কার না সাধ যায়?—কার ইচ্ছা নয় যে ভাল ঘরে থাকিব, ভাল খাব ভাল পরিব? কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে লোকে কার ঘরে সিঁদ দিবে? পীড়া হইলে সকলেই ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, ভাল চিকিৎ- সক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইলে অনেক ব্যয় পড়ে, সচরাচর লোকে তাহা দিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যার যেমন ক্ষমতা সে সেইরূপ চিকিৎ- সক আনাইয়া চিকিৎসা করায়। ইহাতে আমরা দেখিতেছি, হাতুড়ে চিকিৎসকদের দ্বারা সাধারণ লোকের বিস্তর উপকার হয়। আজ যদি হাতু চিকিৎসকদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া যা কাঙ্গাল গরিব লোকেরা এক বিন্দু ঔষধ পাই না।

হাতুড়ে চিকিৎসকদের প্রতি আমাদের যে এক বিষম ঘৃণা আছে, সর্ব্বত্র সে ঘৃণা রাখা উচিত নয় অনেকে নিজ শ্রম ও বুদ্ধি-বলে চিকিৎসা শা এমন নিপুণ হইয়াছেন যে অনেক সময় তাঁহাদে গুণপনা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। অনে ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকও তাঁহাদের কাছে ঘেঁসি পারেন না সে কারণ আমাদের মত এ বঙ্গদেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে এখা সকল শ্রেণীর চিকিৎসক চাই। কেবল বহু ব্য সাধ্য চিকিৎসা থাকিয়া গেলে সাধারণ লোকে কষ্টের সীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট একটা কা করুন—প্রতি জেলার সিবিল সর্জ্জনদের প্রতি এ ভার অর্পণ করুন, তাঁহারা যেন সময়ে সময়ে হাতু চিকিৎসকদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ক অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। থানার ক চারীরা আপন আপন অধীনস্থ গ্রামে যতগু হাতুড়ে চিকিৎসক আছে, তাহাদের নাম ডাক সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ডাক্তার সা সেই লিষ্ট পাইয়া পরীক্ষার দিন স্থির করিবে প্রত্যেক চিকিৎসক দুই টাকা ফি দিয়া পরী দিবে। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে ডাক্ত সাহেব তাহাদিগকে এক এক খানি প্রশংসা দিবেন। পরীক্ষার পরে আবার যদি কোন নূ ব্যক্তি চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সি সার্জ্জনের নিকট দরখাস্ত করিবেন। ডাক্তার সা সেই দরখাস্ত দেখিয়া রীতিমত ফি লইয়া আবে কারীকে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিবে আমাদের বিবেচনা হইতেছে, এই উপায় অবল করিলে দরিদ্র লোকের কিছুই অসুবিধা ঘটিবে তাহারা অল্প ব্যয়ে এখন যেমন চিকিৎসা কর তেছে, তখনও সেইরূপ করাইতে পারিবে। কতকগুলি নিরেট মূর্খ চিকিৎসকের হাত হই সকলে অব্যাহতি পাইবে।

আমরা দেখিতেছি কেবল মেডিকাল ক হইতে চিকিৎসকের অভাব দূরীকৃত হয় যাহারা মেডিকাল কলেজে পড়িয়া চিকিৎস হন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অনেক। মধ্যবিত্ত লোকেরা তাঁহাদের কাঙ্ক্ষানুরূপ দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন না। স্থানে যেমন মেডিকাল স্কু হইয় বঙ্গদেশে সেইরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত ভাল হয়। এই সম্পর্কে আমাদের আর

এই ত এক কথা গেল। এখন জিজ্ঞাসা করি, মান্ বিপন সাহেবের মত কি?—তিনি কি আর বুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চান? কাবুলিরা সহজে তা স্বীকার করিবার লোক নয়, কয়েকবারের ক তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। কাবুলে রাজাধিপত্য নির্ব্বিঘ্নে স্থাপিত হইবে না তাহাও লে জানিতে পারিয়াছেন; অতএব বৈজ্ঞানিক মাপ্রদেশ রক্ষার আশঙ্কায় এত হুলস্থুল করা চিত নয়। আমরা বলি, আর কাবুলের যুদ্ধ-প্রবে থাকিয়া কাজ নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

আমরা দুই সপ্তাহ যাবৎ হালিসহর পত্রিকা প্ত হইতেছি। ইহা দুই ফর্ম্মার আকারে প্রকাশিত তেছে, সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও নিয়মিত তার প্রার্থনীয়।

নারদ আর কংস সম্বাদ। শ্রীযুক্ত জয়ন্তীচন্দ্র ন কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে দ্রিত। পুস্তকখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। এই ক্ষুদ্র ক খানিতে যে কয়েকটী কবিতা লিখিত হই-ক তাহা সরল হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। কারণ ইহা বিক্রীত হইয়া যে মূল্য উঠিবে দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ ও অতুর দিগকেই প্রদত্ত বে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া নূতন কিছু শিখি-না থাকিলেও ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই এক খানি ক্রয় করা উচিত।

ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক যা বিবরণ। সারস্বত সমিতি যেরূপ উৎসাহের ত দেশের উপকারার্থ কার্য্য করিতেছেন আমরা প অতি অল্প সমিতিরই দেখিতে পাই, এরূপ তি দেশের সর্ব্বত্রই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই তি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে ল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরই পরস্পর মনোমালিন্য দূর সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই তিতে অনেকে বিগত বর্ষে নানা প্রকার শিল্প, উদ্ভিজ্জ, ও ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শন তে সমিতি তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ার দান করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। রা দেখিয়া সুখী হইলাম অনেক ধনী লোক মঙ্গলকর কার্য্যে যোগ দান করিয়া সমিতিকে জীবী করিবার হেতুভূত হইয়াছেন।

মদিরা। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত কাতা ঝামাপুকুর লেন সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। রা ভুবনেশ্বর বাবুর লেখা পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি, যে একজন বহুজ্ঞ ও বিজ্ঞ সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার কৃত মদিরা খানিও অপূর্ব্ব বস্তু, মদিরার প্রত্যেক ছত্রেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রথম মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবন উত্তরোত্তর সংস্কার এবং জন সমাজে বিস্তৃতি, ২য় মদিরার প্রকার ভেদ, ৩য় মদিরার উপাদান, ৪র্থ মদিরার বিকার, ৫ম মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয় তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরা বিশেষে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ, ৬ষ্ঠ মনুষ্য দেহে মদিরার প্রভাব, ৭ম সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা, ৮ম সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে মদিরার স্থল এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবে-শিত করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উহার যে মীমাংসা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত প্রীত হই-য়াছি।

১। ব্যাকরণ সংগ্রহ। ওরিএন্টাল সেমিনরির পণ্ডিত শ্রীহেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন সংকলিত ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট করপ্রেসে মুদ্রিত। আজ কাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সবিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। ব্যাক-রণ, সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রবেশের দ্বার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ একান্ত দুর্ঘট। অতএব ব্যাকরণ যত সুপ্রণালীতে রচিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। হেরম্বনাথ তত্ত্ব রত্ন যে ব্যাকরণ খানির সংগ্রহ করিয়াছেন, এখা-নিতে আমরা বহু গুণ দর্শন করিলাম। সংস্কৃত সূত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হই-য়াছে। গ্রন্থ খানি দীর্ঘ হয় নাই, অথচ ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায় সকল কথাই আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২রা জুন। গবর্ণমেণ্ট আয়ালণ্ড সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আয়ার্লণ্ডীয় সভ্যেরা তাহার প্রতি দোষা-রোপ করিলে কমন্স সভা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মতামত গ্রহণ কালে ১৯০ জন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আর ২২ জন বিপক্ষে মত প্রদান করেন।

কমন্সের সভা ও-কেলি স্পীকরের কথা অগ্রাহ্য করাতে স্থগিত হইয়াছেন।

...ডিজ্রেলি বলেন, মাদ্রাজের গবর্ণর পদ এখনও কাহাকে দিবার প্রস্তাব হয় নাই।

লণ্ডন ৪ ই জুন। ৯ ই জুন পুনর্ব্বার কমন্স সভা বসিবে।

আয়ার্লণ্ডের বিদ্রোহিভাব ক্রমে ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। লর্ড লেপ্টেনাণ্ট আরো সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রার্থনা মাত্র সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল অফিসর ছুটী লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সৈন্য দলে উপস্থিত হই-বার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা জুন। অটোমান গবর্ণমেণ্ট ২৩ এ মে কনভেন্সন নামক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া গ্রীসকে যে ... দান করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র গ্রীসের হস্তগত করিয়া দিবার। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের দূতেরা তুরস্কের ... উত্তেজিত করিতেছেন।

আলজিরিয়াস ৫ ই জুন। আলজিরীয়ার অন্তঃপাতী ... খেরিবিল নগরের মধ্যস্থলে উঠিয়াছেন ইন্সপেক্টার ... ও আর ২৬ জন লোককে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়াছে।

লণ্ডন ৩ ই জুন। আয়ার্লণ্ডের অন্তঃপাতী টালেন ... লিগ সম্প্রদায়স্থ স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা হইয়া ... তাহাতে মিস পার্ণেল একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, ঐ বক্তৃতায় তিনি প্রজাদের লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ইয়োর্ক পার্ক সেণ্টসফেন্স হইতে সংবাদ পাইয়াছেন ... মান কর্ণ মনুষ্যকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করা ... ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জুন। ... পার্ক নামক স্থানে ল্যাণ্ড ... সম্প্রদায়ের যে সভা হয়, তাহাতে পার্ণেল সাহেব এক বক্তৃতা ... করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে অন্যায়রূপে জোতদারগণের ... দিবার হস্তে বিরত হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি ... হওয়া না হয়, তাহাতে যদি কোন অনিষ্ট ঘটে ফলে, তিনি ... দায়ী নহেন।

আবার ও হইতে সম্প্রতি এই সম্বাদ আসিয়াছে, গবর্ণ... সরকারি আজ্ঞাপত্র দ্বারা পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া... যদি কেহ জোতদারদের বাধা দেয়, পুলিস কর্ম্মচারীরা ... নিবারণ করিবে।

পুলিস ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের সভ্যদিগকে সভা করিতে ... নাই। তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৬ ই জুন। টেকি তুর্কমান অধিনায়কদিগের যে প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ... সম্রাট তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

বর্লিন ৭ ই জুন। ... অসুস্থ হইয়াছে।

প্রিন্স ... যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে যে ... করা হইবে তাহার সম্ভাবনা হইতেছে।

লণ্ডন ৭ ই জুন। ... বলেন "ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স" অর্থাৎ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার বিষয়ে যে ... নিয়োজিত হইয়াছেন তাঁহারা অনুমান করেন দুই তিন ... টাকা ব্যয় হইবে। ঐ আনুমানিক ব্যয়ের কিয়দংশ ... সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৮ ই জুন। আয়ার্লণ্ডের সংবাদ এই, ... এই মাসে যে আইন হইয়াছে, তাহার বলে অধিবাসী লোক... বন্দীকৃত করা হইয়াছে।

মালঙ্গার নামক স্থানে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের সভা হই... যে কল্পনা হইয়াছিল, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কর্ক জিলার ... নামক স্থানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া ...

কনষ্টাবুলারি পুলিস অনেককে বন্দী করিয়াছিল কিন্তু ... কারীরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছে। নিকটস্থ ... তারের তার বিনষ্ট করা হইয়াছে। ... নিমিত্ত সেনাগণ কর্ক হইতে অগ্রসর হইতেছে।

চেম্বারলেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির ... মোদন করিয়া পতকল্য বর্ম্মিংহামে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

কার্ণারভান বরটন-অন-ট্রেণ্ট নামক স্থানে বক্তৃতা ... বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ... সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

নীলকরেরা প্রজার উপরে যে আজও অত্যা- করিতে সমর্থ হয়, ইহা আমাদিগের অল্প জ ও দুঃখের বিষয় নহে। যে সময়ে নীল- রচিত হয়, যে সময়ে লঙ সাহেব কারারুদ্ধ সেই সময়ে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টে- গবর্ণর ইডেন সাহেবও ইঁহাদিগের অত্যাচার ক্ষেপের সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন র নীলকরদিগের অত্যাচারের অপনোদন করি- তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না, এখন সে ক্ষমতা হই- হ এবং তিনি উহাদিগের আভ্যন্তরিক বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন, তথাপি যে কেন র প্রতীকার হইতেছে না, তাহা আমরা বুঝিতে তেছি না। এই নীলকরদিগের কুহকে পড়ি- মোসলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চট্টোপাধ্যায়কে সপক্ষপাত বিচার করিতে অনু- করিয়াছিলেন। মোসলির ন্যায় গবর্ণ টের যে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচা- স্বজাতি পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত হইতে ন না, আমাদিগের এমন সংস্কার নাই। যাহা ক, আমরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করি, ন যেন নীলকরদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, থা তাঁহার কলঙ্ক রটিবার সম্ভাবনা। যে েশ আমরা এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ মেদিনী পত্রে লিখিত হইয়াছে:—

য়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্যাচকর সাহেবের নিকট কমলনাউ ওয়াটসন কোম্পানির একজন প্রজা এই বলিয়া এজাহার যে, সে হাদিমা গ্রামস্থ জঙ্গল ৭২৭ টাকা মূল্যে ওয়াটসন পানির কর্ম্মচারী মিঃ ব্যাড়েসোবের নিকট ক্রয় করে। উক্ত লর পরিমাণ ২৪০/ বিঘা। ঐ জঙ্গলে মহল, কেঁউর, ও শিমুলাদি প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষ সক মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সে কতকগুলি বড় বড় বৃক্ষ চ্ছেদন করে। তৎকালে সেই সকল বৃক্ষ ছেদন হয়াছিল, সে সময় একদা কমলপুর কোম্পানির নামক ওয়াট াহেবদের দুই জন পদাতিক অম্বিকা নন্দী নামক গোমস্তা ব্যবহারে আসিয়া তাহাকে গ্রেগসন সাহেবের তলব বলিয়া লইয়া যায়। গ্রেগসন সাহেব উক্ত জঙ্গলের সন্নিহিত স্থানে ছিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত স্তা সাহেবকে সংবাদ দিলে সাহেব তাহাকে নিকটে াইয়া নানা প্রকার গালাগালি দেয় ও জিজ্ঞাসা করে, সে উক্ত বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়াছে? তাহাতে কমল উক্ত ক্রয় করার কথা গ্রেগসনকে বলে। গ্রেগসন তাহার ওজর না শুনিয়া তাহার সঙ্গে উক্ত গোমস্তা ও নগদী মোতায়েন দিয়া পাথরপাড়ার কুঠীতে চালান দেয়। তৎ এক প্রহর আন্দাজ বেলা ছিল। যখন সে পাথরপাড়ার উপস্থিত হয়, তৎকালে তথায় পরান, মহেন্দ্র মিত্র মিয়া- , মুকুন্দ ও ঈশান সাহা উপস্থিত ছিল। গ্রেগসন সাহেব পূর্ব্বেই উক্ত কুঠীতে পৌঁছিয়াছিলেন। এক্ষণে কমলনাউ পৌঁছিলে সাহেব কহিলেন তুমি আমাদের জঙ্গলে বড় কাটিয়াছ এই অপরাধে তোমার ১০০ টাকা জরিমানা করা হইল, তুমি টাকা না দিলে যাইতে পাইবে না এবং টাকা আদায় করিবার জন্য তাহার উপর দুই জন নগদী মোতায়েন করা হইল। এক জন নগদীর নাম যাদব সিংহ, অন্যের নাম অজ্ঞাত। ঐ নগদী দুই জন তাহাকে সাহেবের আদেশ মতে মালখানার কুঠীতে লইয়া যায়, এবং আদায়ের জন্য তাগিদ করে। তখন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র আহার করে নাই। তখন বেলা এক গড়ি আন্দাজ আছে। শ্রীনিবাস সাউ নামক তাহার পিস- তুত ভ্রাতা সংবাদ পাইয়া তাহাকে খালাস করিবার জন্য আইসে এবং গোমস্তাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে। না ছাড়ায় উক্ত শ্রীনিবাস ২।৩ চৈত্র তারিখে টাকা আদায়ের করারে জামিন নামা লিখিয়া দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইয়া যায়। ২ রা চৈত্র টাকা লইয়া বাদী ও শ্রীনিবাস ও দুর্গাচরণ সে টাকা সহ গোহালতোড়ের কুঠীতে যায়। সাহেব তথায় না থাকায় সকলে ফিরিয়া আইসে, টাকা দেওয়া হয় নাই। পর দিন সকালে গিয়া টাকা দাখিল করে এবং বলে সে গরিব লোক তাহার গৃহ দাহ হইয়াছে, অতএব সে সমস্ত টাকা দিতে পারিবে না, কিছু ছাইড় চাহে এবং সাহেবের পায়ে পড়ে। সাহেব রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করাতে সে উঠিয়া পলায়। পরে সাহেব হুকুম দিলে তহশীলদারকে টাকা লইতে আদেশ করেন। মহল পাজনার কাছারিতে গিয়া একশত টাকা দেওয়া হয়। সেখানে সাহস সাহেবের ঘোড়া লইয়া বসিয়াছিল, টাকা দিবার পরেই সাহেব বাহিরে গেলেন। পরে নগদীর খরচ দিবার জন্য আদেশ হওয়ায় কুসুম সিংহ ও অপর একজন নগদীকে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়। যখন টাকা দেওয়া হয়। তখন যদু মুখোপা- ধ্যায় মোহরীর শ্রীনিবাস সাহা, ও দুর্গাচরণ সেন উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার পর সে পুলিসে নালিশ করে নাই। কারণ, সাহেব দের নামে নালিশ করিলে কিছু হয় না, কেহ সাক্ষ্য দেয় না। যে সাক্ষ্য দেয় তাহার গরু খোঁয়াড়ে দেয়। তাহাকে জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিতে দেয় না ও নানা প্রকার শাসন করে। কিছু দিন পরে পুলিস ইনেস্পেক্টর বাবু শরৎকুমার দেখে তাঁহার নিকট সে এই নালিশ করিয়াছে।

এই মকদ্দমার বাদী পক্ষের সাক্ষী জুবানি ও আসামীর এজা, হারও লওয়া হইয়াছে। আসামী বাদির প্রায় সমস্ত মূল কথাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে তিনি উক্ত টাকা জরিমানার স্বরূপ লয়েন নাই, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইয়া কোম্পা- নির খাতায় জমা করিয়াছেন।

ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত দৈত্য দানা, দেখি তেছি, এখনও মানুষ খাইয়া বেড়াইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে লোকের মন হইতে কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বোম্বাই নগরে কাল থিওসফিষ্ট সভা স্থাপিত হওয়াতে বুঝি শুষ্ক গাছ আবার বা মঞ্জুরিত হয়,—উষ্ণ মন্ত্রের প্রভাবে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সে দিন সিমলাতে আডাম ব্লাভাস্কি বড় বড় লোকেরও চক্ষুতে ধূলি দিয়াছেন। আর থিওসফিষ্টে মধ্যে মধ্যে কত যে গুলিপুরী গল্প বাহির হয়, পড়িবার সময় হেসে হেসে আর বাঁচি না। আজ কলের গাড়ীর এঞ্জিনকে ভূতে পাইল,—এঞ্জিন আপনা হইতেই ঘড় ঘড় করিয়া ছুটিল। আজ এ বালা- খানাকে ভূতে পাইল, কাল ও তোষাখানাকে ভূতে পাইল এরূপ কত গল্প সত্য বলিয়া প্রকাশিত হ ফলতঃ থিওসফিষ্ট সভা দেশের ঘোর অনিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ডাইন ডাইন করিয়া বোম্বাই অঞ্চ একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। নাশি জেলার অন্তর্গত দেশগ্রামে দুজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ছি একজনের নাম ওয়ালী। তাহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর আর একজনের নাম চিত্রী। ইহারা দুই জ সহোদরা এবং জাতিতে ভীল। সকলেই তাহা গকে ডাইন বলিয়া জানিত। গত ৪ ঠা ডিসেম্ব একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল যে, তোমরা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য। ওয়ালী ও চি নিশ্চিত ডাইন।" একে চায় আরে পায়—এই ক শুনিয়া সকলে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। ওয়া ও চিত্রীকে একটী আম্র গাছে বাঁধিয়া বিলক্ষ উত্তম মধ্যম দিল। এই মারপিটে কয়েক জ পুলিস কর্ম্মচারীও লিপ্ত ছিল। ওয়ালী বৃদ্ মারের ধমক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্য করে।

ওয়ালীর হত্যায় তিন জন সাক্ষাৎ অ রাধী ছিল। তন্মধ্যে একজন পুলিসের কনষ্টেবল সে ওয়ালীকে দড়িতে ঝুলাইয়া অনেক মারপি করে। একজন পুলিসের প্যাটেল। সে মারপি মহা উদ্যোগী ছিল। বাকি আর একজন বি ঘুসি জুতা মারিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারি মা থানার সেসন জজ এষ্টন সাহেবের কাছে ইহ বিচার হয়। বিচারে তাহারা দোষী সপ্রম হওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারী দুই জনের দশ বৎস অপর ব্যক্তির পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হ পরে অপরাধীরা হাইকোর্টে আপীল করে। হা কোর্টের জজ ওয়েষ্ট এবং পিন্নি সাহেব পুলিস ক চারী দুই জনকে দশ বৎসর এবং অপর ব্যক্তি পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তরিত করিবার আ দিয়াছেন।

সহরের পক্ষে এ সংবাদটী নূতন, কিন্তু পল্লীগ্রা লোকেরা এরূপ অত্যাচার কাণ্ড সময়ে সম দেখিতে পান। একের কুসংস্কারে অন্যের সর্ব্বন এ সামান্য বিপদ নয়! লোকের বিশ্বাসকে ধন্য একজন মানুষ মন্ত্রবলে আর এক জনকে খ ফেলে! এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হইতে পা অন্যের কথা কি!—কোন কোন স্থলে গ্রামের লোকদিগকেও এই সকল কাজে লিপ্ত হইতে গিয়াছে। অজ্ঞ লোকের সবিশেষ বিদ্যালো না হইলে ইহার প্রতীকার হইবে না।

আমরা কলিকাতা বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহা কৃত পাঠশালা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী

..."কিছু দিন পূর্ব্বে" সোমপ্রকাশের বিবিধ ...দে ... হবে ... বাঙ্গালা পাঠ- ...র কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের সহিত উহার অধ্যা- ...কের বিরোধ সম্বন্ধে কতিপয় পংক্তি লিখিত ...ছিল। ঐ কালে এই বিরোধের বিষয় সবর্ণ ...টে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবেচনাধীন ...য় ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারা যায় ... সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় ...যন অধ্যাপকের অনুকূলে মীমাংসা করিয়া- ...। পুরাতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের দোষে ...লয়ের অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষতি হওয়ায় ...বধায়ক পল্লীস্থ ভদ্র লোক এবং ছাত্রগণের অভি- ...কদিগের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক ...ককে অবসৃত করিয়া একটী নূতন কার্য্য নির্ব্বা- ...সমাজ সংগঠন করেন। ডাইরেক্টার মহোদয় ...স্পেক্টার মহাশয়কে এই নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক ...তের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রাখিতে আদেশ ...য়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, পাঠকগণ ...ই যেমন বিরোধের সংবাদ পাইয়াছিলেন, ...মী সপ্তাহে যেন সেই বিরোধের নিষ্পত্তির ...দও পান। এই বিদ্যালয় বঙ্গদেশস্থ সমুদয় ...লাপাঠশালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং এইরূপ ...ধ ঘটনাটীও বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হই- ...। সুতরাং পাঠকগণকে উহার নিষ্পত্তির সংবাদ ...য়া নিতান্ত আবশ্যক।"

...পূর্ব্বে নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি কোন গবর্ণমেণ্ট ...চারীর নামে দেনার জন্য দেওয়ানি আদালতে ...করিয়া তাহার বেতন আটক করিতে পারি- ...। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...র পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়া- ... অতঃপর কোন ব্যক্তি ডিক্রী করিয়া ৫০ টাকার ...বেতনো কর্ম্মচারীর বেতন আটক করিতে ...রেন না, তবে ৫০ টাকার উপরি বেতনের কর্ম্ম ...র বেতনের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পারি- ...।

...দের অনুরোধে প্রতি রবিবার গবর্ণমেণ্টের ...ত্র কার্য্যালয় হইতে সামান্য ব্যবসাদারগণের ...কান পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। কিন্তু সরাপখানাও ঐ ...বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। এই প্রথাটী স্কট ... ও আয়ারলণ্ডে আছে এবং এক্ষণে ওয়েলসেও ...ছে। ইংলণ্ডে ঐ উভয়ের ন্যায় আদর, তাহাতে ...বাব সরাপখানা বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া ...। তাহা হইলে ভারতবর্ষেও ঐরূপ নিয়ম ... পারে। সপ্তাহের মধ্যে এক দিনও সুরাপান ...থাকিলে ভারতের অনেক মঙ্গল হয়।

...রাজ খাঁ পদ পাইয়াছেন ও গবর্ণমেণ্টের কথায় অবাধ্য হইয়াছেন বলিয়া মহাহলস্থূল পড়িয়াছিল, সেই রায়ত খাঁ বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি পুনর্ব্বার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি তাঁহার প্রতি এই অলীক দোষের আরোপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড হইল? একজন নির্দ্দোষ সম্ভ্রান্ত লোককে মজাইবার চেষ্টা পাওয়া কি সামান্য অপরাধ? আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি লোকের চেষ্টা এই, দেশীয় লোকে উচ্চ পদ না পায়, তাই তাহারা তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ছলানুসন্ধান করিয়া থাকে।

কেম্ব্রিজ নিবাসী সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক প্রিমার সাহেব ১৮৮৫ অব্দে প্রধান গ্রহগণের সঞ্চার সম্ভাবনায় পৃথিবী বিনষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ঐ বৎসর দীর্ঘকাল ব্যাপী শীতের প্রাদুর্ভাব, ঘন ঘন ভীষণ ভূমিকম্প, ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, মুষলধারে বারিবর্ষণ, বহুদেশ ব্যাপী জলপ্লাবন, আগ্নেয় পর্ব্বতের ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইবে। বোধ হইবে যেন পৃথিবীধ্বংস করিবার জন্যই পঞ্চভূত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীর জল অপেয় হইবে এবং মৃত্যু উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে ধাবমান হইয়া মধ্য এবং প্রাচ্য ইউরোপ পর্য্যন্ত ভীষণ আকারে সঞ্চরণ করিবে। ইংলণ্ডেও বাণ বাজার আছে।

জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে বিচারভেদ ইংলণ্ডের লিবারাল মন্ত্রিদলেও প্রবেশ করিয়াছে। হার্টিংটন সাহেব ভবিষ্যতে উচ্চতম আদালতে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ২১ মের পর যে সমস্ত নিম্নপদস্থ বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিম্নের লিখিত নিয়মানুসারে বেতন পাইবেন:—

চিহ্নিত সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগকে পূর্ব্বে যে শতকরা চারি টাকা করিয়া তাঁহাদের পেন্সনের জন্য দিতে হইত, তাহা আর তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না।

যদি বিচারপতি দেশীয় না হন, অথবা দেশীয় হইয়াও যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান হন, তাহা হইলে তিনি ৩৬০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

যদি বিচারপতি দেশীয় হন, এবং যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান না হন, তাহা হইলে তিনি ২৪০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন, অর্থাৎ ইউরোপীয় অথবা সিবিলিয়ান জজ যে বেতন পাইবেন তাহার তৃতীয় অংশের দুই অংশ পাইবেন।

এক্ষণে ছুটী দিবার ও পেন্সন দিবার যে নিয়ম আছে, দেশীয় বিচারপতিদিগের সম্বন্ধে সে নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইবে। তজ্জন্য ভারতব... ষ্টেটসেক্রেটারির সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক হই... ২১ এ মার্চ্চের পর যে সমস্ত দেশীয় বিচার... উচ্চতম আদালতে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগ... বলিয়া দেওয়া হইবে যে পেন্সন ও ছুটী স... এক্ষণে যে নিয়ম আছে, তাঁহারা তাহার ... ভাগী হইবেন না।

ছুটী ও পেন্সনের নিয়ম প্রস্তুত করা হইতে... ২১ এ মার্চ্চের পর যে যে ব্যক্তি দেশীয় বিচারপ... পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইতি মধ্যে তাঁহারা ... অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁ... জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে। যদি ষ্টেটসেক্রে... অগ্র করিয়াও ইংরাজ ও দেশীয় উভয়ের বে... সমান করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমা... ক্ষোভের কারণ থাকিত না। এদেশীয়েরা স... গুণে উপযুক্ত হইলেও ইংরাজের সমান বেতন প... বেন না, এবং ইংরাজ সহস্রগুণে নিকৃষ্ট হই... এদেশীয়ের অপেক্ষা অধিক বেতন পাইবেন। ... কি উদার রাজনীতি?

ভাউনগরের ঠাকুর (যিনি সম্প্রতি কে, সি, ... আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি) ভাউনগ... রাজকোটের মধ্যে রেলওয়ে ও একটী সেতু নি... করিয়া দিয়াছেন। এই সেতুটী নির্ম্মাণ ক... ১২৭০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন ... কুমার কালেজে ...র অনেক দান আ... ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ত্রয়োবিংশতি বর্ষের ... হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের জজ ... স্পাঙ্কি ৩৫ বৎসর দক্ষতার সহিত নিজ কার্য্য স... করিয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিতেছেন। ইনি ... জন কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত বিচারপতি ছিলে... বিদায় গমন সময়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় ... সন্তোষের সহিত অভিনন্দন প্রদান করিয়াছে...

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞাপন সভার গৃহ আবশ্... এজন্য ঐ সভার সভ্যেরা ৩০ হাজার মুদ্রার কো... নির কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে এ... বাটী ক্রয় করিতেছেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত পাঠকগ... অবগত করাইতেছি, ৩ রা জুন শুক্রবার বাবু দ্বা... নাথ ঠাকুরের পৌত্র বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২... বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাম্পা... নামক স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ... বদান্যতা অতি প্রশস্ত ছিল এবং কলিকাতা ... সভার একজন কার্য্যদক্ষ সভ্য ছিলেন। ... মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন ইয়র্ক-...র কালেজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ১০ হাজার ... দান করিয়াছেন।

আজমীরের মেও কালেজের জন্য যে ৬২২০ ... টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আজমীর ...ারে সঞ্চিত হইয়াছে।

পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। ...াবের কয়েকজন পঞ্জাবি ব্রাহ্ম যুবক পৈতা ...ড়াইয়াছেন।

...ণ্ডিয়ান মিরর বলেন সিঙ্গাপুরে চীনদিগের মধ্যে ...জনরব উঠিয়াছে, বিগত ৩১ এ মার্চ্চ খোয়াংশা ...ক স্থানে দিবা ১১ টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সূর্য্য ...য়ে দেখা দিয়াছিল।

...একজন সিপাহী লাহোর কেল্লা হইতে কতকগুলি ... অপহরণ করিয়া গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করি-...ছে। অনুসন্ধানে ২১০০ টাকা নিকটবর্ত্তী উদ্যানে ...ল ও খাল ধারে এবং জেলের নিকটে পাওয়া ...ছে। অনেক প্রহরিকে দোষী বলিয়া সন্দেহ ... হইতেছে।

...ব্রিটীশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে ...ওয়ে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ৬০০ চীন ...ক নিযুক্ত হইয়াছে।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে ...রের মৃত্যু হওয়ার পর আমাদের রাজ্ঞীর রক্ষার ... নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি ... তিনি বাষ্পীয় শকটে উইণ্ডসর হইতে ...নে আসিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার গাড়ির ... এক খানি খালি গাড়ি গমন করিয়াছিল ... উইণ্ডসর হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত সমুদয় পথে ...রী নিযুক্ত হইয়াছিল।

সুইডেনের একজন কাউণ্ট ও অপশাল বিশ্ব-...ালয়ের চ জনের প্রাণ করা অপরাধে দণ্ড হই-...ছেন। এই হতভাগ্য রাজা ও রাজ্ঞীর নাম ...ও প্রাণ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

...গ্রামহাউ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ক্যাথে-...ন মার্শ্যাল নাম্নে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালিকা ...আরি মাস হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল জলপান ...য়া জীবিত আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের ...ট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে হইলে অনেক বাঁটা ...ত হয়, এজন্য টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন যে ...মগ্র ভারতবর্ষের জন্য একবিধ নোট করা ...য়, তাহা হইলে এক স্থানের নোট অন্য স্থানে ...াইতে গিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় ...।" গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ...ব্য।

সম্প্রতি লাহোরের দুর্গস্থ ধনাগারে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ধনাগারের নিকটে একটী ক্ষুদ্র নর্দ্দামা আছে। গত শনিবার ঐ নরদামায় কয়েকটী মুখকাটা তোড়া পাওয়া যায়। বোধ হইতেছে যে ৩৫,০০০ টাকা চুরি গিয়াছে। ধনাগার রক্ষার জন্য তথায় একজন সৈনিক প্রহরী ছিল। তাহাকেই সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ইটন কলেজে এক্ষণে ২৬৪ জন ধনী লোকের পুত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একজন দেশীয় রাজপুত্র আছেন।

ভারতবর্ষের অহিফেন ব্যবসায় লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার কমন্স বাটীতে মহা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৯ এ এপ্রেল পীস সাহেব এই অহিফেন ব্যবসায়ের দোষ দিয়া বলিয়াছেন যে এই গর্হিত ব্যবসায় বন্ধ করিলে আয়ের যে ক্ষতি হইবে অন্য প্রকারে ভারতবর্ষের কিছু আয় বৃদ্ধি ও কিছু ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কমন্স সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে আবশ্যক মত সাহস দান করিতে প্রস্তুত আছেন। ১৮৭৬ অব্দের ১৩ ই সেপ্টেম্বর চীন-রাজের সহিত আমাদিগের দূত সার টমাস ওয়েড যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, এবং যে সন্ধিতে আমাদের মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট সম্মতি দেন তাহার তৃতীয় ধারার তৃতীয় দফা অনুসারে বিনা ওজরে কার্য্য করা উচিত।

বঙ্গদেশীয় টেলিগ্রাফ আপিসে অনেক জন স্ত্রী লোক সিগনালারের কার্য্য করিবেন বলিয়া ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট আবেদন করাতে বঙ্গদেশীয় টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েকটী নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, তাঁহারা কর্ম্ম পাইবেন। সৈনিক সিগনালারদিগের বেতনের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে ইঁহাদিগেরও সেইরূপ হইবে। আপাততঃ ইঁহাদিগকে কর্ম্ম কিছু দিনের জন্য দেওয়া হইবে। পেন্সন অথবা বেতন বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। যে স্থানে টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একাকী টেলিগ্রাফের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে না অথচ যেখানে অপর একজন পারদর্শী কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা নাই, সেই স্থানেই স্থানীয় কর্ম্মচারীর স্ত্রী টেলিগ্রাফে কার্য্য করিবেন।

জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ পরলোক গমন করাতে রাজনীতির নানা পরিবর্ত্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে কিছু উপশমিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সাহেব কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচা... কথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গে... সম্প্রতি বাঁকুড়া'র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশ... দত্তের সহিত তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টে... মাষ্টার্স সাহেব যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন, তৎপ... আমাদিগের বোধ হইতেছে, এ প্রকার উদ্ধত ক... চারিদিগকে বিশেষ দণ্ড না দিলে ইহারা ইং... রাজত্বকে ক্রমে নিরোর রাজত্বের ন্যায় কা... তুলিবে। আমরা শুনিলাম একদা মাজিষ্ট্রেট ... স্থল পরিদর্শনার্থ গমন করেন, তিনি জয়েণ্ট মাজি... রমেশ বাবুর উপর তাঁহার কার্য্যভার সমর্পণ করি... যান এবং তাঁহার অধীনস্থ আপীসগুলি য... রীতি পরিদর্শন করিতে বলেন। রমেশ বাবু য... বাঁকি সকল আপীস পরিদর্শন করিয়া অবশে... পুলিস সব ইন্স্পেক্টরের আপীস পরিদর্শন করি... যান। সব ইন্স্পেক্টার এই কথা ডিষ্ট্রিক্ট পু... সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টার্স সাহেবকে লেখেন। তদু... তিনি লিখিলেন তিনি যেন কদাচ জয়েণ্ট মা... জিষ্ট্রেটকে আপীস পরিদর্শন করিতে না দেন। কি... এই আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমেশ বাবু আপ... পরিদর্শন কার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ করি... ছিলেন অবশিষ্ট যাহা ছিল পুলিস সুপ... ণ্টেণ্ডেণ্টের এই আদেশ তাঁহাকে দেখাইতে ... সে দিকে দৃকপাত না করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য ... করিয়া লন। তৎপরে মাজিষ্ট্রেট সদর ষ্টেসনে প্র... গমন করিলে রমেশ বাবু এই বিষয়ে তাঁহার নি... রিপোর্ট করেন। মাজিষ্ট্রেট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট... এরূপ অন্যায় আদেশ দিবার বিষয়ে কৈফিয়ৎ চা... হওয়ায় তিনি অতি তাচ্ছিল্যভাবে এই কথা বলিয়া... জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পুলিস সব ইন্স্পেক্টারে... আপীস পরিদর্শন করিবার কোন অধিকার না... অতএব তাঁহার এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচি... মাজিষ্ট্রেট আণ্ডার্সন সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ... কথায় অবমানিত হইয়া এই বিষয় কমিশনা... গোচর করেন; কিন্তু তিনি ইহাতে মৌনাবল... করিয়া বিচারার্থ কাগজপত্র গবর্ণমেণ্টের নি... প্রেরণ করিয়াছেন। দেখা যাউক, এখন বিচা... কিরূপ ফল হয়।

কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কুচ ... এবং আমাচ্ছুদ্দীন মহম্মদ ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টার... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অতঃপর মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ভিন্ন ... সেনাপতি থাকিবেন না।

ঢাকা অঞ্চলে গহনার ... অনেক সুবর্ণবণিকের যোগ আছে, কিন্তু ঐ...

র সাধারণে্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বোম্বাইয়ের নাট্টার ঐ বিষয়ে তথাকার গবর্ণমেণ্টের র করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বালকগণের অনেকেই শৈশবাবস্থায় বিদ্যা- ক অথবা পাঠশালাকে যমালয় বলিয়া জ্ঞান । সম্প্রতি কলিকাতা মাণিকতলার একটী বর্ষীয় বালক বিদ্যালয়ে যাইবার ভয়ে পিতা র তাড়নায় গৃহের একটী সিন্ধুকের ভিতর য়। অনন্তর সিন্ধুকের ঢাকুনি চাপিয়া দেয়। র হইতে ঢাকুনি উত্তোলন করিতে না পারাতে দশ ঘটিকা হইতে বৈকাল সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত প ছিল। অনুসন্ধানের পর বালকটীকে সিন্ধু- মধ্য হইতে মুমূর্ষু অবস্থায় বাহির করা াছে।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রত্ন সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছেন। তে যাহা কখন হয় নাই, ন্যায়রত্ন হইতে া হইল। ন্যায়রত্ন ক্ষণজন্মা পুরুষ সন্দেহ ।

বশেষ টেলিগ্রামে দেখা গেল মান্দ্রাজের গবর্নরের যে কাহাকে দেওয়া হইবে এখনও তাহা স্থির নাই। তবে কেহ কেহ কহিতেছেন, উক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন করা হইবে উক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ কোন যোগ্য তবর্ষস্থ সিবিলিয়ানের উপর ন্যস্ত হইবে।

ভারতবর্ষে যেমন কেহ কাহার বিষয় লইলে মিত মেয়াদের মধ্যে সে ব্যক্তি যদ্যপি লশ না করে, তাহা হইলে তাহার যেমন ত্তি তামাদি হইয়া যায়, চীনে সেরূপ যায় তথায় অত্যাচারিত ব্যক্তির নালিশের মেয়াদ বৎসর।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার লর্ডেরা বিকন্সফিল্ডের র্ত্তিস্তম্ভ নিৰ্ম্মাণের প্রস্তাবে সকলেই অনুমোদন য়াছেন এবং কমন্স বাটীর ৩৮০ জন ইহাতে অনু- দন করেন, কেবল ৫৪ জন ইহাতে মত দেন ।

বোম্বাই গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন যে অতঃপর াজে আর গবর্ণর থাকিবেন না। বঙ্গদেশের য় মান্দ্রাজ একজন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনা- ন থাকিবে। আমরা অনেক দিন অবধি াজে ও বোম্বাইয়ে এক একজন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর খিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি।

২৮ সে মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গ রেলওয়ের ৫৮,৬০৬ টাকা আয় হয়। গত র এই সময়ে ৫৮,২৫৬ টাকা আয় হইয়াছিল।

আইরিশ ল্যাণ্ডবিলে ১,৫০০ সংশোধন ও নূতন ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পালমাল গেজেট বলেন স্থানীয় ভূমিসংক্রান্ত আদালতের শাসন-প্রণালী ও বাকী খাজনার নিয়ম,এবং কৃষকদিগের বাসগৃহ সম্বন্ধে যে সমুদায় ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকায়ও কলিকাতার ন্যায় বটতলা আছে। একজন আমেরিকার পুস্তকপ্রকাশক বলি- য়াছেন যে তাঁহার নিকট এক্ষণে সহস্রাধিক গল্পের পুস্তক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিন খানিও মুদ্রাঙ্কিত করিবার যোগ্য নহে।

সম্প্রতি বরদাবাজো সুপানশঙ্ক নামে একটী ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। এই দুরাত্মা জেলা সুবাট ও পুরন্দর তালুকে বিস্তর ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

রেঙ্গুণে টেলিফোন যন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। রাওয়েল কোম্পানির চাউলের কল হইতে দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত টেলিফোনে সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতেছে।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সে লোকের হস্তে বিস বিক্রয়ের ক্ষমতা দিবেন না।

একজন কুম্ভকার মানসির কোন একটী পাহাড় খনন করিতে করিতে দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হই- য়াছে। তথাকার রাজা এই সংবাদ শ্রবণে সৈনিক প্রেরণ করিয়া উহার নিকট হইতে অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। দরিদ্র কুম্ভকার ১০ টাকা পারিতো- ষিক প্রাপ্ত হইয়াছে!

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ- রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কাদের যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই আর মিডলটন যশোহর সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় পূর্ত্তকার্য্যের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। যথাঃ—

এচ, এ, ডি ফিলিপ্‌স ১৮৮১ অব্দের ২৭ এ এপ্রেল; এফ, বি, টেলর ৩ ই মে; ডি, ডবলু স্মাইথ ১৪ ই মে; ডি, ১৪ ই মে হইতে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণী হইলেন। যথাঃ—

আর, এচ. এণ্ডার্সন ২৭ এ এপ্রেল; ডি. বি, এলেন ৩ এচ, পি, পিটার্সন ৭ ই মে; সি, আর মার্রিয়ট ২৪ এ হইতে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রা শোর সেঠ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হই ইহাঁর উপর এক্ষণে যে কার্য্যের ভার আছে তৎসঙ্গে হার লাইসেন্স ট্যাক্সের কার্য্য ও করিতে হইবে।

বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী কিছু দিনের জন্য ২ য় শ সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। ইহাঁর উপর এক্ষণে যে ক ভার আছে তৎসঙ্গে যশোহরের লাইসেন্স ট্যাক্সের কার্য্য ক হইবে।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু প বসাক কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. জি ক্যাম্বেল (ইনি ছুটী লইয়াছেন) রাজসাহীর সদর বদলী হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত বনগাঁর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক ক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ইনি ছুটি লইয়াছেন) দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টা দীননাথ ঘোষ ১ লা হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা বাবু শ্যামাধব রায় কিছু দিনের জন্য ঐ ষ্টেষণের সব ে হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত মেলপান্দার মুন্সেফ বাবু কার্ত্তিকচ (ইনি ছুটী লইয়াছেন) বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ভা হইলেন।

বাবু নন্দলাল দে, বি, এল দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নী মুন্সেফ হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রে ডেপুটী কালেক্টার বি, ডি মোরাণ মুন্সেফের ক্ষমতা হইলেন।

হইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৯৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶৹

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল।৹

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৹ ডাকমাশুল ।৶৹

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে,নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৹ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৵৹। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক মোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। } শ্রীকালীচরণ পাল। হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাঁটায় জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সর্ব্বশেষ সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিয়া পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, কম্প, পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধির চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:০:——

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপ অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

—০—

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই ...

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি
নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ ঝা—রাজগ্রাম
" " ব্রজনাথ দাস—মালদহ
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবা
" " চন্দ্রকমল লাহিড়ি—কুচবিহার
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য—মুক্তাগাছা
" " কেদারনাথ দত্ত—চোরবাগান
" " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা
" " পরেশনাথ আচার্য্য—বড়বাজার
" " হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী—বারুইপুর
" " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—নোয়াখালী
" " হরিলাল সরকার—রাজমহল
" " জানকীবল্লভ সেন—কাষ্টম গোটেল
" " কিশোরচন্দ্র ভক্ত—বদনগঞ্জ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অ
বাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কর
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০
আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

র্ব্যবহার হ্রাস হয় তাহার উপায় অবলম্বন হউক। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রৌপ্যপাত্রের প টেক্স আছে তাহা স্বর্ণালঙ্কারের উপর ধার্য্য হউক, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বর্ণকার ও স্বর্ণালঙ্কার দায়ীর উপর একটী টেক্স ধার্য্য করা হউক। সকল উপায় অবলম্বিত হইলে অলঙ্কারের আকারে ব্যবহারের হ্রাস হইয়া আসিবে। তাহা হইলে রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িবে, যখন রৌপ্যের ক বৃদ্ধি হইবে তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যের অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে, এবং যখন স্বর্ণের ব্যবহার হইবে, যখন স্বর্ণের গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস বে তখন স্বর্ণের মূল্যও হ্রাস হইবে। এইরূপ তি অবলম্বন করা হইলে পূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সম্পর্ক ছিল ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক পুনরায় হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি ইউরোপীয় বাজারে ক্রয় করিবার রীতি ও তজ্জন্য ভারতবর্ষের অর্থের অপব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে যে দ্রব্যের আব- ক, প্রায় তৎসমুদয় ভারতবর্ষের বাজারেই পাওয়া । বাজার যে দ্রব্যের আবশ্যক সে সেই দ্রব্য দেশে করিলে অল্প ব্যয়ে হয়। ভিন্ন দেশ হইতে াদি আনীত হইলে নানা কারণে অধিক ব্যয় গে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝি- ও যেন বুঝেন না। গবর্ণমেণ্টের রীতিই এই তাঁহাদের যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তখন তাহা বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস দ্বারা সেই দ্রব্য লাত হইতে ক্রয় করাইয়া এদেশে আনয়ন রেন। বিলাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য আমা গকে প্রতি বৎসর দুই কোটী আড়াই কোটী কা দিতে হয়। বিলাতে জাহাজ ভাড়া, দ্রব্য নিয়ের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়, প্রভৃতি বিস্তর কা অনর্থক নষ্ট হয়। যদা সৈনিকদিগের বস্ত্রা র আবশ্যক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে খিলেন, তিনি তাহার নিজের লোক দিয়া তাহা য় করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কখন কয়েক ইট কাগজের আবশ্যক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাহা পাঠাইয়া লেন। এইরূপ কলম, ছুরি, প্রভৃতি যে কোন সামান্য ও অধিক মূল্যের দ্রব্যের আবশ্যক হয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহা ভারতবর্ষে পাঠান। এইরূপে বর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিলাতের বাজারে য় করাতে ব্যয়াধিক্য হয় দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর- জেনারেল মহামতি লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার অধিকার- কালে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভারতবর্ষেই ক্রীত হইবে। ১৮৭৮ অব্দে গবর্ণ- মেণ্ট এতদ্দেশীয় বাজার হইতে কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ দেন। ১৮৮০ অব্দে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে পাওয়া যাইবে তাহা এদেশেই ক্রয় করা হইবে। এবং যদি দেশীয় দ্রব্যে ইউরোপীয় দ্রব্যের কার্য্য চলে তাহা হইলে দেশীয় দ্রব্যই গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নর্থব্রুক সাহেবের ন্যায় আমাদের রাজস্ব সচিব মেজর বেরিং বলিয়াছেন যে, দেশীয় বাজার হইতে গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করা হইবে।

গত মে মাসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় বাজার হইতে কাগজ কলম ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করিতে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করা হইয়াছে কি না? এবং যদি রহিত করা হইয়া থাকে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে হার্টিংটন সাহেব এই কথা বলেন যে ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণ- মেণ্টকে যে আদেশ দেওয়া হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য, ও তথাকার বাজারে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা ভাল ও সুলভ হইলে সেই স্থান হইতে ক্রয় করা হইবে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এমন কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, যাহা ইংলণ্ডে ক্রয় করা উচিত তাহার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিসে জানাইবেন, ইংলণ্ড হইতে তাহা প্রেরিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৮৮০ অব্দের মে মাসে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহাদের যে কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা দেশীয় বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে। তবে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে আনয়ন করা হইবে। তবে যখন ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে, যখন ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিতে বিলম্ব হইবে এবং যেখানে ইউরোপ হইতে আনীত হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই স্থানে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে ক্রয় করা হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশের কোন কোন দোকানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে এই কথার যাথার্থ্য অবগত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাই- বেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটরির কথায় যে গোলযোগ ছিল তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞায় পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞাটী কার্য্যে পরিণত হইলে দুটী শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। এতদ্দ্বারা দেশের সত্য অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস হইবে, এবং দেশীয়দিগের শিল্পকর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মিবে। দেশীয় শিল্পের শেষ হইয়া আসিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাতী কাপড় সস্তা হই তন্তুবায় ও যুগীদিগের আর অন্ন হয় না। এদেশে আর পূর্ব্বের মত ছুরি, কাঁচি, ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত না। এখন সকল দ্রব্যই বিলাত হইতে আইসে। ইহাই দেশের ভাবী দারিদ্র্যের প্রধান লক্ষণ। শিল্প শ্রীবৃদ্ধি দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। দেশা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আনয়ন করিয়া দেশ বড় করা যায় না। শিল্পজাত দ্রব্যই দেশের ধ সেই ধনের হ্রাস হওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করেন, তাহা হই আমাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন।

ভারতবাসী এই তোমাদের উন্নতির একটী সর। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎ দিতেছেন। তোমরা মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করি শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়া দেশের উন্নতি-সাধ তৎপর হও। কেবল দাসবৃত্তি চাকুরী করিয়া বে ইও না- চাকুরির প্রত্যাশা পরিত্যাগ ক তোমরা বিদ্বান হও, আর কাব্যদক্ষই হও, গবর্ণ কয়জনকে চাকুরী দিতে পারেন? গবর্ণমেণ্ট ক বিশ কোটি ভারতবাসীকে চাকুরি দিতে পারেন যদি কেবল চাকুরীর প্রত্যাশায় থাক, তাহা হই তোমাদিগকে হতাশ হইতে হইবে। তোমা অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি আজ ইং ভারতবর্ষের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া তাহা হইলে তোমাদিগের অভাবের পরি থাকিবে না। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র, লিখি ও [illegible] ছাপাইবার কালি, দেশের বাতি, কাটিবার ছুরী বিলাত হইতে আইসে। প্রদীপ জ্বা- লার জন্য তোমাদিগের দেশলাই চাই, ক সেলাই করিবার জন্য [illegible] পুস্তক ও সংবাদ পত্র ছাপাইবার জন্য কাগজ চাই, তৎসমুদয়ই বিলাত [illegible] যোগায়। [illegible] সমাজ, তোমাদিগের [illegible]

ারিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের রিগণের একটু দর্শী হওয়া আবশ্যক। ই তাঁহাদের মাথা খাইয়াছে। "অতি লোভে নষ্ট" এ কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলে গি মহাশয় কখনই তিন পুরুষে খাজাঞ্চি পদ এবং ডেভিজিনবিস মহাশয় ২৮ বৎসর যশের কার্য্য করিয়া শেষে অপযশের সহিত পদচ্যুত তেন না।

মধ্যে যুবক সভার একটী সভা ঐ সভায় "বিধবা হ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সভা-র এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। ন্ধ লেখক বলেন "বিধবাদিগকে কষ্ট দেওয়ার প ভারত ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক বড় বড় ক এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সত্য; ক তা বলিয়া নিরাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। তএব এস আমরা সকলে একমত হইয়া এ কার্য্যে রত হই। আপাততঃ এ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম া উচিত হইতেছে। যথা:—(১) বিদ্যা-গর মহাশয়ের সহিত পত্র দ্বারা এ বিষয়ের পরা-র্শ জানিতে হইবে। (২) এক খানি পুস্তক তৈব করিয়া কত লোক এই সৎকার্য্যের পক্ষ-তী তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে। (৩) ক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক বাহির হইবে, তাহাতে ধানের পদে এই লেখা থাকিবে—যদি কেহ বিধবা কন্যা কিম্বা ভগ্নীর বিবাহ দেন, সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহাকে জীবনান্তে পরিত্যাগ করিব না। একত্রে বসিয়া জের ন্যায় পান ভোজনাদি করিব।" প্রস্তাব লেখকের প্রস্তাবে অপরাপর যুবকগণ সাহস করিয়া অনুমোদন করিতে পারেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে একটী কথা বলি—কেহ বিবাহ দিলে এ কথা বলা অপেক্ষা অগ্রে আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ দিব, এই কথা বলিলে ভাল হইত না? আমাদিগের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বেচারাম বাবু এ সময়ে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। তিনি ছেলে গুলো রোদে রোদে টো টো করে বেড়ায় দেখিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ দিবার জন্য এই সভাটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী গাভি ৫। ৬ সের করিয়া দুগ্ধ দিতে দিতে মধ্যে এক কালে দুগ্ধ দেওয়া রহিত করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, গোরুটী নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতেছে। আমাদের একটী বন্ধু কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁঠাল বেরার ন্যায় গোরুর পালানটী জালা দিয়া ঘিরিয়া রাখায় এক্ষণে ৭।৮ সের করিয়া দুগ্ধ পাইতেছেন। পালানটী অতি বৃহৎ হওয়ায় গোরু নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

দশহরা পর্ব্বটী বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মুঙ্গের কষ্টহারিণী ঘাট এই উপলক্ষে অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিস্তর বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিল। এখানে স্ত্রী পুরুষের পৃথক পৃথক স্নানের ঘাট না থাকায় দেখিতে অতি কদর্য্য দেখায়। ভরসা করি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে জামালপুরের আর্য্য সভার ৪০।৫০ জন সংগীত নিপুণ সভ্য পতাকা ও তুরি ভেরী, ডঙ্কা সহ হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে আসিয়া লোকের মনে ভক্তি এবং আনন্দের উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গা পূজার উৎসবের সহিত তাঁহাদের হরিনাম সংকীর্ত্তনের উৎসব একত্র হইয়া ভাগীরথী কূল অপূর্ব্ব এবং অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্নানান্তে সভ্যগণ আর্য্য সভায় অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্ণে নগরের রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জামালপুরে প্রত্যাগমন করেন।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে অত্রস্থ সভা সমূহের প্রার্থনানুসারে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেন্ট মহোদয় বক্তা বা উপদেষ্টাগণের গমনাগমনের সুবিধার্থ হাবড়া হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত পাশ (বিনা ব্যয়ে গমনানুমতি পত্র) দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া এখানকার যুবজন মণ্ডলী উৎসাহ সহকারে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বাগ্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবারে এখানে শুভাগমন করিলে অত্রস্থ মিকানিকস্ ইনিষ্টিটিউটে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। সাহেব ও বাঙ্গালীতে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ গুপ্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে যুবজন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, কার্য্য বিবরণে শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ী কোন বিশেষ উন্নতিকর সমাচার প্রাপ্ত হইলাম না; সভাস্থলে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজি রীতিতে ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকলেই যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রত্যেক হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে যুবা পুরুষই উন্নতির জন্য উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণকাম হইয়াছেন। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের নৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন যে বালকগণের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের মূলে পিতা মাতা ও শিক্ষকের একমাত্র অধিকার কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পিতা মাতা বালকের বিদ্যা-লয়ের মাসিক বেতন ও পুস্তকাদি দিয়াই নিশ্চিন্ত সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না তাহারই প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য থাকে; কিন্তু তাহার চরিত্র ভাল হই কি না, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকগণও প্রায় বালকগণের সাধু জীবনের জন্য চেষ্টা করেন না। এই দুই কর্তৃপক্ষের দোষে আমা দের নৈতিক রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর সামাজিক উন্নতির কথা তুলিয়া স্ত্রীগণে অবরুদ্ধ ভাবে অন্তঃপুরে বাস ও বাল্য বিবাহই সামা জিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া বর্ণন কি লেন। পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এইরূ পরামর্শ দিলেন যে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন ক ও সকল সভার সম্মিলিত হইয়া দেশীয় অভ জ্ঞাপন করা এবং স্বত্ব ও স্বাধিকার গোপন গবর্ণমেন্টকে বৈধ রীতিতে যথোচিত উত্তেজিত ক আবশ্যক। বক্তৃতাটীর মধ্যে সামাজিক উন্নতি অন্তরায় স্বরূপ অন্তঃপুরাবরোধ পদ্ধতির যে সমালোচনা ও দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন ও বিলাতীয় বি দিগের সভ্যতার যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাদি ক হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী নাই। ঐ অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে বক্তৃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভা ভঙ্গ কালে প বিহারী লাল ও একটী বালক সুরেন্দ্র বাবুর য প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। তৎপর সায়াহ্নে মুঙ্গের রাজকীয় বিদ্যালয়ে "দেশীয়গ হস্তে মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন ভাবে কার্য গ্রহণ" সম্বন্ধে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা কর অত্রস্থ তৎকার্য্যের জন্য এক কমিটী হইয়া বাবু অখিলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই কমিটীর স নিযুক্ত হইলেন। কমিটী লেফ্টেনান্ট গবর্ণরের নি বেঙ্গল মিউনিসিপাল এক্টের ১৬ ধারানুসারে খানি আবেদন পত্র পাঠাইবেন ইহাই নির্দ্ধা হইয়াছে। ভাগলপুরেও বক্তৃতান্তে এইরূপ এ সভা করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় গমন যাছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভাস্থগত সদ চনী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
য়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
াদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-
র চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা-
পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা
পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
বা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
ার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০
/০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
বেণি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
কলিকাতার এজেণ্ট হবেন, স্বীকার করিয়া-
। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
ন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
র টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ
বেন।

পরীক্ষিত

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি,
টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয়
নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি
হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা,
মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের
বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ
৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া
এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য
ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ়
এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য।০ চারি আনা
মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
যায়।

শ্রীমতিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৬ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী।
(মোক্তারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের
ষ্ট্রীট যোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা
সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া
পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ
করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহা-
রও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে
খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা
পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান
যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা
করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ
টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০
আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে
পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম-
সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং
কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ
করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা:—
ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।
ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার
কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে
লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি
এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

২রা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।
ম্যানেজার।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-
কারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫॥০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাসুল।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৫।৵০,
গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বসু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

মূল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা
(বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর
গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ স্থানেস্থ
ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

...ই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেব... ... আগমন, স্বপ্ন, বোপা ও ... বাদ, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়, ...নিকালে যে সে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সহিত সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংবাদশন, এই ৮টী ... সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ...র ৮ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক ...ল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। ...চ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম...প্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...কারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

...ল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার ...গের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত ...ভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত ...ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ...াদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

...হার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর ... কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ...াদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল ...।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৴০

স্বপ্নসুন্দরী বটিকা।

...হার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ...াধবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য ...

১ কোটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা দৈহিকা ... অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য শক্তিহানি প্রভৃতি ...রিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৴০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে সর্ব্বস্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অন্তর্দর্পণে জীবাত্মার পবিত্র দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর—জয়দেবপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়—কলিকাতা ১০
" " রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—দিনাজপুর ১০
" " কৈলাসচন্দ্র রায়—কালিগঞ্জ ১০
" " নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার ১০
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ১০
" " মনোমোহন দে—বড়মূল ১০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ পাল—চগলীচক
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর
" " রামকিশোর দাস—জলপাইগুড়ি
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—নিশ্চিন্তপু...
" " গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকীপু...
" " অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়—মৌ
" " বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক—মণ্ডলগ্রাম
" " ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর
" " দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর
" " অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী—শ্রীরামপুর
" চকুরা গোহৈ তেজমুহরি—খোয়াঙ্গা বাগিচা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত ... না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ... আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে...

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং " । ৩৩ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৪ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ২৭ এ জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৸০, অসমর্থ পক্ষে
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন সন উপস্থিত, সোমপ্রকাশের ম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ য়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও ক্রমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের -প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। —যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী নিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর াগল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে রিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া ওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের ঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি ার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু শুক- াস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিগণ বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস- গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা- দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

হাজারিবাগ ডিবিজনের অতিরিক্ত কার্য্য নির্ব্বা- হার্থ, কিছু দিনের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্ট- মেণ্টের দুইজন অপর সবর্ডিনেটের প্রয়োজন আছে। ইংরাজি সন ১৮৭৯ সালে যে সকল কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন পাইতে- ছেন তাঁহাদিগেরই আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। পেন্সন লইবার কালে যে বেতন পাইতেন উপস্থিত বেতনও পেন্সন লইয়া তাহাই পাইবেন।

কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকল সহ এবং পূর্ব্বকর্ম্মের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া নিম্ন স্বাক্ষর- কারীর নিকট আবেদন করিবেন।

হাজারিবাগ।
১৬ ই জুন ১৮৮১।

জে, ডবলু, মনসন, সি, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
হাজারিবাগ ডিবিজন

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভি- জনের অধিন কাঁকড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবীর সন ১২৬৪ সালের ১ লা ভাদ্র তারিখের আম- দরাবর লিখিয়া দেওয়া মৌরসি বেকষ্টর কবুলিয় আমার কর্মচারী ঐ কাঁকড়া নিবাসী ৺ দীননাথ রা চক্রবর্ত্তীর নিকট বাকি খাজনার নালিশের কার রাখা হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর পাওয়া যাইতেছে না। যদি কোন ব্যক্তি তা পাইয়া ব্যবহার করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জ হইবে।

সন ১২৮৮। তাং ১ লা আষাঢ়।

শ্রীমতী আনন্দসুন্দরী দেবী সাং দরাহনগ

পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার দ্বারা যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চার আদর ও গৌরব অনেক বাড়িয়াছে তাহা যিনি বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। যে দিন অবধি দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু-রাজাদিগের প্রতাপ ও বিভব কালের করাল-গ্রাসে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দিন অবধিই দেবভাষার আলোচনার হ্রাস হইয়া আসিতেছে,—সেই দিন অবধিই উৎসাহের অভাবে চতুষ্পাঠী গুলিতে অনেক তর্কানভিজ্ঞ তর্কালঙ্কার, ন্যায়ান্যায়ের অজ্ঞ গ্রহে অসমর্থ ন্যায়বাগীশ সকল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কালের ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতিতে যে সকল বিচার [illegible], তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার জন্য সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু যে অবধি সে সকলের লোপ হইয়াছে, সেই অবধিই হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান শূন্য বিদ্যাদিগ্গজদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি টোলে অধুনাতন সময়ের যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত, তাঁহারাও অনেকে, যে সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চির-বিখ্যাত, তাহাতেই নিতান্ত অনিপুণ। তাঁহারা যে কোন প্রকারে প্রতিবাদীকে ঠকাইয়া জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হয়েন। কিন্তু পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে [illegible] দিনের পর দেশের এই একটি অভাব মোচন হইয়াছে। এই পরীক্ষার্থ আসিয়া সকল পাণ্ডিত্যমানী [illegible] নিজের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষা লওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার লোক অতি বিরল। এজন্য এ সকল বিষয়ের পরীক্ষার্থী প্রায় উপস্থিত হয় না। প্রথম বৎসর পূজ্যপাদ শ্রী[illegible] মহাশয়ের ছাত্রেরা সাংখ্য ও বেদান্তে পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে কেবল [illegible] উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এজন্য পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় গত বৎসর অবধি স্বয়ং ছাত্রদিগকে দর্শনাদি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষার উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার সুফলও ফলিয়াছে। এ বৎসর সংস্কৃত কালেজের বি, এ, উপাধিধারী শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্যকে তিনি সাংখ্য ও যোগ পড়াইয়াছিলেন। তিনি এ বৎসর পরীক্ষায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে শিক্ষকের অধ্যাপনা বিষয়ে যে কিরূপ অভিনিবেশ ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

আর একটী কথা এই এখন প্রায় অধিকাংশ ইংরাজি অনুশীলনকারী যুবক সংস্কৃত দর্শনাদিতে এরূপ বিদ্বেষভাব দেখান যে, তাঁহাদিগের কথা শুনিলে বোধ হয় সংস্কৃত দর্শন কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ের কিছু পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এরূপ বিশ্বাস কিরূপ ভ্রান্ত। যদিও আমরা আধুনিক দর্শনের সমান বলিলে সে কথা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে সর্ব্ব-প্রথম হইব, তথাপি ইহাও অকুণ্ঠচিত্তে বলি, সংস্কৃত দর্শনেও অনেক চিন্তার কথা আছে এবং ইহার পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকের মনোবৃত্তি সবিশেষ পরিচালিত হইয়া সবল হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ছাত্রকে এই পুরাতন দর্শন পাঠে মনোভিনিবেশ করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দুরূহ সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদিগের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। বি, এ, উপাধিধারী কেহ যে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের ছাত্রদিগের সহিত একত্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবে এরূপ আশা করিতে আমরা কখনও সাহস করি নাই। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল একটী বি,এ, কে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার শিক্ষা দানের গুণে ছাত্রটী পরীক্ষায় নবদ্বীপের ন্যায়ের ছাত্রদিগের অপেক্ষাও অনেক উচ্চ হইয়াছেন। ভরসা করি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৎসর বৎসর এরূপ শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিবেন।

আমরা ভরসা করি [illegible] কেবল সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন না। যাহাতে দেশে ইহার চর্চা বাড়ে—যাহাতে ইহাকে আধুনিক রুচির উপযুক্ত পরিচ্ছেদ পরাইয়া নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহার যত্নেই [illegible] উচিত। তাঁহার মত যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন হিন্দুদর্শন এই উভয় শাস্ত্রেই নিপুণ, তাঁহারাই এই কার্য্যে সমর্থ এবং দর্শন সকল হইতে নিগূঢ় ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা তাঁহার মত লোকেরই কর্ম্ম। যদি তাঁহার মত কৃতবিদ্য যুবকেরা এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়া দেশের উপকার করিতে দৃঢ়ব্রত হয়েন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বঙ্গদেশ এককালে পৃথিবীর মধ্যে দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে এবং হেয় বাঙ্গালি জাতি জগতে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রেভরেণ্ড ডাক্তার কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণাকে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী যেরূপ সম্মান করিতেছেন, যদি এইরূপ গবেষণায় কৃতবিদ্য যুবকেরা মস্তিষ্ক ব্যয় করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ যে পণ্ডিত সমাজে মাননীয় হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে এখন বিজ্ঞানের অনুশীলন যেরূপ প্রবল তাহাতে এরূপ গবেষণার সম্মান অধিক নহে, তথাপি তাঁহাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ তত্ত্বান্বেষণে মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের কত উপকার হয়। ইতিহাসের অন্ধকার যুগে মনুষ্যের মনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, ও নীতি বৃত্তি সমূহ কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহা জানা যে বিজ্ঞানাধ্যায়ীদিগের বিশেষ আবশ্যক তাহা বিজ্ঞানবেত্তা মাত্রেই জানেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ-গুলি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন এরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির কত উপকারী। অতএব পুনরায় বলি যে [illegible] মত চিন্তাশীল যুবকের উপর দেশের লোকের অনেক আশা রহিয়াছে, তাহা যেন তাঁহারা না বিস্মৃত হয়েন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গত পূর্ব্বাব্দের কলিকাতা [illegible] পুরস্কার পাইয়াছেন [illegible] উৎসাহের [illegible] পরীক্ষার্থীদিগকে অধিক পুরস্কার দেওয়া [illegible] এবং [illegible] পরীক্ষায় যেরূপ উচ্চ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিক পুরস্কার পাইবার আশা ছিল। কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাঁহার নিম্ন ছাত্রেরা অধিক পুরস্কার পাইয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কলিকাতা।

হিন্দু স্ত্রীগণের অবস্থার উন্নতির উপায়।

এক্ষণে চারিদিকে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। বিধবা বিবাহ ও বালিকা বিবাহ লইয়া চারি দিকে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। ব্রাহ্মগণ ও বিলাতের ফেরতদিগের দল স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করা চাই, এই বলিয়া চীৎকার ও নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিসে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তদ্বিষয় কেহই কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। কেহ মনে করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা ভাল নহে;

এজন্য [illegible] করিতে [illegible] বলিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] নহে, এজন্য তিনি তাহা- [illegible] জন্য যত্ন করিতেছেন। [illegible] মন্দ বলি না, আমরা [illegible], উহা হিন্দু স্ত্রীলোক- [illegible] উন্নতি করিবার প্রকৃত উপায় নহে।

[illegible] আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা [illegible] শোচনীয়। এদেশে মধ্যবিত্ত লোকের [illegible] অধিক। তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, [illegible] তদনুসারেই তাঁহাদিগের ভরণ, পোষণ, পরি- [illegible] প্রতিপালন, পুত্র কন্যার লেখা পড়া, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যেই ব্যয় হইয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর হিন্দু-দিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা প্রকাশ [illegible] নাই। এজন্য এক্ষণকার লোকে যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে আর কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোকে দশ পনর টাকার চাকরি করিয়া দোল দুর্গোৎসব, পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিত; এক্ষণে কেহ মাসে এক শত টাকা উপা-র্জ্জন করিলেও সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এক্ষণে সমাজের যেরূপ রীতি দাঁড়া-ইয়াছে, তাহাতে [illegible] উপার্জ্জন করিলেও তদ্দ্বারা লোকের [illegible] সমাজে যাঁহার একটু সম্মান আছে, তাঁহার সম্মান [illegible] মধ্যে মধ্যে অনেক ব্যয় করিতে হয়। [illegible] মোকদ্দমা, মামলা, [illegible] কন্যা [illegible] প্রভৃতি নানা বিষয়ে [illegible] আছে। [illegible] প্রাচুর্য্য [illegible] টাকায় [illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে মধ্যে [illegible] হইতে হয়।

[illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা। [illegible] তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম [illegible] পারিলে [illegible], ও অন্যান্য [illegible] উপস্থিত হয়। আমাদের [illegible] প্রচলিত হইয়া [illegible] পরলোক হইলে বিধবারা [illegible] পরিগ্রহ করে। স্বাবলম্বন [illegible] জানেন না। এবং তাঁহা- [illegible] করিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং [illegible] হিন্দু পত্নীর উপায় এই হয়, তাঁহারা [illegible] স্বজনের ভাগ্যোপ-জীবিনী হন, [illegible] অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট-তর জীবনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের আর [illegible] নাই। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি আছে। এক কালে যাহার অনুগ্রহ লাভের জন্য চারি দিকের লোক ব্যগ্র হইত, যাহার সাহায্য পাইয়া কত দীন দুঃখী ও অনাথ মুক্ত কণ্ঠে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিত আজ তাহারই পত্নী অন্ন বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে কাঙ্গালিনী অথবা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাহাতে এরূপ অবস্থা না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করা আমাদিগের সমাজসংস্কারকদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন যে পত্নী ও অন্যান্য পরিবার বর্গের এই শোচনীয় অবস্থা মোচন করি-বার জন্য প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহা-দিগের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এ উপায় অতি উত্তম। কিন্তু এক্ষণে যে সময় উপ-স্থিত হইয়াছে তাহাতে উপার্জ্জকদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগের উপা-র্জ্জিত ধনে সমাক ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। সঞ্চিত ধন থাকিলেও তদ্দ্বারা বিধবা পত্নীদিগের বিশেষ উপ-কার হইবার সম্ভাবনা অল্প। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনবান স্বামী পরলোক গমন করিলে পর তাঁহাদিগের পত্নী ও অল্প বয়স্ক সন্তান বিষয়াধিকারী হইল, বিষয় আশয় তত্ত্বাবধানে ও তাঁহাদিগের প্রতিপালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে হয় তাঁহারা ন্যস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ মনোযোগী হন না, নতুবা লোভের পরবশ হইয়া বিবিধ উপায়ে তাহা আত্মসাৎ করেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সদ্বিবেচক লোক যে একেবারে নাই আমরা একথা বলি না কিন্তু যদি এইরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে হিন্দু রমণী ও তাহার শিশু সন্তান সন্ততির উপায় কি? তাহার উপায় কেবল এই যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া।

হিন্দু রমণীদিগের যে অবস্থা, ইংরাজ রমণী-দিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল, পাঠক তাহা মনেও করিবেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিধবার বিবাহ হয়। ইংরাজ সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিধবার ত কথাই নাই, কুমারীদিগের বিবাহ হওয়াই ভার। তবে যে বিধবার কিছু ধন আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ধনলোভে অনেক ইংরাজ যুবক বিধবা-বিবাহ করে। ইংরাজ রমণীরা স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা জানেও না। সত্য, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার সীমা অতি অল্প। সাধারণতঃ তাহাদিগের সামান্য দুই পাঁচ খানি পুস্তক পাঠ করিবার ও সামান্য দুই এক খানি পত্র লিখিবার ক্ষমতা হয় মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য শিক্ষা পুরুষ জাতির মন ভুলাইবার উপকরণ সংগ্রহ করা। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে আমাদের রমণীরা যেরূপ অসহায়া হন, ইংরাজ রমণীরাও প্রায় তদ্রূপ অসহায়া হইয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে আমেরিকার ইংরাজ রমণীরা তাঁহা-দের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, আমেরিকার শিক্ষিত রমণীরাই কেবল তাহা জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজে উপার্জ্জনক্ষম। সুতরাং কেবল তাঁহাদিগকেই পরভাগ্যোপজীবী হইতে হয় না।

কিন্তু আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, যে প্রকার রীতিনীতি, যেরূপ লোকাচার, তাহাতে হঠাৎ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমেরিকার রমণী-দিগের ন্যায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া সহজ নহে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, " ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" আমাদের সমাজসংস্কারকদিগকে শাস্ত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। তবে শাস্ত্রার্থ বজায় রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় তাহাই শ্রেয়ঃ কল্প। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখনকার মত সমাজের মধ্যে যখন বিপ্লব ঘটে নাই, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত লোকের রমণীরা গৃহে থাকিয়া সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তখন যেরূপ সমাজের অবস্থা ছিল, দ্রব্যাদি যেরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, সামান্য ব্যয়ে যেরূপে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে রমণীদিগের সেই সামান্য উপার্জ্জনেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সেরূপ সামান্য উপার্জ্জনে আর চলে না। এজন্য এক্ষণকার রমণীরা সেই সকল সামান্য শিল্প-কার্য্যে আর মনোযোগ দেন না। অতএব এক্ষণে হিন্দু রমণীদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া চাই, যাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতার উপযুক্ত হওয়া চাই। সমাজসংস্কারকেরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমাজের বিশেষতঃ হিন্দু রমণীদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিই যে, কি বিদ্যাশিক্ষা কি অন্য প্রকার শিক্ষা দান বিষয়ে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করি-বার উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা স্বাবলম্বনক্ষম হইয়া পরিণামে নিজে সুখী হইতে পারেন, এবং স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে সুখী করিতে পারেন।

স্ত্রীঃ—

পাটের কল, কাপড়ের কল, রেশমের কল প্রায় ায়েরই অধিকারী কোন না কোন ইউরোপীয়। রাপীয়েরা বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহারা দিকে লাভ দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হন। তাহা অতি পুরাতন হয় যখন তাহাতে লাভ অগ্রে হইত, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইতে , যখন ইউরোপেরা তাহা ছাড়িয়া অন্য ন লাভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখনই দেশী- তাহাতে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে শীয়েরা কোন কোন নূতন লাভের কার্য্যে ক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্তদ্বিষয়েও রোপীয় শিল্পীদিগের উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবই ক। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, ওঁদা- বশতঃ আমাদের দেশ দ্রব্যে আমরা লাভ হইতে পারি না, কিন্তু অপর লোকে প্রভূত র্জ্জন করিয়া লইয়া যায়।

নীল ভারতবর্ষে যেমন উৎকৃষ্টরূপ উৎপন্ন হয়, আর কুত্রাপি হয় না। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষের চা চীন- শের চা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, ইউরোপের ারেও ইহার দর অধিক। ক্রমাগত তিন চারি র ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় প্রতি বৎসর কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকার চা ভারতবর্ষ ত রপ্তানি হইতেছে। নীল ও চা এ দুই দ্রব্যের ায়ে বিশেষ লাভ আছে, এবং এই উভয় কার্য্যে রোপীয়দিগেরই অধিকার অধিক। কাগজ তুলা ও কাপড়ের কল এবং লোহার কারখানা সমু- ইংরাজদিগের আয়ত্ত। রেশমের কুঠি রেশমের বার যদিও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে ং নাই, তথাপি উহাতে এদেশের কোন ব্যক্তি াপি হস্তক্ষেপ করিতেছে না। বাস্তবিকই আমা- ের ঔদাসীন্য আমাদের দরিদ্রদশার মূল। রা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল ব্যব- ইউরোপীয়েরা যথেষ্ট লাভ করিতেছেন, কিন্তু তে আমাদিগের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ নাই। ঃ কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি অন্য বিষয় যাহাতে ক লাভের সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায়ই ইউরো- রা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কেবল রী করাই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষার লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ াধিধারী অবধি নিকৃষ্টতা শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির লেই চাকুরী দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা দশা। তদ্ভিন্ন দেশীয়দিগের আর কোন বিষয়ে তা বা উৎসাহ দেখা যায় না। ইহার রণ শিক্ষিত দলের অর্থ উৎসাহ উদ্যোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মধ্যবিত্ত লোকের ভাগই অধিক; তাঁহাদিগের তাদৃশ অর্থ সংগ্রহ নাই যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণে ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মের যেরূপ কার্য্য প্রণালী দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অল্প মূল ধন হইলে চলে না। এক্ষণে শারীরিক শ্রমসাধ্য অনেক কার্য্য বাষ্পীয় কল দ্বারা অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াতে বাষ্পীয় কলের আবশ্যকতা অতিশয় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বাষ্পীয় কল সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় পড়ে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাহা দিতে অক্ষম। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি আছে, যদি ক্ষতি হয় এই ভাবিয়া তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে সাহসী হন না। এদিকে আমাদের সমাজে প্রতি- যোগিতার নিতান্ত অসদ্ভাব। এদেশে যে সকল ধনশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও অর্থনাশের আশঙ্কায় নিজে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এ সকল বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্যদান করেন না। এদেশের ধনী লোকেরা অর্থ হইতে যে অর্থাগম হয়, তাহা ভালরূপে বুঝেন না। বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা বোম্বাই অঞ্চলের লোকের বরং অনেক সাহস ও বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকের অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর উন্নত ও কার্য্য দক্ষ হইয়াছেন। উৎসাহের সহিত শিল্প কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমা- দের দেশের লোকের উদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ একটী কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী কল অপেক্ষা এই কলটী অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এদেশের ফরাসডাঙ্গা বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সীতা- নাথ বাবুর কলেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট কাপড় অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলের অব- য়ব গুলি এত সহজ উপায়ে ও সুলভ পদার্থে নির্ম্মিত যে অনায়াসে এদেশের কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। একটী ইংরাজী কলে যত ব্যয় পড়ে, তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কলটী নির্ম্মিত হইতে পারে, অথচ ইংরাজী কলে যেরূপ কার্য্য হয় ইহাতে তাহার ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর হইল সীতানাথ বাবু এই কলটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে কত স্থানে ও কত লোককে ইহা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন লোকই ইহার ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিলেন না। ব্যবহার করা দূরে থাকুক কেহই ইহাতে উৎসাহও দিলে না। ইউরোপে অথবা বোম্বাই অঞ্চলে হইলে এ কলের কত যে আদর ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার কত সম্মান ও অর্থ লাভ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা য না। আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দে যাছি, এদেশে এই কলটী উত্তমরূপ চলি পারে। এবং যিনি প্রথমতঃ এই কল চালাইবে তিনি নিশ্চয়ই প্রভূত ধনশালী হইতে পারি বেন। এতদ্ভিন্ন, সীতানাথ বাবু আরও এক উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলটী ধা হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ উ যোগী। মাতলার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির চাউলের কল আছে, তদপেক্ষা এই কল অনেকাং উৎকৃষ্ট। ইহা আবার অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত ক ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইতে পা আমাদের দেশীয় ঢেঁকিতে তদ্রূপ হয় না। এ কলটী প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে আপাতত দুই সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় পড়ে ন কাপড়ের কল চালাইতেও বিংশতি সহস্র মুদ্র অধিক অর্থেরও আবশ্যকতা নাই। অতএব ধ সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সমাজের নিকট আমাদি অনুরোধ এই যে তাঁহারা সীতানাথ বাবুর এ কল দুইটী পর্য্যালোচনা করুন এবং যদি তাহা যথ কার্য্যকর হয় বোধ হইলে তাহা চালাইয়া দে মুখ উজ্জ্বল করুন।

পরিশেষে সীতানাথ বাবুকে আমরা এই ক বলি, যদি তাঁহার উৎসাহ পাইতে কাল বিলম্ব তিনি যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধি মান ও উদ্যোগী পুরুষ না হইলে কখনই এদেশে উন্নতি হইবে না। এখন কেহ বুঝিতে চেষ্টা ক আর নাই করুন পরিণামে তাঁহার নির্ম্মিত কলে এদেশে যে আদর হইবে, তদ্দ্বারা দেশের যে উন্ন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

[illegible] কালেজ [illegible]।

সামান্য [illegible] হইতে যে কত গুরুতর ব্যাপ উপস্থিত হয়, কত শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হয়, মঙ্গলভাবে নিষ্পত্তি হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শি পুরের ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে ফোরেকাস সাহেব সহিত ছাত্রদিগের যে বিবাদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত তাহা কেবল শিবপুরে ও শিক্ষাসংক্রান্ত ডাই ক্টারের বোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হয় দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত গিয়াও প্রজ্জ্বলিত হইয়া ডাইরেক্টার ক্রফ্ট সাহেব শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনি কালেজের বিবাদ ঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত লেফ্টে

র্ণ ব্যবহার হ্রাস হয় তাহার উপায় অবলম্বন হউক। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রৌপ্যপাত্রের প টেক্স আছে তাহা স্বর্ণালঙ্কারের উপর ধার্য্য হউক, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বর্ণকার ও স্বর্ণালঙ্কার সায়ীর উপর একটী টেক্স ধার্য্য করা হউক। সকল উপায় অবলম্বিত হইলে অলঙ্কারের আকারে ব্যবহারের হ্রাস হইয়া আসিবে। তাহা হইলে র রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িবে, যখন রৌপ্যের হক বৃদ্ধি হইবে তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যের অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে, এবং যখন স্বর্ণের ব্যবহার স হইবে, যখন স্বর্ণের গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস বে তখন স্বর্ণের মূল্যও হ্রাস হইবে। এইরূপ তি অবলম্বন করা হইলে পূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সম্পর্ক ছিল ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক পুনরায় া হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি ইউরোপীয়
বাজারে ক্রয় করিবার রীতি ও তজ্জন্য
ভারতবর্ষের অর্থের অপব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে যে দ্রব্যের আব-ক, প্রায় তৎসমুদয় ভারতবর্ষের বাজারেই পাওয়া। বাজার যে দ্রব্যের আবশ্যক সে সেই দ্রব্য দেশে য় করিলে অল্প ব্যয়ে হয়। ভিন্ন দেশ হইতে াদি আনীত হইলে নানা কারণে অধিক ব্যয় গে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝি-ও যেন বুঝেন না। গবর্ণমেণ্টের রীতিই এই তাঁহাদের যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তখন তারা বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস দ্বারা সেই দ্রব্য লাত হইতে ক্রয় করাইয়া এদেশে আনয়ন রেন। বিলাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য আমা-গকে প্রতি বৎসর দুই কোটী আড়াই কোটী কা দিতে হয়। বিলাতে জাহাজ ভাড়া, মুদ্রা বিনিময়ের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়, প্রভৃতি বিস্তর কা অনর্থক নষ্ট হয়। যথা সৈনিকদিগের বস্ত্রা-র আবশ্যক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে খিলেন, তিনি তাঁহার নিজের লোক দিয়া তাহা য় করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কখন কয়েক ইট কাগজের আবশ্যক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাহা পাঠাইয়া লেন। এইরূপ কলম, ছুরি, প্রভৃতি যে কোন সামান্য ও অধিক মূল্যের দ্রব্যের আবশ্যক হয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহা ভারতবর্ষে পাঠান। এইরূপে বর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিলাতের বাজারে য় করাতে বাহুল্যব্যয় হয় দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল মহামতি লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার অধিকার-কালে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভারতবর্ষেই ক্রীত হইবে। ১৮৭৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় বাজার হইতে কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ দেন। ১৮৮০ অব্দে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে পাওয়া যাইবে তাহা এদেশেই ক্রয় করা হইবে। এবং যদি দেশীয় দ্রব্যে ইউরোপীয় দ্রব্যের কার্য্য চলে তাহা হইলে দেশীয় দ্রব্যই গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নর্থব্রুক সাহেবের ভ্রাতা আমাদের রাজস্ব সচিব মেজর বেরিং বলিয়াছেন যে, দেশীয় বাজার হইতে গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করা হইবে।

গত মে মাসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় বাজার হইতে কাগজ কলম ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করিতে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করা হইয়াছে কি না? এবং যদি রহিত করা হইয়া থাকে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে হার্টিংটন সাহেব এই কথা বলেন যে ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে আদেশ দেওয়া হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য, ও তথাকার বাজারে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা ভাল ও সুলভ হইলে সেই স্থান হইতে ক্রয় করা হইবে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এমন কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, যাহা ইংলণ্ডে ক্রয় করা উচিত তাহার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিসে জানাইলেন, ইংলণ্ড হইতে তাহা প্রেরিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৮৮০ অব্দের মে মাসে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে তাহাদের যে কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা দেশীয় বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে। তবে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে আনয়ন করা হইবে। তবে যখন ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে, যখন ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিতে বিলম্ব হইবে এবং যেখানে ইউরোপ হইতে আনীত হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই স্থানে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে ক্রয় করা হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশের কোন কোন দোকানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে এই কথার যাথার্থ্য অবগত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাই বেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করি তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারির কথায় যে গোলযোগ ছিল তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞায় পরিষ্কৃ হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞাটী কার্য্যে পরিণত হইলে দুটী শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। এতদ্দ্বারা দেশের বৃথা অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস হইবে, এ দেশীয়দিগের শিল্পকর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মিব দেশীয় শিল্পের শেষ হইয়া আসিয়াছে, একথা বলি অত্যুক্তি হয় না। বিলাতী কাপড় সস্তা হই তন্তুবায় ও যুগীদিগের আর অন্ন হয় না। এদেশ আর পূর্ব্বের মত ছুরি, কাঁচি, ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত না। এখন সকল দ্রব্যই বিলাত হইতে আইসে ইহাই দেশের ভাবী দারিদ্র্যের প্রধান লক্ষণ। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। দেশা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আনয়ন করিয়া দেশ বড় করা যায় না। শিল্পজাত দ্রব্যই দেশের ধ সেই ধনের হ্রাস হওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করেন, তাহা হই আমাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন

ভারতবাসী এই তোমাদের উন্নতির একটী সর। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎ দিতেছেন। তোমরা মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়া দেশের উন্নতি-সাধ তৎপর হও। কেবল দাসবৃত্তি চাকুরী করিয়া হইও না। চাকুরির প্রত্যাশা পরিত্যাগ ক তোমরা বিদ্বান হও, আর কার্য্যদক্ষই হও, গবর্ণ কয়জনকে চাকুরী দিতে পারেন? গবর্ণমেণ্ট ক বিশ কোটি ভারতবাসীকে চাকুরি দিতে পারেন যদি কেবল চাকুরীর প্রত্যাশায় থাক, তাহা হই তোমাদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইবে। তোমা অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি আজ ইং ভারতবর্ষের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া তাহা হইলে তোমাদিগের অভাবের পরি পারিবে না। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র, লিখি ও মুদ্রাযন্ত্রাদি, ছাপাইবার কালি, দেশের বাতি, কাটিবার ছুরী বিলাত হইতে আইসে। প্রদীপ জ্ব লার জন্য তোমাদিগের দেশলাই চাই, ক সেলাই করিবার জন্য [illegible] পুস্তক ও সংবাদ পত্র ছাপাইবার জন্য কাগজ চাই, তৎসমুদায়ই বিলাত [illegible] যোগায়। ভেবে দেখ [illegible] সমাজ, তোমাদিগের [illegible]

...ারিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ...ারিগণের একটু দূরদর্শী হওয়া আবশ্যক। ...ই তাঁহাদের মাথা খাইয়াছে। "অতি লোভে ...ত নষ্ট" এ কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলে ...ষ্টি মহাশয় কখনই তিন পুরুষে থাস্তাগির পদ ...চ এবং ডেভিজনবিস মহাশয় ২৮ বৎসর যশের ...ত কার্য্য করিয়া শেষে অপযশের সহিত পদচ্যুত ...তেন না।

...মধ্যে যুবক সভার একটী সভা ঐ সভায় "বিধবা ...হ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সভা-...ার এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। ...ন্ধ লেখক বলেন "বিধবাদিগকে কষ্ট দেওয়ার ...প ভারত ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। ...ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক বড় বড় ...ক এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সত্য; ...ন্ত তা বলিয়া নিরাশাস হওয়া উচিত নহে। ...এব এস আমরা সকলে একমত হইয়া এ কার্য্যে ...বৃত্ত হই। আপাততঃ এ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম ...া উচিত হইতেছে। যথাঃ—(১) বিদ্যা-...গর মহাশয়ের সহিত পত্র দ্বারা এ বিষয়ের পরা-...শ জানিতে হইবে। (২) এক খানি পুস্তক ...তৈব করিয়া কত লোক এই সৎকার্য্যের পক্ষ-...তী তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে। (৩) ...ক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক বাহির হইবে, তাহাতে ...ক্ষরে এই লেখা থাকিবে—যদি কেহ ...বা কন্যা কিম্বা ভগ্নীর বিবাহ দেন, সমাজ ...াহাকে পরিত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহাকে ...াণান্তে পরিত্যাগ করিব না। একত্রে বসিয়া ...দের ন্যায় পান ভোজনাদি করিব।" প্রস্তাব ...লখকের প্রস্তাবে অপরাপর যুবকগণ সাহস করিয়া ...নুমোদন করিতে পারেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে ...ই কথা বলি—কেহ বিবাহ দিলে এ কথা বলা ... অপেক্ষা অগ্রে আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতির ...বিবাহ দিব, এই কথা বলিলে ভাল হইত না? ...আমাদিগের পূজাপাদ শ্রীযুক্ত বেচারাম বাবু এ সময়ে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। তিনি ছেলে গুলো ...রোদে রোদে টো টো করে বেড়ায় দেখিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ...পভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ দিবার জন্য এই সভাটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী গাভি ৫। ৬ সের করিয়া দুগ্ধ দিতে দিতে মধ্যে এক কালে দুগ্ধ দেওয়া রহিত করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, গোরুটী নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতেছে। আমাদের একটী বন্ধু কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁঠাল বেরার ন্যায় গোরুর গালানটী জালা দিয়া ঘিরিয়া রাখায় এক্ষণে ৭। ৮ সের করিয়া দুগ্ধ পাইতেছেন। গালানটী অতি বৃহৎ হওয়ায় গোরু নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

দশহরা পর্ব্বটী বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মুঙ্গের কষ্টহারিণী ঘাট এই উপলক্ষে অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিস্তর বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিল। এখানে স্ত্রী পুরুষের পৃথক পৃথক স্নানের ঘাট না থাকায় দেখিতে অতি কদর্য্য দেখায়। ভরসা করি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে জামালপুরের আর্য্য সভার ৪০। ৫০ জন সংগীত নিপুণ সভ্য পতাকা ও তুরি ভেরী, ডঙ্কা সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে আসিয়া লোকের মনে ভক্তি এবং আনন্দের উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গা পূজার উৎসবের সহিত তাঁহাদের হরিনাম সংকীর্ত্তনের উৎসব একত্র হইয়া ভাগীরথী কূল অপূর্ব্ব এবং অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্নানান্তে সভ্যগণ আর্য্য সভায় অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্নে নগরের রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জামালপুরে প্রত্যাগমন করেন।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে অত্রস্থ সভা সমূহের প্রার্থনানুসারে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট মহোদয় বক্তা বা উপদেষ্টাগণের গমনাগমনের সুবিধার্থ হাবড়া হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত পাশ (বিনা ব্যয়ে গমনানুমতি পত্র) দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া এখানকার যুবজন মণ্ডলী উৎসাহ সহকারে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বাগ্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবারে এখানে শুভাগমন করিলে অত্রস্থ মিকানিকস্ ইনিষ্টিটিউটে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। সাহেব ও বাঙ্গালীতে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীবিহারী গুপ্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে যুবজন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, কার্য্য বিবরণে শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ী কোন বিশেষ উন্নতিকর সমাচার শ্রুত হইলাম না; সভাস্থলে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজি রীতিতে ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকলেই যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রত্যেক হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে যুবা পুরুষই উন্নতির জন্য উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণকাম হইয়াছেন। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের নৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন যে বালকগণের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের মূলে পিতা মাতা ও শিক্ষকের একমাত্র অধিকার ... কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পিতা মাতা বালকের বিদ্যা-...লয়ের মাসিক বেতন ও পুস্তকাদি দিয়াই নিশ্চিন্ত ... সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না তাহারই প্রতি ... তাঁহাদিগের লক্ষ্য থাকে; কিন্তু তাহার চরিত্র ভাল হই... কি না, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি থাকে না। ... শিক্ষকগণও প্রায় বালকগণের সাধু জীবনের জন্য ... চেষ্টা করেন না। এই দুই কর্তৃপক্ষের দোষে আমা...দের নৈতিক রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ... অতঃপর সামাজিক উন্নতির কথা তুলিয়া স্ত্রীগণে... অবরুদ্ধ ভাবে অন্তঃপুরে বাস ও বাল্য বিবাহই সামা...জিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া বর্ণন করি...লেন। পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এইরূপ ... পরামর্শ দিলেন যে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন ক... ঐ সকল সভার সম্মিলিত হইয়া দেশীয় অভা... জ্ঞাপন করা এবং স্বত্ব ও স্বাধিকার গোপন ... গবর্ণমেণ্টকে বৈধ রীতিতে যথোচিত উত্তেজিত ক... আবশ্যক। বক্তৃতাটীর মধ্যে সামাজিক উন্নতি... অন্তরায় স্বরূপ অন্তঃপুরাবরোধ পদ্ধতির যেরূ... সমালোচনা ও দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন ও বিলাতীয় বি... দিগের সভ্যত্বের যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাদি ক... হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী ... নাই। ঐ অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে বক্তৃ... সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল! সভা ভঙ্গ কালে প্যা... বিহারী বাবু ও একটী বালক সুরেন্দ্র বাবুর ...

প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। তৎপরদি... সায়াহ্নে মুঙ্গের রাজকীয় বিদ্যালয়ে "দেশীয়গ... হস্তে মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন ভাবে কার্য্য ... গ্রহণ" সম্বন্ধে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করে... সভায় তৎকার্য্যের জন্য এক কমিটী হইয়াছে... বাবু অখিলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই কমিটীর স... নর্ব্বাচিত হইলেন। কমিটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নি... বেঙ্গল মিউনিসিপাল এক্টের ১৬ ধারানুসারে ... খানি আবেদন পত্র পাঠাইবেন ইহাই নির্দ্ধা... হইয়াছে। ভাগলপুরেও বক্তৃতান্তে এইরূপ এ... সভা করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় গমন ... য়াছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভাস্থগত সদ...চনী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া...

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
তছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

নয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
দিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
দি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-
র চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকা-
পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা
পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
বা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
রে প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০
/০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
বি বাবু সীতানাথ দত্ত ৭ ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
য় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
কলিকাতার এজেন্ট হবেন, স্বীকার করিয়া-
। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
ন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ
বন।

পরীক্ষিত

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা
কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি,
টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয়
নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি
করে। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা,
মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের
বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ
৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া
এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য
ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ়
এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা
মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
যায়।

শ্রীমতিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৮ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী।
(মোবারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের
ষ্ট্রীট জোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা
সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া
পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ
করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহা-
রও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে
খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা
পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান
যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা
করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ
টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০
আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে
পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম-
সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং
কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ
করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা:—
ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।
ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার
কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে
লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি
এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।
মা এপ্রেল ১৮৮১ ম্যানেজার।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-
কারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫॥০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৫।৶০,
গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বসু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

ফল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা
(বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর
গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ আনেক
ডাক্তার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " ঋবসনা প্রকৃতিস্থিতাব মাৰ্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীযতাং " । ৩৩ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত কা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৪ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ২৭ এ জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন সন উপস্থিত, সোমপ্রকাশের ম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ য়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও ক্রমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের -প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। —যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী নিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর গেল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে রিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া ওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের ঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি ার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু শুক্ দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস-গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়-ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামা-য়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশ গর্ভ মহারত্নটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গ-বাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একেবারে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মাণিকতলা নবাব্দী ওস্তাগরের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

হাজারিবাগ ডিবিজনের অতিরিক্ত কার্য্য নির্ব্বা-হার্থ, কিছু দিনের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্ট-মেন্টের দুইজন অপর সবর্ডিনেটের প্রয়োজন আছে। ইংরাজি সন ১৮৭৯ সালে যে সকল কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন পাইতে-ছেন তাঁহাদিগেরই আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। পেন্সন লইবার কালে যে বেতন পাইতেন উপস্থিত বেতনও পেন্সন লইয়া তাহাই পাইবেন।

কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকল সহ এবং পূর্ব্বকর্ম্মের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া নিম্ন স্বাক্ষর-কারীর নিকট আবেদন করিবেন।

হাজারিবাগ।
১৬ ই জুন ১৮৮১।

জে, ডবলু, জনসন, সি, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
হাজারিবাগ ডিবিজন

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভি-জনের অধিন কাঁকড়া গ্রামে নিবাসী শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবীর সন ১২৬৪ সালের ১ লা ভাদ্র তারিখের আম-বরাবর লিখিয়া দেওয়া মৌরসি বেজষ্টরি কবুলিয় আমার কর্ম্মচারী ঐ কাঁকড়া নিবাসী ৺ দীননাথ রা চক্রবর্ত্তীর নিকটে বাকি খাজনার নালিশের কার রাখা হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর পাওয়া যাইতেছে না। যদি কোন ব্যক্তি তা পাইয়া ব্যবহার করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জু হইবে।

সন ১২৮৮। তাং ১ লা আষাঢ়।

শ্রীমতী আনন্দসুন্দরী দেবী সাং নরাহনগ

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে
রামায়ণ (মূল অনুবাদ)
বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবস মহোদয়ের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনু বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আ করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃ দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে

[illegible]

[illegible] শ্রী প্রসন্নচন্দ্র রায় [illegible] ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

[illegible]

[illegible] পাওয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

"পাশ করা ছেলে।"

[illegible] বাবুর প্রিয় [illegible] বিখ্যাত [illegible] চক্রবর্ত্তী [illegible] চন্দ্রমাধবিকা [illegible] বলিয়া [illegible] বিবাহ করিতে গিয়া [illegible] আশ্রয় হইয়া [illegible] ছিলেন, "এই সংসারের [illegible], এই [illegible] আমাকে [illegible] করিয়া [illegible] ছে! আমার বক্ষের উপর [illegible] স্থাপিত হইয়াছে! বি, এ, না হলে [illegible] হয় না! [illegible] উচ্চ শিক্ষার [illegible] এবং [illegible] একটী বংশ [illegible] পাওতাভিমানী বি, এ, উপাধিধারী [illegible] শিক্ষা [illegible] নববঙ্গবাসীর কন্যা [illegible] প্রথমে উপাধি [illegible] পাইবেন, [illegible] শুনিয়া [illegible] ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া [illegible] তিনি [illegible] ভিক্ষা [illegible] অবিবাহিত [illegible] সমাজের [illegible] হইতে বলিয়াছে [illegible] "(কৌলীন) প্রথা [illegible]

সমাজের উত্তীর্ণ ছাত্রের ইহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এই প্রথা অচিরাৎ সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে এক দিকে যদিও বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন সত্য, কিন্তু অন্য দিকে অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগের দ্বারাই যে কৌলীন্য প্রথার ন্যায় অনিষ্টকারক আর একটী প্রথা (পাশ করা ছেলে নহিলে বিবাহ হয় না) সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এক্ষণে বহু দূরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না! যেরূপ ভাব গতিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দিনকতক পরে অল্প শিক্ষিত "ড্যামেজ" ব্যক্তির বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। অনেক পিতা মাতা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া প্রচুর অর্থ দিতে না পারিয়া পূর্ব্বকার রাজপুত দিগের ন্যায় সূতিকাগারেই স্বীয় স্বীয় কন্যাকে হয়ত নষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন। না হয় তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিয়া দিতে হইবে! বংশজ সন্তানগণ অনেকে অনেক দিন হইতে বিবাহাভাবে ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আবার পাশ করা ছেলের অনুগ্রহে দিন দিন তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতে চলিল!

কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা মুখে "একতা" "স্বাধীনতা" "বিধবা বিবাহ" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া উদারতা, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অনেকে অন্তরে দারুণ স্বার্থ-বিষে পরিপূর্ণ! কিসে বিবাহ করিয়া এক দিনেই বাবু হোসেনের ন্যায় বোগদাদ নগরের বাদশা হইবেন, এই চেষ্টায় সদা সর্ব্বদা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সুযোগ পাইলেই অন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যাঁহাদের হৃদয়ে এইরূপ ভাব নিহিত, সে দেশের একতা, সে দেশের উন্নতি কোথায়? অন্যায় ব্যয় উন্নতিতেই বাঙ্গালার অধঃপতন হইল।

আর এক কথা, অনেকে কন্যাবিক্রয়কারীদিগকে কত নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা যে কি, তাহা একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখেন না। অর্থ লইয়া কন্যার বিবাহ দিলে যদি কন্যা বিক্রয় করা হয়, তবে যে সকল কুলীন অন্ধিক টাকা লইয়া স্বীয় স্বীয় উত্তীর্ণ পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন, তাহাকে কি পুত্র বিক্রয় করা বলে না? তাহাতে কি পাতিত্ব দোষ স্পর্শে না? ইহাই কি সভ্যতার, সুরুচির ও ন্যায়পরতার পরিচায়ক স্বরূপ, বলা!! ফল কথা বিবাহ আজ কাল সুখের না হইয়া বড় বিপদের হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রের আর মান সম্ভ্রম থাকে না। দরিদ্র, ধনী লোকের আদর্শে ও প্রতিযোগিতায় পড়িয়া জাহান্নমে গেল!!

যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমাজ হইতে এই কুপ্রথা উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। এখন যেখানে সেখানে এমনকি সামান্য [illegible] হইতে উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক, সাপ্তাহিক পত্রে পুস্তকাদিতে যতই ইহার অনিষ্টকারিতার [illegible] আলোচিত হইবে, ততই উপকারের সম্ভাবনা। এই বিষয় দৃশ্যকাব্য নাটকাকারে লিখিত হইয়া সাধারণ রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃগণের দ্বারা রঙ্গ [illegible] সহিত অভিনীত হইলে, আরও অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম জামালপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রায় এই সম্বন্ধে বোধ হয় এই উদ্দেশ্যে "পাশ করা ছেলে নাটক" নামক একখানি নাটক ১২৮৭ সালে প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কিছু দিন গত হইল, দর্শনার্থ আমাদিগকে তাঁহার একখানি উপহার দিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটক খানি যদিও ক্ষুদ্রাবয়ব [illegible] কিন্তু ঘটনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। "পাশ করা ছেলে" মহৎ-গুণ প্রকাশের উপযুক্ত ঘটক বা দালাল স্বরূপ। আমরা তাঁহার প্রণীত নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। পাঠক! তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ খানি অবসর ক্রমে পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতা অনেকাংশে অবগত হইতে পারিবেন।

যদি উচ্চ শিক্ষা পাইয়া, পাশ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিতে না পারিয়া, কেবল দারুণ স্বার্থে হৃদয় কলুষিত করিতে যত্নবান হও; তবে সে উচ্চ শিক্ষায় কি ফলোদয়? তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ শিক্ষাই নহে। যাহা হউক আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, গোল্ডস্মিথ তাঁহার প্রণীত "Vicar of Wakefield" এ বামন ও দৈত্যের গল্পে বলিয়াছেন, "Unequal combinations are always disadvantageous to the weaker side" অর্থাৎ অসাদৃশ্য মিলন দুর্ব্বলের পক্ষে অসুবিধা বা অনিষ্টজনক; দুর্গাচরণ বাবু ও তাঁহার নাটকে ইহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর দেখা দেখি বিবাহে অধিক ব্যয় করিতে গিয়া এক্ষণে মহা রোগে পতিত হইয়াছেন। এ রোগের এখনও প্রতিকার আছে; কিন্তু ডাক্তার চিকিৎসা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। একবারে প্রাণে মারা যাইবেন। ফল, আর বিলম্ব নাই। প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

ভাগলপুর
তারিখ ১ লা আষাঢ় } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষা।

তিন বৎসর হইল সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্কৃত কালেজে উপাধি

পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহার দ্বারা যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার আদর ও গৌরব অনেক বাড়িয়াছে তাহা যিনি বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। যে দিন অবধি দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু-রাজাদিগের প্রতাপ ও বিভব কালের করাল-গ্রাসে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দিন অবধিই দেবভাষার আলোচনার হ্রাস হইয়া আসিতেছে,—সেই দিন অবধিই উৎসাহের অভাবে চতুষ্পাঠী গুলিতে অনেক তর্কানভিজ্ঞ তর্কালঙ্কার, ন্যায়ান্যায়ের অন্ত গ্রহে অসমর্থ ন্যায়বাগীশ সকল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কালের ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতিতে যে সকল বিচার , তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার জন্য সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু যে অবধি সে সকলের লোপ হইয়াছে, সেই অবধিই ভ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান শূন্য বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি টোলে অধুনাতন সময়ের যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত, তাঁহারাও অনেকে, যে সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চির-বিখ্যাত, তাহাতেই নিতান্ত অনিপুণ। তাঁহারা যে কোন প্রকারে প্রতিবাদীকে ঠকাইয়া জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হয়েন। কিন্তু পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে দিনের পর দেশের এই একটি অভাব মোচন হইয়াছে। এই পরীক্ষার্থ আসিয়া সকল পণ্ডিতম্মন্য [illegible] নিজের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষা লওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার লোক অতি বিরল। এজন্য এ সকল বিষয়ের পরীক্ষার্থী প্রায় উপস্থিত হয় না। প্রথম বৎসর পূজ্যপাদ শ্রী[illegible] মহাশয়ের ছাত্রেরা সাংখ্য ও বেদান্তে পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে কেহই [illegible] উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এজন্য পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় গত বৎসর অবধি স্বয়ং [illegible] দর্শনাদি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া [illegible] পরীক্ষার উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার সুফলও ফলিয়াছে। এ বৎসর সংস্কৃত কালেজের বি, এ, উপাধিধারী শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্যকে তিনি সাংখ্য ও যোগ পড়াইয়াছিলেন। তিনি এ বৎসর [illegible] পরীক্ষায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে [illegible] অধ্যাপনা বিষয়ে যে কিরূপ অভিনিবেশ ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

আর একটী কথা এই এখন প্রায় অধিকাংশ ইংরাজি অনুশীলনকারী যুবক সংস্কৃত দর্শনাদিতে এরূপ বিদ্বেষভাব দেখান যে, তাঁহাদিগের কথা শুনিলে বোধ হয় সংস্কৃত দর্শন কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ের কিছু পাড়য়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এরূপ বিশ্বাস কিরূপ ভ্রান্ত। যদিও আমরা আধুনিক দর্শনের সমান বলিলে সে কথা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে সর্ব্বপ্রথম হইব, তথাপি ইহাও অকুন্ঠচিত্তে বলি, সংস্কৃত দর্শনেও অনেক চিন্তার কথা আছে এবং ইহার পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকের মনোবৃত্তি সবিশেষ পরিচালিত হইয়া সবল হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ছাত্রকে এই পুরাতন দর্শন পাঠে মনোভিনিবেশ করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দুরূহ সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদিগের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। বি, এ, উপাধিধরী কেহ যে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের ছাত্রদিগের সহিত একত্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবে এরূপ আশা করিতে আমরা কখনও সাহস করি নাই। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কেবল একটী বি,এ, কে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার শিক্ষা দানের গুণে ছাত্রটী পরীক্ষায় নবদ্বীপের ন্যায়ের ছাত্রদিগের অপেক্ষাও অনেক উচ্চ হইয়াছেন। ভরসা করি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৎসর বৎসর এরূপ শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিবেন।

আমরা ভরসা করি [illegible] কেবল সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা [illegible] সন্তুষ্ট থাকিবেন না। যাহাতে দেশে ইহার চর্চ্চা বাড়ে—যাহাতে ইহাকে আধুনিক [illegible] পরিচ্ছদ পরাইয়া নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহার যত্নেই উচিত। তাঁহার মত যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন হিন্দুদর্শন এই উভয় শাস্ত্রেই নিপুণ, তাঁহারাই এই কার্য্যে সমর্থ এবং দর্শন সকল হইতে [illegible] ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা তাঁহার মত লোকেরই কর্ম্ম। যদি তাঁহার মত কৃতবিদ্য যুবকেরা এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়া দেশের উপকার করিতে দৃঢ়ব্রত হয়েন, তাহা হইলে [illegible] বঙ্গদেশ এককালে পৃথিবীর মধ্যে দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে এবং হেয় বাঙ্গালি জাতি জগতে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রেভরেণ্ড ডাক্তার কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণাকে ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী যেরূপ সম্মান করিতেছেন, যদি এইরূপ গবেষণায় কৃতবিদ্য যুবকেরা মস্তিষ্ক ব্যয় করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ যে পণ্ডিত সমাজে মাননীয় হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে এখন বিজ্ঞানের অনুশীলন যেরূপ প্রবল তাহাতে এরূপ গবেষণার সম্মান অধিক নহে, তথাপি তাঁহাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ তত্ত্বান্বেষণে মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের কত উপকার হয়। ইতিহাসের [illegible] পূর্ব্বে মনুষ্যের মনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, ও নীতি বৃত্তি সমূহ কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহা জানা যে বিজ্ঞানাধ্যায়ীদিগের বিশেষ আবশ্যক তাহা বিজ্ঞানবেত্তা মাত্রেই জানেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থগুলি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন এরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির কত উপকারী। অতএব পুনরায় বলি যে [illegible] মত চিন্তাশীল যুবকের উপর দেশের লোকের অনেক আশা [illegible] আছে, তাহা যেন তাঁহারা না বিস্মৃত হয়েন।

পরিশেষে [illegible] এই যে, গত [illegible] কলিকাতা [illegible] পুরস্কার পাইয়াছেন [illegible] হইয়াছি; উৎসাহের [illegible] পরীক্ষার্থীদিগকে অধিক পুরস্কার দেওয়া [illegible] এবং [illegible] পরীক্ষায় যেরূপ উচ্চ হইয়াছেন, [illegible] অধিক পুরস্কার পাইবার আশা ছিল। কিন্তু [illegible] অপেক্ষা তাঁহার নিম্নস্থ ছাত্রেরা অধিক পুরস্কার পাইয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কলিকাতা

হিন্দু স্ত্রীগণের অবস্থার উন্নতির উপায়।

এক্ষণে চারিদিকে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। বিধবাবিবাহ ও বালিকা বিবাহ লইয়া চারি দিকে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। ব্রাহ্মদল ও বিলাতের ফেরতদিগের দল স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করা চাই, এই বলিয়া চীৎকার ও নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিসে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে কেহই কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। কেহ মনে করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা [illegible] নহে

[illegible] করিতে [illegible] বলিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] নহে, এজন্য তিনি তাহা- [illegible] শিক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন। [illegible] মন্দ বলি না, আমরা [illegible] উহা হিন্দু স্ত্রীলোক- [illegible] উন্নতি করিবার প্রকৃত উপায় নহে।

[illegible] আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা [illegible] শোচনীয়। এদেশে মধ্যবিত্ত লোকের [illegible] অধিক। তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, [illegible] তদ্দ্বারাই তাঁহাদিগের ভরণ, পোষণ, পরি- [illegible] প্রতিপালন, পুত্র কন্যার লেখা পড়া, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যই [illegible] হইয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর হিন্দু-দিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা প্রকাশ করা নাই। এজন্য এক্ষণকার লোকে যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে আর কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোকে দশ পনর টাকার চাকরি করিয়া দোল দুর্গোৎসব, পোষ্যাদি ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিত; এক্ষণে কেহ মাসে এক শত টাকা উপা-র্জ্জন করিলেও [illegible] জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। এক্ষণে সমাজের যেরূপ রীতি দাঁড়া-ইয়াছে, তাহাতে [illegible] উপার্জ্জন করিলেও তদ্দ্বারা লোকের [illegible] সঙ্কুলান [illegible] যাঁহার একটী সন্তান আছে, তাহার সমস্ত [illegible] মধ্যে মাসে অনেক ব্যয় করিতে হয়। [illegible] মোকদ্দমা, মামলা, [illegible] প্রভৃতি নানা বিষয়ে [illegible] আছে [illegible] প্রাচুর্য্য [illegible] টাকায় [illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা। [illegible] এই যে, তাঁহারা উপার্জ্জনক্ষম [illegible] সঞ্চয় করিতে না পারিলে [illegible], ও অনাথা অপেক্ষা শোচ্য [illegible] উপস্থিত হয়। আমাদের [illegible] প্রচলিত হইয়া [illegible] পরলোক হইলে বিধবারা [illegible] পরিগ্রহ করে। স্বাবলম্বন কাহাকে [illegible] জানেন না। এবং তাহা- [illegible] করিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং [illegible] হিন্দু পত্নীর উপায় এই হয়, তাঁহা [illegible] স্বজনের ভাগ্যোপ-জীবিনী হন, [illegible] অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট-তর জীবনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। [illegible] তাঁহাদিগের আর [illegible] নাই। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি আছে। এক কালে যাহার অনুগ্রহ লাভের জন্য চারি দিকের লোক ব্যগ্র হইত, যাহার সাহায্য পাইয়া কত দীন দুঃখী ও অনাথ মুক্ত কণ্ঠে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিত আজ তাহারই পত্নী অন্ন বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে কাঙ্গালিনী অথবা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাহাতে এরূপ অবস্থা না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করা আমাদিগের সমাজসংস্কারকদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন যে পত্নী ও অন্যান্য পরিবার বর্গের এই শোচনীয় অবস্থা মোচন করি-বার জন্য প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহা-দিগের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এ উপায় অতি উত্তম। কিন্তু এক্ষণে যে সময় উপ-স্থিত হইয়াছে তাহাতে উপার্জ্জকদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগের উপা-র্জ্জিত ধনে সমাক ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। সঞ্চিত ধন থাকিলেও তদ্দ্বারা বিধবা পত্নীদিগের বিশেষ উপ-কার হইবার সম্ভাবনা অল্প। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনবান স্বামী পরলোক গমন করিলে পর তাঁহাদিগের পত্নী ও অল্প বয়স্ক সন্তান বিষয়াধিকারী হইল, বিষয় আশয় তত্ত্বাবধানে ও তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে হয় তাঁহারা ন্যস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ মনোযোগী হন না, নতুবা লোভের পরবশ হইয়া বিবিধ উপায়ে তাহা আত্মসাৎ করেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সচ্চরিত্র লোক যে একেবারে নাই আমরা একথা বলি না কিন্তু যদি এইরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে হিন্দু রমণী ও তাহার শিশু সন্তান সন্ততির উপায় কি? তাহার উপায় কেবল এই যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া।

হিন্দু রমণীদিগের যে অবস্থা, ইংরাজ রমণী-দিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল, পাঠক তাহা মনেও করিবেন না। তাহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কয়জন বিধবার বিবাহ হয়। ইংরাজ সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিধবার ত কথাই নাই, কুমারীদিগের বিবাহ হওয়াই ভার। তবে যে বিধবার কিছু ধন আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ধনলোভে অনেক ইংরাজ যুবক বিধবা-বিবাহ করে। ইংরাজ রমণীরা স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা জানেও না। সত্য, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার সীমা অতি অল্প। সাধারণতঃ তাহাদিগের সামান্য দুই পাঁচ খানি পুস্তক পাঠ করিবার ও সামান্য দুই এক খানি পত্র লিখিবার ক্ষমতা হয় মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য শিক্ষা পুরুষ জাতির মন ভুলাইবার উপকরণ সংগ্রহ করা। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে আমাদের রমণীরা যেরূপ অসহায়া হন, ইংরাজ রমণীরাও প্রায় তদ্রূপ অসহায়া হইয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে আমেরিকার ইংরাজ রমণীরা তাঁহা-দের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, আমেরিকার শিক্ষিত রমণীরাই কেবল তাহা জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজে উপার্জ্জনক্ষম। সুতরাং কেবল তাঁহাদিগকেই পরভাগ্যোপজীবী হইতে হয় না।

কিন্তু আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, যে প্রকার রীতিনীতি, যেরূপ লোকাচার, তাহাতে হঠাৎ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমেরিকার রমণী-দিগের ন্যায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া সহজ নহে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।” আমাদের সমাজসংস্কারকদিগকে শাস্ত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। তবে শাস্ত্রার্থ বজায় রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় তাহাই শ্রেয়ঃ কল্প। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখনকার মত সমাজের মধ্যে যখন বিপ্লব ঘটে নাই, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত লোকের রমণীরা গৃহে থাকিয়া সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তখন যেরূপ সমাজের অবস্থা ছিল, দ্রব্যাদি যেরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, সামান্য ব্যয়ে যেরূপে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে রমণীদিগের সেই সামান্য উপার্জ্জনেও যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সেরূপ সামান্য উপার্জ্জনে আর চলে না। এজন্য এক্ষণকার রমণীরা সেই সকল সামান্য শিল্প-কার্য্যে আর মনোযোগ দেন না। অতএব এক্ষণে হিন্দু রমণীদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া চাই, যাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতার উপযুক্ত হওয়া চাই। সমাজসংস্কারকেরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমাজের বিশেষতঃ হিন্দু রমণীদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিই যে, কি বিদ্যাশিক্ষা কি অন্য প্রকার শিক্ষা দান বিষয়ে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করি-বার উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা স্বাবলম্বনক্ষম হইয়া পরিণামে নিজে সুখী হইতে পারেন, এবং স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে সুখী করিতে পারেন। স্ত্রীঃ—

পাটের কল, কাপড়ের কল, রেশমের কল প্রায় ায়েরই অধিকারী কোন না কোন ইউরোপীয়। রোপীয়েরা বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহারা দিকে লাভ দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হন। তাহা অতি পুরাতন হয় যখন তাহাতে লাভ অগ্রে হইত, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইতে , যখন ইউরোপেরা তাহা ছাড়িয়া অন্য ন লাভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখনই দেশী- তাহাতে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে পীয়েরা কোন কোন নূতন লাভের কার্য্যে ক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্তদ্বিষয়েও রোপীয় শিল্পীদিগের উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবই ক। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, ওদা- বশতঃ আমাদের দেশ দ্রব্যে আমরা লাভ হইতে পারি না, কিন্তু অপর লোকে প্রভূত র্জ্জন করিয়া লইয়া যায়।

নীল ভারতবর্ষে যেমন উৎকৃষ্টরূপ উৎপন্ন হয়, আর কুত্রাপি হয় না। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষের চা চীন- শের চা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, ইউরোপের ারেও ইহার দর অধিক। ক্রমাগত তিন চারি র ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় প্রতি বৎসর কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকার চা ভারতবর্ষ ত রপ্তানি হইতেছে। নীল ও চা এ দুই দ্রব্যের সায়ে বিশেষ লাভ আছে, এবং এই উভয় কার্য্যে রোপীয়দিগেরই অধিকার অধিক। কাগজ তুলা ও কাপড়ের কল এবং লোহার কারখানা সমু- ইংরাজদিগের আয়ত্ত। রেশমের কুঠি রেশমের বার যদিও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে বং নাই, তথাপি উহাতে এদেশের কোন ব্যক্তি াপি হস্তক্ষেপ করিতেছে না। বাস্তবিকই আমা- ের ঔদাসীন্য আমাদের দরিদ্রদশার মূল। রা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল ব্যব- য় ইউরোপীয়েরা যথেষ্ট লাভ করিতেছেন, কিন্তু তে আমাদিগের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ নাই। ঃ কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি অন্য বিষয় যাহাতে ক লাভের সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায়ই ইউরো রা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কেবল রা করাই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষার লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ াধিধারী অবধি নিকৃষ্টতা শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির লেই চাকুরী দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা দশা। তদ্ভিন্ন দেশীয়দিগের আর কোন বিষয়ে তা বা উৎসাহ দেখা যায় না। ইহার রণ শিক্ষিত দলের অর্থ উৎসাহ উদ্যোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মধ্যবিত্ত লোকের ভাগই অধিক; তাঁহাদিগের তাদৃশ অর্থ সংগ্রহ নাই যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণে ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মের যেরূপ কার্য্য প্রণালী দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অল্প মূল ধন হইলে চলে না। এক্ষণে শারীরিক শ্রমসাধ্য অনেক কার্য্য বাষ্পীয় কল দ্বারা অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াতে বাষ্পীয় কলের আবশ্যকতা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাষ্পীয় কল সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় পড়ে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাহা দিতে অক্ষম। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি আছে, যদি ক্ষতি হয় এই ভাবিয়া তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে সাহসী হন না। এদিকে আমাদের সমাজে প্রতি- যোগিতার নিতান্ত অসদ্ভাব; এদেশে যে সকল ধনশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও অর্থনাশের আশঙ্কায় নিজে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এ সকল বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্যদান করেন না। এদেশের ধনী লোকেরা অর্থ হইতে যে অর্থাগম হয়, তাহা ভালরূপে বুঝেন না। বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা বোম্বাই অঞ্চলের লোকের বরং অনেক সাহস ও বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকের অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর উন্নত ও কার্য্য দক্ষ হইয়াছেন। উৎসাহের সহিত শিল্প কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমা- দের দেশের লোকের এরূপের ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ একটী কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী কল অপেক্ষা এই কলটী অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এদেশের ফরাসডাঙ্গা নিমুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সীতা- নাথ বাবুর কলেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট কাপড় অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলের অব- য়ব গুলি এত সহজ উপায়ে ও সুলভ পদার্থে নির্ম্মিত যে অনায়াসে এদেশের কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। একটী ইংরাজী কলে যত ব্যয় পড়ে, তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কলটী নির্ম্মিত হইতে পারে, অথচ ইংরাজী কলে যেরূপ কার্য্য হয় ইহাতে তাহার ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর হইল সীতানাথ বাবু এই কলটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে কত স্থানে ও কত লোককে ইহা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন লোকই ইহার ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিলেন না। ব্যবহার করা দূরে থাকুক কেহই ইহাতে উৎসাহও দিলে না। ইউরোপে অথবা বোম্বাই অঞ্চলে হইলে এ কলের কত যে আদর ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার কত সম্মান ও অর্থ লাভ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা য না। আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দে য়াছি, এদেশে এই কলটী উত্তমরূপ চলি পারে। এবং যিনি প্রথমতঃ এই কল চালাইবে তিনি নিশ্চয়ই প্রভূত ধনশালী হইতে পা বেন। এতদ্ভিন্ন, সীতানাথ বাবু আরও এক উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলটী ধা হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ উ যোগী। মাতলার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির চাউলের কল আছে, তদপেক্ষা এই কল অনেকাং উৎকৃষ্ট। ইহা আবার অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত ক ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইতে পা আমাদের দেশীয় ঢেঁকিতে তদ্রূপ হয় না। এ কলটী প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে আপাত দুই সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় পড়ে না কাপড়ের কল চালাইতেও বিংশতি সহস্র মুদ্র অধিক অর্থেরও আবশ্যকতা নাই। অতএব ধ সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সমাজের নিকট আমাদি অনুরোধ এই যে তাঁহারা সীতানাথ বাবুর কল দুইটী পর্য্যালোচনা করুন এবং যদি তাহা যথ কার্য্যকর হয় বোধ হইলে তাহা চালাইয়া দে মুখ উজ্জ্বল করুন।

পরিশেষে সীতানাথ বাবুকে আমরা এই ক বলি, যদি তাঁহার উৎসাহ পাইতে কাল বিলম্ব তিনি যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। তাঁহার ন্যায় বু মান ও উদ্যোগী পুরুষ না হইলে কখনই এদেশে উন্নতি হইবে না। এখন কেহ বুঝিতে চেষ্টা ক আর নাই করুন পরিণামে তাঁহার নির্ম্মিত কলে এদেশে যে আদর হইবে, তদ্দ্বারা দেশের যে উন্ন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কালেজ ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

সামান্য সূত্র হইতে যে কত গুরুতর ব্যাপ উপস্থিত হয়, কত শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হয়, মঙ্গলভাবে পরিণত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শি পুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে ফোরেকার্স সাহেবে সহিত ছাত্রদিগের যে বিবাদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত তাহা কেবল শিবপুরে ও শিক্ষাসংক্রান্ত ডাই ক্টারের ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হয় ন দার্জ্জিলিঙ পর্য্যন্ত গিয়াও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছ ডাইরেক্টার ক্রফ্ট সাহেব শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনি কালেজের বিবাদ ঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত লেপ্টে

...যাছেন। মহামান্য ...এ জনের কলি- ...অমত প্রকাশ করিয়াছেন। ...সহকারে ঐ মন্তব্য পাঠ করিয়া ...ম। ইলিয়ট সাহেব ইউরোপীয় ও ...বিবাদ সম্বন্ধে অধিকাংশ সময় যে অসা- ...ন্যায়পরতা ও মহামহিমশালিতা ...কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন উপস্থিত বিষয়ে ...রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশ ...খান পাঠ করিলেই স্পষ্ট বোধ ...যেন কুপিত হইয়া অমত প্রকাশ করিয়া ...। অতএব আমরা স্থানে তাঁহার স্পষ্ট কোপ- ...লক্ষিত হইয়াছে। তিনি সম্পাদকেরই ... সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ডিরেক্টা- ...ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি এমন কি কাজ ...। আমরা তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন ...বা গুরুতর ... অনুষ্ঠান দেখিতে ...না। তিনি ... কোন ন্যায়া- ...করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য ...সম্পাদন করা হইয়াছে এই মাত্র। ফলিতঃ ...কিরূপে ধন্যবাদার্হ হইলেন, তাহা আমরা ...তে পারিতেছি না।

আমরা তাঁহার কোপের দুটী কারণ দেখিতে ...ছি। প্রথম, বালকগণ পরস্পর যোগ ...শিক্ষাদাতা কোরেকার্স সাহেবের নামে অভি- ...করে। ইহাতে ...দিগের কেবল যে অবাধ্যতা ...প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ নয়, ছাত্রেরা ...দলবদ্ধ হইয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করে, ...স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায় এবং ...কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। কেবল এই মাত্র ...নয়, ব্যক্তিবিশেষের অপমানকে সাধারণ ...জ্ঞান করিয়া দলবদ্ধ হওয়া অতি অন্যায় ...হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে লেপ্টেনান্ট ...কোপ হওয়া সম্ভাবিত।

...কোপের কারণ এই, লেপ্টেনান্ট গবর্ণ ...ধারণা হইয়াছে, এদেশীয় কোন কোন ...সম্পাদক বালকদিগকে উত্তেজিত না ...এখনই এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত ...না। ... কোন কোন বয়োবৃদ্ধের পরা- ... ঐ কার্য্য করিয়াছে, একথা ...টেনান্ট ... করিয়াছেন। অপর, ...টেনান্ট গবর্ণরের ..., কোরেকার্স সাহেব ...দয়ালু হৃদয়, ... উপযুক্ত লোক তাঁহার ...তাদি দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে নিযুক্ত করি- ...ছেন। অতএব তাঁহার এ বিষয়ে কোন দোষ ...লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহা বিশ্বাস করেন না, বালকদিগের অভিযোগ অলীক বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। বালকেরা যে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত করে, এবং অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হইয়া শিক্ষকের নামে দোষারোপ করে এগুলি অতি দোষের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, শিক্ষক যদি ধৈর্য্যশালী শান্তপ্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল না হইয়া ব্যাঘ্রবৎ প্রচণ্ড স্বভাব হন, এবং সকল ছাত্রের প্রতি পর্য্যায়ক্রমে দুর্ব্ব্যবহার করেন, ছাত্রেরা কি সদুপায়ে তাহার প্রতীকারচেষ্টা পাইবে না? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কোরেকার্স যদি শান্ত প্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল হইতেন কখনই তাঁহার নামে অভিযোগ হইত না। আর ত সব শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের নামে অভিযোগ হইল না কেন? তবেই কোরেকর্স সাহেবের দোষ আছে—তিনি ছাত্রগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। মানুষের দান শক্তি ও দয়া থাকিলেই সে সে উগ্র স্বভাব হয় না ইহা প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। কোরেকার্স সাহেবের এরূপ বিচিত্র স্বভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেহ কাতর হইয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইলে তাঁহার মন দয়ার্দ্র হয়। তাহার বিপদ উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি যে সময় বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে প্রচণ্ড ভাব প্রদর্শন করেন না, তাঁহার ঐ দয়ার কার্য্য দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব ছাত্রেরা যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহার মূলে কিছুই নাই লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের ন্যায় আমাদিগের মনে সে সংস্কার জন্মিতেছে না। যখন কিছু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন ছাত্রেরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া কিরূপে দোষী হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে যদি তাহারা আবেদন পত্রে অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষের হইতেছে। কিন্তু তাহারা যদি আবেদন পত্রে অশিষ্টতা না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে দষিতে পারি না "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" বিনীতভাবে গুরুরও দোষ বলা কর্ত্তব্য।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বুঝিয়াছেন, ছাত্রেরা বালকতা প্রযুক্ত শ্রীশচন্দ্রের অপমানকে সাধারণের অপমান জ্ঞান করিয়া অনুচিত কার্য্য করিয়াছে। এস্থলেও আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। বাঙ্গালি বালকদিগের কি এরূপ স্বভাব ও অভ্যাস হইয়াছে যে একের অপমানকে অপরে নিজের অপমান বোধ করে? যদি তাহা হইত, বাঙ্গালা দেশের এত দুর্দ্দশা হইবে কেন? বাঙ্গালিদিগের একতা কোথায়? সে একতা বরং মুসলমানদিগের আছে? বারুদ পোরা একটা কামানে আগু... হইয়া গেলে কি পার্শ্বস্থ খালি কামানেও আগু... হয়? পার্শ্বস্থ কামানগুলি যদি বারুদ পূর্ণ থ... এবং আগুন দিবার স্থান গুলি পরস্পর সংলগ্ন ... তাহা হইলেই সকল কামানে এককালে আগু... হইয়া উঠে। এস্থলেও সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, ছা... দিগের মন কোরাকর্সে দুর্ব্যবহাররূপ বারুদে ... হইয়াছিল, শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ীর পূর্ব্ব প্রধূমিত ... কোরাকর্সের দুর্ব্যবহাররূপ অগ্নি লাগিবামাত্র ... স্পর সংলগ্ন ছাত্রদিগের মন এককালে জ্বলিয়া উ... ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব লিখিয়াছেন পূর্ব্বে ছা... দিগের অবাধ্যতার বহুবিধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ... কথা অযথার্থ নয়। আমরা নিজেও অনেক... ঘটনা দেখিয়াছি, তবে আমরা তাহার একটী ... বলি। আমাদের সংস্কার যে স্থলে যে ঘটনা ... য়াছে তাহার মূলে শিক্ষকের দুর্ব্যবহার আছে। ... বার হিন্দু-স্কুলের এক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষ... উপরে ছাত্রগণ এমনি কুপিত হইয়াছিল যে তা... দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধনঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত করি... পরামর্শ করিয়া স্কুলের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি... শেষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষককে পুলিষের সা... লইয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ সুপ... ণ্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্যবহার কেবল যে ছাত্রগ... নিয়ত ছিল তাহা নয়, তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকে... তাঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলেন। এক... শিক্ষক তাঁহার অবমান সহ্য করিতে না পারি... কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ওকালতী পরী... দিয়া একজন প্রধান উকীল হইয়াছেন। এ... তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যের বিলক্ষণ উদয় হইয়া... তিনি সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্যবহা... সাক্ষী স্বরূপ আলিপুরে বিরাজ করিতেছেন। সু... রিন্টেণ্ডেণ্ট হউন আর শিক্ষকই হউন যাঁহার উ... গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয় তাঁহার বিনীত হ... একান্ত আবশ্যক। তাদৃশ ব্যক্তি উগ্রস্ব... হইলে বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ ব্য... অধীনস্থ ব্যক্তিরা অগত্যা অবাধ্য হইয়া উঠে, ... আবার তাহারাই দোষী হইয়া পড়ে। উপ... উগ্রস্বভাব ব্যক্তির দোষ প্রায়ই সপ্রমাণ হয় না...

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্থির করিয়াছেন বাহি... লোকে কুপরামর্শ দেওয়াতে এবং দেশীয় সম... পত্র সম্পাদকেরা উত্তেজনা করাতে ছাত্রেরা উ... হইয়াছিল। কুপরামর্শ দিয়া থাকে তাহা আ... বলিতে পারি না, কিন্তু এদেশীয় সমাচার পত্র স... দকেরা বালকদিগকে উত্তেজিত করিয়া অন্যায় ক... প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব লি... নাই তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

" ছুবধাতোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ " একজন কবি কহিয়াছিলেন ছুব ধাতুর গুণের আমাদিগের গুণ দোষের নিমিত্ত হইয়াছে। সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গুণ মনে করিয়া যে করেন আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গব-বাহাদুরের বিবেচনায় তাহা দোষ হইয়া পড়ে। শীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এই মনে করিয়া ব লিখিলেন যে এবিষয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর ল দোষী ব্যক্তির দোস সংশোধন হইবে। কিন্তু া দোষে বিপরীত ঘটনা হইয়া উঠিল, মহাশয় ণ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহা জাতি বৈরী পর্য্যবসিত লেন। ফলতঃ এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদ- া ইউরোপীয় চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার ন আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সেটী ভাল েন না। সুতরাং এ দেশীয় সমাচার পত্রে সেই র দর্শন করিলে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, প জন্মে।

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগকে উৎকৃষ্ট স্থান এবং এদেশীয় ছাত্রদিগকে নিকৃষ্ট বাসস্থান য়া হইয়াছে বলিয়া এদেশীয় সমাচার পত্রে যে য়োগ করা হইয়াছিল সেই কলঙ্কের উন্মোচনের ত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন, সে বিষয় লইয়া আন্দোলন করা বিফল। রা যখন চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি ইউরো- য় ও এদেশীয়ে সকল বিষয়েই প্রায় ইতর বিশেষ হইতেছে, তখন এক স্থানের অপক্ষপাতিতা সম্পাদন চেষ্টায় ইষ্ট লাভ কি ? অন্য কথা কি কাতা ছোট আদালতে অগ্রে ইউরোপীয়ের দ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমা হয় না।

যা হউক উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, রাকস্ সাহেবের বা ছাত্রগণের দোষ থাকুক বা াকুক ছাত্রগণের দণ্ড অন্যায় হউক আর ন্যায় ক, দণ্ড গুরু হউক আর লঘু হউক, লেপ্টেনাণ্ট র যে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন ইহাই াদের পরম পরিতোষের বিষয়।

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর রীতি এই যে তথা- যে সকল পুরুষের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ত তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের কমন্‌স বাটিতে প্রেরণ বার জন্য সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার প্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস হইল হিউ মেসন নামে জন ইংরাজ প্রস্তাব করিয়া ছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট মান সম্পত্তি শালিনী স্ত্রীলোকদিগকেও এই কার দেওয়া হয়। তদনুসারে সম্প্রতি বিলাতের টী হোটেলে ইংরাজ মহিলাদিগের এক সভা । ফসেট সাহেবের পত্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দিবার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি দর্শান হইয়া থাকে তাহার খণ্ডন করিলেন। অনন্তর কোন মহিলা এই প্রস্তাব করেন যে " এই সভার অভি-প্রায় এই যে এদেশের পুরুষ দিগের পার্লিয়া মেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার যেমন অধি কার আছে স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য " অবশেষে এই সভা পার্লিয়ামেণ্টে এতদ্বিষয়ে আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লাহোর ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় রুষরাজ্যের ও ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার তুলনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিশিকান্ত বাবু বহুদিন রুষদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি বলেন যে, রুষ গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক রাজনীতি তিনি বিশেষ রূপে অবগত আছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষ অধিকার ভুক্ত করা রুষরাজের ও তথাকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত প্রধানতম কর্ম্মচারীদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। রুশিয়ার রাজ্যশাসন কৌশল মাকিয়াবেলির মতানুযায়ী। রুষরাজের মন্ত্রীদিগের মতই এই যে, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহা রাজনীতিজ্ঞদিগের মনোগত ভাব ব্যঞ্জক নহে তাহাতে কেবল তাঁহাদের মনো-গত ভাব গোপন করে। তিনি আরও বলেন যে রুষরাজ সহস্র চেষ্টা করিলেও, যতদিন দেশীয়দিগের রাজভক্তি অচল থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিছুই করিতে পারিবেন না। ভারত-বর্ষীয়দিগের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহই ইংরাজ রাজের উপর ভক্তিহীন নহে। তবে কোলাপুরে যে কয়েকজন বিদ্রোহী দেখা গিয়াছিল তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। ইংলণ্ড প্রজা-স্বাধীনতার জন্মস্থান, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য মধ্যে স্বাধীনতা পরিপ-ক্কাবস্থ হইয়াছে। রুষ দেশে ঠিক তাহার বিপরীত, এমন কি রুষ সাম্রাজ্যকে স্বাধীনতার শ্মশান বলি-লেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে যে যে উচ্চ শোণিত ব্যক্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট তাহাদিগের শাসনের জন্য নিশিকান্ত বাবু গবর্ণ-মেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহাদিগকে পাঁচ ছয় মাসের জন্য রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপি-টার্সবর্গে প্রেরণ করা উচিত। কেন না তথাকার রাজনীতি, ও শাসন প্রণালী পরিদর্শন করিলেই তাহাদের চৈতন্য হইবে। রুশিয়ার বিচার প্রণালী, প্রজাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে অদৃশ্য করিবার রীতি, নিশীথ সময়ে যখন লোকে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যায় তখন গবর্ণমেণ্টের লোকের দ্বারা তাহাদিগের গ্রেপ্তার ও অবরোধ, কারাবাসের নিয়ম, নিরপর ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রথা, প্র ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা অবগত হইলে তাহারা ইংরাজদিগের রাজ্য শাসনের উদার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত পত্রে নিশি কান্ত বাবু দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও ত নক্ষন গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সোমপ্রকাশ রহি হওয়ার বিবরণ লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

মহম্মদ মহসীনের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত প্রম নাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। চুচু সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত। মহম্মদ মহসীন একজ প্রসিদ্ধ দাতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা কাহা অবিদিত নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা দান দ্বারা অনেকে অনেক উপকার লাভ করিয়াছে বস্তুতঃ তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে অনেকেই তাঁহ জীবনচরিত জানিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু প্রম নাথ বাবু ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁ অনুবাদ করিয়া ইংরাজীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রে কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। অনুবাদ অ সরল হইয়াছে।

শ্মশানে মিলন শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক বিরচি ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বঙ্গদেশে মুদ্রিত। হরিশ্চন্দ্রচরিতের শেষাংশ লইয়া এখানি প লিখিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রচরিত যেরূপ করু রস প্রধান তাহাতে উহা গদ্যে ও পদ্যে যেরূ লেখা হউক না কেন উহার পাঠে যে পাঠকের আর্দ্র ও চিত্ত গলিত হইবে তাহাতে সন্দেহ না সুরেশ বাবু ইহাতে নূতন কিছুই করেন নাই, গ যাহা আছে পদ্যে তাহাই রাখিয়াছেন, কবিতা সরল হইয়াছে।

সাগর সঙ্গমে। উদাসিনী প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণী কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবি গ্রন্থ। কবিতাগুলি যেমন সরল তেমনি ভাব ও মনোহর, আমরা ইহার প্রত্যেক প পাঠে প্রীত ও সুখী হইয়াছি। আমরা স্ব কেবল ইহার মধুর রসাস্বাদন করিয়া নিবৃত্ত হ পারিলাম না, পাঠকগণকে ও তাহার কিঞ্চিৎ করাইলাম। বিজয়ের দামিনীর উপর অনুরাগ হয় দামিনীর মাতা মহামায়া তাপসীর ন্যায় দামিনীকে লইয়া সাগরকূলে নির্জ্জন কুটীরে করিলেন ; বিজয় ও তাহাদিগের মধ্যে কিয় অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময়ে অনেক স্ত্রী মহামায়ার সম্মুখে বিজয়ের নানা প্রকার মিথ্যা বর্ণন করাতে মহামায়া বিরক্ত হইয়া দামি

। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ
খ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার
উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
ছেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং
দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক
বা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত
এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-
ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই
ক ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক
ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

রোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও
মিশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি,
, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ,
এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া
রের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া
পুষ্টি করে।

দুই সপ্তাহের সেবনের মূল্য ৩৲
প্যাকিং খরচা ।৵০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার
লে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ শান্ত
হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গ-
বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক
মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, স্বরভঙ্গ
ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন
রিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি
। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের
২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৭ টাকা
কিং ।৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সক
পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত
ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

এতদ্দ্বারা ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
যে লোহারডগা জেলার অন্তর্গত রাঁচি এবং
পুরুলিয়া রাস্তার পুল এবং সাঁকো নির্ম্মাণ এবং
মাটী ভরাট ইত্যাদি নিম্নলিখিত কার্য্য সকলের
আগামী ইং ১৪ ই জুলাই ১৮৮১ সাল বেলা দুই
প্রহরের সময়ে প্রকাশ্যরূপে টেণ্ডার গ্রহণ দ্বারা
কার্য্য বিলি করা যাইবে।

যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের ঠিকা লইতে বাসনা
করেন তাঁহারা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৪
এম নম্বর ফরমে আবেদন করিবেন। কার্য্য বিলি
হইবার দিবস যে সকল ঠিকাদার উপস্থিত থাকিবেন
তাঁহাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা যাইবে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা
করেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে বেলা
১০॥ ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আবেদন
করিলে সবিশেষ দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত ফরম ভিন্ন অন্য কোন ফরমে
টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যূন টাকায় টেণ্ডার
পাইলেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী সেই টেণ্ডার মঞ্জুর
করিতে বাধ্য নহেন।

নিদ্ধারিত ব্যয়
আনুমানিক ব্যয়।

	কার্য্য	আনুমানিক ব্যয়
১।	১৯ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত রাজাডেরা ঘাট সমীপস্থ ৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	২৫৭০৲
২।	চামঘাটী নদীর সমীপস্থ ২৩ নং হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত ৩ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৲০১৭৲
৩।	রূপরা নদীর সমীপস্থ ২৬ নং হইতে ৩৪ নং পর্য্যন্ত ৯টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নিম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৪৩৫৫
৪।	কোনা নদীর নিকটে ৭ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত ৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট	৪৬০৭
৫।	ডিপটী নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	৩…
৬।	কোনা নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	
৭।	৪১ নং হইতে ৫১ নং পর্য্যন্ত ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ এবং ২১ ও ২২ মাইলে মাটী বিছাই	

হাজারিবাঘ
১০ ই জুন ১৮৮১।

জে, ডবলু, এনসন সি,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনি
হাজারিবাঘ ডিবিজন।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্প্রিং
সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্র
আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আ
সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং
চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইং
কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আ
রিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে
সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণত) ম
কেড আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে
হার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নি
কে যে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল
বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ১৷০ ও ততোধিক মূ
সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, রেগুলেটর,বার্ড বক্স প্রভৃতি বাব
বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত
হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর
সকল কার্য্য করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ
য়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ
দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৮।১ ডেল্‌হৌসি স্কোয়ার—কলিকা

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

...কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের ...নিশ্চয় রূপ মালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, ...পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ...করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-...করিতেছেন।

... কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা ...রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর ...করিয়া করেন।

প্রসব সত্বরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ...বিদ্যা; শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-...পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ...।

...নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ...ী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি ...র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ...র এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী ...তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত ...য়াছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, দেব-...র মর্ত্ত্যে আগমন, স্বর্গ, ...ও ...ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়, ...চীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবি-...সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী ...সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ...র ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক ...ল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। ...চ্ছুক মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম-...কাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...হারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-...রে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে ...দবাদ ...ত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ...হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব ...তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার ...হিত সংস্কৃত আনুপূর্ব্বিক বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত ...াক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ২০।০ ...কা ও ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ...বাতীত ...জ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ... টাকা আর ...বধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ও

ডাক মাশুল।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৷৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৫০ হিসাবে।

——:o:——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:o:——

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে... নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশে... মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এইচ, বিভারিজ স্কোয়ার—বাঁকিপুর ...
" বাবু বসন্তকুমার সেন জমীদার—বাসন্তা ...
" " জীবনকৃষ্ণ বসু—রামপুরবোয়ালিয়া ...
" " তারিণীচরণ চৌধুরী জমীদার—বগচর ...
" " লালবিহারী সাহা—রাজগঞ্জ
" " রামযাদব বসু—পটামুণ্ডী
" " যদুগোপাল রায়—দেউলি
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাঁটপাটগ্রাম
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোলা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া ... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ ... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ৩৪ সংখ্যা ।

...গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ... টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৮ সাল । ২১ এ আষাঢ় । ইং ১৮৮১ । ৪ ঠা জুলাই । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৽, অসমর্থ ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

...২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের ...র মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া পাঠকগণের ...করাইয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ ...য়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন ।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য ।

...যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও ...ক্রমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ...প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে । ...—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী ...অর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর ...লন, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে ...লাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া ...া ভার হইয়া উঠিল । অতএব মনিঅর্ডরের ... বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি ... পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ...খলা ঘটিতে পারে না ।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু... চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, ...াদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে ...য় আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয় । কর্ম্মচারিরা ...র নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস... ...নের ও জিলার ঠিকানা দেন না ; সুতরাং তাঁহা... ...কাগজ যায় না । অতএব আমাদের সবিনয় ...রোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে ...রিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক ।

ঐ স্থানে বিক্রী
টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ

২১ এ আষাঢ় সোমবার।

ত্যেক। অবগত ন, পূর্ব্বে সকল সংবাদ
প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শিবপুরে গবর্ণ-
টের কৃষিকর্ম্মোন্নতির আদর্শ পুনঃ স্থাপিত হইবে,
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের
ক শ্রীযুক্ত ই, সি, বক সাহেব এখানকার
ক হইবেন। সেটী সকলের ভ্রম হইয়াছিল।
সাহেব সাধারণে ভারতবর্ষের কৃষি ও বাণিজ্য
গের সেক্রেটরি হইয়াছেন; তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত
ল সাহেব মনোনীত হইলেন এইরূপ জানা
ছে।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ সংস্থাপিত হওয়াতে
া বিষয়ে হিত সাধন হইতেছে। আজ নূতন
বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা প্রথম যখন কোম্পা-
হস্তগত হয়, তখন হইতে ইংরেজেরা এখানকার
ষ্যার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। নানা
ন হইতে নানা জাতীয় উদ্ভিদ আনিয়া এদেশে
পণ করিলেন। গোল আলু, কপি, পেঁপে,
মান কলা, নানা প্রকার অনেক
জী। উহা এখন কি ধনী নি সকলেরই
মোপাদেয় খাদ্য সামগ্রী হইয়াছে, এক দিন ঐ
ল দ্রব্যের নামও কেহ জানিতেন না। কিছুদিন
দে দারুচিনি রোপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা
দেশের উপযোগী হইল না। সেদিন মকবন্দ
দুর মত আর এক প্রকার খোসা
ল আবিষ্কৃত হইয়াছে, পশ্চিমাঞ্চলে তাহারও
স উদ্যম চলিতেছে, ভারতবর্ষের এ উন্নতিগুলি
শীয় লোকের যত্নে হয় নাই। দেশীয় ক্ষমতা
এ বুদ্ধির ছিদ্রে এ সকল প্রবেশও আসে না।

পুর, সাহরণপুর, লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে
র্ণমেণ্টের যে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র আছে, তৎ-
মুদায়ে নানা প্রকার বিদেশীয় বীজ ও বৃক্ষ রোপণ
করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বক
লর এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
সেই সকল আদর্শ ক্ষেত্রে যে প্রকার ধুম বাঁধাই-
য়াছেন, এরূপ কিছু দিন থাকিলে ভারতবর্ষের
অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। দেশে যত নূতন নূতন
দ্রব্য জন্মিবে, দেশীয় লোকের ততই আহা-
রোপায় বাড়িবে, বাণিজ্য বাড়িবে। অতএব
স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপন করিবার
জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কল্পনা করিতেছেন, তাহাতে
আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। আসামেও
এইরূপ একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে। তথায়
উত্তর পশ্চিম বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত
জে বি ফুলার সাহেব অধ্যক্ষ হইবেন। ফুলার সাহেব
যেরূপ অধ্যবসায়শালী বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল, তাঁহার
তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই যে আসামের কৃষি বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবপুরে আদর্শ ফারম
স্থাপিত হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য
বিভাগের অধ্যক্ষের পার্সোনাল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার সহকারী
অধ্যক্ষ হইবেন। ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যেরূপ সুখ্যাতি
লাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি যে, কার্য্যে
বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবেন, তাহাতে সংশয়
নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা বিভাগে শিল্প ও
বাণিজ্যোপযোগী কর্ম্মেরও বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন
হইতেছে। ঐ দেশেই যত প্রাচীন রাজধানী। ভাল
ভাল জরির কাজ, পাথরের কাজ ঐ দেশেই অধিক।
এখানে এই সকল কাজে বিশ্বকর্ম্মার মত এক এক
জন কারিকর ছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেশীয় বাণিজ্য
বিনষ্ট হইয়া পড়িল, এই সকল কারিকরের সংখ্যাও
অল্প হইয়া আসিল। এমন কি কুন্দিরগ জরকসী কর্ম্মে
দক্ষ লোক পাওয়া ভার। যে বৎসর অনেক অনুসন্ধান
করিয়া দিল্লী অঞ্চলে এই বিষয়ে নিপুণ এক জন বৃদ্ধ
লোক দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্য দেখিলে
চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন হয়। সে সামান্য জরির
কাজ নয়, লণ্ডনে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নিপুণ কারিকরও
অনেক টুকু স্থান করে। বক সাহেব এখন উদ্যোগী
হইয়া পাথরের কাজ, জরির কাজ ও দেশীয় কাপ-
ড়ের কাজ যাহাতে পুনর্জ্জীবিত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন
করিতেছেন। আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় গত বৎসর কাণপুরে কাপড়ের
একটী কারখানা খুলিয়াছেন। বিশুদ্ধ কার্পাসে নানা
কৌশলে ঐ কাপড় বোনা হইতেছে। কাপড়ের
গুণ অতি চমৎকার। তাহাতে পেণ্টুলেন, জামা,
কোট, কামিজ, শীতের চাদর প্রস্তুত হইতেছে।
সাহেবেরা সেই সকল কাপড় ব্যবহার করিয়া এত
সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, যিনি একবার তাহার গুণ
বুঝিয়াছেন, তিনি আর বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করেন না।
সাহেবেরা ও অন্যান্য ভদ্র লোকে রঙ্গলাল বাবুকে
যে সকল প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমরা
অতি আহ্লাদিত হইলাম। রঙ্গলাল বাবুর উৎসাহ ও
কৌশল দেখিয়া শ্রীযুক্ত বক ফুলার ও রাইট
সাহেব তাঁহাকে বিস্তর অর্থ-সাহায্য করিয়া
ছেন, এবং নিরন্তরই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন
রঙ্গলাল বাবু কলিকাতায় ঐ সকল কাপড় অল্প অ
আনিতেছেন, কিন্তু এদেশে এখনও ভালরূপ
প্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক, কাপড় দেখিয়
আমাদের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এক দি
বিলাতি কাপড়ের আর আমদানি করিতে হইবে
না। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা এই কাপড়ের মূ
প্রত্যেক গজে কেবল দুই চারি পয়সা অধিক। কি
এই কাপড় অধিকতর কোমল, মসৃণ ও দীর্ঘকা
স্থায়ী এবং শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ব্যবহার ক
যায়। যদিও এ কাজে এখনও বিশেষ লাভ হ
নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহা যে বিলক্ষণ অর্থকর হই
উঠিবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সকলি অথে
খেলা। অল্প পুঁজিতে কোন ব্যবসায় খুলি
তাহাতে অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকে না। কি
সামান্য কাজেরও বিস্তীর্ণ কারখানা খুলিলে অধি
লাভ হয়। এখানে এক পয়সায় এক এক ব
দেশলাই বিক্রীত হয়। উহাতে কতগুলি ক
রহিয়াছে! উহার কাজের সঙ্গে মূল্যের তুল
করিলে দেশলাইয়ের মূল্য নাই বলিলেই চলে।
কারণে দেশলাই এত সস্তা? বিলাতে উহার কা
খানা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, আবার উহার এক এ
কর্ম্ম এক একটী বিভাগে বিভক্ত, সেই জন্য
সময়ের মধ্যে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বোধ
আলপিন নির্ম্মাণের প্রণালী সকলেই জ্ঞাত আছে
আলপিন নির্ম্মাণের কারখানায় কেহ তার প্র
করিতেছে, কেহ তার সোজা করিতেছে, কেহ
কাটিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি তারের অগ্রভাগ
করিতেছে, পঞ্চম টুপি পরাইবার নিমিত্ত ম
ঘসিতেছে, টুপিটী আবার দুই তিনটী পৃথক্ পৃ
বিভাগে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে, আর এক
ঘর্ষিত তারে টুপি লাগায়, আর একজন অ
পিনে বদ্ধ করিতে থাকে। আলপিন প্রস্তুত হই
কেহ কাগজে বিঁধিয়া সাজাইতে থাকে। এইরূ
আলপিন নির্ম্মাণ কার্য আঠারটী বিভাগে বিভ
ছোট ছোট কারখানাতে দশ জন লোকেও এই
করিয়া থাকে। এইরূপে দশ জন কারিকর প্র
৪৮ হাজার আলপিন নির্ম্মাণ করিতে পারে, অ
প্রত্যেক ব্যক্তি চারি হাজার আট শত আল
প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু, একজন লোক
সকল কাজ করিয়া লইত, তবে সমস্ত
১০। ১৫ টী আলপিনও প্রস্তুত হওয়া কঠিন হ
দেশলাই নির্ম্মাণেও এক এক জন কারিকরকে
একটী কাজ করিয়া দিতে হয়, এই নিমিত্ত

জদের প্রতিযোগী নাই বলিলেই হয়। তাঁহা- রণতরির ভয়ে পৃথিবীর সকল জাতিকে শঙ্কিত চলিতে হয়। আজ কাল রণতরি, কামান ও অন্যান্য আয়োজনের যে প্রকার উন্নতি হই- , টর্পিডোর তেমন উন্নতি হইলে ইংরাজদের মের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা।

টর্পিডোর সাংঘাতিক হস্ত হইতে নিস্তার পাই- নিমিত্ত অনেকে অনেক উপায় ভাবিতেছেন। কেহ বলেন, যুদ্ধকালে জাহাজের চারি দিকে তাড়িত আলোক রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শক্রীয়েরা আসিয়া জাহাজে টর্পিডো বাঁধিতে বে না। কেহ কেহ বলেন, জাহাজে এমন টী কল সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, যে জ চলিবার সময় যেন ঐ কল দ্বারা জল বিদীর্ণ যায়। তাহা হইলে লুকায়িত টর্পিডো য়াসে সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার কোন য়ই ভাল বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, ইহার একটী উপায় আবিষ্কৃত না হইলে সামু- যোদ্ধাদের দারুণ ভাবনার বিষয় সন্দেহ নাই। অন্যান্য জাতির জন্য আমাদের তত ভাবনা না। সম্বন্ধ না থাকিলে সহসা কাহারও নিমিত্ত না সম্ভবে না। আমরা ইংরাজদের জন্যই ভাবি- ছি। ইহাঁদের সমুদ্র বল আজ নূতন নয়। প্রায় বৎসর হইল এই জাতি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছেন। যদি রণতরি টর্পিডোর কাছে পরাজয় ন, তবে এই হাজার বৎসরের শ্রমের ফল একে- মাটি হইয়া গেল। বাণিজ্য ভিন্ন জাহাজ অন্য কোন কাজে লাগিবে না।

দিন দিন ইউরোপের যে প্রকার অবস্থা হইয়া ড়াইতেছে তাহাতে এমন বোধ হয়, একবার ল জাতিকে জড়াইয়া তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত বে। যুদ্ধ বিগ্রহেই সকলের প্রবৃত্তি যাইতেছে। লও লইয়া কাহারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লণ্ডেশ্বরীর ভারত সাম্রাজ্য সকলের চক্ষুশূল হইয়া ইয়াছে। ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কুজ্ঝটী হন করেন না এমন জাতিই নাই, তবে ইংলণ্ডের বল বিক্রমে সহজে কিছু করিবার যো নাই, নচেৎ হাকেও সুস্থির থাকিতে দিত না।

রুশই ইংরাজদের প্রধান ভয়ের কারণ হইয়াছে। বুলের আমিরের সঙ্গে রুশের দিনকতক মহা- লাপ গেল, এখনও ভিতরে ভিতরে কি চলিতেছে, হা বলা যায় না। পারস্যরাজ আবার এখন শের মহা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সে দিন নব তির অভিষেকে অভিনন্দনের জন্য বহুমূল্য উপ- কিন পারস্য হইতে রুশে প্রেরিত হইয়াছে। খন পারস্যরাজ রুশের পরামর্শ লইয়াই কার্য্য করেন। পারস্যে অনেক রুশ কর্ম্মচারীও আছেন। ইহাতে কি অনুমান হয়? রুশ সম্রাট কি পারস্য- রাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করি- বেন, তাহার কি কোন পরামর্শ হইতেছে? আমা- দের তো তাহা বোধ হয় না। রুশের রাজ্য বিল- ক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে পারিলে রুশের পরম মঙ্গল। বিশেষতঃ রুশের যেরূপ গৃহ- বিচ্ছেদ তাহারই শান্তি হইলে সম্রাট বাঁচেন, পর- রাজ্য আক্রমণ করিবার এ সময় নয়।

যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি এক দিন না এক দিন ভারত লইয়া টানাটানি পড়িবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ জলপথ দ্বারা শক্রদিগের ভারত প্রবে- শের আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি উত্তর পশ্চিমের সীমা প্রদেশ স্বভাবতই উত্তম রক্ষিত আছে। হিন্দুরাজাদের সময়ে ঐ প্রদেশ দিয়াই ভারতবর্ষে যত শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তৎকালে সৈন্য লইয়া কেহই ঐ স্থান রক্ষা করেন নাই। নৃপতিগণ আপন আপন সুখে নিরত থাকিতেন, শক্রগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তখন চৈতন্য হইত।

ভারত তিন দিকে সাগর-প্রাকারে বেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গ নদীজালে সমাচ্ছন্ন—সমুদ্রবল যাঁহার অধিক তিনিই ভারতের অধীশ্বর। ইংরাজদের সমুদ্রবল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, ভারতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এখন যাহাতে টর্পিডোর বল ব্যর্থ হয়, তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

[illegible] একটী নূতন রোগের

আবির্ভাব।

আমরা দেখিতেছি, ইউরোপখণ্ড অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থের ভাব ধারণ করিয়াছে। সময়ে সময়ে নানা প্রকার রোগ চিহ্ন প্রকাশিত হইতেছে। শরীরের অভ্যন্তরচারী বায়ু কুপিত ও দূষিত হইলে উদরাধ্মান হইয়া যেমন সর্ব্বদা উদ্গার উত্থিত হয়, অসুস্থ ইউরোপেরও তেমনি যুদ্ধোদ্গারের বিরাম নাই। সম্প্রতি আবার ফ্রান্স ও ইটালীতে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতেই আমরা এ উপমাটী দিলাম। গত ১৮ ই ও ১৯ এ জুন মার্সে- লিস নগরে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাই ইউরোপের উল্লিখিত রোগ বিকারের পরি- চয় দিতেছে। গ্যারিবল্ডির বংশেরি আর স্বরে বাদিত হইতেছে, তাহাতে ইটালীয়দিগের বিমল প্রবল হৃদয় আনন্দে যেন নৃত্য করিতেছে। শীঘ্রই যে এই উভয় রণভূম্মদ জাতি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বড় সন্দেহ হইতেছে না।

সকলেই অবগত আছেন যে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইটালীর দক্ষিণ অংশ টিউনিস এ উভয়ের সম্মুখ ভাগে ভূমধ্যস্থ সাগর যেখানে এখন টিউনিস নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ স্থলে মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগ ছিল। তখন রোম রাজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব তখন রোমকেরা আল্প পর্ব্বতের দক্ষিণ সীম হইতে ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র স্থা অধিকার করিয়া বলদর্পে দর্পিত হইয়াছিল। তখ সমুদায় ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে গ্রীস ভিন্ন এম কোন দেশ ছিল না যে কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান কি রাজনীতির অভিজ্ঞতা, কি যুদ্ধ বিদ্যা কো বিষয়ে রোম রাজ্যের সমকক্ষ হইতে পারে। তথ ইটালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে আফ্রি কার উপকূলে কেবল একমাত্র মহাসমৃদ্ধিশাল কার্থেজ নগরীকে ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় রোম অপেক্ষ সমধিক উন্নত পদারূঢ় দেখিয়া রোমকেরা সাতি শয় ঈর্ষাপরবশ হয়। কার্থেজ তখন ভূমধ সাগর-মধ্যস্থ দ্বীপসমূহে ও ঐ সাগরের উপকূলে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল। এমন ি ইটালীর ক্রোড়ে সিসিলি দ্বীপে অনেকগুলি সমৃদ্ধি শালী নগরী কার্থেজীয়দিগের অধিকৃত ছিল। বল দর্পিত রোম ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে কার্থেজের অভ্যু দয় দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ পিউনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন রোমকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে হয় তাঁহারা কার্থে নগরীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবেন, নতুবা নিজে একবারে নিহত বিধ্বস্ত হইবেন; কার্থেজীয়েরা ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। পরে যাহা ঘটিয়াছি তাহা কোন ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই।

এক্ষণে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করা ইটালীয়দিগের মনের ভাব প্রায় তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে টিউনিস ও ইটালীতে অতি অল্পমাত্র ব্যবধান ফরাসীরা রণদুর্ম্মদজাতি ও মহাবল বলীয়ান ইটালীর রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুমান করিতে ছেন যে একে ত এই প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী জা তাহাদের দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থি করিতেছে, আবার যদি তাহারা তাহাদের দক্ষি সম্যক অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ফরাসীদি ভয়ে ইটালীয়দিগকে সর্ব্বদাই অভিভূত থাকি হইবে। কখন কোন্ সামান্য কারণে পরস্প বিবাদ ঘটে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকি হইবে। ঠিক একরূপ আশঙ্কা নিবন্ধন গত ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের ভীষণ অভিনয় হইয়াছি তাহার পূর্ব্বে স্পেনরাজের পরলোক হইলে সম্রাট তাঁহার আত্মীয় জর্ম্মণীর প্রিন্স হোহেনে রণকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার করেন। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁ

[illegible] আশঙ্কা করিয়া তাহা [illegible] ইহাই উক্ত যুদ্ধের কারণ।

[illegible] ৫০ পূর্ব্বে ইটালী দেশের [illegible] ছিল, এখন আর তাহাদিগের সে অবস্থা [illegible] ইটালী অষ্ট্রিয়দিগের করকবলিত [illegible] দিগের পদদলে পুরুষানুক্রমে শাসিত [illegible] একতা, বাহুবল, ঔদার্য্য, [illegible] অবশিষ্ট হইয়া যায়। পুরুষানুক্রমে [illegible] জাগরূক করিলে হৃদয়ের উন্নত ভাব [illegible] হীন হয়, এবং তাহার স্থানে [illegible] নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিচয়ের অবশ্য অধিকার [illegible] জাতিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে, [illegible] শতাব্দীর ইটালীয়দিগের অদৃষ্টেও সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থে যখন ইটালীর [illegible] হইয়াছিলেন; যখন অপ্রতিহত বেগে উত্তুঙ্গ আল্পস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সমধিকসংখ্যক অষ্ট্রিয় সেনার উপর জয়ের উপর জয় লাভ করিতে লাগিলেন, যখন তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি ও খ্যাতি বিস্তার দেখিয়া ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের ঈর্ষান্বিত অধিনায়কেরা সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন, যখন অনন্যোপায় হইয়া ইটালীয়দিগকে অষ্ট্রিয়াধীশের লৌহদণ্ডের [illegible] [illegible] অধিকার করিয়া তাহাদিগকে [illegible] জন্য [illegible] সৈনিকদলে প্রবেশ [illegible] লাগিলেন, [illegible] তাহাদিগের অকর্ম্মণ্যতা [illegible] এখন [illegible] ইটালীয়েরা [illegible] অস্ত্রব্যবহারে [illegible] [illegible] এখন তাহারা ইউরোপের [illegible] [illegible] অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন [illegible] ফরাসী জাতি অপেক্ষা [illegible] [illegible] নহে।

[illegible] অধিবেশনে [illegible] ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। [illegible] ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের কথার [illegible] এই নিমিত্ত উভয় জাতি [illegible] [illegible] ইটালীয় [illegible] ফরাসীদিগের সহিত সংগ্রামে উন্মত্ত [illegible] [illegible] ইটালীয়েরা [illegible] যে কিরূপ উদ্বুদ্ধ হই য়াছে, [illegible] এ জুনের মার্সে লিসের ব্যাপারে [illegible] হইতেছে। ঐ নগরে ইটালিয়দিগের একটী ক্লব সভা আছে। ঐ সভাগৃহে ইটালীয় জাতির চিহ্নস্বরূপ একখানি ঢাল আছে। গত ১৮ ই জুন কয়েক দল ফরাসী সৈন্য ঐ ক্লবসভাবাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তা দিয়া টিউনিস হইতে ফ্রান্সদেশে আসিতে ছিল। উক্ত ক্লবসভার কয়েকজন সভ্য তাহাদিগকে উপহাস করে। ফরাসীজাতির স্বভাব এই যে তাহারা সহজেই সামান্য কারণে কুপিত হইয়া উঠে। এজন্য কেহ কেহ পারদের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া থাকেন। তাপমান যন্ত্রে যেমন অল্পমাত্র উত্তাপ লাগিলেই তন্মধ্যস্থিত পারদ স্থির না থাকিয়া সহজেই স্ফীত হইয়া উচ্চে উঠিতে থাকে, তদ্রূপ ফরাসীজাতি সামান্য অবমাননাও সহ্য করিতে না পারিয়া কুপিত হয়। সৈনিকদিগকে উপহাস করাতে মার্সেলিসের লোকেরা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্লব-সভাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত ঢালখানি দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। অতঃপর ঐ নগরীস্থ ইটালীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৯ এ জুন মার্সেলিস নগরে ফরাসী সম্প্রদায়ের সহিত ইটালীয় সেনাগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কতকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে।

ফরাসী-ইটালীয় যুদ্ধের এই প্রারম্ভ। এই যুদ্ধের ফল যে কি হইবে, তাহা এক্ষণে বলা [illegible] যাইতে পারে না, এবং আমরা ভবিষ্য বিষয়কে [illegible] অনুমান করিতে ইচ্ছা করি না। তবে [illegible] অন্যান্য জাতি এই যুদ্ধে কিরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিশেষ [illegible] কিছুই দেখা যায় না। এজন্য ইংলণ্ড নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিবেন বোধ হইতেছে। [illegible] কার মন্ত্রিবর্গও বলিয়াছেন তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার কথা স্বতন্ত্র। সমুদ্রের উপকূলে তাঁহাদিগের এমন একটু স্থান নাই যে তথা হইতে তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এখন মধ্যবর্ত্তী রাজ্যের একটী প্রধান বল [illegible] ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী সকল দেশের সকল রাজ্যের প্রবল বলশালী নৌবল আছে। সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত নহে বলিয়া অষ্ট্রীয়রাজ রণতরী করিতে পারিতেছেন না। যখন ইটালী তাঁহার অধিকৃত ছিল, তখন আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলস্থিত ভিনিস নগরী তাঁহার রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল, কিন্তু যে অবধি ইটালী তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে, তদবধি তিনি সমুদ্রের উপকূল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং তিনি এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় জর্ম্মণিরাজও তাঁহার সহায়তা করিতে পারেন। অষ্ট্রীয়ার স্বার্থের সহিত জর্ম্মণির স্বার্থ সম্মিলিত। জর্ম্মণিরও দক্ষিণদিকে সমুদ্র তটে কিছু স্থান লাভ আবশ্যক হইয়াছে। তবে জর্ম্মণ রাজমন্ত্রী বিলক্ষণ মন্ত্রণাকুশল। বর্লিন সন্ধিকালে ইংলণ্ড যেরূপে সাইপ্রস প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পরিণাম যে কিরূপ দাঁড়ায়, এখন স্থির করিয়া বলা কঠিন।

কাবুলের গৃহবিচ্ছেদ।

বিধাতা কি কাবুলকে পূর্ব্ববৎ অবশাপূর্ণ পর্ব্বতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? বোধ হয় বিধাতাই লার্ড লিটনকে অসঙ্কল্পিত কার্য্যের অধ্যক্ষ করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া আফগানস্থানে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। অসংখ্য লোক সেই অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ব্যবসায় হইতে বিরত হইলেন বটে; কিন্তু এরূপ পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে, যাহারা অবশিষ্ট জীবিত আছে, তাহারাও জন্মত্যাগ করিবে। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের পৌত্র ও কাবুলের যথার্থ আমীরি পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাদিগের মনোমত এক ব্যক্তিকে আমিরী প্রদান করিলেন। আবদুল রহমান সেই মনোনীত ব্যক্তি তাঁহার ন কোন অসাধারণ গুণ নাই যে, আফগানস্থান বাসীরা প্রকৃত আমীরকে তাড়াইয়া তাঁহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। আফগানস্থানবাসীরা কাবুরে অসভ্য হউক, হাজার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হউক, কিন্তু তাহারা প্রকৃত রাজ্যাধিকারীর প্রতি ভক্তিশূন্য নহে। আবদুল রহমান প্রকৃত রাজ্যাধিকারী নন বলিয়া আফগানবাসীরা তাঁহার অনুগত ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহে। তবে যে কাল্পনিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, সে কেবল ব্রিটিশ জাতির ভয়ে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সে ভয় দূরগত হইয়াছে। তাহারা এখন নির্ভীকচিত্তে আয়ুবের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রকৃত রাজার বিপৎপাতে সাহায্য করা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া তাহাদিগের ধারণা আছে। এই জন্য তাহারা আয়ুবের সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সর্দ্দারেরা ক্রমে ক্রমে আয়ুবের সহচর ও অনুচর হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ ঘটিতেছে, একটী বৃহৎ সংগ্রাম বাঁধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজেরা মধ্য-

হইয়া যদি একটী সৎ মীমাংসা করিয়া না দেন, আবদুল রহমান ও আয়ুবকে পরস্পর বল-কায় প্রবৃত্ত হইতে দেন, আমরা কাবুলের যে প পরিণামের আশঙ্কা করিতেছি, তাহাই ঘটিয়া ব সন্দেহ নাই।

হারা বিলাতে যান, তাঁহাদের হইতে
দেশের লাভ কি?

এই বহু-লোক-গর্ভ ভারতবর্ষে অনেক সম্প্র-র লোক বাস করে। কাজেই পরস্পরের সহা-তি নাই বলিলেই চলে। কোথা হইতে সহানুভূতি হবে? যেখানে এক সাম্প্রদায়িক লোকে অন্য দায়ের বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী, সেখানে বিনা মমতার উদ্রেক হয় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে মত ও সে বল, সামাজিকতার বল, আচার ব্যবহারে সকলি বিভিন্ন। এ সমস্ত বিভিন্ন হইলে মতের তা থাকে না; মতের একতা না থাকিলে পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিয়া থকে। সুতরাং মনে বৈরভাবের সঞ্চার হয়। তুমি পরম ব,—হরিনামের অলকায় সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত য়া জপমালা ও ঝুলি লইয়া হরিনাম করিতেছ, ম শাক—পাঁচ পাত্র সামগ্রী করিয়াছি তোমাকে য়া বলিলাম—কি বাবাজি! কুঁড়োজালি র কি হচ্ছে? তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলে। ম শিষ্টাচারী ও ভদ্র হইলেও তোমাকে একটুক করিতে ইচ্ছা করে, কেননা তুমি আমার র পথিক নও।

আবার আমি তোমাকে যদি কিছু নাও বলি, অনেক স্থলে আমার সঙ্গে তুমি লোকলৌকতা মাত্মীয়তা করিতে পারিবে না। আমার বাটীতে রোহে দুর্গোৎসব হইবে, আমি তোমাকে আদর য়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তুমি বৈষ্ণব—কাটাকে ানো বল, আমার নিমন্ত্রণ তুমি রক্ষা করিতে রবে না। আমার গৃহে অধিষ্ঠান করিলে বলিদান বিতে হইবে, ছাগরক্ত সম্মুখে পড়িবে। কাজেই মার বাটীতে তোমার আসা হইল না। লোকের ব্যবহার দর্পণে মুখ দেখা; আমার বাটীতে আসিলে না, তোমার বাটীতে আমি যাইব ন? অতএব তোমাতে আমাতে বন্ধুতা হল না।

আমার ও তোমার মত ও বিশ্বাস হয় তো এক; তুমি ভারী কুলীন, আমি বংশজ। তোমার ানের সঙ্গে আমার কন্যাটীর বিবাহ দিয়া পাকা ম কুটুম্বিতা আঁটিব, সে পথ রহিল না। হয় তো বৈবাহিক সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের নিতান্ত গ্রহ জন্মিল, কিন্তু সমাজের ভয়ে কিছুই করিতে পারিলাম না। এইরূপ জাতিভেদ মতভেদ প্রভৃতি নানা কারণে সমাজ মধ্যে আমরা অনেক কাজ করিতে পারি না, সে জন্য সময়ে সময়ে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়। সেই জন্যই এই অসীম ভারতবর্ষ এত হীনবল, নচেৎ কোন্ দেশ ইহার সমকক্ষ হইতে পারে? ভারতবর্ষে সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মত ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তিরোহিত না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানে কতবার হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সে-গুলি তো এখনকার সময়োচিত কাজ হয় নাই। ধর্ম্মান্ধতার দিন চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সতীব দেবতারা অনেক বলী খাইয়াছেন, আর কেন? এখন অন্য কোন নৈবেদ্যের আহ-রণ কর। যাহাতে দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, তাহার চেষ্টা দেখ।

জাতিভেদ দু দিনে ঘুচিবার নয়—কিন্তু পরস্প-রের মধ্যে সৌহার্দ্য এক দণ্ডে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব না থাকে, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

আর একটী মঙ্গলকর কাজ আছে,—বড় অসাধ্য নয়, সাধন করিতে পারিলে দেশের ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলবাসিদের সঙ্গে বাঙ্গালিদের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইলে বড় সুখের কারণ হয়। হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মর্ম্মগ্রহে সমর্থ নহেন; অতএব ইংরাজি কাগজের সম্পাদকেরা এ কথা লইয়া স্বীয় স্বীয় কাগজে আন্দোলন করিলে হিন্দুস্থানীদিগকে আমা-দের মত জ্ঞাত করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশে এ কথার শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন। আমরা আজ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, হিন্দুস্থানীদিগকে তাহা বিদিত করিবার জন্য বেঙ্গলী, মিরর, হিন্দুপেট্রিয়ট আমা-দের মুখস্বরূপ হউন।

অজ্ঞ লোকের সম্প্রদায়ে কুনিয়ম প্রচলিত করা সহজ কাজ নহে, তাহাতে অনেকটুকু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকের কথা বলিব কি!—কৃত-বিদ্য ব্যক্তিদিগেরও মনের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা বিলাতে যান, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁদের কেবল সাবেক রংটুকু থাকে—আর আর সকলি এক বারির মধ্যে বদলিয়া যায়। বিলাতে পৌঁছিতে বিলম্ব সয় না, জাহাজে পা দিলেই খানা পরণা ফিরিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে আর উপায় কি?—ভাল, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আর যেন সে মানুষ নয়—রোমান অক্ষরে তখন চাল চ হইতে থাকে। ভাষা—বাঙ্গালা, কিন্তু রোমান লিখিত; ভিতরে—বাঙ্গালী, কিন্তু ইংরাজি কেতা সমাজে পরিচিত। এঁরা দেশীয় লোকের দা শত্রু। খাঁটি সাহেবেরাও বরং ভারতবর্ষবাসিদিগ স্নেহ মমতা করেন, কিন্তু ইহাঁদের হৃদয়ে দয়ার মাত্রও নাই। যাঁহাদের মানুষ, যাঁহাদের থাকিয়া এত বড় হইলেন, দুদিন বিলাতে থা তাঁহাদিগকে নিগার্ড বলেন। যৌবন কা শোণিতের উষ্ণতাই উহার কারণ। বিলাতে বি শিক্ষা করিতে যাওয়া নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ই আনুষঙ্গিক দোষগুলিকে মার্জ্জনা করা যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা কোথা দেশের অ ফিরিবে, না, তাঁহারা সমাজের দারুণ শত্রু হ লাগিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যে অনৈক বিল ফেরত যুবক আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করি উদ্যত হইয়াছেন। চারুশীলা কুলবধূর অপ কি?—তিনি স্বামীর সঙ্গে গো-মাংস ও শুকর-ম খাইতে অনিচ্ছু। এ অপরাধ সভ্য পুরুষের সহ্য হয় নাই। আমরা বলি,—যদি উচ্চতর বি শিক্ষার পরিণাম ফল এইখানে আসিয়া দাঁড় তবে তেমন বিদ্যাশিক্ষাকে দূর হইতে নম করিয়া এই অজ্ঞতাপূর্ণ ভারতগর্ভেই তাঁহারা থা আর উন্নতিতে কাজ নাই। ইহাতে কেবল বিল ফেরত যুবকদিগকে দোষী করিতে পারি না। আ দের সমাজেরও সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতা আছে। সা বাবুরা আসিয়া হাম, মটন, চামচে কাঁটা ল বসে গেলেন,—সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য, বি ভারতবর্ষকে জন্মস্থান বলিতে আন্তরিক ঘৃণা, দেব কাহাকেও চান না—সব কুসঙ্গ। আবার সমাজও তেমনি,—বিলাত গিয়াছিলে, কত অ সামগ্রী পেটে গিয়াছে, তাহের জল অস্পৃশ্য প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে স্থান পাইবে। কেহ প্রায় করেন না, হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার তাঁ মানেন না, কাজেই সমাজে স্থান পান না। হিন্দু সমাজ দিন দিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে সুযোগ্য পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজের বহি হইতে চলিলেন, তখন মঙ্গলের আশা কো শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান যদি না করা হয়, তবে কেহ যেন সন্তানদিগকে বিলাত পাঠাইবার প্র না করেন।

হিন্দু-সমাজ দিন দিন সাত রঙ্গা ফকিরি হইয়া পড়িতেছে। কোন বিষয়ে দুই জন এক রকমের পাইবে না। চির প্রসিদ্ধ একটা ছিল—"আপরুচি খানা, পররুচি পিন্দনা"। সকল কাজেরই উল্টা ব্যবহার হইতেছে, এ

কার উল্‌টিয়া গিয়াছে। এখন, আপরুচি পিঁদনা
রুচি খানা"। মুখে ভাল লাগে না, তবু
হবে বাহ দেখিয়া মুখ বিকট করিয়া রোষ্টটোষ্ট
লা বান্দরের মত হাঁস হাঁস করিয়া গিলিতে
ব। এ পররুচি খানা নয় তো কি বলিব?
সকেও দেখ, পাঁচ জনের চক্ষে যাহা ভাল
তেমন কাপড় পরা হইবে না। নিজের
রা লোক মত বানাইয়া লইতে হইবে। কাহারও
টের গলায় গলাবন্দ, ক্রুবায় ঝালর পুটে, এক-
জন বাঙ্গালীকে কোন স্থানে রাখিয়া দেখ, দুই
ও এমন ভূষণ এক রকম পাইবে না। পরিচ্ছদ
য়া অন্য জাতিকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু
লীকে চিনিবার যো নাই। ভিন্ন মত ভিন্ন
ভিন্ন প্রবৃত্তিই এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণ।
যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, দেশের উন্নতিসাধনে
র—এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় হইতে একতা বন্ধ-
চেষ্টা করুন। ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া
কালে বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা
।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ
সমূহের আয় ব্যয় বিবরণ।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে আমাদের
টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের ১৮৭৯-
১৮৮০-৮১ অব্দের আয় ব্যয়ের বিবরণ এবং
র সহিত ১৮৮১-৮২ অব্দের ভাবী আয় ব্যয়ের
মানিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০
ব্যয়ের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে
,১৭,০৮১ টাকা ছিল, তন্মধ্যে ৩,৮০,১২,৮৩১
ব্যয় হয় ও ৫২,০৪,২৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।
সর যেরূপ আয় হইবে, অনুমান করা গিয়া-
, তদপেক্ষা অধিক আয় হইয়াছিল। যদিও
প ও রেজিষ্টরি হইতে আয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়
দি শুল্ক, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও মফস্বলের
র আয় অধিক হওয়াতে কিছু মাত্র ক্ষতি হয়
।

১৮৮০-৮১ অব্দের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলে
স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯এ জুনের
কাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
যাইতেছে যে, পূর্ব্ব বর্ষের আয় হইতে
সর ৫১,০৭,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন
সেন্স ট্যাক্স, অন্যান্য কর, লবণ, ষ্টাম্প, রেজি-
আইন ও আদালত, পুলিষ, শিক্ষা, চিকিৎসা,
ন্ত্র, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য বিভাগ
হইতে সমুদায়ে ৩,৫৩,৩ ,০০০ টাকা আয় হইবার
সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ও
স্থানীয় আয় হইতে ৪১,০৪,০০০ টাকা পাওয়া
যাইবে। সমুদায়ে ১৮৮০-৮১ অব্দে ৪,৪৫,৪৪,০০০
টাকা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আয় এবং ব্যয়ও
সমুদায়ে ৩,৯৬,৪৩,০০০ টাকা; সুতরাং এই বৎসর
৪৮,০১,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে।

১৮৮১-৮২ অব্দে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আনু-
মানিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণ এই :—

	আয়।
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪৯,০১,০০০
আবগারি	৯০,০০,০০০
ট্যাক্স	৩,৫০,০০০
স্থানীয় কর	৩৫,৬২,০০০
শুল্ক	৭৪০০০
লবণের শুল্ক	১,৩৫,০০০
ষ্টাম্প	১,১৮,০০,০০০
রেজেষ্টরী বিভাগ	১০,৫০,০০০
অন্যান্য সামান্য আয়	১,৬৫,০০০
আইন ও আদালত	১৮,২০,০০০
পুলিস বিভাগ	৪,৬৫,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,০০,০০০
শিক্ষা বিভাগ	৫,১২,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১,৬৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি	১,০৫,০০০
সুদ	১৫,০০০
অন্যান্য বিবিধ আয়	৬,৫৫,০০০
রেলওয়ে	১১,১০,০০০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	১৮,৭৩,০০০
অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য	৬,৭০,০০০
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেয়	৭৮,১০,০০০
স্থানীয় আয়	২০০
সমুদায়ে	৪,৫৫,৭১,০০০ টাকা

	ব্যয়।
সুদ	৩৭,৬৯,০০০
যে টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে	৬, ৪৬,০০০
রাজস্ব বিভাগ	২৭,০০,০০০
আবগারি	২,৭০,০০০
ট্যাক্স	১,০০,০০০
শুল্ক	৭,০০,০০০
লবণ বিভাগ	২২,০০০
ষ্টাম্প	৪,০৪,০০০
রেজিষ্টরী বিভাগ	৬,৩১,০০০
শাসন বিভাগ	১৫,৭৮,০০০
অন্যান্য সামান্য ব্যয়	২,৮৬,০০০
আইন ও আদালত	৯১,২১,০০০
পুলিষ	৪১,০০,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,১৭,০০০
শিক্ষা বিভাগ	২৬,৯০,০০০
ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয়	৯,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১১,২৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ ইত্যাদি	৮,৬৪,০০০
বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে দান	২০০০
বিবিধ ব্যয়	৩,০২,০০০
রেলওয়ে	২৬,৪০,০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	৪০,০০,০
পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ	৬৭,৯৩,০
স্থানীয় চাঁদা	১,৯৫,০
সমষ্টি	৪,৪০,৯৫,০

এই আয় এবং এই ব্যয়ের হিসাব ধা
অনুমান হয় যে আগামী বর্ষে ১,৯৫,০০০ টাকা উ
থাকিতে পারে।

১৮৭১ অব্দের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের আয় ব্য
ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। স্থানীয়
ব্যয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে দে
সুবিধাজনক বিবেচনায় ঐ অব্দে ভারতবর্ষীয় গ
মেণ্ট তদনুরূপ কার্য্যের সূত্রপাত করেন। অ
১৮৭৭ অব্দে উহার রীতিমত বন্দোবস্ত করা
য়াছে। ভাবি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় স্থানীয় গ
মেণ্ট হইতে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে,
বিবেচনায় ১৮৭৭ অব্দে তাৎকালিক রাজস্বমন্ত্রী
জন ষ্ট্রাচি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজ
বহনে সমর্থ বুঝিয়া বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের
প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের ভার অর্পণ করেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আপীস সমূহের প্রতি
ডাইরেক্টার জেনেরল আমাদিগের নিকট একখ
বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তৎপ
জানিতে পারিলাম, আগামী ১ লা আগষ্ট হ
গবর্ণমেণ্ট পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফি চারি আ
পরিবর্ত্তে দুই আনা গ্রহণ করিবেন। এই ফি
রেজিষ্টরি করিয়া লোকে ভারতবর্ষের স
এবং তদ্ভিন্ন বিদেশেও পুস্তক, পত্রিকা, চিঠি, পো
কার্ড প্রভৃতি প্রেরণ করিতে পারিবেন। ব
গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের ক্রমে যেরূপ সু
বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাতে লোকের যে বি
সুবিধা হইতেছে এ কথা বলা বাহুল্য। যদি
বিভাগ হইতে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ট
লাভ হইতেছে তথাপি লোকের সুবিধার স
তুলনা করিলে উহার মূল্য নাই বলিয়া প্রতীতি
আমরা এই বিভাগ ভিন্ন অন্য বিভাগের ত
উন্নতি অথবা সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাই না।
কার্য্য বিভাগে আমরা বর্ষে বর্ষে যে টাকা
থাকি, এবং পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট
পীড়ন করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ
করেন, যদি আমরা তাহার এক চতুর্থাংশ উপ
লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদি
রক্তউঠা ধনের সার্থকতা জানিতে পারিতাম,
উপকারের পরিবর্ত্তে আমরা সেই অর্থে ব
বিশেষের উদর পূর্ণ হইতে দেখিতে পাই। এ
প্রবাদ আছে "আছে গরু না বয় হাল তার

চিরকাল” আমাদের ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। মিউনিসিপালিটী আছে তাহার কার্য্য নাই। রোড সেস দেওয়া আছে কিন্তু প্রয়োজন মত পথ নাই। এইরূপ নানা বিশৃঙ্খলা। ডাক বিভাগের জন্য আমাদিগকে একটী পয়সাও করস্বরূপ দিতে হয় না, কিন্তু ইহার কার্য্য শৃঙ্খলা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আর যে যে কার্য্যের জন্য আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত ধন আমাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া আদায় করা হয়, সেই সেই কার্য্যের উন্নতি নাই, দেখিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়া থাকি। ইহা আবার এক প্রকারে মন্দ, প্রথমতঃ অর্থের অপব্যয়, দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে সকল গুণপুরুষ আছেন, তঁহাদিগের অধিকাংশের দৌরাত্ম্য সময়ে সময়ে এরূপ অসহনীয় হয় যে তাহাতে লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। ঐ সকল বিভাগে গবর্ণমেণ্টের তীব্র কটাক্ষপাত যে বিশেষ প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন।

১৮৮১। ৮২ সালে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হইবে।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থার ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার কলিকাতার ইকনমিক মিউজিয়মের কার্য্য নির্ব্বাহক সদর কমিটীর প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুত এচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব ও সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ, এচ, লক্ সাহেব; ইঁহাদের মধ্যে একতর ব্যক্তির নামে প্রদর্শন সংক্রান্ত সমুদয় পত্রাদি পাঠান যাইতে পারিবে।

৩। অধুনা যেরূপ সঙ্কল্প করা গিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত নিম্নলিখিত উৎকৃষ্টতর দ্রব্যেরই প্রদর্শন হইবে, কিন্তু কমিটী তাহাতে অন্য কোন শ্রেণীর দ্রব্য সংযোগ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে ইহার পর তাহা করিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনে দ্রব্য পাঠাইতে কল্পনা করেন কিম্বা তাহাতে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা যে কোন প্রস্তাব করেন, কমিটী তাহা যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

প্রথম—রেশমী বস্ত্রাদি—কোরা, শাদা গরদ, রঙ্গীন ও ফুলদার রেশম, তসর ও অন্য জঙ্গলা রেশম।

দ্বিতীয়—সূতার ধুতি, শাড়ী ও মেজের চাদর সূক্ষ্ম মসলিন ও তুলার নির্ম্মিত অন্য বস্ত্র।

তৃতীয়—রেশম ও তুলা মিশ্রিত বস্ত্রাদি

চতুর্থ—বুটার ও জরির কায।

পঞ্চম—গালিচা।

ষষ্ঠ—মাদুর প্রভৃতি।

সপ্তম—মসিনা, শণ ও নারিকেল প্রভৃতির সূতা প্রস্তুত দ্রব্য। *

অষ্টম—পশমী বস্ত্রাদি।

নবম—চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

দশম—সোণার ও রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি।

একাদশ—হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠক্ষোদিত দ্রব্যাদি ও শৃঙ্গের কার্য্য, কৌদের কার্য্য বার্ণিসের কার্য্য খড়ের ও বেতের কার্য্য ও অন্য সখের দ্রব্য শুদ্ধ নানা বর্ণের বিচিত্র কার্য্য।

দ্বাদশ—ধাতুময় দ্রব্যাদি।

ত্রয়োদশ—মাটীর বাসন।

চতুর্দ্দশ—কৃষ্ণনগরের পুতুল ও তদ্রূপ গঠনের দ্রব্যাদি।

পঞ্চদশ—প্রস্তরে ক্ষোদিত দ্রব্যাদি।

ষোড়শ—কাচ (ইহার মধ্যে চুড়ি প্রভৃতি কাচনির্ম্মিত অলঙ্কার ধরা যাইবে।)

সপ্তদশ—শঙ্খাদিতে ক্ষোদিত দ্রব্য।

অষ্টাদশ—আলমারি প্রভৃতি ও আসবাব।

৪। এতৎকার্য্য পক্ষে বিশেষমতে নিযুক্ত কমিটীর ব্যক্তিরা স্বর্ণ ও রৌপ্য ও তাম্রের পদক ও সম্ভ্রমসূচক সার্টিফিকেট দিবেন।

৫। যাঁহারা দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাইতে চাহেন তাঁহারা যে প্রকারের ও যত সংখ্যক দ্রব্য দেখাইবার প্রস্তাব করেন ও ঐ ২ দ্রব্য রাখিবার যত স্থান লাগিবে তাহার নোটিশ পাঠাইবেন। ঐ নোটিস ও স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র ইকনমিক মিউজিয়মের সেক্রেটরির নামে, কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের ১২ নং বাটীতে পাঠাইতে হইবে, ৩১ এ জুলাইর অব্যবহিত পর অবধি ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় মধ্যে যেন ঐ নোটিস ও প্রার্থনাপত্র পহুছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের পর পাঠাইলে যত স্থানের প্রয়োজন কমিটী যে সেই স্থান দিতে পারিবেন ইহা স্বীকার করিতে পারেন না।

৬। প্রদর্শনার্থ দ্রব্যাদি ৩০ সেপ্টেম্বরের পর যত শীঘ্র হইতে পারে কলিকাতায় পঁহুছাইয়া দিতে হইবে। প্রদর্শকের ও কমিটীর মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষ বন্দোবস্ত না হইলে নবেম্বর মাসের ১ তারিখের পর আর কোন দ্রব্যাদি লওয়া যাইবে না।

৭। প্রদর্শকদের প্রতি বিশেষ মতে আদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যে দ্রব্য পাঠান তাহা বিক্রয়ার্থ কি না ইহা জানাইবেন; বিক্রয়ার্থ হইলে প্রত্যেক দ্রব্যের সঙ্গে তন্মূল্য ও তৎপ্রস্তুতকার ও প্রদর্শকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন। সেইরূপ দ্রব্য চাহিলে আর পাওয়া যাইতে পারিবে কি না কমিটীকে ইহাও জানাইতে হইবে।

৮। প্রদর্শক যত রকমের যত দ্রব্য পাঠাইবেন তাহার এক একটী আদর্শমাত্র প্রদর্শন স্থানে রাখা যাইবে সেইরূপ আর যত দ্রব্য থাকে তাহা গ্রহণ ও বিক্রয় করণার্থে স্বতন্ত্র গিরিজা স্থাপনের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৯। দ্রব্যাদির সঙ্গে বিক্রয় করা যাইবে না বলিয়া লিখিয়া দেওয়া না গেলে, তাহা বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া জ্ঞান হইয়া তাহাতে যে মূল্য লেখা থাকে সেই মূল্যে অথবা প্রদর্শনের পর যে প্রকাশ্য নীলাম হইবে তাহাতে অত্যুচ্চ যে মূল্য ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১০। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, যে প্রদর্শনার্থ যে স্থান নির্ণয় করা গিয়াছে তাহা ও প্রদর্শিত দ্রব্যের ভাব ও গুণ বিবেচনায় কোন দ্রব্য অগ্রাহ্য করিবার স্বত্ব কমিটীর থাকিল।

১১। প্রদর্শনকার্য্য প্রায় এক মাস চলিবে। প্রদর্শন বন্ধ হইলে অবিক্রীত দ্রব্যাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় স্বামিদিগকে তাহা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে অথবা তাঁহাদের ইচ্ছামতে সেই ২ দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২। প্রদর্শনে দ্রব্যাদি আনয়নের খরচ হয় অগ্রিম দিতে হইবে, না হয় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে দ্রব্যাদি বেয়ারিং পাঠান গেলে কমিটী যে খরচ দেন তাহা ঐ দ্রব্যবিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে। যে যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নহে এই কমিটী কোন স্থলেই তাহা আনয়নের খরচ দিবেন না।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
সাহেবের আজ্ঞাক্রমে,
এচ, টি, প্রিন্সেপ
কমিটীর সভাপতি।

---

* এই শ্রেণীর মধ্যে কাগজ ধরা যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৫ এ জুন। ইংরাজদিগের সহিত তুরস্কের কনবেন্সন নামে যে সন্ধি হয় তদ্বিষয় লইয়া গত রাত্রে কমন্স হাউসে বহুক্ষণ বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। র‍্যাডিকাল সভ্যগণ উহা রহিত করিবার নিমিত্ত জেদ করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব কনসার্ভেটীব দলের অবলম্বিত নীতির প্রতি অতিশয় দোষারোপ করিলেন, কিন্তু বলিলেন সাইপ্রস তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া সুসাধ্য নয়। কারণ, তুরস্কের শাসন প্রণালী অতি মন্দ।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বন্দোবস্ত করিবার বিষয় লইয়াও সভায় দীর্ঘকাল বাদানুবাদ হইয়াছিল। চাইল্ডার্স সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথা বলেন; লার্ড হার্টিংটন প্রত্যুত্তরে কহিলেন সৈনিক বন্দোবস্ত হইলে ভারতবর্ষের রাজস্বের অনেক সুবিধা হইবে।

দিন তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে, দিন ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়াই ট্রেণ মিস করে। পথানার বাজার ষ্টেশন হইতে দূরবর্ত্তী, বিশেষতঃ রা শেষ রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় যাইবে এই ক করিয়া আর বাসায় যাইবে না ষ্টেষণে অব-ত করিবে এইরূপ মনস্থ করিল। যখন সকলে য়া গল্প করিতেছিল, সেই সময়ে জামালপুর ও র ষ্টেষণের রেলওয়ে পুলিষ ইনেস্পেক্টর জোহালি ক একজন ফিরিঙ্গি মদ্যপানে মত্ত হইয়া এবং ল মদের বোতল লইয়া উঁহাদের নিকটে উপস্থিত । উপস্থিত হইয়া মেথুরের স্ত্রী ও কন্যার প্রতি ক নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মেথুরকে মদ্যপান তে বারম্বার উপরোধ করে। মেথর তাহার য় অসম্মত হইলে এই সূত্রে বিবাদ আরম্ভ য়া অপরাপর কনেষ্টেবলকে তাহাকে অবরুদ্ধ তে আজ্ঞা দেয়। মেথুরকে অবরুদ্ধ করিয়া দুর্বৃত্ত তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট সিয়া নিজের অসৎ অভিসন্ধির কথা প্রকাশ তে উহারা ষ্টেষণ হইতে চীৎকার করিতে তে দ্রুতপদে দৌড়াইয়া তোপখানার বাজারে য়া নিজ দেবরকে এই সমস্ত সংবাদ দেয়। দেবর আর ২।১ জন বাঙ্গালী বাবু স্ত্রীলোকদিগের াপে দুঃখিত হইয়া সেই রজনীতেই ষ্টেষণে সিয়া মেথুরকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। রক মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জোহালি হাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল এই বলিয়া নালিশ র। বিচারে জোহালির ৪০ টাকা অর্থ দণ্ড ও ন্দী অর্পিত হইয়াছে।

আমরা বিশস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, মধ্যে ক সভার আর একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া য়াছে। এবার আর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নহে; বারকার সভার উদ্দেশ্য বাল্য বিবাহ রহিত করা। বৎসরের নীচে বিবাহ করা উচিত নহে, এই য় মেটামুটি ব্যাখ্যা করিয়া দিবামাত্র ২।১ টী লক ঐ বয়সের কমে বিবাহ করিবেন না বলিয়া ক্ষর করিয়া দিয়াছেন। বাল্য বিবাহ যে অশেষ াষের আকর, ইহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার রিতে হইবে। এ সকল দোষ যাহাতে সত্বরেই মাজ হইতে দূর হয়, তৎপক্ষে সাধারণের যত্ন রা আবশ্যক। আমরা একটী কথা শুনিয়া ছু আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে, রই যুবক সভার সম্পাদকের ভগ্নীর একটী অষ্টাদশ র্ষীয় বালকের সহিত বিবাহ হইবে। সুবিজ্ঞ ম্পাদক যে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া এ বাহে সম্মতি দিবেন এমন বোধ হয় না। অতএব ম্পাদক ও সভ্যগণ বিবাহ সভায় পাত্রের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লন কি চুপ করিয়া থাকেন পরে প্রকাশ করিব।

জামালপুরের দরিয়ারপুর নামক পল্লীতে একটী নরদামা আছে। ঐ নরদামা দিয়া পূর্ব্ব রেলওয়ে কোম্পানির জল নির্গত হইত। এক্ষণে ঐ কোম্পানির জল অপর নরদামা দিয়া নির্গত হইয়া যায়। শুনিতেছি ইহা দেখিয়া নরদামার সন্নিকটস্থ এক সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি নিজের জমী বলিয়া বর্ষাকালে প্রায়ই নরদামাটির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে পল্লীস্থ ২।১ টী লোকের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এমন কি বেশী জল দাঁড়াইলে গৃহাদি পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। ঐ পল্লীস্থ কতিপয় ভদ্রলোক এবিষয় মিউনিসিপালিটীর গোচরার্থ একখানি আবেদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি সহৃদয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রজাবর্গের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

আজ কাল সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নানা স্থানে নানারূপ সভা সংস্থাপিত হইতেছে। সভাগুলির মধ্যে কতকগুলি সভা স্বদেশের হিত সাধনে রত, কতকগুলি সভা স্ব স্ব উন্নতির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা শাস্ত্রালোচনায় রত। আমাদের মতে প্রত্যেক সভার সভ্যগণের অগ্রে চরিত্র সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ আমাদের বিদিত এমন সভা আছে, যাহার দুই একটী সভ্যের পশুবৎ নিকৃষ্ট বৃত্তির কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। ইহারা ছাগবৎ সম্পর্ক মানে না। ভরসা করি এমন সব সভার সভ্যগণ অগ্রে ঐরূপ কুলাঙ্গারগণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করিবেন; অন্যথা সভা উঠাইয়া দিবেন।

রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দুই জন উৎসাহী সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্রে তথাকার সভার ৪ র্থ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য বিবরণে যাহা আমরা বিদিত হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকগণের পাঠার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথাঃ—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সূর্য্যোদয় কাল হইতে রাত্রি ৭ টা পর্য্যন্ত স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে সভাপণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠ ও সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তৎপরে সভ্যগণ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষরূপ সকলের চিত্তরঞ্জন হইয়াছিল। একেত দুঃখীদিগকে অন্নদানের শোভা অতীব মনোহর, তাহাতে আবার সভার সভ্যগণের ও অন্যান্য ভদ্র-সন্তানের যত্নে ও পরিশ্রমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া যখন তাঁহাদেরই দ্বারা অন্যূন ১২।১৪ শত কাঙ্গালীকে পরিবেশন করিয়া খাওয়ান হয়, সে দৃশ্যটী আরো মনোহর হইয়াছিল। সাতটা রাত্রির সময় সভ্যগণ কাঙ্গালী ভোজন শেষ করিয়া মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্য করিয়া "হরিনাম কি মধুর নাম, নাম শুনে প্রাণ জুড়াইলরে" এই গীতটী গাইতে গাইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া অবগাহন করেন। ৩১এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ, তুলসী ও বাগ্বাদিনী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক কুমার (১) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় হিন্দীভাষায় "বেহার ও বঙ্গ বাসীদের সম্মিলন হওন ও আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সাধন" বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে বেহার ও বঙ্গবাসীদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল। অনেক বেহারবাসী বঙ্গবাসীর সহিত একত্রিত হইয়া এই সভাতে যোগদান করিবেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা বারু প্রায় অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত জাতীয় প্রকৃতির উত্তেজনা করিয়া বেদ ও পুরাণের ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ বক্তৃতাটি বাঙ্গালা ভাষায় হইয়াছিল। ইঁহার দুইটী বক্তৃতা দ্বারা সভা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। প্রার্থনা করি উক্ত মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করুন এবং আপনার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের জন্য ব্যয় করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে যাতায়াত করিলে সভা তাঁহার নিকট হইতে আর্য্যধর্ম্মের মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন সন্দেহ নাই। ঐ দিন রাত্রি সাতটার সময়ে মহাসমারোহের সহিত নগর সংকীর্ত্তন ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগকে সমাদরে ভোজন করাইয়া সভার কার্য্য এবৎসরের মত শেষ করা হইয়াছে।

দেহুড়দা।

বালেশ্বরের আদালতে জগন্নগরবাসী কো ব্যক্তি ৩৬ টাকা ঋণ দিয়া প্রায় ৪ মাসের মা

(১) ভারতের অধ্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনাকে ইনি জীবনের সার ব্রত অবধারণপূর্ব্বক আপনাকে চিরদিন ব্যাপিবার জন্য দার পরিগ্রহ না করিয়া চির কৌমার ব্রত লম্বন করিয়াছেন, এজন্য উঁহাকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ "কুমার" এই উপাধি দিয়াছেন। যথার্থ বক্তার পক্ষে এ উপাধি অতি অযোগ্য ও অমর্য্যাদাসূচক।

যে চুরি হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। একণে অপহৃত মালের তালিকা দৃষ্টে জানা গেল যে, চোরেরা অনুমান আড়াই হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যাভরণ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিস এই চুরির কিছুই কিনারা করিতে পারে নাই। এজন্য দোলৎগঞ্জের পুলিস সব ইনস্পেক্টর দল বল সহিত ঘটনাস্থলে বিরাজ করিতেছেন।

সম্প্রতি বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের মিউনিসিপালিটীর "কার্ট রেজিষ্ট্রার" হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভাইস চেয়ারম্যান বাবু মহেশচন্দ্র রায় ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু গরুর প্রতি স্বভাবতঃ তাঁহার সমধিক স্নেহ, এজন্য গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরি কার্য্যভার পরমার্থ বাবুর স্কন্ধে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াই মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিন জন তাঁতিকে গরুর গাড়ী ধরিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ও মাসিক দশ টাকা বেতনে একজন ওভারসিয়র রাখিয়াছেন। কিন্তু মিউনিসিপাল বজেটে বার্ষিক ৭২ টাকা মাত্র ঐ বাবুদী ব্যয় মঞ্জুর আছে। সে যাহা হউক পরমার্থ বাবুর নিয়োজিত লোকেরা নগরের মধ্যে টিকিট হীন গরুর গাড়ী দেখিতে পাইলেই ধরিয়া গাড়োয়ানের নিকট এক টাকা এক আনা আদায় করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ টাকা গরুর গাড়ী রেজিষ্টরি বহিতে রীতিমত প্রতিদিন জমা দেওয়া হয় কি, না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, নব ডিভিজন রাণাঘাটের সন্নিহিত হরিহরপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ তাম-লীদিগের একজন ভৃত্য স্বীয় প্রভুর উদ্যানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। হরিহরপুর হইতে উক্ত উদ্যানটী অনেক দূর অন্তর ও ভৃত্যটী তামলীদের বাটীর মধ্যে কর্ম্ম করিত, এমন অবস্থায় সে ব্যক্তি বাটী ছাড়িয়া অকস্মাৎ উদ্যানে আসিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল কেন? উহার কি শারীরিক অথবা মানসিক কোন উৎকট ব্যাধি ছিল?

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা: ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৯৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও বোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে,নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে বথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর,
কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

...ই ... তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত ...য়ে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেব... সহিত আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও জাবতের ...বাং, মঙ্গলংহিতা, ষষ্ঠীবাঁটায় জামাই বিদায়, ...নকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবি... সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী ... সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ... ৮ কর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক ...ল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। ...চ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম... ...শ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...হারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

...ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা... ...ে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে ...ব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ... হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব ...ষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার ...ত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত ...ক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ ...া ও ডাক মাসুল ২৬০ টাকা। ইহা ব্যতীত ...জ নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫।০ টাকা আর ...ব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ...ক মাসুল।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৬০, পদ্ম... ...ণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৶০, ...পাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা. ...মার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে ...প্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ম...।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

... এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি ...রিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত... ...াদিকম্প, স্মৃতিহীনতা মানসিক বিকার, বধিরতা ...ভৃতি ... প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা ...া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
... ...জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতি-বিম্ব দর্শন পুস্তক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

যোগবাশিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাসুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ. প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারতমহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপব্য। মাশুল ১০ হিসাবে।

———:০:———

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল ১৮৮১ — শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর

মূল্যপ্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	১০
" কুচবিহারের মহারাজ—আলীপুর	১০
" বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ—চুঁচুড়া	১৫
" " নন্দলাল মল্লিক—জোড়াসাঁকো	১০
" " হরকুমার সরকার—করচমাড়িয়া	১০
" " চুনিলাল ঘোষ উকীল—উলুবেড়ে	৭
" " ত্রিলোচন রায়—মথুরি	৭
" " মধুসূদন সান্যাল—মালিপোতা	৭
শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস ঘোষ—ভালুকা	
" " অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নওয়াবিয়া	
" " কালিদাস দত্ত—দরজিপাড়া	
" " মনোহর রায়—বকনার	
" " পূর্ণচন্দ্র সরকার—মিরট	
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার	
" " রামচরণ ঘোষ—দরজিপাড়া	
" " রামচন্দ্র সাহা—কলিকাতা	
" " গিরিশচন্দ্র মজুমদার—বড়বাজার	
" " তারিণীচরণ দত্ত—দরজিপাড়া	
" সেখ বেলায়ৎ উদ্দীন—ফুলবাড়ি	
" পি, সি, চক্রবর্ত্তী—অবাই চন্দ্রগদী—...	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ ট... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কা... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ | "প্রবক্তা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ৩৫ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৮ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ১১ ই জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

রা দেখিতে পাই অভ্যুত্থিত নব যুবকেরা সংসার
পদার্পণ করিয়াই প্রথমে তাঁহারা সুরাপান
তে শিখেন, চির জীবনের আশালতা অঙ্কুরেই
হইয়া যায়। আমাদের বিবেচনা হইতেছে,
ান ইংরাজ প্রথমে ভারতের সুরাপান কমাইতে
ন হইলে প্রধান কর্তব্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ
তেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে
করিয়াছেন। এ প্রস্তাব ভাল হইয়াছে, কিন্তু
ত্তি অভীষ্ট সিদ্ধির আশা নাই। চীনবাসীরা
তেই এককালে আফিম সেবন ত্যাগ করিতে
বে না। এটী তাহাদের বহুকালের অভ্যাস।
মান ধর্ম্মে সুরাপান নিষেধ আছে, সে কারণ
মানেরা অত্যন্ত আফিম ভক্ত; চীনেরাও
দিগের নিকটে আফিম খাইতে শিক্ষা করে।
েশ মিশরে, পারস্যে, তুর্কে এবং চীনে প্রচুর
ফিম জন্মিতেছে। তন্নিমিত্ত বোধ হয় ভারতের
ফিম রপ্তানি বন্ধ হইলেও চীনের আফিম সেবন
হইবে না।

চীনের যুঁচান্ প্রদেশে ১৭৩৬ সাল হইতে আফি-
চাস আরম্ভ হইয়াছে। গত শতাব্দীতে ভারত-
হইতে সিচুয়েন প্রদেশে আফিমের বীজ নীত
এবং আজ কাল ঐ প্রদেশের অর্দ্ধেক ভূমিতে
ফিম জন্মে। তদ্ভিন্ন কোন ন্ সেন্সি সান্সি চিং
কেন ও মানচুরিয়া প্রদেশে যথেষ্ট আফিম
পন্ন হয়। ঐ সকল দেশের আফিম দাম মন্দ,
ল দরিদ্র লোকেরাই তাহা ক্রয় করে। যদ্যপি
ল লোকে ঐ আফিম ব্যবহার করিলে ভারত-
র আফিমের রপ্তানি এত দিন বন্ধ হইয়া
ত।

চীনেরা যে এত আফিম ভক্ত, তাহার একটী
কারণ আছে। লিন্ চিন্ নামে চীনের
খানি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফিম
দেবের মহৌষধ। ইহা দেহের বল পরি-
করিয়া মনুষ্যকে দীর্ঘজীবী করে। সম্রাট
ঙ্জুঙ্গের রাজত্ব সময়ে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে
ফিম প্রথম নীত হয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ
তে প্রথম ২০০ বাক্স আফিম চীনে প্রেরিত হই-
ছিল। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় আফিম ব্যবসার
সূত্রপাত। সেই সময় হইতে আফিমের ব্যবসায়
দিন উন্নত হইয়া আজ নয় কোটি টাকা ভারত
কোষে দান করিতেছে। ১৮২৭ সালে ৪০,০০০
প্রেরিত হয়; ১৮৫০ সালে, ৪৮০০০ বাক্স, তাহার
৫০০০০০০০ পাঁচ ক্রোর টাকা, ১৮৫৫ সালে
০০০ হাজার বাক্স, তাহার মূল্য ৬০০০০০০০ ছয়
র টাকা; ১৮৬০ সালে ৫৮০০০ হাজার বাক্স,

তাহার মূল্য ৯০০০০০০০ নয় ক্রোর টাকা; ১৮৮০
সালে ৯৭,৮৩৩ বাক্স, তাহার মূল্য ১৩১২০৫০০০।
প্রতি বাক্সে ১৸০ এক মণ ত্রিশ সের আফিম
থাকে।

ভারতের সমস্ত রাজস্ব গড়ে ৫০ কোটী টাকা
অনুমান করা হয়। অতএব আফিমের আয়ে ঐ
রাজস্বের প্রায় ষষ্ঠাংশ পরিপূর্ণ হইতেছে। এক দিন
ইংরাজেরা চীনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া এই
আফিমের ব্যবসায় রক্ষা করিয়াছেন। পাছে বাণি-
জ্যের ক্ষতি হয়, সে কারণ ইংরাজেরা অদ্যাপি ভিন্ন
দেশের আফিমের সুখ্যাতি করেন না। পারস্যাদি
দেশ হইতে পরীক্ষার জন্য কেহ যদি এখানে আফিম
পাঠাইয়া দেন, তাহা নষ্ট না হইলে পরীক্ষায় মনো-
যোগ দেওয়া হয় না। এক দিকে আফিমের ব্যব-
সায় উঠাইবার কথা হইতেছে, আবার এ দিকে
উহার চাসও এ বৎসর দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
অতএব এই প্রস্তাবের গূঢ় অভিসন্ধি কি, আমরা
বলিতে পারি না।—তবে সোজাসোজি এই বলিতে
পারি, অন্য দেশে যে প্রকার আফিম উৎপন্ন হইতে
লাগিল, তাহাতে ভারতের ব্যবসায় আর অধিক
দিন চলিবে না। এখন মেলেয়া দ্বীপের আফিম
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষের আফিম মধ্যম শ্রেণীর;
তন্নিম্নে পারস্যের আফিম। চীনের ধনাঢ্য লোকেরা
মেলেয়ার আফিম ব্যবহার করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর
লোকেরা চীনদেশ জাত আফিমের সঙ্গে মেলেয়া
কিম্বা ভারতবর্ষের আফিম মিশাইয়া খান। কিন্তু
পারস্যের আফিম শুদ্ধই ব্যবহার করা চলে।
ইহাতে বোধ হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পারস্যের
আফিমই চলিত হইবে। কাজেই, কিছু দিন পরে
ভারতবর্ষের আফিমের আর আদর থাকিবে না,
তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

চীনে অনুমান চল্লিশ কোটী লোকের বাস,
তন্মধ্যে ন্যূনাধিক চল্লিশ লক্ষ লোক আফিম ব্যবহার
করে। ভারতবর্ষেও অনুসন্ধান করিলে আফিম ও
গুলিখোরের সংখ্যা ঐরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ
নাই। অতএব আমরা দেখিতেছি, মাদক দ্রব্যে
এ দেশেরও সামান্য অনিষ্ট হইতেছে না। ১৮৬৬
খ্রীষ্টাব্দে আফিমের একচেটে ব্যবসায় উঠাইবার
একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তখন কিছু হয়
নাই। এবারেও বাদানুবাদ চলিতেছে, ইহাতে শেষে
কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক, অসৎ উপায়
দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা উঠাইয়া দিলে ইংরাজের
সুখ্যাতি বটে; কিন্তু এখানকার—এই দরিদ্র ভার-
তের—মুস্কিল। নয় কোটী টাকা আবার কোথা
হইতে উঠিবে?

বর্ত্তমান হাস্পাতাল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী অনেক স্থলে
পদ্মানদীর পাহাড়—যেমন চড়্তি তেমনি পড়
পূর্ব্বে হাসপাতালে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ তত্ত্বাব
ছিল না, যত দূর অপব্যয় হইতে পারে তাহা
গিয়াছে। তখন রোগীরা বেদানা মেওয়া সাগ
প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী পরিতোষের সহিত খা
সুখে সচ্ছন্দে থাকিত, এখন আবার এক
বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়া দায় হইয়াছে। সকল বি
অতি শয়েই মন্দ— যখন চক্ষু মুদিয়া লোটের
টাকা জলা জলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাও ভাল
আবার এখনকার এতাদৃশ ব্যয়সংকীর্ণতাও
নয়।

পূর্ব্বে হাসপাতাল যেন লুটখানা ছিল;
যা ইচ্ছা তিনি তাই করিতেন। ডাক্তার
এবং ইডেন সাহেব সেই অপব্যয় নিবারণ ক
অনেকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ ন
কিন্তু সংসার এমনি স্থান, একের সুখ্যাতির
হইলে অন্যের অখ্যাতির পাত্র হইতে হয়,—
লের মনোরঞ্জন করা হইয়া উঠে না। হাসপাতা
ব্যয় লাঘব করায় রোগী এবং তাহার আত্মী
সন্তুষ্ট হয় নাই। ডাক্তার গেন্ এবং তৎপক্ষী
যথেষ্ট প্রমাণ দিউন, আমরা তাঁহাদের ক
সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিতে পারি না। রো
এখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পায় না, তাহা অব
স্বীকার করিতে হইবে। এ কথা আমরা
অনুমান করে বলিতেছি না। আমরা এক
স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—কাম্বেল হাসপাতালে সাম
ঔষধ ক্লোরেট অব্ পটাসও ছিল না। সে
সে দিন ছিল না এমত নহে, অভাবে
পাতালে আর ভাল ঔষধ রাখিবার উপায় ন
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমরা যাই
বাইটিস্ রোগাক্রান্ত একজন দরিদ্র লোককে
ইয়াছিলাম। সেত উৎকট ব্যাধিতে তাহার
না। হাসপাতালের এমন শোচনীয় অবস্থা
সেই দরিদ্র ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পাইত
দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল প্রভৃতি বলকর দ্রব্যে
জীবনীশক্তি রক্ষা করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু
সকল দ্রব্য হাসপাতালের রোগীর নিমিত্ত
হয়, তাহা সে অধিক জনে নাই। আ
সময়ে সময়ে তাহাকে কিছু খরচ
আসিতাম, তাহাতেই সে হইবামাত্র নি
করিত।

কলিকাতা সহরে সকল দ্রব্য দুম্মূল্য।
চারি সের দুগ্ধ হইলেও তাহাতে জল মিশ্রিত
অতএব সহরের ভিতর টাকায় পাঁচ আনায়

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আনেক্স আনার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস) ১৲
কৃষিশিক্ষা ॥০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানার্জির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি সব প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

———:০:———

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পুস্তক এই দৃশ্য জগৎকে, আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

———

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাসুল ৭৲ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা... প্রাপ্তব্য। মাশুল ১০ হিসাবে।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলি ২৬ নং দোতালা জোমহল পাকা বাটী ও বা... বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আ... শাক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদির...

বাকি এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপ... সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্র... আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি... সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বা অধিক দিন স্থায়ী এবং... চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ই... কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে অ... রিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ... সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ... কেত আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ... অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ... হার করিলেও নষ্ট হইবে না।

বেসিং ও নাগাকেস। নিকল এবং ... কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পবকোণ যুক্ত চসমা ও নিউটনিয়ান ... বিশিষ্ট আই গ্লাসের মূল্য ৬।০ ও অক্টোগনিক মূ... সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা। মেরামত।

ওয়াচ ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বাড ব্যা প্রভৃতি ... বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যন্ত্রের সহিত ... হইয়া থাকে।

বাকি এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর ... সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ ... য়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ ... দেখাইতেছেন।

বাকি এণ্ড মরে ৩। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিক...

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, রক্ত আমাশয়, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং ...যুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ...ম এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ...কাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারেরগণ এই ঔষধ বিশে... ...প পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া ...হা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন ...দি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিয়ে ...ত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ... ...সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট ...ইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

...শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম...ক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ..., মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব...ীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও ...র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ...লা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক ...র্ব্বলা, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ ... মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ ...বেশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী ...রোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া ...। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার ...খ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার ... উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া ...ন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ...দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া ...ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে... রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক ...না,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত ... এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল... ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই ...ক ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক ...য়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও ...ষ্ঠাশ্রিত বায়ু শূল অম্ল ও অম্লশূল, তাপানি, ..., অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, ..., এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া ব্যক্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১।০
প্যাকিং খরচা	৴০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কাববাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৯০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বাতউবণ হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাক্যরোধ অবশাঙ্গ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলাওপেথিক এবং হোমিওপেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে শিমলা নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।
সাং ইষ্ট্যানহোপ প্রেস।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে... নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশে... মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার—গৌহাটী
শ্রীযুক্ত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর
" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী—সন্তোষগ্রা...
" বাবু গোবিন্দমোহন রায়—কাকিনীয়া
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী—রাজভাটকুয়া
" " অভয়াচরণ মজুমদার—দিলপসার
" " প্রতাপচন্দ্র রায়—ডুপহাড়া

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা করক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

...দি ... সাধারণকে বিশেষ উপ-
...

... ও মূত্রশিলা (বা
... অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
...

...সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
...ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ
...একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্য পাওয়া

...জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
..., ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
...র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
...র এণ্ড কোং গুড়বাগান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রা
...ছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

নদীয়া জেলার প্রজাগণের নিবেদন।

...মহাশয়! আমরা নদীয়া জেলার জলঙ্গী বা
...য়া নদীর পূর্ব্বধারবর্ত্তী কতকগুলি দুঃখী কৃষক।
...দের দুঃখ দর্শন করিয়া আমাদের দুঃখে দুঃখী
...য়া আমাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার
...কারের চেষ্টা করেন, এরূপ নিঃস্বার্থ প্রজাহিত-
...া লোক আমরা একটীও দেখিতে পাইতেছি
... আমাদের দেশস্থ ধনী ও জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট
...গস্থ কর্ম্মচারী, সকলেই আমাদের অসীম দুঃখ
...ক্ষ করিয়াও কেহই নিঃস্বার্থভাবে এ পর্য্যন্ত
...র প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। এক্ষণে
...নার নিকট আমাদের দুঃখের কথা জানাই-
..., আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া
...নার ভূবিখ্যাত ও প্রজাহিতৈষী পত্রিকায় এই
...য়র আন্দোলন করিয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-
... কর্ম্মচারীদিগের কর্ণগোচর হইয়া ইহার প্রতি-
... হয়, তাহা করিবেন।

...নদীয়া জেলার অধিকাংশ স্থানই খড়ীয়া নদীর
...ভাগে এবং এই ভাগের প্রায় সম্পূর্ণাংশই
... ভূমি। এই ভাগের মধ্যে যে কয়েকটী নদী
...ছে, তন্মধ্যে খড়ীয়াই প্রধান। এই নদীর সংলগ্ন
...নকগুলি ছোট খাল আছে। বর্ষাগমে নদীর জল
...ক হইলে ঐ সকল খালের মুখ রোধ করা আব-
...ক হয় নতুবা জলরাশি প্রবলবেগে দেশ মধ্যে
...বেশ করিয়া দেশের শস্যাদি সমস্ত গ্রাস করে।
...বল খালের মুখ রোধ করিলে নিস্তার নাই, যেমন
...ীর জল বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি নদীর তীর-

বর্ত্তী স্থান (ধাপাড়) সমস্ত বাঁধিতে হয় নতুবা বন্যাদেবী বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলেন। সচরাচর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই সকল খালের মুখে জল লাগে এবং ক্রমে জল বৃদ্ধি হইয়া ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত জল বৃদ্ধির সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে দেশীয় জমিদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া ঐ সকল খালে ও ধাপাড়ে কিছু কিছু মাটী দিয়া সামান্যরূপ এক একটা বাঁধ দিয়া দেন। যে বৎসর বন্যার জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সে বৎসর তাহাতেই রক্ষা হয়; তাহার উপর আর একটু বৃদ্ধি হইলেই তখন দেশ শুদ্ধ প্রজা উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া যথাসাধ্য বাঁধ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু এ অবস্থায় অনেক সময়েই ইহাতে কোন ফল হয় না, জলের উপর নূতন মাটী দিলে তাহা অনতিবিলম্বেই গলিয়া যায়। সুতরাং শেষে নিরুপায় দেখিয়া লোকে বন্যার জলের সহিত চক্ষের জল যোগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। যদি বর্ষার পূর্ব্বে এই সকল বাঁধ রীতিমত ও আবশ্যকমত উচ্চ করিয়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে বন্যার আশঙ্কা একেবারেই দূর হয়। কিন্তু তাহাতে কাহারও চেষ্টা নাই। জমিদারেরা ঘর হইতে এত টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটদিগকে জানাইলে তাঁহারা বাঁধের জন্য জমিদারদিগকে এক এক খানি পত্র লিখিয়াই অনেক সময়ে নিরস্ত হন। তবে আর উপায় কি? জমিদার, দেশীয় ধনী লোক ও গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে কাহারও দ্বারা যদি ইহার প্রতিকার না হইল, তবে আমাদের মরণই মঙ্গল। জমিদারেরা চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অগ্রে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া বাঁধ বাঁধাইয়া পরে যদি প্রজার নিকট হইতে তাহা পড়তা ধরিয়া লন, তাহা হইলে হইতে পারে বটে; কিন্তু জমিদার সম্বন্ধে এক্ষণে প্রজাদের মনের ভাব স্বতন্ত্র অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন আর কোন জমিদারের সঙ্গেই প্রজার সেরূপ সদ্ভাব নাই জমিদারেরা প্রজার হিতের জন্য অগ্রে ব্যয় করিয়া শেষে যে তাহা অবাধে আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহারা এরূপ ভরসা করেন না বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অগ্রসর হন না। যাহা হউক, জমিদারেরা যে নিঃস্বার্থভাবে ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া বাঁধ বান্ধাইয়া দিবেন, সে ভরসা নিতান্তই অমূলক। এক্ষণে আমাদের ভরসার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঁধ বান্ধাইয়া দেন, তাহা হইলেই প্রজাগণ রক্ষা পায়, নতুবা উপায়ান্তর নাই। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে প্রজাদিগের রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েরও ত্রুটী নাই, কিন্তু যখন আমাদের জীবন

কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন দুর্ভিক্ষে দেশ হাহাকা...
পরিপূরিত হয়, সেই সময়ে সে ব্যয় করিয়া প্র...
বৎসলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত ১২৮৫ সালের বন্যার পর দেশে দুর্ভি...
উপক্রম হইবামাত্র গবর্ণমেণ্ট রিলিফের কার্য্য আ...
করেন। রিলিফ ফণ্ড হইতে যে টাকা ব্যয় হই...
ছিল, তাহা যদি বাঁধ বান্ধা সম্বন্ধে হইত, তাহা হই...
বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য করা ও ভবিষ্যৎ দু...
ক্ষের আশঙ্কা নিবারিত হইত, কিন্তু তাহা ...
করিয়া চাপড়া হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটী নূ...
রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সা...
রণের গমনাগমনের রাস্তা ও খড়ীয়া নদীর বাঁধ ...
উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এইরূপ কল্পনা ক...
য়াছিলেন, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে রাস্তা প্রস্তুত হই...
না হইতেই নির্দ্দিষ্ট টাকা নিঃশেষ হইয়া গেল, ...
অবধি রাস্তাটী অদ্ধসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়া...
সম্পন্ন হইলেও ইহাতে বাঁধের কার্য্য কতদূর ফ...
প্রদায়ী হইত, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষ...
গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা ...
যে রোডসেস ফণ্ড হইতে ব্যয় করিয়া খড়ীয়া ন...
সাবেক বাঁধগুলি বান্ধাইয়া দিউন নতুবা এই প্র...
পুঞ্জের জীবন রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি ...
আমাদের রাস্তাঘাটে প্রয়োজন নাই, যদি আ...
অন্নাভাবে মারা যাই, তখন আমাদের রাস্তায় ...
হইবে? যদি রোডসেস ফণ্ড হইতেও এ ব্যয় করি...
গবর্ণমেণ্ট অসম্মত হন, তাহা হইলে বাঁধ বান্ধাই...
জন্য আর একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিলেও প্রজ...
তাহা দিতে অস্বীকার হইবেন না। ফলতঃ ...
প্রকারেই হউক, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ ...
করিলে অপরের দ্বারা কোন প্রকারেই এ ক...
সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

১২৮৮ } জেলা নদীয়ার
১০ ই আষাঢ় } বন্যাপীড়িত প্রজাবর্গ।

বেহারের একটী কদর্য্য প্রথা।

আপনার ৭ ই আষাঢ়ের "সোমপ্রকা...
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় মহাশয়ের পত্র ...
পাঠ করিয়া ঐ প্রদেশে বিবাহকালে স্ত্রীলো...
অশ্লীল গান করেন বলিয়া উচ্ছেদ করণে ...
স্থানীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঐ ...
স্থানান্তরে আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিয়া...
আমি অন্য প্রদেশের কথা জানি না বলিয়া ...
বেহারের কথা যত দূর জানি তাঁহাকে লিখিতে...

বঙ্গদেশের মত এ প্রদেশেও যে ব্রাহ্মণ ক...
প্রভৃতি সকল জাতিই আছে, সকলেই জা...

ক্ত পাঠক মহাশয় এ প্রস্তাবে হৃদয়ের সহিত মোদন করিবা এটী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত ব্যবস্থা দিতে হইয়াছেন :

দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে সভার বিনীত না এই যে, যদি এ প্রথা প্রবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল দিত হইবে এমত সিদ্ধান্ত করেন, তবে প্রস্তাব পরিণত করণার্থ দৃঢ়তা সহকারে বদ্ধপরিকর ।

এ সভার অনুষ্ঠান পত্র যে মহাত্মাদিগের নিকট হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট সভার প্রার্থনা তাঁহারা কৃপা করিয়া স্বীয় স্বীয় নগর ও পল্লীতে র উদ্দেশ্য প্রচার ও আন্দোলন করেন এবং যে সকল সাধারণের যে মত সংগ্রহ করিতে ন তাহা প্রকাশ্য সংবাদপত্র বা সম্পাদকের পত্র দ্বারা সভাকে জ্ঞাপন করিলে সভা দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেন ।

পাইগুড়ী।
এ আষাঢ়।
১২৮৮।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায়
সম্পাদক।
সমাজ সংস্কারিণী সভা।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা শ্রাবণ সোমবার।

সোণাপুর ডাকঘর।

উক্ত ডাকঘরটী সোণাপুর ডাকঘর বলিয়া বিখ্যাত , কিন্তু উহা রাজপুর বাজারের সন্নিহিত কয়েকটী গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা একটী মান্য ডাকঘর নয়, ইহার অধিকার বহুদূরব্যাপী স্থানে বিস্তৃত। ইহার আয়ও যৎসামান্য নয়, স প্রায় ১৭০ টাকা আয় হইয়া থাকে। কিন্তু র প্রভাব ও গৌরব যেরূপ, ইহার গৃহ, আসবাব পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতির বেতন তদনুরূপ নয়। ঘরটী দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়, গোয়ালঘর নয় ক্রম, পোষ্টমাষ্টারের বেতনও সামান্য। নি মাসে ২০টী টাকা পাইয়া থাকেন। যিনি এক্ষণে ষ্টমাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি একজন যনিষ্ঠ ও কার্য্যদক্ষ লোক। আমাদের বিবেচনায় ঃ তাঁহার মাসিক ৩০ টাকা বেতন হওয়া চিত। গৃহটীও পাকা করা কর্ত্তব্য। যদি একান্ত কা না হয়, অন্ততঃ একটী প্রশস্ত পরিষ্কৃত আটচালা য়া উচিত। উহার অনুরূপ আসবাব রাখিয়া ও বিশেষ। এগুলি করিয়া না দিলে এটী যেমন অঙ্গের ডাকঘর, তেমন ইহার মান সম্ভ্রম থাকে না।

চাঙ্গড়িপোতার মিউনিসিপালিটী-বিপদ।

সংসারী ব্যক্তির নিত্য নৈমিত্তিক নানা প্রকার বিপদ আছে; কিন্তু চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদিগের মিউনিসিপালিটীরূপ একটী আগন্তুক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। যখন এই গ্রামটী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হয় নাই, তখন এই গ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থা একরূপ চলনসই ছিল। কোন কোন ব্যক্তির যত্নে গ্রামের একটী প্রধান রাস্তা একরূপ পাকা হইয়াছিল, তাহাতে লোকের গমনাগমনের ক্লেশ হইত না, কিন্তু গ্রামটী রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইবার পর অবধি সেই সুবিধাটুকু গিয়াছে। এ বৎসর আমরা রাস্তার অতি দুরবস্থা দেখিতেছি। অনেক স্থলে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত-কলেবর হইয়াছে; সুতরাং দুর্গম্য হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় ভদ্র লোকে গ্রামে প্রবেশ করিতে চান না, গাড়োয়ানেরা গাড়ি লইয়া যাইতে চায় না। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কেন যে এ গ্রামটীর প্রতি এত উপেক্ষা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উক্ত রাজপুর মিউনিসিপালিটীর যে আয় হয়, তাহা সকল গ্রামে বিভাগ করিয়া দিয়া অন্ততঃ সকল গ্রামের এক একটী প্রধান রাস্তা ভাল করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কেন যে তাহা করেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন আর ঈশ্বর জানেন। সম্প্রতি আমাদিগের গ্রামে একটী অর্দ্ধশিক্ষিত গর্ব্বিত স্ত্রীলোক অভিমানে আফিম খাইয়া মরিয়াছে; কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তাহাতে পুলিষ-সব ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর বাবু রাস্তাটী দেখিয়া একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। যদি এই উপলক্ষে রাজপুর-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের গ্রামে আসিতে হয়, তিনি রাস্তার গতি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবেন। যদি তাঁহার এ উপলক্ষে না আসা হয়, আমরা অনুরোধ করি, তিনি একবার রাস্তাটী দেখিয়া যান। গ্রামবাসিরা ট্যাক্স দিতেছেন অথচ তাঁহাদিগকে কাদা ভাঙ্গিতে হইতেছে এটী বড় দুঃখের বিষয়। আর একটী দুঃখের বিষয় এই, মিউনিসিপালিটী গ্রামবাসিদিগের হইতে ট্যাক্স লইতেছেন; সুতরাং গ্রামবাসিরা আর স্বতন্ত্রভাবে ঐ রাস্তার মেরামতের বিষয়ে যত্ন করেন না। ঐ রাস্তার উপরে যদি মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য না থাকিত, তাহা হইলে গ্রামবাসী কোন কোন ব্যক্তি স্বব্যয়ে ঐ রাস্তাটী মেরামত করিয়া দিতেন। মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য হওয়াতে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল উভয় গিয়াছে। গ্রামবাসিরাও হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, মিউনিসিপালিটী এক ঝুড়ি মাটী দিতেছেন না। পাঠকগণ বলুন দেখি এটী কি ঘোর বিপদ নয়? পাঠক! আরো একটী বিপদের কথা শুনুন। এবারের বর্ষা কিছু বিচিত্র প্রায়ই নিরন্ত বৃষ্টি হইতেছে। নরদামার ভা বন্দোবস্ত নাই বলিয়া গ্রামের সকল স্থানের জ নির্গত হইতেছে না, যেখানকার জল সেইখানে বসিতেছে এবং গ্রামটী বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হই যাছে। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না হ এবং গ্রামবাসিরা পীড়িত না হন, তাহা আশ্চর্য্যে বিষয়। গ্রামবাসিরা শীত ও গ্রীষ্মকালে যে স্বা লাভ করিয়াছিলেন, আজও সেই গুণে সুস্থিতেছেন ঐ গুণটুকু উক্ত দোষ প্রভাবে ক্রমে বিলুপ্ত হই যাইবে, তখন আর গ্রামবাসিরা অগ্নকালের জন্য শয্যাতল বিচার সুখে বিমুখ হইতে পারিবেন ন উপসংহারকালে আমরা শুনিয়া অধিকতর দুঃখি হইলাম, কোদালিয়ার অবস্থা চাঙ্গড়িপোতার অপে ক্ষাও মন্দ।

নিরীহ ভালমানুষটী হইতে কাজ হয় না।

লিটনের শাসনাধীনে কাহারও মুখে হাসি ছিল না, সকলেই উত্ত্যক্ত। শেষে প্রখর রৌ পর বৃষ্টি,—লর্ড রিপন ভারতের মাটিতে আসি পদার্পণ করিলেন; দেশ শুদ্ধ লোকটা ভাবে গদ আহ্লাদে সকলের নয়ন ঝুরিতে লাগিল। কি আমরা দেখিতেছি, প্রজাবৎসল রিপন কী রাখিলেন কি?—তিনি কলিকাতায় আসেন সিমলায় যান। আর করেন কি?—ভারতে আসি শরীর গেল বলিয়া এক এক বার গৃহে যাই ধুয়া ধরেন।

রিপন নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষটী; কিছু মুখে কথা নাই। তেমন সজ্জনের নিন্দা কি পাপ স্পর্শে। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যা হইতেছে, তাই দুটা কথা না বলিলে চলে মহাত্মা রিপন চক্ষু মেলিয়া দেখুন, দেশ যে উ গেল! তিনি রাজ্য শাসন করিবেন কি?— রাও কর্ম্মচারীর শাসন করুন। দেশ হইতে নবা নাম গিয়াছে, কিন্তু নবাবী চাল চলন যায় ন নবাবের পদ গিয়াছে, কিন্তু নবাবী ধরণের বি যায় নাই। আমার গৃহের দ্বারে যদি লিখিত থাকে 'কেহ প্রবেশ করিবেন না'—ইহাতে আ প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় না। সেইরূপ দেখিতেছি আ যাহাই লিখিত থাকুক, কিন্তু বিচারপতিদের আইনি করিতে নিষেধ নাই। পূর্ব্বে জেলার মাজি দিগেরই অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যাইত; বঙ্গদেশে প্রায় সকল রোগই সংক্রামক,—

চার হইবে না কেন? ক্রমে মাজিষ্ট্রেটদিগের
স হাইকোর্টের জজদের গায়ে আসিয়া লাগিল,
রা আপনাদের মূর্ত্তি বদল করিলেন।
লার ইলাইজা ইম্পের লোকাতীত দারুণ
চারের পর সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা,
কালের নবপল্লবের ন্যায় হাইকোর্টের চারি
হাসিতেছিল। জজেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য
বিলক্ষণ স্বাধীন ভাব ও মনস্বিতা দেখাইয়া
লতেছিলেন। কিন্তু, সেই সুবিচারের দিন
ার অবসান হইল। হাইকোর্টের বিচারপতি
ক্ক প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেব যে প্রকার
দেখাইলেন, দেশে এইবার আর অত্যাচার
খিতে কুলাইবে না।

আমরা গতবারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি,
বদুল সোভান নামক জনৈক মুসলমান ঘুষ
ার অভিযোগে পাটনার সেসনে সোপরদ্দ হয়।
া কারণ বশতঃ তথাকার জমিদার ও অন্যান্য
স্ত লোক তাহার বিপক্ষ; সুতরাং আদালতে
হারা জুরী হইলে আসামীর পরিত্রাণ নাই।
ভাবিয়া আবদুল সোভান কলিকাতার হাই-
র্টে মোশন করেন। আসামীর কৌন্সিলি জ্যাক্-
সাহেব হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিন্সেপ ও
নিংহামের কাছে এই মোশন রুজু করেন। বারি-
র মহোদয় ১০ মিনিটের মধ্যে দুই চারি কথা
া কিছু বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই শুনিয়া
চারপতিদ্বয় মোশন নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন
—'পাটনার জজ সুবিচারই করিবেন, আমরা
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।' জ্যাক্সন সাহেব
নেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জজদের মন
জিল না—তাঁহারা ধনুকভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়া
হিলেন!

এই অন্যায় ও গর্হিত আচরণে উকীল ও
ৌন্সিলিগণ যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া পর-
ন সুযোগ্য বারিষ্টার ব্রান্সন দ্বারা চিফ জষ্টিস গার্থ
হেবের নিকট এই বলিয়া আবেদন করাইলেন
, অপর দুই জন বিচারপতি দ্বারা যেন এই
াশনের নিষ্পত্তি করা হয়। চিফ জষ্টিস হাই-
াটের প্রধান বিচারপতি,—তাঁহারও এ বিষয়ে
কটী কথা কহিতে সাহস হইল না। তিনি
শনকে বলিলেন—এ বিষয়ে কথা কহিবার আমার
ান অধিকার নাই, অধিকার থাকিলেও কথা
হিতে পারি না।"

এই ত দেশের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান
চারপতির সদ্বিচার! বড়র নিকট হইতেই
াটতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, কিন্তু ইঁহারা ছোটর
কট হইতে পাঠ লন,—জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট
ইঁহাদের শিক্ষাদাতা। জেলার এক এক জন জজ ও
মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ইঁহারা খামখেয়ালী
শিখিতেছেন। এই বার লোকের আশা ভরসায়
জলাঞ্জলি। ছোট আদালতে অন্যায় ও অত্যাচার
হইলে আর যে কেহ বড় আদালতের শরণাপন্ন হই-
বেন সে ভরসা ঘুচিয়া গেল। এখন বিচারপতির যদি
মেজাজ ভাল থাকিল, তবেই তোমার মঙ্গল, আর
গরম মেজাজের সময় যদি তোমার নথি ধরিলেন
তবে সর্ব্বনাশ হইতে বসিল। এ সমস্ত দারুণ অত্যা-
চারের আর কিছুই কারণ নাই। উপর আদালতের
বিচারপতিরা নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের
রায় বজায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। দৈবাৎ
কেহ যদি হঠকারীর মত ব্যবহার করেন, সেই
ঝোঁক সকল আদালতেই চলিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া
নানা কুতর্ক দেখাইয়া সেই অবিচারটী সুবিচার
বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। নিম্ন আদালতের
বিচার খণ্ডন করিলে বিচারপতিদিগের অপমান
করা হয়, স্বজাতির বুকে সেটী শেলসম বেদনা
দায়ক।

গত ২ রা জুলাই বিচারপতি কনিংহাম ও
প্রিন্সেপ সাহেব আবদুল সোভানের মকদ্দমার পুন
র্ব্বার বিচার করেন, কিন্তু অন্যতর বিচারপতি
বলেন তিনি সংবাদপত্রের সুখ্যাতি অখ্যাতি কিছুই
গ্রাহ্য করেন না। আশ্চর্য্য কথা, নিন্দায় ঘৃণা
নাই! মানুষ যতই কেন দেবতুল্য হউন না,
এককালে দোষশূন্য কেহই হইতে পারে না।
মনুষ্যমাত্রেরই কোন না কোন ভ্রম আছে,
মনুষ্যমাত্রেই কখন না কখন কোন একটী দোষ
করিয়া ফেলে, কিন্তু যাঁহাদের লজ্জা নাই, লোক
নিন্দার ভয় নাই, তাঁহারা কেমন মানুষ? সংসারে
গুণানুবাদে লোকের সৎকর্ম্মে উৎসাহবর্দ্ধন হয়, নিন্দা
বাদে লোকের দোষ সংশোধন হয়। কেহ সৎকর্ম্ম
করিতেছেন, সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে
সাধু ব্যক্তি আত্ম প্রসাদ লাভ করেন, উত্তরোত্তর
সৎকর্ম্ম করিতে আরও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। আবার
কেহ অসৎ কর্ম্ম করিলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাঁহাকে
নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া দুষ্কর্ম্ম
হইতে বিরত হন। কিন্তু নির্লজ্জ বা ভণ্ড লোক-
নিন্দায় ঘৃণা নাই, সুতরাং সে নিয়তই কুকর্ম্মে
লিপ্ত থাকে, আপনি নষ্ট হয় ও অপরকেও নষ্ট
করে। বিচারপতি হইয়া যদি এমন কথা বলেন
যে, লোকগঞ্জনায় তাঁহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,
তবে ত আমাদের এ আশঙ্কা চিরদিন থাকিয়া
গেল। আমরা জানিতাম মনুষ্যস্বভাবোচিত হঠাৎ
একটা ভ্রম হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ সতর্ক
হইলে বিচারপতির নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আর কখন
কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না। কিন্তু যাঁহারা দোষ করিয়া
তাহা স্বীকার করিতে চান না, লোকের কথায়
কর্ণপাত করেন না, স্বয়ং সিদ্ধ আত্মাভিমানী, তাঁহা-
দের মলিনতা কস্মিন্ কালে ধৌত হইবার নয়।
যাহা হউক, বিচারপতিদ্বয় যখন উক্ত মকদ্দমার পুন-
র্বিচারে বসিয়াছিলেন, তখন মুখে না বলুন কার্য্যতঃ
তাঁহারা স্বীয় অপরাধ অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন।
মনে মনে নিজ দোষ না বুঝিলে নিষ্পাদিত মকদ্দ-
মার পুনর্ব্বার বিচার কেন করিবেন?

এই গেল বড় কর্ত্তাদের কীর্ত্তি। ছোট কর্ত্তাদের
কার্য্যপ্রণালী সকলেই জানেন। সে দিন ময়মন-
সিংহের মাজিষ্ট্রেট আলকাণ্ডার সাহেব হাইকো-
র্টের রায় না মঞ্জুর করিয়াছেন। শুনিয়া হাসি আর
রাখিতে পারি না,—বেঁচে থাকিলে কতই দেখিতে
হয়! আবার মসলি সাহেবকে বোধ হয় পাঠক
এখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নির্ভীকতা ও
কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয় পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত
আছেন। সে দিন তিনি এক মহাকীর্ত্তি করিয়া
বসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জলঙ্গী থানা
নিবাসী রামেশ্বর দত্ত নামে এক ব্যক্তি দিনাজ-
পুরের কোন জমিদারের এক শত টাকার এক কেতা
নোট চুরী করিয়া মুর্শিদাবাদে ভাঙ্গাইয়াছিল।
জলঙ্গী থানার সব ইনস্পেক্টর রামকুমার ঘোষ
ইহার তদন্ত করেন। কিন্তু তিনি ভালরূপ প্রমাণ
না পাওয়ায় আসামীকে ছাড়িয়া দেন; এবং পাছে
ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপর কোন ঝুঁকি আইসে,
সেই আশঙ্কায় নোট-চুরীর প্রমাণাভাবের কথা
পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অবগত করেন।
সাহেব বাহাদুর ইতি পূর্ব্বে আসামীকে চালান
দিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। এখন রাম-
কুমারের পত্র পাইয়া তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ
হইলেন। মাজিষ্ট্রেট মসলি সাহেব পুলিসের
পত্র পাইয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইলেন।
এবার আর নিস্তার নাই—মাজিষ্ট্রেটের বিচারে
রামকুমারের পাঁচ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইল!

এই ত দেশের অবস্থা! এখন আমাদের আশা-
ক্ষেত্রের কর্ণধার লর্ড রিপন কোথায়? বড় ভরসা
ছিল, তাঁহার আগমনে দেশ শান্তিজলে সিক্ত
হইবে, কিন্তু যে আগুন সেই আগুনই যে জ্বলিতে
লাগিল। এ সময় তিনি যদি ফিরিয়া না চাহিবেন
তবে কি ভারতবর্ষ উৎসন্ন গেলে তাঁহার দয়ার সঞ্চার
হইবে?

১৮৮০ অব্দের বঙ্গদেশীয় জেল সমূহের কার্য্য বিবরণ।

এবার জেলের কার্য্যবিবরণ কিছু শীঘ্র শীঘ্র বাহির
হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার জেলের কার্য

র বলেন ইহাতেই তাহাদের পর্য্যাপ্ত আহার
এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন বিঘ্ন হয় না।
রা নিশ্চয় বলিতে পারি এই সামান্য আহারে
হইতে পারে না। ভদ্র লোকের এইরূপ
ক আহারে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে
, কিন্তু যে সমস্ত ইতর লোক জেলখানায় অব-
আছে, ইহাতে তাহাদের কখনই উদরপূর্ত্তি
ত পারে না। বিশেষতঃ যখন জেলখানায়
। লোকের সংখ্যাই অধিক, তখন পূর্ব্বোক্ত
মাণে সকল কয়েদীকে আহার যোগাইলে
হারা যে কৃশ, হীনবল, ও কর্ম্মে অপটু হইয়া
বে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।
গত বর্ষে জেলখানার কার্য্য বিবরণে দেখা গিয়া
যে জেলখানায় পীড়িতের সংখ্যা অনিয়মিত-
বৃদ্ধি পাইয়াছে, মৃত্যুর সংখ্যাও তদ্রূপ, এবং
র কয়েদী বিস্তর খাটিয়া, রীতিমত আহার না
য়া, এবং জেলখানার কঠোর শাসনে শাসিত
া জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।
বাই গেজেট এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন,
এই বিবরণ এদেশীয় অন্যান্য সংবাদ পত্রে
াশিত হওয়াতে তদ্বিষয়ে দেশীয় ও ইংল-
র গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হয়। তদুপলক্ষে
সেক্রেটারি হার্টিংটন সাহেব বলেন ভারতবর্ষের
৯ অব্দের রিপোর্ট সন্তোষকর নহে বটে কিন্তু
তবর্ষীয় সংবাদ পত্র সমূহে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত
য় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নহে।
রূপে প্রশ্নকারীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতে
া হার্টিংটন সাহেব এক সম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত লোকের
ম অন্যায় অপবাদ দিয়াছেন। কেন না বোম্বাই
জেট যাহা প্রকাশিত করিয়াছিল তাহা সম্পাদ-
র স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি গবর্ণমেন্টের
পোর্ট ও রেজোলিউসনে যাহা দেখিয়াছেন
াহাই লিখিয়াছিলেন মাত্র, অপ্রকৃত কথা কিছুই
য়োগ করেন নাই। এ বৎসর জেলখানার অবস্থা
ভাল তাহা আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি
। যদিও ১৮৭৯ অব্দ অপেক্ষা এবারে কিছু মৃত্যু
খ্যা অল্প দেখা যাইতেছে তথাপি এই হ্রাস
ন্তোষজনক নহে। পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাও
াবহ বলিতে হইবে। দিনাজপুরে শত করা
৬৬৭ জন কয়েদী পীড়িত, সিংভূমে ১১৭৪ জন,
ারাসাতে ১০৭৫ জন, বৰ্দ্ধমানে ১০৩৫ জন, রঙ্গপুরে
০০৪ জন, জলপাইগুড়িতে ১০০২ জন ইত্যাদি।
জলখানায় যেরূপ পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে
রিমাণে কয়েদী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহা
খিলে বোধ হয় জেলখানায় কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের
কে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয়,
এবং জেলের অন্তর্গত চিকিৎসালয়ে যে উপযুক্তরূপে পীড়িত কয়েদীদিগকে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে তাহাও সন্দেহের বিষয়। আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বুঝিতে পারিয়াছেন যে কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয় না, এজন্য তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে, যে কয়েদীরা ক্রমশঃ কৃশকায় হইতেছে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর কশাঘাত করা হইবে না। কয়েদীরা কৃশ হইতেছে কি না তাহা নিরূপণ করিবার জন্য মাসে দুই বার করিয়া তাহাদিগকে ওজন করা হইবে। কিন্তু শুদ্ধ এই উপায় অবলম্বন করা হইলে কয়েদীদিগের অবস্থা ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন যে তাহারা কৃশ হয় তাহারও মূল কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কয়েদীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যের উপযোগী আহার দেওয়া না হয় এবং যদি তাহাদিগকে নিয়মিতরূপে খাটান না হয়, তাহা হইলে যে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ জেলখানার কয়েদীকে যেরূপ ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়, সেইরূপ পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদিগকে রীতিমত প্রচুর আহার না দেওয়া হয় তাহা হইলে কয়েদীদিগের মৃত্যু, ও পীড়ার কখনই হ্রাস পাইবে না। গবর্ণমেন্ট কয়েদীদিগের মৃত্যু ও রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমরা যে কারণের উল্লেখ করিলাম তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতিত হইলে জেলের উন্নতি হইতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলসমূহে কয়েদীদিগকে কলের জল দেওয়া হয়, তাহাতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইতেছে না, তখন কেবল পরিষ্কার জল পান করিতে দিলে কি উপকার হইবে? সচরাচর দেখা যায় কয়েদীরা উদরাময়, আমাশয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ফুসফুস এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের রোগ এবং জ্বররোগে কালকবলে নিপতিত হয়। এই সমুদয় রোগের কারণ ভিজা স্থানে শয়ন, প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য দ্রব্যের অসদ্ভাবে, অভ্যাসের অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং বিশ্রমের ব্যতিক্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত কারণই আমাদের দেশের জেলখানায় বিদ্যমান আছে। একে বঙ্গদেশের মৃত্তিকা স্বভাবতই সতত ভিজা, তাহাতে কয়েদীদিগকে সেই ভিজা মৃত্তিকার উপর শয়ন করিতে হয়। তাহারা যখন গৃহে থাকিত, দরিদ্রই হউক আর সম্পন্নই হউক, তাহারা মৃত্তিকা ভিজা বলিয়া কাষ্ঠের চৌকী অথবা মাচার উপর শয়ন করিত। জেলে গিয়া সেই চিরাভ্যস্ত রীতির বিরুদ্ধে তাহা-
দিগকে ভিজা ভূমির উপর শয়ন করিতে হ
ইহাতে তাহাদের পীড়া হইবে না কেন? দ্বিতীয়ত
জেলখানার কয়েদীদিগকে প্রায় সারাদিন অনবরত
পরিশ্রম করিতে হয়, অবকাশের সময় অল্প। স
রাহজানি বা চৌর্য্যাদি অপরাধ বশতঃ কারাগা
প্রেরিত হয় তাহারা এদেশের দরিদ্র লোক, যখ
তাহারা গৃহে থাকিত তখন তাহারা প্রাতে
বৈকালে কর্ম্ম করিত এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রা
করিত, এইরূপে কার্য্য করাই তাহাদের চির
অভ্যাস। জেলে গিয়া প্রায়ই তাহাদিগ
মধ্যাহ্নকালে কঠোর পরিশ্রম করিতে হ
সুতরাং তাহাতেই তাহাদের শরীর সহজেই ভগ্ন হ
যায়। এদেশে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কা
করিবার রীতি ইংরাজের রাজত্ব কাল অবধি প্রবর্ত্তি
হইয়াছে। পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না, এবং এ রী
এদেশের উপযোগী বোধ হয় না। গ্রীষ্ম প্রধ
দেশে মধ্যাহ্ন কালে গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়।
সময়ে পরিশ্রম করিলে বলবীর্য্যের যে হ্রাস হ
তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মধ্যাহ্নকালে পরিশ্র
করা যে এদেশের উপযোগী নহে তাহা আমাদে
দেশের রাজগণ ও মুসলমান সম্রাট ও নবাবে
বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য পূর্ব্বকালে এদে
প্রাতে ও বৈকালে এমন কি কিছু রাত্রি পর্য
কার্য্য করিবার রীতি ছিল, অদ্যাপি দেশীয় রা
জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ এই রীতি অবলম্বন ক
কার্য্য করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নকালে কর্ম্মচা
দিগকে এমন কি মজুর ও শ্রমজীবি লোকদিগ
অবকাশ দেওয়া আমাদেশের চিরন্তন প্র
বিলাতের কার্য্য করিবার রীতি অন্যরূপ। ইং
শীত প্রধান দেশ, আটটা নয়টা বাজিলে সেখা
প্রভাত হয়, চারি পাঁচটার সময় সন্ধ্যা আগ
করে, প্রাতে ও বৈকালে লোক শীতে জড়সড় হ
সেখানে সকালে ও বৈকালে কার্য্য করিবার রী
হওয়াই অসম্ভব। অতএব বিলাতে এই রী
সুবিধাজনক বলিয়া এদেশে যে তাহা সুবিধাজ
হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? তৃতীয়তঃ কয়েদী
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় না। আমরা
বিষয়ে দুই একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া
কয়েদীরা প্রতিদিন যে চৌদ্দছটাক দ্রব্য আ
করিতে পায় তাহাতে কি ভদ্র কি ইতর কাহ
পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। ভদ্রলোক মাত্রেই স
দিনে তিন চারি বারে সচরাচর ইহা অপেক্ষা অ
দ্রব্য ভোজন করেন। ইতর লোকের ত ক
নাই, কুড়ি পচিশ ছটাক না হইলে তাহাদের
মতেই উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। তা
আবার অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিলে ক্ষুধার

[illegible] আছে, সেই জন্য [illegible] কয়েদীদিগের শরীর দুর্ব্বল হইয়া [illegible] অতএব যখন জেলখানার [illegible] ও রোগের কারণ বিদ্যমান [illegible] তখন কয়েদীরা যে অধিক পরিমাণে [illegible] রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবে তাহা অস্বাভাবিক [illegible] আমরা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে এই অনু[illegible] করি তাঁহারা এই সমুদায় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া [illegible] উন্নতি সাধনে যত্নবান হউন।

[illegible] আমরা জেল পর্যবেক্ষণ প্রণালীর [illegible] অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। নিয়ম আছে যে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি সপ্তাহে এক এক বার জেল পরিদর্শন করিবেন। কিন্তু নিয়ম আছে এই পর্য্যন্ত, কার্য্যে তাহার কিছুই হয় না বলিলেই হয়। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ১৮৮০ অব্দে চারিবার মাত্র আলিপুরের জেলখানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপেই প্রায় সর্ব্বত্র জেল পরিদর্শন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এরূপ নাম মাত্র পরিদর্শন করিলে জেলের ও কয়েদীদিগের অবস্থার সংস্কার করা অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদিগের অপর অনুরোধ এই যে তাঁহারা জেল পরিদর্শনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করুন, নতুবা এরূপে কার্য্য হইলে কোন উপকারই হইবার সম্ভাবনা নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয়।

আজ কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের যেরূপ ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। এদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বিস্তর, তাহারা অর্থাভাবে পীড়ার চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া সহজেই অবসন্ন ও কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় দরিদ্র প্রজা সাধারণের চিকিৎসার অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয় স্থানীয় চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করিতেছে। কিন্তু এই সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ দেন সেই অর্থের যথোপযুক্ত বিনিয়োগ করা হয় কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়েরা এই অনুসন্ধান করিতেছেন যে, প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থসাহায্য ভিন্ন অন্য কি কি আয় আছে? সমুদায় আয়ের পরিমিতরূপ ব্যয় হয় কি না? এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্য ও স্থানীয় চাঁদা হইতে প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমুদায় ব্যয় সঙ্কুলন হয় কি না? এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশের সর্জ্জন জেনেরল লিখিয়াছেন যে "কোন কোন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে, অথচ তথায় দরিদ্র ব্যক্তিরা চিকিৎসার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতেছে না, কোন কোন স্থানে অঙ্গীকৃত চাঁদা আদায় হয় নাই, কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট কেবল চিকিৎসকের বেতন দিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্যই হইতেছে না, কোন কোন স্থানে চাঁদার টাকা হইতে কতকগুলি অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও কম্পাউণ্ডারের উদরপূর্ত্তি করা হইতেছে, সেখানে ডাক্তার রীতিমত রোগী দেখেন না এবং চিকিৎসালয়ে উপস্থিত থাকেন না, অথচ কম্পাউণ্ডারেরা উহার কার্য্য করে বলিয়া কেহ কোন আপত্তি করে না, কোথায়ও বা রোগীদিগের তালিকা পুস্তক পূরাইবার জন্য মিথ্যা মিথ্যা কতকগুলি লোকের নাম লেখা হয়, এবং কোথায়ও বা দাতব্যের অনুপযুক্ত পাত্রকে ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে।" এই সকল অনাচার দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থল বিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবে। পূর্ব্বে এই সমুদায় চিকিৎসালয়ে গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন, এক্ষণে সেই রীতি এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে উপযুক্ত মত অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন, এবং মেডিকাল ষ্টোর হইতে খরিদ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়মে দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যে, তথায় কোনরূপ অপরিমিত ব্যয় হইলে আর সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে কেবল একজন নেটিব ডাক্তার ও এক জন ভৃত্য থাকিলে যথেষ্ট হয়, সেই খানে আবার এক এক জন কম্পাউণ্ডার আছে। এই অপব্যয়ের সংশোধন করা আবশ্যক। চিকিৎসকের নিজের লাভার্থ চিকিৎসা যাহাতে সুবিধামত চলে, তাহার জন্যই এইরূপে কম্পাউণ্ডার রাখা হয়। এইরূপে সাধারণের অর্থের অপব্যয় করা অসঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের বেতনের কিয়দংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট দিবেন, অবশিষ্ট অংশ স্থানীয় চাঁদা হইতে দেওয়া হইবে।

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পীড়ার প্রতীকারের উদ্দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৪৯ অব্দে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে এইরূপে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন যে, উত্তরপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় পড়িবে গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধেক দিবেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক এক শত টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন ও সমুদায় ইংরাজী ঔষধ ও আবশ্যকমত যন্ত্রাদি দিবেন। গবর্ণর জেনেরল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্যদানের বিষয় অবগত হইয়া তৎসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এইরূপে সাহায্য দান করা গবর্ণমেণ্টের নীতির বিরোধী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে প্রজাদিগকে বিনামূল্যে সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সিবিল সার্জ্জন আছেন সেই খানেই কেবল ঐরূপ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে উত্তরপাড়ায় সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই সাতিশয় বর্দ্ধিত হইবে। তাহা হইলে সাধারণের অর্থের যে কত অপব্যয় হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যাইবে না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িলে তৎপ্রতি ইউরোপীয় তত্ত্বাবধারণ সুবিধামত হইবে না। এইরূপে সাহায্য দানের দোষ দেখাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলেন "যাহা হউক যখন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা সাধারণ প্রজাবর্গের হিতকামনায় এ[illegible] সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয়" কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ সাহায্যদানকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করেন না, বরং এ কথা বলেন ভবিষ্যতে এইরূপ আবেদন আর না হয় তদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১৮৪৯ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা এক্ষণে বিস্তর হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ৫৭ টী ছিল, ১৮৬৭ অব্দে উহার সংখ্যা ১[illegible] টী হয়, ১৮৭৭ অব্দে উহার উপর ৬৩ সংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং ১৮৭৯ অব্দে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ২৫৫। এক্ষণে এইরূপে এদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কোন স্থানে কতকগুলি সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিলেন যে তাঁহারা এই পরিমাণে চাঁদা দিবেন অমনি তথায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। সেখানে একজন আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অথবা নেটিব ডাক্তার বসিলেন। তাঁহার

কগুলি ইংরাজী অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রাদি দেওয়া হইল, গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন যে এই আসিষ্টাণ্ট ন অথবা নেটিব ডাক্তারের বেতনের সমুদায় া কিয়দংশ দিবেন। এই ত দাতব্য চিকিৎসালয় মের প্রণালী, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, তাহা ত দেশের কি উপকার হইতেছে? ডাক্তার ন বলেন, মুখে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসা ইবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করি ভাণ করা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে ন দরিদ্র ব্যক্তিই সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, কেবল ারা তাহার জন্য চাঁদা দেন তাঁহারা এবং ায্য প্রাপ্তির অযোগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাহা ত উপকার প্রাপ্ত হন। অনুসন্ধানে জানা াছে যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে মধ্যে মধ্যে রিটর্ণ দেওয়া তাহা কৃত্রিম ও অপলাপপূর্ণ। উক্ত াব বলেন, চাঁদাদাতাদিগের দাতব্য চিকিৎসা- ে যে বিশেষ স্বার্থ আছে তাহা ইহাতেই প্রমাণ যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যদি বিলাতি ঔষধ না য়া হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের দেয় চাঁদা কালে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এব বিলাতী ঔষধের প্রার্থী হইয়া যদি কেহ তব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমে- র সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হাকে সাহায্য দিবেন না। তবে যেখানে মরক বে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, তথায় গবর্ণমেণ্ট প্রকার সাহায্যদান করিতে প্রতিশ্রুত হই ছেন।

১৮৭৯ অব্দের শেষে বঙ্গদেশে ২৫৫ টী দাতব্য কিৎসালয় ছিল। কতকগুলির স্থানীয় চাঁদা দায় না হওয়াতে সেইগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্ষণে ৩৭টি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে পনার আয়ে চলিতেছে। এই ২৫৫টি দাতব্য কিৎসালয়ের মধ্যে ১৫৮টিতে রোগীদিগকে খিয়া চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তার পেইন লন যে যেখানে মেলা তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিগণ সমা- ত করে, সেই স্থানে যে সমুদায় দাতব্য চিকিৎ লয় আছে তথায় যাহাতে রোগীরা স্থান প্রাপ্ত তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দাতব্য কিচিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ মন্দ হয় নাই। বিল সার্জ্জনেরা অতঃপর বৎসরে দুই বারের ধিক দাতব্য কিচিৎসালয়ের পরিদর্শন করিবেন না বর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট ও তদ্ লক্ষে গবর্ণমেণ্টের যে অভিমত উপরে প্রকাশিত ইল তদৃষ্টে বোধ হয় যেন এদেশের লোকের ন্যায়া- রাগিতা ও সত্যবাদিতার নিন্দাবাদ করিবার জন্যই এই খানি প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহে যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার যে শীঘ্রই সংকোচ করিবার উদ্যোগে আছেন তাহাও তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে যে কারণে কোন গবর্ণমেণ্ট প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাজন হন তন্মধ্যে প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া একটি অন্যতর কারণ। বিশেষতঃ যখন বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া রোগে জর্জ্জরীভূত, তখন প্রজাসাধারণের এই বিপদ যাহাতে নিবারিত হয় গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সদুপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। একথায় আমরা কোন ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়াছি তথায় বিস্তর দরিদ্র রোগী যাতায়াত করে ও চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। আমরা উদাহরণ স্থলে হরিনাভির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে এখানে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র রোগী ডাক্তার শ্রীশচন্দ্ররায়ের ব্যবস্থা ও ঔষধাদি পাইয়া রোগ বিনির্ম্মুক্ত হইতেছে। শ্রীশবাবু রোগীদিগের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করাতে সাধারণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এমন কি তাঁহার সুচিকিৎসার যশ চারিদিকে এতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যে হরিনাভি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দরিদ্র রোগী হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আগমন করিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছে এবং অত্রত্য সমস্ত লোকই তাঁহার একান্ত অনুরাগী হইয়াছে।

আমরা পেইন সাহেবের আর একটি কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতারাই লাভবান হন। তাঁহার এই বাক্যটি নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি কি বলিতে চান যে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন? দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে কোন্ সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ঘৃণা উপস্থিত না হয়? আপনার সম্ভ্রমরক্ষা করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি জন্মে। কেহ কাহারও নিকট দীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের এই যে বদ্ধমূল স্বভাব পেইন সাহেব কি তাহার অপলাপ করিতে চান? গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য দান বন্ধ করুন তাহাতে আমরা বিশেষ ক্ষতি মনে করি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের সম্মান রক্ষা করিয়া আদেশ প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহারে আমরা গবর্ণমেণ্টের একটি নিক স্তের ভ্রম না দেখাইয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পা তেছি না। পেইন সাহেব বলিয়াছেন "দাত চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতৃগণ যে লাভবান হ তাহার প্রমাণ এই যে যখন দাতব্য চিকিৎস লয়ে ইংরাজী ঔষধাদি দেওয়ার রীতি বন্ধ করিব প্রস্তাব করা হইয়াছে তখনই তাঁহারা চাঁদা ব করিবেন বলিয়াছেন"। পেইন সাহেবের না শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির সমীচীনতা দর্শন করিয়া আম চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি কি ইহা বুঝেন না দেশীয় ঔষধের অপেক্ষা সাধারণের ইংরাজী ঔষ ভক্তি অধিক? তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র অপেক্ষা বিলাতী চিকিৎসাশাস্ত্র স ধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে? তিনি কি ইহা বুঝে না যে দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা বিলাতী ঔষধে শী সহজে রোগী প্রতিকার লাভ করে? এই স দায় কারণেই বঙ্গবাসীমাত্রেই বিলাতী ঔষধে পক্ষপাতী। আমরা বিলাতী ঔষধের এত পক্ষপা নজিরা ইংরাজেরা এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা কি পেইন সাহেবের মনে নাই। বাউ প্রভৃতি ইংরাজ ডাক্তারদিগের সুচিকিৎসা গু ইংরাজেরা যে ভারতবর্ষে পাদক্ষেপণ করিতে পা ছিলেন তাহা এক বার পেইন সাহেবের ভাবি দেখা উচিত। বঙ্গদেশের ইতর ভদ্র দরিদ্র ও ধন সকলেই ইংরাজী ঔষধের পক্ষপাতী না হইলে দেশে এত ইংরাজী ঔষধালয় হইত না। দেশীয় ঔ ধের আর তত আদর নাই। অতএব যদি দা চিকিৎসালয়ে ইংরাজী ঔষধ না থাকিল তবে দাত চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন কি, ইহাই মনে করি চাঁদাদাতারা সাহায্য বন্ধ করিতে চান। তাঁহা স্বার্থের জন্য যে এরূপ করেন না তাহাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

পরিশেষে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় কমাই যে সকল উপায় গবর্ণমেণ্ট উদ্ভাবন করিয়া আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী।

তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গে যে কার্য্যের আছে, সে কার্য্যে তুমি উপস্থিত না থাকিলে তোমার অনেক অসন্তোষের কারণ থাকিয়া যা পারে। এই বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রজাগণ রাজ্য নির্ব্বাহের জন্য রাজস্ব দিতেছেন, যাহাতে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সেই টাকা ব্যয় করা তাহা তুমি জানিতে পারিলে কোন দুঃখের থাকে না। তোমার যে যে অসুখ ও অসু আছে নির্ভয়ে তৎসমুদায় যদি তুমি ব্যক্ত ক

পারে এবং সে কষ্ট মোচন করিবার জন্য যদি তুমি রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতে পার, তবে তোমার আক্ষেপ কি?

কোন বৃহৎ কার্য্যের ভার একজনের হাতে সমর্পিত থাকিলে তাহা কখন সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, কোথায় প্রজার কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা তাহা অনুসন্ধান করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা সহজ নয়। আবার একজন অনেকের কর্ত্তা হইলে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কখনই থাকিতে পারে না। কোন না কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতা অবশ্যই আসিয়া পড়ে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজস্ব যেন রাজার নিজস্ব ধন ছিল। প্রজারা কর দিলেন, রাজস্ব হইলেন, তাহা রাজকোষভুক্ত হইল। সে টাকার উপর কোন অধিকার আছে এমন কেহই ভাবিতেন না। প্রজার হিতের জন্য রাজা সেই অর্থ কিছু যদি ব্যয় করেন—পরম মঙ্গল; যদি ব্যয় না করেন, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই—সে যে নৃপতির নিজ সম্পত্তি। দণ্ডবিধানেও রাজারা বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইচ্ছা হইল, মহা অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিলেন, ইচ্ছা হইল না, লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়া বসিলেন। কিন্তু এখন সে দিন নাই। এখন উদারচরিত সভ্য সম্প্রদায়ের রাজারা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। এখন রাজ্যে রাজা প্রজার সমান অধিকার। রাজআইনে রাজাও যেমন দণ্ডনীয় প্রজাও সেইরূপ দণ্ডার্হ হন। দোষ করিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। এইটী উদারচরিত ইংরাজ জাতির মহানুভবতা- এইটীই যথার্থ সভ্যতার নিদর্শন। সে বৎসর শেখআলি লাটসাহেবকে খুঁচিয়া মারিল, তাহাতে অপরাধীর ফাঁসী হইল। শেখআলি একজন ভিক্ষুককে খুঁচিয়া মারিলেও তাহার ফাঁসী হইত। কিন্তু অসভ্য জাতির হাতে পড়িলে লাট সাহেবকে খুন করায় কেবল ফাঁসী হইত না তাহার আরও গুরুতর দণ্ড হইত, শরীর খোঁচিয়া লবণ দিয়া তাহাকে অব অব করিয়া মারিত। কিন্তু সভ্য ইংরাজজাতির উদারগুণ প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন।

এদিকে রাজস্ব বিভাগ দেখুন। রাজভাণ্ডারে কোন ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নাই। তাহাতে রাজারও যেমন স্বত্ব, একজন দরিদ্র প্রজারও সেইরূপ স্বত্ব. দেশের মঙ্গল সাধনের জন্যই সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয়। রাজপুরুষেরা যখন যে কার্য্য করিলে দেশের মঙ্গল হইবে বিবেচনা করেন, তখন তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এক কথা হইতেছে,—মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম আছে, অনেক রাজকর্ম্মচারীরা সকল স্থানের অবস্থা তাঁহাদের জ্ঞাত না থাকিতে পারেন, সে কারণ অনেক স্থলে প্রজার কষ্ট থাকিয়া যাইতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারও ঘটিতে পারে। অতএব এই একল অসুখ ও অসুবিধা দূরীভূত করিতে হইলে এক একটী কার্য্য বিভাগে এক এক জন প্রতিনিধি থাকা চাই। কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সেই প্রতিনিধি সাধারণের সুবিধা ও অসুবিধা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে প্রতিবিধানেরও উপায় হয়। কিন্তু প্রথমে ছোট ছোট বিষয়ে এই প্রতিনিধিতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া কাজ শিখিলে, তবে উচ্চ অধিকার জন্মে। সামান্য কাজে যিনি নিপুন নহেন, তিনি কখন বৃহৎ কাজে পটুতা দেখাইতে পারেন না। অতএব সামান্য রাস্তা মিউনিসিপালিটী হইতেই দেশীয় লোকের হাত খুলিতে হইবে। পাঠক! জানেন, আমাদের দেশে অনেক গুলি মিউনিসিপালিটী আছে। কিন্তু সকল গুলিতে এখনও প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যে যে স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর যে যে স্থানে হয় নাই এই উভয় স্থানের অবস্থা তুলনা করিলেই পাঠক! আমাদের প্রস্তাবের শুভাশুভ ফল বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য চলিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদেশের ফল বিলক্ষণ সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি আমরা অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই সকল স্থানে এখন মিউনিসিপালিটীর কাজ এত সুচারুরূপে চলিতেছে যে, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত লোক দ্বারা তাহার এক আনা রকম কার্য্যও হইত না।

আবার যেখানে এই প্রতিনিধি কার্য্যপ্রণালী নাই, সেখানকার অবস্থা দেখুন। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্যায় অত্যাচার আমরা পাঠকদিগকে কতবার বিদিত করিয়াছি। সেইরূপ সকল স্থানেই দেখিবেন,—প্রজার সুবিধামত কাজ প্রায় হইয়া উঠে না। অতএব মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের বিস্তর উপকার হইবে।

যে যে মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী এ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, আমরা অনুরোধ করি—তত্তৎ স্থলের করদাতারা গবর্ণমেণ্টে সত্বর আবেদন করুন। উদার প্রকৃতি গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাঁহাদের আবেদনে অনুমোদন করিবেন। করদাতৃগণ এরূপ আবেদন করিতে শঙ্কা করিবেন না, এটী তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা নহে। প্রশস্তাশয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন প্রজাবর্গকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেছেন। ১৮৭৬ সালের ৫ আইনে উল্লেখ আছে যে, কোন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, যদি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে অনুমোদন করেন, তবে সেখানে প্রজাগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে। আবার, দশ ধারায় লিখিত আছে যে—এমন হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট, প্রজাদের সে দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে জবাবদিহি হইতে হইবে। অপরঞ্চ দয়াবান মার্কুইস অব রিপন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে,—"মহারাণী এদেশের মিউনিসিপাল কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে অনুমতি করিয়াছেন। কারণ, তদ্দ্বারা এদেশীয় লোকেরা ক্রমে রাজনীতি শিক্ষা করিবে এবং প্রতিনিধি শাসনক্ষম হইবে"। অতএব দেখুন, প্রজাবৎসলা ভারতেশ্বরী এ দেশের কত হিতাকাঙ্ক্ষিণী! যাহাতে এদেশের লোকেরা রাজনীতি বুঝে এবং স্বাধীন ভাবে স্বদেশশাসনে পটু হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার কত যত্ন! এই সকল উদার্য্যগুণোচিত, মহৎ মহৎ কাজগুলি দেখিলে ইংরাজজাতিকে ভূয়োভূয় প্রশংসা না করিয়া কিছুতে ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এখন আমরা অনুরোধ করি, যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তত্তৎ স্থানের করদাতৃগণ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে আর কাল ক্ষয় করিবেন না। করদাতৃগণ সত্বর উদ্যোগী হউন; তাঁহারা মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন; দেখিবেন তাঁহাদের আশা অবশ্যই ফলবতী হইবে। কলিকাতার ভারতসভা এই মহৎ কাজে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ভারতসভাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারতবর্ষের কত দূর উপকার যে করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। এই দুই সভা দিন দিন সাধারণের পরম অনুরাগের ভাজন হইয়া উঠিতেছেন। প্রজাদের যখন যে কষ্ট হইতেছে, এই দুই সভা হৃদয়ের শোণিত দিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। উভয় সভা যদি প্রজার মুখস্বরূপ হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে যত্ন করেন, অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

মিউনিসিপালিটীর এলাকাধীন করদাতৃগণ নানা শ্রেণীর লোক। তাঁহাদের সকলের অবস্থা সমান নহে। অনেকেই নষ্টকষ্টে মিউনিসিপালিটীতে কর দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, এত কষ্টের পর,—সেরূপ না পাইয়া কর দিয়াও যদি আশানুরূপ ফল না হয়, তবে আক্ষেপের পরিসীমা নাই। আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা চলিলেই সকলের বিলক্ষণ সন্তোষ জন্মিবে। অতএব প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট সাধারণের এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ই জুলাই। আইরিষ ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির ত্রয়োদশ হইতে চতুর্বিংশ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকরণ লইয়া যে তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

টিউনিস ৮ ই জুলাই। ক্যাকসনগরের সহিত টেলিগ্রাফ বন্ধ হইয়াছে। এই নগরে ফরাসীরা ছুই দিন ধরিয়া ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে। কয়েকটী দুর্গ, একটী বৃহৎ মসজিদ, এবং মুসলমানদিগের আবাসস্থানের কিয়দংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এখানের অধিবাসীরা ঘোর যুদ্ধ করিতেছে।

প্যারিস ৮ ই জুলাই। অদ্য দ্বৈধাতব সভার অধিবেশনে ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিনিধিগণ ঐ সভায় আগত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজপ্রতিনিধিদিগকে মুদ্রা বিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুদ্রা সম্বন্ধে জাতিসমূহের সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে আগামী বর্ষের ১২ ই এপ্রেল এই সভার পুনরধিবেশন হইবে।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। গতকল্য মহারাণী উইণ্ডসর পার্ক নামক স্থানে বলণ্টিয়র দলের যুদ্ধ নিপুণতা দর্শন করিয়াছেন। প্রায় ৫৬,০০০ বলণ্টিয়র তাহাদিগের পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।

টিউনিস ৯ ই জুলাই। ক্যাকসের বিদ্রোহীর সংখ্যা এক্ষণে পনর সহস্র হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই জুলাই। মক্কায় বিদ্রোহ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ দুই দল তুরস্ক সৈনিককে পরাস্ত করিয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। ইটালিয়েরা ৬৪০ মিলিয়ন লিরা (ইটালির মুদ্রা) কর্জ্জ লইতেছেন। রথসচাইলডদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লণ্ডনের বেরিং ব্রাদর্স ও হাম্বো ইহার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। শতকরা ৫ টাকা সুদ।

টিউনিস ১০ ই জুলাই। ক্যাকসে অনবরত গোলা বর্ষণ চলিতেছে। ফরাসীসেনারা নামিতে পারে নাই।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। লার্ড হার্টিংটন কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন।

টিউনিস ১১ ই জুলাই। ফরাসি-রণতরি-সকল ক্যাকস অভিমুখে চলিয়াছে। যে সকল টিউনিস সৈন্য বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ১২ ই জুলাই। রুশ গবর্ণমেণ্ট মধ্য এসিয়ার ... সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া যে জনরব হয়, ... সেণ্টপিটর্সবর্গ পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রুশের আর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার বাসনা নাই, ... কেবল সীমা নির্দ্দিষ্ট করা অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্য ... নিমিত্ত পারস্যের সহিত বন্দোবস্ত চলিয়াছে।

আলজিয়ার্স ১২ ই জুলাই। আলজিরিয়ার বিদ্রোহীরা ... নামক স্থানে ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু ... হইয়াছে। ২৫০ জন হত হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ ... টুপোলির লোকেরা কাক্সবাসিদিগের উদ্ধার জন্য ... হইতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। আয়রলণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পাণ্ডুলেখ্যের ... প্রকারে বিদেশে আয়রলণ্ডবাসিদিগকে প্রেরণ করিবার কথা আছে, কমন্স হাউসের হোমরুলর মেম্বরেরা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন।

টিউনিস ১৩ ই জুলাই। তুরক্কের কতকগুলি লোহাবৃত জাহাজ ট্রিপলির অনতিদূরে পৌঁছিয়াছে। ফরাসি-রণতরি সকল তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

কেবিস নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সোফিয়া ১৩ ই জুলাই। প্রিন্স আলেগজাণ্ডার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে যে স্বত্বের দাওয়া করিয়াছেন, বলগেরিয়ার পার্লিয়ামেণ্ট সভা আনন্দের সহিত তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

বলগেরিয়ার প্রিন্স এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন সরকারী কাজের যে সকল দোষ আছে তাহার সংশোধন করা হইবে। অতঃপর সভা বার্ষিক আয় ব্যয় নিদ্ধারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কার্য্যের মীমাংসা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাইয়ের সেক্রেটারিয়েট আপীসে কয়েকজন পোর্ত্তুগীজ দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিল চুরি করাতে ধৃত হইয়াছে।

যে স্থলে ভূতপূর্ব্ব রুশ বাদসাহের মৃত্যু হয় সেই স্থলে রুশিয়েরা তাঁহার স্মরণার্থ একটী গিরিজা নির্ম্মাণ করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এক্ষণে ৯০,০০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

গত ২৯ এ জুন মুজাপুর জিলায় পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। তাহারা নীলের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ৬ ই জুলাই অবধি রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে অর্থের অনাটন বশতঃ রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ রহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের মতে এদেশে কৃষিবিভাগের নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন। যথা, রাজস্ব, জরিপ, সর্ব্ব প্রকার কৃষি কার্য্য, দুর্ভিক্ষ ও প্রজাদিগের অন্য স্থানে প্রেরণ ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশের কমিশনর এই বিভাগের সম্পাদক হইলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন না করেন, তদ্দিন বক সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন। এই বিভাগের বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন।

ঘুড়ি খেলা লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ নিতান্ত স্বেচ্ছাচারির কার্য্য করিতেছেন। এক দিকে পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অম্বালা ডাকি রহিত করিয়াছেন, অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইউরেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের সভার উন্নতি কামনায় ঘুড়ি খেলার প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কার্য্য প্রণালী অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

মালাবার উপকূলে অদ্যাপিও প্রচুর বৃষ্টি হ... নাই।

জনরব উঠিয়াছে যে লর্ড রিপন আফগান স্থা... পরিত্যাগ করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু লণ্ডন ডেলিনিউস তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়াছেন।

রাজপুতানা প্রদেশে ভিলওয়ারা হইতে নসি... রাবাদ পর্য্যন্ত ৬৮ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু আগামী শীতের পূর্ব্বে পুলগুলি প্রস্তুত হইবে না বলিয়া আপাততঃ গাড়ি চলা বন্ধ রহিল।

লণ্ডনের টাইমস নামক সংবাদ পত্র বলেন ... এখন আমরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরিক বিষয়ে নিরু... দ্বেগে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এখন আর ভারত... বর্ষে কোন ভয়ের কারণ নাই, হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। আয় ব্যয়ের গোলযোগে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, এখন আর দুর্ভিক্ষ নাই, বাণিজ্য ব্যবসায় উত্তমরূপে চলিতেছে। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে বিশেষ ফল পাইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল দ্বীপে একব্যক্তি একটী রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূল্য অনুমান ১,৩০,০০০টাকা।

মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি পিথাপুরের রাজা শ্যামল-কোটা নামক স্থানে একৈক মুন্সেফকে ধৃত করিয়া যে উপানৎ প্রহার করেন তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট তথায়... তাঁহার পাঁচ শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে রাজা উহার আপীল করিবেন।

কলিকাতার অন্তর্গত কপালীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ সেন সর্প দংশনের এক উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন:—"সম্প্রতি জেসপ কোম্পানির লোহার কারখানায় কোন কর্ম্মকারের সর্পাঘাত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একজন রাজমিস্ত্রী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করে। তৎকালে তাহার চক্ষু স্থির ... অবয়ব শীতল হইয়া তাহার আসন্ন দশা আগত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে পর সে ব্যক্তি অতি সত্বরই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।" রামকৃষ্ণ বাবু বলেন যে এই ঔষধ তিনি বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন এবং যদি কোন চিকিৎসক তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি রামকৃষ্ণ বাবুর নিকটে চাহিলেই পাইতে পারিবেন। তাহার ঠিকানা কপালীটোলা লেন ১৬ নং বাটী।

সর জজ কুপর আর এক বৎসর উত্তর পশ্চিম...

দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কার্য্য করিবেন। ...ব এই যে তাঁহার পর আসামের চিফ কমিসনর ...য়েট সাহেব ঐ পদে অভিষিক্ত হইবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র বলেন যে ইংল... আর পূর্ব্বের মত ক্ষমতা নাই। গত ছয় মাসের ...আমেরিকা, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, ...টার্কি এবং স্পেন ইংলণ্ডকে অবমাননা ...লেন, ইংলণ্ড তাঁহাদিগের অবমাননায় উপেক্ষা ...লেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে শ্যামদেশ ...ন্ত টেলিগ্রাফ বসাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ...শ্যামরাজ তাহাতে আপত্তি করাতে স্বতন্ত্র ...দিয়া টেলিগ্রাফ বসাইবার প্রস্তাব করা হয়। ...দেশীয় সংবাদ সমূহ অবগত হইয়াছেন যে স্বতন্ত্র ...নিয়া টেলিগ্রাফের ভার লইয়া যাওয়া একান্ত ...ধা।

আগামী নবেম্বর মাসে আগরায় গবর্ণর জেনা...র দরবার হইবার কথাছিল, কিন্তু আপা... সেখানে দরবার হইবেনা। তথায় সৈনিক...গের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহাই কেবল প্রদ... হইবে। তৎপরে লর্ড রিপন বাহাদুর গোয়া...র হইয়া মধ্যপ্রদেশে গমন করিবেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আর দেশীয় খাজাঞ্চী থাকিতেছে ...তৎপরিবর্ত্তে একজন ইউরোপীয় কোষাধ্যক্ষ ...বেন। ১ লা আগষ্ট হইতে এই বন্দোবস্ত ...ব।

বোম্বাই গেজেট বলেন যে সম্প্রতি সেতারা ...ায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঐ ...ার পূর্ব্বভাগে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে ...করিত। তাহার বাটীতে তাহার পত্নী, নয় ...র বয়স্ক এবং নয় মাসের দুইটী শিশু সন্তান ...ত এবং একটী ভৃত্যও ছিল। কোন কারণ ...এই ভদ্রলোকের উপর গ্রামবাসিদিগের ...ক্রোধ জন্মে। একদা কয়েকজন দুরাত্মা ...রাত্রিকালে তাহার গৃহে অগ্নি প্রয়োগ ...এবং গৃহবাসিরা বহির্গত হইলে তাহা...কে যষ্টি ও প্রস্তরের আঘাতে বিনষ্ট করে। ...শিশুটিকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ ...য়া তাহার প্রাণ বিনাশ করে। হত্যাকারী...দের মধ্যে ... অপরাধী ধৃত হইয়াছে। ...দিগকে ফাঁসী দিবার ...দিয়াছেন।

...গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের ...র লোককে অবসর দেওয়া হয় এজন্য ঐ ...গে কর্ম্মচারীর অভাববশতঃ কার্য্য-হানি ...তেছে।

চিফ্লেপ্টেনণ্ট বলেন টম্সন সাহেব আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক এখানে কিছু দিন থাকিয়া তৎপরে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ও পূর্ব্বাঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। অতঃপর তিনি যশোহর রেলওয়ের অপর সীমা খুলনিলায় গমন করিবেন।

শুনা যাইতেছে যে চব্বিশ পরগণা জেলা দুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে খুলনিয়া অপর খণ্ডের প্রধান নগর হইতে পারে।

ঢাকার সুবিখ্যাত আবদুলগনি মিয়া নবাব উপাধি পাইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছেন? মান্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে, পক্ষান্তরে তিনি সপরিবারে দরিদ্র দশায় আনীত হইতেছেন। এ দিকে তিনি অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা। সাধারণের অর্থ হানি এবং তাহাতে কেবল কর্ত্তার সম্মান বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ পৃথক হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। নবাব আবদুলগনি মিয়ার নিজ অংশ আড়াই আনা মাত্র। সুতরাং তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিয়াছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্ররোচনার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইলে এই দশাই ঘটে।

এই বর্ষের শেষে বরদার গুইকুমার স্বয়ং রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য দেওয়ান ও কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিবেন।

দারজিলিঙ্গের ইউরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

যে সকল তীর্থ যাত্রী বা অন্য লোক জেড্ডা বা হেজাজের বন্দরে নামিবার চেষ্টা করিবে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ছাড় চিঠি চান। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের বন্দরে ছাড় চিঠির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহারা ছাড় চিঠির প্রার্থী হইবে তাহাদিগের প্রত্যেককে জেড্ডায় পৌছিয়া তত্রত্য কন্সলের নিকটে নাম রেজেষ্টরি করাইতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে জানান হইয়াছে ছাড় চিঠি না লইলে আরোহীরা জাহাজ হইতে নামিতে পারিবে না।

ফ্রান্স দেশে তড়িৎ-বিদ্যার আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া ছয় খানি সাময়িক পত্র মুদ্রিত হইতেছে।

৫ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহ... ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর প... প্রদেশে ও অযোধ্যায় আরও কিছু বৃষ্টি হইলে ...হয়। রাজপুতনায় এখনও বৃষ্টির আবশ্যক। ...সুবের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

ইংলণ্ডের ধনাগারে অনেক রৌপ্য সঞ্চিত ...য়াতে ইংলণ্ডের বাজারে রৌপ্যের দর উঠিয়া... রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে ... সুবিধা হইবে।

কান্দাহার হইতে ৯ ই জুলাই যে সংবাদ আ...য়াছে, তাহাতে প্রকাশ করিতেছে, আমী... সেনাগণ গিরিস্কের সন্নিহিত কালাতিগাজ না... স্থানে আছে। আয়ুব খাঁর অগ্রগামী সৈনি... বিয়াবানাক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে, অ... অধিক দূরবর্ত্তী নহেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ১৮৮০ অব্দের জুলাই মা... প্রথম নয় দিনে ৮৭৮৬৮৭।/৬ টাকা আয় হ... ছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ৯৫০৯৬০৸৶০ টাকা আয় ...য়াছে। এ বৎসর প্রতি দিন এক লক্ষ টাকার অ... হইয়াছে।

মায়া পরিত্যাগ বড় কঠিন। গবর্ণমেণ্ট ... কমিশনরের পদের মায়া পরিত্যাগ করি... করিতে পারিতেছেন না। ঐ কার্য্য হোম ডি...মেণ্টের হস্তে যাইতেছে। আপাততঃ ফরেন ডি...মেণ্ট দ্বারা হইবে।

ওয়ার্ল্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন যে মহা... ট্রান্সভালের সন্ধিতে সাতিশয় বিরক্তি প্র... করিয়াছেন।

মধ্য আসিয়ার রুশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্র... পরিদর্শন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ম...যোগী হইয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল কর্ণেল ... নামে একজন পঞ্জাবের অশ্বারোহী সেনার ... নায়ক আর্ম্মেনীয় অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া আত্ম ...চয় প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতা হইতে যেন অ... নিয়ে যাইতেছেন, এইরূপ ভান করিয়া ... আসিয়ার ভিতর এবং পারস্য রাজ্যের উত্ত... দিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভ্রমণ ... তিনি গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন ... তথাপি তাঁহার ভ্রমণের সমুদায় স্থান ও রা... নক্সা প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ভ্রমণ... রুশেরাও তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া জানিতে প...য়াছিল। যাহা হউক তিনি মেজর বটলারের ... অকৃতকার্য্য হন নাই। তিনি ইংলণ্ডে উপ... হইয়া প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, চাইল্ডার্স সা... লর্ড গ্রানবিল ও হার্টিংটন সাহেবের সহিত সা... করিয়াছেন। সম্প্রতি অনেক ইংলণ্ডীয় ভ্রমণ... ছদ্মবেশে পারস্য রাজ্যে প্রবেশ লাভ ক...

ন। তন্মধ্যে একজন অদ্যাপি চাকিনামে য় ভ্রমণ করিতেছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই করিয়াছেন যে, অতঃপর যে সমস্ত গবর্ণ- টর কর্ম্মচারী দেনার জন্য যোগ্যতাহীন গণের উপযোগী আদালতেরযে নিয়ম ছ ঐ নিয়মের সাহায্য গ্রহণ করিবেন াদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত করা হইবে। আর দেনার জন্য কাহারও মেয়াদ হয়, তাহা হইলে ার বেতন বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র আদেশ করিতে হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম য়াছেন, এতদ্দেশে ইতি পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারল াহাউসী ঐরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু মেণ্টের অনবধানতা নিবন্ধন উহা কার্য্যে ত করা হয় না।

লালপুরের পশ্চিম সীমায় তথাকার খাঁর সহিত লের আমীরের কর্ম্মচারীদিগের বিবাদ হওয়াতে তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় পেষওয়ারের কমি- কে প্রেরণ করিয়াছেন। লালপুরের খাঁ বলি- ছেন কাবুলের কর্ম্মচারীরা সীমা হরণ করিয়া ার কতক ভূমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

১ লা আগষ্ট এলাহাবাদে স্ফুর্ত্তি খেলা হইবে। নতালের ডুকোম্পানী ইহার টিকিট বিক্রয় করি- ছেন। টিকিটের মূল্য দুই টাকা।

ইংলণ্ডে যুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় দেশীয় যুবকেরা কা চালন ও বাচখেলা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কাতার সন্নিকটে গঙ্গার উপকূলে একটী নৌগৃহ ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে বর্দ্ধ- নের রাজা পাঁচ শত মুদ্রা ও কাশিম বাজারের খ্যাত দানশীলা মহারানী স্বর্ণময়ী দুই শত টাকা করিয়াছেন। এক্ষণে ব্যায়াম শিক্ষায় আমাদের কদিগের মন যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, এটী লের লক্ষণ।

মুঙ্গের বড়বাজার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় াদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "মহা- ! এতদ্দেশীয় অনেকে আমাদিগের সংস্থাপিত যুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়ের উন্নতিকল্পে কয়েক নর হইতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করায়, বা সম্প্রতি উক্ত ঔষধালয়ে একটী দাতব্য াগ স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছি, যে সকল ক্ত নিতান্ত দরিদ্র, অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা াইতে কোন মতে সক্ষম নহে, তাহারা আমা- কে রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠা- ল ব্যবস্থা পত্র সহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবে। পাততঃ কেবল ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময় উন্মত্ত শৃগাল কুকুর দংশনের মহৌষধ বিতরণ করা যাইবে। সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিলাম।"

প্রসিদ্ধ মহাভারত বিতরণকারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতাপ বাবুর উৎসাহ কেবল মহাভারতে নির্ব্বাণ হয় নাই, রামায়ণেও বিস্তৃত হইয়াছে, এটী বড় আহ্লাদের কথা। তবে তিনি একটু ক্ষোভের কথা কহিয়াছেন, তাহাতে মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইল। তিনি বলেন তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গদেশে অনেক অসামান্য বদান্য লোক আছেন। আমরা বরাবর প্রতাপ বাবুর যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যাবসায় দেখিতেছি যদি তাহা অবিলুপ্ত থাকে তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট হইবে না।

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম, অক্সফোর্ড মিশ নরিরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দেশীয় বঙ্গ পরিধান করিতেছেন, মৃত্তিকায় বসিয়া কদলীপত্রে ভাত খাইতেছেন, কাঁটা চামচা ছাড়িয়া হস্তের দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছেন। মন্দ নহে; এ দিকে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাতি পরিচ্ছদ ও আহার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন, ওদিকে ইংরাজেরা আমাদের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ দেশে কাগজ প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দিবার জন্য মান্দ্রাজ রেইলওয়ে কোম্পানী তাঁহাদিগের রেইলওয়েতে কাগজের মশলা প্রেরণের মাশুল অনেক কমাইয়া দিয়াছেন।

এক খানি বিলাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হই- য়াছে, যে মেঙ্কবর্গে এক জন ইংরাজ (অর্দ্ধ ক্রাউন) এক টাকা চারি আনা মূল্যে তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে।

ইংলণ্ডেও নিহিলিষ্টদিগের মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ১০ ই জুন লিবরপুল টাউনহলের সোপানের নিম্নে বারুদ পূর্ণ একটী থলিয়া পাওয়া গিয়াছে। অগ্নি সংযোগ করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়াতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারত বর্ষের মধ্যে তারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে ছয়টি শব্দে চারি আনা করিয়া ব্যয় পড়িবে। ঠিকানা লিখিতে ব্যয় লাগিবে না এবং এক মাইলের মধ্যে সংবাদ বিলি করিতে হইলেও কোন ব্যয় পড়িবে না। এজন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে টেলিগ্রাফ আপীস স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন।

এদেশস্থ নিকৃষ্ট ইউরোপীয়দিগের চরিত্র কত দূষিত তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। উহারা কয়েক বৎ অবধি ইউরোপের নানা স্থান, বিশেষতঃ ওয়া ডিয়া হইতে ইহুদী যুবতী আনয়ন করিয়া তা দিগকে বেশ্যা করাইয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন কর কিছু কাল এইরূপ ব্যবসায় করিয়া বড় বাবুষ হ দেশে ফিরিয়া যায়। এই দুরাত্মাদিগের আন যুবতীরা তাহাদের যৌবনের চরমসীমায় পদা করিলে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে বোম্বাই নগরে এই ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ- রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ২৯ এ জুন। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের র্গত শঙ্কু বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রে ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, জারবো তিন মাস ছুটী পাইয়াছে

জে, টি, জারবো ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদে প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ, আর, উইগ্রাম কার্য্য ভিন্ন ঐ শঙ্কু বিভাগের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮১। ২ রা জুলাই। সুন্দরবনের কমিশনর এম, ই, জিটার কিছু দিনের জন্য নিজ কার্য্য ভিন্ন ২৪ পরগণার প্রতি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন তিনি সুন্দরবন কমিশনরেরও কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর ডবলিউ বি ওল্ড এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এন জেলা তৎকার্য্য করিবেন। বীরভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি আওয়েন দেওঘরে গেলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রহ্মনাথ ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাসত বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরাচন্দ্র এক্ষণে বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্ রেকর্ডিং ডিপার্টমেণ্টে প্রধান কারীর কার্য্য করিতেছেন। ইনি বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১। ৫ ই জুলাই। দমদমার প্রতিনিধি কাণ্টন মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন জে. এফ, ফিলেট্ কার্ম্যাক তিন মাসে লইয়াছেন। বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর লিউ হপকিনসন নিজ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

এফ, এইচ, বার্লো সাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ৬ ই জুলাই। ভাগলপুরের সহকারী মা ও কালেক্টর জে, সি, আর্বুথনট কিছুদিনের জন্য পুনিয় ষ্টেশনে বদলী হইলেন। সারণ জেলার অন্তর্গত সেন প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ টেনর ভাগলপুরের সদর ষ্টেশনে গেলেন।

১৮৮১। ৭ ই জুলাই। দার্জিলিঙের জয়েণ্ট মাজি

[illegible]

হইতেছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় আট নয় হস্ত হইবেক। ইহার গতি পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে উত্তর পশ্চিম। চারি দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, মেলেরিয়াও উপস্থিত প্রায়, তাহার উপর আবার ধূমকেতু!!

এখানকার জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা ও দ্বাদশ গোপাল উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় মন্দ হয় নাই, গত বৎসর এক মানুষ রথে চাপা পড়ায় এবার পুলিষ খুব সতর্ক থাকায় কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানকার বড় আদালতের একটিং জজ মসিএ পি পিলা সাহেব এখান হইতে বদলী হইয়া গুয়াডিলপে চলিলেন। তাঁহার স্থানে স্থায়িরূপে মসিএ সার্প সপরিবারে গত মেলে পারিস হইতে আসিয়া পৌছাইয়াছেন।

মধ্যে কএক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে, যেরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে, এই ভাবে কিছু দিন গেলেই প্রতুল! বাজার দর উত্তম যাইতেছে।

কানপুর।

এখানে আবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস হইল, এই রোগে একটী স্ত্রীলোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখনও দুই একটী রোগী শয্যাগত রহিয়াছে।

শুনা যাইতেছে উকীল বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানে দ্বিতীয় মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত বাবু আলিগড় জজ আদালতে ওকালতি করিতেছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭৯ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম প্রচার হয় যে সকল লোকে ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বা এতদ্দেশীয় মধ্যম শ্রেণী পরীক্ষোত্তীর্ণ নহে, তাহারা এ প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অধীন কোন চাকরী (১০ টাকার বেশী বেতনের) করিতে পারিবেন না। এখন সেই নিয়মের অত্যন্ত চাপাচাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কালপীর জজ আদালতের উকীল মানাবর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্রত্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে পারিতোষিক দিতে প্রতি বৎসর যত ব্যয় হইবে তৎসমুদায় দিতে স্বীকার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার মহানুভবতা ও বদান্যতার নিমিত্ত তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা এই প্রকার সদাশয় হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

গত সোমবার হইতে তিন চারি দিন ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বায়ুকোণে দৃষ্ট হয়, এবং রাত্রি শেষে তাহার বিপরীত দিকে দেখা [illegible] থাকে। প্রাচীন লোকেরা বলিতেছেন, ইহা পৃথি[illegible] একটী অলক্ষণের চিহ্ন। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর [illegible] হইল আর একবার উদয় হইয়াছিল তাহাতে অ[illegible] দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

৪ ঠা জুলাই সোমবার বেলা ৮ টার সময় এ[illegible] অসংখ্য পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। ইতর শ্রেণীর [illegible] স্থানীরা ইহা ভাজিয়া খায়।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২৯ এ আষাঢ়, ১৮০৩।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি[illegible] আউটপোষ্ট কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত [illegible] হোমিও-পেথি চিকিৎসক বাবু পরেশনাথ মু[illegible] পাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু ফণিভূষণ মু[illegible] পাধ্যায় (ইনি ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে গমন ক[illegible] বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির রসায়ন শা[illegible] পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া স্বর্ণ পদক [illegible] হইয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমান মাসের ৩ য় সপ্তাহের ক[illegible] দিবস আকাশ-মণ্ডলের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধূম[illegible] উঠিতে দেখিয়াছি। গত শুক্রবারেও নয়ন[illegible] হইয়াছিল। অদ্য ৩। ৪ দিবস গগনমণ্ডল মেঘ[illegible] থাকায় রাত্রে ধূমকেতু নেত্র-পথে পতিত হইতে[illegible] না। উহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে কি না ব[illegible] পারি না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আ[illegible] ১ লা আগষ্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের আদেশানু[illegible] পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফী চারি আনার [illegible] বর্ত্তে দুই আনা দিতে হইবে।

হুগলী ২৯ এ জুন—১৮৮১ খ্রীঃ।

হুগলীর মিউনিসিপালিটীর মা বাপ নাই ব[illegible] আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। [illegible] অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মেলে[illegible] আকর স্বরূপ দুর্গন্ধ পচা জলরাশিপূর্ণ ক্ষুদ্র [illegible] ডোবারও অভাব নাই, যে কয়েকটী প্রকাশ্য [illegible] পথ আছে তদ্ব্যতীত অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। [illegible] বর্ষাকালে ঐ সকল কাঁচা পথ দিয়া গমনা[illegible] করিতে হইলে লোকের যে কি পর্য্যন্ত [illegible] অসুবিধা হয়, তাহা বর্ণনা করিতে কাষ্ঠময়ী [illegible] নীও বিদীর্ণা হইয়া যায়। আবার হুগলীর [illegible] সমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলো না থাকাতে [illegible] বর্গকে প্রতিদিন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। [illegible] বর্গ আপনারা যদি কখন হুগলীতে আগমন ক[illegible] তাহা হইলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য অ[illegible] করিতে পারিবেন। হুগলীর বড়াল পাড়ার গ[illegible]

ন্যান্য কয়েকটা গলিতে রাত্রিতে গমনাগমন রিতে হইলে, আলোর অভাবে লোকের যে কি র্যান্ত ক্লেশ ও শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, আমরা জানি গলীর মিউনিসিপালিটীর আয় নিতান্ত অল্প নহে। করপ্রদায়ী সর্ব্ব সাধারণ প্রজাগণ সুখে থাকিবে লিয়া মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল প্রজার শরীর শোষিত করিয়া ট্যাক্স গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা ভরসা করি হুগলীর মিউনি-সিপালিটীর চেয়ারমান ভাইসচেয়ারমান ও কমি-শনরগণ মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান দোষগুণ বিচার করিয়া করপ্রদাতা অধিবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লইবেন। আর করদাতা হুগলীর কৃতবিদ্য অধি-বাসিগণের প্রতিও আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই তাঁহারা হুগলির মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা (ইলেকটিভ সিষ্টেম) রক্ষিত করিবার জন্য কোমর বাঁধুন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার নূ্যন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে
রামায়ণ (মূল অনুবাদ)
বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস)	১
কৃষিশিক্ষা	॥০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ৭৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানারজির লাইব্রে-রিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-কারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৩৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১১ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ জুলাই অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

াদি নিশিয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
করিয়াছেন।
কল কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মুত্রশিলা (বা
রী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
া করেন।
প্সব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।
ূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
া, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
র এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।

কেন যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে ত্যাগ
য়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন,
। সংবাদ-পত্র-পাঠকেরা এক প্রকার অবগত
ছেন। যাহাঁরা তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাঁহা-
সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি, এবং নিজের অধিকাংশ
য়ের অবনতি দেখিয়া কেশব বাবুর বড় কষ্ট হয়।
ন বিষয়ে কাহারও কষ্ট হইলে সে কখনই সুস্থির
া থাকিতে পারে না। সুতরাং কেশব বাবু
ার প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ যাহাতে প্রতি-
দিগের অবনতি ও নিজের উন্নতি হয়, যাহাতে
পক্ষেরা সাধারণ লোকমণ্ডলীর সমক্ষে লাঞ্ছিত,
ত, ও অপদস্থ এবং নিজে সমাদৃত, সম্মানিত
ূজিত হন, বিধিমতে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া
সিতেছেন। আপনাকে ও আপন আশ্রিত শিষ্য-
ার ভক্ত, যোগী, ব্রহ্মচারী, বৈরাগী, সাধু ও
ৃক বলিয়া এবং প্রতিপক্ষদিগকে অসাধু, অধা-
, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী
শবণে বিশেষিত করিয়া নিজেই জয়ঢাক বাজা-
েছেন। ইহা একটী সত্য কথা যে, সর্ব্বদা যে,
কার্য্য করে, তাহা তাহার পক্ষে ক্রমশঃ বড়
হইয়া উঠে, এবং তাহা করিতে তাহার বিল-
সাহস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেশব বাবু এবং
হার শিষ্যেরা এতদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-
কে সাধারণভাবে গালি বর্ষণ করিয়া আসিতে
লেন। এই প্রকার ক্রমাগত গালি দিয়া তাঁহা-
এরূপ দুঃসাহস হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্প্রতি

তাঁহাদের মধ্যে একজন (নাম জানিলেও এখানে
তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই) গত ২১ এ মে
তারিখের সুলভসমাচারে " গজেনাথ গর্জ্জন "
স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার
মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয়কে লক্ষ্য করিয়া অতি কদর্য্য ও নীচভাবে গালি
বর্ষণ, এবং তাঁহার মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন।
এরূপ পরদ্বেষী মিথ্যাপবাদকারীদিগকে একটুকু
শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক হওয়াতে দ্বারকানাথ
বাবু সুলভ সমাচারের প্রিণ্টারের নামে কলিকাতার
মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট অভিযোগ, এবং
কেশব বাবু প্রভৃতি কতকগুলি দুঃসাহসিক লোককে
সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করেন। * আমির
আলি অন্যান্য সাক্ষীদিগের নামে সমন বাহির
করেন, কিন্তু কেশব বাবুর মান রক্ষা করিয়া সমনের
পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার কোর্টে
উপস্থিত হইতে বলেন। দুঃখের বিষয় এই, কেশব
বাবু আপনার মান আপনি রক্ষা করিতে পারেন
নাই। একজন মাজিষ্ট্রেটের কথা অমান্য করা
আর কুইনভিক্টোরিয়ার কথা অমান্য করা উভয়ই
যে সমান তাহা তিনি আত্মাভিমান প্রভাবে বিস্মৃত
হইয়া আমির আলির কথা অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং
আমির আলি তখন তাঁহার নামে সমন বাহির
করিতে বাধ্য হন। সমন দেখিয়া কেশব বাবুর
চক্ষু স্থির! তখন ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার
দেখিয়া তিনি মকদ্দমা আপষ করিতে ব্যস্ত হই-
লেন! তাঁহার এবং আসামী প্রভৃতির পক্ষ হইয়া
প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র দ্বারকানাথ বাবুর
সমক্ষে উপস্থিত হন, এবং হাত যোড় করিয়া অনেক
অনুনয় বিনয় করিয়া মকদ্দমা আপষ করাইতে

তাঁহাকে সম্মত করেন। এই কথা হয় যে,
সমাচারে দ্বারকানাথ বাবুর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা প্র
করিলে তিনি মকদ্দমা উঠাইয়া লইবেন।
বাবু ইহাতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করেন।
পরে সত্যানুরাগী নববিধানী ভ্রাতারা কি ক
ছিলেন পাঠকেরা তাহা একবার শ্রবণ ক
তাঁহারা দ্বারকানাথ বাবু যেরূপ বলেন তাহার
বাদ দিয়া গত ১৮ ই জুনের সুলভ সমাচারে
ত্রুটি স্বীকার করেন, কিন্তু ঘৃণার কথা এই, যে
সুলভ সমাচার কলিকাতাতে বিলি করা হইয়
কেবল তাহাতেই উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত কর
আর যে সকল সুলভ মফস্বলে প্রেরিত হয় ত
মধ্যে উহার বিন্দুবিসর্গও মুদ্রিত করা হয় না
নববিধানী ভ্রাতারা জানেন, তাঁহাদের গু
কলিকাতার লোকদিগের নিকট কিছুই অপ্রক
নাই, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ বাবু কলিকাত
থাকেন কিন্তু মফস্বলে তাঁহাদের যে প্রতিপ
এখনও আছে, পাছে সেটুকুও যায়, বোধ হ
ভয়ে তাঁহারা সেখানে প্রেরিত সুলভে তাহা মু
করেন নাই! যাহা হউক, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য
দ্বারকানাথ বাবু নববিধানীদিগের এই শঠতা
প্রকারে অবগত হইয়া মফস্বলে প্রেরিত এক
সুলভ লইয়া আমির আলির নিকট উপস্থিত
বেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে স
নুরাগী ভ্রাতারা পুনরায় কান্তি বাবুকে পা
তিনি পুনরায় দ্বারকানাথ বাবুর হাতে পায়ে ধ
অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া অঙ্গীকার করেন
২৬ এ জুনের সমস্ত সুলভ সমাচারে তাঁহার
স্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত করা হইবে। দ্বারক
বাবু ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু ঘৃণার কথা এ
যদিও উক্ত তারিখের সমস্ত সুলভে ক্ষমা প্র
করা হয় কিন্তু তাহা দ্বারকা বাবুর ইচ্ছানুরূপ
ভ্রাতারা আপনাদের মনোমত ক্ষমা প্রার্থ
করেন!!! দ্বারকা বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া
দ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হন কিন্তু কান্তি বাবু পু
আসিয়া ভাই হে আমাদিগকে রক্ষা কর, তে
ইচ্ছামত ত্রুটি স্বীকার করিলে আমাদের মান
আর কিছুই থাকে না। এই প্রকার অনেক
মোদ করাতে দ্বারকা বাবু তাঁহার পূর্ব্ব ইচ্ছা
করেন এবং কতকটা নিজ ইচ্ছা ও কতকটা বি
ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ লিখিতরূপে
স্বীকার করিয়া সুলভ সমাচারে প্রকাশ ক
বলেন। বিধানী ভ্রাতারা তাহা ২ রা জুলা
সুলভে প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ কলিকাতায় প্রচ
সুলভে তিনবার এবং মফস্বলে প্রচারিত স
দুইবার ত্রুটি স্বীকার করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া

* অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, ধর্ম্মাত্মাদিগের পক্ষে সকল প্রকার নিন্দা, গ্লানি, উৎপীড়ন প্রভৃতি সহ্য করাই উচিত, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এরূপ সংস্কারকে কুসংস্কার বলিতে বাধ্য হইতেছি। কেবল মাত্র নিজের ধর্ম্মোন্নতি করা যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের পক্ষে একথা কতক সংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু নিজের আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরের আত্মার উন্নতির জন্য যাঁহারা চিন্তিত, অপরের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা যাহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর তুমি ধর্ম্ম প্রচারক। আমি যদি ক্রমাগত ঘোষণা করিতে থাকি যে, তুমি ব্যভিচারী, সুরাপায়ী প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্ত্রী ও পর-ধন হরণকারী, আর তুমি যদি আমার সে ঘোষণা যে মিথ্যা ঘোষণা তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা না কর, তবে তুমি যে, সে সকল দোষে দোষী তাহাই কি সাধারণের বিশ্বাস হইবে না? এরূপ বিশ্বাস হইলে, এমন কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীপুরুষ আছে, যে তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে অথবা তোমার পথের পথিক হইতে তোমার নিকট আগমন করিবে?

ত্রুটি স্বীকার।

" আমাদিগের ২১ এ মে তারিখের সুলভ সমা " গজেনাথ গর্ভস্রাব " শাঙ্কিত যে পত্র র হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গো- য়ের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ হইয়াছে য়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। দ্বারকানাথ য় যাহাতে মান হানি হয়, আমাদিগের সেরূপ র উদ্দেশ্য নাই। উক্ত পত্রে লেখক সম্বন্ধে যে দোষারোপ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা কানাথ বাবুকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ মনে করি। াদের লেখার দ্বারা যদি তাঁহার চরিত্রে কোন- কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে, সে জন্য আমরা প্রকাশ করিতেছি। আমরা তাঁহাকে অনেক হইতে সৎ ও নারীহিতৈষী বলিয়া জানি। ৭ ই সুলভ সমাচারে " দেশহিতৈষীর " পত্রে বেথুন র ছাত্রীদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দোষা- প করা হয় নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষা- লীর দ্বারা তাঁহাদের স্ত্রীপ্রকৃতির কমনীয়তা ই হইবার সম্ভাবনা, আমরা এই কথাই বলিয়া- াম। যদি আমাদের লেখায় কেহ এরূপ মনে য়া থাকেন যে, আমরা তাঁহাদের চরিত্রের উপর নরূপ সন্দেহ করিয়াছি, তাহা হইলে নিতান্ত করা হইয়াছে। "

যমুনীয়া
ই জুলাই ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

ছিন্নমস্তা।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৪ ঠা ঠের সোমপ্রকাশে " বাঙ্গালী পাঠক " শীর্ষক পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছিল, ৩২ এ জৈচ্যষ্ঠের মপ্রকাশে তাহার এক খানি " ছিন্নমস্তা " বানামাঙ্কিত " শ্রীলা " স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ াশিত হইয়াছে। প্রতিবাদকারী ছিন্নমস্তা পাঠে নানুরূপ ফল না পাইয়া লিখিয়াছেন " সে দোষ কারের নহে,—সমালোচকদিগের নহে, পত্র রক মহাশয়ের নহে,—সে দোষ আমাদিগের ষ্টের "! আমরাও দেখিতেছি, প্রতিবাদকারীর ই বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহে। কেন ছিন্নমস্তা সমালোচনার প্রতিবাদে লেখনী ধারণ য়া তাঁহাকে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকরূপে ধরা ড়তে হইল, এটীও তাঁহার অদৃষ্টের দোষ। তিনি ন ছিন্নমস্তা সমালোচনের প্রতিবাদে সাহসী য়াছেন, তখন অবশ্যই আপনাকে উচ্চ শ্রেণীর ঠক মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই ভাব মনে মনে রাখিয়া সন্তুষ্ট হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল।

প্রতিবাদকারীর মনে একটী সাধ ছিল। ছিন্ন- মস্তা পাঠে সে সাধ না মিটায় আক্ষেপ সহকারে লিখিয়াছেন " মনে করিয়াছিলাম, এতদিনের পরে বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কই তাহাও ত হইল না? " প্রতিবাদকারী যদি বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসনচ্যুত দেখিবার বাসনায় আমার পত্র পাঠ করিয়া থাকেন তবে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেন না, আমার পত্রের কোন স্থলে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বাদি অস্বীকৃত হয় নাই, বরং তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব, প্রকৃত শক্তি, বাঙ্গালা ভাষার নবজীবন সংস্থাপন প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস, পুরাণ কি কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে কবি হয় না। আমার পত্রের কোন্ স্থলে প্রতিবাদকারী এ আভাস পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অথচ ঐ কথাটির উপর কটাক্ষ করিয়া অনেকগুলি বাক্যব্যয় করিয়াছেন। আমরা ত জানি যে, ইতিহাস, পুরাণ, সাময়িক ঘটনা বিশেষ, প্রাকৃতিক পদার্থ, লোক চরিত্র, ইত্যাদিই কবির সম্বল।

" ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে " একজন সমালো- চক লিখিয়াছেন " ছিন্নমস্তার নায়িকা কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! প্রতিবাদকারীর এ কথাটী সহ্য হয় নাই। মানুষে চেষ্টা করিলেও সত্য লোপ করিতে সমর্থ হয় না। " কপালিনী অপূর্ব্ব সৃষ্টি " নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল উক্তি করিয়াছেন, বুদ্ধিমান পাঠকগণ সেই সকল উক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে " কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! " " শ্রীলার " লেখার ধরণে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ছিন্নমস্তার সৌন্দর্য্যা- নুভব সামর্থ্য, তাঁহার নাই; থাকিলে কতকগুলি বাতুল প্রলাপে প্রতিবাদ পত্র পূর্ণ করিয়া গ্রন্থকার বিশেষের পক্ষপাতী ও ছিন্নমস্তার অকারণ বিদ্বেষ্টা বলিয়া সাধারণের ঘৃণাস্পদ হইতেন না।

বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় গ্রন্থকার বিশে ষের খ্যাতি লোপের অমূলক শঙ্কায় অভিভূত হইয়া ছিন্নমস্তার সমালোচনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া- ছিলেন। কেন না ছিন্নমস্তার যে যে স্থল সুন্দর ও সুসঙ্গত, প্রতিবাদকারী তাঁহার অদৃষ্টের দোষে সেই সেই স্থলই মন্দ দেখিয়াছেন। আমার এই কথার প্রামাণ্যার্থ ছিন্নমস্তার সেই সেই স্থলের উল্লেখ করি লাম; সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি হয় ত পাঠ করিবেন। যথা অষ্টাবিংশাধ্যায়, ত্রিংশা- ধ্যায়, পঞ্চদশাধ্যায়, ইত্যাদি।

বহুতর বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিন্নমস্তা প্রশংসা করিয়াছেন, এটা সহ্য না হওয়াতেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক ছিন্নমস্তা সমালোচনের প্রতিবাদ করা যে নিতান্ত অন্যা হইয়াছে, প্রতিবাদকারী নিজেই তাহা বুঝিয়াছেন সেই জন্যই প্রতিবাদ পত্রের শেষ ভাগে একটু " সাফাই " করিয়াছেন!

আর একটী কথা বলিয়াই আমি অদ্যকার পত্র শেষ করিব। কপালিনী যে, স্বামীর প্রতি "তোমাকে বড় ভাল বাসি,—তোমাকে না দেখিলে প্রাণে মরি তোমার বিরহে আমার অন্ন জল রোচে না—তুমি নিকট না থাকিলে পৃথিবী শূন্যময় বোধ করি ইত্যাদি খুলিয়া বলেন নাই, তজ্জন্য একটু আক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। যে কপালিনী, বিরহিণী অব স্থায় গৃহত্যাগী স্বামীর দর্শন লাভমাত্রকে মহাযোগ রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি রূপ যোগসিদ্ধির নিকষ স্বরূপে অকাতরে জীবন দা করিয়াছিলেন, সেই কপালিনী অন্তর্নিগূঢ় প্রেম রাশি একটী বর্ণদ্বারাও প্রকাশ করেন নাই। এই যে তদীয় চরিত্রের একটী প্রধান বৈচিত্র্য, প্রতিবা কারী তাহা বুঝেন না; অথচ কপালিনী চরিত্রে খুঁত ধরিয়াছেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে তাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ রুচি এবং তিনি যেরূ মনোযোগের সহিত ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়াছে তাঁহার প্রতিবাদ পত্র পাঠে আমরা তাহার সবিশে পরিচয় পাইলাম। তাঁহার লেখার ধরণে কোনরূ বোধ হয় না যে তিনি সত্য সংস্থাপনার্থ এ প্রতিবা উপস্থিত করিয়াছেন। আমার নিজ সিদ্ধান্তে এ অধিক বিশ্বাস আছে যে, সাহস করিয়া বলি পারি, যিনি ছিন্নমস্তা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি হেন, তিনিই দেখিবেন, এ প্রতিবাদের কোন মূ নাই; কোন হেতু নাই।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁ দের পত্রাঙ্ক গণিয়া গ্রন্থপাঠ শেষ করার রীতি আ এক পাত পড়িয়া পাঁচ পাতের "ভাব মারিয়া য়ার" অভ্যাস আছে, অপেক্ষাকৃত অসরল ও নী বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া, কেবল গল্পটী মাত্র ম রাখার প্রথা আছে, তাদৃশ সাধারণ আখ্যায়িকা প জেরা যেন ছিন্নমস্তা সমালোচনে হস্ত প্রসারণ করেন। কারণ ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জন্য ন যাঁহারা বুঝিবার ইচ্ছা ও চিত্তাভিনিবেশ সহ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জ দোষমাত্রদর্শী হইয়া গ্রন্থপাঠ করিলে সকল হই হেতে ভূরি ভূরি দোষ বাহির করা যাইতে পা ছিন্নমস্তাকেও আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে প্র নহি। ইচ্ছা করিলে " শ্রীলার " ন্যায় " শ্রী

গ্রীমে" " গ্রীম " প্রভৃতি সকলেই সকল পুস্তকের ষ বাহির করিতে পারে।

নচোবা মোওলাই
ও ই শ্রলাই
৮১ খ্রীঃ।
} শ্রীদুর্গা প্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

১১ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলণ্ডের নূতন ত্রাস।

মানুষের ভয়ের স্থান শত শত, বিপদের স্থান স্র সহস্র। হয় ত পূর্ব্বে যেখানে কোন আশঙ্কা না, সেখান হইতেও বিপদ আসিয়া পড়ে। াক্তি কাগজে ইংলণ্ডের নাম বসোফোবিষ্ট ইয়াছেন, অর্থাৎ ইংলণ্ড রুশকে দেখিলে ত্রাসে ক্ষিত হন, তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক শোণিত শুকা- যায়। যেমন গৃহমধ্যে গর্ত্ত বা ফাটা থাকিলে হ সর্পাদির ভয়ে তাহা বুজাইয়া দেন, কোথায় ান গিরিসঙ্কট দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া ভার- র মধ্যে আসিবার পথ আছে, ইংলণ্ড ব্যস্ত হইয়া বল তাহাই বন্ধ করিতেছেন,—রুশ আর প্রবেশ তে পারিবে না। ভারতে বসিয়া ভারতেশ্বরী সম্বন্ধে গুহিণীপণা করিতে পারিবেন· কিন্তু য হয় ইংলণ্ডের মন হইতে রুশের আশঙ্কা এই তিরোহিত হইতে চলিল। আর একটী নূতন র কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের শাসনকর্ত্তা একটী র বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন—" এক দিন রা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করিব।" বড় সহজ কথা নয়। এই কথা শুনিলে আমে- ার ভুমুল গৃহবিচ্ছেদের কথা আমাদের স্মরণ

অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্নিহিত টাসমানিয়া এবং জিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব শে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। বোম্বাই র হইতে জলপথে ইংলণ্ড যাইতে যত পথ, রিকা হইতে জল পথে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে তাহার ক পথও হইবে না। অতএব অষ্ট্রেলেসিয়া পুঞ্জ ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতের অনেক নিকট- । ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেলেসিয়ার সিডনি নগর াজেরা প্রথম সংস্থাপন করেন। এখন যেমন তবর্ষের অপরাধীদিগকে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বা- করা হয়, সেইরূপ প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের রাধীদিগকে উক্ত সিডনি নগরে নির্ব্বাসিত করা । পরিশেষে সকলে দেখিলেন,—উহার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর ও ভূমি শস্যশালিনী; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক ইংরাজ আসিয়া উপনিবেশ করিলেন। এখন সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৩,৩৯৬,৯৪৬ জন ইংরাজের বাস। এদিকে সমস্ত ইউরোপের লোক সংখ্যা ৩০৩,০০০,০০০ এবং ইংলণ্ড ওয়েল্‌স স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের লোক সংখ্যা ৩১,৬২৮,৩৩৮; কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় লোক অবস্থিতি করেন, সে কারণ তৎসমুদায় দ্বীপের যথার্থ লোক সংখ্যা নিশ্চিত করা সুকঠিন। যাহা হউক, উপরে যেরূপ কথিত হইল তদ্দৃষ্টে ইংলণ্ড প্রভৃতি তদধিকার ভুক্ত দ্বীপ অপেক্ষা অষ্ট্রেলেসিয়াতে প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ লোক বাস করে।

সমস্ত ইউরোপের আয়তন ৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের আয়তন ১২১, ৫৪১ বর্গ মাইল। এ দিকে সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়ার আয়তন ৩,১৪৯,০০০ বর্গ মাইল।

অষ্ট্রেলেসিয়া নানা প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর। উহার সকল স্থানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। অনেক স্থানে প্রচুর পাথুরিয়া কয়লা মিলে। তথায় তাম্র ও সীস যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। আবার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন দক্ষিণ ওয়েল্‌স এবং ভিক্টোরিয়াতে যে প্রকার স্বর্ণের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বেও এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোণা পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ঐ সকল দ্বীপের মেষ ও তাহাদের পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। পূর্ব্বে সেখানে খাদ্যোপ- যোগী ফল মূল এবং শস্যাদি স্বভাবতঃ প্রায় কিছুই জন্মিত না। কিন্তু এখন ইংরাজেরা নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তথায় রোপণ করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে অষ্ট্রেলেসিয়ার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর এবং মানুষের প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যই সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে অর্থাগমের পথও বিলক্ষণ প্রশস্ত আছে। মেলবোরন নগরে শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। এবং যাহাতে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থা উত্তরোত্তর আরও ভাল হয়, ও বিষয়ে সকলেই যত্ন করিতেছেন। এখানে ভারতবর্ষবাসিদের সঙ্গেও অষ্ট্রেলেসিয়ার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। বোম্বাই নগরের অনেক বণিক জাহাজে করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়াতে বাণিজ্য করিতে যান। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে অষ্ট্রেলেসিয়ার সম্বন্ধ ক্রমশঃ অতি নিকট হইয়া পড়িবে এবং সত্বর তথাকার লোক সংখ্যা ব্রিটনের তুল্য হইয়া উঠিবে।

এখন ভাবুন দেখি,—আমেরিকার যাহা ঘ গিয়াছে, এককালে এখানেও কি তাহাই ঘ বলিবে? আমেরিকার উত্তরাংশে ইংরাজদের নিবেশ ছিল। ঐ মহাদেশ স্বাস্থ্যকর ও অ হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তথায় ইংরাজদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল: তাঁহারা স্বয়ং প্রধান জাতি হইলেন, আর ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বী করিলেন না। তুমুল সংগ্রাম বিজয়ী মাতৃভূমি হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন।

জীবমাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি ক্ষমতা কেহই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চান তখন মনের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তি বলবতী হইয়া উ অষ্ট্রেলেসিয়া হইতেও এক দিন যে, সেই ঘটিবে না, আমরা এমন কথা বলিতে পারি বিশেষতঃ সম্প্রতি তথাকার শাসনকর্ত্তা যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেক টুকু শঙ্কা বটে। গবর্ণর নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছে "এক দিন আমরা ভারতবর্ষের উপর আধি করিব।" এই কথা তিনি যে প্রকাশ করিয়া বোধ করি বুঝিয়া দেখিতে হইবে না। এত রাজভক্তি বিচ্যুত হইয়াছে। এটী বিদ্রোহ বাক্য। কে বলিবে যে, এটী গৃহবিচ্ছেদের নহে?

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, ভারত উত্তর পশ্চিমের সীমা বিলক্ষণ দৃঢ় আছে। সে দিয়া শত্রু প্রবেশের কিছুই আশঙ্কা নাই। যত ইংরাজদের সমুদ্রবল নিস্তেজ না হইতেছে, তত ইংরাজদের ভয় নাই। বিবেচনা করুন রণ দৃঢ় থাকিলে তদ্বারা সিন্ধু নদ ছাইয়া ফেলা ভারতবর্ষের অঙ্গ উর্ণনাভের জালের মত নদ ন জড়িত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরীতে নদ নদী ছা থাকিলে কোন্ বীর জাতির সাধ্য যে, ভারতে প্র করে?—ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ক

এখন কথা হইতেছে, ইংলণ্ডের যেন সমু না ব্যাঘাত ঘটে; আর যেন গৃহবিচ্ছেদ উপস্থি হয়। অষ্ট্রেলেসিয়াতে ইংরাজ-প্রতাপ যদি দিন বাড়িতে থাকে, ভারতবর্ষে ক্রমে যদি কিরি ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টান জাতি বাস করিতে থা তবে উত্তর কালে ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভা ভারতবাসীরা কিছুই করিবেন না। তাঁহাদের রাজভক্তি চির দিন সমান থাকিবে। কি ইংরাজেরা আজ আমাদের মুখে কলা কলা ক কথাটী দিতেছেন, আমাদের রাজভক্তি বলিয়া যে ইংরাজেরা উঠিতে বসিতে আমাদি ভৎসনা করিতেছেন, ভারতবর্ষে যদি অনিষ্ট ঘটে তবে সে অনিষ্ট ঐ সকল কর্ত্তা যাবি

ত ঘটিবে। তাহার কারণ দেখুন, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা কেন দৃঢ় থাকুক না, অধিক কাল বিদেশে লে স্বদেশের প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আর বং মায়া দয়া স্নেহ মমতা কিছুই থাকে না। বিদেশকেই স্বদেশ জ্ঞান হয়। বিদেশেই মায়া ; বিদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে অভিলাষ ; লোকে অবশেষে সেই বিদেশেরই ঘোর পাতী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি যে বাঙ্গালী কাশী, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা প্রভৃতি য় গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান তিগণ আর বাঙ্গালার নাম কাণে শুনেন না। দেশের প্রতি তাঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা। সেইরূপ ও ছাড়িয়া যাঁহারা অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অধিক আর ইংলণ্ডের গোঁড়া থাকিবেন না। উপ-শের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ মমতা ক্রমশঃ গাঢ় বসিবে।

আবার দেখুন অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান নিবেশীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িলে তাঁহাদের ও সাহস বাড়িবে। বল ও সাহস বাড়িলে বতঃ মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তিও প্রবলা হইয়া। সুতরাং, তখন তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা ণ্ডের বশ্যতা আর কেন স্বীকার করি?" কে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ যাহা কিছু ছ, তৎসমুদায় সেই সকল ব্যক্তির আয়ত্তাধীন। এব বিগ্রহ ঘটাইতে উপনিবেশিদিগকে কষ্ট তে হইবে না। ভারতবাসিরা দুর্ব্বল,--পরা-। দুর্দ্দান্ত ষাঁড়ে ষাঁড়ে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিবে বল তৃণাদির প্রাণ যাইবে।

আমরা মূঢ় ভারতবাসী। রাজনীতি আমরা না ; কিন্তু ইংরাজ জাতির কোন বিপদের ঙ্কা শুনিলেই আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া। কথা কহিব না মনে করি, আবার ভয় লে কথা না কহিয়াও থাকা যায় না। ইংরা-া আমাদের যাহাই মনে করুন, কিন্তু ভারত-সিরা বিগ্রহপ্রিয় নহে। এমন শান্ত জাতি আর থাও নাই। এমন রাজভক্ত জাতি ভূমণ্ডলে হয় না। সম্প্রতি রাজকর্ম্মচারিদের কর্ত্তব্য এই তবাসিদের সঙ্গে তাঁহারা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা সম্ব-করুন। যাহাতে উভয় জাতি একপ্রাণ এক-য়া হইয়া সকল রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রন, তাহাই করা উচিত। যাঁহাদের সঙ্গে এক নের নয়—চিরকালের সম্বন্ধ, সেখানে দ্বৈধ ভাব া হইকর নহে। গৃহস্থের মধ্যেই বল আর ক্যর মধ্যেই বল, ঐক্য না থাকিলে কোন জের সুশৃঙ্খলা থাকে না। ইংরাজদের সঙ্গে ভারতবাসিদের জেতৃবিজিতভাব সম্বন্ধ এককালে নির্ম্মূল না হইলে সুখ বৃদ্ধি হইবে না। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায়, রাজকার্য্য নির্ব্বাহে, রাজকর্ম্মচারি-নিয়োগে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষবাসিদের সমান অধিকার থাকিলে কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষ জানিবেন—ইংলণ্ডের ন্যায় মহা বিক্রম-শালী বীর জাতির আশ্রয়ে আছি, ভাবনা কি? স্বাধীন জাতির মত রাজ্যের সকল কাজ দেখিতেছি সকল কাজ করিতেছি। পরাধীন বলিয়া কোন জাতি যে, গালি দিবেন নিন্দা করিবেন সে যো নাই। আবার ইংলণ্ড দেখিবেন—ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমার আশ্রিত আমার সুহৃদ। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ অঙ্গে অঙ্গে প্রাণে প্রাণে অক-পট ভাবে মিলিত হইয়া আছেন। কোন্ জাতির এমন স্পর্দ্ধা যে আমাদের পানে মুখ তুলিয়া চায়? মনে করিলে পৃথিবী গ্রাস করিয়া ফেলিব।

আমরা অনুরোধ করি, ভারতেশ্বরী তাঁহার মহামান্য সভা সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অন্তরতম সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনে সুখকর ফল ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তাহা যদি ঘটে তবে এমন সুখের রাজ্য আর কোথাও হইবে না।

রেবিনিউ বোর্ড ও রেবিনিউ কমিশনর,

একটি ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব।

ভাঙ্গা গড়া কার্য্য কেবল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত নয়, আমাদের রাজপুরুষেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সেই অধিকার হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিধা-তার হস্ত শিক্ষিত ও অভ্যস্ত, মনও স্থির, সুতরাং তিনি যে ভাঙ্গা গড়া করেন, তাহার ক্ষণিক পরিবর্ত্ত নাই। পক্ষান্তরে আমাদের রাজপুরুষগণের হস্ত অশিক্ষিত ও মন অস্থির বলিয়া ইহাঁরা যে ভাঙ্গা গড়া করেন, ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হয়, তন্নি-বন্ধন মহা অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। আমরা আজ একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, তদ্বৃত্তান্তের আলো-চনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, রাজপুরু-ষেরা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেমন যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লার্ড লিটন কেবল কবিত্ব খ্যাতি লাভ করিয়া পরিতুষ্ট ছিলেন না, বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার তাঁহার মনে বড় বাসনা হইয়াছিল, তাহাতেই মত্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং প্রজার হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর হইল না। তাঁহার টাকার বড় দরকার হইয়াছিল। কোন্ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিলে প্রজার অনিষ্ট নাই, তাঁহারও ইষ্টলাভ হই সম্ভাবনা, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তিনি তাহার বিচার ক বার অবকাশ পান নাই, তাড়াতাড়ি কৃষিবিভাগ উঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে আবার লার্ড রিপন কার্য্যের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া কৃষিবি গের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তিনি এব উহা রেভিনিউ বিভাগের সহিত সংলগ্ন কর দিতেছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের একটী অন ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে রাজস্ব বিষয়ের যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে এ রেবিনিউ বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা দে যাইতেছে না, অথচ তাহার জন্য প্রতি বৎ গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে ১৭৭২ খ্রীষ্টীয় অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস রেবিনি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপূর্ব্বে মুরশিদাবাদে নায়েব দেওয়ান রেবিনিউ বোর্ডের সমুদায় কা নির্ব্বাহ করিতেন। মুরশিদাবাদে রাজস্ব সংক্র আপিস থাকাতে অসুবিধা এবং কার্য্যের বি বিশৃঙ্খলা হয় দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জে রল মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজস্ব আপ আনয়ন করিয়া ইউরোপীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন কি দেন। গবর্ণর জেনেরল ও ব্যবস্থাপক সভ সভাগণ এই নূতন রেবিনিউ বোর্ডের কা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎকালে ইংরাজদিগে অধিকৃত প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায়ের প্র নিয়মাবলি নির্দ্ধারণ ও প্রচলন করা রে নিউ বোর্ডের প্রধান কার্য্য ছিল। এতদ্ভিন্ন বোর্ডের সভাগণ এদেশের আয় বৃদ্ধি করি অন্যান্য বিবিধ উপায়ের আলোচনা করিতে ১৮৭৩ অব্দে রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে যে স প্রদেশ ছিল, তাহা ছয়টি প্রধান প্রধান ভাগে বি করা হয়। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাব দিনাজপুর, ঢাকা ও পাটনা এই ছয়টি বিভ বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভ এক একটি সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা প্রোভি সিয়াল সভা নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক স পাঁচ জন করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্ম সভ্যরূপে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের হস্তে র আদায়ের ভার ন্যস্ত হয়। রাজস্ব আদ জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল প্রত্যেক, বি গের সভ্যগণ সেই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের উ কর্ত্তৃত্ব ও অধ্যক্ষতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন বিভ সভ্যেরা তত্রত্য সদর আদালতের কার্য্য-প্রণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজস্ব আদায়ের তাঁহারা জিলায় জিলায় দেশীয় নায়েব নিযুক্ত

। এই সকল নায়েব রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী
মার বিচার করিতেন।

১৭৭৩ অব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য
নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য
কাতায় যে রেবিনিউ বোর্ড ও স্থানে স্থানে
কল সভা ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল,
অব্দে তৎসমুদায়ই রহিত করা হয়। ঐ অব্দের
ফেব্রুয়ারি গবর্ণর জেনেরল এই আদেশ প্রচার
লেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রভিন্সিয়াল
উঠাইয়া দিয়া তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্সি
র একটী প্রধান রেবিনিউ কমিটি প্রতিষ্ঠিত
ব। এই কমিটিতে কোম্পানীর চারি জন
ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। কমিটীর সভা-
সমবেত হইয়া রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য
াদন করিবেন, এবং মাসে মাসে তাঁহাদের
্য বিবরণ ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিবেন।
টীর সভ্যদিগের অধিকাংশের মতানুসারে রাজস্ব
ান্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইবে। ওয়রেন
ংসের এই কার্য্যের অনেকে অনেক প্রতিবাদ
য়াছিলেন, তন্মধ্যে এক আপত্তি এই যে তৎপূর্ব্বে
স্ব সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার
ক্ষমতা ছিল, এই পরিবর্ত্তনে সেই ক্ষমতার
নেক হ্রাস করা হইয়াছে। তদুত্তরে ওয়ারেন
ষ্টিংস বলিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য
অধিক যে ঐ সভার সভ্যগণের রাজস্ব আদা-
আলোচনা করিবার অবসর ছিল না বলিয়া
নি উক্তরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই
নিউ কমিটী হইতে ইদানীন্তন রেবিনিউবোর্ড
াছে। এই রেবিনিউ কমিটীর অধীনে
ায় জিলায় এক একজন রাজস্ব আদায়ের জন্য
লেক্টর ছিলেন। তাঁহারা প্রজা সাধারণের মামলা
দমার বিচার করিতেন এবং পুলিষের প্রধান
চারী ছিলেন। এইরূপে কার্য্য চলা সাধারণের
িষ্টকর বিবেচনা করিয়া ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণ-
ালিস রাজস্ব এবং বিচারসংক্রান্ত কার্য্য এক
ে পৃথক করিয়া দেন, এবং রাজস্ব আদায়ের
া পূর্ব্বের ন্যায় কালেক্টরের হস্তে রাখেন।
ার কার্য্য সম্পাদনের জন্য জিলায় জিলায় এক
জন জজ নিযুক্ত হন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য
ারের জন্য যে যে উপায়ের অবধারণ এবং
ই সমুদায় উপায় কার্য্যে প্রয়োগ করিতে যে
ল কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, ১৮২৯ খ্রীষ্টীয়
পর্য্যন্ত সেই নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিয়াছিল।
সম্বন্ধে যে সমস্ত নানান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়া-
, তাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিশেষ কোন
পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত গবর্ণর
জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজস্বসংক্রান্ত
সমুদায় বিষয়ের বিচার ও আলোচনা করিবার জন্য
কমিশনর নিয়োগ করেন। কমিশনরদিগের হস্তে
দুই তিনটী করিয়া জিলার কার্য্যভার অর্পিত হয়।
১৭৯৩ অব্দে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার এবং
রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার পৃথক করা হয়, কিন্তু
১৮২৯ অব্দে এই দুই বিভিন্ন কার্য্য একত্রীকৃত
হইয়াছিল। কমিশনরদিগের হস্তে ফৌজদারী আদা
লত এবং রেবিনিউবোর্ডের কার্য্য যুগপৎ অর্পিত
হয়। তাঁহারা কেবল কলিকাতায় সুপ্রীম রেবিনিউ-
বোর্ডের এবং সুপ্রীম ফৌজদারী আদালতের অধীন
ছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতে
তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত
বলিয়া তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য করিতে অব
কাশ পাইতেন না। কিন্তু যখন রাজস্ব সম্বন্ধে সমু-
দায় কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা
হইয়াছিল, তখন তাঁহাদিগের হস্তে ফৌজদারী
মকদ্দমার বিচারের ভার দিয়া রাজস্ব কার্য্যে তাঁহা-
দিগকে অমনোযোগী করা কর্ত্তব্য নহে,এই বিবেচনা
করিয়া ঐ দুই কার্য্য পুনরায় পৃথক করা হইল। এই
সময় হইতেই কমিশনরগণ কেবল রাজস্বের কার্য্যে
ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা যে ফৌজদারী মক-
দ্দমার বিচার করিতেন, তাহা সেসন জজের হস্তে
অর্পিত হইল।

আমরা রেবিনিউবোর্ডের ইতিবৃত্ত পাঠকদিগের
গোচর করিলাম। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব
সংক্রান্ত কার্য্য কিরূপে চলে, তাহার উল্লেখ করা
যাইতেছে। রাজস্বের আদায় ও ব্যয় এবং আয় ব্যয়ের
হিসাব প্রত্যেক জিলার কলেক্টরদিগের নিকট
থাকে। জমিদারেরা তাঁহাদিগের দেয় খাজনা কলে-
ক্টরের নিকট দেন, আবগারীর আয় কলেক্টরের
আপীসে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ষ্টাম্প ও কোর্ট
ফী ষ্টাম্প কলেক্টরেরা বিক্রয় করেন। এবম্ভূত স্থানীয়
সমুদায় বিষয়ের আয় কলেক্টরের ধনাগারে সঞ্চিত
হয়। স্থানীয় ব্যয় কলেক্টরদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত
হইয়া থাকে। এই সমুদায় আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ,
এবং তাহার বন্দোবস্ত ও তাহার নিয়ম প্রণালী
কমিশনরেরা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আপাততঃ দুই
তিন চারিটী জেলার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত
এক এক জন কমিশনরকে রেবিনিউবোর্ডের
মতানুসারে কার্য্য করিতে হয়। রেবিনিউবোর্ড
যে সকল নিয়ম করেন, তদনুসারে দেশের সমুদায়
রাজস্ব কার্য্য চলিতেছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই রেবিনিউবোর্ড ও কমি-
শনরের আবশ্যকতা কি? রেবিনিউবোর্ড যে
যে কার্য্য করেন, রাজস্বমন্ত্রী, গবর্ণমেন্টের রা
বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি
সেই কার্য্য উৎকৃষ্টতররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে
পক্ষান্তরে, যদি রেবিনিউবোর্ড রাখা হয়,তাহা হই
মধ্যবর্ত্তী এক এক জন কমিশনরের প্রয়োজন
যদি রেবিনিউবোর্ড উঠিয়া যায়,তাহা হইলে রাজ
মন্ত্রী, রাজস্ব বিভাগ ও তাহার সেক্রেটারি হই
রাজস্ব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচারিত হইবে, ক
শনর ও কলেক্টরেরা তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করি
পারেন। আর যদি কমিশনর, না রাখা হয়,তা
হইলে রেবিনিউবোর্ড যে সমস্ত নিয়ম বিধি
করিবেন, তদনুসারে জিলার কালেক্টরেরা অনায়া
কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মতে রে
নিউবোর্ড ও কমিশনর উভয় পদই রহিত ক
কর্ত্তব্য। এ দুই পদ না রাখিলে সুচারুর
কার্য্য চলিবার যখন সম্ভাবনা আছে, ত
অনর্থক বিস্তর অর্থ ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে
এই দুইয়ের জন্য গবর্ণমেন্টকে বর্ষে
বিস্তর টাকার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই অপব্য
সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। ডেল হাউ
শাসন কালের পূর্ব্বে এদেশে শুল্ক, লবণ ও অহিফে
ও সৈনিক বিভাগের এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভা
স্বতন্ত্র এক একটী বোর্ড ছিল। সেই সমু
বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না,
তদ্দ্বারা রাজ্যের অর্থনাশ ও কার্য্য ক্ষতি হইত।
দেখিয়া ডেল হাউসি ঐ সমুদয় বোর্ড উঠাইয়া দে
তিনি রেবিনিউবোর্ডের সহিত শুল্ক লবণ ও
ফেন বোর্ড একত্রিত করিয়া দেন। সৈনিক বো
উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে কমিশরি
নিযুক্ত করেন এবং পূর্ত্তকার্য্যের বোর্ডের পরি
একজন পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটরির নিয়োগ কর
ডেলহাউসী বলিতেন যে কোন সভার উপর
কার্য্যের ভার নিক্ষেপ করা অপেক্ষা ব্যক্তিবিশে
উপর ঐ ভার অর্পণ করা ভাল, তাহা হইলে
সেই কার্য্যের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা।
নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিবিধ বোর্ড উঠা
দিয়াছিলেন। লর্ড রিপন যদি এই সকল বিবে
করিয়া রেবিনিউবোর্ড ও মধ্যবর্ত্তী কমিশনর উঠা
দেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন
অর্থ ব্যয়ের হ্রাস হয়, তেমনই আবার রাজস্ব স
তর বন্দোবস্তও হইতে পারে।

রেঃ।

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন
প্রদেশে রেঃ নামে এক প্রকার ক্ষার পদার্থ ক্ষ
জমির যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করিতেছে। ইংরা

কে জুড কার্ব্বনেট অব সোডা কহে। সমুদ্রতট-
ভূমির উপর যেমন লবণ উঠে এবং গণ্ডক-
র কূলে যেমন সোরা জন্মে, ভূমির উপর
সেইরূপ উঠিয়া থাকে। যে ভূমিতে একবার
ক পরিমাণে রেঃ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাতে
কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আলিগড় জেলার
র্গত সিকন্দ্রাও পরগণার অনেকাংশ একবারে
ভূমি হইয়া যাইতেছে, তথায় এক গাছি তৃণও
য় না;—উদ্ভিজ্জহীন সাদা লবণের মত শূন্য
য় কেবল ধুধু করিতেছে। ঐ সকল রেঃ-রাশি
কোমল ও হাল্‌কি যে তাহার উপর চলিতে
ল হাঁটু পর্য্যন্ত পুতিয়া যায় এবং পায়ে কিছুই
ঠিন বোধ হয় না।

অনেকে বলেন যে, বিকানীর প্রভৃতি মরুভূমি
র্ব্বে বিলক্ষণ শস্যশালী ক্ষেত্র ছিল, তখন
থানে যথেষ্ট শস্যাদি জন্মিত। সে সকল স্থান
জনাকীর্ণ লোকালয় ছিল; পরে রেঃ পড়িয়া
ন এইরূপ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর
শ্চিমাঞ্চলের রেঃ ক্ষেত্র এখনও ততদূর আপনার
ধিকার বিস্তার করে নাই। কেবল কোন কোন
মের ক্ষেত্রগুলি রেঃ দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইতেছে।
সকল ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এখনও সুচারু-
প কৃষিকর্ম্ম চলিতেছে।

রেঃ ক্ষেত্রে অন্য জীব জন্তু বড় দেখিতে পাওয়া
না। সেখানে কেবল মৃগপাল দলবদ্ধ হইয়া
বক সঙ্গে সমস্ত দিন বেড়াইতে থাকে। রাত্রি
লে তাহারা নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে মহা উৎপাত
র। আলিগড় প্রভৃতি জেলায় এই রেঃ উপসর্গ
ন দিন বাড়িতেছে। সিকন্দ্রারাও পরগণায় রেঃ
তে এত ক্ষতি হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক
মদারের খাজনা ছাড়িয়া দিতেছেন।

রেঃর উৎপত্তির কারণ এবং উহার বৈজ্ঞানিক
তবৃত্ত নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ১৮৭৮ অব্দে
কন্দ্রারাও পরগণায় একটী সভা হইয়াছিল। সেই
ভায় কৃষিশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত বক সাহেব,
মিতি শাস্ত্রজ্ঞ মরে সাহেবও কলিকাতার ভূতত্ত্ববিৎ
ডলিকট্ সাহেব মেম্বর ছিলেন। সেই সভায় এই
র্থিব পদার্থ লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া
য়াছে, কিন্তু উক্ত পদার্থের উৎপত্তির
রণ ও নিবারণোপায় স্থির হয় নাই। প্রাকৃত
ত্ত্বের অন্যান্য মীমাংসায় যেমন সকলের সমান
ত নয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। নানা জনে
না কথা কহিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া-
ন,—কিছু দিন রেঃর প্রকৃতি উত্তমরূপ অনুসন্ধান
করিলে সহসা কিছু বলিতে পারা যায় না।
াজ তিন বৎসর ধরিয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে।

গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উইলসন
সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার অনেক অনুসন্ধান
করিয়াছেন। কি কি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে রেঃ
জন্মিতে পারে; কি কারণ সত্ত্বে উহার বৃদ্ধি হয়।
কি উপায় দ্বারা উহার দমন হইতে পারে, এই
বিষয় গুলির বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখা
হইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার ফল এখনও ভালরূপ
প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার উৎপত্তি বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, খোদিত
খালের জলে ভূমি সিক্ত হওয়ায় রেঃ উৎপন্ন
হইতেছে, কেহ বলেন খালের জলে ভূমি সিক্ত
হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মিতেছে
বটে; কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার স্বাভাবিক গুণ কমি-
তেছে। ভূমিতে অনুরূপ সার দেওয়া হইতেছে না;
সুতরাং উহা রেঃ পূর্ণ ঊষর হইয়া যাইতেছে। আবার
আর কতকগুলি লোকে বলেন,—নিকটবর্ত্তী
রেঃক্ষেত্র হইতে জল সহযোগে কিম্বা বায়ুতে
উড়িয়া ভাল জমিতে রেঃ পড়িতেছে এবং ক্রমে
ঐ সকল উর্ব্বরা জমিও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। এইরূপ
রেঃর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া
থাকেন। এই ক্ষারের নিবারণ সম্বন্ধেও যে সকল
উপায় কথিত হইতেছে, তাহাও একরূপ নয়।
কেহ বলেন রেঃ পূর্ণ ক্ষেত্রে আকন্দগাছের ডাল
ছড়াইলে আর রেঃ জন্মিতে পায় না। কেহ
বলেন উত্তমরূপ সার দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।
আবার কেহ বলেন,—রেঃ ক্ষেত্রে বাবলা গাছের
বন করিতে পারিলে ভূমি শুধরিয়া যায়। কিছু
দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে
অনেক সন্ধানের পর লিখিয়া পাঠান যে, গোময়
ও রসসম্বলিত কুট্টিত নেবু ভূমিতে ছড়াইলে
কিছুতে রেঃ জন্মিতে পায় না এবং যে যে ক্ষেত্রে
রেঃ জন্মিয়াছে তাহাদের দোষ নষ্ট হয়। যিনি
যাহাই বলুন রেঃ নিবারণ করা মুখের কথা নয়।
যে কোন উপায় হউক, তাহা অবলম্বন করিলে খরচ
পোষাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

সচরাচর ভূমিতে এক হাত পুরু রেঃ পড়িয়া
থাকে। তাহার নীচে ভাল জমি। কৃষক যদি
একহাত রেঃ তুলিয়া তাহার নীচের জমিতে ভালরূপ
সার দিয়া লয়, তবে কিছু দিনের দায়ে নিশ্চিন্ত।
কিন্তু একে কৃষকের টাকা নাই, তার পর তাহার
আবার নিজের জমি নয়; জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের
জমি,—যখন মনে করিবেন কাড়িয়া লইবেন, অথবা
অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিবেন; কৃষক ভূমি
ফেলিয়া পলাইবে, সেখানে উন্নতির আশা কোথায়?
বঙ্গদেশের মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ভূমির

মুখ জানে না; ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব নাই,
কারণ তাহার প্রতি আদরও নাই। আবার তথ
কার জমিদারের জমিদারীও বড় অনিশ্চিত; গব
মেণ্ট সহজেই তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। এম
ক্ষেত্রে জমিদার ও জমিদারীর উন্নতির জন্য ব
করিতে চান না। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যদি ব
করিয়া সে সকল ভূমির সংস্কার করিতে পারে
তবেই কিছু হইতে পারে।

যাহা হউক, রেঃ তুলিয়া না ফেলিলেও উ
অনেক কাজে লাগিতে পারে। দুঃখের ক
পরমেশ্বর আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন,
দিয়াছেন, পেট দিয়াছেন; কিন্তু আয়োজন করি
যে খাইব সে হাত দেন নাই। রেঃ তুলিয়া ফেলি
হইবে কেন?—কোন উপায় দ্বারা উহা নষ্ট
কেন করিতে হইবে? যদি কাজে লাগাও ঐ
বহুমূল্য পদার্থের খনি হইয়াছে,—উহাতে উ
সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। বি
কাঁদিয়া বেড়াও যে, ভারতবর্ষে শিল্পের যো
উপকরণ নাই, সেটী তোমার মিথ্যা ও
শিল্পের প্রতি তোমার খেয়াল নাই,—তাহাই ব
তোমার সাহস নাই, ও যত্ন নাই। কোন কাজে
হাত পা নাড়িতে চাও না, সকল সামগ্রী নিখ
প্রস্তুত পাইলে তোমার ভাল হয়। রেঃ লইয়া উ
সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত কর না, তোমার বা
বাড়িবে, অবস্থার উন্নতি হইবে। এ তো ক
কর্ম্ম নয়, ইহাতেও কি পরপ্রত্যাশী হ
থাকিবে?

সম্প্রতি মিরটে একজন সাহেব রেঃ হইতে উ
সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিল
লাভের সম্ভাবনা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, অতি প্রা
কাল হইতে রেঃ দ্বারা পশ্চিমে এক প্রকার
প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কুম্ভকারের পণের
স্থানে স্থানে কাচের ভাঁটী আছে। কিন্তু, আ
দের দেশীয় লোক এখনও ভাল কাচ প্র
করিতে জানেন না। ঐ পণে যে কাচ প্রস্তুত হয়,
নিতান্ত। অপরিষ্কৃত উহাতে চুড়ি ও ফুকা শিশি
আর কোন দ্রব্য নির্ম্মিত হয় না। আমাদের
যে সকল ভাল ভাল কাচের দ্রব্য দৃষ্ট হয়, সে
ইটালি হইতে অধিগত। আমাদের দেশীয়
যদি ইউরোপের কারিকর রাখিয়া কাচ
করান, তাহা হইলে এখন লাভ হইতে থাকে
সেই সঙ্গে কাজও শিক্ষা করা হয়।
এই উপকার নয়, ক্রমে ক্রমে রেঃ উঠিয়া
জমিও ভাল হইতে পারে। ইংরাজি শি
পান্ত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসিরা বুদ্ধির
অনেক পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকার্য্যের এ

...ই করিতে পারেন নাই। এখন একবার ...রা শিল্পকর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হউন।

মেলবোর্ন্ মেলা ও শ্রীযুক্ত বক্ সাহেব।

...ম্প্রতি মেল্‌বোরন্ নগরে কৃষি ও শিল্প প্রদ... একটী মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ মেলায় অনেক ...দেশ হইতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য নীত হই...ল। নানা রাজ্যের প্রতিনিধি মহোদয়গণ তথায় ...স্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিবিধ দ্রব্য লইয়া ...ক্ত বক্ সাহেব তথায় গমন করেন এবং তিনিই ...কার অধ্যক্ষপদে বৃত হন।

...ভারতের প্রায় সকল দ্রব্যই ঐ মেলায় বিলক্ষণ ...খ্যাতি লাভ করিয়াছে। চা, নীল, নানাবিধ শস্য, ...ড়, প্রস্তরনির্ম্মিত টেবেল, ও কণ্ঠহার এবং ...রসপত্র, মোরাদাবাদের বাসন, লক্ষ্ণৌনগরের ...র কাজ এইরূপ অনেক দ্রব্য তথায় প্রেরিত ...। গত বৎসর যখন ঐ সকল দ্রব্য আলাহাবাদ ...কানপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন আমরা ...হার অনেকগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ...রের কণ্ঠহার অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছিল। ...রগুলি আকাশী বর্ণের ঈষৎনীলের আভার উপর ...ম্রবর্ণের ঝাড়বুটী তাহা কিঞ্চিৎ গাঢ় অথচ প্রস্ত... বর্ণে মিশিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন ...াবরের স্বচ্ছ জলে তরুলতার ছায়া পড়িয়াছে। ...রের দানাগুলি মৃগচক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল চল্‌কান ...ং ত্রিকোণ বিশিষ্ট। গাউনের উপর পরিলে চমৎ... শোভা সম্পাদন করে। প্রস্তরের টেবেলটীও ...কৃষ্ট হইয়াছিল।

...ভারতবর্ষের দ্রব্য সামগ্রী সম্বন্ধে মেলবোরনে ...নকে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বক সাহেব ...লন পূর্ব্বে সম্বৎসরে যত চার আমদানি ...ত ঐ মেলায় এক দিনে তাহা বিক্রীত হইয়া ...য়াছে। নব দক্ষিণ ওয়েলসের প্রতিনিধি সর ...নরি পার্কার বলেন যে, এই মেলার দ্রব্য সামগ্রী ...খিয়া ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় করিতে সকলেরই ... আকৃষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি বটে, কিন্তু ...ার প্রকৃত গূঢ় সন্ধান সর্ব্বত্র বিদিত ছিল ...। এইবার অষ্ট্রেলিয়া হইতে পৃথিবীর অতি দূর...স্থানেও সমস্ত বিষয় প্রচারিত হইবে। ভারত...র্ষের ভবিষ্যৎ সুখের অবস্থায় এখন বক্ সাহেবের ...ত বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন উত্তরকালে ...ই দেশই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে। ...র্মানির প্রতিনিধি অধ্যাপক রলো সাহেব বলেন ...ব ভারতবর্ষজাত দ্রব্যগুলি নানা প্রকার এবং ...কলি নূতন রকমের। তিনি ইউরোপে কখন ...এমন সামগ্রী দেখেন নাই।

পাঠক ! দেখুন এ গুলি ভারতবর্ষের সামান্য গৌরবের কথা নহে। এদেশ আবার এক দিন উন্নতির শিখরে অধিরোহণ করিবে সে ভরসা সকলেই করিতেছেন। কিন্তু এত আশা থাকিলে কি হইবে, দেশীয় লোকেরা ত কখন কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদের অক্ষিপুটে চাপিয়া রহিয়াছে, সে নিদ্রা কিছুতে ভাঙ্গিবে না। অন্য জাতি ভারতের অঙ্কে বসিয়া ইহাকে নিঃসত্ব করিবেন আর ভারতবাসীরা দেখিয়া দেখিয়া কেবল সাবাসি দিবেন।

দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্যবিভাগ হইতে দেশীয় লোকের যদি কিছু উপকার হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই বিভাগ হইতে কৃষি ও শিল্পিদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও যদি সেই রূপ হইতে থাকে তবে আহ্লাদের কথা বটে। বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা যদি এ দেশীয় লোকের পক্ষে খাটে তবেই এখানকার যথার্থ উন্নতি বলা যাইবে।

বঙ্গদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। গত ৬ জুলাই হইতে তথাকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানাদি ক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেড়লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সম্প্রতি টুপর সাহেব তথাকার অধ্যক্ষ আছেন। যাবৎ বক্ সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন না করেন ততদিন ইনি অধ্যক্ষ থাকিবেন। শ্রীযুক্ত কেয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নেই এই বিভাগ পুনঃস্থাপিত হইল। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এখানে যাহাতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ উঠাইয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। হাম্ সাহেব যদিচ বক্ সাহেবের মত দেশের উন্নতি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এতদিন ঐ বিভাগের স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য চলিলে অবশ্যই আমরা কিছু কিছু উপকারের মুখ দেখিতে পাইতাম।

পুস্তক সমালোচনা।

এই এক প্রহসন (১)। মদ্যপান ও লাম্পট্যের দোষ উদ্ঘোষণ করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহার রচনা ভাল হয় নাই। আজ কাল যেরূপ নাটক বাহির হইতেছে, এই খানিও তদ্রূপ। এক্ষণকার অধিকাংশ নাটক সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন আমরা এই প্রহসন সম্বন্ধে সেই কথাই বলি :—

"এ সব বই কি আবার লোকে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে ?"

রামায়ণং। মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীতং। বাল... কাণ্ডং। (২) শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ে... উদ্যোগ ও সাহস দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই...য়াছি। ইতি পূর্ব্বে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবা... পাঠকবর্গকে বিতরণ করিয়াছেন। এক্ষণে সানুবা... বাল্মীকি রামায়ণ বিতরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া... ইহার প্রথম কাণ্ড তিন্দুসমাজে উপহার দিয়াছেন... গ্রন্থখানি কাশ্মীর রাজার নামে উৎসর্গ করা হই...য়াছে, এবং এই মহারাজও প্রতাপ বাবুকে এ... সমুহৎকার্য্যে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিয়াছেন। অনু...বাদ উত্তম হইতেছে। এই গ্রন্থ সকলেরই এক এ...খানি রাখা উচিত।

সচিত্র অক্ষর পরিচয়। প্রথম ভাগ। শ্রীমহে...নাথ কালদার প্রণীত। সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত... এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযো... হইয়াছে, ইহাতেও দুই একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তি... হইয়াছে।

কণ্ঠ সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। (৩) শ্রীত্রৈলক্যনা... ঘোষাল প্রণীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছে... এদেশে সরল ভাষায় স্বরলিপি সংযুক্ত কোন বাঙ্গা... সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ হয় নাই, এই নিমিত্ত তিনি স... ভাবের কতকগুলি গান চলিত ভাষায় রচনা করি... সাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা করিবার বি... প্রয়াস পাইয়াছেন। সঙ্গীতের কতকগুলি ... আছে, সে গুলির জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীত বিদ্যা শি... করা যায় না। এই জন্য ইহাতে সেই বর্ণ বিন... হইয়াছে, সঙ্গীত শিক্ষাভিলাষীদিগের ইহা আ... হইলে ২ য় ভাগের গান সহজেই আয়ত্ত হইবে... গ্রন্থখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য) (৪) আ... ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিল... করিলাম। গ্রন্থকার নাটকের ন্যায় ইহাতে না... নায়িকার নাম দিয়া এই কাব্য খানি রচনা ক...রিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাতে প্রণয় প্রভৃতি করে... রসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি ইহার ... একটী নিপুনতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন তজ্জ... আমরা অতি প্রীত হইয়াছি, কবিতা... সরল, হৃদয়গ্রাহী ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। অধি... ইহার মধ্যে মধ্যে যে গানগুলি সংযোজিত হইয়া...

(১) বি ব্যানর্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৮৮ সাল। মূল্য ।০ আট আনা।

(২) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ... বিনামূল্যে বিতরিত। কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) কলিকাতা মুজাপুর ২০ প্রকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা ব... যন্ত্রে মুদ্রিত।

তাহা পাঠকালে হৃদয় আরও মুগ্ধ হয়। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন পরে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণের পাঠের নিমিত্ত আমরা এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নাচ শ্যামা, তালে তালে।
ঘাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি,
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ শ্যামা, তালে তালে।
বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ?
বনে বল তোর কি ছিল সুখ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই,
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায়!
এই গীত-রবে কোথে অন্তঃপুর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায়!
সাধ করে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে -
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাণ করি বরিষণ—
উপেক্ষা বাণের ধারা!
তবে দেখ্, পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর!
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা!

নবচিকিৎসাবোধ। (৫) এই পুস্তকে নানাবিধ রোগ এবং তাহার চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথ দ্বাদশ বৎসর কাল ঔষধ ও দ্রব্যগুণ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দুই ভগ্নী। (৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসের স্থূল বৃত্তান্ত এই—বীর গ্রামে রামনারায়ণ রায় নামে এক জন সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল; একটীর নাম কমলিনী, অপরটীর নাম বিনোদিনী। বাল্যকালে কমলিনী বিধবা হয়। বিনোদিনীর যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটি নিরাশ্রয় কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যোগেন্দ্র শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিতেন। বিনোদিনী তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, যোগেন্দ্রও তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

রামনারায়ণ রায়ের বাটীতে হরগোবিন্দ বাবু নামে একজন দুশ্চরিত্র ও বিশ্বাসী ভদ্রলোক দেওয়ান ছিলেন এবং মাধী নামে এক দাসী ছিল। যোগেন্দ্র কলিকাতা হইতে বিনোদিনীর নামে যে সকল পত্র পাঠাইতেন, মাধী তৎসমুদয় যথা সময়ে ডাকঘর হইতে আনিয়া দিত, এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র দিতেন, মাধী তাহা ডাকঘরে দিয়া আসিত। এজন্য বিনোদিনী মাধীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।

কালক্রমে কমলিনীর হৃদয়ে যোগেন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ জন্মে। কিন্তু যোগেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পরের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে তাহাদের পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া না দিলে তাহার জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া কমলিনী মাধীর সহিত মিলিত হইয়া বিনোদিনীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় কৃতসংকল্প হইল। যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে যে সকল পত্র পাঠাইতেন মাধী তাহা বিনোদিনীকে দেওয়া বন্ধ করিল এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহাও গোপন করিতে লাগিল। ক্রমে এই কুচক্রীর প্রণয়ী যুগলের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে তাঁহাদিগের চরিত্রে কোন প্রকার দোষ জন্মিয়াছে, এবং স্ত্রী পতির নিকট ও পতি স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। ক্রমে যোগেন্দ্র তাঁহার পত্নির উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হন যে একদা তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করেন ও তাঁহার ও তাঁহার কল্পিত উপপতি হরগোবিন্দ বাবুর প্রাণ বিনাশের সংকল্প করেন। কমলিনী বিনোদিনীকে যোগেন্দ্রের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া কলিকাতা হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিল দৈবাৎ সেই পত্রগুলি পাঠ করিয়া যোগেন্দ্র এই ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন ও তাঁহার পত্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলেন। এদিকে তাঁহার পত্নী পতিপ্রাণা বিনোদিনী স্বামীর কল্পিত দুর্ব্যবহার ও তৎকৃত অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মাধীদাসী দ্বারা বিষ আনাইয়া পান করেন। সুতরাং যখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অন্তঃপুরে গেলেন, তখন দেখিলেন, যে বিনোদিনীর অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন তিনি অনুতাপে অধীর ও শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কমলিনীও ভগ্নমনোরথ হইয়া উন্মত্তা হইল। সকল অপরাধের প্রধান অপরাধিনী মাধী আত্মহত্যা করিয়া তাহার দূষিত ও ঘৃণিত জীবনের শেষ করিল।

শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া বিলক্ষণ কৃতার্থ ও প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এ পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই। নায়ক যোগেন্দ্র ও নায়িকা বিনোদিনীর চরিত্র বর্ণনা একরূপ ভালই হইয়াছে। তবে পুস্তক খানিতে বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের একটু গন্ধ আছে। মাধী বিষবৃক্ষের হীরার নকল। কিন্তু হীরা যে ধাতুতে নির্ম্মিত মাধী সেই ধাতুতে নির্ম্মিত হইলেও মাধীর ছবি হীরার অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর সহিত বিনোদিনীর অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক আমরা এই উপন্যাস পাঠে প্রীত হইয়াছি।

ভারত মহিলা। (৭) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, প্রণীত। এই পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকই আমাদের গৌরবের ধন। এ[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় লেখকের [illegible] বৃদ্ধি হইবে পণ্ডিতসমাজে আমাদের দেশের তত [illegible] গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এই গ্রন্থ খানি রচনা করি[illegible] হরপ্রসাদ বাবু মহারাজ হোলকারের নিকট পুরস্কা[illegible] লাভ করিয়াছেন। লেখক এই পুস্তকের দ্বিতী[illegible] অধ্যায়ে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল কি না[illegible] তাহারা অবরোধবর্ত্তিনী থাকিত কি না? তাহাদে[illegible] কিরূপ বিদ্যা শিক্ষা হইত? তাহাদের বিবাহে[illegible] কাল ও নিয়ম কিরূপ ছিল? কি অপরাধে [illegible] পরিত্যাগ করা হইত? তাহাদিগের সহিত কির[illegible] ব্যবহার করা উচিত? তাহাদের কর্ত্তব্য কি[illegible] তাহারা ধনাধিকারিণী হইত কি না? বিধবার কর্ত্ত[illegible] এবং দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ দণ্ডবিধান [illegible] কর্ত্তব্য? এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া[illegible] সংস্কৃত গ্রন্থে নারি জাতির চরিত্র যেরূপ উক্ত [illegible] য়াছে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করাই [illegible] গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৬ ই জুলাই। গত রাত্রি লর্ডদিগের সভায় [illegible] ট্রান্সবাল সম্বন্ধে যে তর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে লর্ড কার্না[illegible] এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান রাজনীতির উপর দোষা[illegible] করেন। তদুত্তরে লর্ড কিম্বারলি বলেন যে ট্রান্সবাল স[illegible] এক্ষণে সকল কথা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তদুপ[illegible] রাজকীয় কমিশন যে যে বিষয় ধার্য্য করিবেন তাহা প্রচা[illegible] করিবার জন্য আপাততঃ তথায় ইংলণ্ডের সৈন্য রাখা হইবে[illegible]

---

(৫) শ্রীনবকুমার নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মুনসী গোলাম মাওলা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিবায়হের মোরতজবি প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল। মূল্য এক টাকা।

(৬) শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৭) কাঁঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ [illegible] পাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় [illegible] প্রকাশিত।

ইরিষ ল্যাণ্ডবিলের ৩২ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটির অনু- হইয়াছে, কেবল ২৭ ও ৩৪ প্রকরণ বিবেচনাধীনে আছে।

টিউনিশ ১৯ ই জুলাই। ফরাসীনৌসেনাদল স্ফ্যাক্সের অনতি- নীত হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্ম- রিতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ পাওয়া যে প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড দিন দিন আরোগ্য লাভ ছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটে গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মি ৫৫০ জন মারা গিয়াছে। আজিকাল ইংলণ্ডেও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

টিউনিস ১৭ ই জুলাই। ফরাসী নৌসেনাদল স্ফ্যাক্স অধি করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। দিগের পঞ্চাশ জন হতাহত হইয়াছে।

প্রিন্সমিউরাট (ফরাসী সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী) ন্য ব্যক্তিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করা অপরাধে লিপ্ত ক জন কারলস ক্লাব হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। আয়র্লণ্ডের কৃষিজীবী মজুরেরা র গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

থচাইল্ড এবং বেরিং কোম্পানি মধ্য বঙ্গ রেলওয়ের বিজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ইহার মূল ধন দশ লক্ষ পাউণ্ড।

কেপ্টাউন হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্র এই সংবাদ পাইয়াছেন যে ট্র্যান্সভাল বোয়ারদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। গত রাত্রি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়া যে এই কয়েক ব্যক্তি আইরিস ল্যাণ্ড কমিশনে নিযুক্ত ন :—

সার্জেণ্ট ওয়াপ্যান, টাইরোণের প্রতিনিধি মেম্বর লিটন হ এবং ভারনন সাহেব।

হোমরুলেরা এবং কন্সারবেটিব দলের সংবাদ পত্র এই কমি- নিয়োগের প্রতিবাদ করিতেছেন।

জন ষ্টামলীর মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির শেষ রণ কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে। কতকগুলি নূতন প্রকরণ বেশিত হইয়াছে।

আলজিয়র্স ১৯ এ জুলাই। আলজিরিয়া এবং টিউনিসে শীয় গোলযোগ বাঁধিয়াছে। প্রধান প্রধান নগরে বিদ্রো- অত্যাচারের ভয় দেখাইতেছে। জনরব এই যে আলজি- স্থিত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ কনষ্টাণ্টিনোপলে সৈন্য প্রেরণ বার উদ্যোগ করিতেছেন।

সিমলা ১৯ এ জুলাই। পেশোয়ার সেনাসন্নিবেশের অশ্বা হী সেনাদল গত রাত্রি শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। দুইজন বের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল নামক আইনের পাণ্ডুলিপির সকল প্রকরণ পরে বিবেচনা করা যাইবে বলিয়া স্থগিত রাখা য়াছিল তৎসমুদায় কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী ভূমিসংক্রান্ত কমিশনর মনোনীত করাতে মরুলদলের সভ্যগণ আর কোন আপত্তি করেন নাই, কেবল দলের যাহারা একান্ত অনুরক্ত তাঁহারাই আপত্তি করিতেছে।

মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের জন্য বিস্তর চাপ উঠিতেছে।

ধাতুদ্বয় নির্ম্মিত মুদ্রাসংক্রান্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার ন্য ইটালীর গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান রাজ্যের নিকট আবেদন রিতেছেন।

টিউনিশ ২০ এ জুলাই। টিউনিশের সেনাদলের সেনাগণ দলে দলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে।

পারিস ২১ এ জুলাই। টনকুইন উপসাগরস্থ নৌসেনা বর্গের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফরাসীদেশীয় প্রতিনিধি সভা (চেম্বর অব ডেপুটিস) পচিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতি হইতে যশস্কর ফল উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া কাবিনেট মন্ত্রীদিগের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সাধারণের ব্যয়ে তাঁহাদিগকে ভোজ দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

গত ৩রা শ্রাবণ শনিবার বাকইপুর সাধারণ পুস্তকালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের অনেক ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জমীদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার রায় চৌধুরী ও বাবু সুরথকুমার রায় চৌধুরীর যত্নে এ পুস্তকালয়টী প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পুস্তকালয়টীর ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। এই অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঐ বাবুদ্বয়ের যত্নে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমীদার সন্তানেরা এরূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, এটী আমাদের অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। সকল ধনি সন্তানে যদি এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আমাদের দেশের আর এক মূর্ত্তি হইয়া উঠে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কুপার আগামী এপ্রেল মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন। সর আশলি ইডেন সাহেবও আগামী মে মাসে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইহাঁরা উভয়েই লোকের মনে অনেককাল জাগরূক থাকিবেন।

সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে বিনামূল্যে বরফজল দেওয়া হয়। যাহাদের অধিক দরকার, তাহারা সকল কার্য্যেই বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

৫ শ্রাবণ মঙ্গলবার করাচি ও রাজকোটের মধ্যস্থলে ভুজনগরের সন্নিকটে ঘূর্ণমান ঝঞ্ঝাবায়ু দেখা দিয়াছিল। এবার ধূমকেতুর উদয় এবার পঙ্গপাল, ঝঞ্ঝবায়ু ও মারীভয় প্রভৃতি অনেকেই দেখা দিবেন।

জলের কল এবং জলনিকাশের প্রণালী সম্পূর্ণ করিবার জন্য লাহোর মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও আটলক্ষ টাকা ঋণ চাহিয়াছে।

আগামী ৮ আগষ্ট পাটনার জজ বেভেরিজ সা- বের নিকট আবদুল সোভানের বিচার হইবে আমাদের বিবেচনায় এ বিচার বেভিরিজ সাহেবে করা উচিত নয়।

পঞ্জাবে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অমৃতস নগরে নানা স্থানে রাস্তা ও বাটীর মধ্য জল দাঁড় ইয়াছিল। অনেক বাটী ভগ্ন হইয়াছে।

নিকৃষ্ট ইংরাজের চরিত্র যে কত ঘৃণিত তাহাদে অমানুষোচিত নীচ প্রবৃত্তি দর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতী মান হয়। তাহারা চিরপ্রচলিত সমাজের রীতি ধর্ম্মনীতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করে। ইতিপূ আমরা পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম একজ ইংরাজ পাঁচ সিকায় তাহার পত্নীকে বিক্রয় কা য়াছে। আবার সম্প্রতি শেফিল্ড নগরে একজন এ বোতল মদের বিনিময়ে তাহার সহধর্ম্মিণীকে অনে হস্তে সমর্পণ করে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী তালি প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় এরূপ পত্নীবিক্রয় ইংলণ্ডে সচরাচর ঘটিয়া থাকে বোধ হয় যেমন দেবা তেমনি দেবী।

যাহাতে প্রাণদণ্ডবিধি উঠিয়া যায়, তজ্জ পার্লিয়ামেণ্টে একটী আইনের প্রস্তাব হয়। প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। একজন মনুষ্যের একজন মনুষ্যের প্রাণবধে যদি অধিকার না থা এ আইনটী পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। কেহ আদালত অগ্রাহ্য করিয়া স্বহস্তে আইন লই আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা যদি রাজা কুপিত হন, তাহা হইলে একজন ম অপর মনুষ্যের প্রাণবধের ভার স্বয়ং গ্রহণ করি ঈশ্বর যে কুপিত হইবেন না তাহা বোধ হয় না।

কান্দাহার হইতে ২২ এ জুলাই এই সং পাওয়া গিয়াছে যে আয়ুব খাঁ নাওজাদে উপস্থি হইয়াছেন। নাওজাদ হেলমণ্ডের পূর্ব্বদিকে মাইল দূরে অবস্থিত। হেলমণ্ডের উপকূলে কিরা গাজ নামক দুর্গে আমিরের সৈন্যদল গোলাম দার খাঁর অধীনে আয়ুবের অপেক্ষা করিতেছে।

১৯ এ জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় দুই প্রহ সময় পেশওয়ার ও জামরুদ রাস্তার মধ্যস্থলে এ লোক সাত জন ভারতবর্ষীয় সৈনিক আ ও হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কেবল একজন রক্ষা পাইয়াছে। কাহারা যে এই কাণ্ড করি তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

বাঙ্গালোরের অন্তঃপাতী মার্কার নগরে আপীসে গত বুধবার রাত্রে ডাকাইতি গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত ছেন। এমন কি তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না সন্দেহ।

জনরব এই যে ভারতেশ্বরী মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব র আদাম সাহেবের কার্য্যের পরিচয় পাইয়া ার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যারোনেট উপাধি দিবার ন করিয়াছেন। কেবল পরাপরাধে পরের দণ্ডের নয়, পরের গুণে পরের পুরস্কারেরও বিধি ছ।

পোষ্ট আপীসের মধ্যে সেবিংস ব্যাঙ্কের একটি াগ থাকিবে বলিয়া এক জনরব উঠিয়া-। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে উহার কার্য্য স্ত হইবে। আপাততঃ উহার জন্য নিয়মা- প্রস্তুত হইয়া পোষ্ট আপীসের প্রধান কর্ম্মচারী ার নিকট প্রেরিত হইতেছে। ক্রমে ডাকবিভাগ কর হইয়া উঠিল।

সেণ্টজেমস রাজবাটীতে সম্প্রতি যুবরাজ প্রিন্স ওয়েলস মহারাণীর পরিবর্ত্তে দরবার করেন। দরবারে ডাটিংটন সাহেব হায়দ্রাবাদের সুবি- ৎ মন্ত্রী সর সালার জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা াব মকরম উদ্দৌলা বাহাদুরকে যুবরাজের নিকট স্থিত করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের সেক্রেটারির পত্রের কিয়দংশ প্রকা- হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মহারাণী ্র জেনেরল রবার্টস সাহেবকে ভারতবর্ষীয় াদলে রাখিবার মানস করিয়াছেন। তিনি াজ প্রেসিডেন্সির সৈনিকদিগের অধিনায়ক বেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি পমান সাহেব সপরিবারে আমেরিকা বাস করি- মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখেন " আমেরিকার ইউনাইটেড ট ভবিষ্যতে যে মনুষ্য জাতির প্রধান আবাস ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই " তবে ইংলণ্ড মাদের পল্লীগ্রাম।

এইরূপ প্রবাদ যে মিধাত পাশা তুরস্কের ভূত ং সুলতানের হত্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া বর্ত্তমান লতানের সম্মুখে আনীত হইলে সুলতান অবজ্ঞা কাশ পূর্ব্বক তাঁহার মুখে থুথু দেন কিন্তু মিধাত শা সেই অপমান সহ্য করিয়া বলিলেন যে তাঁহার জুর মুখ হইতে যাহা বহির্গত হইয়াছে তাহা হার ভগ্নহৃদয়ের ঔষধ স্বরূপ। অনন্তর হামিদ লিলেন তুমি যে নির্দ্দোষ তাহা প্রমাণ কর। তদু- রে তিনি তাঁহার স্বান্দোলনপরীক্ষিত গৃহমধ্যে মুদ দামাদ পাশার প্রেরিত এক খানি পত্র অনু- ন্ধান করিয়া আনয়ন করিতে বলিলেন। পত্রখানি ানীত হইলে দেখা গেল যে তন্মধ্যে এই কয়েকটী াক্য লিখিত আছে " কার্য্যসমাধা হইয়াছে, সময়া- ভাবে আমরা আপনার পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। "

কোট উদয়পুরের রাজার ৭ জুলাই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নয়টি মহিষী এবং সাতটি পুত্র। পুত্রগণের মধ্যে কে যে তাঁহার সিংহাসনে অধিরো- হণ করিবেন, অদ্যাপি তাহা স্থির হয় নাই। আপা- ততঃ তাঁহার দেওয়ান ও তাঁর ভাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পোষ্ট আপিশের সহিত মনিঅর্ডার আপিশ একত্র হওয়াতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, গত ৩১ মার্চ্চ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে অন্যূন এক কোটি টাকার মনিঅর্ডার হইয়াছিল।

গিরিস্কের যুদ্ধে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল আমির আবদুল রহমন তাহাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

শমসুল আখবার নামক মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে পারস্যের সাহ আমির আব- দুল রহমনকে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া- ছেন যে আফগানস্থানের দক্ষিণাংশের প্রজাগণ আয়ুব খাঁর একান্ত অনুরক্ত, অতএব কান্দাহার রাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করা বিধেয়। কান্দাহার আয়ুব খাঁর হস্তে অর্পিত না হইলে আফগানস্থানের গোলযোগ যুদ্ধ ও রক্তপাত কিছুতেই নিবারিত হইবে না বরং তাহাতে কাবুল উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। বোধ হয় ভিতরে রুশিয়ার পরামর্শ আছে।

১৮৭৯ অব্দে এতদ্দেশে ২৫৭ টি চা বাগান ছিল, এ বৎসর আরও ১৭ টী বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ বৎসর দারজিলিঙে ৩৩,৮৫৪ পাউণ্ড চা প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা ছাপরা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়েকটী প্রাপ্ত হইলাম। " ছাপরা বা সারণ জেলায় এ পর্য্যন্ত প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। ভুট্টা প্রভৃ- তির বড় অনিষ্ট হইতেছে। যদি সত্বর বৃষ্টি না হয়, তবে ভাদই ফসলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইবে। সম্প্রতি সহর ছাপরা মধ্যে বিসূচিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

এখানে গঙ্গাতে একখানি ষ্টীমার রাখাতে ছাপরা হইতে পাটনা গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। এখানকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাক- ডনেল সাহেব মহোদয়ের যত্নে এই সৎকার্য্যটি হইয়াছে।

এবৎসর নীলের অবস্থা উত্তম। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়াতে ক্ষতি হইতেছে। "

কোয়েটা হইতে পায়োনিয়র সংবাদ পাইয়াছেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে ফারা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য হামিদ খাঁ এবং মহম্মদ হোসেন খাঁ দিল আরাম নামক স্থানে খাদ্যা সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে আমির আবদুল র মন গিরিস্ক নামক স্থানে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্ত হইতেছেন। এজন্য তিনি দুই দল সৈন্য ও বার কামান গিরিস্কে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গব মেণ্ট কাবুলে ও বাঁড়ে বাঁড়ে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দি ছেন। এখন যদি কোন পক্ষে সাহায্য দান করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। উহাঁরা বাহু পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যাঁহার বাহুবল অধিক হই তিনিই রাজা হইবেন। কাবুলবাসিরা এরূপ রাজ ভাল বাসেন।

পুনার সংবাদ পত্র বলেন যে ডাকাইত বাসুদে বলবন্ত ফদকের সহযোগী টাটি আটয়া গুপ্ত হইয়া টান্নার বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

রুশ রাজ গাচিনা হইতে পিটারহফে গ করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার টাউনহলে লোক সংখ্যার ক চারীদিগের সহিত পুলিশ প্রহরীদিগের তুমু দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভদ্রলোক উপলক্ষে এমন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়া পুলিশ কমিশনর হারিসন সাহেব স্বয়ং তদা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহে পত্নী বিলক্ষণ দানশীলা। তিনি হার্ডিয়া নগরে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটী অনাথ নিব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মিরর বলেন গবর্ণর জেনেরলের আগ্রা নগ দরবার করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইয়েল কালেজের অধ্যাপক হুইটনি সা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া বার্লিন হই তাঁহাকে নাইট উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

টিউনিসের নিকট ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

জেকোবাবাদে পঙ্গপাল দেখা গিয়াছিল, কি কোন অনিষ্ট করে নাই।

এ বৎসর লণ্ডন ও নিউ ইংলণ্ডে বসন্ত রো ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

এ বৎসর সিংহল দ্বীপে বৃষ্টি হয় নাই অদ্য গ্রীষ্মকালের ন্যায় রাস্তায় ধূলি উড়িতেছে।

পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য ফাউলার সা বলিয়াছেন যে যখন ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বি কমন্স বাটীতে অর্পিত হইবে, তখন তিনি দে রাজস্ব ও আয় ব্যয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার একটী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিবেন। তের রাজস্ব বিভাগের যেরূপ সান্নিপাতিক বি

৪ পরগণার ও হুগলীর আডিশন্যাল জজ ও আডিশন্যাল
র জজ এইচ বেভরিজ হুগলীর জজ হইলেন।
াবু শিবপ্রসন্ন সেনের অনুপস্থিতি কালে সব ডেপুটী কালে-
কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত বাবু বিহারিলাল গোস্বামী
ীপুরের অন্তর্গত কাঁথি বিভাগে রহিলেন।
ারালয়ের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, জে,
ঢাকা জেলার সদর ষ্টেশনে গেলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮৮১। ১১ ই জুলাই। গবর্ণমেণ্ট প্লেডার বাবু পরমার্থ
পাধ্যায় শান্তিপুরের অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। তিনি
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
৮৮১। ১৩ ই জুলাই। রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
ালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
চন্দ্র গোস্বামী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন,
সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।
৮৮১। ১৮ ই জুলাই। গোয়ালপাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
ী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর
ষ্ট্রেটের ও মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।
৮৮১। ১৯ এ জুলাই। হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও
ক্টর টি, ইংলিস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
লেন।
শার প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু শিবশঙ্কর সহায় ছোট আদা-
র বিচার্য্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে
বেন।
বারাসতের প্রথম মুন্সেফ বাবু উমাচরণ দত্ত ছোট আদালতের
পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—২১ এ জুলাই ১৮৮১।

গত শনিবার কুকুরের মকদ্দমা শেষ হইয়া
াছে। নিরীহ ব্রাহ্মণ বালক খালাস পাইয়াছে,
কিমও এক প্রকার খালাস পাইয়াছেন। হুগলী
ন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কি শুভ-
ণ বিলাতী কুকুরের জন্ম হইয়াছিল! তাহার
াতে দেশ শুদ্ধ উন্মত্ত। একটা কথা বলিতে হইল,
বিধি আইনের ৪২৯ ধারায় লেখা আছে যে, ৫০
কা কি ততোধিক মূল্যের কোন পশু, গরু, মহিষ
অশ্ব হত্যা কি অঙ্গহীন করিলে ৫ বৎসর
ারাবাস ও জরিমানা ইহার অন্যতর শাস্তি অথবা
ভয় প্রকার দণ্ড হইবে। ব্যবস্থাপক সমাজের কি
রূপ উদ্দেশ্য সম্ভব যে কুকুরকে কুকুর ফেলিয়া
লে তাহার এতাদৃশ গুরু দণ্ড! আইনটী বিষম
রা উচিত।

হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুলে একজন মৌলবী নিযুক্ত
ইয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার বেতন ও ২৫ টী মুসল-
ন ছাত্রের অর্দ্ধেক বেতন মৃত মহাত্মা মহম্মদ
হসিনের প্রদত্ত টাকা হইতে সঙ্কুলান হইবে, কিন্তু
রূপ বন্দোবস্ত এক বৎসরের জন্য হইয়াছে।
যদ্যপি মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অধিক হয় তবে
ঐ বন্দোবস্ত থাকিয়া যাইবে। আমরা ভরসা
করি হুগলীর মুসলমান অধিবাসীরা আপন আপন
বালকদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন
নতুবা শেষে কাঁদিতে হইবে।

হুগলীর জজ আদালতে দায়রা হইতেছে।
জাহানাবাদ সবডিবিজন এই জেলায় ফিরিয়া আসা
পর্য্যন্ত দায়রার মকদ্দমা অনেক হইয়াছে। জজ
বাহাদুর প্রায় এই কার্য্যেই লিপ্ত থাকেন। অতএব
এখানকার এডিসনেল সব জজের পদ স্থায়ী করা
উচিত। অথবা পূর্ব্বে যেরূপ একজন স্বতন্ত্র দায়রার
বিচারের জন্য জজ ছিলেন, তদ্রূপ হইলে মন্দ
হয় না।

গত সপ্তাহে চুঁচুড়ার মণ্ডলদিগের ধর্ম্মপুরের
বাগানে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
অভিনন্দনার্থ সভা হইয়াছিল। শুনিলাম সভাতে
গান পান আহার সকল প্রকার আমোদ হইয়াছিল।
সভাতে সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হইত।
বঙ্কিম বাবু যে প্রকার বিচক্ষণ বিচারক ও সর্ব্ব-
সাধারণের প্রিয়, উঁহার সম্মাননা করিতে কি বড়
কি ছোট সকলেই অগ্রসর আছেন। আমাদের
সামান্য বুদ্ধিতে দুই চারি জন বড় লোকের প্রশংসা-
লাভ অপেক্ষা সামান্য দীন দুঃখীদিগের আশীর্ব্ব-
চন অধিক প্রীতি ও যশস্কর।

জনরব এই যে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকেরা
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন সাধারণ হিতজনক
বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

রাণাঘাট

১৫ ই জুলাই ১৮৮১।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়
এম্ এ, মহাশয় এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

রাণাঘাটের "ইউনিয়ন" ক্লবের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি
ও উন্নতি হইতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লা-
দিত হইলাম রাণাঘাট ইউনিয়ন ক্লবের সুযোগ্য
সেক্রেটারি তত্রত্য মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু
রাজেন্দ্রকুমার বসু মহোদয় এই ক্লবটীর উন্নতি
সাধনার্থ আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা পাইতেছেন। এই
ক্লবের উন্নতি সাধনার্থ কাসিম বাজার নিবাসিনী
দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ২৫ টাকা,
সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২৫ টাকা ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহোদয় স্বপ্রণীত যাবতীয় গ্রন্থাবলী দিয়া আমা-
দিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গেঁওখালী—১১ ই জুলাই ১৮৮১।

মহাশয়! আমাদের বালগ্রামের অনতিদূরব
কামার্দ্দা নামক স্থানে জগন্নাথদেবের রথপর
দিবস একটী ভারী শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। শুনি
লাম যে, একটী যুবকের উরুদেশ দিয়া রথ চলি
যাওয়াতে সে মৃতবৎ হইয়াছে, আরও বালেশ
"সংবাদ বাহিকা" নামক উৎকল পত্রে দেখিল
যে, নীলগিরির রথচক্রে পতিত হইয়া একজ
বৃদ্ধার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল সন্ধ্যার সময় উত্তর দিকে
আকাশ মধ্যে একটী ধূমকেতু দেখা যাইতেছে
ইহা দিবসে উদিত হয় বলিয়া উদয় স্থান নি
করা কঠিন। রাত্রি প্রায় ৩ প্রহরের সময় ই
অস্তমিত হয়।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের মা
ষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত বীডন বাহাদুর এ
বালেশ্বর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে উড়িষ
বাহাতে রেল হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট
য়াছেন।

আমাদের গ্রামের নিকটস্থ ভোগরাই আউট পো
এলাকায় একটী অতি অল্পবয়স্কা বালিকার বিছা
অগ্নি লাগাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শীতল ব
সেরেস্তার মোহরর বাবু গৌরমোহন বসু জাল
দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাবু কালীকি
সেনের বিচারে দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছেন।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের মা
ষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীডন বাহাদুর অত্রত্য ডে
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কে
নাথ বিশ্বাসকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কা
ক্টরের ক্ষমতা দিবার রিপোর্ট করিয়াছেন।

গত ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার ময়ূরভঞ্জের
কাটী পরগণার জামশুভিয়া গ্রামে সালুকা
নামক একজন সাঁওতাল যুবক ভজইমাঝি না
অন্য এক বালককে যষ্ট্যাঘাত দ্বারা বধ করিয়া
হত্যার হেতু এই যে ভজইর পিতা মকরমাঝি চি
ৎসা ব্যবসা করিয়া থাকে। সালুকার একটী পী
পুত্রকে চিকিৎসা করিয়াছিল। কিন্তু উ
চিকিৎসায় সন্তানটী মারা পড়িল। ইহাতে
মন্ত্র তন্ত্রে পুত্রটীকে বধ করিয়াছে এই বিশ্বাস ক
প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে মকরের পু
মারিয়া ফেলিয়াছে। সালুকা পুলিষ কর্ত্তৃক
হইয়া আপনার দোষ স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া
এ প্রদেশের অশিক্ষিত আদিম নিবাসী
ডাইন অথবা বাণ মারিয়া কিম্বা মন্ত্রাদির
লোকের প্রাণ বধ করিবার বিশ্বাস থাকাতে
সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

বালেশ্বর থানার সব ইনস্পেক্টর রসিদ কৃত্রিম
রিবার অপরাধে সস্পেণ্ড হইয়াছেন।

গত সংস্কৃত পরীক্ষায় পুরীজেলার যোগেন্দ্র মিশ্র
নক একজন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজা
মানন্দ দেব প্রদত্ত ৪০ টাকা এবং বাবু গৌরী-
ন্ধ জানার ৩০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং
র শিক্ষক গোপীনাথ মিশ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে
টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অকুড়া পরগণার পড়ুয়া নিবাসী বিপ্রচরণ
জেনা মহাপাত্রের পুত্র শ্রীচরণদাস বিদ্যাধর
পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাজবল্লভ পাত্রো মহাশয়ের
কস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নগদ ৮০০ টাকা
য়া তমসুক লিখিয়া দিয়া রেজিষ্টরী করিতে গিয়া
সুক লইয়া রেজিষ্টরী না করিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান
য়াছেন। যাহার পিতা সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক
লন, তাঁহার পুত্রের এই ব্যবহারে সাধারণে
ঘত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার নামে ফৌজ-
রীতে মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে।

কটকের আবগারী দারগা ও কেরাণী সস্পেণ্ড
য়াছেন। তাঁহাদের দোষ এই যে বঙ্গদেশের
গোলা হইতে ১২ মণ গাঁজা এখানে আসিয়াছিল।
র তামামী নকসায় উহা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু
গোলার নকসায় খরচ লেখা না থাকায় বোর্ড
কিয়ৎ তলব করেন। এখানে তাহার পাশ ওয়াস
তে পাওয়া গেল না। উক্ত কর্ম্মচারিদ্বয়ের উপর
আমদানীর সন্দেহ করা হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম বাঁকিজেলার শাসন প্রণালীর
বর্ত্ত সম্বন্ধে যে নূতন প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে
কি নিবাসিরা ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত
য়াছেন। দরখাস্তকারীদিগের প্রার্থনা এই যে
তঃ চলিত বন্দোবস্ত শেষ অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ
স্ত প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনটী স্থগিত থাকুক; আর
একান্ত তাহাই করা না হয়, বাঁকিজেলাকে
র অন্তর্গত না করিয়া কটকজেলার অন্তর্গত করা
ক।

পুরী এলাকার লবণপোক্তানিতে ৬ই জন কন-
বল লবণ চুরী করাতে ওথাকার মাজিষ্ট্রেট তাহা-
দিগকে ৭ মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ
য়াছেন।

কটকস্থ জেলখানায় কল দ্বারা কাগজ প্রস্তুত
া স্থির হইয়া বিলাত হইতে একটী কল আনীত
য়াছে। ১৫ ই মঙ্গলবার উক্ত কল কটকে পৌছে।
নিলাম তাহার মূল্য ১০ হাজার টাকা। আপা-
তঃ মনুষ্য দ্বারা উক্ত কল চালিত হইবে।

দীপিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল যে কটকে
বী ওলাউঠা হইয়াছে।

অবধূতে ৯০০০ নারিকেল বৃক্ষ বিক্রয় হয়। বৰ্দ্ধ
মানের মহারাজ তাহা ক্রয় করিয়াছেন।

আজ কাল চাঁদবালীর রাস্তা উত্তম মেরামত
হইয়াছে। স্থানে স্থানে পোল প্রস্তুত হইতেছে এবং
বাণিজ্যেরও সাতিশয় উন্নতি দেখা যাইতেছে।

জামালপুর।

বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে জামালপুরে "পিপল্স
ফ্রেণ্ড" নামক এক খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক
সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। কাগজ খানি দুই
ফরমার আকারে আপাততঃ দেখা দিয়াছে, গ্রাহক
সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আরও এক ফরমা বাড়িতে পারে,
লেখা মন্দ হইতেছে না। ঈশ্বরের নিকট এবং পাঁচ
জনের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন
বেঁচে বর্ত্তে থাকে, এ হতে জামালপুরের মুখ উজ্জ্বল
হইবে।

মধ্যে মুঙ্গের পুলিসের সুবেদারের সহিত তথাকার
আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কথায় কথায় বিবাদ
হয়। উক্ত আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সুবেদারকে
মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া সোপরদ্দ করেন যে
সুবেদার তাঁহাকে অমর্য্যাদাসূচক বাক্য প্রয়োগ
করিয়া অপমান করিয়াছে। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের
বিচারে সুবেদারকে পদচ্যুত করাই স্থির হইয়াছে।
সুবেদার অনেক দিন পর্য্যন্ত পুলিসে যশের সহিত
কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন সুদক্ষ লোক।
আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের একণে সম্পূর্ণ যৌবন
কাল; অতএব তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটে
সোপরদ্দ করিবেন ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা
হউক বিচারটী কেমন বোধ হইল। সামান্য অপ-
রাধে বহুকালের লোকের এককালে পদচ্যুতি!

আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর পরিবার কয়েক
দিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম
৪০ বৎসর আন্দাজ হইবে। ইনি সামান্য বেশেই
বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, হস্তে দুইগাছি স্বর্ণ
বলয় মাত্র আছে। কত গলা, গাঁথা, অন্বেষণ
হইতেছে, কিন্তু কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে
না। পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ এপ্রকার
স্ত্রীলোক দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া মুঙ্গেরে
পাঠাইয়া দিলে অথবা সংবাদ দিলে মহোপকার
সাধন করিবেন।

বর্ষাকাল কিন্তু এখানে অদ্যাপি বর্ষার নাম মাত্র
নাই। যে অত্যল্প বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে ভুট্টা
অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে।

ঠিকানা।

ঙড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা
৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
তারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
ভাবে সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০
না; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
র্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
তিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
ডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
ধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
মের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
ন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
নান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
র মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
র পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
নে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ
বেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে
রামায়ণ (মূল অনুবাদ)
বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও
হকগণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ
তরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন
বেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত
তব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং
তব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে
রিবেন ইতি।—

তব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
ড়োসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
মরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-
ষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া
ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন
করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে
লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-
ধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম
পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট
পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম
পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন
মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব
কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও
সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায়
ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক
দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ
কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ
প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী
আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-
ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার
সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার
আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং
৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া
দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে-
ষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক
বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত-
স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-
মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই
সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক
পোয়ার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও
কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি,
মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ,
অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া
শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া
কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৷০
প্যাকিং খরচা	৴০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহ
করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্র
মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃ
য়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরি
ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভ
নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালী
বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃ
করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলে
মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টা
প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ স
লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে করেণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে
কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপ
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ স
ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আ
একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর
হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বাতট
হইয়া তৎকর্তৃক বাক্যরোধ অবশাঙ্গ হয় এবং
থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এল
পেথিক এবং হোমিও পেথিক মত চিকিৎসা ক
আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে শিমলানিব
কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ
উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরি
প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে
বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার
শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যা
সাং ইষ্টানহোপ লে

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকা-কারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার ও মংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত অক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫।০ টাকা আর ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও মাসুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৫।৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ব্লাক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

...কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেন্ট ...। হন্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার ...কারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে ...পেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক ...। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ ...কর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমে-...ন অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা ...প নহে।

সোণার হন্টিং ইংলিস ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

...ক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক ... আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

...কর্ত্তা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি ...ক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যব... করিলেও নষ্ট হইবে না।

...রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল ...স মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

...উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল রং-...ষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৮০ ও ততোধিক মূল্যে।

...সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

...মেরামত।

...ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র এবং বস্তু প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৮।১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁপি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

---:০:---

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরপুর	১০
" " রাখালদাস হালদার—রাঁচি	১০
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল	১০
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী সন্তোষগ্রাম	১০
" " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—দাতনা	১০
" নরেন্দ্রনারায়ণ দে—ইটালী	১০
বাবু অমৃতলাল বসু—বহুবাজার	
" " কেনারাম সরকার—কাইতি	
" " শিবচরণ মিশ্র—কালিকাকুণ্ড	
" " নীলকমল লাহিড়ী—রঙ্গপুর	
" " অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী—পাণ্ডুয়া	
" " ভীমচন্দ্র দত্ত—সেরাজগঞ্জ	
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—খানাকুল	
" " দ্বারাবক্স জমাদার—জয়দেবভিটা	
কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর দারজিলিং	
ভারতবর্ষীয় সভা—কলিকাতা	
মুন্সি এলাহিবক্স ভূঞা—মধুপুর	
সেক্রেটরি কালনা—লাইব্রেরি	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶... আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪১ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২২ এ আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৸০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

...রের বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক ...মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের ...ক্ত কাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য ...য় বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা ... সকামের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ...র ফুলের বিচের জন্য ৩ টাকা নিদ্ধারিত ... নির্দ্দেশ হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

...কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিস্কৃত অর্শ, ধাতুর ...ত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ ..., ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ ...দেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র ..., যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হই-...ছে। যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোম-...কাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ...াদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে ...কাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি ...ালিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

...কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে ...রস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা ...রয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত ...ছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃত-...র্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, ...ারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল ...টীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা ...য়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা ...ত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য ...কার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে ...ন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে ...স্তার কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই। ... এই ঔষধ কলিকাতার, গরানহাটা, চিৎপুর ...তের ধারে ৩৩৭ নং ভবনে সারদারি পুস্তকালয়ে ...ল সময়ে পাওয়া যায়।

বরাহনগর নর্সারী।

... আমেরিকা হইতে "ওরায়ন" জাহাজ যোগে ...থবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি ...দি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তর্ম্মু-...দি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি ...লের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি তৃণের ...জ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ...লের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ...লের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২৷৹ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

বন্যা-প্রপীড়িত অধিবাসিগণের
১ ম—পত্র।

ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া আমরা যেরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছি, বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানের অধিবাসিগণের এরূপ শোচনীয় অবস্থা আজিও ঘটে নাই। দুর্দ্দশার চরম সীমা এক্ষণে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই আমাদের এ দুরবস্থার মূল কারণ; গবর্ণমেণ্টের দোষেই আমরা রসাতলগত হইতেছি।

কথাটা গোড়া হইতেই বলা উচিত। আজ প্রায় ২৭ বৎসর অতীত হইল, গবর্ণমেণ্ট, বর্দ্ধমান জেলায় প্রবাহিত দামোদর নদের এক পার্শ্বস্থ বাঁধ স্থানে স্থানে কাটাইয়া দেন:—যে পার্শ্ব কাটাইয়া দেওয়া হয় সমুদায়ে প্রায় দশ ক্রোশ পরিসর নদীর ধারে বাঁধ রহিল না। আর নদীর অপর পার্শ্বে খুব সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন;—কোথাও একটু খোলা রহিল না। ফল এই হইল, বর্ষাকালে নদীতে বান আসিলে, নদীর এক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বন্যার জলের প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল;—বন্যাপীড়িত বহুসংখ্যক প্রজা স্থানান্তরে পলাইয়া গেল; যে দুই এক স্থানের প্রজা একটু চোথল মুখল ছিল, তাহারা বড় কান্না কাটি না করায়, তাহাদের কেবল গ্রাম রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণপুর, জাহাঙ্গীরপুর ইত্যাদি। কোন কোন গ্রাম একবারে সমভূম হইল। কোটদীমুল নামে একখানি গণ্ডগ্রামের অধিকাংশ প্রজা পলাইয়া গেল; বন্যার তেজে গ্রাম মধ্যে দুইটা খাল হইল; জমী সকলে বালি পড়িয়া গেল; প্রজার দুরবস্থার পড়িতে লাগিল,—গোরু, বাছুর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বেড়ুগ্রাম নিবাসী ৮ দামোদর বসু ঐ গ্রামটী বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট হইতে পত্তন গ্রহণ করেন,—পত্তনদারের মালগুজারি বাদে প্রায় বার শত টাকা বৎসরে মুনফা ছিল; প্রজা সকল পলায়ন করায় পত্তনদার মালগুজারি করিতে না পারায় দখলমাইতে নিলাম হইল। ১২ শত টাকার মুনফার মহল, বর্দ্ধমানের মহারাজ খাস ডা... ১০ টাকায় ডাকিয়া লইতে বাধ্য হয়েন!! ... উচিত, গবর্ণমেণ্ট এই গ্রাম রক্ষার্থ বাঁধ বাধা... দেন নাই; পত্তনিদারের সাহায্যে গ্রামবাসি... চাঁদা করিয়া বাঁধ বাঁধিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কাটা... দিতে হুকুম দেন; বাঁধ কাটিতে একটু বিলম্ব ... যায়, গবর্ণমেণ্ট পত্তনদারের ৫০ টাকা জরিম... করেন। এ আজ ৮ বৎসরের কথা।

জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম কার্য্য হই... নদীর অপর পারের লোক বেশ সুখে থাকি... বন্যায় কিছু মাত্র কষ্ট পাইবে না, আর এক পা... লোক বন্যায় উৎসন্ন যাইবে,—ধনে প্র... নষ্ট হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমে... এ কি রকম বিচার? এক পারের অধিবাসিগণ এ... কি পাপ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে তাহারা গ... মেণ্টের এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হই... গবর্ণমেণ্টের কাছে সকল প্রজা সমান ত; তবে অ... গবর্ণমেণ্টের এত বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি কেন? ... ন্যায় বিচারে গবর্ণমেণ্ট দুই পারের লোকের ... এরূপ আকাশ পাতাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভেদ করিলে... গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই...

এইবার নিজ কথা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপ... দামোদর নদের এক পার্শ্বে আমাদের ব... আমাদের গ্রামগুলির নাম বেড়ুগ্রাম, বলরাম... গঙ্গারামপুর, লাপরা নর্শাপুর এবং শালিমডা... দামোদর নদী ধনুকের আকৃতিতে কোর ... গ্রামগুলিকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়া... আজ ৪ বৎসর হইল, গ্রামগুলির উত্তরে এবং দ... দুইটী ধনুষ্কোটীতে দুইটী হানা পড়িয়াছে; (অ... দুই ধারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।) সুতরাং ... কালে নদী উথলিয়া গ্রাম সকলকে প্লাবিত ক... কষ্টের একশেষ হয়, সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং মনুষ্যে... প্রাণ হানিরও সম্ভাবনা হয়। আজ ৪ বৎসর ... বাঁধ বাঁধাইয়া দিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগ... নিকট দরখাস্ত করিতেছি, কিন্তু কোনও ফল ... হয় নাই। ১ ম দরখাস্ত ১৮৭৮ সালে ২৮ এ ন... করা হয়, ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না... ২ য় দরখাস্ত ১৮৭৯ সালে ২৯ এ মে করা ... কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই; ৩ য় দর... ১৮৮১ সালের ২১ এ মে করা হয়—উত্তর নাই; ... দরখাস্ত ঐ সনের ১০ই জুন করা হয়,—উ... নাই।

তবে ৪ র্থ বার দরখাস্ত করার পর আষাঢ় ম... শেষে একটী লোক হঠাৎ আসিয়া গ্রামবাসিগ... বলে, আমি বাঁধের বিষয় তদারক করিতে আ... যাছি। কিন্তু গ্রামবাসিগণ উপস্থিত হইলে,...

বাঁধের বিষয় কিছু তদারক না করিয়া, একটু বেড়াইয়া চলিয়া যায়। এই তদারক সম্বন্ধে আরও অনেক গুরুতর কথা আছে, তদ্বিষয় এবং ঐ চারিখানা দরখাস্তের কথা, এবং আমাদের দুরবস্থার বিবরণ পরবারে বিবৃত হইবে।

১৯ এ শ্রাবণ ১২৮৮
বেড়্গ্রাম
পোষ্ট—মেমারি
(বর্দ্ধমান)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী
শ্রীমাধবচন্দ্র বসু
ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ

৭ ই ভাদ্র সোমবার।

বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব।

বালকেরা মৃত্তিকা লইয়া যেমন ইচ্ছামত ক্রীড়া করে, আমাদের দেশীয় রাজগণের অধিকার লইয়া রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বালক মৃত্তিকায় পুতুল গড়ে, আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে; রাজপুরুষেরাও সেইরূপ কোন কোন রাজ্য লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কখন গড়িতেছেন, কখন ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। তাঁহাদিগের যখন যাহা মনে উদয় হয়, সেই রাজ্যগুলিতে তখন তাহাই করিয়া বসেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহাদের কেহ নিয়ন্তা নাই, যেন অসীম ও অপরিমিত ক্ষমতা চালনের জন্যই তাঁহারা ইহসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা ইংলণ্ডে শাসন প্রণালীর কথা যেরূপ শুনিতে পাই, আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষস্থ প্রদেশসমূহে যেরূপ দেখি, দেশীয় রাজগণের অধিকার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত রাজপুরুষগণের কার্য্যকলাপে তাহার অন্যরূপ দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রেসিডেণ্টদিগের কার্য্য, প্রকৃতিও আকার, ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে, যেন সেখানে অত্যাচার ও অরাজকতা ভীষণ আকারে বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোমপ্রকাশের পাঠকদিগকে জয়পুরের বৃত্তান্ত বিদিত করিয়াছি; রেসিডেণ্ট মহারাজের নাবালক বয়স পাইয়া সেখানে ভয়ানক হুলস্থূল বাঁধাইয়াছেন। তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং কি অপরাধ করিলেন, কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কয়েকটী লোকের এইরূপে কর্ম্ম গিয়াছে। কিয়ৎকাল হইল সর সালার জঙ্গের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য হায়দ্রাবাদে তাঁহার একজন সহযোগী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আমীর ই কবীরের নিয়োগের প্রয়োজন কি তাহার কিছুই বলা যায় না। বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহাররাওকে বলা হইল তোমাকে আর দুই বৎসর সময় দিলাম তুমি রাজ্যের সুব্যবস্থা কর। ইতি মধ্যে কর্ণেল ফেয়ার এক হুজুক তুলিলেন, গুইকুমার তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অপরাধ প্রমাণ হইল না, সকলেই বুঝিলেন বিষ প্রয়োগের কথা হুজুক মাত্র। তথাপি তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল। কেন না তিনি রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। পাঠক! জানিবেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত দুই বৎসর কাল তখনও অতীত হইতে বিলম্ব ছিল। মলহাররাওকে পদচ্যুত করা হইল, গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তোমার যেখানে অভিরুচি সেখানে থাকিতে পার, কেবল সেই স্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া চাই; তুমি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা হইয়াছে? মলহাররাওর কাউনসেল ডাক্তার কাণ্ডনাথ যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি এখন সামান্য বন্দীর অবস্থায় কারাগারে বাস করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, এমন কি নিতান্ত দীন দুঃখির ন্যায় তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইতেছে। এই কি তিনি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পাইতেছেন? আবার মলহাররাওর যেরূপ অবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না, কেননা তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিশম্পাতে অভিশপ্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার মহিষীদ্বয়ের অপরাধ কি? ডাক্তার কাণ্ডনাথ বলেন যে, রেসিডেণ্ট মিওয়াড সাহেব তাঁহাদের অলঙ্কার ও ধনে হস্তার্পণ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে রেসিডেণ্টদিগের নিয়ন্তা নাই, তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য পোষ্য ও প্রিয়পাত্র। আবার সেই বরদার সিংহাসনে অপর এক জনকে বসান হইল নূতন গুইকুমারকে ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারদিগের সমুদায় অধিকার দেওয়া হইল, তথায় অপর একজন রেসিডেণ্ট রাখা হইল, ইংরাজদিগের অনুরক্ত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র সর টি মাধব রাওকে তাঁহার দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল। রাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং রেসিডেণ্ট ও দেওয়ান গুইকুমারের অভিরূপে এখন সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে এখন বরদার রাজ, যাহা মনে করিতেছেন তাহাই করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া তথায় তাঁহাদিগের ইচ্ছা, সুবিধা, ও স্বার্থের উপযোগী শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে গুইকুমারের ক্ষমতা দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হইতেছে। গুইকুমার পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিবেন, অন্তঃপুরের আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিবেন, রাজ্যের শুভাশুভ, ইষ্ট অনিষ্ট, কোন বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না। তাঁহার অধিকারে তাঁহার অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইবে, দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট বরদার প্রকৃত অধিকারী, প্রকৃত গুইকুমার হইবেন। ফলতঃ যখন গুইকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গদিতে বসিবেন তখন দেখিবেন, তিনি রাজক্ষমতাশূন্য রাজা, তিনি তাঁহার রাজ্যের কেহই নহেন, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার অধিকার ও মান সম্ভ্রম ইংরাজের দুই জন প্রিয়পাত্র অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

উল্লিখিত প্রস্তাবের আলোচনা করা আমাদের এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। তদনুসারে আমরা ইহাকে নিম্নলিখিত দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের শাসন-প্রণালী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে কি না?

২। এক্ষণকার অবস্থানুসারে বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

প্রথম বিচার্য্য বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে হইলে অগ্রে দেখা উচিত দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের অধিকার কি? এখন গুইকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক, সদসদ্বিবেচনা করিবার সময় অদ্যাপি তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। রাজ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বাদি করিতে এখনও তাঁহার কোন অধিকার নাই। ন্যায় ও দস্তুর অনুসারে তিনি ও তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন। রেসিডেণ্ট ও দেওয়ানকে এখন তাঁহার অছি বলিয়াও বলা যাইতে পারে, এবং তাঁহার অছির ন্যায় এক্ষণে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। অছির কর্ত্তব্য নাবালকের বিষয়, সম্পত্তি, ও স্বত্ব রক্ষা করা। যাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং যত্নসহকারে তাহার সম্পত্তির উন্নতিসাধন করা। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের সম্পত্তির হানি করিবার অছির কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এজন্য অছি রাজা ও নাবালকের নিকট দায়ী। নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অছির নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির নিকাশ লইতে পারেন। অছি যদি কোন সম্পত্তির হানি করেন, তিনি সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। কেন না অপ্রাপ্তবয়-

...রাজ্যশাসনের রীতি নীতি এবং জনসমা-
...প্রতিবিষয়ে জ্ঞান থাকে না, অনায়াসে প্রবঞ্চকে
...র প্রতারণার চরণ করিতে পারে; বুদ্ধি,
...ও জ্ঞানের অপরিপক্কতা বশতঃ বিষয়
...রক্ষা করিতে সে অসমর্থ, এজন্য রাজা স্বয়ং
...র সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন।
...যে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ এই মতের
...প্রচার করিয়াছেন এমত নহে, প্রাচীনকালে
...দেশে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, এবং ইংলণ্ডে
...রাজাদিগের অধিকার কাল হইতে এই রীতি
...লিত হইয়া আসিতেছে। মনু, বিষ্ণু, এবং শঙ্খ ও
...স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে বিষয় সম্পত্তির
...রক্ষণে অসমর্থ বলিয়া রাজা নাবালকের
...ত্তি রক্ষা করিবেন। রাজার এই ভার, তিনি এই
...জির উপর অর্পণ করেন। সুতরাং অতি
...য় আচরণ করিলে, তিনি রাজা, নাবালক, জন-
...জ ও ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যে অতি স্বাভিপ্রায়
...র জন্য নাস্ত সম্পত্তির হানি করিবার উদ্যোগ
...তাহাকে জনসমাজ পরস্বাপহারক প্রব-
...প্রভৃতি বাক্যে অভিহিত করিয়া থাকে। কোন
...কোন আদালত তাঁহাদিগের সাহায্য করেন
...এবং যাহাতে তাঁহাদের কৃত অন্যায় কার্য্যের
...তিবিধান হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন।

এখন কথা এই দেওয়ান ও রেসিডেন্ট বরদার
...কুমারের অতি হইয়া তাঁহার সম্পত্তি বরদারাজ্যে
...সন-প্রণালী স্থাপনের প্রস্তাব করিবার অধিকারী কি
... আমাদের বিবেচনায় একজন সামান্য প্রজার
...কে যে কথা যে যুক্তি খাটে একজন রাজ্যেশ্বর রাজার
...ও সেই কথা সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে।
...হ বলিবেন যে দেওয়ান ও রেসিডেন্টের কৃত
...ায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য কোন
...দালত ত নাই। কিন্তু অন্যায় কার্য্যের বিচার
...রিবার আদালত যদি না থাকে তাহা হইলে কি
...অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলা যাইবে না? যে
...প্রস্তাবে গুইকুমারের সম্পত্তির হানি হইবে সেই
...প্রস্তাব যে অন্যায় তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই
...অনিষ্টের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং
...রিপন যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন তাহা
...হইলে গুইকুমারের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার
...করা হইবে। কিন্তু এস্থলে আর একটী বিবেচ্য
...কথা আছে। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে
...গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণের যেমন স্বত্ব রক্ষার জন্য
...দায়ী, তেমনি আবার তাঁহাদিগের প্রজাবর্গের স্বত্ব
...রক্ষার জন্যও দায়ী। কে না জানে যে দেশীয় রাজগণ
...তাহাদের প্রজাবর্গের উপর স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যব-
...হার করেন, কে না জানে যে তাঁহাদের রাজ্যে অতি-

শয় বিশৃঙ্খলা, কে না জানে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে
প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, কে না
জানে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচার, অত্যা-
চার, ও বিশৃঙ্খলার সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন,
কেনা জানে যে গবর্ণমেণ্ট কখন কখন তজ্জন্য তাঁহা-
দিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব আপত্তিকারীরা
বলিতে পারেন যে, দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট যে শাসন
প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সমুদায় কার্য্য আর করিতে
হইবে না, তাহাতে বরং গুইকুমার ও বরদার মঙ্গল
হইবে। এই যুক্তি এই মীমাংসা নিতান্ত হেয়।
কেনা জানে যে, কোন কোন জমিদার প্রজা
বর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, কেনা জানে
যে জমিদারদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে
এদেশীয় আদালত সমূহ মুক্তহস্ত হইয়া আছেন,
কেনা জানে যে জমিদারদিগের অত্যাচার নিবার
ণের জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে আইন প্রকটিত
করিতেছেন। কিন্তু প্রজাদিগের সুবিধা হইবে বলিয়া
যদি কেহ জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া
লইবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কি ঐ প্রস্তাবকে
ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বলা যাইতে পারে? আমরা
বলি গুইকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার স্বহস্তে
গ্রহণ করুন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজকার্য্যপরিচা-
লনে সৎপরামর্শ দিউন। তখন যদি তিনি বরদা
রাজ্যে শাসন-প্রণালী স্থাপনে যত্নবান হন, তাহা
হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শাসন-প্রণালী স্থাপনের
পথ দেখাইয়া দিবেন। নতুবা তাঁহার নাবালক
বয়ঃক্রম পাইয়া সুযোগ সুবিধা তাঁহার সম্পত্তির নিয়
করা দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু
মাধবরাও ও রেসিডেণ্ট বলিতে পারেন যে ইংলণ্ডীয়
গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর পত্তন ভূমি ম্যাগনা
কার্টা রাজা জনের নিকট হইতে ভয়প্রদর্শন ও বল
প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, এবং চতুর্থ হেন
রি রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহাতে তাঁহা-
দের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। অতএব রাজার
নাবালককালে তাঁহার অনিষ্ট করিলে কোন দোষ
নাই, তাহা ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর অনুমোদিত।
এ যুক্তির মত অন্যায় যুক্তি আর কি হইতে পারে?
ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত এদেশের রাজা ও প্রজার
তুলনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডের রাজা
ও প্রজা এক স্বতন্ত্র পদার্থে নির্ম্মিত, কুত্রাপি
তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ
দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা
হইবে। ১৮৭৫ অব্দের ৯ ই এপ্রেল দিবসে সিমলা
হইতে গবর্ণর জেনরল যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন

তাহাতে ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহরাওকে রাজ্যচ্যু...
করিয়া বর্ত্তমান গুইকুমারকে তাঁহার গদি প্রদা...
পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করা হয় যে "বরদার গুই...
মারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বে পূ...
যে সকল সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র প...
বর্ত্তন করা হইবেক না।" শাসন-প্রণালী প্রয়ো...
করিলে কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইবে?

আমাদের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় এই...
এক্ষণকার অবস্থানুসারে বরদা রাজ্যে শাসনপ্রণা...
প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। ইহার আলো...
চনায় প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে ইহা দেখা উচিত যে ব...
দার প্রজাবর্গ শাসন প্রণালী চাহে কিনা, এ...
তাহারা শাসন প্রণালীর উপযুক্ত কিনা? বরদ...
প্রজাবর্গ সাধারণতঃ নিতান্ত মূর্খ, ইহা যে ...
পদার্থ তাহা তাহারা জানে না, বরদারা...
ইহার প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র, বরং তাহা...
গুইকুমারের অনিষ্ট হইবে অথচ তাহাতে প্র...
সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইবে ন...
ইহার ফল এই হইবে যে গুইকুমারের রাজশক্তির...
প্রজাদিগের রাজভক্তির হ্রাস হইবে, এবং দেওয়...
ও রেসিডেণ্টের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা য...
যাহা মনে করিবেন, তখন তাহা করিবার সুযো...
পাইবেন। রাজার ক্ষমতার হ্রাস হইলে, প্রজাসাধার...
রাজনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, এবং র...
কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে যে কি অ...
হইবে তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতি...
দিতেছে। এক একটি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কত যে ...
ভিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহার ক...
ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক শিবজীর সাম্রা...
হইতে এই কারণেই হোলকার, গুইকুমার, প্র...
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধিকারের উৎপত্তি হইয়া...
এবং দিল্লীর সম্রাটের অধিকার হইতেই অযো...
নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম, বঙ্গদেশের নবাব ...
নিজ রাজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতএব ...
আর রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে দে...
কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অগ্রে প্র...
দিগকে ক্রমে ক্রমে শাসনপ্রণালীর উপ...
করা হউক, তৎপরে তাহাদের হস্তে নিজশাসন ...
ন্যস্ত করিলে ক্ষতি হইবে না। নতুবা তাহাদের...
অশিক্ষিত অবস্থায় শাসনপ্রণালী প্রযুক্ত হইলে ...
অনর্থ ঘটিবে। আমরা আশা করি ন্যায়পরায়ণ ...
নীতিকুশল লর্ড রিপন এই সমুদায় বিষয়ের আ...
চনা করিয়া মাধবরাও ও রেসিডেণ্টের প্র...
মতামত প্রকাশ করিবেন।

বন্ধকী দ্রব্য এবং টাকার সুদ।

কুসীদব্যবসায়ী উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে ...র সময়ে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়। আমরা ...তে পাই পড়ে মহাজনেরা কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত ...া, দেনদারেরাই লণ্ড ভণ্ড হইয়া পড়েন। যদি ...রা এক শত জন মহাজন ও একশত জন দেন- ...র তালিকা করিয়া তাঁহাদের আদ্যন্ত অবস্থা ...রূপে মীমাংসা করিয়া দেখি, তাহা হইলে মহা- ...টাকা কর্জ্জ দিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন এমন ...া অতি বিরল। কিন্তু, দেনদার টাকার অপরিমিত ...ারে জড়িত হইয়া অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া- এমন দৃষ্টান্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে ...হইবে। কোন ব্যক্তি নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া ...া কর্জ্জ করিলেন। গরজের সময় মনুষ্যকে ... শূন্য হইতে হয়, অগ্রপশ্চাৎ বা হিতাহিত ... থাকে না, সুতরাং মহাজনও গরজ বুঝিয়া যত ... চাহিলেন তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। ... কর্জ্জ লওয়া হইল। শেষ পরিশোধের সময় ...র সংশয় হইয়া পড়ে। এখন সচরাচর বঙ্গদে- ... পল্লীগ্রামে অল্প টাকার কর্জ্জতে টাকা প্রতি ...আনা সুদ। ইহাতে কেহ অলঙ্কার পত্র বন্ধক ...ন, কেহ নাও রাখেন। অধিক টাকা লইলে ...করা মাসিক ৷৵০ বার আনা, এক টাকা, ১।০ ... টাকা সুদ লাগে। সহজে ঋণ করিতে গেলে ... এইরূপ সুদের হারে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। ... ক্ষেত্রবিশেষে চোটার সুদ অতি ভয়ঙ্কর। ...ব মাস। কাছারীতে বড় ধুম বাঁধিয়াছে। ...না না দিলে নায়েব গমস্তা কিছুতেই ছাড়িবে ... কাছারীর পেয়াদা তঙ্কা প্রতি মাসিক চারি ... সুদে লোকাই দাসকে ২৫ পঁচিশ টাকা কর্জ্জ ...। লোকাই দাসের মাসিক ৬।০ ছয় টাকা সুদ ...বে। জমীদার মহাশয় লাটবন্দীর টাকা দাখিল ...তে গেলেন, ১৫০০ দেড় হাজার টাকা জুটিল ... আদালতের দুয়ারে দেবী সিং খড়ম পায় ... চারপায়াতে বসিয়া থাকে; দোক্তা মিশ্রিত ...খায় আর পিচ পিচ করিয়া ছেপ ফেলে— ...র আসিল। তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটায় ... হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া নিলাম রক্ষা করিল। ...ককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না,—প্রতি ...তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটা দিয়া নিলাম ... করিতে হইল।

সচরাচর বঙ্গদেশের অবস্থা এই। কিন্তু তাহাও ...র সর্ব্বত্র নয়। স্থানে স্থানে মহাজনের অত্যা... অতি ভয়ঙ্কর। একবার টাকা কর্জ্জ লইলে ...ক্রমে তাহা পরিশোধ করিতে হয়, সুদের ...তার সুদ দিয়া নিষ্কৃতি নাই। উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চল, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কথা তো অভাব-নীয়। বণিকেরা এবং মাড়য়ারি মহাজনেরা লোকের সর্ব্বনাশ করে। দেনদারদিগকে মহাজনের কঠিন হস্ত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য সময়ে সময়ে অনে-কেই অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলেই মহাজনের নৃশংস আচরণ অধিক। মহাজনেরা দেনদারদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া থাকেন, এবং সময়ে সময়ে স্বল্প মূল্যে বন্ধকী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তাহাতে দেনদারের বিস্তর ক্ষতি হয় এবং পুলিষও এক এক সময়ে নিরর্থক কষ্ট পাইয়া থাকে। মহাজন এবং দেনদার সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুলিষের অধ্যক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাই পুলিসের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত এড্‌উইংটন্ সাহেব এই বিষয়ক একটী আইনের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি খানি গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন কেহই তৎপ্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মার্সডেন্ সাহেবও এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্রে সেই প্রস্তাব লইয়া বিস্তর আন্দোলন করা হইয়াছে। আমরাও সর্ব্বতোভাবে এটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এখন হইতে অনুপায় দেনদারদের রক্ষার নিমিত্ত কোন একটী উপায় না দেখিলে, দেশে দিন দিন দরিদ্রতা বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে। ১৮৫৫ অব্দে অধর্থা সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে আইনটীর পুনঃসংস্কার করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে মহাজনের টাকা আদায়ের সুবিধা পক্ষে কিম্বা দেনদারদিগকে মহাজনের নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই। এখন আমাদের বক্তব্য এই, টাকার একটী নির্দ্দিষ্ট সুদের হার, বন্ধকী দ্রব্য বন্ধক রাখিবার একটী নিরূপিত সময় এবং বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা এই কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যারপর নাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের পরিত্রাণ নাই।

সুদের একটী নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া সর্ব্বাংশে বিধেয়। কিন্তু এটী বড় সহজ কথা নয়। নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত এবং যুক্তি বিরুদ্ধও বটে। ব্যবহারিক শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কিঞ্চিৎ সমাহিতচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, এটীকে বিধি-বিরুদ্ধ বলা যায়। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন দ্রব্যের মূল্যের ন্যূনাধিক্যের উপর কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। কোন স্থানে গবর্ণ-মেণ্টও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। দুই টাকায় যদি এক মন চাউল পাওয়া যায়, কেহ এমন ব্যবস্থা দিতে পারেন না যে, তুমি কখনও কাহারও নিকট দুই টাকার অধিক মূল্য লইতে পারিবে না। লোকের গরজের সঙ্গে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। এদেশে সকলেরই চাউলের প্রয়োজন, এবং বিদে-শেও চাউলের রপ্তানী হইতেছে, সুতরাং চাউলের বিলক্ষণ আদর এবং সকলেই মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করে। চাউলে এতাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলে উহার মূল্যও কম হইত। যদি কেহ সুযোগ ক্রমে দেড় টাকা হিসাবে চাউলের মন ক্রয় করিয়া রাখে, এমন কেহ নিয়ম করিতে পারেন না যে প্রতি টাকায় এক আনা লাভ লইয়া ঐ চাউল ছাড়িতে হইবে। ব্যবসায়ে লাভালাভ ও মূল্যের ন্যূনাধিক্য আপনার গতি আপনি লইয়া থাকে। টাকার লেনা দেনাও ঠিক ঐরূপ। এক ব্যক্তির নিকট দুই হাজার টাকা নগদ আছে। সে দুই হাজার টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় না করিয়া নগদ টাকাই রাখিয়াছে। দুই হাজার টাকার মধ্যে এককালীন সুদ সমেত কেহ ২২০০ দুই হাজার দুই শত টাকা পাইল এ স্থলে ২০০ হাজার টাকা বাণিজ্যের লাভ বলিয়া গণ্য এবং কর্জ্জের টাকার ঐ লাভ হইলে সুদ বলিয়া গণ্য। ব্যবসায়ে যেমন একশত টাকায় এক হাজার টাকা লাভ করিলে, কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। ঋণের টাকাতেও সেইরূপ, কেহ অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দিলে কোন ব্যক্তির কথা কহিবার অধিকার নাই। টাকার অনটন ও গ্রাহকের গরজে সুদ বৃদ্ধি হয়। আবার যেখানে মহাজন অসংশয়ে টাকা ঋণ দেন, সেস্থলে অধিক সুদ এটী যে কেবল গৃহস্থের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা নয় বড় বড় রাজ্যেও ঘটে। কোন রাজা দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইলে কেহ তাহাকে টাকা ঋণ দিতে সাহস করেন না। এমন ক্ষেত্রে যিনি টাকা দিবেন, তিনি অধিক টাকা পাইবার সম্ভাবনা দেখিবেন। তুরুকের অবস্থা বড় মন্দ। এজন্য তুরুককে কেহ টাকা কর্জ্জ দিতে সাহস করেন না। আবার যিনি টাকা কর্জ্জ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অধিক সুদ চাহিয়া বসেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা ভাল, সে কারণ ইংলণ্ডকে অল্প সুদে সকলেই টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। গৃহস্থের মধ্যেও দেখা যায় যেখানে অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখা যায় সেখানে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ মিলে। কিন্তু যেখানে বিনা বন্ধকে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় সে স্থলে মহাজন অধিক সুদ চাহিয়া থাকেন। কুসীদব্যবহারের নিয়ম ও অন্যান্য ব্যব-সায়ের মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক ইহাতে দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের বড় বিপদ হইতেছে সে কারণে যুক্তি ও বিচারে যাহাই হউক কর্তৃপক্ষীয়েরা যে

আমরাও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে

...কী দ্রব্য কত দিন মহাজনের কাছে থাকিবে. ...ও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সচ... দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি ...র দ্রব্য বন্ধক রাখিবার সময় একটীও সাক্ষী ...না; কিম্বা কত কাল পরে টাকা পরিশোধ ...হইবে তাহার ও কোন মেয়াদ থাকে না। ...সময়ে সময়ে উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত ...হয়। হয় কোন মহাজন এক দিন বন্ধকী দ্রব্য ...রাখিয়াছেন যে পরিশেষে সেই দ্রব্য বিক্রয় ...কেবল মূলধন ও যৎকিঞ্চিৎ সুদ পাইলেন। ...ও অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় ...মহাজনে অনেক টাকা পাইলেন, দেন... কিছুই ফেরত দিলেন না। ইহাতে এক ...সময় উভয় পক্ষে মহা কলহ উপস্থিত হয়। ...মেণ্ট এমন একটী নিয়ম করুন যে, মহাজন ...বন্ধকী দ্রব্যে টাকা কর্জ্জ দিবার তিন বৎস... মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তিন ...র অতীত হইলে তিনি দেনদারকে সঙ্গে ...কোন প্রকাশ্য স্থলে বহুসংখ্যক লোকের ...সেই বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া তৎপরে ...য় করিবেন। সুবিধা বোধ হইলে নিলামও ...তে পারেন।

নীলকরের অত্যাচার ও ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট।

...নি সর ওয়ালটার স্কটের আইভানহো পাঠ করি... ...ন, তিনি অবগত আছেন, বিজেতা নর্ম্মানেরা ...ত স্যাক্সনদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার ...তেন। তাহারা বিজিত স্যাক্সনদিগকে দাসা... ...দের ন্যায় কীটাণুকীটের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, ...তাহাদিগকে স্যাক্সন কুক্কুর বলিয়া প্রকাশ্য... ...অবজ্ঞা করিতেন। দেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ...নেরা তাহাই ভোগ করিতেন, যাহা তাহারা ...ত্যাগ করিতেন তাহাই স্যাক্সনদিগের ভোগ্য ...। দেশের উচ্চপদ নর্ম্মানদিগের, উৎকৃষ্ট ভূসম্প... ...অধিকারী নর্ম্মানেরা, রাজার মন্ত্রী রাজসভাসদ ...ন, নর্ম্মান বন্দাবিকদলের অধ্যক্ষ, নর্ম্মান খ্রীষ্টীয় ...ক, অধিক কি যেখানে যান, সেখানে সেই ...নই নর্ম্মান বিরাজমান ছিল। আবার যেখানে ...নে সংবাদে বিবাদ সেখানে সকল দোষ ...কলেও নর্ম্মানের কাছে স্যাক্সনের পরাজয়। ...ন আদালতের আশ্রিত, রাজার আশ্রিত ...নিজের বলে বলীয়ান ছিলেন। তখন নর্ম্মা... ...রা যেরূপ অসভ্য ছিল, স্যাক্সনেরাও সেইরূপ ...তা ছিল, ইউরোপীয় রাজগণ ইউরোপীয়

জনসমাজ সেইরূপ অসভ্যাবস্থায় নিমগ্ন ছিল। বিজিত জাতিকে স্নেহ করিতে হইবে, আপনার দেশের প্রজার ন্যায় বিজিত প্রজাকে সমান পদবীতে রাখিতে হইবে, রাজার স্নেহরশ্মি সকলেই সমান ভাবে উপভোগ করিবে এ রাজনীতি তখন রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিরূপে বিজিতদিগকে রাজভক্ত করিতে হইবে রাজা তাহা জানিতেন না। কেহ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেও জানিত না। তাঁহারা কেবল এই জানিতেন বাহুবলে বিজিতদিগকে পরাভূত করিয়াছি বাহুবলে ইহাদিগকে আবদ্ধ ও বশীভূত করিব। এখন আর সে দিন নাই, সে অসভ্যতার কাল এখন অতীত হইয়াছে। এখন রাজারা জানিয়াছেন প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের পত্তন ভূমি, রাজার প্রধান বল। এখন তাঁহারা জানিয়াছেন বাহুবলে রাজভক্তি পাওয়া যায় না, অত্যাচারে প্রজাবর্গ উত্ত্যক্ত হয় ও রাজার সর্ব্বনাশের কামনা করে। যেখানে প্রজার রাজভক্তি নাই সেই স্থানেই রাজার সিংহাসন টলিয়াছে। এই জন্যই এক্ষণকার কালের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত এই যে বিজিত প্রজাকে রাজা আপনার প্রজার ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং তাহাদিগকে আপনার প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার দিবেন।

এই ত রাজনীতিজ্ঞদিগের উপদেশ, কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিষয় বিশেষে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, এই উপদেশ উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। আবার রাজা যদি বিজিত প্রজার মঙ্গল করিতে চাহেন, তাঁহার স্বজাতীয় প্রজাবর্গ তাহার অন্তরায় হইয়া বসেন। যাহাতে রাজার অভিমত কার্য্য না হয় বিধিমত তাহার চেষ্টা করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভাবে রাজা ত আমাদের স্বজাতীয়, বিচারপতিরাও আমাদের দেশস্থ সমাজস্থ লোক, আমরা বিজিত জাতির উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, আইন কানুন গ্রাহ্য করিব না, (সে ত আমাদের স্বজাতীয় রাজার কপোলকল্পিত) আদালত মানিব না (তথায় ত আমাদের স্বজাতীয় বিচারপতি) কে আমাদের কি করিতে পারে? ইহাদের উপোষক আবার কতকগুলি বিচারপতি আছেন, যাঁহারা খুন করিলেও ইহাঁদের চক্ষে তাহারা অপরাধী নহে, আবার বিজিত জাতি যদি তাহার অনুগৃহীত দলের কোন কিছু বিরুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন, লঘু পাপে এমন কি বিনাপরাধেও তাহাদের দণ্ড দেন। অনেক নীলকর এই শ্রেণীর লোক এবং মেহেরপুরের মাজিষ্ট্রেট স্যাক সাহেব

এই শ্রেণীর বিচারপতি। ইহাঁদের রকম সক... কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের আইভানহোর ক... মনে পড়ে। আমাদের বোধ হয় যেন আমরা সে... স্যাক্সন সেই নর্ম্মানদিগের সময়ে বাস করিতেছি... যেন আমাদের ন্যায় অসহায় ও বিপন্ন জাতি জগতে... আর কেহ নাই। ভাগ্যে আমরা উন্নত বৃটি... শাসনে আছি নতুবা এই সকল অত্যাচারী নীলক... ও বিচারপতি হইতে আমাদের যে কি দশা ঘটি... তাহা কে বলিতে পারে?

নীলকরদিগের নাম শুনিলে আমাদের গা... জ্বর আইসে। তাহারা প্রজাদিগের উপর যে ভয়... বহু অত্যাচার করে তাহা নীলদর্পণে সবিশেষ বর্ণি... আছে। নাটোল্লিখিত উড ও রোগের ন্যায় কে... নীলকর আছে কি না তাহা আমরা ঠিক বলি... পারি না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির লোকের অ... ভুল নাই। মেদিনীপুরে নীলকর ওয়াটসন কোম্প... নীর কর্ম্মচারী গ্রেগসন ও মহেন্দ্রনাথ মাইতি ল... দিয়াশীর প্রতি যে ভীষণ অত্যাচারের করে তাহ... বৃত্তান্ত আমরা ৭ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রক... শিত করিয়াছি। রাজসাহী জেলায় এই কোম্পানি... কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ অত্যাচ... করিতেছে, প্রজাগণ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে তাহার কো... প্রতিবিধান না পাইয়া, প্রতিবিধান কামনায় লেফ... নণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছে। সম্প্র... মেহেরপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রা... যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে ইদানীং ব্রিটিশ শাসনে... অধীনে কেহ যে প্রজাদিগের উপর এরূপ অত্যাচা... করিতে পারে এমত আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এ... নকার নীলকরেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আছেন। ... ৯ই জুলাই আনন্দবাস গ্রামে নীলকরের সহিত প্রজা... দিগের এক ঘোরতর দাঙ্গা হয়। এসিষ্টাণ্ট মাজি... স্যাক উহার বৃত্তান্ত এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন... রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে তিনি এই দাঙ্গার সংব... পাইয়া তাঁহার কোর্ট ইনস্পেক্টরকে তৎপরদি... প্রত্যূষে দাঙ্গার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আদে... করেন। মাজিষ্ট্রেট নিজে প্রাতঃকালে তথায় উ... নীত হইয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটার স... দাঙ্গার বিচার আরম্ভ করেন। তিনি কি সূত্রে ... মকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা আ... বুঝিতে পারি না। আমরা যেরূপ দেখিয়াছি ... যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস ... সকল আদালতে সচরাচর দশটার সময় ক... আরম্ভ হয়, কেহ নালিশ না করিলে অ... পুলিষ কোন ঘটনার সংবাদ না দিলে মাজি... কোন মকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। ... যে এস্থলে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া...

প বোধ হয় না। পুলিষ যে এত অল্প সময়ে
পোর্ট প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাও সম্ভব নহে।
রা অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম
পুলিষ ইহার একাদশ দিন পরে মাজিষ্ট্রেটের
ট এই ঘটনার রিপোর্ট প্রেরণ করে। মাজি-
টর এই অন্যায় কার্য্য দেখিয়া আমরা যৎপরো-
র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা আরও অব-
হইলাম, মাজিষ্ট্রেট যখন মফস্বলে গিয়াছিলেন,
র তাঁহার সঙ্গে একদল ইনস্পেক্টর সব ইনস্পে-
ও পুলিষ প্রহরী ছিল। ইহারা গ্রামের যাহাকে
য়াছে তাহাকেই দাঙ্গার অপরাধী বলিয়া ধৃত
য়াছে। এইরূপে চব্বিশ জন আসামীর বিচার
তাহাদিগকে মোক্তার অথবা উকীল নিয়োগ
বার অবসর দেওয়া হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটও
াগ বুঝিয়া তাহাদিগকে দুই বৎসর তিন বৎসর
য়া কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই মকদ্দমা সম্বন্ধে অক্ষয়বিশ্বাস নামক একজন
ক নদিয়ার সেসন জজের নিকট এই বলিয়া এক
াকার পত্র (আফিডেভিট) দাখিল করিয়াছে
াজিষ্ট্রেট বাদীর নামে তাহার নিজের নালিশে
পাতও করেন নাই, এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করি-
জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার অবসর দেন নাই
পরে ১৩ জুলাই একজন উকীল মাজিষ্ট্রেটের
ট আসিয়া বাদী ও তাহার সাক্ষিদিগের জেরা
বার প্রার্থনা করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেরা
তে দেন নাই। এই সকল বৃত্তান্ত যদি প্রকৃত
তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি স্ম্যাক
হব পক্ষপাতশূন্য হইয়া কখনই বিচার করেন
। স্ম্যাক সাহেবের এই নীলকরদিগের সহিত
শয় ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি যদি এই মকদ্দমার
র্থ বিচার করিবার অভিলাষী হইতেন, তাহা
লে স্বয়ং কখনই ইহার বিচার করিতেন না।
ক সাহেবের কার্য্য দেখিয়া আমাদের বোধ হয়
--তিনি মেহেরপুরে থাকিবার যোগ্য নহেন,
াকে এখনই স্থানান্তরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব যখন
ামাতে ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে নীলকর
সিত হয়। তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারের
ন করিয়া বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।
নি যে এক্ষণে এই নীলকর দিগের অত্যাচারে
ম্যাজিষ্ট্রেট স্ম্যাকের অন্যায় আচরণে কর্ণপাত
রিবেন না ইহা আমাদিগের মনে হয় না। এই
য়ে তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন নতুবা পূর্ব্বের
ায় নীলকর দিগের লোমহর্ষণ অত্যাচারে বঙ্গবাসী
ক দিগকে জর্জ্জরীভূত করিবে।

আমাদের কার্য্যালয়ের সন্নিকটে রাজপুরের বাজারে সোনাপুর পোষ্ট আপীশ নামে একটী পোষ্ট আপিশ আছে। ইহার নাম সোনাপুর পোষ্ট আপীশ হওয়াতে এখানকার লোকের অনেক অসুবিধা হইতেছে। ভারতবর্ষে এই নামে এক্ষণে চারিটি পোষ্ট আপীশ আছে, একটী ফরিদপুরে, একটী কামরূপে, একটি গাঞ্জাম প্রদেশে, এবং অপরটী আমাদের সন্নিকটে। এতন্মধ্যে তিনটী বঙ্গদেশে অপরটী মান্দ্রাজ অঞ্চলে আছে। নামের সাদৃশ্য বশতঃ এক স্থানের পত্র, পত্রিকা, রেজেষ্টারি চিঠি, পার্শেল, মনিঅর্ডার প্রভৃতি অন্য স্থানে গিয়া পড়িতে পারে; মধ্যে মধ্যে এরূপ গোলযোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বদা এখানকার লোকের বিশেষতঃ আমাদের ক্ষতি হয়। সম্প্রতি আমাদের নামে এক খানি মনিঅর্ডার এই গোলযোগ বশতঃ অন্যত্র গিয়া পড়িয়াছে, আমরা অদ্যাপি উহা প্রাপ্ত হই নাই। ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আপীশ সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এই গোলযোগের মীমাংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় নামের পরিবর্ত্তন করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। সোনাপুর পোষ্ট আপিশ নাম ইহার কেনই বা রাখা হয়? এখান হইতে সোনাপুর এক ক্রোশের ন্যূন নহে। যেখানে পোষ্ট আপিশ আছে তাহার নাম রাজপুর। দেরাদুনে আর একটী রাজপুর পোষ্ট আপিস আছে। তদ্ভিন্ন বারাণসী ও অম্বালাতে রাজপুরা পোষ্ট আপিশ নামে দুইটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আপীশ আছে। সুতরাং ইহার নাম রাজপুর পোষ্ট আপীশ রাখিলে এই গোলযোগের শান্তি হইবে না। রাজপুর হইতে হরিনাভি অর্দ্ধ মাইলেরও ন্যূন। হরিনাভির নামে কুত্রাপি পোষ্ট আপীশ নাই। হরিনাভি একটী বিশেষ গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী বাঙ্গালা পাঠশালা, এবং রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাগৃহ ও কার্য্যালয় আছে। হরিনাভি পোষ্ট আপীশ নাম হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, বরং তাহাতে উল্লিখিত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। অতএব পোষ্ট আপীশের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা এই পোষ্ট আপীশের বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, ইহাকে হরিনাভির নামে অভিহিত করুন।

আজি কাল বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরেল ডাক্তার পেইন এই নিয়ম করিয়াছেন যে—তাঁহার অধীনস্থ কোন ডাক্তার তাঁহার পরিবারস্থ কাহার ও পীড়ার সংবাদ দিয়া যদি অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি স্থানীয় পুলিশের দ্বারা তাহার

সত্য মিথ্যার তদন্ত করান। ডাক্তার সাহেবের এ
অশ্রুত পূর্ব্ব, ও গর্হিত আচরণ দেখিয়া আমরা যু
পৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহা দেখিয়া আম
দের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে—ডাক্তার সাহেবে
সহৃদয়তার লেশ মাত্র নাই। চুরি ডাকাইতি খু
প্রথম এই সকল কাণ্ড হইলেই পুলিষ তদারক হ
ইহাই আমরা জনি, কিন্তু ইহার সহিত অধীন
চিকিৎসকের পরিবারের পীড়ার কি সম্পর্ক তা
কেবল ডাক্তার পেইন ও তাহার অমানুষোচি
হৃদয় বুঝেন। যদি ডাক্তার পেইনের পরিবারে
কাহারও কোন পীড়া হয়, আর তজ্জন্য যদি তি
উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট ছুটির প্রার্থনা করে
এবং যদি সেই উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ ম
তাহার বাটীতে পুলিষ কর্ম্মচারী ও এক দল লোক
প্রবেশ করে তাহা হইলে তাঁহার মনে কিরূ
ভাবের উৎপত্তি হয়? বাস্তবিক হৃদয়ের ভাবের ক
বলিতে গেলে ডাক্তার পেইন ও যে পদার্থ অ
এক জন সামান্য বেতন ভোগী নেটিব ডাক্তার
সেই পদার্থ। উচ্চপদে আরোহণ করিয়া নিম্নপ
লোকের প্রতি এরূপ হৃদয়শূন্যের ন্যায় ব্যবহ
করা মনুষ্যের লক্ষণ নহে। সম্প্রতি হাজিপুরে
নেটিভ ডাক্তার বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহ
পত্নীর পীড়া নিবন্ধন অবকাশের প্রার্থনা কর
মজঃফরপুরের সিবিল সার্জ্জনের হস্ত দিয়া
আবেদন ডাক্তার পেইনের নিকট প্রেরিত হ
সিবিল সার্জ্জন তাহাতে সম্মতি দেন। কিন্তু পে
নের নিকট এই আবেদন আসিলে তিনি সি
সার্জ্জনকে এই অনুরোধ করেন যে পুলিষের দ্ব
পূর্ণচন্দ্র বাবুর পত্নীর পীড়ার তদন্ত করা হয়। সি
সার্জ্জন সহৃদয় লোক। তিনি এই আদেশ কত
ন্যায়সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এবিষয়ে ত
জিলার মাজিষ্ট্রেট ওয়রলি সাহেবের মত জিজ্ঞা
করেন। শুনিলাম মাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্জ্জন জে
রলের আদেশের ন্যায়বিরোধিতা প্রতিপাদন করি
তাহাকে এই কথা জানাইয়াছেন যে পুলিষ তা
অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিবে না। যাহা হউ
আমাদের এই সৌভাগ্য যে ডাক্তার পেইন সি
পুলিসের উপর কোন আদেশ দিতে পারেন
তাহা হইলে আমাদের রক্ষা থাকিত না।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক বিলাতী সংবাদ পত্রে গত
ই আগষ্ট যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎ
আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিতেছে যেন
বর্ষের ধনাগারে আর ধন রাখিবার স্থান
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন যে গবর্ণর জেনেরল কাবুলের
রকে আরও কিছু অর্থ সাহায্য করিবার

…মুন্সেফ হইলেন এবং [illegible]
…থাকিবেন।

…মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, অপর
…মুন্সেফ হইলেন এবং সীতামারিতে
…হইলেন।

…বৃদ্ধিমার মুন্সেফ বাবু বিনোদবিহারী মিত্র
…ছুটি লইয়াছিলেন। মানিকগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন, ইঁহার
…আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

…সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ওবলিউ, আর
…দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
…অন্তর্গত সীতামারির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও
…ডি, জে, ম্যাকফারসন ফৌজদারী আইনের ৩৬২ ধারা
…সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। আবও
…অফিসিয়েটিং এর কার্য্য করিবেন।

…সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, ভবলিউ
…লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের অন্যতর
…অফিসিয়েটিং হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকা হইতে কুম্ভীরের চর্ম্ম অনেক দিন
…ইউরোপে আনীত হইতেছে। এক্ষণে আমে-
…ও ইউরোপে উক্ত চর্ম্মের অনটন হওয়াতে
…ইহার কারখানা খোলা হইবার প্রস্তাব হই-
…।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি ১লা নবেম্বর
…পরিত্যাগ করিয়া ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায়
…উপস্থিত হইবেন। আগমন কালে দমদম, অম্বালা,
…, আগ্রা, মথুরা, ভরতপুর, জয়পুর আজমীর,
…, বারানসী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবেন।

আপাততঃ মহীসুরে দুর্ভিক্ষের ভয় একরূপ
…তিরোহিত হইয়াছে। চাউলের দর অনেক কমি-
…।

যে ধূমকেতু কিছু দিন হইল এখানে দেখা দিয়া
…উহা আমেরিকায় গিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হই-
…।

সেদিন নিউইয়র্ক নগরে একটী ৮৫ বৎসর
…বৃদ্ধা রমণীর সহিত একটী দ্বাবিংশতি বর্ষ
…যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বণিক ভাইমজি ভাই নামক এক-
…পারসির মাতা তাঁহার কন্যার নিকট হইতে
…টাকা লইয়া দাবদ প্রতিবেশিদিগকে বিতরণ
…করিয়াছেন।

জনরব এই সাণ্ডউইচ্ দ্বীপের রাজকয় এই অভি
…প্রায়ে ইউরোপে গিয়াছেন, যে তথা হইতে দৃঢ়কায়
…বলিষ্ঠ যুবক আপন রাজ্যে আনাইয়া তাহাদিগের
…বাসে ও স্বরাজ্যের নারীদিগের গর্ভে অপত্য উৎ-
পাদন করাইবেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে
লাটীন, সেক্সন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনির যে যে
যুবক তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইবেন তিনি তাহা
দিগকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি, রাজসংসারের প্রধান
কার্য্য ও উৎকৃষ্ট আবাস স্থান প্রদান করিবেন।

রুশসম্রাট একটী অভিনব আদেশ প্রচার করি-
য়াছেন। তাঁহার সকল সৈনিক কর্ম্মচারীকে দাড়ি
রাখিতে হইবে।

ট্রামওয়ে কোম্পানী বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার
সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে
ভবানীপুরে রেল ফেলার সংবাদ পাঠকগণকে জানা-
ইয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ রেল চড়কডাঙ্গার বেলতলার
মোড় হইতে বসান আরম্ভ হইয়া এই ৭। ৮ দিনে
ভবানীপুর থানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আপাততঃ
একটী লাইন প্রস্তুত হইতেছে। শুনিলাম এটী প্রস্তুত
করিয়া উহার পার্শ্বে আর একটী লাইন বসিয়া ডবল
লাইন হইবে। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি,
এই ভাদ্রমাসের মধ্যেই এই লাইন প্রস্তুত হইয়া
বিজীতালাওয়ের নিকট চৌরঙ্গী লাইনের সহিত
মিশ্রিত হইবে। এবং ট্রামওয়েকর্ত্তা রবিনসন্-
ষ্টার সাহেবও কতকগুলা হালকা এঞ্জিন এবং
বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নত ও নূতন প্রকারের গাড়ী
সঙ্গে লইয়া পূজার মধ্যেই কলিকাতায় আসিতে-
ছেন। তাহা হইলে লাইন যে পূজার মধ্যে খুলিবে
আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

আমরা কালীঘাট রাস্তাটীর দুরবস্থা দেখিয়া যার
পর নাই দুঃখিত হইলাম। কেনই না কর্ত্তারা প্রজার
রক্ত শোষণ করিয়া লন, আর কেনই বা তাঁদের
ন্যায্য গণ্ডায় তাঁদের আবশ্যক রাস্তা ঘাট গুলি
পরিষ্কার করান না, এ প্রশ্নের মীমাংসা স্বয়ং শিবেরও
অসাধ্য। কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া যাত্রী সমাগম
জন্য একদিকে যেমন প্রতিদিন শতশত গাড়ীর চক্র
ঘর্ষণে রাস্তার অস্থুগুল পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হই-
তেছে, তেমনি অন্যদিকে বৃষ্টির জল সরিবার জন্য
কোনরূপ নালা নর্দ্দামা নাথাকায়, রাস্তার উপর
দিয়াই বৃষ্টির জল চলিয়া এক্ষণে রাস্তার বিক্ষু
পঞ্জর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে চড়ক-
ডাঙ্গার রসারোডে ট্রামওয়ের কার্য আরম্ভ হওয়ায়
টালিগঞ্জে যাতায়াতের গাড়ী সকল কালীঘাট রোড
দিয়া যাইতেছে। এদিকে মিউনিসিপালটী কার্য্যতৎ-
পরতা দেখাইবার জন্য কালীঘাট রোডের একার্দ্ধ
চাপিয়া পাথর ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেরূপ
দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্র যেউহার মেরামত।
কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইবে সে আশা নাই। সুতরাং
কালীঘাট বাসীরা মিউনিসিপালিটীর প্রসাদে এই
ক্ষণে কিছু কাল হরিশ্চন্দ্র রাজার স্বর্গ ভোগ করিতে
থাকুন। আর একান্ত অসহ্য হয়, তখন যে…
বলে,—চাইনে আমি রাজার ভূষণ, আমার বাক…
ফিরে দে।

সম্প্রতি কালীঘাটে কালীবাড়ীর ঘাটে একজ…
সন্ন্যাসী আসিয়াছে। পেরেকের সূক্ষ্মভাগ উপ…
দিকে এবং স্থূলভাগ নিচের দিকে রাখিয়া খ…
সন্নিবেশ করিয়া ছাওয়া চৌদ্দপোয়ালম্বা এক খা…
চৌকীর উপর ঐ সন্ন্যাসী কখন উপবেশন কখ…
শয়ন করিয়া আছেন। অথচ সূচীবৎ পেরেক তাঁহা…
অনাবৃত গাত্রের কোথাও বিদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসী স…
দাই মৌনী থাকেন, লোকের শ্রদ্ধাদত্ত দান হই…
তাঁহার দিনপাত হইতেছে।

বঁড়িশার সাবর্ণ এবং আন্দুলীয়ার রাজাদিগে…
অনুগ্রহে সম্প্রতি, কালীঘাটের কালীমন্দির ও ন…
মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে, এবং মিউনিসিপালীটি…
অনুগ্রহে ভোগগৃহের জল সরার জন্য একটী পা…
নর্দ্দামা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা কালীমায়ের সে…
উক্ত কালধার মহাশয়গণকে এই সময় একটী ক…
বলি যে তাঁহারা এই বেলা উদ্যোগী হইয়া যাহা…
বলিদানের রক্ত নির্গত হওয়ার একটী সুপথ…
তাহা করিয়া লউন। নতুবা মন্দিরের উত্তরাং…
আবদ্ধ নর্দ্দমায় অনবরত রক্ত, ফুল, পাতা, পচা…
জমিয়া জমিয়া যেরূপ দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইতে…
আর ২। ৪ দিন বাদে সে স্থান দিয়া লোক যাতায়া…
কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

ভবানীপুর ঘোষপুখরীবার গঙ্গামনী বেও…
পূর্ণমকদ্দমার আসামী শিউশরণ তেওয়ারীর ঞে…
নের বিচারে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আসা…
বৃদ্ধদশা দেখিয়া জুরিরা দীর্ঘকাল মেয়াদের প্রস…
করেন কিন্তু আসামী স্বেচ্ছাক্রমে দীর্ঘকাল মেয়া…
হইতে ফাঁসী ভাল বলায় বিচারেও তাহাই দি…
য়াছিল।

আডাম সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জ…
মহীশূরের মাহারাজা দুই হাজার টাকা দান ক…
য়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি ভা…
ভবর্ষীয় পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টার জেনারল…
সাহেব বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্তকে বঙ্গদেশীয় পোষ্ট আ…
সের প্রথম শ্রেণীর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নি…
করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে বেহারের প্রতি…
ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের কার্য্য করিতে…
বেহার হেরাল্ড বলেন এব্যক্তি কার্য্যদক্ষ ও ন্যায়…
রণ। উপযুক্ত লোকের উপরেই ডাইরেক্টার জেনা…
এই গুরুভার ন্যাস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত প…
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই পেন্সন লইয়া…

ত অবসর গ্রহণ করিবেন। ইনি সকলেরই প্রিয় াছিলেন। ইঙ্গর ভক্ত সকল লোকেই তাঁহার ই সমাদর করিয়া থাকে। ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ লে সাধারণে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিবে।

ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শিয়ালকোটস্থ াদদাতা বলেন যে সম্প্রতি শিয়ালকোটে এক বহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তথায় একটী বর্ষীয়া কাশ্মীরী বালিকা, মাতার সহিত বাস ত। একদা রাত্রিকালে ইহার মাতা ইহাকে াতে না পাইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়। প্রায় ঘণ্টা অতীত হইলে বালিকা ক্রন্দন করিতে তে মাতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া বলে যে এক প্রতিবেশী তাহাকে বলাৎকার করিয়াছে। অপ- ধৃত হইয়া তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের নিকটে ীত হইলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ৎকার জনিত চিহ্ন সকল তাহার অঙ্গে বিদ্যমান াছে। কিয়ৎকাল পরে বলাৎকারের জন্য াকাটীর মৃত্যু হয়। সে তাহার মৃত্যুকালে অপ- র নাম, এবং যেরূপে সে তাহার প্রতি অত্যা- করিয়াছে তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করি- ৷ কর্ণেল বার্চের নিকট এই মকদ্দমার বিচার তছে।

আবদুল সোভানের মকদ্দামার বিচার হইয়া ছে। আবদুল সোভান এ উপ্রসিং মুক্তিলাভ য়াছে।

নর আলফ্রেড লায়ালের পরিবর্ত্তে অনরেবল া গ্রাণ্ট পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরি হইলেন।

গত ৬ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ,৮১৩ টাকা আয় হইয়াছে ১৮৮০ অব্দে এই য় ৯৬,৬৪২ টাকা আয় হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ডিরেক্ট মধুপী পর্ব্বতে রেলওয়ের কর্ম্মচারী ও তাহা- ার সন্তানদিগের নিমিত্ত একটী স্বাস্থ্য নিবাস কটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য ষ্টেট- ক্রটরির অনুমতি পাইয়াছেন।

লাহোরে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব াছে। একনা তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর দেশীয় াদিগের সাহায্যার্থ স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটী ক কয়েক বোতল ক্লোরোডাইন প্রেরণ করি ছেন। এই বোতল গুলি বৈদ্য ও হকীমদিগের দিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে মান্দ্রাজ রেল- ার কর্তৃপক্ষীয়েরা পরীক্ষার জন্য দেশীয় শকট ক নিয়োগ করিবার স্থির করিয়াছেন। আপা- ঃ ইহারা দিন দিন এক এক টাকার অনধিক বেতন পাইবে। তাহারা পাইলট কল মালের গাড়ি ও মিশ্রিত গাড়ির চালনা করিবে এবং অল্পদূরে যাতায়াত করিতে পাইবে। এই কার্য্য শিক্ষা করি- বার জন্য শিক্ষানবিশ গৃহীত হইবে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী হইলে তাহারা দিন চারি আনা ও দেশীয় হইলে দিন দুই আনা করিয়া বৃত্তি পাইবে। শিক্ষানবিশেরা শিক্ষা লাভ করিয়া যথেচ্ছা কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের মালখানা হইতে কতকগুলি ক্রোক করা অলঙ্কার চুরী গিয়াছে। এক চাপরাসীর উপর সন্দেহ হওয়াতে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

ট্রাভাঙ্কোরে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইবে। একনা তত্রত্য মহারাজ ইংলণ্ডে স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত করাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। মুদ্রার এক দিকে বর্ত্তমান মহারাজের মুখ অঙ্কিত থাকিবে অপর পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম ও মূল্য মুদ্রিত হইবে। প্রত্যে- কটী মুদ্রার মূল্য অর্দ্ধ পাউণ্ড করিয়া হইবে।

বেঙ্গলব্যাঙ্কে দেশীয় খাজাঞ্চীর স্থানে একজন ইউরোপীয় নিযুক্ত হইলেন। ইহার নাম বিশ। ইনি সহকারিদিগের কৃত ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না। একনা সকলকেই জামিন দিতে হইবে।

সাঁতরাগাছিতে একটী হিন্দু বালক ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনে উন্মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া থানার অধীন আচার পাড়া নামক একটী গ্রামে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। গত ৪ ঠা আগষ্ট রাত্রিতে এই ডাকাইতি হয়। ডাকাইতগণ গৃহস্বামী গোল- বাজের মাথায় লাঠী, তাহার ভ্রাতা এরবাজের পেটে খোঁচা ও আবদুল গফুর নামক অপর একজনের কাঁতে লাঠি মারিয়া আহত করিয়াছে। হুগলির পুলিস সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে পাণ্ডুয়া পুলিশের সুযোগ্য দারগা শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অধিনস্থ কর্ম্মচারীগণ ছদ্মবেশে হেড কনষ্টেবল বাবু নিবিরাম দে কনষ্টেবল চন্দ্র কাওরা ও কার্ত্তিক সিংহ এই চারি জন পুলিষের বেশ পরিত্যাগ করিয়া হেটো তাঁতির বেশ ধারণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা সলিমাবাদের অধীন মুহিদহ গ্রামের অক্ষয় বাগদী বুড়রাম বাগদী সর্ব্বেশ্বর বাগদী মুন বগদী কুশ ডলে ও নবীন ডলে প্রভৃতি কয়েক জন ডাকাইতকে কৌশলে ধৃত করিয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ সমর্পন করিয়াছেন। এক জন স্বর্ণ- কারকেও সন্দেহ করা হইয়াছে। অপহৃত মালের কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে যাহা হউক পুলিশ সবইন্- স্পেক্টর বাবু ক্রমশই প্রশংসার ভাজন হইতেছেন, এইটী আহ্লাদের বিষয়।

অমৃতসরের জেলখানা হইতে একজন কয়ে পলায়ন করিয়াছে। ইহার প্রতি ফাঁসির আদে হইয়াছিল। সাত মাস কাল কারাগারে থাকিয়া ব ০জার টাকা ঘুস দিয়া এ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ইহার চারিজন রক্ষী এই অপরাধে ধৃত হইয়াছে

বেহারে ভুলার চাষ উত্তম হইয়াছে। অভয় মন্দ হইবে না কিন্তু নিম্নভূমিতে জল বাঁধিয়া শস্যের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আর বৃষ্টির কোন প্রয়ো নাই।

১ লা ভাদ্র ভবানীপুর নৈশ বিদ্যালয়ের ছা দিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জের ঘাটে এক বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পোর্ট কমিশ দিগের ইঞ্জিনিয়ার ফ্র্যাকাট সাহেব এক দিন হঠা আসিয়া ঐ ঘাটের উপর ঠাকুরবাড়ীস্থিত শিবঠাকু কে তুলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন এবং ব্যা বিশেষের নিত্য পূজার জন্য যে সকল ঠাকুর ঠাকুর বাড়ীতে ছিল, সে গুলিকেও নষ্ট করিয়াছে ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, শিবঠাকুরের সেবক ভ নন্দ অধিকারীর ঘর খানি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দে য়াছেন। ইহাতে সে গরিবের অনূ্ন ৭০।৮০ টা ক্ষতি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, ভা এই সব স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারের নিমিত্ত ফ্র সাহেবের নামে পোর্ট কমিশনরদিগের চেয়ারম্য ম্যাঙ্গলস সাহেব এবং আলিপুরের ডেপুটী মাজি মৌলবী সৈয়দ আমীর হুসেন সাহেবের নি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহারা উভ সুযোগ্য লোক এখন দেখা যাউক বিচারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সে যাহা হউক, আ সুলতঃ যত দূর জানি, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ভা র্ষীয় কোন প্রকার সমাজ এবং ধর্ম্মসম্ব কোন বিষয়ে কখনই অন্যায় হস্তক্ষেপ করেন এবং অন্যকেও করিতে দেন না। তবে ফ্র্যা সাহেব কোন্ আইন ও কোন্ গবর্ণমেণ্টের দৃ অনুসারে এ কার্য্য করিয়াছেন আমরা তা জানিতে চাই।

আবার ঘর চাপা পড়িয়া মানুষ মারা পড়িয়া বেলিয়াঘাটার নিকট সুড়াঁর যে চটের কলটী আ কয়েক দিন হইল তার কারখানা ঘরের ছাদ ঝু ঝাং ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ ছাদ চাপা পড়িয়া জন মজুর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছে, অপর এব হাঁসপাতালে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই প্র ত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরোও ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আ আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলি

এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে, আরও যে এরূপ অশুভ সংবাদ কত শুনিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতার মিশনরীগণের বক্তৃতা সম্বন্ধে পুলীস কমিশনর হেরিসন সাহেব সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে গিজন স্কোয়ার এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামক স্থান দ্বয়ের উত্তরাদ্ধ সর্ব্ব সাধারণের সঙ্করণ এবং সমীরসেবনের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত থাকিবে এবং দক্ষিণাদ্ধ মিশনরী প্রভৃতি বক্তাদিগের বক্তৃতার জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত হইবে। এক জন বক্তৃতা আরম্ভ করিলে যদি অন্য বক্তার সে স্থানে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথম বক্তার [illegible] অন্তরে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম যিনি করিবেন পুলিস তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া দিবে।

মস্কৌ হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তত্রত্য দুই জন বনিক কোন সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। আদালতের সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিতে গেলে সময় লাগিবে বলিয়া তাহারা মারামারী করিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু মিয়ার আলির ভ্রাতা সরিয়ত মহম্মদ খাঁ বিবাদস্থলে উপনীত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য নিজে মধ্যস্থ হইবার প্রস্তাব করেন। উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি একদা উভয়কে আপনার বাটীতে আসিতে বলেন। ঐ দিবস একজন আসিল কিন্তু অপর ব্যক্তি আসিল না; তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সরিয়তের লোকেরা ঐ ব্যক্তির বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] আফগানদিগের শাসভার দিয়া কি অন্যায় [illegible] করিয়াছেন।

আয়ুব খাঁকে তাহার পিতা সিয়ার আলির [illegible] বলিয়াছে। আসলাই এক বংশের সর্ব্বনাশ করিল। [illegible] খাঁ না থাকিলে বোধ হয় সিয়ার আলির রাজ্য উচ্ছিন্ন হইত। আয়ুব যেরূপ বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবীর্য্যের সহিত যদি তিনি [illegible] দিকে অগ্রসর হইতেন, [illegible] সেনাপতি গোলাম হায়দর খাঁর পুত্র [illegible] ৮৬ হইয়া বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে [illegible] পথ রুদ্ধ হইত না। [illegible] বলিয়া তিনি কান্দাহারে বিশ্রাম করিয়াছেন [illegible] ও এই [illegible] সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আলস্যে কাল কাটাইতেছেন। হইতে পারে, তিনি এখন অধিক সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমীরের এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাঁহার সময় ক্ষেপন করা ভাল হয় নাই। বরং ইহাতে আমীরই অধিক সুযোগ পাইতেছেন। যাহা হউক এখন যাহা হইয়াছে, তাহার আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তিনি এখন দক্ষিণ আফগানস্থানে দৃঢ় হইয়া থাকুন, এখন তাঁহার আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম তিনি একটী নিতান্ত অপরিণামদর্শীর কার্য্য করিতেছেন, তিনি বণিক ও ধনীসম্প্রদায়ের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিতেছেন। এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই ইহাতে তাঁহার শত্রু বাড়িবে।

ক্রমে দেখিতেছি যে, কুচবেহারের রাজপরিবার কেশব বাবুর কন্যাগণের আদান প্রদানের ঘর হইয়া উঠিল। গত ১৩ ই আগষ্ট শনিবার কেশব বাবুর রমণীয় প্রাসাদ "কমল কুটীরে" তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত কুচবেহারের রাজার জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুমার গজেন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। বিবাহসভায় মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, উইলিশ, হরনবী ব্রাউন, প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরী, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল সান্যাল, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ান এবং কয়েকটী দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। কোন অঙ্গহীন হয় নাই। একেত ঐ শনিবারে হিন্দুদিগের বিবাহের একটী শুভদিন ছিল, তাহাতে স্ত্রী আচার আদি কোন বিষয়ে শুভ কার্য্যের কোন ত্রুটি হয় নাই। আবার বিবাহ রেজিষ্টরী করিবার জন্য নরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। শুনিলাম সাহেবেরা লুচি সন্দেশ খাইয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ক্রমাম্বয়ে যেরূপ গ্রীষ্মের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহাতে তথায় সিমলার পাহাড়ের প্রয়োজন হইয়াছে। ৫ ই জুলাই সেখানে তাপমানে যন্ত্রে পারদ ৯৮ ডিগ্রী উঠিয়াছিল। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে তথায় এত গ্রীষ্ম কখন হয় নাই। তত্রত্য কর্ম্মকারেরা ঐ দিবস হাপরের কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্যের অবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

৯ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় নাই তথায় বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। মহীসুর ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে শস্যের অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদে[শে] ভূমি এখনও শুষ্ক রহিয়াছে, শস্য বিশেষ উৎ[কর্ষ] লাভ করে নাই। মধ্য প্রদেশে এখনও কিছু [দিন] বৃষ্টি বন্ধ হইলে ভাল হয়। আলাহবাদ অ[ঞ্চলে] এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন।

বর্দ্ধমান রেলওয়ে পুলিস রক্ষিত করা কর্ত্তব্য [কি] না তদ্বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্রই কমি[টি] তায় গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের [illegible] হইবে।

বার্লিন হইতে চার্লটনবর্গ পর্য্যন্ত ৬ই মা[ইল] পথ যে ট্রামওয়ে আছে তাহার শকট চালনার [জন্য] তড়িৎ ব্যবহৃত হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর ২৮ এ জুলাই ১৮৮১।

কানপুর নিবাসী সীতারাম নামক একজন [illegible] শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গত ৫ ই জুলাই বেলা ৬ই প্রহ[রের] পর তত্রত্য রামনারায়ণ বাজারের একটী দোক[ানে] বাটীর উপরে তিন জন পুলিস কর্ম্মচারীকে তরবা[রি] আঘাত করে। এক জন তৎক্ষণাৎ যমলোকে [গমন] করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ জীবিত থাকিয়া [illegible] পশ্চাৎগামী হয়, তৃতীয়ের অল্প আঘাত ল[াগে] সে চিকিৎসার গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে অত্রত্য ঠাকুরদাসের বাবে [illegible] দোকানে চুরী হইয়া যায়। পুলিস চোরের অ[নুসন্ধান] করিতে করিতে সন্দেহ পূর্ব্বক উক্ত সীতারামের [illegible] ও ভ্রাতাকে ধৃত করে। তৎকালে সীতারাম [illegible] ছিল না। পরে যখন আসিয়া পিতা ও ভ্রাতার [illegible] আগ্রহ শুনে পুলিসের নিকট আসিয়া তাহাদের মু[ক্তির] জন্য বলে, [illegible] পুলিস না ছাড়াতে, সে রাগা[ন্বিত] হইয়া চলিয়া যায়।

এই চুরীর অনুসন্ধানের জন্য পুলিস রামনা[রায়ণ] বাজারের এক বাটীতে আড্ডা করিয়া থা[কে]। ৫ ই জুলাই ৬ই প্রহরের সময় যখন সকলে নি[দ্রিত] ছিল, সীতারাম এই হত্যাকাণ্ড করিতে যায়।

অন্যান্য সকলে পালায় কেবল এই ৩ জন [illegible] আহত হয়।

অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে যৎপ[রো]নাস্তি কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় [illegible] বারিদে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া সকলের [illegible] রক্ষা হইয়াছে। রাত্রি একটার সময় হইতে [illegible] পর্য্যন্ত তেজে বারি বর্ষণ হইয়াছে। অনেক [illegible] উপরেও জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এই বৃ[ষ্টিতে] অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। এখনও [illegible] হইতেছে, আকাশ পরিষ্কার নাই।

ডাক্তার বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছেন।

মিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন যে কয়েকটী র পীড়ায় ইনি চিকিৎসা করিয়াছেন সকলেই সত্বর উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। চিকিৎসার সুপ্রণালী, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি য়া আমরা সৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। র ঔষধের মূল্য যেরূপ অল্প তাহাতে বোধ হয় দিগকে এলোপ্যাথি ঔষধের মূল্যাধিক্য জনিত ভোগ করিতে হইবে না। ইনি অতি যত্নের ত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। দের নিকট হইতে ঔষধের দাম পর্য্যন্ত গ্রহণ ন না। ইনি যেরূপ সুদক্ষ ও দয়াবান তাহাতে হয় অধিক দিন ইনি এখানে থাকিলে যে রণের হিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মসুণ্ডা—১০ ই আগষ্ট ১৮৮১।

আমরা মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাটে যাইবার রাস্তা- কথা সংবাদ পত্রে অনেক বার লিখিয়াছি; আমাদের দুরবস্থা মোচনের প্রতি এ পর্য্যন্ত ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। আমরা সবিনয়ে রামচরণ বসুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটী প্রস্তুত য়া একটী চিরকীর্ত্তি স্থাপন করুন।

এতদঞ্চলে বন্যার জল দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি তেছে। ভাদুই ধান্য ও পাট প্রায় অধিকাংশ হইয়াছে। বৃষ্টিও প্রচুর পরিমাণে হইতেছে।

গত বৎসর এতদ্দেশে ম্যালেরিয়ার ভয়ানক ভাব হয়, তাহাতে যে কত লোক সমনভবনে ন করিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এক গৃহস্থ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। রেও ম্যালেরিয়া মুখব্যাদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স করিতে বসিয়াছে।

রাণাঘাট—১৬ ই আগষ্ট ১৮৮১।

এ বৎসর নিজ রাণাঘাট ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ম সমূহে সাংক্রামিক জ্বররোগের সূত্রপাত গত ষাঢ় মাস হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর সবডিভিজনের অনেক গুলি লোক জ্বরে াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বোধ কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে, নেক দুঃখী জ্বর প্রপীড়িত প্রজার জীবন দান রিতে পারিতেন। আমরা ভরসা করি রাণাঘা র সবডিভিজনের ডেপুটী বাবু ও স্বদেশ হিতৈষী হোদয়গণ এবার এক্ষণ হইতে প্রস্তুত হইবেন, হাতে এ সবডিভিজনের সর্ব্বত্র ঔষধাদি পাওয়া য় তাহার উপায় বিধান করুন, নতুবা াশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে গত বৎসরের ন্যায় জ্বর ও মৃত্যুর পুনরভিনয় হইবে। এখনও জ্বরের তাদৃশ প্রকোপ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মগণ এখন হইতে প্রস্তুত হউন। কলিকাতা হইতে আরও কিছু কুইনাইন ও বিবিধ প্রকার ঔষধাদি আনয়ন করুন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেলে পরে তৈল প্রদান বৃথা। যেন গত বৎসরের ন্যায় না হয়। যাহা হউক আমরা শুনি- লাম গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া এ সবডিভিজনের জ্বর পীড়িত লোকের উপকারার্থ একজন নেটিভ ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন, এ যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য। রাণাঘাট সবডিভিজনে ন্যূনাধিক ৫৬০ খানি গ্রাম আছে এক রাণাঘাট থানাতেই ১৭৩ খানি গ্রাম আছে॥ আমরা আরও শুনিলাম কর্ত্তৃ- পক্ষগণ এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, নেটিভ ডাক্তার মহাশয় এক এক গ্রামে, এক দিন না হয় দুই দিনের অধিক থাকিতে পারিবেন না। পাঠকবর্গ মনে করুন নেটিভ ডাক্তার মহাশয় আজ কামালপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার যাবতীয় পীড়িত লোক দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে আর ৫৫৯ দিন গত না হইলে নেটিভ ডাক্তার মহা- শয় পুনরায় কামালপুরে রোগী দেখিতে পারেন না। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে যে রোগীর বিস্তর মৃত্যু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা আহ্লাদিত হইলাম আমাদের বর্ত্তমান কমিশনর পিকক সাহেব ও এখানকার সুযোগ্য মাননীয় ডেপুটী বাবু রামচরণ বসু মহোদয়ের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। সত্য কথা বলিতে কি গত বৎসরে যদি প্রতিনিধি কমিশনর মনরো সাহেব ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাচ্ছিল্য না করিতেন তাহা হইলে নদীয়া ডিভিজনের অনেক গুলি দুঃখী জ্বরপী- ড়িত লোকের জীবন দান করিতে পারিতেন। তবে ভাগ্যে মাজিষ্ট্রেট টেলর ও কৃষ্ণনগরের উকীল মোক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন তাই শেষে কতক গুলি লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

ধূমকেতুর উদয়ে অথবা অন্য কোন কারণে এ বৎসর এখানে অসময়ে ওলাউঠা দেবী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এতন্নিবন্ধন প্রতিদিন প্রত্যেক পল্লীর নর নারী উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছে। এই লোম- হর্ষণ সংবাদটী ষ্টেটসম্যান ও সোমপ্রকাশে উপর্য্যু- পরি আন্দোলিত হওয়াতে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী বাবু এখানে একজন অতিরিক্ত নেটি ডাক্তর পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু শান্তিপ ও তন্নিকটস্থ গ্রামের ওলাউঠাক্রান্ত দরিদ্র রোগী বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করিবেন এবং বিনা মূ তাহাকে ঔষধও দিবেন। পথ্যের ব্যবস্থাটী ঐ স "গ্রাটীস্" করিয়া দিলে অধিকতর আনন্দ বিষয় হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক ডেপুটী বা ঐরূপ সদ্ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে ও দুঃ প্রজাবর্গ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ ক তেছে। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত উক্ত ডাক্তর ব স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাস করেন না একন্য অনেক সময় তাঁহাকে অনুসন্ধান করি লইতে লোকের অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইহ দুঃখের বিষয়।

ডেপুটী বাবুর দেখা দেখি আমাদের নূতন ভাই চেয়ারম্যান বাবুও সম্প্রতি পাড়ায় পাড়ায় চে দিয়াছেন যে, "অতঃপর যে সকল দুঃখী প্রজ ওলাউঠা হইবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ এ পক্ষের সদ উপস্থিত হইলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হই পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভাইসচেয় ম্যান বাবুর বাটীর ডাক্তার বাবুর উপর স্থা লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অভাব, এজন্য রো আত্মীয়েরা প্রায় কেহই সেখানে স্বেচ্ছানুস যাইতে চায় না। যাহা হউক ভাইস্চেয়ারম বাবুর অনুকরণ-প্রিয়তা শ্লাঘনীয় বটে। ইঁ শরীরে যখন এত গুণ, তখন মিউনিসিপালি দায়ে এবৎসর মরা গাঙ্গীতে কেন সাময়িক স্নানে যোগ্য ঘাট কয়েকটী বিনির্ম্মিত হইল না?

আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান ও কমিশ বাবুদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এবার এখানকার গৃহ সংস্করণ করা হয়। এই প্রস্তাবে চেয়ারম্যান বা অনুমোদন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর গৃহকর সংস্করণ কার্য্যে কয়েকজন কমিশনর নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ কালে যেরূপ বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় দিয়াছ তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে অনুমিত হইয়াছে যে, কমিশনর বাবুদের কর্ত্তৃক গৃহকর সংস্করণ বিশুদ্ধ যুক্তির অনন্যুমোদিত নহে। এক্ষণে একান্তই গৃহকর সংস্করণ করা আবশ্যক বোধ থাকে, তবে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই ডেপুটী বাবু স্বয়ং ঐ কার্য্যে ব্রতী হউন। তাঁহার একান্ত সময় না থাকে, তবে তাঁহার ম নীত একজন সরকারী লোককে ঐ কার্য্যে করুন, তাহা হইলে প্রত্যাশানুরূপ গৃহকর সং হইবার সম্ভাবনা, নতুবা "এক ভস্ম আর দোষ গুণ কব কার।"

অসাময়িক ওলাউঠার কল্যাণে আমাদের মিউ-
পল কমিশনর বাবুরা স্থানীয় বন জঙ্গলাদি
ার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ কল্পনাটী
ম্বল বটে, কিন্তু মিউনিসিপালিটীর ওভরসিয়র
নগরের স্থানে স্থানে ও মতিগঞ্জের সানের
র উপর যে সকল ময়লা ফেলিয়াছেন, অগ্রে
মস্ত পরিষ্কার করাই উচিত। সে দিন পোষ্ট
দের সম্মুখে ওভরসিয়র বাবু ঐরূপ ময়লা
া স্থানটী দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু
পোষ্টমাষ্টার বাবুর দরখাস্তে ও ভাইসচেয়ারম্যান
কল্যাণে তাঁহাকে তাহা পুনর্ব্বার উঠাইয়া
া দিতে হইয়াছে। এক্ষণে মতিগঞ্জের সানের
র ময়লা গুলি যথা স্থানে উঠাইয়া ফেলিয়া
া উচিৎ, নতুবা কেবল বন জঙ্গল পরিষ্কার
ল কখনই আশানুরূপ উপকার দর্শিবে না।

আমরা নিরতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করি-
যে, এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয়
বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয় সাঙ্ঘাতিক
অবস্থায় গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন। ইনি ৮ মতি
মধ্যম ভ্রাতা। ইনি পীড়িত হইয়া অবধি
ক মাস পর্য্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের চিকিৎ
নে ছিলেন, এতন্নিবন্ধন তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয়িত
গিয়াছে। কিন্তু রোগ কিছুই উপশমিত হয়
। এরূপ জনশ্রুতি যে ডাক্তার অভয়াচরণ
ী উক্ত বাবুকে চিকিৎসা করিয়া অনুমান ৭০০
র বিল করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ডাক্তার
ীয় কবিরাজের ব্যয় স্বতন্ত্র। আমরা জগদী-
মীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে,
ন বাবু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে
াগমন করুন। কিন্তু ডাক্তারী ঔষধে তাঁহার
ের অবস্থা এমন মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে,
কেই তাঁহার জীবন আশা পরিত্যাগ করিতে
হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকা[illegible]
[illegible]
[illegible] আমাদের নিয়ম [illegible]
[illegible] আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন
মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও
[illegible]মের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের
[illegible]প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে।
যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী
মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর
আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে
পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া
লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের
সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি
কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত
বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু-
দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন,
তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে
সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা
বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস-
গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-
দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয়
অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে
বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের
নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া
দিবেন।

[illegible] না।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনা-
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০
আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
দ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ
লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,
আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং
তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক
৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।
কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-
ষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া-
ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন
করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে
লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-
ধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম
পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট
পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য —১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নানাবিধরোগনাশক মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম
পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন
মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব
কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও
সপূয় রক্ত নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায়
ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক
দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ
কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ
প্রভাবে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী
আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-
ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ
সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার
আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া
থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং
৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা। ...এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ... এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ...পাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

...মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে ...কল গদ্যোনুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস ...ত) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত ...ইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। ...রা ইহার মূল্য গ্রহণ করিবেন না, কেবল প্রতি ...র ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ ...ব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ...অগ্রিম ১৸৵০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ...ক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় ...ব নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

...লিকাতা ...০ নং ব্রেট্রীট — অধ্যক্ষ। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত ...য়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, ...দুদিগের বহির্বাণিজ্য, মোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্ত- ...র শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, ...থাদর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ...াই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে ...ত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ...াঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক- ...সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...িতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...হারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

...সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে ...ত উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় ...ীর ৸০, ।৷৩, ।২৸০, ।১৷০. কানেস্তারে বড়বাজার ...ন পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক ...হাদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের ...দর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া অটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৸৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যত্ন।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। — শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায় গণটীয়া রামনগর
" " গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চাঁপাতলা
" " নবকৃষ্ণ দে বক্সি—মোয়ালা
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার হালসা গ্রাম
" " কমলাপতি সিদ্ধান্ত বস্তু—দেবগ্রাম
" " নন্দমোহন দাস—মথুরাপুর গ্রাম
" " কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী—নওয়াখালী
" " রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা
" " বরদাকুমার দত্ত—রোশড়া
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ৫
" " হরনাথ মিত্র—মুন্সিবাজার ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাক... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করি... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্ব... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যে... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃক... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ | " মবসতা° মক্বতিশ্বিলায পাথিঁব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা " | ৪২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৪ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২৯ এ আগস্ট।

অগ্রিম সাপ্তাসিক ৩॥০, অসময় ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

...ার আরোগ্য না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে
...বেন।

জয়কালীসুশোভনঃ।

...ইক্স পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে
...শ হইবে।

শান্তিরস।

...এই আবোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌ-
... ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত,
...বাত, আন্তরিক বাহ্যিক ও আঘাতজনিত বেদনা,
...কে অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা,
... ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাসুল ও প্যাকিং
২ টাকা মাত্র।

...রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, আনুষঙ্গিক
...বস্থা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চড়ক-
...ার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যা-
... গলিতে সএকঃ পুরুষোধন্যঃ নামে প্রাকৃতিক
...ালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল
...ক্রটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা
... নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ
...ষ্ঠ হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট
...ত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর
... লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ
...বেন না।

...ংলা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন।
...একঃ পুরুষোধন্য স্বস্থা দাসঃ শ্রিয়া, চ, ব,।

রোগাঙ্কুশ।

... শ্রীবৃন্দাবন পর্যটন কালীন জনৈক উদাসীন
...পুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

...এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র
... বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরা-
...অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও
...কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা
... প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং
...ক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও
...র প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা
...যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব
...া যায়। অবসন্নে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের
...ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়।
... ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র
...ত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

প্রেরিতপত্র

খুক্কামুঠা প্রভৃতির প্রজাগণের
ক্রন্দন।

সুবিখ্যাত "বর্দ্ধমানাধিপতি" মহারাজ নামটী সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইঁহার অপেক্ষা গৌরবশালী দ্বিতীয় নাই। এমন কি কুইন ভিক্টোরীয়া ভারতেশ্বরী ইঁহার যথোচিত সম্মাননা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গালাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্যই জগদীশ্বর ঐ বিশাল কুলোদ্ভব মহাত্মার হস্তে বিশাল জমীদারী প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহার যেমন মান সম্ভ্রম প্রতাপ প্রভাব ও অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তেমন যদি জমিদারীর প্রতি দৃষ্টিপাত থাকিত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে আমাদের মত দরিদ্র প্রজাবর্গের সুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

বর্দ্ধমানের প্রজা বলিয়া মনে মনে আমাদের বড় অহঙ্কার ছিল এবং এই আশা ছিল এবার আমাদের দুঃখের সমুদ্র ক্রমান্বয়ে শুষ্ক হইবে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে তাহা না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে কর্ম্মকারকেরা কেন যে এতদূর আলস্যের বশীভূত বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় "প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, মেম্বর, দেওয়ান, প্রভৃতি" কতকগুলি বড়দরের কর্ম্মকারক আছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বর্দ্ধমানাধিপতির কি উপকার করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। জমিদারীর উন্নতিসাধন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী রাখা তাঁহাদের উচিত ও প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত আচরণই দেখিতে পাই।

আমরা সময়ে সময়ে খুক্কামুঠা, ভিহি কাঞ্জলাগড় প্রভৃতির উন্নতির গর্জ্জন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনিতে পাই; কিন্তু কর্ম্মকারকেরা কার্য্যটী আকাশ কুসুমের ন্যায় সমাধা করিয়া হিসাবটী বর্দ্ধমানের রাজসংসারে বুঝাইয়া পাঠাইয়া দেন। পরগণাজায়ের ভেড়ী বন্দীর জন্য বাৎসরিক দশ, বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা বেশ বুঝিতে পারি চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইলে রীতিমত ভেড়ী হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছিলাম, এ বৎসর বর্দ্ধমান হইতে ১০০০০ দশ হাজার টাকা ভেড়ী বন্দীর জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা কি জনরব মাত্র? না, বন্যায় উড়াইয়া লইয়া গেল? যাহা হউক, এ বৎসর বর্ষায় নিতান্ত দুর্ব্বিষহ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে আবার ভেড়ীবন্দীও

নাই। অতএব শস্য উৎপাদন আদৌ হইবে না,...
গড়, কাঞ্জনগর, খুক্কামুঠা, প্রভৃতি চতুঃপার্শ্ব...
পরগণার জল আসিয়া আমাদের চাষের ভূ...
উপরে প্রায় তিন চারি হাত জল দাঁড়াইয়া...
শস্যক্ষেত্র দেখিলে বোধ হয় স্রোতস্বতী আপন ত...
মার্গ বিস্তার করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে অধিষ্ঠান...
যাছেন! আমাদের দেশের এক চৈমন্তিক ধান্য...
মাত্র জীবনোপায়, রবিশস্য কিছুমাত্র জন্মে...
অন্যান্য দেশস্থ মহোদয়গণ যেমন চাকরী ও বা...
প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, এদেশে তা...
কিছুই নাই। অতএব আমরা জন্মের মত...
লাম। ভূমিতে শস্য হইবে না, মালের খাজ...
জন্য দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে...
ভেড়ি, কর্ম্মকারক বাবুদের চার্জ্জ দিবার বি...
পারদর্শিতা আছে, ১০ আইনের প্রাদুর্ভাব যা...
বলবান্ থাকে, তাঁহারা যত্নের সহিত সর্ব্বদা তা...
চেষ্টা করিতেছেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে গোপালজী...
ঠাকুর বাড়ীর বাৎসরিক আঠার হাজার টাকা দে...
ত্তর ভূমি সংক্রান্ত আয় আছে। কিন্তু রাজসং...
বাৎসরিক ২৩০০ টাকা খরচ নির্দ্ধার্য্য করিয়া দি...
ছেন। ইহাতেই "মেলা, মোহৎসব, দুর্গোৎ...
শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি পর্ব্বাদি সম্পন্ন হয় এবং ইহ...
প্রায় ১০ জন চাকরের বেতনও দিতে হয়!...
রাজের ঘরে টাকা জমিতেছে অমুক হানি নাই।

পরিশেষে, আমাদের প্রার্থনীয় এই, মহা...
সত্বর ধর্ম্মভীরু কোন সুদক্ষ কর্ম্মকারক নিযো...
করিয়া আমাদের দুঃখ বিমোচন করিবার উ...
করিয়া দেন। বৎসর বৎসর ভেড়ি বান্ধিতে নি...
টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা একবারে একটী পয়ঃপ্রণা...
প্রশস্তরূপে খনন করিয়া দিউন এবং প্রত্যে...
মৌজার প্রজাবর্গকে জ্ঞাত করাইয়া দিউন যে...
তাহারা আপন আপন অধিকারের রাস্তা পরি...
করিয়া লয়। কর্ম্মকারক মহাশয়দের দোষে বর্দ্ধ...
নের রাজসংসারের প্রতি দোষারোপ হইতেছে,...
নিতান্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। সুদক্ষ সুবিবেচক...
কারক থাকিতে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, সামান্য...
মের বিষয় নহে। ইমারতের কাজে ৪০০০ টা...
আসিয়া প্রায় চারি বৎসর পড়িয়া আছে, কিন্তু...
নও এক পাঁজা ইট রীতিমত প্রস্তুত হইল না, আ...
র্য্যের বিষয়।

৬ ই ভাদ্র ১২৮৮। খুক্কামুঠা প্রভৃতি পর...
হাদের বিপন্ন প্রজা...

বলা বাহুল্য, বিশেষতঃ শান্তিপুর ও কালনা ... রেলের মহাজনদিগের কলিকাতা হইতে আমদানি, রপ্তানির পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধা হই- ... তবে দুঃখের বিষয় এই যে ষ্টীমারের কর্ম্ম- ... এখন আর সে অনুরাগটুকু নাই! নাই বা কেন? আর কি সেকাল আছে! ... সপুরাতন প্রেম! এখন মহাজনের মাল ... অনেক দিন ধরিয়া উচ্ছন্নে যাউক, আর ... নষ্ট হউক, কে আর সে দিকে চায়! কাজেই ... "মাল আটে না ফাটে" যে ক্ষতি সে গৃহস্থের। ... গত ২৭এ শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্নে এক ... শান্তিপুর প্রেরণ জন্য কলিকাতার ... ষ্টীমার আফিসে দেওয়া হয়, শুক্রবার পর্য্যন্ত ষ্টীমার আফিসের গুদামে থাকিয়া শনিবার ... ষ্টীমার যোগে শান্তিপুর রওনা হয়, রবি- বাসর দিবস যখন ঐ রেসম শান্তিপুরের ঘাটে উঠাইয়া ... যায় তখন দেখা গেল উহার দুই স্থানে ইন্দুর কাটা ... ষ্টীমারের জনৈক কর্ম্মচারিকে বলায় তিনি ... কহেন, "কি করিব বাপু উহা কলিকাতার ... কাটিয়াছে" কাজেই আর উত্তর কি আছে, ... যে মহাজন বেচারা চারি আনা পয়সা ... দিয়া চারি পাঁচ টাকা গঙ্গাদেবীকে অর্পণ ... গেলেন, তাহা একবার মনের কোণেও ... দিলেন না। যাহা হউক, ষ্টীমার কোম্পানির ... দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মচারি বাবুদের লক্ষ্য রাখা ... কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ মূল্যবান দ্রব্যের প্রতি ... দিগের সমধিক যত্ন করা উচিত, এবং গুদাম ... মধ্যে মধ্যে এক এক বার তত্ত্বাবধান করা ... গুদামটী পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, ... মহাজনদিগের পরিত্রাণের অন্য উপায় ... না।

কমলপুর রেসমকুঠি
মেদিনীপুর।
... ই ভাদ্র।

শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই ভাদ্র সোমবার।

গবর্ণমেণ্টকে দেখি অনেকগুলি আইন করিতে হয়।

এদেশীয় সমাচার পত্রে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃক সাধা- ... রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক আর রাজপুরুষ ... দের কর্ত্তৃক যে সমস্ত দোষ বর্ণিত হয় ... অসত্য নহে, তবে অপ্রিয়; যাঁহা- দিগের স্বভাব গর্ব্বিত কোপন ও উগ্র, সেই সত্য কথা তাঁহাদিগের সহ্য হয় না। কতকগুলি রাজপুরুষ অপ্রিয় বলিয়া সেই সত্য বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া নয় আইন করিয়া বসিলেন; আর যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাহাদিগের মুখে বল্‌গা রোপণার্থ একটী নূতন আইন করিতেছেন না কেন? "পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র" এই শীর্ষাঙ্কিত যে প্রবন্ধটী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেন এ কথা কহিতেছি। পাওনিয়র পত্র এদেশীয়দিগকে অসভ্য ও মূর্খ প্রভৃতি গালি দিয়া কহিয়াছেন এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষভাবে রাজপদ লাভের যোগ্য নহেন। পাওনিয়র এদেশীয়দিগকে অযোগ্য বলিলেই অযোগ্য, আর যোগ্য বলিলেই যোগ্য হই- লেন তাহা নহে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এরূপ অসার নন যে পাওনিয়রের কথায় এদেশীয়দিগকে অযোগ্য স্থির করিয়া সর্ব্ব পদ হইতে বর্জ্জিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া যোগ্যা- যোগ্যতা নির্ণয় করেন না এবং যোগ্যাযোগ্যতার নির্ণয় না করিয়াও কাহাকে কোন পদ দান করেন না। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাওনিয়রের বাক্য অরণ্যে রোদনের তুল্য বিফল। পক্ষান্তরে, ঐ বাক্যগুলি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। অকারণ জাতিবৈর উদ্দীপিত হইতেছে। অতএব যে সকল সমাচার পত্র এইরূপে দেশের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের দুষ্ট নিরোধার্থ আপাততঃ একটী আইন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আইনটী না করিলে জাতিবৈরের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইবে। এটী যে সুখকর নয়, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন, গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্দর্শনে সুখী হইবেন আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, তাহা- দিগকে সাইবিরিয়ায় পাঠাইয়া দিলে হয় না? প্রাপ্ত প্রবন্ধটী এই—

"পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র।

পাওনিয়র সংবাদ পত্র খানি কেমন? মূর্ত্তিমান বিদ্বেষানল। তাহার হৃদয়ে ঈর্ষানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রতিদিন ভারতবর্ষবাসিদের দুই একটা নিন্দা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। ভারতীয়দের অযথা নিন্দাবাদ তাহার জপমালা হই- য়াছে। বাঙ্গালীরা বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনায় সর্ব্বত্র পূজনীয়। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদের ক্ষমতা স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে পাওনিয়র গায়ের জ্বালা সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাই বাঙ্গালী বাবুদের উপর অনেকটা ঝাল ঝাড়িয়াছে। পাঠক! নিন্দার একবার ধাঁচটা দেখুন;—

"But as a rule the oriental with his thi[n] coating of civilisation covering the dirty skin of barbarism, ignorance and superstition, cannot be placed on a level with the mor[e] cultured individual who hails from th[e] other side of the Suez.

ফলতঃ পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা অসভ্যতা মূর্খতা এব[ং] মূঢ়তারূপ কদর্য্য চর্ম্মকে পাতলা একটা সভ্যতা[র] আবরণে ঢাকা দিয়া, সুয়েজ পারের অধিগত অধি[ক] কতর প্রকৃষ্ট ব্যক্তিদের সমকক্ষ হইতে পারে না!

পাঠক! বুঝিলেন ত? বাঙ্গালীরা অত্যন্ত মূ[র্খ] মূঢ় এবং অসভ্য। পোষাক পরিয়া সভ্য ভব্য হই[লে] তাঁহারা কি ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারেন? ... ইংরাজ সুলভ বড় বড় পদগুলি বাঙ্গালিদের শোভ[া] পায়? পাওনিয়রের এই গ্লানি শুনিয়া সাধার[ণী] কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে ক্রোধও করি না চঃখিতও হই না;—আমরা ... বিদ্যাসুন্দর পড়িয়াছি, অসমকক্ষ লোকে উচ্চ ক[থা] বলিলে আমরা তাহা হেসে উড়াইয়া দিই। যাঁহা[রা] দোষ সংশোধনের নিমিত্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তিতে দো[ষ] দেখাইয়া দেন, আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা প্রদর্শ[ন] করি। জনসমাজে তাঁহারাই যথার্থ পূজনীয়। কিন্তু যাহারা লোকের কেবল দোষান্বেষণ করি[য়া] বেড়ায়, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা চপল[তা] মাত্র। সাধারণী বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সংসারে ... যেমন তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মও তদনুরূপ। এক দি[ন] পুষ্পবাটিকায় বায়ুসেবন করিতে গি[য়া] আমরা এক উপদেশটী পাইয়াছিলাম। মনো[হর] মাধবীতলে একটী সুদিব্য বেদিকায় বসিয়া আছি[লাম] দেখিলাম যে যেমন জীব সে তাহার নিজ প্রকৃতি[র] প্রকৃতির অনুরূপ দ্রব্য আহরণ করিতেছে। মধু[মক্ষি]কাগুলি বন্ বন্ করিয়া উড়িয়া আসিতে[ছে] সুবাসিত ফুলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছে। ... মধু ফুলের কোথায় থাকে সকলে দেখিতেও পা[য়] না। এ দিকে পাতায় নানাজাতীয় দংশক কী[ট] পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছে। ল[তা]টিকে শ্রীহীন করিতেছে। আবার নিম্নভাগে চাহি[য়া] দেখি,—বৃক্ষে গোময়াদির সার দেওয়া হইয়াছি[ল] গোবরা পোকা সেই দুর্গন্ধ বিট্‌রাশি সংগ্রহ করি- তেছে। গোবরা নীচেতে থাকে, উপরে উঠিবা[র] ক্ষমতা নাই, মধুও চিনিতে পারে না—মধুতে ... তিও নাই; নীচেতে পড়িয়া কেবল দুর্গন্ধের রা[শি] আহরণ করিতেছে। আমরা সাধারণীকে ত[াই] বলি—দোষে গুণে মানুষ। সকলেরই কিছু কি[ছু]

ও আছে কিছু কিছু গুণও আছে। এখন যার য প্রবৃত্তি সে, মানুষের সেই ভাগ গ্রহণ করে— বা কেবল দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেহ বা র অনুসন্ধান করে। অতএব ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি- উপর রুষ্ট হওয়া অবৈধ।

আজ আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতাম পাঠক! মনে করিবেন সাধারণীর সম্পাদ- ক দুটা কথা শুনাইবার নিমিত্ত আমরা একটা লাম। কিন্তু তাহা নয়। পাওনিয়র সহস্র ম ভারতবাসিদের নিন্দাবাদ করুন তাহাতে রা দুঃখিত নহি। আবার সাধারণী কেন?— ন সংবাদ পত্র পাওনিয়রের কথার উপযুক্ত ত্তর দিউন, আমরা তাহাতে একটীও কথা তে চাই না। কিন্তু এইরূপ অযথা নিন্দাবাদের বর্ত্তমান রাজনীতির অনেকটা সংস্রব আছে ই দুই একটা কথা না বলিলে চলে না। পাও- র হট্ করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় বলিল যে,—ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য মূর্খ ও । এখন, ভারতবর্ষবাসীরা যদি প্রমাণ করিতে যে, "ইংরাজেরা অসভ্য অভদ্র মিথ্যাবাদী" রা হইলেই আগুন লাগিবে। রাজপুরুষেরা নি বলিবেন—"তোমাদের রাজভক্তির ত্রুটি তেছে, তোমরা বিদ্রোহসূচক বাক্য বলিতেছ"। রা তাই বলি, এমন স্থলে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার য় কি? মুদ্রা যন্ত্রের আইন প্রচলিত থাকুক, মরা খেদ করি না। কিন্তু কতকগুলি অপরিণত- উদ্ধত স্বভাব ইংরাজ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া শান্ত- ব স্বল্পপ্রকৃতি ভারতবর্ষবাসীদিগকে নিয়ত কটু ক্য উত্তেজিত করিবে, তাহাতে ভারতীয়দিগের ে কত সহ্য হইবে? রাজপুরুষেরা কি এমন বলিতে চান যে, "আমরা তোমাদিগকে চ্ছাক্রমে গালি দিব নিন্দা করিব, তোমরা একটী াও কহিতে পারিবে না?" আশা করি, এত বচার কখন হইবে না। ইংরাজজাতির মধ্যে নেকেই যে প্রকার উদারচরিত ধর্ম্মপরায়ণ ও সম- ী, তাঁহাদের মুখ হইতে কখনই এমন অসঙ্গত ক্য নির্গত হইবে না। আমাদের বেশ বিশ্বাস ছে, পাওনিয়রের সদৃশ ইংরাজ অধিক নাই। কেহ থাকে তাহারা মাতৃভূমির বর্জ্জিত শীল বিশুদ্ধ ইংরাজ সমাজে তাহাদের আদর ই। স্বদেশে সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করেন, ই বিদেশে আসিয়া কোন প্রকারে কাল যাপন রে। আমরা এই পাওনিয়রকে দেখিতেছি; অনেক দিন—(নাম করিব কি? হয় তো র হইবে না;) দেখিয়াছিলাম।

এখন আমরা একটী অনুরোধ করি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের মধ্যস্থ হউন। ভবিষ্যতে এই প্রধূমিত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ না করে? তাহার উপায় করুন। দেখুন, কটুকথা শুনিলে সকলেরই মনে দুঃখ হয়, ক্রোধও হয়। তবে, কেহ নিজ ধৈর্য্যগুণে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, সে পৃথক কথা। কিম্বা কেহ বলি- লেন,—"বড় বা লোক তার আবার কথা" এই বলিয়া উপহাস করিয়া দিলেন। কিন্তু সকলে ত চুপ করিয়া থাকিবেন না। অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন। তখন উপায় কি? কোন অবিবেচক লোক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বার বার রাগাইয়া যদি দশ কথা শুনিতে চায়, তবে কে অপরাধী হইবে? যাহাতে পরস্প- রের প্রণয় ও সদ্ভাব সবর্দ্ধন হয়, সৎ ব্যক্তির তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু কটু বলিলে বা নিন্দা করিলে প্রণয় থাকে না। মনে মনে কেবল দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। এমন স্থলে গবর্ণমে- ণ্টের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। শান্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রকাশিত স্থলে ধর্ম্ম প্রচার নিষিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তদপেক্ষা এক এক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্র অধি- কতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। যে জাতি রাজার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত, রাজাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করে দেবতার তুল্য পূজা করে: পাওনিয়রের ন্যায় দুই একখানি সংবাদ পত্র যদি কিছু দিন প্রচলিত থাকে তবে সে জাতিকেও রাজার ঘোরতর বিদ্বেষ্টা করিয়া তুলিতে পারে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এরূপ অপরিণামদর্শী সংবাদপত্র গুলি যেন সত্বর উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিম্বা তাহা- দের নিকট মোচলকা লওয়া হয়। দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখুন অপরাধী কে? কাহার দোষে দেশে বিদ্বেষ বিস্তীর্ণ হইতেছে।

ইচ্ছা করিলেই লোকে সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞতা প্রকাশ সকলের দ্বারা চলিতে পারে না। সম্পাদকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি কঠিন। তিনি সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন, দেশের উন্নতি সাধন করিবেন, রাজ নীতিতে দক্ষ হইবেন তবে তাঁহার দ্বারা মঙ্গল হইবে। নতুবা পদে পদে কেবল অনিষ্টই ঘটিবে। মিষ্টবাক্য এবং সদয়া- চরণ না করিলে লোকে কখন অনুরক্ত হয় না। সদয় আচরণ করিলে বনের হিংস্রক পশুটী ও বশীভূত হয় ও পোষ মানে। আমরা ইংরাজের ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী। পাওনিয়র তাই মনে করিয়াছে যে, গালি দিয়া আমাদের অস্থি পঞ্জর ভেদ করিলে ও আমরা তাহাকে সভ্য ভব্য বলিব। এটী সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহা তিলার্দ্ধও মনে করা উচিত নয়। বিষ্ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সক বরাহকে পূজা করি না, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। ইংরাজ জাতি ন্যায়পরায়ণ দয়াবা বলিয়া আমরা সকলকে তদনুরূপ সম্মান করি ন আমরা গুণ দেখিয়া লোকের পূজা করি।

আশ্চর্য্যের কথা, যে দেশে ধর্ম্মই লোকের উ জীবা। নীতিশাস্ত্রই লোকের ব্যবসায়, উঠি বসিতে পারত্রিক চিন্তা। কত সহস্র বৎসর ধরি যে দেশে নীতিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন হ তেছে, সেখানকার লোক অসভ্য ও মূর্খ। আমাদে পিতৃ পুরুষেরা কে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যম রহিয়াছে। পাওনিয়র! তোমাকে দেখিয়া ডাকই কি কুলের কথা খুলে দিতেছেন, পড়ে একব শুনাও দেখি?

রাজস্ব সচিব মেজর বেয়ারিং।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে মহাত্মা বেয়া সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বাস্তবিক ই যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ও সংস্বভা সম্পন্ন। পাঠকের স্মরণ আছে, শান্তপ্রকৃতি ন ব্রুকের সময় প্রজার কষ্টকর কোন কাজ হয় না আমরা আবার সেই সুখের রামরাজ্য আশা ক তেছি। সেই ন্যায়পরায়ণ বেয়ারিং সাহেব ভাগ্যক্র আবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ষ্ট্রাচি সাহে রাজস্বসচিব হইয়া দেশে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই আ নের শিখা এখনও দপ দপ করিয়া জ্বলিতে অতএব এমন সময় জলসিঞ্চন না করিলে কি রক্ষা আছে? তাই আমরা এত আহ্লাদিত তেছি। মেজর বেয়ারিং সেই আগুনে জল ঢালি উপযুক্ত পাত্র।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু একটু দুঃ ও হইতেছি। গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি দ্বারা এদেশে রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন করাই প্রস্তাব মেজর বেয়ারিং নূতন উদ্ভাবন করিয়াছে এ প্রস্তাব যে সর্ব্বাংশে মঙ্গলকর তাহাতে স নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, এই কাজটীতে ভারতবর্ষের মহাজনদের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। বিলাতে বড় বড় ধনী আ কোন ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে তাঁহারা সন্দি ভীত হন না। পৃথিবীর মধ্যে বিলাত সর্ব্বপ্র বাণিজ্যস্থান। তথায় বড় বড় ধনাঢ্য বণিক করেন। ব্যবসা করিয়া তাঁহারা সকল কাজে পক্ক হইয়াছেন, অকুতোভয়ে দারুণ দুঃসাহ কাজে টাকা চালিতে শঙ্কা করেন না।

...এখানকার রেলওয়ের কাজ নির্ম্মাণের ... বিলাতে অর্থ সংগ্রহের কাজ খুলিলেন। ...দ্ধি-সম্পন্ন সুবিবেচক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ...লিতে আমরা যার পর নাই লজ্জিত হই। ...যাহা হউক, আমাদের যুক্তি তাঁহার সঙ্গত ...হইবে তাহাতে সংশয় নাই। এবং তাঁহার ...গুণ এই, কেহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে তিনি ...ন বদনে তাহা স্বীকার করেন। আমরা এরূপ ...র করিতে পারি, আমাদের দর্শিত মত তাঁহার ...ত বোধ হইলে অবশ্যই তিনি তাহা গ্রহণ করি-... আমরা বলিতেছি, রেলওয়ে নির্ম্মাণের ...ন্ত এ দেশে কারখ খুলিয়া এখানেই টাকা ঋণ ...লে ভাল হইত। এ দেশে অনেক জমীদার ও ...ড়া বণিক আছেন, তাঁহারা অর্থের ব্যবহার ...তে সুযোগ পান না। ভারতবর্ষে ব্যবসায় ...য়ের আড়ম্বর নাই। ছোট ছোট যে কিছু ব্যব- ...আছে, তাহাতে ব্যবসাদারদিগকে প্রায় ভূতের ...র খাটিতে হয়। লাভের কথা, অতি সামান্য ...হইয়া থাকে। এ দেশের লোক নূতন কোন ...জ প্রথম হস্তক্ষেপ করিতেও সাহস করেন না, ...বাং ব্যবসায়ের উন্নতিও হইতেছে না। কিন্তু ...ওয়ের কর্ম্ম কয়েক বৎসর ধরিয়া সকলেই দেখি- ...ছেন, সে জন্য লোকের মনে বিলক্ষণ সাহসও ...য়াছে। সুশৃঙ্খলায় রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন ...তে পারিলে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, ...া সকলেই বেশ বুঝিয়াছেন। তাই আমাদের ...বিশ্বাস হইতেছে, দেশীয় লোকেরাই উপযুক্ত ...সংগ্রহ করিয়া এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারি-...।

এখন সে পথ অনেক টুকু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ...তের রথচাইল্ড এবং বেয়ারিং ব্রাদার্সদিগের ...এখানকার নূতন রেলওয়ের কার্য্য ভার সমর্পণ ...হইয়াছে। পরন্তু, এখনও একটী পথ মুক্ত ...ছ। ঐ কার্য্য বিভাগে এ দেশীয় লোকও টাকা ...দিতে পারিবেন, এমন ব্যবস্থা করিলে অসঙ্গত ...না। আমরা ভরসা করি, রাজস্বসচিব এ ...য়ে শীঘ্র দৃষ্টিপাত করিবেন। একে ত এ দেশের ...ক সহসা তদ্রূপ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন ...। আবার যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ...বন, সে কাজগুলি যদি বিদেশীয় লোকের হাতে ...র্পিত হয়, তবে এখানকার উপায় কি? পঞ্চাশ ...সর পূর্ব্বে ভারতবাসিদের যে প্রকার মনের ...ত ছিল এখন আর সেরূপ নাই। অনেক দেখিয়া ...নিয়া তাঁহারা গুরুতর কার্য্যের ভার স্বহস্তে লইতে ...খিয়াছেন। বাণিজ্যের কাজেও অল্প অল্প সাহস ...ন্মিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান রেলওয়ের কাজটী বিলাতের লোকের হাতে দেওয়া ভাল হয় নাই। যাহা হউক, এখন এদেশীয় লোকের টাকা ঋণ লইলে ভারতবর্ষের অনেকটা উন্নতি করা হয়। অতএব মহামান্য রাজস্বসচিব এই বিষয়টীর পুনর্বিচার করুন, তাহা হইলে অনেকটা মঙ্গল হইবে।

কুপার্সহিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

পরের স্কন্ধে ভোগের পর সুখ আর নাই। যাহারা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ, তাঁহারাই যে কেবল এই সুখের একান্ত প্রয়াসী তাহা নয়, যাহাদের হাত পা আছে, তাহারাও পরের স্কন্ধে ভোগ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না। পরের স্কন্ধে ভোগ যে কেমন ন্যায়োপেত কার্য্য পাঠককে আর তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। আজ আমরা সুখময় পরস্কন্ধভোগের একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল কর্ণেল চেসনির যত্নে কুপার্সহিল নামক স্থানে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে এদেশে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়রিং কালেজ ছিল। তথায় যে সকল দেশীয় ও ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়রা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, ও করিতেছেন। দেশীয়দিগের সুবিধা হইতেছে, ইহা আর চেসনি সাহেবের সহ্য হইল না। তিনি এদেশের জন্য ইংলণ্ডে উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র প্রস্তুত করিবার ভাণ করিয়া কুপার্সহিল কালেজের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নিকটে অনেক ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র কৃতজ্ঞ হইতে পারেন বটে, কেননা তিনি তাঁহাদের অনেকের এদেশের স্কন্ধে ভোগ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনেক কাল ভারতবর্ষীয়দিগের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবেন। তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষস্থ ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রদিগের অন্নসংস্থানের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। যে অবধি কুপার্সহিল কালেজ হইয়াছে, সেই অবধিই প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রদিগের নিশ্চিত কর্ম্ম পাইবার আশয়ে বিসর্জ্জন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এই ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে এই নিয়ম ছিল যে, যে ছাত্র কালেজে শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের অধীনে নিশ্চয় কর্ম্ম পাইত। কিন্তু কুপার্সহিল কালেজ প্রতিষ্ঠার পর গবর্ণমেণ্ট আর দায়ী নন।

কুপার্সহিল কালেজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের যত্নে লালিত পালিত, নিয়মিত ও উন্নীত হয়। ভারতবর্ষই ইহার ছাত্রগণের এক মাত্র জীবন-যষ্টি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত যত ছাত্র এই কালেজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, প্রায় তৎসমুদায়ই ভারতব... প্রেরিত হইয়াছে। এই কালেজ হইতে অনু... তিন শত ছাত্র ভারতবর্ষস্থ পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগে ক... পাইয়াছেন। এক্ষণে এক শত ছাত্র এই কালে... ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এই কালে... হইতেই ভারতবর্ষবাসীদিগের একটী বিশেষ অনি... হইয়াছে, এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়রদিগের আর আ... ভরসা নাই।

গত ২২ এ জুলাই এই কালেজের ছাত্রদিগ... পারিতোষিক দেওয়া হয়। মার্কুইস অফ হার্টিং... ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পা... তোষিক বিতরণের পর বক্তৃতা কালে হার্টিং... কর্ণেল চেসনির প্রশংসা করিয়া এই কালেজে... কিরূপে সৃষ্টি হইল, কিরূপে ইহা পরিপুষ্ট হইতে... ইহা দ্বারা ছাত্রদিগের কত উপকার হইতে... বিস্তারিতরূপে তাহার বর্ণন করেন। তিনি বলে... যে ভারতবর্ষের ধনাগার এই কালেজের ব্যয় নি... আসিতেছে, এবং ভারতবর্ষের জন্যই এতক... ইহার ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিতেছিল। ... এখন অবধি যে এখানকার ছাত্রেরা কেবল ভারত... প্রেরিত হইবে এমত নহে, ভারতবর্ষ, কানে... জামেকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যে... অধিকারভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্ম্ম পাই... অথচ ভারতবর্ষের টাকায় এই ছাত্রদি... শিক্ষা দেওয়া হইবে। পাঠক! দেখুন ইংলণ্ডে... লিবরল মন্ত্রিদল কেমন উদার ও ন্যায় পরা... তাঁহারা ভারতবর্ষের অর্থের কেমন সদ্ব্যব... করেন।

হার্টিংটনের বক্তৃতায় আর এক অংশ পাঠ ক... আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। আ... জানিতাম ইংলণ্ড অতি উন্নত দেশ, ইংলণ্ডের লোক... সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নতি ... করিয়াছে, আমরা মনে করিতাম যে ইংলণ্ডের লোক... কেবল জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উন্নতির জন্য ... শিক্ষা করে, কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকুরির ... তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা করা নহে, তাঁহারা বিদ্যা... করিয়া চাকুরির জন্য আমাদেরমত লালায়িত ... না, তাঁহারা বিদ্যাবলে নিজেই নিজের উন্ন... উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু হার্টিংটনের ব... পাঠ করিয়া আমাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া ... বড় বড় জন বুল আমাদিগকে যখন তখন এই ... পরামর্শ দিয়া থাকেন শিক্ষিত বাঙ্গালী তুমি চাকু... প্রত্যাশা করিওনা, গবর্ণমেণ্ট সকলকে চাকুরী ... পারেন না। গবর্ণমেণ্টের হস্তে এত কর্ম্মখালি ... বৎসর বৎসর কলিকাতায় সেনেট হাউসে বি... দ্যালয়ের যে উপাধি বিতরণ সভা হয়, তাহ...

া হবহাউস, কখন লিটন, কখন কোন পদস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাদিগকে রূপ সদুপদেশ দিয়া থাকেন। সেদিন হাইকো- র্ট চিফজষ্টিশ সার রিচার্ড গার্থ আমাদিগকে ঐ সৎপরামর্শ দিয়াছেন। আমারা তাঁহাদের গ্মিতার প্রস্রবণ-বিনিঃসৃত স্রোতে ভাসিয়া যাই। ন আমরা মনেকরি উঃ ইংরাজের হৃদয় কি র, তাঁহারা আমাদিগকে কেবল সাধুপরামর্শ থাকেন। আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যাহাতে ীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে র্থ হই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কেমন উৎসাহ দিয়া কেন, আমারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করি তাহার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে কত কথা তেছেন। তখন আমাদের একথা মনে হয় যে এই সকল সৎপরামর্শদাতা নিজেই গবর্ণ- ণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারি। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ক্রীর জন্য কতকাল ধরিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করি- ছেন ও কতকাল ধরিয়া পরের উপাসনা ও উমে- ী করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল উপদেশ ও উৎ- বাক্য তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। তাঁহারা স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন রিতেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের চাকর না হইয়া সকল উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের রূপ উপদেশ দিতে অধিকার থাকিত, উপদেশের ও হইত।

পরিশেষে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ রিতেছি যে অতঃপর এই কালেজে সকল লোকেই য়নের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। এত কাল কেবল রাজদিগেরই ইহাতে পাঠ করিবার অধিকার ছিল, ন এই নিয়ম রহিত হইল। আমরা আরও নিলাম যে ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে অতঃ- যাহাতে এই বিদ্যালয়কে ভারতের ধনাগারের র নির্ভর করিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা ইবে। কিন্তু ইহা যে কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে তঃ বলা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন।

সদাশয় ব্যক্তি একবার আশ্বাস দিয়া জীবনসত্তে খন প্রত্যাশীকে নৈরাশ করেন না, জগৎ জুড়িয়া রকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আশা দিয়া রাশ করা সহৃদয় সজ্জনের কর্ম্ম নয়। যখন মুদ্রা- ন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে একদিন য়াছে। সে স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তাও এখন নাই, মন্ত্রী ও নাই। নিষ্কলঙ্ক ইংরাজ রাজ্যের সেই কলঙ্ক ক এইবার ধৌত হইবে, আমারা সর্ব্বদাই এমন আশা করিয়া থাকি। কিন্তু গত ১৮ ই সমার্স সাহেব ইংলণ্ডের কমন্সসভায় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনকে এ সম্বন্ধে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বড় সন্তোষ-জনক নহে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিলেন যে, "ভার-তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৮ এ ফেব্রুয়ারি তারি-খের যে কাগজ পত্র তিনি পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, আগামী শীতকালে গবর্ণর জেনা-রল বাহাদুরের সভায় প্রথম অধিবেশনেই মুদ্রা-যন্ত্রের আইন উঠাইয়া দেওয়া হইবে"। ষ্টেট সেক্রেটারির এই উত্তরটী বেশ সরল ও স্পষ্ট নহে। আমরা ইহাতে একবারে নৈরাশও হইতেছি না, সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্তও হইতে পারি না। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন,—এইরূপ "লিখিত আছে" প্রত্যুত্তরের এই অংশটুকু যেন কেমন কেমন লাগি তেছে। এ দিকে বিলাতের সংবাদ পত্রে এইরূপ প্রচার যে, গবর্ণর জেনারলের সভ্যেরা মুদ্রাযন্ত্রের আইন উঠাইয়া দিতে ঘোরতর আপত্তি করিতেছেন। এ কথা সত্য হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে যে সকল মহাত্মারা থাকিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করি য়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজও এখানে বিদ্যমান আছেন। আইনটী তাঁহাদের স্বহস্তার্জ্জিত বিষবৃক্ষ, এখন ছেদন করিতে কিছু মমতা হইতেছে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং"। স্বকৃতি অনিষ্টকরী হইলে তাহা নির্ম্মূল করিতে কেমন লোক চাই? সে সাধারণ লোকের কাজ নয়। দৃঢ় মনোবল ও ন্যায়পরতা ভিন্ন কখন সে কর্ম্ম হইতে পারে না। ভ্রম দেখাইয়া দিলে যাঁহারা অম্লান বদনে দোষ স্বীকার করেন, তাঁহারাই এ সকল উচ্ছেদন করিতে পারেন। একবার যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ন্যায় হউক অন্যায় হউক আর তাহা ঘুরিবে না, সে সকল লোক কখনও ভ্রম সংশোধন করেন না। একে ত গবর্ণর জেনেরেলের কোন কোন সভ্য মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ করিতে সম্পূর্ণ বক্র আছেন, তাহাতে ইংলিসম্যান ও পাও-নিয়র সময়ে সময়ে বাতাস দিয়া থাকেন। গবর্ণ মেণ্টের মন আরও ভারী হইয়া উঠে।

যিনি যাহাই বলুন আমাদের দুঃখ ঘুচিবার এই প্রকৃত সময়। মুদ্রাযন্ত্রের আইন যে নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ইহাতে দেশীয় সমস্ত লোকের মন দারুণ ব্যথিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের একটীও কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। আজ আমরা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাঁহাদের নিকট দুঃখ জানাইতেছি, সেই মহাত্মারাই এই দারুণ দূষনীয় আইনটীর সৃষ্টিকালে অনুদার চরিত শাসনকর্ত্তাদের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছিলেন, কথায় কথায় এ আইনের দোষ দেখাইয়া ছিলেন;—আজ সে ব্রাইট সেই গ্লাডষ্টোন সাহেব কর্ত্তা। আমাদে যাহা বলিতে হইবে, তাহা তাঁহারাই বলিয়াছেন আমরা এ আইনের যে অনৌচিত্য সপ্রমাণ করি তাহা তাঁহারাই বহুপূর্ব্বে জনসমাজে প্রকাশ করি বসিয়া আছেন। আমাদের এখানে ত অরণ্য, কার রোদন শুনে?—তাঁহারা মহারাণীর সিংহা নের নিকট এই আইনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন প্রশস্তচিত্ত, প্রশস্তাশয় গম্ভীর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, রা নীতিজ্ঞ উদার চরিত সহস্র সহস্র লোক সেই দে কীর্ত্তন স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, ইহাতে কি বিশ্বাস যে, মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ হইবে না? ষ্টোক্স সাহে ইহাতে বিপক্ষতা করিবেন, তাহা আমরা জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কোন কো ব্যক্তিও কিছু কিছু বিরুদ্ধাচারী হইবেন, তাহা সংশয় নাই; কিন্তু আমরা বলি লর্ড রিপন এ যয়ে কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করুন, তাঁহার দৃঢ় বলে তিনি সকল আপত্তির উচ্ছেদ করুন।

এখন মহাত্মা রিপন লার্ড হার্টিংটন ও গ্ল্যা ষ্টোন সাহেবের নিকট আমাদের সানুনয় প্রা এই, তাঁহারা এই নিন্দনীয় আইনটী সত্বর উঠা দিউন। একবার যাহাকে দূষনীয় জ্ঞান করিয়া নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক অঙ্গে আর সে কলঙ্কের মালা করা শোভা পায় না। ন্যায়পক্ষে ভাবিয়া দেখি এখন এই গর্হিত আইনটী অবশ্যই উঠাইতে যাছে,—কেবল ভারতবর্ষের মঙ্গলসাধনের দের নয়, উদারচরিত মহাপুরুষদের কর্ত্তব্য ন্যও বটে।

ভারতবর্ষে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কি না?

গবর্ণমেণ্ট চীনের সহিত আর অহিফেন সায়ে লিপ্ত থাকিবে না কেন না ইহা ধর্ম্মনী বিরুদ্ধ। কিন্তু অহিফেন ব্যবসায় রহিত হইলে শের সাত আট কোটি টাকার অকুলান পড়ি এই টাকা চাই. নতুবা ভারতবর্ষে ইংরাজ গব ণ্টের যে অপরিমিত ব্যয় তাহা কিরূপে সংকু হইবে। এদিকে আয়ের যে যে পথ ছিল, তা ক্রমে এক একটী করিয়া বন্ধ হইতেছে। কাপড়ের কতক শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে। লবণের চোটিয়া হইতে পূর্ব্বে যে আয় হইত, এখন আ আয় হয় না। আবার ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়া ভারতবর্ষের ধনাগারের এবার যে সচ্ছল অ তাহাতে আগামী বর্ষে তুলার শুল্ক একবারে উ যাইতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নতুবা চলে না। গবর্ণমেণ্ট মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে প্রজাদিগের স্কন্ধে আর নূতন করভার ন্যস্ত ক

বা যায় না। অরে তাহারা ভার বহন করিতে
রে না। এখন টাকা কোথা হইতে আসিবে?
ন বুদ্ধিজীবী বলিলেন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে
দিগকে মদের ভাঁটী খুলিতে দেও। টাকার
বে যুটিয়া যাইবে। যে সব পারে মদ্য পান
ক। গবর্ণমেণ্টের টাকা হই লই হইল। গ্রামে
ন মদের ভাঁটি খোলা হইল, যে কখন মদ খায়
সে এখন মদ খাইতেছে। মূল্য অল্প, ক্রেতার
াব নাই। যে লোক চারি আনার মজুরী করে,
সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে চারি পয়-
মদ খাইয়া বাটীতে আইসে। মদে মদে দেশ
য় গেল। প্রজারা মদ্যচক্রে পড়িয়া দিন দিন
বস্থায় নীত হইতেছে, দীর্ঘ জীবন স্বল্পকাল
ী করিতেছে, শরীর রোগের আলয় করিতেছে,
কলত্রকে অন্যের দ্বারের ভিখারী করিতেছে,
পিতামহের বহু কালের সঞ্চিত অর্থে জলাঞ্জলি
তেছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের পোষাকী
নীতি দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি।
রা ভিন্ন দেশীয় প্রজা, তাহারা অহিফেন সেবন
য়া উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া
নীতি বিরুদ্ধ, আর গবর্ণমেণ্টের খাস প্রজারা
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহা কি ধর্ম্মনীতি
দ্ধ নয়?

যাহা হউক এতন্নিবন্ধন, ইংলণ্ডে গোলযোগ
রা গিয়াছে। সম্প্রতি কমন্স সভার একজন
ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,
তবর্ষীয় প্রজাদিগকে বহুল পরিমাণে মদ্য পান
তে দিয়া তাহাদের অনিষ্ট করা হইতেছে কি
এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চাই। গবর্ণমেণ্ট
শে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। স্থানীয়
চারীদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, নানা
ন যে ভাঁটি খোলা হইয়াছে তাহাতে প্রজাবর্গের
কি অনিষ্ট হইতেছে? কালেক্টর ও কমিশনা-
ইহা লইয়া এখন অতিশয় ব্যস্ত। গবর্ণমেণ্টের
ট নানা স্থান হইতে রিপোর্ট প্রেরিত হই-
ছ। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা সংগ্রহ
য়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন।
র কালেক্টার এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত
য়াছেন, উড়িষ্যার কমিশনর তাহাতেই
মোদন করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টও
গ্রহণ করিয়াছেন। পুরীর কালেক্টর বলেন
আমার বক্তব্য এই যে সর্ব্বত্র ভাঁটি খুলিবার অনু-
দেওয়াতে বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি
য়াছে, কিন্তু ইহাতে মদ্যজনিত উন্মত্ততা বৃদ্ধি
নাই। এজেলায় মদ্যপানে উন্মত্ত অপরাধীর
্যা নিতান্ত অল্প এবং প্রজাগণ শান্ত ও সচ্চরিত্র।
গবর্ণমেণ্টের নিজের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে অপ-
রাধীর সংখ্যার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় নাই
সুতরাং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রজাবর্গ
ধর্ম্মপথ হইতে অবনীত হয় নাই। আমি বলি-
য়াছি যে, বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাই-
য়াছে, কেননা আমি এইরূপ সংবাদ পাইয়াছি,
কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি যে
যে জেলায় ছিলাম সেই সেই স্থানে আমার এই
সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে সকল লোক পূর্ব্বে মদ্যপান
করিত, প্রজার হস্তে ভাঁটি হওয়ার পরে তাহারাই
কেবল মদ্যপান করিতেছে, পুরীতেও সেই সমুদয়
জেলার অনুরূপ ঘটনা না হইয়া ভিন্নরূপ হইতে পারে
না। কিছুতেই আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না যে পূর্ব্বে
পুরীজেলায় এমন অনেক লোক ছিল যাহারা মদ্য-
পানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ছিল, কিন্তু মদ্যপানের
সুবিধা নাই বলিয়া মদ খাইত না। যেখানে ইচ্ছা
আছে সেখানে তাহার পথও আছে। যদি কেহ
মদ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, শুল্ক তাহার ইচ্ছার
ব্যাঘাত করিতে পারে না, তাহার অর্থ থাকিলেই
হইল।" কালেক্টার সাহেবের এই যুক্তি—যে যুক্তিতে
কমিশনার অনুমোদন করিয়াছেন,—যে যুক্তি
গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লই-
য়াছেন—এই যুক্তি কেবল যুক্তি মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ
ঘটনার বিরোধী। আমরা বাস্তবিক দেখিতেছি
গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্যপায়ীর
সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমাদের এখানে রাজপুর
গঞ্জে যে মদের ভাঁটি হইয়াছে, তাহা অনেকগুলি
গণ্ডগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা
প্রতিদিন দেখিতেছি নূতন নূতন মাতালের আবি-
র্ভাব হইতেছে। মাদকতা পক্ষে তাড়ি ও মদ প্রায়
একই পদার্থ। কিন্তু তাড়ির অপেক্ষা মদ্য অধিক
অনিষ্টকারী। যাহারা পূর্ব্বে অর্থাভাবে মদ্য পান
করিত না, কেবল তাড়ি খাইত, মদ্য সুলভ ও
শস্তা হওয়াতে এখন তাহারা তাড়ি পরিত্যাগ করি-
য়াছে, মদ্যপান করিতেছে। যাহারা পূর্ব্বে কেবল
গাঁজা খাইত, এখন তাহারাও মদ ধরিতেছে। কালে-
ক্টর সাহেব কি তর্কানুরোধে এই সকল প্রকৃত
ঘটনা অস্বীকার করিতে চাহেন? এইরূপে মদ্য-
পায়ীর সংখ্যা কত যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলিয়া
শেষ করা যায় না। কালেক্টর সাহেব একথা
অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে ইহাতে প্রজার
অর্থনাশ হইতেছে না। যদিও একথা প্রকৃত হয়
যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, যাহারা পূর্ব্বে
মদ্যপান করিত এখনও তাহারাই কেবল মদ্যপান
করিতেছে, ইহাতে প্রজার অর্থনাশ হইতেছে
না, যদি এ কথা বল তাহা যুক্তি সঙ্গত হইতেছে
না। কারণ, পূর্ব্বে যাহারা তাড়ি খাইত তা
হয় ত নিজে তাড়ি প্রস্তুত করিত, কিন্তু
মদ্য শস্তা হইয়াছে। এখন আর তাহারা
প্রস্তুত করে না, মদ খাইতেছে। অতএব
বলিতে পারে যে গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়
প্রজার অনিষ্ট ও অর্থনাশ হইতেছে না?

গবর্ণমেণ্টের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে
প্রজার অনিষ্ট হইতেছে না ইহা কেবল স
অপলাপ মাত্র। আমরা দেখাইয়াছি যে,
পায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম
সেবনে মনুষ্যের যে কত অনিষ্ট হয় তা
ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্যই আমাদের শ
কারেরা মদ্যপানের এত নিষেধ করিয়া গি
ছেন। মদ্যপানে শরীর অসুস্থ হয়, এবং
বীর্য্য ও আয়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। যা
এত অনিষ্ট হয় তাহা কি ধর্ম্মনীতির বিরোধী ন
আমরা দেখিতেছি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মন
কেবল একটী পরিচ্ছদ মাত্র। আবশ্যক মতে
পরিধান করিতে হয়। চীনদেশের সহিত অহি
ব্যবসায়ে ইউরোপসমাজে নিন্দা হইতেছে, গবর্ণ
ধর্ম্মনীতির পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। অ
যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে মদ খাওয়াইতেছ ব
ইউরোপীয় সমাজে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা হয়,
পরিচ্ছদ পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের অঙ্গে উঠিবে।

এত দিনের পর বিধি বোধ হয় যশোহ
প্রতি প্রসন্ন হইতে চলিলেন। বহু দিন হইল
বার প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বাঙ্গালাবিভাগে ক
কটী নূতন জজ ও মাজিষ্ট্রেটের পদের সৃষ্টি হইবে
তাঁহাদের জন্য কয়েকটী প্রধান প্রধান জেলায়
প্রধান প্রধান মহকুমায় এক একটী
স্থান ও আসন প্রস্তুত হইবে, এবং কৃতবি
দিগের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া
স্থানে নিয়োজিত হইবেন। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ
মহকুমা এক একটী স্বনামখ্যাত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জে
রূপে পরিগণিত হইবে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কা
এবং খুলনা প্রভৃতি স্থান ঐ সকল পদের উপ
স্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আমাদের
মান ছোট লাট সাহেবের আন্তরিক
সত্ত্বেও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে
বঙ্গের কৃতবিদ্যদিগের মধ্য হইতে যদিও বাবু
কুমার শীলকে বাঁকুড়ার জজীয়তি পদে নি
করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ছোট লাট সাহে
বা দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মন তত দূর
হয় নাই। এবার বোধ হয় রেলওয়ের ক
তাঁহার চিরাভিলষিত বিষয়টীর সিদ্ধিলাভ হ

ল। সেই সিদ্ধিলাভ সুদূরবর্তী নহে। আমাদের
ট লাট সাহেবের উৎসাহে ও উদ্যোগে বঙ্গদে-
সর্ব্বত্র লৌহবর্ত্ম বিস্তার হইতে চলিল, তাহার
আসাম লাইন ও খুলনা যশোর লাইন সর্ব্ব
ম। খুলনা লাইনের কাজ বিলাতের বিখ্যাত
বের বেরিং ও রথ চাইল্ড কোম্পানী গ্রহণ করিয়া
এবং তাহার কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্
ক্ষে আমাদের ছোট লাট সাহেব নিম্ন বঙ্গের
ন জেলা ও মহকুমাগুলির পরিদর্শন কার্য্যে ব্রতী
া গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময়
ীয় পোতযোগে সপারিষদ খুলনা মহকুমায়
নীত হন। ঐ বিভাগের কমিশনর পীকক্
হেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব, এবং পুলিষ সুপা-
টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
লাভ প্রত্যাশায় পূর্ব্বেই খুলনায় উপস্থিত
লেন। সন্ধ্যার সময়ে লাট সাহেব তীরে উত্তীর্ণ
া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কয়লাঘাট পরিদর্শন করেন।
স্থানেই রেলওয়ের টারমিনস অর্থাৎ সর্ব্ব-
ষ ষ্টেষণ নির্ম্মিত হইবে। যামিনীযোগে উজ্জ্বল
লোকমালায় খুলনা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া-
এবং সঙ্গে সঙ্গে আতসবাজীও হইয়াছিল।
দিন প্রাতে প্রবাহিণীর পরপারে পদার্পণ করিয়া
াতন খুলনা পরিদর্শন করেন। এবং খুলনাকে
ন্দরবন-বিভাগের জেলারূপে পরিণত করিবার জন্য
ই আগষ্ট ইংলিসমান পত্র যে প্রস্তাব করিয়া
লেন, তাহার অনুকূলে সমস্ত বিষয়ের বিশেষ
ীক্ষা করিয়া আইসেন। এক্ষণে আমরা বেশ
না করিতে পারি, যে ছোট লাট সাহেবের এই
রদর্শন বৃথা যাইবে না। ২৪ পরগণার বসিরহাট
াতক্ষীরা এবং যশোহরের খুলনা ও বাগেরহাট
চারটী মহকুমা লইয়া একটী ২ য় শ্রেণীর নূতন
লা সংস্থাপন হইবার আশা জন্মিয়াছে। খুলনাই
জেলার প্রধান নগর হইবে। বস্তুতঃ আজকাল
াহরের ভৈরব নদ আপনি মজিয়া যশোহরকেও
রূপ মজাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে যশোহর আর
ী দিন অন্যান্য জেলার যশ হরণ করিতে পারি-
ছেন না। খুলনা এখন রেলওয়ে সংযোগে সর্ব্ব
য়ে প্রাধান্য লাভ করিতে চলিল, সুতরাং সেই
ধান্যের পুরস্কার কার না বাঞ্ছনীয়? আমাদের
ট লাট সাহেব যে ত্বরায় আমাদের মনোবাঞ্ছা
করিবেন, প্রতি পদে আমরা তাহার যথেষ্ট
াণ পাইতেছি। এক্ষণে প্রার্থনা যে যদি খুল-
কে সত্য সত্যই একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলারূপে
িণত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে
ই নূতন জেলার নূতন পদগুলি যেন তাঁহার নূতন
ই নূতন জজ, মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পরিপূরিত হয়।

নতুবা বাস্থার তাঁহার বাক্যের ব্যত্যয় হইলে, বঙ্গবাসীর এ দুঃখ রাখিবার স্থান হইবে না।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ২০ এ আগষ্ট। চীন ও রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ অদ্য সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে উভয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্র পরস্পরের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। রুশরাজ চীন সম্রাটকে খোর্গাস নদী পর্য্যন্ত কুলজা প্রদেশ অর্পণ করিলেন, চীন সম্রাটও রুশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ নব্বই লক্ষ রুবল দিবার অঙ্গীকার করিলেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রাচীর পর্য্যন্ত রুশেরা বাণিজ্য করিতে পারিলে। চীনরাজ কন্সল নিয়োগে সম্মতি দিয়াছেন, এবং চায় শুল্ক হ্রাস করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ আগষ্ট। আগামী ২৭ এ আগষ্ট হইতে পার্লিয়ামেণ্ট মহসভার কার্য্য বন্ধ হইবে।

এথেন্স ২০ এ আগষ্ট। গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সহিত তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে তুরস্ক সৈন্য থেসালি পরিত্যাগ করিয়াছে। গ্রীক সেনাগণ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

পারিস ২১ এ আগষ্ট। ফ্রান্সদেশের সাধারণ প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত করা শেষ হইয়া গিয়াছে। মসিয়র গ্যাম্বেটা মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। টাইমস নেটাল হইতে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে জুলুদিগের দেশে পুনর্ব্বার অতিশয় গোলযোগ বাঁধিয়াছে। এভলা সর এভেলিন উড তিনদল অশ্বারোহী সেনার সহিত তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, কাবুলের আমির ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্রাদির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এ বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে আফগান গৃহযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বণিক সভার সভাপতি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, ফরাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধি হইতেছে, তাহা হইতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিরত হন নাই। আপাততঃ সন্ধির প্রস্তাব স্থগিত রহিয়াছে মাত্র। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সন্ধি-সম্বন্ধে নূতন কোন প্রস্তাব করিবেন।

মাড্রিড ২২ এ আগষ্ট। স্পেনের প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনাতন মন্ত্রিদলের অনুগামী সভ্যই মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ধনাগারের অবস্থা এখন সচ্ছল, ব্যয় আয় হইতেই সংকুলান হইতেছে। যাহাতে আগামী বর্ষে কার্পাসের শুল্ক উঠিয়া যাইতে পারে, এজন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় মুদ্রার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার অপনয়ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ আবশ্যক, এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দ্বৈধাতব সভার পরামর্শে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বৈধাতব সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যদিও কোন শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু আগামী বসন্তকালে ইহা হইতে সন্তোষপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে। হার্টিংটন বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই পরিগৃহীত হয় নাই, তদ্বিষয়
অদ্যাপি বিবেচনাধীনে আছে। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার কৃষিবি[ভাগ]
স্থাপনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের
অবস্থা তাহাতে কোন প্রকার করই রহিত করা সম্ভব নহে।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে উ[প]
নিবেশের অণ্ডর সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে জুলুদিগের গোল[যোগ]
নিবারণের উদ্দেশে সর্দ্দারদিগের সহিত কথোপকথন ক[রিবার]
জন্য সর এভেলিন উড জুলুভূমিতে গমন করিয়াছেন। [তিন]
দল অশ্বারোহী সেনা তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গি[য়াছে।]
শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

প্রধান মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, পার্লিয়ামে[ণ্টের]
আগামী অধিবেশনে ইংলণ্ডীয় ভূমি সংস্কার আইনের পাণ্ডু[লিপি]
সভায় অর্পিত হইবে কি না তাহা তিনি নিশ্চয় ব[লিতে]
পারেন না।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। মহারাজ্ঞী অদ্য এডিনবর্গ ন[গরে]
বলণ্টিয়র দলের যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন। সেনা[দিগের]
আকৃতি ও শিক্ষা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে।

ইণ্ডিয়া আফিসের রাজস্বমন্ত্রী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

আয়লণ্ডে লিমেরিক নগরে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়া[ছে।]

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। সেনাপতি রবার্টস আগামী ১[...]
অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

কোয়েটা ১৯ এ আগষ্ট। ষ্টেটসম্যানের স[ংবাদ]
দাতা বলেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে কাবুলে যা[ইবার]
অভিপ্রায়ে উদ্যোগ করিতেছেন। সর্দ্দার নূর ম[...]
কতকগুলি হিরাটী অশ্বারোহি সেনা ও তিন [...]
অপর সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া[ছেন]
এবং ১১ ই আগষ্ট দেঃ খোজা নামক স্থানে শি[বির]
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১৩ ই আগষ্ট আবদুর[...]
আর দুই দল সৈন্যের সমভিব্যাহারে তাঁহার প[শ্চাদ]
গামী হইয়াছেন। আপাততঃ সেনাগণ ক[...]
গিয়া থাকিবে। কিছুদিনের মধ্যেই আয়ুব খাঁ ক[ন্দা]
হার হইতে বহির্গত হইবেন।

কান্দাহারে আপাততঃ আয়ুবের আট দল [...]
আছে। তিনি সম্প্রতি মহম্মদ হোসেনের সমভি[ব্যা]
হারে হিরাটে ১৬ টী কামান, ও দুই লক্ষ [...]
প্রেরণ করিয়াছেন।

আমিরের সৈন্যগণ এখনও খেলাত-ই-[...]
জাইয়ে রহিয়াছে। তাঁহার সাহায্যার্থ কাবুল [...]
মকর নামক স্থানে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া[ছে।]
আমির শীঘ্রই গজনী নগরে যাত্রা করিবেন।

সিমলা ২১ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে প্র[...]
গত বণিকদিগের নিকট সংবাদ পাওয়া গি[য়াছে]
যে আয়ুবের সৈন্যগণ কান্দাহারের বাহিরে অব[স্থিতি]
করিতেছে। সৈন্যদিগকে বেতন দিবার অ[র্থ]
সংকুলান হয় নাই বলিয়া তিনি এখনও কান্দা[হারে]
আছেন। যে সকল কাবুলী সেনা আয়ুব খাঁর স[...]

গ দিয়াছিল তাহারা তাঁহার দল পরিত্যাগ করি
অভিলাষী হইয়াছে। বিস্তর দুরানী অশ্বারোহী
া গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে।
কান্দাহারে যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিল
দিগের মধ্যে একজন রাজস্ব কালেক্টার অবরুদ্ধ
াছে।

সিমলা ২৭ শে আগষ্ট। কাবুল হইতে এই জন-
ুনা যাইতেছে যে আমির সসৈন্যে কাবুলের
বে দেঃ মেজাং নামকস্থানে ১১ ই আগষ্ট শিবির
বেশিত করিয়াছেন। তিনি গজনির দিকে অগ্র-
হইতেছেন। জনরব কতদূর প্রকৃত তাহা বলা
া।

সিমলা ২৪ এ আগষ্ট। সত্য সত্যই আমির কাবুল
ত সসৈন্যে বহির্গত হইয়াছেন। আপাততঃ
দেহবুরি নামক স্থানে শিবির সংস্থান করিয়া-
। মহম্মদ জান কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন।
ব এই যে কান্দাহার হইতে পনর ক্রোশ দূরে
াত-ই-আপন্দ নামক স্থানে একদল পরাক্রান্ত
রোহী সেনা কাবুলের পথে দৃষ্টি রাখিয়াছে।
ব খাঁ এখনও বহির্গত হন নাই।
আফগানস্থানে এখন সকলে এই কথা বলি-
ছ যে আমীরের কর্ম্মচারীদিগে বিবাদ ও ঈর্ষা
ঃ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আয়ুব খাঁর গতিবিধির
দ দেন নাই, এ নিমিত্তই আমির খায়েজ-ই-
ার ক্ষেত্রে পরাভূত হন।
আয়ুব খাঁ আফগান স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা
করিয়াছেন। তিনি আপনাকে গাজি ও আমি-
কাফের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আলাহবাদ ২৫ আগষ্ট। ষ্টেটসম্যানের সংবাদ-
বলিয়াছেন যে আয়ুব অদ্যাপি কান্দাহার
ত বহির্গত হন নাই, কিন্তু তথা হইতে খেল ক-ই-
দ পর্য্যন্ত কাবুলের পথে স্থানে স্থানে অশ্বারোহী
া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগের
অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া-
। তাঁহার সেনাগণের নিমিত্ত বিস্তর উষ্ট্র ও
ি সংগ্রহ করা হইতেছে। এক্ষণ্য আয়ুব খাঁ
ল অথবা ভারতবর্ষে ফল ও শস্য প্রেরণ করিতে
ধ করিয়াছেন। এক্ষণে কান্দাহার হইতে বহুল
াণে কেবল মঞ্জিষ্ঠার আমদানী হইতেছে।
ান্য ব্যবসায় বন্ধ আছে। আফগানস্থানে জনরব
যে আমীরের সহিত সন্ধি করিবার জন্য আয়ুব
দূত প্রেরণ করিয়াছেন। খেলাত-ই গিলজাই
তে সংবাদ আসিয়াছে যে কাবুল হইতে সর্দ্দার
জিজ খাঁ বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য
করেকটি কামান লইয়া ১৮ ই আগষ্ট তথায় উপ
ত হইয়াছেন।

সিমলা ২৬ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুবের সেনায় বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। এখন তাঁহার যে আট দল সেনা আছে তাহার প্রত্যেক দলে চারি শতের অধিক লোক নাই। তন্মধ্যে আবার কাবুলী সেনাগণ তাঁহার প্রতি অস স্তোষ প্রকাশ করিতেছে। আয়ুব হিরাটে বিস্তর যুদ্ধাস্ত্র, তাম্বু, খাদ্য, ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন তিনি দুরানী অশ্বারোহী সেনাদিগকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ১১ ই ভাদ্র শুক্রবার ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে। অতি অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ কালেজের জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই একটী বাটী প্রস্তুত করা হইবে। এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হইবে সুতরাং এই কালেজে গ্রীক [illegible] শ্রেণী ভাষার অধ্যাপনা হইবে।

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বলেন যে [illegible] ইংলণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার [illegible] অন্যতর সভা সর [illegible] সমক্ষে ভারতবর্ষীয় আদালতের একটী অবিচারের কথা লইয়া আন্দোলন করিবেন বলিয়াছেন। আপাততঃ [illegible] জেলখানায় যাদবরায় হরিশঙ্কর নামে একজন কয়েদী আছে। কতিওয়ারের সহকারী বিচারপতি জাল অপরাধে ইঁহার চব্বিশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড ও পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন, কিছু দিন পরে এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে দণ্ডিত হয়। যাদবরায় হরিশঙ্কর এই কারণ দেখাইয়া তাহার মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার কামনায় অথবা যাহাতে কোন সেসন জজ অথবা হাইকোর্ট তাহার মকদ্দমার আলোচনা করেন এজন্য আবেদন করে। এই আবেদন তিন জন বিচারপতি সমর্থন করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে হরিশঙ্করের দণ্ড ন্যায়ানুগত হইয়াছে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণমেন্ট এই আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। এই কারণ বশতঃ সে কমন্স সভায় আপিল করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট হরিশঙ্করের আবেদন কেন যে গ্রাহ্য করেন

নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। দেশীয় লে
জেলে পচিলে গবর্ণমেণ্টের এত কি মাথা ব্যথা?

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন বঙ্গদেশের ম
মাজ্রাকে দেশীয়েরা প্লীহা ফাটিয়া মরে না। সেখা
ইউরোপীয়ের হস্তে দেশীয়ের মৃত্যু হইলে ইউ
পীয় অপরাধী উন্মাদ রোগের সাহায্যে আইন নি
দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করে। এই উপায়ে মা
ও মার্গোমিল হত্যাপরাধের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি ল
করিয়াছে।

গত বৎসরের মত এবার নদীয়া জেলায় জ্বর দে
দিয়াছে। অদ্যাপি তত ভীষণ আকার ধারণ ক
নাই বটে, কিন্তু এখনও কার্ত্তিকমাস সম্মুখে র
রাছে। কথায় বলে কার্ত্তিকমাসে যমের চারি
খোলা থাকে। আপাততঃ প্রজাবর্গের হিতার্থ গ
মেন্ট নদীয়া জিলায় আট জন নেটিব ডাক্তার প্রে
করিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যান অবগত হইয়াছেন যে ঢাকার প্রা
নবাব আশানউল্লা ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত
ভ্রমণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ কলিকাতায় দুইটী
জলের ফোয়ারা করিয়া দিবেন; একটী বেণ্টিক স্ট্রী
অপরটী ফোয়ারলি প্লেসে স্থাপিত হইবে।

পূর্ণিয়ার রাজা লীলানন্দ সিংহের কর্ম্ম
টেলর সাহেব দেওয়ান বাবু ভুবনচন্দ্র রায়ের ন
এই অভিযোগ করিয়াছেন যে দেওয়ান যখন চ
যান তখন তিনি রাজাকে এই ভয় প্রদর্শন ক
" আমি [illegible] ফাঁসাদ
কে [illegible] করিবে।" অভিযো
পর ম্যাজিষ্ট্রেট উইকস [illegible]
কারণ্ট দেওয়ানের [illegible] পরো
বাহির করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণপ্র
বাবুর নিকট মকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন। ব্যারি
মনোমোহন ঘোষ দেওয়ানের পক্ষ সমর্থন করি
ছেন। শুনিলাম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি
মকদ্দমা চালাইবার প্রণালী লিখিয়া পাঠা
ছেন, আসামীর ব্যারিষ্টার অবৈধ বলিয়া
প্রতিবাদ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উইকস বা
ছেন ডেপুটীকে বিচার প্রণালী দেখাইয়া দি
তাঁহার অধিকার আছে। ব্যারিষ্টার গ্যাম্পার সা
বাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আবার শু
পাই ভাগলপুরের কমিশনার রার্লে। ইঁহার
আছেন। তিনি নাকি দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত ক
বার জন্য জমীদার হরিমোহন ঠাকুরকে দিয়া রা
অনুরোধ করিয়া পাঠান। আসামীর ব্যারিষ্টার
করে বলিয়াছেন যে এই ফৌজদারি মকদ্দমা
ষড়যন্ত্রের ফল। অন্ধ, অকর্ম্মণ্য রাজা কমিশনরে
ও অনুরোধে দেওয়ানের নামে এই অভিযোগ চা

ছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিচারে ান অব্যাহতি পাইয়াছেন।

২০এ আগষ্ট প্রাতঃকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল- লক্ষ্মীসরাই ষ্টেষনের নিকটে এক খানি প্যাসে ও এক খানি গুড়স্ ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেঞ্জার ট্রেণ সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। স ট্রেণের কয়েক খানি মালগাড়ি রেলচ্যুত হয়, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

এলাহাবাদের নিকট সজগ্রামে বারা দুর্গের কটে ১৫ ই আগষ্ট ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া ছে। এ পর্য্যন্ত গ্রামের লোক ও পুলিসের চারীরা ডাকাইতদিগের কিছুই অনুসন্ধান পায় । গ্রামবাসিদিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে হারা ডাকাইতি নিবারণ করিতে পারিত। এ জন্য র্মেন্ট অত্রত্য প্রজাদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিবার দেশ দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ডাকাইতেরা ের নিকটে আবার মিলিত হইতেছে।

সিবিল ও মিলেটরি গেজেট বলেন যে, কাবুলের পূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলীর কোন মহিষী বর্ত্তমান ীরের বিপক্ষে আবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। নি উত্তরস্থ কয়েকটী হাজরা সম্প্রদায়ের সহিত বার্ত্তা চালাইতেছেন। যখন আমরা দেখি গত বৎসর অক্টোবর মাসে দুই জন কাবুলী রম- ষড়যন্ত্রে কাবুলে হুলস্থূল বাঁধিয়াছিল, তখন এ বাদ অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অমৃতবাজার ত্রিকা বলেন ইনি বোধ হয় ইয়াকুব ও আয়ুব মাতা। ইনি মামুগুন্দের নায়কের কন্যা। ু দিন হইল ইনি এই সম্প্রদায়কে তাঁহার কনিষ্ঠ ত্রর পক্ষসমর্থনার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ভাউনগরের ঠাকুরের ভ্রাতা কুমার শ্রীজীবন জি এবং মর্ভির ঠাকুরের ভ্রাতা কুমার শ্রীহরভাম- বাওয়াজি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ নে উপনীত হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে একটী কাপড়ের কারখানা লা হইবে। অধিকারী কোম্পানীর মূলধন ছয় টাকা। ইহা ২৪০০ অংশে বিভক্ত হইবে। ত্যেক অংশের মূল্য ২৫০ টাকা।

শীঘ্রই গুইকুমার নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। ন্য নৃত্য গীত ও ভোজের বিস্তর আয়োজন তেছে। প্রস্তাবিত শাসন প্রণালীর কথা আর নিতে পাওয়া যায় না কেন?

একণে কোম্পানীর কাগজের বাজার দর বিল- ণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। চারি টাকা সুদি কাগজের া এক শত টাকা আট আনায় দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধি সুদি কাগজের মূল্য ইহার অনুসারে বৃদ্ধি ইয়াছে।

রেঙ্গুণের জেলখানায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য শীঘ্রই তথায় একটী কারখানা খোলা হইবে। বঙ্গদেশে এ চেষ্টা হয় না কেন?

পুলিষের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ধারওয়ার জিলায় এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথাকার পুলিষের এক জন পেটেল, এক জন সিপাহী, ও এক জন দেশাই অপরাধ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে এক জন স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে। দেশাই পলায়ন করিয়াছে, অপর দুই জনের সাত বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

হাইকোর্ট অরিজিনাল বিভাগ দুর্গা পূজার উপলক্ষে ১৯ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

একজন চা-কর একজন দেশীয়ের উপর অত্যাচার করাতে, তাহার ৩০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস্ বলেন বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে বৃষ্টির আধিক্য নিবন্ধন তত্রত্য ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে।

লাহোর দুর্গের ধনাগার যে ২৫ জন কয়েদি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল বিডন সাহেব তাহার এক জনকে চারি বৎসরের জন্য কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড এবং অবশিষ্টদিগকে ৩ বৎসর করিয়া কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

২২ এ আগষ্ট সোমবার আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব মাতলা বন্দরে উপনীত হন। পরে রেলওয়েযোগে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

আহাম্মদাবাদে ওলাউঠার ভয়ানক প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে।

গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য লোকে ডাকযোগে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে অতঃপর কেহ মাদক দ্রব্য ডাকযোগে প্রেরণ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

টিকারী রাজার মকদ্দমা এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে। যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে টিকারী মহারাণীর পক্ষে মঙ্গল। এই মকদ্দমা ৬ মাস করিয়া চলিতে ছিল। এই মকদ্দমাতে উকীল, ব্যারিষ্টার, ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং সাক্ষি, প্রভৃতিতে ৩,১১,০০০ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে প্রজাদিগের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশের প্রজা দিগের কষ্ট নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করি বার আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকার একজন কারিগর এরূপ একটি ক্ষু বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে এরূপ কেহ কখ দেখে নাই। ইহার ওজন ১৫ গ্রেণ। এই কলে পিষ্টন ; ইঞ্চি লম্বা এবং ইহার পরিধি ; ইঞ্চি ইঞ্জিনটী ১৪০ খণ্ডে বিভক্ত এবং ৫২ স্ক্রুপ দ্বা আবদ্ধ। কলের যেখানে অগ্নি থাকে তাহা উপরে তিন চারি ফোঁটা জল দিলেই ইঞ্জিন চালা যাইতে পারে।

চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের অন্তঃপুর মিসনরী সভা "ভা তবর্ষীয় মহিলা" নামে একখানি মাসিক ইংরে পত্রিকা প্রচার করিতেছেন। কাউণ্টেস অব ডাফ এই সভার সভাপতি।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতে "সিংহ এণ্ড বানর্জ্জি কো, ওস ও রিয়েণ্টাল পবলি এষ্টাবলিশমেণ্ট" নামে একটী কার্য্যালয় স্থাপি হইয়াছে। কার্য্যস্থান কলিকাতা শ্যামবাজার ২ মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন। তৎসংক্রান্ত যে অনুষ্ঠা পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এই—

"সাধারণতঃ বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখকগণকে ব ভাষায় প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি রচনায় অ রোধ ও প্রবৃত্ত করা, তাঁহাদের লেখন প্রসূত ে সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মুদ্রিত ও প্রচা রিত করা এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকলের পুনর্মুদ্রা করা এই কার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এতদ্ভিন্ন নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণী সংগ্রহ হই পর এই কার্য্যালয় হইতে এক খানি সাময়ি পত্রিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। উ পত্রিকা মধ্যে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সমূহের তালিকা ও তদ্বিবৃত বিষয়ের সার সংগৃহী হইবে; বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়ি পত্রিকার অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রস্তাব সমূ তালিকা মুদ্রিত ও নির্ব্বাচিত প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত হ যাইবে, এবং তৎসঙ্গে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখকগণে অন্যান্য রচনা সন্নিবেশিত হইবে। এরূপ এক খ পত্রিকা যে কেবল মাত্র সহযোগী সম্পাদক সমীপে (যাঁহাদের সম্পাদিত পত্রিকাদির বি সাদরে প্রার্থনীয়) আবশ্যক বলিয়া আদৃত হ এরূপ নহে এতদ্দ্বারা ভাষানুরাগী সাধারণজন নীও বর্ত্তমান বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষ ও বহু স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

অনুষ্ঠানকারিরা অতি মহৎ ও সৎকার্য্যে হইয়াছেন। অতএব সাধারণের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ইঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

জনরব এই যে, ইডেন সাহেব শীঘ্রই বৰ্দ্ধমানে
া করিবেন । তথায় একটী নূতন খাল খনন করি
পরামর্শ স্থির করা ও মহারাজকে তাঁহার পদে
নিক করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ।

১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই
তে মধ্য প্রদেশ ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহে
র প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । এমন কি কোন
র স্থলে আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই । বোম্বাই
লে গুজরাট ও বরদায় অতিশয় বৃষ্টি হইয়া
ছে । দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে
একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে । নিজামের রাজ্যে
ও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে । মান্দ্রাজ অঞ্চলে
চীসুর রাজ্যে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা উত্তম । কিন্তু
র কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই ।
রেশে আশু ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে । উত্তর
ম অঞ্চল, অযোধ্যা, ও পঞ্জাব প্রদেশে শস্যের
া সন্তোষপ্রদ । আসাম, ব্রিটিশ ব্রহ্ম, বেরার
র্গ নামক স্থানে শস্যের অবস্থা ঐরূপ । এবার
সর্ব্বত্রই শস্যের অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে ।
ক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রায় মাসার্দ্ধ অতীত হইল শস্যের
া সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

পায়োনিয়র বলেন জয়পুরের রাজসভার প্রতি-
সম্ভাপতি ঠাকুর ফত্তে সিংহের নামে যে
আরোপ করা হইয়াছিল তাহার অসত্যতা প্রতি-
হইয়াছে । এখন কে না বলিবে যে জয়পুরের
ডেণ্ট যে কার্য্যপরম্পরার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়া-
ন তাহা নিতান্ত অবৈধ ?

াহোর ও গোয়ালিয়রের অতিবৃষ্টিনিবন্ধন শোচ-
অনিষ্টাপাত হইয়া গিয়াছে । শত শত বাটী
ও পতিত হইয়াছে, বিস্তর দরিদ্র লোক গৃহা
া নাতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছে । বিস্তর লোক
াতে মারা গিয়াছে । পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও
বহ ।

গত ৩১ এ শ্রাবণ রবিবারে সাতক্ষীরা উপ-
াগের অন্তর্গত সোনা বেড়িয়া গ্রামের আদর্শ
ালয়ের ছাত্রবর্গকে এবং ৩১ এ শ্রাবণ সোম-
রে পলসী গ্রামস্থ সার্কেল পাঠশালার বালক
লকা বৃন্দকে বিশেষ সমারোহের সহিত পুরস্কার
করা হইয়াছে ।

পোর্ট কমিশনারদের ওভরসিয়ার ফ্র্যাঙ্কাট সাহে-
র সহিত ভবানন্দ অধিকারীর যে মকদ্দমা
লিপুরের মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট উপ-
ত ছিল, ফ্র্যাঙ্কাট সাহেব বিলাতজন্য বলিয়া ঐ
দ্দমা পারগিটার সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় ।
রগিটার সাহেব মকদ্দমা ডিসমিশ করিয়াছেন ।
াতে হিন্দু সম্প্রদায় দুঃখিত হইয়াছেন ।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ছুটী লওয়াতে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন ।

গত সোমবার প্রাতে ভারি বর্ষা হয়, তাহাতে কালীঘাট চক্রবর্ত্তী পাড়া গলীতে একটী কোটা ঘর সমভূম হইয়া পড়িয়া গিয়াছে । সৌভাগ্যের বিষয় কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই ।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজ কুমার আপতাপচাঁদ মহা-তাপ, সম্প্রতি বড় লাট সাহেবের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন । অতঃপর তাঁহার সিংহাসন অধিরোহন দিন হইতে, তিনি মহারাজাধিরাজ আপতাপচাঁদ বাহাদুর এই উপাধিতে অভিহিত হইবেন ।

কালীঘাটের দালাল অভয়াচরণ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি কোন স্ত্রী যাত্রীর প্রতি অত্যাচার করাতে আদালতের বিচারে তাহার দুই টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে । আমাদের মতে ইহার অর্থ দণ্ড না হইয়া বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল । এমন পবিত্র তীর্থস্থান কতক গুলা ক্রিয়াকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য মূঢ় পাষণ্ড ভণ্ড দালাল দ্বারা লণ্ড ভণ্ড হইতে চলিল, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয় ।

বৃষ্টির বাহুল্য বশতঃ কলিকাতায় এক্ষণে পরিস্রুত ও পরিষ্কৃত কলের জলের পরিমাণ কম হইয়া আসিয়াছে । যে গঙ্গার জল পরিষ্কৃত হইয়া পানার্থ প্রেরিত হইত এক্ষণে গঙ্গার ঢল নামিয়া তাহা অত্যন্ত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে । এজন্য পরিষ্করণ কার্য্যের আংশিক ব্যাঘাত ঘটিয়াছে । কলিকাতা বাসিরা এখন দিন কত এই অসুবিধা ভোগ করিতে থাকুন ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কন্যা রীতিমত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন । স্থানান্তরে এ বিষয়ে একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

১৩ই আগষ্ট । ১৮৮১ । ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ই নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ।

১৭ ই আগষ্ট । ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র হাবড়ায় বদলী হইলেন ।

১৯ এ আগষ্ট । । আর, এইচ, উইলসন্ সাহেব যে ছুটি লইয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আর ...
২৪ দিন ছুটী বাড়াইয়া দিয়াছেন ।

ত্রিপুরার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল ...
নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন ।

২০ এ আগষ্ট । ১৮৮১ । যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রে...
ডেপুটী কালেক্টার বাবু অধরলাল সেন কালেক্টারের ক্ষমতা ...
হইয়াছেন ।

২৩ এ আগষ্ট । রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও...
জজ এফ. জে, জি, কাম্বেল ২ য় শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট ...
সেসন জজ হইলেন । মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ...
জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এইচ. ডবলিউ, গরডন সা...
হইলেন ।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ম্যা...
এক মাসের ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম...
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কেনেডি সাহেব, এ, ম্যা...
সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কা...
ক্টারের কার্য্য করিবেন ।

বারুজাদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...
গোবিন্দমোহন ঘোষ ছয় মাসের ছুটী লইয়াছেন ।

নাগরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...
কৃষ্ণকুমার সেন এক মাস একুশ দিনের ছুটী লইয়াছেন ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বিভাগের ডেপুটী মাজি...
ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার নওয়াপাড়া...
বদলী হইলেন ।

পূর্ণিয়ার অন্তঃপাতী সুরজপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ডে...
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়...
মাস ছুটী লইয়াছেন ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের ডে...
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, বেলি দুই মাস ১৯ দি...
ছুটী পাইয়াছেন ।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ই, এম, বেলির অনুপস্থিতি ...
পর্য্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের কার্য্য করিবেন ।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, ...
মিডলটন আড়াই মাস ছুটী পাইয়াছেন ।

নওয়াপাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌ...
সৈয়দ ওবেছুল্লা দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন ।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক...
ষ্টীব এফ, ই, পারগিটার ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা ...
হইলেন ।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ...
কালেক্টার বাবু তারিণীকুমার ঘোষ ঐ উপবিভাগে কালেক্...
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুইয়ের সব ডেপুটী কালেক্টার ...
হরিমোহন সান্যাল সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন ।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার সবডেপুটী কালেক্টার ...
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন ।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া বিভাগের সব ডেপুটী কাল...
মৌলবী নাজিমুদ্দিন আহাম্মদ সাঁওতাল পরগণায় ...
হইলেন ।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটি কালেক্টার ...
বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টার হইলেন ...

বাবু বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার ন নিযুক্ত হইলেন। তিনি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণী ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্যও করিবেন।

যশোহরের অন্তঃপাতী বসিরহাটের প্রতিনিধি সব ডেপুটি লেক্টর বাবু খুঁদিরাম গোস্বামী কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টার হইলেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এণ্ডারসন্ সাহেব দুই মাসের ছুটি লওয়াতে বাঁকুড়ার প্রতি-ধি ডেপুটি কালেক্টার ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর, সি, বসু জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু দীনাথ বসু পূর্ব্বে যে ছুটি পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত চারি সের ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ছুটী লও-তে বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা বি, এল, যশোহরের মুন্সেফের র্য্য করিবেন। তিনি সচরাচর নড়াইলে থাকিবেন।

২০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মেদিনীপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুটী কালেক্টার বাবু অটলবিহারী মৈত্রেয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩ এ আগষ্ট। ১৮৮১। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নজলাল করিম প্রথম শ্রেণীর মাজি-ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী ছুটি লওয়াতে শ্রীহট্টের নবীগঞ্জের ন্সেফ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মেদনীপুরে বদলী হই-লন। তিনি সচরাচর সদর ষ্টেশনে থাকিবেন। তিনি ছোট দালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু দেশচন্দ্র চৌধুরী দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

গত ১৭ ই আগষ্ট মুঙ্গের ডাকঘর হইতে যাবতীয় রেজেষ্টরি চিঠি অপহৃত হইয়াছে। ঐ দিন মেল ক্লার্ক রাত্রি দশটার ট্রেণে মেল পরীক্ষা করিয়া ইয়া পোষ্ট আফিসের সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া বাসায় প্রস্থান করেন; দ্বাররক্ষক দ্বারে তালা দিয়া বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতে ডাকঘরের রণার গৃহ পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখিল, মেল রাখিবার সিন্দুকের তালা খোলা; মেল ব্যাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া তন্মধ্য হইতে শুদ্ধ রেজে-ষ্টরি পত্র গুলি এবং জামালপুরের একাউণ্ট ব্যাগ অপহরণ করিয়াছে। সে ব্যক্তি পোষ্ট মাষ্টারকে ডাকিলে তিনি আসিয়া এই ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত হন এবং তৎক্ষণাৎ ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল এবং ভাগলপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তারে সংবাদ পাঠান। এক্ষণে সকলে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেছেন।

গত সপ্তাহে বেহার সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানকার ইংরাজি এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। জামালপুর মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়টী প্রবেশিকা পরীক্ষোপযোগী হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, ইনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণী গুলির পরীক্ষা করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিম্ন শ্রেণী গুলির পরীক্ষায় সেরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি সম্পাদক ও ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যগণ যাহাতে নিম্ন শ্রেণী গুলিতে পাঠের সুবন্দোবস্ত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বেহারের প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসায় জামালপুরের সকলে তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার বাবু বিপ্রচরণ দেকে পুনরায় এখানে আনিবার জন্য প্রত্যেকে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। ভরসা করি, বিষ্ণু বাবু ইঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া সাধারণের সন্তোষভাজন হইবেন।

এক্ষণে এখানে রীতিমত বৃষ্টি হইতেছে। শস্যা-দির অবস্থা মন্দ নহে।

কো-অপারেটিভ দোকানের অংশীদারদিগকে শত করা ২৫ টাকার হিসাবে অংশ দেওয়া হই তেছে। বোধ করি বাকী টাকা আদায় হইলে সত্ত্বরেই আর কিছু কিছু দেওয়া হইবে। কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে আমরা স্থির অবগত নহি; অনুমান অৰ্দ্ধেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ভাগলপুর।

গত ৩১ এ শ্রাবণ এখানকার চম্পানগরের বিখ্যাত "বেহুলার ভাসান মেলা" সমাধা হইয়া গিয়াছে। বহুতর লোক বহুদূর স্থান হইতে এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সংক্রান্তির দিবস বেহুলা ও মনসার পূজা হইয়া ১ লা ভাদ্র অগস্ত্য যাত্রা দিবস বেহুলা সতীকে কলার মান্দার বা ভেলা করিয়া দিয়া মৃতপতি লখীন্দরের সহিত জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। ৪। ৫ টি চিত্র বিচিত্র দেখিতে পরম সুন্দর কলার মান্দার যখন ভাসিতে ভাসিতে উর্ম্মি-মালাসংকুল ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন কাহার মনে না আনন্দের উদয় হইয়াছিল? আর কেই বা শত শত বার সতী-সাধ্বীরমণীগণকে পতিব্রতা বেহুলা সতীর সহিত ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে মনে মনে সংকল্প না করিয়াছিল? ধন পতিব্রতা রমণী!

কয়েক দিবস গত হইল, বাবারির পূর্ব্ব পাশে ভাগীরথীতে একখানি আন্দাজ ৪০০ শত মণ চাউ ও ধান্য বোঝাই হাজীপুরের জনৈক মহাজনে নৌকা প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে শুনিতেছি মহাজন ও দুই জন মাঝি নাকি উঠিতে পারে নাই। মহাজন যদি সত্য সত্যই জলম হইয়া থাকেন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। বাণিজ্যে তাঁহার লাভ হইল ভাল। ধনও গেল, জীবন গেল!

সম্প্রতি এখানকার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকার (বালিকা বলিব কি যুবতী বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারি তেছি না!) সন্তান হইয়াছে। সন্তানটী যেম হইয়াছে তেমনি পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয় গিয়াছে! শুনিলাম স্ত্রীলোকটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আজিও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এ "ঘোঁড়া রোগে" দরিদ্র ভারতসন্তানেরা মার গেল। এ রোগের কি কোন প্রতিকার হইবে না

এ বৎসর নীল তেমন উত্তম না জন্মিলেও ফ ভাল হইয়াছে। নীলের দানা উত্তম ও সার অধিক এই সময় পীরপৈঁতির নীলকুঠিতে অনেক লো খাটিয়া ২। ১ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে নীলকুঠিতে এদেশীয়ের এই একমাত্র লাভ, অ লাভ নাই! ইহাই আমাদের যথেষ্ট।

আজ কাল বাজার দর উত্তম। অধিবাসিগণে স্বাস্থ্যও নিতান্ত মন্দ নহে। গঙ্গার জল দিন দি অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নভূমির অনেক শস্য ক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভগলী—১৮ ই আগষ্ট ১৮৮১।

আপনার ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা কএক দ্বিপদ গরু দেখিয়া সাধারণকে কৌতুক দেখাইবা জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু ওরূপ দ্বিপদ প আজ কাল সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্য তার কল্যাণে আমরা কত গরু মানুষ হইতে ও মানু গরু হইতে দেখিতেছি। ফলতঃ ইংরাজী কৃতবি দলের মুখ-খানা কিছু লম্বা হইয়া উঠে আকারে হউক প্রকারে বটে। যখন রেলগাড়ি ঘড় ঘড় শ চলিয়া যায়, মাঠে দুই চারিটা গরু শৃঙ্গ পাতিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, আবার হয় ত পরক্ষণেই তুলিয়া দৌড়িতে থাকে। ইংরাজ রাজনীতি কৌশলে সুমহৎ ও দ্রুতবেগে ধাবিত কালের হই দুই চারিটী মেকলে কি বাইরনের গত মুখস্থ করি

কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয়
বাধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে
রিষ্কাররূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
ধ্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
ইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
ল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
ত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের
মে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া
বেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
র ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০
আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
অধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-
দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-
মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ
লইবেন।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়াম্বন" জাহাজ যোগে
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি
আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তর্ম্মু-
জাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি
ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি তৃণের
বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও
ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও
ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। প্রত্যেকের
অর্দ্ধ প্যাকেট ২৷৹ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট
১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস
প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৹
আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর,
মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু
প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে।
এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্র-
য়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য
বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সর-
বরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি-
বার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে
"কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিত-
রূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান
প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট
কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵৹। বীজ ও গাছের
পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য
জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা
যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা।
২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত
হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে
অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয়
মার্কায় ৷৹, /৫, /২৷৹, /১৲৹, কানেস্তারে বড়বাজার
চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক
মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ ন
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরে
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রস
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃ
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহ
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকি
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাও
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশ
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃ
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানে
ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বি
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তক
কারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহা
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টী
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণ
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীক
সহিত সংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সম
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০
টাকা ও ডাক মাশুল ২৸৹ টাকা। ইহা ব্যতী
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫৷৹ টাকা অ
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা
ডাক মাশুল ।৵৹, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸৹,
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২৷৹
গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টা
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাই
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন য

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলি
২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বা
বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার অ
শ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যা
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদির

অধ্যাত্ম রামায়ণ ।

বিনা মূল্যে বিতরণ ।

…হর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত । সংস্কৃত মূল হইতে …বল গদ্যে অনুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস …) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত …তেছে । অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে । …বা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি …র ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ …ব । এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির …অগ্রিম ১৶০ আনা । যাঁহারা গ্রহণ করিতে …ক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় …র নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন ।

…লকাতা । অধ্যক্ষ ।

…০ নং স্ট্রীট শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা ।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত …তেছে । ইহাতে শ্রীচন্দ্র, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, …দিগের বলিকাশিক্ষা, সোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্ত- … শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ? মনুসংহিতা, …দর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে । …ই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে …ত । মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক …চ টাকা । গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক- …সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে …তে পারিবেন । অগ্রিম মূল্য না পাইলে …রও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না ।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

…য় সংস্করণ মূল্য ১৸০ । আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী ।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল ।

(ভারতীয় তারকা তৈল ।)

…রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

এই তৈল … প্রকার নূতন ও পুরাতন …রোগে আরোগ্য হয়:—

…কাটা … ঘা, …পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব- …কার … ঘা, আবের ঘা, স্তনের … ও স্তনমূলের ঘা, … ঘা, চেরা ঘা, সকল …কার গলিত কুষ্ঠ, …ড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, …ড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ- ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার খাবার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, [illegible] স্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি ।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা ।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, দাদ্রু পাঁচড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০ । ১১ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র স্থলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হই- য়াছে, সে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোম- প্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায় ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন ; এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃত- কার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বাবদ আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন । এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায় । ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই ।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়

সারদাদি পুস্তকালয়

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা

কলিকাতা ।

পরীক্ষিত ।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে । চুল ঘন এবং চক্কন জ্যোতি বৃদ্ধি হয় । মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী ।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা । মফস্বলে প্যাকিং খ… ৵০ আনা ।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত প… এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ । নি… ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল … এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে । মূল্য ।০ চারি আ… মাত্র ।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পা… যায় ।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার…

৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপু…

কলিকাতা…

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা… নিকট প্রেরণ করা যায় না ।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা… সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাক… অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা । অস… পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি… নাই ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র… প্রেরিত হয় না । যাঁহারা সোমপ্রকাশের … পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করি… লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক… কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না… নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্য… যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় … মূল্য প্রেরণ করিবেন । অর্দ্ধ আনার অধিক মূ… টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । … নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র… অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে… হইবে না ।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে… করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ … যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কর… তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ … আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে ।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর … হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার… চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ… মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

২৫শ ভাগ । " ম্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৩ সংখ্যা ।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । } ১২৮৮ সাল । ২১ এ ভাদ্র । ইং ১৮৮১ । ৫ ই সেপ্টেম্বর । { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।৹, অসমর্থ প মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

৩য়—নম্বর।

...প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্রপাত, অম্লরোগ, বাত ও বাত-
..., ...রোগ ও কৃমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪
...নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫। ৩০ বৎ-
...অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ প্যাকেটের মূল্য	।০
মাশুল	১।০
প্যাকিং	।৷০

৪র্থ—নম্বর।

...টা উক্ত মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, উহার মূল্য
..., অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া
...র আরাম না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে
...বেন।

ক্ষয়কালীস্তম্ভশোভনং।

...ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে
...শ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌ-
... ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত,
...নাত, আন্ত্রিক বাটিক ও আঘাতজনিত বেদনা,
...তে অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা,
... ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাশুল ও প্যাকিং
২ টাকা মাত্র।

...রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, নাড়ীর
...অবস্থা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চড়ক-
...র দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যা-
... গলিতে সংএকঃ পুরুষোধনাঃ নামে প্রাকৃতিক
...লয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল
...সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা
...নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ
... হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট
... হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর
... লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ
...বেন না।

...বাংলা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন।
...সংএকঃ পুরুষোধনাস্তসা দাসঃ শ্রিয়া, চ, ব,।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।
(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

...ইতিপূর্ব্বে আমি উপরি উক্ত শীর্ষক দিয়া যে পত্র
...প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক গত ২৫এ শ্রাবণের সোম-
প্রকাশে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমি যাহাকে
সত্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহাকেই তিনি
অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।
সুতরাং এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারাই প্রতিবাদিত
বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় হওয়া অধিকতর সঙ্গত।
সঙ্গত বলিয়াই আমি এত দিন চুপ করিয়াছিলাম।
ভাবিয়াছিলাম প্রতিবাদিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কলি-
কাতায় কোন না কোন ব্যক্তি প্রিয়নাথ বাবুর
পত্রের যথোচিত উত্তর প্রদান করিবেন। কিন্তু
এত দিন অপেক্ষা করিয়া ইহাই বুঝিলাম যে,
তাঁহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন—
সহজে তাঁহাদের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা নাই
বুঝিয়া তদ্বিষয়ে আমাকেই অগ্রসর হইতে হইল।

পাঠকেরা বুঝিতেই পারিতেছেন, আমি মফস্বলি-
বাসী, আর ঘটনাটী হয় কলিকাতায়, সুতরাং
আমি নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি
কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া তিন জন শ্রদ্ধেয়
ব্রাহ্মের মুখে ঘটনাটির আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি। পরে যখন আমার
পত্রের প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইল, তখন আমি
শুনিবার দোষে বিধানী ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা-
পবাদ প্রচার করিয়াছি কি না ইহা জানিবার জন্য
ব্যগ্র হইয়া একটী বিশেষ ব্রাহ্মকে পত্র লিখিয়া-
ছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ক্রমান্বয়ে দুই খানি
পত্র লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি এই জন্য যে,
সুলভ সমাচারের মিথ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যাহা
লিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হওয়া দূরে থাকুক,
তাহার কৃত আরও কয়েকটী মিথ্যা ব্যবহার আমার
দ্বারা এ পর্য্যন্ত বর্ণিতও হয় নাই। এখন আমি
দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, "একটী দোষ বা
মিথ্যাকথা গোপন করিবার জন্য আর দশটী দোষ
করিতে বা মিথ্যা বলিতে হয়।" এই যে এক
প্রবাদ বাক্য আছে তাহার যাথার্থ্য প্রিয়নাথ বাবু
সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বিধানী ভ্রাতাদিগের
মিথ্যা ব্যবহার গোপন করিতে গিয়া তিনি নিজে
মিথ্যার আশ্রয় করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সাহসকে
ধন্যবাদ করি! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দিনে দুই
প্রহরে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে যিনি সত্যকে মিথ্যা
ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর
হইতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য বোধ হয়; কিছুই
নাই।

ক্রমান্বয়ে ৫ ই ১২ ই এবং ১৯ এ আষাঢ়ের
সুলভসমাচারে ক্ষমাপত্র মুদ্রিত করা হয় কিন্তু
প্রিয়নাথ বাবু কেবল দুই বারের কথা স্বীকার করি-
য়াছেন। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা অসাধ্য সাধন
করিবার চেষ্টা করা হয় নাই? বাস্তবিকই কি ...
বিশ্বাস করেন যে, তিনি দিনকে রাত্র করি...
পারেন? পাঠকেরা দেখুন প্রিয়নাথ বাবু আ...
দুই বার ক্ষমাপত্র ছাপিবার চমৎকার কারণ ...
ইয়াছেন, বলিয়াছেন যে, "দ্বারকানাথ বাবুর স...
মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সুলভ ...
হইয়া গিয়াছিল, পরে কথা স্থির হইলে তাহাত...
দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্টগুলিতেই তাহা প্রকা...
হয়, পূর্ব্বে যে সুলভগুলি ছাপান হইয়াছিল ...
নষ্ট না করিয়া বিলি করা হয় কিন্তু দ্বারকানাথ ব...
তাহাতে মনস্তুষ্টি না হওয়াতে পরবারে সম...
কাগজেই ছাপান হয়।" আমি বলিতেছি প্রি...
নাথ বাবুর ইহা সত্য কথা নহে, মিথ্যা ক...
পাঠকেরা এখানে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন—"প...
বারে দ্বারকানাথ বাবু যাহা লিখিতে বলিয়াছি...
তাহা সমস্ত লেখা হয় নাই, এবং যাহা ...
হইয়াছিল তাহাও আবার সমস্ত সুলভে প্রকাশ...
নাই; সুতরাং দ্বারকানাথ বাবু তাহা গ্রাহ্য ক...
নাই। * * * তাঁহারা (সুলভওয়ালারা) আ...
দ্বারকানাথ বাবুকে মকদ্দমা পোষ্টপণ্ড রাখি...
অনুরোধ করেন এবং সে দিনও দ্বারকা...
বাবু পোষ্টপণ্ড রাখিয়া আসেন। তখন আ...
আপোষের কথা চলে। দ্বারকানাথ বাবু ক্ষমাপ...
সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিতে বলেন তাহার ...
"ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" এই কথাটী ছাড়া ...
সমুদায় কথা ও পক্ষের লোকেরা ছাপিতে সম্মত...
এবং তাহা ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে ছাপে...
(এবারেও সমস্ত সুলভে তাহা ছাপা হয় নাই) ...
দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া সুপ্রি...
খরচ দাখিল করেন এবং মকদ্দমার পূর্ব্ব দি...
কেশব বাবু প্রভৃতিকে সফিনা ধরাইবার ...
তাঁহার বাটিতে যান। কান্তি বাবু ও ত্রৈলোক্য ...
বিনয় সহকারে মকদ্দমা আপোষ করিবার ...
তাঁহাকে অনুনয় করেন এবং শেষে কান্তি বাবু ...
জন ভদ্রলোকের সালিসি দ্বারা ক্ষমাপত্রের রচনা ...
করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু তা...
সম্মত হন। যে দিন সালিসি হইবার দিন স্থির ...
সেই দিন আবার কান্তি বাবু ১২ ই আষাঢ়ের সু...
প্রকাশিত ক্ষমাপত্রেই সন্তুষ্ট হইতে দ্বারিক বা...
বিনয়ের সহিত অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু ...
বলেন "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" ক্ষমাপত্রের ...
এ কথা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে ক...
বাবু দ্বারিক বাবুর সম্মুখে দুইটী হাত যোড় ক...
"এই ত আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" বলে...
ইহাতে দ্বারিক বাবু আর কিছু বলিতে পারি...
না, উক্ত ১২ ই তারিখের ক্ষমাপত্রেতেই সম্মত ...

...করি, ... সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ ...নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া ... ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক বিষ খাওয়া- ... আধ্যাত্মিক অবিমাণ নষ্ট করিতেছে, ...সকল দাম্ভিকতা ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় ... এই সকল মানুষের উপাসনা ও ধর্ম্মের ... দিগকে আকর্ষণ করি ... ও ... তাহাদের গলায় ছুরী দিতেছে" ...ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এমন ...আছে যে, কেশব বাবু নিজ মতের বিরো- ...অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে ...করিয়া সাধারণভাবে যে গালিবর্ষণ করিয়াছেন ... বুঝিতে পারিবে না? এমন কোন মূর্খ ...যে, দেশ বিদেশ হইতে ... আসিয়া ...রণ ব্রাহ্মসমাজের দলে শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন ...না—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সবিশেষ উন্নতি ...হতে দেখিয়া কেশব বাবুর অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে ...র প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্ম- ...জের প্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইবার জন্য ...ন যে" এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ ...য়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া ...তেছে" প্রভৃতি জঘন্য কুৎসা প্রচার করিয়াছেন ... বুঝিতে পারিবে না। পাঠকেরা আরও শুনুন, ...ত ফাল্গুন মাসে ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সাণ্ডেল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে নিজ ভবনে ...ন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। অতঃপর ত্রৈলোক্য ... বিজয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া পুলিস ইন্সপেক্টর ...ক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গিয়া ...র ও কালীনাথ উভয়েই মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম- ...জের সভ্যদিগের আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ ...ন, অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে থাকেন সাধারণ ...সমাজের সকলেই অধার্ম্মিক, সকলেই মন্দ লোক, ...লেই মাতাল ও লম্পট!! বিজয় বাবু এই ...র তিরস্কার শুনিয়া হতজ্ঞান হন এবং তাঁহা- ... প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসেন। ...কেরা আরও শুনুন, বিজয় বাবু যেখানে যেখানে ...ার করিতে গিয়াছেন, নববিধানীরা প্রায় সেই ...নের ব্রাহ্মদিগকেই কখন বা সমক্ষে, কখন ...বেনামী পত্র দ্বারা "বিজয় বাবু মন্দ লোক, অবি- ...সী, তাঁহার মতের স্থিরতা নাই, আপনারা সাব- ...ন হইবেন, তাঁহার দ্বারা আপনাদের যেন অনিষ্ট ... হয়" এই প্রকার নানা কুৎসা লিখিয়া পত্র ...খিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ ব্রাহ্ম- ...জের সভ্যদিগের প্রতি নববিধানীদিগের এরূপ ... ব্যবহার-সত্ত্বেও আমাদের এ কথা বলিবার কি অধিকার নাই, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দেখিয়া নববিধানীরা ঈর্ষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধন মানসে মিথ্যামিথ্যি তাঁহাদের কুৎসা করিয়া থাকেন? যাহা হউক আজ কাল কেশব বাবু কিরূপ ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার চরিত্রের কিরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা পাঠকেরা উপরি উক্ত প্রার্থনাটী দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। এক জন ঘোর বিষয়ী, ঘোর সংসারী, ঘোর পাপীষ্ঠ হউক ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকালে এরূপ নীচ ও অপবিত্র কথা বাহির হয় না। এই কেশবচন্দ্রই আবার বলিয়া থাকেন ভারত উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। পোড়া কপাল আর কি?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই "গতেনাথ গঙ্গাসাবে" এটি স্পষ্ট করিয়া দ্বারিক বাবুকে আক্রমণ করা হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার লেখকদিগকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে আর কাহাকে কিরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। প্রিয়নাথ বাবু জানিবেন যদি বুঝিতে পারা যাইত, তবে শিক্ষা দিবারও বাকী থাকিত না। অতএব তিনি যে লিখিয়াছেন উক্ত প্রস্তাবে অপর যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা অপ্রতিবন্দিত রহিয়াছে। তাহার উত্তরে আমরা বলি, যে সকল ভীরু কাপুরুষ অপরের নাম মনে মনে করিয়া গালি দেয়, অথচ সে নাম প্রকাশ করিতে সাহস নাই, তাহাদের কথা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করাই সুবুদ্ধির কার্য্য।

যমুনিয়া
২৫ এ আগষ্ট ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতার সদ্ব্যবহার।

আজ কাল দেশে যতই বিদ্যা, সভ্যতা ও অর্থাভাবের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, লোকে ততই দিন দিন অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় বাহির করিতেছেন। "বিজ্ঞাপন প্রকাশ" অর্থোপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায়! "ঢাল নাই খাঁড়া নাই অথচ যেমন গঙ্গারাম সর্দ্দার" বিলক্ষণ এক জন বীরপুরুষ ছিলেন! অনেকে বিজ্ঞাপন দানেও সেইরূপ বীরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। কেহ লিখিতেছেন "অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!! দিল্লীকা লাড্ডু—অব্যর্থ বেদনা নিবারক মহৌষধ, একবার সেবনেই স্বর্গফল প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বাস না হয়, একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন"। অন্যে বলিতেছেন, "অতি সুলভ! অতি সুলভ! হরিহোড়ের উপন্যাস, ইংরাজী ডনকুইকোট অবলম্বনে রচিত। মূল্য প্রতি মাসে ৵০ দুই আনা মাত্র। সপ্তম সংখ্যা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, আনুমানিক এক বৎস... শেষ হইবে" ইত্যাদি। উভয়টি বিলক্ষণ! শে... হয় ত অব্যর্থ ঔষধ নামমাত্রেই সার হইল; উ... ন্যাসের বৎসরের মূল্য দিয়া ২। ৩ খণ্ড মাত্র পাও... গেল; আর বাহির হইল না! রাশি রাশি প... লিখ ... তাহার প্রতি উত্তর নাই। দুই এক জন আব... এমনি ন্যায়পর, যে মূল্য পাইয়াও হয় ত বলিবে... "মূল্য পাই নাই। পোষ্টমাষ্টার না হয় পিয়... মূল্য পত্রসমেত আত্মসাৎ করিয়াছে! সাচার!!

সকল বিজ্ঞাপনদাতাই যে প্রতারক, সব... ঔষধই যে ব্যর্থ, বা সকল গ্রন্থই যে ২। ১ খণ্ডে শে... হয়! আমরা এমন কথা বলিতেছি না। অব... এমন অনেক সদাশয় পরোপকারী ব্যক্তি আছে... যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অর্থোপার্জ্জনকে অতি ... কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহা... লোকের উপকার হয়, তাহাই তাঁহাদের বিজ্ঞা... দানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুই একটী "চে... গরুর দোষে যেমন কপিলা নষ্ট হইয়াছিল" তেম... দুই একজন অর্থলোভী ব্যক্তির কুব্যবহারে সৎ ব্যা... রও পসার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিদেশীয় গ্রাহ... বর্গ একবার একজনের নিকট প্রতারিত হইয়া সা... রণকে প্রতারক বলিয়া মনে করিতেছেন। ... রোগের ঔষধ কি? আমরাই কতবার শিক্ষা... করিয়াছি ও অন্যান্য বহুতর ব্যক্তিকেও কত ... বার শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াছি। আশ্চ... বিষয় এরূপ বিজ্ঞাপনের ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া ... শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কোন কোন সংবাদ প... প্রায় অর্দ্ধাংশ বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ! বিজ্ঞা... প্রকাশে সম্পাদকের লাভ ভিন্ন অলাভ নাই স... কিন্তু তাহাতে "ঘর পোড়া গরুর সিন্দুরে মে... দেখিয়া পাঠকের লাভ কি?

আমরা কি জন্য এত কথা বলিতে বাধ্য হই... তাহা এই—প্রায় ৫ সপ্তাহ অতীত হইতে চ... সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মেদিনীপুর জে... বাবু গোপালচন্দ্র প্রধানের "অব্যর্থ বায়ুরোগ বি... শের" বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভাগলপুর ষ্টেসনের ... ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর হালদার সেই ঔষধ ... বনার্থ ২ টি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠা... দেন। মনিঅর্ডারের রসীদ ফিরিয়া আসিয়া... তাহাতে গোপাল বাবুর দস্তখত আছে দেখি... কিন্তু ঔষধ ত এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না! কোন ... নাই। ৩। ৪ খান পত্র লেখা গেল সে সমুদায় ... হয় তাঁহার নিকট পৌঁছিল না। এক্ষণে জিজ্ঞা... দরিদ্রের সে দুই টাকা কি গেল? টাকা য... তাহাতে ক্ষতি নাই, ৩। ৪ খানি পত্রের অ... একখানিরও উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

হইক, এত দিন তাঁহার পত্রের আশায় থাকিয়া এখন দুরাশাগ্রস্ত হইয়া ভদ্র লোক হইয়া অগত্যা এক জন ভদ্র লোকের নামে সোমপ্রকাশের নিকট অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। সোমপ্রকাশ এ অভিযোগ গ্রহণ করিলে (গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য) আমরা চির বাধিত হইব।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিতে বাকি আছে। এমনও হইতে পারে, অন্য লোকে টাকা কটী আত্মসাৎ করিয়া গোপাল বাবুর নামে রসীদে দস্তখত করিয়া দিয়াছে। তিনি হয় ত ইহা জানিতেও পারেন নাই। পত্র কয়েক খানিও হয় ত সেই লোকে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি স্বীয় কলঙ্ক দূর করিবার জন্য উপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করুন; নতুবা এ কলঙ্ক তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। আমাদের আর ঔষধে প্রয়োজন নাই।

ভাগলপুর } শ্রীঃ——
তারিখ ৮ ই ভাদ্র। }

সোমপ্রকাশ।

২১ এ ভাদ্র সোমবার।

মাজিষ্ট্রেটদিগের মফস্বল ভ্রমণ।

নির্ম্মল শরৎকাল আসিল। সরোবরে কমল কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত হইল; কাশকুসুমের চামর দুলিয়া চলিতে লাগিল; লঘুমেঘযুক্ত আকাশে চন্দ্রতারকা প্রকাশ পাইল; পথের কর্দ্দম শুষ্ক হইল, রঘুরাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। মাজিষ্ট্রেটদিগেরও মফস্বল পর্য্যটন তাই। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গল হিমানীর প্রভাবে কতক শুষ্ক হইয়া মরিয়া গিয়াছে, কতক পত্রহীন হইয়াছে; পথ ঘাট শুষ্ক, নালা খাল বিল ঝিল ডোবা ডহর খট খট করিতেছে, কৃষকগণ শস্য ছেদন করিয়া কেহ পালা দিতেছে, কেহ বহিয়া আনিতেছে, কেহ মাড়িতেছে, কেহ ঝাড়িতেছে, কেহ তুলিতেছে; পৌষমাস—লক্ষ্মীমাস। যে নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারও উঠানের নিকট দিয়া লক্ষ্মী একবার হাসিয়া যাইতেছেন। শুভদিন শুভক্ষণ শুভযোগ, আমাদের মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল পর্য্যটন করিতে আসিলেন! যে সময় প্রজাদের কষ্ট দেখিয়া শিয়াল কুকুরও কাঁদিয়াছিল, তখন ধর্ম্মাবতার সৌধরাজিবিরাজিত-জেলার অট্টালিকা মধ্যে কাছারি করিতেন। বর্ষায় কোন পথে এক হাঁটু এক কোমর এক বুক জল, কোথাও কাদায় পা বসিয়া যাইতেছে, কাঁকালি পুতিয়া যাইতেছে; কেহ আছাড় খাইতেছে; বনে জঙ্গলে পবনদেবেরও গতি রোধ হইয়াছে; গরিব পরওয়ারিস তখন জেলার ঠনঠনে পাকা রাস্তায় ঘর্ঘর করিয়া চেরেট বগী হাঁকাইতেছেন। বর্ষাকাল,—চাসের সময়; রামতনু ভূমির আলি বাঁধিল, লোকাই মণ্ডল কাটিয়া দিল। শিবু মণ্ডল ভূমিতে চাস দিয়াছে, নায়েব তাহাকে বেদখল করিবে। কাছারির গমস্তা পেয়াদা লেঠেল মাঠ ঠেসে ফেলিল। গদাই মণ্ডল, শিবুর ভূমিতে ফের চাস দিয়া দখল করিল। দাঙ্গা হঙ্গামায় রক্তারক্তি হইয়া গেল, মাজিষ্ট্রেট তখন জেলায়। বর্ষা শেষ না হইলে তিনি মফস্বলে আসিতে পারেন না। প্রজাদের গোলযোগ যখন এক প্রকার মিটিয়া যায়; ঋতুর কৃপায় পথ ঘাট শুষ্ক হইয়া যখন প্রজার কষ্ট কিছু কমিয়া আসে, ধান্যে ধান্যে গৃহে গৃহে যখন কিছু কিছু লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয়, তখন হুজুর বাহাদুরেরা, সেই সময় কাঙ্গালের মা বাপেরা মফস্বল দেখিতে আসেন। পাছে পরদুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়, সে জন্য দুঃখের সময় আসেন না। আমরাও আসিতে বলি না, যাহা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা দরিদ্র প্রজাতেই সহ্য করুক। কোথায় দেশের কূল রাজ্যের কূলে গরিবের সন্তান দুদিনের জন্য হাকিম হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কষ্ট সহ্য করিতে বলি না। তিনি সুখে থাকুন, সুখের সময় প্রজাদিগের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া যাউন।

আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিলে কষ্ট মোচন হইবে, তাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিতে পান না। প্রজার কষ্ট দেখিবার তাঁহাদের সুযোগও হয় না। আমাদের মহারাণীর পুত্রেরা যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, মহা ধূম পড়িয়া গেল। অলি গলি পথ ঘাট পরিষ্কার আলোকাকীর্ণ, লোক জনের ভিড়, গাড়ী ঘোড়ার ঠাসাঠাসি। সমারোহে সহর টলমল করিতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রধান নগরের উৎকৃষ্ট স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকাটিতে আসিয়া বাস করিলেন; সন্ধ্যার পর মহোৎসবে একবার প্রধান রাস্তাটী দিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। মণি মাণিক্য পরিভূষিত বড় বড় রাজাদের সঙ্গে চকিতের ন্যায় একবার দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। রত্নভার উপঢৌকন পাইলেন। দেশের অবস্থা লোকের অবস্থা সকলি বুঝিলেন!

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর একবার পূর্ব্ব রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য চতুর কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরাইয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান রাখিলেন। গবর্ণর বাহাদুর জলপথে যাত্রা করিতেছেন, দুধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে আর দুহাতে সেলাম করিতেছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর শুনিলেন যে তাহারা সকলে কৃষক। তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বেশভূষা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, কৃষকেরা সকলেই বিলক্ষণ সুখে সচ্ছন্দে আছে। কৃষকদের গৃহে কি দুর্দ্দশা তাহা তিনি জানেন না। তাহারা বার মাস পরিশ্রম করিয়া ছয় মাসের অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র নাই। সচরাচর যে বস্ত্র পরে তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে বিবস্ত্র লোকের পরিহার হয় এই মাত্র, শীতবাত নিবারণের যো নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই প্রজার কষ্ট নিবারণের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহারা প্রজার প্রকৃত কষ্ট দেখিতে পান না, সুতরাং তাহার নিবারণও হয় না।

আমরা এমন কথা বলি না যে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা লোকের দ্বারে দ্বারে কষ্ট দেখিয়া বেড়াইতে থাকুন। আমাদের ইচ্ছা, প্রজার প্রকৃত কষ্টের সময় মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল ভ্রমণ করুন, তাহা হইলে দরিদ্র ও নিরুপায় প্রজাদিগের অনেকাংশে কষ্ট দূর হইবে। মফস্বলের দুর্দ্দশা ও দুর্ঘটনাগুলি হাকিমদের কাণে উঠে না। মকদ্দমায় তাঁহারা এক একটী বিষয়ের কেবল ছায়া মাত্র জানিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত দুরবস্থার কিছু জানেন না। তাহা জানিবার উপায়ও নাই। অধিক, বঙ্গদেশের যে প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে বঙ্গভূমি এককালে উৎসন্ন যাইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বর্ষাঋতুতেই মফস্বলে ভ্রমণ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বর্ষাকালেই বঙ্গদেশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়ে। কোথায় কত জল দাঁড়ায়, কোথায় কত কাদা হয়, কোন্ স্থানে অধিক জ্বর ও অন্যান্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে স্বচক্ষে দেখিলে তাহার প্রতিবিধানও হইতে পারে। মফস্বলে ভ্রমণ সম্বন্ধেও আমাদের দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। বৎসর বৎসর হাকিমেরা মফস্বলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন বটে, বেস দশটাকা ভাতাও পান। কিন্তু সে যাত্রে দেশের উপকার হয় কি? হাকিম মফস্বলে আসিলেন, ভারী একটা ধূম পড়িয়া গেল। এখানে তাম্বু, ওখানে ঘোড়া, সেখানে সিপাহী লোক লস্কর গিস্ গিস্ করিতেছে। হাকিম বাহাদুর কিন্তু চক্ষু খুলিয়া কিছু দেখেন না। যদি বড় ইচ্ছা হইল, তবে ঘোড়া চড়িয়া দুই চারি কদম এ দিক ও দিক ঘুরিয়া হাওয়া খাইলেন। যদি শীকার কাছে থাকিল, তবে কতকটা আহ্লাদ বটে,— দুএক বেলা সেখানে কাটাইলেন। নিরর্থক এ ভস্মে ঘি ঢালিয়া ফল কি? এ ভ্রমণের ব্যয় ত অল্প হয় না? পুরাণের টানিয়া আনিতেছে বলিয়া কি

... দিতা হয় নাই? কোলিক ... কোন বিঘ্ন ঘটে, তাই কি ... যদি মফস্বল ভ্রমণের প্রথা ... গবর্ণমেন্ট একটী কথা করুন। ... এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ... কর্ম্মচারীরা সেই এক একটী ... মধ্যবর্ত্তী স্থান করিয়া ক্রমে নিক ... সমস্ত গ্রামগুলির বৎসরে একবার ... অবস্থান করিবেন। মফস্বলে আসিয়া ... করিলে কাজ হইবে না, তাহাতে বিশ্রাম ... সাধারণের কোন উপকার নাই। প্রত্যহ ... অনায়াসে অশ্বপৃষ্ঠে চারি পাঁচ খানি ... পরিদর্শন করিতে পারেন। স্থানে স্থানে ... অধিক গ্রাম দেখিতে পারেন। যদি এই ... প্রবর্তিত হয়, তবে মফস্বল ভ্রমণ প্রথা প্রচ- ... থাকুক, নতুবা উহা উঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। ... বৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাঁচিয়া ...।

...জমিদারের খাজনার সঙ্গে সঙ্গেই রথ্যা কর ...হীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই করটী কি এবং ...তে প্রজালোকের কোন উপকার সাধিত হয় ...না, তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। পল্লীগ্রামের ...কর প্রজারা কিছুই বুঝে না। অনর্থক কর ... হইলে তাহাদের দারুণ কষ্ট হয়, ইহাই ...য়া বুঝে। নিয়মিতরূপে রথ্যাকর আদায় ...অথচ তাহারা কোন ফল দেখিতে পায় না, ...ও তাহারা বুঝে। যখন এই কর নূতন ...র্ত্তিত হয়, তৎকালে প্রজাদিগকে অনেক বুঝা- ...হইয়াছিল। ঐ টাকায় রাস্তা ঘাটের সংস্কার ...ব, তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইয়াছিল। ... এখন সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই। ...গণ পথাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত রোডসেস্ সভায় ...বেদন করিলে, সভাপতি প্রজাদের নিকট আবার ...ক চাঁদা চাহেন। ইহার মর্ম্ম কি আমরা কিছুই ...তে পারি না। প্রজারা যে রথ্যাকর দেয়, তাহাই ...প্রজাদের চাঁদা, তবে আবার স্বতন্ত্র টাকা চাঁদা ...বার জন্য কেন আদেশ করা হয়? প্রতি গ্রামে ...র বৎসর যে টাকা উঠিয়া থাকে, তাহাতে ...ত্যেক গ্রামের কিছু কিছু উন্নতি করা কর্ত্তব্য, ...ৎ প্রজারা যার পর নাই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়। ...হারা রথ্যাকর দেয়। তাহা আদায়ের সময় ...ন ক্রমে ত্রুটি হইবার যো নাই, কিন্তু উপকারের ...য় কেহই কিছু জানিতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট ...স্বলে ভ্রমণ করিবার সময় যে গ্রামের যেমন ...স্তা দেখিবেন, তথায় সেইরূপ কিছু কিছু উন্নতি ...রূপে কাহারও আর ক্ষোভের কারণ থাকে না। কোথাও একটী জল নিকাশের পুল নির্ম্মাণ করা-ইয়া দিলেন, কোথাও স্থান বিশেষে নীচ কর্দ্দমযুক্ত পথে বিশ ঝুড়ি মাটী ফেলিয়া দেওয়াইলেন, কোন স্থানে জঙ্গল কাটাইলেন। এইরূপে রথ্যাকরে যে গ্রামে যেমন টাকা আদায় হয়, তথায় প্রতি বৎসর তদনুরূপ উন্নতি করা চলে। প্রতি বৎসর পথ ঘাটের অল্প অল্প সংস্কার হইলে, দশ বৎসরে অতিশয় কদর্য্য গ্রামেরও শ্রী ফিরিয়া যায়। অতএব আমরা রোডসেস্ কমিটীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আমা-দের সদযুক্তি অবলম্বন করুন। গ্রামের পথ নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা আর পৃথক চাঁদা চাহিতে পারেন না। রথ্যাকরের টাকাই প্রজাদের চাঁদা। পথের উন্নতি সাধনের নিমিত্তই প্রজাদের নিকট ঐ কর আদায় করা হয়। যে উদ্দেশ্যে তাহা গৃহীত হইতেছে, সেই বিষয়ে ব্যয় করাই উচিত। আবার চন্দনপুরের টাকা লইয়া কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ব্যয় করাও ন্যায়ানুগত নহে। কোন গ্রাম হইতে যদি বৎসরে দশ টাকা রথ্যাকর আদায় হয়, তবে তাহাতে সেই দশ টাকাই ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের অল্প টাকায় কোন কাজ হইবে না, যদি এরূপ অনুমান হয়, তবে দুই তিন বৎসরের টাকা সঞ্চিত করিয়া চতুর্থ বৎসরের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। কোন গ্রামের সংস্কার করিয়া যদি অধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সে টাকা অন্যত্র দান করা যাইতে পারে। সংসার সহানুভূতিতেই চলিতেছে। বিশেষতঃ, পথের কষ্ট কেবল এক খানি গ্রামের জন্য নহে; এক গ্রামের পথ অন্য গ্রামের লোকেরও অনেক উপকারে আইসে। কার্য্যবশতঃ মনুষ্যকে সর্ব্বত্রই যাইতে হয়। আপনি স্বয়ং না যাউন, আপনার দাস দাসী যায়। হয় ত সেই গ্রাম দিয়া আপনার খাদ্য সামগ্রী আইসে। অতএব দিল্লীরও প্রশস্ত পথ আমার ও আপনার অধিক না হউক এক আনাও উপকার করিয়া থাকে।

যে যে গ্রামে চৌকীদারী পঞ্চায়ত আছে, তত্তৎ-স্থলে সেই মেম্বরদিগের হাতে গ্রামস্থ পথের নির্ম্মাণ ও সংস্কার জন্য রথ্যাকরের টাকা সমর্পণ করা যাইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়তদিগকে টাকা ও কার্য্য ভার দিয়া অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। কার্য্য শেষ হইলে, পঞ্চায়তের সভ্যেরা একটী হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা ও পুলিষের কোন প্রধান এক জন কর্ম্মচারী সহি দিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে অর্থের অযথা ব্যবহারও হইবে না।

যেখানে মিউনিসিপাল কার্য্য বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে স্থলে ত কথাই নাই। মিউনিসিপা-লিটীর কর্ম্মচারীরা আয় বুঝিয়া নিজ নিজ কা... সাধন করিবেন। কিন্তু আমরা কয়েক বার বলিয়াছি ... এখনও বলিতেছি,—মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বা...চন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। ... যখন প্রজারা স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচা... মনোনীত করিয়া দিবে এবং মিউনিসিপাল কর্ম্মচা...রীদিগকে সর্ব্বপক্ষে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তখ... দেশের প্রকৃত উন্নতির মুখ আমরা দেখিতে পাইব। ... আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল দিক হইতেই আমরা মিউ...নিসিপালিটীর অবিচার ও কার্য্যশৈথিল্যের ক... শুনিতে পাই। বহু কষ্টে অর্থ দিয়া শেষ যদি উ...কার না হয়, তবে মনঃকষ্টের পরিসীমা থাকে না। ... নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এই কষ্টটী ... হইবে। কারণ, প্রজাগণ তখন আপনাদের ইচ্ছা... মত লোক পাইবে, সুতরাং কাহাকেও অযোগ্য ... পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না। ... আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতেছি, সদাশয় শ্রীযু... লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুর শীঘ্র এ বিষয়ে মনো...যোগী হইবেন।

মিউনিসিপালিটীর মেম্বরেরা গ্রামের কিছু ... উন্নতি করিয়াছেন, বর্ষাকালই তাহার উপযুক্ত প... ক্ষার সময়। শীত গ্রীষ্মে পথগুলি প্রশস্ত ও প... ষ্কার থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ষা আগমনে সে ... যমের দক্ষিণ দ্বার বলিয়া বোধ হয়। অতএব মা...জিষ্ট্রেটেরা বর্ষাঋতুতে মফস্বলে আসিলে মিউনি...সিপাল কার্য্যেরও অনেক উন্নতি হইবে।

নেপাল।

কিছুদিন গত হইল নেপালের মহারাজ লো...ন্তর গমন করিয়াছেন। সত্বর নূতন মহা...রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। তিনি এখন নিত... শিশু। শুনা যাইতেছে নব ভূপালের অভিষেক ... সব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। দুই হা... হাতীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ... সবকালে তাহারা চিত্র বিচিত্র বসন ও মণি মু... উপশোভিত হইয়া নৃত্য করিবে। এই মহোৎ... চীনদেশ হইতেও চৌদ্দ হাজার সেনা ও সে...নায়ক আসিতেছেন। পাঠক হয় ত বি... অবাক হইলেন, নেপালের উৎসবে চীনের ... কেন? নেপাল যে চীনের এলাকাধীন; কাজে ... হউক নামে অনেকটুকু বটে। আবার কাজে ... নয় কেন? নেপালরাজ পাঁচ বৎসর অন্তর ... দেশে কর পাঠাইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে উপঢৌ...কন দেন। তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নেপালের উ... চীনের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আজ প্রায় ৯০ ... বৎসর অতীত হইল, নেপাল চীনরাজের ব...শ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

নেপালিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে তাহাদের া জলপূর্ণ সমুদ্র বিশেষ ছিল। অতঃপর মঙ্গ া জনৈক ঋষি উহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, ার নাম হইতেই উক্ত দেশ নেপাল নামে অভি হয়। নয় মুনির বংশধরেরা পাঁচ শত বৎসর ালে রাজত্ব করেন, খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ সাত শত বৎ- পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য কিরাতদিগের অধীনস্থ হয়। পরে খ্রীষ্টাব্দের ১৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশ সূর্য্য- ীয় ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে আসিয়া পড়ে। আবার খ্রীষ্টাব্দে আভীরী গোয়ালারা তথায় রাজত্ব র। পরে খ্রীঃ ৪৭০ অব্দে নেওয়ারীরা সেখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। খ্রীঃ ১৮৭৮ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা নেপালে অক্ষুণ্ণ ক। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোর- া নেপালাভিমুখে ক্রমশই ধাবিত হইয়া অধিকার বিস্তার করিতেছিল। গোরখা টী গোরক্ষ (অর্থাৎ গোপালক) শব্দের অপ- । বোধ হয় পূর্ব্বে যে আভীরী জাতি নেপালে ত্ব করিয়াছিল, ইহাদের সঙ্গে সেই জাতির ান সংস্রব থাকিবে। গত শতাব্দীতে ঐ গোর- া নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া বসিল। হারা আপনাদিগকে উদয়পুরের রাজবংশোদ্ভব িয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান রেন যে, তাহারা পার্ব্বতীয় বর্ণসঙ্কর জাতি,—বোধ কোন প্রকার নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চীন ভাষায় োরখাদিগকে কুকালি কহে। নেপালের নেওয়ার জারা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। কিন্তু খৃঃ ০০ অব্দ হইতে তাঁহাদের বল অনেক হ্রাস হইয়া াসিতেছিল। ঐ অব্দে রাজা জয়াক্ষমল্ল নেপা কে চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার তিন বিভাগে াপনার তিন পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর এক ংশ স্বীয় কন্যাকে দেন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে ার অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। রণজিতমল্ল ামা জনৈক রাজা গোরখাদিগের সাহায্য ার্থনা করেন। ভারতবর্ষের রাজরা যেমন ংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একে একে ায় সকলেই লোপ পাইয়াছেন, নেপালের াগ্যে ও তাহাই ঘটিল। নেওয়ার রাজগণও োরখাদের সাহায্য লইয়া একে একে সকলেই বিলুপ্ত হইলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোরখারা প্রায় মস্ত নেপাল গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেবল কাট- ুণ্ডতে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ মাত্র ছিলেন। গোর- াদের উৎপাতে পৃথ্বীনারায়ণও কণ্ঠাগতশ্বাস হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় তিনি ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা কাপ্তেন কিনলককে কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কাপ্তেন কিনলক হঠাৎ গোরখা- দের কিছুই করিতে পারিলেন না। পর্ব্বতের তরাই সাতিশয় অসুস্থ স্থান। তথাকার জ্বরে সৈন্য সামন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল এবং গোরখারাও ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল। অতঃপর বিজয়ী গোর খারা নেওয়ার রাজবংশ এককালে ধ্বংস করিয়া আপনারা নেপালের অধীশ্বর হইল। পুনঃ পুনঃ জয় লাভে তাহাদের জিগীষাবৃত্তি প্রবলা হইয়া উঠিল, এবং অচিরে সিকিম রাজ্যও নিজ অধীন করিয়া ফেলিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা তিব্বৎ আক্রমণ করে। পরে দিগর্চি নামক স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দির লুঠ করিল।

দিগর্চিতে চীন সম্রাটের গুরু টেষুলুম্বু বাস করিতেন। গুরুর ধনসম্পত্তি লুঠ করায় চীনাধি- পতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নেপাল আক্র- মণের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সেনা পাঠাইলেন। তুমুল সংগ্রামে গোরখারা পরাভূত হইল সুতরাং টেষুলুম্বুর যাবতীয় অপহৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইল। সেই যুদ্ধের সন্ধি অনুসারে নেপালরাজ তিন বৎসর অন্তর চীনে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে স্বীকৃত হন, এবং সিকিমও চীনের কর্ত্তৃত্বে সমর্পণ করেন; সম্প্রতি নেপালের রাজা তিন বৎসর অন্তর কর না পাঠাইয়া পাঁচ বৎসর অন্তর পাঠাইয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মর্ম্মানুসারে চীনের বশ্যতাও স্বীকার করেন। এই কর্ত্তৃত্বহেতু সম্প্রতি নবভূপালের অভি ষেক-উৎসবে চীন হইতে সৈন্যসামন্ত আসিতেছে।

চীনের হাতে হতগৌরব হওয়ায় গোরখারা আর পূর্ব্ব দিকে অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। পশ্চিম দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমে কুমাউন গড়োয়াল সিরমুর বসাহির বাঘল বিলাসপুর প্রভৃতি হিমালয়ের অন্তর্গত রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। শতদ্রু আক্র- মণ করিয়া যখন কাংগ্রা আক্রমণ করে, তৎকালে রণজিত সিংহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধিল। গোরখারা পরাস্ত হইল। নেপালের দিগ্বিজয়ের এই খানেই শেষ। শতদ্রু-নদই তদ্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইল। এদিকে ইংরাজেরা গোরখাদের পরা ক্রম দেখিয়া অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিলেন। নেপা- লের সেনাপতি অমর সিংহ ইংরাজদের বিস্তর অপ- মানও করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত শীঘ্র নেপালের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। গোরখারা ঐ যুদ্ধে যার পর নাই অভাবনীয় বীরত্ব প্রকাশ করে। এমন কি, ইংরাজ সেনা নায়ক অক্টার্লনি সাহেব অনেক কষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় গোরখাদের নেপাল ভিন্ন সমুদায় অধিকার বিচ্যুত হইল। পাহাড়ের নিম্ন ভাগে তরাই ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে গোরখা দের যার পর নাই মর্ম্মান্তিক বেদনা হইয়াছিল। পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহে জংবাহাদুর ইংরাজদের বিস্তর সহায়তা করেন, তজ্জন্য প্রত্যুপ- কারের স্বরূপ তরাইয়ের কিয়দংশ প্রত্যার্পিত হয়। নেপালের আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গ মাইল। তথায় ২৪,০০০০০ চব্বিশ লক্ষ লোকের বাস বাৎসরিক প্রায় ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাক রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতবাসির প্রতি ভারতস্থ ইদানীন্তন ইউরো পীয়ের সহানুভূতি নাই।

যখন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডের জন সমাজের সমক্ষে বলেন ভারতবর্ষস্থ ইংরাজের দেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ ও কঠো ব্যবহার করিয়া থাকেন তখনও আমরা যে ত চারি জন ভদ্র ইউরোপীয়ের এদেশীয় প্রতি স্নেহ দয়া, মমতা ও সখ্য দর্শন করিয়া ছিলাম, এখ আর তাহা দেখিতে পাইতেছি না। দিন দি উহার হ্রাস হইতেছে। ইহার কারণ কি? এখ কি পূর্ব্বের ন্যায় মহাবংশ সম্ভূত উদারাশয় মহা ভব ভদ্র ইউরোপীয়েরা এদেশে আগমন করেন না ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন কুপা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতো ষিক বিতরণ কালে ইহার কএকটি কারণ নির্দ্দে করিয়াছেন। তিনি বলেন "ইংলণ্ড হইতে ভার বর্ষে যাতায়াতের ও উভয় দেশে পরস্পর সং আদান প্রদানের সুবিধা হওয়াতে এই অনিষ্ট ঘ য়াছে যে, যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভ আছে, তাঁহারা এখন আর পূর্ব্বকার সিবিলিয় দিগের ন্যায় ঐ দেশকে তাঁহাদের আবাসভূমি ম করেন না। পূর্ব্বকার কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে যা কালে এই মনে করিতেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজা দের সহিত একত্র থাকিয়া তাঁহারা জীবন অ বাহিত করিবেন; এখন আর সে ভাব নাই। জন্যই বোধ হয় গবর্ণমেন্টের সহিত প্রজাবৃন্দ প্র বর্গের মনের মিল অথবা সহানুভূতি নাই। রোপীয়দিগের হৃদয়ে প্রাচ্য লোকদিগের প্রতি দয়া ও স্নেহের হ্রাস হইয়াছে আমি এ কথা না, কিন্তু এই উভয় জাতির পরস্পর সদ্ভাব ও স সুভূতি ও প্রণয়ের লাঘব হইয়াছে।" লর্ড হার্টি স্পষ্ট স্বীকার না করুন, কিন্তু তিনি যে কা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্র হইতেছে। পূর্ব্ববৎ আর ইউরোপীয়দিগের শীয়ের প্রতি স্নেহ ও দয়াদি নাই। উত্তরোত্তর যে একান্ত অভাব হইবে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা

ন্ত . . . ইউরোপীয়েরা আমাদের প্রতি
. . . ব্যবহার করেন ইংলণ্ডের লোকেরা এখন
. . . কতক জানিতে পারিয়াছেন। বাস্ত-
. ইউরোপীয়দিগের আমাদের সহিত আর পূর্ব্ব
. . . নাই। ডাউটন বলিয়াছেন যে
. . . আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া
. . . তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতেন তাহা
. . . কখনই এরূপ কথা বলিতেন না। যদি
. . . ইউরোপীয়দিগের আমাদের উপর স্নেহ
থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজী সমাচার পত্রে
নই এমন কথা প্রচারিত হইত না যে দেশীয়-
ার সহিত ব্যবহার করিতে হইলে "আগে লাথ্
ত বাত্" চাই।

আমরা অপর ইউরোপীয়ের কথা তত ধর্ত্তব্য
না, ইংরাজেরা আমাদের প্রতি যে এরূপ ব্যব-
করেন, তাঁহাদের প্রকৃতির উগ্রতাই তাহার
ণ। জনবুলের ন্যায় উদ্ধত ও আত্মম্ভরি জাতি
থীতে আর নাই। তাহাদের একমাত্র আত্মস্ত-
া দোষ নয়, তাহারা স্বজাতির প্রতিও একান্ত
পাতী। ছয় বৎসর অতীত হইল, এই কুপার্স
কালেজে তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রে-
া লর্ড সালিশবরি বলিয়াছিলেন "আমাদের
ার লোকের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস এই যে আমা-
মত উন্নত জাতি জগতে আর কোথাও নাই।
স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস-নিবন্ধন তাহারা অপর জাতির
ত বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এই বিদ্বেষ ভারতবা-
পক্ষে ঘৃণা ও কঠোরতার আকারে পরিণত হয়।
তবর্ষীয়দিগকে প্রতিপালন ও বিপৎ হইতে
া করা আমাদের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। তাঁহারা
াদের শাসনে সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু যেখানে
নকর্ত্তা ও শাসিতদিগের পরস্পর অনুরাগ নাই,
ানে শাসিতেরা আপনাদিগকে শাসনকারীদি-
অপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত বলিয়া মনে কষ্ট
. . . করে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট কখনই নিরাপদ
. . . পারেন না।" এই বাক্য অণুমাত্র কল্পিত
। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দৃষ্টিকর, ইংরাজের এই
. . . ভাব, এই আত্মম্ভরিতা, আমাদের প্রতি এই
. . . দেখিতে পাইবে। মফস্বলে গিয়া দেখ মাজি-
. . . সাহেব আপনার অহঙ্কারে আপনি পরিপূর্ণ
. . . আছেন. কোন দেশীয়ের সহিত তিনি
. . . তে চাহেন না, তিনি আপনার মানে, আপনার
. . . কারে আপনি বড়, বাস্তবিক এটী তাঁহার পক্ষে
টি বিষম বিড়ম্বনা। তিনি জনসমাজে আছেন,
ত তিনি জনসমাজের কেহ নহেন। তাঁহার এই
. . . দশা দেখিয়া কবির লিখিত আলেগজাণ্ডার সেল-
. . . র্কর কথা আমাদের মনে পড়ে। যথাঃ—

"I am out of humanity's reach,
I must finish my journey alone.
Never hear the sweet music of speech,
I start at the sound of my own."

বর্ণিত প্রকার মাজিষ্ট্রেটের রকম সকম দেখিয়া আমাদের সাধারণ লোকের মনে বোধ হয় যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রে ও ইংরাজে বড় একটা প্রভেদ নাই। ব্যাঘ্র যে পথে আছে আমরা যেমন সেই পথ পরিত্যাগ করি, ইংরাজের আবাসস্থানও আমরা সেইরূপে পরিহার করিয়া থাকি। আবার অন্য একটী কথা আছে, আমরা ইংরাজদের রীতিনীতি চালচলন, স্বভাব, চরিত্র, বিশেষরূপে অবগত নহি। সে জন্য পাছে তাঁহাদের নিকট আমরা কোন ত্রুটি করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন, অথবা অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দিবেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁহাদের সমক্ষে যাইতে সাহস করেন না। সকল ইংরাজই যে এই আদর্শের অনুরূপ ইহা আমরা বলি না, কিন্তু অনেকের রীতিনীতি দেখিয়া আমাদের এইরূপ মনে হয়।

টাউনহলের দাঙ্গার নিষ্পত্তি।

এত দিন পরে টাউনহলের দাঙ্গার মকদ্দমার বিচার শেস হইল। গত ২৯ এ আগষ্ট বিচারপতি মার্সডেন সাহেব ইহার বিচার করিয়া এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৯ এ জুলাই সেন্সেস অফিসের বাবুদিগের সহিত কতকগুলা পাহারাওয়ালার দাঙ্গা ঘটিত এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়। মকদ্দমা রুজু করার বিবরণে এইরূপ প্রকাশ পায় যে, বাবুদিগের মধ্যে অভয়াচরণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি টাউনহল কম্পাউণ্ডের এক প্রস্রাবখানায় প্রস্রাব করিতে যায়, তাহাতে শিবদিন দোবে নামক এক পাহারা-ওয়ালা উঁহাকে ধরিয়া ঘুসি ও রুলের দ্বারা বিলক্ষণ প্রহার করে। তাহাতে মারের ধমক না সামলা-ইতে পারিয়া "মলুম গো" "মেরেফেল্লে গো" বলিয়া অভয়াচরণ চীৎকারশব্দ করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া অফিসের আর ২। ৩ জন বাবু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পাহারাওয়ালাকে কহিলেন—দেখ তোমার এরূপ করিয়া উঁহাকে মারা অন্যায় হই-তেছে। যদিও কোনরূপ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, তবে উঁহাকে অফিসের বড় বাবুর নিকট লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এ কথা শুনিয়া পাহারা-ওয়ালা উঁহাকে ছাড়িয়া দেয়, বাবুরাও এই অবসরে তাঁহাদের অফিসে অর্থাৎ টাউনহলের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, এমন সময় ঐ পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করায় টাউনহলের নিম্নতল হইতে

কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাঠী, সোটা, রুল, প্রভৃ. . .
মারাত্মক শস্ত্র সহিত বাহির হইয়া, বাবুদিগ. . .
টাউনহলের দিকে তাড়া করিয়া চলিল, এবং তা. . .
দের উপর চড়াই করিল। বাবুরা তাহাদের . . .
ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে টাউনহলে প্রবেশ ক. . .
দরোজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে পাহারাওয়. . .
দরোজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে চড়াই করে এবং অনে. . .
গুলি বাবুকে সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করে,কয়ে. . .
বাবুর প্রমাণে এরূপ প্রকাশ পায় যে শুধু পাহা. . .
ওয়ালাই অন্যায়রূপে তাঁহাদের উপর চ. . .
করে, বাবুরা কেবল দরজা বন্ধ করিয়া ভি. . .
থাকিলেই আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আ. . .
বিবেচনায় এ কথা ততদূর বিশ্বাস্য বলিয়া . . .
হইল না। কারণ টাউনহলের বাহিরে যে স. . .
ভাঙ্গা টুল বেঞ্চ ও রাশি রাশি মর্ম্মর পাথর . . .
হইল, তাহা নিঃসন্দেহই বাবুদের দ্বারা পাহ. . .
ওয়ালাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এদি. . .
প্রতিবাদীদের বর্ণনায় মকদ্দমার বিষয় এইরূপ প্র. . .
পাইতেছে, যে সময় ঐ পাহারাওয়ালা তাহার পা. . .
কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করি. . .
ছিল, সেই সময় কয়েকজন বাবু উহার সহিত . . .
র্থক ঝগড়া করিয়া উহাকে ধাক্কাদি মারেন। ইহ. . .
সে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাবুর হাত চাপিয়া ধরে, ব. . .
ইহা দেখিয়া তাহাকে হিঁড় হিঁড় করিয়া টা. . .
টাউনহলের ভিতর লইয়া চলিলেন, টানা. . .
করিয়া তাহার পোষাক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন দে. . .
সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে ব. . .
আহাকে মারিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া টা. . .
হলের নীচের তালা হইতে কয়েকজন পাহারাও. . .
উহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিল। বোধ . . .
প্রকাশ চোবে সর্ব্ব প্রথম আসিয়াছিল। প্র. . .
অকুস্থলে উপস্থিত হইয়াই বাবুদের নিক্ষিপ্ত . . .
দ্বারা মস্তকের পার্শ্বে আহত হয়। ইহার . . .
এক দল বাবু বেগে বাহির হইয়া যাহা পাইয়. . .
তাহাই পাহারাওয়ালাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া. . .
এক্ষণে আমার বিবেচনায় ইহা অসম্ভব ব. . .
বোধ হয় না যে, যদি পাহারাওয়ালা "আ. . .
বাবুরা মারিয়া ফেলিল" বলিয়া চীৎকার ক. . .
তবে অবশ্যই অপর পাহারাওয়ালারা হাতের নি. . .
যা পায় তাই লইয়া তাহার সাহায্যার্থ ঘটনা . . .
উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ব. . .
বর্ণনায় যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যে প্রতি. . .
পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া ডাক ছা. . .
তেই কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাঠী সোটা প্র. . .
লইয়া বাবুদের সহিত লড়াই করিবার জন্য . . .
হইতে বাহির হইয়া আসিল ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বা. . .

ার বিবেচনায় বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ এই
ার জন্য বিশেষরূপ নিন্দার ভাজন আছেন।
দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাদের ভালরূপ সনাক্ত
দিতে পারায় আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য
াদের প্রতি কোনক্রমে ওয়ারেন্ট জারি করিতে
যায় নাই। সে যাহা হউক, এই ঘটনায়
য় যে পথ অবলম্বন ও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে,
কোন মতে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হই-
না। যখন পাহারাওয়ালারা দেখিল যে,
া তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত
াছে, তখন তাহাদের সে স্থান হইতে সরিয়া
া কর্ত্তব্য ছিল। এবং পুলিসের ইহা অবশ্যই
উচিত ছিল যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনও তাহাদের
টী প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই
ান ঘটনায় উহারা এমন একটী ঘটনার যোগ
করিয়াছিল, যাহার ভাবী ফল বর্ত্তমান হইতেও
জনক হইয়া দাঁড়াইত।

খোদায় সিং ও রামধন কুরমীর ভালরূপ সনাক্ত
হওয়ায় উহাদের নাম আসামী শ্রেণী হইতে
রিজ করিয়া দেওয়া গেল। প্রকাশ চোবের
য় এই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারটা কি তাই
খিবার জন্য যেমন ঘটনা স্থলে উপস্থিত,অমনি
নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত তাহার মাথায় সাংঘা-
করূপে লাগায় সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে
য়াং সে এ দাঙ্গায় কোনরূপ যোগ দেয় নাই।
না তাহার নামও খারিজ করা গেল। দানধন
বে,আখবর সেখ, এবং গুলজার খাঁ এই আসামী-
সম্বন্ধে বিচার মতে এই হুকুম হইল যে ইহারা
ত্যেকেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন তিন মাস
বাবাস করিবে।

এই ত হইল বিচারের কথা। পাঠকগণ! ইহার
ষ গুণ বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র জানিতে
যে, যে হতভাগ্য এই দাঙ্গায় বিনাপরাধে প্রাণ
াইল এবং গবর্ণমেণ্টের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী
ারণে নষ্ট হইল সে ক্ষতিপূরণ কে করিবে? যখন
য় পক্ষই গবর্ণমেণ্টের চাকর তখন যে পক্ষই
ক অবশ্য গবর্ণমেণ্টের এ ক্ষতি পূরণের দায়ী।
ন দায়ী তখন অবশ্যই ক্ষতিপূরণ করিতে
বে। যে পক্ষ দায়ী সে পক্ষ এ টাকা কোথায়
ইবে? আমরা ইহাই জানিতে চাই।

পুস্তক সমালোচনা।

সারদামঙ্গল। শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত
ালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই কাব্য খান
ত মনোহর। পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের নিভৃত
া উদ্ঘাটিত হয়, ভাব উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে।
এখানি আমরা যত বার পড়ি তত বার আমাদের
নূতন বলিয়া বোধ হয়।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র
ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা
১২৮৮ সাল।

আজ কাল যে সকল নাটক বাহির হইতেছে,
তাহা দেখিলে মনে কেবল ঘৃণারই উদ্রেক হয়।
কিন্তু গিরিশ বাবুর এই নাটক খানি সে ধাতুর নহে,
ইহা প্রশংসার যোগ্য। প্রতাপের চরিত্র যেরূপে
বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে তাঁহাকে সাধারণ
মনুষ্যের ন্যায় বোধ হয় না, কেবল স্পার্টাবাজ
লিওনিডাসের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে।
সেলিমের চরিত্র দেখিয়া পাঠক মাত্রেরই হৃদয়ে
ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু গিরিশ বাবু মানসিংহের
চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা
তাহার অনারূপ। মানসিংহের দুহিতা লহনা
ঘৃণার পাত্রী; লহনা যেরূপ উদ্ধতা, আবার সেই
রূপ দুশ্চরিত্রা, রমণী নামের কলঙ্ক। তাহার অদম্য
ইন্দ্রিয়পরায়ণতা স্বেচ্ছাব্যবহার নাটকে অতি বীভৎস
চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

যুগল নায়িকা নাটক। কলিকাতা বিদ্যারত্ন
যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল।

আমরা এ নাটক খানি সম্পূর্ণাবয়বে প্রাপ্ত হই
নাই। মধ্যের কয়েকটী ফরমা ইহাতে নাই।
সমগ্র পুস্তক পাঠ করিতে না পাওয়াতে এ খানি
ভাল হইয়াছে কি না তাহা আমরা এখন বলিতে
পারি না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। আগামী ৫ ই অক্টোবর গ্রাণ্ট ডফ
সাহেব মান্দ্রাজে আসিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট
গবর্ণর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত ছয় মাস কার্য্য
করিবেন।

ডেলিনিউস তারে সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রস্তাবিত কাশ্মীর
রেলওয়ে খামি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্ট অদ্য হইতে ১২ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।
মহারাণী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে অন্যান্য দেশীয় রাজগণের
সহিত তাঁহার এখন কোন বিবাদ নাই, বরং সখ্য
আছে; গ্রীশদেশের সীমাবিবাদের মীমাংসা হইয়া
গিয়াছে; ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিউনিশ ও ট্রিপলি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের
চিন্তা দূর করিয়াছেন; ট্রান্সভালে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, উহা
বোয়ারদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে; বাসুটোদিগের সহিত
বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। কান্দাহার হইতে ব্রিটিশ সেনার প্রত্যা-
গমন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যদিও এক্ষণে
আবদুল রহমন ও আয়ুব খাঁ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তথাপি
তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন গোলযোগের
সম্ভাবনা নাই। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এই বিবাদের
মীমাংসা হইয়া আফগানস্থানে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয়।
ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত বাণিজ্য সন্ধির সম্বন্ধে তিনি বলে
যে আপাততঃ এই বিষয়ের কথোপকথন বন্ধ রহিয়াছে। যাহা
এই সন্ধিতে ইংলণ্ডের বিশেষ সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনো
যোগী আছেন। আইরিশ ভূসম্পত্তি আইন রচনায় মহাম
যেরূপ যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শি
আশা আছে। তিনি আশা করেন যে ইহাতে আয়ল
এরূপ উন্নতি হইবে যে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের আর বলপ্রয়ো
আবশ্যকতা হইবে না।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক স্থির করিয়াছেন
অতঃপর আর স্বর্ণের বাট বিক্রয় করা হইবে না।

ম্যাণ্টা ২৮ এ আগষ্ট। চসমে নামক স্থানে ভীষণ ভূমি
হওয়াতে বিস্তর সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ডটারেল নামক রণপোতের মধ্য
বারুদের গুদামে বায়ু প্রবেশ না হওয়াতে, বারুদ
হইয়া জাহাজখানি ধ্বস্ত হইয়াছে।

গত রাত্রিকালে ডবলিন নগরে ডিলন সাহেবকে ভোজ দে
হয়। তিনি আইরিশ ভূসম্পত্তি আইনের ঘোরতর প্রতি
করিয়াছেন। পার্ণেল সাহেব বলিয়াছেন এই আইন অনু
কিছু দিন কার্য্য হইলে তবে ইহার উপযোগিতা বুঝা য
কিন্তু ডিলনের সহিত পার্ণেলের মতের মিল না হওয়াতে, ডি
বলিয়াছেন তিনি আর অতঃপর সাধারণ কার্য্যে যোগ দিবেন

টিউনিশ ২৯ এ আগষ্ট। ফরাসীরা শুশা নগর অধি
করিবে বলিয়া আরবেরা ঐ নগর আক্রমণ করিবার ভয়
ইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বার্লিন নগরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত
যে সভা হইবার কথা আছে তাহাতে অধ্যাপক মনিয়র উইল
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

টিউনিশ ৩১ এ আগষ্ট। ফরাসী সেনাগণ হেমামত অ
করিয়াছে। তথাকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। চতু
হইতে আরবেরা ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

রোম ৩১ এ আগষ্ট। ক্রমশঃ জর্ম্মাণির সহিত পোপের
আনীত হইয়া সখ্য হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ আগষ্ট। ঘুষ লওয়া অপরাধে
ক্কের সুলতান বায়জিদের মাতানারফকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে

আলবেনিয়া নামক প্রদেশে পুনর্ব্বার বিদ্রোহের সূ
হইতেছে। দর্বেশ পাশা তুরস্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট
সৈন্য চাহিয়াছেন।

টিউনিশ ১ লা সেপ্টেম্বর। হেমামত অধিকার করিতে
ফরাসীরা প্রথমতঃ পরাস্ত হন তৎপরে তাঁহারা দুই বার
দিগকে পরাভূত ও তাহাদের সহস্রাধিক লোকের প্রাণ
পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিয়াছেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ২৮ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে
জনরব আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ২৮ এ আগষ্ট
হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। সর্দ্দার নূর ম
তাঁহার অগ্রে খেলাত-ই-গিলজাইয়ের দিকে অ
হইয়াছেন।

হোতক গিলজাইদলের অধিনায়ক কান্দা
উপনীত হইয়াছেন।

সিমলা ২৯ এ আগষ্ট। চমন হইতে

গষ্ট যে সমস্ত পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে
গত হওয়া যায় যে, আমীরের আদেশ অনুসারে
র আজিজ খাঁ সসৈন্যে সাঙ্গুই নামক স্থানে
স্থিতি করিতেছেন। পদাতি ও অশ্বারোহী
য এবং কয়েকটী কামান লইয়া অদ্য আমীর
ত-ই-গিলজাইয়ে আসিবেন। মহম্মদ খুসন
র সহিত আর এক দল সেনা হিরাটের অভিমুখে
রিত হইয়াছে।

সিমলা ৩১ এ আগষ্ট। ৩০ এ আগষ্ট কান্দাহার
ত চমনে যে পত্র খানি প্রেরিত হয় তাহাতে
গত হওয়া গেল যে আয়ুব খাঁ ১ লা সেপ্টেম্বর
াহার হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। তাঁহার
আপাততঃ সাত দল সৈন্য আছে। যে
ল কাবুলী সেনাকে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবার
দশ দেন, তাহারাই কান্দাহার রক্ষা করিবে।
ন প্রধান সর্দারদিগকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে
দশ দেওয়া হইয়াছে। সত্তিপ পুত্র মহম্মদ অশ্বা-
ী সৈন্যদিগের নায়ক হইবেন। জনরব এই
বণিক ও কৃষকেরা আয়ুবের শাসনে অস-
প্রকাশ করিতেছেন।

খেলাত হইতে ২৩ এ আগষ্ট এই সংবাদ
া গিয়াছে যে, আজিজ খাঁ সৈন্যসমভি-
াহারে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সাঙ্গুই নামক স্থানে
স্থিতি করিতেছেন। বেঃ অথবা মশাকি নামক
আমীর অশ্বারোহী, পদাতিক, ও অপরাপর
এবং কয়েকটী কামান লইয়া অবস্থিতি করি-
ছেন। আমীর পুল-ময়দানে শিবির স্থাপন করিয়া-
ন। তথা হইতে ১৫ ই আগষ্ট যে পত্র প্রেরিত
তাহাতে জানা যায় যে আমীর সসৈন্যে যেরূপ
বেগে গমন করিতেছেন তাহাতে ১৯ এ আগষ্টের
গিজনীতে পহুছিতে পারেন। আমীরের
বিধি দেখিয়া আফগানস্থানের প্রজাবর্গ তাহার
সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কান্দাহার হইতে এই জনরব শুনা যাইতেছে,
কাবুল হইতে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া ঐ
র প্রবেশ করিতেছে। হাসিমের ভ্রাতা মহম্মদ
ক আপাততঃ কান্দাহারের গবর্ণর হইলেন।

কয়েক দিবস হইল আয়ুব খাঁ হিরাটে এক লক্ষ
প্রেরণ করিয়াছেন।

যুদ্ধের পর যে যে কাবুলী সৈনিক কর্ম্মচারী
ুবের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি
য় প্রেরণ করিয়াছেন।

সিমলা ২ রা সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই
ব আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ৩০ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত
াহারে ছিলেন। তিনি খায়েল-ই-আখন্দের
ক অগ্রসর হইবেন না। সামস্থ উদ্দিন খেলাত-

ই-গিলজাইয়ে যাইবার জন্য কান্দাহার হইতে
বহির্গত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। ১৮৮১। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক মাসের ছুটী পাইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের প্রতিনিধি সহকারী বাবু জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য কমিশনরের সহকারীর কার্য্যে স্থায়ী হইলেন।

২৮ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিনোদবিহারী সরকার এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী কালেক্টার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গয়ায় বদলী হইলেন, তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামচরণ লাল কিয়ৎকালের জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমত্যানুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি বাবু শিবপ্রসাদের পরিবর্ত্তে মজঃফরপুর জেলার বাঁটোয়ারার কার্য্য করিলেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলিউ এম, ক্লে.১২ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিলেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ. জি, কুক ১২ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভৈরবনাথ পালিত যে ছুটী পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত আর পাঁচ সপ্তাহ ছুটী পাইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নীলমনী কুণ্ডর ময়মনসিংহ জেলায় বদলী হইলেন তিনি সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন।

সারণ জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ সরকার দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ষ্টিফেন উলফৎ হোসেন (যিনি ছুটীতে আছেন) ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

৩ ই আগষ্টের আদেশের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রতনলাল ঘোষ ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন। আপাততঃ তিনি ছুটীতে আছেন।

যে পর্য্যন্ত বাবু রজনীকুমার দত্ত ছুটিতে থাকিবেন অথবা যে পর্য্যন্ত অপরাদেশ দেওয়া না হয় তাবৎ ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীশঙ্কর রায় চাঁদপুর বিভাগের
প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট
ষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার রামেশ্বর সিং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু
কুমার দাস ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর ছোট আদালতের মক
বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
ক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২১ এ মের আদেশের পরিবর্ত্তে পাটনার সুবর্ডিনেট জ
ছোট আদালতের জজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
হইতে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু নলিনীনাথ মিত্র চা
জেলায় মুন্সেফের কার্য্য করিলেন। তিনি মিরসরাইয়ে থাকি

যত দিন বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ছুটিতে থা
অথবা যত দিন স্বতন্ত্র আদেশ না হয় তাবৎ পিরোজপুরের মু
বাবু দিগম্বর কুন্দুনগো রঙ্গপুর জেলায় গাইবান্ধা মহ
থাকিবেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমায় ছোট
লতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের সুবর্ডিনেট জজ বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ২৪ পর
বদলী হইলেন এবং ২৪ পরগণার সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভূ
মুখোপাধ্যায় সারণে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল বাখরগঞ্জে
হইলেন। তিনি সচরাচর বরিসালে থাকিবেন।

চিন্তামণের মুন্সেফ বাবু শ্যামকিশোর বসু আরও এক ম
ছুটী পাইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

গত মঙ্গলবার রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ক
শনরদিগের সভার অধিবেশন হয়। এক্ষণে
শনরদিগের লেখা পড়া ও হিসাব পত্রের কার্য্য
বার জন্য একজন কেরাণী আছে। এ
বিশেষ কার্য্যদক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। সে এ
সমুদায় কার্য্য শেষ করিতে পারে না বলিয়া ত
চেয়ারম্যান তাহার একজন সহকারী নিয়ো
প্রস্তাব করেন। কমিশনরেরা ইহার প্রতি
করাতে আপাততঃ তিন মাসের জন্য দশ
বেতনে একজন ঠিকা লোক রাখা হইয়াছে।
রূপেই যদি এই মিউনিসিপালিটির আয়ের
হইবে, তবে মিউনিসিপালিটির উদ্দেশ্য কি উ
সাধিত হইবে?

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরে টাইলার সাহেব
সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে এনাগাইত
লের আমীর আবদুল রহমনকে ভারতবর্ষ ও

ত কত টাকা কত কামান বন্দুক ও অন্যান্য র উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে? আর যখন জানা তেছে যে আমীর আয়ুব খাঁর নিকট পর্য্যন্ত হইন, তখন তাঁর সাহায্যার্থে ঐরূপ সাহায্য প্রদান হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে ষ্টেটসেক্রে- বলিয়াছেন যে এনাগাইত আমীরকে এক ন ঊনত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন াদিগের কান্দাহার পরিত্যাগের পর ছয়মাস তিনি মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে পঞ্চাশটী কামান অনেক- বন্দুক, বিস্তর টোটা দেওয়া হইয়াছে। অতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমিরকে যে ঐরূপ কোন ায্য প্রদান করিবেন, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস ।

ক সপ্তাহের পূর্ব্ব রবিবার প্রায় তিন শত বৈষ্ণব দায়ের লোক বোম্বায়ের সেক্রেটেরিয়েট আপিসে স্থিত হয়। তাহারা সর জেম্‌স ফরগিউসনের র মালা প্রদান করিয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার একখানি আবেদন প্রদান করে। বৈষ্ণবেরা ার নিকট এই প্রার্থনা করে যে, তাহাদের মহা- কে জেল হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, অথবা াকে ষ্টেট কয়েদীর সম্মানের সহিত অবরুদ্ধ য়া রাখা হয়। তাহারা বলে যে, যদিও ব্রাহ্মণে রাজের অন্নাদি পাক করিয়া দিতেছে, তথাপি াকে ঘৃত দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে তিন ার অধিক কারাগারের বাহিরে আসিতে ওয়া হয় না। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আবেদন নাযোগ করিয়া দেখিবেন বলিয়াছেন।

মহীসুর যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল, কালে বৎসর বৎসর পূর্ত্তকার্য্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা য় হইত। এখন হইতে এই বিষয়ে দশ লক্ষ টাকা র হইবে। রাজসভার মন্ত্রিগণ বলিতেছেন, ইহা- ও অতিরিক্ত ব্যয় বলিতে হইবে। এই জন্যই হীসুর রাজ্যের এত দুর্দ্দশা!

গবর্ণমেণ্টের সিকিমস্থ সিঙ্কোনার কুঠিতে ঙ্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন বাহির হইয়াছে। ক্কর কিং বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের এদেশে যত ইনাইনের প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি যোগা- তে পারিবেন।

মসূরী পর্ব্বতের যে বাটীতে এক্ষণে কাবুলের তপূর্ব্ব আমীর বন্দী আছেন, ঐ বাটীতে সম্প্রতি জ্রাঘাত হয়। বজ্র বিলিয়ার্ড গৃহে পতিত হয় খন ইয়াকুব খাঁ কয়েকজন সহচরের সহিত ঐ হে ছিলেন। সকলেই মূর্চ্ছিত হন, কিন্তু কাহারও াণ বিয়োগ হয় নাই।

আবদুল সোভান ফৌজদারী মকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বটে কিন্তু কিছুতেই পাটনার মুসলমানদিগের হস্ত এড়াইতে পারিতেছেন না। ফসিহান নাম্নী যে ধনবতী বিধবাকে আবদুল বিবাহ করেন, যাহাতে তাহার ধনে তিনি হস্তার্পণ করিতে না পারেন, এজন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তত্রত্য কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে ফসিহান তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ অতএব কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হয়। উক্ত সম্পত্তি এরূপে রক্ষিত না হইলে আবদুল সোভান তাঁহার অপচয় করিবে।

সান ফ্রানসিসকো নামক দেশে দুই খানি চীন ভাষায় রচিত সংবাদপত্র আছে। তন্মধ্যে "ওয়াকি" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে ব্যক্তি, তিনিই আবার কম্পোজিটর, প্রেসম্যান ও প্রচারক। এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর। এই সংবাদ পত্রের এক সহস্র গ্রাহক, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ পাউণ্ড (পঞ্চাশ টাকা।)

আবার একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এডওয়ার্ড ব্রাউন নামক একজন কাউন্সেলর নামক ষ্টীমারের কর্ম্মচারী সেখ সরম আলী নামক একজন কুলিকে তাহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে বলে। কুলি ঐ কার্য্য করিতে বিলম্ব করাতে সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া এক লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এই দুরাত্মা সেসনের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। দেখা যাউক ইহার অপরাধের কি উচিত শাস্তি হয়।

গত ১৫ ই আগষ্ট এক দল আকাখেল পেশোয়- রের অনতিদূরস্থ সাঙ্গ নামক পল্লী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের কতকগুলি মহিষাদি পশু লইয়া গিয়াছে। আক্রমণকালে পল্লীবাসীদিগের এক ব্যক্তি হত আর এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আগামী শীত ঋতুতে জাকা ও খোকাখেল দিগকে দমন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত গিরগাঁওয়ের বিধবা বিবাহ সভার উদ্যোগে তথায় এক গুজরাটী বিধবা ব্রাহ্মণ- কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন ইউরোপ ভ্রমণকারী একজন হিন্দু মস্কাউ হইতে বোম্বাইস্থ তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুরাট হইতে কারওয়ারে বদলী করাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

বিছানায় বিড়ালকে শয়ন করিতে দেওয়া বড় দোষের। শুনা যাইতেছে যদি কোন ব্যক্তির বিছানা বিড়াল শয়ন করিয়া থাকিলে সে ব্যক্তি ডিপথিরিয় রোগে আক্রান্ত হয়। রাইফল ব্রিগেডের বেি হেমিণ্টন সাহেব নিজ শয্যায় বিড়ালকে শয় করিতে দিয়া ডিপথিরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ কি য়াছেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার উদয়পুরস্থ সংবাদদা লিখিয়াছেন, ভীলেরা উদয়পুরের রাজার পাঁচ ও লোককে বধ করিয়াছে। ইহারা কয়েক জন অ রাধী ভীলকে ধৃত করিতে গিয়াছিল।

চীনের অহিফেন ব্যবসায় হইতে ব্রিটীশ গব মেণ্টকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে চীন সম্র টের একজন দূত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের সা সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগম করিতেছেন।

পাওনিয়র বলেন মির্জাপুরের হিন্দু ও মুসলমা ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা হি দিগের সমক্ষে গোহত্যা করিবার উদ্যোগ কর হিন্দুরা তাহার নিবারণ চেষ্টা করে। এ বিষয় স্থা মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ণগোচর হয়। তিনি গোহত্যা বন্ধ রাখিয়া দেন। ইতিমধ্যে তিনি স্থা ন্তরিত হইয়া যান। নবাগত মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে ক্ষেপ না করাতে উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ অ হয়। হিন্দুরা হাইকোর্টে জানাইয়া গোহত্যা করিয়াছে। মুসলমানেরা মকদ্দমার বিলক্ষণ ও করিতেছে।

শীঘ্রই শুক্রগ্রহ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া করিবে। আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ঘ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে খিদর সর জয়মঙ্গল সিং বাহাদুর গত ২৫ এ আগষ্ট ম লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ও দেশস্থ পুলিসের কার্য্য বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে বঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। আ বারে তাহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্ন পদস্থ সিবিলিয়ান ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রে ডেপুটী কালেক্টারদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণ ৩০ এ আগষ্ট এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছে যে সকল ডেপুটী কালেক্টার একটীমাত্র ভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, যে জেলার ভাষা স সে জেলায় সচরাচর তাঁহাদিগকে বদলী করা হ না। এ নিয়ম সত্ত্বেও যদি তাঁহাদিগকে বদলী হয়, যদি তাঁহারা অন্য কোন কারণ বশতঃ উ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে জেলায় বদলী হইবে, বদলী হইবার দিবস হইতে দ্বাদশ ম

া দেশানকার ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাঁহাদের উন্নতি লাভের আশা কিবে না।

রংরঙ্গপুরের সুযোগ্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাম- া সেন বর্লিনের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভায় হত হন। কিন্তু তিনি তাহাতে যোগ দিতে পারি- ন না। ঐ সভায় পঠিত হইবার জন্য তিনি কয়ে- সংস্কৃত কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। বোম্বাই- সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উক্ত সভায় প্রতিনিধি ষ্ণি কৃষ্ণ বর্ম্মা এই কবিতাগুলির অনুবাদ করিয়া ছেন।

আমেরিকার নায়াগারা নদীতে একটী প্রকাণ্ড প্রপাত আছে। তড়িৎ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলি ছেন যে ইহার সাহায্যে এরূপ তড়িৎ উৎপাদন যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা বহ্যাদি শত শত মাইল ত হইতে পারে। পদার্থ বিদ্যার অসাধ্য কিছুই ।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ দিয়া াম গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে হয় এই প্রার্থ- বণিকসভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহিত ত হইয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের টি আবেদন করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ-রেলওয়ের ন কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ াগী আছেন। আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব দের অভিপ্রায়ের পোষকতা করিবেন বলিয়া । এই রেলওয়ে হইলে চা বাগানের অধিকারী- র বিস্তর সুবিধা হইবে।

যাহাতে শনিবার বৈকাল হইতে সোমবার পর্য্যন্ত কাতার বহুবাজার রাধাবাজার প্রভৃতি স্থানে ের মদের দোকান বন্ধ থাকে, এজন্য আন্দো- চলিতেছে। শনিবার বৈকালে ও রবিবার দোকান খোলা থাকাতে জাহাজের গোরা দেশীয় মদ্যপায়ীরা মদ্যপান করিবার বিশেষ গ পায়। এই জন্যই কেহ কেহ শনিবারকে র কাটা পাকে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত াম, এ বিষয়ে পুলিসের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী ছেন। তাঁহারা রাধাবাজারের শুঁড়িদিগকে ানাইয়াছেন যদি কেহ গোরাদিগকে অধিক াণে মদ দেয়, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ব নিয়ম করাতে রাধাবাজারের ড়ীরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছে।

যাহাতে জাহাজের গোরারা ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত থাকে ও বাহিরে আসিয়া মদ্যপান করিতে পায়,এজন্য কলিকাতা সেলর্স হোম নামক গোরা- দের আবাসে নানাবিধ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব তেছে।

যাহাতে পারস্যের প্রজাগণ আপন আপন ইচ্ছা মত বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারে, এজন্য পারস্যের শাহা ইংলণ্ডীয় বণিকদিগকে ঐ সমুদায় দ্রব্যের আমদানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর পারস্য রাজ্যের মধ্যে যদি কাহারও নিকট বিদেশীয় যুদ্ধোপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন।

মেকি টাকা প্রস্তুত করাতে মধ্য প্রদেশের ৩৭১ জন ১৮৭৮—৭৯ অব্দে ধৃত হয়; তন্মধ্যে ২০৬ জনের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে কয়েক জন মিলিত হইয়া মেকি টাকা প্রস্তুত করিতেছে। নাগপুর, ওয়র্দ্ধা, চন্দা, বালাঘাট, মণ্ডলা হোসঙ্গাবাদ, নিমার, নৃসিংহপুর, ছিন্দোয়ারা, বেটল, রাইপুর, ও সম্বলপুর, নামক স্থানে ইহাদের নয়টি আড্ডা আছে। যাহারা মেকি টাকা প্রস্তুত করে, তাহারা এক্ষণে মুসলমান ফকিরের বেশে স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিতে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে।

পাতিয়ালার মহারাজ পঞ্জাব ইউনিবর্সিটি কালেজের উন্নতি সাধনার্থ পচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শ্যাম দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে শ্যামরাজ ভ্রমণশীল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। একখানি ষ্টীমারে কতকগুলি ঔষধ ও একজন চিকিৎসক আছেন। যেখানে পীড়া হয় সংবাদ পাইলেই চিকিৎসক শীঘ্র তথায় উপনীত হন।

কয়েক দিন হইল ওয়েস্লিয়ান মিশনের হেষ্ট্ মোর নামক একজন পাদ্রী অপর আর একজন পাদ্রীর সহিত কালীঘাট পুলের মোড়ে আসিয়া খুব ধুমধামের সহিত বক্তৃতা করেন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কতক বা বিক্রয়, আর কতক বা বিতরণ করেন। সাহেব প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে কালীঘাট বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ স্থান। এস্থানে আশানুরূপ পুস্তক বিতরণ করিতে পারিবেন না। ও হরি, যখন বিতরণের নাম শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত কাঙ্গালী হরি হরি, কালী কালী শব্দে দলে দলে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, তখন তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া আসিল। সুতরাং বিতরণ করা চুলায় যাক্ পলায়ন করিবার পথ অগ্রে দেখিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি কেশব বাবুর পুত্রের সহিত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরীর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহটী কিছু নূতন রকমের, তাইতে বোধ হয় নব প্রতিষ্ঠিত নববিধানের কোন নববিধান অনুসারে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। শুনিলাম পাত্রের বয়স আঠার উনিশ বৎসর,পা বয়স বাইশ তেইশ বৎসরের ন্যূন নহে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের যে আর্দ্দালী সং ক চাকরির মাল গুদাম হইতে অলঙ্কার আত্মসাৎ শিয়ালদহের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বি চেষ্টায় সেই আর্দ্দালী তিন বৎসরের জন্য ক পরিশ্রম সহকারে শ্রীঘরবাসের আজ্ঞা পাইয়া

গত ১৫ ই ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রিতে চেতলার পু দক্ষিণ থইয়াপাটিতে একটী বেশ্যা হত হইয়া পুলিষ তদারকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরে দুই তি মদের বোতল খালি পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রী লোক গায়ের গহনাপত্র সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, মৃত আবৃত অবস্থায় পতিত আছে। কত দৃষ্টে হইল, কোন দুরাত্মা শাণিত অস্ত্র দ্বারা উহার দেশে গুরুতর আঘাত করাতে এই দুর্ঘটনা য়াছে। পুলিস ইহার বিশেষ তদন্তে নিযুক্ত র ছেন,শেষ যাহা হয় পরে জানাইব। ঐ রাত্রিতে ব বাগানের একজন দরজী, তাহার ভাইয়ের স ঝগড়া করিয়া গলায় ছুরি দিয়া আত্মঘাতী হই চেষ্টা করে। শুনিলাম হতভাগ্য জীবিত আ ইহার দুই দিবস পূর্ব্বে কালীঘাট সিকদার পা গলীর এক পুখুরে একটী বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া ম গিয়াছে।

বহুদিন আন্দোলনের পর এক্ষণে ঠিক যে কালীঘাটের কালীকুণ্ডটীর পঙ্কোদ্ধার ক শক্তি কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দিকের মল, মূত্র, জঞ্জাল, বা ধোয়া নর্দ্দামার জল এবং ছাগাদির রক্ত, চাম নাড়ী ভুঁড়ী, ফুল, পাতা প্রভৃতি সর্ব্বদা পড়িয়া প ঐ কুণ্ড যে কি ভয়ানক স্থান হইয়া উঠিয়াছে পাঠকগণের অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা হাল মহাশয়দের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সাজার মা পান না, ইহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি না হাজরাপুখুর যখন মিউনিসিপালিটী হইতে কা হয়, তখন আমরা এই কালীকুণ্ডের বিষয় ল একবার আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু দু বিষয় মিউনিসিপালিটীর কার্য্য শৈথিল্যে এ তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এ আবার ঐ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত শু আমরা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি যে হাজরার এস্থানীয় হালদার মহাশয়দিগের নিকট হ গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করিয়া কা হউক যে উহার জল লোকে পানার্থ ব্যবহার কর পারে এবং একজন সরকারী রক্ষক উহার জল ও পার্শ্বে রোপিত ফুলগাছ প্রভৃতি রক্ষার্থ নিযুক্ত হ তাহা হইলে স্থানীয় পানার্থ জলের একটী প্র অভাব মোচন হইবে।

আমাদের চাপড়া রামকোলার সংবাদদাতা
য়াছেন " এবার আবার অনেক দিন পরে
এখানে ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে উত্তর
উদয় হইত, এবার উত্তর পশ্চিম দিকে
লাম।
অদ্য ৪।৫ দিবস এখানে পোষ্ট প্রত্যহ
হইতেছে, ভাদুই ফসলের অবস্থা উত্তম, ধান্য
পদের বা আবাদকরণোপযোগী বৃষ্টি হয় নাই
াদির মূল্য সুলভ।"

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

মুঙ্গের পোষ্ট অফিসের রেজেষ্টরী পত্রাদি চুরি
য়ার বিষয় পূর্ব্ববারে প্রকাশ করা হইয়াছে।
ারণের বিদিতার্থে এ সপ্তাহে তাহার বিশেষ
রণ লিখিতেছি। পোষ্ট অফিসের উত্তর ও
ণে দুটী রুদ্ধ দ্বার আছে। দক্ষিণ দ্বারের চাবি
ষ্টমাষ্টারের নিকট এবং রাত্রিতে অফিস বন্ধ
লে উত্তর দিকের চাবি একজন দ্বারবানের নিকট
কে। অফিসের মধ্যস্থ মেল বাক্সের চাবি মেল
র্কের জিম্মা থাকা বরাবর রীতি আছে। বুধবার
তঃকালে গৃহমার্জ্জনকারী উত্তর দিকের দ্বার
লিবামাত্র দেখিল দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত এবং ব্যাগ
লি কাটা পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাগগুলি কাটিবার
কৃতি পরীক্ষা করিলে পোষ্ট অফিসের কোন
াকই যেন চুরী করিয়াছে বোধ হয়। পুলিষ
াসিয়া দ্বারবান দ্বয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। বেলা
ায় ৮ টার সময় পুলিষের বিবিধ কৌশলের অালায়
াহারা বলিল যে, হরি বাবু (রেজিষ্ট্রেশন ক্লার্ক)
াত্রি দুই প্রহরের পর রুমাল ফেলিয়া গিয়াছি
লিয়া আমাদের নিকট হইতে চাবি লইয়া গৃহমধ্যে
প্রবেশ করেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইয়া যান
তদনুসারে পুলিষ বাবু হরিচরণ রায়ের, তাঁহার চাক
রের ও প্রতিবাসীর খানাতল্লাসি ও জবানবন্দী গ্রহণ
করেন। পোষ্ট মাষ্টারেরও খানাতল্লাসি হইয়াছিল,
অবশেষে পোষ্ট বিভাগের ইনস্পেক্টর, সুপারিণ্টে-
ণ্ডেণ্ট, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারলাদি সকলে
আসিয়া সরজমিনে তদারক করিলেন। মেল ক্লার্কের
গৃহ তল্লাসি দ্বিতীয় দিনে হইয়াছিল। পুলিষের কি
আশ্চর্য্য তদারক! যাহার নিকট মেল বাক্সের চাবি
থাকে, প্রথমেই তাহার গৃহ তল্লাস না করিয়া দূর-
সম্পর্কীয় লোকের গৃহতল্লাসী করা হইল। পুলিসের
কর্ম্মচারিবর্গ কি বিচক্ষণ!! পোষ্টাল বিভাগের
সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা স্থির হইল যে হরি বাবু নিতান্ত
নির্দ্দোষ, দ্বারবানগণ কাহারও কর্ত্তৃক শিক্ষিত হই-
য়াই উক্ত সচ্চরিত্র যুবার শিরে ভার নিক্ষেপ করিয়া-
ছিল। অপহৃত দ্রব্য কোথাও পাওয়া গেল না। মেল
ক্লার্কের নিকট মেল বাক্সের চাবি থাকে এবং সে
রাত্রিতে উক্ত ক্লার্ক যখন বাক্সে ব্যাগ রাখিয়াছিল
তখন দ্বারবানদিগের অসাক্ষাতে বাক্স বন্ধ করিয়া-
ছিল, ইহাও নিয়ম বিরুদ্ধ; ইহার প্রতি সন্দেহ
হওয়ায় এ ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, অপর দ্বারবানদ্বয়
ও ট্রেণ পিয়ন ও অন্য আর এক জন পিয়ন কর্ম্ম-
চ্যুত এবং ২য় ক্লার্ক আবদুল সমদ স্থানান্তরিত হই-
লেন। পোষ্টাল বিভাগের বিচার বড় মন্দ হয় নাই।
কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের নিকট যে দ্বারের চাবি থাকে
তাহা উন্মুক্ত থাকায় পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি কোন
সন্দেহ না হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।
তালাগুলি দেখিলে বোধ হয় সকল তালা গুলিই
তাহাদের নিজ নিজ চাবিতে খোলা হইয়াছে।
পোষ্ট মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ উক্ত
চাবি লইয়া থাকে, তাহাও কি তাঁহার অসাব-
ধানতার দোষ নহে? তজ্জন্য কি তিনি কিছুমাত্র
দায়ী নহেন? আর বাক্সে যখন দেশ দেশান্তর
হইতে আগত মূল্যবান দ্রব্য পূর্ণ ব্যাগ গুলি রাখা
হয়, তাহা তিনি অফিসের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব
স্কন্ধে রাখিয়াও স্বচক্ষে দেখেন না কেন? তিনি কি
কেবল অফিসের চেয়ার ও টেবিলের জন্য দায়ী!
রেজেষ্টরী পত্রাদির জন্য নহেন? তিনি কি বড়
লোকের ভ্রাতা বলিয়া কোন ফল ভোগী হইলেন
না?

মধ্যে বেলা আন্দাজ অপরাহ্ণ ২।২৷০ টের সময়
যখন এক খানি ট্রায়েল এঞ্জিন ধারারা হইতে জামাল
পুর অভিমুখে আসিতেছিল, এক ব্যক্তি রেল কাটা
পড়িয়া মারা গিয়াছে।

মধ্যে বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুঙ্গের গবর্ণ-
মেণ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ঐ স্কুলের
পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রিকে পেন্সন লইবার জন্য
দরখাস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। ভূদেব বাবুর
আজ্ঞা সুতরাং অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে অনিচ্ছাসত্বেও
বাধ্য হইয়া পেন্সন লইতে হইতেছে। ভূদেব বাবু
ঐ সঙ্গে আর একটী লোককে পেন্সন লইতে আদেশ
করিলে বড় ভাল হইত। আমরা যাঁহার কথা বলি-
তেছি তিনি আর কেহ নহেন, স্কুলের হেড মাষ্টার
বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। অগ্নিহোত্রি অপেক্ষা
অঘোর বাবুর বয়ঃক্রম সমান ব্যতীত কম হইবে
না। তদ্ভিন্ন অঘোর বাবুর শরীরে বোধ হয় অগ্নি-
হোত্রির বলের এক চতুর্থাংশ আছে কি না সন্দেহ।
ভূদেব বাবু যদ্যপি উঁহাদের উভয়কে একত্র এক
স্থানে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন,
কাহার অগ্রে পেন্সন লওয়া উচিত প্রত্যক্ষ অনুভব
করিতে পারিতেন। অঘোর বাবু প্রাচীন শরীরে
পরিশ্রম করিতে না পারায় বালকগণও যে তাঁহার
উপর সন্তুষ্ট এমন বোধ হয় না। কারণ, সময়ে সময়ে
বিনা নাম স্বাক্ষরে সংবাদ পত্রে উঁহার বিরুদ্ধে
পত্রাদিও প্রকাশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।
অতএব ভূদেব বাবু, অঘোর বাবুকে প্রাচীন বয়সে
অবসর লইতে আদেশ করিলে বড় সদ্বিবেচনার
কার্য্য করিতেন।

আমরা দেখিতেছি জামালপুরের লোকের মরিলেও
সুখ নাই। বিশেষতঃ স্থূলাকার ব্যক্তিরা যেন
ঐ স্থানে বাস না করে। জামালপুরে সকল জাতি
আছে। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যে
প্রায় ৫০।৬০ জন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু
মড়া ফেলিবার সময় ১০।১২ জনের অধিক জুটে
না। আরো ২।৪ জন জুটিয়া থাকেন, তাঁহারা
মোড়লী করিতে এবং ইহা কর উহা কর আদেশ
করিতে বড় মজবুত। কার্য্য কালে কোথায়
অদৃশ্য হন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মধ্যে ঐ
স্থানের মহাদেব মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির
মৃত্যু হয়। লোকটী স্থূলকায় থাকায় যে দিন অ
রাত্র পাঁচটার সময় মৃত্যু হয়, তৎপরদিন বে
আন্দাজ একটার সময় গৃহ হইতে বাহির করা হ
য়াছিল। আমাদের মতে জামালপুরের লোকে
চাঁদা করিয়া এক খানি টুলি প্রস্তুত করানই উচি
হইতেছে। যখন দেখা যাইতেছে সকলকেই এ
দিন না এক দিন মরিতে হইবে, তখন জীবিতাবস্থা
অন্তিম কালে কিসে চড়িয়া যাইবেন তাহার
প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত হইতেছে না?

চন্দননগর—১৪ ই ভাদ্র ১২৮৮।

গত ৭ ই ভাদ্র নাড়ুয়া নামক পল্লীতে এ
লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ৯
কার সময় রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈ
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিবার নিজ গৃহে উপপতি
সহিত বসিয়াছিল, এমত সময়ে হঠাৎ রাজেন্দ্র
স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিবারের এতাদৃশ জ
প্রবৃত্তি দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পা
গৃহস্থিত দাত্র দ্বারা উপপতি নীলু তাঁতীকে
আঘাতেই ভূতলশায়ী করিয়া তৎপরে পাঁজরে
চার পাঁচবার আঘাত করিয়া যখন দুষ্টার
ধাবমান হয়, সেই সময়ে দুষ্টার চিৎকারে ক
জন লোক আসিয়া কৌশলে রাজেন্দ্রকে ধরে,
তাহার হস্ত হইতে দাত্র ছিনিয়া লয়। তার
ক্রমেই লোকের জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল,
পুলিসও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে পু
যথাবিহিত জবানবন্দি লইয়া রাজেন্দ্রকে হা

...নী [illegible] তাঁহাকে হাজতে চালান দেন। পর ...ন বৈকালে জজ সাহেব ও পণ্ডিত সাহেব ...ositeate of Law.) উভয়েই তথায় স্বয়ং উপ- ... হইয়া পাগলের [illegible] জবানবন্দি লইয়া ... অন্যান্য লোকের জবানবন্দি লয়েন এবং ...দিন পর হাঁসপাতালে গিয়া নীলুর জবানবন্দি ...া হয়। মকদ্দমা এখনও শেষ হয় নাই, শীঘ্রই হই- ...। সকলেরই ইচ্ছা যে, খাজাঞ্জি খালাস পাউক ... উপযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করুক।

...কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর ওয়েষ্টারলী কম্পানি ...দের খাজাঞ্জি বাবু উমেশচন্দ্র পাল বত্রিশ ...র টাকার তোড়া ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন ...মতী পালপাড়া নিবাসী [illegible] বিলা- ...র এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন কি না তাহা জানি না, সন্দেহ বশতঃ মুক্তরীকে এক দিন কলিকাতার ...তে বাস করিতে হইয়াছিল। যে দিবস ক্যাসের ...মালে প্রকাশ হয়, সেই দিন খাজাঞ্জি উপস্থিত ...ন না, কেবল মুক্তরী উপস্থিত ছিলেন। বোধ ...খাজাঞ্জি বাবু সময় থাকিতেই খা টাকা নিয়া- ...। এ দিকে ক্যাসের গরমিল হওয়ায় উপস্থিত ... মুক্তরীকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া ... দিনেই খাজাঞ্জিকে গ্রেপ্তার করণার্থ সওদা- ...র কয়েক জন আমলা ও কতিপয় কলিকাতার ...র কর্মচারী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন ... দস্তুর মত ক্ষেত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ... স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন। ও দিকে ...ী এক দিবস হাজতে থাকিয়া এক হাজার টাকার ...ন দিয়া খালাস পাইয়াছেন। মকদ্দমা শীঘ্রই ...বে। যে ব্যক্তি ঐ খাজাঞ্জিকে ধৃত করিতে ...রেক, তাহাকে উক্ত সওদাগর [illegible] শত টাকা ...তোষিক দিবেন।

...গত ২০ এ শ্রাবণ বেলা আন্দাজ [illegible] টিকার সময় ...পাড়ার দেবীচরণ পালের বাটীতে [illegible] ...ছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে কুত্রাপি মেঘ নাই ... অল্প রৌদ্র আছে, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত ...। একেই কি বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত? ...সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষ কোন হানি হয় নাই।

... [illegible] রকম জ্বরবিকার [illegible] এমন প্রায় আর ... নাই। এই [illegible] কত লোকের [illegible] ... [illegible] তাহার [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ছাপা পড়িয়া ... [illegible] পাইয়াছে। [illegible] এখন ... [illegible] জীবনের আশা নাই। ... [illegible] অনেকেই বনে জঙ্গলে ...রা হইতেছে; [illegible] দেখা দিয়াছে,

ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে ইটালিয়ান গণকের গণনা বুঝি ফলবতী হইতে চলিল!!

শান্তিপুর।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টীর উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কয়েক মাস হইল, উক্ত চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তারের দশ টাকা বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আবার কমপাউণ্ডরের পদটী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে। কতকগুলি করদাতা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী মিউনিসিপালিটীর গলগ্রহ মাত্র। উহা দ্বারা দরিদ্র রোগীর প্রত্যাশানুরূপ চিকিৎসা হয় না, তবে কেন মিউনিসিপালিটী বার্ষিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি দিবেন? এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে আজ কাল গড়ে প্রতিদিন চল্লিশ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছে, তবে অর্থাভাব নিবন্ধন "ইন-ডোর-পেসেণ্ট" রাখিবার নিয়ম নাই। সত্য বটে, আজ কাল এই নগরে এম, বি, উপাধিধারী তিন জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন দুই জন এল, এম, এস, ও কয়েক জন নেটিব ডাক্তার এবং কতকগুলি হাতুড়ে চিকিৎসকও আছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত চিকিৎসকের দ্বারা দরিদ্র রোগীর কিছু মাত্র উপকারের প্রত্যাশা নাই। এক মাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ই উহাদের অনন্যগতি। এমন অবস্থায় যাঁহারা উক্ত চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়টী কি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত নয়? আমরা দেখিতেছি যে মিউনিসিপালিটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় রূপ দুটী সৎকার্যে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রজার শোণিতশোষক অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা কতকগুলি স্বার্থপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে মিউনিসিপালিটী গত বৎসর পুলিসে ৬,৯৯৯৮০ ও কমিশনর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিসে ৩৭৫ টাকা দিতেছেন। কিন্তু কেহই ঐ ব্যয় সম্বন্ধে কখন একটী কথা কহিতে পারেন না, ইহাই আমাদের যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আনুমানিক আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু উহার বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় ষোল হাজার ৯৫ শত এক চল্লিশ টাকা আট আনা। আয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় করা উচিত, কিন্তু আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর তদ্বিষয়ে দৃষ্টি নাই। ইনি যখন "কার্ট রেজিষ্টার" ছিলেন, তখন মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিন জন পদাতিক ও মাসিক দশ টাকা বেতনে এক জন ওভারসি... নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপাল বজে... ঐ বাবদী বার্ষিক ব্যয়ান্তর টাকা মঞ্জুর ছিল। ... সচেয়ারম্যান বাবু যদি মিতব্যয়ী হইতেন, ... হইলে কখনই মাসিক ছয় টাকা ব্যয়ের স্থলে ... ইস টাকা ব্যয় করিতেন না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, বাদ ... ডার উত্তর আলুইপুর নামক গ্রামের পঞ্চায়... প্রজার নিকট অবজ্ঞাস্বরূপ চৌকীদারী টেক্স আ... করেন না। আশা করি, রাণাঘাটের ডেপুটী ম... ষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু গ্রাম্য পঞ্চায়তদিগের ক... কলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে সচেষ্ট হই... এবং মধ্যে মধ্যে উহাদের নিকট রক্ষিত সর... তহবীলাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এ বৎসর ভাগীরথীর জলের যেরূপ বৃদ্ধি ... যাইতেছে, ও প্রতি দিন যেরূপ বৃষ্টিপাত হইতে... তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে বুঝা যাইতেছে যে, গত ১... খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার ন্যায় এবার ... ভয়ানক বন্যা হইবে। অতএব আমাদের নি... ইচ্ছা যে, এই সময় রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন ... শয়ের ন্যায় সতর্ক হইয়া থাকুন এবং নদীর ... বৃদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কিংকর্তব্যতা ... ধারণ করুন, নতুবা অকস্মাৎ বন্যা হইলে শা... পুরের অনেক স্থান ডুবিয়া যাইবে সন্দেহ না... গত ১০ এ আগষ্ট গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া ... উঠিয়াছে।

...ীবন পাবা নিগত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা ...িয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত ...ছেন। একণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃত... না হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, ...হারা পানায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল ...টিমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা ...ইয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পান্না ...তি হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য ...কার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে ...ন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে ...প্রকার কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাদি পুস্তকালয়
৩৩১ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

বরাহনগর নর্সারী।

...আমেরিকা হইতে "ওয়ারম" জাহাজ যোগে ...বীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় কপি ...দি বিবিধ শাক সবজির বীজ, বৃহদাকার তম্বু... ...র ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি ...র বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি ফুলের ... আনান হইয়াছে। একত্র শাক সবজি ও ...র বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি ফুল ও ...র বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। প্রত্যেকের ... প্যাকেট ২৷৷০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ...টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস ...ণী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৷০ ...।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

...সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, ..., শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু ...র মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। ...দ্ভিন্ন ৫০০র ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্র... ...প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য ...তী অস্ত্র ও চাসের পটও এখান হইতে সর... ...হ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি... ...নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে ...বিতত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিত... ...প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ৷৷০, ।৵, ।৶৷৷০, ।৶০, ক্যানেস্তারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের ... প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া...

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায়—গোয়ালপাড়া
" " গোপালচন্দ্র বাগচি—সুখপুখুরিয়া
" " ক্ষেত্রচন্দ্র দাস—কানপুর
" " হারাধন মিশ্র—নকতল গ্রাম
" " জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—খয়রা
" " রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—পঞ্জাব
" " নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মলিহাবাদ ষ্টেষণ
" " তারিণীচরণ দাস—হাজারিবাগ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের ... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কর... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶... আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে ...

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃক... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” | ৪৪ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ১২ ই সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

প্রেরিতপত্র।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

মহাশয়! আজ কাল কেশবচন্দ্র সেনকে ল
মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কত লোকে তাঁ
যে কত কথা বলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।
তাঁহাকে বলিতেছে তিনি পাগল হইয়াছেন,
তাঁহাকে বলিতেছে তিনি অব্রাহ্ম, তিনি পৌত্ত
তিনি নিশান পূজা করেন, তিনি নাম কি
অন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন ই
প্রকারে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার উপরে
গালি বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ
নিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক, তাঁহারা তাঁহার কার্য্য
ঠিক বিপরীত আলোকে দর্শন করিতেছেন।
বিক মণিকার ব্যতীত যেমন অন্য কে
চিনিতে পারে না, সেই রূপ যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু
ভও ধর্ম্মের এবং ভাবুকজনের গূঢ় ভাব
বুঝিতে পারে না। কেশব বাবুর বিপক্ষগণ তাঁ
কার্য্যকলাপ ঈর্ষাকষায়িত নেত্রে দর্শন করিয়া
কেন তাঁহার এবং নববিধানের দোষ প্রচার

কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মাত্মা মহাজনেরা কখনই সেরূপ
...েন না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি অদ্য
...র্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত এক খানি পত্র
...তে নিম্ন লিখিত অংশটুকু প্রকটিত করিলাম।
...কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের
...মত কথা দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।
...লিখিয়াছেন:—

"* * * এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব?
...র কথা, তাঁহার প্রসঙ্গ ত লোকের কল্পনা
...াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক, আর নিন্দাই
...ক, তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জল গ্রহণ করে
... কেহ বা তাঁহার আদর করিতেছে, কেহ বা
...কে তিরস্কার করিতেছে। তিনি মান অপ-
...ন, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের
...তিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজ-
...ন, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায়
... প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি
... করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন,
... জীবন। সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও
... মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহার
... সরলতা, মৃদুতা, মমতা ভক্তি—
... উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। যদি
... কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে
... প্রতিমা। তাঁহার আপাদ মস্তক, তাঁহার
... নখগুলি অবধি মস্তকের কেশ বিন্যাস
... এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্ত
... হইতেছে। যদি কাহারও জন্য
... বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে সে
... নিমিত্তে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই,
...যের শোণিত এক অশ্রু হইয়া গিয়াছে
... আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে
... আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,
... পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। ব্রহ্মা-
... উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা
...াইল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর
...ঝিতে পারি না, ছায়াবৎ প্রহেলিকার ন্যায়
... আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে
...বাকোই তুপ্ত হইয়াছি। তিনি অসা-
...ার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের
...দের সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও আরববাসী
...দিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"
... উক্ত পত্রখানিই গভীর মর্ম্ম ব্যাখ্যাত
... মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের
... অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে
...রে অন্তরে যুক্ত, তাহার আর কিছু মাত্র
... নাই। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বিপক্ষ অধি-
কাংশ ব্রাহ্মই আজ কাল অব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এমন কি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বাবু রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত এই কথা বলিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে তাহা মত নহে, এই পত্রই তাহার প্রমাণ। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

সেতারা যন্ত্রে পিত্তলের তারে স্বর গ্রাম সাধন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৩১ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "শ্রী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়" স্বাক্ষরিত পত্র খানি অবগত হইয়া পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, হরিভূষণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত, কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরেরও এস্থলে ভ্রম হয় নাই। কারণ, পিত্তলের তারের স্বর সাতটী যে শ্রুতিবিভাগানুসারে সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ তন্মধ্যে কোনটী কিঞ্চিৎ তীব্র ও কোন কোন টী যে কিছু কোমল ভাব ধারণ করে, তাহা তিনি যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রস্তাব-লেখক মহাশয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় নিবেদন যে উক্ত গ্রন্থের পিত্তলের তারে স্বর গ্রাম সাধনের আরম্ভ হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অপর, তাঁহার নিকট আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে, যে স্বরে যে কয়টী শ্রুতি থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কয়টী শ্রুতি বলা আর সেই স্বরটীর নাম বলা উভয়ই তুল্য কথা। এমত অবস্থায় পিত্তলের তারে যে পর্দ্দায় যে স্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্বর প্রকৃত কি না তাহা বুঝিতে হইলে অন্যরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তার চাপিয়া আঘাত করিলে যদি গণনার নির্দ্দিষ্ট শ্রুতির কম কি বেশী হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত স্বর হইল না। নায়কী তারে যে পর্দ্দার যে স্বর সিদ্ধ হইয়া থাকে, পিত্তলের তারে ঠিক সেই পর্দ্দায় যখন সেই স্বর সিদ্ধ হয় না, তখন পিত্তলের তারে স্বর সাধিতে গিয়া নায়কী তারের শ্রুতির আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে হেতুক নায়কী তার এবং পিত্তলের তার সম-স্বর-বিশিষ্ট নহে। তা হইলে ত নায়কী তার দ্বারা তারা সপ্তকের যে পর্য্যন্ত সাধিত হয়, পিত্তলের তারেও তাহাই হইত? এ স্থলে এইরূপ করিয়া গণনা করিতে হইবে, পিত্তলের তারে যে যে পর্দ্দায় যথাক্রমে সাতটী স্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পর্দ্দায় তার চাপিয়া আঘাত করিলে ঐ ধ্বনিতে গণনায় ষড়্‌...
৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈব...
৩, নিষাদে ২, এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি যথাক্রমে উ...
লব্ধি হয় কি না? প্রকৃত পক্ষে পিত্তলের ত...
তা হয় না। কেবল বাদ্যের মধুরতা সম্পাদ...
জন্য সঙ্গীতানুরাগী মহাত্মাদের কর্ত্তৃক উহা ব্যব...
হইয়া আসিতেছে মাত্র।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবির...

ব্রহ্মকোলা, সিরাজগঞ্জ।

সাতনা।

কোন স্থানের বিষয়ে কিছু লিখিবার পূ...
তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলা আবশ্যক, ...
সাতনায় এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই...
তদ্দ্বারা ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ স্থা...
৮। ১০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল। এ...
রেলওয়ের কল্যাণে একটী সামান্য সহরে পরি...
হইয়াছে। এ সহরটী সমুদায়ে অর্দ্ধ ক্রোশ ...
বিস্তৃত। ইহার স্বাভাবিক শোভা দেখিলে নয়...
মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এ স্থানটীর চারি দিকই পর্ব্ব...
বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে শ্যামল প্রকাণ্ড সমতল ভূ...
স্থানে স্থানে এমন সুন্দর শিলা সমাবেশ ও তা...
নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত মনোভিরাম বৃক্ষরা...
দেখিতে পাওয়া যায় যে দর্শনমাত্রেই সেই ম...
মহিমশালির অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যের কথা ...
হইয়া হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, ...
ইহা নহে জব্বলপুর রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে যত...
দৃষ্টিগোচর হয়, সকল স্থানেরই স্বাভাবিক সৌন্...
অনুপম বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

সাতনা মহারাজ রেওয়ার অধিকারভু...
রাজধানী এখান হইতে কিঞ্চিদূন ১৬ ক্রোশ ...
হইবে। রেওয়া রাজ্যে অনেকগুলি দৃশ্য প...
আছে। তন্মধ্যে বান্ধবগড় একটী অপূর্ব্ব ...
অনুমান হয় কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ...
বৃহৎ দুর্গের নাম করণ হইয়াছে। এই গড়টী স্বা...
বিক। চতুঃপার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বতে বেষ্টি...
একটী মাত্র পথ আছে। দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্র...
পরিখার আকারে দল দল নামে এক প্রকার চো...
বালী আছে। ইহার উপর পাদক্ষেপ করি...
কোন জীবই আর উঠিতে পারে না। প্রবল ...
কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে সমুদায়ই অধি...
হইতে পারে, কিন্তু বান্ধবগড় জয় করা যে দুঃস...
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইহার ভিতর মহারা...
কতকগুলি সৈন্য নিয়তই অবস্থান করে, বৈদে...
কের ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার না...

না ইহার ভিতর যে কিরূপ তাহা জানা অতি ঠিন।

শুনা যায় এই রেওয়ার মৃত মহারাজ রঘুরাজ রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট লিটীকাল এজেণ্টের নিয়োগ প্রার্থনা করেন। মেণ্ট প্রথমে অস্বীকার করিয়া শেষে রাজার পীড়িতে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এক্ষণে সেই লিটীকাল এজেণ্ট হইতে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি যাইতেছে না।

রেওয়ার বর্ত্তমান মহারাজ এক্ষণে নাবালক। লিটীকাল এজেণ্ট ও দেওয়ান তাঁহার অছি। জ্যের বিশেষ উন্নতি হউক,না হউক ইহাঁরা আপ- আপনার উন্নতি ও সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। য়া বিশেষ আইনের অন্তর্গত নহে। এখানে ণ্ট ও দেওয়ান হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আইন ন যে কিছু সমস্তই তাঁহাদিগের মুখে। রেওয়া যেরূপ বিস্তৃত, এরূপ বিস্তৃত রাজ্য বিরল। ইহার অধিকাংশ জঙ্গলাবস্থায় পতিত। রাজ্যের ষোড়শাংশ রাজস্বের উপযোগী হইয়াছে কি না হ। আমাদিগের বোধ হয় পোলিটীকাল এজেণ্টের নে বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকা যদি কোষে সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ক পতিত ভূমি আবাদ হইতে পারিত। উপযুক্ত ক দেওয়ান হইলে বোধ হয় পোলিটীকাল ণ্টের কোন প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত লোক বিনা কোন কার্য্যেরই উন্নতি সম্ভবে দুঃখের বিষয় এই এখানকার যত গুরুতর কার্য্য ক্ষিত ও অনুপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত। নে শিক্ষাবিভাগের যেমন দুরবস্থা, রাজনীতি গের ও তেমনি দুরবস্থা। উপযুক্ত বেতন দিয়া লোকে আনিবার চেষ্টা না থাকাই এই ঘোর র্থের মূল। আত্মীয় পালনের অথবা ব্যয় সংক্ষে- অভিপ্রায়ে কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান লে তাহাকে মিতব্যয়িতা ও হিতৈষিতা বলা না। আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় না করা বরং কৃপ- কার্য্য। বিশেষতঃ এতন্নিবন্ধন যে অনিষ্ট হই- , তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে দেওয়ান ও পোলিটী- এজেণ্ট প্রভৃতির নিকট দায়ী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রেওয়া নিয়মবহির্ভূত শ। ঐ খানে বিচার সংক্রান্ত বিভাগেরই বল আর অন্য বিভাগেরই বল কাহারই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । অযোগ্য বিচারপতির হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান কি ভয়ানক অনিষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য এবং নঃ সময়ে সময়ে যে কত নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ড- গ করে ও দোষী ব্যক্তি নির্দ্দোষ হয়,তাহা বলিয়া করা যায় না। তবে সকলেই যে একরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেন না অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এই বিভাগে দুই একটী সুক্ষ্মবুদ্ধি লোকের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে সাতমাব মুন্সিরাম ইনি এক জন যোগ্য লোক। ইহাঁর আইনে যে বিশেষ জ্ঞান আছে এবং ইনি যে শ্রমশীল ও কার্য্য কুশল, আমরা তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাইতেছি। মুন্সিরাম কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, ইনি নিজ অধ্যবসায় গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে পারস্য ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই সকল কারণে পোলিটীকাল এজেণ্ট ইহাঁকে নিজের বামস্থান সাতনায় রাখিয়া ইহাঁর হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

আগ্রা তণ্ডুলা প্রভৃতি স্থানে এবার যেমন অতি- বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এ সকল স্থানে সেরূপ হয় নাই। এখানে আবশ্যক মত বৃষ্টি পাতই হইয়াছে। মধ্যে কয়েক দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছিল; কিন্তু মধ্যবিধ বৃষ্টি ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে তাহা কমিয়া গিয়াছে। ধান্যের চাস আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য ফসলের অবস্থা মন্দ নহে।

সম্প্রতি একজন রেলওয়ে খালাসী অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া গাড়ি শণ্ট করিতেছিল। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাহার দক্ষিণ পদের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যায়। ডাক্তারেরা পা খানি কাটিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবন সংশয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে সাত খণ্ডের নিকট অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন রেল উঠিয়া যায় কিন্তু অবিলম্বে তাহা সারিয়া দেওয়া হইলেও চিত্তোর হইতে ডাক গাড়ি সময়ে যাইতে পারে নাই।

গত ১১ এ আগষ্ট রেওয়ার মহারাজের ধনাগার হইতে রেসিডেণ্ট সাহেব নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। টাকা গুলি কতকগুলি গোরুর গাড়ি ও কয়েকটী হস্তি ও উষ্ট্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। অনর্থক টাকা বসাইয়া না রাখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব টাকা পাঠাইবার অভিলাষে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেছেন। ইহা হইতে বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয় হইবে। কিন্তু রাজ্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই টাকা রাজ্যের উন্নতি করে ব্যয় করিলে অধিক টাকা আয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে শ্রম করা আবশ্যক।

চাকরি বা উমেদারী।

আজ কাল দয়াবান গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ভারতের অধিকাংশ স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে বিদ্যা লাভ অতি সহজ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিদ্যা কেবল মাত্র ধনবান্ লোকের সন্তানেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিতে পারিতেন, এখন সেই বিদ আপামর সাধারণ সকলেরই সন্তান সামান্য অ ব্যয়ে শিক্ষা করিতেছেন। বাগ্দেবী এক্ষ সকলের প্রতি সুপ্রসন্না; তাঁহার নিকট আ জাতিবিচার নাই! এটি সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকে যত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, ততই যেন তাঁহারা সাহস হীন হইয়া পড়িতেছেন। সাহসিক কোন কা আর তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। যাহাতে সাহসে আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা করিতেছেন। চাকুরিই এখন আমাদের সকলের প্রায় জীবনাবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে কিন্তু যে পরভাগ্যোপজীবীকে জীবন্মৃতের মধ্যে গণ করিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তিনিই এখন সম কের শ্রেষ্ঠ! কামার, কুমার সকলেরই লক্ষ্য এখ চাকুরি। সুতরাং চাকুরির বাজারে আগ লাগিয়া গিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও আর স লকে চাকুরি দিতে পারিতেছেন না। দিবে কেমন করিয়া? পঞ্চবিংশতি কোটী কর্ম্ম খালি থাকিলে ত আর সকলকে চাকুরি দিতে পারা য না। অত কর্ম্ম কোথায় আছে? থাকিবার সম্ভ বনা নাই।

রাজপুরুষেরাও কর্ম্ম দিতে পারিতেছেন না আমরাও উমেদারী করিতে ছাড়িব না। ভিক্ষুকে ন্যায় ঝাঁটা, লাথি খাইয়াও এক মুষ্টি উদরান্ন জন্য এক স্থানে থাকিয়া উমেদারী করিব। বর্ত্তমা সময়ে উমেদারীর অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। যিনি কখন উমেদার হইয়া কা যাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিই পরম পুরুষার্থ লাভ করি সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছেন!! পাঠক একবার উমেদার হইলে বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্ব করুন, তাহা যেন না হইতে হয়। কর্ম্মপ্রা হইয়া পিতৃপুরুষ উদ্ধারের জন্য ভগীরথের গ আনয়নের ন্যায় উমেদার হইতে হইলে প্রথমে পরিমাণে তোষামোদ বা উপাসনা-তৈল লই অফিসের ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি বাবুদিগের নিকট যাইয়া বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদে চরণে তৈল-মর্দ্দন করিতে হয়। অনবরত তৈলমর্দ্দ করিতে করিতে যখন উমেদারের পিতৃপুরুষ উপাসনা-তৈল নিঃশেষ হইয়া যায় ও সেই তৈ বিষ্ণুসদৃশ বাবুর চরণ আর্দ্র হইয়া যখন চরণ হইতে স্নেহ গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন পতিতপাব গঙ্গাদেবীর উৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থার স্বরূপ একখানি সুপারিস পত্র বাহির হয়। সেই খানি কতভাগ উমেদার-ভগীরথের [illegible]

লে এ প্রকার কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কোষে প্রচুর অর্থ থাকিলে অবশ্যই কর উঠাইয়া য়া যুক্তিসঙ্গত হইত। অন্ততঃ কিছু কিছু কর ইয়া দিলেও দেশের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। তবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, সেখানে লোক ভূরি করভার বহন করিতে কিছুতেই না। কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অধিক। কর্তৃপক্ষীয় মিতব্যয়িতা নাই; অতএব যে টাকা রাজস্ব য় হয় তাহাতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। র বৎসর কেবল ঋণ হইতেছে। সুতরাং প্রজা-কের করভার কোন ক্রমে কমাইতে পারা যায় কিন্তু বিলাতি কর উঠাইয়া দেওয়া যায়, সে বিলাতের লোক যে দিতেছে! বর্ত্তমান রাজ- অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, ক প্রপীড়িত দীন দুঃখী ভারতবর্ষের প্রজাদের কমাইতে সাহস হইল না। আমদানী তুলার ড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে সম্পূর্ণ সাহস হইল! জাত দ্রব্য হইতে এখনও ৬০০০০০০ যাট লক্ষ ভারতবর্ষের রাজকোষে আসিতেছে, কিন্তু ও বন্ধ হইতে চলিল। লর্ড লিটন ও ষ্ট্রাচি ব থাকিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের তৈলাক্ত মাথায় এক- তৈল দিয়া অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। রা মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন, বার মিহি কাপড়েরও শুল্ক উঠিয়া যাইবে। ল কাজের ওজরগুলি রাজপুরুষদের যেন জিহ্বাগ্রে ক। মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার সময় রা ওজর করিলেন যে, ঐ কর উঠাইয়া দিলে দেশীয় দরিদ্র লোকেরা সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় তে পারিবে। এখন সরু কাপড়ের শুল্ক উঠাই- প্রস্তাবে এই লাভ দর্শিত হইতেছে যে, তাহা ল ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সুবিধা ব। আমরা আর কথা কহিব কি, উদারচরিত পুরুষদের ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। হাটিংটন সাহেব এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ইতি- র বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজস্বে সুস- না হইলে বস্ত্রের শুল্ক কোন ক্রমেই উঠাইয়া য়া ন্যায়ানুগত নহে। ফসেট সাহেব বলিয়া- লেন, বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া অপেক্ষা চাউ- শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বরং ক মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা আবার বলি, ণের শুল্ক রহিত করিলে বিশেষ ইষ্ট সিদ্ধি হইতে র। লবণ মানুষের আহার ঔষধ উভয়। তবর্ষে উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়াও যায়, ণের শুল্ক রহিত করিলে দরিদ্র লোকেরা স্বয়ং উহা ত করিয়া লইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন দেশীয় কের একটী বাণিজ্যের পথ মুক্ত হইবে। যে

সকল কাজগুলিতে আমরা আশু উপকার দেখি, যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেরই উপকার হয়, গবর্ণ-মেণ্ট তেমন কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হইবে, কিন্তু ইংলণ্ডের ঘুণা-ক্ষরে অপকার হইবে তেমন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজজাতির প্রাণে আর কিছু থাকে না। আবার যে কাজ ইংলণ্ডের ঘুণাক্ষরে হিত হইবে, কিন্তু ভারত-বর্ষ তাহাতে অধঃপাতে যাইবে, তেমন কাজে সকলেই তৎপর। আজ হইলে আর দু-দিন কাহা-রও বিলম্ব সয় না। ভারতবর্ষীয়দের করভার কমা-ইতে কাহারও সাহস হইল না, কিন্তু ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর কতক টাকা শুল্ক লাগিতেছিল, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। সকলেরই মুখে দয়া ধর্ম্ম শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদিগের দয়া ধর্ম্ম—অভিধানে লিখিত নাই, তাহাকে আর এক কথায় স্বার্থপরতা বলে। তুলাজাত দ্রব্যাদির শুল্ক উঠাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের মনো-রঞ্জন করিবার প্রস্তাব যখন প্রথম উত্থাপিত হয়, তৎকালে কি হুলস্থুল না হইয়া গিয়াছে। উদার চরিত সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধ মতা-বলম্বী ছিলেন। ডিস্রেলীকে, লর্ড লিটনকে সক-লেই অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ঐ শুল্ক রহিত করা সম্বন্ধে দুইটী গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তাহাও সকলে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক কারণ, ম্যাঞ্চেষ্টর বৎসর বৎসর অনেক টাকা ভারতবর্ষকে দিয়া আসিতেছে, সে টাকাটী বাঁচিয়া গেল। দ্বিতীয় বোম্বাই নগরের কাপড়ের কল ম্যাঞ্চেষ্টরের বিষম প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় বিলাতি কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা সস্তা মূল্যে এখানে বিক্রীত হইতে লাগিল। বোম্বাই নগরে যে কাপড়ের কল আছে তাহাতে অধিক মাল উৎপন্ন হয় না অথচ খরচ অধিক পড়িয়া যায়; সুতরাং বিলাতি মহাজনদের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া বোম্বাই নগর কাজ চালাইতে অক্ষম হইলেন। তাহার উপর আবার লর্ড রিপন কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিলেন, কাজেই এখানকার কলের আরও অনিষ্ট ঘটিল। ছোট ছোট বালকেরা কারখানায় কর্ম্ম করিতে পাইবে না এবং মজুরেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পাইবে না, এইরূপ নিয়ম করা হইল। বালক-দিগকে স্বল্প বেতনে পাওয়া যাইত, তজ্জন্য ব্যয় কম হইত। আবার অধিকক্ষণ কল চলিলে অধিক দ্রব্যও উৎপন্ন হইত, কিন্তু কারখানার আইন প্রব-র্ত্তিত হওয়ায় সে সকল পথ অবরুদ্ধ হইল। লর্ড রিপন এই নূতন আইনটী প্রচার করিয়া বিবেচনা-সঙ্গত কাজ করেন নাই। তাঁহার কার্য্য প্রণালী

দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে, তিনি এ দেশ লোকের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। অন্নাভ পথে পথে ফিরিয়া জঠর জ্বালায় প্রাণত্যাগ ভাল, না কারখানায় কর্ম্ম করিয়া অন্নায়ুঃ ক ভাল? এ দেশীয় লোকের কি কষ্টে জীবন নির্ব্বাহ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। পূ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাধ্যানুসারে পরি করিয়া উদরান্নের সুযোগ করিতেছিল। নূ আইনে সেই অশুপায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সর্ব্ব হইল।

অনুদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে যখন রা ভার ছিল, সে সময় সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উ লেন। ভারতবর্ষের চারি দিকে বায় বাতলা ক উঠিল। প্রজাগণ করজালে জড়িত, মুদ্রা-য আইন বিধিবদ্ধ হইল; শুল্কস্বরূপ ইংলণ্ড হ অনেক টাকা পাওয়া যাইতেছিল, সে পথে ক পড়িল; এ দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া সি লিয়ান হইতেছিলেন, পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃ সঙ্কোচ করিয়া সে পরীক্ষায় ফললাভ এক প্র অসাধ্য করিয়া দেওয়া হইল। অস্ত্রসংক্রান্ত অ প্রচার হইল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দের যতগুলি অ ও অসুবিধার কারণ, তৎকালে সে সমুদায় গেল। ক্রমে উদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে রাজ আসিল। আমরা কত আশা কত ভরসা করিল কিন্তু শেষ ফলের সময় দেখি কি—

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতোবৃক্ষঃ পশ্চাৎ বন্দনায়তে

১৮৮০ সালের বঙ্গদেশীয় পুলিসের
কার্য্য বিবরণ।

এবার পুলিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের ৯৬,৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা রের ব্যয় ১১,৮৭৪ টাকা অধিক। এতদ্ভিন্ন মিউনি প্যালটী সমূহের নিজ ব্যয় আছে। বৎসর বৎসর অধিক টাকা যেমন ব্যয় হইতেছে, সেই পরিমাণে অপরাধের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, আমরা এ বলিতে পারি না। এ বৎসরে অপরাধের সং কোন বিষয়ে হ্রাস কোন বিষয়ে বৃদ্ধিও দে পাওয়া যাইতেছে। সমুদায় একত্রিত ক অপরাধের সংখ্যা করিলে অন্যান্য বর্ষের অ এবার অধিক বলিতে হইবে। যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অপরাধের সংখ্যার গড় হিসাব করা তাহা হইলে প্রতীতি হইবে যে, এই ৭।৮ ব গড়ে ৯৬,৮৭৪ সংখ্যক অপরাধী পুলিসের ত ধানের অধীনে আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসরের অ ধের সংখ্যা ৯৯,৪৭৮। অধিক বাদ করিয়াও

…ত অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। লহরের নিকট-…স্থানে শস্য উৎপন্ন হইল, কিন্তু দূরবর্ত্তী ভূমিগুলি …য়া রহিল। প্রতি বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের …খালের জলে ৩০ ত্রিশ লক্ষ বিঘা ভূমির আবাদ … থাকে। যে সকল কৃষক খাল হইতে জল … ক্ষেত্রে সিঞ্চন করে তাহাদিগকে ভূমির দূরতা …নিকটতা অনুসারে প্রতি বিঘায় ।/০ পাঁচ আনা …ত ১।।০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক কর দিতে … ইহাতে বৎসর বৎসর ন্যূনাধিক ২২,০০,০০০ …শ লক্ষ টাকা কর আদায় হয়। খালের সংস্কারাদি …র্য্যা ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনে প্রতিবৎসর …০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়, বক্রি ১২,০০,০০০ … লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকে। এই বহু …র্ণ খাল খনন করিতে প্রায় তিন কোটি টাকা … হইয়াছিল।

…হরিদ্বারের সন্নিহিত মায়াপুর হইতে উক্ত খাল …ম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থল হইতে গঙ্গার জল খালে … হয়। তৎপরে সাহারণপুর—মুজঃফর নগর—…ট—আলীগড়—বুলন্দসহর—আগ্রা—ইটাওয়া—…—মৈনপুরী—ফরুকাবাদ জেলার ভিতর দিয়া …পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক গঙ্গার সঙ্গে আবার মিলিত …াছে। ঐ সমস্ত জেলায় প্রধান খাল হইতে …সংখ্য শাখা প্রশাখা চারি দিক বিস্তীর্ণ হইয়া …ঙ্কিনী ভূমিকে রসার্দ্র করিতেছে। এই সকল …া প্রশাখা না থাকিলে, খাল হইতে ততটা উপ-…র হইত না। ক্ষুদ্রাপদের ন্যায় কেবল একটী …ে দিয়া চলিয়া গেলে কতগুলি ভূমি জল সেঁচিয়া … করা যাইত? চারি দিক শাখা প্রশাখা …ায় অনেকেই খালের জলে উপকার লাভ করি-…ছে। হরিদ্বার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত এই খালের …া ৫৭৬ মাইল। ইহার সমস্ত শাখা প্রশাখার …ট দৈর্ঘ্য ৩৪০৩ মাইল. প্রায় সকল স্থানেরই গভী-…া ১০০ এক শত হাত। এই লহর দিয়া প্রতি-…ে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার ঘন ফিট জল নির্গত …য়া থাকে। কাশীর সম্মুখে গঙ্গা দিয়া প্রতি পলে …,০০০ ঘন ফিট জল নির্গত হয়। অতএব, খালের … পড়ে গঙ্গার ৫০ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ নির্গত …য়া থাকে। এই লহরের জলে সর্ব্বসমেত ৫ ৬৬ …ি গ্রাম সিক্ত হয়। ভূমিতে খালের জল সেঁচি-…র দুই প্রকার উপায় আছে। এক উপায় এই, …চলিত লহরের নিকটবর্ত্তী ভূমির মৃত্তিকা কাটিয়া …লা করিয়া দিলে আপনি জল গিয়া ভূমিতে পড়ে। …তীয় উপায়, সিউনি দ্বারা জল সেঁচিতে হয়। যে …ল ক্ষেত্রে আপনি জল যায় সে স্থানে অধিক কর …েগ। লহরের জলে ছোট ছোট নৌকারও গতি-…ধি আছে। ঐ সমস্ত নৌকাযোগে স্থানে স্থানে বাণিজ্য দ্রব্য নীত ও প্রেরিত হয়। নৌকার কর হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। লহরের জলপথে বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণই প্রধান। ১৮৭৭ অব্দে প্রায় ১২০,০০০ মন সম্বর লবণ খালপথে নীত হইয়াছিল।

সার প্রবি কাণ্টলি সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খালের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮৩৭ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে বিস্তর লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তদ্দৃষ্টে কাণ্টলি সাহেব খাল খননের নিমিত্ত তদানীন্তন গবর্ণর জেনরেল লর্ড অকলাণ্ড সাহেবের নিকট আবেদন করেন। মহাশয় গবর্ণর সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খাল খনন করিতে আদেশ দেন। ১৮৩৯ অব্দে খনন কার্য্যের সূত্রপাত হয়, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান কাজ গুলি লর্ড ডালহাউসির সময় সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৪ সালের ৪ ঠা এপ্রেল মহা সমারোহে প্রথম খাল খোলা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কাণ্টলি সাহেব অনেক ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখী অনাথ ব্যক্তিকে পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

হরিদ্বার পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত খালের আরম্ভ স্থান সমুদ্রতট হইতে প্রায় ৩৩৮ হাত উচ্চ এবং কাণপুর সমুদ্রতট হইতে ১৭০ হাত উচ্চ। অতএব জলের স্রোত কত প্রবল হইতে পারে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু খালের মধ্যে নানা কৌশলে আটক করা আছে, এজন্য অধিক বেগ হইতে পারে না। হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূরে ঐ খাল একটী নদীর নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে উপরে নদী প্রবাহিত হইতেছে, নিম্নে খাল! পাঠক! কি আশ্চর্য্য কৌশল বুঝিয়া লউন। আবার রুড়কির নিকট ঐ খাল একটী পুলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রশস্ত পথ, হাতি ঘোড়া গাড়ী মনুষ্য সকল যাইতেছে। এই খাল দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মাদ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানি উড়িষ্যাতে একটী খাল খনন করিতে গিয়াছিলেন। খালের কাজও অনেক দূর সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু শেষে ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হইলেন। গবর্ণমেণ্টকেও অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। সম্প্রতি উড়িষ্যার খাল পুনর্ব্বার কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন। উলুবেড়িয়া হইতে কটক পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থানে প্রধান খালের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে অনেক ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোক সাধারণের উপকারও বিস্তর হইবে। তবে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এদেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম; অতএব পশ্চিমাঞ্চলের মত এ দেশের খাল গভীর হওয়া… কঠিন হইবে। গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন… উড়িষ্যার খালে জাহাজ চালাইবেন; ক্ষুদ্র জাহাজ… চলিতে পারিবে, কিন্তু সকল সময় কিরূপ সুবিধা… হবে এখন বলা যায় না। ঐ খাল খননের আশা… উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আজও রেলওয়ে হইল না। যা… হউক একটা কার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত… আবশ্যক হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। যে কোন উপায়… কৃষি কার্য্যের সুবিধা হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিষয়ে সম… ভূস্বামীর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি কা… গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা স্ব… কৃষি কর্ম্মের উন্নতি করুন। গবর্ণমেণ্ট কোন কা… হস্তক্ষেপ করিলে কাজটী নিশ্চিত সুসিদ্ধ হয় ব… কিন্তু তাহাতে ব্যয়-বাহুল্য হইয়া পড়ে। আমাদে… দেশীয় লোক যদি সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা কার্য্য করাই… লন তাহা হইলে তত টাকা ব্যয় হয় না। পূ… ভূস্বামীরা মাঠে মাঠে জল সেচিবার পুষ্করিণী খ… করিয়া দিতেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে জল নি… শের খাল খনন করিতেন, তাহাতে কৃষকদ… বিলক্ষণ সুবিধা হইত। সেই সকল প্রাচীন কী… অদ্যাবধি স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। কি… ইদানীন্তন জমীদারদের সে প্রকার কাজে … উদ্যোগ দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অনেক স্থ… বিলে ও মাঠে কোথাও ছোট কোথাও বড় … একটী খাল খনন করিয়া দিলে সকলেরই … উপকার হয়,—জমীদারদেরও আয় বৃদ্ধি হ… পারে প্রজাদেরও লাভ হয়। আমরা জানি … [illegible] দিক পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ [illegible] বিল এ পর্য্যন্ত … পতিত রহিল। এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত বিল বঙ্গদে… [illegible] প্রায় নাই। ইহার মৃত্তিকাও বিলক্ষণ … [illegible]। বিলটী এখন অত্যন্ত মজিয়া গিয়াছে,—উ… আর অধিক গভীরতা নাই। কিন্তু গভীরতা… থাকিলেই বা কি হয়?— বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হইয়া… কেবল উপরের দিকে অল্প অল্প আবাদ হয়, … জলে মৎস্যজীবিরা মৎস্য ধরে,—বিল হইতে … মাত্র আয়। ইহাতে একটী সুদীর্ঘ খাল কা… কেবল বর্দ্ধিত শস্যে সমস্ত বঙ্গদেশ প্রতিপা… হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন থাকিতে পারে। নবা… আমলে একবার খাল খনন আরম্ভ হইয়াছিল, কি… স্বল্প দিন কার্য্য চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। মহা… কৃষ্ণচন্দ্রও একবার ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি… কিন্তু সে কাজও অধিক দিন চলে নাই। … কলিকাতার ছয় ক্রোশ উত্তরে বাগের খাল দিয়া … কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে নবাবগঞ্জের … দিয়া বরাবর কিছু কিছু জল বাহির হইয়া …

ব ব্যক্তি চিৎপুরের কালী বেশ্যাকে হত্যা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে ার করিয়াছেন। তাহার নাম হীরালাল মিশ্র, ায় তাহার বাড়ী। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে াব সমুদায় গহনা পাওয়া গিয়াছে।

২৬ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই তে মাদ্রাজের আত্যন্তিক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পুরে শতাধিক গৃহ ভূতলশায়ী হইয়াছে, এবং অন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

একখানি ফরাসী সমাচার পত্র বলেন, অতুল াশালী এক ব্যক্তির হঠাৎ সমুদায় সম্পত্তি বিনষ্ট কেবল এক লক্ষমাত্র ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) অব ছিল। ঐ ব্যক্তি ঐ ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শোকে ত্যাগ করে। তাহার এক ভ্রাতা ছিল, সেই একলক্ষ মুদ্রার অধিকারী। সে চিরকাল দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছিল। ঐ টাকার কথা শুনিয়া তাহার প আনন্দ হয় যে সেই আহ্লাদে তাহার মৃত্যু াছে।

ভাগলপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আবার ক দিবস হইতে আকাশের উত্তর পশ্চিম ধূমকেতু উঠিতেছে। ধূমকেতু কি একটা না করিয়া ছাড়িবে না?

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম ১৮৮১ র ৭ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট খানি বহু াজনীয় বিষয়ে পরিপূরিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান, ড়া, বীরভূম, মেদনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা য়া প্রভৃতির অধিবাসিরা সাধারণের উপকারার্থ ০ অব্দে যে সমস্ত রাস্তা, ঘাট, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি য়াছেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গেজেটে তাহার উল্লেখ য়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ভূরি প্রশংসা পূর্ব্বক বাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরাও ভূরিদাতা- ার নাম ও দানের উল্লেখ করিয়া সাধারণের াহ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধারণে যে য়া যত ব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও কার্য্যের ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

ার নাম	সংখ্যা	ব্যয়
াই	৩	৪৮০০
স্তা	১০	১০৭১০
তু	১৬	৩৯৫২৫।৵১৫
ধ	৩	১২৪৬/১৫
রিণী	১৪৬	১৬৫৮৪৮৶১০
প	৫১	১৮৪০৯৶১৫
কা ঘাট	৪	৩৪৮০
শত টাকার ন্যূনে		
সকল কাজ হইয়াছে		২৮৫৩৬।৶০

দাতাদিগের নাম।

কলিকাতার বাবু যদুনাথ মল্লিক যাত্রিদিগের সুবিধার নিমিত্ত মাহেশের জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে ২৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটা আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারভাঙ্গার বাবু গিরিধারী সিং ও দুর্গাদত্ত সিং মধুবনীতে ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী সরাই করিয়া দিয়াছেন। হুগলীর বাবু অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু ৬৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া মহীয়াড়ী হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করিয়া- ছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ জেলার অলয়করী নদীর উপরে এক লৌহময় সেতু করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহা- রাজের পক্ষ হইতে একটী রাস্তা ও ১৫ টী সেতুর নির্ম্মাণে ৮৫৭৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। সারণের বাবু গোবর্দ্ধন দাস পুষ্করিণীতে ৬০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং নদীয়ার বাবু শ্রীবাস দত্ত ৯০০০, ময়মনসিংহের বাবু হরদয়াল ঘোষ ৫৫০০, নল- হাটীর বাবু রামসুন্দর পাল এবং নদীয়ার বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত প্রত্যেকে তিন হাজার করিয়া পুষ্করিণীতে ব্যয় করিয়াছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু তিনকড়ি বাগ্‌চি ৪০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী পাকা কূপ করিয়াছেন। লালবাগের বাবু শিবনাথ হালদার ১০০৫ টাকায় একটী পাকা স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিয়মাবলী প্রকাশ হইয়াছে। আমরা বিস্তার ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিতে পারি- লাম না।

পারিসের জ্যোতির্ব্বিদগণ ২০ হাজার নক্ষত্রের গতি দূরত্ব, আকার, অবস্থা, প্রভৃতি বিষয় পরিদর্শন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে গুটী পোকাকে তুঁতের পাতা ও কুলপাতা খাওয়াইয়া থাকে; কিন্তু চীনদেশে কর্পূর বৃক্ষের পাতা খাওয়াইয়া গুটীপোকা পোষণ করিয়া থাকে। ইহাতে রেশম অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়।

২৭ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তা- হের রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে, কলিকাতায় ১৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরে ৬৫, ওলাউঠায় ১৬, অতিসারে ১১ জন মরিয়াছে। অবশিষ্টের অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া দেখাইয়া লোককে মোহিত করিয়া গিয়াছেন, আবার উইলসন নামক একজন সিংহের সহিত ক্রীড়া দেখাইবেন।

সংবাদ পত্রের ডাক মাশুল যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে, এক্ষণে তাহার অপেক্ষা কম করিবার জন্য পোষ্ট আফিস বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা চেষ্টা করি ছেন। অবগত হওয়া গেল, তিন তোলা ওজ দেশীয় সংবাদ পত্র গুলি এক পয়সা মাশুলে যাহ যায়, কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার চেষ্টায় আছেন।

অল্‌ওয়ারের মহারাজ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যাল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার অ প্রায়ে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। যাঁ বর্ষে বর্ষে সংস্কৃত ও ইংরাজি পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেন, তাঁহারা এক একটী স্বর্ণ পদক পারিতো প্রাপ্ত হইবেন।

মহীসুরের মহারাজ প্রজার অনুরাগভা হইবার একটী উত্তম উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া করি ছেন। পূজার পর একটী সভা হইবে, তাহ দেশের জমীদার ও সওদাগর প্রভৃতি আহূত বেন। তাহাদিগকে লইয়া শাসন-প্রণালীর বিবেচনা করা হইবে।

আমেরিকার একজন চিকিৎসক বলেন, আরক বসন্ত রোগের মহৌষধ। নিজের ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর সিমলায় কাল্‌কা নামক সাত মাইল ব্যাপিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

ইজিপ্টের খেদিব ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া চেষ্টা পাইতেছেন।

করাচীতে ধূমকেতু উদিত হইতে দেখা তেছে।

বঙ্গদেশে আমন ধান্যের অবস্থা উত্তম, কিন্তু রক্ষাই রক্ষা।

অমৃতসরে বন্যা নিবন্ধন কয়েদীদিগকে স্থান রিত করা হইতেছে। বৃষ্টির আধিক্য প্রযুক্ত গুলি অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইয়াছে।

পারস্যের সাহ পুরাতন শাসন-প্রণালী ও পদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রকারের শাসন-প্র অবলম্বন করিতেছেন।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পুত্র সিডনি স্থানে ৬০ হাজার দর্শকের সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতি করিয়াছেন।

আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মেদনীপুরের অভিমুখে যাত্রা কা ছেন। ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া রায় দার্জ্জিলিং যাইবেন এবং নবেম্বর বেহার, ভুমরাওন, বেতীয়া, হাথওয়া হইয়া মাসের নূতন মহারাজকে খেলাত ও উপাধি করিয়া কলিকাতায় আসিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোথায় সিমলা পরিত্যাগ করিবেন, না, সিমলাকে জাঁকাইয়া

...না। গবর্ণমেণ্টের সোদপোতা-বন্ধনার্থ ও ...দিগের বাসগৃহ-নির্ম্মাণার্থ নিকটস্থ বাটী ... সকল ক্রয় করা হইতেছে। "গোরীব ফাটে ...টে।" রাজপুরুষেরা বিলাসিতাসুখ ভোগ না ...বেন কেন?

...প্রতি কলিকাতা বরাহনগরের নূতন বাজারে ... লাগিয়া কয়েকখানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া ...ছে।

...বার ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার হিসাব ...১০ দিনের পর শেষ হইল। সমগ্র ভারত-... লোক সংখ্যা সমষ্টিতে ২৫২০০০০০০। ...দেশে ৬৬৮০০০০০, আসামে ৪৮০০০০০, মান্দ্রাজে ...০০০০ বোম্বাইয়ে ১৬৩০০০০০, দেশীয় রাজগ-... অধিকৃত প্রদেশে ৬৯০০০০০, সিন্ধুপ্রদেশে ২৪-...০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৬০০০০০, দেশীয়দিগের ...কৃত প্রদেশে ৭০০০০০, অযোধ্যায় ১১৪০০০০০, ...শ অধিকৃত পঞ্জাবে ১৮৭০০০০০, দেশীয় ...র অধিকৃত পঞ্জাবে ৩৮০০০০০, মধ্যপ্রদেশে ...০০০০, বেরারে ২৬০০০০০, ব্রিটিশ ব্রহ্মে ৩৭০০০০০, ...সুরে ৪১০০০০০, রাজপুতানায় ১১০০০০০০, মধ্য ...ভারতবর্ষে ৯২০০০০০, হায়দ্রাবাদে ৯১০০০০০। ...ায়ে পুরুষের সংখ্যা ১২৯০০০০০০, স্ত্রীলোকের ...া ১১৮০০০০০০। পূর্ব্বের গণনার সহিত এক্ষণ ... গণনায় শত করার হিসাবে বঙ্গদেশে ১০ জন, ...ামে ১৯, সিন্ধু প্রদেশে ১০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ...অযোধ্যায় ১, পঞ্জাবে ৭, মধ্যপ্রদেশে ২৫, বেরারে ... ব্রহ্মদেশে ৩৫ বৃদ্ধি হইয়াছে, মান্দ্রাজে শত ... ২৪ বোম্বাইয়ে ৩, মহীসুরে ১৭ জন করিয়া ...কের হ্রাস হইয়াছে।

আমরা ১৮৮১ অব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা ...গেজেটে নিম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদিগের শিক্ষার ...ব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখন অনেক বিচার ...ঠর বিচার কার্য্য অশিক্ষিত নাপিতের ক্ষৌর কার্য্যের ...ন সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট ...নর ইডেন সাহেব এ বিষয়টী বিশেষরূপে বিদিত ...আছেন। তন্নিমিত্ত তিনি নিম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ান-...কে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য যত্নবান ...য়াছেন। এবিষয়ে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি-...দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ...হায্যে ২ প্রকারে তিনি স্বয়ং তিনটী প্রস্তাব করিয়া-...ছেন। আমরা তাঁহার একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করি-...তেছি। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন ...ম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া ...লিবার জন্য ইডেন সাহেবের কেমন যত্ন জন্মি-...য়াছে। তিনি বলেন পাঁচ বৎসর কার্য্যের পর চিহ্নিত ...সিবিল সারভাণ্টদিগের হস্তে মুন্সেফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাঁহাদিগের হস্তে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে, তাহার সঙ্গে ঐ ক্ষমতা চালন করিবেন ইত্যাদি। তাঁহার প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হইলে আর গৃহীত হইবে না। কিন্তু তাঁহার কৃত যে প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হউক, চিহ্নিত সিবিলিয়ান-দিগকে প্রথমাবধি এক একটী কার্য্যের ভার দিয়া সুশিক্ষিত না করিয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের হস্তে গুরু-তর কার্য্যের ভার দেওয়া বিধেয় নহে।

সাধারণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "এখানে দুই জন বাণিজ্যবঞ্চক ধরা পড়িয়াছে; উহাদের মধ্যে এক জনের নাম চৈতন্যকৃষ্ণ পাল অপর জনের নাম গোপীমোহন বসাক, উভয়েই ঢাকা নগরের কোন এক জন মহাজনের কার্য্যকারক। ঢাকানগরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোক আছে, তাহারা স্বর্ণকার চাকর রাখিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের আভরণ ও রৌপ্য বাসন ও তৈজস প্রভৃতি বিবিধ কৃত্রিম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশ বিদেশে বিক্রয় পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। প্রায় ৫। ৬ বৎসর হইল যশোহরে উহাদের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। উহারা প্রতি-বৎসর লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লইয়া যায়। এ বৎসর আবার পূর্ব্বলোভের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি বহু-বিধ সোণা ও রূপার দ্রব্যাদি লইয়া এখানে উপস্থিত হয়; কিন্তু এ বার উহাদের যাত্রাকালে চন্দ্রতারা বিশুদ্ধ ছিল না; উহারা আসিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র, ইতি মধ্যে এখানকার মিউনিসিপালিটীর হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় মহোদয়ের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছোট রকমের একটী রৌপ্যবাটী মনো-নীত করিয়া উহাদের নিকট দর জিজ্ঞাসা করাতে উহারা ফিঃ ভরি ১ টাকার হিসাবে দর স্থির করিয়া বাটিটী কালী বাবুর নিকট বিক্রয় করে, কিন্তু মূল্য নগদ দেওয়া হয় না। বাটিটী লইয়া যাওয়ার পরে কালী বাবুর মনে উহার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বাটীর তলা ঘসিয়া তাম্র বলিয়া বোধ হও-য়াতে তিনি বিক্রেতাদিগের নামে দণ্ডবিধি আই-নের ৪১৭ ধারামত অভিযোগ করেন। তৎপরে ক্ষীরদা নাম্নী এক বেশ্যা উহাদের নামে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করে যে, ২। ৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট ১৪ টাকা মূল্য লইয়া উহারা এক-খানি চাঁকার গলপা বিক্রয় করিয়াছিল, উহা আদৌ রূপার নহে দস্তার। উভয় মোকদ্দমা বিচার জন্য সুবিজ্ঞ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিডলটন সাহে-বের সমীপে অর্পিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষীরদার মকদ্দমাটী প্রমাণাভাবে ডিস্‌মিস হইয়াছে অর্থাৎ বাদিনীর নিকট উহারা যে গলপা বিক্র... করে, তাহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই, সুতরা... আদালত কি করিবেন? কিন্তু কালী বাবুর মকদ্দ... সেরূপ নহে, এই মকদ্দমায় দ্রব্যের মূল্য অবধার... পূর্ব্বক বিক্রয়ের প্রমাণ বিলক্ষণ হইয়াছে; বিশেষ... বিরোধীয় বাটি হইতে ১।০ ভরি ওজনের এক খ... কাটিয়া লইয়া উপযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা ক... হইয়াছে; তাহাতে ১।০ ভরির মধ্যে ১ ভরি খাট... বাদ যাইয়া।০ সিকি ভরি মাত্র রৌপ্য পাও... গিয়াছে। এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া এখান... কার সমস্ত লোক অবাক হইয়াছেন। ডেপুটী মাজি... ষ্ট্রেট আসামীদ্বয়ের নামে ৪১৭ ধারার ৫১১ ধারাম... চার্য্য করিয়াছেন, আসামীরা সাফাই সাক্ষী মানি... য়াছে। আপাততঃ মোকদ্দমা স্থগিত আছে। কি... ঢাকার স্বর্ণকারদিগের কৌশল দেখিয়া আমরা চম... কৃত হইয়াছি। উহারা প্রত্যেক ভরিতে ৮০ ও ৸... আনা পর্য্যন্ত তাম্র ও দস্তা চালাইতে পারে।"

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে... "পূর্ব্ব পত্রে যে বৃষ্টি হইতেছিল লিখিয়াছিলাম, ঐ ... এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে যে নদী নালা সম... পরিপূর্ণ হইয়া রাস্তা ঘাট কয়েক দিবস জল... রহিয়াছে। অনেকের ভুট্টার ক্ষেত্রে ২। ৩ হস্ত ... ততোধিক জল দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে এই সম... ক্ষেত্রের শস্য লাভ বিষয়ে কৃষকেরা হতাশ হইয়াছে... যে সমস্ত নিম্ন ভূমিতে অল্পদিন দিবস ধান্য রো... করা হইয়াছিল, তাহাও প্রায় ৫। ৬ হস্ত ... মধ্যে ডুবিয়া আছে। এ দিকে গঙ্গা আর গণ্ড... জল বৃদ্ধি হইয়া চরস্থ জমীর শস্যগুলি আপন ... স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

এ জেলায় গঙ্গা ও গণ্ডকী প্রভৃতি কয়েকটী ... বড় নদী আছে। ইহারা বর্ষাকালে অতি ... মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। আবার ইহাদের ... বাসী এক একটী ঘাটওয়ালাও এ সময়ে ভীষণ ... ধারণ করিয়াছে। এ সময়ে নদীগুলি প্রশস্ত ... ঘাটে ঘাটের খেয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয় ... নাবিকেরা ইজারদারের অনুমতি ক্রমে এক ... এত অধিক লোক লয় যে প্রতিক্ষণে মনে ... এই বার নৌকা ডুবি হইল। ইহাদিগের আ... লইবার কিছু নিয়ম আছে কি না? যদি থাকে, ... নিয়মানুসারে কেহ কার্য্য করে কি না? এই ... বিষয় কোন কর্ম্মচারী দেখেন কি না আমরা ... পারি না। অতএব প্রার্থনা যে, যেন ... বড় সাহেবেরা খেয়া ঘাটের প্রতি কিঞ্চিৎ ... রাখেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ এ আগষ্ট। ১৮৮১। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে. কেনেডি সব ডেপুটী কালে-
র আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।
ই জুলাই এইচ, পি, পিটারসনকে যে ঐ ক্ষমতা দেওয়া হই
, এতদ্দ্বারা তাহা রহিত হইল।
ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে জে. ওকেনলি
ও এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।
ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে এইচ, গিলন
ও আঠার দিনের ছুটি পাইয়াছেন।
লা সেপ্টেম্বর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি এ,
ক্লি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে গেলেন।
২ রা সেপ্টেম্বর মুরশিদাবাদের ষ্টেটের ম্যানেজারি কার্য্যে
ক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ
াপাধ্যায় দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।
৫ ই সেপ্টেম্বর। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু
চন্দ্র দাস (যিনি ছুটী লইয়াছেন তিনি) এক্ষণে ২৪ পরগ-
সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।
নোয়াখালির প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন এবং ঐ
ার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।
লাহসাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আশু-
গুপ্ত কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
টী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে বদলী
লেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।
কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত গয়ার অন্তর্গত নোয়াদার সব ডেপুটী
লেক্টার বাবু প্যারিমোহন বসু একমাস ছুটী পাইয়াছেন।
৬ ই সেপ্টেম্বর। মানভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত মধুবনী বিভা-
ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার
জে, এস, ফেন্ডার এক মাস একুশ দিনের ছুটী লওয়াতে
ভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ
ন্য ঐ কার্য্য করিবেন।
জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
লেক্টার এ, ডবলিউ কমারাট ৩১ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।
জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
মূল্যচরণ মল্লিক ঐ কার্য্য করিবেন।
চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজি-
ট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, হুইয়ডেন তিন মাসের
ট লওয়াতে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট মাজি-
ট ও কালেক্টর আর, আর, পোপ সাহেব তাঁহার কার্য্য
রিবেন।
গয়ার অন্তর্গত নোয়াদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-
র সি, জি, এস, পায়েকোর ৩০ দিনের ছুটি লওয়াতে গয়ার
অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মোলবী
রামিজ উদ্দিন তাঁহার কার্য্য ভার পাইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮১। ৫ ই সেপ্টেম্বর। চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গানাথ রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভয়চন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩ ই সেপ্টেম্বর। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজ বাবু ভূপতি রায় ২১ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু ভূপতি রায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ এ, সি, মিত্র ১৪ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

মধ্যে যুবক সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ভারতবন্ধু নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ সভ্যগণ সাধারণের নিকট হইতে যে চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন, ঐ চাঁদা টাকার সংখ্যা অল্প হওয়াতে সময়ে নাইট সাহেবকে টাকা পাঠান হয় নাই, এক্ষণে টাকাগুলি সভার অপর ব্যয় নিমিত্ত লওয়া হইবে অথবা যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইবে, এই বিষয়ের মীমাংসা করা। সভায় স্থির হইয়াছে ঐ টাকা ফেরত না দিয়া সভার অপর কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। কারণ, যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আর পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

সম্প্রতি বালি উত্তরপাড়া হইতে চারিটী বালক এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। উহারা বর্দ্ধমানে আসিলে আর একটী পলাতক বালক সঙ্গী হয়। পরে পাঁচ জনে জামালপুরে আসিয়া হোটেলেতে বাসা লইয়াছিল। ইত্যবসরে উত্তরপাড়ার বালক দুটী বর্দ্ধমানের বালকের চল্লিশ টাকা অপহরণ করাতে, সে পুলিষে গিয়া সংবাদ দেয় এবং বালীর দুটী বালককে সাক্ষী মানে। এদিকে বালির বালকদ্বয়ের মধ্যে এক জনের দাদা আসিয়া পুলিষে একাহার দেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার একটী ফুলট বাঁশী এবং অপর দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিষয়ের বিচার হয়। দাদা প্রথমে ভ্রাতার চুরী অস্বীকার করিয়া কহেন, যখন উভয়ে এক অন্নে থাকি, তখন চুরী করিয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি পুলিষে কি এজাহার দিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে চুরী করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে কহেন। হাকিম তৎশ্রবণে কহেন "ইহাদের কি কিছু সাজা দিতে ইচ্ছা কর?" তাহাতে সম্মত হইলে পাঁচ বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। ঐ বালি অপর বালককেও এই বলিয়া পাঁচ বেত্রাঘাত খা হইয়াছেন যে তাহার পলান রোগ থাকাতে আ এক বার পলাইয়াছিল এবং সেই তাঁহার ভ্রাতাকে পরামর্শ দিয়া আনিয়াছে।

গত বৎসর এই সময় মুঙ্গেরে খেয়ার নৌ ডোবায় এবার একখানি ষ্টিমারে পারাপার ক হইতেছে। কণ্ট্রাক্টারেরা বার্ষিক দশ হাজার টা করে পাঁচ বৎসরের জন্য ঘাট জমা লইয়াছেন ভাড়া প্রতি ক্ষেপ দুই আনা।

ভাগলপুর।

আমরা সোমপ্রকাশে পুচ্ছহীন চতুষ্পদ গো কথা লিখিয়া বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম। ভাবি ছিলাম যদি কৌতূহলাক্রান্ত কোন পাঠক কৌতূ পরিতৃপ্তির জন্য "ছাঁদন দড়ি" লইয়া এক ব এখানে আসিয়া গোরু বান্ধিয়া রেলযোগে জি মিউজিয়মে প্রেরণ করেন, তবে গোরুর উপ কি হইবে? কিন্তু ঈশ্বরকে, পাঠকবর্গকে হুগলীর সংবাদদাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ, কে এখানে আসেন নাই। তবে যে এখন সংবাদদ মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায়ও ওরূপ গো অভাব নাই, সে আমাদিগের পক্ষে সৌভাগে কথা বলিতে হইবে। কেন না বাঙ্গালায় যদি ঐ গোরু না থাকিত, তবে একজন হতভাগ্য সম্পাদ ন্যায় আমাদিগকেও পথে পথে বেড়াইয়া গে দেখাইতে হইত। তিনি গোরু দেখাইয়া বে নাই, তিনি কোন সহরের মিউনিসিপাল রা শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহার পত্রে প্রকাশ ক চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছিলেন। সহর কোত নমক দিয়া তাঁহাকে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত লইয়া রাস্তা দেখাইয়া লন! চমৎকার বিচা তাই বলি ঈশ্বর হুগলীর সংবাদদাতাকে দিয়া আ দের মানরক্ষা করিয়াছেন। গোরু দেখাইবার হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

সম্প্রতি বংশজ কুলকুলাঙ্গার (!) মধ্যবিত্ত স্থাপন্ন আমাদের কোন সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্য অধিকবয়স্ক বন্ধু এখান হইতে বিবাহ কা তাঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলায়—গ্রামে বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। বাটীতে গিয়া লেন বিবাহের কথাবার্ত্তা সমুদায় এমন কি

স্থির হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অর্থাভাব ! অর্থা- বলিয়া দরিদ্র বংশজ সন্তানের বিবাহ হইল না ; মনের অনুরাগে কাহাকেও না বলিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছেন ! ঃখের বিষয়, সমাজের কি সূক্ষ্ম বিচার ! এক জন দ্র ব্যক্তি অর্থ দিতে পারিল না বলিয়া তাহার রীও বিবাহ হইল না ; আর এক জন অসচ্চরিত্র ৫। ৭ টী বিবাহ করিয়া স্ত্রীধন পর্যান্ত লইয়াও কাল যাপন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অবস্থায় বন্ধুর বিবাহ প্রস্তাব করা আদৌ সিদ্ধ হয় নাই। দরিদ্র অবস্থায় বিবাহ করিয়া যে দিন দিন আরও দরিদ্র হইয়া উদরান্নের ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি, বোধ করি এ কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ত সংসারত্যাগী াছেন, এক্ষণে যে সকল অবিবাহিত দরিদ্র আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি বিবাহের অগ্রে স্বীয় স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া ন। বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক বার র সাধে পাল্কী চড়িয়া লইব, এ দুরাশা যেন ন না। যাঁহারা এই দুরাশায় মোহিত হইয়া ী আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পাল্কীর ঝা বুঝিতে পারিয়াছেন ! পাল্কী বড় সহজ নহে। ঐ যে উহার উপর বক্র বংশ খণ্ড া যায়, ঐ বক্র বংশ কাঁধে যখন সরল হয় তখন স্থির ! উহা রক্ষা করিতে জীবনান্ত হয়। অতএব য বিবেচনা করিয়া বংশে আরোহণ করা কর্ত্তব্য, থা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

২২। ২৩ বৎসরবয়স্ক এক জন মুসলমান যুবা ম বার একটী কাঁটাল, দ্বিতীয় বার ১ খানি এবং তৃতীয় এই বার এক খানি কাপড় হরণ করায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ালয়ে প্রেরিত হয়। এখানকার আসিষ্টাণ্ট ষ্ট্রেট বাবু রাজকুমারের নিকট তাহার র হয়। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হওয়ায় কয়েক দিবস হইল তাহার ১৫ বেত ও ৩০ অর্থ দণ্ড ও দুই বৎসর কারাবাস হইয়া াছে। অর্থ দণ্ড দিতে না পারিলে তাহাকে আরও াস কারাগারে থাকিতে হইবে। চুরী করার যে ফল, তাহা মুসলমান যুবক এইবার বিলক্ষণ া করিয়াছে।

গত পরশ্ব (২১ এ ভাদ্র) কাগল গ্রামের ট গঙ্গাগর্ভে আমাদের এক জন মহাজনের পূর্ণ এক খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। দাজ ২০০০ টাকার দ্রব্য তাহাতে বোঝাই ছিল। ার বৎসর গঙ্গাগর্ভে যে কত মহাজনের আশা- কল্যাগুলি পাইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই।

"বিমা" প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক মহাজনের বিশেষ সুবিধা হয়।

মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। বাজার দর পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি এখানকার পুলিস স্থানীয় কবিরাজ ও ডাক্তারদের তালিকা প্রস্তুতকরণার্থ মহাব্যস্ত হইয়াছেন। ঐ তালিকা খানি প্রস্তুত হইলে তৎপাঠে সহজেই চিকিৎসক ও ডাক্তারদের বিদ্যাত্রাক্ষ- লোর পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক্ষণে এখানে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, তৎসমস্তের মধ্যে তিন জন এম, বি, দুই জন এল, এম, এস, তিন জন নেটিব ডাক্তার, পাঁচ জন কবিরাজ, এক জন হোমিওপ্যাথিক ও অবশিষ্ট দশ বার জন হাতুড়ে ডাক্তার এবং হাতুড়ে কবিরাজ আছেন। হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজেরা মূর্ত্তিমান যমদূত, এজন্য তাঁহাদের চিকিৎসা ও ঔষধের গুণে রোগীকে প্রায়ই অকালে কাল কবলিত হইতে হয়, তবে যে রোগীর অখণ্ড পরমায়ু, তাহার স্বতন্ত্র কথা। আমরা হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসক সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করিয়াছি, কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে এত দিন মনোযোগী হন নাই। এক্ষণে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু সারদার হিত কামনায় ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগের তালিকা প্রস্তুত করণার্থ পুলিসকে নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যত দিন হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া না হইবে, তত দিন কখনই প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমাদের এখানকার ডাক্তার বাবুরা "পরের মাথার কাঁটাল ভাঙ্গিয়া" পাল্কী চড়িয়া থাকেন। এটী বড় কুৎসিত ও ঘৃণিত প্রথা। কিন্তু কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের নিজের গাড়ী, ঘোড়া ও পাল্কী আছে। তাঁহারা রোগীর নিকট দর্শনী (ভিজিট) ভিন্ন গাড়ী কিম্বা পাল্কী ভাড়া গ্রহণ করেন না। এ উত্তম নিয়ম। কিন্তু এখানকার ডাক্তার বাবুদিগকে ডাকিতে অগ্রে দর্শনী দুই টাকা ও পাল্কী- ভাড়া ছয় আনা যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। কলিকাতায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঔষধালয় আছে, কিন্তু এখানে ডাক্তার বাবুরাই রোগীর অনন্যগতি, সুতরাং দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে ডাক্তার বাবুদের ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের কৃত ব্যবস্থাপত্র আবশ্যক হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে সে প্রথা নাই। ডাক্তার বাবুদের ব্যবস্থাপত্র তাঁ- দের ডিস্পেন্সরীতেই রক্ষিত হইয়া থাকে, সুত আবশ্যক হইলে তাহা সহজে পাইবার উপায় না কলিকাতায় পয়সা খরচ করিলে টাট্কা ঔ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে ত্রিগুণ মূল্য দিয়াও ঔষধ লইতে হয়। কলিকাতায় দ্বিগুণ দর্শনী দি রজনীতে ডাক্তার পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে নীতে দ্বিগুণ দর্শনী দিলেও ডাক্তার পাওয়া সুকঠি যত দিন ঐ সমস্ত কুপ্রথা উঠিয়া না যাইবে, দিন রোগীর শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

নদীয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বেল সাহেব জ্বর ও প্লীহার একটী চমৎকার ঔষধ প্র করিয়াছেন। ঐ ঔষধ সেবন করিয়া বিস্তর রো আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এ বৎসর এ জে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ জন্য গবর্ণ প্রজাদিগের চিকিৎসার্থ বার জন অতিরিক্ত নে ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়াছেন। মধ্যে এক জন নে ডাক্তার এখানেও পদার্পণ করিয়াছিলেন, কি তাঁহার নিকট দুই ড্রাম কুইনাইন ছিল, এজন্য রোগীর আশানুরূপ উপকার দর্শে নাই। গবর্ণ যদি নেটিব ডাক্তারের পরিবর্ত্তে দাতব্য চিকিৎ লয়ে ডাক্তার বেন্সলী সাহেবের কৃত জ্বর ও নাশক কয়েক বোতল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন, হইলে দরিদ্র রোগীর বিস্তর উপকার হইত স নাই।

বর্ষা সমাগমে প্রতি বৎসর ভাগীরথীর জল হইয়া মরাগাঙ্গীতে প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন ক মাস লোকের গঙ্গা স্নানের সুবিধা হয় ও নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এবার যথাকালে গাঙ্গীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা আসিয়াছেন, ভাদ্রই ধানের অনুরোধে গড়ের বাঁধ কৃষ কাটিয়া না দেওয়াতে জলের রীতিমত স্রোত নাই। মধ্যে কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, তন্নি গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া বাঁধের কোন কোন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু ধ নাথ সরকারের নূতন অসম্পূর্ণ সেতুটীরও ঐ এক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার নগরে জল প্রবেশ না করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

...্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ...য়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

...বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা ...তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ...াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ ...াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের ...ম নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া ...বন।

ঠিকানা।

...ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, ...রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, ...রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- ...র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ...বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ ...; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের ...্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ...নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট ...কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো- ...ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প ...র কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া- ...। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে ...ান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- ... মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা- ... পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত ...ন টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ ...বেন।

...একঃ পুরুবোধন্যোজয়কালীসুশোভনঃ। ...ান্তিরসাভিধানশ্চ শান্তিকান্তিপ্রদায়কঃ।

জয়কালী মতে নূতন আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত প্রাকৃতিক ঔষধ।

...একঃ পুরুবোধন্যঃ এটী অম্লশূল ও অম্লরোগের অব্যর্থ দৈব মহৌষধ।

ইহা ৪ নম্বরে বিভক্ত। পরীক্ষা করিয়া দেখা ...াছে, এই ঔষধ সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার ...া রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

১ম—নম্বর।

সপ্তাহের মূল্য	॥০
মাসুল	।০
প্যাকিং খরচ	৵০

২য়—নম্বর।

এই প্রাকৃতিক ঔষধের দ্বারা অম্ল, আম, ক্রিমি, দন্ত ও শিরঃশূল আরাম হয়। আর নবজ্বর, কাশী, গ্রহণী, অতিসার, রক্তাতিসার, উদরাময় অজীর্ণ- দোষ, আমাশয়, রক্তামাশয়, অর্শ, সামান্য বাত, কুচ্কি, বাগি, ও তজ্জনিত জ্বর, ঘা, বেদনা, বায়ু, পিত্ত ও কফাশ্রিত রোগও আরোগ্য হয়। ইহা রোগ বিশেষে ১ সপ্তাহ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে বিশেষ প্রতিকার হইয়া থাকে।

সপ্তাহের মূল্য	।/০
মাসুল	।০
প্যাকিং	৵০

৩য়—নম্বর।

এই আরোকে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাত- জ্বর, অজীর্ণ দোষ ও ক্রিমিরোগ আরাম হয়। ৩। ৪ বোতল নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫। ৩০ বৎ- সরের অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রমাণ বোতলের মূল্য	।০
মাসুল	১॥০
প্যাকিং	៲০

৪র্থ—নম্বর।

ইহা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, ইহার মূল্য নাই, অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহার আরাম না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে পাইবেন।

জয়কালীসুশোভনঃ।

ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌ- ষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত, গেটেবাত, আন্ত্রিক বাহিক ও আঘাতজনিত বেদনা, ক্রিমিতে অম্লজরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাসুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, নাড়ীর প্রধানতা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চড়ক- ডাঙ্গার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যা- য়ের গলিতে সএকঃ পুরুবোধন্যঃ নামে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা- য়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষ... প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকি... গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপ... উক্ত লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষ... লইবেন না।

প্রশংসা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন... সএকঃ পুরুবোধনাস্তস্য দাসঃ প্রিয়া, চ, ব, ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার ... কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকু... টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্... নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃ... হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘো... মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগে... বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খ... ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত প... এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নি... ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল... এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আ... মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পা... যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তা...
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপু...
কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৵০। আমার নিকট প্রাপ্ত...
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৭১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী...

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুর... ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাঁটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, ... প্রকার দুষ্ট ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, ...

ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল
ার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, চিঁড়িয়া, ছড়িয়া,
য়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-
সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার
উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) লিঙ্গবেদনা,
প্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক,
ড ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা
ের চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

ই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের
এবং ১০ নম্বর কেটিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র
পাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

———○———

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর
া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ
, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ
শে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র
, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হই-
, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোম-
াশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী"
াদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে
াশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি
লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে
বস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা
য়া আসিতেছেন, ইহা অনেকেই অবগত
ছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃত-
্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে,
ারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল
টীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা
য়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা
ত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য
কার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে
ন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে
স্তার কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাবি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর,
ের, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু
কার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে।
এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোষণ্ড, মাংস-কোষণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা বোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায়—গোয়ালপাড়া
" " গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মতিহারি
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর
" " কৃষ্ণজীবন দত্ত—কাছাড়
" " রাধামোহন সামন্ত—কমলপুর
" " ব্রজনাথ পাল—নওয়াখালী
" " রসিকলাল চন্দ্র—কলিকাতা
" " অনন্তরাম দাস—ভবানীপুর
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—কেওড়ামাল

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট কা
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কা
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"

৪৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ঠা আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ১৯ এ সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ ... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম...

প্রেরিতপত্র।

লজ্জা।

একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রৈলোক্য-
বিজয়ী ভবেৎ।

অনেকে সমাজের হিত সাধনের উদ্দেশে অ... প্রকার প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, আমিও আজ ... নূতন প্রকার প্রস্তাবটী লিখিলাম। যেমন ...

... ..., অবস্থায় বল প্রদান ... ঐরূপ; অতএব ... দান করিয়া অনুগৃহীত

... লজ্জা কি মানুষের ... না এটী কাল্পনিক, অভ্যাসের ... লজ্জাবোধ হইয়াছে? কাহাকেও ... তুমি সহজে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ... লজ্জার কারণ দেখিলেই লজ্জা কি ... জানিতে ইচ্ছা হয়। আবার লজ্জা-সঙ্কুচিতা ...নী ব্রীড়া-বিনত হস্তে যখন অবগুণ্ঠন টানিয়া ... ঢাকা দেন, তখন সহজেই বুঝিয়া —লজ্জা কি, কারে বলে লজ্জা।

...ই বালিকাটী বড় শান্ত শিষ্ট, এমন লজ্জাশীলা ...ও দেখি নাই; 'বালিকাটী লজ্জাশীলা'—কেন ...তিনি সর্বদা লজ্জিত হইয়া আছেন? তাঁর আহার ...রের অবসর নাই, কথাবার্তার অবসর নাই, ... আহ্লাদে আমোদ করিবেন তারা পরিশ্রম করি- ... সে যো নাই—রাত্রি দিন কেবল লজ্জাতেই জড় সড় ... তুলিয়া চান না? ঘরের এক কোণে চুপ করি... ...য়া থাকেন?—না, সে কথা বলিতেছি না। ...কারী নির্লজ্জ নন; লজ্জার কারণ উপস্থিত হইলে ... রৌদ্রতাড়িত ম্লান পদ্মদলের ন্যায় বিচ্ছায়-মুখী ... পড়েন। লজ্জাহীনার তো তাহা হয় না। ... কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে লজ্জার কারণ ... মনুষ্য লজ্জা হয় না? সাধ করিয়া কেহ লজ্জায় লুকাইয়া থাকে না। তবে লজ্জার কারণ কেমন, ...ও দেখি? লজ্জার সে কারণ কত দিন হইয়াছে, দেখি শুনি?

বসনে হিমানির তীক্ষ্ণতা রোদের প্রখরতা নিবা-...য়। এখন তো পল্লব-পত্র-বিগত শিষ্ট বসন্ত ...ণ বহিতেছে। আর রোদ নাই, তারকা-শোভিত ...-নিনিদ্ধ সান্ধ্য সময়; হেমন্ত প্রকোপও ...ছে, তবে উলঙ্গ থাক না কেন? বসনে এখন ...জন নাই, তবে বস্ত্র পরিয়া ফল কি? বিনা ...ব্যয়ে তুমি উলঙ্গ হইতে পারিবে, কাপড় পরি-... ছাড়িলেই উলঙ্গ। উলঙ্গ হইবার জন্য বাজার ...ত কিছুই কিনিয়া আনিতে হইবে না, কারিগরের ... কিছুই গড়াইতে হইবে না। এখনি মনে করিলে ... হইতে পার। গ্রীষ্ম কাল আসিলে তুমি মোটা ... বন রাখিয়া সরু কাপড় ব্যবহার কর, আবার ...কালে পাতলা কাপড়ে শীত নিবারণ হয় না, ... মোটা কাপড় পর। তোমার প্রয়োজনানুসারে ...র পরিবর্ত্তন কর। এ সময় ত কোন তোমার ...র প্রয়োজন নাই, তবে সকলি পরিত্যাগ কর না ...?—তা পারিবে না, লজ্জা তোমায় হাত ধরিয়া নিষেধ করিবে,—তা করিও না, তুমি উলঙ্গ হইও না? উলঙ্গ হইতে তোমার লজ্জাবোধ হইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বসনে লজ্জা নিবারণ হয়।

লজ্জা তবে কেমন পদার্থ? দয়া মায়া ভয় কাপড়ে নিবারণ হয় না, অন্য কোন পদার্থেও নিবারণ হয় না। একটী দরিদ্র লোক দেখিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হইল। তোমার মনোবৃত্তি সেই উত্তেজনা কিছুতে ঢাকিতে পারিবে না। সে বৃত্তিকে চরিতার্থ করা চাই, তবে তার শান্তি হইবে, নচেৎ যতক্ষণ সেই পাত্রের তোমার হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে ততক্ষণ তোমার অন্তর পুড়িবে। কিন্তু লজ্জা সেরূপ নয়, উহাকে তুমি মনে করিলেই ঢাকিতে পার। লজ্জা একটা অভ্যাস-লব্ধ বৃত্তি, মনুষ্যচিত্তের একটী স্বাভাবিক গুণ নয়। মায়া দয়া ভয় চিরকাল ছিল, এখনও আছে। মানুষ প্রকৃতি দেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন; কিছুই জানেন না। তিনি তখন সংসারকে জানেন না আপনাকেও জানেন না কাহাকেও চিনেন না। সকলি নূতন; কাহারও সঙ্গে আলাপ নাই। তথনও তাঁহার হৃদয়ে মায়া; অন্যের প্রতি না হউক তাঁহার আপনার প্রতি মায়া। তিনি আপনাকে জীবিত রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইলে তিনি আহার অন্বেষণ করিলেন। তখন তিনি মায়ার বশীভূত না হইলে আর একটীও মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিত না। মায়াদি মানুষের সহজ ধর্ম্ম। সদ্যঃ প্রসূত শিশু কষ্ট বোধ করে; কষ্ট হইলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু কি হইতেছে তাহা সে জানে না। কষ্ট দূর করিতে নিজে অক্ষম। আবার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে ভয় মায়া দয়া প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি স্বতই তাহার হৃদয়ে কোরকিত হয়। এ বৃত্তিগুলি কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। স্বভাব তাহার শিক্ষাগুরু। শিশু কিছুই বুঝে না অথচ কেন ভীত হয়; তাহার প্রিয়বস্তু লইলে সে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু, লজ্জা সেরূপ নয়। লজ্জা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়। লজ্জা মানুষের অবস্থার সহচরী। এক বার যে কারণে লজ্জার আবির্ভাব হইয়াছিল অবস্থান্তর হইলে আবার সেই কারণে অন্য সময়ে লজ্জাবোধ না হইতে পারে। একজন শ্রমজীবী মুটে মোট লইয়া তোমার গৃহে আসিল। তুমি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত পূজনীয় ব্যক্তি। মুটেকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার মোট নামাইয়া বসিবার আসন দিয়া তাল বৃন্তে ব্যজন করিতে লাগিলে। মুটে যার পর নাই লজ্জিত হইল, কারণ এটী তাহার অবস্থার মত ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় কেহ কখন মুটে মজুরের এ প্রকার সম্মান করে নাই, সুতরাং সে অপ্রতিভ হইল, কিন্তু, আবার যদি সেই মুটের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ... সে বিদ্বান্ ধনবান হইয়া উঠে, তখন সপরি... যদি তার পদ প্রক্ষালন করিয়া দাও আর সে ল... অনুভব করিবে না। তখন তার অবস্থার মত ব... হইল। মুটের ধন হইয়াছে আর সে মুটে নাই, ... তার মোট কত লোকে বয়! এখন সে যেখানে ... সকলে দাঁড়াইয়ে বলে—আসুন। কেহ বসি... চৌকী আনিয়া দেয়। চাকরে পা ধোয়াইতে... বাতাস করিতেছে, পান তামাক দিতেছে—সক... পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। তখন এ সমস্ত না হইলে তা... অপমান বোধ হইত।

এই এক পক্ষের কথা গেল। আবার ... চন্দ্রবিলাস বাবু বিলক্ষণ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি ... ঘোড়া পাল্কী চড়েন, অগ্রপশ্চাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-... কনক কেয়ূর বিলাসিত ভুজদণ্ড আস্ফালন ক... করিতে অনুচরবর্গ ছুটিতে থাকে। দেশে দেশে ... সময়, সকলেই একতানে যশঃ কীর্ত্তন করে। বা... নিত্য সমারোহ। এ আসিতেছে, ও বসিতেছে ... যাইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ ড... তেছে, কেহ হাঁকিতেছে, কেহ কিছু আনিতেছে,... তুলিতেছে, কত জনে লুটিতেছে, কেহ কেহ ... তেছে—মহা ধূম, রাত্রি দিন বাড়ী সোরগরম ... আছে। বাতুলের বুদ্ধি আর কমলার বুদ্ধি—... স্থির থাকে না! চন্দ্রবিলাস বাবু দরিদ্র হইলেন, ... তাঁহার দাস দাসী নাই, অনুচর সহচর নাই। ... নিজেই সমস্ত গৃহকর্ম্ম সমাধান করেন। তিনি ... মাথায় মোট করিয়া দ্রব্য সামগ্রী আনিতে লাগিলে... প্রথম প্রথম তাঁহার বড় লজ্জা হইল। কেন ... এ লজ্জা হয়? কারণ এ কাজে তাঁহার অভ্যাস ... না। তাঁহার অবস্থায় এ কাজ শোভা পাইত ... তাই আর লজ্জা হইতেছে। লজ্জা তবে অবস্থার ... চলিতেছে—অবস্থার প্রিয় সখী।

পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা অমৃতায়মান বাক্যকৌ... স্বরে কথা কহিতেছে। তুমি তাহাকে ... রাখিয়া কৌতুক করিতেছ, নীল-বিচ্ছুরিত আ... অঙ্গের মানিক ডাকিয়া চিহ্ন দিতেছে। বালিক... লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালি... কিছুই করিল না, তুমি কোলে করিলে সঙ্কুচিত ... না! আর দশবৎসর পরে, লজ্জা কোথায় ছি... ভাবটা যেন কেমন কেমন; সর্ব্বদাই চকিত ... তোমার পানে চান না, ব্রীড়াবনত কৃশ তনু সঙ্কু... করিয়া চটুল চক্ষে পার্শ্ব দৃষ্টি করেন। লজ্জা ... বয়োধর্ম্মও বটে, অভ্যাসে উপলব্ধ হয়।

আবার দেখ, যখন বসনে লজ্জা নিবারণ ... তবে সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় এ লজ্জা কোথায় ছিল। ... লোকই বিবস্ত্র, তখন বৃক্ষের বাকলও পরিত না প...

রিত না। লজ্জার নামও তখন কেহ জানিত না।
লজ্জা, কন্যার কাছে; পুত্র জননীর কাছে; ভাই
গিনীর কাছে—উলঙ্গ। কাহারও মনে বিকার
শিত না, কেহ সঙ্কুচিত হইত না। মানুষ বস্ত্র পত্র
বিধান করিতে শিখিল, বস্ত্র বুনিতে শিখিল—লজ্জা
খিল। যখন বস্ত্র ছিল না, এ লজ্জাও সে সময়
ল না; বস্ত্র হইল, লজ্জা আসিয়া পড়িল। সুত-
াং অভ্যাস করিয়া লজ্জা শিখিতে হইয়াছে। বসনে
জ্জা নিবারণ করে;—কেন? বসনে দেহ আবৃত
াখে; তাই। বস্ত্রদ্বারা শরীর ঢাকিলে অন্যের দৃষ্টি
লে না, সে কারণ বসনে লজ্জা নিবারণ হয়।
ক্ষু—দর্শনেন্দ্রিয়; তবে বিশ্বসংসারের মানুষগুলা
দি অন্ধ হইত তবে লজ্জা থাকিত না। নির্লজ্জ
ক্তিকে সকলে বলে যে, তাহার চক্ষুর চর্ম্ম নাই।
তরাং চক্ষুর চর্ম্ম যদি না থাকিত তবে লজ্জা কেমন
াহা আমরা জানিতাম না! ভাল, চক্ষু আছে থাকুক;
ক্ষু থাকিলেই মানুষ দেখিতে পায় না। যদি
ালোক না থাকিত তবে চক্ষুতে কোন কাজ হইত
;—এ নিষ্ফল চর্ম্মপিণ্ড মাত্র। অতএব আলোকই
জ্জার মূলাধার। বিশ্বসবিতা সূর্য্যদেব হইতে
ালোকের সৃষ্টি, সূর্য্যের সঙ্গে জগতের সমস্ত
াপারের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তবে লজ্জার সঙ্গে হইবে
কন? সূর্য্য প্রাণীর প্রাণ, বিশ্বের নিয়ন্তা। বিশ্ব-
কাশক মার্ত্তণ্ড আলোক ও সন্তাপ দিয়া সংসার
ালন করিতেছেন। তাঁহার তেজে সমস্ত গ্রহনক্ষ-
াদি এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঘুরিতেছে, কেহ
খন স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। দ্যুলোক ভূলোক তাঁহা-
ই শক্তির অধীন। কিন্তু জগতে আমরা আরও
ড় আশ্চর্য্য দেখি। সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে সাং-
বিক উন্নতি অবনতির ও গাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে।
ঠাৎ শুনিলে কথাটা যেন কিছু হাস্যজনক বোধ
য়। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বে ও লোকানুগত সংসা-
ক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ প্রশিক্ষিত-চিত্তে প্রবেশ কর
খি, গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিবে।
তামাকে কোনটী দেখাইব, সকল দিকেই ইহার
মাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যেই বলবীর্য্য, সূর্য্যে
পমা, সূর্য্যে শিক্ষা, সূর্য্যে উন্নতি অবনতি,—সকল
াক সূর্য্যপথ অনুকরণ করিয়া চলিতেছে, কখন
াহা হইতে এক পদ অপসৃত হয় না। সূর্য্যের
বির্ভাবে তুমি যেন নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিগুণ-
র বলে দৈনিক কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলে।
মস্ত দিন পরিশ্রম করিলে। সূর্য্য অস্তমিত হইল,
মি ও নিদ্রালস্যে অভিভূত হইয়া পড়িলে। বিভা-
ী, নিভৃত শয্যায় বিশ্রাম সুখে কাটাইলে। সূর্য্যো-
য়র সঙ্গে আবার তুমি উঠিলে, সূর্য্যপথের প্রতি-
পি টানিতে টানিতে দিনমান কাটাইলে। এই

এক চর্ম্মচক্র সূর্য্যের সদৃশ। সংসারে যে উপমা দিবে,
সূর্য্যে সকলি দেখিতে পাইবে। সূর্য্যে যাহা নাই,
তাহা আর কোথাও নাই। লোক নিয়ম সূর্য্যগতির
অনুকরণ মাত্র। সূর্য্যের উদয়াস্তই মানুষের প্রধান
শিক্ষা স্থল। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমে
চলিতে চলিতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন। মানুষের
সভ্যতাও প্রথমে পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ডে আরম্ভ হইয়া-
ছিল। ভারতবর্ষ চীন শ্যাম, মানুষকে পশুভাব
হইতে আনিয়া উচ্চতর উন্নতিশীল সভ্যতা সোপানে
তুলিয়া দিলেন। এই সকল দেশ যখন হেমময় হর্ম্ম্য-
রাজিতে অলঙ্কৃত হইতেছে; মানুষে বৃক্ষকোটর
গিরিগহ্বর ত্যাগ করিতেছে; অরণ্য-সুলভ পূর্ব্ব-
পরিচিত বৃক্ষের ত্বক, বৃক্ষের পত্র, মৃগচর্ম্ম খুলিয়া
ক্ষৌমবিতান বিঘট্টিত পরিচ্ছদে ফিরিয়া বেড়াই-
তেছে; তখন পশ্চিম দেশ ঘোর অন্ধকারের কোলে
চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইতেছে। তখন সেখানে কি মনুষ্য
ছিল? আমরা মনুষ্য বলি, কিন্তু মনুষ্য নয়, তথা-
কার মানুষের পিতৃপুরুষ,—সে সময় ডারুইনের
লোকচরিত নায়কেরা তথায় বিচরণ করিত।
তৎকালে ইউরোপাদি স্থান নৃশংস পশুতে পরি-
পূর্ণ। মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে যে জাতি ছিল
তাহারা পাবিবদ শ্বাপদদিগের অপেক্ষাও অধিকতর
নৃশংস। গিরিগহ্বর বৃক্ষকোটর তাহাদের বাস-
স্থান। বন্য পশু বধ করিয়া তন্মাংস ভোজন
করিত। অন্য কাজ ছিল না, শীকারী জন্তুর ন্যায়
পালে পালে চৰিদিকে ফিরিত।

এ দিকে ভারতবর্ষের সভ্য সমাজ দিন দিন
অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে লাগিল। শিল্প ব্যবহারিক
শাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজনীতি জ্যোতিষ
সাহিত্য অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের গবেষণায়
মনুষ্য নামের গৌরব বাড়িতে লাগিল। উদয় পর্ব্ব-
তের সন্নিকর্ষ স্থান সকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।
ভারতবর্ষের সভ্যতা চীনাদি দেশে বিস্তার্ণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর। পূর্ব্বদিক চক চক্ করিতেছিল;
স্বর্ণ দীপ্তির রেখা, গাঢ় নীল, ঈষদরুনাভা, উন্মুক্ত
কার্পাস রাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ অভ্রপংক্তি স্তরে
স্তরে সাজান রহিয়াছিল। আর নাই, কিন্তু
আলোক এখনও রহিয়াছে। ভারতের গৌরব কিছু
মিট্ মিট্ করিতে লাগিল, পারস্য আরব মিশর
আলোকময়। সভ্যতা অগ্রসর হইয়া গেলেন।
তথাকার মনুষ্য পশুভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া সভ্য-
তার পদবীতে আরোহণ করিল।

আজ দেখ আবার সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্য
পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমদিক আলোকা-
কীর্ণ। সভ্যতা, সূর্য্যের অনুগামিনী হইয়া তদ্দেশে
উপস্থিত হইলেন। এখন ইউরোপের প্রতাপ কত?

চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সকল দেশের
আহরণ করিয়া ইউরোপ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া
হউন, তাহার তাহাতে খেদ নাই। তবে দুঃ
কথা এই, অনাথ অসহায় শিশু ইউরোপকে
ভারত হাতে ধরিয়া সভ্যতামন্ত্রে দীক্ষা দি
আজ গুরুর প্রতি তাঁর কি অনাস্থা সাজে?
পোষ্য শিশু সন্তান যখন উঠিতে পারে না ব
পারে না আপনার আহারান্বেষণ করিতে
না; জননী বাৎসল্যরসে শিশুকে হৃদয়ে রা
ভরণ পোষণ করেন। সন্তান বর্দ্ধিত হইল।
চলৎশক্তি শূন্য পলিতকেশ গলিত তনু জনন
অবজ্ঞা করা কি মাতৃবৎসল পুত্রের কর্ত্তব্য ব
সূর্য্য পথ অনুসরণ করিয়া সভ্যতা পশ্চিম
আলোকিত করিতেছেন, কিন্তু অধিক ক্ষণ থ
বেন না। এখনি রাত্রি হইবে। দেখ, উষা
আসিয়া ভারতের নিদ্রিত সন্তানকে জাগ
করেন এই। আবার এখানে সকল বিদ্যার
শীলন বাড়িবে। শ্রমের পর বিশ্রাম করিতে
এটী স্বভাবের নিয়ম। অবিশ্রান্ত কে মস্তিষ্ক চ
করিতে পারে? আর এমন বীর পুরুষ কে
যাহার কিছুতে ক্লান্তি নাই? তুমি দেখা
পারিবে না। যেখানে এখন শনর আনা
নিরক্ষর, অচিরে তথায় সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি পড়ি
আবার দেখিবে, কত শত শুকদেব মাতৃগর্ভ
বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইবেন।
এ কথা বলিতেছ, এ দুর্ব্বল দেহে বুদ্ধির
হইবে না, কেবল উদ্যম থাকিলে ফল কি?
নাই,—কালের প্রতিক্রিয়া স্বভাবের নিয়ম।
সম্রতার পর প্রতিক্রিয়া হইলে আবার অ
স্ফূর্ত্তি জন্মে। কেহই বুঝিতে পারে না
থাকিতে কি কাজ হয়। না দেখিলে কে বি
করিত যে পদহীন সর্প বেগে উচ্চাদিকেও অ
করে? নিশ্চিন্ত থাক, এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র কৃশ কলে
তীক্ষ্ণবুদ্ধি উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় খেলিয়া বেড়াই
আবার দেখিবে পবিত্র ঋষিদিগের গগনস্পর্শি
রবে আকাশ পাতাল ফাটিতে থাকিবে। অ
ব্যাস ভারত রচিবেন, আবার বাল্মীকি র
গাহিবেন। ভারতের নাম যশঃ কীর্ত্তি—বিদ্যা
সে বিদ্যা ছাড়িয়া ভারত কত দিন থা
পারেন?

আমরা সূর্য্যের সঙ্গে সংসারের উন্নতি অব
যে সম্বন্ধ দেখিতেছি, লজ্জার সঙ্গেও সেই স
সকলেই জানেন আর্য্যকামিনীরা সচ্ছন্দ বিহা
ছিলেন। তাঁহারা জলক্রীড়া করিতেন, উ
বিচরন করিতেন, ইচ্ছা হইলে সকলি করিতে
তেন। পরে অবরুদ্ধা হইলেন। কিন্তু তাঁহাদি

...করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ... নির্দিষ্ট কথা ... তাহাতেও কতকগুলি ... লইতে হয়। ...স্ত্রীলোকদের এই দশা, কিন্তু ইউরোপ ... তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাধীনা। মনে ... তথা যাইতেছেন, যাহা ... পরন্তু আর কত দিন ...রা এ অবস্থায় থাকিবেন বলা যায় না। যাহা ..., অন্য দেশের স্ত্রীলোকদের এ স্বাধীনতা যে ...ক দিন থাকিবে না তাহা আমরা নিশ্চিত ...ত পারি। কাল সহকারে লৌকিক আচার ...র কেন পরিবর্ত্তিত হয়? স্ত্রীজাতি হউক ... পুরুষ হউক, প্রভু হউন কিম্বা ভৃত্যই হউক, ... তাতে স্বাধীনতা অর্পণ করিলে কালে আর ...র সমাবস্থায় থাকে না। সংসারের গতি এই, ... পদার্থ ই একবার উন্নতির মুখে ধাবমান হয়। ...উত্তরোত্তর আরও মন্দের দিকে যাইতে থাকে; ...র ভাল উত্তরোত্তর আরও ভালর দিকে উঠিতে ... মনুষ্য যদি মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদের গতি ...রোধ করে, তবে উভয় পক্ষের চরম ফল মন্দই ... পড়ে। মন্দের ফল ত মন্দই হইবে তাহাতে ... মাত্র নাই। ভালরও অগণ্য উন্নতি হইলে ...ফল মন্দ। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন— "...র্ব্বমত্যন্তগর্হিতং"। বাস্তবিক এটী সংসারের ...চলিত নিয়ম। কার্য্যতও আমরা সর্ব্বত্র ইহার ...প্রমাণ দেখিতে পাই, তাহাতে দ্বিধা মাত্র থাকে ... সুমিষ্ট ফল অত্যন্ত পরিপক্ক হইলে অবশেষে ... যায়। ধর্ম্ম এমন মধুর পদার্থ তাহাতেও ...শেষে গোঁড়ামি, মূঢ়তা এবং চিত্তবিকৃতি জন্মে। ...তবর্ষীয়দের যে এতদূর চিত্তক্ষয় গাঢ় ধর্ম্মানু... ...ই তাহার এক মাত্র মূল কারণ। সতী দেব-...ক গিয়া পতিসহবাস সুখ ভোগ করিবেন; ...নের আশা তিনি পরিত্যাগ করিলেন, দৈহিক ...কে তৃণবৎ ভাবিলেন, অবলীলাক্রমে স্বামীর ... চিতায় পুড়িয়া মরিলেন। সর্ব্বদা এক মনে ...ধ্যানে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে করিতে ...র বেগ উৎকট হইয়া উঠে, তখন হৃদয় চিরিয়া ...চিত্তে তাহা ইষ্টদেবের অর্পণ করেন। এইরূপে ...বলি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন ...ন স্বাধ্যায় নিরত যোগী অধিক ভাবিতে ...শেষে মাথিক হইয়া পড়েন। কাহারও আবার ...চিত্তবিকৃতি হেতু মনের একাগ্রতাহেতু সম্মুখে ...না প্রকার বিভীষিকা দেখেন: চৈতন্যদেব ...সাধু তলে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণ ...ক রাসরসঙ্গে কেলি করিতেছেন। তিনি চিত্ত-বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, জলে ঝাঁপ দিলেন।

ধর্ম্মের কথা এই গেল। রাজনীতিতে দেখ, রাজার হাতে রাজ্যের ভার সমর্পিত হইল। ক্রমে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন, প্রজা পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিল, রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহাও অধিক দিন স্থির থাকে না। সকলের মনে স্বাধীন বৃত্তি প্রবলা হয়, সকলেই শাসনসম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইতে যত্ন করে। সকলেই রাজা শাসনের সভ্য হইতে ইচ্ছুক হইলে আবার সেই স্বভাবের নিরপেক্ষ ভাব আসিয়া পড়ে—সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অতএব পুনর্ব্বার অরাজকতা হয়; তখন সকলে ঐকমত্য হইয়া এক জনকে রাজপদে বরণ করে। এইরূপে চিরকাল লৌকিক ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

যৎকালে স্ত্রীলোকেরা অনবরুদ্ধা ছিলেন, তখন তাঁহারা সম্বন্ধে সকল পুরুষেই উপভোক্তা হইতেন। কিন্তু তাহার পরিণাম ফল বিষময় হইল। স্ত্রীপুরুষের যথার্থ একটী আন্তরিক প্রেম কেহই জানিত না। যথার্থপক্ষে পুত্র পিতাকে চিনিত না। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিত। কাজেই বিবাহ বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। লজ্জার এখানে একটী অঙ্কুর। তাহা কিরূপে ক্রমে পল্লবিত ও কুসুমিত হইল, দেখ। বিবাহের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী থাকিলেন। পতিপুত্রের সম্মুখে অন্য পুরুষ আসিয়া কামিনীকে আলিঙ্গন করিত। ক্রমে তাহাও নিন্দনীয় বোধ হইল। স্ত্রীলোকেরা আবার অনেক টুকু পরাধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে এক একটী বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল, হিন্দু-মহিলাদেরও পা ক্রমে দৃঢ়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু এটী অস্বাভাবিক। পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে সকলেরই কষ্ট। যাহার স্বাধীনতা নাই তাহার কিছুই নাই। স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রেরই জীবনের একটী প্রধান উপভোগ। স্বাধীনতা না থাকিলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি জন্মে না, দেহের বলবীর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মানসিক বৃত্তিগুলি চারিদিকে খেলিতে পায় না। পিঞ্জরে একটী পাখী পুষিয়া রাখ, তাহাকে ছর্ভিক্ষ অমৃতরস খাইতে দাও, তবু অরণ্যের স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় তাহার শ্রীছাঁদ থাকিবে না। পরাধীনতায় মনের স্বাভাবিক তেজ মস্তকোন্নত করিয়া উঠিতে পায় না। একটী নবাঙ্কুরিত তরুকে যদি চাপা দিয়া রাখা যায় তবে আর সে শাখা প্রশাখা মেলিতে পায় না। সেইরূপ পরাধীনতা যদি মনুষ্যকে সর্ব্বদাই চাপিয়া রাখে; যে দিকে ... মেলিবে সেই দিকেই বাধা দেয়, তবে উন্নতি... প্রত্যাশা কোথায়? তোমার মনোবৃত্তি ত চ... দিকে শাখা প্রশাখা মেলিতে পাইল না, সে কু... মিতা ও ফলবতী হইবে কিরূপে? বর্দ্ধিষ্ণু বৃ... চারি দিকের লতা পাতা কাটিয়া পরিষ্কার ক... সে যেমন নীল নির্ম্মুক্ত পল্লব পত্রে চতুর্দ্দিক বে... ফেলে। তোমরাও চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত প্রতিব... চিত্তবৃত্তিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে প... ষ্কার করিয়া দিলে, বলবুদ্ধি তেজস্বর হইয়া উঠি... পুরুষের পুরুষত্ব এই খানে। ছার জীবনকে, কে... শালগ্রাম সেবার সিংহাসনে তুলিয়া রাখিলে... হইবে। জীবনের উন্নতি সাধন কর, পুরুষত্ব ... কর। দেখ, হিন্দু-মহিলাগণ অন্তঃপুরে অব... থাকিয়া দিন দিন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ি...ছেন। স্বামীর নিকট, দুই এক জন প্রিয় বয়... নিকট যাহা কিছু মনের আনন্দ লাভ করে... তদ্ভিন্ন মনের সচ্ছন্দতা লাভের অবকাশ না... যাহার মনের সচ্ছন্দতা নাই, জীবন তাহার ... দারুণ কষ্টকর। সংসারে সুখ আর কি আছে ... মনের সচ্ছন্দতাই সুখ। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভা... তাহা যদি না ঘটিল, তবে জীবন ক্লেশকর ... বোঝা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকের অবরু... ভারতবর্ষীয়দের সন্তান সন্ততি এত দুর্ব্বল হই... মুখ্য কারণ। একে ত এই কৃষিজীবীদেশে সা... দের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। লক্ষ জনের ম... পাঁচ জনে প্রত্যহ পুষ্টিকর পথ্য পায় কি না সন্দে... আবাস গৃহগুলি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তাহ... আবার যাঁহাদের বলে সন্তান বলিষ্ঠ ও তে... হইবে তাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ। কাজেই স... গৃহে অনেক শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। ভা... ভাগ্যে দুই চারিজন যাহারা জীবিত থাকে, তা... জীবনাবধি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ। কলিকাতা স... যে সমস্ত গাভি সর্ব্বদাই গোয়াল ঘরে বদ্ধ থা... এক তিলার্দ্ধকালও সচ্ছন্দে কোথাও ছুটাছুটি ক... বেড়াইতে পায় না, তাহাদের বৎস বাঁচে ... অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, সহরের গরুগুলি ... হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়, কিন্তু তাহাদের বাছুরগুলি ... লেই হরিভক্তি উড়িয়া যায়। কেবল অস্থি ক... খানি একটী লোমবস্ত্র আবরণে আচ্ছাদিত, নি... পঞ্জর নড়িতে থাকে তাই জীবিত বলিয়া বি... জন্মে; নতুবা ঠেলিয়া দিলেও দু পা সরিতে ... না। অনেকে মনে করিতে পারেন, বৎস ... দুগ্ধ পান করিতে পায় না, তজ্জন্য এত ... বস্তুতঃ, তাহা নয়। গাভি সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে... কারণ তাহার বৎস এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ...

কল ধেনু গড়ের মাঠে চরিয়া বেড়ায়, তাহা-
বাছুর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

হিন্দুমহিলাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া
; কিন্তু অধিক নহে। যাহাতে মনের কিঞ্চিৎ
জন্মে, এমন উপায় করা বিধেয় ; কিন্তু মন
ক বাড়া বাড়ি না হইয়া পড়ে। স্ত্রী স্বাধীনতা
স্ত্রী-শিক্ষার নিমিত্ত অনেকেই যত্নবান্ হইয়া
। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে নীতিশিক্ষাই ভাল
দেওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন যাহাতে সকলে
ই রূপ লজ্জাশীলা হন তাহা যত্ন পূর্ব্বক শিখা-
হইবে। লজ্জা অভ্যাসে উপলব্ধ হয়, অতএব
াস করাইলেই স্ত্রীলোক লজ্জাশীলা হইবেন।
র লজ্জাটী কি তাহা দেখুন। লজ্জা, আদৌ ভয়
আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ কোম-
আছে। কোমল ভয় কিঞ্চিৎ আন্তরিক দুঃখে
ান, আবার তাহাতে একটু আক্ষেপ ও অনুতা-
ভাঁজ। ভয়টুকু কিছু মিটে মিটে। তুমি দুষ্কর্ম্ম
াছ ; তজ্জন্য কেহ তোমাকে শাস্তি দিবে, সে
করিতেছ না। তাই ভয় টুকুতে কোমলত্ব
ছে। কিন্তু দুষ্কর্ম্মটী করিয়া আক্ষেপ হইতেছে,
লজ্জা কিছু মিষ্ট।

অসভ্যাবস্থায় লজ্জা ছিল না, কেবল ভয় ছিল।
র কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তোমার উত্তম মধ্যম
কণ শাস্তি হইল। তখন নিষ্ঠুরতাতেই লোকের
পরিপূর্ণ ছিল। সকলেই উগ্র দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু মানুষ
সভ্য হইতে লাগিল, সে লৌহ হস্তে কিঞ্চিৎ
মলত্ব আসিয়া পড়িল। সকলেই সদয় ব্যবহার
তে শিখিলেন। তখন লৌহ মুদ্গরে যে কার্য্য
ক হইত এখন দুইটী মিষ্ট ভর্ৎসনাতেই তাহা
া থাকে। এখনও দেখনা, ইতর লোকদের
লজ্জাবোধ হয় নাই। সে কারণ নিন্দা ও ভর্ৎস-
তাহাদের চরিত্র সংশোধন হয় না। এক জন
লোক কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত
, কেন না সকলে তাঁহার নিন্দা ও অপযশঃ
বে মনে এই একটী ভয় আছে। আবার একজন
র লোক কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহার মনে
দণ্ডের ভয়—লোক-গঞ্জনা সে তত্টা গ্রাহ্য
র না। দেখ, এখানে উভয় পক্ষেই ভয় রহিয়াছে ;
ন্তু একটী ভয়ে কোমলতা অপরটীতে নিষ্ঠুরতা,
হারের এই দীর্ঘ পরিখা উভয়ের মধ্যস্থল
াইতেছে।

মনুষ্য কিঞ্চিৎ পদস্থ হওয়া চাই, স্ব স্ব পদের
কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা বুঝা চাই ; নতুবা প্রকৃত লজ্জাবোধ
না। যে পদস্থ নয় সে অপদস্থ হবে কিসে ?
তএব অপদস্থ না হইলে লজ্জা কি ? আমরা এমন
া বলিতেছি না যে, সকলে উচ্চ উচ্চ রাজ পদ
লাভ করুন। যিনি যে সম্প্রদায়ে থাকেন, তিনি সেই
সম্প্রদায়ের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিলেই তাঁহার
উচ্চপদ লাভ হইল। যিনি যে পরিবারে থাকেন,
পরিবারবর্গের সকলে তাঁহাকে ভক্ত করিলেই
তাঁহার উচ্চ পদ লাভ হইল, তিনি উপযুক্ত পদ-
মর্য্যাদা ও পাইলেন। এই রূপ দেখ, প্রভুকে ভৃত্য
শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রভু ভৃত্যকে স্নেহ মমতা করেন।
রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ পালন করেন ; প্রজারাও
রাজার নিতান্ত অনুরাগী। মানুষের এই গুলিই যথার্থ
পদ, এবং যে যেমন তাহার পদেরও তদুপযুক্ত
মর্য্যাদা আছে। সেই মর্য্যাদার হানি হইলেই লজ্জা-
বোধ হয়। প্রভু ভৃত্যকে কোন আজ্ঞা করিলেন,
ভৃত্য তাহা উপহাস করিয়া দিল। এখানে প্রভুর
মর্য্যাদার হানি হইল। আবার প্রভু ভৃত্যকে বড়
ভাল বাসেন। সেই ভালবাসা টুকুই ভৃত্যের পদ,
সেই টুকুই তাহার মর্য্যাদা। সেই মর্য্যাদা টুকুর হানি
হইলেই ভৃত্যের লজ্জাবোধ হয়। গ্রামে কেহ মণ্ডল,
সকলেই তাহাকে সম্মান করে ; সেই সম্মান টুকুই
মণ্ডলের পদ, তাহাই মণ্ডলের মর্য্যাদা। হঠাৎ যদি
একদিন গ্রামস্থ লোকেরা মণ্ডলের আজ্ঞানুবর্ত্তী না
হয় তবে মণ্ডলের মর্য্যাদার হানি হইবে সুতরাং
লজ্জা বোধও হইবে। যে ব্যক্তি সমাজের শ্রদ্ধা
ভক্তির প্রত্যাশা করে না, লোকের অনুরাগ ভাজন
হইতে চায় না, তাহার পদ ও মর্য্যাদা নাই।
কাজেই তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই লজ্জা ও
নাই।

মানুষ যত সভ্য হইয়া আসিবে, শাস্তির কঠো-
রতা ততই কমিয়া যাইবে। যেখানে কালান্তক
কালদণ্ড আবশ্যক করিত, সেখানে দুইটী মিষ্ট কথা-
তেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। মধ্যস্থতাতে বিবাদ
ভঞ্জন এবং মিষ্ট ভর্ৎসনাতে চরিত্র সংশোধন সভ্যতা
দেবীর আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্যের অগ্রভাগ। যত দিন
সমাজের নীচ হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল সমাজে
এই নিয়ম ওতপ্রোতভাবে প্রবর্ত্তিত না হইতেছে
তাবৎ আমরা সভ্যতার কিছুই ফল পাইতেছি না।

সভ্যতা, শ্যামপর্ণশিহিতা কুটজকুসুমধারিণী
বসন্তমহিলা সর্ব্বদাই আপনার সঙ্কার ভবনে
আছেন ; মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে পদচারণা করিতে-
ছেন, কোকিল স্বরে মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি কহিতেছেন,
শীতের তাড়না নাই, রৌদ্রের উগ্রতা নাই—সকল
পক্ষেই শান্তভাব। লজ্জা তাঁহার দুহিতা ; ললি-
তাঙ্গিনী চারুনেত্রা বালাকে কোলে রাখিয়া জানু
নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে দোলাইতেছেন, নাচা-
ইতেছেন। এক এক বার গলৎপয়ঃ স্তনভার
টিপিয়া দুগ্ধ পান করাইতেছেন কখন বা পুষ্পগু-
চ্ছিত মালা পরাইয়া দুহিতাকে মনের সাথে সাজা-
ইতেছেন। লজ্জা উঠিয়া বসিলেন দাঁড়াইলেন ম
আবার গায়ের বসন টানিয়া, অঞ্চল খানি ক্ষুদ্র ক্ষু
অঙ্গুলি অগ্রে ধরিয়া একবার সাবধানে দাঁড়াইলেন
কিন্তু সাহস করিয়া চলিতে পারিলেন না। ন
মুখে চকিত নয়নে একবার এ দিক ও দিক
দেখিলেন, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন—মনে
কিছু ভাবিলেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না, অ
নীর কাছেও কিছু ফুটিলেন না। একটুক বক্র গ্রীব
ক্ষনেক অবস্থান করিয়া দু পা চলিলেন, কে
দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না কাহারও পানে চা
লেন না। যখন পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতেছ
তিনি কুঞ্চিত জননীর অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার গ
যেন মিশিয়া যাইতেছেন। যৎকালে আবার ল
জড়াইয়া বেদিকার নিকটে তুমি মঙ্গলাচরণ করি
ছিলে, দেখ নাই,—সভ্যতা, হাত ধরিয়া এই
মূর্ত্তিতে ত লজ্জাকে তোমার আসনে বসা
দিলেন ? তুমি এটীকে ভাল বাস ?—না। তড়
করিয়া গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন ; অগ্রে অ
কুকুরে মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইতে লইতে ছুটিতে
পশ্চাৎ পশ্চাৎ কর্ত্রী দুপ্ দুপ্ করিয়া পা ফে
তেছেন খট খট করিয়া চলিতেছেন। ঝপ
করিয়া কাপড় ঝুলিতেছে, ফর ফর করিয়া পো
উড়িতেছে, দশ কাঠা স্থান জুড়িয়া একটা স্ত্রীলে
বুক ফুলাইয়া যাইতেছে। কে ভাল ? আমি ব
দুয়ের একটিও ভাল নয়। চারুশীলা লল
স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতি, কিন্তু অতদূর ভীরুতা
দেখায় না। আর কিঞ্চিৎ তেজস্বীতা চাই,
যেন পুরুষত্বে গিয়া না পড়ে। আমরা কি ব
ঙ্গনা দেখি নাই ?—দেখিয়াছি। বীরাঙ্গনাদি
আমরা ভাল বাসি। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সে বী
টুক লজ্জায় গালিয়া শীলতায় ঢালিয়া পক
মিলাইয়া যেন প্রস্তুত হয়,—তাহাতে যেন
ফোটা ভীরুতার আমেজ থাকে। ভড় ভড়
দড় করিয়া চলিলে লজ্জা যেন অন্তরে বাথিত
স্ত্রীজাতির পক্ষে সেটা বেস শোভা পায়
যাঁহার অন্তরে তেজ, নীতিতে দৃঢ়তা, তাঁহা
বীরাঙ্গনা বলি। স্ত্রীজাতিকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা
ক্ষতি নাই বরং তাহাতে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।
স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া কৌ
করিতে গেলেন, হাত ধরাধরি করিয়া পুষ্পোদ্যা
বিচরণ করিতে লাগিলেন, আমরা তেমন স্বাধী
ভাল বাসি না। আমরা চাই, স্ত্রীলোক
পল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করুন, স্ত্রীজ
সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ, হাসা পরিহাস ক
তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমাদের এ
বলিবার তাৎপর্য্য এই, সম্প্রতি আমরা ক

বিপরীত ভাব দেখিতেছি,—এক সম্প্র-
দায় লোকেরা স্ত্রীলোকদিগের পদবন্ধন এককালে
খুলিয়া দিয়াছেন। কুলবধূরা একাকিনী যেখানে
সেখানে সেই স্থানেই যাইতেছেন, পরপুরুষের সঙ্গে
আমোদে আমোদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন
এ পক্ষে আর কিছুই শঙ্কা নাই আবার আর এক
দেখি ঠিক উহার বিপরীত। নবযুবকেরা
স্ত্রীদিগকে স্নান ভোজন করাইয়া গৃহমধ্যে
দিয়া রাখেন। এতদূর ভাল নয়,—শেষ
বন্ধনে আলগা গের " হইয়া পড়ে। এরূপ
লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। কৃতবিদ্য নব্য-
দিগের মধ্যে অনেকেই এই পথ অবলম্বন করি-
য়াছেন। সতীত্ব বাঁধিয়া রাখিবার সামগ্রী নহে,
তাতে কিঞ্চিৎ স্বৈরভাব-নিসৃষ্ট মাধুর্য্য আছে।
না তাহা রক্ষিত হয় না। এই শ্রেণীর চক্-
মানী স্ত্রীলোকদিগকে কিছু কিছু স্বাধীনতা দিতে
বোধ করিতেছি। পূর্ব্বে ছিল ভাল; গৃহস্থ
লোকের ঘরে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেন, পরে
প্রতিবেশি মণ্ডলে একস্থানে বসিয়া নানা বিষয়ে
পরিহাস ও আহ্লাদ আমোদে কাল কাটাই-
। কিন্তু এখন লোকের অবস্থা যত উন্নত ও
উন্নত হইয়া আসিতেছে, ততই আর এক কুৎসিত
সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কেহ বগীতে
সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে শিখিতেছেন।
ঘরের স্বর্ণ প্রতিমা হইয়া পড়িতেছেন। মাংস
কেবল প্রস্থে বাড়িতেছেন, যেখানে রাখ সেই
থাকেন, ঘরের তৃণটী নাড়িয়াও উপকার
না। বারাণসী শাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গ মণি
সোণায় ঝল মল করিতেছে—যেন অলঙ্কারের
। ছবি পুতুল না কিনিলেও চুদিন ঘর সাজা-
চলে; তবে পুতুলের উপর বেশী দারুণ বাক্য-
টাই দায়! সোফাতে ঠেস দিয়া বসিয়া
ছেন, নিকটে তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী তাম্বূল
তেছে। গৃহলক্ষ্মী বসিয়া আছেন, আর এক এক
শাশুড়ির উপর তম্বি হইতেছে,—" এইবার
আসুক্; বল্‌বো এবার; মাগী পার্‌লেও ত
না। আমি কি দুটো মতিচুর খেয়ে দশটা
বেটা অবধি শুকিয়ে থাক্‌তে পারি? আবার
করা হ'লো—" কাল একাদশী গেছে, এখনও
খাই নি। ওঃ তবে ত সব বয়ে গেল "।
ঋষিরা ভবিষ্যৎ কথাগুলি সব ঠিক ঠিক লিখিয়া
গিয়াছেন। কলিযুগে জাতিভেদ থাকিবে না, তাও
হইল। কলিতে কেহ কোন বিধি মানিবেন না
ও ঠিক হইল। সকল কথাগুলি ঠিক ঠিক ঘটি-
ছে। কিন্তু কেমন 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' বর্ণশ্রেষ্ঠ সকল
জাতির গুরু ব্রাহ্মণকে শূদ্রের পাচক হইতে হইবে,
আর পূজ্যপাদ জননীকে স্ত্রীর রাঁধুনী হইতে হইবে
এ দুটী ভবিষ্যৎ কথা তাঁহারা লিখিয়া যাইতে
পারেন নাই। লজ্জা এই খানে জড়সড়, পলাইবার
পথ পাইতেছেন না।

যদি আলোক না থাকিত তবে লোকের সঙ্গে
মুখামুখি চখোচখি হইত না। কাহারও লজ্জা
বোধও থাকিত না। ভাবিয়া দেখুন, সংসার কি
ভীষণ ক্ষেত্র হইত। মানুষের কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বাগ্রে
নিজ মনের গ্লানি দূরীকৃত করিবে। যে কাজে
আপনা আপনি লজ্জা পাইতে হয়, যে কাজে নিজ
জ্ঞান অন্তরকে দণ্ড করিতে থাকে, কখন তেমন
কাজের অনুষ্ঠান করিবে না। যে কাজের অনু-
ষ্ঠানে জ্ঞান ভৎর্সনা করে না, অনুশোচনার তীক্ষ্ন
দংশনে আত্মা জর্জ্জর হয় না, সেই সৎকর্ম্মে সতত
লিপ্ত থাকিবে। যে যুক্তি তোমার বিশুদ্ধ বোধ
হইতেছে, যে ব্যবহারে তুমি আপনাকে উন্নত
বিবেচনা করিতেছ, অপরেও যদি তোমার
মতে অনুমোদন করেন, তবেই তাহাকে প্রকৃত
বিশুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিবে। অনেকে দুষ্কর্ম্ম
করিয়া নানা প্রকার কৌশলে এবং লোক লজ্জার
ভয়ে মনের কুবৃত্তি লুকাইতে যত্ন করেন। কিন্তু
তাঁহাদের অন্তরের দারুণ জ্বালা কোথাও যায় না।
কুপ্রবৃত্তিজনিত দারুণ অনুতাপানল হৃদয়কে সহস্র
বৃশ্চিক দংশনে অস্থির করিয়া দেয়। মনের কুভাব
গোপন করিতে যতই যত্ন করেন, ততই তাহা
প্রকাশ হইয়া পড়ে। পাপী লোক কখন সংসারে
সুখ লাভ করে না। লোকলজ্জা দুরাচারদিগের
মস্তকের উপর তীক্ষ্ন অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়া আছে।
আজ একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়া কাল লোকের কাছে
কিরূপে মুখ দেখাইব, এই ভয়ে অনেকে কুকর্ম্ম
হইতে নিবৃত্ত হন। অতএব অন্যান্য শাসনের
মধ্যে লজ্জা সংসারের বিলক্ষণ শুভকরী।

শ্রীরঃ—

হুগলী।

আমাদিগের এ জেলার পুলিষের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারি-
ণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডেবিস সাহেব এক জন
বহুদর্শী, কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক। ফলতঃ ইনি
পুলিষ বিভাগের একজন অন্যতম রত্ন তদ্বিষয়ে
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! এক ক্রোধ
দারিদ্র্য দোষের ন্যায় ইঁহার গুণরাশিনাশী হইয়া
উঠিয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, সে দিন ইনি
একজন সামান্য মেথরের কথায় বিশ্বাস করিয়া
রাগে অধীর হইয়া অকারণ একটী দুঃখী
অজাতশত্রু বিদ্যালয়ের বালকের নামে কুকুর মারার
মকদ্দমা উত্থাপিত করিয়া বালকটীকে অতি-
ব্যস্ত করাইলেন, আপনিও অপদস্থ হইলে[illegible]
আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম গত ১০
সেপ্টেম্বর ডেবিস সাহেব হুগলীর ষ্টেষণের প্লা[illegible]
ফরমে একটী মেম সাহেবের সহিত কথাবা[illegible]
কহিতেছিলেন, সাহেবের নিকট হইতে [illegible]
সাহেব কয়েক হস্ত দূরে ছিলেন। এক [illegible]
সামান্য প্যাসেঞ্জার সাহেব ও মেম সাহেবের মধ্যদি[illegible]
স্থান দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে ছিল। ডেবি[illegible]
সাহেব এই সামান্য অপরাধেই বেচারার গালে [illegible]
বিরাশী সিক্কার চাপড় মারিলেন! দুঃখী লোকটী [illegible]
খাইয়া কাঁত কাঁত হইয়া ট্রেনে উঠিল ট্রে[illegible]
ছাড়িয়া দিল। যাহা হউক তৎকালে পুলিষে সাহে[illegible]
ঐ ব্যবহার দর্শনে সকলেই দুঃখিত ও অবাক হ[illegible]
রহিল। আমরা ভরসা করি পুলিষের সাহেব [illegible]
যাতে একটু রাগ পরিহার করিবেন।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা আশ্বিন সোমবার।

আফ্রিদিদিগের উৎপাত।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী আফ্রি[illegible]
আবার সরকারী ডাক লুট করিয়া বিস্তর ক্ষতি ক[illegible]
য়াছে। ব্রিটিশ সিংহ স্বীয় অপ্রতিহত ভুজবী[illegible]
ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই [illegible]
আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আফ্রি[illegible]
দিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন [illegible]
সুযোগ পাইলেই তাহারা দুরারোহ দুর্গম পার্ব্ব[illegible]
প্রদেশ হইতে নিম্নে আসিয়া সর্ব্বদাই মহা উৎ[illegible]
করিয়া থাকে। পেশোয়ার,জেলালাবাদ খাঁ,কো[illegible]
প্রভৃতি অঞ্চল তাহাদের লুট পাটের প্রধান লীলা[illegible]
তাহাদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত কতবার [illegible]
সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হইয়াছিল তাহার [illegible]
নাই। কিন্তু সৈন্য যাইলে কি হইবে, শত্রু দে[illegible]
আর তাহারা এক স্থানে স্থির থাকে না, সম্মুখ [illegible]
করে না। গ্রাম সমস্ত লুঠ করিয়া স্বস্থানে প্র[illegible]
করে। ইংরাজ সৈন্য তখন আর কি করি[illegible]
সেই অসভ্য জাতির গ্রাম দগ্ধ করিয়া চলিয়া আ[illegible]
ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাগমন করিলে আফ্রিদীরা [illegible]
বার আপনাদের গ্রামে আসিয়া গৃহাদি নি[illegible]
করে। কিন্তু লুঠ করিতে কিছুতেই নিরস্ত হ[illegible]
সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে, অ[illegible]
পাইলে আবার নীচে আসিয়া গ্রামস্থ লোকদি[illegible]
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদের যথা[illegible]

রণ করে। কয়েক মাস অতীত হইল ঐ ভ্য জাতিরা সিবি আক্রমণ করিয়া প্রায় লক্ষ টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়। এই ক্রমণের সময় কৃষ্ণচন্দ্র নামক এক জন বাঙ্গালী শেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হন। আফি্দি-কে দমন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত াছিল। কিন্তু তাহারা এক দিক রক্ষা করিতে তে অন্য দিক দিয়া আর এক দল আসিয়া ল।

এই সকল অত্যাচারী অসভ্যদের মধ্যে কত ার জাতি কিম্বা সম্প্রদায় আছে, এবং তাহা- সংখ্যাই বা কত, তাহার একটী তালিকা করা াছে। যাহারা পর্ব্বতে থাকে এ পর্য্যন্ত নিম্নে সে নাই, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা সহজ । কিন্তু যে সমস্ত লোক সর্ব্বদাই নীচে সিয়া উৎপাত করে, কথঞ্চিৎ তাহাদের সংখ্যা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সোয়াত ১০০০০ হাজার, মোমন্দ ১২০০০ বার হাজার, আফি্দী ০০ বিশ হাজার, এরোকজাই ৩০০০০ ত্রিশ হাজার জিরি ২০০০০ বিশ হাজার, সেওরাণী ৫০০০ পাঁচ ার, বেলুক ২০০০০ বিশ হাজার, ভুবশেলী ০ ছয় হাজার, হজারা ১৮০০০ আঠার হাজার, কজাই ২৫০০০ পাঁচিশ হাজার, খটক ১২০০০ বার ার, বলগস ১৫০০০ পনর হাজার, ডেবাদাড ০০ দশ হাজার এবং কুল ১৯৫০০০ এক লক্ষ পঁচা ই হাজার। এই সমস্ত নানা প্রকার অসভ্য তির অসংখ্য লোক উত্তর পশ্চিম সীমাস্থ ী জনপদ সমূহকে নিয়তই সশঙ্কিত করিয়া থাকে। কালে ওয়াহাবিদিগের উপদ্রব হয়, তখন বঙ্গ-শের ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা এই সমস্ত ভ্যজাতির আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ রিয়াছিল।

উপরের লিখিত অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতিরা মহা াক্রমশালী বীরপুরুষ। শৈশবাবস্থা হইতেই হারা ব্যায়াম ও অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা করে। হাদের ন্যায় অসমসাহসী মনুষ্য পৃথিবীতে আর থাও আছে কি না সন্দেহ। জীবনের প্রতি হাদের কিছু মাত্র মায়া মমতা নাই। তাহাদের কট প্রাণটা নিতান্ত হতশ্রদ্ধার বস্তু। বিপদে বন সমর্পণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় । যখন আপনার প্রাণের প্রতি যত্ন নাই, তখন ন্যের আর কথা কি? পরকে ত অবলীলাক্রমে করিবে। হিন্দুস্থানবাসিদের সাহস ও বীরত্ব ই বলিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে। হারা সকলেই মুসলমান; সুতরাং হিন্দুদিগের াণ বিনাশ করা তাহাদের পক্ষে পরম পুণ্য কর্ম্ম। যে সময় রণজিৎ সিংহ কাবুল আক্রমণ করেন, তৎকালে ঐ অসভ্যজাতিরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা উপরে যতগুলি অসভ্যজাতির নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম, পাঠক! বিবেচনা করুন, তাহাদের ঐক্য এবং উপযুক্ত যুদ্ধের উপকরণ থাকিলে কি বিপদের কথা হইত। এমন কি হিন্দুস্থানবাসিদিগের সুস্থির থাকা দুর্ঘট হইয়া পড়িত। যাহা হউক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমাপ্রদেশে তাহারা যে প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। তথাকার লোকে সর্ব্বদাই ধন প্রাণ লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, উত্তর পশ্চিম সীমাই ভারতবর্ষের পক্ষে কালস্বরূপ হইল ভারতবর্ষের। যাবতীয় অর্থ রাশি ঐ স্থানে ঢালিতে হইবে, নচেৎ কিছুতে শান্তিরক্ষা হয় না। ঐ সীমার স্থানে স্থানে দৃঢ় গড় এবং সৈন্যের সমাবেশ সর্ব্বদাই রাখা কর্ত্তব্য। পঞ্জাব হইতে যাহাতে ব্যয় সঙ্কলান হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার চেষ্টা করুন, এবং বিলাত হইতে অধিকাংশ চাঁদা তুলুন। ঐ সমস্ত অসভ্যজাতি ভারতবর্ষের সীমা বহির্ভূত স্থানের লোক। তাহাদিগকে দমন করিতে হইলে ইংলণ্ডের সকল ভার বহন করা উচিত। আর এক উপায় আছে, তাহাও ঐ সকল কাজের সঙ্গে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইয়াছে। অস্ত্রবিষয়ক আইনটী শীঘ্র রহিত করা হউক। ঐ আইনটী প্রচারিত হওয়ায় যে যেমন স্থান কথায় তদ্রূপ লোকের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গদেশে কৃষকদের ভূমিতে শূকর প্রভৃতি পশুতে অত্যন্ত উৎপাত করিতেছে। বর্ষাকালে এক এক খানি গ্রামে কৃষকেরা বিশ পঁচিশটী করিয়া বন্য শূকর মারিত, কিন্তু অস্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কৃষকেরা বন্দুক বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে আর একটীও শূকর বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের সন্তানাদি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, এদিকে বিনাশ নাই। অতএব অল্প কালেই পল্লীগ্রামগুলির অধিকাংশ স্থান বন্য শূকরে অধিকার করিয়া বসিবে। একে অনাবৃষ্টিতে দেশটা খাক হইতেছে, তাহার উপর আবার এই এক বিসফোড়া উঠিতেছে। দরিদ্র কৃষকদের কিছুতেই স্বস্তি নাই। আমরা অনুরোধ করি, প্রজাহিতৈষী শ্রীযুক্ত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলির অবস্থা একবার পরিদর্শন করুন, কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে জানিতে পারিবেন। অধিক দূর যাইতে হইবে না, ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি থানা নৈহাটীর এলাকাধীন কামগাছী, রাহুতা, কাঁপিয়া, বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি দেখ বন্য শূকরের কি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কৃষকে স্বয়ং বন্দুক রাখিত ও শূকর মারিত। পরে য ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইল, কৃষকেরা বন্দুক বি করিল। কিন্তু শূকরের উৎপাত সহজ নয়। তা দের হইতে ইক্ষুর ও শস্যাদির সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। কারণ বারাকপুর হইতে গোরা ও অন্যান্য লো আনাইয়া বন্য শূকর বধ করাইত। কিন্তু এ বারাকপুরে সৈন্য নাই, সুতরাং চাষী লোকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট বাড়িয়াছে।

অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনের এই এক বিষময় গেল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষ্ণনগর জে এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জ দারুণ অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাদের নি অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে সেই অত্যাচার অনেক পরিম নিবারণ হয়। এখন কোন হিংস্রক গ্রামের নি বর্ত্তী হইলে পুলিসে এবং মাজিষ্ট্রেটের কাছে নি দন করিতে হয়। তাঁহারা হয় ত ঘোষণা দিলে "যিনি বাঘ মারিয়া দিবেন তাঁহাকে ৫০ টা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" প্রজার ঘরে শুদ্ধ কাটারি আছে, তাহাতে বাঘের নকলি হইবে!

বঙ্গদেশ হইতে চোরের ভয় এখনও সম্প ভাবে তিরোহিত হয় নাই। বীরভূম মুর্শিদা প্রভৃতি জেলায় এ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ ডাকাতি হ থাকে। সে কারণ প্রায় সকল ধনাঢ্য লোক ঘরে এক একটী বন্দুক ছিল। কিন্তু এই নূ আইনের সৃষ্টি হওয়ায় অনেকে বন্দুক পরিত্য করিয়াছেন। তাহাতে দুষ্ট লোকের অত্যা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ সীমাপ্রদেশে অসভ্যজাতির যে প্রকার অত্যা বাড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ঘরে ৩। ৪ টা ব রাখা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অ সাহায্য হয় এবং ঐ সকল অসভ্যজাতি এত অ চার করিতে পারে না।

ঢাকার বাণিজ্য।

ঢাকা বিভাগের কমিশনর সাহেব তাঁহার রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করি ছেন যে, ঢাকার বাণিজ্য আবার পুনর্জীবিত হ তেছে। এটী পরম আহ্লাদের সংবাদ, সন্দেহ না বাণিজ্য না থাকিলে দেশের শ্রী থাকে না, মা লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া যায়। দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষ প্র হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকা অতি প্রা ও প্রধান বাণিজ্যের স্থল। বহুকাল হইতে এই মিহি কার্পাস বস্ত্রের নিমিত্ত বিখ্যাত আছে। প্রা

াময়েকেও ঐ সময় চিকন বস্ত্র স্বদেশে লইয়া যাই-
ন। ... ইংলিস, তুরস্ক মিশর প্রভৃতি
ান্য দেশে উহা প্রেরিত হইত। সোণারগাঁয়
... স্থাপিত হইলে ঢাকার বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি
নেক কম হইয়া পড়িল। কিন্তু মুসলমান বাদ-
দের শাসন কালে মগেরা সুবর্ণগ্রামে সাংঘাত
্যাচার উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে
লোক ও ব্যবসায়িগণ যার পর নাই উৎ-
ড়িত হয়। তথাকার শাসনকর্ত্তাকেও অত্যন্ত
ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সে কারণ, ১৬১২ খ্রী-
ে ইস্লাম খাঁ ঢাকা নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী
িলেন। অন্যূন শত বর্ষ পর্য্যন্ত এই ভাবে তথায়
ধানী চলিতে লাগিল। লোকের সুখ সমৃদ্ধি আবার
দ্ধি হইল, শিল্প বাণিজ্য আবার পুষ্ট ও বিস্তীর্ণ হইয়া
ল। কিন্তু ১৭০৪ খ্রী অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শি-
বাদে বঙ্গের রাজধানী করিলেন, সুতরাং ঢাকার
সৌভাগ্যসূর্য্য পুনর্ব্বার অস্তমিত হইল।

১৬৬৬ খ্রী অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্ম-
রীরা ঢাকা নগরে একটী কুঠি স্থাপন করেন।
ায় ফরাশি এবং দিনামারদেরও ব্যবসার কুঠি
। ঐ কুঠি গুলি ক্রমে ইংরাজদের হস্তগত হয়।
শিদাবাদে রাজধানী করায় ঢাকার বাণিজ্য এক
লে বিনষ্ট হয় নাই। কলিকাতা নগরেই রাজ-
নী স্থাপিত হইলে, ঢাকার বিশেষ ক্ষতি হইয়া
। অধিকন্তু, মুসলমান বাদসাহ রাজ্যচ্যুত
লে ঢাকার বাণিজ্য বার আনা বিলুপ্ত হইয়াছিল
লেও বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষে মুসলমানেরা বড়
ীন। এমন বিলাসী জাতি ত্রিসংসারে
আর নাই বলিলে বোধ করি অসঙ্গত প্রয়োগ
না। ঢাকার যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহামূল্য
কাপড় মুসলমানেরা ক্রয় করিতেন। এ দিকে
ার ইউরোপে কার্পাসের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে
াল, সুতরাং ঢাকাই কাপড়ের আদর অনেকাংশে
য়া আসিল। ১৮০১ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ বণি-
ঢাকাই কাপড়ের নিমিত্ত বৎসর বৎসর প্রায়
০০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা দাদন করিতেন। কিন্তু
৭ অব্দে বাণিজ্য এত কমিয়া আইসে যে, সে
র ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার অধিক দাদন করা
নাই। আবার ১৮১৩ অব্দে কেবল ২০০০০০ দুই
টাকা মাত্র দাদন করা হইয়াছিল। ১৮০৭
তে ঢাকার সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্য এক প্রকার
র্ণ ভাবেই বন্ধ হইয়াছিল বলিতে হইবে। সে
র দেশীয় ও অন্যান্য পুণ্য বাপারে কেবল
০০০ পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার দ্রব্য বিক্রীত
ঢাকার যেমন বাণিজ্য কমিতে লাগিল তৎসঙ্গে
ক সংখ্যাও অনেক কম হইয়া পড়িল। সুতরাং
দোকানী পসারীরও ব্যাপার যার পর নাই
মন্দ হইয়া আসিল। ১৮০০ সালে ঢাকা ২০০০০০ দুই
লক্ষ লোক বাস করিত, কিন্তু ১৮৭২ সালে ৬৯,০০০
কেবল উনসত্তর হাজার লোক হয়। যৎকালে ঢাকা
নগরে বাণিজ্যের সবিশেষ প্রভাব ছিল, তখন
কুসুম ফুলের রং সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রূপার কাজ
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হইত। কুসুম রং ও রৌপ্যের
কাজ অদ্যাপি কিছু কিছু চলিতেছে। কিন্তু
সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কাজ এক কালে নাই বলিলে
চলে। এখন যৎসামান্য বস্ত্র বসরা ও জেড্ডা
নগরে প্রেরিত হয়, তথা হইতে তুরস্ক এবং
মিশরে নীত হইয়া থাকে। গত রুশ তুরস্ক যুদ্ধের
পর তুরস্কে ঐ বস্ত্র নিতান্ত স্বল্প পরিমাণে ক্রয়
করা হয়।

ঢাকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রের নাম "আবরওয়ান" অর্থাৎ
জলপ্রবাহ ও "শবনাম" অর্থাৎ সায়ন্তন নীহার।
এই দুই প্রকার বস্ত্রের পারিপাট্য ও সূক্ষ্মতার কথা
শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মুসলমান বাদসাহের
সময় ক্রেতাও ছিল কারিকরও ছিল। এই রূপ
কথিত আছে, জাহাঙ্গিরের শাসন কালে এক খানি
দশহাত দীর্ঘ এবং দুই হাত প্রস্থ বস্ত্রের ওজন পাঁচ
তোলার অধিক হইত না। পাঠক! বিবেচনা করুন,
কাপড় খানি কত সূক্ষ্ম হইত। এ প্রকার এক এক
খানি সূতী কাপড়ের মূল্য ৪০০ চারি শত টাকার ন্যূন
নহে। ১৮৪০ সালেও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, কিন্তু
তাহা পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রের ন্যায় মিহি নহে। ৮।০
তোলা ওজনের দশহাতী কাপড় প্রস্তুত হইত বটে,
তাহার মূল্য একশত টাকার অধিক ছিল না।
ডাক্তার ব্যাল্‌ফোর কহেন যে, ১৮৫০ অব্দে ঢাকায়
কেবল এক ঘর ভাল তাঁতী ছিল, তাহারাই উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে পারিত। উপরে যে প্রকার
মিহি বস্ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তেমন এক খানি
বস্ত্র বুনিতে ছয় মাস লাগিত। অধুনা ঢাকাই সাটী
বিলাতী সূতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ
উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্‌ রক্সবর্গ সাহেব কহেন যে, পূর্ব্ব কালে
যে প্রকার কার্পাসে ঢাকাই বস্ত্র প্রস্তুত হইত তেমন
কার্পাস অন্য কোথাও জন্মিত না। আমেরিকার
সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলাও তাহার তুল্য নহে। ঢাকার
উত্তরাংশে মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীকূলে সোণার
গাঁ, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ঐ কার্পাসের চাস
করা হইত। আশ্চর্য্যের কথা সেই বীজে সেই
সকল অঞ্চলে এখন তেমন তুলা জন্মে না। বোধ
করি, মৃত্তিকা কিম্বা বীজে কোন প্রকার দোষ
ধরিয়া থাকিবে। নীলের বীজেও দেখা যায় বঙ্গদেশে
নীল জন্মে বটে, কিন্তু সে নীলের বীজে ভাল বৃক্ষ
উৎপন্ন হয় না। রেশমেও দেখা যাইতেছে কীট
ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। পু...
আর তাহাতে ভাল গুটী ও রেশম হয় না। ...
চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম রেশমের ...
আনীত হয়। ক্রমে অধিক কাল এ দেশে ...
হওয়ায় তাহার অনেক ভাবান্তর ঘটিতেছে। ঢা...
কার্পাসের কথা আমরা ঠিক কিছুই বলিতে ...
না। চাসের ভূমিতে কিম্বা বীজে কোন্ ...
দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত বলা যায়। বঙ্গে...
প্রশস্ত কৃষিবিভাগ থাকিলে ঐ কার্পাসের পুন...
উন্নতিসাধন হইতে পারে।

করকসি কাজের নিমিত্ত বহুকাল হইতে ...
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অন্য প্রকার সা...
করী নহে। সোনা রূপার তারে বিচিত্র ফু...
ঝাড় বুটী তোলা কাপড়ের কাজ যথা কিং...
কামদানি ইত্যাদি। কার্পাস রেশম ও ...
নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সোনা রূপার ...
করা; সলিমা, হুকা প্রভৃতির কারিকার্য্য দেখি...
চমৎকৃত হইতে হয়। এক একটী তার ...
ন্যায় সূক্ষ্ম। আরঙ্গিব পাদসাহের সময়ে এক ...
নলী তারের মূল্য ২০,০০০ টাকা ছিল। ...
তারের কাজে কটক ত্রিচিনপলী, চীন এবং ...
ত্রাই ঢাকার প্রতিযোগী দৃষ্ট হয়।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্য বি...
পুনর্ব্বার স্থাপিত হইল। এবার আমরা মনের ...
উদ্যমশীল লোক পাইয়াছি। বক সাহেব ...
বর্ষে আসিয়াই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত ...
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়াছে...
ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযো...
কার্য্য-কৌশল দেখাইয়া যে প্রকার সুখ্যাতি ...
করিয়াছেন এখানে তদ্রূপ উন্নতি করিতে পারি...
আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হ...
ফেমিন কমিশনদের সঙ্গে এখন তাঁহারা ...
বিষয়ের পরামর্শ করিতেছেন। যাহা হউক ...
দেশের কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্য যে পুনর্জীবিত হ...
তাহার আমরা আশা করিতে পারি।

বয়ঃপ্রাপ্তির কাল নিয়ম।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের বয়ঃ প্রাপ্তির আই...
অদ্যাপিও বিশদ হইল না, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্যব...
প্রাপ্তির কাল ষোড়শ বৎসর, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম...
হেদায়া, দরল মুখতার জামি-উর-রামজ অনুস...
মুসলমান বালক পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলে ...
ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা ...
যে, এত অল্প বয়সে অধিকাংশের বিদ্যা বুদ্ধির প...
পকতা এবং বহুদর্শনজনিত জ্ঞান জন্মে না। সুত...
এই অল্প বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হইলে বাল...

অনিষ্ট হইতে পারে। ১৭৯৩ অব্দে ভারত- ব্যবস্থাপক সভার এদিকে দৃষ্টি পতিত হয়। ৎসর গবর্ণর জেনেরল যে ১০ আইন প্রচার ন, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের বয়ঃপ্রাপ্তির ষোড়শ বর্ষ নিরূপিত হয়, কিন্তু ইহাতে অনিষ্টা- ের সম্ভাবনা দেখিয়া ঐ অব্দে গবর্ণর জেনেরল ষড়্‌বিংশ আইন প্রচারিত করেন, তাহাতে ার-বালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল উনবিংশ নির্দ্দিষ্ট হয়। নাবালক জমিদারদিগের বয়ঃ- প্তির কাল উনবিংশ বর্ষ নিরূপিত হইল বটে, অপর সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষে বয়ঃপ্রাপ্তি- পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই রহিল। অনন্তর অর্দ্ধ ব্দীরও অধিক কাল অতীত হইলে পর ১৮৪৮ ব্যবস্থাপক সভা এতদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্দের ৪০ আইনে র্ব্বার ভারতবর্ষীয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল নিরূপিত ল,—জমিদারদিগের ও মফস্বলের প্রজা সাধা- র উনবিংশ বর্ষ স্থির হইল; কিন্তু কলিকাতার ালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই ল। এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তদবধি অনেকেই ইহার ংবাদ করেন। এবং অনেক ধূর্ত্ত লোকে নানা লে এই বিশৃঙ্খলার ফলভোগী হয়। ব্যবস্থাপক সাধারণের পক্ষে যদি এইরূপ নিয়ম করিতেন যে তবর্ষীয়েরা অষ্টাদশ বর্ষ অতীত না হইলে কেহই প্তব্যবহার হইবে না, তাহা হইলে সকল বিবাদ টিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা সে দিকে করিলেন না। এই আইনে এই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত যে কলিকাতার যে ব্যক্তি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক য়া তথাকার নিয়মে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে কিউলার রোডের বাহিরে আসিলে অপ্রাপ্ত হার হইত। কলিকাতার বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি দান ক্রয় ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি সকল করিতে পারিতেন, ্ত তিনি আবার মফস্বলে আসিলে তৎকৃত কার্য্য দায় আইন বিগর্হিত হইত। ব্যবস্থাপক সভা বিশৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। র্ব্বার এই আইনের যখন সংস্কার করা হইল তখন এই দোষের সংশোধন করা হইত, তাহা হইলে ক্ষেপের কারণ থাকিত না। আপাততঃ যে রতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তির আইন চলিতেছে তাহাতে োক্ত বিশৃঙ্খলা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আইন অনুসারে জমিদার শিশুদিগের বয়ঃ প্তির কাল একবিংশ ও অপর প্রজার অষ্টাদশ ।

বালক যত অধিক বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়, ই দেশের ও তাহাদের নিজের মঙ্গল। পরিণত ্ধি, সদসৎ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যেরূপ সকল দিক দেখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিতে পারে, অপরিণত বুদ্ধি বালক তাহা কখনই পারে না। বিশেষতঃ যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যের মন যত কুপথে আকৃষ্ট হয় বয়ঃক্রম কিছু অধিক হইলে আর তত হয় না। তখন জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ইন্দ্রিয়াদি বেগের অনেক দমন করে। জমিদার বালকদিগের একবিংশ বৎসর ব্যবহার প্রাপ্তির বয়স নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়মটী সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইলে সাধারণ জনসমাজের বিশেষ একটী উপকার করা হয়। ইহাতে কেবল জমিদারদিগের উপকার করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহার জমিদারী তিলামাত্র নাই অথচ সে কোটি টাকার অধিকারী। যদি জমিদার সন্তান উনবিংশ বৎসরে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে, তবে জমিদারী হীন কোটি মুদ্রার অধিকারী বালক ঐ বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে তাহার বুদ্ধি দোষে কি তাহার ও সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে না। যদি উক্ত ধনশালী বালক অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রাপ্তব্যবহার হইয়া সঞ্চিত ধনে জমিদারী ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে কি পুনর্ব্বার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার হইতে হইবে? আইনের এক্ষণে যে ভাব তাহাতে এই সন্দেহের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। ষ্টোক্স সাহেব এই গোলযোগের মীমাংসার একটী সদুপায় করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

-:•:——

১৪ ই সেপ্টেম্বরের কালিকাতা ট রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ১৮৮০—৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনায় এবার এই বিভাগের কার্য্য সংখ্যা ন্যূন। কিন্তু আয়ের পরিমাণে বরং কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কার্য্যের ন্যূনতা করে অনেকে অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে এ বৎসর শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, সমুদায় দ্রব্যই সুলভ, সুতরাং লোকের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াছে। অভাব না হওয়াতে লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সম্পত্তি বিক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করে নাই। কার্য্য অল্প হওয়াতেও আয় বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে রেজিষ্ট্রী আপীসে সম্প্রতি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, দলিল রেজিষ্ট্রী হইবার পর এক মাস অতীত হইয়া গেলে গ্রহীতাকে কালাতিপাতের জন্য জরিমানা দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাইকোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে ডিক্রীর দেনার জন্য ডিক্রীদার যদি দেনদারের সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার প্রার্থনা করে তাহা হইলে ডিক্রীদারকে আদালতের সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক ইহা বলিতে হইবে যে সে রেজিষ্ট্রী আপীসের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে দেনাদারের যে সম্পত্তি সে বিক্রয় করাইতে চাহিতেছে তাহা দেনাদার তৎ পূর্ব্বে অপর কাহাকেও বিক্রয় করে নাই। এই অনু সন্ধানের জন্য ফি লাগে। এই ফি ও উক্ত জরিমানা হইতে এবার বিস্তর টাকা আদায় হই য়াছে, সুতরাং কার্য্যের ন্যূনতার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে, ইহা হইতেই তাহার পূরণ হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার পাঁচটী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রী আফীস খোলা হইয়াছে। ব্যয়ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হই য়াছে। এই বিভাগে আয় ও ব্যয় বাদে এবার যত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা গত বর্ষের অপেক্ষা অল্প।

যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে এবারেও সেই-রূপ পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ মহাসভায় অর্পণ করিয়াছেন। যখন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়া সভ্যেরা কার্য্যে বীতরাগ হইয়া উঠেন, যখন কোন গুরুতর কাজ দিলে তাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য ফেলিয়া রাখেন, যখন কোন কার্য্যে গাঢ় মনঃসন্নিবেশের ইচ্ছা থাকে না তখনই দেখিতে পাই আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ সভ্যগণের সমক্ষে পাঠ করেন। আবার এত শেষ কালে পাঠ করা হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করাও আছে। আফগান যুদ্ধে এবার কত অর্থের যে শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। যদি এই যুদ্ধ না ঘটিত তাহা হইলে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রায় দশ কোটি টাকা সঞ্চিত থাকিত। এতদ্ভি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অন্যূন পাঁচ কোটী টাকা সাহায্য করিয়াছেন, আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চিত দেড় কোটী টাকাও ধূম গিয়াছে। ষ্টে সেক্রেটারির হিসাব অনুসারে এই যুদ্ধে অন্যূ ১৩,৪১,২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যাহা হউক ষ্টেট সেক্রেটারি একটী পরম সন্তোষ জনক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যদি কাজে ঘটে তাহা হইলে আমাদের কত যে উপকার হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলি য়াছেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত বৎসর বৎসর দেড় কোটী টাকা আদায় করা হইবার নিয়ম করা হইয়াছে যে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে বৎসর এই টাকা হইতে তাহার নিবারণের চেষ্টা

রা হইবে যে বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইবে না সেই
বৎসরে ঐ টাকা খাল খনন রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রভৃতি
তে জনক পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আয় ব্যয়
বরণ পঠিত হইলে পর ওকনর নামক একজন
রা ভারতবর্ষের ৬টী অপব্যয় দেখাইয়া দেন।
নি বলেন যে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় চিকিৎসালয়
য় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের চীনদেশস্থ আপিস
কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি ভারতবর্ষের ধনা-
র হইতে দেওয়া অন্যায়। তদুত্তরে হার্টিংটন
লয়াছেন যে উহা হইতে ভারতবর্ষের উপকার
ছে, এজন্য ভারতবর্ষ ঐ ব্যয়-ভার বহন করেন।
৬ই বিষয় হইতে ভারতবর্ষের যে কি উপকার
তেছে, হার্টিংটন সাহেব তাহা যদি বিশেষ করিয়া
াইয়া বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের বড়
হ্লাদের হইত। কিন্তু কি উপকার আমরা
ঝিতে পারিলাম না।

—:০:—

সোনাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে
হতেছে উহার প্রথমাদ্ধ কয়েকটী বড় বড় গণ্ড-
মের মধ্য দিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে হরিনাভি,
জ্জিপোতা, কোদালিয়া, মালঞ্চ সর্ব্ব প্রধান।
ই কয়েকটী গ্রামে বিস্তর ভদ্রলোকের বাস।
য় সকলেই কলিকাতায় চাকুরী করে। ফলমূল
সাদির ব্যাপারীও এখানে বিস্তর। এখানে
টী বাজার আছে। ব্যাপারীরা এই দুই বাজার
তে বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া কলিকাতায়
ক্রয় করে। এত কয়েকটী গ্রামের মধ্যস্থলে
টী ষ্টেষণ হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয়
তে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে
দালিয়ায় একটী ষ্টেষণ হইবে। কিন্তু সম্প্রতি
জনরব শুনা যাইতেছে যে কোদালিয়ায় ষ্টেষণ
কইয়া বারুইপুরের নিকটে মল্লিকপুর নামক
টী যৎসামান্য গ্রামে ষ্টেষণ করা হইবে। ঐ
নে ষ্টেষণ হইলে গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত আয় হও-
কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। ঐ স্থানে ষ্টেষণ
লে উহার আয় কম ও ব্যয় বেশী হইবে। গবর্ণ-
ট কেন যে ঐ স্থানে ষ্টেষণ করিতেছেন তাহা
মরা বুঝিতে পারিতেছি না। মল্লিকপুর হরি-
ভি প্রভৃতি গ্রাম হইতে দুই তিন চারি মাইল
। এখানে ষ্টেষণ হইলে এই কয়েটী গণ্ডগ্রামের
কের কিছু মাত্র সুবিধা হইবে না, বরং তাহাতে
ধিক অসুবিধা হইবে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
বিষয়ে দৃষ্টি করা হ...

ইউরোপীয় সমাচার

কেয়ারো ৯ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য অপরাহ্নে চারি সহস্র মিসর
ীয় সৈন্য ত্রিশটী কামান লইয়া সেনাইদের আবাসটী বেষ্টন

করতঃ তাঁহাকে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিতে, মিসররাজ্যে
শাসন প্রণালী স্থাপন করিতে এবং সেনাদল বর্দ্ধিত করিতে অনু-
রোধ করে। সেদাইব তাহাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়াছেন ও
শেরিফ পাশাকে মন্ত্রী সভার অধ্যক্ষ করিয়াছেন।

টিউনিশ ১০ ই সেপ্টেম্বর। সেনাপতি লজরো ফরাসী গবর্ণ-
মেণ্টের নিকট আর ২০,০০০ সেনা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এক
দল ফরাসী সেনা গত কল্য সুসা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর
হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ইংলণ্ডীয়
সৈন্যদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য সৈনিক অর্ণবযান প্রেরিত
হইয়াছে।

টিউনিশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় ঘোরতর যুদ্ধ
চলিতেছে। ইউরোপীয়েরা দলে দলে জাহাজে পলায়ন করি
তেছে। ইউরোপের রাজগণের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ গবর্ণ
মেণ্টের নিকট সৈন্য পাঠাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টরের তুলা ব্যবসায়ীরা লিবারপুলস্থ সমব্যবসায়ীদিগের
ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এক সপ্তাহ কল চালান বন্ধ রাখিয়াছে।

কেয়ারো ১১ ই সেপ্টেম্বর। মিসরে এখনও গোলযোগ
চলিতেছে। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিবেন
কি না তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অসত্য ধনাগার হইতে
আলেকজান্দ্রিয়ার ধনাগারে স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছে।

টিউনিস ১১ ই সেপ্টেম্বর। ফরাসী সেনাগণ অবিবাদে সুসা
অধিকার করিয়াছে। আরবেরা টেবোরা নগর অধিকার করাতে
তত্রত্য অধিবাসীগণ পলায়ন করিতেছে।

নিউইয়র্ক ১২ ই সেপ্টেম্বর। গিটো নামক যে ব্যক্তি সভা-
পতি গার্ফিল্ডের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে
কারাগারের জনেক রক্ষী গুলি করে। গিটো সামান্য মাত্র
আহত হইয়াছে।

কেয়ারো ১২ ই সেপ্টেম্বর। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধি-
নায়কের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। বিদ্রোহীগণ
জয় প্রদর্শন করিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। সুইটজরলণ্ড হইতে সংবাদ আসি
য়াছে যে তত্রত্য গ্রেসন বিভাগে এলম নামক স্থানে ভূমি হঠাৎ
বিদীর্ণ হওয়া অনুমান দুই শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

মাল্টা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। এডেন নগরে ওলাউঠা রোগের
প্রাদুর্ভাব হওয়াতে পোতাধ্যক্ষদিগের প্রতি এই আদেশ দেওয়া
হইয়াছে যে, ঐ স্থানে যে যে জাহাজ গিয়াছিল তাহাদিগকে এক
সপ্তাহ কাল মাল্টা নগরে আসিতে দেওয়া হইবে না। স্পেন
গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে এডেনে জাহাজ
লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

টিউনিস ১৩ ই সেপ্টেম্বর। হামোয়ান নগরে ফরাসীদিগের
শিবির আরব সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমাগত যুদ্ধ
চলিতেছে। টিউনিশনগরে জল আনয়নের যে প্রণালী ছিল
আরবেরা তাহা ভগ্ন করিয়াছে। পাঁচ হাজার তুরস্ক সৈন্য কতক-
গুলি কামান লইয়া ট্রিপলিতে উপনীত হইয়াছে।

সভাপতি গার্ফিল্ড আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন
উঠিয়া বসিতে পারেন।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণমে-
ণ্টের বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধির আলোচনা করিবার জন্য আগামী
মাসে পারিস নগরে মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইবে।

কেয়ারো ১৩ ই সেপ্টেম্বর। সৈন্যগণ বিদ্রোহিতার পরি-
ত্যাগ করিয়া সেদাইবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। নূতন মন্ত্রী-
সভা স্থাপিত হইয়াছে। শেরিফ পাশা ইহার সভাপতি হইবেন।
মহম্মদ বারুদি নিজের বিভাগের ও হায়দর পাশা রাজস্ব বিভাগের
মন্ত্রী হইবেন। মিসর দেশের গোলযোগের কারণ অনুসন্ধা...
তুরস্কের সুলতান কমিশন নিয়োগ করিবেন বলিয়াছেন।

কেয়ারো ১৪ ই সেপ্টেম্বর। মনিটিওর ইজিপ্‌শিয়ন না...
সরকারী পত্রিকায় শেরিফ পাশার একখানি পত্র প্রকাশিত...
য়াছে। ইহাতে মিসরের যে সকল দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার সং...
করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পত্র মধ্যে ঐ দেশে ই...
রোপীয়দিগের আধিপত্যের বিস্তর প্রশংসা করা হইয়া...
সেদাইব এই সমুদায় অনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। রুশ, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মাণের স...
ডাণ্টজিগ ও গাষ্টিন নগরে মিলিত হন। এই ঘটনা লইয়া ...
পিটার্সবর্গ ও বর্লিনের সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে ইহ...
সাম্রাজ্যের মিত্রভাব আরও দৃঢ় হইল।

এথেন্স ১৫ ই সেপ্টেম্বর। তুরস্ক গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে যে ...
গুলি প্রদান করিয়াছেন গ্রীক সেনাগণ তাহা অধিকার করিয়া...

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ডবলিন নগরে ল্যাণ্ড...
দলের এক সভার অধিবেশন হয়। পার্নেল সাহেব সভাপ...
আসন গ্রহণ করেন। তিনি ঐ দলের সভ্যদিগকে আই...
ভূমি সংক্রান্ত আইনের উপর নির্ভর করিতে নিষেধ করিয়াছে...
তিনি বলিয়াছেন জমিদারের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য সভ্যদি...
এক মত ও বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। ল্যাণ্ডলীগ দ...
সভ্যেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যত দিন গবর্ণমেণ্ট কোয়...
আইন অনুসারে অবরুদ্ধ কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া না দিবেন ...
তাহারা ভূমি সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করিবেন না।

টিউনিশ ১৫ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা টিউনিশের পয়...
প্রণালী ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তথায় পেয় জল কিছু মাত্র নাই।
বে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন। আর...
হামোয়ান নামক স্থানে ফরাসী শিবির অবরোধ করিয়া ...
য়াছে। অদ্যাপি ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আরবেরা শি...
গ্রহণ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতক...
হইতে পারে নাই।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ১২ ই সেপ্টেম্বর। আবদর রহমান ৪...
সেপ্টেম্বর দেশাত-ই-গিলজাই হইতে বাহির হ...
১০ ই খান-ই-এজু নামক স্থানে শিবির সন্নিবে...
করিয়াছেন। এই স্থান কান্দাহার হইতে ৮ মা...
দূরে অবস্থিত। ঐ দিবস বেলা ৬ই প্রহর প...
এবং তৎপরদিন প্রাতঃকাল হইতে ৪ টা প...
কান্দাহারের দিক হইতে তোপ ধ্বনি শুনিতে পা...
গিয়াছিল। কান্দাহার প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া...
কেবল শিকারপুরের ফটক খোলা আছে।

সিমলা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ইতিপূর্ব্বে আ...
আবদুল কুদুস্ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি...
সসৈন্যে তুর্কিস্থান হইতে হিরাটের দিকে প্রে...
করিয়াছিলেন। ইনি তাইওয়ারা নামক দুর্গ অ...
কার করাতে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ হিরাটে পলা...
করিয়াছেন। এক্ষণে কবুলে কিছুমাত্র গোলযো...
নাই।

সিমলা ১৬ ই সেপ্টেম্বর। আবদর রহমা...
তুর্কিস্থানবাসী সেনাগণ ঘর নামক স্থান অধি...
করিয়াছে। তথাকার গবর্ণর আবদুল ওয়াহাব কা...
হারে পলায়ন করিয়াছেন। হিরাট হইতে যে স...
সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছিল তাহ...
দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আমির সেনাগণকে সুনিয়মে রাখিয়াছে...
তাহারা যে যে স্থানের শস্যের হানি করিয়া ...
তিনি তথাকার কৃষকদিগের ক্ষতি পূরণ ক...
তেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের সাতনার সংবাদদাতা বলেন:—আজ এতদ্দেশে অত্যন্ত সর্পভয় হইয়াছে। দুই দিনের মধ্যে এখানকার দুই তিন ব্যক্তি সর্প নে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন কালে মাঠ ঘাট জলপূর্ণ হয় বলিয়া সর্পসকল ঙ্গর বাটীতে আশ্রয় লয় এখানে সেরূপ হয় না। নে গ্রীষ্মাতিশয্য-নিবন্ধন সন্ধ্যার সময়ে সর্প- শীতল বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া থাকে। দেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ হয়, কাল এখানে ঠিক সেইরূপ।

ইতিপূর্ব্বে এখানকার ৮ নম্বর বেঙ্গল ক্যাভাল মেজর সাহেব জনৈক হিন্দুস্থানী মহাজনের কানে ছাতা ক্রয় করিতে আইলেন। উচ্চ পদস্থ কের সমভিব্যাহারে যেমন অনুচর থাকে সহিত সেরূপ কিছুই ছিল না, সুতরাং ছত্র কতা মেজর সাহেবকে প্রথমেই এক জন সামান্য রাপীর মনে করে। সাহেব অভিপ্রায়- ছত্রের মূল্য স্থির করিয়া দেখেন তাঁহার [illegible] কম আছে, সুতরাং হওস্থিত টাকা [illegible] টাকা পাঠাইয়া দিবেন বলেন, কিন্তু [illegible] তাহাতে না ছাড়াতে তিনি জোর করিয়া চেষ্টা করেন। ছত্র বিক্রেতাও ইহাতে টানা করিয়া শেষে কাড়িয়া লয়। এই সময়ে তথায় এক পুলিষ কনষ্টেবল বেড়াইতে ছিল, সাহেব তাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, এবং তাহাকে দিষ্ট মূল্যের জন্য জামিন হইতে বলেন, কিন্তু তাহাতে সম্মত হয় নাই; কারণ এখানে রেলওয়ের উপলক্ষে যে সকল সাহেব আছেন তাঁহাদি- মধ্যে কেহ কেহ বাজারে আসিয়া ঐরূপ অত্যা- করিয়া থাকেন এবং শেষে মূল্য দিব বলিয়া পরে আর তাহা দেন না। সুতরাং গরিব নারাওয়ালা সাহেবের বিশেষ পরিচয় না পাইয়া মিন হইতে সম্মত হয় নাই। সাহেব ইহাতে অব- নিত ও কুপিত হইয়া পোলিটিকাল একেন্টের কট নালিশ করেন। বিচারে ছত্র বিক্রেতার শত টাকা অর্থদণ্ড ও কনষ্টেবল কর্ম্মচ্যুত হয়। হেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপীল করাতে তিবাদী ভীত হইয়া মেজর সাহেবের নিকট গিয়া কদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে।

বওয়ার রাজার গুরুর মৃত্যুতে উক্ত পদ খালি হয়। ওয়ান সাহেব প্রধান চেলাকে গদী প্রদানের জন্য একেন্ট সাহেবকে বলেন কিন্তু তিনি তাহাতে ত না হইয়া রাণী ও সর্দ্দারদিগকে সভা করিয়া চেলাদিগের [illegible] ব্যক্তি মনোনীত করিতে বলায় তাঁহারা [illegible] সভা করিয়া অপর একজন চেলাকে মনোনীত করেন। প্রধান চেলা গদী প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশাস হইয়া এক ব্যক্তিকে একেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, এ ব্যক্তি সাহেবকে ২৫ হাজার টাকা ঘুস লইয়া প্রথমোক্ত চেলাকে গদী প্রদান করিতে বলাতে সাহেব তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

একেন্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করি- বার জন্য রেওয়ার রাজকোষ হইতে নগদ ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। শুনা যায় রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় টাকাগুলি বুক বুক করিয়া রাখিতেন। টাকা বসাইয়া রাখা অপেক্ষা খাটান ভাল বটে, কিন্তু এরূপে নহে। শুনা যাইতেছে চারি টাকা সুদের কাগজ শতকরা দশ টাকা প্রিমি- য়ম দিয়া ক্রয় করা হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আরও ৫০।৫৫ হাজার টাকার যে শ্রাদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাজার যদি মহার্ঘ হয় তবে তাড়াতাড়ি এত টাকা অনর্থক নষ্ট করিয়া কাগজ ক্রয় করার কি আবশ্যক? রাজ্যের উন্নতিই যদি অভিপ্রেত হয় তবে সেরূপে দুপয়সা থাকে একেন্ট সাহেবের তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আর এক কথা এই, এই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যদি কাপড়ের কল অথবা ব্যাঙ্ক খোলা হইত কিম্বা বাণি জ্যের সুবিধা করিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ অপেক্ষা, অধিক টাকা আয় হইত, এবং তদুপলক্ষে অনেকগুলি লোকও প্রতিপালিত হইতে পারিত। শুদ্ধ ইহা নহে, বাণি- জ্যোপলক্ষে ভিন্ন দেশস্থ অনেক লোক এই সকল দেশে আগমন করিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিলে অনেক পতিত ভূমিও উর্ব্বর হইয়া রাজস্বের বৃদ্ধি হইত। কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ভিন্ন কি অন্য কোন উপায়ে রাজার উন্নতির সম্ভাবনা নাই?

উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক না থাকাতে অনর্থক রাজ্যের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে। বাপের বাপের শ্রাদ্ধের ন্যায় কেহ কাহার কোন খবর রাখেন না। যিনি যে বিভাগে নিযুক্ত আছেন তিনি সেই বিভাগে ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন তাহার আয় ব্যয়ও দেখা নাই, হিসাব নিকাশও নাই। ইঞ্জিনিয়র এক দিকে বাটী প্রস্তুত করিতেছেন অপর দিকে ভাঙ্গিয়া পড়ি- তেছে, এক কার্য্যের জন্য দশ বার টাকা ব্যয় হই- তেছে; আশ্চর্য্যের বিষয় সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় যাহাদিগকে যেরূপ জায়গীর দিয়া গিয়াছেন এখন তাঁহাদিগের হয়ত কেহ দুই তিন অথবা চারিগুণ বেশী জায়গীর ভোগ করিতেছেন। কেহ যে যত্ন করিয়া সেই বেশী ভূমির রাজস্ব আদায় করেন, এরূপ লোক নাই। যাহা হউক আমরা আশা করি একেন্ট সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ত্বরায় ইহার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি এ জেলার হাতুয়া গ্রামের সন্নিকটস্থ এক পল্লীতে একটী দীনা, শ্রমজীবিনী, সাধ্বী স্ত্রী বাস করিত জনৈক প্রতিবাসী ইহার সতীত্ব-হরণাকাঙ্ক্ষ হয়, এবং তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টাও করে। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ঐ পাপাত্মা স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে, এক দিবস কোন কার্য্যো- লক্ষে এক প্রান্তরে লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু বাঁধিয়া এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এ দিকে তাহার পত্নী পতিকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। পরে কূপ মধ্যে রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইয়া কোন উপায়ে অপর লোকের সাহায্যে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। পরে আদালতে অভিযোগ করিলে দুরন্ত দায়রা সোপর্দ্দ হয়, অদ্য জজ ষ্টিভেন্স সাহেব দুরাত্মাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য দাক্ষি- ণাত্য অঞ্চলের কোঙ্কনদেশে এক জন হিন্দু এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম পন্দ্যা রামকৃষ্ণ। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়াতে সমাজের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কতক গুলি লোক স্থানে স্থানে ঐ সকল সঙ্গীত গাইয়া বেড়াইতেছে। রামকৃষ্ণের বিশ্বাস এই যে সাধারণ জনসমাজে বিধবাদিগের কষ্ট, সমাজের হানি এই সকল উদ্ঘোষিত হইলে লোকের বিধবার বিবাহ দিতে যত্ন হইবে।

ইংলিশম্যান বলেন:—সাঁওতালেরা যেরূপ গো- যোগ করিতেছে তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা সামান্যই হউক আর অধিক হউক আমরা বৎসর হইতে ইহার সূচনা দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিতেছেন যে লোকসংখ্যা ইহার কারণ, কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইহার ভিতর অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে। যাহা হউক এই সময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এক্ষণে তিনটী রমণী চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের দল পুষ্টি করিবার জন্য মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজি- ষ্টেটের পত্নী লণ্ডন হইতে এম, বি, উপাধি পাইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। শুনা যাইতেছে ইনি তত্রত্য সূতিকা-হাঁসপাতালে কার্য্য করিবেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল কলিকাতা

মন কালে নিমচ ও নসিরাবাদ রেলওয়ে য়া উদয়পুরে যাত্রা করিবেন। অনন্তর বারা- দর্শন করিয়া ডুমরাওনের বৃদ্ধ মহারাজের ও সাক্ষাৎ করিবেন।

সম্প্রতি চীন গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য প্রজাদিগকে : কালের জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে নিষেধ ন। ফুচু নগরের কতিপয় ব্যক্তি এই আদেশ ন করায় তাহাদিগের তের টাকা করিয়া অর্থ ও বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হয়। অপর ক যাহাতে এরূপ কার্য্য আর না করে এজন্য দের মুণ্ডিত মস্তক চিহ্নিত করিয়া তাহাকে শ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আইন তেমনি র!

বোম্বাই গেজেট নামক সংবাদপত্রে ২৩ এ জুলাই ী স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকাশিত তাহাতে লিখিত হয় যে বোম্বাই নগরে কয়েক ক্ষচরিত্র ইউরোপীয় স্বদেশ হইতে রমণীদিগকে শে ভুলাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে বেশ্যা করিয়া রূপ জঘন্য ব্যবসায় চালাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মেণ্ট ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত া অবগত হইয়াছেন যে এই উক্তি সম্পূর্ণ ক।

রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীরের নিকটে নি নামক স্থানে সম্প্রতি এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড া গিয়াছে। তথায় সিদ্ধ নামে এক সম্প্রদায় হ। ইহাদিগের মহান্তের নাম বদোনাথ। রের ঠাকুর আপনি গ্রামের কর আদায় বার জন্য তথায় এক জন উকীলকে প্রেরণ ন। সিদ্ধেরা মহান্তের প্রবোচনায় কর দিতে কার করে। অনন্তর তাহাদের ১৫০ জন সম- হইয়া উকীলের নিকট এই বলিয়া কর হইতে তি চাহে যে যদি তিনি তাহাদের আবেদন হ্য করেন তাহা হইলে জীবন্ত থাকিতে তাহারা র সম্মুখে সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ল তাহাদের এই অসঙ্গত আবেদন অগ্রাহ্য তে তাহারা সত্য সত্যই ছই দিনের গোর দেয়। রের কর্ম্মচারিগণ এই হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য ত পারে নাই। বিকানীরের রাজা অপরাধি- র ১৯ জনকে ধৃত করিয়াছেন, অপর সকলে য়ন করিয়াছে। মহান্তের তিন বৎসর কারা- নর আদেশ হইয়াছে।

একজন ফকীর আমড়াতলার অক্ষয়কুমার াসের নিকট আসিয়া বলে যে, সে যে কোন র্থকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। অক্ষয়- রের প্রতীতির জন্য সে কয়েকটী ধান্য লইয়া তদনুরূপ স্বর্ণ তাহাকে প্রদান করে। অতঃপর দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ বাড়াইয়া দিবে বলিয়া অক্ষয়ের নিকট হইতে একশত টাকার একখানি নোট লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই জুয়াচোর সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে, এবং বিচারার্থ পুলিসের হস্তে রক্ষি- য়াছে।

কলিকাতার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি বিষম দায়ে পড়িয়া ছিলেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাগর দত্ত। ইনি গত বৃহস্পতিবার বিচারাসনে উপবেশন করিলে কলিকাতা মিউনিসি- পালিটীর হেলথ অপিসরের সহকারী গিলবার্ট রাইট তাঁহার নিকট কয়েক জন মুসলমানের নামে এই বলিয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রার্থনা করে যে তাহা- দের নিকট তিন চারি শত মন গোমাংস আছে। উহা পচিয়া যাওয়াতে একান্ত অব্যবহার্য্য হই- য়াছে এবং তদ্দ্বারা পল্লীস্থ প্রতিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। এই সকল মাংস তৎক্ষণাৎ নষ্ট করা আবশ্যক বোধ হওয়ায় রাইট সাহেব হেলথ অপিসরের দত্ত নিদর্শন পত্র প্রমাণার্থ অর্পণ করেন। কিন্তু সাগর বাবু ঐ আপিসরের এজাহার আবশ্যক বোধ করাতে রাইট সাহেব তাহাতে অন- র্থক সময় লাগিবে বলিয়া আদালতের সন্দেহ নিরা- শন জন্য কিঞ্চিৎ পচা গোমাংস প্রদর্শন করে। সাগর বাবু হিন্দু সন্তান, গোমাংস স্পর্শ করা অথবা আঘ্রাণ লওয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং কি করেন, দায়ে পড়িয়া প্রার্থীর ইচ্ছানুরূপ আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে যে ব্যক্তিকে নিহিলিষ্ট দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন তাহাকে সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত অরণ্যে প্রেরণ করিতেছেন।

গত ১৮ ই আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্য- তর সভা ওডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রে- টারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে ১৮৭৮ অব্দে বঙ্গদেশের দেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শতকরা বিয়াল্লিশ জন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিল কি না? এবং বঙ্গ- দেশের সর্জ্জন জেনেরেলের মতানুসারে দেশীয় সৈনিকদিগের আবাস গৃহ আগাগোড়া অস্বাস্থ্যকর কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হার্টিংটন বলিয়াছেন যে কথিত বিষয়ে তিনি মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক অনেকাংশে সত্য বটে। এই অনিষ্ট নিবা- রণের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইতেছে এবং অতঃ- পর যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেল তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন তাহার আদেশ দেওয়া যাইবে।

আজ কাল হাইকোর্টে সিবিলিয়ান বিচারপ গণ সেসনের বিচার করিতেছেন। আপাত জষ্টিস ফিল্ড এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্যারিষ্ট দিগের সহিত যে কাণ্ড করিতেছেন তাহা শ্র করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিচারপতি প্রিন্সেপ কনিংহামের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের মনে জাগ আছে। ইনি আবার তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এক মক মায় ব্যারিষ্টর ডাক্সন সাহেব মক্কেলের উপদেশ আপনার বিবেচনা অনুযায়ী সাক্ষীকে জেরা করি ছিলেন, কিন্তু তাহা নিষেধ করিয়াছে আবার গাস্পার নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের স একটী সামান্য কথা লইয়া তিনি যেরূপ বি করিয়াছেন, কখন কোন জজ হাইকোর্টের বিচারা বসিয়া ওরূপ করেন নাই। আবার তাঁহার দণ্ড গুলি আরও চমৎকার। পিনাল কোডে (Solit confinement) নিভৃত অবরোধ নামে এক প্র অতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। ইউরোপে দুর্দ্দান্ত নরহত্যাকারীকে এই দণ্ড কখন কখন দে হয়। এ দেশে কোন জজ কখন এই দণ্ডের প্র করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের স্মরণ হয় ফিল্ড সাহেব চোর ও ডাকাইতকে এই দণ্ড বি করিতেছেন।

চাস্থবার্ত্তা বলেনঃ—চীনদিগের পদ হইবার বহু পূর্ব্বে জাপানে ভারতীয় বর্ণ এবং ভারতীয় দেব দেবীর পূজা প্রচ ছিল।

মধ্য ভারতে নিওয়ার নামক স্থানে কয় পর্ব্বত ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ঘট কারণ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের পীড়া হওয় চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম কা উপদেশ দেন। ঐ সময়ে তিনি গ্রীক বাইবে সহিত তাহার ইংরাজী অনুবাদের মিলন ক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বিশ্রাম।

২২ এ আগষ্ট সোমবার মহারাণী আইরিশ সংক্রান্ত আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আইনটি সাত খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ই ৬২ টী ধারা আছে।

জুলাই মাসে আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে ভুটানের দেবরাজ পরলোকগামী হইয়াছে কিন্তু ভোটরাজের কর্ম্মচারীরা বলিয়াছিলেন যে রাজের মৃত্যু হয় নাই, তিনি কার্য্যব্যপদেশে স্থানে বাস করিতেছেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। কিন্তু সম্প্রতি অ

সংবাদ আসিয়াছে যে ৩রা জুলাই ভুটান রাজের লাক হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আপনার আয়ত্ত হইতে দেশীয় মদের ট পরিত্যাগ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ তে দেশের অনিষ্ট হইতেছে কি না ইহা জানিবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা চারিদিকে বিজ্ঞাপন র করিতেছেন।

২৩ আগষ্ট কইম্বাটুর জেলায় কয়েকজন তথাকার ন বনে চিতাবাঘ আসিয়াছে শুনিয়া তাহার রণে গমন করে। তাহারা বিফল প্রয়াস হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন ঐ ব্যাঘ্র তাহা-কে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে, কিন্তু তৃক আহত হইয়া অনুসরণকারীদিগের অনে- মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লিবারিকে সার্জেণ্ট কুক নামক জনৈক নিক কর্ম্মচারী আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ কিছুই যায় নাই। আবার কাপ্তেন হুইটক নামক অপর জন সৈনিক কর্ম্মচারী পুত্রশোকে অধীর হইয়া চিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমরা একটী নূতন রেওলয়ের প্রস্তাব শুনিয়া যৎ-পরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। রেলওয়েটী শোন-(হরিহর ছত্র) হইতে আরম্ভ হইয়া, ছাপরা ও য়ান হইয়া মতিহারির রেলওয়ের সহিত গোরক্ষ- মিলিত হইয়া অযোধ্যায় যাইবে। ইহাতে বর্গের ব্যবসায়ের বিশেষ উপকার হইবে, দ্রব্যাদির মূল্যও সুলভ হইবে। ছাপরা এত জেলা কিন্তু এখানে টেলিগ্রাফের যোগ না তে সময়ে সময়ে জনসাধারণের অনেক অসু- হয়। এবার রেলওয়ের প্রসাদে এই অভাবটীও ভূত হইবে। এই রেলওয়ের জরিপের কার্য্য হইবে শুনিতেছি। এক্ষণে কার্য্যে পরিণত লই সুখী হই। যে পর্য্যন্ত রেলওয়েটী প্রস্তুত য়, তাবৎ এ জেলার লোকের কলিকাতা, বাই প্রভৃতি স্থান হইতে কোন দ্রব্য আনিতে ল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানিকে এক তর ব্রাহ্মণের মত দক্ষিণা কিছু অধিক দিতে। কারণ শিওয়ান, মওরঘাট, কাতুয়া, রামকোলা তি স্থানের লোককে পাটনা ষ্টেষণ হইতে দি আনিতে হইলে ৩। ৪ দিবস পরে উক্ত ণে যাইয়া পঁহুছিতে হয়, পরে নৌকা ও গাড়ির বস্ত করিতেও এক আধ দিবস লাগে। এখানে ওয়ে কোম্পানি ২৪ ঘণ্টার পর ডিমরেজ তে থাকেন। লোকেরাও অনন্যগতি হইয়া কা গণিয়া দিয়া মাল লন। এ বিষয়ে ত্রিহুত রেলওয়ের নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট। উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারিরা কোন ষ্টেষণে কোন দূরস্থ ব্যক্তির মাল আসিলে দূরস্থ বিবেচনা করিয়া ২।৩ বা ৪। ৫ দিবস পরে ডিমরেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়, অন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। শুনিয়াছি এ সম্বন্ধে কোন মহোদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্ট-গণের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও প্রায় ১ বৎসরের অধিক হইল। এ পর্য্যন্ত কোন ফল দেখিতে পাইলাম না।

১৮৮২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ বর্ষের জন্য ঠাকুর আইন অধ্যাপক মনোনীত করিবেন। কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব আবেদন পত্র আগামী বর্ষের ১ লা জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অতঃপর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়ম মত গমনাগমনের ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ যেরূপ দৈনিক অথবা মাসিক ভ্রমণের ব্যয় পাইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই পাইবেন।

২। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকা অথবা তদধিক বেতন পান তাঁহারা রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

৩। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকার ন্যূন বেতন পান তাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট অথবা তৃতীয় অথবা নিম্ন শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

যদি তাঁহাদিগকে কথক রেলওয়ে কথক বা অন্য উপায়ে গমনাগমন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয় দেওয়া যাইবে।

এক্ষণে লণ্ডন নগরে প্রায় সাত হাজার ভারত-বর্ষীয় লোক আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন যে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোরাদাবাদ হইতে শাহরণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সিন্ধু পঞ্জাব রেলওয়ের সহিত যোজিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনেরেলের সম্মতির জন্য করসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই সিমলায় প্রেরণ করিবেন।

আবার ইডেন সাহেব শৈলবিহারে চলিলেন। আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর তাঁহার দার্জ্জিলিং যাইবার দিন স্থির হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর ইউরেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাদান প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যত দিন জনরেবল এইচ. রেনোল্ড্স অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাবৎ এ. ম্যাকডনেল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরির কার্য্য করিবে

৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যশোর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, কেলহার ৫ ই সেপ্টেম্বর ভারগ্রহণ হইয়াছেন, তিনি যশোহরে থাকিবেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। কিয়ৎকালের জন্য নওয়াপ সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজমোহন দাস এক মাসে পাইয়াছেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু অভয়াচরণ দাস ৭ ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পর সদর ষ্টেষণে তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলায় ষ্ট্রারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট, সকের সার্টিফিকেট অনুসারে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রে আদেশ অনুসারে তাঁহার ছুটির পর আর দুই মাসের ছুটি য়াছেন।

মানভূম জেলার গোবিন্দপুর বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট কমি ডবলিউ এল সামুয়েলস ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে হইলেন।

হাজারিবাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, কলিন্স্ মানভূমে বদলী হইলেন। তাঁহাকে গোবিন্দপুর গের ভার প্রদত্ত হইল।

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। কটকের অ্যাসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট কালেক্টর টি, জে, সি, গ্রাণ্ট ডপ। আদেশ পর্য্যন্ত পুরীর ষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, গডফ্রে আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কট্র হইলেন। তাঁহার হস্তে পুরী জেলার খুর্দ্দা বিভাগের অর্পিত হইল।

পুরী জেলার খুর্দ্দা বিভাগের কিছু দিনের জন্য ভার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

[illegible]পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ভট্টাচার্য্য ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে [illegible] ষ্ট্রারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] [illegible] নাথ ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলায় [illegible] ষ্ট্রারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] নাথ রায় ১৮৮০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলায় [illegible] ষ্ট্রারের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ গত ৯ ই জুলাই হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়ী হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ সেন মৌলবী মহম্মদের স্থানে কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস (এক্ষণে অস্টেল করদমহলে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন) পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ পট্টুয়াখালির কিছু দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

মোজাফরপুরে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ ওয়াড জোন্স ২৪ এ জুলাই হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বড়াল কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

আকোড়ের কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, ম্যাকল-স্মিথ ও পূর্ণিয়ার কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী বজলল করিম ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

জমীদারীর জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের বাবু শ্যামাচরণ দাস এ পর্যন্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, তাঁহারা কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

... ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, কেনড়ি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ... অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

... ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন ২৪ পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের অনুপস্থিতিকালে অথবা স্বতন্ত্র আদেশ পর্য্যন্ত তিনি আলিপুরে থাকিবেন।

... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলা... ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪২ ও ৫২১ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

যশোহর।

চাকলী, ঝাঁপা, ২২ এ শ্রাবণ ১৮০৩।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি ... নড়ালের জমিদার বাবুদিগের উৎসাহ ও প্রযত্নে আগামী আশ্বিন মাস হইতে আচার্য্য নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ হইবে। কয়েক জন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার লেখকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ...তত্ব, সমাজতত্ব, পুরাণতত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইবে। ইহা কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের মুখ পাত্র হইবে না।

গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময় বাষ্পীয় পোতারোহণে আমাদের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর খুলনা সব ডিভিজনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইডেন বাহাদুরের সাক্ষাৎকার লাভাশায়, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তথায় যশোহরের কমিশনর পিকক সাহেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব এবং ডিঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইডেন মহোদয় খুলনা পরিদর্শনে প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ২৪ পরগণার সাতক্ষীরা, বশিরহাট, এবং এ বিভাগের বাগেরহাট ও খুলনা লইয়া একটী স্বতন্ত্র নূতন জেলা সংস্থাপিত হইবে। খুলনাই ঐ বিভাগের সদর নগর হইবে। খুলনা জেলা হইলে যশোহরের যশোহরণের সম্ভাবনা। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যশোহরের নিম্নস্থিত ভৈরব নদটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়া কি আমাদের চিরমনোরথ পূর্ণ করিবেন? আমাদের এ চীৎকার ধ্বনি কি গবর্ণমেণ্টের শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হয় না?

বর্ত্তমান মাসের প্রথমে যশোহর জজ আদালতের দায়রা শেষ হইয়াছে। এখানকার জুরি নির্ব্বাচন প্রণালী সন্তোষজনক নহে। সাক্ষীদিগের দুরবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দিকে কটাক্ষপাত করা আবশ্যক।

এ বিভাগে জ্বর রোগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটী সুখের বিষয় এই, পূর্ব্বে হাতুড়িয়া কবিরাজের ঔষধ গিলিতে গিলিতে প্রাণায় পরিচ্ছেদ হইত, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের সব ডিভিজন মানিকগঞ্জের অধীন সাহোড়াইল নিবাসী বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের স্বনামপ্রসিদ্ধ অব্যর্থ ২১ পুরিয়া প্রচারিত হওয়ায় সাধারণে কবিরাজের ঔষধ সেবনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। এই ঔষধ সেবনে শত শত রোগীব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতেছে। এ পুরিয়াকে জ্বর-রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আমরা এই বিখ্যাত ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নদীয়া বিভাগে এ ঔষধের প্রচার একান্ত আবশ্যক।

কয়েক দিবস অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হওয়ায় কৃষকদিগের ধার পর নাই ক্ষতি হইতেছে। তাহারা সুপর আশু ধান্য কাটিতে পারিতেছে না, এমন কি কাটা ধান্য মলিয়া খামার হইতে ঘরে তুলাই ভার হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ ধান্য পচিয়া যাইতেছে। এ বৃষ্টি আমনের পক্ষে সুবিধা জনক। এবার আশু ধান্যের অবস্থা বড় ভাল নহে।

হুগলী—১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

রথ্যাকর-বিভাগ ও পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগ উ... বড় নিকট সম্পর্ক। উক্ত দ্বয় পোষ্যপুত্রদিগে... তজ্জন্য বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, অনুমানে মা... সেয়ের ন্যায় বোধ হয়। হুগলীর পরপারে অন... দূর দক্ষিণে ভাটপাড়া নামে একটী প্রসিদ্ধ ... আছে। ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিকে "আমডাঙ্গা রো... হইতেছে। গত বৎসর ঐ রাস্তা এক মাইল প... হইয়াছিল, কিন্তু এই এক বৎসর মধ্যে ... কঙ্কালমাত্র হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটীর ... শুনিতে পাই অনেকগুলি টাকা চাঁদা লওয়া ... যাছে, তদ্ভিন্ন প্রজার শোণিত শুষ্ক করিয়া রথ্যা... সংগ্রহ করা হইয়াছে, শেষ পোষ্যপুত্র বাবুদের সু... জন্য কি টাকা ব্যয় করা হইল? আমাদের না... অনুরোধ ২৪ পরগণার কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি করে... এবারে ঐ রাস্তার আর এক মাইল পাকা হইবে... যেন আবার টাকার শ্রাদ্ধ না হয়।

হুগলীর রাস্তায় রাস্তায় রাত্রিতে আলো দে... হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই চারি স্থানে আলো থ... না। ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। আজি ... লাম কোন স্থান অন্ধকারময়, কাল,সেখানে আ... অন্য স্থানে নাই। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা ... মিতব্যয়িতার অনুরোধে এরূপ করেন?

পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহা... কার্য্যদক্ষতাও চমৎকার। গত বৎসর যে ... মেরামত হইয়াছে, এ বৎসর বর্ষায় তাহার ... সহস্রধারা। আবার চারি বৎসর না হইলে ... সংস্কার হইবে না। কালেক্টরির বাটীর নূতন অ... হইতেছে, উপরের ছাদ রাখিয়া নীচে ভাঙ্গা ... ভেছে। অল্প দিন বিলক্ষণ চাকচিক্য থাকি... এবার বর্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, আগামী বর্ষায় ... জল রক্ষা করিবে না। তবে কথা এই এরূপ ক... বিস্তর দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়।

হুগলির এডিসনাল সব জজ আপাততঃ ... ৬ মাসের জন্য থাকিবার অনুমতি পাইয়াছে... আমাদের বিবেচনায় এক জন দ্বিতীয় সব ... এখানে স্থায়ী হওয়া উচিত।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো... পাধ্যায়ের যত্নে এখানে একটী ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত ... য়াছে। গত শনিবার হুগলী কালেজের অন্যতম ... শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে ... পাঠ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সভাপতির আ... পরিগ্রহ করিয়া ছাত্রবৃন্দের বিশেষ উৎসাহ ... করিয়াছেন। আমাদের যে ভয় আছে, ... পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি।

বিজ্ঞাপন

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দশম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদ, ২য়—প্রতিবাদ, প্রতি-বাদের প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, অশোকবনে সীতা, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। রয়াই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং …লক্ষ্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

…তীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন …ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

…কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব-…কার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের … ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল …কার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, …ড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-…, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার …র্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, …র্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অৰ্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৶০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার … কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বৰ্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১।০
প্যাকিং খরচা	/০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, …য়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ, নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এ…

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং রাজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী. হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম… ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭০ নং বাটী।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, … মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও … প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনী… হইয়া…

এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটিও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৴০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিজিয়ে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন বক্ষোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র বাবার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা সোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বুাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেন্ট সহিত। হন্টিং অথবা গার্ড্স এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হন্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেস্ত আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৬।০ ও তত্তোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র,বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

বুাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

বুাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (মোব্যারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট ভোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা— ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর। ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায়—ফুলবাগান ১১॥৴০
" " মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—হরিদেবপুর ১০
" " রাজনাথ গুহ—টাঁচল
" " হরিচরণ দাস—পালিতোলা
" " কালিকমল সরকার—কলিকাতা
" " দিব্যলোচন শর্ম্মা—সাতড়াগড়
" " উমেশচন্দ্র দেব—কলিকাতা ৩৪০
" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায়—জোড়াসাঁকো ৫।০
" " কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীপুর ৫।০
" " প্রাণনাথ পণ্ডিত—ভবানীপুর
আতাওল হক—বেগুসরাই

☞ এই পত্র কলিকাতায় দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। "প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং"। ৪৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১১ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ২৬ এ সেপ্টেম্বর। অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫০, অসমর্থ প... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

বিজ্ঞাপন।

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১। ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরিউক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী, বালবিধবা, কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে, অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিষয়ে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নাম ধাম লিখিয়া ২০ এ আশ্বিন মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, তৎপরে পত্রাদি পাঠান বিফল।

ঠিকানা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫০ নং সিকদারের বাগান স্ট্রীট কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হরিদ্বারের মেলা, ইন্দ্রধনু, হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

সম্পাদক মহাশয়! ২৯ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রোদ্ধৃত যে সম্ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে মত যদি অত্যন্ত আধুনিক হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মহর্ষি মহোদয়ের মত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে অশেষ আদরের সহিত সম্মানিত হইয়া থাকে। কুচবিহার পরিণয়ের পর বাবু কেশবচন্দ্র নববিধান আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হোম ও ব্যাপ্টাইজ প্রভৃতি যে সকল অভিনব মত প্রচার ও অভিনব অনুষ্ঠানের অভিনয় করিতেছেন, মহর্ষি মহোদয় যদি সেই সকল মত ও অনুষ্ঠান পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং যদি সেই সিদ্ধান্ত তাঁহার নামে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ সেই পোষকতার গুরুত্বহেতু অবশ্যই স্তম্ভিত এবং কেশবচন্দ্র সেনের আধুনিক মত সম্বন্ধে স্বীয় বিরুদ্ধ অভিপ্রায় সহসা প্রকাশ করিতে অবশ্যই সঙ্কুচিত হইবেন। কাজে কাজেই ব্রাহ্মসমাজকে তন্নিবন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইবে। এ কারণে দেবেন্দ্র বাবুর লিখিত পত্রের সময় নির্দ্ধারণ সাধারণের পক্ষে ...শ্যক হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু কি অভি... তাহা গোপন করিয়াছেন জানি না; কিন্তু স... অনুরোধে, সাধারণের হিতের অনুরোধে ও ... সমাজের অনুরোধে তাহা তাঁহার প্রকাশ ... উচিত ছিল, সন্দেহ নাই। অবশ্যই মহর্ষি দে...নাথ ঠাকুর বাবু কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে সম্ভ্রা... প্রকাশ করিয়াছেন, কুচবিহার-কাণ্ড-সম্ভূত ... বিধানের অবতারণার পূর্ব্বে সেই মত পোষণ ... দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ... বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহার আর স... নাই। কিন্তু আমরা কখনই উহা বিশ্বাস ক... পারি না যে, কুচবিহার পরিণয় পরিণয় নব... নামাখ্যে যে সকল কিম্ভূত মত ও অনুষ্ঠান অ... হইয়াছে, মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় ... অনুমোদন করিবেন। যদি করিয়া থাকিতেন, ... হইলে চতুর প্রিয়নাথ পত্রের তারিখটী প্র... করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ দৃঢ়রূপে সংস্থাপন ... তাঁহার অতি প্রিয় নববিধান ও কেশবচন্দ্রকে ... রূপে উপকৃত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন ... এ বিষয়ে এই ত্রুটি তাঁহার পক্ষকে ... করিতেছে। যাহা হউক, প্রিয়নাথ বাবু ... অনুরোধে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের তারিখটী ... করিয়া সত্যের মহিমাকে মহীয়ান্ করুন ... তৎসঙ্গে যদি পারেন, নিজ পক্ষের জয় প্রতি... করুন, অভাবে প্রিয়নাথ বাবুর ইহা জানা ... যে, সোমপ্রকাশে প্রকাশিত দেবেন্দ্র বাবুর ... সম্বলিত তাঁহার পত্রখানি তাঁহার, ও তাঁহা... বিধানের ও তাঁহার কেশবচন্দ্রের কোন উপ... আসিতেছে না।

নিতান্ত বাধ্য

শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

নকেন—তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের অভি- বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা আছে, তাহা স্বীকার না লে আমাদের সমালোচনা এক-দেশ-ব্যাপী া পড়িবে; কিন্তু আবার তাহাও বলি—শুদ্ধ এক জনের গুণে অভিনয়ের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত ত পারে না! অতঃপর আমরা উল্লিখিত নাট্য াদ্বয়ের অভিনয় সম্বন্ধে দুই একটী রুচিগত দোষ র্শন করিব—১ ম। অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ র সময়ে ইহাঁদের হস্তে পতিত হইয়া অত্যন্ত াগ্রস্ত হয়—গ্রন্থকর্ত্তা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া র রং ফলাইয়া, একটী চিত্রের পর আর একটী িয়া, পরে আর একটী গড়িয়া—এইরূপে বিস্তর া গড়ার পর যে একটী চিত্রের পূর্ণালেখ্য প্রস্তুত ন, ইহাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া করূপ সহৃদয়তার পরিচয় দান করেন, তাহা রা বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম—অভিনয় সহজ-সাধ্য ার জন্য যে একটী ভাল জিনিষ একবারে বাদ হইবে এবং স্থান বিশেষে একটী ভাল জিনিষ িয়া তাহার স্থলে একটী মন্দ গড়িয়া গ্রন্থ রচয়ি- বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পা- করিতে হইবে ইহা যে কোন্ শাস্ত্রে লিখে তাহা রা জানি না! যদি অপর একটি অপেক্ষাকৃত ই গড়িতে না পারিলাম তবে যেটা আছে াকে ভাঙ্গিব কেন? অন্য সকল দোষের ক্ষমা হ কিন্তু এ দোষের ক্ষমা নাই!

। যে সমস্ত দৃশ্যকাব্যের বাহুল্যরূপ অভিনয় হইলে া দেশের হিত সাধিত হইবে—যাহা সমাজের মৃত- মনুষ্য-হৃদয়ে ধীরে ধীরে অভ্যগ্র তেজোমদিরা লিয়া দিবে,—হীনবল মস্তিষ্কে বল প্রদান করিবে, রে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ের বীজ বপন করিবে রা আজকাল সে সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া জঘন্য ুরসোদ্দীপক রং তামাসাপূর্ণ সামান্য সামান্য কের অভিনয়ে অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ িয়া দর্শকবৃন্দকে বেশ মাতাইতে শিখিয়া- । ধন্য ইহাঁদের রুচি! ধন্য দর্শক সমাজের য়তা!!

সাধারণতঃ অভিনয় সম্বন্ধে আজি আমরা এই ন্তু বলিলাম—সময়ান্তরে আমরা অভিনয় সম্বন্ধ তরূপে অপর একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া কোন াক পত্রিকায় প্রকাশ করিব। যে উদ্দেশ্যের বশ হইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি েণ তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রস্তাবের ংহার করিব।

গত ২৬ এ ভাদ্র শনিবার, আমরা বঙ্গরঙ্গ- তে বঙ্কিম বাবুর মনোমোহিনী দুর্গেশ নন্দিনীর নয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের কোন কোন অংশ আমাদের নিকট নিতান্ত বিরক্তিপ্রদ হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থান ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহা আমরা আগামী বারে বিস্তৃত-রূপে লিখিতে ইচ্ছা করি। সময়াভাব প্রযুক্ত এবার লিখিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া সংবাদ পত্রের অধিকাংশস্থল অধিকার করিবে বলিয়া লিখিতে ইচ্ছা সত্বেও নিবৃত্ত হইলাম। আগামী বারে আমরা অভিনীত চরিত্রগুলির একটী একটী করিয়া দোষ গুণের সমালোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

১০ নং কালী ঘোষের লেন
মাণিকতলা ষ্ট্রীট
১৯ এ ভাদ্র, ১২৮৮।
শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

আগমনী।

আইল শরৎ অতি মনোহর
হইল অমল বিমল অম্বর
শোভিল গগনে স্বচ্ছ শশধর
সলিলে নলিনী কুসুম ফুটিল।

ধরিল ধরণী অপরূপ শোভা
পাইল অরুণ খরতর আভা
প্রফুল্ল প্রকৃতি প্রকৃতি মনোলোভা
হেরিয়া নয়নে মানস মোহিল!

শুকাইল পথে কাদা জল যত
সুখের শরৎ দেখিয়া আগত
বিশ্ববাসী জীব সবে হরষিত
আনন্দে উথলে তাদের হৃদয়।

মহামূল্য কাল বৎসর ভিতরে
শরদেরে বলে সব চরাচরে
সকলেই সুখে সময় বিহরে
ধনে ধানে পূর্ণ সবার আলয়।

হেন কাল বিশ্বে আগত দেখিয়া
বিশ্ব বিমোহিনী দেবী মহামায়া
জীবের দুর্গতি ভাবিতে অভয়া
ভারতে আসিতে মহেশে সুধান

“ শুন শূলপাণি! করিতে মিনতি
বঙ্গধামে যাব দেহ অনুমতি
ভিক্ষা মম এই, ওহে পশুপতি!
হেরিব সন্ততি করুণা-নিধান ”।

ভবানীর বাণী শুনিয়া শ্রবণে
ভব কন তবে আগত আশ্বিনে-
পঞ্চদশ দিনে শুভলগ্নে ক্ষণে
যেও বঙ্গধামে বাসনা পুরাতে।

হেরিলে তোমায় হিন্দু যে বাঙ্গালী
পূজিবে সাদরে হয়ে কুতূহলী
সচন্দন ফুলে অর্পিবে অঞ্জলি
আছয়ে যাহার যেরূপ মনেতে।

জগত জননী আগত আশ্বিনে
আসিবেন বঙ্গে পঞ্চদশ দিনে
আনন্দে ভাসিছে বঙ্গবাসি জনে
প্রফুল্ল হৃদয়ে মাতিছে সদাই।

কি দিয়ে পূজিবে যুগল চরণ
কি দিয়ে তুষিবে মহেশীর মন
কেমনে সার্থক করিবে জীবন
ব্যস্তভাবে ভাবে মনেতে সবাই।

শিব সোহাগিনী আগমন দেখিয়া
নাচিছে ভারত হেলিয়া দুলিয়া
নিদ্রিত প্রকৃতি উঠিল জাগিয়া
বহিছে সমীর মাতিয়া রঙ্গে।

শাখী পরে সুখে যত পাখিগণ
মিলি একতানে করিছে কূজন
অতি সুমধুর শুনিতে নিস্বন
অভ্যাগমন ঘোষিছে বঙ্গে।

কেহ মনসাধে কিনিছে বসন
সাজাতে সন্তান অমূল্য রতন
কেহ বা আদরে কিনিছে ভূষণ
সাজাতে ললনা-লতিকা কায়।

স্বরগ সমান ধরণী হইল
সুচারু মধুর পবন বহিল
বিবিধ বাদিত্র সতত বাজিল
সুধাসিক্ত সব হইল হায়!

আনন্দ অম্বরে কেহ বা হাসিছে
ব্যথিত হৃদয় কাহারো কাঁদিছে
বিরহ বারিধি মাঝেতে ভাসিছে
পড়িছে নিয়ত নয়নে নীর।

এই শান্তিপূর্ণ শরদের কাল
কাহারো পক্ষে বিষম জঞ্জাল
সাধিয়াছে বাদ যাহাদিগে কাল
কেমনে তাহারা হয় বল স্থির।

স্বামি-শোকে সতী, উঠিছে কাঁদিয়া
জ্বলিতেছে জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া
চিরতরে গেছে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
মরম বেদনা কেমনে প্রকাশে।

প্রসূতি-হৃদয় সন্ততি বিহনে
সকলি আঁধার হেরিছে নয়নে
পুত্রশোক-শেল বাজিছে পরাণে
পাগলিনী প্রায় দুঃখেতে ভাসে।

বারেক জননি! সস্নেহ নয়নে
হের গো দরিদ্র বাঙ্গালী নন্দনে

তব দরশন আশায় কেমনে
ভাসিছে হৃদয়ে সুখের সাগরে।

তোমায় হেরিলে শৈলেশবালা
দূরে যায় যত হৃদয় জ্বালা
তাই বঙ্গবাসী হইয়ে বিভোলা
ডাকিছে তোমায় পরাণ ভোরে।

এস গো মা উমা কনক অম্বরে
সম্বৎসর পরে হেরিয়া তোমারে
ভাসিবে বাঙ্গালী সুখের সাগরে
চির মন আশা করিবে পূরণ।

সদা পরাধীন বাঙ্গালী সন্তান
খাটনী সময় হেরি অবসান
হয়েছে আকুল তাদের পরাণ
হেরিতে জননি! তোমার চরণ।

মহেশ-মহিষি! দেখ মা নয়নে
বাঙ্গালী সন্তান তব আগমনে
ত্যজি রোগ শোক আনন্দিত মনে
মাতিছে উৎসবে উন্মত্ত প্রায়।

ভুলনা সন্তানে নগেন্দ্র নন্দিনি!
অন্নদা, অভয়া বিপদ-বারিনি,।
সঙ্কটে শঙ্করি! তারিবে তারিণি!
অভাগা সন্তান এই ভিক্ষা চায়।

শ্রীকালীভূষণ ঘোষ
কাঁসারিপাড়া
শান্তিপুর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমাদের রাউলপিণ্ডিস্থ সংবাদদাতার প্রতিবাদ পত্রের প্রতিবাদ লিখিত হইয়া যে পত্র খানি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকাশে বিরত হইলাম। তাহার কারণ এই, লেখু কচলাইলেই তিক্ত হয়, এক বিষয়ের পুনঃ পুনরান্দোলন পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করে। বিশেষতঃ প্রতিবাদ কালে পত্র প্রেরকদিগের ক্রোধাদি দৈর্য্য-বেলা অতিক্রম করে। তাহাতে তাঁহাদিগের গাম্ভীর্য্য ও মহিমার হানি হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ ই আশ্বিন সোমবার।

পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশের কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

চিকিৎসা বিভাগ।

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ ॥

পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা বিলাত যাইয়া সিবিল সর্ব্বিস হইতেছেন, তাহাও পবিত্রচিত্ত সভ্য ইংরাজদের অনেকের প্রাণে সহ্য হইতেছে না। এক একটি সুবিধার গুজব দেখাইয়া কৌশল ক্রমে ভারতবর্ষবাসিদের উন্নতি পথের সকল দিকেই কণ্টক রোপণ করা হইতেছে। কুপার্স হিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেল। সিবিল সর্ব্বিসের বয়ঃক্রম কম করিয়া দেওয়া হইল। আবার চিকিৎসা বিভাগে একটী নূতন কথা উঠিয়াছে। লণ্ডন টাইমস নামক সংবাদপত্রের কলিকাতার সংবাদদাতা বলেন যে "অধুনা মেডিকাল সর্ব্বিসের যে প্রণালীতে পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহার আর অনুসরণ না করিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে চিকিৎসক বাছিয়া লইতে হইবে। সুপ্রিম্ কৌন্সিলে এই প্রকার প্রস্তাব হইতেছে। এই প্রস্তাব না কি কৌন্সিলস্থ অনেক সভ্যের অনুমোদিতও হইয়াছে। গত পরীক্ষায় সাত জন এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হন; কিন্তু দুই জনের অধিক ইউরোপীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ এবং দেশীয় লোকের সমগম হইয়া চিকিৎসা বিভাগে উভয় পক্ষে কার্য্য পাইতেছেন না। অত এব পূর্ব্বে যে অভিপ্রায়ে এই পরীক্ষার সৃষ্টি হয় তাহা সুসিদ্ধ হইল না। যদ্যপি এই প্রথা থাকিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোকের হাতে চিকিৎসার জন্য সাহেবদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই শঙ্কিত হইয়াছেন।

পাঠক বুঝিলেন ত? প্রস্তাবটী স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলে ফলিতার্থ কি উপলব্ধি হইতেছে? সুপ্রিম কৌন্সিলের নিতান্ত অভিপ্রায় এই, এদেশীয় কোন ব্যক্তি আর সিবিল সর্জ্জনের পদে অভিষিক্ত হইবেন না। তাহাতে গুরুতর আপত্তি আছে। জিজ্ঞাসা করিবে, কি অযোগ্যতা?—তা নয়। অযোগ্যতা রোগের ত ঔষধ আছে। সম্পূর্ণভাবে সুযোগ্যতাই এ দেশীয় লোকের অদৃষ্টে বালি পড়িবার এক মাত্র কারণ। উত্তরোত্তর ভারতবর্ষবাসিদের বিদ্যা বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভাশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে আর সমস্ত জাতিকে পরাভব করিতে লাগিলেন, ভাল ভাল পদগুলি ক্রমে অধিকার করিতে লাগিলেন। যদি তোমরাই সব লইবে, সব মারিবে, সব খাইবে তবে বিলাতিদিগের কি উপায় হইবে? সেটী ত ব্যবস্থা নহে। সর্ব্বসমদর্শী পবিত্রাত্মা ইংরাজেরা পরম সুখে সারভাগ উপভোগ করুন; উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে, তখন পাইবে। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভেক ভুজঙ্গের সমান গতি হয় না। অবশ্য অনেক বার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এ দেশীয় লোক সুযোগ্য হইলে তাঁহাদিগকে সকল উচ্চ পদ প্রদান করা হইবে। ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ ও জাতিভেদ ইহার কিছুই বিচার করা হইবে না। উচ্চপদ পাইবার সকলেরই সমান অধিকার রহিল। আমরা মানি, এ প্রতিজ্ঞা অনেক বার হইয়াছে—একবার নয়, কত শত বার হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিজ্ঞার কি ওষধ নাই? ওষধটা বড় না প্রতিজ্ঞাটা বড়?

এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল, ম্রিয়মাণ ভারতবর্ষ ক্রমশই অবসন্ন হইয়া পড়িতে চলিল। আর যে পুনর্জ্জীবিত হইবে সে আশা থাকিল না। কাজের ফল ও উৎসাহদাতা না থাকিলে কেহ কখন দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। যেখানে উৎসাহদাতা নাই, তথায় প্রতিভাশালী মনুষ্যও নাই, তথায় দেশের উন্নতিও নাই। পাঠক! দেখুন, প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে কি আশ্চর্য্য কাজ না হইয়াছে। ঢাকাই বস্ত্র তখন যেরূপ প্রস্তুত হত এখন তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। অনেকে অনুমান করেন, তাজমহল গ্রীস্ কিম্বা ইটালি দেশীয় কোন কারিকরে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা অলীক। তাজমহল আমাদের দেশীয় লোকেরই হস্তনির্ম্মিত কীর্ত্তি। তৎকালে উৎসাহদাতা ছিলেন, উৎকৃষ্ট কারিকরও ছিল। জয়পুরের সমাধিমন্দিরগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাও আমাদের দেশীয় লোকের নির্ম্মিত। তথাকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী সৎশীল কণ্ঠে শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশীয় শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, একটী শিল্পবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের অকালে লোকান্তর গমনে সকল আশা সফল হইল না। যাহা হউক, আমাদের দেশীয় লোকের সকল কাজেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, তাহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল উৎসাহদাতার অভাবে সে বুদ্ধির কার্য্য দেখা যায় না। ইংরাজেরা বিদ্যানুরাগী, ধার্ম্মিক, উদারচরিত এবং প্রজাবৎসল। সে কারণ আমাদের সম্পূর্ণ আশা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের অবস্থা সত্বর পুনর্মার্জ্জিত হইবে। দুঃখের কথা সে আশালতা অঙ্কুরেই বুঝি নষ্ট হইয়া যায়। যদি পবিত্র ইংরাজ রাজত্বে আমা-

সুখ না ঘটিল, বুঝিলাম তবে হতভাগ্য ভার- ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে। সুদূর সমুদ্র পারে শ আত্মীয় স্বজন অর্থ ও জাতি নষ্ট করিয়া নব কত্রা অনেক আশাতেই বিলাত গমন করেন, সে পথ রোধ হইতে চলিল। ভারতবর্ষে কল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, যে সকল বিদ্যার লোচনা নাই, আশা হইয়াছিল ক্রমে তৎসমুদায় নে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু, আর আমরা সে ার ছলনায় প্রতারিত হইব না। ইংরাজেরা ানে করিতেছেন বলিতে পারি না, কিন্তু সভ্য বাপের অন্যান্য জাতিরা এ কথা শুনিলে কি বেন? ভাবিলে আমাদেরও মনে ঘৃণার উদয় কোথায় এদেশীয় লোকের উন্নতির পথ দিকে দিন দিন প্রশস্ত ও সুগম করিয়া ন, না, ক্রমশই সমস্ত পথগুলি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম য়া দিতেছেন, কোনটীর এককালে অবরোধ তেছেন! আমরা আশা করি, কলিকাতার শ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান ানিয়েশন এ সময় নিদ্রিত থাকিবেন না। রা বদ্ধপরিকর হইয়া এ সম্বন্ধে বিলাতে আপত্তি ন।

উদারচরিত সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে, ধর্ম্মভীরু ত্মা লর্ড রিপন উপস্থিত থাকিতে যদি এ প্রকার ার প্রস্তাব হইতে লাগিল, তবে ইহার অপেক্ষা মনস্তাপের কথা কি হইতে পারে?

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখন মূর্ত্তিমতী শান্তি জ করিতেছে। কুত্রাপি যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বলিলে । কাবুল যুদ্ধ আমরা ভারতবর্ষের অন্তর্বিচ্ছেদ য়া গণনা করি না। ভারতে কোন বিবাদ বিস- না থাকিলেও ইংরাজেরা সর্ব্বদাই রুষের নামে ষ্ক হইয়া পড়েন। বহুকাল হইতে রুষ সম্রাট তে পদার্পণ করিবার একটী সুগম পথ অন্বেষণ তেছেন। আগামী বারে আমরা পাঠক মহা- দিগকে তাহার একটী বিস্তারিত বিবরণ উপহার । ভারতবর্ষের প্রতি রুষদের যে কতদূর লোভ, কগণ তৎপাঠে সবিশেষ অবগত হইতে পারি- । কিন্তু রুষের মনোনীত সুগম পথটী সাধার - উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত অদ্য ার মুখবন্ধ স্বরূপ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মসিয়েঁ ডি সপের বিবৃত কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত এখানে লিখিত তেছে। এই মহাত্মা এক জন বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও ৎসাহসী ফরাসী দেশীয় লোক। ভূমণ্ডলে জন্ম করিয়া ইনি অনেকগুলি বড় বড় কাজ য়াছেন এবং এখনও বড় বড় অসাধ্য কাজের প্রস্তাব করিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকেন, তবে বোধ হয় অক্লেশে সপ্ত সাগরের জল এক ঠাঁই করিতে পারিবেন সমুদ্র সেঁচিয়া মানিক তুলিবেন। ইনি ছর্ভেদ্য আল্প পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থল দিয়া রেলগাড়ী চালাইয়াছেন। তদ্দ্বারা ইটালি এবং ফরাসী রাজ্যের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হই- য়াছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর নিম্ন দিয়া পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অন্যূন ১৫০০ দেড় হাজার ক্রোশ দূর। এই সুবিস্তীর্ণ উত্তাল-তরঙ্গ বেগশালিত মহাসমুদ্রের ভিতর দিয়া তিনি পথ করিতে সাহস করিতেছেন। সেই পথ দিয়া রেলগাড়ী চলিবে। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল তিনি রুষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেল- গাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এতদুভয় রাজ্যের মনে মনে সম্প্রীতি নাই, সে কারণ ঐ প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইল না। তিনি এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত পানামা যোজকটী কাটিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে। বণিকদিগকে তাহা হইলে আর দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। সুয়েজ যোজক কাটিয়াও তিনি বাণিজ্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্ত- রীপ ঘুরিয়া প্রায় তিন মাসে ভারতবর্ষে জাহাজ আসিত। এখন ১৯ দিনে ষ্টিমার বোম্বাই নগরে পৌঁছিতেছে। ১৫। ১৬ দিনেও অনেক জাহাজ আসিয়া থাকে।

সুয়েজ যোজক কাটিয়া যে প্রণালী হইয়াছে তাহা প্রায় ২৩ তেইশ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রশস্ত ২১৮ হাত এবং ১৮ হাত গভীর। এই প্রণালী সহজে খনন করা হয় নাই। পাঠক! আরব ও আফ্রিকার অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন। সেখানে কঠিন মৃত্তিকা নাই, কেবল জলশূন্য বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। অনেক প্রকার কলের সাহায্যে ও বহু আয়াসে ঐ প্রণালী খনন করা হইয়াছে। এই প্রণালী কাটিবার নিমিত্ত বহু কাল হইতে অনেক প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৮৬৯ অব্দে লেসেপ্ ঐ কাজ সমাধান করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

দূরবর্ত্তী পশ্চিম দেশীয় অনেক জাতি অতি প্রাচীন কাল অবধি রত্নভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক সুয়েজ যোজক গতায়াতের মহাপ্রতিবন্ধক ছিল। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে আসিবার তিনটী পথ সকলে জানিতেন। একটী লোহিত সাগর দিয়া; দ্বিতীয় পথ, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস ও পারস্য উপসা দিয়া এবং তৃতীয় পথ, উত্তমাশা অন্তরীপ বে করিয়া। একমাত্র একটী পথও সহজ ও সু নহে। মধ্যস্থলে ২২। ২৩ ক্রোশ প্রশস্ত এক সু যোজক প্রতিবন্ধ থাকায় বড় অসুবিধার কারণ হ য়াছিল। প্লিনি হিরোডোটস ষ্ট্রাবো এবং অন্য গ্রীস দেশীয় ইতিবেত্তারা লিখিয়াছেন, পূ লোহিত সমুদ্র দিয়া সকলে ভারতবর্ষে বাণি করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ হইতে মসলা ও দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী লইয়া বণিকেরা সুয়েজযোজ জাহাজ লাগাইতেন। ঐ স্থান তখন আসি নামে অভিহিত ছিল। তথা হইতে ঐ সমস্ত দ্র আড উষ্ট্রাদির পৃষ্ঠে আড়াই ক্রোশ দূরে কা নগরে নীত হইত। আফ্রিকার মরুভূমি কে বালুকা রাশিতে পরিপূর্ণ, সুগম পথও ছিল দুস্তর সমুদ্রে যেমন কম্পাশ কিম্বা নক্ষত্রাদি দেখিলে দিক নিরূপণ হয় না, মরুভূমিতেও রূপ; কোন প্রকার একটী নিদর্শন না থাকি দিক নিশ্চিত করা যায় না। দিবসে প্রখর রৌ উত্তাপে কেহ চলিতে পারিত না, রাত্রিতে ব ক্যের দ্রব্য লইয়া নক্ষত্রাদি দ্বারা দিক নি করিতে করিতে যাইত।

কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইল মিশ নৃপতি সিসষ্ট্রীস সুয়েজ যোজক কাটিবার যত্ন কি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হইল তৎপরে খ্রীঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে নিকো নামা মিশ আর এক জন রাজা উক্ত যোজক কাটিবার প্র পান। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। অগত্যা তিনি ফিনিসিয়ার নাবিকদি উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতে আ অনুমতি করেন। দুই সহস্র বৎসর পরে প্র পর্টুগাল নাবিক ভাস্কোডিগামা ঐ অন্তরীপ করিয়া বড় বাহাদুরী পাইলেন, ফলতঃ তাহা ফি নিসিয়ার নাবিকেরা বহু পূর্ব্বে বেষ্টন করিয়া আ ছিল। তৎপরে ডেরায়স মিশর দেশ পরাজয় ক সুয়েজ যোজক কাটিবার কল্পনা করেন। তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারেরা কহিলেন যে, লোহিত নীল নদ অপেক্ষা তিন হাত উচ্চ। সুতরা যোজক কাটিলে নীল নদে জল প্রবেশ করিয়া দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। কাজেই ডে স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ভূতত্ত্ব ও জ্যোতি টলেমি ঐ দুঃসাধ্য কাজে হস্তক্ষেপ করেন। নীল নদের একটী শাখা দিয়া ডামেইটা বন্দর প একটী খাল খনন করাইলেন। উক্ত খাল দৈ আঠার ক্রোশ প্রস্থে ৬৬ ছয়ষট্টি হাত এবং ২০

গম্ভীর। প্রথমে যোজক কাটিয়া তাহার সঙ্গে
ালের যোগ করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন।
ক ডেরায়সের ন্যায় তিনিও ঐ যোজক কাটিতে
ল হইলেন। খ্রীঃ ২৭৭ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি
লডেলফস আলেকজান্দ্রিয়াকে প্রধান বাণিজ্য
র করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য
য় নীত হইয়া ইউরোপের সমস্ত প্রধান প্রধান
ন প্রেরিত হইত। তিনি বেরিনিসে একটী
র করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাহাজ সেই খানে
র করিত। এই বাণিজ্যের শুল্কে টলেমির অপ-
য় লাভ হইত। তৎপরে রোমকেরা মিশরদেশ
করিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরও অধিক
ণ হইয়া পড়িল। প্রতিবৎসর অনূ্যন ১২০
শত বিশ খানি জাহাজ ভারতবর্ষে আসিত।
রূপ কথিত আছে যে, তৎকালের বাণিজ্যে এক
য় ১০০ এক শত টাকা লাভ হইত।

রোমক রাজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা পৃথি-
প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে
দাদ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া পড়িল। সে
স্থল পথে সকলে বাণিজ্য করিতে লাগিল।
হইতে ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ হইতে এবং
তবর্ষ হইতে প্রথমে গঙ্গা ও যমুনা দিয়া দ্রব্য-
লইয়া পরে কাবুলের ভিতর দিয়া কোন কোন
পথে সোমরকন্দ নগরে নীত হইত। এই সময়
বায়ার লোকেরাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধান বণিক
ন। তদনন্তর ভিনিসিয়ার লোকেরা রণভূ-
ত অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার আর
টী নূতন পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা জিনিস
ত আফ্রিকার ত্রিপলী নগরে জাহাজযোগে
সিতেন। তথা হইতে আসিয়া মাইনরস্থিত
লেপো নগরে বাণিজ্যজাত দ্রব্য উষ্ট্রাদির দ্বারা
লেপো নগরে প্রেরিত হইত। তৎপরে ইউফ্রে-
নদ দিয়া বেড্ নগরে; বেড্ নগর হইতে পার-
পসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিত। আরব্যো-
াসের সিন্দিবাদের গল্পে এই পথের বিষয় অনেক
উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেকে বিবে-
করেন যে, ইউফ্রেটিস নদ দিয়া ভারতের পথ
সুগম। অনেক বার এই পথে রেলওয়ে নিম্মা-
ও প্রস্তাব হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মশিয়ে
লেসপ্ সুয়েজ যোজক কাটিয়া সম্প্রতি মহোপ-
সাধন করিয়াছেন। রুষেরা স্থলে অপেক্ষা
টী সুগম পথ নিম্মাণের চেষ্টায় আছেন এবং
ন্সকে ভারতবর্ষ জয় করিব এইরূপ অনেক কথা
য়া থাকেন। তদ্বৃত্তান্ত আমরা আগামী বারে
ক মহাশয়দিগকে উপহার দিব।

দুর্গোৎসবের অবকাশ ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কৌশল।

এই রমণীয় শরৎকাল, দুর্গোৎসব উপস্থিত, ভারতবর্ষের ত কথাই নাই, এ উৎসবটীকে বিশ্বজনীন উৎসব বলিলে দোষ হয় না। ওদিকে পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ, এদিকে হাইকোর্ট প্রভৃতি আদালত সকল বন্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই কালটীর রমণীয়তা ও কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদিগের বিশ্রাম সময় দেখিয়া ইহাকেই একটী প্রধান উৎসবকাল বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে সকলেই আনন্দময়, কেবল আমরা অত্রস্থ ইংরাজ বণিকদিগকে নিরানন্দ দেখিতে পাই। কয়দিন কার্য্যালয় বন্ধ থাকাতে তাঁহাদের লাভক্ষতি হয়। সূর্য্য যেমন আকর্ষণ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া গ্রহ ও উপগ্রহগণকে অহরহ ঘুরাইতেছেন ফিরাইতেছেন, স্বার্থও সেইরূপ লোভ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া জগজ্জনকে বংভ্রমামাণ করিতেছে। অতএব লাভক্ষতি হইলে যে মানুষের অসহ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ বণিকগণের বুকে বরং বজ্রাঘাত সহ্য হয়, কিন্তু স্বার্থ হানি সহ্য হয় না। এই লাভক্ষতি অসহ্য হওয়াতেই ইংরাজ বণিকগণ কয়েক বৎসর ধরিয়া ছুটী কমাইবার নিমিত্ত ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্সের সময়ে এই দুর্গোৎসবের অবকাশ দিন কমাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এক আবেদন করেন। তিনি দেখিলেন দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব্ব। যেমন খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টমাস, যেমন মুসলমানের মহরম, বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গোৎসবও তদ্রূপ। লোকে সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে পর্ব্বের আমোদে উন্মত্ত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালী-সমাজের যত অর্থ ব্যয় হয়, আর কখন এত অর্থ ব্যয় হয় না। যাহার বাটীতে পূজা তাহার ত কথাই নাই। সে ব্যক্তি চারি পাঁচ মাস কেহ কেহ বা সম্বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজন করে। পূজা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই বাঙ্গালী আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। আবার যাহার বাটীতে পূজা নাই, সে ব্যক্তিও পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে ব্যয় করে। বাঙ্গালীর কুটুম্বিতা, লৌকিকতা, চিরদিনের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সময় এই। কার্য্য উপলক্ষে বাটী হইতে যাহারা বহু দূরে থাকে, এই সময়েই তাহারা বার তের দিবস অবকাশ পাইয়া সমুদায় বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দর্শন করিতে পায়। এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কত আশা কত ভরসা। সামান্য গৃহস্থ হইতে কোটীশ্বর পর্য্যন্ত এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

লরেন্স সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আবে-
দকদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অব
পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। আমরা শুনি
পাই যাহাতে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর গোল
না ঘটে, এজন্য তিনি সকল পর্ব্বগুলির অবকা
একটী নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তদনুসারেই
চলিয়া আসিতেছে। যখন লর্ড নর্থব্রুক ভার
বর্ষের রাজপ্রতিনিধি হন, তৎকালেও বণি
আবার তাঁহার নিকট দুর্গোৎসবের ছুটি কমাই
প্রার্থনা করেন। নর্থব্রুক বিচক্ষণ লোক ছিলে
লর্ড লরেন্স যে পথ অবলম্বন করিয়া যান, তি
তৎপথের পথিক হইলেন। ছুটি পূর্ব্ববৎ অব্যা
রহিল। বণিকগণ আবার ক্ষুণ্ণমনোরথ হইলে
আবার যখন লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জে
রল হন, তখনও বণিকেরা সেই পুরাতন কথা
আর তুলিলেন। লিটন অস্থিরচিত্ত ছিলে
তিনি স্বজাতির অনুরোধ-পরিহারে সমর্থ হই
না। ছুটি কমাইয়া দেন, তাঁহার এই ইচ্ছা হই
কিন্তু যখন দেখিলেন, বাঙ্গালীরা তাঁহার অভি
জানিতে পারিয়া সাতিশয় অস্থির হইয়াছে,
দেখিলেন সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহার মতের
প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন কি করিবেন কি
স্থির করিতে পারিলেন না। দেশের মত
করিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা তাঁহাকে ছুটি
ইয়া দিতে নিষেধ করিলেন। তিনি অবশে
ছুটির পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রাখিলেন। বণিকে
বার বার তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই
কার্য্য হইতে পারিলেন না। অপর লোক হ
ইহাতেই লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষান্ত হইতেন।
তাঁহারা সে ধাতুর লোক নহেন। তাঁহারা এ
এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা দে
তেছেন যে, গবর্ণর জেনেরলকে জানাইলে
ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ
লর্ড রিপন গবর্ণর জেনেরল, তিনি অব্যবস্থিত
নহেন, তাঁহার মতের দৃঢ়তা আছে, তাঁহা হ
ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। অতএব তাঁহারা
করিয়া এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে
এখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব
উহার সাধারণ ঋণ বিভাগ ও সেবিংস ব্যাঙ্ক বি
যদিও গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত, তথাপি অন্যান্য বি
গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই।
মেণ্টের তিন জন কর্ম্মচারী বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের
রেক্টর আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ডাইরে
সওদাগর। ডাইরেক্টরেরাই ব্যাঙ্কের সর্ব্বে স
তাঁহারা যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পা
তাঁহাদের অধিকাংশ দুর্গোৎসবের অবকাশের বি
গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কি করিবেন। ডাইরে

গর অধিকাংশের মতে সকল কার্য্য সমাধা হয়। াদের মতে এবার এই আদেশ প্রচার হইয়াছে ৩০ এ সেপ্টেম্বর হইতে ৩ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত াৎ সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক থাকিবে, তৎপরে ৭ ই ৮ ই অক্টোবরও ব্যাঙ্ক লা হইবে না। ছুটির অপর কয়েক দিন ব্যাঙ্ক টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। কিন্তু সেবিংস ব্যাঙ্ক াধারণ ঋণ বিভাগ নিয়মিতরূপ দ্বাদশ দিন বন্ধ কবে।

এ উপায়টীকে আমরা ভবিষ্যৎ দুর্গোৎসবের কাশের উন্মূলনের একটী যন্ত্র মনে করিতেছি। কে "টর্পিডো" অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর য়া বোধ হইতেছে। এটী যদি বাস্তবিক ভবিষ্যৎ কমাইবার স্বস্তিবাচন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গাল ঙ্কর ডাইরেক্টারেরা একটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য লেন। ইহাতে তাঁহারা যে দেশের লোকের মনে কষ্ট দিলেন তাহা বলা যায় না। আমাদের কথা বলিবার অধিকার নাই, কেন না ব্যাঙ্ক র গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। কিন্তু কেবল ইহা য়া বণিকেরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের প্ররো- র এবার গবর্ণমেণ্টের পেপার করেন্সী অফিসে র গোলযোগ হইয়াছে। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরে- দিগের অধীনে একজন ডেপুটী সেক্রেটারি ও ধ্যক্ষ আছেন। ইঁহার নাম ওয়েষ্টল্যাণ্ড। ইনি মেণ্টের কণ্ট্রোলর জেনেরল ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহে- ভ্রাতা। করেন্সী অফিস কণ্ট্রোলর জেনের অধীন। তিনি সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন র্গাপূজার ছুটীর সময়ে যে যে দিন বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক লা থাকিবে, সেই সেই দিন ঐ ব্যাঙ্ক কৌন্সিলের নর টাকা প্রদান করিবেন। করেন্সী অফিস এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ও ৬ ই অক্টোবর বৃহ- তবার একটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, এবং এ পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া সিয়াছে যে দুর্গোৎসবের ছুটির সময়ে কৌন্সিল র যে যে বিলের টাকা ছুটীর সময়ে দেয় থাকিত, তাহা ছুটীর অগ্রেই প্রদত্ত হইত , এবারে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে কেবল অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু াতে আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত দেওয়া াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই কার্য্যের সাহায্য তে কেবল যে একটী নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করি- ছেন তাহা নহে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চিরপ্রচ- ও বারংবার অনুমোদিত আদেশের প্রতি জ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কিন্তু করেন্সী আফিস কেন যে খোলা রহিল বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে নোটের নিয়ম এই যে যখন ইচ্ছা তুমি নোট ভাঙ্গাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিতে পার এবং যখনই তুমি নোটের টাকা চাহিবে গবর্ণমেণ্ট তখ নই সেই টাকা দিতে বাধ্য। সুতরাং পূজার সময়ে করেন্সী আফিস বন্ধ থাকিলে নোটের টাকার আদান প্রদান হইতে পারে না। ইহা আইনের বিরুদ্ধ। গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়া বে-আইনী কার্য্য করিতে পারেন না।

এ সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করিবার প্রয়োজন হই- তেছে না। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, করেন্সী আফিস বরাবর বন্ধ থাকিত, তাহাতে বে-আইনী হইত না, আজ বে-আইনী হইল। এটী বড় বিস্ময়জনক বাক্য। যাহা হউক, আমরা অধি- কতর দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের করেন্সী আফিসও ব্যাঙ্কের রচিত কৌশল মধ্যে প্রবিষ্ট হই- য়াছে। কিন্তু রাজার কৌশল-সংশ্রব শোভা পায় না। বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষতঃ বঙ্গবাসিদিগের জোর করিয়া উপভোগ করিবার কিছুই নাই। এই একটী বিষয় ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালিরা অনুমস্ত খাটনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিত, তাহাও ব্যাঙ্কের কৌশলে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে লোপ পাইতে চলিল।

সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানি কার্য্যে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব।

এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে একেবারে জেলার জজ হইয়া বসেন। তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের আইন কানুন কিছুই না জানিয়া না শিখিয়া হঠাৎ ফৌজদারী আদালত হইতে দেওয়ানী মকদ্দমার আপিল নিষ্পত্তি করি- বার অধিকার পান। মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজের নিষ্পত্তির তাঁহাদের নিকট আপিল হইয়া থাকে। অথচ প্রায় দেখা যায় মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজেরা দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার কার্য্যে তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এমন লোকের হস্তে তাঁহাদের নিষ্পত্তির ভ্রম বাহির করিবার ভার অর্পিত হইলে বিচারের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? উচিত নিয়ম এই যে যত অধিক জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে, সে তাহার নিকৃষ্ট- তর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উন্নততর পদবীতে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমাদের গবর্ণ মেণ্টের নিয়ম কি চমৎকার, কর্তৃপক্ষীয়েরা যে সকল ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদিগকে নিম্নে এবং যাহারা তদ্বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ন্যূন, তাহাদিগকে উন্নততর পদ- বীতে স্থান দেন। প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইল, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিচা-রসং বিভাগের এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া যে অভি প্রকাশ করেন, তদনুসারে সর জর্জ ক্যাম্বেল সি লিয়ানদিগের এই অপকর্ষ নিবারণার্থ ১৮৭৩ তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি যে যে সিবিলিয়ান জেলার জজ হইবার অভি প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত হইতে আর যাঁহারা মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, কমিশনর প্র পদের আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণী হইলেন। সর জর্জ ক্যাম্বেল মনে করিয়াছি যাঁহারা দেওয়ানী বিচারকের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হে লেন, তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণাল দেওয়ানী আইন রীতিমত শিক্ষা করিবেন। এই শ্রেণী বিভাগের ফল অন্যরূপ হইল। আশলি ইডেন বলেন "পূর্ব্বতন নিয়ম অনু সিবিলিয়ানেরা সেসন জজ হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেন, তা তাঁহাদের ভূমি ও কর-সংক্রান্ত আইনের কথ জ্ঞান জন্মিত। কিন্তু এক্ষণকার সিবিলিয়া এগার বার বৎসর মাত্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক করিয়া একেবারে সেসন জজের পদে উন্নীত তাঁহাদের দেওয়ানী মকদ্দমার কিছুমাত্র জ্ঞান না, এবং ফৌজদারী কার্য্যে যাহা কিছু অভি জন্মে তাহাও যৎসামান্য মাত্র, তাহা কেবল জ মাজিষ্ট্রেটের পদের উপযোগী। পূর্ব্বতন নি অনুসারে বরং তাঁহাদের কিছু কিছু অভি জন্মিত, এখন কেবল তাহার বিপরীতই দেখা যা

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ যুক্ত বলিতেছেন, হাইকোর্টের জজেরা পূর্ব্বে তা দিগকে অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা আবার তাঁহাদের অ নিকৃষ্ট। বিচার সংক্রান্ত বিভাগের এই বিশৃঙ্খ সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ইডেন সাহেব অভিপ্রায়ে এই কয়েকটী নিয়মের প্রস্তাব যাছেন :—

১। চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারীরা পাঁচ ব কর্ম্ম করিলে পর মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হই মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ব্যতীত তাঁহাদিগকে এই করিতে হইবে। সিবিলিয়ানেরা যে শ্রেণী প্রবেশ করুন না কেন তাঁহাদিগকে অগ্রে এই নি কার্য্য করিতে হইবে।

২। আপাততঃ যে নিয়ম আছে যে সিবি নেরা দ্বাদশ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর আপ অভীপ্সিত শ্রেণী মনোনীত করিবেন, এই নিয় পরিবর্ত্তে তাঁহারা নয় বৎসর কর্ম্ম করিয়া মনোনীত করিবেন।

র ধারে আসিয়া বাস করিতেছে ; যেমন কুক্কু এক খণ্ড মাংস পাইলে তাহার লোভে পরস্পর দে প্রবৃত্ত হয় প্রজারাও তদ্রূপ জল লইয়া বিবাদ াদ করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে আমরা তাহার ীত ও দেখিতে পাইতেছি। এই খাল বরং দের অনর্থের মূল হইয়াছে। ইহার জন্য তাহা- সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। আমরা শুনিলাম, র জন্য, প্রজাবর্গ কাতর হইয়া লেফ্টেনণ্ট গবর্ণ- নিকট দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার আসিয়া কয়েকখানি আবেদন পত্র অর্পণ য়াছে। প্রজাবর্গের ক্রন্দনধ্বনিতে গগণমণ্ডল র্ণ হইতেছে। এই সকল আবেদনে খালের চারীদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা উক্ত াছে, তাহা শ্রবণ করিলে এমত বোধ না যে আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ধীনে বাস করিতেছি। একখানি দনে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাদিগের লের জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, বরং তে ধানের ক্ষতি হইতেছে। আবার খালের পক্ষীয়েরা তাহার উপর ভয়ানক পীড়ন আরম্ভ য়াছেন। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রদর্শন পূর্ব্বক কবুলতি গ্রহণ করিতেছেন। ন কোন কোন প্রজা আছে এই খালের লের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। রা তজ্জন্য খালের কর্ম্মচারিদিগের নিকট জন্য দিবার দায়ী নহে। তাহারা কবুলতি দেয় বলিয়া খালের কর্ম্মচারিরা গোপনে মজুর াইয়া তাহাদের ভূমির উপর খাল কাটাইয়া জল লাইয়া দিয়া তাহাকে চোর্য্য অপরাধের ভয় খাইয়া অন্যান্য করের কবুলতি লইতেছেন। ও এক খানি আবেদনে লিখিত হইয়াছে যে লের কর্ম্মচারীরা খালের নিকট যাহার ভূমির চিহ্ন নাই তাহাদেরও নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কবু তি গ্রহণ করিতেছেন। আবার তাঁহারা এক বিঘা মিকে মিথ্যা মিথ্যা দেড় বিঘা করিয়া অন্যায় র আদায় করিতেছেন। প্রজারা স্থানীয় পক্ষদিগের নিকট বারংবার দুঃখ জানাইয়াও ান ফল পাইতেছে না। তাঁহারা একেবারে হাদেব চীৎকারে বধির হইয়া রহিয়াছেন। আর ার অনেক দুঃখের কথা এই সকল আবেদনে খিত হইয়াছে।

প্রজাদিগের আবেদনে যে অত্যাচারের কথা কাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত কি না তাহার সন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। প্রজারা দুঃখে নাদ করিতেছে এবং দিন দিন অবসন্ন হইয়া ড়িতেছে এ সংবাদ দেশের পক্ষে মঙ্গলসূচক নহে।

পুস্তক সমালোচনা।

পণ্ডিতমূর্খ প্রহসন বা নাটক। নবদ্বীপবাসী শ্রীব্রজব্রত সামধ্যায়ী—সংস্কৃত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১২৮৮। এই পুস্তক খানি না নাটক না প্রহসন না কাব্য গ্রন্থ। ইহাকে আমরা যে কি বলিব, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। ইহাতে চিত্ত আকর্ষণ বা চিত্ত রঞ্জন করিবার কিছুই নাই। কয়েকটী পুরাতন গল্প লইয়া পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গল্পগুলিকে ভাল করিয়া সাজাইতেও পারেন নাই। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের অবমাননা ও তাঁহাদের লইয়া রহস্য করাই পুস্তকরচয়িতার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার কালীদাসের মুখে এই কথাটি দিয়াছেন যে সেখানকার (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) কেমন অনির্ব্বচনীয় জলবায়ুর গুণ যে, প্রায় সেখানে যোগ না অধ্যাপকই পণ্ডিতমূর্খ হইয়া থাকেন।

কাশীর ব্যবস্থা ও তাহার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত অচলানন্দ স্বামীর কোন শিষ্য কর্ত্তৃক সংকলিত। ১২৮৮ সাল। কিয়ৎকাল হইল কাশীস্থ কয়েকজন অধ্যাপক তন্ত্রোক্ত মদ্যপাননিষেধক একটি ব্যবস্থা দেন। সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অভিপ্রেত। গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন আমরা তাহা বলিতে চাহি না। আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এ সময়ে কোন রূপেই মদ্যপানের উৎসাহ দেওয়া ভাল নহে, মদে মদে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ অনেকেই মদ ধরিতেছে। মুটে মজুর হইতে বড় লোক পর্য্যন্ত আর প্রায় বাকী নাই বলিলেই হয়। এখন যদি মদ্যপানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের আরও যে কত অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না।

শারদোৎসব। গীতি নাট্য। নাড়াজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁর কর্ত্তৃক স্বরলয়ে গঠিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৮ সাল। এ নাট্যগ্রন্থখানি কিছু নূতন ধরণের। ইহা তানলয়ে পূর্ণ গীতে রচিত হইয়াছে। গল্পটী এই, গিরিরাজ-পত্নী মেনকা বহুকাল তাঁহার আত্মজা উমাকে না দেখিয়া তাঁহার স্বামী হিমাচলের নিকট কন্যাকে কৈলাশ হইতে আনয়ন করিবার জন্য অনুযোগ করিতেছেন। গিরিরাজ পত্নীর সন্তোষ সম্পাদনার্থ কৈলাশে গিয়া দেখিলেন যে হরপার্ব্বতী বিধুমুখে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ক্রীড়ায় মগ্ন রহিয়াছেন। উমা পিতাকে তথায় আগত দেখিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। কার্ত্তিক ও গণেশ মাতামহকে দেখিয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন ও তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। গিরিরাজ কন্যার সহিত কথোপকথ করিয়া জামাতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার তু সম্পাদন করতঃ নিজগৃহে কন্যাকে লইয়া যাইবা প্রস্তাব করিলেন। মহাদেবও তাহাতে সম্ম দিলেন। মতিনন্দিনী মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি প্রভৃতি বিজয়ার সহিত বিধুমুখে রাতি যাপন করিয়া প দিন প্রভাতে পিত্রালয়ে উপনীত হইলেন। পুস্তকখানির পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দু পূজার বর্ণনা আছে। রাম দশাননকে পরাজ করিবার জন্য আদ্যা শক্তির আরাধনা করিতেছেন সুগ্রীব ও কপিগণ সমস্বরে তাঁহার স্তব করিতেছে দেবী রাম ও তাঁহার অনুচরদিগের স্তবে প্রস হইয়া রামচন্দ্রকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রামচন্দ্রের লঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্কে বিজয়া ব হইয়াছে।

আমরা গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি পাঠকদিগকে এই একটী গীত উপহার দিলাম।

মেনকা অস্তাচলগামী চন্দ্রিমার প্রতি দৃ করতঃ করযোড়ে—

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া

করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ওইখানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে হারাইব তারাধনে।
দশমীর দিবাকর,*
প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা রতনে।
সদত ভাবি যে তারা,
সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গব র্ণমেণ্টের বাণিজ্যসম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, তাহা আর তিন মাস থাকিবে।

টিউনিস ১৬ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা যে পল্লী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তাহার সংস্কার করা হইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই সেপ্টেম্বর। কাশীয় বিভিন্ন আসনটি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই সেপ্টেম্বর। ডবলিনস্থ পার্ণেলিষ্ট সভার বেশন শেষ হইয়াছে। সভ্যেরা ইংলণ্ডের বিরোধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষকদিগের সহিত যোগ বলিয়াছেন।

টিউনিস ১৮ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা সর্ব্বদাই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ফরাসী সৈনিক সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইতেছে।

নিউইয়র্ক ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ১৮ ই সেপ্টেম্বর হইতে সভাপতি গারফিল্ডের পীড়ার বৃদ্ধি হইল। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সহকারী সভাপতি আর্থর সভাপতির পদে অধিরোহণ করিয়াছেন।

প্যারিস ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসম্বন্ধে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এম ও সর চার্লস ডিল্কি বলিতেছেন যে সন্ধি স্থাপন হওয়া নিশ্চিত নহে।

লণ্ডন ২০ এ সেপ্টেম্বর। কোয়ার্শন আইন অনুসারে যাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছে, যত দিন গোলযোগ চলিবে, ততদিন তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না।

নিউইয়র্ক ২০ এ সেপ্টেম্বর। আগামী সোমবার ক্লীবলাণ্ড স্থানে সভাপতি গারফিল্ডের সমাধি হইবে।

টিউনিস ২০ এ সেপ্টেম্বর। তিন সহস্র তুরস্ক সৈন্য ত্রিপলি স্থানে উপনীত হইয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিউনিসের বলিয়াছেন যে ফরাসী সেনাগণ টিউনিস অধিকার করিবে না।

লণ্ডন ২১ এ সেপ্টেম্বর। সভাপতি গারফিল্ডের মৃত্যু হওয়াতে ইংলণ্ডীয় রাজসভা এক সপ্তাহ কাল শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ সেপ্টেম্বর। কমন কৌন্সিল নামক রাজসভা স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে পুরিয়া প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ গিল্ডহল নামক রাজবাটীতে রক্ষিত হইবে।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

১৯ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কান্দাহারে কোন নূতন ঘটনা হয় নাই। উভয়দল পূর্ব্ববৎ একস্থানেই রহিয়াছে। টিরিণ ও জমিন্দাওয়ারে আয়ুব খাঁর সাহায্যার্থ একদল সেনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহারা তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছে। বহুসংখ্যক কাজী তাঁহার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে মাসিক চারি টাকা করিয়া বেতন দিবার আদেশ দিয়াছেন। তুর্কিস্থানে ইশাক খাঁর অধীনে আমিরের যে সেনাদল ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। কাবুল হইতে এই জনরব উঠিয়াছে যে আমীরের আদেশে মহম্মদ জানকে হত্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে।

সিমলা ২০ এ সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমীরের কতকগুলি কাবুলী অশ্বারোহী সেনা ঐ নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আয়ুব খাঁ তাহাদের উপর তোপ চালাইতে আদেশ দেন। শিকারপুরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তারাকী ও সুলেমানখেল গিলজাইয়েরা আমীরের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে।

সিমলা ২২ এ সেপ্টেম্বর। আমির তাঁহার পূর্ব্ব সেনানিবেশস্থান হইতে কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। হিরাট হইতে কান্দাহারে আসিবার এই পথ। আমির ঐ পথে দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যান আলাহাবাদ হইতে ২৩ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রতিদিন আয়ুব খাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা আমিরের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তথাপি তিনি আক্রান্ত না হইলে শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াছেন। তাঁহার অনুচরেরা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য চীনদেশ হইতে কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয়। ইহারা তথায় ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাতে চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের ইউরোপগামী বাবুরা শুনুন।

কয়েক জন দিল্লীর স্বর্ণকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারকার্য্য করিবার জন্য লণ্ডনের একটী কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে। এই কারখানায় কাশী হইতে কয়েকজন কাঁশারী প্রেরিত হইবে।

১৮৮০ অব্দে ভারতবর্ষীয় সমদ্রে পঞ্চাশ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে ২৮৯ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। গত বর্ষে এতন্নিবন্ধন ৩৫৭ জন লোকের মৃত্যু হয়, এবার ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এবার একজন ভারতবর্ষীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভাপদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ইহাঁর নাম বাবা রামপাল সিং; ইনি এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। ইনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি লিনকনসিয়ারের লোকদিগকে বলিয়াছেন যে তিনি কায়মনোবাক্যে ভূস্বামীদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, শ্রমজীবী লোকদিগেরও উন্নতি-সাধনার্থ তাঁহার যত যত্ন আছে অপর কাহারও সেরূপ যত্ন নাই। ইহাঁর দুর্ভাগ্য যে ইনি এত করিয়াও সভাপদে মনোনীত হন নাই।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরেল আগ্রায় দরবার করিবেন। এজন্য বলরামপুরের মহারাজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ দরবারে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দরবারগুলি রাজাদিগের ধনস্থানে পরি হইয়াছে।

কোয়েটা হইতে ২২ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ২০ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই প্রহরের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আক্রামণ আফ্রিদিরা তৃতীয় সংখ্যক পঞ্জাবী অশ্বারোহীদিগের আবাস স্থানে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা রক্ষিদিগকে প্রথম আক্রমণ করে। তৎপরে দুই জনকে হত ও এক জন দফাদারকে আহত করিয়া এবং দুইটী বন্দুক অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা সংবাদ পাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারের মকদ্দমা পুনর্ব্বিচার করিবেন। তাঁহার পদচ্যুতির বিষয় যে পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। তবে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা তাঁহাকে মনোনীত করিতে দেওয়া হইবে।

সকলে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ভারতহিতৈষী কর্ণেল অসবর্ণ সাহেব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে পাওনিয়র এই আশঙ্কা করিয়াছেন যে যে সকল ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারা অসবর্ণ সাহেবের কুমন্ত্রণায় নষ্ট হইবেন। অসবর্ণের উপদেশ পাইয়া সিবিলিয়ানেরা যে ভারতের যথার্থ হিতৈষী হন এটী কি পাওনিয়রের মত হইতেছে না?

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্টে যেমন দেশীয় জজ আছেন গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন আলাহাবাদের হাইকোর্টে ঐরূপ একজন দেশীয় জজ হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে তত্রত্য হাইকোর্টের জজদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে সম্প্রতি তথায় দেশীয় বিচারপতি নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা আছে কি না? শুনিলাম হাইকোর্টের জজেরা এই প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই পদের উপযুক্ত লোক তথায় কেহ নাই। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "নাই বলিলে সাপের বিষ থাকে না।" তাই ত নয়।

ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজ তাঁহার অধিকার মধ্যে এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন যে তাঁহার কোন দরিদ্র প্রজা গুরুতর দোষে অপরাধী হইয়া আদালতের সমক্ষে বিচারার্থ নীত হইলে যদি দারিদ্র্য নিবন্ধন মকদ্দমার ব্যয় যোগাইতে না পারে তাহা

ন সরকারী বাদে তাহার পক্ষ সমর্থন করা ব।

অমৃত বাজার পত্রিকায় একজন পত্র প্রেরক য়াছেন যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন হইতে রাধাকুণ্ড ন্ত যে রাস্তা আছে, ঐ রাস্তার ধারে কুসুম সরো- নামে এক তীর্থ আছে। এই কুসুম সরো- র নিকটে একটী জঙ্গলে কয়েক জন ডাকাইত রা যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। দের কর্তৃপক্ষীয়েরা কি এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি ন না?

সৎকালে মহীসুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণা- ণের অধীনে ছিল, তখন কিরূপে উহার অর্থের ব্যয় হইয়াছে, তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাই- ছে। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার জন্য সামান্য মাত্র স্থানে ১৪৬টি বাঙ্গলো প্রস্তুত করা য়াছে। উহাতে যে সকল দ্রব্যাদি আছে তাহার ও অনেক। এই সকল বাঙ্গলা কেহ কখন ব্যব- করে কি না সন্দেহ; অথচ এগুলি প্রস্তুত হইল ন তাহা বুঝা যায় না। দেওয়ান এই সকল বায় এক কালে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৮০।৮১ অব্দের লবণ বিভাগের কার্য্য বিবরণ শিত হইয়াছে। লবণ বিভাগে গত বৎসর ও বৎসরে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হয় নাই। ৭৮ অব্দে লবণের শুল্কের হ্রাস হওয়াতে আয়ের ক্ষতি হইয়াছিল, গত বর্ষে সে ক্ষতিপূরণ হইয়া ৮,৭০৮ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। কিন্তু এবারে বার ক্ষতি হইয়াছে। গত বর্ষে ২,৪৭,৪০,৩১৭ কা আয় হয়, এবারে ২,৩৯,৮২,৪২৯ টাকা আয় য়াছে। কিন্তু যদি লবণ বিভাগের ব্যয় হ্রাস না য়, তাহা হইলে এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি ত। এবারে এতদ্দেশজাত লবণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তদনুরূপ অধিক রিমাণে বিক্রয় হয় নাই। গত বৎসর এতদ্দেশে ১৪৮৮ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবার ৬,১৫,- ৫ মণ জন্মিয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে গোপনে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার কমি- র বলেন যে বৎসরের যে সময়ে লবণ প্রস্তুত য়া থাকে, ঐ সময়েই উহার বিক্রয়ের লাঘব হয়। তাতে তিনি অনুমান করেন যে উড়িষ্যা বিভাগে কারা গোপনে গোপনে লবণ প্রস্তুত করে। লবণ ক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে এ বৎসর ০৫৪ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, গত বর্ষে ইহা পেক্ষা ২৯১ সংখ্যা অধিক হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে টানার সাকে- র মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলাম। আমেরিকান বাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি আবার নব্বই দিন উপবাস করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

যখন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে কপোতের সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হইত। বেলজিয়ম দেশে প্রথমতঃ কপোত এই কার্য্যে শিক্ষিত হয়। তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কপোতকে এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইতেছে। সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিতেছেন যে ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান সেনানিবেশে কপোতদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাখা হইবে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে যদি এই উভয় স্থানের মধ্যগত টেলিগ্রাফের তার বিনষ্ট হইয়া থাকে, এমন হয়, তাহা হইলে এই শিক্ষিত কপোতের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।

ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনারলের সভার পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের জন্য একজন সভ্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল এই পদটী রহিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ আবশ্যকতাও দেখা যায় না, তবে অনর্থক ক্ষতি করিবার প্রস্তাব করা কেন? ষ্টেট সেক্রেটারি আমাদের সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনি কোথায় ব্যয়বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচ করিবেন, না, হাত লম্বা করিতেছেন!

স্বামী যদি স্ত্রীর কথা না শুনে, কিরূপে স্বামীকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া যায়, একটী ইউরোপীয় রমণী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিউকারেষ্ট নামক স্থানে সেনাপতি কর্ণেস্কোর পত্নী চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার অভিলাষ করে। তাহার স্বামী তাহাতে অসম্মত হন। রমণী এজন্য স্বামীর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে। আদালত কর্ণেস্কোর উপরে তাহার পত্নীর ব্যয়ার্থ দুই সহস্র ফ্রাঙ্ক ডিক্রী দিয়াছেন।

কিছু দিন হইল পুলিসের একজন কর্ম্মচারী তাহার পীড়িত কোন বন্ধুকে কলিকাতার জেনারেল হাঁসপাতালে রাত্রিকালে দেখিতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে গড়ের মাঠে দুইজন লোকের সহিত তাহার দেখা হয়। একজন তাহাকে বলিল "আমার এই চুরটটা ধরাইয়া দেও"। পুলিস কর্ম্মচারী চুরাট ধরাইয়া দিতেছে, এমন সময়ে এই দুই জনের অন্যতর ব্যক্তি তাহাকে এমন এক ধাক্কা মারিল যে তাহাতে সে পড়িয়া গেল। তখন ঐ দুই ব্যক্তি তাহাকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট যে টাকা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল। শুনা গেল পুলিস কর্ম্মচারী বিলক্ষণ আহত হইয়াছে গড়ের মাঠে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে কখন কখন খুনও হয়। কলিকাতার এই স্থানটি ভালরূপে রক্ষিত হয় না কেন?

গত ১৮ ই আগষ্ট ও ডনেল সাহেব ভারতবর্ষী ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আসামের চা বাগানে প্রতি বর্ষে শতকরা দশ করিয়া কুলি মরে কি না? পূর্ব্বে যে কুলিদিগ তিন বৎসর করিয়া চা বাগানে রাখিবার নিয়ম ছি তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া বাগানে রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না এবং আপাততঃ যে কয় জন সিবিলিয়ান কর্ম্মচা চা বাগানের অংশীদার আছেন, তাহাদের তালি তিনি দিতে পারেন কি না? এই প্রশ্নের উত্ত হার্টিংটন সাহেব বলিয়াছেন যে আপাততঃ আসমের চা বাগানের যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায়, চা বাগানে কুলিদিগে মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। কুলিদিগের মৃ সংখ্যা কমাইবার নিমিত্ত তিনি গবর্ণর জেনেরলকে তাহাদের অবস্থার সংস্কার করিবার উপায় বিধা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তিনি আর বলিয়াছেন যে যে বাগানে চা-করের দোষে কুলী মৃত্যু অধিক হইতেছে, সেই বাগানে আর যাহাতে কু পাঠান না হয়, গবর্ণর জেনেরেল তাহার উপায় বিধ করিবেন। হার্টিংটন এ কথাও বলিয়াছেন যে এক চা বাগানে কুলীদিগকে তিন বৎসরের পরিব পাঁচ বৎসর রাখা হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সিবিলিয়ানদিগের চা বাগানে অংশীদার থাকিব বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে ১৮৬১ ও ১৮৬২ অ সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের চা বাগানের অংশীদার হইব কোন নিষেধ নাই। তবে একমাত্র নিয়ম আ যে, যাঁহারা চা বাগানের সংস্রবে থাকিবেন তাঁহা চা বাগানের তত্ত্বাবধানাদি কার্য্য করিতে পাইবে না, এবং যে জেলায় চা বাগান থাকিবে তথ কাহারও করিবেন না। শেষোক্ত বাক্যটিতে আম বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলাম। চা বাগানে সিবিলিয়া দিগের কোন প্রকারে সম্বন্ধ রাখা উচিত নয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহা দের হইতে অন্যায় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে

ইংলণ্ডের কারাগারের কমিশনারদিগে রিপোর্টে অবগত হওয়া গেল যে কারাগারে প্রবে করিবার পর এক সপ্তাহ কালের মধ্যে যত কয়ে আত্মহত্যা করে, ঐ সপ্তাহ অতীত হইলে পর আত্ম হত্যা করে না। যাহারা বারংবার অপ

য়া বারংবার জেল খাটে, তাহাদের কাহাকেও ক্তো করিতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তেই বোধ হয়, প্রথম অপরাধীদিগের কারাবাস প্রথমতঃ লজ্জা ও আত্মগ্লানির যেরূপ বেগ উপ- হয়, পরে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অভ্যাস যায়।

ইংলণ্ডীয় পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল ফসেট সাহেব আফিসের নানা প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করি- ন। এই বিভাগে এক্ষণে দুই সহস্রাধিক লোক নানা স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

এইরূপ অনুমিত হইয়াছে,সমস্ত ভূমণ্ডলে ১৪৫৫- ০০০ লোক আছে। ইউরোপে ৩১৫৯২৯০০০, সিয়ার ৮৩৪৭০৭০০০, আফ্রিকায় ২০৫৬৭৯০০০, মেরিকায় ৯৫৪৮৫০০০, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ায় ০০০, মেরু প্রদেশে ৮২০০০ লোক আছে।

হারিসো নামক একজন মার্কিণ লণ্ডন হইতে নাম্টন পর্য্যন্ত ৭০ মাইল পথ এক দৌড়ে গমন য়াছিল।

কলিকাতার শবদাহের কয়লাতে টীকা প্রস্তুত কিন্তু এই টীকা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হই- হ। টীকা-ব্যবসায়িগণ যাহাতে ঐ কয়লার প্রস্তুত করিতে না পারে কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে রাখিবেন।

কলিকাতা সাবর্কিউলার রোডের একটী বৃক্ষ- এক হিন্দুস্থানী ৫।৬ দিন অনাহারে পড়িয়া । এক্ষণে এ ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখা াছে।

নিউইয়র্কের সন্নিকটে একটী বৃহদাকার হোটেল ত হইয়াছে। হোটেলে প্রবিষ্ট হইবার ৫০ টী আছে। সম্মুখের বারাণ্ডা দীর্ঘ ১৪০০ ফুট, ৭০ ফুট, পার্শ্বের বারাণ্ডাগুলি দীর্ঘ ৪০০ প্রশস্থ ৫৬ ফুট। উপর ও নীচে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ আছে। পাকশালায় ২০ টী রন্ধনযন্ত্র চলি- । হোটেল মধ্যে ৭০০০ লোক একত্র জন করিতে পারে। এই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্য লোক দিবার জন্য গ্যাসের নল ৩২ মাইল ন হইয়াছে। সমস্ত ময়লা জল আদি বাহির য়া দিবার জন্য ৩ মাইল পর্য্যন্ত নল ও জল আনিবার জন্য ৩০ মাইল পর্য্যন্ত নল বসান াছে।

মহাভারত ও রামায়ণ প্রকাশক বাবু প্রতাপচন্দ্র আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কাশ্মী- মহারাজ তাঁহাকে পুনঃ প্রকাশ কার্য্যে উৎসা- করিবার জন্য দ্বিতীয় বার ৫০০ টাকা দান য়াছেন এবং কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু কনাথ প্রামাণিক ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা সিটি স্কুলের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিব- রণ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। বিদ্যাল- য়টী দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে এরূপ উন্নতি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যালয়ের এক্ষণ- কার ছাত্র সংখ্যা ৫১৩ জন। গত বর্ষ শেষে ২৭ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে ২৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৯ জন প্রথম শ্রেণী, ১৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ২ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই জন ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়াছেন। কলি কাতার মধ্যে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে এই বিদ্যালয়টী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। একটী বাঙ্গালা বিভাগও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এটী হইতেও উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ে ড্রইং, গীত, বাদ্য, দর্শন, ব্যায়াম, ও নীতি শিক্ষা, দেওয়া হয়। একটী এল, এ, ক্লাসও আছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। যেরূপ বিজ্ঞ বহুদর্শী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আছেন, তাহাতে যে এই বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ হইতে ১০ টাকার নোট হারাইলে কারেন্সি আফিসে ইহার কতক কিনারা হইতে পারিত; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নোটের হিসাব পত্র রাখিবেন না, প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অধিক টাকার নোটের হিসাব পত্র থাকিবে।

সেল্ সুইগ নামক স্থানে একটী তিমি মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট এবং প্রস্থ ২৬ ফুট। ৭ ফুট করিয়া ইহার এক একটী ডানা আছে।

ফ্রেডরিক নামক এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত অণুবীক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, কীট পতঙ্গাদির শোণিতের কোন বর্ণ নাই, রৌদ্রে দেখিলে শোণিত জরদ রঙ্গের বলিয়া বোধ হয়।

নেচর নামক পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিনি সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপ- কূলে ১॥০ বৎসরের একটী আশ্চর্য্য বালিকা দেখিয়াছেন। উহার চারিটী পা আছে। তিনি যাবা দ্বীপে একটী বালকের স্কন্ধে দুটী মস্তক দেখি- য়াছেন।

নর্ম্মাণ্ডির একটী বৃদ্ধ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করি য়াছেন; কিন্তু তাঁহার দেহ আজিও সম্পূর্ণ সবল আছে। এরূপ বয়সে সবল থাকিবার কারণ তিনি এই বলেন যে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অর্দ্ধ বোতল করিয়া ব্রাণ্ডি খাইয়া আসিতেছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কারেন্সী আফিস ও ক কাউন্সিল ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় পূর্ব্বাবধি যে অবকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেইরূপ ২৮ এ সে হইতে ৯ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ১২ দিন থাকিবে।

লণ্ডন নগরের এথিনিয়ম নামক সংবাদ বলেন, বর্লিন নগরের আর্চ্চডীকনের কন্যা কেন সংস্কৃত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে ব্যা হইয়াছেন। তিনি অধ্যাপক বেনফির নিকট সং শিক্ষা করেন। বেনফি মৃত্যুকালে তাঁহার অ এই কার্য্যের ভার দিয়া পরলোক গমন করিয়াছে মহাভারতে লক্ষ শ্লোক। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী! এই কারণেই ইংরা এত অহঙ্কার করেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কার ষ্টেট রেলওয়ের যে সকল ইউরোপীয় ই নিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে দেশীয় ই নিয়ার নিযুক্ত হইবেন। দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদি হস্তে এই বিভাগের ভার অর্পিত হইল। উ বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে এবং নলহাটী ও মাতলা রে য়েতে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ভারি বিপদে পড়িয়াছে তাঁহার সদর বাটীর দ্বারের সম্মুখে মুসলমানদি একটী মসজিদ আছে। রাজা এই মসজিদটী উঠা দিবার চেষ্টা করেন। তন্নিবন্ধন ঐ মস তাঁহার লোকদিগের সহিত মুসলমানদিগের দাঙ্গা হয়। ইহার কিছু দিন পরে রাজার সম্মুখস্থিত একটী ফটকে বজ্রাঘাত হয়। বজ্রা পাঁচটী পায়রা, একটী বিড়াল এবং নিকটস্থ রিণীর একটী বৃহৎ মৎস্যের মৃত্যু হইয়াছে। হওয়াতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করাইয়া স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে এবং শুনিলাম মুসলমান দেবতার সন্তোষার্থ এক মসজিদে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছে একেই বলে "ধান ভানতে গিয়া চাউল পড়ে।"

লক্ষ্মী চামারণী নামে ৪০ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীলোক ট্রামওয়ের গাড়ি চাপা পড়িয়া প্রাণ করিয়াছে। সে যখন নন্দলাল মল্লিকের গলি হইয়া চিৎপুর রোড অতিক্রম করিতেছিল, এক খানি গাড়ি হঠাৎ আসিয়া পড়ে। লাগিয়া স্ত্রীলোকটী পড়িয়া যায়। শকটের তাহার দক্ষিণ পা ও হস্তের উপর দিয়া যাও তাহার ঐ দুটী অঙ্গ চূর্ণ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়া যমরাজ ট্রামওয়েকে মনুষ্য-গ্রহণের কি একটী করিলেন? হত্যা নিবারণের কি কোন বন্দো

ে পাঁচটার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া পর সন্ধ্যার সময় কালনায় পহুঁছে। ইহাকে টোয়া পর্য্যন্ত সকল ষ্টেসনের আরোহী লইবার ম হইয়াছে। "হংসেশ্বরী" নামে আর এক ষ্টীমার প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে র সময় কাটোয়া হইতে ছাড়িয়া থাকে। নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের রোহী লইয়া সম্ভবতঃ সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ছে। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের মধ্যে অপর খানি ষ্টীমার হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী সকল ষ্টীমারের অধিকারী ও অধ্যক্ষ। এরূপ শ্রুতি যে, কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর উভয় পত্নীর নামে র সিদ্ধেশ্বরী ও হংসেশ্বরী নামকরণ করা াছে। এক্ষণে ষ্টীমারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত রুভাবে পরিচালিত হইতেছে, এতন্নিবন্ধন াত্রিগণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য, সন্ধ্যার পর ষ্টীমার চালান প্রথাটী উঠাইয়া রাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, এবং অধিক- াক আরোহী বোঝাই করাও অকর্ত্তব্য। বৎসর ঐ অপরাধে ষ্টীমারের অধ্যক্ষকে কাতা পুলিসে এক শত টাকা জরিমানা দিতে অতএব আমরা আশা করি যে, তিনি ঐ য়ে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

কয়েক দিবস হইল, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ল সাহেবের সমভিব্যাহারে আসিয়া এখানকার া চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপাল আফিসটী দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজকাল যখন বা চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা- দেখা যাইতেছে, তখন ঔষধ ক্রয় করণার্থ কৎ অর্থ অধিক ব্যয় করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনু- দিত এবং ইনডোর পেশেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত ও কর্ত্তব্য।

আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা মিউনি- পাল মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। এই টী উঠাইয়া না দিলে কখনই সুস্থ বিচার আশা করা যায় না, কারণ মিউনিসিপাল মকদ্দ- কমিশনরেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাদী। অতএব ই হইবা বিচারক হওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমো- নহে। হাইকোর্ট ঐ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছেন, আমাদের কমিশনর বাবুরা কি তাহা অবগত নাই? সাবেক চেয়ারম্যান বাবু হাই- কোর্টের নিয়মানুসারে ঐ কুপ্রথাটী শীঘ্র উঠাইয়া তে সচেষ্ট হয়েন ও কয়েকজন স্বাধীন-চেতা লোককে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়ো- গ করিবেন এবং তাঁহাদের হস্তে মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার কার্য্যভার বিন্যস্ত করিলে কাঙ্ক্ষিত লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষেত্রজাত পদার্থ নষ্ট বা ভক্ষণ করিলে যেমন গরু, ছাগল ও অন্যান্য পশুদিগকে খোঁয়াড়ে দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেইরূপ বেকার ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালাদিকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া দেওয়াও উচিত। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, বেকার ঘোড়া, বিড়াল ও কুকুরাদির দৈনন্দিন অত্যাচারে গৃহস্থেরা সর্ব্বদা শশব্যস্ত ও জ্বালাতন হইয়া থাকেন, কিন্তু বিড়াল ও কুকুরাদিকে খোঁয়াড়ে পাঠাইবার নিয়ম না থাকাতে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন এখানকার বণ্ডের সাধারণের রাস্তার উপর একজন পথিক অচৈতন্য অবস্থায় পতিত ছিল, তদৃষ্টে কয়েকজন সহৃদয় লোক ঐ সংবাদটী পুলিসে পাঠাইয়া দেন এবং স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উহার সময়োচিত চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার যদুনাথ উহার চিকিৎসা কার্য্যে তৎক্ষণাৎ ব্রতী হয়েন এবং পুলিস উহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ একজন বিশেষ কনষ্টেবল মোতায়েন করিয়া দেন। হাটখোলা গোস্বামী পাড়ার কয়েক জন কৃতবিদ্য যুবক ঐ অনাথ পথিকের যথোচিত সেবা করেন ও ডাক্তার যদুনাথ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে বহুমূল্য ঔষধাদি সেবন করান, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পর সে ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করাতে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার যদুনাথ বলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ ছিল, ঐ অর্থের লোভে এক ব্যক্তি উহার শিষ্য হয়। পরে সুযোগ পাইয়া উহাকে বিষ খাওয়াইয়া সে অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অদর্শন হইয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন।

শারদীয় মহামহোৎসব সমুপস্থিত, তন্নিবন্ধন প্রকৃতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হর্ষময়। বাজারের বিপণি-সকল নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ; কাপড় ও জুতার বাজার বড় গরম। এখানকার ওস্তাগরেরা দিবা রাত্রি কাপড় শাখ করিতেছে! উঃ কি কর্কশ ধ্বনি!!

ভাগলপুর।

আরব্যোপন্যাসে লিখিত আছে, আজিম যখন অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বহুদূর স্থিত রাজ্য সকল দেখিতে যান, তখন সহসা এক স্থান হইতে জাহাজের গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাবিক গতি হ্রাস করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কি গতি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগি তদ্দর্শনে জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন অদূরে চুম্বক প্র রের খনি আছে, তাহারই আকর্ষণে জাহাজ গতিতে গমন করিতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া হতাশ হইয়া যেমন ঈশ্বরের নাম জপিতে লাগিল অ দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে জাহাজ খানি প্রস্তরের উপর পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেইরূপ কাহালগ্রামের গঙ্গাগর্ভস্থ পর্ব্বতের দেশে এক খানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। প্রস্তর না হইলেও তাহার গুণ একই প্রকার। স্থানের জলের গতি বড় প্রবল। অপরিচিত কেরা পূর্ব্ব হইতে বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া না থা বড় বড় নৌকা হঠাৎ প্রবলবেগে পড়িয়া সেই রের উপর গিয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ যায়। বৎসর বৎসর এই স্থানে ও সুলতান গ গৈরিকমাপের পর্ব্বতে যে কত মহাজনের নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা আমরা ২১ এ ভাদ্র কাহালগ্রামের এক এক জন মহাজনের একখানি নৌকা জলমগ্ন সংবাদ দিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আবার বাবু চণ্ডী সিংহের দশ সহস্র টাকার দ্রব্য পূর্ণ কয়েক নৌকা ও শ্রীধর মণ্ডলের কয়খানি নৌকা জ হইয়া গিয়াছে। জলস্থ দ্রব্য কিছু পাওয়া থাকুক, নৌকারই সন্ধান হয় নাই! কি ভয় বিষয়!! এ জগদ্দল পাথরের কি কোন উ হয় না?

এ বৎসর খাদ্য সামগ্রীর দর বড় মহার্ঘ্য ন ১০১ সিক্কার ওজনে বাজারে ভাল চাউল, ২৸০ [illegible]গম ২৸০; বুট ১।৶০; অরহর ১।০—।১০ ক বিক্রীত হইতেছে। অরহর কলাইয়ের প্রায় দর। কলিকাতায় প্রায় এইরূপ। আর এখান বাজার দর কলিকাতার বাজার দর দৃষ্টে ন্যূন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, কলাই দাইল-প্রিয় আমাদের নিকট আজিও বুট, অর আদর কম নাই! হইতে আজিও বহু বিলম্ব আ আদর থাকিলে বুট, কলাই প্রায় তুল্য দরে বি হইবে কেন?

এখানকার অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য আজ উত্তম। এবার ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও বড় স হয় নাই।

কয়েক দিন হইল, একজন দোসাদ এই একটী নীচজাতীয় কুলটাকে প্রহার করায় ষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার তিন বৎসর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পং৶৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ ৮৩ ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

পঞ্চদশী

মূল, টীকা ও ৮ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নাম ধাম সহ পত্র আমাকে লিখিবেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সোমপ্রকাশের কার্য্যালয়।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণাপুর পোষ্ট আপীশ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶৹ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৹। আমার নিকট প্রাপ্তব্য
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সকল প্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট ঘা, কোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোষ পাঁচড়া, চিঁড়িয়া, ছড়িয়া পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচ... মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কে... বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একাল... ইহাদিগকে শত-সহস্র গুণে শুভ ফলদায়ক দেখি... আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবা... নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাক্ষয়" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাক্ষ... তৈল দাদ; "শিবাক্ষয়" ঘৃত পারদ ঘটিত শরী... পারা-নাশক, "শিবাক্ষয়" রেণু, ধাতুর ব্যামো... "শিবাক্ষয়" বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌ... গুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবি... কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ... পেক্ষু ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত ... ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানি... পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচি... পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, ... হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি ... করিবেন, তাঁহার গৃহ সুপ্রসন্ন নহে বলিতে হই...

কে, সি, চট্টোপা...
সারদাদি পুস্ত...
৩৩৭ নং চিৎপুর ...
সরাগহাটা- কলিক...

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, ., শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহ ার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্র- প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য াশী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সব- হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি- নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে বিতত্ত্ব " নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিত- প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান ন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট তত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৵৹। বীজ ও গাছের পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য তব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারে। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত 1 বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৫ বৎসরের র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, লোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব াদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ- করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে য়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ়ী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি া তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী রতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আব- শ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরা- ময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব আনা যায়। অরসস্থে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায় মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী সপ্তম সংস্কার মূল্য ৮৲ ডাকমাশুল ৷৹ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবি- রাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ৩১ এ আগষ্ট ১৮৮১।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদনারায়ণ ভূপ—গোয়ালপাড়া ২০
" বাবু ব্রজনাথ খাঁ—লাহিরি ২০
" " নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী—শিমলাগড়ি ১০
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় শিমলাপাহাড় ১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় জমীদার খড়িয়াল ডাঙ্গা ১
" রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জেমুয়া রাজবাটী ১
" বাবু গোপালকৃষ্ণ মৈত্র—চাটমোহর
" " হরিদাস নন্দী—নবাবগঞ্জ
" " বঙ্কবিহারি চক্রবর্ত্তী—শোভাবাজার
" " শীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণপুর
" " রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—ভবানীপুর
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল
" " গদাধর রায়—মাকড়পুর
বড়া রিডিং ক্লব—বড়া

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশু সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসম পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকা প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূ পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করি লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নাে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যা যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যে টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূ নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া, দেও হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করি তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৹ আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৭ সংখ্যা

...গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২ রা কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ১৭ ই অক্টোবর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪৸০, অসমর্থ প... মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

বিজ্ঞাপন

গোবাজে টীকা।

...এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ...দশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ ...র যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-...ে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক ... দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রতি-...ষের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার ...ড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল ৭৷৷০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।

নং	আড্ডা	স্থান	বার
	কাশীপুর	উক্ত ... ১ কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শ
	চিৎপুর	ঐ	সোম বুধ, শুক্র
	উল্টাডিঙ্গি	...লা রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
	মানিকতলা	ঐ মানিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
	বলিয়াঘাটা	ঐ ...ডাঙ্গা প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৬	ইটালি	ঐ ...রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৭	বনিয়াপুকুর	ঐ ...রা	সোম, বুধ, শুক্র
৮	বালিগঞ্জ	...রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
৯	টালিগঞ্জ	ঐ ...গঞ্জ রাস্তা	সোম বুধ, শুক্র
	ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁস... রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
	আলিপুর	আলিপুর দাতব্য ... বেলভেডিয়ার ঐ	বুধ, শুক্র
	একবালপুর	ঐ কমডান বাগান রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
	ওয়াটগঞ্জ	ঐ ওয়াটগঞ্জ রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
	গার্ডেনরিচ	ঐ ১২ গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম বুধ, শুক্র

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাঁহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারি-বেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, ... প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে...

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। } আর, সি, ষ্টর...
সহকারী সভাপ...

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা।

"দুর্গা" নাম কি মধুর, কি হৃদয়োন্মাদক ... যুগ যুগান্তর হইল, ভারতে যে আদ্যাশক্তি ম...মর্দ্দিনী দুর্গা জগৎ-জননীরূপে পূজিতা হইতে... তাহার স্থিরতা নাই। হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্ম... সনাতন বেদের দুই এক স্থানে "দুর্গা" শব্দ... হয়; কিন্তু সে সকল দুর্গতিনাশিনী ভগবতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই। তৎসমুদয় রাত্রি ও অন্য... পদার্থের উদ্দেশে লিখিত। দুর্গা বৈদিক স...

বী নন। ভারতে যখন দস্যুগণের উপদ্রব ছিল; সুরে যখন প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হইত, মহিষাসুর-দনী সেই সময়েরই যুদ্ধজয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই য় হইতেই আমরা তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা রিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি কি, কিরূপে তার উৎপত্তি ও পূজা প্রচলিত হইয়াছে, আমরা নেকে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এজনা ী, দুই এক খানি পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং মহিলা নামক মাসিক পত্রিকার বক্তব্য হইতে মত সংগ্রহ করিয়া দুর্গা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী বলিয়া বিজয়ার পর সহৃদয় সোমপ্রকাশ-পাঠক ার সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি। পে সোমপ্রকাশ আমাদের এ আশা পূর্ণ করিলে গৃহীত হইব।

অতি প্রাচীনকালে দেবাসুরে যখন ঘোর যুদ্ধা-হয়, তখন মহিষ নামে এক অমিতবল-সম্পন্ন র আসুরী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া স্বীয় বলে ও অখণ্ড প্রতাপে দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত য়া তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ । দেবগণ সেই অত্যাচারে দারুণ কষ্ট উপ গ করিয়া প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর নিকট গমন লে সকলে পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় তেজ অর্থাৎ তেজে মুখ, যমতেজে কেশ, বিষ্ণুতেজে বাহুশ্রেণী তেজে স্তনাবলী, ধরিত্রীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্ম-তেজে পদদ্বয় এবং সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি প্রদান করিয়া মহাদেবীর সৃজন করিলেন। তিনিই আমা-র আরাধনীয়া মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা। তাঁহার ভয়-অথচ শান্তিময়ী মূর্ত্তি। পদভরে পৃথিবী টলমল তে লাগিল। তিনি দস্যুগণকে যুদ্ধে পরাজিত বিনষ্ট করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করিয়া দিলেন। ন " ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ " রবে ভারতের দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরাণ মতে দুর্গা বহু বার পৃথিবীতে বহু রূপে তীর্ণা হন। তিনিই দক্ষদুহিতা সতী এবং হিমা-র প্রাণকন্যা উমা। দুর্গাসুরকে বধ করেন া তিনিই দুর্গা। দুর্গা মূর্ত্তি আমরা বহুকাল করিয়া আসিতেছি সত্য; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ত পূজা হয় কি না বলিতে পারি না। যোগ ণ আর্য্যঋষিগণ অতি মহৎ উদ্দেশ্যে সাধক-র বা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের মঙ্গলের জন্য দুর্গা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি অদূরদর্শী হিন্দুধর্ম্ম-বী, তিনি হিন্দুদিগের এই আরাধ্য মূর্ত্তিকে ঘৃণা ন, করুন তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দূরদর্শী তত্ত্বগুণী এ মূর্ত্তিকে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ না পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিকের সুপথ-দর্শিকা করিয়া অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে পূজা করিবেন ও করিয়া থাকেন। বলিতে কি এ মূর্ত্তি অতীব শুভফল-প্রসবিনী।

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী তিন ভাবে দেবী ত্রিমূর্ত্তি ধারিণী। তুমি রাজস ভাবে দেবীর অর্চ্চনা কর, জানিতে পারিবে, দেবী রাজনীতির কেমন সুন্দর ও গভীর-যুক্তি পূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। রূপচ্ছলে দেবী বহু বিদ্যার শিক্ষা দিয়া থাকেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকাদির কল্পনাতেও সদ্‌যুক্তি ও উপদেশ আছে। যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বহু মন্ত্রণা করিতে হয়, এজন্য বাম ভাগে যুদ্ধবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রচুর অর্থ না হইলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না; এ নিমিত্ত দক্ষিণে ধনরূপিণী লক্ষ্মী। যুদ্ধ সৈন্যের আবশ্য-কতা করে। এই হেতু ময়ূর পৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় ও গণসেনাজ্ঞাপক গজানন। সিংহ বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাই দেবী সিংহে আরূঢ়া। শত্রু মৃতপ্রায় হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, সেই উপদেশের জন্য দেবীর এক পদ সিংহের উপরি দেওয়া হইয়াছে। মৃতপ্রায় শত্রু হইতেও কালে সমস্ত শত্রুর আবির্ভাব হইতে পারে, এজন্য মহিষ-মুণ্ড হইতে মহিষাসুর মূর্ত্তি আবির্ভাব কল্পনা। যুদ্ধ কালে সর্ব্বদিক দর্শনের জন্য দেবী ত্রিনয়না হইয়াছেন (১)। কি চমৎকার উপদেশ! কি আশ্চর্য্য জয়-লক্ষণ যুক্ত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি কি অনা-দরণীয়?

আবার যিনি দূরদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়, যিনি সাত্ত্বিকভাবে এই মূর্ত্তির আরাধনা করিবেন, তিনি ইহাতে অধ্যাত্ম—বিদ্যার চরম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তিরা অবগত আছেন, দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হয় নাই। যতকাল মনুষ্য থাকিবে, দেবাসুরযুদ্ধ চলিবে, ততকাল এ মূর্ত্তিরও পূজা হইবে। কেননা মানব-জীবনই দেবাসুরের যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে দিবানিশি সুপথ জন্য উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। এক দণ্ড এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে যুদ্ধের বিরাম নাই। রাবণের চিতা অনবরতই জ্বলিতেছে। তুমি আমি তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিয়া থাকেন, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সকল দেবতা-বিশেষ। এই দেবতাসকলের সহিত কুপ্রবৃত্তিরূপ অসুরগণের যুদ্ধ হইতেছে। অজ্ঞানরূপ মহিষ তাহাদের অধিনায়ক, ইহার সহিত ঘোর যুদ্ধ। যতদিন অজ্ঞানতা দূর না হইবে, যত দিন ইন্দ্রিয়রূপী দেবতারা বিষ্ণুস্বরূপ পবিত্র জ্ঞানের নিকট গমন না করিবেন, ততদিন এ যুদ্ধের বিরাম হইবে না। জ্ঞানের নিকট গমন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ, দুর্গার উৎপত্তি। আত্মজ্ঞানেই অজ্ঞানতা দূর। জী-ানমুক্তি, দেবপক্ষের জয়, অসুর পক্ষের বিনা-" ওঁ শান্তিঃ " " ওঁ শান্তিঃ " রব। তাই বলি এ মূ-কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে কত উপকারি ধন্য! আর্য্য ঋষিগণ।

তামসিক ভাবে অর্চ্চনা করিলেও এ মূর্ত্তিতে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্গোৎসব জাতি-সম্মিলনীর বা একতাবন্ধনের একমাত্র উপা-ইহাঁরই কৃপায় নিরানন্দময় ভারত কিছু দিনের আনন্দধাম হইয়া থাকে। ইহাও আমাদের অপ্রা-নীয় নহে।

যাহা হউক, চৈত্রবংশীয় সুরথ রাজাই প্র-দুর্গা পূজা করেন। কথিত আছে, তিনি রাজ-ভাবে পূজা করিয়া দেবীর সাক্ষাৎকারের সন্ধিক্ষণ লক্ষ্য করিয়া লক্ষ বলি প্রদান করে-কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। সন্ধিক্ষণ ঠিক নাই, এজন্য মৃত্যুর পর লক্ষ বলিরূপী মৃত জী-জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রত্যে-রাজাকে বধ করিতে উদ্যত হয়! সন্ধিক্ষণে পূজা হইলেও রাজার অকৃত্রিম ভক্তিবলে ভগবতী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। সুরথরাজা দ্বারা প্রথম বসন্তকালে মনুষ্য লোকে দুর্গাপূজা প্রচলি-হইয়াছিল।

তাঁহার পর সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র সমুদ্র দক্ষিণায়নের সময় অকালে আশ্বিন মাসে রা-বধের জন্য ভগবতীর অর্চ্চনা করেন। দক্ষিণা-দেবতাদিগের রাত্রি। অর্থাৎ সে সময়ে ইড়া না-প্রবহমানা থাকে। ইড়ানাড়ী প্রবহমানা থাকি-কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তি সুষুপ্তা থাকেন, শাস্ত্রের মত। এজন্য বোধন করিয়া অর্থাৎ ষট্‌চক্র বি-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতরা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মূলাধারে নিদ্রি-স্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া দুর্গাপূ-দ্বারা চরম ভক্তি-প্রদর্শন ও রাবণ বা অজ্ঞা-দৈত্যকে বধ করেন। কি গূঢ় উপদেশ! যো-পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন এ উপদেশ কে দিতে সমর্থ?

রামচন্দ্রের অনুকরণেই আমরা আশ্বিন মা-দুর্গাপূজা করি। কিন্তু যে বোধন করি, তাহা-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন কি না তাহা পণ্ডি-বর্গই অবগত আছেন। ফল মূল দিয়া সাত্ত্বি-পূজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা সে পূজা করি না। আমরা রাজসী এবং তামসীপূজাই করিয়া থাকি। পূজায় দেবতাস্বরূপ কুপ্রবৃত্তি-গুলিকে দূর যত করিতে পারি আর না পারি অনেকে কিন্তু দরিদ্রদিগকে একমুষ্টি অন্নের দূর করিয়া দিয়া থাকি! ও সেই অর্থে তেলা-মাথায় তেল ও বাই এবং মুখার চরণ পূজা করিয়া (

(১) বঙ্গমহিলা।

...ধী-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। কি সুন্দর
...থা! হিন্দুগণ! এই উদ্দেশেই কি তোমাদের
...র্গ...গণ দুর্গাপূজা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়া-
...ছেন? না কখন নয়। যদি এই উদ্দেশ্যই হয় (!)
...বে যাহাতে ... রাশি রাশি অর্থ নাশ না হইয়া
...ই অর্থের সদ্ব্যয় হয়, তাহাই করুন।

...রাহাট, পিরপৈঁতি
২ এ আশ্বিন
শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সম্বন্ধে
নববিধানীদিগের ব্যবহার।

বিগত ২৯ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে নববিধানা...তি বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক দেবেন্দ্র বাবুর পত্রোদ্ধৃত ... অংশ টুকু প্রকাশ করিয়া নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের জয়ঢক্কা বাজাইয়াছিলেন, এবং যাহা ...ববিধানকর্ত্তারা স্বয়ং তাঁহাদের মুখপাত্র মিরার ... ধর্ম্মতত্ত্বে আরও উচ্চতর রবে নিনাদিত করিয়া ...গৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র বাবুর ...জন পর্ব্বত বাস হইতে তাহার প্রতিবাদধ্বনি ...খিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু ...জনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লেখেন, তাহা ...শ্বিনের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ...খন সোমপ্রকাশে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রাংশ প্রকাশিত ...ইয়াছে, তখন সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচ-...র্থে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদপত্র তাহাতে প্রকা-...শিত হওয়া বিধেয়। এজন্য আমরা তত্ত্ববোধিনী ...ইতে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি ...ঠাইলাম, পাঠকগণ দেখিবেন, নববিধানীরা ...করূপে সাধারণের চক্ষে ধুলিক্ষেপ করিয়া আপনা...ব কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা ...দেবেন্দ্র বাবুর অভিমত না লইয়া তাঁহার লিখিত ...াবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্র হইতে ...াছিয়া বাছিয়া আপনাদের অভিমত কথাগুলি ...ুলিয়া এবং বিরোধী কথাগুলি পরিত্যাগ করিয়া ..., ন্যায় ও ভদ্র ব্যবহারের ... করিয়াছেন। ...ত্র খানি এই:—

... প্রেমাস্পদ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সহৃদয়েষু।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার ...স্নেহ আছে, তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটী ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটী যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখনি কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটী আমার মন খুলে প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপ বাবু সিমলা হইতে ৯ই আগষ্ট আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধসকল সন্তপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহারসকল উল্লেখ করিয়া বিনীত ভাবে বাহুল্য করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাঁহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদ পত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পুনর্ব্বার সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Only if I have long wish which I would express before you, it is this, that you and he should be once more reconciled in to that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by gone days in the infinite possibilities of divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? what could you not do if you two wished it."

এই কথার সহজ উত্তর এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাইবা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহা... আর নাগাইল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনও গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনও রাধাকৃষ্ণের প্রেম... গান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও আবার হোম করিতেছেন, কখনও সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপটাইষ্ট দ্বারা বেপ...টাইজ হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, সীসা সক্রেটিস... সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থ যা... করিতেছেন—তখন এই নবরূপ প্রহেলিকা ভে... করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেইবা মিল হইবে... এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম ... "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন ... আমরা তাঁহাকে নাগাইল পাই না। তাঁহার মনে... ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। তাহা... প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল ... তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে... তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে... "আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদি... বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধা... উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ... বাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ... বাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন ... এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমের সমস্ত কল... মূল; ইহা লইয়াই সাম্প্রদায়িকদের মধ্যে এত বিবা... এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে, ইহা অ... নবীকৃত, ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়া... তাহার অন্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই ... হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বত বা... এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে... কখন কখন ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরো... হইলেও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার ... আমার মন কিরূপ বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার ... ও তাঁহার ম... আমি সমর্থন করিতে পারি... তাহা হইলে আমি কত আনন্দ যে লাভ করিত... তাহা বলিতে পারি না। আমার পত্রের এই অ... মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার ... অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশ... গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উ... কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমা... এইটুকু লিখিলাম। পরের ... এই ...

া আমার পোষায় না। আমার পক্ষে অতি
প্রদ কার্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন ইতি।

নিয়ত শুভানুধ্যায়ী।

নালয় মঞ্জরী পর্ব্বত
৫ জুন। ৬১ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

নিতান্ত পাঠা।
শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ

২রা কার্ত্তিক সোমবার।

দুই সপ্তাহ বিশ্রামের পর আজ সোমপ্রকাশ
, মিত্রভাবে পাঠকগণের করতললালিত হইতে
ল। আজ আমাদের বিজয়া। আসুন পাঠক-
আমরা পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও সপ্রেম আলি
করিয়া এবং জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পুনরায়
মপ্রকাশের কার্য্যে দীক্ষিত হই।

এবার শুভ বর্ষ। দেশ শস্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ:
দ পীড়াও অনেক কম: বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে
রা সর্ব্বতোভাবে সুখিত দেখিতেছি। এবার
দেশে যে প্রকার শস্য জন্মিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গ-
রা কহিতেছেন, ২০। ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ
নাই। ১২৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায়
ন ঝড়ে লোক উদ্বেজিত হয় নাই, এবং ১২৭৩
র ন্যায় ভীষণ অনাবৃষ্টিতেও দেশ দগ্ধ হয় নাই।
এব এ বর্ষটীকে শুভ বর্ষ বলিতে হইবে সন্দেহ
। আমরা পরম ধার্ম্মিক মহানুভব লার্ড রিপ-
আগমন অবধি দেশের এই শুভ ভাব দেখি-
। রাজার পুণ্য বলে দেশ সৌভাগ্যশালী হয়,
হাঁহার কিছু অর্থ থাকে, লার্ড রিপনে তাহা
ত হইয়াছে। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে এই ঘটনা
াছে, যদি এরূপ হয়, তিনি আমাদের চির
নকর্ত্তা থাকুন, এ প্রার্থনায় আমরা অনধিকারী
। এই অবসরে নাটককর্ত্তাদিগের ন্যায়
রা এ প্রার্থনাও করিতেছি,

জীবিতাঃ সন্তু [illegible]
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী সকল[illegible]
মোদন্তাং [illegible]
শ্রীমন্তঃ পান্তু পৃথ্বীং [illegible]

অপি চ

পাথিবসকল ফলবতী হউক, পৃথিবী সর্ব্বশস্য-
শালিনী হউক, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, সকল
কের আনন্দদায়ক বাতাস বহিতে থাকুক, জীব
সুখে থাকুক, সদাশয় সাধু ব্রাহ্মণসকল পূজিত
হউন, শ্রীমান শত্রুহীন ধার্ম্মিক রাজগণ পৃথিবী
পালন করুন।

৺ রাজীবলোচন রায়।

যিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন;
যাঁহার বুদ্ধিবলে বিপন্ন বিষয় বিভবের উদ্ধার সাধন
করিয়া রাণী স্বর্ণময়ী মহারাণী উপাধি তদপেক্ষা
পরম দুর্লভ "দীনজননী" উপাধি লাভ করিয়া-
ছেন, এবং রাজদ্বারে পরম সম্মানিত হইয়াছেন;
যাঁহার সদ্বিবেচনা, বিচক্ষণতা, কার্য্যদক্ষতা, নিঃস্বার্থ-
পরোপকারিতা, বদান্যতা ও উদারতাগুণে মহা-
রাণীর দান সর্ব্বদেশপ্রসৃত হইয়া নাম জগদ্বি-
খ্যাত করিয়াছে, সেই বহুগুণাধার, চতুরস্রবুদ্ধিসম্পন্ন
মহামনা রাজীবলোচন রায় বর্ত্তমান বর্ষের ৯ই
আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যার পর ৭॥০ টার সময় জগতী-
তল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৪ বৎসর
বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জন্মগ্রহণ করিয়া কালগ্রাসের
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও সাধ্য নাই।
রাজীবলোচন যথা সময়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,
তথাপি আমাদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইতেছে।
তাহার কারণ এই যে তাঁহার দ্বিতীয় দুর্লভ। "দাতা
শতং জীবতু"। এই চিরন্তন প্রার্থনা বাক্য আছে।
তিনি আরো যত অধিক দিন ভূমণ্ডলে থাকিতেন,
তত অধিক দেশের মঙ্গল হইত। তাঁহার মৃত্যুতে
বঙ্গভূমি যে কেবল একটী রত্নহারা হইল এরূপ নয়,
মহারাণী স্বর্ণময়ী একটী অমূল্য মাণিক হারাইলেন।

রাজীবলোচন রাত্রিদিবারত্ন ও অভিভেদী দীর্ঘ
পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন
করেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক এরূপ বুদ্ধির
অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ছিল যে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতের
জ্ঞাতব্য অধিকাংশ বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।
তাঁহার তর্কশক্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে
হইত, ভাল ভাল বিদ্বান ব্যক্তিও তাঁহার সহিত
তর্ক করিতে শঙ্কিত হইতেন।

তাঁহার শরীর সুগঠিত ছিল। ললাট প্রশস্ত, নয়ন-
যুগল জ্যোতির্ম্ময়, রাজীবলোচন এই নামটী
তাঁহাতে অন্বর্থ হইয়াছিল। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা
বসন্তি" এই সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত বাক্যটীও তাঁহাতে
সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘদর্শী সম্ভীর-
প্রকৃতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক অল্প দেখিতে পাওয়া
যায়। তাঁহার সকল বিষয়ে যে সদ্বিবেচনা ছিল,
তাঁহার কৃত উইলে তাহার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার
পুত্র কন্যা ছিল না। তাঁহার বিষয় তাঁহার ভ্রাতা
ও ভাগিনেয়কে দিয়া গিয়াছেন। যে সকল লোক
তাঁহার অনুগত ছিল, তিনি মৃত্যুকালে তাহাদিগের
সকলকে যথাসম্ভব দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি
কেবল ব্যক্তি বিশেষকে দান করিয়া তুষ্ট ছি
না। তিনি সাধারণকে দান করিবার মর্ম্মও বিল
বুঝিতেন। তিনি তাঁহার মৃত মাতার নামে ক
কাতা সংস্কৃত কালেজে মাসিক পঞ্চাশ টা
হিসাবে ছাত্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ১৫০০০ পনর হা
টাকা এবং বহরমপুর কালেজে নিজনামে মা
পঞ্চাশ টাকা হিসাবে একটি ছাত্রবৃত্তি দি
নিমিত্ত ১৫০০০ হাজার টাকা সমুদায়ে ৩০০০০ ত্রি
টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে সবি
আস্থা ছিল। তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা ও অন্য অন্য
সেবার বিষয়েও বহু অর্থ দান করিয়াছেন
তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকা র
য়াছেন।

কলিকাতা কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের নূতন ওয়ার্ড নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

কলিকাতার কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোক
বালকদিগের অবস্থিতির নিমিত্ত যে ওয়ার্ড
আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যোপযোগী ন
তন্নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া নূতন একটী
নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। এইবার বোধ
তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। স্ত্রীরোগের স্বাস্থ
চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার চার্লস এদেশ হ
বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ গৃহটী যে প্রণালীতে নি
করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, তদনুসা
কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এমন সম্ভাবনা আ
গৃহটী প্রশস্ত হইবে এবং মেঝে মার্ব্বল প্রস্তরে ব
থাকিবে। দেয়াল নানাবিধ সুদৃশ্য চিত্রপটে স
করা হইবে। বালকদের ক্রীড়া কৌতুকের নি
নিকটে খেলিবার স্থান রাখা হইবে, এবং র
চতুর্দ্দিকেই আশু সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত টেলি
থাকিবে। গৃহটী স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত
রোগিণী ও বালকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ সুবিজ্ঞ চি
সকেরা যে কিছু সৎ ব্যবস্থা বিবেচনাসিদ্ধ
করেন, — করুন, আমরা তাহা পরম কল্যা
বিবেচনা করিব। দরিদ্রদিগের রোগের
নিবারণার্থ যত উন্নতি হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু
সুযোগে আমাদের দেশাচারঘটিত কয়েকটী
না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; য
ডাক্তার চার্লস আমাদের পরামর্শে যদি ক
করেন, তবে আরও শত গুণে এদেশের উপ
হইবে। যে সমস্ত ইংরাজ চিকিৎসক কিছু
এদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জা
ভারতবর্ষবাসিদের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলো
পর পুরুষের নিকট বাহির হয় না। স্ত্রীলো
দিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে তাহাদের

লজ্জা এবং মান সম্ভ্রম সকলি রক্ষা হয়। কুলকামিনীগণ প্রসব বেদনায় যৎপরোনাস্তি কাতর কিম্বা মূত্রাবরোধে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও সহজে ...র দ্বারা প্রসব করাইতে কিম্বা শলাকা চালা... সম্মত হন না। যাহা হউক, লোকের এই ... কুসংস্কার দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে; ...াক পীড়ায় কাতর হইলে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ...ার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে আর কুণ্ঠিত হন ... কিন্তু চিকিৎসার নিমিত্ত কুলকামিনীদিগকে ...পাতালে পাঠাইতে অনেকেই অনিচ্ছু হইয়া ...ছেন। মনুষ্যের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে ... দরিদ্র ব্যক্তিও মানী ও সম্ভ্রান্ত হইতে প... ...ন। আমাদের দেশের রীতি এই, ভদ্র লোকে ... কেন নির্ধন ও নিরুপায় হউন না, আত্মীয়...র কেহ সঙ্গে না থাকিলে তাঁহারা ...লোকদিগকে কোথাও রাখিতে পারেন না। ...ও মুসলমান জাতির এটী বড় লজ্জা ও কলঙ্কের ...। যিনি স্ত্রীলোকদিগকে একাকিনী কোথাও ...াইতে কিম্বা রাখিতে সাহস করেন, প্রতিবেশি এবং কুটুম্ববর্গ তাঁহার অপযশঃ রটনা করিয়া ...কেন। সে কারণ অনুপায় এবং দরিদ্র ভদ্র...কের ঘরে স্ত্রীলোকেরা উৎকট রোগে পীড়িত ...লেও তাঁহাদিগকে কেহ হাসপাতালে পাঠাইতে ...স করেন না। আবার হিন্দু ও মুসলমান ...তির ঘরে স্ত্রীলোকেরা শিশু কাল হইতেই অব...া থাকেন, কখন তাঁহারা পর পুরুষের মুখাবলোকন করেন না, পর পুরুষের সঙ্গে কথা কহেন ...। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত ...য়া পড়েন। এমন স্থলে, কুসংস্কারাপন্ন ...ক্তি সমাজের মধ্যে কেহ স্ত্রীলোকদিগকে হাস...তালে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা লজ্জা ...তঃ কোন ক্রমে যাইতে চান না। হাস...তালে স্ত্রীলোকদিগকে যদি এক একটী স্বতন্ত্র ...তে রাখা হয় এবং তাঁহার স্বামী কিম্বা অন্য ...ান আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিতে পান, তবে অনেকেই কুলকামিনীদিগকে হাসপাতালে রাখিতে ...রেন। কারণ, আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিলে ...হাকে আর কলঙ্ক হইতে পারে না। অতএব ...মাদিগের মতে এক, স্ত্রীলোক এবং বালকদের নিমিত্ত এক একটী শয্যা ও এক একটী পৃথক কামরা ...ইলে ভাল হয়। একটী সুবিস্তীর্ণ প্রশস্ত গৃহে ...কল রোগীকে রাখিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতেছেন, কেহ ...া দেহের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতেছেন। সে স্থলে ...নঃসম্পর্ক পর পুরুষ থাকা অবিধেয়। এক একটী ...োগীর এক একটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী কিম্বা তাঁহার অন্য কোন আত্মীয় নিকটে থাকিলে তাঁহারা বিবসনা পুরুষ লজ্জা রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা নিজ বাটী কিম্বা বাসা হইতে আহারাদি করিয়া রোগিণীর নিকট অবস্থিতি করিবেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা ও সেবা শুশ্রূষাও করিতে পারিবেন। বালকদিগেরও প্রকোষ্ঠ পৃথক পৃথক করিলে তাহাদের জননী কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোক নির্ব্বিঘ্নে কাছে থাকিতে পারেন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হইতেছে এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। এ দেশীয় আচার ব্যবহার এ দেশীয় লোকে যত দূর অবগত আছেন, বিদেশীয় লোক কখনই তত দূর জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, এ দেশীয় লোকেই তাহার যথার্থ উপকারিতা বুঝিবেন। অতএব কলিকাতার ধনাঢ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেবকে কিছু পরামর্শ দেন, আমাদের এই প্রার্থনা।

ডাক্তার মহোদয়গণ এস্থলে কয়েকটী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু, আমরা সে আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। একটী আপত্তি এই উঠিতে পারে, রোগীর গৃহ বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত না হইলে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পায় না, সুতরাং গৃহটী স্বাস্থ্যকর হয় না। নির্ম্মল বায়ু সেবন জীবন রক্ষার এবং রোগারোগ্যের প্রধান সাধন। নির্ম্মল বায়ু সেবনে বঞ্চিত হইলে পীড়িত ব্যক্তির কিছুই হিত করা হইল না। দ্বিতীয়, যদি কোন স্ত্রীলোক কিম্বা বালকের নিকট আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে তাহাদিগকে একাকী একটী একটী পৃথক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সামান্য কষ্টকর নহে। তৃতীয়, প্রত্যেক রোগীর পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে গৃহনির্ম্মাণের ও গৃহ সংস্কারের ব্যয় অধিক পড়িবে, অথচ অট্টালিকাটী দেখিতে সুন্দর হইবে না। এই কয়েকটী আপত্তি গুরুতর বোধ হয় না। যাহাতে বহুসংখ্যক নিরুপায় ব্যক্তির উপকার হয়, সর্ব্বথা তাহাই বাঞ্ছনীয়। অট্টালিকা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পাইবে না; এ সম্বন্ধে আমরা এই বলি বঙ্গদেশের গৃহগুলিতে উত্তর এবং দক্ষিণে দ্বার থাকিলে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পায়। প্রকোষ্ঠগুলি অপ্রশস্ত হইলে প্রচুর বায়ু যাতায়াত করিতে পায় না সত্য, কিন্তু কামরা গুলি কিরূপ কৌশলে নির্ম্মাণ করিলে সংকীর্ণতার জন্য কিছুতেই ক্ষতি হইবে না। প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থিত প্রাচীর ছাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ না করিয়া মনুষ্য দাঁড়াইলে অন্তরাল হইতে পারে এত উচ্চ করিলেই চলিবে। আবার ইষ্টকের প্রাচী... না করিয়া কাঠের ঝিলমিলির অন্তরাল করিলে তাহার ভিতর দিয়া বায়ু খেলিতে পারিবে। গৃহটী... মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত হল রাখিলে, যে সকল রোগী... কাছে আত্মীয় জন অবস্থিতি না করিবে, তাহা... একত্র ঐ হল মধ্যে থাকিতে পারিবে। গৃহটী ... প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিলে অনেকটা সৌন্দর্য্যে... হানি হইবে বটে, কিন্তু রোগীর উপকারই আমাদে... প্রধান লক্ষ্য। উপকারের হানি না হইয়া অট্টা...লিকার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়,--হউক। পর্দানশি... স্ত্রীলোকদের আব্রু রক্ষা করিয়া গৃহের সৌন্দ... সাধিত হউক। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে পর্দা থাকি... অধিকাংশ লোকের উপকার হইবে এবং কি হি... কি ভদ্র সকলেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে হাসপাতা... রোগী পাঠাইতে পারিবে। এদেশে হিন্দু ও মুসলম... রোগীই অধিক। ইহুদী খৃষ্টিয়ান ও অন্য... জাতির স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা নিত... অল্প। অতএব হাসপাতালে যে প্রকার রো... থাকিবে, সে কোন উপায়ে তাহাদের আচার ব্য...হার মান সম্ভ্রম রক্ষা পায় সর্ব্বাংশে তাহার বিধ... করা শ্রেয়স্কর। বিপদগ্রস্ত হইলে যাহাতে স... ব্যক্তিই হাসপাতালে চিকিৎসকের সাহায্য লই... পারে, কর্তৃপক্ষীয়েরা তদনুরূপ কার্য্য করিলে লোকে... বিশেষ হিত সাধন হইবে। জাতি রক্ষার নি... হাসপাতালে ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ, মুসলমা... জন্য মুসলমান পাচক নিযুক্ত আছে। জাতি ... স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রম রক্ষা, হিন্দু ও মুসলমানের ... এ উভয়ই সমান কথা। হাসপাতালের রোগী... সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আর ট... ব্যয় করিবেন না। ঐ ওয়ার্ডটী লোকহিতৈ... মহাশয় ব্যক্তিগণের আনুকূল্যে নির্ম্মিত হইতে... ইউরোপীয় ও এদেশীয় বদান্য লোকে অর্থ ... করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ১০,০ ... দশ হাজার টা... গৃহটী সমাপ্ত করিতে অনুমান ৭০... ...বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আ... যেরূপ প্রস্তাব করিলাম, তদনুসারে কার্য্য ক... তাহাতে কিছু অধিক ব্যয় পড়িবে।

দেশীয় এবং বিদেশীয় লোকের উদ্যোগে ...র্ডটী নির্ম্মিত হইতেছে। অতএব সমস্ত ধ... ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্র সন্তানেরা এক পর... হইয়া চিকিৎসা বিভাগের একটী মহৎ অভাব ...ভূত করুন। ভদ্র ও মাননীয় ব্যক্তিদের স্ত্রী...কেরা যাহাতে অনায়াসে হাসপাতালে গিয়া ...স্থিতি করিতে পারে, যাহাতে তাঁহাদের সম্ভ্রম ... পায়, এই সময় তাহার উপায় করুন। তাঁ...

উদ্যোগী হইবার এবং যত্ন করিবার এই উপযুক্ত অবসর হইয়াছে। দেশীয় লোকের নিকট কিছুই অবিদিত নাই,—সময়ে সময়ে সম্ভ্রান্ত দরিদ্র লোক স্ত্রীলোকদের জন্য এত বিপদাপন্ন হন, তাহা কথিতব্য নহে। বিশেষতঃ প্রসব কালে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে দীন হীন ব্যক্তিকে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হয়। গৃহে ভাল চিকিৎসক লইয়া যাইবার সাধ্য নাই, হাসপাতালে স্ত্রীলোক পাঠাইলে মান রক্ষা হয় না, সুতরাং অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হতভাগিনী কামিনীরা প্রাণত্যাগ করে। এটী কি আমাদের এক প্রধান কষ্টের কারণ নয়? না এটী এক প্রধান অভাব নয়? অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কষ্টমোচনে তৎপর হইতে হইলে এই অন্তরের বিষয়টীতে কিছুমাত্র উপেক্ষা করা যায় না। যাঁহারা দেশের হিত [illegible] করেন, লোকের উপকারের নিমিত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন, কি উপায়ে এই অভাব [illegible] দূর হইতে পারে তাঁহারা তা স্থির করুন।

ভারতে আগমন।

আমরা পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমনের পথের বৃত্তান্ত পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। সম্প্রতি রুষের নবযী ব্রেমিয়া নামক সংবাদ পত্রে রুষের এ দেশে আগমনের বিবরণ সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। অদ্য আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহাই বিদিত করিতেছি। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রস্তাবটী এলেনকফ নামা এক জন রুষের লিখিত। প্রস্তাব লেখক বলিতেছেন—মধ্য আসিয়ায় এবং আখাল টেকীতে রুষসৈন্য যে সমস্ত জয় লাভ ও অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে তত্রত্যের আন্তরিক সুখ বৃদ্ধি হয় নাই। সম্রাটের পরলোক গমনে সকলেই দারুণ শোকাকুল হইলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে আর মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। টেকীজাতিরা নিতান্ত অসভ্য। তাহাদের উপর আধিপত্য সংস্থাপনে রুষের বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। এই দিগ্বিজয়ে রুষের বিস্তর ব্যয় হয় এবং অসংখ্য সৈন্য সামন্তও হত ও [illegible] হইয়াছিল। যাহা হউক, লেখক প্রত্যাশা করেন যে, উক্ত আখল টেকীর পরাজয়ই এক দিন রুষের চিরপোষিত অভিলাষ পূর্ণ করিবে। পাঠক! সে অভিলাষটী কি বোধ করি আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন,—ভারতাগমনের পথ সুগম হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক মহাত্মা স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অমূলক সর্ব্বতোভাবে তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারতে আগমনের অন্যান্য পথের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্তারিত লিখিয়াছি। এলেনকফ কহেন যে, কাস্পিয়ান সাগর, কিজিল—আর্ব্বাট, সিরাক্স হিরাট, কান্দাহার, কোয়েটা প্রভৃতি স্থান দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে ভারতবর্ষ ইউরোপের অতি সন্নিকট হইয়া পড়িবে। ত্রিপিলিস মধ্য দিয়া পারিস নগর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩৩৮৩ ক্রোশ পথ। কিন্তু, এলেনকফের পথ আরও সুগম ও সহজ হইবে। ঐ পথ নির্ম্মিত হইলে পারিস নগর হইতে ভারতবর্ষ ২১৬৬ ক্রোশের অধিক হইবে না। বিপুল ভারত রাজ্যে প্রতাপশালী ইংরাজেরা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ, সৈন্যসামন্ত সকলি প্রচুর। ও দিকে রুষের সৈন্য ক্রমশই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এলেনকফ উভয় জাতির সম্বল এবং যুদ্ধের আয়োজনের তুলনা করিয়া সঙ্কিত বাক্যে কহিতেছেন:—

সম্প্রতি ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটী। তথায় ৬০ [illegible] ষাট হাজার মাত্র ইংরাজ সৈন্য আছে। এ দিকে রুষাধিকৃত তুর্কিস্থানে ৩৫০০০০০০০ পঁইত্রিশ কোটী লোক সংখ্যা। তথায় ৪৫০০০ হাজার রুষ সৈন্য আছে। আবার ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিয়া দেখ, তত্রত্য প্রজাবর্গেরঃ অন্তঃকরণে ইংরাজদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদের হইতে দেশীয় বাণিজ্য একেবারে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। দেশীয় লোকে প্রধান প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিতেছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি সে পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভারতের প্রজাগণের এইরূপ অসন্তোষের বিস্তর কারণ আছে। রুষজাতির কার্য্যপ্রণালী বিভিন্নরূপ। তাঁহারা দেশীয় আচার ব্যবহার এবং রাজ্যে দেশীয় লোকের সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার রক্ষা করিয়া থাকেন ভদ্ভিন্ন, স্থানীয় বাণিজ্য যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে, রুষেরা তদ্বিষয়েও বিলক্ষণ মনোযোগ প্রদর্শন করেন।

পরন্তু, রুষ সৈন্যের ভারতবর্ষ আক্রমণ বিষয়ে ভূরি ভূরি অসুবিধাও দৃষ্ট হয়। পথ যে প্রকার দুর্গম, তাহাতে আবশ্যক হইলেই এক দমে অনায়াসে সৈন্য আসিতে পারে না। বিবিসহই মরুভূমি এবং বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যুদ্ধোপকরণ সমভিব্যাহারে কখনই সৈন্যসামন্ত সহজে আসিতে সমর্থ হইবে না। মরুভূমির উপর ভ্রমণ পক্ষে উষ্ট্র বিশেষ উপযোগী বটে; কিন্তু কয়েক বারের যুদ্ধ যাত্রার ফল যে প্রকার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল দুর্গম পথে উষ্ট্র হইতে [illegible] উপকারের প্রত্যাশা নাই। ১৮৭৯ সালে আখল টেকীর যুদ্ধ যাত্রায় ১০,০০০ উষ্ট্রের মধ্যে ৯৬০০ উষ্ট্র প্রাণ ত্যাগ করে। গত যুদ্ধে ১৮০০০ উষ্ট্রের মধ্যে কেবল ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র জীবিত ছিল। অধিকন্তু, ভারতবর্ষ রেলওয়ের দ্বারা যে প্রকার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই ইংরাজেরা অবলীলাক্রমে যুদ্ধস্থানে সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। তবে যদি সমস্ত ভারতের লোক প্রতিপক্ষ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে রেলওয়ের পথও অক্লেশে অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের যুদ্ধের জাহাজ দৃঢ় ও প্রচুর। কাস্পিয়ান সাগরে রুষদের যে যুদ্ধের জাহাজ আছে, তাহা বিশেষ কার্য্যকর নহে। রুষরাজ্য হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে সকল অসুবিধা তিরোহিত হইবে। রেল পথে ভারতবর্ষে অনায়াসে ১০০০০০০ রুষ সৈন্য আগমন করিতে পারিবে। এলেনকফ বলেন যে, রুষের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাঁধিলে রণক্ষেত্রে ৬০,০০০ কিম্বা ৬০,০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্যের অধিক হইবে না। বরং ২০০,০০০ দেশীয় সৈন্য তৎকালে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। কিন্তু সমরানল প্রজ্বলিত হইলে রুষ সম্রাট অক্লেশে ১০০,০০০ সৈন্য সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

পাঠক! দেখুন, জিগীষু নৃপতিদিগের লীলাক্ষেত্র এই ভারত ভূমির প্রতি রুষজাতির কীদৃশ লোভ। এলেনকফ কাগজে ও কলমে উভয় জাতির সুবিধা অসুবিধা এবং বলাবল তৌল করিয়া এক প্রকার শেষ সমাধান করিয়াছেন। অন্য জাতি আসিয়া হঠাৎ যে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন এখন সে সময় উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে ইউরোপ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে বাণিজ্য কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে বটে; কিন্তু সে সুবিধা আমাদের প্রার্থনীয় নহে। শ্মশানবাসী শিবা শকুনি গৃধ্রের মত ইউরোপের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত হইয়া নিরীহ ভারতবর্ষকে লইয়া নিত্য ছেঁড়াছিঁড়ি করিবেন। রুষ জাতি সতৃষ্ণ নয়নে ভারতের প্রতি যে প্রকার বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় তাঁহারা শীঘ্রই এদেশে আসিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ় রণতরীই এক প্রধান অভাব। অর্থের অনটন আছে বটে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাতি টাকা ঋণ দিতে পারিবেন। পারস্যরাজের সঙ্গে রুষসম্রাটের এক্ষণে আন্তরিক সৌহার্দ্দ হইয়াছে। তিনি সত্বর রুষে যাত্রা করিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন

ুলেও ইংরাজদের আধিপত্য বিচ্যুত হইয়া গেল।
এর স্থলপথে রুষরাজ অনায়াসে সেনাদল
াণ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি-
। বাণিজ্যকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ক্রমশঃ রেল-
ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এমন ক্ষেত্রে ভার-
র্দিকে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় করিয়া রাখা বিধেয়।
ারা অন্যের বলহানি করিয়া আপনার প্রতাপ
করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের যুক্তি নীতিশাস্ত্র
ত নহে। অচিরে তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে
। মনঃক্ষুণ্ণ করিলে সকলেই ছিদ্রান্বেষণ করেন,
সর পাইলে তাঁহাদের অন্তরস্থিত প্রধূমিত ঈর্ষা-
প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এলে-
ক্ষের অন্যান্য প্রলাপবাক্য আমরা তত্ত্টা
তর জ্ঞান করি না। কিন্তু তিনি এ দেশীয়
কের অসন্তোষের কথা যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,
া নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ন্যায়পরতা, সদ-
রণ এবং স্বার্থশূন্যতা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা পায় না।
দশীয় রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ইংরাজ-
িব পক্ষপাতী ভারতবর্ষবাসীরা যে তাঁহাদের
হাচরী হইবে, আমরা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস
র না। ভারতবর্ষ রুসের অধিকৃত হইলে দেশীয়
কে উচ্চ পদ লাভ করিবে, এ দেশের বাণিজ্যের
তি হইবে—আশু এই প্ররোচন বাক্যগুলি
তে অতীব মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু, ঐরূপ
কের বাক্যে বিশ্বাস করিতে নাই, ভার-
র লোক সে পাঠ বেশ অভ্যাস করিয়াছে।
ত প্রদর্শন করিয়া মনের রুচি জন্মাইতে সকলেই
র্থ, পরন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের সময় বাক্যের বড়
া থাকে না। আমরা রুসের অধীনস্থ হই
া ইংরাজদের অধীনস্থ থাকি, পরাধীনত্ব
ল কোথাও যাইতেছে না। তবে ইংরাজজাতির
রাধ কি? আমাদের এখন অন্য আশা নাই,
আকাঙ্ক্ষাও নাই—যাহাতে রেজ্যবিজিত মধ্যে
তা রক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছ
। ভারতবাসীদের অন্তঃকরণে যতগুলি ক্ষোভের
রণ বর্ত্তমান আছে, ইংরাজগণ তাহা দূরীকৃত
ন এবং রাজকার্য্য বিভাগে আমাদিগকেও সমান
কার প্রদান করুন। অবশ্য এক দিন বিদে-
র কোন রাজা ভারতবর্ষ নিশ্চিত আক্রমণ করি-
ন, এই বিশাল রাজ্য অধিভূত থাকিলে কখনই
বিপদগ্রস্ত হইবেন না। যাহাতে এদেশে অন্ত-
চ্ছেদ না থাকে, তাঁহারা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি
ন। বিদেশীয় শত্রু কোন অনিষ্ট করিতে
রিবে না।

অল্প মূল্যের নোট।

নোট কাগজ বিনিময় বিভাগের প্রধান কমি-শনর সাহেব গত ৩১এ আগষ্ট উক্ত বিভাগের কমিশনর এবং ডেপুটী কমিশনরদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, ভবিষ্যতে পাঁচ টাকা হইতে ২০ বিশ টাকা পর্য্যন্ত কোন নোট ভাঙ্গাইবার কিম্বা হস্তান্তরিত করিবার সময় আর হিসাব রাখিতে হইবে না। এটীকে আমরা সদযুক্তি বিবেচনা করিতে পারি না। কমিশনর সাহেব এ সম্বন্ধে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিচারসঙ্গত নহে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আপামর সাধারণ সকলেরই মত আছে। বিশেষতঃ, ক্ষুদ্র নোটের হিসাব রাখিয়া কিছুই ফল নাই, কেবল ভূতানন্দী পরিশ্রম মাত্র সার। নোট হারাইলে এমন হিসাব রাখায় কখন সে নোট পাওয়া যায় না।

সচরাচর গৃহস্থ লোকেরা এবং ব্যবসায়ীরা ৫।১০ টাকার ক্ষুদ্র নোট লইতে সঙ্কুচিত হন না। অধিকন্তু, বাঙ্গালা ব্যাঙ্কেও ক্ষুদ্র নোটের হিসাব রাখা হয় না। কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের আপত্তি নাই, এমন কথা কিরূপে বলা যায়? আবার সাধারণ লোকের আপত্তি না থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ আপত্তি থাকা উচিত। সংসারে চরাচরের দুঃশীলতা কস্মিন্ কালে নিরাকৃত হইবে না; এটী একপ্রকার বেদবিহিত বাক্যের ন্যায় অখণ্ড সত্য। যে স্থলে লেনা দেনা প্রভৃতি সকল কাজের যত লিখিত পঠিত হিসাব থাকে ততই মঙ্গল। ক্ষুদ্র নোটগুলির লেনা দেনার সময় দাতার নাম এবং নোটের নম্বরাদির হিসাব না রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তিকে এক প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। নোট অপহৃত হইলে কস্মিন কালে দুর্বৃত্ত চোর যে ধরা পড়িবে সে আশঙ্কা থাকিল না। স্বচ্ছন্দে সকল স্থানেই অপহৃত নোট দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে, সকলেই তাহা ভাঙ্গাইতে পারিবে। যে সকল নোটের নম্বরাদি এবং দাতার নাম লিখিয়া লওয়া হয়, তাহা অপহরণ করিলে চোরে কখনই সহজে ভাঙ্গাইতে পারে না। দেখা যায়, গৃহস্থের ঘরে ডাকাতি পড়িলে চোরেরা অধিক মূল্যের নোটগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলে। কি জন্য তাহারা দগ্ধ করে? যে সমস্ত নোটের নম্বরাদি লিখিত আছে, ভাঙ্গাইতে কষ্ট হইবে, হয় ত ভাঙ্গাইবার সময় তাহারা ধরাও পড়িতে পারে, এই সকল আশঙ্কায় অধিক মূল্যের নোট নিকটে রাখিতে তাহাদের সাহস হয় না। কিন্তু নোটের নম্বরাদি লিখিত না থাকিলে এত দূর ভীত হইবার কোন কারণ থাকিত না। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য অনেক অপরাধীও নোটের দ্বারা ধৃত হইতে পারে। ব
ধোবার চিহ্ন দেখিয়া, জুতা টুপি প্রভৃতি পোষা
কোথায় ক্রয় করা হইয়াছে তাহার তদন্ত লই
অনেক স্থলে অপরাধী ধৃত হইয়াছে। নোটের নম্ব
দেখিয়া অপরাধী ধৃত হইতে পারে, ইহা কিছু আশ
র্য্যের কথা নহে। আমাদের বিবেচনায় ক্ষুদ্র
নোটগুলিরও হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। ইহাত
ব্যবসায়িদের এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিদে
অধিক শ্রম করিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহা
দুষ্ট লোকের দুঃশীলতার অনেকাংশে লাঘব হইবে
অতএব গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিবার মন
করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লিগ্রাম গুলির

বনের বৃক্ষগুলিতে সুগন্ধ সুদৃশ্য ফুল প্রস্ফুটি
হইল, তুমি তাহাদের চয়ন করিয়া তোড়া বাঁধি
মালা গাঁথিলে তাহাতে বাবুর মেজ সুসজ্জিত হই
রসিক পুরুষের গলে আলম্বিত হইয়া দুলিতে লাগি
—বনের শোভা হইবে কি? বনের মাণিক কাড়ি
লইলে কি বনের শোভা থাকে? আজ কাল স
পল্লীতেই পাঁচ সাতজন করিয়া কৃতবিদ্য যুবা বা
অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। গণ্ডগ্রামে তাঁহাদে
সংখ্যা আরও অধিক। বিদ্যা বুদ্ধি লোক হিতৈ
দেশানুরাগিতা সকলেরই মনে জাগরূক হইয়াছে
নব্যতন্ত্রের যুবাদের মধ্যে স্বদেশের উন্নতি সাধ
কথা কহেন না এমন লোক প্রায় দেখা যায় ন
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই মুখে উঠি
বসিতে কেবল "দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি"
কথাই নির্গত হইতেছে, তবে দেশের উন্নতি হয়
কেন? উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, প
গ্রামগুলি দিন দিন বন্ধ হইতে চলিল। পাঠ
হয় ত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"গ্রা
আবার বন্ধ হওয়া কি?" হাকিম ও আমলারা
আসিলে "কাছারি বন্ধ" বলা যায়; শিক্ষক
ছাত্র না থাকিলে বিদ্যালয় বন্ধ; তাই বলিতে
গ্রামে মানুষ না থাকিলে গ্রাম বন্ধ হইয়া যা
পল্লীগ্রামের লোক বিদ্যালাভ করিতেছেন, ধনো
র্জ্জন করিতেছেন, বিলক্ষণ কৃতী হইয়া উঠি
ছেন, আর তাঁহাদের পল্লীগ্রাম ভাল লাগে ন
তাঁহারা পল্লীগ্রামের বিষম বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠে
সেখানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, পথ ঘাট ভ
নয়—কেবল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, দুজন সৎ
পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামের এই সমস্ত দো
কীর্ত্তন করিয়া সহরে বাস করেন। তখন ত
ধুম,—আজ এখানে সভা করিতেছেন, অমুক স্থা

এক জন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত চিনির কয়েকটী গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদরাময়পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিনি মহোপকারী।

আমেরিকায় গা টিপিবার একটী কল হইয়াছে। এই কলটী ভারতবর্ষে আসিলে অনেক বাবু বাঁচিয়া যাইবেন।

কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ ৬০টী টেলিফোন যন্ত্র স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন।

কলিকাতার মধ্যে অশিক্ষিত কম্পাউণ্ডারগণ আর যে স্বেচ্ছানুসারে চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট সে পথ রহিত করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতেছেন, এক্ষণ হইতে কম্পাউণ্ডারদিগের একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যাঁহারা সেই পরীক্ষা না দিবেন, তাঁহারা কোন ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারি করিতে পারিবেন না।

জাপানে এরূপ প্রথা আছে, তথাকার লোকেরা মৃতদেহ সমাহিত করে। পরে তিন বৎসর গত হইলে সেই মৃত দেহ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া কেবল কঙ্কালগুলি বাহির করিয়া জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রোথিত করে।

লার্ড রিপন কলিকাতায় আসিয়াই ২০ এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক রেঙ্গুনে যাইবেন। তথা হইতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে সৈনিক পুরুষেরা সাত বৎসর কাল কার্য্য না করিলে বিবাহ করিতে পারিবে না। আবার সেই বিবাহে সেনাপতির অনুমতি চাই।

পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশের সুযোগ পাইয়া ঐ মহাসভার সভ্য ও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ডবলিউ ই ব্যাক্সটার ভারতবর্ষে আসিবেন শুনা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক জন ইংরাজের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। এই জুয়াচোরের নাম ই, এস, বার্ক। মাল্লাজে রেভরেণ্ড কপলান নামে এক জন পাদ্রী আছেন। বার্ক গবর্ণর জেনেরলের পারিবারিক যাজক রেভরেণ্ড এইচ, এম বার্ডের নামে স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র কপলানকে লিখিয়া তাঁহার নিকট ৬ শত টাকার প্রার্থনা করে। কপলান এই টাকা দেন। বার্ক ইহাতে অধিকতর সাহসী হইয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে আর একশত টাকা চাহে। ইহাতে কপলানের সন্দেহ হয়। অনন্তর বহু অনুসন্ধানের পর সমুদায় ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গার শেষ হইয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন মহা হুলস্থূল চলিয়াছিল। পুলিষ ও সৈনিকেরা বহুসংখ্যায় নগরে উপস্থিত না থাকিলে কত যে হত্যা ও রক্তপাত হইত, তাহার সংখ্যা করা যাইত না। ক্রমশঃ দোকান পসার খুলিতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট মুলতানে গোমাংস আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে পাঁঠা বলিদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নর্থব্রুক সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ইমামবাগ লেনে একটী দ্বিতল গৃহ বৃষ্টিতে ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

শ্রীরামপুরের কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার দেবীপক্ষের পঞ্চমীতে একটী ঝটিকা হইবে বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম, ঐ দিবস ভাড়দানামক স্থানের নিকটে একটী ঝটিকা হইয়া অনেকগুলি ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের এখানে ঝড় হয় নাই বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বেগে বায়ু বহিয়াছিল প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, বুঝি ঝড় হয়।

বঙ্গদেশ যে কেমন কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং বঙ্গবাসিদিগের যে কেমন কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, ঢাকার এক জন মৌলবীর জলপড়াই তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌলবী গঙ্গাগর্ভে নৌকায় থাকেন, মধ্যে মধ্যে একবার তীরে উঠিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। সহস্র সহস্র লোক এক একটী ভাঁড় ও জল লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া থাকে। মৌলবী ফুৎকার দিতে দিতে চলিয়া যান। তাহাতেই জলপড়া হয়। সেই জলপড়া খাওয়াইলে অন্ধের দর্শন ও বধিরের শ্রবণশক্তি জন্মে এবং দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগশান্তি হয়। এই কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে দলে দলে যে কত লোক আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশের যে কেবল বিদ্যার পরিচয় হইতেছে, তাহা নয়, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যরক্ষারও বিলক্ষণ পরিচয় হইতেছে। মৌলবী কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা লন না। তাঁহার খরচ কে দেয়? ইহার অভ্যন্তরে কিছু গূঢ় কাণ্ড আছে কি না, বুঝা সহজ নয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আউলে নহেন, মৌলবীর গতি পর্য্যবেক্ষণার্থ সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গত ৩রা অক্টোবর রাত্রি ৬টার পর ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নং ১৪ ডাউন পেসেঞ্জার ট্রেণের সহিত নং ১৭ আপ গুডস্‌ ট্রেণের সংঘর্ষণ হইয়াছিল। ৪ খানি ওয়াগন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি দুই খানি পেসেঞ্জার গাড়ী হইত, তাহা হইলে অনেক লোকের মৃত্যু হইত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এক ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পেসেঞ্জার ট্রেণের ড্রাইভারকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে জানাইব।

আগামী সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় পরীক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে তিন জন দেশীয় যুবককে মনোনীত করিতে বলিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কেবল এক জনকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া লইবেন।

কস্তেফুল গাছের ফল ভয়ানক বিষাক্ত! হুটিলির সারদাপ্রসাদ দাসের চারি বৎসরবয়স্ক একটি কন্যা ঐ ফল খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৯ ই সেপ্টেম্বর রবিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক খানি কল বালি ষ্টেষণের নিকটে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েক জন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

মধ্য ভারতের প্রসিদ্ধ ডাকাইত তাঁতিয়া ধরা পড়িয়াছে। ১৮৭১ অব্দ হইতে পুলিস ইহার অনুসন্ধানে ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে পারেন নাই।

আমেরিকায় দিন দিন কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নূতন নূতন কার্য্য হইতেছে। শ্রবণ করিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা অক্ষতভাবে [illegible] যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। আবার সম্প্রতি [illegible] ভাসমান মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিউ অর্লিয়ান্স নামক স্থানে ডিমোক্রাট নামে একখানি সংবাদ পত্র আছে। নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই সংবাদ পত্রের অধিকারিগণ চল্লিশ হাত লম্বা ও আট হাত প্রশস্ত একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই নৌকার বাহিরের কামরায় সম্পাদকের কার্য্যালয় ও অন্যান্য লোকের থাকিবার ঘর আছে, তাহার পশ্চাতে কতকগুলি কামরায় কম্পোজিটরদিগের গৃহ, ছাপাখানা, নিদ্রা যাইবার ঘর, ভোজনগৃহ ও রন্ধনশালা আছে। আবার প্রামে উঠিয়া [illegible] স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য ঘোড়া রাখিবার একটী আস্তাবল এই নৌকায় সংলগ্ন আছে। এই নৌকা খানি প্রত্যেক মিসিসিপি নদী দিয়া নিউ অরলিয়ান্স হইতে মোহানা পর্য্যন্ত সকল স্থানে যাতায়াত করে।

সুয়েজ খালের পার্শ্বে আর একটী খাল খনন

হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদ-
বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক
মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ
ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন
বিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলশক্তি বৃদ্ধি
। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের
২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা
কিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকল
পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ
সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত
ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং
...জষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত ;

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন
...শষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একালাবধি
...দিগকে শত-সহস্র গুণে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া
...সিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাক্ষয়
দিয়া প্রচার করিতেছেন।

" শিবাক্ষয় " চূর্ণ অর্শ রোগের ; " শিবাক্ষয় "
...ল ঘার ; " শিবাক্ষয় " ঘৃত গন্ধি ঘটিত শরীরস্থ
...া-নাশক, " শিবাক্ষয় " রেতঃ ধাতুর বায়োরোগের,
...শিবাক্ষয় " বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
...বং মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার
...রণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত-
...ষ্ঠ ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত নিম্ন
...নাম মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে
...রিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ
পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা
হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, না
করিবেন, তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদারি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর,
মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু
প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে।
এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্র
য়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য
বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সর-
বরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি-
বার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে
" কৃষিতত্ত্ব " নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিত-
রূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান
প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট
কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৶০। বীজ ও গাছের
পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য
জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা
যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা।
২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নিৰ্দ্ধারিত
হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমা...
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃ...
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ ডাক্তা...
খানায় এণ্ড কোং অনুবাদ হইয়া ঐ স্থানে বি...
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলি...
২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগ...
বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আ...
শ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল) শ্রীগৌরীনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১।) ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপু...

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী...
এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরা...
ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, ...
প্রকার দুরদুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, ...
ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, ...
প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ...
পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, ...
ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্র...
অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌রে...
সর্ব্বপ্রকার পাথর ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফো...
কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, ...
প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দ...
ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হে...
মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপ...
সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই ...
আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি ...
সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ...
চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ...
কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আ...
রিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ...
সেরূপ নহে।

সোণার হন্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

...এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

...কতা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি ...ক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যব- ...করিলেও নষ্ট হইবে না।

...বসিং ক্রনোগ্রাফস। সিল্ভর এবং নিকল ... মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

...উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং ...ই আট প্রিজাঙ্গার মূল্য ৯॥০ ও তদোধিক মূল্যে। ...ঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

বিশেষতঃ।

...ওয়াচ, কক, বারমেটার্ বস্ম প্রভৃতি যাবতীয় ...নিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যত্নের সহিত প্রস্তুত ... থাকে।

...এণ্ড সন্সে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই ...কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করি- ...ন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ...ইয়েছেন।

...ক এণ্ড সন্সে ৮। ১ ডেল্হৌসি স্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

...মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। ...বাবাদি; আফিস:—৭০ নং বহুবাজার ইরিঘোষের ...হোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

...। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা ...দামে দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ...ন যায়।

...। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ ...য়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহা ... সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে ...দে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা ...য়া যায়।

...৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান ...। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা ...য়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

...। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি। ...১০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ ...কার হিসাবে।

...৫০০ ঐ ঐ উর্দ্ধ হইলে " ২॥০ ...দুই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

১লা এপ্রেল ১৮৮১

ম্যানেজার।

রোগাঙ্কুশ।

৮ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে দিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। অসময়ে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বেনারস।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—ভমুয়া বাকবাটী ১০
" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া—সেহাড় শোল ১০
" বাবু কানাইলাল নিয়োগী—দক্ষিণেশ্বর ১০
" " গঙ্গানারায়ণ প্রধান—কুকুড়াহাটী ১০
" " প্যারিমোহন বড়ুয়া—বড়বাজার ১০
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—নবাবগঞ্জ ৭
" " শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জয়নগর ৭
" " প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—খাটগুলা ৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মুড়াগাছা ৭
শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতাপকাটি গ্রাম ...
" " বিপিনবিহারি ঘোষ—বাচামারি ...
" " শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী—বারুইপুর ...
" " শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার ...
" " বেণীমাধব আঢ্য—ভবানীপুর ...
" " রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাবাজার ...
" " সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—বড়বাজার ...
" " মদনাথ মল্লিক—পাথুরেঘাটা ...
" " রামগোপাল ঘোষ—বড়বাজার ...
" " রাখালদাস মণ্ডল—জালসাই ...
মুন্সি গালাম আলী মির্জা চৌধুরী চাটুরিয়া ...
মুন্সি মহম্মদ কাসেম—ছাতিল গ্রাম ...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চেক, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হওয়ার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণন, যোগ সিদ্ধকরণ, ভূত সিদ্ধকরণ, মনস্কামনাপরীক্ষাকরণ, মৃত্যুপরীক্ষাকরণ, মিলনপরীক্ষাকরণ, বিদ্যাপরীক্ষাকরণ, বিবাহপরীক্ষাকরণ, মন্ত্রপরীক্ষাকরণ, বাঞ্ছাপরীক্ষাকরণ, বিপদ পরীক্ষাকরণ, বিশ্বাসপরীক্ষাকরণ, যুদ্ধপরীক্ষাকরণ, ধনপরীক্ষাকরণ, গর্ভপরীক্ষাকরণ, সন্তান পরীক্ষাকরণ, পরমায়ুপরীক্ষাকরণ জগতের যাবতীয় কার্য্যপরীক্ষাকরণ:—

যদি কোন বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়! আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অলীক ভাবিয়া পাঠ না করেন, তাঁহাকে সবিনয়ে আমাদেরও এই আবেদন তিনি ছুই এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। আমরা অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টে অনেক উৎসাহে অনেক ব্যয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি:—

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, ঢাকা কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক পাইবেন, (দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র।—

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা নর্ষসুবর্দ্ধন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

প্রেরিতপত্র।

কিছু দিন হইল তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদকের নিকট আমি কএকটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা এবং তাহার উত্তর উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে আমি সন্তুষ্ট না হইয়া আমার যথা বক্তব্য পুনরায় লিখিয়া পাঠাইয়া দিই। এবারে সম্পাদক মহাশয় না আমার পত্রখানি, না তাহার উত্তর—ইহার কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার মধ্যে যে কিছু মতামত প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাধারণ লোকের বিলক্ষণ অধিকার আছে। অতএব আমার প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাকে আমার অভিপ্রায়ই বা কিরূপ তাহা সাধারণকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমার সে প্রশ্নগুলি, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রদত্ত তাহার উত্তর এবং আমার শেষ পত্র যাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয় নাই, পশ্চাতে লিখিত হইতেছে, আশা করি সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর।

ঘোর পৌত্তলিক বৃদ্ধ পিতা মাতা। পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা। বৃদ্ধ পিতামাতার এমন শক্তি নাই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের জন্য অন্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন; তাঁহাদের এমন সামর্থ্যও নাই যে, তজ্জন্য অন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন, সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাদের একমাত্র ভরসা স্থল। কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা যদি ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন, ভিন্ন জাতির সহিত পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? আহারাভাবে পিতামাতাকে মরিতে দেওয়া উচিত, অথবা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

উত্তর।—বিশ্বাস ও সত্য বিরুদ্ধ আচরণ কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য নহে। উক্ত পুত্র ও পুত্রবধূ যদি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ন জল দিতে অসমর্থ হন, তখন কি কেহ অন্ন জল দিল না বলিয়া দোষারোপ করে? পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্ন জল দেওয়া যেমন শরীর সম্বন্ধে অসম্ভব, তাহার সাধ্য নাই—সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই, তেমনি ধার্ম্মিকের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করা আধ্যাত্মিকভাবে অসম্ভব; তাহার সাধ্য নাই সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই। পক্ষাঘাত হইলে যদি কোন উপায় হয় এরূপস্থলেও হইবে।

প্রভু পৌত্তলিক, ভৃত্য ব্রাহ্ম। প্রভু ভৃত্যকে স্নানাদি করিয়া দেবালয় পরিষ্কারাদি করিতে, পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যের সে আদেশ পালন করাতে কোন দোষ হইতে পারে কি না? যদি দোষ হয়, তবে দেব পূজার উদ্দেশে কোশাকুশি প্রভৃতি ক্রয় করিতে গেলে ব্রাহ্মদোকানদার তাহা বিক্রয় করিলে কেন না অপরাধী হইবেন?

উত্তর।—প্রভু জাতিভেদ মানেন না, ভৃত্য জাতিভেদ মানে। প্রভু যদি তাহাকে মুসলমান পাচকের হস্তে আহার করিতে আদেশ করেন সে ব্যক্তি করিতে বাধ্য কি না? তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণ কি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যায় না? প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের মূলে এই কথা থাকে যে, প্রভু তাহার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বলিবেন না, যদি বলেন তবে সে পদ ত্যাগ করিবে, তথাপি সেকার্য্য করিবে না। এ ঘটনাও নূতন নহে। এমন কি যদি এমন কোন কার্য্য হয়, যাহাতে যোগ দিলে বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজমন্ত্রিগণও ত্যাগ করিয়া থাকেন, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হই...

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক বিজয় বাবু ও রামকুমার প্রভৃতিকে " পণ্ডিত " বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, "পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন বলা হয় কেন? তাঁ... সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যদি তাঁহাদি... " পণ্ডিত " বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয় ... জিজ্ঞাসা এই, সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ... প্রভৃতি কুলোদ্ভব বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃ... " পণ্ডিত " বলা হয় না কেন?

উত্তর।—ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন সংস্কৃতজ্ঞ ব্য... দিগকে পণ্ডিত বলিবার প্রথা আছে বলিয়াই ... হয়। বিশেষ কোন গুরুতর কারণ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপল... মফস্বলের ব্রাহ্মেরা যথাসাধ্য গরিব দুঃখীদিগকে ... প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু কলিকা... ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের নিজের আহারের বন্দো... ব্যতিরেকে কখনই গরিব দুঃখীদিগের আহার... কোন বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায় না ... কলিকাতায় গরিব দুঃখীর সংখ্যা অধিক সত্য ... সেই জন্য তাহাদিগকে দান করিতে হইলে ... বাহুল্যও হইবে সত্য; কিন্তু গরিব দুঃখীর সং... যেমন অধিক, তেমনই মফস্বলের ব্রাহ্মস... অপেক্ষা কলিকাতার ব্রাহ্মসংখ্যাও ত অ... আছে; সুতরাং মফস্বল অপেক্ষা কলিকা... অধিক আয়েরও সম্ভাবনা আছে; তাই জিজ্ঞা... করি, কলিকাতার ব্রাহ্মেরা উৎসবোপলক্ষে ... প্রাণীকে এক মুষ্টিও অন্ন দান করা কর্ত্তব্যের ... কি গণ্য করেন না?

উত্তর।—এরূপ দান করা অনেকের মতবিরু... কারণ অনেক অসৎ লোক প্রতারণাপূর্ব্বক ... গ্রহণ করে। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা কাহারও বি... লাভ হয় না। তদপেক্ষা পরোপকারের স্থ... উপায় সকল অবলম্বন করা শ্রেয় বলিয়া ... করেন।

আজ কাল কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যেরা ... ভাবে উপাসনাদি করিতেছেন, হিন্দুরাও কি এ... সেই ভাবে উপাসনাদি করেন না? যদি ত... করেন, তবে কেশব বাবু প্রভৃতিকে আপন... যখন ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন হি... দিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিবার কারণ ...

উত্তর।—আমরা আর তাঁহাদিগকে ... বলি না। তাঁহাদের কার্য্যকে ব্রাহ্মসমাজের ক... মনে করি না। এই জন্যই তাঁহাদিগকে নববিধ... বলিয়া থাকি এবং তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ ... রাপর সংবাদের মধ্যে দিয়া থাকি।

কেহ যদি গমনাগমনের পাথেয় দিলেন অথবা নিমন্ত্রণ করিলেন তবেই প্রচারক মহাশয়েরা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন, নতুবা অন্য কোথাও যাইতে অধিকাংশ প্রচারককে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রচার প্রণালীকে কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে? খ্রীষ্টান মিশনরিরা বিনা আহ্বানে দেশের সর্ব্বস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন এবং তাহাই সঙ্গত ও ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, ব্রাহ্মপ্রচারকেরা সেরূপ প্রচার প্রণালী অবলম্বন করেন না কেন। তাঁহারা বোম্বে যান, ঢাকায় যান, পঞ্জাবে যান, কিন্তু কলিকাতা হইতে ১৫। ২০ ক্রোশ দূরে এমন সকল গ্রাম আছে, যেখানকার লোকেরা এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধ শ্রবণ করে নাই। ইত্যাদি।

উত্তর —একেবারেই যে নিমন্ত্রণের পত্র না পাইলে যান না এরূপ নহে। তবে প্রচারক সংখ্যা একণে অল্প হওয়াতে যে সকল স্থান হইতে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন, তাহারই সকল স্থানে যাইতে পারেন না; অনেককে নিরাশ হইতে হয়। প্রচারক সংখ্যা যখন অধিক হইবে তখন আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হইবে।

আমার শেষ পত্র।

(আমি মূল পত্রখানির প্রতিলিপি রাখি নাই। সুতরাং ইহা লিখিত হইল ইহা তাহার অবিকল নকল নহে। দুই এক স্থান ইচ্ছা করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়াও দিয়াছি।)

আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি ব্রাহ্ম পুত্র ও পুত্রবধূর সম্মুখে পৌত্তলিক বৃদ্ধ পিতা মাতা অন্নজলাভাবে প্রাণত্যাগ করেন তাহাও শ্রেয়, তথাপি ভিন্ন জাতির অন্নজল গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে বিরত হইলে ব্রাহ্মের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আপনার এ লেখাটি ধর্ম্মের কথা অথবা অধর্ম্মের কথা হইয়াছে আপনি তাহা আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। যে যাহা বিশ্বাস করে, সে তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য না করিলেই যে, সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ বা কপটাচরণ করিল এমন কথা বলা সঙ্গত নহে। আমি বিশ্বাস করি, গরিব দুঃখীদিগকে দয়া করা, তাহাদের উপকার করা ধর্ম্ম, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া আমি তাহাদের উপকার করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কপট হইলাম বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিলাম এ কথা বলা সঙ্গত নহে। আপনি বিশ্বাস করেন সংসারের সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হওয়া, তাঁহাতে আত্মা মন সমর্পণ করা আর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কিন্তু উপাসনা কালে শত শত সহস্র বিষয়চিন্তা আসিয়া আপনার মনকে আকুলিত করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া, কার্য্য কালে আপনি শত সহস্র অকার্য্য করিয়া ফেলিতেছেন বলিয়া আপনি কপটাচরণ বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এমন বলা যায় না। যদি ইহাকে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ না করা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে, ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন শক্তি দেন নাই যে, সে সমস্ত কার্য্য তাহার বিশ্বাসানুসারে করিতে পারে। যাহা ঈশ্বর দেন নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র বলিতে হইবে। বাস্তবিক বিশ্বাসানুসারে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে যদি কপট বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় তাহা হইলে আমি কপট, আপনি কপট—সকলেই কপট। দেখুন, আপনি জাতিভেদ স্বীকার না করিয়াও, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনী জানিয়াও এ পর্য্যন্ত নিজ পুত্র-কন্যাদিগের চামার, ডোম, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত বিবাহ দিতে পারিলেন না। চামার ডোমদিগের মধ্যে সুপাত্র ও পাত্রীর অসদ্ভাব থাকিতে পারে; কিন্তু ফিরিঙ্গি, সাহেব, মুসলমান সম্বন্ধে একথা বলিয়া পার পাইবার ত যো নাই! এ সকলের বেলা ব্রাহ্মদিগের কপটাচরণ ও বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ হয় না, আর যেখানে পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা লইয়া কথা, কেবল সেই খানেই বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া তাঁহাদের গলায় পা দিয়া বধ করিবার ব্যবস্থা!!! আমি যেমন বিশ্বাস করি, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ভ্রাতা ও ভগিনী, আমি তেমনই ইহাও বিশ্বাস করি, পিতা মাতার সেবা করা, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করা প্রত্যেক পুত্র কন্যার পরম ধর্ম্ম। আমি যদি এই পরম ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ না করি, আমি যদি সরলভাবে বলি, "আমি জাতিভেদ স্বীকার করি না সত্য কিন্তু পিতা মাতার প্রাণ রক্ষার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি, কারণ তাহা করিলে তাঁহারা আমার চক্ষের সম্মুখে ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।" তাহা হইলে আমি কেন কপট বলিয়া বিবেচিত হইব? শরীরে পক্ষাঘাতের ন্যায় আত্মায় পক্ষাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হওয়া যেমন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, তেমনিই আমি ধার্ম্মিক, অতএব বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা আধ্যাত্মিক ভাবে আমার পক্ষে অসম্ভব, এরূপ মনে করিয়া যাহার শরীরে এক বিন্দু মাত্রও মনুষ্য শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে কখনই উল্লিখিতরূপ বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া কখনই অন্যায় পিতা মাতার প্রাণ বিনাশ দেখিতে পারে না। ইহা একটী চিরপ্রসিদ্ধ সত্য যে, যেখানে দুটী বিভিন্ন কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে যেটী গুরুতর কর্ত্তব্য অগ্রে সেইটী পালন করাই সর্ব্ববাদিসম্মত। ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা করা যে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা বোধ হয় সকলেই বলিবেন। যাহা হউক আমার বিবেচনায় যে ধর্ম্মে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া পিতা মাতার প্রাণ বিনাশের অনুমোদন করে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, পিশাচধর্ম্ম, যত শীঘ্র তাহা ভূমণ্ডল হইতে বিদূরিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

আপনি মূলেই আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। পৌত্তলিক প্রভুর দেবপূজার জন্য ব্রাহ্মভৃত্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে অপরাধী হইবেন কি না? ইহার উত্তরের প্রয়োজন। যদি অপরাধী হন, তবে যে সকল ব্রাহ্ম দোকানদার দেবদেবী নির্ম্মাণের এবং তাহাদের পূজার উপকরণাদি বিক্রয় করেন, অথবা যে সকল ব্রাহ্ম উকীল ব্যারিষ্টার দেবদেবীর ভূসম্পত্তি প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করেন অথবা যে সকল ব্রাহ্ম ইঞ্জিনিয়ার মন্দির, মসজিদ, চর্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন তাঁহারাও অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইবেন কি না? এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

ইনি কায়স্থ, উনি ব্রাহ্মণ, তিনি চামার—এরূপ নির্দ্দেশ জাতি বা বর্ণভেদ জ্ঞাপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যখন চামারে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে কায়স্থে, মুসলমানে বৈদ্যতে বিবাহ হইবে তখন ইনি ব্রাহ্মণ, উনি কায়স্থ এ কথা বলিবার আর অবসর থাকিবে না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভেদ শীঘ্র বিলুপ্ত হয় ইহাই ব্রাহ্মদিগের পক্ষে প্রার্থনীয়। অতএব এরূপ স্থলে যিনি ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন হইবেন আর সংস্কৃত জানিবেন কেবল তাঁহাকেই "পণ্ডিত" বলিব, আর যিনি অন্য কোন কুলোৎপন্ন হইবেন তিনি উত্তম সংস্কৃত জানিলেও তাঁহাকে "পণ্ডিত" বলিব না, ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ নিয়ম করা কি শোভা পায়? ইহা দ্বারা কি জাতিভেদের প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহার পক্ষ সমর্থন করা হইবে না?

আমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আপনি কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ

...খন্দ ভোটের সকলের ব্যবসায়িরা ইংরাজাধি- ...কৃত বাগেশ্বর, পিলিভিত ও রামনগরে এবং ...দেশের গুড়, মিসরি, গ্যানিমা ও গাৰ্ত্তিক বাজারে ...দ্য দ্রব্যের বিনিময় করে। নিতি পথের ...ধিরা তিব্বদেশের দাপ ও শিব চিহ্নম বাণারে ...বিক্রয় করিয়া থাকে। কেনি সাহেব হিসাব ...রা দেখিয়াছেন যে, নিশঙ্গসঙ্কটে প্রায় ২৫,০০০ ...০০ হাজার টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে ...র রাজা সমস্ত আমদানি দ্রব্যের উপর প্রতি ...ায় /০ এক আনা শুল্ক গ্রহণ করিতেন। তৎপরে ...৮ খৃঃ অব্দ হইতে নবাগের প্রতি পলিয়াতে ... তিমসি শুল্ক গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্তে ... করা ৬।০ ছয় টাকা শুল্ক পড়িত, ... বর্ত্তমান বন্দোবস্তে শতকরা ২০ বিশ টাকা ...াছেতে। এই নূতন বন্দোবস্তে তাহারা নিতান্ত ...ন্তুষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের অসন্তোষ ...দের সম্পূর্ণ কারণও বিদ্যমান ...য়াছে। সামান্য ব্যাপারে এত টাকা ... দিলে কিছুই লাভ থাকে না, বরং ...র বৎসর তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ...৭ সালে কর দিবার নিমিত্ত তাহারা অনেক ...া ঋণ করে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার পরিশোধ ...তে পারে নাই। ১৮৭৮ সালে তাহারা আবার ...০ চারি হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে। বৎসরের ...ে সমস্ত দেয় কর পরিশোধ না করিলে তিব্বতীয় ...। তাহাদিগকে বাণিজ্যের নিমিত্ত আসিতে ... না।

...ভুটীয়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য ... লইয়া কত কষ্টে যাতায়াত করে, পাঠক! ...বর জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইতে ...ন। চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে মিলম পল্লীতে ...র পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া তিব্বতের ...ান ব্যবসায়ের স্থান গটকে উত্তীর্ণ হয়। তথায় ...ৎবাসীরা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সোহাগা, লবণ ... স্বর্ণরেণু আনিয়া তদ্রূপ বিনিময়ে ভুটীয়াদের ...ট হইতে শস্য, শর্করা, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ ...। গ্রীষ্মের প্রভাব অতীত হইবার পূর্ব্বে ...রা হিমালয়ের পরপারে তেজম এবং দুনিয়া- ...ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তথা হইতে আল- ...ড়ার ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ উত্তরে বাগেশ্বরের মেলায় ...ই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। বাগেশ্বরের মেলায় ...স্ত দ্রব্য বিক্রয় না হইলে ভুটীয়ারা পিলিভিট, ...মনগর, দিল্লি, আগ্রা এবং কাণপুর পর্য্যন্ত আসিয়া ...কে।

...ভুটীয়ারা নিতান্ত দরিদ্র। ব্যবসায় চালাইবার ...য তাহাদের কিছুই মূলধন নাই। বাগেশ্বর, আলমোড়া এবং বর্ম্মদেবের মহাজনদের নিকট টাকা ঋণ করিয়া তাহারা এই ব্যবসায় করে। ঐ ঋণের কারণ ভুটীয়াদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। মহাজনদের নিকটে তাঁহারা এক প্রকার ক্রীত দাস হইয়া আছে। এমন কি মহাজনদের বিনা অনুমতিতে আমদানি দ্রব্য আর কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারে না। কলিকাতা হইতে এক বার এক মহাজন এক লক্ষ টাকার সোহাগা ক্রয় করিবার নিমিত্ত বাগেশ্বর মেলায় গিয়াছিলেন। তিনি বাজার দর দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মহাজনদের ভয়ে কোন ভুটীয়া সোহাগা বিক্রয় করিতে পারিল না। পাছে নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়, সে কারণ ঐ মহাজনেরা অন্য কাহাকেও বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে সাহস করে না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভুটীয়ারাই তিব্বতে গিয়া তথাকার বাণিজ্যজাত দ্রব্য এদেশে আনিয়া থাকে। কিন্তু তিব্বতের লোকও বৎসর বৎসর বাগেশ্বরের মেলায় আইসে। স্বর্ণরেণুই তাহাদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য তদ্ভিন্ন মৃগনাভি, প্রস্তর পশুচর্ম্ম পশম এদেশে আনিয়া বিক্রয় করে। তিব্বতের দ্রব্যবাহক মেষগুলি ভুটীয়াদের মেষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহাদের সুকোমল চিক্কণ পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। তিব্বৎবাসিরা বাণিজ্যের নিমিত্ত ভোটরাজকে শতকরা ১০ দশ টাকা শুল্ক দিয়া থাকে। প্রথমেই কথিত হইয়াছে, তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধে মুদ্রার বিশেষ চলন নাই। কিন্তু এক কালেই যে, মুদ্রার ব্যবহার নাই এমত নহে। ঘোড়া ও পশম নগদ টাকাতেই প্রায় বিক্রীত হয়। স্বর্ণরেণুর বিনিময়ে সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে বস্ত্র লইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় টাকা সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করে। অর্দ্ধ তিমসি মূল্যের দ্রব্য লইতে হইলে মুদ্রাটী মধ্যে কর্ত্তন করিয়া দেয়। কলিকাতার কেল্লার বাজারেও এই প্রথা প্রচলিত আছে, তিব্বতের ব্যবসায়ে চীন দেশীয় মুদ্রারও চলন দেখা যায়, অধিক মূল্যের দ্রব্য লইতে হইলে কুর নামে এক প্রকার মুদ্রা আছে, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী কুরের মূল্য ১৬৬ টাকা। সাম্বৎসরে তিব্বদেশে প্রায় ৩৭১৭০ মন ওজনের এবং ১১৭৪০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এবং ৪৯৩৮৭ মণ ওজনের ও ২৭৩৪৭৮ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়। বাজারে সোহাগার মূল্য সাতিশয় কম হইয়াছে, পশমও পূর্ব্বের ন্যায় বহু মূল্যে বিক্রীত হয় না। সে কারণ ভুটীয়াদের ব্যবসায় বৎসর বৎসর নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে। বাগেশ্বরে বাণিজ্যের দ্রব্য বিনিময় করিলে তাহাদের প্রায় কিছুই লা... থাকে না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহা... মজুরী করিয়া পথের সঞ্চয় করে। বিলাতি বস্ত্র... আমদানিতে এ দেশীয় তাঁতীরা ত এককালে নি... হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পশমীবস্ত্রও অ... অধিক বিক্রয় হয় না। পূর্ব্বে কাশ্মীরে যে প্রক... চিক্কণ ও বহুমূল্য সাল প্রস্তুত হইত, এখন অ... তেমন হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পশ... আমদানি করিয়া তিব্বতের পূর্ব্ববৎ লাভের প্রত্যা... নাই।

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ মনোযোগী হইলে ভার... বর্ষের সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্য উত্তর কালে বিশ... উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। ইউরোপীয় বাণি... জাত দ্রব্যের আমদানীতে এতদ্দেশীয় নানা প্রক... বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। সে কা... ভারতবর্ষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া প... তেছে। মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণ... উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় এ দে... প্রধান একটী অর্থকর বাণিজ্য লোপ পাইল। তি... দেশাগত লবণ পার্ব্বতীয় সমস্ত জাতিরা বিশে... আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ... পক্ষে তিব্বতের লবণ আমদানি ক্রমশঃ অল্প হ... আসিতেছে, পক্ষান্তরে লিবরপুল লবণের চলন ... দিন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে... ১৮৭৭-৭৮ সালে ১০৯০৭১ টাকা মূল্যের ৩৭৭০৯ ... লবণের আমদানি হয়, ১৮৭৮ ৭৯ সালে ১০৭... টাকা মূল্যের ২৭৯৭৩ মণ লবণের আমদানি হই... ছিল। তিব্বতে লবণের গ্রাহক বিস্তর আছে, ... অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির সঙ্গে লবণও আ... হয়। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কম হইয়া... সুতরাং লবণেরও আমদানি এক্ষণে পূর্ব্ববৎ না... ১৮৭৭-৭৮ সালে ৭১৪৩৩ টাকা মূল্যের ২২৬৯৪ ... সোহাগা আমদানি করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ ... সালে ৯২৭৩০ টাকা মূল্যের ১৮৫৪৬ মণ সোহা... আমদানি করা হয়। ঐ বৎসর সোহাগার ... অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার আমদানি ... বৎসর অপেক্ষা ৪১৪৮ মণ কম হইয়াছিল। অ... রিকা হইতে সোহাগার আমদানি হইতে আ... হওয়ায়, তিব্বতের আমদানি ক্রমশই কম হ... পড়িতেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৮০৪৩৭ টাকা মূ... ৬১১৫ মণ পশমের আমদানি হয়; ১৮৭৮-৭৯ ... ৪১০০৯ টাকা মূল্যের ২০৪৯ মণ পশমের আমদ... হইয়াছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে ২৮৮৫৮ টাকা মূ... ১০৭২ মণ পশমী কাপড় আনীত হইয়াছিল ... ১৮৭৮ ৭৯ সালে ১৩১৩৪ টাকা মূল্যের ২৫... পশমী বস্ত্রের আমদানি করা হইয়াছিল। এ...

...৬৭৬ মণ পশম এবং ৭৫৭ মণ পশমী বস্ত্র ...দানি কম হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ হইতে ...তে খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি কম হয় নাই, বরং ...হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র ও সুপার রপ্তানি কম ...া গিয়াছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৪১১৫১ টাকা ...ার ২৭১৬৪ মণ শস্যের রপ্তানি হইয়াছিল। ...৮ ৭৯ সালে ৭৩৭৭৬ টাকা মূল্যের ৩৪৯৮৬ মণ ...ের রপ্তানি হয়। ১৮৭৭ ৭৮ সালে ২৭০৬৮ টাকা ...ের ৭৫৬১ মন চিনির রপ্তানি হয়; ১৮৭৮ ৭৯ ...ে ১২০৬৭ টাকা মূল্যের ১৮৬৮ মণ চিনির ...নি হইয়াছিল। এইবারে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ...ের রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছে।

...তিব্বতের বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রশস্ত ও সুগম ...তে পারিলে ভারতবর্ষ এবং তিব্বত উভয় দেশে- ...অবস্থা উন্নত হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বে ...তবর্ষের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা ...া অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায় ...রোত্তর সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। অনেকে ...াপেক্ষা এক্ষণে দোকান ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা ...ক দেখাইবেন। আমরাও সে কথা স্বীকার ...; পূর্ব্বে যথানে এক খানি দোকান কিম্বা ...জন ব্যবসায়ী ছিল না, এক্ষণে তথায় শত শত ...কান ও ব্যবসায়ী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এ ...শের কিছুই মঙ্গল দৃষ্ট হয় না। দেশীয় উৎপন্ন ...কি পরিমাণে দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে ...মরা তাহাই দেখিতে চাই। বাণিজ্যোপযোগী ...া বৎসর বৎসর নানা প্রকার প্রস্তুত হইতেছে ...না এবং বৎসর বৎসর তাহাদের রপ্তানি বাড়ি- ...ছে কি না, এই সমস্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা ...া আবশ্যক।

...এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং ...র্য্যাক্ষম। ব্যবসায়ে অন্য কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ...ড়াইলে তাহারা হীনসাহস হইয়া পড়ে। তিব্বতের ...ঁই পার্ব্বিব প্রস্তর তুরস্ক দেশজাত টর্ক্‌ই অপেক্ষা ...ধিক উৎকৃষ্ট। ছাগলের লোমের কথা ত কহি- ...ই নাই। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসাদার নাই, সুতরাং ...সকল দ্রব্যের বাণিজ্য ক্রমশই লোপ পাইতেছে। ...রাজেরা নেপাল এবং কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে মিলিত ...ইয়া সত্বর তিব্বতের বাণিজ্য বিস্তার করিতে ...রেন। নেপালী এবং কাশ্মীরিদের প্রতি তিব্বত ...সিদের বিদ্বেষ নাই! অতএব ঐ দুই রাজ্য হইতে ...পযুক্ত কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি তিব্বতে গিয়া অবস্থিতি ...রিলে ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর দ্রব্য তিব্বতে প্রেরিত ...ইতে পারে এবং তথাকারও বিবিধ প্রকার দ্রব্য ...দেশে আনিবার সুবিধা হয়। তিব্বতবাসিদের সঙ্গে ...দেশেরও ঘনিষ্ঠতা করিলে তাহারও বন্ধুতার ফল অনুভব করিতে পারিবে। স্বর্ণরেণু, পশ্বাদির চর্ম্ম, মৃগনাভি, প্রস্তর, সোহাগা, লবণ, পশম প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য অল্প ব্যয়ে এদেশে আনিতে পারিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা আছে। তিব্বতের সোহাগা মেষাদির পৃষ্ঠে এক কালে অধিক আইসে না, সুতরাং অধিক কাল ক্ষয় হয় এবং লোকের বেতন পোষায় না। উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় না। কিন্তু এক কালে অধিক সোহাগা আনাইতে পারিলে আমেরিকার রপ্তানিতে উক্ত বাণিজ্যের কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিব্বতের পশমও যে প্রকার সূক্ষ্ম কোমল মসৃণ এবং চিক্কণ, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। কোন দেশের কোন পশুর লোম তাহার সদৃশ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের কথা এই, এদেশের সকল কাজের রীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কাল-সহকারে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষজাত বস্ত্রাদির কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। তিব্বতের ছাগ লোমে আলপাকা প্রভৃতি বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র বুনিলে তাহাতে জামা, কোট, চাপকান প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইলে সকলেই ঐ বস্ত্র ক্রয় করেন, বিদেশীয় পশমী-বস্ত্রে আর কাহারও রুচি থাকে না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, কোন বন্ধুর নিকট আমরা তিব্বত-দেশের কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ছাগ লোম উপহার পাইয়া-ছিলাম। পাঠক! বলিব কি, তাহা স্পর্শ ও দৃষ্টি করিলে হস্ত ও চক্ষুর যেন পবিত্রতা জন্মে। আমরা বহুমূল্য সাল রুমাল দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট পশম কখন কোন সাল রুমালে দেখি নাই। বোধ হয়, বিশুদ্ধ পশমে সচরাচর কেহ সাল রুমাল প্রস্তুত করে না। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, পশমে জামার যোগ্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলে পশমের সমধিক আমদানি হইবে এবং এদেশের বাণিজ্যও বাড়িবে। কাশ্মীর রাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, রাজা শ্যামানন্দ দে, বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডল, রাধারমণ দাস প্রভৃতি মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য লোক রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক ও খোর্দ্দা দিয়া পুরী পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার প্রস্তাব করিয়া সাধারণের সমক্ষে একখানি অনুষ্ঠান পত্র অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রে পাঁচ ছয় লক্ষ যাত্রী গমনাগমন করিয়া থাকে। এই যাত্রিদিগের দ্বি-চতুর্থাংশ উড়িষ্যার উত্তর, উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিম দিক হইতে তথায় আগমন করে। ইহা-দের গতায়াতের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে অনে-কে পদব্রজে, কাহাকে শকটে, কাহাকে ব... স্টীমারে গমনাগমন করিতে হয়। প্রস্তাবিত রেল-ওয়ে হইলে লোকের এ অসুবিধা অপনী... হইবে এবং আয়ও অল্প হইবে না। যদি বাণিজ্যে... জন্য দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী না ধরা যায় ... রেলওয়ে হইলে যাত্রীর যে সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে তাহা... যদি হিসাব গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলেও আপা... ততঃ যে যাত্রী প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গতায়া... করে তাহাদের হইতে শত করা বার্ষিক ৭॥ সা... সাত টাকা আয় হইতে পারে।

এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে প্রজার যে ক... সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় ন... উড়িষ্যা ধান্যের জন্মভূমি বলিলেও অত্যুক্তি ... না। এখানে যে পরিমাণে ধান্য জন্মে ভারতবর্ষে... কুত্রাপি সে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। প্রস্তা... বিত রেলওয়ে হইলে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থা... সহিত যে উড়িষ্যার ধান্যের ব্যবসায় বৃদ্ধি পাই... তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাতায়াতের সুবি... না থাকাতে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে ... এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিদি... নানা বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইবে। আপাত... যাত্রিরা দুর্গম পথ দিয়া গতায়াত করিয়া, কুৎসি... অপকারী দ্রব্য আহার এবং অপেয় জল পান করি... নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এজন্য পথিম... অনেককেই ওলাউঠা রোগে কালগ্রাসে প... হইতে হয়। যাত্রিদের এই কষ্ট ও তজ্জ... রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য উড়িষ্যা ওলাউঠার ... রূপ আগার হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই ... রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে এই সকল কষ্ট এই সম... রোগের কারণ অন্তর্হিত হইবে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন আজ পনর ... সরেরও অধিক কাল ধরিয়া মেদিনীপুর হ... সমুদ্রের উপকূল দিয়া যে খাল হইবার প্রস্তাব ... তেছে, এবং যাহার জন্য আংশিক কার্য্যও ... হইয়াছে রেলওয়ে হইলে তাহার বিঘ্ন ঘটিবার ... বনা। রেলওয়ের প্রস্তাব কারীরা বলেন যে ই... খালের অনিষ্ট না হইয়া বরং পরস্পরে পরস্প... কার্য্যের সহায়তা করিবে। কেননা যদি খালের ... বিঘ্ন ঘটে রেলওয়ে হইলে সেই বিঘ্ন অনায়াসে ... সারিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ প্রস্তা... রেলওয়ে হইলে উক্ত খালের কোন অনিষ্ট হই... সম্ভাবনা নাই। খাল ফল্‌স পাইণ্ট, চাঁদ... বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান দিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে ... ওয়ে রাণীগঞ্জ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া মেদিনী... পুর বালেশ্বর ও কটক দিয়া গমন করিবে; সু...

দি তিরস্কারবাক্যগুলি শুনিতে বড় কর্কশ
াছিল। হনুমান রামের যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত,
তে "নির্দ্দয়" "পাষাণহৃদয়" ইত্যাদি বাক্য
তিরস্কার করিলেই ভাল হইত। দলটীর একটী
ব গুণ দেখিলাম গানগুলি বেস সুস্পষ্টরূপ
তে পারা যায়। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের রাম,
ও সীতার বিলাপে নয়নাশ্রু বাহির হইয়া
ক।

সোমড়ার সাধারণ পুস্তকালয়টীর অবস্থা বড়
নীয়। সম্পাদক বাবু সতীপ্রসাদ সেন স্থানা-
গমন করায় ইহার কোন উন্নতি নাই। পুস্ত-
য়ের হিসাব পত্রে দেখা গেল ইহার আয়
ক্ষা ব্যয় বেশী। আয় এত অল্প যে, যে সমস্ত
দপত্রাদি লওয়া হয়, তাহার মূল্য উঠে না।
ম অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবক আছেন, তাঁহারা
র বঙ্গে বাড়ী আসিয়া বৎসর বৎসর যদি কিছু
দিয়া যান, ইহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে
র; কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও যত্ন দেখি-
না।

কিছু দিন হইল এখানে একটী শৃগাল ক্ষেপিয়
শতাধিক লোককে দংশন করিয়াছিল। শৃগা-
কে হত্যা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শুনিয়া
ত হইলাম যে, দষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক
র মৃত্যু হইয়াছে।

যদি চ এখন এখানে পীড়াদির উপদ্রব তাদৃশ
, কিন্তু মেলেরিয়ার আক্রমণ করিবার আর
ী বিলম্ব নাই। সোমড়ার সন্নিকটস্থ বাঁকিপুর
ক স্থানে পাট ও নীল বৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিবার
ঞ জলমগ্ন হওয়ায় মেলেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে।
র বেগ থাকায় ঐ বিষ ভাসিয়া যাওয়ায় কার্য্য
তেছে না। জল কমিলে যখন নদীর মুখ বন্ধ
বে, গ্রামবাসিগণ সেই বিষমিশ্রিত নদীজল
 করিলেই মেলেরিয়া রোগাক্রান্ত হইবে
কিপুরের যে স্থানে পাট ও নীল পচিয়া দুর্গন্ধ
হর হইতেছে, তথায় কাহার সাধ্য তিষ্ঠায়!
মাদিগের হুগলির মহামান্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব
াদয় এই সময় মফস্বল ভ্রমণে আসিলে কি জন্য
মড়া ও উহার সন্নিকটস্থ গ্রামগুলির প্রজা বিনষ্ট
তেছে, তাহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিতেন।
মাদের মতে গবর্ণমেন্ট হইতে গুপ্তিপাড়া হইতে
মড়া পর্য্যন্ত নদীতে যাহাতে কেহ পাট ও
ল পচাইতে না পারে এরূপ আদেশ প্রচার হইলে
ল হয়।

সোমড়ায় ৪। ৫ জন ডাক্তার আছেন, সম্প্রতি
বার বাবু নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত আসিয়া চিকিৎসা কার্য্য
রম্ভ করিয়াছেন। ইনি প্রাতে ৯ টা পর্য্যন্ত বিনা
ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন, এইরূপ সাইনবোর্ড টাঙ্গা-
ইয়া দেওয়ায় রোগিগণ মহাভ্রমে পতিত হইতেছে।
তাহারা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পর্য্যন্ত পাইবে এইরূপ
অর্থ করিয়া দলে দলে আসিতেছে। শুনিলাম নির্ম্মল
বাবু অস্ত্র চিকিৎসায় ভাল। ইনি দেশে থাকিয়া
যশোলাভ করেন এই প্রার্থনা, তবে অনেকগুলি
ডাক্তারের মধ্যে পসার করিতে হইলে অগ্রে বিদ্যা
বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

মধ্যে গুপ্তিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীতে জল
মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। লোকটীর মৃগী
রোগ ছিল।

বিজ্ঞাপন

কে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে
পত্র নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

---

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট হায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধা-
র তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য
স ২১। ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনু-
হইয়াছে। যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া
পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া
বে।

গোবীজে টীকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে,
দেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮০
র যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-
লে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক
। দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রতি-
নের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার
ড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে
কারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময়
র্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রাতঃকাল ৭॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর
হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা
পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।

১ কাশীপুর	উত্তর সুবর্বনের হাঁসপাতাল নং ৭৬ কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
২ চিৎপুর	নং ১৮ কাশীপুর রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৩ উল্টাডিঙ্গি	নং ২ [illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৪ মানিকতলা	নং ১০ মানিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৫ বেলিয়াঘাটা	নং ১৩ নারিকেলডাঙ্গা প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৬ ইটালি	নং ১২ দক্ষিণ রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৭ বনিয়াপুকুর	নং ২৯ ভুনাপুর রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৮ বালিগঞ্জ	নং ৪৫ কড়েয়া রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৯ টালিগঞ্জ	টালিগঞ্জ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
১০ ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাঁসপাতাল ১০৯ বসা রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১১ আলিপুর	আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয় নং ১১ বেলভেডিয়ার ঐ	সোম, বুধ, শুক্র
১২ একবালপুর	নং ৩৪ কমণ্ডান বাগান রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১৩ ওয়াটগঞ্জ	নং ৩২ ওয়াটগঞ্জ রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
১৪ গার্ডেনরিচ	নং ৫৭-৩১ গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। — আর, সি, ষ্টরণেল সহকারী সভাপতি।

প্রেরিতপত্র।

মৌলবী কাণ্ড।

মৌলবী কাণ্ডে এবার কেবল যে কুম্ভকারগণ লাভবান হইলেন, তাহা নয়, প্রকারান্তরে অনেকেই সে লাভের অংশভাগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে গন্ধবণিক কালোজিরে বেচিয়া, বাঙ্গাল দোকানদার পাট বেচিয়া, ঘাটমাঝী পার করিয়া, গোলওয়ালা ট্যাক্স আদায় করিয়া, গাড়োয়ান চতুর্গুণ ভাড়া লইয়া, তামলী পান বেচিয়া, মুদী জলপান বেচিয়া এবং সর্ব্ব শেষে সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বটতলাবাসী ভায়াদের ত মাহেন্দ্র যোগ, উঁহারা রকম বেরকম বহি বেচিয়া লাভ করিলেন। আমরা দেখিতেছি, মৌলবী সাহেব অতি অপক্ষপাতী লোক, পাছে এক স্থানের ব্যবসায়ীদের উদর পূর্ণ দেখিয়া অপর স্থানের সমব্যবসায়িগণ দুঃখিত হয়, এজন্য আজ বাবুঘাট কাল শিবপুরে পরশ্ব মেটিয়াবুরুজে এইরূপ স্থাননাড়া হইয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি মির্জ্জাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। আজিও পড়া-জল পাইবার জন্য দলে দলে লোক সেখানে যাইয়াও উপস্থিত হইতেছে। মৌলবীর পড়াপানীতে কোন পীড়িতের পীড়ার উপশম হইয়াছে কি না, তাহা ধর্ম্ম জানেন, তবে সর্ব্ব-কুসংস্কার-বর্জ্জিত সভ্যতাভিমানী শ্রীষ্টীয় ভ্রাতারাও যে এ সুযোগ ছাড়েন নাই, তাহা দেখিয়া মূর্খ লোকদিগের অন্ধ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দূরদেশস্থ দীনদুঃখী ব্যক্তিরাও ধারকর্জ্জ করিয়া পাথের সংগ্রহ পূর্ব্বক পড়া জলের প্রত্যাশায় মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইতেছে। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এই মৌলবী কাণ্ডের হুজুকে এবার কয়েকটী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ দেখুন মফস্বলে, অধিক কি, এই সহর মহা-
নগরীতেও পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা কত অ
অতএব দেশ মধ্যে যে পীড়ার প্রস্রবণ স
বিবর্দ্ধন করিতেছে, তাহা অনায়াসেই বু
পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাইবেন যে
দুঃখী প্রজারা আজিও কিরূপ বিদ্যালোকপরি
অজ্ঞতামসে অবস্থিতি করিতেছে। তৃতীয়তঃ
যে যাহাতে জাতীয় ধর্ম্মের সংস্রব আছে, তা
লোকের কিরূপ অটল বিশ্বাস ও ভক্তি। চতু
দেখিতে পাইবেন যে সাধারণ প্রজাবর্গ কিরূপ
ও দেশজাত ভৈষজ্যতত্ত্ব, অল্প আয়াসে অমূল
পাইবে, আবার সে ঔষধ দেশজাত অথচ তা
কাহারও কোনরূপ ব্যয় নাই, কাজে কা
তাহারা তজ্জন্য বাধ্য না হইয়া করে কি।

এক্ষণে এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা ক
হইলে আমাদের মতে যাহাতে সাধারণ প্র
স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শারীরিক উৎকর্ষ লাভ হয়,
মতঃ তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করা কর্
তাহা হইলে পীড়ার ভাগও যে ক্রমশঃ ক
আসিবে তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ দে
নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।
সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছি
তখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও মনো
ছিলেন, এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেই সময়
স্থানে গণ্ডগ্রাম সমূহে অনেকগুলি পাঠশালা স্থা
হইয়া সাধারণ প্রজাগণ শিক্ষা পাইতেছিল,
দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বি
মনোযোগী না থাকায় জলের বিম্ব জলেই মিশ
গেল। এক্ষণে আমাদের অনুরোধ যে বর্
গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে
রণ প্রজাবর্গ অন্ততঃ সামান্য শিক্ষাও র
পাকে। তৃতীয়তঃ দেশের ধনাগম ও দেশীয়
দের বহুল প্রচার। ইহার প্রথমটী সম্পূর্ণ
মেণ্টের আয়ত্ত। প্রজার ও জমিদারের অবস্থা
করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি একটী কায়েমী বন্দো
করিয়া দেন, যাহাতে জমিদারে ও প্রজায় কো
গোলযোগ না ঘটে এবং প্রজারা জমী তাহা
নিজ সম্পত্তির ন্যায় ভাবিয়া অধিক পরিশ্রম ক
পারে, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক আশা
যাইতে পারে। তবে ভরসা এই, বর্ত্তমান গবর্ণ
এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন নহেন। দ্বিত
ঔষধের বহুল বিস্তার। এ বিষয়ে আমরা গবর্ণমে
কোন দোষ দিতে পারি না। আমাদের নি
অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ।
কৃতবিদ্য বৈদ্যগণ যদি কায়মনোবাক্যে এ
হইয়া এ বিষয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন,
গবর্ণমেণ্টও অবশ্য তাঁহাদের সহায়তা ক

...ন। আমাদের স্মরণ হয় কিছু দিন গত
..., কলিকাতা ও মফস্বল নিবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত
... মহোদয় এক বার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া
... নিয়মাদি প্রকাশ করেন যে, নিজ কলিকাতায়
...টী আয়ুর্ব্বেদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবা মাত্র
...যে ছাত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে, এবং ছাত্রগণের
... সৌকর্য্যার্থ একটী আয়ুর্ব্বেদী ঔষধা-
...ানও স্থাপিত হইবে, এবং মফস্বলের প্রতি
...র প্রধান নগরে ইহার এক একটী শাখা বিদ্যা-
... স্থাপিত হইবে। আমরা এই সকল বিজ্ঞাপন
... করিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম যে, একপ
...টী মহৎ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের
...শেষ মঙ্গল হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় শরৎকালীন
...দের ন্যায় কষ্ট হাসির ন্যায় তাঁহাদের সে সদনু-
... উৎসাহের অভাবে মনেই উদয় এবং মনেই
...য় প্রাপ্ত হইল। অতএব এই মৌলবী কাণ্ডে
...লে আমরা গবর্ণমেণ্ট এবং দেশস্থ কৃতবিদ্য
...ন্ত্র ভদ্রগণকে এই অনুরোধ করি, সাধারণ
...াপুঞ্জ যে সকল অভাব জন্য এই অকিঞ্চিৎকর
...পড়া পাইবার প্রত্যাশায় দলে দলে মৌলবীর
...ট উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া
... সেই অভাব মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে
...টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ভবিষ্যতে
... কেহ একপ হুজুকে কখনই বিচলিত
...বে না।

শ্রীঃ—

—:○:—

দীপান্বিতা।

দেখিলাম কি আশ্চর্য্য ভুবন মোহিনী।
প্রকৃতির চারু কান্তি আনন্দ দায়িনী॥
এই অমা নিশা ঘোরে, গগন তারকা করে,
ধরাতলে স্বচ্ছ জলে দ্বিতীয় আকাশ।
ভাবুকের মনোহরা কুমুদ বিকাশ॥
ঘোর অন্ধকারময় অমা নিশা হেরি।
বাড়িল ভাবনা-বেগ পুলকে শিহরি॥
কি না হয় এই কালে, সুনীল গগন তলে,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য নরক যাতনা।
নক্ষত্র পতন কত না হয় গণনা॥
ভারত গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজ বীর,
এই ঘোর অন্ধকারে ত্যজিল শরীর;—
দুরন্ত যবন করে, স্বদেশের হিতত্তরে।
ম্যাকবেথ মহাপাপে লিপ্ত এই কালে।
নিরো মাতৃ বধ করে স্বীয় পদে দলে॥
সাজেহান কারারুদ্ধ এই নিশি ঘোরে।
চিতোর পতিত হয় যবনের করে॥
[illegible]

চিন্তার তরঙ্গে রঙ্গ হেলিতে দুলিতে,—
ভাসে মর্ত্ত্যপুরে কভু অমরাবতীতে॥
দুষ্কৃতগণের পাপ চরিত্র কেমন,
নিশীথ অন্ধকার করে উদ্দীপন।
হেথা পরমাত্মা ধ্যানে যোগস্থিত যোগিগণে,
নিমগন সদা হেন প্রফুল্ল বদন।
প্রণয়ী মধুর ভাবে তোষে প্রিয়জন॥
ধার্ম্মিক উদার চেতা মহোদয়গণ।
স্বদেশ মঙ্গল চিন্তা করেছে সাধন॥
স্বার্থপর নর দলে, দেশ দেশ ধরাতলে,
অনসন্ন আঁখি হল তন্দ্রা পরশনে।
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা শুধু করে মনে॥
জীবনের দুঃসময় আঁধার গগনে,
সুখচন্দ্র উঠে কিসে ভেবেছ শ্রবণে?
রে পাপিষ্ঠ নরাধম। ত্যজ চিন্তা বিসম
স্বার্থপর পরদ্বেষী মানবের দল,
জীবনের ক্রম তারা অতীব চঞ্চল॥
ঘোর অমা নিশা অতি ভীতিপ্রদায়িনী।
ঝলসে নয়ন তাহে চারু সৌদামিনী॥
জয় জয় বাদ্য বাজে, ঘরে ঘরে সবে সাজে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে,
দীপমালা আজি কেন হেরি থরে থরে,
কিসের উল্লাস ধ্বনি বল না আমায়।
অমা নিশা নাহি আর আলোক মালায়॥
যেন শত দিবাকর, বিতরে প্রখর কর।
ত্রিদিব সমান পুরী হেরি মনোহর।
নিশার স্বপন একি অতি সুখকর॥
আলোকে উজ্জ্বল হেরি বিশাল তোরণ।
পর্ব্ব গর্ব্ব কথা হায়! হইল স্মরণ॥
আজ কি ভারত মাতা, পাইলেন স্বাধীনতা,
তাই ভারতের জন ঘোষিছে সকলে,
অথবা মরিতে সবে জ্বলন্ত অনলে,—
ঘোর অমা নিশা ঘোরে আয়োজন করে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
কিসে আজ বঙ্গবাসী, ত্যজে ঘোর অমা নিশি
আলোকে উজ্জ্বল কেন পবিত্র ভবন।
ধনী কিম্বা দীন হেরি আনন্দে মগন?
নৃমুণ্ডমালিনী ভীমা মহিষমর্দ্দিনী।
কালী মুক্তকেশী শিবা কৈবল্যদায়িনী॥
ধরি অসি বাম করে, অবতীর্ণা ঘরে ঘরে।
তাই (৪) উৎসব রোল ভারত ভিতর।
বাজিছে সানাই ঢোল প্রভৃতি সুখকর॥

বশম্বদ।

১২৮৮ } শ্রীঃ—
৩০ এ আশ্বিন } চাটমোহর।

সোমপ্রকাশ

১৬ ই কার্ত্তিক সোমবার।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

কালের গতি সমান যায় না; আবার কাল...
তরঙ্গায়িত অঙ্গে পড়িয়া মানুষেরও মনের প্রবৃ...
পরিবর্ত্তিত হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষের সদ...
উদারচরিত শাসনকর্ত্তারা এই অজ্ঞতান্ধিভূত ভা...
তবর্ষকে সুরস উচ্চশিক্ষার অমৃত ধারায় অভিষি...
করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম...
অনেক বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা দেখিয়াও উচ্চ অ...
ইংরাজি শিক্ষা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরি...
চিন্তের সমুচিত কার্য্যগুলি তাঁহারা বিশেষ...
পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন ...
সে দিন নাই; রাজপুরুষদের চিত্তপ্রবৃত্তি ফি...
গিয়াছে। এখন তাঁহাদের ঔদার্য্য গুণের ...
সদনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং ভারতের ...
গণের হস্ত পদ বাঁধিয়া নিবিড় অজ্ঞতাকূপে নিক্ষি...
করিতে পারিলে ইচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাদিগকে উ...
করিতে চাহেন না। সে বৎসর ক্যাম্বেল সা...
উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করি...
ছিলেন; তদনীন্তন গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ...
সেই প্রকৃতির লোক হইতেন, তবে দেখিতে ...
না। ইংরাজি শিক্ষা এত দিন এদেশ হইতে ক...
দেবতার ন্যায় কোন্ দুর্গম্য নিগূঢ় স্থানে ...
সুখে নিদ্রা যাইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল, তাই ...
বণের প্রাতঃস্মরণীয় আমাদের পরমহিতৈষী ...
মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক সুকালে ভারতের পে...
মাটীতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই পা...
যাহা হউক নিম্ন বঙ্গের অবস্থা এক প্রকার ভা...
চলিতেছে। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি সাক্ষাৎ সম...
স্পষ্টতঃ কেহ বড় বিদ্বেষের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে...
না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবে ...
অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দিতে গবর্ণমেণ্...
হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। পঞ্জাবে কলিকা...
ন্যায় সুবিস্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত দে...
রাজগণ এবং অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ ৩০৫...
সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁ...
উৎসাহ সহকারে আরও অধিক টাকা দিতে প্র...
আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক শঙ্কা দূরী...
হইতেছে না। ১৮৭৯ সালে লর্ড লিটন লাহো...
একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—কলিকাতার ...
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে উদ্দেশ্য উচ্চ ইং...
শিক্ষা দেওয়া হয়, লাহোরে সে উদ্দেশ্য প...

সমস্ত অনর্থের প্রধান কারণ অধিকসংখ্য এক বৎসর নহে। বাস্তবিক কর্জ দিয়া পরি-শোধের দীর্ঘ মেয়াদ না দিলে উপকারের আশা নাই। কৃষক টাকা স্পর্শ করিলেই তাহাতে পর্যাপ্ত লাভ হয় না। তদ্ব্যতীত টাকা লইতে যদি ঘোর আড়ম্বর পড়িয়া যায় এবং কৃষকের তাহাতে অযথা ব্যয় হয়, তবে কিছুই কার নাই। কৃষকেরাও টাকা ঋণ লইতে অগ্র হইবে না। সে কারণ আমরা যে উপায় নির্দেশ লাম, বোধ করি তাহাতে কখনও কিছুই অসু ঘটিবে না।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী।

ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি-তন্ত্র ন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত রা সাধারণের মনোযোগ বিশেষ অনুরোধ করি-লাম, বোধ করি এখনও পাঠকদিগের স্মৃতিপট তে তাহা অপনীত হয় নাই। লর্ড রিপন যথা- সাধারণের আন্তরিক অনুরাগভাজন এবং প্রকৃতির লোক। লোকানুরঞ্জন তাঁহার জীব- প্রধান ব্রত, এবং ন্যায়পরতা তদীয় শাসনের ত্র লক্ষ্য। তিনি এই দেশে কিছুকাল এখানে স্থিতি করিলে ভারতবর্ষের মৃতশরীরে জীবন র হইবে তাহার প্রত্যাশা জন্মিতেছে। বঙ্গ-র প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিবার ত্ত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ১০ ই অক্টোবর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে এক খানি প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র খানি বাগাড়ম্বরে নহে, কে দেখানেও নহে। তিনি অন্তরের সহিত এই ন প্রণালীকে আপনার সম্মতি দিয়াছেন। লা গবর্ণমেণ্টকেও ঐ প্রথায় অনুমোদন করিতে রোধ করিয়াছেন। লর্ড রিপন আর কিছু না লেও এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় য়া রহিল। লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক কালেও কোন কোন বিশেষ সংকা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। লর্ড রিপন শের ভাবী সৌভাগ্যের প্রস্তরমূলে হস্তক্ষেপ য়াছেন উত্তরকালে ইহার ফল যে পরম সুখকর তাহাতে সংশয় নাই।

ণে মিউনিসিপালিটীর কার্য্যভার স্থানিক তিনিধিদের হস্তে বিন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা রুরূপে কার্য্য চালাইলে ভবিষ্যতে স্থানিক শিক্ষা কিৎসা, দাতব্য এবং পূর্ত্তকার্য্যেরও সমধিক ভার বেন। উত্তরকালে পুলিসের ব্যয়ভার হইতেও নিসিপালিটীকে অব্যাহতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারত-বর্ষের মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ২৭৫০০০০ টাকা খরচ করা হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলের মিউনি-সিপালিটীর অধীনস্থ পুলিসে ৯০০০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। ১৮৮১।৮২ সালে প্রদেশী শিক্ষা বিভাগে ন্যূনা-ধিক ২৬৯০০০০ টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসা বিভাগে, অনূন ১১৬৩০০০ টাকা। প্রাদে-শীয় পূর্ত্তবিভাগে ৫৩৪৩০০০ টাকা এবং স্থানিক পূর্ত্তকার্য্যে ৪৭৭১০০০ টাকা।

মিউনিসিপালিটী নিজ এলাকাধীন পুলিসের ব্যয় ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে দেশের সমধিক উন্নতি হইবে। চিকিৎসা, দাতব্যকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি এক একটী স্থানিক প্রতিনিধি বিশেষের হস্তে বিন্যস্ত হইলে অচিরে ভারতবর্ষ একটী সুখের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইবে। উচ্চ অঙ্গের বিচার কার্য্যে যথাবিধি সিবিলিয়ানদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া স্থানিক সমস্ত বিভাগের কার্য্য কৃতবিদ্য ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে সমর্পিত হইলে ক্রমে রাজস্ব বিভাগের অনেক ব্যয় লাঘব হইবে এবং এদেশস্থ উন্নতচেতা ব্যক্তি-দিগেরও ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারিবে। এস্থলে আমাদের আর একটী যুক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হই-তেছে। মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গেই শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেন-রল বাহাদুর অন্য কয়েকটী বিভাগের কার্য্য ভার নিশ্চিন্তে স্থানিক প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। পরিণামে অবশ্যই সুফল ফলিবে, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

সাধারণের নির্ব্বাচিত স্থানিক প্রতিনিধি কর্ম্মচা-রীর হস্তে এক একটী বিভাগের সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইলে কোন প্রকার আর অসুখ থাকিবে না। যে সকল কার্য্যের উন্নতি করিলে প্রজার উন্নতি, যে সকল কার্য্যের প্রতিবিধান করিলে প্রজার অসুখ প্রতিহত হয়, একে একে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। এখন প্রায় সকলত্র মিউনিসিপালিটীর কার্য্য বিশৃঙ্খলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোড্‌সেস কমিটীরও কার্য্য প্রণালী নিতান্ত কুৎসিত। বঙ্গদেশের সকল প্রজা রোড্‌সেসের চাঁদা নিয়মিতরূপে দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পায় না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে, প্রদেশীয় কমিটীর অধীন প্রতিগ্রামে এক একটী করিয়া প্রজাদিগের প্রতিনিধি সভা স্থাপিত না হইলে কোন গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। রোড্‌সেসের কর দিয়া প্রজাগণ যদি কোন উন্নতির মুখ না দেখিতে পায়, তবে নিষ্ফল টাকার শ্রাদ্ধ ক কাজ কি? একেক মাত্র ডিষ্ট্রীক্ট কমিটির দ্বারা এ স কাজ নির্ব্বাহ হইবে না। অনেক স্থানের অজ্ঞ কৃ ও অন্যান্য নীচজাতি নিরক্ষর প্রজা কিছুই জা না, কোন কাজ বুঝে না। সরকারের লোকও জ দারের লোক থাকনা, চাঁদা ও কর চাহিলে সর্ব্বস্ব করিয়া তাহা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই নিস্ত নাই, মূর্খ প্রজারা ইহাই বুঝে। গ্রামের পথ ঘ সংস্কারের নিমিত্ত কমিটীর সভ্যদের নিকট আবে করিতে হয়, ইহা তাহারা জ্ঞাত নহে। প্রদেশ কমিটীর অধীনে গ্রামে গ্রামে সভা থাকিলে তাঁহ মফস্বলের তত্ত্বাবধান করিয়া পল্লীর উন্নতি ও স্বা সংস্কার করিতে পারেন। পাঠক এ বিষয়ের স স্থার বৃত্তান্ত প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন।

পানীয় জলকষ্ট।

আমাদের বহু মানিত পত্র লেখক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র সরকার যশোহরের পানীয় জলকষ্ট করিয়া আমাদের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ ক য়াছেন, এই স্থলেই সেই পত্রখানি গৃহীত ও প্রচা হইল। পত্রপ্রেরক বলেন, জলকষ্টই যশোহ অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। এ বাক্যটি একান্ত যু যুক্ত বলিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমো করিতেছি। নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে যে, ব্যাপী পীড়ার প্রধান কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসি কেবল যশোহরের কেন, চব্বিশ পরগণা প্র সমুদায় জেলারই অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লো নির্ম্মল জল পান করিতে পান না। আমা সংস্কার এই, সেই কারণে ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিতেছে না। বিশেষতঃ গ্রীষ্মক অধিকাংশ পল্লীগ্রামের দুরবস্থার ইয়ত্তা থাকে আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, কলিকা যখন কলের জল হয় নাই, তখন গ্রীষ্মকালে দরিদ্র লোকেরা লালদীঘী হইতে জল আনাইয়া করিতে পারিত না, উচ্ছৃঙ্খল যথা তথায় পাঙ্ক পান করিত। সেই হেতু ঐ সময়ে প্রায় প্রতি ওলাউঠা বিষম পরাক্রম প্রকাশ মণ করিত। এখন কলের জল সে অ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাই প্রকাশ নিত্য হইতে নির্ম্মল জল পান স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। আ আমরা পত্রপ্রেরকের সহিত একমত হইয়া প্রস্তাব করিতেছি, মিউনিসিপালিটীসকলের ক তাঁহারা স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে অগ্রে স্বচ্ছ জল সংস্থান হইবার উপায় করিয়া দেন। যদি ব সকল মিউনিসিপালিটীতে স্বচ্ছ জলের উপায় নের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হয় না। তদুত্তরে

...সপতাল প্রভৃতি যে যে স্থানে লোকে পীড়া হইলে ...য় পরিবর্ত্তন করিতে যাইত, সেই সকল স্থান ...্যে পীড়ার আগার হইয়া উঠিয়াছে। রাজ- ...নার স্থানগুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত ...া, এক্ষণে সেখানে জ্বর ও প্লীহাদি ভীষণ আকারে ...া দিতেছে।

...আগামী শীত কালের প্রারম্ভে গবর্ণর জেনেরল ...পুরে যাইবেন বলিয়া জয়পুরের মহারাজ তাঁহার ...বর্ধনা ও ভোজের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ...স্থ্য করিয়াছেন। দরবার ও গবর্ণর জেনরল ও ...টেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি ...য়া যদি কিছু লাভ থাকে, সে সামান্য মাত্র, ...রাজগণের ঐ সকল কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হয়। ...টী যে প্রবাদ আছে, "এক জনের তামাসা ...এক জনের মৃত্যু" এক্ষণে প্রায় তাহাই ঘটিয়া ...। আবার শুনা যাইতেছে জয়পুরের রাজা এই ...লক্ষে নগরের বাহিরের দোকানদার ব্যবসায়ী ও ...দ্র গৃহস্থদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন ...তাহাদিগকে নিজ গৃহ ও দোকান প্রভৃতি ভগ্ন ...য়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে হইবে। রাজা ...াদের ক্ষতি পূরণ করিবেন বলিয়াছেন। ...তেও রাজ্যের অল্প অর্থ নষ্ট হইবে না।

...কলিকাতা কৃষ্ণসিংহের গলিতে যোগেন্দ্রনাথ ...নামক এক যুবা অত্যন্ত মদ্যপান করিয়া কাল- ...ল পতিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় মদ্য ...বা এই সকল দেখিয়াও কি শিক্ষা লাভ করি- ...।?

...মান্দ্রাজে এই জনরব উঠিয়াছে যে আগামী মাসে ...য় একটী ঘূর্ণমান প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিবে।

...ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ। লোহার- ..., মানভূম এবং সিংভূমের অন্তর্গত ভূমভূম ও ...কান পরগণা এক্ষণে নিয়মাধীন হইল।

...যেরূপে গবর্ণমেণ্ট মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের ...দ মিটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুরা সন্তুষ্ট ...াছে। হিন্দুদিগকে মন্দিরের চূড়া প্রস্তুত করিতে ...য়া হবে, কিন্তু এতকাল তাহারা যে কূপ লইয়া ...বিবাদ করিতেছিল, তাহা আর পাইবে না। ...মুসলমানেরাই পাইবে। হিন্দুরা তৎপরিবর্ত্তে ...একটী স্থান পাইবে। মিরর বলেন ইহাতে ...ত্য হিন্দুগণ নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি- ...ছ।

...বার্লিনের একখানি সংবাদপত্রে একটী কৌতুকা ...বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতার অবি- ...ত যুবকগণ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। "হেলে ...ন্যায় সুন্দরী, পেনিলোপের ন্যায় গৃহকর্ম্ম ...লা, মরিয়ান ডি ব্র্যান্ডিবুর্গের ন্যায় মিতব্যয়িনী, ম্যাডাম ডি ষ্টেলের ন্যায় রসিকা, জেনিলিণ্ডের ন্যায় গায়িকা, কোরাইটোর ন্যায় নৃত্যকুশলা, পিয়ানো বাদ্য-বাদনে বোজা কাষ্টসাবের সহযোগিনী, বেহালা বাদনে নিলানোলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, বীণাবাদনে বার্ট্রাণ্ডের সমকক্ষা, রাজকুমারী মেরি ডি আর্লিয়ান্সের ন্যায় খোদনকার্য্যে নিপুণা এবং লিউক্রিসিয়ার ন্যায় সাধুশীলা ও চরিত্রশালিনী একটী সদ্বংশসম্ভূতা যুবতী স্বামিকামনা করেন। কিন্তু তিনি এরূপ কোন পুরুষকে এপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই তিনি তাহার গুণ গ্রহণে সমর্থ। এজন্য অগত্যাঃ তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া স্বামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইয়াছেন।"

মাধব রাওর পুত্র গুণকুমারের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন। তাহার মাসিক বেতন এক সহস্র টাকা।

পদ্মানপুর নামক স্থানে একজন জৈন বৈরাগী একানব্বই দিন উপবাস করিয়াছিল। এ ব্যক্তি আমেরিকার প্রসিদ্ধ উপবাসকারী ডাক্তার টানারকে পরাস্ত করিয়াছে।

ফারমার্স য্যালায়েন্স সভা ইংলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইনের একটী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনে উহা সভায় অর্পিত হইবে। আমরা দেখিতেছি, সর্ব্বত্রই ভূমি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভূমি স্থাবর বস্তু, সর্ব্বত্র উহার একটী স্থাবর নিয়ম হওয়া উচিত।

সম্প্রতি কাবুল হইতে পেশোয়ারে একদল ব্যবসায়ী আসিয়াছে। তাহারা পেস্তা বেদানা বাদাম প্রভৃতি কাবুলের নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদি ছয় শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে পেশোয়ারের সন্নিহিত স্থান সমূহে সর্ব্বদাই ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে। ডাকাইতেরা হত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না।

পারিশ নগরে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উন্নতি দেখা যাইতেছে। সাধারণ রাজপথে তাড়িত আলোক দিবার এবং তড়িতে রেলওয়ে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এশিয়ার অন্তর্গত একটী পাহাড়ের কতক স্থান সহসা ফাটিয়া ধূমরাশি ও ধাতু নির্য্যস বর্হির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি পল্লিকে উৎসন্ন দিয়াছে।

রুষিয়ার ২৩৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। রুষগবর্ণমেণ্ট এই ঋণের সুদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, তথাপি উহাঁরা ইংরাজ রাজ্য অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছেন।

১৮ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তা... ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে বৃষ্টি ও শ... অবস্থা অবগত হওয়া গেল, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ... হইয়া গিয়াছে। ধান্য ও অন্যান্য ফসলের অ... এবং চাষের কার্য্য উত্তম চলিতেছে। উত্তর প... মাঞ্চল ও অযোধ্যায় বারিবর্ষণ হয় নাই। ম... ভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। কেবল উক্ত বি... দেশের এক অংশে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্য... তেছে। বোম্বাইয়ে রবিশস্য বপন করা হইতে... কেবল গুলাকার দুটী বিভাগে বৃষ্টির আবশ্য... আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও মহীশূরে সামা... বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাব, মধ্য ভা... রাজপুতনা, কুর্গ, আসাম, ও ব্রিটীশ... বারিবর্ষণ হয় নাই। কৃষিকার্য্য চলিতেছে। চ... কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক... পীড়ার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। কতক... বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। নিবাকুসের দেশ... নিলিক সাহায্যের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবে... উনি দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন করিতে যত্নবান... য়াছেন।

আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে উত্তর দিকে ম... রাখিয়া শয়ন করার নিষেধ আছে; কিন্তু গ্রীষ্টি... ইউনিয়ন নামক সংবাদ পত্রে বর্ণিত বি... উহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। জার্ম্মানির... জন চিকিৎসক বৃদ্ধ বয়সে মানবলীলা স... করেন। উঁহার উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া... করা অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, পৃথিবীর উ... কেন্দ্রে চুম্বকের আকর্ষণ আছে। মানব দেহে ... পদার্থ থাকাতে সেই পদার্থ আকৃষ্ট হয়। ইহ... তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়ীভূত করিয়া রাখিয়াছি...

সুরাটের কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি চারি... টাকার মূলধনে একটী বস্ত্রবয়নের কল করি... উদ্যোগ করিয়াছেন। নবাব মীর আলম খাঁ সা... এই দলের সভাপতি।

জাপানের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ... য়াছে, অটগুকা নিনাকিনি নামক এক ব্যক্তি ... প্রকার পদার্থের দ্বারা বন্দুক ও কামান অ... নির্ম্মাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন... লৌহ নির্ম্মিত কামানের ন্যায় শক্ত অথচ অতি... হইবে।

ঈষ্ট বলেন, নারায়ণ গঞ্জের বন্দরে বোর্নিও... কোম্পানির একটী বিপুল অট্টালিকা ভূমিসাৎ ... য়াতে কতকগুলি ভদ্র লোক হত ও কয়েক... আহত হইয়াছে।

ঢাকায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে... বর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব এবং কন্যাটী কায়স্থ বংশোদ্ভ...

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া ন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা- ইণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮ ন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১০৮০ আনা। নগদ বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং স্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সুতিকা[illegible]গ্রহণী, এবং সংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক বস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে- প পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া- , তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন আছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিয়ে তে হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার টিকিট ইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়। ক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম ক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন , মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রা- লীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও র ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় লা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক র্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ ন মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ গে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী রোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া- ন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ বখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে- ষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল- মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শুক্ল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৸০
প্যাকিং খরচা	/০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশ মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদ- য়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসক- লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমে সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রক আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং চলে। এই ঘড়িব চলিবার কল সকল ইং কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আ রিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম কেভ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে হার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নি কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল বিশিষ্ট আট প্রিকার্ডার মূল্য ৪৸০ ও তদোধিক মূ সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বাড বক্স প্রভৃতি যাব বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যন্ত্রের সহিত গু হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ য়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সু দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাত

রোগাঙ্কুশ।

৬ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদ মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সকল প্রকার উ ময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দো স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃ ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক আ

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৫০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৩ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ৭ ই নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪॥৽, অসমর্থ পক্ষে ... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে।

মহোদয়ের সহিত আমাদিগের এক[illegible] আলাপ পরিচয় [illegible] কিন্তু সময়ে সময়ে [illegible] প্রকাশে প্রকাশিত [illegible] সদ্যুক্তিপূর্ণ এক[illegible] খানি পত্র পাঠ করি[illegible] প্রীতি লাভ করি, [illegible] তাঁহার লেখা [illegible] একজন সমাজ- [illegible] তাঁহার পবিত্র [illegible] আনন্দ [illegible] ভগবতী চরণ দে স্বাক্ষরিত [illegible] পাঠ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত [illegible] হইল। সম্প্রতি [illegible] কার্তিকের সোমপ্র- [illegible] ভগবতী বাবুর লিখিত [illegible] পত্র কয়েকটির মধ্যে [illegible] প্রশ্নটী পাঠ করিয়াই অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট [illegible] তত্ত্ব কৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়ের উত্তরের [illegible] নিরীক্ষণ করিলাম কি। তাঁহার অসম্বদ্ধ [illegible] ভাবের উত্তর পাঠ করিয়া অতিশয় বাধিত [illegible] পুনশ্চ ভগবতী বাবুর শেষ পত্রখানি আগ্র- [illegible] সহিত পাঠ করিলাম। তত্ত্ব কৌমুদীর প্রথম [illegible] প্রশ্নের উত্তরে ভগবতী বাবু যাহা লিখিয়াছেন [illegible] পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি ও [illegible] উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্ত- [illegible] সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। [illegible] ভগবতী বাবু তত্ত্ব কৌমুদীর প্রথম প্রশ্নের উত্ত[illegible] প্রতিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত [illegible] নেরা মহাভ্রমে পতিত হইতাম। ঈশ্বরের নিকট [illegible] র্থনা ভগবতী বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সমা- [illegible] উন্নতি সাধন করুন। আশা করি পূজনীয় [illegible] সম্পাদক মহাশয় আমার এই পত্র খানি [illegible] সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

[illegible] কার্তিক } শ্রীরাজকুমার দাস।
গাইবান্ধা।

অভিনয় সমালোচন।

কতদিন হইতে আমাদের নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন নাট্যশালায় মনের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। অর্থ দিয়া টিকিট কিনিয়া যতবার অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছি, ততবার বিষম ক্ষুব্ধ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি; এমন কি সময়ে সময়ে রঙ্গ ভূমিতে অনেকানেক অভিনেতার অন্যায় অভদ্র আচরণ, কোন কোন অভিনেত্রীর পবিত্র চক্ষুর পীড়াদায়ক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও রসনা দ্বারা পরিহাস এবং তদ্দর্শনজনিত কুরুচির পরিচায়ক দর্শক বৃন্দের [illegible] করতালি দেখিয়া আমাদের মন এমন ব্যথিত হইয়াছিল যে আমরা সহজেই এই স্থির করিয়াছিলাম, আমাদের দেশীয় নাট্যশালাগুলি কোন কালেই আমাদের আশানুরূপ সুসংস্কৃত ও সমুন্নত হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস মনের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, অত্যল্পকাল গত হইল একদিন আমরা কথা প্রসঙ্গে আমাদের কোন সুশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমাদের নাট্যশালাগুলি কত দিনে এবং কেমন করিয়া উন্নতির সমুচ্চ সোপানে উপনীত হইতে পারে? ইহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে এই উত্তর দান করেন যে, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদৃশ কোন মহাত্মা নাট্যশালার নেতা হইবেন, সেই শুভময়দিন হইতে দেশীয় নাট্যশালাগুলি উন্নতি মার্গে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের বন্ধুর কথা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনিও আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কথা যে পরিমাণে অসম্ভব দেশীয় নাট্যশালাগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভও সেই পরিমাণে অসম্ভব। সে যাহা হউক, আমরা তত দূর চাই না; কারণ আমরা জানি যে যতদিন ভারত সমাজ উচ্চজ্ঞান ও উচ্চ সভ্যতার সুবিমল আলোকে সমুজ্জ্বল না হইবে, যতদিন ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না নামিবেন, ততদিন সেরূপ পূর্ণ উন্নতির আশা করা ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। কিছুকাল গত হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমারী প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ভারত সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার তুল্য কয়টী সুসংস্কৃত পরিবার আছে যে, তত্তৎস্থানে বাটীর পুত্র কন্যাগণ দ্বারা অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে? সুতরাং এখন উক্ত বিষয় আমাদিগের নিকট আকাশ কুসুম বা সাগর কমল সদৃশ অসম্ভব বোধ হয়। এখন সাধারণতঃ আমাদের সমাজের যেমন অবস্থা, তদনুসারে আমরা এই চাই যে আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জ্জিত রুচিমান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন পাইলেই প্রস্তাবি[illegible] বিষয়টী অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৩ই কার্তিক সোমবার পাথুরিয়াঘাটা রাজভবনে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশালায় (National theatre) অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এ[illegible] রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচিরকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন। অতঃপর আমরা উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে অগ্রসর হইলাম।

রঙ্গ ভূমিতে "সীতার বনবাস" অভিনীত হ[illegible]ছিল। অভিনয় যার পর নাই মনোহর হইয়াছি[illegible] ইতিপূর্ব্বে দেশীয় কোন নাট্যশালায় এরূপ মনোহ[illegible] অভিনয় হয় নাই! অভিনয় স্থলে প্রায় ২০০ উচ্চ[illegible] সম্ভ্রান্ত বংশজাত সুশিক্ষিত লোকের সমাগম হই[illegible]ছিল। সকলেই অভিনয় দর্শনে বিমোহিত হই[illegible]ছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা পূর্ব্বে আর কখন এক সময়ে এত অধিকসংখ্য সজ্জন মণ্ডলীর মনো[illegible]রঞ্জন করিতে পারে নাই।

এই সুযোগে আমরা উল্লিখিত অভিনয়ের [illegible] একটী দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম।

রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রাভিনয় আমাদের আ[illegible]রূপ না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। রামবে[illegible]ধারী যুবকের কণ্ঠস্বর কর্কশ না হইলে এবং [illegible] বিশেষে উহা অধিকতর ললিত অথচ গম্ভীরভা[illegible] ধীরে ধীরে বিনির্গত হইলে অতি উত্তম হই[illegible] লক্ষ্মণ-বেশী যুবক অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ও [illegible] হইলে এবং যুবকের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হ[illegible] আরও ভাল হইত। আসল জিনিষ নকল ক[illegible] দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করাই যখন অভিন[illegible] লক্ষ্য, তখন সেই নকলটী যত অধিক পরিমাণে আ[illegible]লের অনুরূপ হইবে, ততই অভিনয়ের গৌরব [illegible] হইবে এবং দর্শকবর্গও বিভ্রমবিমুগ্ধ হইয়া অ[illegible]সীম হর্ষানুভব করিবে। এই সকল প্রধান বি[illegible] নাট্যশালার অধ্যক্ষ বর্গের মন প্রযত্নে দৃষ্টি [illegible] উচিত।

সীতা-চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে অভিনীত [illegible]য়াছিল। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর [illegible] গভীর বিষাদের কালিমা ব্যাপিয়াছিল এবং [illegible] নেত্রীর যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা কোমলতা ও [illegible] প্রতিমারূপে শোভা পাইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম[illegible] খেদোক্তি ও বিজন বনমাঝে "লজ্জারাখ শিব[illegible] ও মা লজ্জানিবারিণী" ইত্যাদি ঘোর নৈরা[illegible] ব্যঞ্জক ও হৃদয়বিদারক গান শ্রবণে সমবেত [illegible]

র মধ্যে অনেককেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হই-
ল।

ছটি অল্পবয়স্ক অভিনেতা সুন্দররূপে সজ্জিত
া চারুদর্শন কুশীলবের চরিত্রের অভিনয় করিয়া
। ইহাদের অভিনয় দর্শকগণের এত মনোহর
াছিল যে ইহারাই যে পূর্ব্ব অঙ্কে সীতার সহচরী
শ কাননে গান গাইতে গাইতে পুষ্পচয়ন করি-
ছিল, তাহা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা-
অভিনয় আমাদের পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া-
।

রাক্ষসী নিকষা ভীষণ বেশে রঙ্গভূমিতে
স্থিত হইয়া পিশাচীর হৃদয়ের পৈশাচিক বৃত্তির
চয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিলক্ষণ মাতাইয়া-
।

সংক্ষেপতঃ—সীতা, ঊর্ম্মিলা, ও কুশীলব
াৎকৃষ্ট হইয়াছিল। রাম লক্ষ্মণ ও নিকষাও
ৃষ্ট হইয়াছিল। সুমন্ত্র মন্দ হয় নাই। মহর্ষি
কি আশানুরূপ ভাল হয় নাই। অন্যান্য
গুলির অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গান-
সুন্দররূপে গীত হইয়াছিল।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক—যে স্থানে
সরযূ প্রান্তবর্ত্তী ভয়াল শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন-
ন-মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাকে রামের
আজ্ঞা জানাইয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং
াথা সীতা ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে আপনার দুর-
ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বন
দিগের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন এবং
শেষে বিবশা হইয়া লিবরাণীর চরণে আশ্রয়
া করিতেছেন, সেই স্থানটী অতি সুন্দররূপে
ীত হইয়াছিল। আবার চতুর্থ অঙ্কের যজ্ঞস্থলে
ানে রাম সীতার পরীক্ষাপ্রয়াসী হইলেন এবং
দারুণ অভিমানভরে পতি-হস্তে প্রাণসম
-লবকে সমর্পণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে লুকা-
 এবং রাম সীতার অদর্শনে দুঃখে ও ক্রোধে
 হইয়া পৃথিবীর বক্ষ বাণ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত
লন সেই স্থানটির অভিনয়ও অতি মনোজ্ঞ
াছিল।

ক্রমে আমাদিগের সমালোচনা শেষ হইয়া
ল। উপসংহারকালে আমরা আর দুই একটি
বলিয়া নিরস্ত হইব। নাটাশালার অধ্যক্ষবর্গের
ট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা উহার
্গীন উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন। পুরুষ
অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে অধিক পরিমাণে
াযোগ দান করুন। বলা বাহুল্য যে পুরুষ-
অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শনে
ারা অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।
নাট্যশালা জঘন্য আমোদ প্রমোদ ও অসভ্যতা
প্রকাশের স্থান নহে, এ কথা যেন তাঁহারা কার্য্যে
দেখাইতে সমর্থ হন। অতঃপর আর যেন আমা-
দিগকে কোন সময়ের নিমিত্ত ভাঁড়ামি পূর্ণ, অসার
বালারসোদ্দীপক গ্রন্থের অভিনয় দর্শনে বাধিত
হইতে না হয়। তাঁহারা চেষ্টা করুন, উৎকৃষ্ট দৃশ্য
কাব্যগুলির মনোহর অভিনয় প্রদর্শনে সাধারণের
নিকট যশস্বী হইতে পারিবেন। এস্থলে দেশীয় ধন-
শালী মহাত্মাদিগের নিকট সানুনয় এই প্রার্থনা যে
তাঁহারা কোন সদনুষ্ঠান উপলক্ষে আমোদ জন্য
নিকৃষ্ট বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যগীতে রাশি রাশি অর্থ
অপব্যয় করার পরিবর্ত্তে সুরুচিসম্পন্ন মহারাজ
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রদর্শিত পথ অবল-
ম্বনে দেশীয় নাট্যশালাগুলিকে উৎসাহ দানে উহা-
দের উন্নতি বিধান করুন।

১০ নং কাশীঘোষের লেন
মানিকতলা ষ্ট্রীট।
১৮ ই কার্ত্তিক, ১২৮৮

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

একটী জিজ্ঞাসা!

বিগত ৯ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রে লিখিত কয়েকটী প্রশ্ন তাহার উত্তর এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

জাতিভেদ রহিত করাই—উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাছে উপবীত থাকিলে মূর্খ—পৌত্তলিকেরা হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া মনে করে এই জন্য অনেক মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্মকে ও জাতিভেদকে নিন্দা করিয়া উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। পদাঘাত করুন, কি করিব ও কি বলিব; বলিবার কিছুই নাই। তবে একটী কথা বলিতে এবং জানিতে হইতেছে। যদি জাতিভেদ দূর করিয়া সাম্যমতাবলম্বী হইবার জন্য উপবীত পরিত্যাগ করা ও হিন্দুধর্ম্মকে এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর ও বিশুদ্ধযুক্তির অনুমোদিত হয়, তবে উপবীতের সহিত উপাধিটি ত্যাগ করা হয় না কেন? অমুক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করুন, "মহাশয়! আপনার নাম কি?" তিনি তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে স্ফূর্ত্তির সহিত বলিবেন, "অমুক চট্টোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায়"। এইরূপ সকল ব্রাহ্মই প্রায় বলিয়া থাকেন, অমুক দাস, ঘোষ
অমুক দে, দত্ত ইত্যাদি। এরূপ বলিবার অর্থ
আমাদের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ইহাই বোধ
ব্রাহ্মণ জন্য পৈতা ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মই হউন,
যাহাই হউন উচ্চবংশজাত বলিয়া তাঁহার মনে
অহঙ্কার আছে, সে অহঙ্কার দূর হয় নাই। য
যিনি জাতিভেদ দূর করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে ডোম চ
লের সহিত সমানজাতি ও সমান স্বত্বাধি
বলিয়া মুখে পরিচয় প্রদান করেন; যিনি বা যাঁ
সুসভ্য ও উন্নত হইয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ
লিক পিতামাতাকে প্রতিপালন না করিয়া ঈশ
হস্তে তাহাদিগকে পিতামাতার ভার সমর্পণ ক
"যে পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ; যে মাতা ধ
হইতেও গরীয়সী" সেই পিতামাতার ঋণ পরি
করিতে সকলকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকে
তাঁহাদের পিতৃ পিতামহের স্বত্বাস্পদ চট্টোপা
বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিতে আবশ্যকতা
পৈতার সহিত সে উপাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।
পিতার নাম বলিবার আবশ্যকতা হইলে তা
উপাধি সংযোগ করা যুক্তিসঙ্গত।

যাহাঁর উপাধি রহিল; সদর্পে যিনি আপ
নাম "অমুক চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায়" ব
পরিচয় দিলেন, যাহাঁর মনে ব্রাহ্মণ বা অন্য
উচ্চ হিন্দু কুলে জন্মিয়াছি, এই কুসংস্কার বা অহ
রহিল; তিনি বাহিরে উপবীত পরিত্যাগ বা
ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া কায়স্থ, কুম্ভ
বা ক্ষৌরকারের সহিত বিশেষ একত্র বসিয়া র
পবিত্রপ্রিয় সুসিদ্ধ লুচি, সন্দেশাদি ভক্ষণ কর
কি জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন?
নষ্ট নয়। বাহিরে ঐ রূপ করুন, কিন্তু সত্য ম
কথা বলিতে কি, অন্তরে তাঁহার "জাতি" অ
সর্ব্বদা জাগরিত। জাগরিত বলিয়াই তিন
বা জাতিজ্ঞাপক উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকে
তাই বলি, যখন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৈ
ফেলিয়া দিয়া বা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার
ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া সকলের সহিত এ
আহার করতঃ জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে কৃতসং
হইলেন, তখন আর জাতিজ্ঞাপক উপাধি
প্রয়োজন কি? ইহা কি ব্রাহ্মগণের বিশ্বাস
কার্য্য নহে? আমরা বলি, ব্রাহ্মমতে একটী সা
উপাধি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই
কার্য্য। যখন সকল জাতির বা সম্প্রদায়ের বি
বিভিন্ন উপাধি আছে; যখন অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু
উপর খড়্গহস্ত, তখন অনর্থক হিন্দুধর্ম্মের
কেবল মাত্র উপাধিটি লইয়া ঋণী থাকিবার প্রয়ো
কি? উত্তর দিতে পারেন, এ বিষয়ে সাধারণ

র বা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের কিরূপ
হইবে।

পীরপৈঁতি। } শ্রীবিহারিলাল চট্টো-
লপুর ১১ই কার্ত্তিক } পাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২৩এ কার্ত্তিক সোমবার।

পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন, আমরা একবার
য়াছিলাম, চালিসমরা পথ ঘাট প্রভৃতির না
ল মফস্বলে পদার্পণ করেন না। আমাদের সেই
কার সার্থকতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই বাক-
মিউনিসিপালিটীর সভাপতি আলিপুরের কলেক্ট
হেব গত সোমবার আমাদিগের গ্রামে শুভ
র্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের অবস্থা
য়া যদি তাঁহার মনে ইহার উন্নতিসাধক কোন
র ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে
াদের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু
খের বিষয় এই, মিউনিসিপাল টাক্স দিয়া আমরা
ন সুখস্বচ্ছন্দে আছি, আমাদের স্বাস্থ্য কেমন
ত হইয়াছে, তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না।
তিনি একবার বর্ষাকালে গ্রামে প্রবেশ করি-
, সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিতেন।
রা সে অনুরোধও করিয়াছিলাম। আমাদের
গ্যাক্রমে সে সময়ে গ্রামটী দর্শন করেন নাই।
কারণে তিনি গত সোমবার শুভাগমন করিয়া
লন, তাহা এই:—
কয়েক ব্যক্তি মিউনিসিপাল টাক্স দেন নাই।
কারী সভাপতি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন
। তন্নিমিত্ত তিনি সভাপতির সাহায্য প্রার্থনা
লন। সেই কারণে সভাপতি স্বয়ং আসিয়াছিলেন।
ন অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন।
রা টাক্স দেন নাই, কি কারণে দেন নাই, তাহা
রা বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের টাক্স না
র যদি এই কারণ হয়, তাঁহারা এমন কথা
ন, আমরা যে টাক্স দিয়াছি, তাহার কোন ফল
তে পাই নাই। টাক্স দিবার দুটী প্রধান
দেশ্য। এক, গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যসাধন, দ্বিতীয়,
মের সৌষ্ঠবসম্পাদন। আমাদের গ্রামে এ পর্য্যন্ত
র অন্যতর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই।
জঙ্গল ... র খননাদি দূরে থাকুক, গ্রামের জল
মের ... এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রামের
র উৎকর্ষের এই মাত্র পরিচয় দিলেই পর্য্যাপ্ত

হইবে যে দারুণকষ্টজীবী ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়াও
প্রসন্ন বদনে গ্রামে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করে না।
যদি ট্যাক্স দিয়া আমাদের কোন ফলেরই লাভ না হয়
তবে আমরা ট্যাক্স দিব কেন? যদি কেহ এই
আপত্তি করেন, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সেটী কি
অসঙ্গত বলেন? যে নিমিত্ত টাক্স দেওয়া, সে কার্য্য
না করিয়া ট্যাক্স লওয়া কি অন্যায় কার্য্য নয়? এ
অবস্থায় যিনি ট্যাক্স দিলেন না, তিনি অন্যায়কারী?
না যিনি ট্যাক্স লইলেন, তিনি অন্যায়কারী?

দেশীয় আমলাদিগের প্রতি কর্তৃপক্ষের কঠোর
ব্যবহার।

কি আদালতে, কি অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে,
সময়ে সময়ে কর্ম্মচারিগণ নিরতিশয় মনোবেদনা
পাইয়া থাকেন। এ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি
পদস্থ কর্তৃপক্ষীয়েরা অনেক সময়ে সদয় ব্যবহার
করিতে বিস্মৃত হইয়া পড়েন। একে ত এ দেশীয়
লোক সকল বিষয়েই সাহেবদিগের কৃপাপাত্র।
তাঁহাদের নিজের কোন যোগ্যতা নাই, সকল
কাজেই সাহেবদের মুখাপেক্ষা করিতে হয়;
তাহাতে আবার এক এক সময় আশ্রয়দাতৃগণ
কঠোর ব্যবহার দ্বারা এ প্রকার নিরুৎসাহ
করিয়া দেন যে তাঁহাদের যতটুকু যোগ্যতা থাকে
তাহারও হ্রাস হইয়া যায়। পাঠক! শুনিয়া থাকি-
বেন, আজ অমুক সাহেব আমলার জরিমানা করি-
লেন; কাল হয় ত কোন আমলার বেতন কমাইয়া
দিলেন; পরশ্ব: কাহাকেও পদচ্যুত করিলেন।
দুঃখের কথা, এ প্রকার শাস্তিবিধান করা প্রায়
অনেক সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতা ও
অন্যান্য রাজধানীতে আমলাদিগের দণ্ড প্রায় ইহার
অপেক্ষা কঠিন হয় না। কিন্তু জেলার মধ্যে বিশে-
ষতঃ মফস্বলে দণ্ডগুলি আরও কিছু কড়া রকমে
সিদ্ধ। তত্তৎস্থলে সাহেবেরা আমলাদিগকে কটু-
বাক্য প্রয়োগ এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া
থাকেন। আমরা এমন কথা বলি না যে, সকল
সাহেবই এ প্রকার নিষ্ঠুর ও হিতাহিত বিবে-
চনা শূন্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রকুলো
দ্ভব, সচ্চরিত্র এবং অমায়িক তাহা আমরা অবশ্য
স্বীকার করি। কিন্তু এক এক সময়ে তদ্বিপরীত
চরিত্রের লোকও হতভাগ্য আমলাদের ভাগ্যে
পতিত হন। এরূপ অবিবেচক উদ্ধত স্বভাবের
লোক নিতান্ত অল্প নহে। বৎসরের মধ্যে অনেক
স্থান হইতেই ত অসন্তোষের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত
হইতে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এবং গবর্ণর
জেনরলের সভা আবেদন পত্রে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।
ধর্ম্মপরায়ণ সভ্য রাজার শাসনে সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহার,

অমায়িকতা ও বাৎসল্যভাব বিরাজমান থাকি
ইহাই প্রার্থনীয়। রাজা, প্রজার ধন মান প্র
জাতি কুল সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা। তিনি প্রজাবর্গ
পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন এবং সদয়ভাবে পালন ক
বেন। প্রজা, নৃপতিকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিয়া য
যোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি করিবেন। প্রভু, ভৃত্যকে ভ
পোষণ করিবেন, কদাচ তাহার প্রতি কটূক্তি
প্রয়োগ কিম্বা নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন না। ভৃত
প্রভুকে প্রীতি করিবেন এবং সাধ্যানুসারে তাঁ
ন্যায়ানুগত আজ্ঞা পালন করিবেন। সভ্য সমাজে
ত এই রীতিই পূজনীয়। পৃথিবীতে ইংরাজজা
সভ্যতাবিষয়ে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরো
করিয়াছেন। তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্র
বলী পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মানুষ
মন যতদূর নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইতে পা
তাহা যেন এককালে হইয়া গিয়াছে,—চিত্তের প
কোন স্থান সঙ্কুচিত নাই, ইংরাজিশাস্ত্র তাহা প্রতি
করিতেছে। কিন্তু এমন পবিত্র জাতির পুস্তকের নী
পদ্ধতি যদি চিত্তবৃত্তির ও কার্য্যপ্রণালীর বিপরীত
তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয় হয় না? সাহে
কোন হিন্দু বা মুসলমানকে চিরস্থায়িরূপে কে
কাজে নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে কোন অ
রাধ নাই, কেবল খামখেয়ালী কর্ত্তৃপক্ষের হঠকারি
প্রবৃত্তির বলিদানের নিমিত্ত নিঃসংশয় কর্ম্মচা
শিরশ্ছেদ করিলেন। দণ্ডও চিন্তা করা নাই, বি
চিত ন্যায় অন্যায় ভাবিয়া দেখা নাই; মনে
সেই খেয়ালকে শান্ত করা চাই। তাহাতে
কাহার মনের কষ্ট হয়, মানের হানি হয়, কি সর্ব্ব
হয়,—হউক। এইরূপে কত মানী ব্যক্তির
গিয়াছে; পদস্থ ব্যক্তির পদহানি হইয়াছে; নি
পরাধ ব্যক্তি জনসমাজে নানা দোষে দোষী ব
প্রমাণিত হইয়াছেন; কত ব্যক্তি বৃদ্ধকাল প
সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবশেষে নিমি
সরে হঠকারিতা প্রভাবে পেন্সনের আশায় জলা
দিয়াছেন।

এইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার কেবল আজ
শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে। পূ
এমন দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। মহাম
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনেও আমলা
প্রতি বিস্তর কঠোর অন্যায় আচরণ করা হইয়া
পাঠক! বিবেচনা করিবেন না যে, এটী শু
ইংরাজ শাসনের কাদাচিৎক ঘটনা। মধ্যে
অনেক সাহেব আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচ
প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স
সময়ে এ প্রকার দুঃশীল আচরণ এত প্রবল
উঠিয়াছিল যে, এক একবার তন্নিবারণ জন্য নি

নেও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা
খিতে পাই, অদ্যাবধি এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ কিছুই
দর্শে নাই। আমরা পূর্ব্বতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ম্পানির অধ্যক্ষ সভাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দি,
রা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখি
নিমিত্ত নিরপেক্ষ ভাবে কত উপায় ভাবিতেন।
চারী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার ভৎর্সনা
তেন এবং সুযোগ্য নিরপরাধ আমলাদিগকে
রাখিবার জন্য কত উপদেশ দিতেন। ১৮৫১
ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ সভা উত্তর
চমাঞ্চলের রেবিনিউ বোর্ডের রিপোর্ট হইতে নিম্ন
খিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেন—"কখন কখন
পক্ষের হঠকারিতা দোষে নিরপরাধ দেশীয়
চারিদিগকে পদচ্যুত করা হয়। অনেক স্থলে
ীয় আমলারা একজন কর্ত্তার একাধিপত্যের
ন। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, যাহা ইচ্ছা তাহাই
তে পারেন। আমলাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করি
ক্ষমতা তাঁহার হাতেই সমর্পিত আছে। সুতরাং
ন কোন আমলাকে একেকালে কর্ম্মচ্যুত করিলে
া নিষেধ করিবার কর্ত্তা কেহই নাই।"
বোর্ডের জনৈক অধস্তন সভ্য একবার লিখিয়া-
লন যে, গবর্ণমেণ্টের দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের
ি এরূপ অন্যায় অত্যাচার সমুচিত নহে।
ষ্টই মহামান্য অধ্যক্ষসভা বংশপরোনাস্তি অনু-
চনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে,—এই সমস্ত
ষ্ট পাঠ করিয়া আমরা অতীব মনঃপীড়া পাই
ছ। সাহেবেরা যদি দেশীয় কর্ম্মচারিদের প্রতি
দা এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এমন হয়
ব তাঁহাদের পক্ষে এটী সম্পূর্ণ অখ্যাতির কথা
দহ নাই। যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ
ওয়া হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে
চারিদের প্রকৃতি অনেক শান্ত হইয়া পড়িবে
ং তাঁহারা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা করিবেন। কোন
ক্তিকে কার্য্যবিশেষে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিলে
ান্য কারণেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা বিধেয়
। কর্ত্তব্য কর্ম্মে শঠতা বা দুঃশীলতা প্রকাশ
িলে, কার্য্যে জ্ঞানকৃত ঔদাসীন্য ও অবহেলা
খাইলে কিম্বা চরিত্রগত দোষ ঘটিলে আমলাদি-
ক কর্ম্মচ্যুত করা যায়। এমন সকল ক্ষেত্রে এই
মশাস্তি ন্যায়ানুমোদিত বটে। আমরা বিবেচনা
ি, অসৎ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম না দিলে
ং সমধিক উপকারেরই সম্ভাবনা। তাহা হইলে
কল কর্ম্মচারীই সাধুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন
িবেন,—এ একটী সামান্য প্রলোভন নহে।
কান আমলা অপরাধ করিলে আফিসের কর্ত্তা
বিষয় তাঁহার প্রধান ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিবেন,
এবং গুরুতর বিষয় হইলে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত জানা-
ইবেন। এ ভিন্ন সহসা একটা নিষ্পত্তি করা উচিত
নহে।

সন্দেহ কোট অব ডিরেক্টর মহোদয়গণ আমলা-
দিগের মানসম্ভ্রমাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই
প্রকার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার যেমন
প্রকৃতি, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও তদনুরূপ। লর্ড
লিটন বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া যে প্রকার কীর্ত্তি
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।
তিনি এই কথাটা লইয়া ১৮৭৭ সালে একবার কিছু
কিছু আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ
দেশের যেমন বন্ধু, তাহা কাহাকেও পরিচয়
দিতে হইবে না,—মোটামুটী কতকগুলা কাজেই
তাহা এ দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেরই মনে
অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণর
জেনরেল কতদূর তদন্ত করিয়াছিলেন, বলিতে
পারি না; কিন্তু তিনি আহ্লাদ সহকারে লিখিয়া
গিয়াছেন যে,—স্থানিক প্রধান প্রধান সাহেবেরা
দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন বলিয়া
সময়ে সময়ে অনেক আবেদন পত্র ইণ্ডিয়া গবর্ণ-
মেণ্টে প্রেরিত হয়। যাহা হউক, আহ্লাদের
বিষয়,—কোথাও অন্যায় পূর্ব্বক কোন আমলার
প্রতি এ প্রকার শাস্তি বিধান করা হয় নাই। বলি-
বেন না ত কি;—লর্ড লিটনের মুখ হইতে এমন
কথা বিনির্গত না হইলে শোভা পাইবে কেন?
যিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের উপযোগিতা
স্থির করিয়াছেন, অস্ত্রসংক্রান্ত আইনের ঔচিত্য
নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন; কাবুল অভিনয়ের নট
নটীর নেপথ্য বিধান সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি যে
হঠকারী কর্ত্তাদের অঙ্গ কলঙ্করেখাপরিশূন্য দেখি
বেন না, তাহাও কি কখন হইতে পারে? তাঁহার
চক্ষে স্বজাতির সমস্তই পবিত্র; অপবিত্র যত কিছু,
তাহা এ দেশীয় লোক, আর এ দেশীয় লোকের
রীতিনীতি কাজ কর্ম্ম।

পাঠকমহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন, সাহেবেরা ভারত-
বর্ষবাসিদের প্রতি অসদাচরণ করিলে তাহা সপ্র-
মাণ করা কেমন দুরূহ ব্যাপার! ব্রহ্ম নিরূপণ হয়,
বায়ুকে ধরিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু আমলা-
দের প্রতি সাহেবেরা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, তাহা
সপ্রমাণ করিতে পারে এমন কাহার ক্ষমতা? কোন
জটিল কাজে, কেহ অপ্রস্তুত হইবেন যদি এমন অনু-
মান হয়, তবে স্বজাতির সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সকল
সাহেব মিলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন। সুতরাং
নিঃসহায় ভারতবাসিরাই সকল ক্ষেত্রে মারা গিয়া
থাকেন। ভাল, অনাথের দুঃখ শুনেন, এমন আমরা
একজন সুহৃদ পাইয়াছি। তবে লর্ড রিপন কি এ
বিষয়ে কিছুই করিয়া যাইবেন না? এটী ত তুচ্
কথা নয়? কৃষক যেমন হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়
শস্য জাত উৎপাদন করে, ধনী লোকের পাচ
পাচক হইতে নানা রসে নানাপ্রকার উপাদে
সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে; রাজ কার্য্যে ত তাহা
দেখিতে পাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিরাই রাজো
পৃষ্ঠবংশ; যত টুকু গুরুতর ভার তাহা তাঁহাদের
মস্তকের উপর দিয়া যায়। উচ্চপদস্থ মহাপুরুষে
সুখে উপাদের ফল ভোগ করেন। যাঁহারা রাজে
এত হিতকর, তাঁহাদের প্রতি কি নিদয় ব্যবহ
শোভা পায়?—না; সভ্য জাতির তাহা উচি
কর্ম্ম? ইংলণ্ড আপনি সভ্য হইয়াছেন, তিনি অপ
রকেও সভ্য করুন। ইংলণ্ড সকলের প্রতি সমদৃ
রাখিতে বলেন, তবে স্বয়ং কার্য্যেও তাহা সম্প
করুন। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদের মান সম্ভ্রম রক্ষ
করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিত
হয়,—এ ব্যবস্থা ইংলণ্ডের নীতিসঙ্গত। কিন্তু ল
রিপনের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি ভিন্ন এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তি
কে করিবে? আশা করি, আশানুরূপ সৎপাত্র পাই
য়াছি তাই ভরসা করি,—আজ লর্ড লিটন থাকিত
ভ্রমেও এমন কথা মুখে আনিতাম না,—কাতরে
কাতরোক্তি শুনেন বলিয়া আমরা মহাত্মা রিপনের ক
গমনে আশ্বস্ত হইয়াছি, তাই বলিতেও পারি, দেশী
কর্ম্মচারিদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচারের কিরূ
নিবারণ হইবে এইবার তাহার উপায় কর
অনেকবার অত্যাচার নিবারণের কথা উল্লিখিত হ
য়াছে, ওবিষয়ে সর্কিউলর জারিও হইয়াছে; কি
তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই। আমলাদের প্র
ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার হয়, তাহা সকলেই জানেন,
আমরাও জানি; কিন্তু তাহা কিরূপে দূরীকৃত হই
সে কথা কর্তৃপক্ষেরাই বলিতে পারেন, আম
কিছুই বুঝি না।

হিন্দু সংস্কৃত শাস্ত্রের পুরুদ্ধার এবং সংস্কৃতের
অনুশীলন।

পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তন্ম
সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম। কেবল হিন্দুরা আ
শ্লাঘা প্রকাশের নিমিত্ত এমন কথা বলেন না, ভূ
ণ্ডলের যাবতীয় সভ্য জাতি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীক
করেন। পণ্ডিতগণ নানা দেশের ভাষা শিক্ষা কর
শব্দ শাস্ত্রের সহায়তায় পুরাতন ইতিহাস সঙ্ক
করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতের তুল্য প্রাচীন
কোন ভাষা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল
পুরাতন কালের সকলি কুৎসিত এবং কদাকা
ভোজ্য দ্রব্য বল, বসন ভূষণ বল, গৃহাদি বল
কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট

চিসম্পন্ন নহে। ভাষা—তাও কিবাত বর্ব্বর
নির মুখে অবাক্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত
 সেরূপ নয়, প্রাচীন বলিয়া ইহার
 অঙ্গটী খঞ্জ, নব লাবণ্যবিহীন, শরীরের
াও একটী অলঙ্কার নাই, তাহা নহে। সংস্কৃত
 মার্জ্জিত,পরিপুষ্ট এবং নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত।
 দেবমাতৃক তাহার অনুপম গুণে মুগ্ধ হইয়া
াদের গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণ লুপ্ত গ্রন্থের
র এবং সংস্কৃতের সবিশেষ অনুশীলন নিমিত্ত
র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের
তন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে
মেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ চব্বিশ
ার টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ টাকার মধ্যে বঙ্গ-
 ৩২০০ টাকা; অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমা-
 ৩২০০ টাকা; মান্দ্রাজ এবং মহীসুরে ৩২০০
; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা; বোম্বাই, রাজপুতানা
 মধ্য প্রদেশে ৮০০০ টাকা; এসিয়াটিক সোসা-
ক ৩০০০ টাকা; মুদ্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাকা;
 বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০
 দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনু-
ন্ধী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার
কারিগণ ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১০০০
হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।
নিদের রাজার পুস্তকালয়ে অন্যূন ২০০০ দুই
ার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয়
লিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক
 করা হইয়াছে। সাকল্যে ৯৫৬ খানি তাঁহারা
সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতক
 ক্রয় করা হইয়াছে। এবং কতক গুলি নকল
য়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছাপা পুস্তক ৬৫৬
 পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র পুস্তকের
 ১৬১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে
াংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অশ্রুতপূর্ব্ব;
গুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না।

বোম্বাইর অধিকারভুক্ত প্রদেশে পুরাতন
ত পুস্তকের অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু
ানে এ পর্য্যন্ত নূতন পুস্তক একখানিও আবি
ত হয় নাই। তথাকার চিফ্ কমিশনর লিখিয়াছেন
 রেঙ্গুনের উচ্চ শ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের পালি ভাষার
াপক নূতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিষয়ে অচিরে
 কার্য্যে হইবেন।

র পশ্চিমাঞ্চলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডিরাজ শাস্ত্রী
 কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বহু-
 দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অযোধ্যায়
ত দেবীপ্রসাদের হস্তে এই কার্য্যভার বিন্যস্ত
ছিল। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ব
সমেত ১৬০ খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

পঞ্জাব প্রদেশে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পণ্ডিত এই
কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত হৃষীকেশের
পুস্তকালয়ে ৫০০ খানি পুস্তক দর্শন করেন। তন্মধ্যে
২২৭ খানি হস্তলিখিত। ইহার মধ্যে ২৭ খানি
দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত জনবন্ত প্রসাদের পুস্তকালয়ে
২৫০০০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১৯০০ খানি
নির্ব্বাচন করিয়া দেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে
১৫৭ খানি দুর্লভ ও বহুমূল্য বস্তু। পণ্ডিত নিলধা-
রের পুস্তকালয়ে ৪৩০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে
১০ খানি দুষ্প্রাপ্য।

মান্দ্রাজ এবং মহীসুরে শ্রীযুক্ত ওপ্পার্ট এবং বর্ণেল
সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া অনেকগুলি নূতন
পুস্তকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ওপ্পার্ট সাহেব
সর্ব্ব সমেত ৮৮৭৬ খানি পাণ্ডুলিপির নামোল্লেখ
করেন; এবং বর্ণেল সাহেব তাঞ্জোরে ১২৩১৫
খানি এবং মহীসুরে ১৬০ খানি হস্ত লিখিত পুস্তকের
নাম তালিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।

বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে শ্রীযুক্ত
বুলার সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। শান্তি-
নাথের পুস্তকালয়ে তিনি ৩০০ খানি হস্ত লিখিত
পুস্তক দেখেন; তন্মধ্যে ছয়খানি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে
লিখিত হইয়াছে। পাটনের সঙ্ঘবিন পদ পুস্তকালয়
অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত
হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকগুলি দুর্লভ
পুস্তক প্রাপ্ত হন। ঐ বহুমূল্য পুস্তকের মধ্যে এক-
খানি শাশ্বত কোষ ছিল। এই অভিধান এখন
আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল অক্সফোর্ড এক
খানি উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রদেশে
সর্ব্ব সমেত ২২৯ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ অনুসন্ধান
করিলে লুপ্তকল্প সংস্কৃত শাস্ত্রের বিস্তর অশ্রুতপূর্ব্ব
অভিনব বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ
নাই। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের ঘরে এখনও দুই
একখানি পুরাতন পুস্তক সঞ্চিত আছে। কিন্তু
গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মান্ধতা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে
তিরোহিত হয় নাই; পুস্তকের নাম প্রকাশ করিলে
পাছে তাহা যবনের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে অনেক
ব্রাহ্মণ নূতন পুস্তকের নামাদি গোপন করিয়া
রাখেন। পাঠক! মনে করিবেন,—এখনও কি
ভারতবর্ষের সে দিন আছে?—এখনও কি পুস্তক
মুদ্রাঙ্কিত হইলে যবনাদি অস্পৃশ্য জাতি দেখিবে
ব্রাহ্মণেরা সে আশঙ্কা করেন? আমরা জানি, এখনও
এমন লোক বিস্তর আছেন। যাহা হউক, তাঁহাদের
সংখ্যা দিন দিন কম হইয়া আসিতেছে। আর
অত্যল্প দিন পরেই পুস্তক-মুদ্রাঙ্কনের মহৎ ফল স
সেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু গোঁ
ব্রাহ্মণদের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইতে হই
তাঁহাদের নিকটস্থ পুস্তকগুলি যদি কীটাদিতে বি
করে, তবে আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবে না। নৃশ
যবন নৃপতিদিগের অত্যাচারে সংস্কৃতের ত
কিছুই নাই,—তাঁহার দেহের সমস্ত স্থান ভগ্ন হ
গিয়াছে। কিন্তু বিকলাঙ্গ হইয়া এখনও যাহা
মান আছে, তাহাও যদি রক্ষিত হয়, তবে
তুলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের কিছু গৌ
থাকে।

বিদ্যানুরাগী রাজপুরুষদিগের ঈদৃশ যত্ন থাকি
বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতশাস্ত্রের যে পুনরুদ্ধার হইবে, আ
তাহা আশা করিতে পারি। কিন্তু বিলুপ্ত পু
গুলি উদ্ধৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা হয় না। সং
শাস্ত্রের গাঢ়রূপে অনুশীলন করা চাই। এই
বিস্তীর্ণ আয়াসসাধ্য বিদ্যার যে প্রণালীতে প
পাঠন করা আবশ্যক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরী
পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া অবধি আর তাহা হয়
এখন ইংরাজি ভাষাই অর্থকরী সুতরাং তাহ
সমধিক সম্মান বাড়িয়াছে। সংস্কৃত কলে
ছাত্রেরা যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজি পাঠ করিয়া থাকে
সংস্কৃতের আলোচনায় আর পূর্ব্ববৎ মনোনি
করেন না। কোন প্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হই
পারিলেই হইল। সে কারণ, তাঁহারা সংস্কৃ
কেবল পল্লবগ্রাহী হন, কোন একটী শাস্ত্রে তাঁহা
সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

আমরা স্বীকার করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শি
প্রণালী ভাল হইয়াছে। চতুষ্পাঠীর আচার্য্যের
বিষয় বিশ বৎসরে শিখাইতেন, স্কুলের পণ্ডিতে
তাহা অক্লেশে দুই বৎসরে শিখাইতেছেন। ছাত্রে
অনায়াসে ভাবগ্রহে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু তাঁ
দের মন নানা বিষয়ে বিভক্ত হওয়ায় কোন এ
নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান জন্মিতেছে না। বি
শাস্ত্রের বিষয় বিশেষে বিভাগ নিতান্ত আবশ
শাস্ত্র বহুল হইলে একজন মনুষ্যের সকল বি
সমধিক দৃষ্টি থাকিতে পারে না। চারি দিক
করিতে গেলে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইয়া পড়ে, কে
টীতে অধিকার জন্মে না। ইংরাজী চিকিৎসা
অগাধও বহুবিস্তীর্ণ, সে কারণ কেহ নিয়ত চক্ষুর পী
অনুশীলন করেন, কেহ বক্ষঃস্থলের, কেহ দন্ত রো
কেহ স্ত্রী-রোগের এইরূপ এক একটী বিষয়েই
করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের অবসর অ
একটী বিষয় বারম্বার আলোচনা করিতে হ
ব্যুৎপত্তিও বদ্ধমূল হয়। এদেশেও সংস্কৃত শা
বিষয় বিশেষে বিভাগ প্রণালী পরম মঙ্গলকারী, স

। কেহ ন্যায়শাস্ত্র লইয়াই জীবন কাটাইলেন, অলঙ্কার শাস্ত্র, কেহ স্মৃতি, এইরূপ এক এক-একটী বিভাগে মনঃসংযোগ করিলে একটী ষয়ের উপর্য্যুপরি অনেকবার আলোচনা করিবার কাশ থাকে, সুতরাং তাহাতে গাঢ় ব্যুৎপত্তিও । আধুনিক সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের সঙ্গে খা ইংরাজী পুস্তক, ছাত্রেরা কোন দিক করিবেন? কাজেই এখন সংস্কৃত কলেজের দিগের সংস্কৃতজ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ। কই? পূর্ব্বে কল মহোপাধ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ কলেজ ও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, এখন ত তাঁহাদের ক একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না? তে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, আর কিছুকাল পরে জে সংস্কৃতের কেবল নাম মাত্র থাকিবে। ইং- পরীক্ষার পুস্তকাদি বৎসর বৎসর কঠিন হইয়া তেছে, সুতরাং বালকদিগকে ইংরাজী অভ্যাস তে অধিক কাল ক্ষয় করিতে হইবে, সংস্কৃতের লাচনার অবসর হইবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত বলিতে পারি, সংস্কৃত ভাষা ক রক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত কালেজের নিয়ম বর্ত্তন করা আবশ্যক। এখান হইতে এক ইং- ী পুস্তক উঠাইয়া দেওয়া হউক। ছাত্রদিগের র্শিতার নিমিত্ত তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত জী পাঠ করুন, তৎপরে কেবল সংস্কৃত লইয়া কবেন। নতুবা সংস্কৃতের যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশাই কথা যাইবে। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে ল এক এক খানি নূতন ইংরাজী সাহিত্য ক প্রতিবৎসর পাঠ করিবেন; অবশিষ্ট সময় ংস্কৃত শাস্ত্রেরই সবিশেষ অনুশীলন করিতে থাকি- । এই উপায় অবলম্বন করিলে ইংরাজীতে কিছু ছু অধিকার হইবে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পত্তি জন্মিবে। সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক আলো- র এই একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠিতে ছাত্রেরা সংস্কৃত দ্যার সবিশেষ অনুশীলন করিতেন। কিন্তু অধ্যা- কেরা এক্ষণে সহায়হীন এবং বৃত্তিহীন হইয়াছেন, তরাং পূর্ব্ববৎ আর তাঁহারা অন্ন দিয়া ছাত্রদিগকে দ্যাদান করিতে পারেন না। এদিকে ছাত্রদিগেরও তত বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ মনোযোগ নাই। আয়াসে যদি কেহ বিদ্যালাভ করিলেন, কিন্তু দ্যার সমুচিত ফল লাভ কেহই করিতে পারেন বিদ্যার জন্যই বিদ্যালাভ, এ কথা সত্য। কিন্তু বাসী থাকিয়া কেহ কায়মনোবাক্যে বিদ্যাভ্যাস রতে পারেন না। জীবিকা লাভেরও উপায় । এখন কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সে উপায় হয় কই? কাজেই, আপনা হইতে এই মুমূর্ষু বিদ্যার অনাদর হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে টোলের পণ্ডিতদিগকে কেহ বড় গ্রাহ্য করেন না, অগত্যা টোলের ছাত্রেরা এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সংস্কৃত কলেজই মৃতকল্প সংস্কৃতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। অতএব কালেজে যাহাতে সংস্কৃতের বিশেষরূপ অনুশীলন হয়, কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহাই করুন।

আয়রলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইন।

আয়রলণ্ডে এতদিন যে হুলস্থূল চলিতেছিল, এত দিনের পরে তাহার শান্তি হইবার সূচনা হইয়াছে। এতকাল তথাকার ভূস্বামিগণ তত্রত্য প্রজাবর্গের প্রতি যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, প্রজারা তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, পরিশেষে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং কার্য্য ও মন্ত্রণাকুশল লোকের সাহায্যে জমিদারের অত্যাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। জমিদারেরা মনে করিলেই প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন, মনে করিলেই তাহাদিগের জোত উচ্ছেদ ও কর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। প্রজারা জমিদারের উৎপীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে যে বিদ্বেষবহ্নি বহুকাল হইতে প্রধূমিত হইতেছিল পার্ণেল ডিলন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা দাবানলের ন্যায় সমগ্র আয়রলণ্ড মধ্যে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অগ্নির প্রখর তেজ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। তাহা নির্ব্বাণের জন্য মন্ত্রিগণ প্রয়োজনানুরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, পরস্পরের অধিকার সমুদায় নিরূপিত করিয়া দিলেন। যে আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই সমুদায় বিষয় স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার নাম আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইন।

যখন প্রজারা ভূস্বামিদিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সকলে একমত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল তখন ভূস্বামী করগ্রহণ করিতে তাহাদের নিকট পাইক গমস্তা প্রেরণ করিলেন। প্রজারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। জমিদার তাহাদের জোত উচ্ছেদ করিবার জন্য পেয়াদা পাঠালেন, প্রজাগণ একমত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের শাসনের জন্য অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে লোক প্রেরণ করিলেন, প্রজারাও সমবেত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পুরঃসর তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জমিদারের লোকেরা হতাহত হইয়া পলায়ন-পরায় হইল। প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ল্যাণ্ডলীগ সভা প্রতি ষ্ঠিত হইল। সভ্যেরা নানাস্থানে সভা করিয়া ভূ মিদিগের অত্যাচারের উদ্ঘোষণ এবং প্রজাদিগে পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। আয়রলণ্ড টলম করিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট হেবিয়স কর্পস আই স্থগিত করিলেন। অনেকগুলি প্রজাপক্ষীয় লো অবরুদ্ধ হইল। ল্যাণ্ডলীগ সভা গবর্ণমেণ্টের কা প্রণালীর দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। গব মেণ্ট আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। অবশে আইনটি বিধিবদ্ধ করিলেন। এক্ষণে গোলযোগ হ্র পাইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডবলিনে ল্যাণ্ডলি সভার যে কার্য্যালয় ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। ধ যাজক এবং নিরীহ লোকেরা প্রজাদিগকে শা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। প্রজারা তাহাদের অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করিতেছেন।

যে আইনটি বিধিবদ্ধ হইল তাহার স্থূল স্থূল বি রণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই আইন অনুসারে আয়রলণ্ডের সর্ব্ববিধ প্র ন্যায্য হারে খাজনা দিয়া জমি জোত করিবার অ কার প্রাপ্ত হইল। এই হার জমিদারে ও প্রজ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন, স্থানীয় মধ্যস্থ, আ লতের বিচারপতি অথবা ল্যাণ্ড কমিশন এই হ নির্ণয় করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। প্রজা যদি এ বৎসরের জন্য ভূমি জোত করিতে লয় তাহা হইলে ভূমির খাজনা ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে আমাদের দেশে ১৮৫৯ অব্দের যে দশ আইন প্র লিত ছিল এবং তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপাতত যে আইন (১৮৬৯ অব্দের ৮ আইন) প্র লিত আছে তাহাতে প্রজাদিগকে এই অধিক দেওয়া হয় নাই। এতদ্দেশে প্রজা জমিদারে নিকট ভূমি জোত করিতে লইলে, জমিদা ইচ্ছানুসারে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থা আদালতের সেই হার নির্ণয় করিয়া দি কিছুমাত্র অধিকার নাই। হয় প্রজাকে জমিদা ইচ্ছায় সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা প্রজা জমি জো করিতে পাইবে না।

এই হার নির্দ্দিষ্ট হইলে পর আয়ারল প্রজারা ক্রমাগত পনর বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারে খা দিয়া অবিবাদে ভূমি জোত করিতে পাইবে। যদি খাজনা দিল জমিদারের তাহাকে পনর বৎস মধ্যে উচ্ছেদ করিবার অধিকার থাকিবে কেবল খাজনা দিতে গোলযোগ করিলে তা স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারিবে। পনর বৎসর অ হইলে পর প্রজার সহিত ভূস্বামির পুনর্ব্বার খা বন্দোবস্ত হইবে, তখনও আবার পূর্ব্বের

ক্তের সম্মতিক্রমে অথবা মধ্যস্থ দ্বারা অথবা
াদালত হইতে খাজনার ন্যায্য হার নির্ণয় করিয়া
ওয়া হইবে। এইরূপে প্রজাগণ এক একটী জোত
র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে, কেবল
র পনর বৎসর অন্তর ভূমির রাজস্বের পরিবর্ত্তন
িতে থাকিবে। কিন্তু প্রজা যদি নিজের পরিশ্রমে
অর্থ ব্যয়ে ভূমির উন্নতি সাধন করে, যদি তাহার
িশ্রমে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা
লে জমিদার তদ্দ্বারা লাভবান হইতে পারিবেন
। ভূমি প্রথম বন্দোবস্তের সময় যেরূপ ছিল
নও যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে তাহার
ন্যায্য খাজনা হইত, প্রজার ব্যয় ও যত্নে ভূমির
তি হইলে, জমিদারকে সেই ন্যায্য খাজনা
ণ করিতে হইবে। তিনি প্রজার ব্যয় ও পরি-
মের ফলভোগী হইতে পারিবেন না। এদেশে
বৎসর ক্রমাগত এক ভূমি ভোগ করিলে প্রজার
াতে দখলী স্বত্ব জন্মে। জমিদার দখলী স্বত্বা-
কারী প্রজার নিকট অন্যায্য হারে খাজনার দাওয়া
িতে পারেন না। বার বৎসর অধিকার
লে পর জমিতে প্রজার একটু স্বত্ব জন্মে,
টু জোর দাঁড়ায়। জমিদার মনে করিলেই
ন তাহাকে জোতভ্রষ্ট করিতে পারেন না।
নই প্রজা আদালতের সাহায্যে জোতের ভূমির
য্য হার নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

এতদ্দেশীয় প্রজার দখলি স্বত্ব বিক্রয় করিবার
কার নাই। সে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহা
গ ও অধিকার করিতে পারে। যদি বিক্রয়
় তাহা হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়,
তাও কোন স্বত্ব পায় না। আইরিষ ভূমিসংক্রান্ত
নে প্রজাকে ভূমিতে এতদপেক্ষা অধিকতর
ধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রজা আপন ইচ্ছা
সুবিধাক্রমে তাহার জোতের ভূমি অপরকে
য় করিতে পারে। ক্রেতাও তাহার স্বত্বে স্বত্ব-
হইতে পারিবে। তবে কেবল জোত বিক্রয়ের
মায় ব্যাঘাত রহিল যে প্রজা জোতের ভূমির
ন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না, বিক্রয়
তে হইলে এককালে সমুদায় জোতের ভূমি
য় করিতে হইবে। এই নিয়মটী হওয়াতে জমি
[illegible] খাজনা আদায়ের কিছু সুবিধা হইল
[illegible] কিন্তু প্রজার পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইল।
[illegible] হয় সমুদায় ভূমি বিক্রয় করিতে
[illegible] ভূমি জোত করিতে হইবে। মনে
যখন [illegible] অবস্থা ভাল ছিল তখন সে পঞ্চাশ
া ভূমি [illegible] করিতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন
হার অর্থ ও লোকবলের অনটন ছিল না। সে অনা-
স সমুদায় ভূমি চাষ করিতে পারিত এবং

জমিদারের দেয় অনায়াসে দিত। মনে কর কিছু কাল পরে তাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িল, অর্থ ও লোকবল তাহার পূর্ব্বের মত রহিল না। তখন সে একাকী পঞ্চাশৎ বিঘা চাষ করিতে সমর্থ হইল না; তখন কিরূপেই বা সে রাজস্ব দিবে। আর কিরূপেই বা সমুদায় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তখন তাহার দশ বিঘা জোত করিবার সামর্থ্য আছে। তখন সে যদি চল্লিশ বিঘা বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে ঋণগ্রস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। মনে কর সে কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতি করিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা সে নিজকৃত উন্নতির কিয়দংশ ভোগ করে এবং অপরাংশ অন্যকে বিক্রয় করে। তখন সে যদি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল না পায় তাহা হইলে তাহার কি অনিষ্ট হইবে না? পক্ষান্তরে জমিদারের সামান্য মাত্র পরিশ্রম বাড়িবে, তিনি পূর্ব্বে এক জনের নিকট যে খাজনা আদায় করিতেন তখন দুই তিন জনের নিকট হইতে সেই খাজনা লইতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট খাজনার অংশ লইবার জন্য কখন কখন জরিপ করা আবশ্যক হইবে এই মাত্র; যদি প্রজা ও জমিদার উভয়ের ক্ষতির তুলনা করা যায় তাহা হইলে প্রজার ক্ষতি যে অধিক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যদি জমীদার প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন এবং প্রজা যদি সেই অধিক খাজনা দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে প্রজা দেওয়ানী আদালত অথবা ল্যাণ্ড কমিশনের সমক্ষে জমীদারের নামে অভিযোগ করিতে পারিবে। আদালত ন্যায্য খাজনা স্থির করিয়া দিবেন এবং সেই খাজনা পনর বৎসর কাল একরূপ থাকিবে। প্রজা যদি এই সমুদয় উপায় অবলম্বন না করে অথচ জমিদারের প্রার্থনায় সম্মত না হয় তাহা হইলে জমিদার তাহার জোত উচ্ছেদ করাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। এই নিয়মটী আমাদের বিবেচনায় প্রজার পক্ষে অতি কঠোর হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই নিয়ম চলিত আছে—জমিদার যদি প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন তাহা হইলে হয় প্রজা নতুবা জমীদারকে আদালতে নালিশ করিতে হইবে। প্রজা এই বলিয়া নালিশ করিতে পারে যে জমিদার যে খাজনার প্রার্থনা করিতেছেন তাহা অন্যায় ও অতিরিক্ত। জমিদারও তাহার নামে বেশী খাজনার নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু প্রজা যদি জমিদারের নামে নালিশ করে এবং নিজ মকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া মকদ্দমায় পরাস্ত হয় তাহা হইলেও প্রজাকে যে বেশী খাজনা দিতে হইবে তাহা

নহে। জমীদারের খাজনা বৃদ্ধির স্বতন্ত্র নালিশ ক
চাই। তখন তিনি যদি পরাস্ত হন প্রজাকে বে
খাজনা দিতে হইবে না। এই আইনটির সহি
আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইন তুলনা করিতে গে
আইরিষ আইনটী প্রজার পক্ষে যে অনিষ্টক
হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

তবে বঙ্গদেশের আইন অপেক্ষা এই আইনে
প্রজাদিগকে এই অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইয়া
যে বঙ্গদেশে প্রজারা জমিদারের নিকট বসত
মৌরসী পাট্টা না লইয়া কোন ভূমিতে যদি বা
গৃহ নির্ম্মাণ অথবা পুষ্করিণী খনন করে তবে জমি
দার মনে করিলেই সেই ভূমি হইতে তাহাকে দূ
করিয়া দিতে পারেন। কেবল মাত্র নোটিশ দেওয়া
অপেক্ষা। বসত বাটী অথবা পুষ্করিণীতে এদেশী
প্রজার দখলী স্বত্ব হয় না। আয়র্লণ্ডের প্রজার অধি
কার ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক। সে অনায়াসে
আপনার জোতের ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী
খনন করিতে পারে। জমিদারের সহিত পনর ব
সর অন্তর খাজনার বন্দোবস্ত করিলেই হইল। জমি
দার কখনই তাহার জোত উচ্ছেদ করিতে পারে
না। এতদ্দেশে এতদ্বিষয়ক আইনটী অত্যন্ত কঠো
রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে কেন যে দৃষ্টি পতি
হয় না ইহাই নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।
সকল ভূমি অপেক্ষা আবাসভূমি মনুষ্যের প্রিয়
তর পদার্থ। লোকে সকল ভূমি পরিত্যাগ
করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত দুঃখে একান্ত বিপদে
না পড়িলে কেহ আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিতে
পারে না। সেই ভূমির, সেই প্রিয় পদার্থের রক্ষা
কেন যে অদ্যাপি পরিষ্কার আইন হইল না ইহা
বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা যদি খাজনা না দেয়, তা
হইলে আইন অনুসারে জমিদার তাহার জোত উচ্ছে
দের নালিশ করিতে পারিবেন। প্রজার জোত এ
রূপে উচ্ছেদ হইবে বটে কিন্তু ডিক্রী করিবার প
ছয় মাসের মধ্যে জমিদারের নিকট প্রার্থনা করি
সে জোতের ভূমি পাইতে পারিবে। এদেশে
আইন অপেক্ষা এই আইনটী আংশিক ভাল আংশি
মন্দ হইয়াছে। এ দেশের প্রজা খাজনা না দি
জমিদার বাকী খাজনা ও জোত উচ্ছেদের নালি
করিতে পারেন। আদালত বাকির প্রমাণ পাইয়া জো
উচ্ছেদের এই রূপ ডিক্রী দিয়া থাকেন যে ডিক্রী
দিন হইতে পনর দিবস মধ্যে প্রজা যদি ডিক্রী
টাকা না দেয় তাহার জোত উচ্ছেদ হইবে। আই
রিষ আইনের দোষ এই যে খাজনা না দিলে জমি
দার এক কালে জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করি
পারেন। আদালতও প্রজার জোত উচ্ছেদ করি

ত পারেন। আইরিষ আইনের উৎকর্ষ এই যে
ার জোত উচ্ছেদ হইলেও সে ছয় মাসের মধ্যে
ত্তের ভূমি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে, এদেশে
াকে এ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। বঙ্গদেশীয়
ান এই যে প্রকার অসুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে,
রিষ আইন অনুসারে ইহার সংস্কার করা
বা।

আইরিষ আইনে যদিও কিছু প্রজার উপকার
যা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে।
দারের লাভ ও সুবিধা সকল দিকেই দেখা যাই
ছ। ইউরোপে জমিদারের যত ক্ষমতা প্রজার
তা তদপেক্ষা অনেক অল্প, আইরিষ জমি-
রা কিছু স্বত্বত্যাগ করিলেন মাত্র কিন্তু
ক স্বত্ব তাহাদেরই রহিল।

আত্মশাসন ও কয়েক জন দেশীয় ব্যক্তির মত।

আত্মশাসনের জন্য এদেশে দুই প্রকার প্রজা-
ায়ণের প্রধান সভা আছে—স্থানীয় মিউনিসি-
া কমিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট রোড শেষ কমিটী। মিউনি-
াল কমিটী স্থানীয় প্রজাদিগের স্বাস্থ্য, গমনা
নের পথ ও অন্যান্য সুবিধা সম্পাদনে যত্নবান
কন। ডিষ্ট্রীক্ট রোডশেষ কমিটী জেলায় জেলায়
ানে যেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ বা সংস্কারের প্রয়ো-
, সেই সেই স্থানে আবশ্যক মত কার্য্য সম্পাদন
রন। উপযুক্ত দেখিয়া দেশীয়দিগকে এই এই
ার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হয়। সভ্যেরা স্ব স্ব অধি-
রের মধ্যগত স্থানসমূহের প্রজাদিগের উপর
স্থাপন এবং আয় ব্যয় ব্যবস্থা করেন। অধি-
স্থান সমূহের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে যে উপায়
ান করেন, তদনুসারে স্থান বিশেষে কার্য্য হইয়া
ক। এই সভার সভ্যেরা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য
সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেন্টের যে ভ্রম হয় না
া নহে, অতএব স্থানীয় সভা বিশেষের যে ভ্রম
বে, তাহার বৈচিত্র্য কি? গবর্ণমেন্টের লোকেরা
কাল ধরিয়া শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন,
মে ক্রমে গুরুতর গুরুতম কার্য্যভার গ্রহণ করি-
ছেন, ক্রমশঃ তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাই-
ছে; কিন্তু শাসন কার্য্যে যখন তাঁহাদেরও ভ্রম হয়,
ান প্রথম শিক্ষা করিতে গিয়া নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত
য়া মিউনিসিপাল ও রোডশেষ কমিটীর সভ্য
গের যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়
হ। কিন্তু তাঁহারা যে নিজে আপনাদিগকে এক-
লে অভ্রান্তমনে করেন, তাঁহারা যে অন্যের সৎপ
মর্শে কর্ণপাত করেন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের
য়। তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া সকলেরই
কর্ত্তব্য এবং সেই ভ্রম যদি প্রকৃত হয়, তাহা তাঁহাদের
শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

মিউনিসিপাল কমিটী এবং রোডশেষ কমি-
টীর ভ্রম হয় বলিয়া, তাঁহারা সকল কার্য্য বুঝিয়া
দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারেন না বলিয়া সভাগুলি
উঠিয়া যাউক, এরূপ ইচ্ছা করি না। বরং এই
সভা যত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আমাদের
বিবেচনায় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা বরং এই
চাহি যে এই সভাগুলি যত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে
কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ততই ইহাদিগকে স্বাধী
নতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া বিধেয়। তবে উচ্চতর
গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য এই যে সভা যাহাতে আয়ের
অপব্যয় না করেন, যাহাতে সভা দেশের উন্নতিসাধন
করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখেন, এবং
সুনিয়মে যাহাতে ইহার কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে
তাহার উপায়বিধান করেন। গবর্ণমেন্ট এই সভা
সমূহের জন্ম দিয়াছেন, ইহার হস্ত পদ ভগ্ন করিয়া
ইহাকে অকর্ম্মণ্য করেন, ইহা গবর্ণমেন্টের উচিত
কার্য্য নহে, বরং যাহাতে ইহার হস্ত পদ বলিষ্ঠ হয়;
যাহাতে সভাগুলি উন্নতমস্তক হইয়া দাঁড়াইতে
পারে এবং রীতিমত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, গবর্ণ-
মেন্ট তাহা করিতে থাকুন।

সার আশলি ইডেন নূতন একটী আইন করিয়া
রোডশেষ কমিটীর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন,
ইহা দেখিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি।
এদিকে ত এই সকল কমিটীর উপর গবর্ণমেন্টের
এই কোপদৃষ্টি, আবার তাহার উপর আমাদের
স্বজাতীয়দিগের কোপ দেখিয়া আমাদের নিতান্ত
দুঃখিত হইতে হয়! সোস্যাল সায়েন্স সভার
রিপোর্টে দেখা গেল লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের
অন্যতর সভ্য অনরেবল বাবু প্যারীমোহন মুখো-
পাধ্যায় রোডশেষ কমিটী সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া-
ছেন যে, এই সকল কমিটী যে টাকা আদায় করেন,
তাহাতে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিয়া অবশিষ্ট যে
টাকা কমিটীর হস্তে থাকে, ঐ টাকা সভ্যগণ অযথা
ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার-
ভুক্ত জেলার সকল স্থানের সংবাদ রাখেন না,
প্রজাবর্গের কিসে উপকার, কিসে অভাব দূর হইবে,
তাহা বুঝেন না; না বুঝিয়া না জানিয়া টাকার
অপব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি এই প্রস্তাব করি-
য়াছেন যে, কমিটী প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রস্তুত
করিয়া দিয়া তৎপরে হস্তে যে টাকা থাকিবে, ঐ
টাকাগুলি গ্রামে গ্রামে ভাগ করিয়া দিউন। গ্রামের
লোকেরা প্রয়োজন বুঝিয়া আবশ্যক মত রাস্তার
সৃষ্টি বা সংস্কার করিতে থাকুন। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল
এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি
নানা স্থানে—গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মিউ
সিপালিটি স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক বলিয়াছেন
ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর অধিকাংশ ধন কর্ম্মচারিদি
বেতন দিতেই যায়, গবর্ণমেন্টের যে মহান্ উদ্
যে এই অর্থে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার হই
সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। সার আশ
ইডেনও ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর উপর এই দোষ দিয়াছে
গবর্ণমেন্ট নিজেই কর্ম্মচারিনিয়োগের ব্যবস্থা কর
দিয়াছেন, আবার গবর্ণমেন্ট যে তাহাতে দোষারো
করেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় ন
বরং গবর্ণমেন্ট যদি দোষ বুঝিয়া থাকেন, ত
হইলে এই দোষের সংশোধনে যত্নবান হই
যাহাতে প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত ও কষ্টে প্র
অর্থের অপব্যয় না হয়, তাহার উপায় বি
করুন।

রোডশেষ কমিটীগুলির যে যে দোষ উক্ত হ
এই দোষগুলি যে মিথ্যা! আমরা এ কথা বলি
পারি না। কিন্তু রোডশেষ কমিটী দ্বারা যে কো
কার্য্য হয় নাই, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীক
করি না। এমন অনেকগুলি স্থান আছে, রাস্
অভাবে এতকাল তথায় যাতায়াতের কোন সুবি
ছিল না, রোডশেষ কমিটীর প্রসাদে তথায় র
প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ অপব্যয় হয়,
অপব্যয় সংযত করা বিধেয়। কমিটীর দোষ হই
পারে বটে, কিন্তু সেই দোষের ক্রমশঃ যাহ
সংস্কার হয়, তাহার উপায় করা উচিত।
অনেকেই বলেন যে স্থানীয় প্রজাসাধারণের
গুলি আয় করিতে জানেন কিন্তু সেই অ
প্রকৃত ব্যয় করিতে জানেন না। যাহাতে তাঁ
রীতিমত ব্যয় করিতে সমর্থ হন, তাহারই শি
দেওয়া উচিত, কমিটীর দ্বারা ফল হইল না ব
এই সদনুষ্ঠানগুলির লোপ করা বিধেয় নহে।

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ২৮ এ অক্টোবর। জুল ফেরী ... হইয়াছে। ... অধিকাংশের মতে প্রতিনিধি ... সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

টিউনিস ২৮ এ অক্টোবর। ফরাসি সেনাদল ... কাইরোয়ান নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ফরাসিরা ... হইতে বিদ্রোহিরা নগর লুঠ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান ... য়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ অক্টোবর। আয়রলণ্ডে আরো কয়েক ... গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পাদরি ... বন্দীকৃত হইয়াছেন।

বার্লিন ২৯ এ অক্টোবর। জর্ম্মণ পার্লিয়ামেন্ট ... মনোনীত করিয়াছেন গবর্ণমেন্টের পক্ষে অনুকূল নহে ...

বিসমার্কের পুত্র একজন প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সোসিয়ালিষ্ট মত বাদকের সংখ্যারই সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিয়েনা ১লা অক্টোবর। অদ্য ইটালির সম্রাট ও রাজ্ঞী এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। এক্ষণে নেটালে যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহার অর্দ্ধেক সৈন্য ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কুমরাওয়ের মহারাজকে নাইট কমাণ্ডার উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্যতম সেক্রেটারি সেক্সটন নামক যে ব্যক্তিকে বন্দী করা হইয়াছিল পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ও ইটালীয়দিগের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির নিয়ম বন্ধন শেষ হইয়া আসিতেছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। আয়র্লণ্ডে এখনও দাঙ্গা চলিতেছে। লেমুনাক্ট নামক স্থানে পুলিসের সহিত প্রজাদিগের ঘোর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পুলিস গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। তাহাতে কয়জন প্রজা হতাহত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডে ল্যাণ্ড কমিশন নামে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের আতান্তিক ভিড় হইয়াছে।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হইতেছে, তাহার নিয়মাদি বিষয়ে বাদানুবাদ কার্য্য শেষ হইবে। সর সি ডিক ও তাঁহার সহচরগণ এতৎসংক্রান্ত অপর উপদেশ গ্রহণার্থ শনিবারে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতেছেন।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। এম, গাম্বেটা পার্লমেণ্টে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সভাপতি হইবেন, এই সম্ভাবনা আছে। এই হেতু এম, ব্রিসন ডেপুটী চেম্বর সভার সভাপতি হইবেন।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লেমুনেক নামক স্থানের দাঙ্গার যে সমাচার প্রচার হইয়াছে, তাহা অমূলক।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। ইটালির সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এইরূপ প্রচার হইয়াছে, ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সম্বন্ধে যে যে অংশে বিবাদ চলিয়াছে নীতিজ্ঞদিগের নিয়মানুসারে তাহার মীমাংসা হইবে। উভয় জাতির এ সম্বন্ধে যে প্রকার সরল ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ বিষয়ে একটী নিষ্পত্তি হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা

বিবিধ সংবাদ।

চীনদেশের সম্রাট যখন বাহিরে গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একশত পারিষদ থাকে। ঐ পারিষদেরা তাঁহার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন। বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা করিবার সুযোগ হয় না। কেন না এক লোকের মধ্যে কে যে সম্রাট তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

২রা নবেম্বরে কলিকাতা গেজেটে বহির্বাণিজ্যের শুল্ক বিভাগের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ৩,২১,৫৬,১৫ টাকা আয় হয়। সুতরাং এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা ন্যূন আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ২,৯২,৩২৬ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল এবার ৪,০৯,০৭৬ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং এবারে ঊর্দ্ধ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা আয়ক্ষতি হইয়াছে। লবণ ও কাটা কাপড়ের শুল্কের আয় কম হওয়াতে এই ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে।

গত বৎসর এই বিভাগে ১০,৩৮,০৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবারে তদপেক্ষা ১,২৩,৫৭০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

এবারে গবর্ণমেণ্টকে ৮৮,৪১,৮০৩ টাকা শুল্ক দিতে হইয়াছে। এ বৎসর ইউরোপ হইতে গবর্ণমেণ্ট যত দ্রব্য আমদানি করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে কোন বৎসরেই এত আমদানী হয় নাই। তন্মধ্যে রেলওয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদিই অধিক।

এবারে কলিকাতার বন্দরে অধিকপরিমাণে তুলা, রেশমী, ও পশমী কাপড়ের আমদানী হইয়াছিল। কাগজ ও ছাতার আমদানী নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু রৌপ্যের আমদানী এবার অল্প হইয়াছে।

এদেশে অধিক সিন্‌কোনা উৎপন্ন হওয়াতে কুইনাইনের আমদানীর প্রায় অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়াছে। চা'র আমদানী কমিয়া গিয়াছে। চুরট ও তামাক অন্য দেশ হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আমদানী হইতেছে না।

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার নাম মিয়া বড় খাঁ। তাহার সঙ্গে তিনটী যুবতী আছে। সম্প্রতি বড়বাজারের অক্রূরদত্তের বাটীতে তাহাদের ক্রীড়া হইয়াছিল। অন্যান্য অদ্ভুত কৌতুকের পর একটী যুবতীর হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাহাকে একটী পেটিকা মধ্যে রুদ্ধ করা হয়। পেটিকা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা বেষ্টন করিয়া বসেন। দশ মিনিট পরে পেটিকা খুলিয়া দেখা গেল যুবতী তন্মধ্যে নাই। বড় মিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে অন্তঃপুরের দ্বিতল বারাণ্ডা হইতে উত্তর দিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছেন। সংবাদটী যদি সত্য হয়, আশ্চর্য্যের বটে।

সিবিল সর্ব্বিসের কর্ম্মচারিগণ এতদ্দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার পাইতেন। গবর্ণমেণ্ট সেই নিয়মটী রহিত করিতেছেন।

সিমলার শিল্প প্রদর্শিনী মেলা সিমলায় না হইয়া আগ্রায় হইবার কল্পনা হইতেছে। এই মেলা সিমলায় হইলে সাধারণের দেখিবার সুবিধা হয় না। এই কারণ বশতঃ মেলা স্থানান্তরিত হইতেছে।

২২ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। জ্বররোগে ৬৭, ওলাউঠায় ১১, উদরাময়ে ২৩, ধনুষ্টঙ্কারে ২৯ এবং অবশিষ্ট ১৩ জন ব্যক্তির অন্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

জাপানে রেশমের একটী কারখানা খোলা হইতেছে। ইহার মূলধন ৬০০০০০০ টাকা।

আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিত রামময় কবিরত্ন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও নম্রস্বভাব ছিলেন ইহার উপাধি কবিরত্ন, কিন্তু ইনি নিজেও একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে ইঁহার পরিবারগণই যে রত্নহারা হইলেন, তাহা নয়, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজও একটী রত্ন হারাইলেন।

ক্রমশই তুলা, নীল, চাউল, ও রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু গোচর্ম্ম, পাট, চিনি, গালিবাগ ও রেড়ির তৈলের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। সোরার রপ্তানি কয়েক বৎসর ধরিয়া বাড়িতেছে ও হ্রাস পাইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্র দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে তদ্দ্বারা এবার ৪,৪৬,১৫,২৫০ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। গত বৎসর ইহা হইতে অল্প টাকা আদায় হইয়াছিল। চাউল সুলভ হওয়াতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে বঙ্গদেশ হইতে অধিক চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে রেশম প্রেরিত হয়।

দেওয়ালির রাত্রিকালে বোম্বাইয়ের কতকগুলি বালক পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাজী পোড়ায়। তাহাদের পঞ্চাশ জন ধরা পড়িয়াছে। মাজিষ্ট্রেট কাহারও দুই আনা কাহারও চারি আনা জরিমানা করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম রুশিয়ার বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক নিহিলিষ্টদিগের চক্রান্তের প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য একটী সভা করিয়াছেন।

আমেরিকার অরণ্যে এক অদ্ভুত ফুলগাছ

ক। বার মাস দিবারাত্রি তাহাতে ফুল ফুটে। ফুলের জোগতি এত দূর বিস্তীর্ণ হয় যে চতুর্দ্দিকে ক্রোশ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র অন্ধকার থাকে না। াচ্ছের অমাবস্যার রজনীতেও ঐ সকল স্থান ৎস্নাময় বোধ হয়। ফুল শুভ্র বর্ণ এবং বৃক্ষ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। এই ক্ষর পত্র কখন হরিদ্রা বর্ণ হয় না, চিরকাল সবুজ ক। কামিনী বৃক্ষের ন্যায় ইহার ঝাড় হয়। ান্ত নামে এক ব্যক্তি আপন গৃহে সেই বৃক্ষ পন করেন। ছয় মাস পরে তাহার ফুল ফুটে ায়ায় চন্দ্রান্তের বাটীতে তদবধি আলোক লিতে হয় নাই।

অনেকেই আমেরিকার নায়াগারার জলপ্রপা- র কথা শুনিয়া থাকিবেন। কত বেগে যে তাহার পতিত হইতেছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত তে হয়। তিন কোটী প্রবল অশ্বের বেগ যত বে সেই বেগে এক মাইল উচ্চ হইতে এই জল য়ে পতিত হইতেছে।

গত বুধবার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে মৃণালিনী নাটকের ভিনয় দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হই। অভিনয় দ হয় নাই। অভিনয় গৃহটীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক রত অবস্থা দেখিলাম। ইতিপূর্ব্বে অনেক বিশৃ- লা লক্ষিত হইয়াছিল এবং ষ্টেজটী ভিন্ন ভিন্ন দশা- ন্ত দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। একণে যাঁহারা কার তত্ত্বাবধায়কের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা য়মন ষ্টেজের অঙ্গসৌষ্ঠব প্রীতিকর করিয়া তুলিয়া- ছন। সেইরূপ অভিনয় করিবার চেষ্টায় আছেন। শষ্টাচার ও ব্যক্তিবিশেষের মানরক্ষা বিষয়ে ইহাঁরা য পূর্ব্বের তত্ত্বাবধায়কদিগের অনুসরণ করিয়াছেন তদ্দর্শনে আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। নাট্যো- ল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজমন্ত্রী পশুপতি, রাজপ্রতিনিধি কুতবুদ্দিন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অভি- নয় প্রীতিকর হইয়াছিল। স্ত্রীগণের মধ্যে মথুরা- রাজদুহিতা মৃণালিনী, ভিখারিণী গিরিজায়া, এবং পশুপতির স্ত্রী মনোরমা এই কয়েক জনের অভি- নয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মৃণালিনীর মধুর স্বর ও গিরিজায়ার সুললিত গীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

গত ৯ ই মার্চ্চ উড়িষ্যার কমিশনর এই সংবাদ পান যে বার জন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোক ১ লা মার্চ্চ শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই উপলক্ষে যে হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই কয়েক জন ব্যক্তির আবাসস্থান মধ্যপ্রদেশের অন্তঃপাতী সম্বলপুর। তাহারা তাহা- দের মৃত গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তিগুলি দগ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছে যে গুরুর আজ্ঞা পালনার্থ সম্বলপুর হইতে তাহাদের বিস্তর স্ত্রী ও পুরুষ বহির্গত হইয়াছে।

১ লা মার্চ্চ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহদ্বার- রক্ষক যখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালে প্রায় কুড়িজন নগ্নপ্রায় স্ত্রীপুরুষ "অলক্ষ্য" "অলক্ষ্য" শব্দে চীৎকার করিয়া দ্বারের নিকট আগমন করিল। তাহাদের হস্তে এক একটী হাড়ি তাহাতে সিদ্ধ অন্ন ছিল। যাহাতে তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দ্বাররক্ষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তাহারা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা ভোগমণ্ডপের সন্নিহিত দ্বার ভাঙ্গি- বার উদ্যোগ করে, কিন্তু তৎকালে তথায় ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন না থাকায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটামন্দিরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের, ভদ্রদিকস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়। ঐ দ্বার রুদ্ধ থাকাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ না পাইয়া অন্য কোন দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করে। এই সময়ে ঘোরতর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ইহাতে অলক্ষ্যবাদিগের এক জনের মৃত্যু হই- য়াছে। দাঙ্গা করার অপরাধে অবশিষ্ট কয়েক জনের তিন মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

এই অলক্ষ্যবাদিরা হিন্দুদিগের এক নূতন সম্প্র- দায়। ইহারা হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবদেবী স্বীকার করে; কিন্তু প্রতিমূর্ত্তিতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহারা বলে দেবদেবীদিগকে কেহ কখন দেখে নাই, তবে কিরূপে তাঁহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারা বলে যে তাহাদের দেবতা ঈশ্বরের অবতার অলক্ষ্যস্বামী হিমালয়ে বাস করিতেন। ১৮৬৪ অব্দে তিনি কটক জেলার অন্ত- র্গত বাঁকি নামক স্থানে আগমন করিয়া ৬৪ জন ব্যক্তির নিকট তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। অতঃপর তিনি কটক জেলার অন্তঃপাতী ঢেনকানালে গমন করিয়া তিরোহিত হন।

অলক্ষ্যস্বামী কটকে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ স্থানে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক অধিক নাই। সম্বলপুরে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীই অধিক। কেবল উড়িষ্যা ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে না কিন্তু অপরাপর জাতি সাগ্রহে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

অলক্ষ্যবাদিদিগের আবার তিন সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের লোক কুম্ভবৃক্ষের ত্বক পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম কানপাতী তাহারা কৌপীন পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম আশ্রিত বা গৃহস্থ ইহারা দারগ্রহণ করে এবং সংসারে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং জাতি বিচার করে না। তাহারা রাজা, ব্রাহ্মণ, রজক ও হাড়ির অন্ন ভিন্ন যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করে। তৃতীয় সম্প্রদায়িরা জাতি স্বীকার করে এবং অপর দুই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করে।

তুলসী পত্রে বিষ্ণুপূজা হয় বলিয়া অলক্ষ্যবাদিরা উহা স্পর্শ করেনা। এবং কালীর নিকট বলি প্রদত্ত হয় বলিয়া ছাগ মাংস আহার করে না। তাহারা প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া অলক্ষ্যের উপাসনা করে। রাত্রি কালে আহার করে না। তবে রাত্রিতে ক্ষুধা হইলে জলপান করিতে পারে। উপাসনার পর তাহারা চৌষট্টিবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। তাহারা মিথ্যা কথা কহে না। মিথ্যা কহিলে তাহারা ধর্ম্ম ও সমাজভ্রষ্ট হয়।

যে অলক্ষ্যবাদিরা জগন্নাথদেবের মন্দির আক্র- মণ করিয়াছিল তাহাদের নিবাস চন্দ্রপুর। তাহাদে দলপতি দশরামের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যদি জগন্নাথকে ভস্মীভূত করিতে পারা যায় তাহ হইলে হিন্দুদিগের দেবদেবীপূজায় অশ্রদ্ধা ও অলক্ষ ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হই সে দলবল সহিত পুরীতে আগমন করে। দাঙ্গা তাহারই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি জাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া স ত্রের জল সাতিশয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহাত বিস্তর লোকের জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

শ্রীহট্ট প্রতাপগড় হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছে গত শারদীয়োৎসবে বাবু মাধবচরণ চৌধুরী বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ ক্রমে শ্রীমতী রমাবাই স স্বতী ও তাঁহার স্বামী বাবু বিপিন বেহারি দা এম এ, বি এল আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থ অন্তঃবাটীতে দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ সকলে ইচ্ছানুসারে রমাবাইকে দেখিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা কথা বলিতে পারেন। রমাবাই আগের নহেন; সম্প্রতি রমা মনোরমা সুন্দরী। না হইবে কেন?—স্ত্রী লোকের পক্ষে পুরুষ স্পর্শমণি! পুরু সংসর্গ ঘটিলেই মোহিনী সাজিতে হয়। কিন্তু বাই যত্নে সুন্দরী নহেন, তাঁহার স্বাভাবিক সৌন পুনর্বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। রমাবাই অল পারেন না। কিন্তু দশমীদিনে তাঁহাকে কয়ে স্থানীয় স্ত্রীলোক অনুরোধ করিয়া বঙ্গাঙ্গনা সা ইয়া ছিলেন অর্থাৎ অলঙ্কার ও শাড়ী পর ছিলেন। এতদুপলক্ষে রমাবাই সমুদবর্ত্তিনী

ী স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আপ-
শ ক সুন্দর দেখাইবার জন্য এত সাজগোজ করা
হ নহে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য ইত্যাদি।
বিক এই কথা শুনিয়া বিলাসিনীগণ লজ্জিতা
াছেন। ভরসা করি, অতঃপর শিক্ষিতা স্ত্রীলোক
নাকে সুন্দরী দেখাইবার নিমিত্ত বাড়াবাড়ি করি
না।

রমাবাই একটী বানর পুষিয়াছেন। সে তাঁহার
পান করে। আপন মেয়েটীকে তিনি নিয়
অধিক স্তন্য পান করান না; অধিক স্তনদুগ্ধ করিয়া
কলে পীড়া হওয়া সম্ভব। বোধ হয় এই জন্যই
বকে স্তনদুগ্ধ পান করান। এখানে সভা করিয়া
বাইকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হয় নাই,
শ আমাদের বাসভূমি একটী পাড়াগাঁ এখানে
া অশোভনীয়।

বিপিন বাবু ডাক্তারিতেও দক্ষ। তিনি আমাদের
ম অনেক ব্যক্তিকে ঔষধ দান করিয়াছেন।
াতরং অনেকে তাঁহার ঔষধের উপকারিতা
কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে। বিপিন বাবুর প্রযত্নে
াড়ে ৬টী ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। আজ কাল
প্রকার রোগের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে
ন স্থানে যে কোন ব্যক্তি ঔষধালয় স্থাপন করি-
তিনি প্রকৃত ধন্যবাদার্হ।

বিপিন বাবু আমাদের গ্রামে প্রায় এক সপ্তাহ
ন করিয়া সস্ত্রীক আপন কার্য্যক্ষেত্র কাছাড়ে
য়া গিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় কালীঘাট
পাড়ার মোড়ের উপর এক চাউলের দোকানে
গুন লাগিয়া দোকান দারের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া
য়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার চতুষ্পার্শ্বে
র কাহারও ঘর নিকটবর্ত্তী ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম আমাদের লেখার
দিবস হইতেই কালীঘাটের নূতন রাস্তায় সকালে
বৈকালে জলসিঞ্চন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু
খের বিষয় এই উহার পরিমাণ এত অল্প যে
হাতে কোন মতে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আমরা
রক্সন কমিশনরগণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ভিস্তিও-
লারা ৫।৬টা ভিস্তী কাঁধে করিয়া রাস্তার উপর
য়া ঘোড়ার মত দৌড়িয়া যায় এবং তাহাদের গতির
বগ বশতঃ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক মোশক
ইতে দুই চারি ফোঁটা জল যদি রাস্তায় পড়ে আর
তাহাতেই মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের মতে এ
কার্য্যের চূড়ান্ত হইল বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে
আমাদের কোন কথা নাই। যদি তাহা না হয় তবে
একপ বন্দোবস্ত করুন যাহাতে ভিস্তিওয়ালারা নেমক
াইয়া নেমক হারামী না করিতে পারে।

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানির লোক কলিকাতার আসিয়া তথাকার জন্য ৭৫ টী ওয়েলার ঘোড়া ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। এদিকে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী চৌরঙ্গী ও কালীঘাট লাইনের জন্য বিস্তর পাহাড়ীয়া ঘোড়ার আমদানী করিয়া ভবানীপুর আস্তাবলে রাখিয়া শিক্ষা দিতেছেন। আইন পরী-ক্ষার জন্য এক খানি ট্রামগাড়ী সম্প্রতি আলীপুর ষ্টেসনে আসিয়াছে। ৯ ই তারিখ গাড়ী চলিবার কথা। এদিকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ট্রাম ওয়ে কমিটী চৌরঙ্গী লাইনে ষ্টিম্যান সাহেব এঞ্জিন চালাইবার যে কল্পনা করেন, তাহাকে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। এদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছেন এবং কয়েকটী এঞ্জিনও বিলাত হইতে রওনা হইয়াছে। দেখা যাউক কিসে কি হয়।

কোন নূতন লোকে যখন কোন নূতন কার্য্যে নূতন ব্রতী হয়, তখন তাহার কিছু নূতনত্ব দেখান চাই। এরমা ইষ্ট পত্রিকা বলেন, ঠাকুর-বক্স জেওয়ারী নামক এক ব্যক্তি, এবার দুর্গাপূজা করিয়া সামান্য মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বলি-দানে সন্তুষ্ট না হইয়া একটী বন্য ব্যাঘ্র বলিদান দিয়াছে!

গত ৩রা নবেম্বর মুসলমানদিগের ইদজ্জোহা পর্ব্ব উপলক্ষে জোয়ানপুরের বিখ্যাত মৌলবী কেরামত আলীর সুযোগ্য পুত্র মৌলবী হাফেজ আহম্মদ এক ঘোষণা পত্র বাহির করেন যে তিনি ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যাদুঘরের সম্মুখে গড়ের মাঠে নমাজ পড়িবেন। তাঁহার এই বিজ্ঞাপন পাইয়া ও শুনিয়া নিকট ও দূরবর্ত্তী অসংখ্য ভদ্রাভদ্র ছোট বড় ধনী নির্দ্ধন মুসলমান, মৌলবী সাহেবের সহিত একত্র নমাজ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। নমাজকালে তথাকার শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। দর্শক ও নমাজ-কারিদিগের দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ ময়দান পূর্ণ হইয়াছিল কেহ কেহ অনুমান করেন ত্রিশ সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কালীঘাটে বিস্তর যাত্রির আমদানী হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বদেশীয়, সুতরাং কালীঘাট ও চেৎলার দোকান-দারগণেরও ইহা একটী মাহেন্দ্রযোগ।

অনেক দিন ধরিয়া তাহারা যে সব ওঁচা পচা, ভাঙ্গা ফুটা, ছেঁড়া টুটা জিনিসের আমদানী করিয়া-ছিল, এই পূর্ণিমার যোগে পূর্ব্ব বঙ্গের যাত্রিগণের চক্ষে ধূলি দিয়া সে সমস্তই পার করিবে। আর অত্যাচারের ত কথাই নাই। ভবানীপুর পুলিস ইনস্পেক্টর যদি এ বিষয়ে একটু মনোযো
করেন, তা হলে অত্যাচরগুলার অপ
অনেক কমিয়া যায়। খালগষ্ঠী চাপরাসিরাও
যোগের সুযোগ ছাড়েন না। পুলিস যেন সেদিকে
একটু কড়া নজর রাখেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় গঙ্গার তীরবর্ত্তি ে
লাইনে একটী আশ্চর্য্য ও রহস্য জনক দুর্ঘটনা ঘটি
গিয়াছে। একজন সাহেব মেম ও ছেলেপুলে লই
এক ট্রলিতে চড়িয়া হাটখোলার দিকে যাই
ছিলেন। কিয়ৎ দূর যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মু
রেলের পার্শ্বে দুইটী বলদ চরিতেছে, মনে করিলে
তাহারা ওই স্থানে যাওয়ার পূর্ব্বেই উহারা সরি
যাইবে। দেখিতে দেখিতে যাই ট্রলী খানী বলদ
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তাহার এক
বলদ ভয়ে রেলের অপর পার্শ্বে লাফাইয়া পড়ি
সাহেব পূর্ব্বে জানিতেন না যে বলদ দুটী এ
দড়িতে বাঁধা আছে, সুতরাং গাড়ীর গতি কমাইব
ও কোন আবশ্যকতা হয় নাই। যখন ভীত ব
যুগল উভয় দিক হইতে সমান বলে পরস্পরকে আ
র্ষণ করিতে লাগিল, এবং স্থূল রজ্জু যখন তাহাদে
মস্তকের সমান্তরালে ঋজু ও দৃঢ় হইয়া উঠিল, ত
সাহেবও বেগে আসিয়া ঐ দড়ির উপর পড়িলে
দড়ি প্রথমতঃ তাঁহার কোমর বরাবর ছিল, ি
দুটা বলদ বই ত নয়, জোর করিয়া মাথার উপর দ
দড়ি সরাইয়া দিতে অনায়াসে পারিব মনে কর
যেমন দড়ি ধরিয়া তুলিতে গেলেন অমনি দড়ি ি
উঠিয়া তাঁহার গলায় বাঁধিয়া গেল এবং অন্য উ
ভাবিতে না ভাবিতে ট্রলীর বেগ বশতঃ চকি
ন্যায় পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত হইলেন। তখন গাড়ী
থামিল দড়িও লোল পড়িল। এদিকে সাহে
শরীরের অনেক স্থানে গুরুতর আঘাত লাগি
তিনি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্ব হই
সাবধান হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিত না।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে ভা
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিমলা মিউনিসিপালিটিকে
লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবেন। এই টাকায় এ
একটী টাউনহল নির্ম্মিত হইবে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যত বিদ্য
আছে, তাহাতে টেবিল, কেদেরা, বেঞ্চ প্রভৃতি
দ্রব্যাদির প্রয়োজন তজ্জন্য ইউরেশীয় সভা
যোগাইবার মানস করিয়াছেন। সভাটী কি
সায়ের উন্নতি সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত?

বোয়ারদিগের সহিত ইংলণ্ডের পুনর্ব্বার
বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে। লণ্ডন হইতে
অক্টোবর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ট্র্যান্সভা
সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে। এ

রোহী, পদাতি সেনাদিগকে ঐ দিকে যাইবার শ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ডেলিনিউস বলেন যে, অধ্যাপক মোক্ষ- জাপান দেশ হইতে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থের ত মূল পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ছুটী নী ছাত্র তাঁহাকে এই পুস্তক খানি দিয়াছে। কাল লোকের এই সংস্কার ছিল যে, বৌদ্ধদিগের স্তকের মূলগ্রন্থ নাই। মোক্ষমূলর সেই র অপনীত করিলেন।

জামালপুর ও মুঙ্গেরের সন্নিহিত অরণ্যে অত্যন্ত ব্র ভয় হইয়াছে। বিস্তর দরিদ্র লোক কাষ্ঠ রণ করিতে গিয়া ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হই ।

আগামী ২ রা ডিসেম্বর প্রাতে ৮ টার সময় রিপন কলিকাতায় আগমন করিবেন।

অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলওয়ের া আরম্ভ হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কি ন কোম্পানী এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার র নাই।

সিন্ধিয়া মহারাজ তাজমহলে লর্ড রিপনকে মহাভোজ দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল সস্ত্রীক হইয়া গণ সমভিব্যাহারে ৩রা নবেম্বর দিল্লীতে নীত হইয়াছেন।

অমৃতসরে পীড়ার আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত নয় ার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যে অমৃতসরকে রা প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জানিতাম। ার এই দশা! এটী নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ । কার্ত্তিক মাস বঙ্গদেশের পক্ষে ত বিষম ব। নদীয়া জেলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১ লা নবেম্বর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরিতে ১১৯০৩৩ টাকা জমা ছিল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, লার্ড নরেক্স ীক হইয়া শীঘ্র ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করি । পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার র ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন।

এই শীত কালে গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর, লেপ্ট- গবর্ণর ও কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরুষগণের দেশবিহারের মরশুম সময়। ীয় রাজা ও জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকেরা ায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, রাজভক্তি- র্শনার্থ শশব্যস্ত। কেহ মহাসমৃদ্ধরূপে ভোজের য়োজন করিতেছেন, কেহ নগর আলোকমালায় শোভিত করিতেছেন, কেহ নৃত্যের ব্যয় সংগ্রহ িতেছেন। তাঁহারা মুক্তহস্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করুন, আর আমাদের রাজপুরুষেরা আমোদ করুন, তাহাতে আমাদের কথা নাই। তবে আমাদের বক্তব্য এই, রাজা ও জমিদার প্রভৃতি যে অর্থ ব্যয় করেন, প্রজাদিগকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয় কি না? আর সেই টাকা প্রজাদের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিলে প্রজারা সমধিক সুখী হইতে পারিত কি না? আমাদিগের রাজপুরুষগণ কি কখন ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ অক্টোবর ১৮৮১। ফরিদপুর গোয়ালন্দের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত কে জে বাদসা ঢাকায় বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

বারভাঙ্গার অন্তঃপাতী তাজপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জি ই মানিষ্টি। (ইনি এক্ষণে ছুটি লইয়াছেন) কটকে বদলী হইলেন। ইনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের ভূমি রেজেষ্টরী কার্য্যে নিযুক্ত কিছুদিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিমোহন তালুকদার দুই মাস তিন দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

ময়মন সিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী কমরুদ্দিন হোসেন এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ৭ ই হইতে তাঁহার ছুটি আরম্ভ হইবে।

২৫ এ অক্টোবর। পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ সি এ কেলি সাহেব এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ২১ এ অবধি ছুটী আরম্ভ হইবে।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে এফ বাডবরি সাহেব কেলি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ ডবলিউ পাল সাহেব মানভূমে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয়, সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। মেদিনীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্যামাপদ চৌধুরী ঘাটালে গেলেন।

মেদনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার ব্যাককক সাহেব তিন মাসের ছুটি লইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অমৃতাচরণ মল্লিক রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

২৯ এ অক্টোবর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদুল রহমান (ইয়) এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের অথবা তাহার পর তিনি যে দিন ছুটী লইবেন, সেই দিন ছুটী গণনা হইবে।

১ লা নবেম্বর। বাবু ললিতকুমার দাস বীরমোহন ধার বিভাগে কার্য্যে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। রেবিনিউ বোর্ডের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

লেপ্টনণ্ট সি ই ডবলিউ মাক ডোনাল্ড দমদমার সহ ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—১৯ এ কার্ত্তিক ১২৮৮।

শারদীয়া পূজোপলক্ষে আমরা হুগলির অন দূরবর্ত্তী ভাগীরথীর পরপারে ভাটপাড়ার পূর্ব্ব ন রূপপুরে গমন করিয়াছিলাম। গ্রামটীতে অ ভদ্র লোকের বাস আছে। হাইকোর্টের প্র উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের জমীদার ও গ্রামবাসী; কিন্তু বহুদিন বাটীতে আসেন না। অন্যান্য ২। ৪ জন ভদ্র ব্যক্তি এক প্রকার গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। এর গ্রামটীর অবস্থা দর্শন করিলে সোমপ্রকা অক্ষেপ ও উত্তেজনা নিতান্ত মনোমধ্যে উদয় গ্রামে বৈদ্য নাই, ডাক্তার নাই, রাস্তা নাই লেই চলে। তবর বর্ষা সমাগমে পথ ঘাট কর্দ্দ জলময়, সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষধি, গুল্ম, লতায় পূর্ণ, বৃক্ষ পত্র ও তৃণ পচিয়া প্রায় সমস্ত জল দুর্গন্ধ ও প্রকৃত পক্ষে অব্যবহার্য্য। গ্রামটী মা রিয়া জ্বরের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ও যকৃৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন এবং করিয়াছেন, নারায়ণপুর পরিত্যাগ করিয়া পারও কোথাও যাইবেন না। কিন্তু আক্ষেপ ধনী, জ্ঞানী, মানী ব্যক্তিসকল থাকিতে গ্র উৎসন্ন যাইতেছে, নিরীহ দীন দুঃখী প্রজারা তেছে, তাঁহারা দেখিবেন না, শুনিবেন না, "চাচা আপন বাঁচা" বলিয়া কেহ কলিকা কেহ অন্যত্র পলায়ন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি আমরা বিনীতভাবে নারায়ণপুরস্থ ভদ্র বাবুদি বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অন্নদাবাবুকে অনু করি যে, অন্ততঃ একবার এই সময় গ্রামে পথ ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার বিধান নতুবা নিশ্চয়ই এই শীতে গ্রামটী একেবারে উ যাইবে।

কয়েক দিন হইল হুগলীতে একটী শো ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখানকার স্কুলের গো লাল বসু নামা একজন ছাত্র প্রবেশিকা পরী যাইতে পারিব না, এই আশঙ্কা করিয়া অ

…ত্যাগ করিয়াছে। এজন্য বিদ্যালয়ের … শিক্ষক সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। বালক- … ভাল ছিল এবং তাহাকে পরীক্ষায় … হইবে না এমন কথাও কেহ কহে নাই।

…একটী জনরব যে, এখানকার একজন … চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। আবে- … উকীল বাবুর নিকট … প্রার্থনা করিয়াছিল ও অনুগত ছিল, … কোন অংশে মিটাইলেন … ইঁহার সত্যাসত্য ও অপরাধের সীমা কি … পরে লিখিব। ফলতঃ চৈণ, বৃথা অহঙ্কার … স্বাধীনতাপ্রিয়তা এই কয়টি দোষ আমাদের … শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ কলঙ্ক করিতেছে।

—:•:—

ভাগলপুর।

…৫।৬ পর বড় বড় ব্যাপারী মহা… আছেন, তন্মধ্যে বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় …। ইঁহার ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় …নী বা ব্যবসায় আছে। ভাগলপুরে যে সকল … আছে, তাহাতে ৫০ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স … হয়। গত ৮০ সালে লাইসেন্স কর্ম্মচারীরা … নাম ট্যাক্স-সংগ্রহের হিসাব বহিতে ভুলক্রমে … নাই, এবং তাঁহার নামে কোন নোটিসও … নাই; এজন্য তিনি ট্যাক্স না দিয়া নিশ্চিন্ত … বসিয়াছিলেন। পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে … লাইসেন্স সার্কেল-অফিসর বাবু …লাল … পঁহুছিতে আসিয়া তাঁহার নিকট রসিদ দেখিতে …লেন। তখন চন্দ্রকান্ত বাবু বিস্মিত হইয়া লোক … ট্যাক্স দাখিল করিয়া দিয়া আসেন। লাইসেন্স …র হেডক্লার্ক সেই টাকা লইয়া একখানি … রসীদ লিখিয়া ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু … দত্ত মহাশয়ের স্বাক্ষর করাইয়া রসীদ … দেন। … বাবু তখন ভাগলপুরে … না। তিনি এখানে আসিয়া শুনি- … চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ট্যাক্স দাখিল হইয়া … [illegible] … কালেক্টর … [illegible] … করিয়া … নিকট হইতে ৫০ টাকা জরিমানা ও এক … আদায় করিয়া …ছেন। চন্দ্রকান্ত বাবু কালেক্টরের … আপীল করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম, এ … আপীলে কোন ফল হয় নাই।

এ স্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হই- …ছে, কোন্ যুক্তিবলে লাইসেন্স কর্ম্মচারী …র নিকট জরিমানা আদায় করিলেন? সত্য … চন্দ্র বাবু সময়ে লাইসেন্স দাখিল করেন নাই, কিন্তু সে দোষ কাহার? তাঁহার নামে নোটিস জারি করা হয় নাই কেন? আর এক কথা যখন ট্যাক্স লইয়া ডেপুটী কালেক্টর রসীদ দিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও অর্থদণ্ড করা কিরূপ বিশুদ্ধযুক্তির অনুমোদিত বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এবার আবার ৫০ টাকার পরি- বর্ত্তে তাঁহার উপর ১০০ টাকা লাইসেন্সের জন্য নোটিস্ জারি হইয়াছে। দেখা যাউক, ইহারি বা কি হয়।

পূজার সময় সুলতানগঞ্জের একজন গোয়ালা গাড়োয়ান্ দেশী ভাটিখানায় সুরাপান করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যেমন গাড়ী চালাইতেছিল, অমনি গাড়ীর তলে পড়িয়া অঙ্গভঙ্গ লাভ করিয়াছে। সুরার কি মহীয়সী ক্ষমতা।

…র নিকটস্থ খানাসপুরের পার্শ্বে গঙ্গা- গর্ভে বাবু চড়ীচরণ সিংহের ও রাম গোপাল বাবুর ৩৫ খানি দ্রব্যপূর্ণ নৌকা সংপ্রতি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বুট্ ও চিনি ছিল। শুনিলাম যে যৎসামান্য দ্রব্য জল হইতে উঠান হয়, তাহার মধ্যে নাকি বুট ৮/০ আনা ১০ আনা করিয়া মণ বিক্রীত হইয়াছিল। অনেক টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা পূজার দিবস এতদঞ্চলে বহুতর লোকে জুয়াখেলা করিয়া থাকে। ইহাতে অনেকে সর্ব্ব- স্বান্ত হয়। বোধ হয় পুলিস এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না; করিলে প্রকাশ্য পথে ২।৩ দিন ধরিয়া লোকে জুয়াখেলা করিতে পারিবে কিরূপে? জুয়া খেলারও যেমন আধিক্য, সুরাপানেরও সেইরূপ অনর্থ … হইয়া থাকে। ঐ দিবস …র ভাটিতে একটী আশ্চর্য্য চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা বা সুরাপায়ীরা অন্য কোন দ্রব্য না লইয়া অমূল্য ধন যে মদের বাক্স সেইটী লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। চোরেরা মাতালদলে পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা অমূল্য বস্তু পাইবে কেন?

ইতি মধ্যে বরাহাটে একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া ১৮ জনকে দংশন করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ২ জন ভিন্ন দষ্ট ব্যক্তিগণের আর সকলেই—হাইড্রোফো- বিয়া বা জলাতঙ্করোগে দারুণ যাতনা পাইয়া ইহ- লোক পরিত্যাগ করিয়াছে। কালে শৃগালও সর্প বাঘাদির উপর টেক্কা দিল। কামড়াইলে আর পরিত্রাণ নাই। এক সময়ে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে শৃগাল দংশনের যে ঔষধ প্রকাশিত হয় (১ তোলা চাউল, ১ তোলা তিনি, ১ তোলা চিনি, ১ তোলা নারিকেল দুগ্ধ ও ধুতুরার রস) আমাদের দুই এক বন্ধু দুই একটী রোগীকে সেই ঔষধ প্রদান করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

আজ কাল শাহের অবস্থাও অধিবাসিগ… স্বাস্থ্য বড় মন্দ নহে। বাজার দর উত্তম। … সিক্কার ওজনে দুগ্ধ ১৫ সের পর্য্যন্ত।

কানপুর।

কয়েক দিন ধরিয়া দেওয়ালির বড় সমারোহ … গেল। দেওয়ালি এ প্রদেশের একটী প্রধান প… তোলিও কম নয় বটে; কিন্তু দেওয়ালিতে এ প্রদে… শীয়েরা এমনই উন্মত্ত হয় যে জুয়া খেলিতে ব… কেহ কেহ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।

সম্প্রতি এখানে একটী লোক জুয়া খেলি… গিয়া ধনে প্রাণে মরিয়াছে। উক্ত লোকটী এক… মহাজনের চাকর, সে তাহার প্রভুর অজ্ঞাতে তা… সম্পত্তি হইতে ক্রমান্বয়ে ২০০০ দুই হাজার টা… লইয়া জুয়াদেবীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া … কিরূপে টাকা পরিশোধ করিব এই লজ্জায় গ… ছুরিকা দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। হায়! … দেবি! তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা!!—

অত্রত্য আউদ ও রহিল-খণ্ড রেলের বাঙ্গা… বাবুরা মহাজনদিগের নিকট হইতে চাঁদা আ… করিয়া বড় ধুম ধামে ৮ কালীপূজা করিয়াছে… প্রথম হইতে যেরূপ আড়ম্বর দেখিয়াছিলাম ক… তত দূর পরিণত হয় নাই, দরিদ্রদিগকে কিছু … দান করিলে বড় উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না, কা… অনেক অনর্থক ব্যয় করা হইয়াছে।

এখানে প্রাতঃকালে বিলক্ষণ শীত বোধ … হয়েছে; কিন্তু কিছু বেলা হইলে রৌদ্রের উত্তা… শরীর হওয়া কষ্টকর।

জ্বররোগ এখনও হীনবল হয় নাই।

অত্রত্য "হার্নেস এবং স্যাড্‌লারি ফ্যাক্টরী… আফিসের বাবুরা একটী ক্লব করিয়াছেন। তাহা… ইংরাজি ও বাঙ্গালা কয়েক খানি সংবাদ পত্র … হইতেছে। যাহা হউক, পরমেশ্বর কৃপায় এটী … ও উন্নত হইলেই সুখের বিষয়।

এখানকার "নিউ মিল" নামক কাপড়ের … আজকাল দিবারাত্রি কার্য্য হইতেছে, তথায় বৈ… তিক আলোক দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে … হইতেছে।

এখানকার রাস্তা সমূহের আজকাল এমন … হইয়াছে, যে তাহা বলিতে কষ্ট বোধ হয়। … কালে বৃষ্টিতে রাস্তায় যেরূপ কাদা হইয়া… এখন কাউণ্ট তাপে সেই সকল শুষ্ক হইয়া ম… চক্ষুশূল হইয়াছে, এত ধুলা বোধ হয় অন্য … সহরে নাই। অন্যান্য সহর অপেক্ষা রাস্তা… দিবার এখানে অত্যন্ত সুবিধা, "সহর" …

র খান সহরের ভিতর দিয়া যাওয়ায় ছোট টি নালা দ্বারা সহরের সকল স্থান ঐ জল দ্বারা ত হইতেছে। অতি অল্প আয়াসে ঐ সকল জল র রাস্তার দুর্গা মারা যায়। বাঙ্গা হউক "মিউ-পাল কমিটীর মেম্বর" মহাশয়েরা যদি কৃপা-কপাতে এ কষ্টের দূরীকরণে যত্নবান হন, তাহা ল হতভাগ্য প্রজারা বাঁচিয়া যায়।

—:০:—

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে জ্বরের উপদ্রব বেশী দেখা তেছে। এমন ঘর নাই যেখানে ২। ১ জন না াগস্ত। সকলেই প্রায় পূজার বন্ধে বাটী যাইয়া জ্বর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জ্বরের উপদ্রব বিধা যাহারা বাটী যায় নাই, তন্মধ্যেও ২। ১ র আতঙ্কে জ্বর হইতেছে। আমরা জ্বরের ামায় পড়িয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ ত মহোদয়ের গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই-। ইনি রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন; কিন্তু বহু-াবধি চিকিৎসাশাস্ত্রে আস্থা থাকায় এবং ঐ ের সদা সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করায়, এক্ষণে ুর উন্নতি করিয়াছেন যে দেখিলে চমৎকৃত ... চিকিৎসার্থে ডাকিলে ইনি বিনা ... নিজের পরিবারের ন্যায় যত্নের সহিত বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া চিকিৎসা করিয়া েন। ইঁহার দ্বারা অনেক দীন দুঃখী বিশেষ কার প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ইনি সাধারণের কারার্থ জামালপুরের বাজারে "বরাট নিউ ডিকেল হল" নামক একটী ইংরাজি ঔষধালয় য়া সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ বিক্রয় করিতে- এবং স্বয়ং বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা ও বিশেষ শম স্বীকার করিয়া "সত্তরসায়ুচ" নামক এক র জ্বরকারক নিকশ্চার প্রস্তুত করিয়া ১৷০ মূল্যে ল বিক্রয় করিতেছেন। এই ঔষধটী ডিঃ ুর ঔষধ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইবার বনা। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহা এক বোতল খাইলে বিশেষ গুণ জানিতে বেন। ঔষধটী নূতন প্রচার হওয়ায় অদ্যাপি রণে প্রচার হয় নাই। এখানকার অনেকেই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মধ্যে একটী স্ত্রীলোক পাহাড়ে কাষ্ঠ আহরণে লে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সে আত্মরক্ষার কাষ্ঠ হস্তে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা য়া শেষে ক্লান্ত হইলে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক হত াছে।

বৎসর এখানে চোরের উপদ্রব কিছু বেশী বেশী া যাইতেছে; পূজার পূর্ব্ব হইতে অনেকগুলি সিঁদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে চৌর্য্যের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। তৎপরে পুলিসের সুদক্ষ ইনস্পেক্টর ক্যাভা নার সাহেব আসিয়া এমন দমন করেন যে, চৌর্য্য ভয় ছিল না বলিলেই হয়। আবার যখন আরম্ভ হই-তেছে ভরসা করি ক্যাভানার সাহেব আর একবার আসা জল খাইয়া লাগিয়া যান, যে, আমরা সুস্থ শরীরে ও খোস মেজাজে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারি।

কেশবপুরের রাখালদাস মুদি নামক এক ব্যক্তির একটী গাই এককালে যমজ এঁড়ে প্রসব করিয়াছে। একটা হইলেই দুগ্ধ পাওয়া ভার, তাহাতে দুইটা অতএব মুদির লোকে আর দুগ্ধ খাইতে হইবে না।

গত সপ্তাহে অপরাহ্ণ ৮ টার সময় অত্রস্থ হরিস-ভাগুতে তারানাথ চূড়ামণি "আর্য্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জ্বরের উপদ্রব বশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার শ্রোতা অতি অল্পই হইয়া-ছিল।

রেলওয়ে ক্যাস আফিসের তৃতীয় ক্লার্ক বাবু হরিমোহন মল্লিক মহাশয়ের নামে বেতন কম দেওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ হয়। হরি বাবু যথা-সাধ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলেও মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রেলি সাহেব ৬ মাস মেয়াদ দেন। ভাগলপুরের জজের নিকট এই মকদ্দমার আপীল করা হইলে জজ সাহেব মহোদয় হুকুম বাহাল রাখেন কিন্তু রায় বাহাল রাখেন নাই। সম্প্রতি উচ্চ আদালত হাই-কোর্টের বিচারে হরি বাবু নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। আমরা আদালতের বিচারের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; তবে দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অর্থ না থাকিলে নির্দ্দোষকেও মফঃসলের কর্ত্তাদের দোষে সাজা পাইতে হয়। হরি বাবুর যদি পয়সা না থাকিত, নিঃসন্দেহই তিনি নিম্ন আদালতের বিচার সহ্য করিতেন! নির্দ্দোষ হরিমোহন বাবু যে, অন-র্থক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিলেন, মকদ্দ-মায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। আবার হাইকোর্ট হইতে প্রথমে জামিনে খালাস দিবার হুকুম না হওয়ায় একমাস কারাবাস কষ্টভোগ করিলেন, এ সকল কি নিম্ন আদালতের দোষে হইল না? অতএব জিজ্ঞাসা করি উচ্চ আদালত হইতে যেন রীতিমত কৈফিয়ৎ লওয়া হয়।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের ষ্টেটিয়ার ফেরোরো সাহেবের রক্ষিত স্ত্রীলোককে উম্বার নামক একজন কলচালক সাহেব চুম্বন করিতে যাওয়ায় ফেরোরো তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। ফেরোরো এক্ষণে সেসনে অর্পিত হইয়াছেন।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চক্রবেড়িয়া—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বংশীদাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ... ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত ... প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ১০। টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ..., পদ্মাবৃত্ত সমগ্র সটীক ৩৷০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ।৫০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

গল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ক্ষুরা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোষ পাঁচড়া, ভিজিয়া, ছড়ঙ্গা, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌রেঙ্গা, সর্ব্বপ্রকার পায়ার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী—বড়বয়ার
" " পূর্ণচন্দ্র সিংহ—শিয়ালদহ
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ধুবড়ি
" " নীলরত্ন সেনগুপ্ত—ইস্‌লামপুর
" " অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী জমিদার টেঁপা
" " প্যারিমোহন বসু—রাধাবল্লভ
" " প্রসন্নকুমার বসু—দানপুর
" " জানকীনাথ ঘোষ—গুড়বাড়ী
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—মরিচা গ্রাম
" মুন্সি আমির হে সেন—ব্রুকনপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাক... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার ... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ ... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া ... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ... আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে...

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদা... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৫১ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৩০ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ১৪ ই নবেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪।০, অসমর্থ প মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

০০ এক শত টাকা পুরস্কার।

অতএব ঘটকদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে ার কোন বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপে হ করিতে ইচ্ছা করেন অতএব যিনি এইরূপ াত্রী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিতে ারেন, তিনি উক্ত পারিতোষিক পাইবেন, আর া কি সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাসের জন্য সেভিংস ঙ্ক জমা থাকিবে।

পাত্রটীর বিবরণ।

পাত্রটী জাতিতে ব্রাহ্মণ উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় ার্য্যাদাও আছে, দেখিতে শুনিতেও উত্তম, বাস কাতায়, বয়ঃক্রম ২১। ২২ বৎসর, লেখা পড়ায় রূপ, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব।

প্রার্থিত পাত্রীটীর বিবরণ।

পাত্রীটী কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য কুলোদ্ভব ও সুশ্রী া আবশ্যক; কিন্তু যদি পাত্র অপেক্ষা কুলমর্য্যা- লঘু হয় তাহাতে কোন আপত্তি নাই, যাহাতে হ অবধি পাত্রটী সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত তে পারে তাহাই উদ্দেশ্য। যদ্যপি কন্যাকর্ত্তারা কে তাহাদিগের বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা করেন, াতেও কোন ক্ষতি নাই।

এই সমস্ত বিবরণ অনুসারে যিনি বিবাহ নিষ্পন্ন তে পারিবেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার ট আসিলে কিম্বা আমাকে পত্র লিখিলে সবি- জ্ঞাত হইবেন। ইতি—

শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চৌধুরিপাড়া
সাং কাঁচড়াপাড়া।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল শ্রীশ্রী৺ কালী- ঘাটে একটী "হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক" নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভার অধ্যক্ষগণ সময়ে সময়ে রাজপথের স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বাপক্ষে যথাসাধ্য বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় (Hindu mission school) সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং "ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ" নামে এক খানি কাগজও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় আমরা একটী কোষ (Hindu mission fund) স্থাপনে যত্নবান হইয়াছি, এক্ষণে মহানুভব আর্য্য সন্তানদিগের নিকট আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন উক্ত সম্প্রদায়কে যথাসাধ্য দানে কুণ্ঠিত না হন।

কালীঘাট হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক সম্প্রদায়ের কার্য্যা- ধ্যক্ষ অথবা বাওয়ালী নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট স্ব স্ব দান পাঠা- ইলেই উক্ত সম্প্রদায় পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
সাং কালীঘাট।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য!!)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, ইহাতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলা- হল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রক মের অদ্ভুত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সক বিষয় লিখিতে হইলে গল্প লাট হয়, সেই অনুরো এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—"রাজকন্যার পুথি"—অদ্ভুত ব্যাপার

যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি ক মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বি মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্ পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পর্য করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মায় রাহা খরচ ১৸৶০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস
কলিকাতা নর্থগুবরমন টোলা ২ নং কার্য্যা

নর্দ্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টী ও ফ্লাট সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় কারবে। ষ্টীমারখানিতে অনেক জন প্রথম শ্রে আরোহীর পৃথক সুন্দর রমণীয় উপবেশন স্থান আ দেশীয় রমণীদিগের সুবিধার জন্য ফ্লাটে অ গত আছে। এতদ্ভিন্ন উক্তাক্ত নিম্ন শ্রেণীর প জন যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পা এই ফ্লাটে পাঁচ শত মণ মাল রাখিবার স্থান আ গাড়িবা ইহাকে যত আবশ্যক বলিয়া বিবে করিবেন, এবং যত বহুল পরিমাণে ইহা ব্যব হইবে, তদনুসারে ইহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টী ও ফ্লাটে পান, আহার ও বিশ্রামের সুবিধ স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি গতায়াত করিতে ইচ্ছা ক তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বুধবার প্র ভাতে নয়টার সময় যে ট্রেন ছাড়ে, ঐ ট্রেনে স

... ... । ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ অবগত ... নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন আবশ্যক।

... ... সাহেবের ...	পারাপার ষ্টীমারের অধ্যক্ষ। নর্দার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

...মেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় ...। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ...দশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া ...ন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা...ইণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া। ১ আউন্স ... ...ইন্দি ১২, ১৬ আউন্স শিশি ... টাকা। ... বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

...কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত ...য়েছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, ...গ্রাহক যখন শকে কাহাকে বুঝায়, বিধবা...ী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ...তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্তমান শোচনীয় ...হার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত ...কৌতুক এই কটী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ...াই আটপেজি ফর্মে ৮ ফর্মা ভাল কাগজে ...ত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ...চ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ ডাক... সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...াহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

" ... ... "।

...পর ... ... আমি যখন পুরাতত্ত্বানুস... ...জেলার ... ... নামক স্টেশনের ...ত্তিক বিভাগে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ে ... মধ্যে বিশেষ ... অনুরোধে আমাকে উক্ত ...ন হইতে ... সেই সকল সামান্য ষ্টেশন ...ত, তাহাতে ... হইত। একদা কোন একটী ...ষ কার্য্যের অনুরোধে ... ... ষ্টেশনে গমন ...। সে কার্য্য সম্পাদন জন্য আমি ... প্রেরিত ...য়াছিলাম, তাহা সম্পাদন করিতে আমাকে ...১২ দিনেরও অধিক সময় লাগিবে হইয়াছিল। এই ১০। ১২ দিন যে আমাকে দিবা রাত্রি কার্য্য করিতে হইত, তাহা নহে। দিবাভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি এত সময় পাইতাম, ইচ্ছা হইলে সে সময়ের মধ্যে ২। ৩ ক্রোশ অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারিতাম। সে জন্য এক দিন আমি দক্ষিণ পশ্চিম কোণের অভিমুখে গমন করি। অনুমান দুই ক্রোশ গমন করিয়া আমি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাই। উহার দুই ক্রোশের মধ্যে আমি অন্য কোন গ্রামই প্রাপ্ত হই নাই। যখন আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলাম, বোধ হয় তখন বেলা চারিটা বাকিয়া থাকিবে। আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইবার মানসে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গ্রামের লোকসকল আমাকে একরূপভাবে দেখিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আমার বোধ হইল তাহারা যেন তৎপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালিকে দেখে নাই। আমি কিয়দ্দুর গমন করিয়া যখন গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম, দেখি এক কামিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অপর একটী বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই রমণী যে বাটীতে প্রবেশ করিল, সে বাটীর লোকেরাও ক্রন্দন করিতেছে। তাহারা সকলে একত্র হইয়া যে ভাবে ক্রন্দন করিতেছে দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, যে সে বাটীতে কোন প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের যে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে জন্য কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এই মানসে আমি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করাতে এক বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ সেই বিপদাপন্নবাটীর সম্মুখে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে কারণে তথায় দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বলাতে সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য এই বাটীতে একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে; সে জন্য ইহারা সকলে ক্রন্দন করিতেছে। আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের দেশে এবং অপর দেশেও গৃহস্থের সন্তান হইলে সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা দেখিতেছি ক্রন্দন করিতেছে। এ আবার কি? আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, বাপু সন্তান হইলে যে কেবল আমাদেরই দেশে লোকে আহ্লাদ প্রকাশ করে এমন নহে, আমি এই গত ১৪ বৎসর মধ্যে এ প্রদেশে যে সকল গ্রাম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এমন ... স্থানই দেখি নাই যে স্থানে লোকেরা সন্তান ... আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তোমাদের ন্যায় ক্র... করে। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে বৃদ্ধ আ... বলিল, জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব যে ... জন্মিয়াছে, সে ছেলে অবশ্যই এক দিন ম... তজ্জন্য ইহারা ক্রন্দন করিতেছে। ইহারা ... যে যদি ছেলে না হইত, তাহা হইলে ই... মৃত্যু আমাদের শোকের কারণ হইত না।

ইহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই হিন্দুর ... ইহাদের মধ্যে যাহার সহোদর ভাই নাই, ত... বিবাহ সহজে হয় না। যাহার ভাই আছে, ত... বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। ... পাণ্ডব যেমন এক স্ত্রীতে উপগত হইয়াছি... ইহারাও সেইরূপ ৩। ৪ সহোদর এক স্ত্রীতে উ... হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক জনের ... হইলে রমণীকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়...

বশম্বদ
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপা...
মলিহাবাদ ষ্টে...

কবির স্বপ্ন।

সফল হইবে কিরে কবির স্বপন?
ধরা মাঝে নরজাতি, ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি
বিষমতা যাবে কবে সমতা স্থাপন!—
সফল হইবে কবে কবির স্বপন?
সেই সমাজের চিত্র আঁকো দেখি মনে
তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ন্যায়েতে গঠিত প্রাণ—
সমাজ বন্ধন সব! শান্তির আগার
সদা স্নিগ্ধ করিবেক এই চরাচর!
ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব হৃদয়ে, বদনে
পাবে দীপ্তি অনুদিন;—কাপট্য অতীব হীন
নহে শুধু, যাবে মুছে অভিধান হতে
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ভাব রবে না মহীতে
অনুভব করি যত পারি কি লিখিতে?
সত্য যুগ আর্য্যদের, আসিবে কি হায় ফের
সফল করিতে আর্য্য কবির স্বপন—
স্বর্গীয় শান্তির ভাব করিতে চেতন?
এবে স্বপ্ন! স্বপ্ন কবে হয় রে সফল?
দুঃখির হৃদয় ডোর, আছে ছিন্ন বেশ! কের...
কেন বৃথা বল তায় করিতে বন্ধন?
সুখ স্বপ্ন দেখাইয়া করাতে রোদন?
হোক স্বপ্ন! তিক্তি নহে এ স্বপন!
কবির হৃদয়ে জাগে, তায় যার অনুরাগে
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ সদা তাঁর মন!
কেন তুমি মনে, যদি নাই পরিণাম?

আছে তিতি ! এ স্বপন হইবে সফল !
স্থষ্টি কেন স্বধু ? জাগে না কি আশাবিধু
মানস তামসাকাশে কবিলে স্মরণ
নরজাতি দার্শনিক নীতিবেত্তাগণ ?
এস ভাই নিরাশায় দলি পদ তলে !
আশা মদিরায়, ঢেলে দিই চিত্ত হায় !
এ আশার নেশা ঘোরে রব অচেতন !
আশার এ মাদকতা মধুর কেমন ?
বারেক ভুলিয়া যাই ক্রুর বর্ত্তমান !
নের সত্য চয়, ভাবি মিথ্যা স্বপ্ন প্রায় !
কবির সে স্বপ্ন ভাবি প্রকৃত জীবন !
আশার এ মাদকতা মধুর কেমন ?
আয় মা ভারত ভূমি বসি তোর কোলে
ই নয়ন জল !—কেন গণ্ডে করতল ?
জীবন্ত দীনতা কেন আননেতে তোর ?
পোহাল মা এত দিনে দুঃখ নিশা ঘোর !
সত্যযুগে যে বসনে ছিলে মা ভূষিত
সেই পরিধান, আবার স্বর্গীয় ঘ্রাণ—
ছুটুক শ্রী অঙ্গে তব !—অতুল বদন
স্বর্গীয় জ্যোতিতে পুনঃ হোক দীপ্তিমান !
স্নিগ্ধ সে স্বর্গীয় জ্যোতি আননে তোমার
র্ত্য নাম স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা অমরতা
বিশেষ তোমার ! বড় ব্যথা নাই মনে
হারাইয়ে ছিলে তাহা পড়ে যবে মনে !
কল্পনার পূর্ণাবেশে দেখিয়া হরষে
ার ক্রোড় শোভা করে, তনয় তনয়া চয়ে,
তাহাদের কীর্ত্তি যশে পুরেছে ভুবন !
মা পুনঃ পেয়েছ ক্রোড়ে আপন সন্তান !
পেয়েছ মা ক্রোড়ে পুনঃ গুণি পুত্রগণ !
ধিক প্রফুল্লতা, সমধিক পবিত্রতা
সমধিক ভাবুকতা করিয়া অর্জ্জন
মা তোমার কোলে বসে গুণি পুত্রগণ !
পূতত্তর বেদগান পশিছে শ্রবণে !
শান্তি মহিমা গীতি, শুনিয়া পাইছে প্রীতি
জীব জড়দেব সবে দেখ মা কেমন !
গুণী পুত্রগণ পুনঃ করে বেদ গান !
ব্যাস, বাল্মীকি গর্গ জৈমিনি সকলে
খ মা কোলেতে তোর, ভাবে জ্ঞানে সদা ভোর
চায় তোর মুখ পানে সুবিমল জ্যোতি !
পুরস্কার কর মাগো দেখাইয়ে প্রীতি !
লক্ষ্মী রূপা মা তোমার তনয়া সকলে
তা, দময়ন্তী, সতী যাঁদের মধুর স্মৃতি
ভুলিনেও হায় তোর পারেনি হরিতে !
আর্য্য নারী পবিত্রতা হৃদয় হইতে !
সে সব তনয় আর তনয়া তোমার
রে কোল শোভা করে ; অনন্ত সুষমা ভরে

নির্জ্জীব ভারত আজ হয়েছে উজ্জ্বল !
আর না রাখিতে হবে গণ্ডে করতল !
ভবিষ্যের এই চিত্র ভাবিতে মাকার
আঁকিনু কল্পনা পটে, কি আনন্দ মরি তাতে !
কিন্তু—
আবার যে পড়ে মনে ক্রুর বর্ত্তমান !
আশার সে মাদকতা কোথায় এখন ?
সফল হইবে কিরে কবির স্বপন !
কোথা শান্তি বর্ত্তমানে, উঠেছে তরঙ্গ চীনে,
পারস্য বায়ুতে দোলে দেখি এসিয়ায় !
কোথা শান্তি নিদর্শন খুঁজিব বৃথায় !
সভ্যতার বর্ত্তমান উৎস মনোহর
কোথা শান্তি ইউরোপে ? ভাবিতে হৃদয় কাঁপে
কেশরী মাতঙ্গে হেরি সংগ্রামে নিরত !
শান্তি ! শান্তি ! হায় শান্তি মরীচিকা মত !
যে জাতি মাতায়ে ছিল একদা ভুবন—
কোরাণ কৃপাণ করে জিতে ছিল বসুধারে
দেখাইয়া একতার মহিমা কেমন !—
সে তুরকী করে আজ ধুলায় লুণ্ঠন !
কেশরী মাতঙ্গ বৈরী-তারাও মিলিল !
কথ মগ্ন শার্দ্দূলেরে, দমিতে একতা করে
হায় চির বৈরী যারা তারাও মিলিল !
বল হীনে পূর্ণ বল সমরে ডাকিল !
আসুর বিক্রমে হায় নারকী আশায়
বীর দাপে ধায় রুষ। শান্তির নাহিক লেশ
কি বাহিরে কি অন্তরে অশান্তি সমান ?
প্রলয়ে বসুধা বুঝি রসাতলে যান !
ফরাশী কেশরী ঐ জাগে নিদ্রা হতে !
নব বলে বলীয়ান, এবার নাহিক ত্রাণ !
প্রমত্ত মাতঙ্গ পানে রোষে ফিরে চায় !
ফরাশী জার্ম্মনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য হায় !
নরজাতী স্বাধীনতা আকর বৃটন !—
কিন্তু কোথা শান্তি তার ? সন্তোষ শান্তির সার !
সে সন্তোষ বৃটনের পেয়েছে বিলয় !
বৃটনে শান্তির স্রোত কই আর বয় ?
অবিশ্বাস বৃটনের হৃদয়ে এখন
সর্ব্বেসর্ব্বা নরপতি ! কই আর সেই প্রীতি
মানব মণ্ডলে, যার দৃপ্ত প্রণোদনে
দাসত্ব ঘুচিল নরে, গ্রীস বাঁচে প্রাণে ?
কোথা শান্তি ? হায় শান্তি সুচতুর স্বপন !
স্থুখ স্বপ্নে স্বর্গ বনে, ভ্রমিয়ে প্রফুল্ল মনে
অবিচির ফুল, চাহি সাজাইতে হায়
অনন্ত দুঃখিনী এই ভারত মাতায় !
এবে স্বপ্ন ! স্বপ্ন কবে হয় রে সফল ?
দেখ ক্রুর বর্ত্তমান ছিড়ে ফেল আশাদাম !
জীবনের সত্যচয় মিছা সে কেমন ?

শান্তি চাও ? কোথা শান্তি ? সুচুর স্বপন
সফল হইবে কিরে কবির স্বপন ?
ধরা মাঝে নরজাতি ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বিষমতা যাবে, হবে সমতা স্থাপন !
সফল হইবে কবে কবির স্বপন ?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সোমপ্রকাশ

৩০ এ কার্ত্তিক সোমবার।

একটী নূতন সম্প্রদায়।

"ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।" বিভীষণ লঙ্ক পরিত্যাগ করাতেই লঙ্কা ছার খার হয়। "প চোরকে পারা যায়, ঘর চোরকে পারা ভার। গৃহশত্রু বড় ভয়ঙ্কর। এত দিন বিদেশীয়েরা শাণি কৃপাণ করে লইয়া ভারতের পৌত্তলিকতার উচ্ছে চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা পর বলিয়া বড় কৃ কার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এখন গৃহশ লাগিয়াছেন। এখন বড় বিপদ ওদিকে কতকগু কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকত ভিত্তিমূল খনন আরম্ভ করিয়াছেন, আবার ভারতে কতকগুলি অসভ্যও পৌত্তলিকতার বিষম বিদে হইয়াছে। আমরা গতবারে কলিকাতা গেজে ঐ সম্প্রদায়ের জগন্নাথ মূর্ত্তি দাহ করিবার চেষ্ট বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিবিধ সংবাদ স্থলে তৎসমাচ পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে তৃপ্তি লাভ হয় নাই। অতএব এবার ঐ বিষয় বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিতে প্র হইলাম।

সম্বলপুর নিবাসী কুম্ভপতী নামক কতক গু ধর্ম্মান্ধ অসভ্য জাতীয় লোক গত ১ লা মার্চ্চ জগন্ন দেবের প্রতিমূর্ত্তি বিনষ্ট করিবার সংকল্পে তথ আগমন করে। এই দুঃসাধ্য কাজে বহু সংখ স্ত্রীপুরুষ ব্রতী হইয়াছে। জগন্নাথের প্রতি তাহাদে এতাদৃশ বিজাতীয় আক্রোশ জন্মিবার কারণ এই ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মনুষ্যচক্ষুর অগোচর। অত মনুষ্য যে মূর্ত্তি কল্পনা করে সে কেবল লোক বিে হনার্থ। দেবমূর্ত্তি বিনাশ করি[illegible] পারিলে সাধ লোকে বুঝিবে যে, তাহাতে [illegible]মাত্র দৈবশ নাই। সুতরাং মনুষ্য কল্পিত প্রতিমা অকিঞ্চিৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি গড়িতে পারে ও ভাঙ্গিতে পারে। দৈবশক্তির সমাবেশ পা কখন এরূপ হইত না। ইহাই সপ্রমাণ করি নিমিত্ত কুম্ভপতিরা জগন্নাথ, বলরাম এবং

... প্রকাশ্য স্থানে আনিয়া দগ্ধ করিতে ... ঐ অসভ্য জাতিরা বলে, যে ... কোন হিন্দু দেবতার ... জাতিনাশ করিতে চাহে ... ছিল। বহু সংখ্যক ... সন্তান সন্ততি সঙ্গে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য ... নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হই... । তন্মধ্যে চারি জন পুরুষ এবং তিন জন স্ত্রী ... পুরীতে প্রবেশ করে।

এই কয়েক ব্যক্তি জগন্নাথ ... হইল। তাহাদের ... স্ত্রী সুরক্ষিত ছিল। বোধ হয় ... ই তাহারা আহার করিয়াছিল, কারণ ... উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি তখনও অপগত ... নাই। কিন্তু দেবতার জাতি নষ্ট করিবার ... সে ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন আনিয়াছিল কি না, তদ্বি... প্রকাশিত হয় নাই। সিংহদ্বারে এক জন দ্বার... ছিল, গোলযোগ সহই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ... দ্বার অবরুদ্ধ করিল, ফলতঃ তাহাতে কিছুই কাজ ... না। এ দিকে আক্রমণকারিদের সংখ্যা অনেক, ... বিস্তর যাত্রীও উপস্থিত ছিল। তাহারা বল... দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে ... রা ভোগমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচার করিবার ... করে; কিন্তু তৎকালে সেখানে ভোগসামগ্রী ... ই ছিল না। ইত্যবসরে যাত্রীর সংখ্যাও প্রায় ... চারি শত হইয়া পড়ে। তৎপরে অত্যাচারীরা ... রের জয় বিজয় দ্বারে উপনীত হইল। কিন্তু ... কালে ঐ দ্বার রুদ্ধ ছিল, সুতরাং মন্দির মধ্যে ... শ করিবার নিমিত্ত তাহারা অন্য পথ অনুসন্ধান ... তে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যাত্রীর সংখ্যা সহস্রা... অধিক হইয়া পড়িল এবং দেবালয়ে মহা তুমুল ... বাধিয়া গেল। এই গোলযোগে এক অত্যা... ... মাথা ধরিয়া এক বাক্স ফেলিয়া দেয়। ... মেজেষ্টর উপস্থিত ... আগে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে যে মানবলীলা ... । পুলিস দ্বারা অত্যাচারিগণ শীঘ্রই ... , বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের তিন মাস ... কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়।

... অত্যাচারী ধৃত হইবার অন্তর ... ছয় জন পুরুষ, এগার জন স্ত্রী- ... বয়স্ক একটি শিশু পুরীর বহি- ... তাহারা কোন অনিষ্টা... নাই। তাহারা পুরীর ... উক্ত ডেপুটী মাজি... ট্রেট নিকট তাহারা ... করিয়াছে যে ... সমস্ত লোকের ... কোন উপায় নাই। ... এব অবশ্যই তাহারা কোন অসৎপথ অবলম্বন করে, অন্যথা তাহাদের দিন নির্ব্বাহ কি প্রকারে হয়। কিন্তু সুবিবেচক বিচারপতি মহাশয় কোন দণ্ডবিধান করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, ঐ সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে আরও অন্যান্য অনেক ভিক্ষুক দণ্ডার্হ হয়। ভারতবর্ষে নিরাশয় ভিক্ষুকের অসদ্ভাব নাই। বাস্তবিক এ কথা সমালিক বটে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু, এই শেষোক্ত কয়েক ব্যক্তির পুরীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি প্রকাশিত হয় নাই।

এই ঘটনা অতীত হইলে মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে ঐ সকল ব্যক্তির সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহা জ্ঞাত করিতেছি।

কুম্ভপতিরা সম্বলপুরবাসী। কুম্ভপতি শব্দটীর ব্যুৎপত্তি এই,—কুম্ভ শব্দে এক প্রকার বৃক্ষ, এবং পত্র তাহার ত্বক। কুম্ভ বৃক্ষের বল্কলে রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া কটিবন্ধ প্রস্তুত করে, তজ্জন্য উক্ত জাতি কুম্ভপতি নামে অভিহিত হয়। তাহারা হিন্দু, অথচ হিন্দু নহে। হিন্দুদিগের ত্রেত্রিশকোটী দেবতাকে মানে, কিন্তু দেবমূর্ত্তির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি নাই। মনুষ্য কস্মিন্ কালে কোন দেবতাকে দেখে নাই অতএব দেবতার প্রতিমা কিরূপে করিত হইতে পারে? তজ্জন্য বিগ্রহাদির প্রতি তাহাদের নিরতিশয় বিদ্বেষ।

এই জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) প্রথম, নির্দ্দিষ্ট কুম্ভপতি। ইহারাই বল্কল বস্ত্র পরিধান করে। (২) দ্বিতীয় কনপতি; ইহারা ছিন্ন বস্ত্রাদি পরে। (৩) তৃতীয়, আশ্রমী বা গৃহস্থ। ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া গৃহধর্ম্ম করে। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী নিরাশ্রমী। তাহাদের জাতি বিচার বা অন্নের বিচার নাই। রাজা বা জমীদার, ব্রাহ্মণ, রজক, এবং হাড়ি ভিন্ন আর সকলেরই অন্ন তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা এবং জমীদার প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কুম্ভপতিদের অতিশয় ঘৃণাস্পদ। সে কারণ তাহারা রাজা কিম্বা জমীদারের অন্ন গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান করাইয়া দক্ষিণা লইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও অস্পৃশ্য। রজকেরা সকল জাতির বস্ত্র ধৌত করে, তজ্জন্য উহাদের অন্ন অপবিত্র। হাড়ীরা অতিশয় নীচজাতি, সুতরাং তাহাদের অন্নও অভক্ষ্য। গৃহস্থেরা দারপরিগ্রহ করে। প্রথমোক্ত দুটী সম্প্রদায় ইহাদের গুরু। কুম্ভপতিরা সকলেই প্রাতঃস্নান করে। এক এক সম্প্রদায়ের এক একটী পৃথক সাধনমন্দির আছে। তাহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কুম্ভপতিরা তাঁহাকে "অলক্ষ্য" বলে। দৃঢ় বিশ্বাস, স... কথন এবং গুরুভক্তিই তাহাদের ধর্ম্মনীতির বী... মন্ত্র। হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর ... তাহাদের বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহ... হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী। তুলসীপত্র স্পর্শ করা ... থাক, তাহারা তুলসীবৃক্ষের নিকটেও যায় ... কারণ হিন্দুরা তুলসীপত্রে দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে... হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে ছাগবলি হয়, সে ক... তাহারা ছাগ মাংস ভক্ষণ করে না। তাহারা দি... ভাগেই ভোজন করে; রাত্রিতে নিতান্ত ক্ষুধা... হইলে কিঞ্চিৎ জলপান ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য ... করে না। ইহাদের দৈনন্দিন ঈশ্বরবন্দনাদি ... প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে এই দুইবার অনুষ্ঠিত ... সাধন কালে কৃতাঞ্জলিপুটে নাসিকার উপর ... সংস্থাপন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তাহারা স্ত... পাঠ করিতে থাকে। পরমেশ্বরের মহিমা কীর্... তাহাদের সাধনের মূলমন্ত্র। তিন জনের অ... ব্যক্তি উপাসনা ক্ষেত্রে সমবেত হইলে এক ... উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে থাকে, অন্য... সকলে তাহা আবৃত্তি করে। স্তব সমাপ্ত হ... সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক চৌদ্দবার ভূমি... নমস্কার করে।

বঙ্গদেশের দরবেশীদের ন্যায় কুম্ভপতিরা সা... শয় অনাচারী। পীড়া হইলে তাহারা ঔষধ ... না; তবে নিতান্ত উৎকট রোগে তাহারা উপা... ক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ... অন্ন মণ্ডের সংযোগে ভক্ষণ করে। যে কোন ... হউক না কেন, চিকিৎসা এই পর্য্যন্ত। ফ... ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকতাই তাহাদের স... কাজের মূলসাধন।

কটকে এই মত বহুদিন প্রবর্ত্তিত হয় ন... এইরূপ প্রথিত আছে,—অলক্ষ্য স্বামী অর্থাৎ ... পতিদের গুরু, পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করি... তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত একটী অবতার বি... ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটক জেলার অন্তর্গত মল... পুরে আসিয়া স্বীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ কর... সর্ব্বাদৌ ৬৪ চৌষট্টি ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত ... গ্রহণ করে, তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসই প্রধ... অলক্ষ্যস্বামীর জীবদ্দশায় এই মতের অধিক ... হয় নাই; তাঁহার শিষ্যেরাই উহা অনেক ... প্রচলিত করিয়াছে। কটক হইতে সত্বর ঐ ... সম্বলপুরে আনীত হয়; এক্ষণে ব্রাহ্মণ ... অন্যান্য অনেক জাতিই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া... এবং উহার শাখাপ্রশাখা বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে ...

কুম্ভপতিদিগকে অসভ্য ও অজ্ঞ বলিয়া আ... যতই কেন ঘৃণা করি না প্রকৃত তাহাদের ...

তা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সম্প্র-
র মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে
অসতী আছে কি না সন্দেহের বিষয়।
নসম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা কথা বলে না, এবং
লোকেরা পর পুরুষের মুখাবলোকন করে না।
মিথ্যা বলিলে কিম্বা স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী
ল তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত
রা দেয়। সমাজে সভ্যতা প্রবেশ করিলেই
তাও নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে,—দুইয়ের মিত্রতা
সারাদিন কেবল মনের আদরে কোলাকোলি
তেছেন। কুম্ভপতিদের গৃহবিচ্ছেদ ছিল না,
রাং অতিরিক্ত সম্প্রদায় বিভাগও ছিল না।
কিঞ্চিৎ সভ্যতার গন্ধ একবার তাহাদের মধ্যে
কটা প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু আমোদ করিয়া
লন; শঠতা আর কোথায় যান? সহচরী
লিয়া কি থাকিতে পারেন?—ক্রমে তিনিও
লিয়া মিলিলেন। কুম্ভপতিদের দল অনেকটা
ভক্তও হইয়া পড়িল। পাঠক! জিজ্ঞাসা করি-
, সে সভ্যতা কেমন?—তবে শুনুন পূর্ব্বে
ণপুরের ভীমকুণ্ড তাহাদের এক জন অধিনায়ক
। ভীম জন্মান্ধ; কিন্তু অনেকটা সভ্যভব্য
াক চতুর সহরে গোচের লোক। মহাভারত
দ্ভাগবত এবং অন্যান্য উড়ে পুস্তক শুনিয়া
হার অনেকটা ভাষা জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। এই
বিদ্যাতেই তাহার স্বাভাবিক মেধার গুণে
ম উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে সক্ষম হইল।
ন কি অচিরে সে এপ্রকার কয়েক খানি ঈশ্বর-
কীর্ত্তন-সমন্বিত কাব্য পুস্তক প্রণয়ন করে যে,
কা অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়া আসি-
ছে। ভীমের পুস্তকগুলি উড়িয়্যাভাষায়
খিত। কবিতার ভাবমাধুরী, বর্ণনাচাতুর্য্য
ং ভাষার লালিত্য চমৎকার, তাহাতে সন্দেহ
ত্র নাই। পাঠক! এখন বিবেচনা করুন—ভীম
মন ঠাটের মানুষ। কিছু কিছু বিদ্যা আছে,
ড়িয়্যা ভাষায় সুন্দর ও সুশ্রাব্য কবিতা লিখিতে
রে। সে কবিতা আবার যেমন তেমন নয়,—
চন্দ্রার রূপ বর্ণনা নয়, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন নয়।
ম্ভপতিদিগের রুচির অনুরূপ,—এক ঈশ্বরের
ানুবাদ। কাহার না হৃদয় তৎশ্রবণে প্রেমরসে
দ্রীভূত হইবে? প্রায় সমস্ত কুম্ভপতি তাহার
ণে বিমোহিত হইয়া তদীয় অনুচর ও শিষ্য হইল।
ন্তু কলের তিলক ও শঠের শঠতা কতক্ষণ থাকে?
ীম ক্রমশঃ স্বীয় শিষ্যগণের নিকট অপ্রতিভ হইয়া
ড়িতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে
াহার প্রসক্তি হয়। সত্য কথা কতক্ষণ অব্যক্ত
াকে, তাহার শিষ্যগণ শীঘ্রই এই অবৈধ প্রণয়
সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল, তাহাদের ভক্তিও অনেক
পরিমাণে বিচলিত হইল। কিন্তু কেবল সন্দেহারূঢ়
হইয়া এক জনের চরিত্রে দোষারোপ করা বিধেয়
নহে; সরল চিত্ত শিষ্যগণ এই স্থির করিয়া স্ত্রীলো-
কটীর গর্ভলক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।
গর্ভ—বিধির বিপাকে তাও ঘটিল। এখন সম্ভ্রম রক্ষা
হয় কিসে?—ভীম বলিল,—ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে
স্বয়ং অর্জ্জুন জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাবতীয় অধার্ম্মিককে
নির্ম্মূল করিবেন। সরল হৃদয় কপটতা বুঝে না,—
ভাল তাহাই শিরোধার্য্য। অর্জ্জুন—পুরুষ, স্ত্রীলো-
কটী পুত্র প্রসব করুক, তা নয়—কন্যা। এখন
উপায়? মিথ্যাবাদীর বাক্যব্যয় আর শঠের ওজর
ফুরায় না; ভীম বলিল যে,—পূর্ব্বে তাহার প্রতি
প্রত্যাদেশ হইয়াছে, ঐ বালিকা আপনার অনুপম
রূপ মাধুরীতে সমস্ত অধার্ম্মিককে বিনষ্ট করিবেন।
যাহারা নিজে সরল, তাহারা জগৎকে সরল দেখে,
শিষ্যেরা এবারও ভীমের আপত্তি শুনিল। কিন্তু
ঈশ্বরের বিড়ম্বনা মৃত্যু হইতেও অপরিহার্য্য,—বালি-
কাটী শৈশবাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিল। সকল
কাজের সীমা আছে, ওজর আপত্তিরও সীমা আছে।
ভীম ওজর করিল যে,—বালিকাটী পাপপরিপূরিত
সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তজ্জন্যই তিনি
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এবার তাহার
আপত্তি আর শ্রোতা পাইল না। বুদ্ধিমান শিষ্যের
মধ্যে অনেকগুলি গুরুত্যাগী হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-
ভুক্ত হইল। পাঠক! বুঝিলেন ত সভ্যতার
মাহাত্ম্য কেমন?

আমরা সভ্যতা চাই,—না চাই এমন নয়। কিন্তু
চতুর রাজনীতির অভিনেত্রী সভ্যতাকে আমরা দূর
হইতে নমস্কার করিয়া,—যাও যাও বলিয়া বিদায়
করি, আসিতে বলি না। ধর্ম্মনীতিসম্মত সভ্যতাই
ভারতবাসিদের পূজনীয়। যাহা হউক, এখন একটা
কথা বলি, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে এ উৎপাত কেন
হইল?—এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ বিনাশের
কারণ কি? অজ্ঞতা নয়?—আমাদের প্রজাহিতৈষী
সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট তবে কোন বিচারের বশানু-
বর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের
বিদ্যা শিক্ষা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইতেছেন?
এই কি পুত্রবৎ প্রজাপালন? জাপান পারস্য প্রভৃতি
স্বাধীন রাজগণ ইউরোপে গিয়া তথাকার বিদ্যা
শিল্প ও অন্যান্য মহোপকারী শাস্ত্র সকল শিখিয়া
আসিতেছেন; কেহ বা তথাকার কৃতবিদ্য অধ্যাপক
স্বদেশে আনাইয়া প্রজাগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাই
তেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এমনি কপাল মন্দ যে,
আমরা হাতে মানিক পাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা
হারাইতেছি। ভারতবর্ষের লোকে কৃতবিদ্য
পণ্ডিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সমুচিত বিদ্যা শি
করিতে পাইবেন না! সাগর সেঁচিয়া জল রাখিবা
স্থান হয়, কিন্তু এ খেদ রাখিবার স্থান নিলে কি
সন্দেহ।

এস্থলে সংক্ষেপে সম্বলপুর বৃত্তান্ত বর্ণন অপ্রা
ঙ্গিক হইতেছে না।

সম্বলপুর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। ইহা পূর্
অরণ্যময় ছিল। যাহারা ইহার ইতস্ততঃ ছি
তাহারা বনমানুষের ন্যায় ফলমূলাদি আহার করি
ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া কালাতিপাত করি
ঐ প্রদেশটি পাটনার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৪
খ্রীঃ অব্দে তথাকার রাজা নরসিংহ দেব তাঁহ
ভ্রাতা বলরাম দেবকে এই প্রদেশটি দান করেন।

বলরাম দেব সম্বলপুরে মৃগয়া করিবার নিমি
আগমন করিয়াছিলেন। নানা প্রকার আশ্
কাণ্ড দেখিয়া তিনি তথায় নগর নির্ম্মাণের মান
করিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া দুর্গ ও নগর
নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। জঙ্গল কাটি
কাটিতে এক দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। স্বপ্নযো
জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নাম সমলাইদেবী
এই হেতুক তিনি সে স্থানের নাম "সমলাইপু
রাখিলেন। ক্রমশঃ লোকের উচ্চারণ দোষে স
লাইপুর হইতে সম্বলপুর হইয়াছে। তদবধি স
পুরে রাজ্য আরম্ভ হইল। সেই রাজসিংহাসনে ক্র
যে সকল নৃপতি আরোহণ করেন, তাঁহারা স্ব
বাহুবলে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ১৮ গড়জাতের রা
গণকে জয় করিয়া মহারাজ পদ প্রাপ্ত হন। ম
রাজ বলরাম দেব ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৯৩
অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে
তৎপরে তাঁহার পুত্র হৃদয়নারায়ণ দেব ১৪৯৩-১৫
পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র বলভদ্র ১৫২৮—১৫
পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র মধুকর ১৫৫৬—১৫
পর্য্যন্ত, ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র বলিয়ারসি
১৫৮২—১৬২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করি
ছিলেন।

বলিয়ার সিংহের পুত্র রত্নসিংহ ৪ মাস
রাজত্ব করিয়া কালক্রোড়গত হইলেন। তাঁ
পুত্র ছত্রধর ১৬২০—১৬৬০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে
তৎপরে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহ ১৬৬০—১৭
খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তার পরে তাঁহার [illegible] অভয় সি
১৭৩২—১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করি
ছিলেন।

শেষোক্ত রাজার রাজ্যারম্ভ সময়ে মহারা
দিগের সহিত এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মহারাষ্ট্রী
পরাস্ত হইয়া নাগপুর প্রদেশে পলায়ন ক
পরে রাজসভার কোন কোন প্রধান লোক বি

রাজার ভ্রাতা জইতসিংহকে লইয়া গিয়া ...রে ও বামড়ার মধ্যস্থিত দলদলী স্থানে দুর্গ ...দি নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয়েরা ...ল ক্রমে জইত সিংহকে কয়েদ করিয়া গড়...ল লইয়া গেল। ইতিমধ্যে অভয় সিংহ নিঃস... ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ...র ভ্রাতা বলভদ্র নামে এক বালককে রাজ...সনে বসান হইল। এই রাজা ১৭৭৮—১৭৮[illegible] অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। জইত সিংহ ...মধ্যে কোন কৌশলে কারাবিমুক্ত হইয়া সম্বল... আগমন পূর্ব্বক উক্ত রাজার প্রাণদণ্ড করিয়া ...নি রাজা হইলেন।

এই জইত সিংহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়...গণ সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে রাজা ...দ্ধ হইয়া পুত্র সমেত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ত্তৃক ... হইয়া চাঁদায় নীত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ...হার প্রধান কর্ম্মচারী ভূপ সিংহকে শাসন...কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজা জইত সিংহ ও ...হার পুত্র ১৮১০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বন্দীদশায় ...লেন। ঐ সালে ইংরাজ সেনাপতি মেজর রফিস ...হেব তাঁহাকে কারাবিমুক্ত করিয়া সম্বলপুরে ...নয়ন করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে জইত সিংহের ...ত্যু হইল। ছোট নাগপুরস্থ ইংরাজকর্ম্মচারিগণ ...হার পুত্রকে খাস সম্বলপুরে রাজা করিয়া গড় ...ত মাহাল সমস্ত আপনাদিগের অধীন করিয়া ...লেন। এই সময় অবধি সম্বলপুরে ইংরাজদিগের ...ত্ব আরম্ভ হইল।

উক্ত রাজার ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে কালপ্রাপ্তি হইলে, ...হার মহিষী মোহনকুমারী ১৮২৭—১৮৩৩ ...ব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ ...ময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ ...সিংহকে রাজা করেন। ঐ রাজা ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে ...পুত্রহীন হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি ইংরাজেরা রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া...ছেন। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য অন্য প্রদেশ যেমন দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়া আছে, সম্বলপুরও সেই অবস্থায় অবস্থিত। মূর্খ ও অসভ্য বলিয়াই সম্বলপুরবাসী উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সহজে প্রতারিত হইয়াছে। মূর্খ অসভ্য ও স্ত্রীলোকেরাই নূতন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সম্বল। তাহারা না থাকিলে ধর্ম্ম প্রচারকদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

মফঃ [illegible] টাকা গচ্ছিত রাখিবার
নিয়ম [illegible]।

নব্যতন্ত্রী বিলাতী সিবিলিয়ান প্রভৃতি প্রায় এ দেশে আসিয়া কার্য্য শিক্ষা করেন; অতএব তাঁহাদের বুদ্ধির অপরিণত অবস্থায় কাজের কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত মেজর বেয়ারিং সে দলের লোক নহেন। ইনি সকল কাজে পরিপক্ক, রাজস্ববিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন; তাহার সমুচিত পরীক্ষিতও হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কাজের অনুষ্ঠানে আমরা সমধিক ফলের প্রত্যাশা করি। লোকে কথায় বলে, যে খেলিতে জানে, সে কাণা কড়িতেও খেলিতে পারে। সেই ভারতবর্ষ, সেই আয়, সেই ব্যয়; প্রভেদের মধ্যে ... কেবল একটী,—সে রাজস্ব সচিব নয়। এই ভারতবর্ষে কত গোল উঠিয়াছিল, এখন ক্রমে সব মিটিয়া যাইতেছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন,—অন্যান্য কারণসত্ত্বে যাহার অসদ্ভাবে ফলেরও অসদ্ভাব হয়, তাহাকেই উহার কারণ বলা যায়। অতএব অন্যান্য আর সকলি বিদ্যমান আছে, কেবল সে মন্ত্রী নাই আর পূর্ব্বের মত রাজস্বে সে গোলও নাই। সুতরাং মন্ত্রীর দোষেই এত গোল উঠিয়াছিল। প্রবাদ আছে,—মন্ত্রীর দোষেই রাজা নষ্ট। বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা নয়। মন্ত্রদাতা ভাল হইলে চতুর্দ্দিকে কল্যাণ বিরাজমান থাকে।

মেজর বেয়ারিং এ দেশীয় প্রজাসমূহের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক উপায় করিতেছেন। পোষ্ট আফিসে টাকা গচ্ছিত রাখিবার কল্পনা পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইবার তাহা সিদ্ধ হইবে এমন সম্ভাবনা হইয়াছে। কৃষক ও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তি টাকা সঞ্চিত রাখিবে মফস্বলে এমন স্থান নাই। সচরাচর মধ্যবিধ কৃষকদিগের হাতে এককালে অধিক টাকা আইসে না। কচিৎ কখন দুই এক টাকা হাতে আসিলে প্রায় তাহা খরচ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ টাকা অল্পে অল্পে কোন স্থানে সঞ্চিত রাখিতে পারিলে কিছু দিনে যাহা হউক তবু কিঞ্চিৎ পুঁজি হয়। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজাহিতৈষী রাজস্বসচিব ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিবার নিমিত্ত এক একটী ব্যাঙ্ক খুলিবার মানস করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠান প্রজার পক্ষে পরম হিতকর।

টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে সকলেই ব্যাঙ্কের নিয়মগুলি উত্তমরূপে পড়িবেন। যিনি পড়িতে অক্ষম, তিনি অন্যের দ্বারা পড়াইয়া নিয়মগুলির মর্ম্ম জ্ঞাত হইবেন। তৎপরে আবেদন পত্রে স্বীয় নামধাম ব্যবসায় জাতি ও পিতার নাম বিবৃত করিয়া পত্রখানি নিকটবর্ত্তী ডাকঘরে দাখিল করিতে হইবে। স্বাক্ষরকারী স্বয়ং উপস্থিত না হইলেও চলিবে। স্বাক্ষরিতপত্রে এইরূপ লিখিত থাকিবে যে, তিনি সেবিংব্যাঙ্কের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া কিম্বা শুনিয়া অবগত হইয়াছেন এবং তাহাতে স্বীকৃত আছেন। যে ব্যক্তি লিখিতে অশক্ত, তিনি এক জন সাক্ষিসমেত ডাকঘরের ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইবেন। পরে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্রে ঐ সাক্ষী স্বাক্ষর করিলে তিনি তাঁহার নামের উপর টিপসহি কিম্বা মোহর থাকিলে মোহর করিয়া দিবেন।

নাবালক কিম্বা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রী সকলেই স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। পিতা মাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যে কোন জাতি কি ধর্ম্মাবলম্বী হউক না, অষ্টাদশবর্ষে সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। কোন ব্যক্তি আপনার নামে দুই বা ততোধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না। কিন্তু নিজ নামে টাকা গচ্ছিত রাখিলে সে ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে, কোন প্রতিবন্ধ থাকিবে না। আবার নাবালকের নামে অপরে যেমন টাকা জমা দিতে পারিবে, তেমনি স্বয়ং নাবালকেরাও স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি আপনার নামে টাকা জমা দেয়, আর তাহার পত্নীর স্বোপার্জ্জিত ধন থাকে, তাহা হইলে সেই পত্নী নিজ নামে জম... রাখিতে পারিবে; কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন না হইলে এমন ক্ষেত্রে আর পৃথক জমা গৃহীত হইবে না... জেলার ব্যাঙ্কে যদি কেহ টাকা গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে তিনি সদর পোষ্ট আফিসের ব্যাঙ্কে আর টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। কামিনী টাকা কি... দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অধিকৃত টাকা গৃহীত হই... না। কিন্তু এরূপ মিলিত কোন বিশেষ ... কারবারের টাকা গ্রহণ করা যাইবে। টাকা গচ্ছি... রাখিবার কালে ।০ চারি আনা, ॥০ আট আনা ... বার আনা এবং পূর্ণ টাকা গৃহীত হইবে; কি... ।/০, ।৵০, ॥/০, ॥৵০, ১৶ এরূপ গৃহীত হইবে না। ৩১... মার্চ্চ হইতে আগামী বর্ষের ১ লা এপ্রেলের ম... অর্থাৎ সম্বৎসরের ভিতরে কেহ ৫০০ পাঁচ শত টা... অধিক গচ্ছিত রাখিতে পারিবে না। গচ্ছিত টা... উপর বাৎসরিক শতকরা ৩৷৷০ হিসাবে সুদ দি... থাকিবে। বৎসরের শেষে প্রাপ্য সুদ মূলধ... সঙ্গে পরিগণিত হইবে এবং তাহার উপরও ... চলিতে থাকিবে। কিয়দংশ টাকা বাহির ক... লইতে ইচ্ছা করিলে সপ্তাহের মধ্যে একবার ... পাইবে। কেহ ভাঙ্গা অঙ্কের আনা কিম্বা ... বাহির করিতে পারিবে না। সমস্ত টাকা আবশ্যক হইলেও বাহির করিতে পারিবে। অপ্রাপ্ত... বালক বালিকারা স্বীয় নামে টাকা গচ্ছিত রা...

তাহা বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু দের নামে অন্য কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে ট অভিভাবক কর্তৃপক্ষ ভিন্ন সে টাকা অন্য বাহির করিতে পারিবে না।

টাকার হিসাব এক খানি খাতায় লিখিত বে। গচ্ছিত টাকা, প্রতিগৃহীত টাকা, টাকার সুদ ঐ খাতায় লিখিত থাকিবে। ং ঐ খাতা হারাইলে ১ এক টাকা মূল্য আর এক খানি ক্রয় করিয়া লইতে ব। যিনি টাকা জমা দিবেন, তাঁহার ট ঐ খাতা খানি থাকিবে। টাকা জমা দিবার কিম্বা বাহির করিয়া লইবার সময় ঐ খাতা ত ডাক ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইতে হইবে। বহিতে ার হিসাব তুলিয়া পোষ্ট মাষ্টার তাহাতে নিজের স্বাক্ষর এবং ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত করি- । ঐ খাতা পাইয়া সকলেই এক খানি রসিদ য়া দিবেন। ঐ হিসাবের খাতায় যে সকল া লিখিত থাকিবে না, পোষ্ট মাষ্টার তজ্জন্য া হইবেন না। হিসাবে কোন কাটার চিহ্ন ক্ত হইলে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলকে তদ্বিষয় ত করিতে হইবে, এবং এই আপত্তি পরিষ্কার হইলে পুনর্ব্বার টাকা গচ্ছিত রাখিবে না। যদি র মুদ্রার অনধিক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও া হয়; এবং তিন মাসের মধ্যে যদি কেহ তৎ- ক উইল পত্র কিম্বা ১৮৬০ সালের ২৭ আইন নারে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে না পারে, র পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট যিনি সেই কার ন্যায্য অধিকারী বলিয়া উপস্থিত হইবেন, নিই তাহা পাইবেন। কোন ব্যক্তি উন্মত্ত া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহে অশক্ত হইলে তাঁহাদেরও কা ঐরূপে দেওয়া যাইবে।

ডাক ঘরে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে দরিদ্র লোকের ত কিছু কিছু অর্থ সংস্থাপন হইতে পারিবে হাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরের লিখিত য়কটী নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য ছে। স্বামীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত থাকিলে ীর পত্নী কেবল স্বোপার্জ্জিত ধন আপনার নামে চ্ছিত করিতে পারিবেন। এ নিয়মটী বড় ক নয়। বোধ হইতেছে, এ প্রকার নিয়ম বিধি থাকিলে টাকা জমা লইবার সময় বিস্তর গোল ইবে। পোষ্ট মাষ্টার কিরূপে জানিতে পারিবেন , কোন স্ত্রীলোকের ধন তাহার স্বীয় উপার্জ্জিত না? আমাদের বিবেচনায় এ নিয়মটী পরিত্যক্ত হলেই ভাল হয়। এ বিধির বিশেষ কোন উপ- ারিতা দৃষ্ট হয় না। আর একটী কথা উল্লিখিত ইয়াছে যে, জেলার ব্যাঙ্কে কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে, তিনি আর মফস্বলের ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। এ নিয়মটীও আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। অনেক ক্ষুদ্র কারবারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে নগদ টাকা লইয়া দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে যাইতে হয়। নগদ টাকা সঙ্গে থাকিলে এক এক সময় বিপদও ঘটে। কিন্তু স্থানে স্থানের ব্যাঙ্কে তাঁহাদের নামে টাকা গচ্ছিত থাকিলে কেবল খাতা খানি সঙ্গে লইয়া গমন করিলেই হইল, কোন বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে অনেক কাজে লোকের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ব্যাঙ্কে সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে উইল ও সার্টিফিকেটের অসদ্ভাবে উত্তরাধি- কারী যিনি টাকার দাবী করিবেন, পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেল তাঁহাকেই উক্ত টাকা দিবেন। এ নিয়মটীও সুসঙ্গত নহে। সময়ে সময়ে প্রতারকের হস্তে টাকা পড়িতে পারে। আমাদের বিবেচনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে পোষ্ট মাষ্টার তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়া যেন টাকা দেন।

এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান।

লোকসংখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে যে বঙ্গদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আসাম, বেরার, আজমীর, ও রাজপুতনায় ১৩,৫৬৭টী শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য বয়স্ক ইউরো- পীয় ও ফিরিঙ্গি বালক আছে। তন্মধ্যে ৮৫০০টী বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে অপর ৫০৬৭টী বালক শিক্ষা পাইতেছে না। ইহার মধ্যে ৫০০০ বালকের কলিকাতায় বাস, তাহাদের ১০০০ শিক্ষালাভ করিতে পায় না। অবশিষ্ট ৮৫৬৭ টী কলিকাতার বাহিরে নানাস্থাননিবাসী। বহিঃস্থানবাসী ইউরো- পীয় ও ফিরিঙ্গি বালকদিগের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ অংশ শিক্ষালাভ করিতেছে, অবশিষ্ট কিঞ্চিন্যূন অর্দ্ধেক অংশ কোন শিক্ষাই পাইতেছে না। যাহাতে ইহাদের সকলের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। এ চেষ্টা গবর্ণমেন্টের নূতন নহে, সঙ্ক- ক্যানিঙের সময় হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন তৎপরে প্রায় সকল গবর্ণর জেনেরলই এ বিষয়ে কিছু না কিছু মনোযোগ দিয়া গিয়াছেন। বিশ বৎসর অতীত হইল লর্ড ক্যানিং এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয়দিগের দুর্গতি ও তাহাদের পুত্র কন্যার শিক্ষা দানে অনাস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন এটী একটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের স্থায়ী দুর্নাম ও কলঙ্ক। সেই দুর্নাম ও কলঙ্ক অপ- নোদনার্থ যত্নবান হইয়াও তাঁহাকে নানা গুরু বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হওয়াতে তিনি উ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইতিপু বিখ্যাতনামা সর হেনরি লরেন্স সৈনিক পু দিগের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পঞ্জাব অঞ্চ কয়েকটী মিলিটারি আসাইলম নামক পা শালা ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত করেন। যে সব সৈনিক পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, সকল সৈনিকদিগের পুত্রগণের শৈশব কালে পি বিয়োগ হওয়াতে দারিদ্র্য নিবন্ধন লেখা পড়া শি বার সুযোগ হয় না এবং যাহারা বিদ্যালয়ের ব যোগাইতে সমর্থ নহে, তাহারা ঐ সকল মিলিট আসাইলমে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। এই সক বিদ্যালয়ের অবস্থা ও পঠনপাঠনাদির প্রণালী প বেক্ষণ করিবার জন্য ১৮৭৪ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক কমিশন নিয়োগ করেন এবং অপর "দরিদ্র শ্বেত পুরুষদিগের" বিদ্যা শিক্ষার উপায় স্থির কর আদেশ দেন। ১৮৭৯ অব্দে লর্ড লিটন এই বিষ জন্য তাঁহার সহযোগী সর জন ষ্ট্রাচি, সার এডউ জনসন   র পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জা লেফটেনণ্ট গবর্ণরদিগকে কমিটী স্বরূপে নিযে করেন। এই কমিটীর সভ্যদিগকে তিনি এই উপদ দেন যেন তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষার জন্য স উপায় স্থির করিয়া দেন।

সম্প্রতি লর্ড রিপন সেই উপায় স্থির করিয়া কি   করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থ নের সংকল্প করিয়াছেন, এবং অপর কতক বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছে এই বিদ্যালয়গুলি দেশীয় বিদ্যালয় হইতে প হইবে। দেশীয় ছাত্রেরা এই সকল বিদ্যালয়ে অ য়ন করিতে পাইবে না এবং দেশীয় বিদ্যাল সহিত ইহাদের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিবে না। রূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশে যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা সেই ক গুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ এই:—

১। দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য নানাস্থানে যে বিদ্যালয় আছে তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক দেওয়া হয় না। এমন কি সেই সমুদায় বিদ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই।

২। কলিকাতার বা হবে যেখানে যেখানে ইউ পীয়েরা থাকে তথায় ইউরোপীয় বালিকার য়নের উপযোগী একটীও বিদ্যালয় নাই। তা পাঠের সুবিধা হয় না।

। কলিকাতার বাহিরে যে যে স্থানে ইউরোপীয়দের বাস সেখান হইতে বা তাহার অনেক দূরে থাকে। য় বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়গুলি দেশীয় আবাস স্থানের সন্নিকটে প্রতি- আছে। এই উষ্ণ প্রধান দেশে ইউরোপীয়র ছোট ছোট বালক বালিকার দূর হইতে যাতায়াত করা অতিশয় কষ্টকর।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাপত্রের এই যুক্তিগুলি সহসা লে আপাতত: প্রতীয়মান হইবে যে এই গুলি অকর্ম্মণ্য নহে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্মশিক্ষার আপত্তি করিয়াছেন সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না। পৌত্তলিকগণকে ধর্ম্ম- দেওয়া গবর্ণমেণ্টের যে একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম দের ইহা কোন অংশেই বোধগম্য হই- না। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ইহ সংসারের স্বচ্ছন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাই মেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু পরলোকের সুখ স্বচ্ছন্দের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সম্পর্ক যে কি তাহা বুঝিতে পারি না। ভাল যদি ধর্ম্ম শিক্ষা ান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইল, হইলে কথা এই গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিদ্যালয় ার প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে নানা প্রকার লম্বী খ্রীষ্টিয়ান বালক অধ্যয়ন করিবে। এখন সা এই এই সকল বালকদিগকে বিভিন্ন প্রকার এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে? যদি এক র ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অপর লম্বী বালকেরা ঐ ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে ? আর যদি নানা প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া শ্রেষ্ঠ হয় তাহার সুবিধাই বা কিরূপে হইবে?

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় আপত্তি অতি সঙ্গত, আমরা র সম্যক অনুমোদন করি। আমাদের ইচ্ছা এই নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। তে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, ও বাঙ্গালীর কন্যাগণ সর্ব্বত্র সুবিধামত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন র উপায় করিয়া দেওয়া হউক।

প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাহিরে স্থানে ইউরোপীয়ের বাস সেখান হইতে ীয়দিগের আবাসস্থান অনেক দূর। দুরন্ত- কর এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউরোপীয় বালক- ার দেশীয়দিগের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের র অসুবিধা হয়। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে অসুবিধা দূর করিবার কি আর কোন উপায় ? পৃথক বিদ্যালয় না করিয়া উভয়ের মধ্য- ল সাধারণের পাঠোপযোগী এক একটী বিদ্যা- প্রতিষ্ঠিত করিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না? এরূপ পৃথক বিদ্যালয় হইলে যে ব্যয় বাহুল্য হইবে, এক স্থানে বিদ্যালয় হইলে কি তদপেক্ষা ন্যূন ব্যয়ে পঠন পাঠনাদির বিশেষ উন্নতি হইবে না? এতদ্ভিন্ন ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে আনয়ন করিবার জন্য কি দুই এক খানি গাড়ি রাখিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না?

আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবটি নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। ইহাতে বরং জাতিগত বিদ্বেষের হ্রাস না হইয়া যাহাতে তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহারই উপায় বিধান করা হইয়াছে। কোথায় গবর্ণমেণ্ট এই জাতিগত বিদ্বেষের অপনয়নের চেষ্টা করিবেন না তাঁহাদের কার্য্যে ইহা বর্দ্ধিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যখন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি দিগের বিদ্যাশিক্ষা দিবার ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিবার সংকল্প করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করি তেছেন তখন যাহাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ে দেশীয়- রাও অধ্যয়ন করিতে পারে তাঁহারা তাহার সুবিধা করিয়া দিউন। ইহার ফল বিলক্ষণ উপাদেয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশীয় ও ইউ- রোপীয় জাতির বিদ্বেষ অপনীত হইবার সুযোগ হইবে। পরস্পর হইতে উভয় জাতির বালকেরা একত্র সহবাস করাতে এবং অধ্যয়নের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন উভয় জাতির সংসর্গ হওয়াতে উভয় জাতির জাতিগত বিদ্বেষ অপনীত হইবে, পরস্পরে প্রণয় ও অনুরাগ জন্মিবে, এবং বিদ্যাশিক্ষারও বিশেষ উন্নতি হইবে

গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের ন্যায় ইউরোপীয়েরা এক একটী সভা করিয়া চাঁদার অর্থ সংগ্রহ করুন। সেই সভা প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কেবল সাহায্য দান করুন, তাহা হইলে কেবল যে ব্যয়ের লাঘব হইবে এরূপ নহে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন প্রকাশ হওয়াতে যে পক্ষ- পাত দোষের প্রসব হইতেছে, তাহারও অনেকটা অপনয়ন হইবে। উপস্থিত স্থলে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বালক সংখ্যা করিয়া তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান করিতেছেন দেশীয় বালকদিগের সংখ্যা করিয়া তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কি সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন?

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির আদেশ মতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি এ দেশে পাওয়া যাইলে বিলাত হইতে আর আন- য়ন করিবেন না এই যে সংকল্প করিয়াছেন সংকল্প অনুসারে কিছু দিন কার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গেজেটে ভারতবর্ষীয় গ মেণ্টের এই এক সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে, রুড়কি ও আলিগড়ের কারখানায় এক্ষণে যে কল, চাবি, ও কুলুপ প্রস্তুত হইতেছে, এবং কুলা কাতুড়ি, নেই, প্রভৃতি কামারের কার্য্যোপযো দ্রব্যাদি যাহা রুড়কির কারখানায় এবং কলিকা জেসপ, বর্ণ, অপকার এবং ম্যারিলিয়ার ও ওয়ার্কস কোম্পানির কারখানায় প্রস্তুত হয়, বোম্বাইয়ের দুই একটী কারখানায় যাহা প্র হইয়া থাকে তাহা; পিত্তল ও লোহের ঢাল কলা, রাণীগঞ্জের পাথরের পাত্রাদি, এবং পাথ কয়লা ও কোক কয়লা ইউরোপ হইতে আর আ হইবে না। এই সমুদায় দ্রব্য ভারতবর্ষে অল্প ও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণ আরও এই নিয়ম করিয়াছেন যে বিলাত হই এই সকল দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে যে ব্যয় এখানে তদপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় না হয়, বিলাতের অনুরূপ দ্রব্যাদি এখান হইতেই তাহা হইলে, তাহা বিলাত হইতে আনীত হ না। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে পরম লাভ করিয়াছি। ইহাতে দেশীয় শিল্পের বিশ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসর গবর্ণর জেনেরল ও গবর্ণমে কয়েকটী আপিসের কর্ম্মচারিদিগের সিমলা যা যাতে বিস্তর অর্থ অনর্থক ব্যয় হয় বলিয়া আ বহুকালাবধি তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করেন ন গবর্ণর জেনেরলের সমভিব্যাহারে যে সকল আ সিমলায় গিয়া থাকে, তাহার অনেকগুলির সি গমনের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না, সে গুলিও সিমলায় প্রতি বৎসর প্রেরিত গত ৩১ এ অক্টোবর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর একাউন্ জেনেরল ও তাঁহার আপিস, সৈনিক বিভাগ, কার্য্য বিভাগ, সর্জ্জন জেনেরল, ডাক বিভা ডাইরেক্টর জেনেরল, টেলিগ্রাফ বিভাগের ডাই জেনেরল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিটিওরলজি সংবাদদাতা ও প্রেশকমিশনর নিজ নিজ কার্য সহিত প্রতি বৎসর সিমলায় গমন করিবে ভূগোল ও জরিপ বিভাগের ডাইরেক্টর এক্ষণে লায় আপিস স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ব্যয়ব হইবেক না। অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনে গবর্ণমেণ্টের অর্থশিক্ষা কার্য্যের ইনস্পেক্টর

লায় গমন করিবেন না। বঙ্গদেশীয় সৈনিক
গের সর্জ্জন জেনেরল, স্বাস্থ্যরক্ষার কমিশনর,
রেলওয়ে সমূহের ডিরেক্টর জেনেরল, মিলিটারি
গের ইনস্পেক্টর জেনেরল এবং ঠগি ও ডাকা-
নিবারণের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েক জনের
স এক্ষণে সিমলায় স্থায়ী হইয়াছে এবং সৈনিক
গের একটী আপিস ও বঙ্গদেশীয় কামশারি
রলের আপিস ও আগামী বৎসর হইতে তথায়
হইবে। যাঁহারা আপাততঃ সপরিবারে
লা যাতায়াতের ব্যয় পাইতেছেন তাঁহাদিগকে
ব্যয় দেওয়া হইবে বটে কিন্তু অতঃপর যে সকল
চারী নূতন সিমলায় যাইবেন, তাঁহারা এই ব্যয়
বেন না।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে অর্থ ভারতবর্ষের
গারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, ঐ অর্থ লর্ড লিটনের
ন কালে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হইয়া যায়। যখন
অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে
মেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই অর্থ
ল দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত থাকিবে,
দুর্ভিক্ষ ভিন্ন উহা আর কিছুতেই ব্যয় করা
ব না। কিন্তু যখন আফগান যুদ্ধের ঘোরতর
আসিয়া গবর্ণমেণ্টের শিরে পতিত হইল, যখন
তের ন্যায় টাকা বাহির হইতে লাগিল, যখন
তবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোন হইতে "আন
" "আন টাকা" শব্দ উঠিল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য
শূন্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট যেখানে যাহা পাইলেন,
খরচ করিতে লাগিলেন। তখন মান রক্ষা করা
, তখনই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত ধন
তে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। এবার যুদ্ধ নাই,
ক্ষ নাই, গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন বিপদ নাই।
ক্ষের টাকাও সঞ্চিত রহিয়াছে। এ বৎসর
এ যেরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ১৮৮২-
অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা
। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন যে,
৮১-৮২ অব্দে দুর্ভিক্ষের জন্য যে সঞ্চিত ধন আছে
১৮৮২-৮৩ অব্দে যে অর্থ ঐ বিষয়ের জন্য
ক্ত হইবে, উহা রাজস্ব বিভাগের ১৮৮১-৮২
দব প্রতিজ্ঞার ৫৭ ও ৬৬ ধারা মতে ভারতবর্ষীয়
র্ণমেণ্টের ঋণ শোধে ব্যয়িত হইবে। আপাততঃ
বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে পঁচাত্তর
মুদ্রা সঞ্চিত আছে, এবং ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে
,০০০ টাকা সঞ্চিত হইবে, ঐ অর্থ নিম্নের নিয়ম
সারে ঋণশোধকার্য্যে ব্যয়িত হইবে:—

১। আপাততঃ চারি টাকা সুদি ভারতবর্ষীয়
র্ণমেণ্টের যে ২২,১৮,০০০ টাকা কোম্পানীর
কাগজ ঋণ আছে ১৮৮২ অব্দের ১১ ই ফেবরুয়ারি
তাহা পরিশোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিবস ঋণ
দাতারা যদি ঐ টাকা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে
তাহার সুদ আর চলিবে না।

২। ১৮৬৭-৬৮ অব্দের পাঁচ টাকা সুদি যে
৬০,০৩,০০০ টাকা দেনা আছে ১৮৮২ অব্দের ১ লা
জুন তাহা শোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিনের পর
আর তাহার সুদ চলিবে না।

লর্ড রিপণের এই অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতবর্ষে চির-
স্মরণীয় থাকিবে। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ঋণজালে
জড়িত হইতেছিল, ক্রমশঃ ডুবিতে ছিল—দেনায়
দেনায় এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দায় দায় হইয়া উঠি-
তেছিল, কিন্তু লর্ড রিপন এই ঋণজাল হইতে ভারত-
বর্ষকে ক্রমশঃ মুক্ত করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। যে ঋণ
হ্রাস করিতে মহামতি লর্ড নর্থব্রুক পারেন নাই,
লর্ড লিটন যে ঋণের বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সেই ঋণ
এক্ষণে ক্রমশঃ শোধ হইতে চলিল, ইহার ন্যায় লর্ড
রিপনের গৌরব আর কি আছে। তিনি ভারতবর্ষ
সাম্রাজ্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন বলিলেও
অত্যুক্তি হয় না।

পুস্তক সমালোচনা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

এখানি কথা নামে পদ্য কাব্য। আমরা যে
পরিচয় দিলাম, বোধ হয় স্পষ্ট হইল না। ইহার
স্পষ্ট পরিচয় এই, এক্ষণে যে নূতন ধরণের উপ-
ন্যাস লিখিবার রীতি হইয়াছে, এখানি সেই উপ-
ন্যাস। বালকেরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে
উপন্যাস শুনিয়া থাকে, এ সে উপন্যাস নয়।
ইহাতে কল্পনাচাতুর্য্য, রচনালালিত্য, বর্ণনার চমৎ-
কারিত্ব ও রসভাব-যোজনা-নৈপুণ্য চাই। কবিরা
নবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে
সেই নব রসের উপন্যাস করিতে না পারিলে উপ-
ন্যাসের শোভা হয় না। সেই নবরসে আবার
এরূপে উপন্যাস করিতে হইবে যে পাঠক পাঠের
সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবেন। সেই সেই রসগুলি
মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিবে।
আমরা উপন্যাসের উৎকর্ষবিধায়ক যে গুণগুলির
বর্ণন করিলাম, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথাতে
তাহার অনেক গুলির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ
হইল। পাঠ করিয়া অনেক স্থলে ভাবতরঙ্গের
উচ্ছ্বাস হইয়া আমাদের হৃদয় আন্দোলিত হইল।
আরব্ধ গ্রন্থভাগের পরিসমাপ্তি করা পর্য্যন্ত আমরা
বিষম আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং গ্রন্থকারের
লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অনেক
বার ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রে
উপদেশ। শ্রীবিপিনবেহারি ঘোষাল কর্ত্তৃক সং
লিত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত
প্রকাশিত। ১৮৮১।

ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের
কিছুই প্রকাশ করেন নাই; আর্য্য ঋষিগণ মু
সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে
সমুদায় সংকলিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি
সার যোগ্য।

আজিকাল বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ
অধ্যাপনা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই
এমন সময়ে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র
হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের
কারার্থ জনসমাজে অর্পণ করা অতি গৌরবের
বিপিনবেহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের
বাদের ভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে মুক্তির প্রকারভেদ, জীবন্মুক্ত অ
সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, ই
সংযমের আবশ্যকতা, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়, ই
য়ের উপর মনের অধিকার, মনঃ সংযমের উপ
উপাসনা, যোগ, সমাধি, কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস, বি
সুখ ও ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।
শেষে সংকলয়িতা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন
" একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভ
যোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মু
লাভ হয় না।"

যে যে পুস্তক হইতে প্রমাণ সংকলন ক
এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে তাহাদের নাম নি
প্রকটিত হইল:— অষ্টাবক্র সংহিতা, আত্মবোধ, উ
গীতা, কঠোপনিষৎ কুলার্ণব তন্ত্র, দক্ষস্মৃতি, পঞ্চদ
প্রশ্নোপনিষৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মনুসংহিতা, ম
নির্ব্বাণ তন্ত্র, মহাভারত, মুণ্ডকোপনিষৎ যাজ্ঞব
সংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ, বেদান্ত দর্শ
ভগবদ্গীতা, ভাগবত, ইত্যাদি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর। বেলফাষ্টের অধীনস্থ লাণ্ড ক
বিদ্রোহ ভাবে অতিরিক্ত খাজনা কমাইয়া দিয়াছেন।

প্যারিস ৫ ই নবেম্বর। এম, জুলেস ফেরি ডেপুটি
বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের টিউনিস সম্বন্ধীয় রাজনীতি
বিষয়ে যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার উত্তর দিবার জন্য তিনি
তঃ কালবিলম্ব করিবেন না।

লণ্ডন ৬ ই নবেম্বর। ক্যানেডার গবর্ণর জেনেরল
যাইতেছেন।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া ৫ ই নবেম্বর। আলজিরিয়ার গবর্ণর জে
পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর। আয়র্লণ্ড ল্যাণ্ড কমিশনর

রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া ৯ ই ডিসে-সেন্ট জেভিয়র্স কলেজের ও ১৫ ই ডিসেম্বর প্রেটিসিয়র কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের এক জন মুসলমান সস্ত্রীক স্থানান্তরে গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের বিবাদ হয়। স্বামী ক্রোধে অধীর হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করে ও তাহার নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লয়। পুরুষে প্রণয়টা ভাল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহে টাউনহল নির্ম্মাণার্থ ১৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

এবার মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি না হওয়াতে সকলেই পরিণামে বিপৎ আশঙ্কা করিতেছেন।

চীন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মণী হইতে দেড় কোটি মার্কের যুদ্ধোপকরণ আমদানী করিতেছেন।

গত সোমবার প্রাতঃকালে দমদমার এক জন সিপাহী তাহার উচ্চপদস্থ এক জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে।

গবর্ণর জেনরলের খ্যাতনামা স্বর্ণকার রায় বদ্রিদাস বাহাদুর গত সোমবার সায়ংকালে তাঁহার মাণিকতলাস্থ উদ্যানে কলিকাতার বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ সভায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত রায়, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু শ্যামাচরণ লাহা, বাবু যদুলাল মল্লিক, রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবাব আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, প্রভৃতি অনেক বড় লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উদ্যান ও পরেশনাথের মন্দির অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অতিশয় তৃপ্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

ঈষ্ট নামক সংবাদ পত্র বলেন, ঢাকার অন্তঃপাতী মনিগোলানিবাসী ভরতচন্দ্র সাহার একটী গাভি একটী অদ্ভুত বৎস প্রসব করিয়াছে। ইহার দুটি মস্তক, এক একটীতে দুই দুইটি চক্ষু ও দুই দুইটী কাণ আছে। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অবস্থায় রাখিবার জন্য এই জন্ত মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

লীডস নগরে বক্তৃতাকালে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে গ্রেট ব্রিটনের অনেক স্থানের সহিত আমার যত নিকট সম্বন্ধ, কোন ইংরাজের সেরূপ সম্বন্ধ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান স্কটলণ্ড, অতএব আমি স্কটলণ্ড বাসী; লণ্ডন নগরে আমার বাসস্থান, সুতরাং এক্ষণে আমি লণ্ডননিবাসী, আমি ওএলস দেশে বিবাহ করিয়াছি, এজন্য আমি ওএলস নিবাসী এবং লাঙ্কাসায়রে আমার জন্ম হওয়াতে আমি লাঙ্কাসায়রবাসী।

৭ ই নবেম্বর লর্ড রিপন সারাদিন দিল্লীর প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া সায়ংকালে টাউনহলে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় দিল্লীর মিউনিসিপাল কমিটি দিল্লীর প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহার উত্তরে লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে এতদ্দেশে লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ও ধনী ব্যক্তিদিগের অর্থ ক্ষেপণ করা অতীব কর্ত্তব্য। দিল্লী হইতে যে তিনটী রেলওয়ে তিন দিকে গমন করিয়াছে, তাহাতে দেশের ব্যবসায়ের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। যমুনা খালের সহিত ওকলা খালের সহিত যে যোগ হইবার কথা হইয়াছে এবং রেওয়ারি হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এগুলি সম্পন্ন হইলে ব্যবসায়ের আরও বিস্তর সুবিধা হইবে। লর্ড রিপন দেশীয় শিল্প ও আত্মশাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আফগান যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের উল্লেখ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে দিল্লীর গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল ও ভাস্করদিগের কারুকার্য্যের বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ টম্পেল সাহেবকে এক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি যখন মজঃফরপুরে থাকিবেন তৎকালে দ্বারভাঙ্গার রাজার সেকন্দারাপুর বাটীতে বাস করিবেন। মহা সমৃদ্ধি সহকারে তাঁহাকে একটী ভোজ দেওয়া হইবে। আমাদিগের প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণে কি ফল হয়। তাহা আমরা জানিতে পারি না। তাঁহারা যদি নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত গেজেটে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেকের ভ্রমান্ধকার ঘুচিয়া যায়। ফল যত হউক, না হউক, আমরা ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণটী দেশীয় রাজা মহারাজ প্রভৃতির ধন স্থানে শনি হইয়াছে।

এই বৎসরের মধ্যেই ঢিহত ষ্টেট রেলওয়ের একটী শাখা মতিহারী পর্য্যন্ত যাইবে।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে লর্ড ও লেডি রিপন ফতেপুর সিক্রী হইতে আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় সৈনিকদিগের শিকার পরীক্ষা দর্শন করিবেন।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীর ভগী[illegible] বিবাহ করিতে নাই। কিন্তু পণ্ডিচরিতে এই প্র[illegible] প্রচলিত আছে। একজন সম্প্রতি বাঙ্গালোরের [illegible] জন ইংরাজ আপনার স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করি[illegible] মানসে তাহাকে পণ্ডিচরিতে লইয়া গিয়া শাস্ত্র[illegible] বিবাহ করেন। সামাজিক ভ্রম অনেক আ[illegible] ধারণ করে, সময়ে সময়ে অনেক কৌতুকও প্রা[illegible] করে।

কলিকাতার স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে হাঁসপাত[illegible] প্রস্তুত হইতেছে, তাহার জন্য লর্ড রিপনের [illegible] পাঁচশত টাকা ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দুই সহস্র টা[illegible] দান করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাওর পিতামহ গো[illegible] ন্দরাওর প্রপৌত্র সদাশিব রাও এক্ষণে বরো[illegible] ধামে ষ্টেট কয়েদীর অবস্থায় অবরুদ্ধ আ[illegible] তাঁহার অব্যাহতি লাভের ও মাসহারা বৃ[illegible] অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরলের নিকট আ[illegible] করিবার নিমিত্ত ব্যারিষ্টার ডাক্তার ক্যাম্বল[illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন।

ক্যাণ্ডের অন্তঃপাতী রাউজেন নগরের মি[illegible] সিপাল পুস্তকালয়ে একটি ঘড়ী আছে। ই[illegible] মাস তারিখ ও বৎসর প্রভৃতি জানা য[illegible] ঘড়িটী একবার দম দিলে এক বৎসর [illegible] মাস ও কয়েকদিন চলিতে থাকে। ১৮৮২ [illegible] ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮১৬ অব্দে ইহার সং[illegible] করা হয়। রাউজেন নগরের মিউনিসিপালিটি [illegible] ফ্রাঙ্ক মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দে যে সকল পূর্ত্তকার্য্যের কর্ম্মচারি[illegible] গকে কর্ম্ম হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, গ[illegible] মেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার সং[illegible] করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়া[illegible] যে গবর্ণরজেনরলের অনুমতি ভিন্ন বিদায় [illegible] ইউরোপীয় ইঞ্জিনীয়র দিগকে আর গ্রহণ করা হ[illegible] না। যাঁহারা পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা[illegible] কর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের বেতনের টাকা হ[illegible] পেন্সনের টাকা বাদ দেওয়া হইবে। যা[illegible] পেন্সনের পরিবর্ত্তে এককালীন কিছু টাকা [illegible] করিয়াছেন, তাঁহারা যত পেন্সন পাইতে পারি[illegible] সেই টাকা প্রতি মাসে তাহাদের বেতন [illegible] কাটিয়া লওয়া হইবে।

আদালতের নকলের ফী হইতে এবার গব[illegible] ণ্টের ১,৪৬,৮৭,৯১৭, টাকা আয় হইয়া[illegible] উকীল ব্যারিষ্টারও আটর্ণিদিগের দেয় ষ্টাম্প [illegible] হইতে ৭৮[illegible] টাকা আয় হইয়াছে। এবার [illegible] বিভাগের আয় ১,১৩,৮৭,৯৪১, ব্যয় ৩,৭৭,৬৭ [illegible] ১,১০,০৮, ২৭০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

...কশগবর্ণমেণ্ট এক দল তুর্কোমান সৈন্য প্রস্তুত ...বার জন্য মধ্য আসিয়াস্থিত রুশ সেনাপতি ...ক আদেশ দিয়াছেন। সেনাপতি স্কবেলফ আসিয়ায় যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ...হইতে এই সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। একজন ...কার যুবকদিগকে তুরস্ক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ...হচ্ছে।

...শাক্কারপুরের মেলায় এবার প্রায় লক্ষ লোক ...ত হইয়াছিল। কিন্তু তত্রত্য মিউনিসিপাল ...র টেক্সের জ্বালায় অনেকে প্রত্যাগত ...হচ্ছে।

...পুনায় এক খানি সম্বাদপত্র বলেন যে ...চপুর তালুকে একটী অদ্ভুত গাভি আছে। ...র পূজা, অর্চ্চনা ও সেবা করিলে রোগীর রোগ, ...র দুঃখ সমুদায় অপনীত হয়। সম্প্রতি এক ...ক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহার সেবা শুশ্রূ- ...প্রবৃত্ত হয়। কিয়ৎকাল পরে সে রোগনির্ম্মুক্ত ... এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইলে পর নিকটস্থ ও ... লোক মালা, পুষ্প, চন্দন, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ...। ইহার অর্চ্চনা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে ...সিতেছে। রঘুবংশে আমরা যে নন্দিনী গাভির ... শুনিয়াছিলাম, এই গাভিটী তাহার বংশধর ...ক?

...মাক্সাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বোম্বা- ... উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে ...র পত্নী ও দুটি কন্যা আছেন। যেদিন তাঁহারা ...ইবে উপনীত হন, সে দিন তথাকার ... সর জেমস ফারগুসন তাঁহাকে তত্রত্য গবর্ণ ...হাউসে একটী ভোজ দিয়াছেন।

...গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মাক্সাজের গবর্ণরী পদে উপ- ...ন করিয়াছেন। এবার ভারতবর্ষের বড় শুভ ... এ দিকে লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর ...নরল, ও দিকে মাক্সাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ, ...র বোম্বাই অঞ্চলে সর জেমস ফারগুসন বিরাজ ...তেছেন। সকলেই সদাশয়, সকলেই কার্য্য...ল, এবং সকলেরই পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপের সদ্‌...ত বিমল। তাঁহারা একমত হইয়া যদি কার্য্য ...ন তাহা হইলে এ দেশের কত যে উপকার ...তে পারে, তাহা বলা যায় না। আমরা অনেক ...শা করিতেছি।

... মুলতানের ডেপুটী কমিশনার রো সাহেব তত্রত্য ...বিউন নামকপত্রের সম্পাদকের নামে মুল- ...নের দাঙ্গা ঘটিত অপবাদের অভিযোগ করিবেন ...য়া গবর্ণমেণ্টের সম্মতির জন্য যে আবেদন ...ন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

... পাতিয়ালারাজ কসৌলীতে এক নূতন হাসপা-তাল প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ১১০০ টাকা দিয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের সহানুভূতি কেমন প্রবল, নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ের এক ইউরোপীয় রমণীর নাট্যশালা করিয়া ৩৯২৫ টাকা ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য ইউরোপীয়েরা ৩৮১০ টাকা চাঁদা করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানে ১৩ ই ও ১৪ ই সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড ঝটিকা হওয়াতে উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম যে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্যতম সভ্য ডবলিউ ই, ব্যাক্সটার ভারতবর্ষে শীঘ্রই আগমন করিবেন। এ দেশে ভ্রমণ ও নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

দুর্গাপূজার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরি মসজিদ খ্রীটে বাটীর দেয়ালে হিন্দু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা সূচক পট লাগাইয়া দিতেছেন। এই কার্য্যটী নিতান্ত হেয় ও জনসমাজের একান্ত অরুচিকর। তাঁহারা নিজের গির্জ্জায় বসিয়া যাহাই করুন, অন্য কোন স্থানে এরূপ করিলে লোকের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে ভক্তি না হইয়া বরং ঘৃণা জন্মিবে। তাঁহাদের এটিও জানা উচিত যে তাঁহারা ইহাতে দণ্ডার্হ হইতেছেন। হিন্দুরা যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি সন্তুষ্ট হন?

কোথা হইতে দমদমায় একটী বন্য চিতাবাঘ আসিয়াছে। সে দিন একজন মারিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তাহাতে বাঘটী আহত হয় মাত্র। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া একটা চাষা লোককে আক্রমণপূর্ব্বক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।

উদয়পুরের মহারাণা লর্ড রিপনকে ভোজ দিবার জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই টাকায় প্রতিদিন ৬০ জন লোককে ভোজ দেওয়া হইবে। চারি দিন এইরূপ ব্যাপার চলিবে। এ টাকায় উদয়পুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যান বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের হিসাব দেন, তাহা প্রকৃত নহে। বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ষ্টেটসম্যান বলেন যে, লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে যুদ্ধ বিভাগে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার সহিত লর্ড লিটনের শাসন কালের ঐ বিভাগের ব্যয়ের তুলনা করিলে আফগান যুদ্ধব্যয় স্থির হইবে। এই হিসাব ধরিয়া এই পত্র অনুমান করেন, ... যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে:—

নর্থব্রুকের শাসনকাল।

১৮৭২-৭৩—১৪৫৯৬৮০২০ টাকা।
১৮৭৩-৭৪—১৪২১৭,৩৯০০ টাকা।
১৮৭৪-৭৫—১৪৩৮৬৩২১০ টাকা।
১৮৭৫-৭৬—১৪১৬২৮৪৮০ টাকা।

৫৭,৪৬৩৩৬১০ টাকা।

লিটনের শাসনকাল।

১৮৭৮-৭৯—১৭০৯২৪৮৮০ টাকা।
১৮৭৯-৮০—৩১৩৮১৯৮১০ টাকা।
১৮৮০-৮১—৩০৫৮৩৮৬৪০ টাকা।
১৮৮১-৮২—১২৬১৮১০০০ টাকা।

৯০৬৭৮৪৩৪০ টাকা।

৯০৬৭৮৪৩৪০
৫৭৪৬৩৩৬১০

৩৩২১৫০৭৩০ টাকা।

সুতরাং এই হিসাবে যুদ্ধ বিভাগে লর্ড লিট... সময়ে চারি বৎসরে ৩৩২১৫০৭১০ টাকা অধিক... হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত টা... গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু গবর্ণমে... কর্ম্মচারিগণ এই বিবরণ এত গোপন করেন ... তাঁহাদের হইতে ঠিক সংবাদ পাইবার উপায় না...

বিজনীর মহারাজ গত শুক্রবার প্রাতঃক... কলিকাতায় আসিয়াছেন।

কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের গোলায় ... ৪৯,০১৯ মণ চাউল আছে, তন্মধ্যে ৭ লক্ষ মণ চা... রপ্তানি হইতে পারে।

এবার বাখরগঞ্জে চাউল বিলক্ষণ জন্মিয়া... রাজসাহীর সংবাদও ঐরূপ।

আমেরিকার এক ব্যক্তির একটী প্রাচীন কু... আছে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ইহার শ্রবণ ও দর্শন শ... হ্রাস হইয়াছে, অনেকগুলি দন্ত পড়িয়া গিয়া... কুক্কুরস্বামী ইহাকে চসমা পরাইয়া দিয়াছেন, ... শ্রবণযন্ত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও দাঁতগুলি বাঁধ... দিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন—বোম্বাই প্রদে... মাঙ্গ্রোল নামক স্থানের আনন্দজী মোরারজী ন... এক ব্যক্তি বিবাহ করিবার জন্য বোম্বাই ন... গমন করেন। অমৃতবাই নাম্নী ত্রয়োদশ ব... একটী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির ... বিবাহের দিন সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, ... সময়ে হাইকোর্ট হইতে তাহার নামে এই পরো... আসিল যে অমৃতবাইয়ের বিবাহ হইয়া গিয়া... আনন্দজী যেন তাহাকে বিবাহ না করেন। কে...

[illegible]। তিনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে মনা- [illegible] কারিবেন।

[illegible]। অমুগত [illegible] প্রাপ্ত ডেপুটী মাজি- [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র প্রথম শ্রেণীর মাজি- [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মকদ্দমা বিচার করিবার [illegible] করিবেন। বাবু [illegible] দত্ত, বাবু [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] এবং ফিরোজপুরে। প্রথম মুন্সেফ [illegible]

[illegible] প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন। [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible]

[illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] করিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] হইলেন। তিনি [illegible]

[illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী [illegible]

[illegible] প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু [illegible] চট্টোপা- [illegible] জন্য ঐ চৌকির অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হই- [illegible] তিনি [illegible] কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে এই কয়েকজন ব্যক্তি কিছু [illegible] জন্য অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন :—

[illegible]

[illegible] করিবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] অনুসারে [illegible]

[illegible] প্রথম [illegible] এ [illegible] নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কালনার মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ২৫ এ অক্টোবর নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ই নবেম্বর। মেদিনীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮ এ অক্টোবর হইতে এক মাসের ছুটী পাই লেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সারণ।

অদ্যাপিও এখানে জ্বরের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এমন শোণপুরমেলা, যাহাতে লোকে শোকা বলা হয়, সেখানে এবারে অত্যল্প লোকের যাতায়াত দেখিতেছি। অদ্য পূর্ণিমা কেহ গঙ্গায় কেহ বা গণ্ডকীতে স্নান করিতেছে কিন্তু কুত্রাপি লোকের অধিক ভিড় নাই। এক স্থানে দেখিলাম ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া পুষ্প ও বিল্বপত্র গঙ্গাতে ভাসাইয়া তৎসঙ্গে এক এক গাছি ঝাড়ুও নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম বলি- লেন ইতিপূর্ব্বে এই ঝাড়ুর মত একটী ধূমকেতু উঠি- য়াছিল, ঐ ধূমকেতুই এই সমস্ত পীড়ার কারণ। অতএব ঝাড়ু গঙ্গাদেবীতে নিক্ষেপ করিলে উহার অনর্থপাত হইতে দেশ নিষ্কৃতি পাইবে। এ প্রদেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্রেরও তেমনি আলোচনা? জেলার সদর স্থান ভিন্ন ডাক্তার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে এক মাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যদি অনু- গ্রহ করিয়া মোলবী সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া একবার এ অঞ্চলে আইসেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়? তাঁহার বলটা কেবল কলিকাতা ও তন্নি- কটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধ থাকে তাহা উচিত নয়।

এবার ভদ্র লোকদিগেরও শুভ গ্রহ নয়, অনে- কেই আসামে যাইত, শীত কয়েক মাস থাকিত; কিন্তু আজ কাল আসামে যাওয়া দূরে থাকুক আপন আপন দেশে বপন কার্য্য করিবারও লোকের সামর্থ্য নাই।

শোণপুরের মেলাতে এবার পাটনার কমিশনর কলিকাতার কমিশনর এবং জেলার হাকিম ২। ৪ জন, আর ঘোড়দৌড় কারণে কতকগুলি সাহেব ভিন্ন অপর কোন বড় লোকের পদার্পণ হয় নাই। দ্বার- ভাঙ্গা, বেতিয়া হাথুয়া প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণ এবারে হরিহর দর্শনে আসিলেন না। বোধ হয় সকলে ইংলণ্ডেশ্বরীর পূজার জন্য স্ব স্ব গৃহে ব্যস্ত আছেন। দেবভক্তি মনে মনে রাখিলেও চলিতে পারে, কিন্তু রাজভক্তি বাহিরে না দেখাইলে বা পূজার কোন ত্রুটী হইলে প্রত্যক্ষ দেবতার কোপে পড়িয়া দগ্ধ হইবারই কথা। এবার বাবা হরিহরেরও ধূমকেতু দর্শনে অশুভ ফল ফলিল। গো অশ্ব হস্তিরও বাজার মন্দ, গ্রাহক অল্প। কলিকাতার দোকানের আমদানিও কম। প্রতি বৎসর মেলার জন্য একটী ডাকঘর স্থাপিত হয়, এ বৎসর ঐ ডাকঘরকে মনি- অর্ডারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২১ এ কার্ত্তিক ১৮০৩।

আমরা অতিশয় আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করি- তেছি যে ষ্টেশন কেশবপুরের হাট লইয়া কলিকা- তার পটোলডাঙ্গানিবাসী, বাবু চারুচন্দ্র বসু (মল্লিক) জমীদার মহাশয় অত্যন্ত হাঙ্গাম আরম্ভ করিয়াছেন। আল্তাপোল নিবাসী বাবু সুধাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বাবু বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ হাটের বর্ত্তমান অধিস্বামী প্রথমতঃ মাছুয়া বাজার লইয়া বিবাদের সূত্র হয় ক্রমশঃ সমস্ত হাট লইয়া সম্পূর্ণ টান পড়িয়াছে। মৎস্য হাটার দৈনিক আয় আনু- মানিক ৫০।৬০ টাকা হইবে। বিবাদের কারণ এই:—

কেশবপুরের নিম্নে হরিহর (ভদ্রভদ্রে) নদ প্রবা- হিত। নদের পশ্চিম পার্শ্বে ঐ হাট। পূর্ব্বপারে চারু- বাবুর খরিদা সম্পত্তি। চারুবাবু জোর করিয়া ঐ হাট ভাঙ্গিয়া স্বাধিকারে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নিকট- বর্ত্তী গ্রামের দস্যুপ্রকৃতি লোকদিগকে নিযুক্ত করি- য়াছেন। মধ্যে মধ্যে মারামারি লাঠালাঠি হইতেছে। পুলিশের বিদ্যাবুদ্ধি কুলাইতেছে না। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া আছেন। বোধ হয় এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় অব- গত আছেন। আমাদের যশোহরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব মহোদয়ের নিকট অনুরোধ এই, খুলনার ডেপুটী বাবুর নিকট হাট সংক্রান্ত সমুদয় কথা শুনিয়া বিহিত আদেশ প্রচার করুন।

আউট পোষ্ট গদখালির অন্তর্গত উজলপুর গ্রামে জ্বর বিকারে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করি- য়াছে। অদ্যাপিও বিরতি নাই। প্রতি বাড়ীতে ৪। ৫ জন করিয়া শয্যাগত। উজলপুরের নিম্নে একটী বাঁওড় আছে। উহাতে অসংখ্য ডাল পালা দিয়া কোমর বদ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ডাল [illegible] পানীয় জল দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হওয়াতেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উজলপুরের জমীদার চৌধুরী বাবুদিগের নিকটে বিনীত অনুরোধ এই, বাঁওড় হইতে কোমরবদ্ধ তুলিয়া সাধারণের জীবন রক্ষা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওডজেল সাহেবকে অবনীত করিয়া ময়মনসিংহের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রে- টের পদে বদলী করায় আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ১ সংখ্যা

[অ]গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত [...] টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল । ৭ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৮১ । ২১এ নবেম্বর ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ প[...] মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা[...]

বিজ্ঞাপন

ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

মহিষাদল ওয়ার্ডস ষ্টেট।

ঠিকাদারদিগের জন্য বিজ্ঞাপন।

১। ঠিকাদারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে [আগা]মী ৩০ এ নবেম্বর। কিম্বা তাহার পূর্ব্বে নিম্ন[লিখি]ত কার্য্যের পূর্ণ অথবা আংশিক ঠিকার টেণ্ডার [গ্রহণ] করা যাইবে।

২। টেণ্ডারের ফরম (যাহাতে ঠিকার নিয়ম [...]রার ইত্যাদি লিখিত আছে) শ্রীযুক্ত মহিষাদল [ষ্টেটে]র ম্যানেজার বাহাদুরের আফিসে প্রাপ্ত হওয়া [যাই]বে। প্রতি ফরমের মূল্য ৷৹ আনা দিতে হইবে।

৩। অপর কোন ফরমে দিলে টেণ্ডার গ্রাহ্য [হই]বে না।

৪। প্রত্যেক টেণ্ডার শীলমোহর করিয়া [উপ]রে "ঠিকার টেণ্ডার" বলিয়া লিখিয়া দিতে [হই]বে। টেণ্ডারের সহিত জামীনের টাকা দিয়া [...] শ্রীযুক্ত মহিষাদল ষ্টেটের ম্যানেজার বাহাদুরের [নিক]টে পাঠাইতে হইবে।

৫। টেণ্ডার মঞ্জুর করা না করা শ্রীযুক্ত মেদিনী-[পুরে]র কালেক্টার বাহাদুরের স্বেচ্ছাধীন। এমন [কো]ন বাধ্যবাধকতা নাই যে কোন টেণ্ডার অথবা [অ]পেক্ষা অল্প নিরিখের টেণ্ডার মঞ্জুর করিতেই [হই]বে।

৬। কার্য্যের নক্সা ও এষ্টিমেট দেখা এবং [...] যে কিছু জ্ঞাতব্য বিবরণ জানিবার আবশ্যক [মহিষ]াদল আফিসের ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে আসিলে [তাহা] দেখিতে ও জানিতে দেওয়া যাইবে।

	টাকা
(১) মহিষাদলের ৺ গোপাল জীউর নূতন রথ প্রস্তুত করণ।	১৫০০০
(২) পূর্ব্ব দেউড়ি নির্ম্মাণ করণ	১০৭৫১
(৩) পশ্চিম দেউড়ির সম্মুখস্থ পুল পুনঃ নির্ম্মাণ করণ	২৫০০
(৪) রক্তিবনানের বাড়ী মেরামত কার্য্য	১৬৭৪
(৫) দেবালয় সমূহের গড়ুরা মন্দির মেরামত	৩৫১
(৬) গ্রাম সমূহের খাল খনন ও বাঁধ মেরামত কার্য্য	৬০০০

ম্যানেজার।
ইনচার্জ,
মহিষাদল ষ্টেট।

মহিষাদল,
৪ ঠা নবেম্বর ১৮৮১।

চক্ষুরোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

তিব্বৎ দেশীয় পর্ব্বত জাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত।

এই ঔষধের অসাধারণ গুণ এই যে ইহা চক্ষে প্রদান করিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা হয় না, অথচ স্নিগ্ধতা ও শান্তি বোধ হয়। চক্ষে ছানি পড়িবার উপক্রম হইলে এই ঔষধের ২। ১ বিন্দু দিনের মধ্যে ৫। ৬ বার কোমল পালখ দ্বারা চক্ষে প্রদান করিলে ছানি পরিষ্কার হয়। দীর্ঘকালের ছানি কিছু দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিলে পরিষ্কার হইবে, এবং চক্ষের অন্যান্য অনেক পীড়া যথা চক্ষুজ্বালা, চক্ষুউঠা, চক্ষুশূল, অধিমাংস, কুণ্ড, চক্ষুর পার্শ্বস্থ ক্ষত, রাত্রা-ন্ধতা, তিমির, ও উষ্ণক বা শিরঃপীড়া জনিত দৃষ্টি স্বল্পতা, ইত্যাদি চক্ষের বহুতর রোগ এই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে উপকৃত হইয়া সোমপ্রকাশের পত্র লিখিয়াছেন স্থানাভাবে তাহা দেওয়া হইল না। মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে চক্ষুরো[গের] ভয় থাকে না।

এক শিশীর মূল্য ... ... ২ টা[কা]

ডাক মাশুল।০ ... প্যাকিং ৵০ ... একুনে ... [...]

এক শিশী হইতে ৫ শিশী পর্য্যন্ত এক পা[র্শেলে] ।০ আনা মাশুলে যাইতে পারে। ডাক মাশুল [...] ককে দিতে হয়।

এককালীন অধিক লইলে শতকরা ২০ টা[কা] হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র মুখোপাধ[্যায়]
বাঙ্গালিটোলা বেনা[রস]

প্রধান হিন্দু আশ্রম ও সরাই।

কলিকাতা হাবড়া পুলের নিকট উত্তর [...] দিকে ষ্ট্রাণ্ডরোডের পূর্ব্ব পার্শ্বে বড় বাজারের [...] কাটরার পশ্চিমাংশে উপর তালা ৫ নং ঘর [...] মূল্য সুবিধার আবাস।

চন্দ্র চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নানেন সদৃশো দৃষ্টো ন ভেষজো মুদ্রিতং বিনা[...]

এই ঔষধটি যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। [...] দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য অ[...] যাত্রপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ [টাকা] ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য [...] টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত [...] ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহা[...] মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ[...] ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

জাল বদ্ধ সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন ক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন
কবিরাজ।
কাশী।
কাকিনিয়ার ছত্র
অথবা
গণেশ মহল্লা।

PARADISE LOST.
বা
সুখ ধাম বিনাশ।

ই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহক- স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠা- বাধিত করিবেন। এখনও যাহারা অনুগ্রহ ক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, হারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে ত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ ক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর াকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

রিখ
ই নবেম্বর ১৮৮১

শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
ওভারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিংহ।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা
অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মল- কা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছন্দের ও দেখিতে অতি হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালা- কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর ার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা স্বল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ াপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার টে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উত্তর অক্ষরের এক ই প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া খবেন।

১২৮৮ সাল
৩ রা অগ্রহায়ণ

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ভজ ও হরির কথোপকথন।

ভজ। ভাই হরি! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, বল দেখি নবীন ব্রাহ্মেরা সকল সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে কি সত্য কথা কহিয়া থাকেন?

হরি। সত্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল। সত্যই ব্রাহ্ম- দিগের প্রাণ ও বীজমন্ত্র সত্য বটে; কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বোধ হয় সেই বিষয়ে ব্রাহ্মগণ সত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না।

ভজ। বল কি ভাই, এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সত্য রক্ষা করিতে পারেন না?

হরি। "উপাধি" বলা বিষয়ে।

ভজ। কেন?

হরি। বলি শুন, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে, দত্ত গুপ্ত ইত্যাদি উপাধি হিন্দুগণের। হিন্দুরাই উপরি উক্ত উপাধি সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরা হিন্দু নহেন, হিন্দু হইলে হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত কেন? আর তাহা হইলে বিশ্বাসের বিপক্ষে হিন্দুপিতামাতাকে কেন পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন? তাঁহারা স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায়। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, করণ কারণও স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় যখন তাঁহারা হিন্দু নহেন, ব্রাহ্ম; তখন হিন্দুদিগের উপাধি বলা ও উপাধি বলিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা কিরূপ যুক্তিসিদ্ধ? এ বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য্য! ইহাতে সত্য রক্ষা সম্বন্ধে কিছু দোষারোপ হইতেছে কি না বিচার করিয়া দেখ।

ভজ। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দু নহেন, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য। আমার মতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-জ্ঞাপক কোন উপাধি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিষয় আমি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মগণের মত জানিতে ইচ্ছা করি। সোমপ্রকাশ কি স্থান দানে বাধিত করিবেন না?

হরি। সে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব। সে সোমপ্রকাশের ইচ্ছা।

ভজ। তবে চল, সোমপ্রকাশের নিকট যাই।

অনুগত শ্রীভজ ও হরি।

বাঙ্গালির "সাহস"।

বাঙ্গালির "সাহস" বড় অসম্ভব কথা, আকাশ কুসুম বা প্রহেলিকা স্বরূপ। বাঙ্গালিতে এখন অমিত বল ও সাহসসম্পন্ন উদয়নারায়ণাদি নাই। বাঙ্গালি সাধারণতঃ দরিদ্র ও ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য চিকিৎসা যোড়াযোগে অস্থিকঙ্কালাবশিষ্ট। তাহারা দুর্ব্বল ও নির্জীব। নির্জীব বলিয়া মন ও হৃদয়ও নির্জীব, নিরুৎসাহপূর্ণ, সাহসহীন। সাহস- হীন হৃদয়ে সাহসের মান রক্ষা করা বড় অসম্ভব বিষয়। যদিও কোন কারণে কোন কোন সময়ে দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হয় সত্য বটে; কিন্ সাহস ক্ষণিক, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তাহা গ্রাহ্ছ, অলাবুক বা দম্পতীকলহের ন্যায় বাহ্য অ স্বর বিশিষ্ট, দেখিতে দেখিতে ঘোর ঘনঘটা কা অল্পায় বারি বর্ষণ পূর্ব্বক অচিরাৎ পরিষ্কার পরি হইয়া যায়; আর তাহার চিহ্নও থাকে না।

আমরা কি জন্য এত কথা বলিলাম, এ তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। "সা নামক এক খানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সমাচার প আমাদের উপলক্ষ্য স্থল। তাহার জন্যই নির্জীব হৃদয়ে একটু সাহস সঞ্চার হইয়াছে। এ খানি নামেও যেমন, কার্য্যেও সেইরূপ। এলাহা হইতে কয়েক জন বঙ্গবাসীর যত্নে এই পত্রি জন্ম হইয়াছে। জন্মলাভ করিয়া ৫।৬ মাস প ইহা যথার্থ সৎসাহসের সহিত প্রকাশিত হ ছিল; কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট; বাঙ্গা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে বুঝি সাহসের স্থান হইল না। স বুঝি বঙ্গবাসীর নিকট এক বারেই বিদায় করিল! একবারে বিদায়গ্রহণ না করুন, সাহসের অবস্থা বড় শোচনীয়।

সাহসের পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আর দুই পত্র বাহির হয়। তাহার একখানির নাম "প্র দূত" অন্য খানির নাম "সমাচার সার"। রোগে প্রয়াগদূতের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আ অবগত নহি; কিন্তু সমাচারসারের জন্ম হ মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা সকল ঘটনা বিলক্ষণ অ আছি। আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশী বাবু গোপাল চক্রবর্ত্তী সমাচারসার সম্পাদক ছিলে একা বিদেশে তাঁহার দ্বারা কার্য্য সুন্দররূপে স হয় না বলিয়া কলিকাতা হইতে সাহায্যার্থ এক বিশ্বাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এলাহাবাদে লইয়া য কিছু দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহার হস্তে মুদ্রাযন্ত্রের ও কাগজের ভার স্থানান্তরে গমন করেন, অমনি সেই বিশ্বাসী কারী সম্পাদক হাজার বার শত টাকা ল চম্পট! লালগোপাল বাবু মধ্য অবস্থার একবারে ১০০০।১২০০ শত টাকা ক্ষতি সহ্য ক কাগজ চালাইতে সক্ষম হইলেন না। অগ সমাচার সার উঠিয়া গেল।

সাহসে বোধ হয় এ রোগ স্পর্শ করে ন আর সাহসের অধ্যক্ষগণেরও বোধ হয় কোন মন হয় নাই। অধ্যক্ষগণও কৃতবিদ্য সন্দেহ অধিকন্তু বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু তীচরণ দে প্রভৃতি সোমপ্রকাশের লব্ধপ্র কয়েক জন পত্রপ্রেরকও মধ্যে মধ্যে ইহাতে লি তেন ও অন্যান্য পত্র প্রেরকেরা সময়ে সময়ে

ম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা গ্রামে
গ্য মোক্তার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে
টী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে
লোকের সমধিক উৎসাহ এবং অর্থ ব্যয়
বিদ্যালয়টী দীর্ঘজীবি হইতে পারে। যশো-
স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর সমীপে সবিনয় নিবে-
এই, একবার বিদ্যালয়টীর প্রতি দৃষ্টিপাত
া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপায় বিধান করিয়া
।

বিজ্ঞাপন।

...র বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া
... পুষ্টি করে।

...ক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১।০
...পেকিং খরচ ।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

...ই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার
...ল পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশ
...হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গ
...বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক
...মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, [illegible]
... ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন
...রিত হইয়া শরীরের দোষ্ঠব ও রতিশক্তি বৃদ্ধি
...। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে অভ্যঙ্গ একটী তৈলের
... টাকা নি... ম। ১ পোয়ার মূল্য ৮ টাকা
...ক ৮০ আনা।

...নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধদ্বয়
...পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
...বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম.
...বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম.
...মেং এক্তেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
...বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
...বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

...ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
...শ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
... শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, আদিকৃত টীকা
... [illegible], ও ১০ মে বৈষ্ণব
... ১০ ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
... [illegible] সম্পূর্ণ
... [illegible] সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৮।০
...। ও উক্ত [illegible] টাকা। ইহা ব্যতীত
...ত্র নীলমণি মূল্য ডাক মাশুল সহ [illegible] টাকা মাত্র
...নাব বসু প্রকাশিত ১২ খণ্ডের মূল্য ৮ টাকা। ও
...ক মাশুল ।৮০, পদাঙ্কদূত সমগ্র সটীক ৩।০, পদ্ম
...ণ ১৬ শ খণ্ড ৭।৫০, ভক্তিরসা... সিন্ধু ৪।৫০
...গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,

আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের [illegible] জ্বর সকল ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, [illegible] পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব [illegible] সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

[illegible], [illegible], ও মুত্রশিলা (বা [illegible]) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে করিয়া থাকেন।

প্রসব [illegible] সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীশিক্ষা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র [illegible] কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার পুরযুক্ত ঘা, কোষ্ঠা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমুখের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, তুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, চিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা ও পোস ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা।) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাবার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ৮৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি...লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ... প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে...

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী—ভাগলপুর
" " অক্ষয়কুমার চৌধুরী—পেশোয়ার
" " বিশ্বম্ভর নিয়োগী—বরসাত
" " শ্রীনাথ সেন—কড়ুয়া ফতেই
" ভগবানচন্দ্র কর—[illegible] ষ্ট্রীট
" দিগম্বরচন্দ্র দাস—মাকড়াড়িয়া
ঢাকা ল লাইব্রেরী—ঢাকা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া ... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কা... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে...

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদা... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

াধ্য করিতেন, এ অবস্থায় কাগজখানি কেন চনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। সাহস সম্পাদক মহাশয় বলিয়া-, "গ্রাহকবর্গের নিষ্ঠুরতাই সাহসের হীনাবস্থা স্থ হইবার প্রধান কারণ। সাহস যদি উঠিয়া , তবে অধ্যক্ষগণের তাহাতে কোন দোষ নাই াদি। আমরা বলি গ্রাহকবর্গও অপরাধী াদকেরও কিছু বুঝিবার ত্রুটি আছে।

সম্পাদকের বুঝিবার ভ্রম পরে বলিব, আপা- ঃ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পাঠক ও গ্রাহকবর্গ ছে দুই একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। গ্রাহকবর্গ যে াদের ন্যায় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সময়ে দেন না, নিঃস্বতাই তাহার একটী কারণ। র একটী প্রবল কারণ এই, বঙ্গসমাজে ধর্ম্মের আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত নাই, তাহা দিন দিন বল হইতেছে। এক দিকে যেমন ধর্ম্মবন্ধন বল হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি আবার দিন অসার সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতার , আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি, কিন্তু অর্থের অভাব। অর্থের াব বলিয়া অনেক লোক সম্পাদক হইয়া দুই কাগজ লিখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্ত- হন। এজন্য প্রথম প্রথম কোন কাগজ লে গ্রাহকবর্গ ভাবিয়া থাকেন, "হয়ত দুই দিন কাগজ উঠিয়া যাইবে, কেবল পয়সাগুলি নষ্ট বে।" এই ভাবিয়া মূল্য দেন না। ও দিকে াদক দৃঢ়ব্রত হইলেও মূল্য না পাইয়া কাগজ করিতে বাধ্য হন।

সাহস সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একথা ভাবেন ই। অগ্রে গ্রাহকগণের নিকট বিশ্বাস স্থাপন রতে হয়। এ বিশ্বাস স্থাপন, ৫।৬ মাস "ঘরের ড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়ানও" বড় সহজ ব্যাপার ্। এ কার্য্য মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে াধ্য। সাহসের অধ্যক্ষগণের লেখায় বোধ হয় হস কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। এরূপ ল কি করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি সম্পাদক ও ধ্যক্ষগণ আর দুই এক মাস কাগজ চালান। াহকবর্গের নিকট বিশ্বাসী হইলে আর গ্রাহকবর্গ ষ্ঠুরতা করিবেন না।

উপসংহারে গ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন এই , সাহস মধ্যবিধ বাঙ্গালির অমূল্য রত্ন। এ রত্ন দি হেলায় দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে বড়ই া'র কথা হইবে, বাঙ্গালি নামে কলঙ্ক আরও টিবে। সাহস সম্বন্ধে কোনসন্দেহই নাই। অদ্য ামরা সম্পাদকের পত্র পাইয়াম ও সাহস দেখি- াম। সাহস ও সম্পাদকের পত্র দেখিয়া সাহস ম্বন্ধে এই কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি; "সাহস" সাহস-সম্পাদকের ও অধ্যক্ষগণের হৃদ- য়ের শোণিত তুল্য। পাঠক ও গ্রাহক বর্গের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ভিন্ন এ শোণিত বিন্দু শীঘ্র শুষ্ক হইবে না। অতএব আর উপেক্ষা ও সন্দেহ কেন? যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ সাহায্য করিয়া জাতীয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে কি ভাল হয় না? বলা বাহুল্য, জাতীয় সহানুভূতি বলে এক দিন মুমূর্ষু প্রায় পাওনিয়ার, আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হইয়াছে। সাহস হইবে না এ কথা বলিতে কে সমর্থ?

নবাবহাট দাঁতপৈতি }
তাং ২৪ এ কার্ত্তিক } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

বেহারের জমিদারগণ।

বঙ্গদেশে জমিদার শব্দটী শুনিলেই বড় লোক বোধ হয়, কিন্তু বেহার অঞ্চলে অধিকাংশ জমিদারের সেরূপ সম্ভ্রম নহে; বঙ্গদেশের জমিদারদিগের জমিদারি বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য তাহাদের আয়ও অধিক, এখানকার বিশেষতঃ ছাপরার জমিদারদিগের অনে- কের জমিদারি ॥০ দশ কাঠা ।০ পাঁচ কাঠা এবং এক কাঠা পর্য্যন্ত আছে। রাজকর ১ টাকা /০ আনা বা অর্দ্ধ আনা কাহাকেও কাহাকেও দিতে হয়। এইরূপ জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহারা যে জমি ভোগ করে, তাহার রাজস্ব কালে- ক্টরিতে দিতে হয়। জমি আছে এই বলিয়াই জমিদার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জমিদার গণের রাজস্ব আদায় বড় কঠিন হইয়াছে। ভারত- বাসিদের ক্ষেত্রজাত শস্যই প্রধান আয়। এ বৎসর শস্যের মূল্য সুলভ হওয়াতে প্রজার জমিদারকে খাজনা দেওয়া এবং জমিদারের কালেক্টরির মাল গুজারি দেওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তবে লাটবন্দির নিলামের ভয়ে কষ্টে সৃষ্টে রাজকর আদায় হইতেছে। কিন্তু টাকা প্রতি /০ এক আনার হিসাবে রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে কালেক্টরীতে রোডসেস বাকি পড়িলে অস্থাবর সম্পত্তি গো মহিষাদি ক্রোক করিয়া তৎপরে নিলাম করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের ঐরূপ সম্পত্তির অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হওয়াতে ঐ প্রথা রহিত করা হইয়াছে। এক্ষণে রোডসেস বাকি পড়িলে রাজকর আদায় না হইলে যেরূপ জমি- দারি নিলাম করা হয়, তদ্রূপ নিলাম করা হইতেছে। আবার এ দেশে অনেক জমিদারি এজমালি আছে, উক্ত এজমালি জমিদারির কোন জমিদার আপনার দেয় করের কিঞ্চিৎ বাকি রাখিলে সমস্ত জমিদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। অপরন্তু এক একটী মহল বা লাটে ২০।২৫ বা ততোধিক গ্রাম ভুক্ত আছে, এই কয়েক খানি গ্রামের মধ্যে একটী মাত্র গ্রামে আবার ২০।৩০ জন জমিদার আছেন, এই সমস্ত জমিদারের মধ্যে যদি কেহ নিজের দেয় রোডসেস না দিলেন তবে উক্ত মহলের সমস্ত জমিদারের জমিদারি নিলামে উঠিল। কত শত লোক এককালে নিঃস্ব হইল। পূর্ব্বে যখন এই কর নির্দ্ধারিত হয়, তখন জমিদারদিগের নিকট হইতে আপন আপন জমিদারির জমাবন্দি তলব হইয়াছিল। ঐ সময়ে অনেকেই প্রকৃত জমাবন্দি দেন নাই; কেহ প্রজার নামে জমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন কারণ যদি ভবিষ্যতে রাজার প্রজার কোন বিবাদ হয় তখন সুবিধা হইবে কেহ বা ইজারদারের নিকট হইতে গৃহীত কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখি করিয়াছিলেন। প্রজাকে পীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে যাহারা জমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তাহাদের দুরভি সন্ধির ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। এবং যাহা ইজারদারের কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখিল কর যাছেন তাহাদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইতেছে কারণ ইজারদার প্রজার নিকট হইতে যাহা আদা করিতেছেন তাহা কেবল জমিদারকে দিতেছেন পক্ষান্তরে জমিদার বেশী করিয়া যে জমা জমি বন্দ দিয়াছিলেন, তাহাকে তদনুসারে রোডসে দিতে হইতেছে। এই সকল কারণে অল্প জমিদা দিগকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইতেছে। অনে পরে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তা গ্রাহ্য হয় নাই; ৫ বৎসর হইল এই কর প্রচলি হইয়াছে। একবার ইহার সংশোধন আবশ্য হইয়াছে রাজকর্ম্মচারিগণ এবার যেন কিঞ্চিৎ সা ধান হইয়া কার্য্য করেন। বিভাগীয় কমিশনর সাহে ও রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আমাদের প্রার্থনা এ তাঁহারা কোন রূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। না করিে অকারণে অনেকের জমিদারি লোপ হইবে। বিে সতঃ এজমালি মহলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রা আবশ্যক। একের দোষে বহু পরিবার উৎসন্ন যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

মহাশয়, আজ কাল ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গ শের নানা স্থান হইতে আমাদিগের সংস্থাপিত অ বেদোক্ত ঔষধালয়ের দাতব্য বিভাগে অধিক পত্র আসিতেছে, যে তৎসমুদায় আদ্যোপ পাঠ করিয়া উঠাই আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কারণবশতঃ

...বগের বিদিতার্থ আপনার বহুদেশমান্য সুবি-... পত্রিকার এক পার্শ্বে অদ্য ম্যালেরিয়া জ্বরের ...টী মহৌষধ প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি; আমরা ...র স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উক্ত রীতি-...প ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। যে ...লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দিন ...অর্থহীন, অকর্ম্মণ্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিতেছেন, ...রা এক সপ্তাহকাল ঐ ঔষধটী সেবন করিলে ...র উপকার পাইতে পারিবেন, এবং এক মাস ... সেবন করিলে তাঁহাদের শরীরে আর কোন ...র গ্লানি থাকিবে না। ঔষধ সেবন কালে ...ল শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাল, ও পক্কবস্তু ...জন, মৈথুন, ও শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। ...টী এই:—

...তপাপড়া, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী, ...কী, প্রত্যেক ২ তোলা, সোনামুখী ৩ তোলা, ...মল ৪ তোলা, ছোট এলাচি /০, অম্ল কুট্টিত ...য়া /১৸০ সাত পোয়া জলে সিদ্ধ করত ।৵০ সাত ...ক অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটী ...ত্রায় বোতলে রাখিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতে ...পরাহ্নে ভইবার, উহার এক ছটাক পরিমাণে ...।

...আমার বিশেষ পরিচিত জনৈক কৃতকার্য্য বহুদর্শী ...র সম্প্রতি আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি এই ...টী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ১৪ গ্রেণ কুইনাইন ... বিন্দু ডাইলিউটেট সল্ফিউরিক আসিড ...ইয়া, তদ্দ্বারা অনেক প্লীহা জীর্ণজ্বরাধীন ...কে অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ...হাঁরা সহজাতর কুইনাইন সেবন করেন, ...রা এইরূপে কুইনাইন সহ ঔষধটী সেবন করেন ...আমাদের একান্ত অভিপ্রেত।

মুঙ্গের
...ঔষধালয় } বশম্বদ
শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

সোমপ্রকাশ

৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশের বর্ষবৃদ্ধি।

অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশের জন্ম হয়। ...মপ্রকাশ জগদীশ্বরের কৃপায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ...তিক্রম করিয়া ষড়্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ... পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে আমরা রাজনীতি ...জনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরি-বর্ত্ত দর্শন করিলাম। কতকগুলি পরিবর্ত্তিত বিষয় আমাদের সুখের ও কতকগুলি নিতান্ত অসুখের হইয়াছে। আমাদের রাজা বিদেশীয়। বিদেশী-য়ের বিদেশীয়ের প্রতি সমস্তপক্ষপাত ও সবিশেষ আত্মীয়তা করা সহজ নয়। তাঁহারা একদিন আমাদিগকে ভিন্ন ভাবিয়া স্বেচ্ছাচারিভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। রাজসংক্রান্ত সাধারণ কার্য্যে আমরা দূরবর্ত্তী ছিলাম। কোন রাজকার্য্যে আমাদের অনুরক্তভাব ছিল না। সম্প্রতি রাজা অনুকুল হইয়া আমাদিগকে রাজ্যাঙ্গ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের অধিকার অবধি এই চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এত দিন ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে মহানুভব উদারমতি লার্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙের কল্যাণে ইহা পূর্ণবিকশনোন্মুখ হইয়াছে।

রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত যেমন সুখের, সমাজ-সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত তেমনি বহু অংশে অসুখের কারণ হইয়াছে। অনেক বিষয়ের ভ্রান্তির উচ্ছেদ ও সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে অনেকের মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মিয়াছে সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া তুলিতেছে। এখন আর সে সমাজ বন্ধন নাই। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহার বাধ্য বা বশ্য নয়। সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারিতার একাধি-পত্য। এতন্নিবন্ধন এদেশের অনুপযোগী শত্রুরূপ সুরাপানাদি প্রবেশ করিয়া কেবল যে সমাজের দেহ মন ধন ও মান সম্ভ্রমাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট করি-তেছে এরূপ নয়, আর সে একটী মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার প্রতিবিধানের আর সম্ভাবনা নাই। মুসলমানেরা যে বিষম অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তাঁহাদের সময়েও সে অনিষ্টটী ঘটে নাই। সংস্কৃত চর্চ্চার হ্রাসই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়। মুসল-মানদিগের অধিকার কালেই নবদ্বীপ অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন কি আর সে নবদ্বীপ হইবে, না, সে রঘুনাথ রঘুনন্দন প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিবেন? এখন আমা-দের রাজপুরুষেরা সংস্কৃতের রক্ষা চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা, ভগ্ন বুকে ঠেকো দিয়া রাখি-বার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান ও ইংরাজ উভয় রাজ্যে এরূপবৈলক্ষণ্য ঘটিবার কারণ কি? মুসল-মানেরা অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সে অনিষ্ট চেষ্টা উপরি-ভাবের চেষ্টা, তাহারা সমাজের অন্তস্তল বিলো... করিতে পারে নাই। তাহাদের সময়ে সমাজ ... অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং সমাজের মারাত্মক অ... ঘটে নাই। কিন্তু ইংরাজেরা যে আগুন জ্বালি... দিয়াছেন, তাহা অন্তস্তল বিলোড়ন করিয়াও ... হইতেছে না। আরো অধিক দূর গমন করিয়া... এখন সমাজ বন্ধন-রজ্জু সহস্র ভাগে ছিন্ন হইয়াছে... তাহাতেই আমরা পূর্ব্বকার গুণরত্নগুলি হা... ইতেছি।

সোমপ্রকাশের নিজের সম্বন্ধে যে অবস্থা প... বর্ত্ত ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা অ... সঙ্গিক বা অসঙ্গত হইতেছে না। ইহার ম... সোমপ্রকাশের যে একটী বিষম ফাঁড়া (মুদ্রা... সংক্রান্ত ৯ আইনরূপ রাহুর গ্রাসে নিপ... গিয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। ত... সঙ্গ করা অদ্য আমাদের অভিপ্রেত নয়। ই... মূল্য ও অবয়ব সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, ত... রই উল্লেখ করা আমাদের অভিপ্রেত। প্র... সোমপ্রকাশ দুই ফরমায় প্রকাশিত হয়। ত... মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা ছিল। তাহার পর ... ফর্ম্মা করিয়া ১৩ টাকা মূল্য করা হইয়াছি... তাহার পর গবর্ণমেন্ট যখন সংবাদ পত্রের মা... কমাইয়া দেন, তখন ইহার ১০ টাকা মূল্য ... হয়। কিন্তু স্কুলের পণ্ডিত ও তৎসদৃশ অবস্থ... ব্যক্তিরা ১০ টাকা মূল্য দিবার বিষয়ে আপনাদি... অসামর্থ্য জানাইয়া অনেকগুলি পত্র লিখে... আমরা তদনুরোধ পরবর্ত্তী হইয়া অসমর্থপক্ষে ৭ ... মূল্য নির্দ্ধারণ করি, কিন্তু দুঃখের ও ক্ষো... বিষয় এই, ক্রমে দেখিতেছি, অধিকাংশ গ্রা... অসমর্থ পক্ষ আশ্রয় করিতেছেন। এরূপ ঘটনা... বার কারণ কি? আমরা নিরূপিয়া উঠিতে পারি... না। তাঁহারা কি বাস্তবিক সঙ্গতিহীন হইয়া অ... হইয়াছেন? না, কল্পনাবলে আপনাদিগকে অ... ভাবিতেছেন? ইহার অন্যতর যে কারণ হ... তাহাই আমাদিগের দুঃখের বিষয়। যদি তাঁ... বাস্তবিক দরিদ্র হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা আ... দের যেমন দুঃখের, আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মনী... বিরুদ্ধপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও আ... দিগের দুঃখের হইতেছে। যে কারণ হ... আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি উ... কালে আমাদিগকে এ বিষয় লইয়া আক্ষেপ করি... না হয়। এটী দেশেরও মহা কলঙ্কের বিষয়।

ইংরাজদিগের ভারত শাসন।

গত আগষ্ট মাসে মহাত্মা সার ডেবিড্ ওয়ে... বরন ভারতবর্ষ এবং সিংহল দ্বীপের শাসন প্র...

...া করিয়া লণ্ডন ষ্টেটসম্যান নামক সংবাদপত্রে ...ী সারবান্ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটী ... রাজপুরুষের মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা ...া। আবার শুদ্ধ পাঠ করিলে হয় না, তদনু- ... কার্য্য করা চাই। সমগ্র ভারতবর্ষ একটী ... সম্রাজ্য, কিন্তু উহার শাসন প্রণালী প্রজার পক্ষ ...রোমাঞ্চ ক্লেশকর। সিংহল একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ... তাহার শাসনপ্রণালী এমন নয়। লোকগণ ...নে বিলক্ষণ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। ...দের অসন্তোষ প্রকাশের কোন কারণ নাই। ...লের সঙ্গে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর তুলনা ...লে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ বোধ হইবে।

...বন রাজার শাসনাধীনে ভারতবর্ষের মহাকষ্ট ... এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। বাস্তবিক ...র অনেক বিষয়েই কষ্ট ছিল, তাহা মিথ্যা নয়। ... সে কি প্রকার কষ্ট? দস্যুর অত্যাচার এবং ...চোর অভাব; এই দুটী কষ্টই প্রধান ছিল। ...র ও চোরের অত্যাচার সর্ব্বদাই ঘটিত। স্ত্রী পুত্র ... ধনৈশ্বর্য্য লইয়া কেহ সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে বাস ...তে পারিত না। এক স্থান হইতে অন্যত্র ...য়াতেরও অসুবিধা ছিল। দেশে বাণিজ্য ... ভালরূপ চলিত না, তাহাতে প্রজালোকেরও ...ক কষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনে সেই ... উপদ্রব তিরোহিত হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরি- ... এবং ধনসম্পত্তি লইয়া সকলে সুখে বাস ...তে পারিতেছে, বাণিজ্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ...দের শাসনাভিসন্ধি বড় পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ... রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকটা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, ...ও মফস্বলে রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারিতা ...ত যে একেকালে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, এমন ... যায় না। আবার কয়েকটী কাজে বরং এক্ষণ- ... প্রজাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যবন ...তিদিগের সময়ে দেশীয় সম্রান্ত লোক রাজ্যের ... উচ্চ পদ লাভ করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষ- ...দিগের সে সমস্ত আশা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মূল ...তেছে।

...ষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ দেশের শাসনভার ...প্ত হওয়া অবধি প্রজার কষ্ট হইতে আরম্ভ হই- ...। তাঁহারা দেশের শাসন ভার নিজ হস্তে ...লেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ব্যবসায়ী ... কেহই নন। যাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য ...রূপে চলিতে পারে, তৎপ্রতি সমধিক দৃষ্টি ...তেন। রাজ্যের উন্নতি সাধন করা, প্রজার ...স্থা উন্নত করা এই গুলিই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ...। তাঁহারা সে প্রকার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ব্রতী ...লেন না। আত্মীয় স্বজনকে এ দেশের প্রধান প্রধান কাজে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারাও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; সুতরাং রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইত না। ইংরাজেরা যে প্রকার উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ এবং ন্যায়দর্শিত, পূর্ব্বে এই সমস্ত দেবোচিত সদ্গুণের কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্বয়ং ক্লাইব, ইম্পে, হেষ্টিংস্, প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের চরিত্র, পবিত্র ইংরাজ জাতির এক প্রকার ঘোর কলঙ্ক বলা যায়।

ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বয়ং মহারাণীর করতলন্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্ব ভাব সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় নাই। এ দেশে অজ্ঞাগত কোন কোন রাজপুরুষের চিত্তে দারুণ স্বার্থপরতা নিরন্তর জাগিতেছে। আবার এ দেশীয় লোকের রাজকার্য্যে দিন দিন কোথায় অধিকার বৃদ্ধি হইবে, তা নয় বরং কমিয়া আসিতেছে। অস্থির করভার অন্যায় অর্থ ব্যয়ে প্রজালোক অশান্ত কাতর হইয়াছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিংহল অনেক সুখী। তথাকার সৈনিক বিভাগের ব্যয় অন্যায্য নহে, অন্যান্য ব্যয়ও বিচারসঙ্গত। প্রজাগণ অন্যায় করভারে কাতর নহে। মহাত্মা ওয়েডারবরন্ সাহেব লিখিতেছেন—সিংহলের এক্ষণে ঋণ নাই চলিত রাজস্ব হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পূর্ত্তকার্য্য, খাল খনন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সাধারণ লাভ হইতে চলে।

সিংহলদ্বীপ যে পরম সুখে থাকিবে, সে কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। একমাত্র সৈনিক বিভাগের ব্যয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে প্রতি বৎসর অনুমান ১৫০০০০০০ পাউণ্ড দিতে হইতেছে, কিন্তু সিংহলের সৈনিক বিভাগের ব্যয় কেবল ৫০০০০০ পাউণ্ড মাত্র। ওয়েডারবরন সাহেব বলেন—ব্রহ্মার যুদ্ধে সমস্ত ইংরাজ সেনা গমন করিলে সিংহলবাসী সৈন্যদের বিশেষ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা বলিতে পারি প্রজালোকের অসন্তোষের কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা অবশ্যই রাজার পরম ভক্ত হইয়া উঠিবে। এ ত আশ্চর্য্যের কথা নয়। ভারতবর্ষবাসীরা এক দিন সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া উচ্চ পদ পাইতেছিলেন, কোশল ক্রমে সে পথ অবরোধ করা হইল। সিংহলবাসিদিগের সে পথ মুক্ত আছে। আবার তাহাদের আরও একটী অধিক সুবিধা। সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বিলাতে যাইতে হয় না। স্বদেশেই তাহারা পরীক্ষা দিতে পারেন।

এক দিন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইতেছিল, সম্প্রতি তাহা রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত ... নাই। এই বিধিটী কতদূর সঙ্গত তাহা বলা ... না। আমাদের রাজা একধর্ম্মাবলম্বী, প্রজা... স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী। সে স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচা... নিমিত্ত সাধারণ রাজস্ব শূন্য করা কখন ন্যায়সঙ্গ... নহে। ভারতবর্ষ হইতেও এই কুৎসিত প্রথা ... উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতরাজ্যের ... অন্যায় ব্যয় হইবার আর একটী কারণ আ... এখানকার কর্ম্মচারিদিগের বেতন নিতান্ত অধি... অনেকে এই আপত্তি করেন যে, বিলাত হই... যাঁহারা এ দেশে আগমন করেন, তাঁহারা এখান... উষ্ণতা প্রযুক্ত প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন; বিশে... সর্ব্ব প্রকারে এখানে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত... সাবধানে থাকিতে হয়। তাহাতে অনেক ... পড়ে। সে কারণ অধিক বেতন না পাইলে ... সম্রান্তেরা এ দেশে আসিতে ইচ্ছা করেন ... আমরা জিজ্ঞাসা করি, সিংহল ও ত উষ্ণ প্র... স্থান, সেখানে অল্প বেতনে কি সম্রান্তেরা কি... আসিয়া থাকেন? বস্তুতঃ ঐ সমস্ত আপত্তি ... কাজের নয়। আমরা অনুরোধ করি ভারত... গবর্ণমেণ্ট সিংহলের কার্য্য প্রণালীর অনুকরণ ক... এখানে সমস্ত লোকের মনে যে সমস্ত ... হইতেছে, তাহা একেকালে দূরীভূত হইবে ... প্রজাগণও সুখে থাকিবেন।

দুর্ভিক্ষ [illegible] আগমন।

প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বর লিখিয়াছেন,—যাকে ... দিনমণি কমলিনীকে বড় ভাল বাসেন। কিন্তু ...লিনীকে দুগ্ধা এমনি ভাল বাসেন যে, তাহার ...নের প্রধান সহায় বারিরাশি শোষণ করিতে ... করেন না;—এই ত তাঁর ভাল বাসা। সক... ভাবেন মিশনরিরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করি... দেশের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন; তাঁহা... যথার্থ হন, ন্যায়নিষ্ঠ এবং লোকহিতৈষী। ... কাল লোকের মনে এই যে দৃঢ় সংস্কার ছিল, ... করিতে [illegible] হইতে ... দেখিয়াছি, মিশনরিরা হিন্দু ও মুসলমানের মান... শোধন করিতে পারিলে ত্রুটি করেন না। যত... তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশা থাকে, তাব... ব্যক্তিদের [illegible] পাওয়া যায়। অতি... সিদ্ধ হইল না, অমনি [illegible]

মিশনরিরা বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ... উপকারে আসিয়াছেন। এমন কি, [illegible] ... গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিতে পারেন ... আমরা মিশনরিদের নিকট চির ঋণী আছি। ... [illegible] বিলাতে [illegible]

ভার দাও,—তখনি প্রস্তুত? তবে ব্যবসায় ব থাকিবে, নচেৎ দোকানটা মাটী। ব্যবসাদা া যে যাহা করে, করুক। তাহাদের সদসৎ কর কে দায়ী হইবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐরূ- য়া অবোধ ক্রেতৃগণ মাঝে হইতে মারা যায় কেন? ব কি কোন উপায় হয় না। চীনা বাজারে যাও, রূক আলপাকা চাই। আট আনার স্থানে হয় ত টাকা মূল্য হাঁকিয়া বসিল। ক্রেতা যদি বাহা- র শূন্য নিতান্ত উদার লোক হইলেন, তবে সব্ব- হইয়া গেল। আমরা কেবল একটী দৃষ্টান্তের ণ করিলাম, কিন্তু সকল দোকানেই এই কাণ্ড । কত অবোধ লোকের যে সর্ব্বনাশ হয় তাহা বার কথা নহে।

এ বিষয়ে যদি বলেন, ক্রেতার ইচ্ছা। সে যদি ক মূল্য দেয়, তাহাতে কে কি করিবে? যাহা ক, যদিও এ কথাটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে, লি ইহা আমরা উপেক্ষা করিতেছি। তবে ইহার কোন প্রতীকার হয়, বড়ই সুখের কথা। কিন্তু মরা আর একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করি- ছি, সেটী কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে তাহাতে র্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক। সাদারী কথাটা যে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হার অনেক কারণ আছে। কেবল বাক্যের প্রতা- র লোকের অনিষ্ট হইতেছে, এমত নহে। র্য্যাতঃ যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে তৎসমুদয় আরও নেক। ব্যবসাদারেরা খাদ্যদ্রব্যে নানা প্রকার ্য মিশ্রিত করে। ঘৃতে বসা, কোঁচড়ার তৈল া ইত্যাদি; দুগ্ধে জল: পচা মিষ্টান্ন ভাজিয়া ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি আর আর অনেক কার ঘোর অনিষ্টকর কাজ আছে যাহা আমরা ত নহি। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নেক উপায় করিতেছেন। কিন্তু খাদ্য সামগ্রীগুলি দ্ধ না হইলে কেবল বাহ্য বিষয়ের সতর্কতায় শেষ ফল দর্শিবে না। ব্যবসাদারেরা কোথায় ান্ দ্রব্যে কি মিশ্রিত করে তাহা সম্যক জ্ঞাত বার উপায় নাই। পরন্তু সময়ে সময়ে কদর্য্য বার মন্দফল আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সকল গোয়ালাই বিক্রয় করিয়া কে, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। পীড়িত ক্তি কিম্বা নিতান্ত শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে ও অসুস্থ হইতে পারে। গোয়ালাদের জলের চার নাই, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অত্যন্ত তিগন্ধি পল্বলের জল ও তাহারা দুগ্ধে মিশাইয়া কে। ময়রাগণ সাত আট দিনের পচা মিষ্টান্ন জিয়া নূতন মিষ্টান্নের সঙ্গে পাক করে, তাহা ন দেহের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না।

এক এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য ভাঁড় দিয়া ব্যবসাদা- রেরা যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। ইহা পীড়াদায়ক হয়, তাহাও সকলে স্বীকার করেন? তবে কি, ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সর্ব্বত্র এই কুপ্রথা নিবারণ করা সহজ নয়। একটী দ্রব্য অনেক হস্তা- ন্তরিত হইয়া আসিতেছে, কোথায় কোন্ ব্যক্তি তাহাতে কি মিশ্রিত করিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করা সুগম নহে। এটী এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও বলা যায়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্বেও আমরা বলিতেছি, এ বিষয়ে একটুকু শাসন থাকা ভাল। এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন করিলে, অনেক দুষ্ট ব্যবসাদারকে শঙ্কিত হইয়া চলিতে হইবে। কোন দ্রব্য বারম্বার হস্তান্তরিত হউক না ক্ষতি কি? ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিবার সময় ক্রেয় দ্রব্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র বিক্রেতা এবং ক্রেতার নাম যেন লিখিত থাকে। যে দ্রব্য অধিক দিন দোকানে পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইবে, তাহা যেন পরিত্যাগ করা হয়। ব্যবসা- দারদিগের মধ্যে এ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে এবং ব্যবসায়ীদেরও চরিত্র সংশোধন হইবে।

চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির নিকটে আসিয়া অনেক সময়ে পীড়া চিনিতে পারেন না, পীড়ার কারণও নিশ্চিত করিতে পারেন না। রোগীও তাঁহার পীড়ার কারণ ভাবিয়া পান না। কিন্তু দেখুন খাদ্য দ্রব্যের দোষে যদি কোন পীড়া ঘটে তবে বেদে কোরাণে কোথাও ত তাহার কারণ মিলিবে না। রোগী বমন করিল, রোগী বমন করিতেছে- রোগটার এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু কেন বমন করিতেছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসকের চক্ষু স্থির হয় কারণ ঠিক মিলা- ইতে পারেন না। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অনেক স্থলে খাদ্য দ্রব্যের দোষে পীড়া জন্মিতে দেখিয়াছি। পাঠক! খাদ্য দ্রব্যের দোষে বাক্যে এমন ভাবিবেন না যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ অপর্য্যাপ্ত কিম্বা কদর্য্য দ্রব্য ভোজন করিয়া পীড়িত হইয়াছে। যৎসামান্য আহার করিয়াই পীড়িত হইয়াছেন এমন অনেক রোগী আমরা দেখিয়াছি। ঘৃতে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত ছিল। সেই ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া উদরস্ফীতি বমন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়াছে। পাঠক মহাশয়গণও এমন দোষ অনেক দেখিতে পারিবেন। তাই বলিতেছি, দেশের মঙ্গলের জন্য, প্রাণ রক্ষার জন্য ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত নয়?

এই গেল খাদ্য দ্রব্য। তারপর আর একটী কথা বলি। কি বিলাতি কি দেশীয় সকল প্রকা ঔষধেও কৃত্রিম দ্রব্য চলিতেছে। যাহাতে মনুষ্যে জীবনের আশা, তেমন দ্রব্য কৃত্রিম! ইহার অপেক্ষ অবৈধ কর্ম্ম সংসারে আর কি হইতে পারে? এগুলি নিবারণের নিমিত্ত রাজার কি কোন উপায় কর কর্ত্তব্য নহে? উপদংশ রোগে প্রজাবর্গ কষ্ট পাইতে ছিল; সৈন্যগণে অবিবেকী জনসাধারণে বেশ্যাল দুরারোগ্য নানাবিধ ব্যাধির বীজ আনিয়া দে অকালে বিনষ্ট করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট চোর আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু আমরা যে কয়েক বিষয়ের উল্লেখ করিলাম সে গুলি ও জনসাধারণে সবিশেষ অনিষ্টকর। অতএব তৎসমুদায় নিবারণে কোন উপায় করিলে প্রজার বিস্তর কষ্টের লা হয়, দোকানীর বাটখারা পরীক্ষার ন্যায় মিউনি সিপালিটীর কর্ম্মচারী এবং স্থানিক চিকিৎস দিগের দ্বারা দোকানের খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধ পরীক্ষা করাইলে অধিক কৃত্রিম দ্রব্য চলি পায় না। তাহাতে জন সাধারণের বিস্তর উপক দর্শিতে পারে।

—

প্রাপ্ত।

নীলামের কিস্তি যত নিকট হইয়া আসে জ দারেরা ততই উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন। অমুক বারে লাটের কিস্তি, খাজনা দাখিল করিতে হইবে—দাখি করিতে না পারিলে, জমিদারী লাটে উঠিবে—আ নাব, নায়েব, গমস্তা, পাইক, পেয়াদা, কাহা নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই—খাজনা আদা জন্য সকলেই ব্যস্ত। জমিদার প্রজার নি যাহা পারিলেন আদায় করিলেন, টাকায় কুলা না, মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—শেষে অন্য এক নিয়া দায় রক্ষা করিয়া কোন রকমে টাক যোগাড় করিলেন—কিস্তির শেষ দিন টাকা কা টরিতে জমা দিলেন—তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া নি ও তাহার আমলারা বাঁচিলেন। সচরাচর মফ এইরূপ ঘটনা ঘটে। লাটের কিস্তির পূর্ব্বে প্র জমিদারকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আবার প্রজারা জমিদারের খাজনা দিবে না বলিয়া ধর্ম্মঘট কা বসিল, যদি জমিদারের নায়েব গমস্তা তালুকে প্রজার নিকট একটী পয়সা আদায় করিতে পারিল, এমন কি স্থান বিশেষে প্রজার দৌরা তাড়া খাইয়া আসিল, তাহা হইলেই জমিদা সর্ব্বনাশ। ধার কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের দি দিয়া তালুক রক্ষা করিতে জমিদারের সর্ব্ব হইয়া যায়। প্রজার নিকট সময়ে সময়ে খা আদায় হয় না। বিশেষ

য়াছে তাহাতে প্রজাকে জমিদারের কথাটী য়ার যো নাই। কাজেই কাছে ফৌজদারী ও ওয়ানি আদালত—প্রজাও পুত্রের ন্যায় অত্তা মুগ সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে—জমিদার যদি র প্রতি সামান্য মাত্র অত্যাচার করিলেন, আর তাঁহার নিস্তার নাই। আমরা ক্রমশঃ দেখিতেছি এক্ষণে জমিদারের জমিদারী রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার দেখ জমিদারকে কিস্তি কিস্তি খাজনার কালেক্টরিতে দাখিল করিতে হইবে, সময়ে ল করিতে না পারিলে তালুক বিক্রয় হইয়া বে; অথচ প্রজা যদি জমিদারের টাকা না দেয়, নালিশ না করিলে আর জমিদারের টাকা য় হইবার উপায় নাই। এ দিকে নালিশ য়া তাহার ফল পাইতে অনেক কাল লাগে। কাল অতীত করিয়া প্রজার নিকট টাকা য় পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে গেলে ক বিক্রয় হইয়া যায়। জমিদারেরা কালেক্টরিতে ড়, আশ্বিন, পৌষ, ও চৈত্র এই চারি কিস্তিতে না দিয়া থাকেন। যদি জমিদারের ও প্রজায় য় রহিল, নিয়মিত সময়ে প্রজা জমিদারকে না দিল, জমিদারের কোন আশঙ্কা কোন না রহিল না। কিন্তু যেখানে জমিদারে ও য় সদ্ভাব নাই, যেখানে প্রজা জমিদারকে করিবার মানস করিল, তথায় প্রজা নিয়মিত জমিদারকে খাজনা না দিয়া জমিদারের দে আমোদ করিতে লাগিল, সেখানে জমি- র ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। জমিদার কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিলেন। দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনে ক, প্রজা যে সময়ে খাজনা দিয়া থাকে, সেই য় সে খাজনা না দিলে, সেই খাজনা বাকী না বলিয়া গণ্য হইবে। খাজনা অগ্রিম পাই- দাবী করিবার যো নাই, বাকী খাজনারই শ চলে। জমিদার ধার কর্জ্জ করিয়া রাজস্ব লেন, আবার ধার কর্জ্জ করিয়া প্রজার নামে বাকী নার নালিশ করিলেন। মফস্বলে আদালতের র যেরূপ শৈথিল্য তাহাতে প্রজার নামে ন জারির হইতে কিছুকাল গেল, তৎপরে সমন ী হইল, সমনে লেখা আছে, সমন জারির পর দ দিন অতীত হইলে পর মকদ্দমা হইবে। এই- া এক মাস দেড় মাস অতীত হইয়া যায়। তখন ার নামে ডিক্রী পাইয়া ডিক্রী জারী করিয়া ার নিকট টাকা গ্রহণ করিতে আরও এক মাস মাস অতীত হয়। এতদ্ভিন্ন মকদ্দমার খরচা ক, উকীলের টাকা, যাতায়াতের ব্যয় তত্বাব- ধায়কের খরচা আছে। এই সমস্ত দিয়া জমিদারের যৎসামান্য থাকে, তাহাতে পুরা খাজনার টাকাও হয় না। আবার যদি সমুদায় প্রজা বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে ত জমিদারের আর নিস্তার থাকে না। সকল প্রজার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, জমিদারী ত জমিদারী, জমিদারের ভিটা মাটি পর্য্যন্ত ধন সকলই বিনষ্ট হয়। প্রজার নামে ডিক্রী পাইয়াও লাভ নাই, রাজস্বের জন্য ঋণ, খরচার জন্য ঋণ, ঋণের সুদ দিতে দিতে সে টাকাতেও কুলায় না।

আবার দেখ প্রজা জমিদারকে খাজনা না দিলে তাহার জোত উচ্ছেদ হইবার নিয়ম আছে। জমিদার উহার অধিক আর প্রজায় কিছুই করিতে পারেন না। কিন্তু সে জোত উচ্ছেদ করাও সহজ কথা নয়। একেত বৎসরের মধ্যে খাজনার কিস্তি বাকী পড়িলে, তজ্জন্য প্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারে না। কেবল বৎসরের শেষে খাজনা বাকী থাকিলে জোতের উচ্ছেদ হইতে পারে, তাহাতে আদালতও জমিদারের প্রতি তেমন অনুকূল নহে, জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করিলেই যে জোতের উচ্ছেদ হইবে, এরূপ নয়—ডিক্রির পর পনর দিনের মধ্যে টাকা দিলে জোত উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং সকল দিকেই প্রজার লাভ জমিদারের ক্ষতি। তবে খাজনা না দিলে প্রজাকে জমিদারের নালিশের খরচা ও কখন কখন সুদ বা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে প্রজার যে অধিক ব্যয় হয় না এমন নহে, কিন্তু তাহাতে জমিদারের যত কষ্ট, যত ক্ষতি প্রজার তত কষ্ট তত ক্ষতি হয় না।

এখন জমিদারদিগের এই কষ্ট ও অসুবিধা দূর করা আবশ্যক। যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, অথচ যাহাতে সহজে জমিদারের খাজনা আদায় হয় সেই উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ১৮৫৯ অব্দের দশ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জমিদারেরা প্রজাকে কাছারি বাটীতে ধরিয়া আনিতেন, বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে কাছারি বাটীতে আটকাইয়া রাখিতেন, মারপিট করিতে পারিতেন। এত করিয়া তখন প্রজার নিকট খাজনা আদায় হইত। যদিও এই রীতির প্রশংসা আমরা করিতে পারি না, বরং এই রীতি আমরা দূষিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি তথাপি ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে প্রজারাই জমিদারকে খাজনা দিতে ত্রুটী করে। এখন আরও তাহার উপর আইনের বল পাইয়া তাহারা সমধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছে। এখন প্রজার অসদ্ব্যবহার হউক আর জমিদারের অসদ্ব্যবহার হউক, আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা কে যাহাতে জমিদারের অসুবিধা দূর হয় তাহাই চা তবে আমরা এ কথা বলি না যে কেবল জমিদা সুবিধা ও প্রজার অসুবিধা করিয়া দেও। আ কেবল এই কথা বলি যাহাতে উভয় দিক রক্ষা যাহাতে জমিদারও বাঁচে প্রজাও বাঁচে তা করিয়া দেও। অন্যথা একপক্ষে অনিষ্ট অপর প সুবিধা, এটী নিতান্ত অসঙ্গত।

কিন্তু জমিদার ও প্রজার যে সম্বন্ধ তাহ একের সুবিধা করিতে গেলে অন্যের কিছু অসু হইতে পারে। জমিদারের খাজনা আদায়ের কড়াকড় নিয়ম হয়, প্রজা যে এতকাল শৈথি করিয়া আপনার সুযোগমত খাজনা দিয়া আ তেছে প্রজার সে সুবিধা অন্তর্হিত হইবে। যখন প্রজাকে খাজনা দিতেই হইবে, তখন অত জমাইয়া রাখাই তাহার পক্ষে অসুবিধা, ফেল দিতে পারিলেই তাহার পক্ষে সুবিধা। প্র সময় মত জমিদারের আদায় হওয়া ও সময় প্রজার দেওয়া, উভয়ই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল জমিদারের খাজনা আদায় করিতে ও প্রজার খা দিতে শৈথিল্য করাই উভয়ের পক্ষে হানিজ উভয়ের পক্ষে অমঙ্গলকর। জমাইয়া রা সুদ ও মকদ্দমার খরচপ্রজাকে দিতে হ অল্পে অল্পে দিলেও তাহাকে দিতে হইবে। জমাইয়া রাখিলে প্রজার দিতে কষ্ট হইবে, অল্পে দিলে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। এ যাহাতে প্রজা কিস্তি কিস্তি জমিদারের টাকা দি পারে তাহাই তাহার পক্ষে সুবিধা, তাহারই ব করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাহার ব্যবস্থা ক প্রজারও অসুবিধা হইবে না, জমিদারও সুখী হ পারিবেন।

আবার বাকি খাজনার মকদ্দমায় যে উ ষ্টাম্প, উকীল ফি, পেয়াদার মেয়াদ, কয়স ষ্টাম্প, নকলের খরচা প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, মক ডিক্রী হইলে সেই টাকা প্রজাকে দিতে হয়। ইহ প্রজার বিস্তর অনিষ্ট হয়। এই ব্যয় হ্রাস ক কর্ত্তব্য। একে অনেক প্রজা খাজনাই দিতে পা না, তাহাতে আবার মকদ্দমার খরচা দিতে হ তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। জমিদার খরচা পা বেন না, এ নিয়ম করাও অন্যায়, কেন না পাওনা আদায় করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইবে, ব্যয়ও তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। সুতরাং যাহাতে খরচায় বাকী খাজনার মকদ্দমা হয় তাহারই ব করা উচিত। তাহা হইলে প্রজাকেও কষ্ট পা হইবে না, জমিদারেরও সুবিধা হইবে, এবং দিক রক্ষা হইবে।

যদি বল মকদ্দমার খরচা কমাইলে আদালতের কুলাইবে কেন, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে শে আদালতে বাকী খাজনার মকদ্দমাই ক। চকিয়ত ও দেনা পাওনার মকদ্দমা ক্ষা বঙ্গদেশের মুন্সেফী আদালত সমূহে অধিক-সংখ্যায় বাকী খাজনার মকদ্দমা হয়। সুতরাং ী খাজনার মকদ্দমায় আদালতের যত আয় হয়, য়ত অথবা দেনাপাওনার মকদ্দমায় তত হয় না। পক্ষান্তরে বিচারপতিকে চকিয়তের দ্দমায় যত পরিশ্রম করিতে হয়, বাকী নার মকদ্দমায় তাহার অর্দ্ধেকও পরিশ্রম তে হয় না। এখন ন্যায় ও যুক্তি মতে তে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার তত অধিক মূল্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং তঃ চকিয়তের অপেক্ষা বাকী খাজনার মকদ্দ- ব্যয় অল্প হওয়া উচিত। অতএব আমাদের বেচনায় চকিয়তের মকদ্দমার ব্যয় কিছু বৃদ্ধি য়া বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া ন বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আয় যেমন তেমনই কবে, অথচ সকলের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা বে।

পূর্ব্বে যে যে কথা উক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রতি-হইল যে (১) প্রজার নিকট জমিদারের রাজস্ব াতে শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে আদায় হয় তাহার স্থা করা উচিত। (২) দ্বিতীয়তঃ বাকী খাজ- মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। াতে এই দুইটী বিষয় কার্য্যে আনয়ন করা তে পারে তাহার উপায় অবধারণ বিচারে প্রবৃত্ত য়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল অতীত হইল গবর্ণ-ট প্রথমোক্ত বিষয়ে মনঃসন্নিবেশ করেন। উক্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অদ্যাবধি তাহার ান ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ র্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আবার প্রজার স্বত্ব নিদ্ধারণ, মদার ও প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে ব্যস্ত য়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি ঐ সমস্ত বিষয়ে নোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আপাততঃ জার স্বত্ব, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ এই সমস্ত রূপ নিতান্ত মন্দ নাই, তাহার পরিবর্ত্তন রতে অনেক সময় ও বিবেচনার প্রয়োজন। সে আরও কিছু কাল ভাবিয়া স্থির করিলেই বে। কিন্তু আপাততঃ উক্ত দুইটী বিষয় নির্ণয় রলে ভাল হয়। জমিদার ও প্রজার সর্ব্বত্র এই য় লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। আমাদের বেচনায় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন যে খাজনা কী পড়িলে জমিদার আদালতে প্রজার বিরুদ্ধে কীর হিসাব সম্বলিত এক এক খানি আবেদন করিবেন। আপাততঃ আবেদন পত্রে যে হিসাবে ষ্টাম্প লওয়া হয় ঐ হিসাবে জমিদার ষ্টাম্প দিবেন। আবেদন দাখিল হইলে পর আদালত জমিদারের নিকট বাকী খাজনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ লইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে প্রজার নামে এই বলিয়া সমন বাহির করিবেন, যে বাকীর টাকা না দিলে প্রজার পত্তিকলে ডিক্রী হইবে। প্রজা ঐ টাকা আমানত করিয়া, দাবীর ন্যায্যান্যায্য বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন। তখন যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে জমিদারের দাবী অন্যায্য, তখন সেই অন্যায্য দাবীর দ্বিগুণ জমিদারকে জরিমানা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এরূপ হইলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই নবেম্বর। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সভা কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আবেদনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই শুল্ক উঠাইয়া দিলে যদিও ভারতবর্ষের লোকের ও লাঙ্কাশিয়ারের বণিকদিগের উপকার হইবে কিন্তু যখন উহার সহিত ভারতবর্ষের আয়ের সম্বন্ধ আছে, বিশেষতঃ অহিফেনের আয় লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছে তখন আপাততঃ উহা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। তবে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত যখন প্রস্তুত হইবে তখন এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।

প্যারিস ১১ ই নবেম্বর। এম ফেরি মন্ত্রী-সভার অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। এগ্রেন্সোড নামক স্থানে ফেনিয়ান দিগের কতকগুলি কাগজ পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

রোম ১৩ ই নবেম্বর। ইস্লাসিয়ার এক থিয়েটার ঘরে হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া প্রায় সত্তর জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ১৪ ই নবেম্বর। গিটোর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সে একণে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কিন্তু সে উন্মত্ত বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতেছে না।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। বৃষ্টলে বক্তৃতা কালে লর্ড সালিসবরি বলিয়াছেন যে আইরিস লাণ্ড কমিশনের বিচারে কাহারও কাহারও সম্পত্তির হানি হইতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মন্ত্রিসভার হাউস অব লর্ডসের আরও কিছু আধিপত্য থাকিলে ভাল হইত।

ওয়াশিংটন ১৫ ই নবেম্বর। বৃটিশ দূত স্যাকভিল ওয়েষ্ট প্রেসিডেণ্ট আর্থরকে পত্র দিলে তিনি বলিয়াছেন যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আপাততঃ যে সখ্য আছে তিনি তাহা বৃদ্ধি করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।

প্যারিস ১৫ ই নবেম্বর। এম গাম্বেটা বলিয়াছেন যে ক্রমশঃ রাজ্যের সংস্কার সাধন, বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত সন্ধি-স্থাপন, এবং দেশে বিদেশে যাহাতে সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন।

বার্লিন ১৬ ই নবেম্বর। মন্ত্রী বিস্মার্ক জর্ম্মনীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রমধ্যে একণে কোন গোল নাই। প্রিন্স বিস্মার্ক কর্ম্মত্যাগ করিবেন না।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সংবাদ পাইয়াছেন ট্রান্সবাল গবর্ণমেণ্ট ... জেলায় মপোচ ... এক জন সর্দ্দারের বোয়ারদিগের বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।

বার্লিন ১ ই নবেম্বর। ১৭ ই নবেম্বর হইতে ... পার্লিয়ামেণ্টে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ... উইলিয়ম তাহা সভায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। ... সম্রাট বলিয়াছেন গত দশ বৎ... মধ্যে ... বিদেশীয় শত্রুর সহিত বিবাদের সম্ভাবনা ... এক্ষণে সে সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। তিনি আরও বলিয়া... দেশস্থ সমস্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগের উন্নতি সাধনার্থ ... সাহায্যে বিবেচনা করিয়া একণে তিনি ... উহাতে তাহাদের অবস্থারও উন্নতি হইবে, এবং সোসি... মতাবলম্বি দলের হ্রাস হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

গারফিল্ডহন্তা গিটোর মকদ্দমা আরম্ভ ...য়াছে। একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ স... করিতেছেন। গিটোকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত এ... করা তাঁহার উদ্দেশ্য। গিটো উন্মাদ প্রমাণ ... সেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায় ... আসামীর ব্যারিষ্টার আমেরিকায় এরূপ এক বি...পন দিয়াছেন যে, যে কেহ তাহার উন্মত্ততা বি... কিছু অবগত আছে, সেই ব্যক্তি যেন গিটোর ... সাক্ষ্য দেন। আমরা বলি ব্যারিষ্টার ঠিক বিজ্ঞা... দিতে পারেন নাই। তিনি যদি এরূপ বিজ্ঞা... দিতেন যে, যে কেহ গিটোকে উন্মাদ বলিয়া সা... দিবে, সে পুরস্কার পাইবে, তাহা হইলে ভাল হই... সাক্ষীর অভাব হইত না।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে একটী অদ্ভুত ইউরোপীয় বৃ... রমণীর প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণী ষ্ট্রাস... বাসিনী। একদা তিনি তত্রত্য প্রসিদ্ধ ফটো... কার ফটোগ্রাফারের দোকানে উপনীত হইয়া ... নার প্রতিমূর্ত্তি লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ ক... ফটোগ্রাফার প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন " আ... আর দুটী বন্ধু আছে, তাহাদের সহিত আমার ... কৃতি উঠাইতে হইবে। ইহা কহিয়া বিবি এ... বাঁশী বাজাইল, তৎক্ষণাৎ দুটী ভীষণ সিংহ ত... নিকটে আসিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ... দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে কম্পিত হ... লাগিল, কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা দূর ...

...১৬ ই নবেম্বরের কলিকাতা-গেজেটে ১৮৮০।৮১ ...র কুলি প্রেরণের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হই-...। এই অব্দে কলিকাতা হইতে ৫৯৭৯ জন এবং ...লন্দ হইতে ৭৭২ জন এবং অপরাপর ... হইতে ৯০৩ জন কুলী ভারতবর্ষের নানা ...নব চা-বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে ...সর ৭৬৫৪ জন প্রেরিত হয়। ১৮৭৯।৮০ অব্দে ...৫০ জন প্রেরিত হইয়াছিল! কুলির সংখ্যার ...র কারণ এই যে ছোটনাগপুরে আর অধিক ... পাওয়া যায় না।

...র্ম্মতলা রাস্তায় ট্রামওয়ে লাইনের কার্য্য আরম্ভ ...ছে, আর এক সপ্তাহের মধ্যে বউবাজারের ...লদিঘীর মোড় পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়া ...বে। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে লাইন ...বার কথা।

...চৌরঙ্গী ও ভবানীপুর লাইন, গত ১ লা অগ্র-...া হইতে সাধারণের জন্য খোলা হইয়াছে। ... ভাড়ার পরিমাণ অতিরিক্ত ও অনিয়মিত হও-... আশানুরূপ আরোহী জুটিতেছে না। লাল-...া হইতে চড়কডাঙ্গা ও ইহার মধ্যবর্ত্তী যে কোন ... হইতে যে কোন ব্যক্তি আরোহণ বা অবরো-...করুন না কেন, তাঁহাকে ৵০ দুই আনা ভাড়া ...ত হইবে। আমাদের বিবেচনায় ট্রামওয়ে ...ম্পানী ভাড়ার বিষয়ে শীঘ্র যদি কোনরূপ ...বোবস্ত না করেন, তবে এ লাইনে তাঁহারা বড়ই ...গ্রস্ত হইবেন।

...কালীঘাট লাইনের এখনো কোন বিষয় সুস্থির ...নাই। সিকদারপাড়া, হালদারপাড়া, ও নেপাল-...চাযোর রোড, এই তিনটী রাস্তারেই মাপ ও ... গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ রাস্তা ... লাইন যাইবে, অদ্যাপি তাহার মতামত ...াশ হয় নাই। তবে ট্রামওয়ে কোম্পানীর সকল ...য়ে সুবিধা বিবেচনা করিতে হইলে হালদার ...া রাস্তা দিয়াই লাইন আসিবার অধিক সম্ভা-...। কিন্তু আমরা অন্যান্য লাইনে যেরূপ দেখিতে ...তেছি, তাহাতে হালদারপাড়া রোডবাসী গৃহস্থ ...র ইহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। এখন ...া যাউক, কোন্ রাস্তায় লাইন আনা স্থির হয়, ... ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।

...রাগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় অনেক বুদ্ধি-... লোককেও গর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। ...ক দিন হইল অনৈক ওভারসিয়ার কালীঘাটের ...ার নর্দ্দামা পরিষ্কার করাইতে আসিয়া নর্দ্দামার ...র স্থাপিত দোকানদারদিগের তক্তার খোলগুলি ...দুই ভাঙ্গাইয়া দেন এবং নিষেধ করেন যে, যে ...ন ব্যক্তি নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দিবে, তাহার তক্তা বাজেয়াপ্ত হইবে। ঠিক সেই সময় চাহিয়া দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে একখানি বোক-ড়ের দোকানে নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দেওয়া হইয়াছে। ওভারসিয়ার বাবু ইহাতে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়া তাঁবেদার কুলিদিগকে হুকুম করি-লেন "লে যাও তক্তাকো কাচী হাউসমে" হুকুম তখনি তামিল হইল। পরে দোকানদার যখন তাঁহার নামে ফৌজদারী করিতে উদ্যত হইল, এবং ঐ তক্তা দেওয়ার হুকুম সরকার হইতে পাইয়াছে প্রকাশ পাইল, তখন ওভরসিয়ার বাবু ভুজুভীত বালকের ন্যায় জড়সড় হইয়া যে হস্তে জোর করিয়া তক্তা লইয়াছিলেন, আবার অম্লান বদনে সেই হস্তে ফিরাইয়া দিলেন। ইহাকেই বলে রোগের মত ঔষধ।

বহু দিন হইল সোমপ্রকাশ স্তম্ভে দিল্লীবাসী বাজী-কর বড়মিয়া সম্বন্ধে পাঠক যাহা যাহা শুনিয়াছি-লেন, সম্প্রতি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া জানিতে পারি-য়াছি, তাহার অধিকাংশই অলীক। আমরা ভাবিয়া ছিলাম, বড়মিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎ-পন্ন, না জানি কতই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইবেন। সম্প্রতি ভবানীপুরে বাবু জয়প্রসাদ চৌধুরীর বাটীতে বড়মিয়ার খেলা হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় সাধারণ ডুবড়ীওয়ালা বাজীকরদিগের খেলা অপেক্ষা তাহার খেলা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। আমরা আরও দেখিলাম, দর্শকদিগের, মধ্যে কেহ কেহ তাহার কারচুপী ধরিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তাহাদিগের নিকট মাপ চাহিয়া নিষ্কৃতি পান।

কালীঘাটের বাজারের হাটচালা সকল গোল-পাতায় নির্ম্মিত থাকায়, বাজার স্বামীদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে অনেক দিন হইল, এই মর্ম্মে এক নোটিশ আইসে যে, হাটচালা সকল পাকা কর। না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাজার স্বামীদিগের ইহাতেও চৈতন্য না হওয়ায়, সম্প্রতি সুবর্বন মিউনিসিপাল কোর্টে তাঁহাদের কৈফিয়ত তলব হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রহণযোগ্য কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে না পারায়, তাঁহাদের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং হাটচালা সকল শীঘ্রই পাকা করিবার তাগিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, এই চেতনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনোপযোগী মালমসলাদি বাজারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুই খানি ঘরও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিবস অতীত হইল শিবপুর নিবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ তত্রত্য মৃত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটী সপ্তমবর্ষীয় কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করিয়াছে। দুরাত্মা এই কন্যাটীকে কাছারী বাটীর নিক... একটী বাগানে লইয়া গিয়া বধ করে। অন... অলঙ্কারগুলি তাহার মৃতদেহ হইতে উন্মোচন কর... তাহার নটীর মধ্যস্থ ইটের স্তূপের নিম্নে লুকা... রাখে। হত্যাকারী পলায়ন করিয়াছে। পু... এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই।

গত বুধবার নীলকণ্ঠ রায় নামক এক ... চিকিৎসক অতিশয় মদ্যপান করিয়া প্রাণত্... করিয়াছে। মদ্যপানের এই ফল, দেখিয়াও ... দেশীয়দিগের চৈতন্য হয় না?

বোম্বাইয়ের পারসীরা বালণ্টিয়ার দলে প্র... করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। ১... অব্দে নাউরোজজী ফারদুনজী ও অপরাপর ক... জন সম্ভ্রান্ত পারসী এই বিষয়ে উদ্যোগী হন, ... তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ... ভীলেরা ওত্তর নামক জেলায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ ক... য়াছে। এই দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য কর্ণেল ... টস দুই দল সৈন্য সমভিব্যাহারে গত সোম... এড়রে গমন করিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্র... করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বরন্ কো... নীকে আদেশ দিয়াছেন। এই রেলওয়ে প্র... করিবার জন্য বরন্ কোম্পানী গবর্ণমেন্টের নি... অন্য কোন সাহায্য চাহিতেছেন না। কেবল... টুকু ভূমি রেলওয়ের জন্য আবশ্যক হইবে গবর্ণ... তাহার এক শত বৎসর কোন রাজস্ব ... করিবেন না।

লর্ড রিপন ১৭ ই নবেম্বর জয়পুরে উপ... হইয়াছেন।

রুষিয়ার সংবাদপত্র সমূহ তুরস্কের সুলতা... এই উপদেশ দিতেছেন যে যদি তিনি রুষ-... যুদ্ধের ব্যয় দিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি ... সাম্রাজ্যের কিয়দংশ রুষসম্রাটকে অর্পণ কর... এই উপদেশ বার্লিনের সন্ধিপত্রের এ... বিরোধী।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এই আদেশ দিয়া... যে মান্দ্রাজের সময় অনুসারে বোম্বাই অফ... গবর্ণমেন্টের আপীস সমূহের ঘড়ি মিলাইয়া দে... হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচা... করিলে ভাল হয়।

কর্ণেল ব্যানারম্যান জয়পুরের রেসিডেন্টের ... প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল বে... এই স্থানের রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার অ... স্বাস্থ্য নিবন্ধন তাঁহাকে এই স্থান হইতে অ... করা হইতেছে।

ই নবেম্বর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পুটী কালেক্টর বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের দীয়া জেলায় গেলেন।

শোহরের অন্তঃপাতী নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দাস বসু বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে সব ডেপুটী ক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক বাবু সদা রাম বসুর স্থলে কিছু দিনের প্রেসিডেন্সি বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর ন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর অন্নদা- পাঠক তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্ষেত্র লাল রায় তিন মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

কারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এইচ, বি, স্কাইন শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া যশো- জেলায় রহিলেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু কলাল পাল দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর উড মেদনী র সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

বাবু অনন্তলাল চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টর হইয়া ফরিদপুরে রহিলেন।

ভাগলপুরের অন্তঃপাতী তেজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও লক্টর চলমউডের প্রতি পূর্ব্বে যে হুকুম হয়, তাহা রহিত তে তিনি সাধারণের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এম. ডালিং ষ্টে সারণে বদলী হইলেন। ঐ জিলার য়ান বিভাগে থাকিবেন।

যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, লকর মজফরপুরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

এইচ, এম, টোবিন একণে চম্পারণ জিলার প্রতিনিধি ষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, উহা হইতে অবসৃত লে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলায় প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই নবেম্বর। রঙ্গপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে জি, এইচ, বাউয়েন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও রসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৪ ই নবেম্বর। বালেশ্বরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি লেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই নবেম্বর। লোহারডগার অন্তঃপাতী পালামৌরের বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে- র জে, সি, উড তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যশোহরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, এইচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও রসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার মুন্সেফ বাবু দিনেশচন্দ্র রায় ৫ চৌকীর খাজনা আদায়ের মকদ্দমার মুন্সেফ হইলেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, এম, টোবিন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরা- সরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানে অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	বরিশাল।
	(সদর ষ্টেষণ)
রামধন মুখোপাধ্যায়	পাবনা।
যোগেন্দ্রনাথ দেব	ঢাকা।
	(সদর ষ্টেষণ)
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী	ময়মনসিংহ।
সুরেশচন্দ্র ঘোষ	দিনাজপুর।
	(সদর ষ্টেষণ)
নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	চিল্মারি।
সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মাদারীপুর।
নগেন্দ্রনাথ রায়	মুরশিদাবাদ
	(সদর ষ্টেষণ
অঘোরচন্দ্র হাজরা	বগুড়া।
মহেন্দ্রলাল গোস্বামী	নাটোর।

৯ ই নবেম্বর। দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুর গঞ্জের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর—১ ।১১।৮১।

এখানে বারইয়ারিতে ৮ জগদ্ধাত্রী পূজাও হই- য়াছে। বেশ্যার নাচ ও গান প্রভৃতি কোন অনু- ষ্ঠানের ত্রুটী হয় নাই। শুনিতে পাই যে "হাতা- হাতি" পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছে।

এ প্রদেশে যে কোন সমারোহের কার্য্য হউক প্রায় সকলেরই শেষে বেশ্যাদিগকে নাচাইয়া আমোদ করা যেন একটা অঙ্গ স্বরূপ হইয়া পড়ি- য়াছে। সৎ ব্যয় যত দূর হউক আর না হউক, বেশ্যার নাচ হওয়া চাই। যে টাকা ঐ অনর্থক কার্য্যে যায়, তাহা অনাথ দরিদ্রদিগের উপকারার্থ যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে কর্মকর্ত্তারা যশঃ ও পুণ্য উভয়ই অর্জ্জন করিতে পারেন।

গত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিঠুরে গঙ্গা- স্নানের বড় যোগ ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে স্নানার্থীরা আসিয়া স্নান করিয়াছে। ঐ দিন অবধি একটা মেলা আরম্ভ হইয়াছে। উহা ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পূর্ব্বে এই মেলার আরও ধুমধাম ছিল, প্রায় মাসাবধি ইহা থাকিত; যখন রেল রাস্তা ছিল না, দেশ বিদেশের বাণিজ্য দ্রব্য লোকের দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন এ প্রদেশের ব্যবসাদারেরা এই মেলা হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সম্বৎসর বিক্রয় করিত; শাল দোশালা প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় শিল্প দ্রব্য এবং হাতিঘোড়া প্রভৃতি নানাবিধ বহু মূল্য দ্রব্য ভারত- বর্ষীয় রাজারা এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। বটেশ্বরের মেলা ভিন্ন এ প্রদেশের মধ্যে ইহার তুল্য মেলা আর নাই। উক্ত স্থানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নানের যোগ হয়।

যে স্থানে লোকে স্নান করিয়া থাকে, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত ক্ষেত্র। কথিত আছে ঐ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটা কাষ্ঠের খোঁটা ঘাটের জল সন্নিহিত ধাপের উপর পোতা আছে, স্নানার্থীরা উহা স্পর্শ করিয়া স্নান করে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে এই যোগ হয়।

ঐ ঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মহর্ষি বাল্মীকি তপোবন। ঐখানে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মুনির আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের যমজ পুত্র লব ও কুশ এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার নিকটেই বিপাশা লব কুশের যুদ্ধে রামচন্দ্র পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই বিঠুরেই গত সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজক নানা সাহেবের বাড়ী। এটী আমাদের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। এই যোগ ভিন্ন অন্যান্য সময়েও নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রিরা এই তপোবন দর্শনা- লাভে আগমন করে।

বালীগঞ্জ।

১। দেশের অবস্থা অতি জঘন্য। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই জ্বর সদর্পে বিরাজ করি- তেছে। এ অঞ্চল অতি সুখের স্থান ছিল,—আর পীড়ার কথা দূরে থাক, জ্বরের প্রকোপ প্রায়ই অনুভূত হইত না বলিলেই হয়। পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে অনেকেই স্বাস্থ্য লাভের জন্য এখানে অবস্থিতি করি- তেন। কিন্তু এখন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—সে সুখের কাল নাই, এখন যে কোন গৃহে প্রবেশ কর, দেখি- অন্ততঃ ২।১ জন গৃহী পীড়াবশতঃ শয্যায় শায়িত রহিয়াছে,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, দেশের ভাব এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন কেন?

২। সে দিন এখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া যায়, অগ্নিসংযোগে অনেকগুলি গৃহ দগ্ধ হয়। সহরের মধ্যস্থলে অনেকগুলি তৃণ নির্ম্মিত গৃহ ছিল। অগ্নি- দেব সেই গৃহগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা অনেক বার বলিয়াছি, সহর মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ থাকা ভাল দেখায় না। প্রতিবিধানে তৎপরতাব অবলম্বন করিলে অগ্নি-

মঙ্গল কোথায়? শুনিলাম গুরুবারের দিন নকার মাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বয়ং ঘটনা স্থলে ত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণের অনেক সহায়তা ন। বস্তুতঃ সে সময় তাঁহার আগমন না ল অগ্নির প্রবলতা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ।

৩। সে দিন সিআড়সোলে পুরস্কার বিতরণ র অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। তথা- ইংরাজী স্কুলের বালকদিগকে এই পুরস্কার রিত হয়। বিতরণী সভায় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ক সমবেত হন। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব পতির আসন পরিগ্রহ করেন। বার্ষিক বিজ্ঞা- পঠন, বক্তৃতা প্রভৃতি এ উৎসবের সমস্ত অঙ্গ একে একে অনুষ্ঠিত হয়। তবে নূতনের মধ্যে া গেল দুটী বালককে নগদ টাকা পুরস্কার ও বালক এবং দর্শকগণের অভ্যর্থনা জন্য আহা- আয়োজন ও আহ্বান। এটী এখানকার রাণীর স্কুল। তিনি বিপুল অর্থের অধিকা- ী তাঁহার স্কুলে যে এ সব কার্য্যের অনুষ্ঠান বে, তাহা বিচিত্র নহে, না হওয়াই দুঃখের য়। তবে শুনিতে পাই এ স্কুলের একটী অভাব ছে,—অভাবটী সামান্য গোছের নহে। এখানে ত্রনিবাস নাই—এতন্নিবন্ধন বহু সংখ্যক ছাত্রের ক্লেশ হয়। আমাদের মহারাণী মহোদয়া সে াবটী পরিপূরণ না করেন কেন? বোধ হয় বিষয়টীর গুরুত্ব তাঁহার সন্নিধানে যথাযথরূপে র্ত্তি হয় না। যখন সামান্য সামান্য স্কুলের ও এক একটী ছাত্রনিবাস দেখা যায়, তখন রূপ উচ্চ অঙ্গের স্কুলে এ অভাব থাকা অত্র দুঃখের য় নহে। তাঁহার যোগ্য পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর লিয়া মহোদয়ের নিকট আমাদের সানুরোধ প্রার্থ- এই অভাব পরিপূরণে তিনি মনোযোগী হউন।

৪। রাণীগঞ্জ মধ্যবিধ ইংরাজী স্কুলের মাইনার ীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ৪ টী বালক এ ীক্ষায় উপস্থিত হয়। ২ টী প্রথম বিভাগে অপর ই জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। া অতিশয় প্রীতিকর বলিতে হইবে। এ বৎসর শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া ইয়া। স্কুলের কমিটিকে অনুরোধ করি আগামী অধিবেশনে এ বিষয়টীর বিবেচনা করেন।

৫। আমাদের মাজিষ্ট্রেট মহোদয় শীত কালীন পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। শুনিলাম এবারে তিনি এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। যে যে স্থানে কখন কোন মাজিষ্ট্রেট গমন করেন নাই, তিনি এবার সেই সেই স্থান পরিদর্শন রিবেন। এটী অতি [illegible]।

প্রতি বৎসর এক স্থানের অবস্থা দেখিলে সুচারু রূপে পরিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

৬। এখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে এক খানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আজি ২।৩ মাস দেখা দিয়াছে। মেঘ খানির ভাব দেখিয়া বোধ হয় বর্ষণ না হইয়া যায় না। তাহা হইলেই এ অঞ্চলের একটী অতি সম্ভ্রমশালী পরিবারের ঘোর বিপদ। ঈশ্বর না করুন, যদি বর্ষণ হয়, তবে সেই পরিবার হইতে দয়া, দাক্ষিণ্য, মায়া মমতা প্রভৃতি সদগুণ কোন দিকে দৌড় হইয়া যাইবে, তাহার কিছু মাত্র থাকিবে না। অদ্য ইঙ্গিত মাত্র করিলাম—আবশ্যক হইলে এ রহস্যের উদ্ঘাটনে বিমুখ হইব না।

ছাপরা।

১। কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে রবি সোম এবং মঙ্গল তিন দিবস কাছারি বন্ধ রহিল। পূর্ব্বে এ প্রদেশে এ পর্ব্বে কাছারি বন্ধ হইত না, এবারে কি জন্য এখানে ও হুকুম জারি হইল, কেহ বুঝিতে পারিল না। বঙ্গবাসি ভিন্ন এই পর্ব্বের নাম গন্ধও এখানে কেহ জানে না। বোধ হয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মহাশয়ের ভ্রম ক্রমে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। তবে হাকিমদের বিশ্রাম হইল, অভিযোক্তাদিগের ও সাক্ষিগণের অকারণ খরচা বাড়িল। সেটী আর কেহ ভাবিলেন না। রাজকর্ম্মচারিগণ এবারে প্রায় সকলেই জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব স্বচক্ষে দেখিলেন, কিন্তু প্রতিকারে কেহ যত্নবান হইলেন না। বেহার হেরল্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পাটনার ক্যাম্বেল স্কুলের শিক্ষিত ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া মফস্বলে পাঠাইলে ভাল হইত।

২। ছাপরা মিউনিসিপালিটীর যত্নে সহরের রাস্তাগুলির অবস্থা অতি উত্তম। কিন্তু রাস্তায় আলো দেওয়া হয় না। লণ্ঠন রাখিবার লৌহ দণ্ড গুলি অনেক দিন হইতে পোতা রহিয়াছে, কিন্তু আলোক কখন দেওয়া হয় নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব আসিলেই সেই রাত্রি মাত্র সহরে আলোক দেওয়া হয়। এবারেও আসিতেছেন আমাদের প্রার্থনা যেন ঐ দিবসে যে সহরে আলোক দেওয়া হইবে, ঐটী যেন এক দিবসের মত না হয়। ঐ দিবস হইতে যেন বরাবর আলোক দেওয়া হয়। তাহা হইলে উহা উক্ত মহোদয়ের শুভাগমনের চিহ্ন স্বরূপ চিরকাল থাকিবে। যদি মিউনিসিপালিটীর অবস্থা উত্তম না হয়, তবে রায় মহাবীরপ্রসাদ সাঃ বাহাদুর এবং অপর ধনিগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া উক্ত গবর্ণর সাহেবের স্মরণার্থ সহরের চিরকালের জন্য আলোকের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহা হইলে অনেকেই তুষ্ট হ উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

উত্তরপঞ্জাবে রাউলপিণ্ডিতে অবস্থিতিকালে আম এক দিন "আটক" পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাই। রা লপিণ্ডি হইতে "আটক" ৬৩ মাইল হইবে। আটক নদীর উপরেই উত্তর পঞ্জাব রেলওয়ের খাকম একটী সামান্য ষ্টেশন আছে। রেলওয়ে "একট অনুসারে ঐ রেলওয়ের কোন ষ্টেশনেই প্রায় সুবন্দো বস্ত দেখা যায় না। উহা গবর্ণমেণ্টের খাস লাইন কাছে কাজেই কাহার কোন কথা কহিবার অধি কার নাই। গ্যারাণ্টিড রেলওয়ে হইলে মহা হুলস্থ পড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। রাউলপিণ্ডি হইতে আটক পর্য্যন্ত লাইনটী প্রায় সর্পাকৃতি হই গিয়াছে। বোধ হয় ৩।৪ মাইলও লাইন সর নাই; এক এক স্থান এত উচ্চ ও এত নিম্ন হই গিয়াছে যে সময়ে সময়ে ৩।৪ টী ব্রেক কষিয়া ট্রেণের গতি লঘু করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এক উক্ত লাইনে যে সমস্ত ট্রেণ চলে তাহাতে ২। খানি গাড়ি অন্তর এক একটী ব্রেক দৃষ্টিগোচর হ রাউলপিণ্ডি ও সিলাদের মধ্যে যেমন একটী না বৃহৎ "টনেল" আছে, রাউলপিণ্ডি ও "আটকের মধ্যেও তেমনি কোন টনেল অথাৎ পর্ব্বত সুড়ঙ্গ পথ নাই। কিন্তু অধিকাংশ লাইনই পর্ব্বত গা স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। আটক নদীকে উত্ত হিন্দুরা "সিন্ধুগঙ্গা" বলে, তাহারা তাহা স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্তির আ বাই চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই আ নদীর জল অত্যন্ত শীতল, বরফ গোলা বলেও যায়। যথার্থ পৌত্তলিক হিন্দুর পক্ষে ইহার স্পর্শনীয় নহে, এবং ইহার পরপার যাওয়াও নি এই জন্য ইহার নাম "আটক" অর্থাৎ হিন্দুর বিধির সীমা এই পর্য্যন্ত, আর নয়। বাস্ত বলিতে হইলে এখানকার লোকের আচার ব্যব হিন্দুয়ানীর বোধ হয় এক আনা ভাগও ন তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া এক প্র ম্লেচ্ছ ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহারা প্রায় উ বিচার করে না। মদ্যপানাদি ত্যাগ করিয়া সংস্কারের বড় ধার ধারে না। মৃত্তিকা ঘর্ষণে হওয়া থাকে!! এদেশে হিন্দু বাঙ্গালি বিধবা দের অবস্থা ভারি শোচনীয়, কেন না তাঁরা শুদ্ধাচারিণী থাকিতে ভাল বাসেন, এদেশের দাদীরা তেমনি কদাচারী ম্লেচ্ছ। এজন্য তাঁ চক্ষের জল না ফেলিয়া দিন কাটান ভার।

২।১টী শিবালয় দেখিলাম। মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দুদেবালয় এ সব স্থানে বিরল ছিল। আমরা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া "আটক" সহর দেখিতে চলিলাম। সহর অতি সামান্য, দোকানপসার অতি অল্প, এবং লোকও অধিক নাই। থাকিবার মধ্যে "আটক" দুর্গটী বেশ জমকাল বোধ হইল। আফগান যুদ্ধ অবধি এই দুর্গের বিশেষ সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। এখানে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ও এক দল দেশীয় সৈন্য আছে। আটক নদীর বেগ এত প্রবল যে নৌকারোহণে অনায়াসে পার হওয়া যায় না। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী পনটুন সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু শীত-কাল ভিন্ন ভাসাইবার যো নাই, কারণ তখনই হিমাচলের বরফ জমিতে আরম্ভ হইয়া নদীর জল মন্দীভূত হইতে থাকে, তখনই ঐ সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল দ্বারা পাহাড়ের সহিত আবদ্ধ করিয়া স্থাপন হইয়া থাকে। "আটক" ষ্টেষণের প্রায় মাইল দূরে একটী প্রকাণ্ড রেলসেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এইটী প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক দুই বৎসর লাগিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সিন্ধু নদের উপর পেসোয়ার পর্য্যন্ত প্রায় লাইন প্রস্তুত হইয়া আছে। রাউলপিণ্ডির ১১ মাইল উত্তরে টর্ণাল হইতে কোহাট পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে, ইহা ৬৬ মাইল হইবে। আপাততঃ কুশালপুর অবধি গিয়াছে। কাবুল যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই লাইনটীর বিস্তৃতি স্থগিত আছে। আটকে আমাদের আহার সামগ্রী ভাল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা অতি কষ্টে দ্বাদশ ঘণ্টা কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। আটকের দুর্গটী দেখিয়া অনেক অতীত ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়িল। এই দুর্গ একটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত, ইহার অপর পার্শ্বে সিন্ধুনদ প্রবল বেগে প্রবাহিত, ইহা সহজে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার নহে।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণার-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৴৹ আনা, তাহার পর /৹ আনা; /৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার ব্যব- কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চ নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল থাকে এবং মাথা ঘোরা মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগে বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খর ৵৹ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড় এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিয় ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃ এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।৹ চারি আন মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাও যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশি হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহা ভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দে গণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞা নিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশি আছে। ডিমাই আটপেজি ক্যাব ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগ মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষি ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোণারপুর ডা ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখি পাঠাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাই কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন জনৈক উদা মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে বুদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উ ময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দো স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহী রোগ প্রভৃতি, অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃ

র পাগলা হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা
যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব
। যায়। অবসন্নে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের
। ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়।
ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র
ত হয় না।

শ্রীবার্ণ্টচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
াশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে
ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ৯।১০ মে বৈষ্ণব
ষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
ত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
ক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
। ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
ল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭।০ টাকা আর
ব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
মাশুল।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷০, পদ্ম
ণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিসোমৃত সিন্ধু ৪।৶০
পালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
মার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বসু।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে
ম ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলা-
, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রক-
কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও
রূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা
াতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা
কাবাড় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল
র লিখিতে হলে গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে
নে পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

নেশ্চঃ—"রাজকন্যার পুথি"—অদ্ভুত ব্যাপার !!
যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ,
স্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ,
, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান,
মাম্ম প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বাধ্য পরীক্ষা
ণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য
মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থপুরবর্দ্দন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
ব্রাদার এণ্ড কোং প্রস্তুত হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন
ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব-
প্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের
ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল
প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, চিড়িয়া, ছড়িয়া,
পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-
ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার
অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা,
সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক,
কাউর ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা
প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের
ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ দে—নরসিংপুর
" " কৃষ্ণনাথ সাহা—কুমারটুলী
" " পূর্ণচন্দ্র হালদার—পানিপোলা
" " মহেশচন্দ্র পণ্ডিত—বটুলগ্রাম
" " দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়—জামালপুর
" " কৃষ্ণমোহন রায়—মণ্ডা বাগিচা
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাকিনীয়
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—গোবরা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴০
আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। “প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং” ২ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৪ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ২৮এ নবেম্বর। | অগ্রিম সাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ প মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

মাধ্য আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈষ্ণা-
ত্রয়িক, পাদপুরাণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত
ডিমাই আটপেজি ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে
। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক
কা। শতকেক্ষ মাহাজনগণ সোণাপুর ডাক-
সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে
পাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে
নিকট গ্রন্থ প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৩ নং
স্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সভা উঠাইবার কল্পনা।

ভারত-সাম্রাজ্য চলিতেছে,—মন্দ নয়, এক
র চলিতেছে। সমক্ষরূপে বিচার করিয়া
লে ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু
পক্ষে ভাল? তোমার পক্ষে আমার পক্ষে
ভারতবর্ষবাসী কোটী কোটী দীন দরিদ্র
র পক্ষে নয়। হায়—যদি ঠিক কথা বলিতে
তবে রাজার পক্ষে, আর ভাল রাজার স্বসম্প-
দের পক্ষে তোমার আমার পক্ষে যে
সে ঐ সকল ভালর আনুষঙ্গিক। সাগরকূলে
লক্ষ সাগর পুত্র উদ্ধারিতে পতিতপাবনী গঙ্গা
র কমণ্ডলু হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।
তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি? সাগরবংশ
করাই তদীয় আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।
যে দিক দিয়া তাঁহার পবিত্র বারি প্রবাহিত
সেই দিক চিরকাল পাপবিমুক্ত হইয়া গেল।
ভারতে যে কিছু মঙ্গল দেখিতেছ সে
[illegible] রাজকার্য্যের এমনি
[illegible] দিক দিয়া চলিয়া যাইবে,
[illegible] কিছু কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে।
[illegible] পরিপোষী হইয়া পড়িয়াছেন।
[illegible] হইতে [illegible] স্রোত প্রবাহিত
[illegible] করিতেছে
[illegible] প্রবাহিত
যাইতেছে, [illegible] কিছু কিছু [illegible]
হে। [illegible] কিঞ্চিৎ
তি লাভ করিতেছে। [illegible] দমন না
করিলে কার্য্যের অসুবিধা হয়। পুস্তকদ্বের উন্নতি
না করিলে বাণিজ্যের সুবিধা নাই, স্থানে স্থানে
সৈন্য পাঠাইবার [illegible] অসুবিধা ঘটে। সুতরাং
রাস্তা ঘাটের সম্যক্ উন্নতি করা চাই।
এই উন্নতি দ্বারা দেশের সম্যক্ উপকার। কিন্তু
সংসার চক্রবৎ ঘুরিতেছে, কাজেই
[illegible] আমাদের উপকার হইতেছে। তাই
আমরা বলি, ইংরাজ রাজ্যে প্রজাগণ পরম সুখে
আছে।

আমাদের সুখের এই একটি কারণ গেল।
আর কিসে আমাদের আন্তরিক সুখ বৃদ্ধি হয়?
এ প্রশ্ন হইলে যদি বলি রাজা ভাল। কিন্তু
আমাদের ত রাজা নাই রাজপ্রতিনিধি। কিছু দূর
সম্পর্ক,—অতএব স্বভাবতঃ গাঢ় স্নেহ জন্মিবার
সম্ভব কথা নয়। তবে তিনি সহৃদয় দয়াশীল এবং
ন্যায়পরায়ণ হইলেই আমরা সুখী। কেবল ইংলণ্ড
নয়, সমস্ত ইউরোপের অবস্থাই এখন উৎকৃষ্ট।
যেমন দেশ দেখিতে সুসজ্জিত ও রমণীয়, তদ্রূপ
মনুষ্যের অবস্থা ও চিত্তবৃত্তিও উন্নত এবং পরি-
মার্জ্জিত হইয়াছে। এক এক জন মহাত্মার আশয়
কত উচ্চ?—ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু
তাই বলিয়া কি সেখানে মন্দ লোক নাই, এমন
নয়, ভাল মন্দ লইয়া সংসার। সুশিক্ষিত সভ্যের
মধ্যেও পিশাচতুল্য নরাধম আছে; আবার
অসভ্য বর্ব্বরের মধ্যেও দেববৎ পবিত্রাত্মা দৃষ্ট হয়।
অতএব যখন ঐ শ্রেণীর সৎ ব্যক্তি আমাদের রাজ-
প্রতিনিধি হন, তাঁহার পরিবেষ্টিত সভ্যগণ যখন
ন্যায়পরতার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তখনি আমরা
পরম সুখে থাকি। কিন্তু শাসন-কর্তৃগণের উদারতা
গুণের অসদ্ভাব ঘটিলে আমাদেরও সুখসচ্ছন্দতার
লাঘব হয়। সিবিলিয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত মহাত্মা
বিপুল ভারতরাজ্য শাসনের গুরুতর ভার
লইয়া এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই
একপ্রাণ একাত্মা। মনুষ্য-স্বভাবোচিত ভ্রম বশতঃ
কেহ কখন অযথাচরণ করিলে সকলেই তাঁহার
দোষাপনয়নে যত্নবান হন। তেমন ক্ষেত্রে লেপ্টে-
নন্ট গবর্ণর ও মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের
নিকট যথোচিত আবেদন ভিন্ন প্রপীড়িত ব্যক্তির
পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। দেশীয় আমলা-
দের প্রতি সময়ে সময়ে যে অত্যাচার হয়, তাহা
সকলেই জ্ঞাত আছেন।

একণে অদ্যকার প্রস্তাবে আমাদের বক্তব্য এই,
মধ্যে মধ্যে কল্পনা করা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ
হইতে রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সভা এখন অনা-
য়াসে উঠাইয়া দেওয়া যায়। একণে ভারতবর্ষ
হইতে বিলাতে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা হই-
য়াছে; তারযোগে সংবাদও শীঘ্র আসিয়া থা
অতএব ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় রা
কার্য্য অবলীলাক্রমে নিষ্পন্ন হইতে পারে। অধি
ষ্টেটসেক্রেটারীই এখন ভারতের সর্ব্বময় ক
এখানে রাজপ্রতিনিধিকে তদীয় আজ্ঞাবহ হ
সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং গবর্ণর জেনা
এক জন সাক্ষীগোপাল ভিন্ন আর কেহই নন।
সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনারে
পদ উঠাইতে অনেকেই পরামর্শ দেন।

ভারতবর্ষের রাজস্ব লইয়া যে প্রকার গোলযো
হইতেছে, রাজকোষে টাকার যে প্রকার অনা
তদ্দৃষ্টে যাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয়, তাহাই আমাদ
অনুমোদনীয়। কিন্তু এই গুরুতর প্রস্তাবটী কি
বিবেচনাসাপেক্ষ। ইহাতে বড় টাকাই ব্যয় হ
আমরা সহজে এ প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত ও ভার
পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া গণনা করিতে পারি
ভারতের প্রজাগণ ক্ষমতাহীন নিঃসহায়। কে
ব্যক্তি তাহাদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার কর
রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষীয়
কিছু কিছু অবৈধ আচরণ করেন। তখন গবর্ণর জে
রলই একমাত্র আশ্রয় স্থান। উৎপীড়িত ব্য
চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারই নিকট গি
কাঁদিয়া পড়ে। কিন্তু গবর্ণর জেনারেলের পদ উ
ইয়া দিলে এই সকল অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়ি
থাকিবে। ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট আপিল করি
চলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আপীল কার্য্যক
হইবে কি না বলা দুর্ঘট। তবে বলিবে, এখ
অনেক অন্যায় ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, গ
জেনারেলের নিকট আপিলও অনেক হইয়াছে,
তাহাতে কখন কোন উপকার হয় নাই কি? এ
সত্য, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। দুর্ব
প্রজাদের পক্ষে আপীলে প্রায় কখন সুবিধা
নাই, তাহা সকলেই জানেন। যে পক্ষ প্রবল,
সেই দিকেই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তবু নি
গবর্ণর জেনারেল থাকিলে অত্যাচারিদের স্বে
চারিতা অনেক নম্রভাব ধারণ করিয়া থা
প্রধান ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী না হইলে রাজ্যমধ্যে
কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পায় না। অবৈধ
কার্য্যে যাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাদিগকেও
চিত্ত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ
থাকিলে তাঁহাদের মনে তত টা আশঙ্কা থাকিবে
গবর্ণর জেনারেলের করতলে থাকিয়াই যখন
কোন ব্যক্তি অশিষ্টাচারিতার পরিচয় দিতে কু
নহেন, তখন কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে থাকিলে কি
যে ঘটিতে পারে অনুমান বলে তাহা নিশ্চিত
দুঃসাধ্য। বাষ্পপোতে যাতায়াতের সুবিধা হই

হে নাই, তারযোগে সংবাদাদিও অবিলম্বে তে পারে ও আসিতে পারে; কিন্তু সে সুবিধা ার? প্রজার ত নয়,—সে সুবিধা রাজার ও কর্ম্মচারীর। তাঁহারা মনে করিলে তৎক্ষণাৎ ত পারেন ও আসিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে দেশের প্রজাদের উপকার কি? গবর্ণর নরল নিকটে থাকিতে যখন কোন অত্যাচার ণ হয় না, সে স্থলে ইংলণ্ডে ষ্টেটসেক্রেটারি কলে এখানকার কোন অবৈধ আচরণ ত তাঁহার ঃ উঠিবে না। ভারতবর্ষের যে কি দুর্গতি বে তাহা কে বলিতে পারে?

প্রজার পক্ষে এই দারুণ কষ্টের সম্ভাবনা গেল। কার্য্য নির্ব্বাহেরও বিস্তর অসুবিধা ঘটিবে। ক্ষে সকল কার্য্য দৃষ্টি করিলে তাহার যেমন বস্থা হয়, লোক মুখে শুনিয়া ব্যবস্থা করিলে ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। গবর্ণর জেনারল র বৎসর স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; লের অবস্থা না বুঝুন, তবু মোটামোটি দেশের প্রকার ভাব জানিতে পারিতেছেন, তাহাতে কাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু নকার অধস্তন কর্ম্মচারিদের মুখে যাবতীয় য় অবগত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে দেশের ণ উন্নতি হইবে না এবং অনেক বিষয়ে বিশৃ ও ঘটিবে। অতএব গবর্ণর জেনারল পদ উঠা- নিমিত্ত যাঁহারা কল্পনা করেন, ভারতবর্ষের া তাঁহারা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। এ কথা বারম্বার আলোচনা করাই অবিধেয়।

শ্রীঃ—

আগামী পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রগ্রহণ সর্ব্বগ্রাস হইবে কি না?

আগামী পূর্ণিমায় যে চন্দ্রগ্রহণ নিরূপিত হই- , তাহা সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-সম্মত, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই, ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে দৃশ্য) এবং দেশ ভেদে গ্রাস-গত কোন ভেদ ত হয় না, তবে স্পর্শ ও মুক্তি সময়ের তারতম্য । এক্ষণে গ্রাস প্রমাণ বিবেচ্য, তাহাতে গ্রাস হইবে বলিয়া অনেকে প্রতিপন্ন করিয়া- , বাঙ্গালার গণিতকারেরাও সেই মতাবলম্বী াং তাঁহারা নিজ নিজ পঞ্জিকাতে তাহাই য়াছেন, কিন্তু আমাদিগের লেখনী তদ্বিষয়ে ত প্রদানে কুণ্ঠিতা হইতেছে, সূক্ষ্মরূপে অনু- া করিলে সম্পূর্ণ বিম্বটি যে গ্রস্ত হইবে তাহা হয় না। যৎকালে চন্দ্রবিম্ব ছায়ামার্গে প্রবিষ্ট বন, তৎকালে নিজ গতিবশাৎ বিম্বের সমগ্র ভাগ গর্ভস্থ হইবে না, মধ্যকল্পিত দক্ষিণ দিকের কিঞ্চিদংশ অবশিষ্ট থাকিবে, বিবেচনা করুন দিন- মান যদি দশ ১০ অঙ্গুলি কল্পনা করা যায় তাহা হইলে গ্রাসমান ৯॥ সাড়ে নয় অঙ্গুলি হইবে, অতএব কি করিয়া সর্ব্বগ্রাস স্বীকার করা যায়। ইহাই যদি প্রকৃত হয় তবে যথার্থ শাস্ত্র-মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। উক্ত বিষয়ে যেরূপ উল্লেখ করা গেল তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল বিজ্ঞগণ দৃষ্টি করিবেন।

বারাণসী শকঃ ১৮০৩ ৭ ই অগ্রহায়ণ। } শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্ম শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব।

কাল নিজে যেমন ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, তেমনি সকল বিষয়কেও ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে। পূর্ব্বে যে বস্তুর যে উপযোগিতা ছিল, এখন তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কারণ কার্য্যেরও পৌর্ব্বা- পর্য্যের বহুল বিপর্য্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যে নদী যে কারণে যে স্থান দিয়া বহমানা ছিল, এখন সে কারণের বিপর্য্যয় হওয়াতে তাহার স্রোতের বেগ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার কাণা নাম হইয়াছে। এক্ষণে আদিম কারণ বিরহে ভারত- বর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদও কাণা হইয়া পড়িয়াছে। এ পদের আর সে উপযোগিতা নাই। এখন এ পদ রহিত হইলে ভারতের অণুমাত্র অনিষ্ট নাই। এক্ষণে বিলাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের নানা প্রকার সুবিধাও হইয়াছে। ইত্যাদি নানা কারণ চিন্তা করিয়া বহু দিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে ভারত বর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব প্রকটিত করা হয়। উহা সোমপ্রকাশে সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে বন- বহ্নির ন্যায় বহুস্থানব্যাপী হইতেছে। আ এ সপ্তাহে এতৎ সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব প্রাপ্ত যাছি। লেখকের ইচ্ছা নয় যে, গবর্ণর জেন পদ রহিত হয়। ঐ পদ উঠাইয়া দিবার বি সেগুলি অনুকূল যুক্তি, যে যুক্তিগুলি সে প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, লেখক সেগু একৈকক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁ এক মাত্র প্রতিকূল যুক্তি এই, গবর্ণর জেনরল থাকিলে নিম্নতর কর্ম্মচারির অত্যাচার নিব সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা দেখিতেছি, এটী লেখকের আ মাত্র। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা যদি ভাল হন, তাঁহারাই সে অত্যাচার নিবারণ করিবে গবর্ণর জেনরল যদি ভাল লোক না হন, হইতেও সে অত্যাচারের নিবারণ হয় না। কারণ গবর্ণর জেনরল দ্বারা বিলক্ষণরূপে ই পরীক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষ অতি হতভা অধিকসংখ্য গবর্ণর জেনরলই ভারতের নির্দ্দয় হইয়া পড়েন। ভারতের প্রতি মমত স্নেহবান্ গবর্ণর জেনরলের অধিষ্ঠান কাদা ঘটনা। যাঁহারা এখানে পদার্পণ করিয়া প্র উদারতা ও সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, তাঁ অব্যবহিত পরে শনি রাহু প্রভৃতির চক্রে প আর একপ্রকার হইয়া যান। লার্ড লি তাহার প্রধান প্রমাণ। বিলাত হইতে ভার শাসন হইলে এ প্রকার ঘটনা বিরল হইবে স নাই। সেখানে কুমন্ত্রণা দিবার লোক অল্প আ ইংলণ্ডে মহানুভাবতা পরদুঃখ-কাতরতা ন্যা শালিতা অপক্ষপাতিতা স্বাধীন-প্রিয়তা বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা সেখানে বাস ক তাঁহাদের গায়ে সর্ব্বদা ঐ সকল গুণের বা লাগিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের মন প্রায়ই রীত পথাবলম্বী হয় না। অতএব সেখানে যে বি হইবে, তাহা যে বিশুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে স অল্প। পক্ষান্তরে এখানকার বিচারের বি ভাবাপন্ন হইবার অসংখ্য কারণ আছে। কি তাহা অস্বীকার করেন? তিনি কি এই চিন্তা করিয়া ইংলণ্ডের বিচার শ্রেয়ো করেন না?

তবে কি জান, একটা নূতন কাণ্ড হইলে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নানা প্র আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ আমরা ভ বাসী, যা চলিয়া আসিতেছে, তাই আমরা বাসি। আমরা পিতৃপিতামহাদিক্রমে চির দুই পদে ভর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছি, আজ

আমাদের উড়িয়া যাইবার উপায় করিয়া বস্তাগ করিতে বলেন, আমরা কি সহজে হইব? মনে কি নানা আশঙ্কার উদয় হইবে অন্য কথা কি? এখন আমাদের দেশের র বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আর সেই বাস-প্রণালী ও আহার-প্রণালীতে চলে না র পরিবর্ত্তে ব্যাকুলেকে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা । আমরা যদি বলি, কেবল ফলের উপরে না করিয়া বঙ্গবাসিদের রুটি ও অন্য অন্য র দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সে য় কি কেহ কাণ দিবেন? এখনই অনেক রা বলিবেন, একদিন ভাত খাইয়া বাঁচেও নাই, আজ ব্যামোহ হইবে, এ কোন দেশী ? এক বেলাও যদি রুটি খাইয়া থাক, পীড়া । ঈশ্বর যদি এদেশের পক্ষে রুটির ব্যবস্থা তেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত পরি যব গোধূম জন্মিত, পক্ষান্তরে এত ধান্য হইত কিন্তু তুমি যদি প্রতিবাদ কর, এখন আর দেশের ভূমির পূর্ব্ব অবস্থা নাই। এখন অধি ভূমিতে পূর্ব্ববৎ ধান্য ফলে না। এখন বঙ্গ র অধিকাংশ ভূমি যব-গোধূম-বীজ-বপনো যোগী হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই কদের বিবাদ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের া আস্থা করিয়া কে সে পরীক্ষা করিতে পারক। জোয়ারের সময়ে নদীর জলের আন্দোলন য়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, পরীক্ষার পূর্ব্বে ক্ষা-প্রবৃত্ত ব্যক্তির চিত্ত সেইরূপ আন্দোলিত । তাহার হৃদয়ে কত শঙ্কার উদয় ও কত া সে বিলয় হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। র ন্যায় এদেশে যব গোধূম জন্মিবে না, র এই প্রথম আশঙ্কা। দ্বিতীয় আশঙ্কা এই, পরিশ্রম করিতে হইবে, ক্ষেত্রে বলদ পরি সার দিতে হইবে, এত পরিশ্রম ও এত ব্যয় রে? তৃতীয় রুটি সহ্য হইবে না।

যা হউক, উপসংহার লেখকের নিকটে দের বক্তব্য এই, গবর্ণর জেনরল পদ এখন ন হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের যুবজনোচিত বল প্রভৃতি কিছুই থাকে না। বৃদ্ধ থাকে সংসারের কি ফল দর্শে? বৃদ্ধের সংসার হইতে ানই উচিত এই নিমিত্ত আমাদের কারেরা বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া ছেন।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।

গৃহস্থ যখন দেখিবেন তাঁহার শরীরের চর্ম্ম লোল াছে কেশ সকল ধবল হইয়াছে এবং পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে সেই সময়ে অরণ্য আশ্রয় করিবে

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদেরও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে, অতএব এখন তাহার অবসানই উচিত হয়, যাহাতে রাজা ও প্রজা সকলের পক্ষেই মঙ্গল। প্রথম মঙ্গল এই, ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। দ্বিতীয় গবর্ণর জেনেরল স্বেচ্ছাচারী হইলে পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে জ্বালাতন করিতেন, সে যন্ত্রণা হইবে না। তৃতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উপদ্রব করেন, ইংলণ্ড হইতে তাহার প্রতীকারের অনেক পথ হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসা বিদ্যালয়ের আর একটী কণ্টক।

কলিকাতার মেডিকাল ফ্যাকল্টী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন যে, লাটিন ভাষা না শিক্ষা করিলে আর কোন ডাক্তার বি এম্ উপাধি পাইবেন না। এ প্রকার কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চিকিৎসা স্বতন্ত্র শাস্ত্র, ইহাতে নানাবিধ ভাষা জ্ঞানের কিছুই আবশ্যকতা নাই। যে ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র লিখিত আছে তাহাতেই সম্যক্ অধিকার জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এ দেশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তক সকলে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্ম্ম সকলে বুঝিতে পারেন। লাটিন একটী প্রাচীন ভাষা। ঐ ভাষায় এখন কুত্রাপি কথোপকথন হয় না; লাটিন ভাষায় মহামূল্য চিকিৎসা শাস্ত্রও নাই, তবে ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিফল সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? যতক্ষণ ডাক্তারেরা উহা অধ্যয়ন করিবেন, সে সময়ের মধ্যে তাঁহারা অন্যান্য অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবেন। তাহাতেই প্রকৃত উপকার দর্শিবে। যদি এমন হইত যে, লাটিন ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আছে তাহা পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞান জন্মিবে,—তবে এ প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হইত। কিন্তু সে সকল কিছুই নাই; প্রাচীন ভাষার জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তৎসমুদায় পাঠ করিয়া ডাক্তারেরা যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন। আমরা দেখিতেছি, ফাকল্টীর এই নূতন প্রস্তাবে কিছুই সারবত্তা নাই। এটী এতদ্দেশীয় ডাক্তারদের উপাধি গ্রহণের দ্বারে একটী কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা ভরসা করি, সিণ্ডিকেট সভা এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন না।

লাটিন ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা আমরা বরং অন্য একটী শাস্ত্র শিক্ষা করায় অধিক ফলের আশা করিতে পারি। এতদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি উপাদেয় সামগ্রী। তাহাতে দেহ তত্ত্বের মীমাং উত্তমরূপ নাই বটে, কিন্তু এক একটী রোগে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। বিশেষতঃ সেই সম ঔষধ এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। বিল হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁহা এদেশে সিবিল সার্জ্জন হইয়া আইসেন, সংস্কৃত আ র্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহাদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি থাকা আ শ্যক। অতএব গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর যাঁহারা সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ পাঠ না করিবেন, তাঁহ এতদ্দেশে সিবিল সার্জ্জনের পদ পাইতে পা বেন না।

বীরভূম জেলার ম্যালেরিয়া জ্বর।

কষ্ট পাইলে আমরা কাতর হইতে বেশ জা সে কষ্ট কিসে নিবারণ হয়,—পড়িয়া হউক শুনি হউক, তাহাও কিছু কিছু জানিয়াছি; কিন্তু যত্নবা হইয়া সেই প্রতিবিধায়ক উপায়গুলি অবলম্বন করি এখনও কিছু শিখি নাই। এমনি আমাদের ক্ষমতা হইলেও করিব না,—কে যেন মাথার দি দিয়াছে। অনেক দিন হইল বঙ্গদেশে মেলেরি জ্বরের আগমন হইয়াছে। বঙ্গদেশের জমিদার সঙ্গে একটা নাকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, লোভটা কিছু বেশী বেশী। জ্বর এলেন,—থা দাউন দুদিন থাকুন, পরে স্বস্থানে প্রস্থান করু তা নয়। এলেন ত যা'বার আর নামটী নাই; কুটুম্বিতা কি এইরূপেই করিতে হয়? ইনিও জমিদারের মত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করি মানসে পড়িয়া আছেন। প্রজাদের সঙ্গে প্রকার বন্দোবস্তও করিয়াছেন,—প্রতি বৎসর কিছু না লইয়া ছাড়েন না।

বর্ষা যায় শরৎ আইসে, জ্বরের কিন্তু আর অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, দেখা যায় বৎসর এই সময় জ্বরের বিলক্ষণ প্রকোপ হ থাকে। যিনি একবার জ্বরাক্রান্ত হন, তিন মাস তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে। পাপ দেহত্যাগ করিতে চায় না। এইরূপে পুন জ্বরে সংপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া কত লোক অক কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, চিকিৎসার অর্থ নষ্ট হইতেছে; দেহ দুর্ব্বল ও নানা প্র পীড়ার আকর হইতেছে; কত বংশ বিলুপ্ত তেছে। ম্যালেরিয়ার এই সমস্ত মন্দ ফল দেখি তাহার নিবারণ করিতে কাহারও উদ্যোগ আমাদের দেশের লোক এত নিরুদ্যোগী নিজ হিত চেষ্টা করিতেও বিমুখ।

ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশের দারুণ শত্রু উঠিয়াছে। সকলে যত্নপূর্ব্বক ইহার প্রতিকার

করিলে সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইবে। দেশের
তি দেশের উন্নতি করিয়া যাঁহারা পাগল হই-
ন, তাঁহাদের আশা ভরসা এই পর্য্যন্ত, দেশের
তর এখানে পূর্ণ বিরাম। কোথা হইতে উন্নতি
ব? কে উন্নতি করিবে? ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষ
বার দেহে প্রবিষ্ট হইলে শরীরে আর কিছুই
ক না। দেহের স্বাভাবিক তাপোৎপাদিকা শক্তির
হয়, সুতরাং বায়ুর অল্প পরিবর্ত্তনেই একটী
একটী ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক
লি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই তাহাদের
াবিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না।
হেতু উপযুক্ত নিস্রবণ ও প্রসবণ হয় না।
এব সামান্য কারণেই কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য,
কাশী এবং জ্বর হইয়া পড়ে। শুক্রেরও
ক দোষ ঘটে, তজ্জন্য সন্তানোৎপত্তি হয়
এবং সন্তান হইলেও তাহারা সুস্থ সবল ও
জীবী হইতে পারে না। জীবনের পক্ষে
রূপ অনেক ব্যাঘাত, সকলগুলি বিবৃত
তে হইলে পত্রিকায় স্থান হয় না। বিদ্যার্থী
কগণ মনোনিবেশপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস যে
বেন, সে যো থাকে না। সম্বৎসর পরিশ্রম
য়া শেষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে জ্বরের হাতে
াস্থ্যপরিচ্ছেদ হয়। পরিশ্রম করিবার কিছু-
শক্তি থাকে না; পরিশ্রম করিলেও সহ্য হয়
সম্বৎসরের কষ্ট বিফল হয়। অনেকের বাল্য-
এইরূপে জ্বরে ও প্লীহায় কাটিতেছে, শেষ বয়ো-
হইল, সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জন সমাপ্ত হইল।
আপামর সাধারণে যে জ্ঞানী হইবে, সুশিক্ষিত
বে, সমস্ত দেশ বিদ্যারসে অভিষিক্ত হইবে
ার ত এই আশা ভরসা। ভারত কৃষিজীবী
: নিয়ত পীড়িত থাকিলে কৃষিকর্ম্মই বা
রূপে চলে? বর্ষাকালে কৃষক কোন প্রকারে
্য রোপণ করে। কিন্তু ফসল পরিপক্ক হইল,
েই নষ্ট হইতে লাগিল। কৃষক চন্দ্রাস্ত কম্প
রের প্রভাবে কাতর, চলৎশক্তি নাই—ধান্য ছেদন
ল না। আবার রবিশস্য রোপণেরও সময় উপ-
ত, শস্য হয় ত রোপিত হইল, নয় ত সে বৎসর
ব পড়িয়া থাকিল। কিন্তু নিয়মিত সময়ে খাজনা
াতে হইবে, কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহ গাণিল।
ন্ দিকে তবে দেশের উন্নতি হইবে,—দেখাও।

এই দারুণ শত্রু মেলেরিয়া জ্বরের কি প্রতিকা-
ব উপায় নাই?—আছে, সকলেই মনোযোগী
লে বঙ্গদেশ নিশ্চিত নিষ্কণ্টক হইতে পারে,
বই এই কাল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে
রে। কিন্তু কেবল তুমি আমি মনোযোগী হইলে
ছুই হইবে না, এটী বৃহদ্ব্যাপার—দুই এক জনের
কর্ম্ম নয়। যদি দেশশুদ্ধ লোক বদ্ধপরিকর হইয়া
লাগে, যাহার যেমন ক্ষমতা, সে ব্যক্তি যদি তদনু-
রূপ সাহায্য করে, তবে অচিরে বঙ্গদেশ হইতে
মেলেরিয়ার মূল উৎপাটন করা যায়। ধনী লোক
অর্থ দিয়া আনুকূল্য করুন, শ্রমোপজীবীরা কায়িক
শ্রম দ্বারা সাহায্য করুন, গবর্ণমেণ্টও কিছু মনো-
যোগী হউন, বঙ্গদেশ শীঘ্রই সচ্ছন্দতার আলয় হইয়া
দাঁড়াইবে। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার যে সমস্ত উপায়
আছে, তাহাও করা চাই; সামান্য বিষয়ে
লোকের অবহেলা, কিন্তু সামান্য কারণে যে কত
উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে পারে, তাহা কেহই
জানে না। যখন যে কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়,
সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়া
নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহার আমূল
শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা যাইতে পারে তৎসমুদায়
জ্ঞাত হওয়া উচিত। তবে কষ্টের প্রতীকার হয়।
এ বৎসর নবদ্বীপ, বারাসত, বীরভূমি প্রভৃতি স্থানে
মেলেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পশ্চি-
মাঞ্চল এবং পঞ্জাবের স্থানে স্থানের কথা ত কহি-
তেই নাই। মুলতানে প্রতিদিন ২৫০ আড়াই শত
লোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। এ অপেক্ষা ভয়ের কথা
আর কি হইতে পারে? যাহা এককালে আরো-
গ্যকর এবং বলপ্রদ ছিল, আজ তাই আবার শ্মশান
ক্ষেত্র,—কৃতান্ত সেনার রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

মেলেরিয়ার দারুণ প্রকোপ দেখিয়া চতুর্দ্দিকের
সংবাদপত্রে মহা হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে।
সদাশয় গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও বিশেষ যত্নবান হইয়া
মেলেরিয়া নির্য্যাতনের উপায় করিতেছেন। এখন
এতদ্দেশীয় লোক একবার চিরাভ্যস্ত আলস্য মোচন
করিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হন তবেই
মঙ্গল। পূর্ব্বে রাজা দিগম্বর মিত্র গ্রামের জল
নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়া-
ছিলেন, তদনুসারে বিভাগীয় কমিশনরদিগকে
জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিতে অনুমতি করা
হয়। ১৮৭৭ সালের ৭ ই আগষ্ট সর্ব্বত্র কমিশনর-
দিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ হয়। পরে ১৮৭৮ সালের
৭ ই এপ্রেল রাজা দিগম্বর মিত্র স্বীয় মত প্রকাশ
করেন। অনন্তর ১৮৭৮ সালের ১৯ এ এপ্রেলে
কমিশনরদিগকে আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ
করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮০ সালের ১১ ই জুন
আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেওয়া
হইয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১৮ জানুয়ারিতে বর্দ্ধমান,
চব্বিশ পরগণা, রাজসাহী এবং কোচবিহারের কমি-
শনরদিগকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পূর্ব্ব আদেশা-
নুসারে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগে কতদূর কার্য্য করা
হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ঐ পত্র লিখি
হইয়াছিল। গত ১০ ই নবেম্বর আবার পূর্ব্ব
যাবতীয় প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দিবার নি
পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। পাঠক দেখুন, গ
মেণ্ট প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য কীদৃশ ব্যতি
হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বা
দুর নবদ্বীপের মহামারির অবস্থা বিশেষ সত
সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ডেপুটী স
টারি কমিশনরের অধীনে অনেকগুলি সুদক্ষ ডা
নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র পীড়ার অ
দেখিয়া বেড়াইতেছেন এবং পীড়িত ব্যক্তিকে
বিতরণ করিতেছেন। সিবিল সার্জ্জন ডা
গুপ্তের অধীনে এক্ষণে ত্রিশ জন চিকিৎসক নি
আছেন। যাহা হউক, এত আনুকূল্যেও কিছু
রোগের প্রতিকার দেখা যাইতেছে না। অনে
সাংঘাতিক জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে।
কাল লোকের দেহ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত
মৃত্যুমুখে পড়িতেছে। আবার শীত উপ
যাঁহারা সবল আছেন, তাঁহারা ক্রমে আরোগ্য
করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিস্তেজ হ
পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিস্তার নাই। শী
প্রভাবে শীর্ণ দেহে বলাধান হইবে না, অনে
মানবলীলা সম্বরণ করিবেন। যদি নবদ্বী
পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য উন্নতির নিমিত্ত লেপ্টে
গবর্ণর বাহাদুর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্র
এক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণে স্ব
সাহায্য পাইলে তথাকার অবস্থা ফিরিয়া যাই
তদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়ার স্থানিক কারণ নিশ্চয় করি
নিমিত্ত ডাক্তার লিডর্ডেল, পল সাহেব, এবং স
সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত স
নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলি পরিদর্শন ক
কোথায় জ্বরের কি কি কারণ বিদ্যমান
তাহাই নিশ্চয় করিবেন। গত বৎসরের
যে সমস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক জল নি
শের প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা নি
করিয়া দেখিবেন। পুরাতন নদী কিম্বা
প্রকার জল নির্গমনের পথ কোথাও রুদ্ধ
গিয়াছে কি না তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। প
জলের নিমিত্ত পঙ্কিল পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার
বার নিমিত্ত লোকদিগকে বিশেষরূপে অ
দিবেন। পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত এবং জল নি
শের পথ পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত জমিদার
প্রতি অনুমতি দেওয়া হইবে। প্রকাশ য
ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থানুসারে
খাটে, তক্তাপোষে এবং মাচায় শয়ন করে,
সকল প্রজাকেই বলিয়া দিতে হইবে।

আমরা গবর্ণমেণ্টের এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে ...পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। জেলার মাজি- ... কালেক্টর, বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি মহো- ...ণ এবিষয়ে কমিশনকে সর্ব্বপক্ষে সাহায্য করি- ...। আমরা অনুরোধ করি, এই সময় গ্রামস্থ ...লোক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেন নিশ্চিন্ত না ...ন। তাঁহারাও যত্নবান হইয়া স্ব স্ব আয়ত্তা- ...ধানের পীড়ার কারণ নিশ্চিত করুন। গ্রামস্থ ...ক্ষিত সম্প্রদায় সহজে কোন কথা বুঝে না। ...সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিবার কে আছে? ...ত সমাজের লোকেরা আপন আপন গ্রামের ...লোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিতে পারেন, ...তাহাতেই যথার্থ ফল দর্শিতে পারে।

...অন্যূন ষোল বৎসর ধরিয়া আমরা বীরভূমের ...গ্রাম গুলির অবস্থা বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া ...সিতেছি। পূর্ব্বে এ প্রদেশের জল বায়ু বিশেষ ...স্বাস্থ্যদায়ক ছিল। নিম্ন বঙ্গে কেহ পীড়িত ...এদেশে আসিয়া নীরোগ হইতেন। কিন্তু ...র বিচিত্র গতি,—এখন সেই প্রদেশ যমের ...হার। ১৮৬৯ সালে স্থানে স্থানে কিছু কিছু ...লেরিয়া প্রকাশিত হইল। ১৮৭০ সালেও এক ...গেল, জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অধিক হয় ...। কিন্তু ১৮৭১ সালে জেলা একেবারে উৎ- ...ত হইতে লাগিল, পল্লীগ্রাম গুলি অস্থিভূত হইয়া ...ল। সেই অবধি কোন বৎসর অধিক, কোন ...র অল্প ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঘটিয়া আসিতেছে, ...কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি পল্লীগ্রাম ...বারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। যে স্থান ... এত স্বাস্থ্যকর ছিল, হঠাৎ তাহা কেন এত ...ক হইল, ইহার বিশেষ অনুসন্ধানে আমরা ... হইয়াছিলাম। অনেক স্থলে পানীয় জল ...ত পীড়ার একটী কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। ...র জরাট নদী এবং জল নিকাশ পথের অব- ...ও অনেক স্থলে দৃষ্ট হইল। গাংপাটী, আভাডেঙ্গা, ...দে, মহলা, জোগপুর, প্রভৃতি গ্রামগুলির ...টে মরা ময়ূরাক্ষী বিদ্যমান আছে। এইরূপ ...না আরও অনেক গ্রামে জরাট নদী আছে, ...সে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অতি ভয়ঙ্কররূপে ...হইয়াছিল। আবার যে স্থলে জরাট নদী ..., তথায় ম্যালেরিয়ার অন্যান্য বহুবিধ কারণ ...ান আছে। গ্রামের জল কিছুমাত্র বহির্গত ...ত পায় না, পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; পুষ্করিণী ...ন, সত্যযুগে খাত হইয়াছিল, আর তাহার ...ংস্কার হয় নাই ... সময় তাহার তটে ...স্থিত হইলে ... বাষ্পে মূর্ত্তিমান ম্যালে- ... বিকীর্ণ হইতেছে, ...। কতকগুলি

গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা গুল্মাদিতে আচ্ছাদিত। তাহাদের ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইতে পায় না, সুতরাং সে সঞ্চিত থাকিয়া বায়ুকে দূষিত করে। কোন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন বশতঃ স্থান বিশেষের বায়ু পীড়াদায়ক হইতে পারে। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয় গুলি ম্যালেরিয়ার যে উত্তেজক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, বঙ্গবাসিদিগের এইবার চৈতন্য হউক, তাঁহারা সাধ্যানুসারে উপরের লিখিত কারণ গুলির পরিহার করিতে চেষ্টা করুন। যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই; যত্ন থাকিলে অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কালে যেগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করুন। দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর জল পান করিলে কিম্বা তাহাতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিলে পীড়া জন্মে, অতএব বহু দিনের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করুন। ইহুিন্ন অতি সামান্য উপায় দ্বারা জল পরিষ্কৃত হইতে পারে। চারিটা কলসী উপরি উপরি রাখিয়া বালি ও অঙ্গারে অনায়াসে জল নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইয়া থাকে। এ প্রক্রিয়া কে না জানেন? কিন্তু কার্য্যতঃ কয় জন ইহা করিয়া থাকেন? ইহাতে ত ব্যয় নাই, তবে হয় না কেন? এক আলস্য ও ঔদাসীন্য উহার প্রধান কারণ। পীড়া হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চিকিৎসা করাইবেন, তাও ভাল; তবু এই সামান্য উপায় দ্বারা যদি পীড়ার আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তাহা কেহই করিবেন না। সর্ব্বদা উক্ত জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সামান্য উপায়গুলি সকলেই করিতে থাকুন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

ম্যালেরিয়ার বিষ কিরূপকার তাহা বলা যায় না। কিন্তু বায়ুর শৈত্যে উহা কিঞ্চিৎ সংযত হয়, সুতরাং তৎকালে গুরুত্ব হেতু উহা ভূমির নিকটে থাকে। সে কারণ মৃত্তিকায় শয্যা পাতিয়া শয়ন করা উচিত নয়। যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি তদ্রূপ উচ্চে শয্যা করিতে পারেন। যিনি ভাল অবস্থা-পন্ন, তিনি খাট পালঙ্কে শয়ন করুন। দরিদ্র লোকেরা অনায়াসে সামান্য খাটিয়া কিম্বা মাচায় শয়ন করিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যা প্রত্যহ ধৌত করা কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত স্থানে কেহ অভুক্ত থাকিয়া গৃহের বহির্গত হইবেন না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্য অস্তগত হইলে বায়ু সেবন করা অবিধেয়। ঐ সময় বায়ু শীতল হয়, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ সংযত হইয়া পড়ে। রৌদ্র উঠিলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে যাইবে এবং সূর্য্য অস্তগত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যা-

গমন করিবে। কিছুতেই রাত্রিকালের বায়ু সে... করিবে না। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে সকলেরই ... রাখা কর্ত্তব্য। ভ্রমণ করিবার সময় মুখ বন্ধ করি... নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবে এবং কণ্ঠ ও বক্ষ... স্থল অনাবৃত রাখিবে না।

এই সমস্ত উপায়গুলি সহজ। ইচ্ছা করি... সকলেই ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করি... পারেন। শিক্ষিত সমাজ কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হই... বোধ করি ইতর লোকের মধ্যে ঐ সমস্ত নিয়ম অ... য়াসে প্রবর্ত্তিত করা যায়। অতএব যাঁহারা দে... ত করিতে বাঞ্ছা করেন; শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠা... যাঁহাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা আছে, প্রথম ... এই প্রকার কর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহারা দেশোন্ন... সূত্রপাত করুন।

মিউনিসিপাল ব্যয় সংক্ষেপের একটী উপাদেয় পরামর্শ।

যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, ভাঁটার স... তাহার জল অল্পাবশেষ হয়, কিন্তু জোয়ারের ... আবার তাহার পরিপূরণ হইয়া উঠে; কৃষ্ণপক্ষে ... কলার ক্ষয় হয়, কিন্তু শুক্লপক্ষে তাহার পূরণ ... থাকে; আমাদের দৈহিক ক্ষয়ও নিত্য ঘটিতে... আবার ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা তাহা পরিপূরিত ... তেছে; কিন্তু মিউনিসিপাল আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে আ... সে ব্যবস্থা দেখিতেছি না। ইহার নিত্য ক্ষয়ই ... তেছে, পূরণ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। ... সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে কারণ মিউনিসিপালিটীর ... তাহা সাধিত হইতেছে না। মিউনিসিপা... সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত করিতেছে।

আমরা ভাবিতাম, আমাদের মিউনিসিপালি... বুঝি অপব্যয়শীল, তাই আমরা অভীষ্ট ল... সমর্থ হইতেছি না। আমাদের পিতামহ ঠা... জীবিত কালে আমাদের গ্রামের যে অবস্থা দে... গিয়াছেন, আমরাও প্রায় তাহাই দেখিতে... বেণীর মধ্যে দুই একটী ইটের ঘর। বর্ষা... গ্রাম যেমন দুষ্প্রবেশ ছিল, এখনও তেমনি আ... গ্রামের শ্রী ছাঁদ নাই, অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, অ... মাণেও স্বাস্থ্যকরতা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। ... পানীয় জল তখন যেমন দুর্লভ ছিল, এখনও ... রূপ আছে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে ক... আলেয়ার আলো যা কিছু দেখিতে পাওয়া ... তবে বিশেষের মধ্যে এই দেখিতেছি, পূর্ব্বে গ্র... জল নির্গমের সুবিধা ছিল, এখন তাহার অভ... একটী বাক্যে বলিলে বোধ হয় পাঠক সুন্দর... বুঝিতে পারিবেন, আমাদের গ্রামটী অ... স্বরূপ হইয়াছে। পাওয়া যে শাখা-প্রশাখা...

ৃক্ষ কাণ্ডকে অক্ষয়-বট বলিয়া দেখাইয়াছ, আম- রাও এখন সেই অক্ষয়বট দেখিতেছি। কিন্তু পিতামহ ঠাকুরকে ট্যাক্সের ছড়া খাইতে হয় নাই, আমাদিগকে সেই ছড়া খাইতে হইতেছে, এইটী আমাদের নূতন স্বচ্ছন্দ! পাঠকগণকে স্বচ্ছন্দের কথা আর কত বলিব, আমাদের পৈতৃক বাসগ্রাম যেমন তেমনি আছে, মাঝখান হইতে রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে সহর হইয়া উঠি াছে!

যদি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে জিজ্ঞাসা ে, আমরা নিয়ম মত ট্যাক্স দিতেছি, তবে আমা- ের এ দুর্দ্দশা কেন? তাঁহারা অম্লানবদনে বলি ন, টাকায় কুলায় না। আবার যদি জিজ্ঞাসা র, কেন কুলায় না, তাঁহারা উত্তর দিবেন, মিউনি পাল আয়ের অধিক অংশ পুলিস ও কর্ম্মচারিগণ াস করে। সুতরাং মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

মিউনিসিপালিটী পুলিসের গ্রাস হইতে মিউনি- পাল আয় যে রক্ষা করিতে পারেন না, আমাদের ানেই কেবল সে ঘটনা নয়, সর্ব্বত্রই ঐ রোগের াদুর্ভাব। ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব বলিয়া সে দিন শাহরের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি ে, ওডনেল সাহেব অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া ংপদে নীত হইয়াছেন। তিনি অপব্যয়শীল াধ্য তিরস্কৃত হন। সম্প্রতি তাঁহার যে উত্তর- প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, ি অপব্যয়শীল নহেন। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব চারিদিগের সময়েই অপব্যয় বল আর সদ্ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া •• টাকা বাঁচাইয়াছেন। তিনি যে যে বিষয়ে সংক্ষেপের হস্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা গেল, াস ব্যয়ের এক কপর্দ্দকও কর্ত্তিত হয় নাই। ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিলে বোধ হয় তিনি থাকিতে পারিতেন না। রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী াশিক্ষা ও নগর পরিষ্ক্রিয়াদির ব্যয়ই সংক্ষিপ্ত ছে। অবশ্য কর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ িয়া যদি পুলিসের উদর পূরণ করা হইল, তাহা ল মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়া কি ইষ্টলাভ ? ওডনেল সাহেব দোষী কি না? তাঁহাকে াধ করিয়া অপদস্থ করা হইয়াছে কি না? ল তাহার বিচার কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হই ে। অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও বঙ্গদেশের শিরঃ- ীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে বিচার করি- েন, তাহার উপর আমাদের মত ধৃষ্টতা । "পেটো বাঙ্গালির" কথায় কে কাণ ।

যাহা হউক, এ অপ্রাসঙ্গিক আলাপে প্রয়োজন নাই। পাঠক বুঝিলেন ত পুলিস ও কর্ম্মচারিরা মিউনিসিপাল আয় গ্রাস করিতেছেন, তাহাতেই নায়ের কড়ি দিয়া আমাদের ডুবে পার হওয়া হইতেছে। আমরা ট্যাক্স দিতেছি, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হইতেছে না। যদি পুলিসই আমাদের উন্নতিপথের কণ্টক হইল, তাহা হইলে আমাদিগকে যাহাতে পুলিসের ব্যয় দিতে না হয়, তাহার একটী সৎ-পরামর্শ করা উচিত। যেখানে যত মিউনিসিপাল কমিশনর আছেন, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিকালে স্বাধিকৃত গ্রামগুলি রক্ষা করুন (গ্রামের চৌকিদারী করুন এ কথা বলা সঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক) প্রতি রাত্রিতে দুই জন করিয়া এক একটী গ্রাম রক্ষার ভার লইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিতেছি, সারা রাত্রি জাগিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহারা এক এক বার সন্ধ্যাকালে সায়ং ভ্রমণচ্ছলে গ্রাম গুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই চলিবে। সকল দিন গ্রামে যাইবারও প্রয়োজন হইবে না। যাহারা এখন পাহারা দেয়, তাহারা ঐরূপেই কাজ করিয়া থাকে। আমরা রাত্রিতে তাহাদের ত সাড়াশব্দ পাই না। বোধ হয়, পাছে গৃহস্থদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে পাহারাওয়ালারা সাবধান হইয়া চলিয়া থাকে? ইহাতে কমিশনরদিগের আত্মশাসন শিক্ষারও সবিশেষ উন্নতি হইবে। এ দেশীয়দিগকে আত্মশাসন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। কমিশনরেরা আপনাদিগের রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা আপনারা করিবেন গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করিবেননা, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বলিতে কি, যতদিন তাঁহারা এ কার্য্যের ভার না লইতেছেন, ততদিন ঐ হাদের আত্মশাসন শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না!

ভারতবর্ষকে কে উৎসন্ন দিল?

যে গাছে বার মাস আম ফলে, তাহার কোন ডালে দেখ মুকুল, কোন ডালে দেখ ছোট ছোট আম, কোন কোন ডালে পাকা আম হইয়া আছে। তাহার শোভা-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য অতুলন। ভারতেরও আজ কাল সেই অবস্থা। ভারত বিদেশীয় লোক জনে ও ধন সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এ দিকে লোক জনের চলিবার ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা ঘাট ও রেলওয়ে; ওদিকে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত খাল; সে দিকে বস্ত্রের কল, চতুর্দ্দিকে অতুল বিভব; এক একটী নগরে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখন সৌভাগ্যের সময়ে আমরা উপরে যে সৌভাগ্য

বিলাসী অলকাপুরে প্রশ্ন করিলাম, তাহার অর্থ পাঠক হয় ত হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া ক হইবেন। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া বি নিমিত্ত অগ্রে পাঠকগণের নিকটে একটী প্রশ্ন ক এক জন কোটীশ্বর। তাঁহার গৃহ ধন জনে সৌধ শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন ও মন মো হয়। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে বন উপবন সরো কৃত্রিম নদী ও পর্ব্বতাদি দ্বারা উপশোভিত। পু দ্যান দেখিলে বোধ হয় বসন্ত যেন তথায় বি বিরাজ করিতেছে। ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল ক লীর ক্ষণকাল বিরাম নাই। কোটীশ্বরের এই কোন অংশে কোন বিষয়ের অভাব নাই; কিছু আকাঙ্ক্ষার বিষয় নাই, কিন্তু সে ব্যক্তি যক্ষ্মারো গ্রস্ত। যক্ষ্মা সকল রোগের নিদান। ক্রমে ত তাহার শরীর শয্যাশায়ী হইয়া উঠিল। এ জিজ্ঞাসা এই, আমরা উপরে যে তাহার অ বিভবরূপের বর্ণন করিলাম, সে ব্যক্তি তাহ সুখী কি না? তাহার সেই অট্টালিকা, সেই বাটিকা, সেই দীর্ঘিকা, সেই পুষ্পোদ্যান, এ দায়ই তাহার পক্ষে বিফল। অপরেই তাহার উ ভোগ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। নাম মাত্র বি অধিকারী।

ভারতেরও অবিকল এই দশা ঘটিয়াছে। ভা বাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় কা লোকের সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এব না একটা রোগ দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে। অবস্থায় ভারতের নিধনে সুখ কি? তাহার য ঐশ্বর্য্য বর্ণন করে, তাহা পরেরই ভোগার্থ ভা নিম্নঃ হইয়া কেবল আমত্ত-সুখ ভো

ভারত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে বলিয় আমরা উপরে প্রশ্ন করিলাম, ভারতকে কে উৎস দিল? পাঠক এ সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেট দেখি বেন, গেজেট একথা বলিতে সাহসী হইতেছে এ দেশের কোন জেলা সুস্থ। সর্ব্বত্রই জ্বরে বিষম প্রকোপ। আমাদের সংবাদদাতারাও চতুর্দ্দি হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিতেছেন, তাহাতেও জ্বর বই আর কথা নাই। কেবল এক বঙ্গদেশ রোগ-শয্যায় শয়ান থাকিত, তাহা হইলেও আম উপরের প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম না। বঙ্গদেশ যমালয়ের দ্বার-সন্নিহিত। ইহার শারদী পীড় চিরপ্রসিদ্ধ। তবে বলিবে এখন বৎসর বৎসর উ যে প্রকার প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ি না। যাহা হউক, আমরা তাহাও যেন ধ করিলাম না। কিন্তু যে সে অঞ্চলের লোকে জ নাম মাত্র শুনিয়াছিল, কখন ভোগ করে না

...নবার পীড়া বসন্ত ও ওলাউঠা, সে সমুদায় ... অধিবাসিদিগকে পরাজয় করিয়াছে। আমরা ... পশ্চিম অঞ্চলের কথা কহিতেছি, সেখানকারও ... গ্রাম ও নগর জ্বর-নির্মুক্ত নহে। অমৃতসরে ... রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে দিন ... একটী তালিকা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ... গেল, ধর্ম্মরাজ ১০০০০ লোককে নিজ ক্রোড়ে ... য়াছেন। একমাত্র অমৃতসর এই শোচনীয় ... গ্রস্ত হইলে আমরা কথঞ্চিৎ ক্ষোভ নিবারণে ... হইতাম; কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এইরূপ ... তসর অনেক হইয়াছে।

এখন আমাদিগের এই প্রশ্নের মীমাংসা করা ... থাক, ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা ঘটাইবার ... কে? একটী কারণ নয় "হ্ৰিচ ও কলোনিজেশ- ...ঃ" পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করিলেন, নানা ... আবদ্ধ করিলেন, ইত্যাদি হয়টী কারণের মেলন ... হেতু ঘটনা হইয়াছিল, ভারতের শোচনীয় ... ঘটাইবারও কারণ সমষ্টি হইয়াছে। ... রুদ্ধ হইয়া জল-নির্গম পথ বন্ধ হওয়াই ভার- ... এ শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ নয়, ...ন সংসর্গ ও প্রাণধারিতার বিরোধ প্রভৃতি ... কগুলি কারণ ঘটিয়াছে। ভারতের আকর্ষণী ... নানা দেশের নানা জাতীয় নানাবিধ লোককে ... কর্ষণ করিতেছে। রেলওয়ে হইয়া গমনাগমনের ... ধা হওয়াতে এক এক স্থান বহু জন সমাকীর্ণ ... তেছে। তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও মল মূত্রাদি ... পরস্পরের শরীর দূষিত হইতেছে; এক স্থানে ... নের সমবস্থানে যে সকলেরই অনিষ্ট ঘটে, ... র একটী প্রমাণ এই, যে বৃক্ষে অধিক নারি ... ধরে, তাহার ফল বড় হয় না। বৃক্ষ-শ্রেণী ... সন্নিবেশিত হইলে সকলেরই তেজো-হ্রাস হয়; ... উন্নত থাকে না। ভারতে বিদেশীয় বহু ... কের সমাগম হওয়াতে প্রাণধারিতারও বিরোধ ... স্থিত হইয়াছে। ভারতবাসির জীবিকা ক্রমেই ... হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভারতের ... সাধারণ লোকে পুষ্টিকর আহার পাইতেছে ... ভারতবাসিদিগের রোগাক্রান্ত হইবার ... ইহা ভিন্ন, স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু সুরা ... দেশীয় ... পরিমাণে এ দেশে প্রবেশ ... য়াছে। ... উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধি- ... লোক ... হইয়া উঠিয়াছে। একে ... কর আহার নাই, তাহার উপরে মদ্য পান, ... ত জীবন ... বুঝিতে পারে? উষ্ণ ... প্রধান দেশ, এখানে ... ও অল্পবায়ু পরি- ... করিবার সময়; মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রাম ... ল। ইউরোপীয়দিগের অধীনে ইহার সম্পূর্ণ

বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহাও ভারতবাসিদিগের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের অপর কারণ। তাড়াতাড়ি সাহেবের কাছে যাইতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিবারও অবসর পায় না। জামালপুরে আমরা দেখিয়াছি, যখন ভোঁ বাজিতে থাকে, তখন অনেক কর্ম্মচারির মুখ কথঞ্চিৎ উদরগত অন্নগুলিও চাউল হইয়া উঠে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, ও বঙ্গদেশের পশ্চিম বিভাগে সুরার কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমরা যে একটী ক্ষুদ্র স্থানের কথা বলিতেছি, পাঠক তদ্দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক একটী ক্ষুদ্র স্থানে সাত আট হাজার মাত্র লোকের অবস্থান, কিন্তু তথায় আবগারিতে বার্ষিক ২৪০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। এ সকল অত্যাচার সংশোধনের উপায় কি? এ সকলের সংশোধনের উপায় না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই? ভারত কখন সুস্থ দেহ হইবে না, ক্রমেই রোগে রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িবে। ইহার পর আর উত্থানশক্তি থাকিবে না। ভারতবাসিরা যেন স্ব স্ব শরীরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়দিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু যমরাজ ও তাঁহার দূতগণ জ্বর ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতিও যে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, আমরা ত তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাহারা বড় দুষ্ট ও কথার অবাধ্য।

মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক।

আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী ও সব জজ আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধির অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হয় না। যাহাতে ঠিক আইন অনুসারে কার্য্য হয়, তজ্জন্য হাইকোর্ট মধ্যে মধ্যে সরকিউলার বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু উকীল আমলা এমন কি কোন কোন স্থানে বিচারপতি-দিগের উপেক্ষা নিবন্ধন কার্য্য-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটে। ঠিক আইন ও সরকিউলার মত কার্য্য হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য ও অধঃস্থ বিচারপতিদিগকে কার্য্যের নিয়মে উপদেশ দিবার জন্য সময়ে সময়ে হাইকোর্টের কোন কোন বিচারপতি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া থাকেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিরা এত করিয়াও যতদূর সাধ্য নিম্ন আদালত সমূহের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা দেখিয়াছি মুন্সেফী আদালতে ঠিক আইন মত আফিডেভিট হয় না, হাকিমেরা ঠিক আইন মত দলিল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতেন না, এমন ... অনেক স্থলে ঠিক আইনের অনুরূপ সওয়াল জবাব ... করা হয় না।

আমরা দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী আদালত সমূ... বাদী, প্রতিবাদী, ও তাহাদের মানিত সাক্ষীদিগে... একেবারে গৃহীত হইয়া তৎপরে উভয়-পক্ষের উ... লের বক্তৃতা হইয়া থাকে। এ নিয়মটী দেওয়া... কার্য্যবিধি আইনের একান্ত বিরোধী, ইহাতে সাধি... লর অসুবিধাও হয়। প্রায় দেখা যায় যে, বিচা... পতির সমক্ষে বিচারের জন্য একটী মকদ্দমা উঠি... তিনি পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানেন না। একবার উ... লেরা বা আমলারা আরজী ও জবাব বিচারপতি... শুনাইলেন। যদি মকদ্দমা সহজ হইল এবং বিচা... পতি যদি মনোযোগ করিয়া শুনিলেন, তবে তম... বুঝিতে পারিলেন। তৎপরেই সাক্ষীর জবানব... গৃহীত হইতে লাগিল। আদালত বিচার্য্য বি... ঠিক বুঝিলেন না। এরূপ করিলে সুবিচার... যেমন ব্যাঘাত জন্মে, বিচারপতিদিগের সময়ও তে... বৃথা বিনষ্ট হয়, এরূপ না করিয়া বাদীর উকীল য... অগ্রে বিচারপতিকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দেন তৎ... ঘক্তে তাঁহার পক্ষে কি কি আইনের বল আছে তা... দেখাইয়া দেন, এবং তাঁহার দাবী প্রমাণ করিব... জন্য তিনি কি কি প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন তা... যদি বলিয়া দেন তাহা হইলে মকদ্দমার সাক্ষী গ্র... ণের পূর্ব্বেই মকদ্দমার অবস্থা পরিষ্কাররূপে বিচা... পতির হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বাদীর উকীল বা... দাবী এইরূপে বিচারপতিকে বুঝাইয়া, ও দাবীর পো... ষাণ প্রমাণাদি দিলে পর প্রতিবাদীর উকীল ... রূপ কার্য্য করেন যাহা হইলে অনেক সু... হইতে পারে। তাহা হইলে বিচারপতিদি... বুঝিবার যেমন সুবিধা হয় মকদ্দমা করিতে তেম... অল্প সময় লাগে। আমাদের দেশের দেওয়... কার্য্যবিধি অনুসারে হাইকোর্টের সরে... বিভাগে কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং এই নিয়... ইংলণ্ডে, ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলে ও অন্যান্য আদা... কার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নিম্ন আদা... সমূহ এই শুভ নিয়মের অনুগমন করেন না। ... নিয়মের অনুগমন করিলে বিচারালয়েরও ... উন্নতি হইবে, কার্য্যও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র ... হইতে পারিবে। মুন্সেফেরা আইনের উদ্দেশ্য বু... প্রস্তাবিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন ... আমাদের প্রার্থনীয়।

নবদ্বীপ ভূতপূর্ব্ব যুবকুমারের প্রতি অনুচিত ব্যবহার।

আমাদের এই সংস্কার আছে আমাদের

...যত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করুন কিন্তু ...যা যেমন উচিতকারী ও ন্যায়পথাবলম্বী এরূপ ... অন্য গবর্ণমেণ্ট আছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় ...মেণ্ট বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাওর ... যেরূপ অনুচিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ... বিরল। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রথম অবধি এ... মলহর রাওর প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছে ...র একটীও প্রশংসনীয় নয়, প্রথমে রেসিডে... সহিত তাঁহার বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকে ... সময়েই গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ...সিডেণ্টকে স্থানান্তরিত করা এবং মলহর রাওকে ...ধান করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে ... অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইত না। মলহর ... সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মদোষ সংশোধনে ...বান হইতেন। তাহার পর যখন এই অপবাদ ...ত হইল যে মলহর রাও রেসিডেণ্টের প্রাণ ...হারার্থ বিষ-প্রয়োগ করিয়াছেন তখনও গবর্ণ...ট যে আচরণ করিয়াছিলেন তাহাও উদার-নীতির ...মোদিত হয় নাই। তখন মলহর রাওর সহিত ...সিডেণ্টের দারুণ অন্তর্বিচ্ছেদ, প্রকৃতরূপে পর...রের শত্রুতাই জন্মিয়াছিল। সে সময়ে গবর্ণমে...র এক প্রকার ধ্রুবজ্ঞানই হয় মলহর রাও ঐ ...কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু রেসিডেণ্টের মনে ...ন দারুণ ক্রোধানল জ্বলিতেছিল অতএব তিনি ...ই ক্রোধ বশত ধর্ম্মপথ বিসর্জ্জন দিয়া মলহর ...ওকে অধঃপাতে দিবার উদ্দেশে ঐ বিষ-প্রয়োগ ...পারটী স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া তুলিতে পারেন। ...ভয় পক্ষেই উৎকটকোটীক সম্ভাবনা ছিল, তাহার ...রেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অপরাধের যে বিচার ...ণালী অবলম্বন করিলেন সেটী নিতান্ত বিড়ম্বনার ...ষয়। তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল না তথাপি দণ্ডিত ...ইলেন।

সম্প্রতি মরেস, ডি, ক্যাণ্ডেনাথ ভারতবর্ষীয় ষ্টেট ...সেক্রেটারির নিকটে যে একখানি আবেদনপত্র ...প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা ...নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, ঐ আবেদনপত্র প্রমাণ ...করিয়া দিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মলহর ...রাওয়ের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, ...৮৭৫ অব্দের ৯ ই এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে ...স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে যে মলহর রাও ভারতবর্ষীয় ...গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ...করিবেন সেইখানে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ...বাস করিতে পারিবেন। তাঁহার দুই রাণী সমুচিত ...দাস দাসী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সহিত অবস্থান ...করিবেন। বরদা রাজ্যের আয় হইতে তাঁহাদের ব্যয় দেওয়া হইবে। এই সময় মার্কুইস সালিসবরি ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন তিনিও ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা লিখিয়া দিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে মলহর রাওকে বিষ-প্রয়োগ কাণ্ডে লিপ্ত-দোষী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়।

এইরূপ স্পষ্ট আজ্ঞা সত্ত্বেও মলহর রাওর প্রতি নিতান্ত কুক্রিয়াকারীর ন্যায় দুর্ব্ব্যবহার করা হই-তেছে, মান্দ্রাজে থাকিবার তাঁহার কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই, কিন্তু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেখানে রাখা হই-য়াছে। তাঁহার রাণীদিগের জীবনও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। তাঁহার ছোট রাণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার আদি দেওয়া হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে সে গুলি তাঁহাদিগের প্রাপ্য, তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না, যাহা হউক আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ মহৎ একার্য্য গুলি তদনুরূপ হইতেছে না। ষ্টেট সেক্রেটরি এ বিষয়ে সুবিচার করিয়া এ কল ঙ্কের অপনয়ন করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। মলহর রাও ইচ্ছামত স্থানে বাস করিয়া পরিণামে যে কোন উপদ্রব করিবেন সে আশঙ্কা অলীক তাঁহার বিষ-প্রয়োগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি কি বাস্ত-বিক এমন কোন অপরাধ করিয়াছেন যে কোন উকীল ও ব্যারিষ্টারকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। উকীল ব্যারিষ্টারেরা বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি জন্মা-ইয়া দিবেন, এ প্রকার আশঙ্কা করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

পুস্তক সমালোচনা।

রাজা জমিদার ও সর্দ্দারদিগের বৃত্তান্ত। বাবু লোকনাথ ঘোষ প্রণীত। এখানি ইংরাজিতে লিখিত, আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করিলাম। এরূপ গ্রন্থ এদেশে কখন প্রস্তুত হয় নাই বলিলেই হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীন ও করদ রাজগণের নাম, ও বিবরণ, তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশের বৃত্তান্ত, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী জমীদার, ও প্রধান লোকেরও বিবরণ ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওএলসের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দিল্লীর দরবার লিখিত হইয়াছে। বর্ক যেমন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোকের বিবরণ লিখিয়া এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, লোকনাথ বাবু ও তদ্রূপ এই দেশের রাজা জমিদার ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বিবরণ সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই অভিনব পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। পুস্তকের রচনা উত্তম হইয়াছে ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। বঙ্গদেশী... গবর্ণমেণ্ট গ্রন্থ-রচয়িতার উচিত সম্মান করি... ...ছেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা গবর্ণমেণ্টে... পত্রের অনুবাদ পাঠক দিগের গোচর করিতে পারি... লাম না।

রাবণবধ। পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য... শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শ্রীহরিমোহন মুখো... পাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৬১ [illegible]... লেন। ১২৮৮ সাল।

এই নাটকখানি দেখিয়া আমরা পরম প্রীতি... লাভ করিলাম। ইহার বিশেষ নূতন এই যে এখানি... অন্যান্য নাটকের ন্যায় গদ্যে লিখিত নহে। ই... অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অথচ... ভাষায় কথা কহা যায়, যে ভাষা সাধারণে অবলীল... ক্রমে বুঝে, সেই ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচিত হ... য়াছে ইহার রচনা-প্রণালী যেমন সহজ তেম... হৃদয়গ্রাহী। সোমপ্রকাশে স্থান অল্প এজন্য আম... ইহার বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম ন... আমরা ইহার অনেক স্থলে মহাকবি সেক্সপিয়র... লিখিত কোন কোন নাটকের স্থলবিশেষের সাদৃ... দেখিতে পাইলাম। রামচন্দ্রের দুর্গাস্তব প... করিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল যেন আম... ভারতচন্দ্রের কালিকাস্তব পাঠ করিতেছি। গিরি... বাবু যে প্রণালীতে এই নাটক লিখিয়াছে... এই প্রণালীর উন্নতি হইলে বঙ্গভাষায় যে অনে... উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আম... শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে গিরিশ বাবু... নাটক খানি পাঁচ দিনে রচনা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২০ এ নবেম্বর। মার সি, ডাইক : এম, এম, গ... টা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রি প্রভিয়রের সহিত সাক্ষাৎ ক... ছিলেন। এই স্থির হইয়াছে, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে বা... সংক্রান্ত সন্ধি নিয়মের পুনর্ব্বার আন্দোলন করা হইবে।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। মকয় যে গুলাউডার প্রা... হইয়াছিল তাহার ভাস হইয়াছে।

ডবলিন ২৩ এ নবেম্বর। আয়র্লণ্ডে সাধারণভাবে ... চারের পুনঃস্থাপন হইয়াছে। টি.হমন একটী প্রস্তাব ... বলিয়াছেন, এ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ নয়।

বার্লিন ২২ এ নবেম্বর। সম্রাট উইলিয়ম পুনরা... হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আর্গাইলের ডিউক লর্ড ... সেকফাষ্ট নামক স্থানে এই কথা বলেন ভূস্বামীদিগকে ... দিয়াছেন যে, তাঁহারা [illegible] করিয়াছেন ... তাঁহার মনে আশঙ্কা [illegible] ... সম্মুখ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৪ এ নবেম্বর। [illegible] ... সেই [illegible]

[illegible] ...ছেন।

বিবিধ সংবাদ।

...প্রতি খিদিরপুর ট্রাম লাইন সম্বন্ধে একটী বড় কৌতুক... মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইল ...শ্রীধরলাল সেন নামক একজন উকীল বাবু ... ট্রামে চাপেন, কিন্তু সে গাড়ীখানি তখন লোক... পূর্ণ বোঝাই ছিল [illegible] ...দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হন। [illegible] ...অতিরিক্ত লোক [illegible] ...কোম্পানীর নিষেধ সত্ত্বেও [illegible] ...ও লোক গাড়ীতে উঠে [illegible] ...কোর্টের নিকট নালিশ [illegible] ..., অথচ বাবু তাহা দেন না, [illegible] ...কোর্টে নালিশ উপস্থিত হইলে হাকিম সকল ...শুনিয়া এই বলিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলেন ...যেমন তুমি সংখ্যার অতিরিক্ত লোক গাড়ীতে ...উঠিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তেমনি প্রতিবাদী ভাড়া ...না লইয়া ন্যায়সঙ্গত কাজই করিয়াছে।

...শুনা যায় বার্লিন নগরে এই আইন হইয়াছে ...অতঃপর তথায় আর কোন বেশ্যা পথিক দিগকে ...লইবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ...পাইবে না।

...এ বৎসর প্রায় ২২২৮ জন ছাত্র প্রবেশিকা ও ... জন ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা প্রদান করিবে।

...আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু সতীশ চন্দ্র ...বন্দ্যোপাধ্যায় এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, [illegible] ...কায় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ন্যায়বিজ্ঞান ...য় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অপর বাবু মতিলাল দে ...গো বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ...য়াছেন।

[illegible] পড়িয়াছে আর [illegible] এখন কিছুতেই [illegible] হয় না, অষ্ট্রেলিয়ার প্রজারা এক... [illegible] উপর আগামী [illegible] শস্য [illegible] পাঠাইয়া ...য়াছে, [illegible] কতক স্থান [illegible]

[illegible] বেঙ্গল সেনা- ...এডজুটেণ্ট [illegible] ...ফোর্ডের বিরু... ...র জন্য উঠিয়া [illegible] সম্বন্ধে, ঐ আফি- [illegible] এক [illegible] এক্ষণ ...আফিসের নিয়ন্ত্রণ সমস্ত কর্ম্মচারীকে এতদ্যোগে ...সম্পন্ন করা হইয়াছে।

পরের মাল পোদ্দারী করিতে সকলেরই ইচ্ছা, বিশেষতঃ স্বর্ণকার, মণিকার, পোদ্দার ইহাদিগের ত এ ব্যবসায় একরূপ এক চেটিয়া বলিলেও অযথা প্রয়োগ হয় না। পরের সোনা যখন হাতে পড়ে তখন যতক্ষণ না তাহা হইতে তাহার ইচ্ছানুযায়ী অংশ চুরী করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার মন অস্থির ও হাত নিস্‌পিস্ করিতে থাকে। পরে তাহার ইচ্ছা সাধন হইলে সেই অংশ মত বিমিশ্র দ্রব্য উহাতে মিশাইয়া পূর্ব্ব পরিমাণ পূরাইয়া রাখে। সম্প্রতি এই অপরাধে একজন সেকরা আলিপুর পুলিস কোর্টে অভিযুক্ত হন, বিচারে তাহার ৩ মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়টী পাঠাইয়াছেন। এখানকার খেয়াঘাটের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন যাঁহাদের খেয়া পার হইতে হয়, তাঁহাদের মুখে আমরা প্রায়ই খেয়াঘাট ঘটিত অনিয়ম ও অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া আমরা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না বলিয়াই এতদিন সংবাদ পত্রে উহার আন্দোলন হয় নাই। কয়েক দিবস হইল, আমরা খেয়াঘাট পরিদর্শন করিতে গিয়া যে সকল অত্যাচার ও অনিয়ম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা এই:—

খেয়াঘাটের ইজারদার প্রত্যেক পারার্থীর নিকট দুই পয়সা দর্শনী লইয়া পার করিয়া দিয়া থাকেন। এটী তাঁহার সাধারণ নিয়ম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কখন কখন পারার্থীর নিকট এক পয়সা পারানী লওয়া হইয়া থাকে। এ নিয়মটী অল্প দিন স্থায়ী। খেয়াঘাটের লিখিত নিয়মাবলী ইজারদার প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া রাখেন না, উহা প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার বাক্স মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ইজারদারের নিকট ঐ নিয়মাবলী দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলেই তাঁহার সঙ্গে তখনি কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ ইজারদার সরকারী লোক ভিন্ন প্রায়ই অন্য লোককে উহা দেখিতে দেন না। এইত গেল এক অপরাধের কথা। ইজারদারের দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারার্থীদিগের পারাপারের উভয় ঘাটের নৌকার উপর উঠিবার ও নামিবার উপযুক্ত সিঁড়ি রাখেন না অথবা অন্য কোন বন্দোবস্ত করেন না। তাঁহার তৃতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারাপারের উভয় ঘাটের সন্নিকট পারার্থীদিগের দাঁড়াইবার অথবা বসিবার উপযুক্ত স্থানের কোন বন্দোবস্ত করেন না। পারার্থীদিগের সহিত অবিনম্র ব্যবহার করা ইজারদারের চতুর্থ অপরাধ। এই কয়েকটী অপরাধের জন্য উক্ত ইজারদার ইতি-পূর্ব্বে একবার রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নি... দণ্ডিত হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে; ঐ ... তাঁহার অদ্যাপি চৈতন্য হয় নাই। কয়েক দি... হইল, এক ইজারদারের প্রতিকূলে জেলার কালে... সাহেবের নিকট উপর্য্যুপরি দুইখানি দরখাস্ত প... যাতে, তদনুসারে এখানকার পুলিষ সব ইন্সপে... স্বয়ং খেয়াঘাটে গমন করিয়া দরখাস্ত-লিখিত বিষ... অনুসন্ধান পূর্ব্বক যথাস্থানে রিপোর্ট করিয়াছে... এক্ষণে দেখা যাউক এ বারে ইজারদার কত পা... প্রায়শ্চিত্ত হয়!

সেদিন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-বাবু ক... অত্রত্য মিউনিসিপাল স্কুল গৃহ প্রাঙ্গনে একটী বি... সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় ... তীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলে... ডেপুটী বাবু সভাস্থ হইয়া প্রস্তাব করিলেন ... স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ যে সকল মাল মসলা ক্রয় ... হইয়াছে ও চাঁদা পুস্তকে যে সকল অনাদায়ী চাঁ... টাকা আছে, তৎসমস্ত প্রদান করিলে তিনি ... সত্বরেই স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে পা... এই প্রস্তাবটী সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমোদিত ... অবধারিত হইল যে, অনাদায়ী চাঁদার টাকা ও ... গৃহের মাল মসলা ডেপুটী বাবু যাঁহাকে দিতে ... করেন, তাঁহাকে তৎসমস্ত দিয়া অনতিকাল বি... স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এতদনুসারে ... বাবু মহাভারত দে পোদ্দার, বাবু মধুসূদন প্র... নিক ও বাবু হীরালাল সাহাকে সভার মধ্যে ... ইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ... আমি আশা করি আপনারা উদ্যোগী হইয়া ... ত্বরায় স্কুল গৃহটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া দে... গৌরব রক্ষা করেন। এক্ষণে স্কুল গৃহের কার্য্য... হইয়াছে।

এই সভায় ডেপুটী বাবু আর একটী সা... হিতকর প্রস্তাব করেন এই যে, স্থানীয় দাতব্য চি... সালয়ে "ইনডোর পেসেন্ট" রাখিবার বন্দো... করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ঐ নিয়মটী প্রচ... করা অর্থসাপেক্ষ। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যদি ... মাসে এক আনার হিসাবে চাঁদা দিতে সম্মত ... তাহা হইলে তিনি ঐ হিতকর কার্য্যে হস্ত... করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এই প্রস্তা... সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোকের অনুমোদিত হইল ... অনেকেই চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ডে... বাবু তাঁহাদের অমায়িকভাবে ও সহৃদয়তায় বি... আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন যে, ঐ বিষয়ে ... শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অন... সভাপতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ ... হইল।

অনেক আরাধনা ও অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া দিনের পর আমরা একটী স্নানের ঘাট পাইয়াছি গঙ্গার একটী ঘাটে আমাদের চলে না, এজন্য একটী ঘাটের জন্য যথাস্থানে উমেদারী করা তেছে। বোধ করি, শীঘ্রই আর একটী স্নানের প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালটী প্রতিবৎসর দের অর্থ কয়েকটী কাঁচা স্নানের ঘাট প্রস্তুত য়া দিয়া থাকেন, কিন্তু জানি না, এবার কেন বিষয়ে কমিশনর বাবুরা এতদিন উদাসীন া ছিলেন। আমাদের এক গঙ্গাই যখন একমাত্র তখন মধ্যে মধ্যে গঙ্গার ঘাট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ স্বীকার করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। াদের অর্থ আমাদের হিত বা স্বার্থের জন্য ব্যয় লে কেহ তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে ন না।

এবার জ্বর ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে নদীয়া া উৎসন্ন গিয়াছে। প্রত্যেক পল্লী ও প্রত্যেক তে পীড়িত লোকের আর্তনাদ ও মৃত ব্যক্তির ছে প্রিয় পরিবারের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিধ্বনিত তেছে। গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া কয়েকজন কমি- র নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই জেলার ত্যেক স্থানে গমন করিয়া সংক্রমক ব্যাধির প্রকৃত অনুসন্ধান করিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অগোচরে পঞ্চাশ হাজার া পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমা কপাল ও তাঁহাদের কাতযশ।"

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণার অধীন ঘাঞ্জপর চাপের প্রতিনিধি তহশিলদার তত্রত্য একটী াডের সন্নিকটে এক বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের সাবশেষ বাহির করিয়াছেন। অমরাবতীতে বুদ্ধ- ার যেমন স্তূপ বহির্গত হইয়াছে এটীও ঠিক ক্রূপ।

এ সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ১৯ এ নবেম্বর াহের পীড়ার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে াতে জানা গেল বঙ্গদেশের কোন জিলাই রোগ নয়। পাটনা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও রর বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

২২ এ নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট-ট্রেজরিতে ২৩৬৭৪৪ টাকা জমা ছিল।

গবর্ণর জেনারেল ২১ এ নবেম্বর আজমীরের মেও লেজে পুরস্কার বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন হণ করিয়া যে একটী বক্তৃতা করেন তাহা হইতে মরা এই কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে পহার দিলাম। তিনি ছাত্রদিগকে এই কথা বলেন মরা এক্ষণে যে লেখা পড়া করিতেছ উত্তমরূপে াহার ফল-ভোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। উত্তর- কালে তোমরা এক দিন যখন উচ্চ পদে অধিরোহণ করিবে তখন তোমাদিগকে যে গুরু কার্যভার বহন করিতে হইবে এক্ষণকার শিক্ষা দ্বারা তোমা- দিগের তদ্বিষয়ে যোগ্যতা লাভ হইবে। যাহাতে তোমাদিগের পরিবার ও দেশের প্রতি স্নেহের হ্রাস বা সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয় গবর্ণমেণ্টের একূপ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেণ্ট তোমা- দিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তোমাদের দেশের যেগুলি উত্তম আচার ব্যবহার তাহার রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইবে। আমাদিগের মহানুভব গবর্ণর জেনারল এই মহোদার উপদেশ দিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তত্ত্বাবধারক ইউরোপীয়ের বিবেচনার দোষে অনেকেই সাহেব হইয়া পড়েন।

১৮ ই নবেম্বর শুক্রবার রজনীতে কলিকাতার কম- লিয়া টোলায় একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় বিধবার হিন্দু- শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম মন্মথ- নাথ বন্দোপাধ্যায় বয়স ২৫ বৎসর। পাত্রটী সুশিক্ষিত, ওকালতী করিয়া থাকেন। নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামনগর, পিতার নাম ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যো পাধ্যায়, বল্লভীমেল। পিতামহ ৺ মদনমোহন বন্দ্যো- পাধ্যায়, হেতমপুরের চক্রবর্ত্তীদিগের ঘরে কুলভঙ্গ করেন। মন্মথনাথের এই প্রথম বিবাহ।

কন্যার নাম শ্রীমতী সুশীলা দেবী বয়স ৯ বৎ- সর। সাত বৎসরে প্রথম বিবাহ হইয়া ৬ মাসের মধ্যেই বৈধব্য ঘটে। বঁইচির সন্নিহিত পাঁচগড়া গ্রামে গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বাটীতে প্রথম বিবাহ হয়। পিতার নাম নীলকমল মুখোপাধ্যায়। বলরাম ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল। পিতামহের ভঙ্গ, আদি নিবাস বলাগড়, বর্ত্তমান বাস কলিকাতা কম্বলিয়া টোলা। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার পিতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও ঈদৃশ কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অল্প আন- ন্দের বিষয় নহে।

মাড্রিডের লোকেরা চাঁদা করিয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে জিব্রল্টার ক্রয় করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, ইংলণ্ড যদি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহারা আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যস্থ প্রণালীতে ডগ নির্ম্মাণ করিবেন, মাড্রিডের মহাজনেরা এই নিমিত্ত ৫০০০০০০ ফ্রাঙ্ক দিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছেন।

লাহোরের বিধবা বিবাহ সভা এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে তত্রত্য জনৈক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় তাঁহার ১২ বৎসর বয়স্ক বিধবা কন্যার বিবাহদানে উৎ- সুক হইয়াছেন। বালিকাটী লেখাপড়া শিখি- তেছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত বাঙ্গালোরে স্ত্রীলোকে লোই আসামীর কার্য্য করিয়া থাকে, অনেক পুরু এই তামাসা দেখিতে গিয়া কার্য্যের ব্যাঘাত ক বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে যবনিকার অন্তরা বসিয়া কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।

চৌরঙ্গি রাস্তা দিয়া ভবানীপুর পর্য্যন্ত ট্রামও চলিতেছে, কালজ ষ্ট্রীটেও রেলবসান হইতেছে।

সম্প্রতি গোপালপুর নামক প্রেসিডেন্সি জেলে একজন মুসলমান কয়েদী হঠাৎ কালগ্রাসে পতি হয়। গত ১৮ ই নবেম্বর কর্মচারীরা তাহা মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন গ্রীবা কাটিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিস্তর অ সন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, গোপীনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় নামক অন্যতম কয়েদী বিবাদ করিয়া ব্যক্তির পেটে লাথি মারাতে খোদাবক্সের মৃত্যু য়াছে। কারাগারে যে এই সকল ঘটনা হই পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। তথাকার কর্তৃপক্ষীয় নিদ্রিত থাকেন না কি?

সোমবার মেলের দিন নিরূপিত হওয়াতে আ সের কর্ম্মচারীদিগকে রবিবারে প্রায় কর্ম্ম করি হয় বলিয়া কলিকাতার পাদ্রিরা ষ্টেট সেক্রেটা নিকট মঙ্গল ও বুধবারে মেলের দিন ধার্য্য করিব জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বি তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

গত বর্ষে ইংলণ্ড ও তাহার নিকটস্থ স্থান সম ২২১৮ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বিগত বৎসরে ২১৮৫ খানি জাহাজ বিনষ্ট হওয়াতে ১৮ জন লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে ও নৌসমি কর্ত্তৃক ২৮১৩৬ জন লোকের প্রাণ রক্ষা য়াছে।

বিগত এপ্রেল হইতে ৬ মাসের মধ্যে ভা ২০৯২৫০৯০১ টাকার মাল আমদানী ও ভা হইতে ১৯৫১৩৫৮৭৫ টাকার মাল রপ্তানি য়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেটব্রিটন হইতে ২৪ জন লোক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে করিতে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২০৫২৪ ইউ ষ্টেটসেটে, ৩৩৯৬ কানেডায়, ৬৭ জন অষ্ট্রেলি ১৬৯ দক্ষিণ আমেরিকায়, ৮০ ভারতবর্ষে, ২৬ পশ্চিম ভারতের দ্বীপ সমূহে, ২৮ জন চীনে, ৭২ পশ্চিম আফ্রিকায় এবং ৬ জন দক্ষিণ আফ্রি গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ইংরাজ ১৩১৫৫, ১২০, আইরিশ ২১৪৬, জর্ম্মণ ৮১২২ এবং জাতি ৬৫৯ জন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রান্ট ডফ সাহেব মহ দ্বারা প্রজাদিগের মনে অসন্তোষ জন্মাইয়া

... পাইতেছেন, তিনি ইতি মধ্যেই তদঞ্চলের ...নে প্রধান বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া-..., মফঃস্বল ভ্রমণকালে তাঁহার এবার সকল ...নেই যাইবার কল্পনা আছে, সকলের সহিত ...ৗশয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

...ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ফসেট সাহেব ...ষ্ট আপীস সমূহে ইনসুরেন্স ফণ্ড স্থাপনের কল্পনা ...তেছেন।

...নেটাল হইতে তামাক ও অন্যান্য [illegible] ...া যাইবার নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, [illegible] ...বাণ্ডর লাতার অধীন হইতে [illegible] না। ...বাণ্ডকে নাকি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক [illegible] ...য়া হইয়াছে। সার এড. [illegible] ...াকে ৬ মাস পরে ইংলণ্ডে [illegible] ... যায় ইংরাজদিগের সহিত [illegible] ...ত তিনি সর্ব্বদাই [illegible] ...। জন ডন নামক এক ব্যক্তির উপর তাঁহার ...ক দ্বিতীয় আক্রোশ। তিনি বলিয়া থাকেন ...মি তাঁহাকে শীতার্ত্ত ও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া ...য় দান করিয়াছিলাম এবং সেকালে তাহাকে ... অতি চাহিয়া নিয়াছিলাম। কিন্তু এখন ...া বড়লোক হইয়াছেন; এত বড় হইয়াছেন, যে ...ার অগ্নি আমাকে এক্ষণে বঞ্চিত করিয়াছেন যে ... আমি আমার নিজের অঙ্গে সেক দিতে পারি-...না।"

...বেরেণ্ড হ, ভোলানাথ ঘোষ বিলাতের বেথ... সেণ্ট আণ্ড্রু পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

...ব্রিষ্টলের সিডনি ফ্রান্সিস বি নামক এক ব্যক্তি ...াহে দেউলিয়া হইয়া অনেকের অনেক টাকা ...নিয়া শেষে পলাইয়া আসিয়া বারাণসীতে ...ইয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধানে ধৃত হইয়া ...সব কয়েদ হইয়াছেন, জেল হইতে [illegible] ...বোধ হয় পুরুষানুক্রমে [illegible] করিতে ...লেন।

...ই নবেম্বর হইতে মান্দ্রাজে টেলিফোনের ... চলিতেছে। অরিএণ্টাল টেলিফোন কোম্পা-...এজেণ্ট [illegible] কতকগুলি ষ্টেশন ...দিগকে [illegible] দিবার কল্পনা করিয়াছেন।

...[illegible] যে সকল কার্পেট ও দড়ি ... হইয়াছে [illegible] নাকি এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে ...ই সকল দ্রব্য [illegible] প্রদর্শনী সভায় উপস্থিত ...হইবে।

...একজন মুসলমান [illegible] উচ্চপদস্থ ভকিলা ... [illegible] বিস্তর ... [illegible] গ্রহণ করি-...।

ইহঁ বলেন ভূমি রেজিষ্টরি করিবার জন্য এক ব্যক্তি ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টা-রের সেরেস্তায় কতকগুলি দলীল পত্র দাখিল করে। কিন্তু এক্ষণে সে সকল কাগজ নথীতে পাওয়া যাই-তেছে না, আপীসে ও তাহার কোন হিসাব পত্র ও নাই। কাগজ কোথায় যাইল বা কে লইল এ পর্য্যন্ত তাহার নাকি অনুসন্ধানই নাই।

গোহত্যা লইয়া মুসলমানদিগের সহিত হিন্দু-দিগের প্রায় সর্ব্বত্রই বিবাদ উপস্থিত হই-তেছে। মুলতান, মুলতান, লাহোর প্রভৃতি স্থানে আজিও হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের কলহাদির হ্রাস হয় নাই আবার গত ৩ রা মুঙ্গেরে বকরিদউপলক্ষে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দু-দিগের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ঘটনা এই, বকরীদের দিবসে একজন মুসলমান একটী গরু হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, কতিপয় হিন্দু তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার নিকট হইতে অধিক মূল্য দিয়া গোরুটী ক্রয় করিয়া লয় এবং আর যাহাতে গোহত্যা না করে তাহা বলিয়া দেয়, কিন্তু সে তাহা না শুনিয়া গোপনে আর একটী গরু ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে এবং তাহাকে বধ করে, হিন্দুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মুসলমানদিগের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই গুরুতররূপে প্রহার করে। শুনা যায় কতকগুলি মূর্খ লোকে স্ত্রীলোকদিগেরও সতীত্ব নাশ করিয়াছিল, অবশেষে এক জন হিন্দু তাহাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক প্রহৃত ব্যক্তিদিগের যথা বিহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এখন এই মকদ্দমা হইতেছে। শুনা যায় যাহারা মারপিট করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কেহই ধৃত হয় নাই, অপর যাহারা ধৃত হই-য়াছে, আহত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি-তেছে না।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের ১১০০ মাইল পথের কার্য্যভার গবর্ণ-মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন।

এই জনরব উঠিয়াছে যে পোষ্ট আপীষ ও টেলি-গ্রাফ বিভাগ একত্র হইবে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমে-ণ্টের একটী পৃথক সেক্রেটারিয়েট স্থাপিত হইবার সংবাদ হইতেছে।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন রেলওয়ে শকটে একহিল ষ্টেষণ হইতে লোসলি যাইতেছিলেন তৎ-কালে তাঁহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত এক দল পুলীষ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন লোসলি ষ্টেশনে ছিলেন তৎকালে ষ্টেষণে যাহাতে অপর কোন লোক প্রবেশ করিতে না পারে এ... দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সেনাদলে ৮৮ টি কা... চালক সেনাদল আছে। আর্ম্মি কমিশন এই সং... এগার দল কমাইবার উপদেশ দেন। শুনা য... তেছে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তদনুসারে কার্য্য করিবে...

গত বুধবার মহা সমারোহে ভূকৈলাসের ... রাজার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্ম... গকে বিস্তর কম্বল, ঘটী, অশ্ব ও গাড়ি ... দান বিতরণ করা হইয়াছিল। দরিদ্র ভিক্ষু... দিগকেও অনেক দান করা হয়।

গত বুধবার চিতোরে বেলা ডুই প্রহরের ... লর্ড রিপন উদয়পুরের মহারাণা সাহেব... দিগকে নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অফ দি ষ্টার ... ইণ্ডিয়া উপাধি দিয়াছেন। উপাধি প্রদান স... কয়েকজন সামান্য সর্দ্দার মাত্র উপস্থিত ছিলেন ...

এই নবেম্বর মাসে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে ব... যে জনরব উঠিয়াছিল, সেই জনরবে বোম্বাই... নীচ লোকেরা এত ভীত হইয়াছিল যে গত সপ্ত... তাহারা কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া এখানে ওখানে ... বদ্ধ হইয়া উহারই আন্দোলন করিয়াছিল। ... কি বোম্বাইয়ের লোকমিত্র নামক সংবাদপত্র ব... যে শীঘ্র তত্রত্য প্রজাবর্গের এ আশঙ্কা তিরো... হইবে না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মকদ্দমার অ... নিবন্ধন বারুইপুর সব ডিবিজনটী উঠিয়া যাইবে... কিন্তু উহা থাকাতে দেশের যে মহোপকার হই... ছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বারুই... সবডিবিজনটী থাকাতে উহার অধীনস্থ স্থান সমূ... দুষ্ট লোকেরা শাসনে ছিল, সেই কারণেই মকদ্দ... সংখ্যা হ্রাসও হইয়াছিল, কিন্তু যখন এখানে সবডি... জনটী ছিল না, তখন দরিদ্র লোকের উপর প্রব... অত্যাচার, চুরী ডাকাইতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের ... বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহার নিবারণার্থই বারুই... একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাখা আবশ্যক ... য়াছিল, কিন্তু এখন যদি উহা উঠিয়া যায়, ... হইলে ঐ সকল অত্যাচার যে পূর্ব্বের ন্যায় ... হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, দরিদ্র লোকের ... অত্যাচার নিবারণার্থ আলিপুরে গিয়া মক... করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, তবে অবৈত... মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে বিচার পদ্ধতি আছে, ... তত বিশুদ্ধ নহে, সুতরাং এরূপ স্থলে উহার ... আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকায় যাহারা বাস করিয়া আ... তন্মধ্যে জর্ম্মনির লোক ১৩০৮০২, আয়লণ্ডের ৫... সুইডেনের ২৮০০৭৭ ইংলণ্ডের ২২১৫১।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম প্রেসিডেন্সি বিভা-
এক্জিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টো-
ায় বারাসত বিভাগের অনাথ বালক বালিকা
পবাবিগের সাহায্যার্থ এককালীন ৭ সাত হাজার
দান করিয়াছেন। বারাসতনিবাসী কতিপয়
লোকের তত্ত্বাবধানেই ইহার কার্য্য চলিবে। ইনি
পূর্ব্বে তত্রত্য দরিদ্র বালকদিগের পাঠার্থ ১৬
র টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বারাসত
সী, এই জন্যই তিনি উহার উন্নতি বিধানে
যত্নবান।

ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর শুনিয়াছেন মহাত্মা নাইট
বের প্রচারিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ষ্টেটসম্যান সংবাদ
র প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আর্চ্চডিকন
র্ড উইলিয়ম রোগে আক্রান্ত হইয়া সিমলায়
স্থিতি করিতেছেন।

জনরব উঠিয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান অমাত্য
ষ্টোন সাহেব শীঘ্র পদ ত্যাগ করিবার কল্পনা
য়াছেন। শুনা যাইতেছে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য
ত্যাগ করিয়াই অমাত্য পদবী ত্যাগ করিবেন।
কাজ গুরুতর, তাহাতে দেহ প্রাচীন ও অসুস্থ
াং পদ ত্যাগের কথা অমূলক বলিয়া আমাদের
হইতেছে না।

মান্দ্রাজে যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহাতে লোকে
া অধিবাসী দিগের যে ক্ষতি গণনা করে, বাস্ত-
তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে, এই
কেবল মান্দ্রাজ বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে
াতেই গবর্ণমেণ্টের দশ লক্ষ টাকা নষ্ট হই-
।

পণ্ডিতের সংসর্গে অবনতিও বরং প্রার্থনীয় কিন্তু
র সংসর্গে উন্নতিও প্রার্থনীয় নহে। পরম্পরা
ছ উৎপীড়নকারী দস্যা বাজাও আমাদের শত
ভাল তথাপি মিশর দেশের ন্যায় মূর্খ রাজা
নীয় নহে। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন সে-
মিশর দেশের অন্যতর করাসী সংবাদ পত্র এল,
প্টি মহম্মদকে মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া প্রকাশ
তে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন
সম্পাদককে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয়
শন করেন। শেষে করাসী কন্সল তাঁহাকে দেশ-
গ করিয়া চলিয়া যাইতে বলাতে তিনি তাহাই
য়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যারন্ জেমস্ ডি রথস্ চাইল্ড প্রাণ-
গ করিয়াছেন। ইনি ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে পারিস
রীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে এক পাণ্ডুলেখ্য
হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনে-
রল চ্যান্সেলর ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সহকারী চ্যা ন্স-
লর মনোনীত হইয়াছেন, অধ্যাপকের নিয়োগ ও
চ্যুতির ভার ইহাঁদিগেরই হস্তে থাকিবে, লাইট-
নারের ন্যায় অধ্যক্ষ বিশেষের হস্তে এইরূপ ক্ষমতা
না রাখিয়া এ ব্যবস্থা হওয়াতে প্রকৃত মঙ্গল
লাভেরই সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ১৮ ই নবেম্বর। রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নন্দকুমার দত্ত ২৮ এ নবেম্বর অবধি ১৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৯ এ নবেম্বর। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ ওয়াৎ সাহেব পূর্ব্বে যে ছুটী পাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহাকে অতিরিক্ত ২৩ দিনের ছুটি দিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সি, এ, এল, বেড-ফোর্ডকে ছয় মাসের অতিরিক্ত ছুটী দিয়াছেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, স্টিভেন্স ২১ এ নবেম্বর অবধি এক মাস দশ দিনের ছুটী লওয়াতে ঐ ঢাকার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, টিউড, ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ই, বি, জেফ্রি, এক মাস চোদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর। রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর এইচ, এল, ড্যাম্পিয়ার সাহেব ২১ এ অক্টোবর অবধি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

২২ এ নবেম্বর। কিছু দিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর বর্দ্ধমান হুগলি ও বীরভূমের বাঁধের আয়ব্যয়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ই, এফ, লোস বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হওয়া ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে রহিলেন। ইনি সম্প্রতি বাঙ্গালায় সিবিল সর্ব্বান্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১৮ ই নবেম্বর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল রেয়ার দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া মানভূমের সদর ষ্টেশনে থাকিলেন।

পূর্ব্ব আদেশের পরিবর্ত্তে ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট জেনিন রুক ডি, এম, একটিও দিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, সি, প্যাপ ২৫ দিনের ছুটী লইয়াছেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ডব্লিউ, কোবেন ৮ ই ডিসেম্বর অবধি দশ দিনের ছুটি লইয়াছেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, ভাইবান ১৫ ই নবেম্বর স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই নবেম্বর। বাবু চন্দ্রশেখর দত্তের অনুপস্থিতি কাল
অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় তাবৎ বাবু পূর্ণচন্দ্র
চিৎপুরের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২২ এ নবেম্বর। বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কাল
স, যে সকল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রে
ডেপুটী কালেক্টর বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রে
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে,
মুর্শিদাবাদের বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মানভূমের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কাল
এল রেয়ার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সর
বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১ এ নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মু
বাবু হরিহর রায় ২৪ এ সেপ্টেম্বর অবধি দুই মাসের
পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

চন্দননগর।

এত দিনের পর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নী
ঠাকির বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে উভ
নিষ্কৃতি পাইয়াছে; যদিও রাজেন্দ্র নীলুকে প্র
আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি রাজেন্দ্র
নিম্নলিখিত কারণে অব্যাহতি দিয়াছেন। ১
রাজেন্দ্র নীলুকে নিজ বাটীতে তাহার স্ত্রীর সহি
একাসনে বসিতে দেখিয়া পরে আঘাত করিয়াছি
২ য় এমন ভয়ানক অবস্থায় বিশেষতঃ প্রথম উত
কেহই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারে না।
রাজেন্দ্র নীলুকে খুন করিব বলিয়া আঘাত ক
নাই। সকলেরই ইচ্ছা ছিল, যে নীলুর কঠিন শা
হয়, কিন্তু হতভাগা হাঁসপাতালে একাদিক্রমে
মাস ভয়ানক কষ্ট ভোগ করায়, বিচারপতি ও
স্থাপক উভয়েই দয়া করিয়া উহাকেও অ
হতি দিয়াছেন।

অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি
এখানকার খ্যাতনামা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মঁ
দেসঁ, মারগাঁ সাহেব দেশীয় ও ইউরোপীয় উ
কে শোকার্ণবে নিমগ্ন করিয়া গত ২৪ এ অক্টো
রাত্রি নয়টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে
এই মহাত্মা ইংরাজী ১৮১৯ সালে ফ্রান্সের অ
পাট্রী মারেল নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং
কাল মধ্যেই চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি
করেন, এবং সন ১৮৪২ খ্রীঃ ফ্রান্সের রোসে
নামক মেডিকেল কালেজ হইতে প্রশংসা

...মা এখানে আগমন করেন। এখানে উহাঁকে ...টী বিভাগে দৃষ্টি পতিত হইত। ১ ম চিকিৎসা ...গের সহায়ক ছিলেন। ২ য় জমিতে যে ...কেশে অর্থাৎ দাতব্যসমাজের সম্পত্তি ...ন। ৩ য় অত্র স্থানীয় প্রজাবর্গের যাহা কিছু ...চারীতে নিবেদন করিতে হইত, তাহা উনিই ...তেন। ইনি মধ্যে এখান হইতে বদলি হইয়া ...বর্গে ফরাসিদিগের অধিকৃত [illegible] ...ব থাকেন। সেখানে [illegible] করিয়া, পুনরায় এখানে আসিবার সময় উক্ত ...বাটির একটি অনাথ আশ্রম ও একটী চিকিৎসা-...র নিমিত্ত [illegible] দান করেন, ... আরো অনেক স্থানে দান করিয়াছেন। [illegible] ...বং অত্যন্ত [illegible] ছিলেন। ইঁহার এক মাতৃপুত্র ...আছেন, তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। ...উহাঁরা আমাদের নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন, ...দের উচিত যে তাঁহার নামে কোন চিরস্মরণীয় ...স্থাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

...এবার ভারতবর্ষায় ফরাসী অধিকৃত স্থানের ...মূহের একমাত্র প্রতিনিধি [illegible] কর্তা ...ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি [illegible] গবর্ণমেণ্ট ...তাঁর প্রত্যুৎপন্নের নিমিত্ত পারিস নগরীতে প্রতি... নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিন জন ফরাসি ...র্থে দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে মঁসিও, পিয়ার ...প অধিকাংশের মতে মনোনীত হইয়াছেন। ... মধ্যে এখানে আসিয়া উদ্ধারক করিবেন, এবং ... ঐ বিষয় লইয়া পারিস নগরীর ডেপুটী চেম্বার ...য় আন্দোলন করিবেন।

...এখানকার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মঁসিও আগাষ্ট ...া পরলোক গমন করিয়াছেন। উঁহার স্থানে ...এ আগাষ্ট মাসিমল একটী নিযুক্ত হইয়াছেন। ...এক্ষণে জ্বরের ভীষণ [illegible]। প্রতি বাটীতেই ২।৩ ...জন শয্যাশায়ী, এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে ...উহার পদার্পণ করিয়াছেন। [illegible] মন্দ

[illegible]—২১ এ নবেম্বর।

...গত [illegible] নাম্বর এখানকার রোডসেস কমি... অধিবেশন হয়। সভ্যগণ প্রায় সকলেই উপ-...ত ছিলেন। [illegible] নিকট জনেক ইংরাজ ...হইতে [illegible] গমনাগমনের জন্য, এক ...ন ষ্টিমার ক্রয় করিবার নিমিত্ত দশ হাজার টাকা ...রোডসেস ফণ্ড হইতে ঋণ প্রার্থনা করিয়া এক ...বেদন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সভাতে সভ্য-...র [illegible] দানিবার জন্য উক্ত বিষয় প্রস্তাবিত হয়। বহু বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের অমত হওয়াতে উক্ত টাকা আবেদনকারীকে দেওয়া হইল না। যদি ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে তবে আগামী বর্ষের রোডসেসের হার কমাইয়া দিলে কি ভাল হয় না? অথবা গ্রাম্য রাস্তাগুলিতে কিছু কিছু দান করিতে পারেন?

কল্য আমাদের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহা-রাজ কৃষ্ণপ্রতাপসাহী বাহাদুরের হাথুয়া রাজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবেন। এক দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া ২৪ এ বৃহস্পতিবার ছাপরাতে আসিবেন। এখানেও শুনিতেছি মহারাজ বাহাদুরই ভোজ দিবেন। তিনি এখানকার বিচারালয়গুলি পরিদর্শন করিবেন বলিয়া কাছারিগুলি পরিষ্কৃত হইতেছে। ও দিকে গুজারিসয়ার প্রভৃতি রাস্তার রাস্তায় বাঁশ গাড়িয়া আলো দিবার ব্যবস্থা করি-তেছেন।

রবিশস্যের অবস্থা প্রীতিপ্রদ। যদি কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তবে দাল কলায়ের আর ভাবনা থাকিবে না। পোস্তদানারও বপন কার্য্য উত্তমরূপ হইতেছে। অহিফেন এ বৎসর উৎকৃষ্ট হইবে। জ্বরের অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

যশোহর।

৭ ঠা অগ্রহায়ণ।—১৮০৩।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার দিবা দশ ঘটিকার সময় আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলার শিরোভূষণ প্রাতঃ স্মরণীয় ষষ্ঠীবর রায় মহাশয় আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার এত অকাল মৃত্যুতে এদেশের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি নিজ গুণেই সুবিচার করিয়া সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। যে সময় কপোতাক্ষী নদী-তটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে সময় চতুঃপার্শ্বে আবালবৃদ্ধ বনিতা অন্যূন সহস্রাধিক লোক বিষন্ন বদনে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। আমরা কখন কাহারও অন্ত্যেষ্টির সময় এত অধিক লোক সমাবেশ পরিদর্শন করি নাই।

সম্প্রতি আউট পোষ্ট সদরখালির অন্তঃপাতী বাঁকুড়া গ্রামে জ্বরবিকারে বিস্তর লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। এবার প্রায় সর্ব্বত্রই জ্বরবিকা-রের প্রাধিকার হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত ডাক্তার কি কবিরাজ পাইবার যো নাই। কেবল সরস্বতীর বরপুত্র ধন্বন্তরি সদৃশ হাতুড়িয়া কবিরাজ দিগেরই একাদশ বৃহস্পতি! গবর্ণমেণ্ট সত্বর সুচি-কিৎসক না পাঠাইলে এ স্থান অচিরকাল মধ্যেই শমনশাসনাধীন হইবে। প্রজাবৎসল দয়ালু গ... মেণ্ট কি এদিকে একবার কটাক্ষপাত করিবে... উক্ত পূর্ব্বে ষ্টেষণ মণিরামপুরের অন্তর্গত জোয়... গ্রামে বসন্ত রোগে বিস্তর গরু মরিয়াছে। সম্প্র... ডুমুরপুর ও দিগ্দানা গ্রামে বসন্তের প্রকোপ... হইতেছে।

এবার কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় রবি... ভালরূপ জন্মে নাই। মুগ, মসুর, অরহর, ছো... মটর, কলাই, সরিষা, তিসি প্রভৃতিতে কৃষকদি... বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। জমিতে যে বীজ বপন হই... ছিল, তাহাই কৃষকদিগের ঘরে উঠিয়াছে কি... সন্দেহ।

সম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা, ... কাটালতলা, পেজুরা নোয়ালী প্রভৃতি গ্রামে এ... ব্যাঘ্র আসিয়া অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ ক... য়াছে।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের …নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট …কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো- …ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- …র কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া- …। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে …ন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- … মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা এ কলিকা- …পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত …র টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ …বেন।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

…কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট …। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার …ারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে …পেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক …। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ …কর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমে- …নে অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা …ল নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

…শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক … আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

…শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি …ক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যব- …করিলেও নষ্ট হইবে না।

…রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল …র মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

…উওম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রন বং …ষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪॥০ ও তদোধিক মূল্যে।

…রঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

…ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় …ানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত … থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই … কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যায়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সত্বর কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত পবিত্র জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৭ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার … কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপ… মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমি… অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হ… শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করি… কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য … ১…
প্যাকিং স্বতন্ত্র

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই নব্য বস্তু-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যব… করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ … মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, … য়ের বিশিথিলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরি… ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, স্বরভ… নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককাল… বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলশক্তি … করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে অন্তত একটি … মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টা… প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ স… লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম …
" " কেওমোহন মিত্র, " "
বাবু অন্নদাকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং নগেন্দ্রনাথ দে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট…
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডে… কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপ…
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ… সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ স… ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

রোগাঙ্কুশ।

৬ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন কনৈক উদা… মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য অমূল্য ঔষধ সেবন করিলে … বুদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উ… মন্দ, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা-দোষ… স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির… রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় … প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র … জন্মে প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক গু…

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে—যমুনিয়া
" " নরেন্দ্রনারায়ণ কর—গুজরপুর
" " মতিলাল ঘোষ—বাসনা
" " সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বালীগ
" " কৈলাসচন্দ্র রায় মোক্তার—দিনাজপু
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—রামগঞ্জ
" " রামতারণ শিরোমণি—হাঁদি স্কুল
" শিলিগপুর বঙ্গবিদ্যালয়—শিলিগপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " । ৩ সংখ্যা

...গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২১ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ৫ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫৸৹, অসমর্থ প... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

...বিও কোন আপত্তি না হইতে পারে ...এটা উনবিংশ শতাব্দী, যদিও এখন "আমার ...সত্য, তোমার কথা মিথ্যা" এরূপ বলিলে ...ই আমাকে সত্যবাদী বা তোমাকে মিথ্যাবাদী ...য়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না, যদিও এখন সকল ...র যাথার্থ্য বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন, তথাপি ...য়া যাহা বলিলাম, তাহা এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত ... যে, তজ্জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া পত্র ...কে দীর্ঘ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হই-...। যাহা হউক, এখনকার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু ...র অবস্থা যার পর নাই বিচিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে। ...জ্ঞ অজ্ঞ ও মূর্খ লোক ব্যতিরেকে এখন হিন্দু-...কে এক জনও সরল বিশ্বাসী নাই বলিলে ...ক্তি হইবে না। যে সরলতা নারীজাতির ভূষণ ...সৌন্দর্য্য, যে সরলতার জন্য আমরা নারীজাতিকে ...হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, দেশকালের ...াহাত্ম্য গুণে এখন সে সরলতাও হিন্দুনারী হৃদয় ...কায় করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। ...ন হিন্দু সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই ...কই কপটতা ও অসরলতা বিরাজমান রহিয়াছে ...তে পাইবে। কপটতা ও অসরলতার অভাব ...ক, জগতে এমন কোন ধর্ম্মসমাজ নাই সত্য, ...হিন্দু সমাজে আজ কাল উহার বড় বাড়াবাড়ি ...া উঠিয়াছে। এক জন কৃতবিদ্য যুবক, যিনি ...শ্বরবাদী, অন্তরের সহিত যিনি পৌত্তলিকতাকে ... করিয়া থাকেন, বৃদ্ধদিগকে সন্তুষ্ট করিবার ...ই হউক, অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ...ক, ঐ দেখ তিনিও হিন্দু দেব দেবীর সম্মুখে ...া নতমস্তকে প্রণিপাত করিতেছেন! যিনি নব্য-...র ইয়ংবেঙ্গল, যিনি না মানেন ঈশ্বর, না মানেন ... দেবী, হোটেলের উপাদেয় সামগ্রী না হইলে ...ই যাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, ঐ দেখ তিনিও ...া হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ...কে সমাজচ্যুত করিতেছেন, উহাকে সমাজে ...াইতেছেন, তাহাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লই-...ছেন! আবার ঐ দেখ এক জন ঘোর পৌত্তলিক ... ব্রাহ্মণ, দিবারাত্রি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বৈ যাহার ... অন্য কথা নাই, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া, সহস্রবার ... দেবীর নাম না করিয়া যিনি জল গ্রহণ করেন ... তিনিই আধার দুই পয়সা পাইবার লোভেই হউক ...বা অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির প্রত্যাশাতেই হউক ...া তত্ত্বের যুবকদিগের নিকটে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের ...া করিতেছেন—দেব দেবী ও ঈশ্বর সকলই মিথ্যা ...য়া নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই ...জ ব্রাণ্ডী ও বিফের শ্রাদ্ধ করিতেছেন! আবার ...দেখ, সেই পৌত্তলিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই এক জন একে-

শ্বরোপাসক যুবকের নিকটে গিয়া ও ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, "বাপ হে কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, তবে কি জান দুইটা সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইলে সর্ব্বদা দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলে যদি চাউল, মূলা কাঁচ-কলা দক্ষিণা ও বিদায়টা পাওয়া যায় তবে তাহা ছাড়িবার প্রয়োজন কি" বলিয়া আপনার বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছেন! আবার ওদিকে দৃষ্টিপাত কর, ঐ যে স্ত্রীলোকটী দেখিতে পাইতেছ, উনি কখনও বা স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের উপাসনালয়ে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান করিতেছেন, কখনও বা সমবয়স্কা বন্ধুদিগের নিকট ব্রাহ্মের ও দেব দেবীর নিন্দা করিতেছেন, আবার কখনও বা ঐ দেখ, ভাল করিয়া দেখ, নিকষাশুড়ীর সঙ্গে একনী পুত্রকামনায় ষষ্ঠীপুকুরের পূজা করিতে যাইতেছেন! পাঠক! এখন হিন্দুসমাজের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই এই প্রকার বিচিত্রতা ও কপটতা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যে একটী বিষয়ে আশানুরূপ একতা দেখা যাইতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্যেই হউক, ইংরাজী লেখা-পড়ার বহুল প্রচার গুণেই হউক, অথবা ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই উন্নতি ও বিকাশ জন্যই হউক, এখন পৌত্তলিকই হউন, নাস্তিকই হউন অথবা সংসার-বাদীই হউন—কেহই এখন সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বা প্রকাশ্য সংবাদপত্র মধ্যে দেবদেবীর গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিতে ও পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে সাহসী হন না। বিশ্বাসে যিনি ঘোর পৌত্তলিক, প্রকাশ্য ভাবে তিনিও এখন কথায় কথায় একেশ্বরবাদের দোহাই দিয়া থাকেন। বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বর-বাদমূলক ধর্ম্ম, যদিও আমরা মাকাল মনসা কালী দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইয়া থাকে। এখন প্রকাশ্য-ভাবে জ্ঞানিলোকসমক্ষে কেহ এই সন্তানটী মা-দুর্গার কৃপায় পাইয়াছি বলিতে সাহসী হন না, ইচ্ছা না থাকিলেও উাহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, এ সন্তানটী জগদীশ্বরের কৃপায় পাইয়াছি। এই প্রকারে একেশ্বরবাদ এখন হিন্দুসমাজের বিশ্বাসে ও কার্য্যে পরিণত না হইলেও এক প্রকার মতে পরিণত ও বাক্যে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-দিগের বিশ্বাস মত ও বাক্যের এই প্রকার বিভিন্নতা ও অসামঞ্জস্যভাব দেখিয়া কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী ধর্ম্মসংস্কারককে আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যায়। আমরা কিন্তু এরূপ আক্ষেপ ও অশ্রু-বর্ষণের কোন কারণই দেখিতে পাই না, অধিকন্তু এই বিশ্বাস, মত ও বাক্যের অসামঞ্জস্য ভাবেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রকৃত উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া

অবস্থায় হিন্দুরা পৌত্তলিকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেশ্ব... বাদ-মূলক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বুঝি... আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াই থাকি। বিশ্বা... এক, মত এক, কার্য্য আর এক—এ প্রকার অসরলত... ও কপটতা উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ, একথা হঠাৎ নূত... বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু অনুধাব... করিয়া দেখিলে আমাদের কথার যাথার্থ্যবিষ... আর কাহারও সন্দেহ না থাকিতে পারে। কো... একটী বিষয়ের সত্যতা অসত্যতা, কর্ত্তব্যতা অকর্ত... স্থির করিতে হইলে অগ্রে মনে মনে তদ্বিষ... চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা দ্বারা যাহা সত্য ও কর্ত্ত... বলিয়া স্থির হয়, হঠাৎ কেহই তাহা একেবারে কার্য... পরিণত করিতে পারেন না। চিন্তার পর বাগাড়ম্ব... তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন করার প্রয়োজন হই... থাকে। আন্দোলনের পর যখন কোন একটী বি... য়ের সত্যতা ও কর্ত্তব্যতা অধিকাংশ লোক হৃদয়ঙ্গ... করিতে সক্ষম হয়, তখন সমাজস্থ সাহসী ও সত্যা... ব্যক্তিরা পথপ্রদর্শক হইয়া সেই সত্য ও কর্ত্ত... কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের দেখ... দেখি অপর সাধারণ লোকেও ক্রমে ক্রমে ... কর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন (২)। ধর্ম্ম সম্ব... হিন্দুসমাজে এখন আর চিন্তার কাল নাই; আন্দো... লনের কালও গতপ্রায় হইয়াছে—যাহাদের দ্ব... সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায় স... সেই এখন সত্য ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর এক, না বহু, সাক... না নিরাকার তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। বু... ঝিয়াছেন যে, একেশ্বরবাদ মূলক ধর্ম্মই সত্য ও মু... প্রদ ধর্ম্ম, বুঝিয়াছেন যে ঈশ্বর—পূর্ণ ঈশ্বর ... ব্যক্তিকে কখনই বহু হইতেই পারেন না। ... এই জ্ঞান, এই মত ও বিশ্বাস এখন ক্রমে ক্র... কার্য্যে পরিণত করা চাই, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করি... দেব দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া এখন ব্রহ্মো... সনা করা চাই, দেব দেবীর উদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান ... করিয়া এখন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ক... চাই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মের...

(২) এখানে সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ব্যক্তি বি... সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটিয়া থাকে। সমাজ সম্বন্ধে ... প্রথমে চিন্তা, তার পর আন্দোলন, এবং পরিশেষে কার্য্য ... থাকে, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। এ... ইহা বলাও উচিত হইতেছে যে যাহারা বাঙ্গালি যুবক... সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে ও সংবা... আন্দোলন করিতে দেখিয়া "মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালি" বলিয়া উ... করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থা... অগ্রে আন্দোলন করিয়া সকলকে প্রস্তুত করিতে হয়, ... তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। ... উচিত যে, বাঙ্গালিদিগের সামাজিক অবস্থা যেরূপ হীন ... তাহার সংস্কারের জন্য এখনও অনেক আন্দোলনের প্রয়ো...

ভারতবাসিদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভারত সন" মনে করেন না, তাঁহার প্রকৃতিগুণে তাহা ই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব সে বিষয় মাদের বিরুক্তি করা বিফল।

প্রসঙ্গ-সঙ্গতি-ক্রমে উপসংহারে আর একটি থার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। যিনি কার অঞ্চল বেত্তিয়া, চাতুয়া, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি বিভাগের অন্তর্নিবেশিত করিয়াছেন, তিনি তি সুবুদ্ধি লোক। যে শাসনকর্ত্তার ভ্রমণকালে ক করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি ঐ ঐ স্থলেই আপ- র মঙ্গলময়-ইচ্ছা-পূর্ণ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে রেন। আর যিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া কেবল মোদ করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার ক্ষও ঐ সকল স্থানে বিলক্ষণ সুবিধা প্রকৃত লায় ঐ উভয় বিষয়েরই আবশ্যকতা ও সুবিধা ই। এখানকার রাজা ও জমিদারেরা স্বভাবতঃ সুবুদ্ধি ও অধিকাংশ কৃতবিদ্য, ইঁহারা ইঙ্গিত ত্রে সকল বুঝিতে পারেন।

নাগাদিগের অত্যাচার নিবারণ।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিষম এক কষ্ট শত্রুর হস্তে ন্ত হইয়াছেন। তাহাদের সহিত সপ্রণয ।হার করিবের সুবিধা নাই, শত্রুবৎ আচরণ রিয়াও অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নয়। ব্রিটিশ তের সহিত বিরোধে তাহাদিগের যে মহা অনিষ্ট বার সম্ভাবনা আছে, যদি তাহাদিগকে সুন্দর- বে বুঝাইয়া দেও, তাহারা বুঝিবে না, প্রত্যুত কারে স্ফীত হইয়া উঠিবে। মনে করিবে টিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের খোসামোদ করিতে- ন। মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়াতে তাহারা ধিকতর উপদ্রব ও অত্যাচার করিবে। নির্ব্বোধের ভাবই এইরূপ, তাহাদের নিকটে সামবাক্য প্রয়োগ রই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। আবার নিগ্রহ ষ্টা করিয়াও ইষ্টলাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ হারা পর্ব্বতময় স্থানে বাস করে, বড় পীড়াপীড়ি খিলে চকিতমাত্রে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই রণে আমরা তাহাদিগকে কষ্ট শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ রিলাম। এস্থলে তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় ওয়াও আবশ্যক হইতেছে। এই অসভ্য পার্ব্ব- য় জাতি আমাদের উত্তরাংশে হিমালয় রিতে বাস করে। তাহাদের উত্তম গৃহ, ত্তম পরিচ্ছদ কিম্বা অলঙ্কার পত্র নাই। হারা পর্ব্বতের গুহায় এবং কুটীরে বাস করে; ক্ষের ত্বক, মৃগচর্ম্ম কৌপীন ও মোটা কাপড় পরি- ন করে। অস্থি, ঝিনুক, প্রস্তর খণ্ড এবং পালক দের ভূষণ। তাহাদের খাদ্য অত্যন্ত কদর্য্য; শুষ্ক মৎস্য মাংস এবং ফল মূলই অধিক আহার করিয়া থাকে। নাগাদিগের রাজা প্রায় বম্ ভোলা দিগম্বর। কটিতে কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গ অলকাস আবৃত, গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত অস্থি ও প্রস্তর মালায় উপশোভিত। কেশ পক্ষপুচ্ছে সুসজ্জিত।

এই অসভ্য জাতি পর্ব্বত হইতে নামিয়া সময়ে সময়ে কাছাড় আসাম প্রভৃতি নানা জনপদে সাতিশয় উপদ্রব করিয়া থাকে। ১৭৩২ সালে ইংরাজেরা প্রথমে নাগা পর্ব্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে উপস্থিত হন। কিন্তু মণিপুর এবং আসামের মধ্যে নাগাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অতঃ- পর ১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্য্যন্ত অঙ্গামিবাসিরা উত্তর কাছাড়ে অনেক দৌরাত্ম্য করে। ১৮৩৯ সালে নাগাদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং তাহার নিবারণের জন্য সৈন্য পাঠা- ইতে হইয়াছিল। অত্যাচারিগণ পলায়ন করিলে জড়িমাতে এক দল সৈন্য রাখা অনেকের অভি- প্রেত হয়। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। ১৮৪১ সালে নাগাদের সঙ্গে সন্ধি হইল; তাহারা কর দিবে অঙ্গীকার করিল। একে রাজনীতি,--অঙ্গীকার বল, সত্যবল, সকলি কার্য্যসাধনের সময়,--নাগারা আবার অসভ্য— কেবল রাজনীতির চাকে চক্রী নয়,—পর বৎসর কর দিল না। কিসের কি? বলিয়া মাথা নাড়িয়া সকল কথা উড়াইয়া দিল; ইংরাজদিগের আউট পোষ্টে দলবদ্ধে আসিয়া ঘোর উপদ্রব করিল। ১৮৪৭ সালে তাহাদের সঙ্গে পুনর্ব্বার সন্ধি হইল; তদনুসারে একজন দেশীয় এজেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সামাগুটিঙ্গে এক দল সশস্ত্র সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে মোজিমা এবং জড়িমা নিবাসী নাগা দিগের পরস্পর অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এজেণ্ট মহোদয়ের দুর্দ্দৈব,—তিনি সেই বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিলেন। অসভ্য নাগারা তাঁহাকে সদলে বিনাশ করিল। এই অত্যাচারে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ১৮৪৯ সালে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দুষ্কৃতিদিগের কথঞ্চিৎ দণ্ড বিধান করেন। ইংরাজেরা কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ১৮৫১ সালে সে স্থল হইতে প্রত্যাগত হই- লেন। এই সময় হইতে চৌদ্দবৎসর যাবৎ নাগারা ব্রিটিশ অধিকারে বিস্তর উৎপাত করে। অবশেষে এক বৎসরে অম্লান বাইশবার লুণ্ঠনাদি নানা অনিষ্ট করিয়াছিল এবং ৫৫ জনকে হত ও ১০ জনকে আহত করে। তদ্ভিন্ন ১১৩ জনকে বন্দীভাবে লইয়া যায়। অত্যাচারিদের ভয়ে সকলেই সশঙ্কিত; উত্তর কাছা- ড়ের বিচারপতি গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে, নাগা- দিগকে যদি বিশেষরূপে দমন না করা হয়, তা হইলে সত্বর তৎস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই পত্র পাইয়া গবর্ণমেণ্ট উত্তর কাছাড় অঞ্চ পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। কারণ নাগা দিগকে দমন করিতে হইলে আসাম গুলাস্থগী নাগা অবর এবং ভোটদের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃ হইতে হইত। যাহা হউক, সামাগুটিঙ্গে একজ দক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে এক দল সৈন্য স্থাপি হইল। তথায় ১৫০ জন পুলিসের লোক ছিল গবর্ণমেণ্ট এই অনুমতি করেন যে, যাবৎ আসা যাইবার পথ সুগম না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত কে সামাগুটিঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাই পারিবে না। এই বন্দোবস্তটী বার পর নাই ফলদ য়ক হইল। নাগারা ইংরাজ অধিকারে আসি আর উৎপাত করিতে সাহসী হইত না। নাগা গকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখিয়া ইংরাজে তাহাদের পল্লিগ্রাম গুলি পরিদর্শন করিতে আ করিলেন, নাগাদের অন্তর্বিবাদে মধ্যস্থ হই লাগিলেন। ১৮৭৪ সালে তাহারা বোসপর হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য অনে প্রাণনাশ করে। সে কারণ ১৮৭৫ সালে নাগা সঙ্গে আবার একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৬ সা পলিটিকাল এজেণ্ট পুনর্ব্বার নাগাদের গ্রাম ম প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহাকে আর প্রত্যাগ করিতে হইল না। তখন ইংরাজেরা নাগা অনেক গুলি গ্রাম দগ্ধ করিয়া দেন। পরন্ত বা রাও ইহার প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত উত্তর কা ড়ের ইংরাজ অধিকার ভুক্ত এক খানি গ্রাম করিয়া নূতন পলিটিকাল এজেণ্টকে বধ ক ১৮৭৮ সালে কোহিমা দিপতিমা এবং ওকা প্রভৃ স্থানে বিস্তর সৈন্য প্রেরিত হইল। এক বার না দিগের অনেক গুলি গ্রাম ইংরাজদের অধিকার ম পরিভুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ইংরাজদিগে কিছু সুবিধা হইল না। নাগারা অসভ্য; তাহা কৃষিকর্ম্ম করে না, তথায় বাণিজ্য নাই। গোলাঘ হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া পক্ষত্যাঙ্কলে ইংরাজ ক চারিদিগের দিন যাপন হইল, ইহাতেও আব সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিত। নাগাযুদ্ধে ইংরা দের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু নাগাদে কিছুই ব্যয় হয় নাই বলিলেও চলে। ইংরাজে পক্ষেই বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়, তত্তুলনায় নাগাদে কোন ক্ষতি হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। পার্ব্বতীয় প্রদেশ অধিকারে রাখিলে বহুকাল পর্য তথাকার আয়ে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। যাহা হউ নাগারা এখনও শান্তভাব ধারণ করে নাই। বৎসরও তাহারা বিস্তর উপদ্রব করিয়াছে।

...ন ইংরাজ অধিকারকে কুশলে ও সুখে রাখিবার ...ও নাগাদের শাসন করা নিতান্ত আবশ্যক। ...ন সেনাপতি অল্পকালে গমন করিয়াছেন, ...ঘটিক কি হয়।

জাপান।

...জাপানদ্বীপ ক্রমে একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য হইতে ...ন। তত্রবাসী ব্যক্তিগণ বিলক্ষণ [illegible] ...উন্নতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইউরোপীয় ...র ব্যবহার রীতি নীতি বিদ্যা ক্রমে জাপানে ...র্ত্তিত হইতেছে। জাপানীরা ইউরোপে শিল্প ...র্ব্ব প্রকার শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ...লিত করিতেছেন। বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সকল ...জাপানীরা যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছেন, ...ই অন্যান্য জাতিকে এখন বিস্মিত হইতে হয়। ...নিশ্চল, বিশেষতঃ ইউরোপের প্রতি চীন-...র বিদ্বেষীভাব। [illegible] ...কাশ করিতেছেন দেখিয়া চীনের কোপানল ...লিত হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় জাপানের ...চীনের মিত্রতা অধিক দিন থাকিবে না।

...ইংরাজির অনভিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই কৌতূহলা-...ন্ত হইতে পারেন, জাপান কোথায় তাহার পূর্ব্বা-...বস্থা বা কি প্রকার ছিল? কি প্রকারেই বা এই ...সময়ের সূত্রপাত হইল? বাস্তবিক এই প্রশ্নগুলির ...দের পক্ষে অসঙ্গত নহে। পাঠক-মহাশয়দিগের ...হল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমরা তাহার ...প্ত বিবরণ এখানে প্রকাশ করিতেছি। ভার-... পক্ষে সেই বৃত্তান্ত বিলক্ষণ উপকারী, সন্দেহ ...।

...চীনদেশের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রগর্ভে কতকগুলি ...জাপান রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সমস্ত ...র অধিবাসীরা অল্প দিন হইল পূর্ব্ব আচরিত ...রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার ...রে লইয়াছে। কিন্তু জাপানিদের অধ্যবসায় ...ও শ্রম এতাদৃশ যে, অল্প কাল মধ্যেই ...নানা বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া তুলি-... [illegible] পৃথিবীর সকল জাতিই অবাক হইয়া ...দের কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছেন। [illegible] নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, [illegible] সকলে আন্দোলন করিতে ...কেন। [illegible] সমস্ত ব্যক্তি বিশেষ বিদ্যাবু-... [illegible] কন্দিদে নামক এক জন [illegible] এক খানি সুবিস্তীর্ণ অভিধান ...শ করিয়াছেন। [illegible] অনেক সুশি-...ত লোক আছেন। [illegible] ভাষায় এক-...ন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলে। প্রকৃত পক্ষে "মিকাডো" এই শব্দটী কাহারও নাম নহে। সম্রাট জীবিত থাকিতে কেহই তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে পারে না, তজ্জন্য তিনি ঐ সম্মানসূচক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিকাডো শব্দের অর্থ সিংহদ্বার। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নাম মাত্র রাজা ছিলেন, বস্তুতঃ রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুই কর্ত্তৃত্ব ছিল না। পেশোয়া বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে শিবজির বংশাবলী যেরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামমাত্র রাজা ছিলেন, জাপানেও ঠিক তদ্রূপ রাজকর্ম্মচারিদিগের কৌশলে কেবল নাম মাত্র একজন সম্রাট ছিলেন। প্রকৃত তিনি সাক্ষী গোপাল ভিন্ন আর কেহই নন। তাঁহার কেহ নাম করিতে পারিত না, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। তাঁহার নিকটে কেহ যে যাইবেন সে যো ছিল না। স্বয়ং সম্রাট কোন প্রকার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যখন যে ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইতেন, তৎকালে তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া জাপানে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামও উপস্থিত হইত। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ফুজিওয়ারা বংশীয়দিগের হস্তে সম্রাটের তত্ত্বাবধানের ভার উপন্যস্ত হয়। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইত। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে টকুগাওয়া বংশীয়দের হস্তে নৃপতির ভার পতিত হয়। এই মান্যগণ শগুন বা টাইকুন নামে অভিহিত হইতেন। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্বংশোদ্ভব যোরাস্ত, যোমিৎসু, যোৎস্না, যোযোধী, যোসানা প্রভৃতি মন্ত্রীদিগের বুদ্ধি কৌশলে প্রায় আড়াই শত বৎসর জাপানে কোন প্রকার উপদ্রব বা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে পায় নাই।

সমগ্র জাপান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। মিকাডো তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাম মাত্র ছিল; ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিলেন বলিতে হইবে। অতঃপর, শোগুন বংশীয়েরা নৃপতির তত্ত্বাবধায়ক হইলে, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের করতলগত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে ত জাপানের রাজকার্য্য চলিতেছে, ইত্যবসরে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার রাজদূত পেরী সাহেব চারি খানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া জাপানের কূলে উপনীত হইলেন। বিনা অনুমতিতে নগরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নয়, অতএব পেরী সাহেব রাজসভায় এই সংবাদ দেন, যে আমেরিকাবাসিরা জাপানের সঙ্গে সদ্ভাবসূচক সন্ধি করিতে অভিলাষ করেন, ইহাতে রাজার ও রাজমন্ত্রীর মত কি? এই সমাচার পাইয়া রাজসভায় একটা মহা হুলুস্থূল ব্যা... পড়িয়া গেল। সকলেই সাত পাঁচ ভাবিতে লা...লেন; পরিণামে কি ঘটিবে তাহাতেই সক... আশঙ্কা হইল। অবশেষে অনেক বিবেচনায় ... এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল যে, পেরী সা... আগামী বৎসর আসিলে প্রস্তাবিত বিষয়ে জাপা...দের মত জানিতে পারিবেন। সুতরাং সে ... কিছুই শেষ হইল না। পর বৎসর আবার ... সাহেব সজ্জীভূত হইয়া জাপানে আসিলেন। ... সভায় পুনর্ব্বার ঘোর গোলযোগ পড়িয়া গে... বিদেশীয়দিগকে জাপানে স্থান দিতে কাহারও ... ছিল না। কিন্তু সন্ধি না করিলে পাছে আমেরি...বাসিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন সকলেরই এ আ... হইতে লাগিল। প্রায় আড়াই শত বৎসর জা...নের সমগ্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সম... মধ্যে প্রায় যুদ্ধ ঘটে নাই, তজ্জন্য যুদ্ধের আ...জনও ভালরূপ ছিল না। তথাপি কেহ কেহ ... মত প্রকাশ করিলেন যে, আমেরিকা ও ইউরো...বাসিদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তাঁহারা ...সায় ছলে আসিয়া শেষ সমস্ত দেশ গ্রাস ক... ফেলেন। অতএব অদৃষ্টে যাহা আছে তা... হইবে, বিনা যুদ্ধে স্থান দেওয়া কিছুতেই ক... নয়। কিন্তু আর কতকগুলি লোকের সে মত ... না। তাহারা বলিলেন, সম্প্রতি আমেরিকা ...দিগকে স্থান দিয়া তাঁহাদের নিকট শিল্প ও রণ...শল শিক্ষা করা আবশ্যক। পরিশেষে উহাদি... দূরীভূত করিলেই হইবে। এই মতটীই সক... অনুমোদিত হইল। পেরী সাহেবের সঙ্গে ... হইয়া গেল।

এই সন্ধির পর কোন কোন ইউরোপীয়রা... ক্রমে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহা... সঙ্গেও সন্ধি হইল। এই সমস্ত সন্ধি স্থাপনের ... জাপানে নানাবিধ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। রাজম... যোযোধীর সহসা মৃত্যু হইল। উপর্য্যুপরি ভূমি... হইতে লাগিল। সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া দেশ ... প্লাবিত করিল। পর্ব্বতচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ... নগর ও গ্রাম দগ্ধ হইতে লাগিল। রিড্ সা... বলেন যে, এই সমস্ত উৎপাতে প্রায় ছয় ... ক্রোশ স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছি... সম্বৎসরের মধ্যে জাপানে অন্যূন আটবার ভূমি... হয়। জেডো নগরে ভূকম্পে ১৪০০০ চৌদ্দ হা... গৃহ ও ব্যবসায়ীদের ২০০০ দুই হাজার গুদা... এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ১০... এক লক্ষ চারি হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ... দেশীয় ডায়ানা নামক একখানি জাহাজ ... এ প্রকার সংঘর্ষিত হয় যে, নিমিষাবধে ...

খণ্ড হইয়া যায়। পর বৎসর আবার জেড্ডো
র প্রবল বাত্যাযোগে ১০০০০০ এক লক্ষ
কের প্রাণ নষ্ট হয়। দুই বৎসর পরে বিসূচিকা
গে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।
রাজমন্ত্রী বিদেশীয়ের সঙ্গে সন্ধি করিলেন বটে,
সে সন্ধি বিশেষ ফলদায়ী হইল না। বিদে
দিগের প্রতি জাপানিদের বিজাতীয় ঘৃণা থাকিয়া
। তাহারা গৃহের বহির্গত হইলে জাপানিরা
গুই শিরশ্ছেদ করিত। কোন জাপানী বিদে-
দের কর্ম্মচারী হইবে যে, এমন যো ছিল না।
ানবাসীরা তাহারও সমুচিত দণ্ডবিধান করিত।
দের লোকে ইংরাজদিগের কুঠি দুই বার আক্র-
করে। এই সকল অত্যাচারে রাজকর্ম্মচারি-
র কোন উদ্বেগ ছিল না।
ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য খাদ্য সামগ্রীর
রিক্ত রপ্তানি হওয়ায় সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া
। ১৮৫৯ সালে চাউলের মণ ১৷০ এক টাকা
আনা ছিল। ১৮৬৯ সালে সেই চাউলের মূল্য
র টাকা হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কারণে
ানবাসিরা বংশপরোনাস্তি উত্ত্যক্ত হইয়া যে
কর্ম্মচারিরা সন্ধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের
বিনাশে উদ্যত হইল। পরিশেষে গৃহবিচ্ছেদে
গুনাবংশ একবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। দস্য
। আত্মীয়তা দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। সক-
ই উগ্রমূর্ত্তি, সকলেই রুধির পিপাসায় ক্ষিপ্ত
। মৃত্যুকালে সকলেই এই আক্ষেপ করিতে
ন যে,—"শত্রুনির্য্যাতন করা হইল না।"
ালে জাপানিদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র
না। বৈরনির্য্যাতনে তাহাদের যে কীদৃশ স্নেহ
জিঘাংসা বৃত্তি যে কত প্রবল, তাহা এই বাক্যে
রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হ্যাই বংশের পূর্ব্ব-
মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—"জন্ম হইলেই
অপরিহার্য্য। মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও
তি নাই। সুতরাং আমি মরি তাহাতে খেদ
। পৃথিবীতে আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, আমি
টের মাতামহ। সম্রাটের নামে অনেক দিন
করিয়াছি। আমার এই মাত্র খেদ যে,—
শত্রু মিনাম ওটোর ছিন্ন মস্তক না দেখিয়া
াকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। মৃত্যুর পর কেহ
ার সৎকার না করে। আমার জন্য শ্রাদ্ধ
র প্রয়োজন নাই; মিনাম ওটোর ছিন্ন মস্তক
ার মৃত দেহের নিকট রাখিলেই আমি সদ্গতি
করিব। আত্মীয় স্বজন সকলকেই বলি-
, মুমূর্ষু কালে এই বাক্যে কেহ অবহেলা
করে।
জাপানের অন্তর্বিবাদানল ১৮৬৮ সালে নির্ব্বাণ

হইল। সম্রাট দেখিলেন, জাপানের কিছুতেই মঙ্গল
নাই,—রাজ্য একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিল।
তিনি সমস্ত রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।
মন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের অধিপতিরা দেখিলেন
যে, ঐক্য ভিন্ন কোন জাতি বলবান হইতে পারেন
না। জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকিলে
কোন কালে একতাও হইবে না, সুতরাং সকলেই
আহ্লাদপূর্ব্বক পূর্ব্ব সম্রাটের হস্তে রাজত্বার সম-
র্পণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত জাপান একীভূত
হইয়া অশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য হইতে লাগিল।
সম্রাট, বিদেশীয় সকল জাতিকে জাপানের সঙ্গে
বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। বহুসংখ্যক যুব-
কাকে ইউরোপ ও আমেরিকায় বণকৌশল শিল্প
চাতুরী বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবার
নিমিত্ত পাঠাইলেন। অধিক দিনের কথা নয়,
দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কিছুই ছিল না। কেবল
জাপানবাসিদিগের নিজের উদ্যোগে আজি তথায়
রেলওয়ে, তাড়িতবার্ত্তাবহ, ডাকঘর ও বিদ্যালয়
সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৭ সালে জাপানে সর্ব্ব
সমেত ২৫৪৬০ পঁচিশ হাজার চারি শত ষাইটী নিম্ন
শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায়
৬০০০০ ষাট হাজার শিক্ষক ছিলেন এবং ২০০০০০০
বিশ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এতদ্ভিন্ন ৩৭৯ তিন
শত উন আশিটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও টোকিও
নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনা-
ধিক ১০৮০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ঐ সমস্ত ছাত্র,
রাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা
করে। শিক্ষকেরা দুইটি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে উপদেশ
গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত বিদেশীয় ভাষা
শিখিবার নিমিত্ত ২৮ আটাইশটি অপর বিদ্যালয়
আছে। তথায় ফরাসী জর্ম্মন ইংরাজি এবং চীন-
ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা
প্রতি বৎসর বিলক্ষণ বাড়িতেছে। সম্প্রতি জাপানে
৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ রেল হইয়াছে। আর তিন শত
ক্রোশ সত্বর প্রস্তুত হইবে।

এক্ষণ জাপানে সর্ব্বসমেত ৬৯১ টী ডাকঘর,
৭০৩ টী পত্র দিবার বাক্স; এবং ৮৩৬ জন টিকিট
বিক্রেতা আছে। ১৫০০০ পনর হাজার ক্রোশ
ডাকের যাতায়াত হইয়া থাকে। ১৮৭৪ সালে
১৭০০০০০০ খানি পত্র, এবং ১৮৭৬ সালে ৩০০০০০০০
খানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মত
জাপানের ডাকঘরে মণি-অর্ডারের প্রথা চলিত
আছে। জাপানের লোকসংখ্যা ৩৪২৬৫৩২০।
রাজস্ব ১২৩০০০০০০ টাকা।

পাঠক! দেখুন বার বৎসরের মধ্যে জাপানের
কি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিজের উদ্যোগ না থাকিলে

কিছুই হয় না। পুরাতন সংস্কারের দাস হইয়া থাকি[illegible]
আজ কাল কেবল অধোগতি ভিন্ন উন্নতির প্রত্যাশ[illegible]
থাকে না। তুরস্ক, পারস্য, ভারত ও চীনে
কেবল দুর্গতি বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের ধনা[illegible]
ভূস্বামিগণ ১/ এক বিঘা জমির নিমিত্ত প্রাণ সমর্প[illegible]
করিবেন তবু স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির দি[illegible]
পদার্পণ করিবেন না। জাপানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ[illegible]
গুলির অধিকারিগণ স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত অম্লা[illegible]
বদনে নিজ নিজ স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভার[illegible]
বর্ষের অধিবাসী হইলে সেটী ঘটিত না। সম্র[illegible]
তদ্রূপ প্রস্তাব করিলে কত সভা হইত, কত দরখা[illegible]
পড়িত—শত বৎসরেও সে গোল মিটিত না, কস্মি[illegible]
কালেও দেশের মুখ উজ্জ্বল হইত না। ভারতবা[illegible]
ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেই জাপানের অনুকর[illegible]
করুন। যত্নবান হইয়া শিল্প বিদ্যা বিজ্ঞানশাস্ত্র শি[illegible]
করুন, মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যো[illegible]
হউন।

দেশের উচ্চশিক্ষার পথ বাধক কি না

১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible]
শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেলের নিকট উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে[illegible]
যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রের অনুসারে কিরূ[illegible]
কার্য্য হইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবার [illegible]
কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। এই শিক্ষা[illegible]
কমিশন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হওয়াতে অনেকে[illegible]
আশঙ্কা করিতেছেন যে অতঃপর বুঝি গবর্ণমে[illegible]
দেশীয়দিগের শিক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য ক[illegible]
বেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কেবল ক[illegible]
জনকতক প্রজাকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা গবর্ণমে[illegible]
ন্টের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে। আমরা এ যুক্তি [illegible]
বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। বাস্তবি[illegible]
[illegible] সংবাদপত্র ও সভাসমাজে গবর্ণমেন্টে[illegible]
[illegible] জনকতক মাত্র প্রজাকে উচ্চশিক্ষা প্রদা[illegible]
করিবার প্রতি প্রতিবাদ করা হইয়া আসিতেছে। আ[illegible]
[illegible] সাধারণ দেশীয় প্রজাকে উচ্চশিক্ষা দান ক[illegible]
[illegible] সাধারণ হইলেও সাধারণ লো[illegible]
তাহা লাভ করিতে ও তাহার ফলভাগী হই[illegible]
পারে না। অতি প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীসদে[illegible]
গবর্ণমেন্টের সাহায্যে অধ্যাপককে উচ্চতর শি[illegible]
প্রদান করা হইত। ভারতবর্ষের ধনী ও রাজা[illegible]
টোলের অধ্যাপকদিগকে উচ্চশিক্ষা দানের সাহা[illegible]
করিতেন। ফলতঃ রাজ্যের যাবতীয় প্রজাই যে উ[illegible]
শিক্ষা লাভ করিবে ইহা সম্ভাবিত নহে। সুত[illegible]
যে অল্পমাত্র লোক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহা[illegible]
প্রজাসাধারণের মুখপাত্র এবং গবর্ণমেন্ট ও প্রজা[illegible]
প্রজার মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকেন। উচ্চশি[illegible]

...াদে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ঐ সভা অধি-
...এ হইবার পূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল যে, ডাইস-
...রেমান বাবু বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরল
...র পেইন সাহেবের কৃত মন্তব্য লিপির মর্ম্মানু
...র স্থানীয় চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডরের পদটী
...ইয়া দিবেন ও তৎপরিবর্ত্তে মাসিক তিন টাকা
...নের একজন চাকর রাখিবেন ও চিকিৎসালয়
...ন্য অন্যান্য খরচ পত্রও কিছু কিছু কমাইয়া
...ন এবং সুযোগ বুঝিলে উক্ত চিকিৎসালয়ের
...ানা নেটিভ ডাক্তার বাবুকে বিদায় দিয়া তৎপদে
...জন মনের মত প্রিয় ডাক্তার নিযুক্ত করিবেন,
...কমিশনর বাবুদের ঐকমত্যে, ঐ সভায় অধি-
...সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত করিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত
...ৎসালয়ের কার্য্য প্রণালী পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিত
...ল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, [illegible]
...ল মঙ্গলবতী দৈপায়ন হ্রদে আপাততঃ লুক্কায়িত
...র রহিল। ফলতঃ এই সভায় আর একটী
...ই নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে, অতঃপর
...ৎসালয়ের ব্যবহারার্থ ঔষধাদি অর্থ দিয়া গবর্ণ-
...টের নিকট ক্রয় করিতে হইবে না। সুলভ
... অকৃত্রিম ঔষধ যেখানে পাওয়া যাইবে,
...ৎসালয়ের অধ্যক্ষগণ সেখান হইতেই ঔষধ
... করিতে পারিবেন। তবে যে সকল ঔষধ
... করিতে হইবে, তৎসমূহের একটী তালিকা
...ত করিয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন দ্বারা তাহা
...রিষ্ট করাইয়া আনাইতে হইবে।

...এবার সুরাগড়ে ঘরে ঘরে জ্বর প্রবেশ করি-
...। প্রত্যেক গৃহস্থের প্রায় সকলেই পীড়িত
...রোগাক্রান্ত। স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের একাদশ
...াতি বটে, কিন্তু [illegible] যে দলে প্রাণে মারা
...তে লাগিল! গবর্ণমেণ্ট এক ড্রাম [illegible]
...র কয়েক জন নেটিভ ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়া-
..., তাঁহাদের চিকিৎসায় ও ঔষধে রোগীর
... মাত্র উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভাগলপুর।

এখানকার আদালতে সম্প্রতি যে একটী মক-
... হইয়া গিয়াছে, তাহাতে "মরা হাতী লাখ
...।" এই চিরপ্রচলিত বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ
...য়া দিতেছে। হাতী মরিলেও লক্ষ টাকা না
...ক, স্থান-বিশেষে এত অর্থের খবর লইয়া থাকে।
...য়রদের বিদিতার্থ আমরা সেই মকদ্দমাটীর স্থূল
...াস্ত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতাবাসী প্রসিদ্ধ ধনী বাবু গিরীন্দ্রনাথ
...বের পীরপৈঁতির ৬।৭ মাইল পশ্চিমে [illegible]
...গণ্ডা নামে একটী বিস্তৃত জমিদারী আছে। সেই জমিদারীর সদর কাছারি বলবড্ডায়। কয়েক মাস গত হইল, সেই বলবড্ডা হইতে একটী বৃদ্ধ হস্তী কার্য্যবশতঃ কোন স্থানে গিয়া প্রত্যাগমন সময়ে পীরপৈঁতিতে হস্তী-লীলা সম্বরণ করে। হাতীকে আপন জমিদারীতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে বলিয়া, জমিদারীর নায়েব হাতীটাকে সেই স্থানেই কবর দিতে অনুমতি দেন।

ঐ দিকে পীরপৈঁতি, ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব উইলিয়ম্ গ্রাণ্ট সাহেবের ইজারা-ভুক্ত। [illegible] সাহেব পীরপৈঁতি কুঠির কর্ম্মকর্ত্তা। কিছু দিন পরে কবর দেখিলেন, কেহই আর হস্তীর অনুসন্ধান করে না। তখন তিনি বেওয়ারিস সম্পত্তি ভাবিয়া কতকগুলি হাড় তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। জমিদারীর নায়েব ইহা জানিতে পারিয়া প্রথমে হাড় চাহিয়া পাঠান; কিন্তু না পাওয়াতে অগত্যা আদালতে সাহেবের নামে ১০/ যোগ হাড় ৩০ টাকার দরে ৩০০ শত টাকার দাবী দিয়া অভিযোগ করেন। বিচারে ৩০০ শত টাকার স্থানে ৫ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন! এখন শুনিতেছি, মকদ্দমা আবার চলিবে। হাতীর মরিয়াও সুখশান্তি হইল না।

পীরপৈঁতি ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেসন মাষ্টার এক জন যথার্থ ভদ্রলোক। তাঁহার আগমনে সকলেই সুখী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার উপর অনেক লোকের বিরাগ হইয়াছেন। বুঝি তাঁহাকে অকারণ তল্পি-তল্পা লইয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। যদি সত্য সত্যই [illegible] প্রমাণ না লইয়া রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন; তবে তাঁহার প্রতি অবিচার প্রদর্শন করা হইবে। আমরা আশা করি সেরূপ কখনই হইবে না। এস্থলে তাঁহার দোষের কথা একটু বলা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, তিনি সাহেবের সম্মুখে উলঙ্গ গাত্রে স্নান করিয়াছিলেন! ও তাঁহার দ্রব্য ষ্টেশন মাষ্টার [illegible] ভাবি দিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চই করিয়া বলিতে পারেন নাই মাত্র!

মাড়োয়ারি জাতির একতা বড় প্রশংসনীয়, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বরাহাটে বহু কালের দুটী হাট আছে। একটীতে ব্যবসায়ের দ্রব্য চাউল, তিসি, গুড় ইত্যাদি। অন্যটীতে তরকারী ও অন্যান্য ফলমূলাদি বিক্রীত হয়। যেখানে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়, তাহার নাম গিরোজপুর, ইহা মতিহারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের সময়ে ইহাতে প্রত্যেক হাটে ৭০০০০।৭৫০০০ হাজার মণ বিক্রীত হয়, অন্যটী বরাহাটে পীরপৈঁতির অধীন। বরাহাটেই ২৫।৩০ ঘর মাড়োয়ারি বাস করে। সম্প্রতি পীরপৈঁতি কুঠির সাহেব এক জন
মাড়োয়ারির নামে বাকি খাজনার অভিযো...
করিয়া ডিক্রী করায় সকল মাড়োয়ারি অপ...
বোধ করতঃ পরামর্শ করিয়া ও সকলকে পরা...
দিয়া বরার হাটটী উঠাইয়া দিয়াছে। যে ...
প্রতি হাটে ৬।৭ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়, ...
হাটে এক দিন জনপ্রাণীরও সমাবেশ হয় না...
ইহাতে পৈঁতির সাহেবের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে...
এই ক্ষতি নিবন্ধন বোধ হয় আগামী ক...
একটী ভীষণ কাণ্ড হইয়া যাইবে। যাহা ...
মাড়োয়ারির একতার ধন্য।

আজকাল অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য পূর্ব্ববৎ। ...
স্থিক ধান্যও আশানুরূপ। বাজার দর মন্দ নহে...

কেন্দ্রাপড়া—২০।১১।৮১।

কয়েক বৎসর হইল, কটক নগরে একটী ...
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ক...
এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হয় নাই। ...
বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবর্গকে পুরস্কার বিতর...
নিমিত্ত কটকের কালেক্টর গৃহে গত ১৮ ই কা...
এক সভা হইয়াছিল।

সভাস্থলে কমিশনর সাহেব, ডাক্তার ষ্টু...
সাহেব, তিন জন ইংরাজ মহিলা, মিস্যোনের ...
ও কতিপয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। দুঃ...
বিষয় এই যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনে...
অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ ছাত্রীদিগের ক...
পাঠের পর তাহাদিগের সূচীকর্ম্ম প্রদর্শিত ...
তৎপরে কমিশনর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করে...
৪০ টাকা মূল্যের রূপার ফুল, পশম, পুত্তলিক...
ছবি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মিস্যোন...
৬টী রূপার কর্ণফুল পুরস্কার দিয়াছেন। পরি...
কমিশনর বালিকাদিগের বিবাহের পর তাহা...
শিক্ষাবিষয়ে সাধারণকে মনোযোগী হইতে ব...
এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে সাধারণে যাহ...
যত্নবান হন তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ...
বিদ্যালয়ে এক্ষণে ২৫টী ছাত্রী পড়িতেছে। গবর্ণ...
ইহাতে মাসিক ১৫ টাকা সাহায্যদান করেন ...
১৬ টাকা চাঁদা উঠে। এই ৩১ টাকার মধ্যে ৩০ ...
মাসিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়-গৃহ নি...
ণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত চাঁদা উঠিয়াছে।

কেন্দুঝরের রাজা	৫০০ টা...
চৌধুরী কৃত্তিবাস দাস	৩০০
রাজা শ্যামানন্দ দে	২৫০
অন্যান্য ব্যক্তি	৫০
	১১০০ টা...

তালচেরের রাণী মহোদয়া ছাত্রীদিগকে পু...
দিবার নিমিত্ত বার্ষিক ২০ টাকা দিতে স্বী...

চেন। এক মেম ছাত্রীদিগকে সূচিকর্ম ইতেছেন। তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুই জন ক নিযুক্ত আছেন। কলেজীএট স্কুলের হেড র বাবু রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যালয়ের দক। তাঁহার যত্নে ইহার কার্য্য আজ কাল রূপ চলিতেছে।

উড়িষ্যার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছে। র মধ্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ের কিছু প করিতেছি। বর্ত্তমান বর্ষের মৃত্যুসংখ্যা বর্ষ অপেক্ষা অধিক। যথা,—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৩০১৯১ জন	৩৪১১৭ জন
পুরী	১৩৮৬৪	১২৪৮৬
বালেশ্বর	১৯৬৫৭	১৬১৪২
মোট	৬৩৭১২	৬২৯৯৬

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, এ বৎসর লোকের পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা মন্দ। যদি বালেশ্বরে পূর্ব্ব অপেক্ষা এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যা কম, তথাপি বালেশ্বরের লোক সংখ্যার প্রতি শত করা জন হওয়াতে সন্তোষজনক নহে। কটকে শত দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ওলাউঠা অনেক কম, তজ্জনিত মৃত্যু ও পূর্ব্ব অপেক্ষা অল্প। যথা:—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৪১৬০ জন	২১৮০ জন
পুরী	১৭৬৬	৩৫৭২
বালেশ্বর	৬০৪২	১১০৫
মোট	১২০৭১	৭০৫৭

ওলাউঠা রোগ যেমন কম, বসন্ত সেই পরিমাণে । উহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে:

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৩১৬	৫৭৬৪
পুরী	১৫১	৪৮৯৯
বালেশ্বর	১৭২	৫৪৯
	৬৩৯	১১১৯২

যাজপুর সব ডিবিজনে জ্বর ও অন্যান্য রোগ ক হইয়াছিল।

কটক জেলার অন্তর্গত মারসাঘাই ডাকঘর টী পোষ্ট মাষ্টার মনি অর্ডরের টাকা হইতে ২৫০ কা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উহা প্রকাশ হও-তে তিনি স্বদেশে পলাইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথমধ্যে ধৃত হইয়াছেন।

এ অঞ্চলের শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। শস্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। ধান চাউল খুব রা দরে বিক্রীত হইতেছে, প্রায় কোন সামগ্রী র্ঘ্য নহে।

কামার্দা হইতে জগন্নাথ সড়ক পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার অবস্থা ভাল নহে রাস্তার দুই স্থানে খাল আছে। এক স্থানে সাঁকো হইয়াছে, আর এক স্থানে সাঁকো না হও যাতে লোকের যে কি প্রকার কষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এমন দিনে সেখানে নৌকা ও নাই যে লোকে পার হয়। সুতরাং পদব্রজে পার হও য়াতে বিষম কষ্ট হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ বৎসর ছাত্রবৃত্তি এবং মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পরীক্ষার সাহিত্যের প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। আমরা জানি মধু বাবু ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের পরীক্ষক। তিনি একজন বিবেচক লোক হইয়া ছাত্রদিগকে কেন যে এরূপ কঠিন প্রশ্ন দিলেন, আমরা ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। বৈতালী, বিলাস এবং বসকল্লোল প্রভৃতি হইতে বিষম কঠিন প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। এই কারণে অনেক বালক এবার বোধহয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

ডেপুটি কালেক্টর আসিষ্টান্ট সারজন বাবু বিজয়-কুমার চক্রবর্ত্তী তিন মাসের অবকাশ পাইয়া স্বদেশ যাইতেছেন। কেন্দ্রপাড়ার কানুনগোকে কোন সরকারি কাগজ দেওয়ার বিলম্ব হওয়ার দোষে একটিং কালেক্টর গ্রান্ট সাহেব কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন, ও আবগারী দারোগাকে পাশ চালাইবার অপরাধে ৬ মাস সসপেণ্ড করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কমিশনর সাহেবের কাছে আপীল করাতে কমি-শনর সাহেব কানুনগোকে ৩ মাস এবং দারগাকে ৩ তিন মাস সসপেণ্ড করিবার আদেশ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রান্ট সাহেব বড় কঠিনহৃদয়। তিনি এক জন নকলনবিশকে অন্য কোন কসুরে কর্ম্ম চ্যুত করিয়াছেন। আপীলে কমিশনর সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের বালেশ্বরের অন্তর্বর্ত্তী বালিয়া-পাল থানার এলাকায় একটী ভয়ানক ব্যাপার ৮।৯ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে ক্রোধপরবশ হইয়া এক চাপড় মারে। বালক সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে। একণে সেই স্ত্রীলোকটী ধৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যা রেলওয়ে হওয়ার নিমিত্ত এদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে অংশীদার করিবার অভিপ্রায়ে কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে বঙ্গদেশ হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করি-তেছেন।

বর্ত্তমান ঋতুর পরিবর্ত্তন হওয়াতে আকাশ মেঘের সঞ্চার দেখা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের এরূপ দয়ার কার্য্য দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। উক্ত মহাত্মা স্বব্যয়ে ডাক্তারি ঔষধ আন এবং একটী নেটীব ডাক্তার রাখিয়া এ স্থানের দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয় লোকের উপকার হইতেছে ব

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ে মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয় দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর কর যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোদ পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা কর তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্র তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর আনা আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তকাল কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যা শাঁখারিটোলার বাবু সাতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চ পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার ক ছেন অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহ জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও ক মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা, ও কি ত্যয় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি

র টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে বদিল ...বেন।

—:•:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে ...শ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে ...্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ... হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব ...ষণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার ...ত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত ...করে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৬০।০ ... ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত ...ল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর ...ব সহ প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ... মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম...ল ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ ...ালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, ...ার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে ... হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

...রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে ...র ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, চন্দ্র-...লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রক-... কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও ...রূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা ...তে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা ...াবার করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল ... লিখিতে হইলে গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে ...ন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

...শ্চঃ—" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !! ...যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, ...কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, ... ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, ...আয়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা ...ণঃ—ইত্যাদি।

... পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য ... রাহা খরচ ১৸৶০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

কলিকাতা নর্থসুবর্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-কৃত করিতেছেন।

মল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানেন্দ্র প্রসাদ এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব-প্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, হড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক... থাকেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য— বড়বাজার

" " কৃষ্ণবিহারি রায়—জামালপুর

" " ঘনশ্যাম চৌধুরী—বগচর

" " শিবিনবিহারি শেঠ—শ্রীপুর পোষ্ট ...

" " কামিনীকুমার পাল—কালীগঞ্জ থানা ...

" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—বল্লভপুর

" " অন্নদাচরণ রায়—মাণিকপুর

" " কৈলাসচন্দ্র সেন—পাবনা

" " সুরেশনাথ বসু—পীরগঞ্জ

" যশোহর পবলিক লাইব্রেরী—যশোহর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵... আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেলা... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং " ৪ সংখ্যা

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৮ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ১২ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ প মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

বিজ্ঞাপন

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি ... ত কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ... াশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে ... ত্তত্ত্ব সাময়িক প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট ... প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক ... ডাক মাশুল সমেত ৩৷৷০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি ... ফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি-... । বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের ... শ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সদ্ব ... ন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা ... শত করা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া ... কি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে ... স্থ বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদি-... ক পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ... আমাদের ... এবং ... ার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যলাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মল-... ইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন ... য়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছাঁদের ও দেখিতে অতি ... র হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালা-... য় কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর ... ার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত ... য়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ ... খাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার ... কটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক ... টি ... পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ ... দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া ... বেন।

১২৮৮ সাল ... শে অগ্রহায়ণ } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কর্ম্মখালি।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, হরিনাভি ... সং বিদ্যালয়ের ... শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। ... সিক বেতন ... । যাঁহারা প্রার্থী হইবেন ... ারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান-... মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন। ... ারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের আবে দনই সবিশেষ আদৃত হইবে। উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সৎ চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তাঁহাদিগের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রেরিতপত্র

"ব্যয় ও সময়।"

মহাশয়! আমরা উদরান্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আসিয়াছি? ক্ষুদ্রহৃদয়ে যখন এই ভয়ানক চিন্তা প্রবলবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে তাহা মাদৃশ জনে অনায়াসেই অনুভব করিবেন। হৃদয়ে এই ভীষণ উদ্‌যম-তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া যখন নীরবরূপে মস্তক ক্ষরে দিয়া বহির্গত হইতে থাকে, জগতে এমন সুহৃদ্ কে আছে যে চিরকালমধ্যে আমাদের এই সামান্য হৃদয়ের ভীষণ উদ্‌যম-তরঙ্গ দূর করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় অনেকেই বলিবেন উপস্থিত সময়ে হৃদয়ের এই ভীষণ উদ্‌যম অচিরকাল মধ্যে বিদূরিত করিতে তাড়িৎবার্ত্তাবহ বিভাগকে যেরূপ সুপারগ বলিয়া অনুমিত হয়, অন্য কোন বিভাগই তদ্রূপ নহে। তুমি যত দূরদেশে থাক না কেন, এই বিভাগ অনতিকালমধ্যে তোমার আত্মীয়স্বজ-নের শিবসংবাদ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করিবে। ভাবিয়া দেখ কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় ইংলণ্ড! ডাকবিভাগের দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিতে হইলে কত সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু যখন দেখিবে ডাকযোগে ভারতের সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিতে হইলে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাড়িৎবার্ত্তাবহ-যোগে তাহার শতভাগের এক ভাগও আবশ্যক হয় না, তখন এরূপ উত্তর কতদূর সত্য তাহা অনায়াসেই অনুভব করিবে। সত্য বটে, যে অবধি চপলা মানবের বার্ত্তাবহন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সে অবধি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল ইহার দ্বারায়ই প্রেরণ করা হইয়া থাকে; কিন্তু এ সুবিধা যে আপামর সাধারণ সক-লেই সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, তাহা পারে না। যাহাদের অর্থ আছে এ সুবিধা তাহাদেরই জন্য। যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। কারণ এক টাকার নিয়ে কোন স্থানেই কোন সংবাদ প্রেরণ কি... পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা সাধারণের উপক... আইসে না। যাহা সাধারণের উপকারে স... আইসে না, তাহার যে কোন গুণ থাকুক না ... ডাকবিভাগের গুণের সহিত তাহার সমত্ব হ... পারে না। বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ বিভাগের কার্য্যাপে... ডাকবিভাগের কার্য্য কথঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, ... উক্ত বিভাগের কার্য্যাপেক্ষা ডাকবিভাগের কার্য্য ... অল্পব্যয়সাপেক্ষ তাহা আপামর সাধারণ সকল... একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। সত্য ... আজকাল তাড়িৎবার্ত্তাবহ বিভাগ ডাকবিভা... অসাধারণ উন্নতি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া পূ... পেক্ষা যৎকথঞ্চিৎ ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন। ... ডাকবিভাগের ন্যায় এক পয়সায় অপরি... বার্ত্তা কখনই বহন করিতে সক্ষম ... পারিবে না। আরও ইহার যে কেবল বা... সংখ্যানুসারে মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে ... নহে, এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে ... থাকিয়া চপলার বাহিত সংবাদ গ্রহণ ক... থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থান হইতে দূ... প্রাপকের বাসস্থান সার্দ্ধদ্বয় ক্রোশের অ... হইলে, তাহা তাঁহারা আপন কর্ম্মচারীর ... প্রেরণ করেন না। প্রেরক যদি স্বয়ং ... প্রকার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে সেই ... চার তাঁহারা সেই বন্দোবস্ত অনুসারে ... কর নিকট প্রেরণ করেন, অন্যভাবে তাঁ... এই মহোপকারী ডাকবিভাগের হস্তে ন্যস্ত ক... নিশ্চিন্ত হন।

তুমি যে এক টাকা চপলা কর্ত্তার নি... প্রদান করিলে, তাহার জন্য তাঁহাদের ... চিন্তাই নাই। কি চমৎকার বিচার! আমা... মহোপকারী ডাকবিভাগ দেখ, তোমার নি... একটী পয়সা গ্রহণ করিয়া তোমাকে একখানি ... দিলেন। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তুমি তাহাতে লিখি... তাঁহারা তোমার সেইখানি বহন করিয়া তো... অভীপ্সিত স্থানে লইয়া গিয়া প্রাপকের হস্তে প্র... করিলেন। প্রাপকের বাটী ডাকঘর হইতে ... ক্রোশ অন্তর হউক, আর দশ ক্রোশ অন্তরেই হ... তাহার প্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন ... কারী কি অন্য কোন বিভাগ হইবে? দেখ ... এই সকল সংবাদপত্র, এক আনা টিকিটে যা... তাহাতে বৎসরে তিন টাকা দিতে হইত। ... টাকা মূল্যের কোন সংবাদপত্র গ্রহণ ক... হইলে ছয় টাকা ব্যয় হইত। তজ্জন্য ... কেই সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন ... ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পা...

তে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্য সাধা চিঠির নিয়মে সংবাদপত্র গ্রহণের নিয়ম লেন। ইহাতেও তাঁহাদের মহতী ইচ্ছা না হওয়াতে সম্প্রতি এক পয়সায় সংবাদ- প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। বটে শেষ নিয়মে এখনও কিঞ্চিৎ গোলযোগ হ, কিন্তু তাহা যে দীর্ঘকাল থাকিবে না, তাহা বিভাগের পূর্ব্বাপর কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা লে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ কথায় কথায় উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন তেছেন, সে বিভাগ যে এই সামান্য গোলযো- প্রতিবিধান করিবেন না তাহা কোনক্রমেই স হয় না কারণ ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা তবাসীর অবস্থা যেমন সুন্দররূপে অবগত াছেন, গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত কোন বিভাগই প জানিতে পারেন নাই। ডাক বিভাগের গবর্ণমেণ্টের অপরাপর বিভাগ আমাদের প্রকৃত রা অবগত হইলে কি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত ন করিতে হইত? তদ্ভিন্ন সকল বিভাগই াদিগকে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে দেখিতে তেছেন। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছন্দের হইলে সম্পাদকদিগকে, গ্রাহকের দোষে কাগজ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইত? সংবাদ র বহুলপ্রচার যত দিন দিন বৃদ্ধি হইবে, ই যে তাহার এবং সমাজের উন্নতি সাধিত ব, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পি যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হয়, তাহা তে পারিতেছেন না; ভারতবাসীর দুরবস্থাই মাত্র কারণ। আমাদের এই দুরবস্থার য যিনি আমাদের অভ্যুদয়ের জন্য অশেষপ্রকারে করিবেন, তিনি যে সমগ্র ভারতবাসীর ধন্য- বাদ পাত্র হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ । এইত গেল কাগজ পত্রের কথা, এক্ষণে এক দ্রব্যাদি বহনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। ারিক বিভাগ দ্বারা উহা কস্মিনকালেও হইতে বে না। যাহার যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে াইবার ইচ্ছা, এই ডাকবিভাগ দ্বারা সে তাহা সেই ন পাঠাইতে পারে। উপস্থিত সময়ে এই বিভাগ ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে ইহাকে পুরাকা- কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বৃক্ষের নিকট যেমন যাহার যাহা প্রয়ো- হইত, সে তাহাই প্রাপ্ত হইত। এই বিভাগও ইরূপ, যাহার যাহাতে প্রয়োজন তাহার তাহাই ণ করিয়া দিতেছে। এমন অশেষগুণসম্পন্ন- ভাগ কি আর আছে? সমাচার, টাকা, দ্রব্য, দারীর যাহা প্রয়োজন, তাহাই এই বিভাগ স্বল্প

ব্যয়ে সম্পাদন করিতেছে। ইহার সহিত কোন বিভাগেরই তুলনা হইতে পারে না। এই জন্য আমরা নিরতিশয় আগ্রহের সহিত ডাকবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এই বিভাগের "বার ও সময়" নামক দোষদ্বয় বিদূরিত হয়, তাহা করা আবশ্যক হইয়াছে। এই দোষ দুইটা দূর হইলে যে এই বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই দুই দোষ বহুকাল হইতে এই বিভাগে নিয়ম- রূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এতৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এক্ষণে আর উহা রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে বিভাগ প্রতি কথায় অসীম উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, সে বিভাগে এবম্ভূত অনায়াসত্যাজ্য সামান্য দুটী দোষ থাকা আর ভাল দেখায় না। যদ্যপি রবিবারে ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীরা এক- কালে অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সেই অবসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম না। উক্ত বারে তাঁহাদিগকে যখন কথঞ্চিৎ সম- য়ের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, তখন আর কতকগুলি কার্য্য উক্ত দিবস বন্ধ রাখি- বার প্রয়োজন কি? বোধ হয় ইহাতে যে লোকের কোন ক্ষতি হয়, ডাকবিভাগ তাহা মনে করেন না। কিন্তু আমরা ইহার দ্বারা যে লোকের ক্ষতি হইতেছে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মনে কর রাম স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার পাইবার জন্য যে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা তাহার বাটী হইতে চারি দিনের পথ। ধর্ম্মাধিকরণ তাহাকে মঙ্গলবার উপস্থিত হইবার জন্য যে আজ্ঞাপত্র শুক্রবারে ডাক- যোগে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সে রবিবারে প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে সে যদি রেজিষ্টারি পত্রের দ্বারা উক্ত মঙ্গলবারে উপস্থিত হইতে না পারার প্রতিকারণ বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার অভিযোগের বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য বিচারপতির নিকটে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহা হইতে পারে। কারণ সেই আবেদনপত্র বিচারপতির হস্তে ঠিক বিচারের দিনে উপস্থিত হইবে। কিন্তু রবি বারে রেজিষ্টরী করার নিয়ম না থাকাতে, সে তাহা করিতে পারিল না। সুতরাং অভিযোক্তার অনুপ- স্থিতিতে অভিযোগের যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইল। সময় সম্বন্ধেও সেইরূপ, মনে কর কোন ব্যক্তিকে চতুর্থ দিবসে টাকা দিতে হইবে। ঐ দিবসে তাহা না দিলে সে আমার নামে ধর্ম্মাধি- করণে অভিযোগ উপস্থিত করিবে। আজ শনিবার সেই টাকা রেজিষ্টারী পত্রে প্রেরণ করিলে সে ব্যক্তি

ঠিক চতুর্থ দিবসে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কোন অ রিচার্য্য কার্য্যের অনুরোধে আমি ঠিক সময়ে ডা ঘরে উপস্থিত হইতে না পারায় আমার পত্র রে ষ্টারী করা হইল না। তাহার পর দিবস রবি রেজিষ্টারি করিবার নিয়ম নাই। এক্ষণে দেখ স এবং বারের নিয়ম থাকাতে লোকের ক্ষতি হয় না? তাই বলি যে বিভাগের সকল নিয়ম সুন্ তাহার মধ্যে দুটো সংকীর্ণ নিয়ম কেন? এই নিয়ম যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহা করা ক হইয়াছে।

শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ যমুনার পঙ্কোদ্ধার প্রার্থনা।

জল নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াই যে ম্যালে উৎপত্তির প্রধানতম কারণ, এই মত এক দি পর আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি নদীয়া ও অম কয়েকটী জেলার জল-নির্গমনপথ পরিষ্কার ক কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ফণ্ডে এককালে ৫০০০০ সহস্র মুদ্রা দান করি ছেন। আজ কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া জে অধিবাসিগণ ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত পাইয়া দুর্ব্বল অস্থিকঙ্কালবিশিষ্ট হইয়া এ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। এ কিছু অতিরিক্ত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যে গৃহস্থের ২। ৩ ব্যক্তি করিয়া পীড়িত শয্যায় শয়ি অনেক পল্লীগ্রামে পীড়ার এরূপ আধিক্য, তথাকার কৃষকেরা পীড়া নিবন্ধন দৈনন্দিক ধ রক্ষা করিতে পারে নাই ও পারিতেছে না। সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের বঙ্গেশ্বর, ডা আর, ডি, লিডারডেল, জে, টি, তেজ ইত্যা প্র কয়েকজন রাজপুরুষকে কমিশনর করিয়া নদী পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে শীতকাল প নদীয়া জেলার দুর্গম স্থানসমূহে পরিভ্রমণ ক কি জন্য প্রজাগণ পীড়িত হয়, তাহার কারণ সন্ধান করিতে এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উ নির্দ্ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই সুযো আমরা নদীয়া জেলার একটী প্রশস্ত স্থানের ম্যা রিয়ার কারণ রাজপুরুষগণের নিকট প্রকাশ করি ইচ্ছা করি। যদি রাজপুরুষগণের এ বিষয়ে মনো হয় অনেক অসহায় প্রজার মঙ্গ হইবে।

এই সেই প্রশস্ত স্থান যমুনা নদীর পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ। যমুনা, ত্রিবেণীর পূর্ব প্রাণ হইতে গঙ্গার নিকট বিদায় হইয়া

সার জন ষ্ট্রাচি সদৃশ রাজস্ব মন্ত্রী আসিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হইলেই পুনর্ব্বার অর্থের অযথা ব্যবহার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কেবল সঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বসাবধানতা ভিন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা এতদ্দেশের কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকুক, কেমিন কমিশনরগণ এখন হইতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপযুক্ত পথ দেখুন। বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালে যে শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। যাহাতে দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে সে ব্যবস্থা করাই বিধেয়। যে সমস্ত স্থানে যথোপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কৃষিকর্ম্মের সুবিধা নাই, তত্তৎস্থলে সেই সমুদায় কাজের সুবিধা করুন। যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানির কোন সুযোগ নাই, তথায় স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া কোন স্থানে খাল খনন করুন, কোন স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করুন, কোন স্থানে পথাদি প্রস্তুত করাইয়া দিউন। ১৮৬৫। ১৮৬৬ সালে কটকে যে মহা দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে কখনই তত লোকের মৃত্যু হইত না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিবার সুযোগ ছিল না, সুতরাং বিস্তর লোকের মৃত্যু ঘটিল। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, বাণিজ্য ও কৃষিবিভাগের সঙ্গে ফেমিন কমিশনরেরা যোগ দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। যে স্থলে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী জন্মিয়া থাকে, আমদানী ও রপ্তানির সুযোগ থাকিলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে অনায়াসে সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনীত হইতে পারিবে। পূর্ব্বাহ্নে এই সমস্ত সুযোগ করিয়া রাখাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অনেকের অর্থের অযথা ব্যবহার হয়। পূর্ব্বে সাবধান হইলে, তাহা ঘটিবে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগকে কি নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি দেওয়া হইত?

পাঠক! বিদ্যার অনুশীলন না থাকিলে কোন দেশের, কোন রাজ্যের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না, কোন জাতির অবস্থাগত কিছুই উন্নতি হয় না। মনুষ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কায়িক শ্রমের ফল বটে, কিন্তু কেবল কায়িক শ্রম দ্বারা লোকের যাবতীয় অভাব দূরীভূত হয় না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলন করা চাই, নচেৎ প্রয়োজনানুরূপ অন্ন বস্ত্রেরও সংযোগ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। একটী অসভ্য রাজ্যে এক বিঘা ভূমিতে যে কয়েকটী লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে, সভ্য রাজ্যে সেই এক বিঘায় তাহার চতুর্গুণ লোক প্রতিপালিত হইবে। ইংলণ্ড একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ভারতবর্ষের একটা কণামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইংলণ্ডের আয়তন পরিমিত কিঞ্চিৎ ভূমি ভারতবর্ষ হইতে কাটিয়া লইলে ভারতের কিছুমাত্র অঙ্গহীনতা বোধ হইবে না—সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ, আর কি? কিন্তু দেখুন, ইংলণ্ডে যতগুলি লোক প্রতিপালিত হয়, আবার সেই সমস্ত লোকের অবস্থা কেমন উন্নত; এই বহু বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তাহার সিকি লোকও প্রতিপালিত হয় না, অথচ এ দেশীয় লোকের অবস্থা আবার কত হীন। ইহার কারণ কি? ভারতভূমি প্রচুর শস্যশালিনী, তবু এখানকার লোক এতাদৃশ দীনাবস্থ কেন? এতদ্দেশে পুনঃ পুনঃ এত দুর্ভিক্ষই বা কি নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে? ইহার আর কিছুই কারণ নহে,—ভারতবর্ষে এখনও সুচারুরূপে বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই; এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ।

বিদ্যার অনুশীলন না করিলে যদি দেশের উন্নতি, মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে বিদ্যানুশীলনে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে একটী মহৎ প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে নৃপতিগণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন; ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকেই সকল ভার সহ্য করিতে হয়; অতএব রাজাই সেই গুরুতর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশ্চিন্ত লোক ভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন হয় না; পূর্ব্বে নৃপতিগণ অধ্যাপকদিগের গ্রাসাচ্ছদনের ভাবনা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বিদ্যার প্রখর প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজাদিগের নিষ্কর ভূমিদানের ফল সার্থক হইল। বর্ত্তমান নৃপতির শাসনাধীনে সকলেই দেখিতেছেন, বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে; সর্ব্বত্রই সকলে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, কার্য্যপ্রণালীর ভিতরে কিঞ্চিৎ মগ্ন হউন;—দেখাইয়া দিউন, কই—আশানুরূপ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে। এই সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজাধীনে যত দূর বিদ্যাশিক্ষা বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা কি হইতেছে। কই—নীচ জাতির মধ্যে এখনও ত কেহই বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভদ্রজাতি কেবল কিছু কিছু সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য লোক যে মূর্খ সেই মূর্খই আছে। এখনও তাহারা পূর্ব্ববৎ নিবিড় অন্ধকারে ফিরিতেছে। ইহার কারণ কি, নীচজাতিরা এখনও কেন বিদ্যার মধুর রসাস্বাদে সমর্থ হয় নাই?

এতদ্দেশে রাজাই চিরকাল বিদ্যা শিখাইবার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। এটী ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত প্রথা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে জনসাধারণে কিছুতে বিদ্যা-লোকের মহিমা জানিতে পারিবে না। রাজস্বের অধিকাংশ অর্থ বিফল অন্যান্য কারণে ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যাদান একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও দেশের হিতকর ব্যাপার, তৎপ্রতি রাজার পূর্ব্বব... আর দৃষ্টি নাই; ক্রমশই ব্যয় সংকোচের চে... পাইতেছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোনক্রমে দেশে... উন্নতি সাধিত হইবে না। পূর্ব্বে সার জর্জ ক্যাম্বে... জনসাধারণে বিদ্যাদান করিবার নিমিত্ত সবিশে... উদ্যোগী হইয়াছিলেন; সম্প্রতি মহামান্য ল... রিপনও সাধারণে বিদ্যা বিতরণ করাইবার প্রস্তা... করিতেছেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাব করিলে হই... না, আর কেবল সাধারণে সামান্য বিদ্যা দা... করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার সাধিত হই... না। ইতর অসভ্য জাতির চক্ষু প্রস্ফুটিত করি... দেওয়া চাই, ভদ্রলোককেও বিলক্ষণ কৃতবি... করিয়া দেওয়া চাই। সকল দেশে সর্ব্বকালেই গব... মেণ্ট যত্নবান হইয়া কতকগুলি লোককে সর্ব্বতো... ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা না করি... রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত চলে না। তজ্জন্য রাজারা... সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যাবিস্তারের অধিনায়ক... বিখ্যাতনামা মহম্মদ মহসীন হুগলী প্রভৃতির বিদ্যা... লয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তি দা... করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান, যশোহরপ্রভৃতি... স্থানের রাজারা অধ্যাপকদিগকে কত নিষ্কর ভূমি... দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বিদ্যার্থিদিগে... নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা দূরে থাক, ছাত্রের... অধ্যাপকের গৃহে লালিত পালিত হইত। ভারত... বর্ষে বিদ্যার গৌরব এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কো... নৃপতির রাজ্যে দ্বিজাতির মধ্যে কেহ মূর্খ থাকিতে... পাইত না। ভদ্রলোকেরা স্বীয় সন্তানদিগকে... যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে নৃপতি তাহা... দিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। প্রসি... আছে, কবি কালিদাস শৈশবাবস্থায় গোপাল... ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া বিদ্যায় অমনোযো... করাতে মিথিলাধিপতি বজ্রাদিদেব তাঁহাকে স্বরা... হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। কৃষ্ণজাতিকে আম... অসভ্য বলি, পরন্তু কৃষ্ণদিগের বিদ্যাশিক্ষায় অসাধার... যত্ন। সে রাজ্যে কাহারও সন্তান মূর্খ থাকিতে পা... না; সকলকেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধিত হইতে... হয়। ইংলণ্ডেও বিদ্যার গৌরব সকলে বুঝিয়াছে... তথায় ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই যত্নপূর্ব্ব... বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রত্যহ সংবাদ পত্র পাঠ করে ন...

...য় এমন লোক এখন কেহই নাই। আমরা ...ই বিদ্যানুরাগী ইংরাজজাতির শাসনাধীনে বাস ...রিতেছি। প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল ...মরা সুসভ্য ইংরাজজাতির সহবাস করিতেছি, ...ন্তু ইহার মধ্যে আশানুরূপ বিদ্যালোক বিস্তীর্ণ ...ল না। পূর্ব্বে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলির প্রতি ...শেষ দৃষ্টি ছিল, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের ...া সকলেই ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু আর সে দিন ...। এখন সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে ...র্ণমেণ্টের গায় বাতাস লাগে।

...সম্প্রতি লর্ড রিপন বাঙ্গালার শিক্ষাদানে লিপ্ত ...য়াছেন, তাই প্রত্যাশা অনেক; অথবা [illegible] ...কথা বলা যায়। তিনি কলেজের [illegible] ...ন কমাইবার ব্যবস্থা দিউন। [illegible] ...র্ণ্ট কলেজে ছাত্রদিগের মাসিক [illegible] টাকা ...ন নির্দিষ্ট আছে, [illegible] অবশ্য নহে। ...র্ণমেণ্ট-কলেজগুলিতেও [illegible] অবলম্বিত ...ক। তদ্ভিন্ন বাজেট হইতে শিক্ষা বিভাগে আরও ... অর্থদান করুন। শিক্ষা বিভাগে কিছু অর্থ ব্যয় ...রিলে কোন পক্ষের ক্ষতি নাই। কলেজের বেতন ...ইয়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া ...শয় লর্ড রিপন জনসাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন ...।

জমিদারী ডাক।

ডাকের সৃষ্টি হওয়াতে মনুষ্যসমাজের কত যে ...কার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দু রাজা-...র রাজত্বকালে প্রজাসাধারণের সুবিধার্থে ডাকের ...বস্ত ছিল কি না সন্দেহ। ভাটেরা ব্রাহ্মণের ...দি বহনাবহন করিত। দময়ন্তী ঋতুপর্ণ রাজার ...কাছে ভাট প্রেরণ করিয়া নলরাজার সংবাদ ...ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহ বিদ্যার পাত্র ...করিবার জন্য গঙ্গা ভাটকে কাঞ্চীপুরে পাঠাইয়া ...ন। কিন্তু এখনকার মত তখন সুপ্রণালীবদ্ধ ...ছিল না। মুসলমান বাদসাহদিগের অধিকার-... এ দেশের সাধারণ প্রজার সুবিধার জন্য ... প্রথমতঃ ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। ইতি-... [illegible] বংশের আদি পুরুষ শেরসাহা মোগল ... [illegible] ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে সংগ্রামে পরাস্ত ... [illegible] সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; তিনি ... [illegible] ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি ... [illegible] তাঁহার রাজত্বকালে ... [illegible] পর্য্যন্ত ডাকযোগে ... [illegible] আদান প্রদান ...।

...সাহেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বোম্বাই, সুরাট, মান্দ্রাজ, বালেশ্বর, কলিকাতা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। ডাকের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্য চলে না, এজন্য তাঁহারা এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে পত্রাদি বহনাবহনের জন্য প্রণালীবদ্ধ ডাকের স্থাপনা করেন। কিন্তু এ ডাক থাকাতে ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কালক্রমে বাণিজ্যার্থী ইংরাজেরা রাজ্যেশ্বর হইলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা বাণিজ্যব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে সেইরূপই রহিল। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকের আড্ডা সংস্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে এবং মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় চিঠি আসিতে ত্রিশ ঘণ্টা লাগিত। ১৭৬৩ অব্দে কলিকাতা হইতে অগ্রদ্বীপ, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, শক্রিগলি, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া বারাণসীতে ডাক গমন করিত। যদিও গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড দিয়া যাইলে অল্পতর সময়ে বারাণসীধামে পঁহুছিতে পারিত, কিন্তু মুরশিদাবাদ প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে ইংরাজদিগের কুঠি থাকায়, ঐ পথ দিয়াই ডাক প্রেরিত হইত। ১৭৬৩ অব্দের ২৫ এ জুন রাজমহলের ফৌজদার, নবাবের অনুমতিক্রমে ডাকপেয়াদাদিগকে ধৃত করেন। ইহাতে কয়েক দিন ডাক বন্ধ থাকে। ঢাকার ডাকপেয়াদারাও ঐরূপ ধৃত ও অবরুদ্ধ হয়। এজন্য ১৭৬৩ অব্দের মে ও জুন মাসে ইংরাজদিগের ডাকের গমনাগমন একরূপ বন্ধ হইয়াছিল।

১৭৭৪ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ডাকের গমনাগমনের বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে চিমনা সেন নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় কটকের সর্দ্দার ছিলেন। কলিকাতার গবর্ণর ঐ অব্দের ২ রা জুন তাঁহার নিকট এই অনুরোধ করেন যে ডাকবাহকেরা কলিকাতা হইতে ডাক লইয়া কটক ও পুরী দিয়া যেন বোম্বাই অঞ্চলে গমনাগমন করিতে পারে। তখন ঐ পথই ডাকের সহজ ও প্রশস্ত পথ ছিল। ঐ অব্দে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে ডাকের গমনাগমনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি স্থানে কয়েক জন ইংরাজ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ডাক বহনাবহনের জন্য ইহার অনতিপূর্ব্বকাল হইতেই পাইক, পেয়াদার আবশ্যকতা হয়। বিশেষতঃ ডাকের পথে বন জঙ্গল ছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু বাস করিত। এজন্য ডাকের পেয়াদারা অরণ্য দিয়া গমনাগমনকালে মশাল জালিয়া যাইত। হিংস্র জন্তুদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য পেয়াদারা ঢাক স্কন্ধে করিয়া অর... দিয়া বাজাইতে বাজাইতে গমন করিত। যে প... দিয়া ডাক যাইত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগ... উহার কার্য্যসৌকর্য্যার্থ প্রয়োজনানুরূপ ডা... পেয়াদা, তৈল, মশাল, ঢাক, বল্লাম প্রভৃতি যোগ... হইতে হইত। কালক্রমে ঐ রীতি প্রচলিত হই... আসিল, এবং ডাকবাহকও আবশ্যক উপকর... যোগান জমিদারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠ... ১৭৯৩ অব্দের ১২ আইনে ও ১৮১৭ অব্দের ... আইনে জমিদারদিগকে ডাকের পেয়াদা যোগাইবা... জন্য পরিষ্কার বিধান করিয়া দেওয়া হয়। এম... কি জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে এতৎকার্য্যে সহায়... করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডনী... হইতে হইত।

জমিদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের এই সাহা... গ্রহণ করিবার কারণ এই যে এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্ব... কালে এতদ্দেশে ডাক গমনাগমনের সুবিধা ছি... না। তখন পথে চোর ডাকাইতের বিলক্ষণ ভ... ছিল। ইংরাজেরাও দেশের আভ্যন্তরিক অবস্... ভালরূপ জানিতেন না। তখন নিজ নিজ জমিদা... রীর উপর জমিদারদিগের এক্ষণকার অপেক্ষা অধি... কতর প্রভুত্ব চলিত। দশ জন লোক তাঁহাদে... বাধা ছিল। তাঁহাদের পাইক, পেয়াদা, লাঠিয়া... প্রভৃতি ছিল। সুতরাং জমিদারদিগের দ্বারা ডাকে... কার্য্য করান গবর্ণমেণ্ট সুবিধা বোধ করিয়াছি... লেন। জমিদারী ডাকে কেবল পুলিসের সংবাদ ... রিপোর্ট, ফৌজদারী আদালতের পরোয়ানা প্রভৃতি... প্রেরিত হইত। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটেরা ইহার তত্ত্বাব... ধায়ক ছিলেন। অনন্তর ১৮৬২ অব্দের ৮ আইন... হয়। এই আইনে জমিদারদিগকে বলা হইল যে... তাঁহাদিগকে ডাকের জন্য পাইক, পেয়াদা, তৈল... মশাল, দিয়া আর সাহায্য করিতে হইবে না... তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চি... চাঁদা দিবেন। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, যে পথ... দিয়া ডাক যাইত তাহার সন্নিহিত জমিদারদিগকে... কেবল উক্তরূপ সাহায্য করিতে হইত; এই... আইনে এই নিয়ম করা হইল যে পথের নিকটবর্ত্তী... হউন, আর দূরবর্ত্তীই হউন, সকল জমিদারকেই... চাঁদা দিতে হইবে। আরও নিয়ম হইল যে... জমিদারী ডাকে সর্ব্বপ্রকার চিঠি পত্রাদি প্রেরিত... হইবে।

এ নিয়মটি যে অবৈধ ইহা প্রতিপাদন করিয়া... সম্প্রতি ভা[illegible]র সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের... নিকট এক [illegible]বেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই... আবেদনে সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এই... প্রার্থনা করিয়াছেন যে পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারী ডাকে...

ারিস ৩ রা ডিসেম্বর। এম্ রাউষ্টন এখানে আসিয়া ছেন। লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে টিউনিসে অপর তাঁহার পরে নিযুক্ত হইবেন।

য়েনা ৪ ঠা ডিসেম্বর। ডান্যুবের নদীর নাবিকতা লইয়া ায় ও রাউমেনিয়ায় গোলযোগ হওয়াতে অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেন্ট াজ্ঞা দিয়াছেন যে, রাউমেনিয়ার সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ তঃ স্থগিত থাকে। কাউন্ট কালনকিকোরম্পটাক এ ার অনুসন্ধান করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত না তাহার শেষ , সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করা হইবে না।

ণ্ডন ৫ ই ডিসেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশ ছে যে, সেণ্ডাল সাহেবকে যে নেটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ াদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে ; লের ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা এই, তথায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ ইয়া এক জন গবর্ণর হন।

ণ্ডন ৫ ই ডিসেম্বর। বর্ত্তমান মাসের ৩ রা জাঞ্জিবারের মুদ্রে একখানি ব্রিটিশ পিনাশ জাহাজ একখানি ক্রীত ব্যবসায়ী জাহাজ আক্রামণ করিয়াছিল। ইহাতে যে যুদ্ধ াহাতে কাপ্তেন সি, জে. ব্রাউনরিগ এবং তাঁহার চারি জন হত হইয়াছে।

ওয়াসিংটন ৫ ই ডিসেম্বর। কনগ্রেস সভার উভয় গৃহের ণ অদ্য একত্রিত হইয়াছিলেন। সভাপতি র. পত্র দেন প্রকাশ করা হয় নাই, স্থগিত আছে।

ণ্ডন ৬ ই নবেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হই- , আগামী এপ্রেল মাসে সার গার্ণেট ওলসলি একাউণ্ট লের পদ গ্রহণ করিবেন।

ণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। ক্রীতদাস ব্যবসায়ী জাহাজ জাঞ্জি- র নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এই অনুমান তে ঐ স্থান অবরোধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। যে সকল পুলিষের লোক এবং ক, কার্য্য হইতে অবসৃত আছে, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে র্ণতে রক্ষিপুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিয়া-

বিবিধ সংবাদ।

ণ্ডলার ভিতর যাহাতে কেহ অন্য কোন পদার্থ শ্রিত করিতে না পারে তজ্জন্য কতকগুলি আইন বদ্ধ আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ঐ সকল ন উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট য়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও তদনুসারে র্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইন সমূহ উঠাইয়া ার আদেশ দিয়াছেন।

অধ্যাপক কর্ডি টমাসি ক্রুডিলি নামক এক ক্তি ম্যালেরিয়ার অপর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া- ন। তিনি বলেন যাঁহারা উপরের গৃহে বাস রন ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ পরিচ্ছন্নভাবে থাকেন হাদিগকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা দ্বিতল গৃহে বাস করেন ও বাতায়নের চতুর্দ্দিকে টবে পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের সেই টবের মৃত্তিকা হইতে ম্যালেরিয়ারূপে বাষ্প উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত করে, পরিশেষে মানবদেহকে বিকৃত করে। ইহার উদাহরণে তিনি বলেন একটী স্ত্রীলোক ঐ রূপ পরিচ্ছন্ন ও পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত গৃহে বাস করিতে করিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। তৎপরেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্নিহিত গৃহে কাল-যাপন করিতে করিতে রোগের অবসান হইতে লাগিল। চিকিৎসক রোগের এই কারণ দর্শন করিয়া গৃহের ফুলের টবগুলি সরাইয়া দিলেন। ১৮৭১ অব্দে আমেরিকাবাসী একজন চিকিৎসক এইরূপ উপায়ে মৃত্তিকা মধ্যে ম্যালেরিয়া বিষ আছে পরীক্ষা করেন। এই চিকিৎসক ম্যালেরিয়া স্থান হইতে মৃত্তিকা রাশি আনয়ন করিয়া উপরের গৃহের বাতা-য়নের নিকট রাখেন। কিছু দিনের মধ্যে একজন সুস্থ ব্যক্তি যিনি সেই গৃহে নিদ্রা যাইতেন শীঘ্রই তিনি সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা অপর গৃহে ছিলেন তাঁহারা পীড়িত হয়েন নাই।

মান্দ্রাজস্থ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় ও ইউরেশীয় সভার যত্নে যথায় যে সকল স্ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে রন্ধন বিদ্যা শিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী শিক্ষিতা স্ত্রী-লোক বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, শুনা যাইতেছে আপাততঃ ৫। ৬ জনটী যুবতী উক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থ স্ব অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাইরোতে ইউরোপীয়দিগের আমোদ প্রমো-দার্থ যে একটী নাট্যশালা আছে তাহাতে মিশর দেশীয় গবর্ণমেন্ট বর্ষে বর্ষে ৯০০০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় দান করেন। তদ্দেশবাসীগণ এই ব্যয়ের বিষয়ে আপত্তি করাতে মিলিটরি কমিটী দ্বারা নাট্যশালা বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাই ছোট আদালতের একজন জজ তত্রত্য প্রাচীন বেলিফের মকদ্দমা অন্যায় পূর্ব্বক ডিসমিস করাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ১০ দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার প্রায় হাজার লোক গবর্ণর জেনে-রলের কলিকাতাস্থ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পারিস নগরে মণ্ডূক বিক্রয়ের একটী বাজার বসিয়াছে। এই বাজার সপ্তাহে একবার করিয়া হয়। মণ্ডূকের দর শত করা ৩০। ৩৫ টাকা। আমাদিগের দেশে মণ্ডূকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব পারিস যদি নিকটে হইত তাহা হইলে ইহার ব্যবসায় উত্তম চলিত।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বিলাত হইতে তারে সং পাইয়াছেন যে গত সোমবার তথায় ইণ্ডিয়া কা সিলের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তা বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পৃথ সৈন্য রাখিবার অনুপযোগীতার উল্লেখ কর পত্র লেখাতে এই সভায় তাহারই বিচার হই গিয়াছে।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি সোমবার প্রেসিডে কালেজে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, যাঁ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের লণ্ডন বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উ হইবার কার্য্য হইবে।

দিল্লীকালেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ৫৪ হাজার টাকা চাঁদায় স্বাক্ষরিত হইয়াছে; ১০ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হয় নাই; লোকের কি কেবল চাঁদায় স্বাক্ষর কর সময় বড় উৎসাহ? আমরা ভরসা করি ভদ্রলোক অবিলম্বে প্রতিশ্রুত দান, সমর্পণ করিয়া দেশের রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

মার্টিন লুথরের মত এই, যিনি ২০ বৎসরে ৩০ বৎসরে সবলকায়, ৪০ বর্ষে বিদ্বান, এবং ৫০ ধনবান হইলেন না তিনি কখন শ্রীবিষ্ট,বলবান,বি ও ধনবান হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্ণৌ উইটনেশ পত্রিকা নিউইয়র্ক মিউজিয় একটী প্রকাণ্ড কূর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়াছে ইহার অবয়ব দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট, উচ্চে ৩ ফুট, এবং ফুট বিস্তৃত। ওজনে ২৫ মণ হইবে। পাদ চ ৪ ফুটের কম লম্বা নহে।

মেলবোরণ আর্গস পত্রিকা বলেন ২০ ২১ এ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার অষ্ট্রেলি দক্ষিণপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব উপকূলে ভয়ানক ঝড় গিয়াছে। ইহাতে একখানি বাষ্পীয় পোত দুই খানি অর্ণব পোত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা বিস্তর গৃহাদি পতিত হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন নর্থব্রুক ক্লবের প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিজন প্র মহারাণী দশ হাজার টাকা, সিন্ধিয়া ৪ হা কুটলামের রাজা, হাজার টাকা দান য়াছেন।

শ্যামরাজ তাঁহার রাজ্যে টীকা দিবার প্রচলিত করিবার জন্য বীজ আনয়ন কর আদেশ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে বিস্তর সিনকো রপ্তানি হইতেছে। ৩০০ বাণ্ডিল রপ্তানির প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটী বাণ্ডিলের মূল্য টাকা।

…ঠা গবর্ণর জেনেরল যখন স্বদল সমভি-…রে কলিকাতায় রাজপ্রাসাদে আসিতেছিলেন, …সময়ে একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টর ধাক্কা দিয়া …ন দেশীয় লোককে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া-…ন, রাজপ্রতিনিধি এই ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন …া অবিলম্বে গাড়ি থামাইয়া সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট …সে সাহেবকে ইহার অনুসন্ধান করিয়া এক- … তাঁহার নিকট রিপোর্ট প্রেরণের আদেশ দিয়া …া গিয়াছেন।

…তীনের সকলই নূতন। সে দিন খাঁচু নামক …র মাজিষ্ট্রেটের একজন কেরাণীর বাটীতে …র্ষা সকলের চুরী হইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী …রী কার্য্যোপলক্ষে এক স্থানে গিয়াছিলেন, … দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে ফিরিয়া আইসেন …, চোরেরা ইত্যবসরে বাটীতে প্রবেশ করিয়া …র দাসী প্রভৃতির মুখ বন্ধ করিয়া শেষে এই … বলে, গৃহস্বামীর সন্তানের কোন দোষ নাই, …এব আমরা তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন …র অত্যাচার করিব না। তবে সে যে অতি …ত্রু তাহা আমরা জানি, এই নিমিত্ত আমরা …র যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাইব, তাহাই …রণ করিয়া লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া …রা তাহাদিগের ইচ্ছামত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া …দিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া গৃহস্বামীর নামে এক … চিঠি লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল, পর দিন …মী প্রত্যাগত হইয়া ঘটনাবৃত্তান্ত অবগত …লেন এবং পত্র পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস …ত্যাগ পূর্ব্বক পত্রখানি পকেটে রক্ষা করিলেন, … সেই চোরদিগকে ধৃত করিয়া অপহৃত দ্রব্যের …র চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন! পত্রের মর্ম্ম যে কি, …া তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

…ফেরোজপুরের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র মেজর …কেউ একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাকে …মান ক্যাথলিকদিগের একটী গির্জ্জা …রণ করিবার আদেশ দেওয়াতে তিনি তাহা …তে অসম্মত হন, এই কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে …চিতে বদলী করিয়াছেন।

… বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বিভেট …াক অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করি-…ছেন।

… আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত …বাদ কয়েটী পাঠাইয়াছেন "বিগত ২১ এ অগ্র-…ণ সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকা ১৭ মিনিটের সময় …নে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে …নীয় প্রায় যাবতীয় হিন্দু নরনারী ও বিদেশীয় …স্বর যাত্রী গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। ঐ রজনীতে ভাগী-রথীও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাবর্ঘাটে ঐ রজনী হরিসংকীর্ত্তন, হরিনাম ও শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া অভ্যাগত কর্ণেল অসনবী সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে বিস্মিত-হৃদয় করিয়া দিয়াছে। পাদরী সাহেব চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীপাঠ শান্তিপুরে আসিয়া স্থানে স্থানে মুক্তি ও খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়িণী অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় আর্য্য-সন্তান সমূহের হিন্দু-ধর্ম্মের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া "থ" হইয়া গিয়াছেন।

এবার রাণাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, ও কৃষ্ণ-নগর প্রভৃতি স্থানের স্কুলে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরী-ক্ষাটী গৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন পরীক্ষার্থী ছাত্র পুঞ্জের বিস্তর সুবিধা ও উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত কূট হইয়াছিল। এক্ষণে পরীক্ষার ফল কিছু উৎসাহবাঞ্জক হইলেই চতুর্দ্দিক রক্ষা হয়।

আমাদের মিউনিসিপাল ইংলিস স্কুল হইতে এবার ছয়জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছে। প্রেরিত পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, এজন্য আশা করা যাইতে পারে যে, উহাদের মধ্যে সকলেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রধান মাষ্টর বাবুর ও স্কুলের গৌরব রক্ষা করিবে। বিগত বৎসরের ন্যায় এবার যদি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল কিছু অসন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে শত্রুদিগের পাপরে পাঁচকীল ও খোরায় পাঁচ লাথি !! পরমেশ্বর শত্রুমুখে কালীচূণ দেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা ও ইচ্ছা।

মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ও কমিশ নর বাবুরা যদি কাজের লোক হন, তাহা হইলে করদাতৃগণের কোন বিষয়ে কোন কষ্টানুভব করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কৃষ্ণ-নগর, বর্দ্ধমান ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি মিউনিসিপা-লিটীতে যেমন নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, ঐরূপ প্রথা যদি সমুদায় স্থানের মিউনিসিপালিটীতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির "পরের ধনে পোদ্দারী" করা ঘুচিয়া যায়। লর্ড রিপনের কল্যাণে ও ছোট লাট ইডেনের কৃপায় যদি কখন ভারতবর্ষে আত্মশাসনপ্রণালী হয়, তাহা হইলে তখন প্রজাদের সুখস্বচ্ছন্দতা সমুদিত হইবে, নতুবা আমাদিগকে চিরকালই পেয়ায় কাড় দিয়া ভবে পার হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা মিউনিসিপালিটীর অধীনে বাস করি বটে, কিন্তু আমাদের রাস্তা ঘাট আলো জল প্রভৃতির অবস্থা নিতান্ত মন্দ। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে এজন্য হিন্দু মাত্রেই পাকপাত্র পরিত্যাগ করিয়া…ছেন, কিন্তু মিউনিসিপালিটীর অনুচরেরা উহ… অদ্যাপি উঠাইয়া লইয়া যায় নাই। কালীমাখ… পাকপাত্রগুলি রাস্তায় পড়িয়া মিউনিসিপালিটীকে… যেন মুখব্যাদন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

১৬ ই অক্টোবর কেপকোষ্ট দুর্গ হইতে সংবা… আসিয়াছে, আশান্তিরাজ তাঁহার প্রাচীন অট্টালিক… মেরামত করাইবার জন্য ২০০ শত যুবতীকে বলি… দানে দিয়া তাহাদিগের রক্ত গ্রহণ করিয়াছেন… যিনি এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তিনি… বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পলা…ইয়া বাঁচিয়াছেন। এরূপ নরবলী দিবার রীতি তথা… প্রচলিত আছে।

সোমবার যে চন্দ্রগ্রহণ হয় আমাদিগের এখানে… তাহার সর্বগ্রাস লক্ষিত হইয়াছিল।"

বোম্বাই গেজেট বলেন খাঁ[illegible]পুরের সুপরিন্টেণ… জজ রাও সাহেব মধুবাহ ঘুস লইয়া যথার্থ… অপলাপ করিয়া রায় লেখাতে বেলগমের সেশ… জজ তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারা…বাসের আদেশ দিয়াছেন ও তাহার টাকা জরিমা… করিয়াছেন।

পাতিয়ালার মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত হ…য়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ১ লা জানুয়ারি হইতে বর্দ্ধমানে… মহারাজের স্কুলে এল,এ খুলিবার আদে… দিয়াছেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন ডিসে…ম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুণে যাইবেন। ডাক্তারে… এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এক্ষণে দেখি… যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। লর্ড মেওর মৃত্যু… তাঁহার আশঙ্কার কারণ!

ঢাকার অন্তর্গত বাণ্টামের অবস্থা অতি শো…নীয়। গোমড়ক দেশে প্রায় আর পশু না… বিসূচিকা ও জ্বরে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ ক…রাছে, বাণ্টাম … শ্মশানভূমি, তাহার উ… ভয়ানক দুর্ভিক্ষ যে সকল লোক জীবিত র… আছে, তাহাদিগের উদরান্নের জন্য গবর্ণ… রিলিফ খুলিয়াছেন।

বনবিভাগের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য … রায় যে স্কুল হইয়াছে, তাহাতে দেশীয় শিক্ষা…দিগের মধ্যে সমুদয়ই বাঙ্গালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ… লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্থানীয় লোকদিগের এ বি… নিরুৎসাহ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ … য়াছেন।

পুনার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদে…

...হয়েন যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, অদ্য ...হার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

...আগ্রা রেজিমেণ্টের চার্লস টমসন, জেমস ম্যাকক্যান এবং স্যামুয়েল টমসন এই তিন জন ...রা অকারণ গ্যারাও নামক একজন গাড়ো-...নের মৃত্যুর কারণ বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ড-...র আইনের ৩০৪ এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে ...নীয় হইয়া অত্র বিচারালয়ে আনীত হয়। ...হারা গত ১১ ই মে ভ্রমণার্থ বাজার হইতে ঠিকা ...ী ভাড়া করিয়া সহরে বহির্গত হয়। তাহারা ...রে মদ্য ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ রামবাগ তলা হইতে ...মহলে যায়। তাহারা বলে, তাজমহল হইতে প্রত্যা-...নের সময় দেখিল গাড়োয়ান মাতাল হইয়াছে। ...জন্য তাহাকে গাড়ীর পশ্চাতে বসাইয়া তাহাদের ...া দুই ব্যক্তি গাড়ী চালাইতে লাগিল। যখন গাড়ী ...র দ্রুতবেগে চলিতেছে, তখন তাহারা হঠাৎ ...াৎ ফিরিয়া দেখিল একজন দেশীয় লোক ...ায় পড়িয়া আছে, তাহাকে তথা হইতে গাড়ীতে ...ালন করিবার সময় তাহার মস্তকে একটী ক্ষত ...য়াছিল। তদনন্তর গোরারা কি প্রকারে অপ...ন আসিল, তাহা তাহারা নিজে বলিতে পারে ... কিন্তু কয়েকজন সাক্ষী ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা ...ত করিয়াছে। প্রথম সাক্ষী বলে, সে স্যামুয়েল ...নের জন্য আগ্রার সদর বাজার হইতে ঠিকা ...কগাড়ী ভাড়া করিয়া আনে। দ্বিতীয় সাক্ষী ...কিশোর কহে যে ঐ দিবস একটী কূপ হইতে ...আনিবার সময় দেখিল তিন জন গোরা একজন ...হকে প্রহার করিতেছে, আহত ব্যক্তি বলিতেছে ...মাকে মারিও না আমি গাড়ী লইয়া যাইতেছি" ...নি ঘোড়ার গাড়িও তথায় ছিল। ঐ গোরা ...মধ্যে একজন তাহার হাত, অপর জন তাহার ...ধরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার গাত্রে কোনরূপ ...েখে নাই। তৃতীয় সাক্ষী বৃদ্ধ ভিস্তি বলে, সে ...ে বাহির হইবার সময় পথিমধ্যে ঘোড়ার গাড়ী ...গাড়োয়ানকে দেখে নাই, কিন্তু অনতিদূরে ... জন গোরা একজন দেশীয় লোককে প্রহার ...তেছিল। তাহার বক্ষস্থলে ঘুঁসি ও ...পেটে পদাঘাত করে। সে একটী বোতল ... শব্দও শুনিতে পায়। তাহাদের হইতে ...িয়া জল আনিবার সময় সে বোতল যেখানে গাড়ী-... ছিল, তথায় বোতলভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। সে ... দিন সন্ধ্যার সময় [illegible] নামক রাস্তা দিয়া ...াড়া যাইতে দেখিয়াছিল, তখন একজন গোরা ...াইতেছে। জুরিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর ...না যে, ঐ তিন জন গোরা বা ঐ গাড়োয়ানকে ...া এমন কিছুই বোধ হয় নাই, যে তাহারা মাতাল হইয়াছে। চতুর্থ সাক্ষী চেদি গাড়োয়ান কহে, সে গাড়ী লইয়া পোষ্ট আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় একজন গোরা এক খানি গাড়ী চালাইয়া যাইতেছে দেখিয়াছিল এবং সেই গোরা যে স্যামুয়েল টমসন্ তাহাও দেখাইল। ব্যারাকের অতি সন্নিকটে আসিয়া ঐ গোরা গাড়ীখানি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চেদি গাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া দেখিল যে গ্যারাও তাহার ভিতর রহিয়াছে। তাহাকে বারম্বার আহ্বান করাতেও কোন উত্তর পাইল না। তাহার মুখ হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে। আদালত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল যে, মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন চিহ্ন কিম্বা সে যে সুরাপান করিয়াছিল, সে তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখে নাই। পঞ্চম সাক্ষী পুলিসের সব ইনস্পেক্টর সেখ মনিরুদ্দিন বলেন, গ্যারাও যখন পুলিসে আনীত হইল, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়াই হাঁসপাতালে প্রেরণের জন্য আদেশ হয়। মাননীয় জজ সাহেব পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "যখন গ্যারাওকে তোমার নিকট আনিল, তখন তাহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইয়াছিল। প্রত্যুত্তরে সব ইনস্পেক্টর বলিলেন যে "বাঁচে গা নেহি।" তৎপরে এই প্রশ্ন হইল "মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ এজাহার লইবার রীতি আছে, তাহা লইবার জন্য তোমার কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিয়াছিলে কি না?" উত্তর "না" পুনরায় প্রশ্ন হইল "দেও নাই কেন?" উত্তর "আমার বোধ হইয়াছিল যে কিছুক্ষণ বাঁচিবে" এই কথা বলিয়া সব ইনস্পেক্টর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন, কারণ মাননীয় জজ সাহেব বলিলেন যে "তুমি এই বলিলে বাঁচেগা নেহি, আবার বলিতেছ কিছুক্ষণ বাঁচিবে, ইহা কিরূপ সঙ্গত?" পরে এ কথা চাপা পড়িল। পর দিন প্রাতঃকালে সব ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থল তদারক করিতে গিয়া দেখেন, যেখানে বোতলভাঙ্গা পড়িয়াছিল, তথায় রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। তদনন্তর সরজাণ্ট কেফেরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তিনি বলিলেন যে ঐ দিবস অপরাধীরা ব্যারাক হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় চার্লস টমসনকে এবং ম্যাক্‌ক্যানকে মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অপরাধীদিগের পক্ষের এক জন সাক্ষী কেগান সাহেব বলেন যে, চার্লস টমসনকে ১১ ই মে বেলা দুই প্রহর দুই টার সময় ব্যারাকে দেখিয়াছিলেন, তাহার তখন জ্বর হইয়াছিল, তাহার শয্যা তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়া দেন। অপর আর একটি সাক্ষীর কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই ত গেল সাক্ষীদিগের বিবরণ, এক্ষণে আগ্রার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার গার্ড সাহেব মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ... সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ ... বলা বিশেষ আবশ্যক। কারণ তাঁহার ... এই মকদ্দমার একপ্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া... তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির শরীর কৃশ ছিল, কিন্তু ... নহে। তাহার কপালের বাম পার্শ্বে একটি ... আর বাম চক্ষুর প্রান্তভাগে ও বাম কোটির নিম্নে ... একটী আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহার মস্তকের ... যেরূপ ক্ষতচিহ্ন ছিল তাহার সমান্তরাল ভি... সেরূপ ক্ষত দৃষ্ট হয় নাই। তিনি বলেন, ঐ ... কোন কাটিবার অস্ত্র দ্বারা বা ঘুসি দ্বারা হয় ... পড়িয়া যাইলে ঐ প্রকার ক্ষত হইতে পারে। ... প্রকারে যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা ... বলিতে পারেন না। তাঁহার মত এই, মৃত ব্যক্তির ... শারীরিক অবস্থা এইরূপ ছিল যে, ... ভূমিতলে পড়িয়া গেলে তাহার মৃত্যু হ... সম্ভাবনা। তিনি ইহাও বলেন যে, ঐ ব্যক্তি ... সুরাপান করিয়া সে যে প্রাপ্ত হইয়াছে, ... অনুমিত হয় না এবং বোতলের দ্বারা ঐরূপ ... হইতে পারে না। সর্ব্বশেষে মাননীয় জজ সা... মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বিবৃত করিতে ... এইরূপ বলিলেন যে গার্ডন সাহেবের সাক্ষ্য ... প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের কৃত কোনরূপ অ... চারে গ্যারাওর মৃত্যু হয় নাই, এবং তাহার মস্ত... বোতল দ্বারা আঘাত করা হয় নাই। মৃত ব্যক্তির ... ফুসফুসে যে রক্ত জমিয়াছিল, বহিঃপ্রদেশ দে... তাহার কোন কারণ বলিতে পারেন না। ... সাহেব ইহাও বলিলেন যে, যেখানে বোতল ... পড়িয়াছিল, তথায় যে রক্ত চিহ্ন ছিল, তাহা মনুষ্যের ... কিম্বা অন্য কোন জীবের তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ ... এইরূপ দুই চারি কথা বলার পর জুরিরা গৃহা... গেলেন, এবং প্রায় ২৫। ২৬ মিনিটের পর পুন... গমন করিয়া অপরাধীরা নির্দ্দোষ বলিলেন, ... মাননীয় জজ সাহেব তাঁহাদের মতে অনুমোদন ... করিয়া তাহাদের অব্যাহতি দিলেন। এস্থলে ই... বলা আবশ্যক যে জুরিদের মধ্যে কেহই এদে... বা বাঙ্গালি ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই ... ধর্ম্মাবলম্বী।

গ্যারাও যে কিসে মরিল, এ কথা সকলের ... উদয় হইতে পারে বটে; কিন্তু তৎপক্ষে এই ব... পারা যায় যে, সে নানাপ্রকার ভাবিয়া চি... আপনিই মরিয়া গিয়াছে॥

এখানে সেসন এখনও শেষ হয় নাই, আ... ১১ ই ডিসেম্বরে মিরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কা... ফিসর সাহেবের মকদ্দমা হইবে, সময়ান্তরে তদ্বি... প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

যশোহর।

২০ এ অগ্রহায়ণ ১৮০৩।

সে দিবস যশোহরের স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টর য়জ্ঞেশ্বর রায় মহাশয় আমাদিগের বাসভূমি লা গ্রামের বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া গিয়া-; তিনি বলিয়াছেন যে, ছাত্রদত্ত বেতন ও চাঁদা প্রভৃতিতে মাসিক ৩০।৩২ টাকা ায় দেখাইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু এ টাকা ায় হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সম্প্রতি মবাজার নিবাসিনী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদিগের জমীদার স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি র দৌহিত্র বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় াস প্রদান করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা াচিত সাহায্য করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা বদ্ধ করিবেন।

সম্প্রতি এ দিকে কামজ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখ যাই-ে। সুখের বিষয় এই, অদ্যাপি ইহাতে কাহা-প্রাণহানি হয় নাই। এই বিভাগে জ্বরের বিশেষ াপ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি এতদ- ডাক্তার পাঠাইবেন না?

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক ইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের ধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া ওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা াইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ ত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত পেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত কানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-র ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে-ষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া-ছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিয়ে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষ-ধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করি থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকি ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রি দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশে যথঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধ বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণি স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকা মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এ সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এ পোয়ার মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার ব কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, গুল্ম শূল ও অম্লশূল, হাঁপা মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিরো অর্শ, এই সমস্ত রোগ ৬ই সপ্তাহে দূরীকৃত হই শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করি কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১।

প্যাকিং খরচা

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যব করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্র মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, যের বিহ্বলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরি ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, স্বপ্ন নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককা বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈ মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ ট প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ লের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মধুদাস বসু, এল এম

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রে

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রেসিডে কালেজের সংস্কৃত অধ্যা

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাব সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে শ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-বিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকা ও সংকৃত আনাপাপ্ত বঙ্গানুবাদ সহ সম্পূর্ণ করে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ । ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত ল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর ব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম ন ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৶০ াপলতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, ার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন স্য।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস জিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে ব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় কারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া কন। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-টেণ্ডেন্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ ্য বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিরুপিত্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-কৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অম্লাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

স্বর্গ ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহক-গণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ
৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ } শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
ওভারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিং।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগপ্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক যাছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আইহো
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী
" " গোপালকিশোর দত্ত উকীল—বগুড়া
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর
" " মধুসূদন সরকার—ইসলামপুর
" " জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়—রাউলপিণ্ডি
" " নীলমণি পণ্টাইড গারু—মান্দ্রাজ
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—নবকামতা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূ টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদা চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ী ব্যবহার করিতেই হইবে এমন কোন অনুশা-
নাই, কেহ তাহা ব্যবহার করেন, কেহ তাহা
হার করেন না। বিশেষতঃ এরূপ স্থলেও কোন
বলম্বীদিগের ধর্ম্মজ্ঞাপক নাম প্রদত্ত হয় না।
দেশীয় মুসলমান একজন হিন্দুকে মুসলমান
লে যে নামকরণ করিবে, বাঙ্গালাদেশের এক
মুসলমান কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে
সেইরূপ ফরাসীরা একজন বিধর্ম্মীকে খ্রীষ্টান
লে তাহার যেরূপ নামকরণ করিবে, ইংরা-
া কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে না। এখানে
রূপে বুঝিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে,
ভিন্ন দেশ বা জাতিই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও নাম
ণের যেরূপ বলবৎ কারণ, ধর্ম্ম কখনই সেরূপ
ণ নহে। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার
খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এক একটী নূতন নাম
করেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহা করিতেই
ব,মুসলমানেরা কাছা খুলিয়া আল্লা আল্লা করেন
য়া, খ্রীষ্টিয়ানেরা উপাসনাচ্ছলে গির্জ্জাঘরে গিয়া
দের সম্বন্ধ পাকাইয়া বসেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে
তাহা করিতেই হইবে এমন কিছু কথা নহে।

এখানে আর একটী কথার মীমাংসা করাও আব-
হইতেছে। হিন্দুজাতির নাম হইতে হিন্দু-
র নামকরণ হইয়াছে। অগ্রে হিন্দুজাতি, পরে
ধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম না মানিলে হিন্দুত্ব নষ্ট
হইতে পারে। হিন্দুজাতির আদিপুরুষ কাহারা?
সেই অতি প্রাচীনকালের আর্য্যেরা। তাঁহারা
সিন্ধুনদের সন্নিকটে বাস করিতেন বলিয়া
নেরা তাঁহাদিগকে উচ্চারণদোষে সিন্ধুর পরিবর্ত্তে
হিন্দু" বলিয়া সম্বোধন করিত। এই হেন্দু নাম
তে সেই আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু নামে পরি-
হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরদিগকে লই-
ক্রমে ক্রমে হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গা-
র অধিবাসিরা প্রধানতঃ এই হিন্দুজাতির বংশধর
ীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তাঁহাদিগকে
শষ করিয়া বলিতে হইলে অবশ্যই বাঙ্গালিজাতি
লতে হইবে কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে হইলে
দুজাতি বলা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। এ
াবে বাঙ্গালি ব্রাহ্মদিগকে অবশ্যই হিন্দু বলিয়া
া করিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে যদি
দু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা হইলে বোধ হয়
ামপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আদৌ কোন প্রশ্নই
াপন করিতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের আপনাদি
ক হিন্দু বলিয়া পরিচয় না দিবার একটী কারণ
ছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম বলিলেই হিন্দু,
দের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মই (১) বুঝাইয়া
থাকে এবং হিন্দু বলিলে সেই উপধর্ম্মের, সেই
পৌত্তলিকধর্ম্মের সেবক বলিয়াই লোকে বুঝিয়া
থাকে। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার আভিধা-
নিক অর্থ এক প্রকার এবং প্রচলিত অর্থ অন্য
প্রকার। হিন্দু শব্দের অর্থ যাহাই হউক, ইহার
প্রচলিত অর্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং এ
অর্থে ব্রাহ্মেরা কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া
স্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই আদিম
কালের সিন্ধুনদতীরবাসী আর্য্যদিগের বংশধরদি-
গকে, তাঁহারা যে ধর্ম্ম গ্রহণই কেন করুন না, হিন্দু
বলিতে যদি কাহারও কোন আপত্তি না থাকে তবে
আমরা শত মুখে বলিতেছি ব্রাহ্মেরাও হিন্দু।
সুতরাং এ হিসাবেও তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি
উপাধিগুলি কেনই বা ত্যাগ করিবেন?

যমুনিয়া
১০ ই ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

আবার জিজ্ঞাসা এই, দে, দত্ত
উপাধি কাহাদের?

গত ২৩ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে আমি "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম; গত ২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু ভূমিকা-লিখনে তিনি তাঁহার সেই চির অভ্যস্ত কথাটী যে অদ্যাপিও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই,ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! তিনি লিখিয়াছেন "বিহারী বাবুর প্রশ্নটী যেমন অসারও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার সিদ্ধান্তটীও সেইরূপ অলীক ও অসঙ্গত।" স্বীকার করিলাম, আমার প্রশ্নটী অসার ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমি যখন সেই অসার ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তখন তাহার উত্তর দিতে বসিয়া তাহাকে সারবান বিবেচনা করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করাই কি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য ছিল না? তিনি আমার প্রশ্নটীকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেও করিতে পারে[ন]; সত্য, কিন্তু আমার পক্ষে সেটী এখনও গুরুত[র] প্রশ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না আমা[র] দৃঢ় বিশ্বাস আছে, উন্নতমনা ব্যক্তিরা পরের উচ্ছি[ষ্ট] গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন না। যাহা হউ[ক] অধিক কথা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তা[হা] তাঁহার প্রতিবাদ পত্রখানি কিরূপ সারবান, তাহ[া]ই বিচার করা এস্থলে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতেছে।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "বিহারি বা[বুর] জানা উচিত যে কায়স্থ" "ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি স[ংজ্ঞা] যেমন জাতি বা বর্ণজ্ঞাপক, সেইরূপ "চট্টোপাধ্যা[য়]" "মুখোপাধ্যায়" "দে" "দত্ত" প্রভৃতি স[ংজ্ঞা] সকল বংশজ্ঞাপক মাত্র। ইহাদের সহিত ধা[র্ম্মিক] ভেদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দেশীয় খ্রী[ষ্টান] ভ্রাতাদের ন্যায় এই বংশ বা উপাধি গুলি যত্নপূ[র্ব্বক] রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য ইত্যাদি। "[দে"] "দত্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞাসকল বংশজ্ঞাপক ম[াত্র] এ উত্তম কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দে [ও দত্ত] প্রভৃতি সংজ্ঞাধারী যথার্থ পক্ষে কাহারা? দে-ব[ংশ বা] দত্তবংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কা[হারা] প্রকৃত অধিকারী? যাঁহারা দে ও দত্ত বংশে [জন্ম] গ্রহণ করিয়া দে ও দত্ত আছেন, তাঁহারাই [কি] সেই সকল উপাধি প্রয়োগ করিবার প্রকৃত [অধি]কারী নহেন? যাঁহারা দে ও দত্ত-বংশ পরি[ত্যাগ] করিয়াছেন বা তাহা হইতে খারিজ হইয়া গিয়া[ছেন,] বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাঁহারা বৃদ্ধ পৌত্তলিক দে[-] দত্ত-উপাধিধারী পিতা পিতামহকে পরিত্যাগ কি[রিতে] অনায়াসেই সক্ষম! তাঁহাদের পিতৃপিতাম[হের] বংশজ্ঞাপনে প্রয়োজন কি? গুটিপোকা যত [দিন] গুটির ভিতরে থাকে, ততদিনই সে গুটিপো[কা] তার পর সেই পোকা যখন গুটি কাটিয়া প্রজা[পতি] হইয়া উড়িতে শিখে, তখনও সে কি গুটিপো[কা] নামে অভিহিত হইয়া থাকে? সে যে তখন [এক] উন্নতজীব—প্রজাপতি! তাহার পক্ষে তখন [গুটি-] পোকা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করা কি [অসত্য ও অ]সত্যই নিকৃষ্টতাব্যঞ্জক হয় না? তাই বলি, [যে] বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদি সেই বংশেই থাকিলাম, যদি গুটি কাটিয়া প্রজাপতিই হই[লাম] তবে সেই পূর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়া আপনাকে তৎসঙ্গে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে প্রতারণা করায় ফলোদয় হইবে? সে বংশ ত্যাগ করাই—সা[ধারণ] ব্যক্তি কি বলেন বলিতে পারি না—কিন্তু

(১) এদেশে কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাঁহাদিগেরই বংশধর নহেন? ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবী-দেবাদির উপাসনা করিতেন না? ইঁহারা কি এখনও দেবদেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইঁহারাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিগণিত নন? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না যে, যে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক, ইঁহারা সেই হিন্দুজাতির অগ্রণী? লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত হয় না? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি কি পৌত্তলিকতার পরিচায়ক নহে? ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায় যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় না দেন, সে পর্য্যন্ত কি নূতন ব্যক্তি তাঁহাকে পৌত্তলিক চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান করেন না? সোং—সং।

আমার পক্ষে সম্যক্ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ

ভগবতী বাবু দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্ত ন করিতেও বিস্মৃত হন নাই! কিন্তু দেশীয় ন ভ্রাতারা যে সচরাচর এক পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ধি রাখিয়া থাকেন ও তৎপরে দ্বিতীয় পুরুষে যে ই উপাধির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, বোধ তিনি তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন। এমন য় দেশীয়খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ ই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে ব্রাহ্মতনয়দিগের ধি পরিবর্ত্তিত হয় না কেন? আর দেশীয় ন ভ্রাতারা যে পূর্ব্ব উপাধি প্রয়োগ করেন, ানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও তাহা- পক্ষে অবৈধকার্য্য। কেননা তাঁহারা ত আর পুরুষবংশে নাই। তবে তাঁহারা যে পূর্ব্ববংশের [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা চক্ষুর লজ্জার হরেই হউক, বা ভ্রমে [illegible] হউক। অন- অন্য কোন কারণই নাই। ব্রাহ্মেরা যখন [illegible] তখন [illegible] পক্ষে দেশীয় খ্রীষ্টান দিগের [illegible] দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা ও না শ্লাঘা প্রকাশ করা কিরূপ বিশুদ্ধ যুক্তির মোদিত তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে [illegible] লেখক মহাশয় পাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দিবেন।

প্রতিবাদকারীর শেষ যুক্তি বড়ই [illegible]! আপন [illegible] আপনিই আবার বুঝিতে পা রেন। বলিয়াছেন "বিজাতি বর্ণের এখানে ও কানা উচিত, [illegible] পাছে মূর্খ পৌত্তলিকেরা দিগকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে করে সেই ভয় রা উপবীত [illegible] করেন নাই। তবে উপ- [illegible] সদের সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ [illegible] জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা বীত [illegible] না।" [illegible] বড় [illegible] যুক্তি। যেন না [illegible] সন্তান [illegible] পাছে মনে করে সেই উপবীত [illegible] না, অথচ পৌত্তলিক- [illegible] ও "জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ" ছে বলিয়া [illegible] করা হয়। যদি "জাতিভেদ পক সম্বন্ধই" [illegible] ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া [illegible] এ যুক্তি তর্কের লেখক [illegible] আছেন, আমরা কিছু [illegible] পারিলাম না। পাঠকেরা কিছু বুঝিতে রিয়াছেন কি না [illegible] পারিলাম না।

আর এক কথা এই, [illegible] বলিবার আবশ্য- তা নাই; যদি "[illegible] ভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ" দূর রিবার নিমিত্ত [illegible] ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করেন এই কথাই সত্য হয়, তবে মনো মালিন্য-বিকার-রহিত অভেদজ্ঞানী ব্রাহ্মদিগের অভেদজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দোষারোপ হইতেছে কি না, ইহাও এস্থলে প্রতিবাদকারীর পুনর্ব্বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ ত স্পষ্ট ভেদাভেদকারীর কথা! এ কথা কি অভেদজ্ঞানী ব্রাহ্মের মুখে শোভা পায়?

মূল বিষয়ে প্রতিবাদকারীর যে যে আপত্তি বা সন্দেহ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিরই খণ্ডন করা গেল। এক্ষণে ভক্ত ও হরি এবং সম্পা- দকের প্রতি অনুযোগ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। অনুমানবলে বিজ্ঞ প্রতিবাদক যাহাকেই ভক্ত ও হরি স্থির করুন না কেন, আমার মতে রহস্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ও হরি ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে দোষারোপের কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, তাহারই সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার সন্দেহ অপ- নোদন করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু অহো! তিনি ত সে পথে অণিক পাদক্ষেপ করেন নাই। কি কারণে তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

কোন্ কারণে বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তিনি বিজ্ঞতম সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহা শয়কেও অনুযোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিয়া- ছেন "যাহার কাগজ তিনি যদি তাহার লাভের দিকে [illegible] করেন, তবে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অপরের কোন অধিকার নাই" ইত্যাদি। এতদুত্তরে আমরা বলি, যাঁহার কাগজ, তিনি তাহার লাভের [illegible] হউক কোপ [illegible] ছিলেন [illegible] বা তাঁহাকে অকারণ অনুযোগ সহ্য করিতে হইবে কেন?

প্রসঙ্গক্রমে সত্যের উপরোধে আমি অনেক অপ্রিয় অথচ সত্য মনের কথা বলিয়া হয় অনে- কের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু উপায় কি? যাহা হউক, উপসংহারে আমার ভগবতী বাবুর নিকট বিনীত অনুরোধ এই, তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যেন অ[illegible] অন্তঃকরণে কেন্দ্রবর্জ্জিত হইয়া সেই বিষয়ের প্রকৃত বিচার দ্বারা আমার সন্দেহ দূর করেন। তিনি যদি যুক্তি দ্বারা আমার জিজ্ঞাসাটিকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করিয়া দিতে সক্ষম হন, আমি অবশ্যই সানন্দে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব। এস্থলে বলা বাহুল্য যে ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরি- ত্যাগ করাই প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ।

পীরপৈঁতি, ভাগলপুর } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়
তাং ২৭ এ অগ্রহায়ণ }

সোমপ্রকাশ

৫ ই পৌষ সোমবার।

এই কি ভারতবাসির হিতার্থ ভারত শাসন?

যখন ফেউ ডেকেছে, তখনই আমরা বুঝ[illegible] পেরেছি, বাঘ এসেছে। যখন বাঘ এসেছে, ত[illegible] সে একটা লক্ষ্য না করিয়া আসে নাই। যাহা[illegible] লক্ষ্য করিয়াছে, তার ঘাড় ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে[illegible] তুমি আজ লাঠি সোটার আঘাত কর, বন্দুকের [illegible] করিয়া ভয়প্রদর্শন কর, আজ ফিরিয়া যাইবে, [illegible] কল্য আবার সেই লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবে[illegible] লক্ষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ সে ক্ষান্ত হই[illegible] না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ কাপড়ের শুল্ক ল[illegible] করিয়া যখন আক্রমণ করিয়াছেন, তখন যাবৎ উ[illegible] রহিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহারা বিরত হইতেছে[illegible] না। আজ হউক, কাল হউক, উহার যে অপস্থ[illegible] হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। [illegible] ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে বক্তৃতাকা[illegible] যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাই আমাদের বড় কষ্ট[illegible] হইতেছে। তিনি এ দিকে মাঞ্চেষ্টরের মনোরথ[illegible] বিষম ব্যগ্র, ওদিকে ভারতের লোকে পাছে ম[illegible] করে মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে বস্ত্রের শুল্ক উঠা[illegible] দিতেছেন, এ ভয়েও জড়সড় হইয়াছেন! এ[illegible] ব্যবহার কি প্রশংসার যোগ্য? শুল্ক উঠাইয়া দি[illegible] ভারতের অনিষ্ট নাই, যদি তিনি ইহা নিঃসন্দি[illegible] রূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে কখন জড়সড় হইতে[illegible] না। জড়সড় হওয়াতেই ত বেশ বুঝা যাইতে[illegible] তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত [illegible] য়াছেন। হাসিও পায়, দুঃখও হয়। তিনি এ[illegible] বড় হাসির কথাও কহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষ[illegible] বলিয়াছেন, মাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধিগণ তাঁহা[illegible] "কনবর্ট" ধর্মান্তর-প্রবিষ্ট করিয়াছেন। যাঁ[illegible] উপরে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভার, তিনি কো[illegible] তুলাদণ্ড হস্তে ধরিয়া ন্যায়ান্যায়ের পরীক্ষা ক[illegible] সমস্ত যে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, তাহা[illegible] করিয়া এক জনের মতপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য ক[illegible] বলিলেন! এ কিরূপ কথা? যাহা হউক, আ[illegible] দিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, মহানুভব [illegible] রিপন সে দিন্ কাশীর মিউনিসিপালিটীর অভি[illegible] পত্রের প্রত্যুত্তর দানে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, ভা[illegible] বাসির হিতার্থ ভারতশাসন তাঁহার মুখ্য উদ্দে[illegible] আজও তাহার অনুরণনধ্বনি আমাদের শ্রুতি[illegible] হইতে বিনিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু ষ্টেট সেক্রে[illegible] তাঁহার উপরের কর্ত্তা। তিনি যদি তাঁহাকে

বকে) উপেক্ষা করিয়া স্বমতে কার্য্য করিতে লেন, তাহা হইলে লর্ড রিপন কিরূপে স্বাভি- ষ্টসিদ্ধির অবসর পাইবেন? এই নিমিত্তই রা সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ভারতবাসির হিতার্থ জাগত থাকেন? পাঠক! র বিস্তারিত বৃত্তান্ত অতঃপর শ্রবণ করুন।

গত ১১ ই নবেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্রদায়ের তিনিধিগণ ইণ্ডিয়া হাউসে শ্রীযুক্ত লর্ড হার্টিং- র নিকট উপস্থিত হইয়া কার্পাসজাত দ্রব্যের একেকালে রহিত করিবার প্রস্তাব করেন। এই তিনিধিদিগের মধ্যে জি লার্ড সাহেব, হগ ম্যাসন হেব, এবং আর্মিটেজ সাহেব বর্তমান ছিলেন।

সর্ব্বাগ্রে লর্ড সাহেব মার্কুইস অব হার্টিংটনকে লেন যে "ভারতবর্ষে বস্ত্রাদির যাবতীয় কার্পাস বার শুল্ক একেকালে রহিত করা বিবেচনাসঙ্গত তেছে। লর্ড সাহেব বলেন, ইহাতে ল্যাঙ্কসায়া- র মহাজনদিগের কিছুই স্বার্থ নাই; তাঁহারা স্বীয় ভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে এমন উপদেশ তেছেন না। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই ধিক উপকার সাধিত হইবে। কারণ, কার্পাস স্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ ভয়দেশেরই বাণিজ্যপথ মুক্ত হইবে; উভয়দেশীয় াকই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় করিতে পারিবে। গবর্ণ- ণ্ট মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করিলেন; কিন্তু হি বস্ত্রের শুল্ক প্রচলিত রহিল। এই অসদৃশ র্য্যপ্রণালী ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অভিমত হে। এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ন্তরকালে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবে, পূর্ব্বেই তাহা নুমান করা হইয়াছিল। বাস্তবিক এখন কার্য্যতঃ াহাই ঘটিতেছে। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে একটি ধান এই, মোটা বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ভারত- াসিরা এখন অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত রিতেছে।"

পাঠক! দেখুন, ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের [illegible] লিবার কেমন একটা ভঙ্গী আছে। উপদেশের ভাবী ল যেমন হউক, কিন্তু আপাততঃ উপদেশ-বাক্যটি নিতে বড় মিষ্ট। লর্ড সাহেব প্রস্তাবনায় বলি- লেন,—ল্যাঙ্কসায়রের বণিকদিগের ইহাতে কিছুই ার্থ নাই, এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই মহোপকার সাধিত হইবে। কিন্তু আবার পরিশেষে বলিতেছেন যে,—মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করায় এই ঘোর অসুবিধা ঘটিয়াছে যে ভারতবাসিরা এখন অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। ভালই ত; এটী ত ভারতবর্ষেরই লাভের কথা। তিনি ভারত- বর্ষের হিতান্বেষণ করিতেছিলেন, এতদ্দ্বারা ভারতে- রই ত হিত হইতেছে। তবে তিনি মনোব্যথা পাই- তেছেন কেন? পাঠক! ম্যাঞ্চেষ্টরের দুঃখের কারণ বুঝিয়াছেন? এদেশে বিলাতের যে সমস্ত মিহি বস্ত্রের আমদানী হইতেছে, তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্- রের শুল্ক লাগে। সুতরাং বোম্বাই নগরের মিহি বস্ত্র বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হই- তেছে। বিলাতি বস্ত্রের কাটতি নাই, ম্যাঞ্চেষ্টরের সমধিক ক্ষতি। কিন্তু ঐ শুল্ক রহিত হইলে, ম্যাঞ্চেষ্টরের খরচ কম পড়িবে। অতএব বস্ত্রের মূল্য কমাইয়া বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে অবলীলাক্রমে মাটী করিতে পারিবেন। হিতৈষিতাই বলুন আর যাহাই বলিতে ইচ্ছা করুন,—কাহাকে কি বলে আমরা ত সব ঠিক জানি না,—কিন্তু অন্তর্গত গূঢ় অভিসন্ধিটী এই, যাহাতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, তাহাই সকলের প্রধান লক্ষ্য। এদেশীয় লোকে একে ত বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না; আবার যদিচ দুই একটী উৎসাহশীল সম্প্রদায় অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে। এমন স্থলে কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা কোথায়? এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত করা সামান্য ব্যাপার নহে। বিলাত হইতে কল ক্রয় করিয়া আনিতেই মহাজনকে সর্ব্ব- স্বান্ত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন এদেশীয় লোক এখন কার্য্য-কৌশল কিছুই বুঝেন না। এমন অজ্ঞ ও নিঃসহায় লোকদের প্রতিযোগী হইতে ইংলণ্ডের লজ্জাবোধ হয় না? অন্তরে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চা- রও হয় না?

পূর্ব্বে সার জর্জ ক্যাম্বেল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, শত করা ৫ টাকার হিসাবের শুল্ক নিতান্ত অল্প। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা বলিয়া থাকেন,—ইংলণ্ডে গৃহাদির ভাড়া অত্যধিক। সমস্ত খরচ হিসাব করিয়া দেখিলে শতকরা ১০ টাকারও অধিক শুল্ক পড়ে। যাঁহারা কেবল এক পক্ষের সুবিধা বা অসুবিধা দেখিয়া বিচার করেন, তাঁহারা কেমন প্রকৃতির লোক এবং তাঁহাদের বাক্যে কিছু সারবত্তা আছে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিলাত হইতে কল আনিতে তাহার মূল্যে এবং জাহাজ ভাড়ায় কত ব্যয় পড়ে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। মজু- রেরা অধিকক্ষণ কারখানায় বদ্ধ থাকিতে পারে না। আবার তাহারা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে তাহার মধ্যে অধিক কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না; অল্প ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত, এদে- শের মজুরলোক শিক্ষিত নহে। কলের কাজে তাহাদের নিপুণতা নাই। একটী বিষয়ে বারম্বার উপদেশ দিলেও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে যে ব্যয়ে যত সময়ের মধ্যে যতগুলি লোকে যে পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে, বিলাতে সেই ব্যয়ে সেই সময়ের মধ্যে ততগুলি লোকে প্রায় দেড়গুণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে। আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, দৃষ্টিবাদী ব্যক্তি মাত্রেই এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি মিহি বস্ত্রের শুল্কে অন্যূন ৪৮০০০০ টাকা প্রতি বৎসর আদায় হয়। কিন্তু এই শু সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদি অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরে বণিকেরা বলেন যে, অল্প লাভের নিমিত্ত উক্ত ক গ্রহণ প্রথা প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। অ ১৮৭৪ সালে তৎকালীন ষ্টেটসেক্রেটারী লর্ড সা সবরি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, সুযোগ হইলে কার্পাস বস্ত্রের যে অবশিষ্ট শুল্ক চলিত রহিল, সর্ব্বা তাহা রহিত করা হইবে। পর বৎসর আশাই মা কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্ গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক অন্যান্য কর রহি করিলেন। ১৮৭৯ সালের ৪ ঠা এপ্রেল কম হাউসে এই প্রস্তাব হয় যে, আমদানী বস্ত্রের শু ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে অতএব উহা উঠাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধে লর্ড সাহেব এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বীয় বক্ত পরিসমাপ্ত করিলেন।

তৎপরে হগ সাহেব বলিলেন,—"এই থাকাতে বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ক্রেতাদিগেরই ক হইতেছে। কারণ, ল্যাঙ্কোসায়রের বণিকদিগের শুল্ক লাগে, তাঁহারা সেই টাকা বস্ত্রের মূল্যের উ ফেলিতেছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কৃষিকা দেশ, তথায় যত স্বল্পমূল্যে বস্ত্র যোগাইতে পারা ততই মঙ্গল।" আমাদের ব্যবহারিক শাস্ত্রের বোধ না থাক, কিন্তু কার্য্যের ফল এক প্র আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতবর্ষবাসীরা সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পায়, সেটি তা দের পক্ষে লাভের কথা বটে। কিন্তু উহার ব ধিক ক্ষতিগুলি কোথা হইতে দূর হইবে? ই শীতপ্রধান দেশ। তথায় অধিক বস্ত্রাদি না হ শীতবাত নিবারণ হয় না। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্র দেশ। এ স্থলে সামান্য বস্ত্র হইলেই অনা চলিতে পারে। বিশেষতঃ কৃষক ও মজুরেরা নই অধিক বস্ত্র ক্রয় করে না। দুই খানা একখানা গামছা ও একখানা শীতের মোটা হইলেই সম্বৎসর চলিতে পারে। আবার কাপড় অধিককাল স্থায়ী নয়, সে জন্য সা লোকদের মধ্যে অনেকেই চরকার সূতায়

ইয়া লয়। একখানা দেশী মোটা কাপড় দুই
বৎসরেও ছিঁড়ে না। এই গেল কৃষক ও মজুরদের
ক্রয়ের কথা। তদ্ভিন্ন এ দেশে যে যে স্থানে
দ্ভের কল আছে, তত্তৎস্থলে কত দীন দুঃখী
লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দেশীয় মহা-
র ঘরে অর্থাগম হইতেছে। আমরা নানা
ই ভারতবর্ষের উপকার দেখিতেছি। কিন্তু
রহিত করিলে কত দিকে সর্ব্বনাশ,—দেখুন।
সবে যে ব্যক্তি চারি টাকার কাপড় ক্রয় করিত,
সুলভ হওয়ায় তাহার ৩‖০ টাকায় কাপড়
বে। কিন্তু এ দিকে একটী রাজস্বের পথ বন্ধ
। অতএব ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহাকে বৎ-
ক ৪ টাকা কর দিতে হইবে। সুতরাং বস্ত্রের
রহিত করার এই ফল হইল,—যে কার্য্য ৪
য় সম্পন্ন হইতেছিল এখন তাহাতে ৭‖০ টাকা
বে গেল সাধারণের ক্ষতি। দেশীয়
ক ও মজুরদিগের যে কত ক্ষতি তাহা প্রকাশ
বার নহে।

লর্ড হার্টিংটন এক সময় বলেন,—বস্ত্রের শুল্ক
য় হয়, তাহা পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি
। গত চারি বৎসরের ভিতর যদি যুদ্ধবিগ্রহাদি
ত না হইত, তবে রাজকোষে অন্যূন ১২৪০০০
কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। ষ্টেট সেক্রেটারি
দয় আরও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গত আফগান
ইংলণ্ড ৬০০০০০০ কোটী টাকা দিয়া ভারত-
সাহায্য করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডও ভার-
করভার বহন করিয়া থাকেন। এ দিকে আরও
ম্বার, কয়লা, কল প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক
ই নাই, অতএব কার্পাস বস্ত্রের উপর শুল্ক
র কথা ন্যায়ানুগত নহে।

পাঠক! আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারির মনের
বুঝুন। কাবল যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের সীমার
ঘটিয়াছিল? ইংলণ্ড নিজে প্রতিপত্তি রক্ষা
র নিমিত্ত কাবুল রাজ্যে অন্যায় করিয়া লিপ্ত
। তাহাতে ভারতবর্ষের কিছুই ইষ্টসিদ্ধি ছিল
ফ্রান্সের সঙ্গে যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে
তে কি ভারতবর্ষের সংস্রব আছে, বলিব?
দের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ ঘটিয়া গেল তাহাও
সেইরূপ। এই যুদ্ধে ভারতের রাজস্ব হইতে
পয়সাও গ্রহণ করিতে হইত না। কিন্তু উপায়
? ভারত অক্ষম বোবা,—মুখে বাক্য নাই।
া যাহা করেন, সকলি সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত
া বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের সমধিক
ায্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডকে সকল ব্যয়ভার
ন করিতে হইত, কিন্তু তিনি যৎসামান্য অর্থ
া স্বয়ং নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। তাঁহার আশ্রিত
কপিলা ধেনুকেই নিঃস্ব হইতে হইয়াছে। কিন্তু
দুঃখের বিষয় যে, তাহাদেরও ভারতের পৌরুষ নাই।
ভারতবর্ষই, প্রাণপণে ইংলণ্ডের উপকার করিয়া
ছেন। কিন্তু কালের এমনি বিচার, ইংলণ্ড তদ্বিপ-
রীত বাক্য বলিয়া বসিলেন! উদারচরিত ব্যক্তির
মুখে যদি এমন কথা বিনির্গত হইল, তবে অনুদার
চরিত লোকে কি না বলিতে পারেন? ভাল,—
আমরা ষ্টেটসেক্রেটারিকে একটী কথা বলি,—তিনি
যথার্থই যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলকামনায় কৃতসংকল্প
হইয়া থাকেন। এ দেশীয় লোকের ত পদে পদে
কষ্ট; এই কৃষিজীবী দেশের দুঃখ মোচন করিবার
আরও অনেক প্রশস্ত পথ আছে। এক মুষ্টি মৃত্তিকা
সিদ্ধ করিলে লবণ প্রস্তুত হয়; গবর্ণমেণ্ট লবণের
একচেটিয়া রহিত করুন না? দুঃখী লোকের
প্রাত্যহিক ব্যয়ের বিস্তর লাঘব হইবে।

লর্ড হার্টিংটন প্রতিনিধিদিগকে কোন স্পষ্ট
প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। ফলতঃ কার্পাসজাত
বস্ত্রের শুল্ক রহিত করাই তাঁহার ইচ্ছা। ষ্টেটসেক্রে-
টারী বলেন যে, এই শুল্ক রহিত করিলে ভারতবর্ষের
বিস্তর উপকার সাধিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের
লোক এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা
সন্দেহাকুল হইয়া ভাবিতেছেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের
বণিকদিগের হিতার্থই গবর্ণমেণ্ট এই পথ অবলম্বন
করিতেছেন।

কি জানি?—মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত। আমরা
আবার মনুষ্যের অধম;—অনেক দিন রাজকার্য্যের
পর্য্যালোচনা করি নাই; সুতরাং আমাদিগের ভ্রান্তি
আবার আরও অধিক। আমরা যতটুকু স্থির করিতে
পারিয়াছি, তাহাতে ত কিছু শুভ লক্ষণ দেখি না।
আমরা রাজকীয় ব্যাপারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুঝি না,
কিন্তু বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে রাজস্বের হানি
হইবে তাহা জানিতে পারিতেছি। ভারতের রাজ-
কোষে যে প্রকার অর্থাভাব, এমন সময় রাজস্বের
হানি সামান্য কথা নয়,—নূতন কর প্রবর্ত্তিত না
হইলে সে ক্ষতিপূরণ হইবে না। অতএব আশ্রিত
দরিদ্র প্রজার অনিষ্ট করিয়া স্বদেশীয় স্বজাতীয় ধনী
আত্মীয়ের ইষ্ট করা রাজধর্ম্ম নয়। যাহা হউক, লর্ড
হার্টিংটন মহোদয় চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন
এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মভঙ্গ বঙ্গদেশে মেলেরিয়া উৎপত্তির প্রধান কারণ।

যদি বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলির সহিত ইউরোপের
কোন প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামের তুলনা করা যায়,
তাহা হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে তাহাদের তুল-
নায় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি পীড়ার আকর, ও
যমের আবাস ভূমি। আমরা কথায় কথায় যমা
নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দে
করিয়া থাকি, কিন্তু ইউরোপের কোন ব্যক্তিকে য
যমালয় কোথায় জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হই
তিনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তিনি নিঃসংশ
বাঙ্গালা দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব
বেন "ঐ যমালয়"। বাস্তবিক যদি ইউরোপ
কোন দেশের মৃত্যুসংখ্যার সহিত এদেশস্থ প
গ্রামের মৃত্যুসংখ্যার তুলনা করা হয়, তাহা হই
দৃষ্ট হইবে, যে প্রতি সহস্রে ইউরোপে যত লো
মরে, এদেশে তাহার প্রতি সহস্রে অন্ততঃ দ্বিগু
সংখ্য লোক বর্ষে বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হ
থাকে। বঙ্গদেশে এমন কোন জেলা, এমন কো
পরগণা, এমন কোন গ্রামই নাই যেখানে মৃ
ম্যালেরিয়ার আকারে বিচরণ করিতেছে না। ম
মধ্যে এক একটী স্থান ওলাউঠা রোগে প্রায় লো
শূন্য হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা বসন্তরো
এত প্রাদুর্ভাব যে তাহার আক্রমণে তত্রত্য প্রজা
ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কলিক
গেজেটে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের নানা স্থানের স্ব
সংক্রান্ত বিবরণ যেরূপ প্রকাশিত হইয়া থা
তৎপাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এ দিকে মফস্বলের প্রায় সকল গ্রামে এখ
জঙ্গল, ওখানে ময়লা, প্রজাবর্গের বাটী, স্থান অপ
স্কার, কোথাও বা পূতিগন্ধ উত্থিত হইতে
কোথায় জীবজন্তু মরিয়া পচিতেছে। মফস্বলবা
দিগের বাটীর ভিতর যাও দেখিবে, সেখানেও
অবস্থা, ঘর, দ্বার উঠান, সমুদায় অপরিষ্কার। এখ
জঙ্গল, ওখানে কতকগুলা খানা, এ দিকে ময়
স্তূপ, অন্য স্থানে একটা প্রকাণ্ড খাদ, তাহার ম
ভাঙ্গা হাঁড়ি, খোলামালা, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি এ
কার হইয়া আছে। আবার গৃহগুলি যেমন অ
য়তন, তেমনই নিম্ন, তেমনই ভিজে ভিজে, আ
ভূমি। ঘরের এক দিকে একটী ছোট দ্বার, জা
প্রায় নাই বলিলেই হয়, যদি থাকে তাহা আ
তেমনি ক্ষুদ্র। আবার সেগুলি এমন ভাবে অব
যে বায়ু সেখান দিয়া গতায়াত করিতে পারে
আবার দরিদ্রলোকের বাটী গিয়া দেখ যে তা
ঘরের চাল নামমাত্র আছে, কার্য্যে কিছুই
বর্ষাকালের বৃষ্টি, শীতকালের হিম, গ্রীষ্মকা
রৌদ্র তদ্দ্বারা নিবারিত হয় না। ঘরে পাতি
একখানি খাট অথবা চৌকি নাই। বাটীর স
কেই ভিজে মেঝের উপর শয়ন করিতে হয়। ব
বাজারে গিয়া দেখ সেখানে রাশি রাশি পচা ম
ও মাংস বিক্রয় হইতেছে, দুর্গন্ধে বাজারে প্র
করা ভার। দোকানে যে সকল মিষ্টান্ন ও

জল পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার মনে না এই বিশ্বাস জন্মে যে বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে বাস করিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে শয়ন করিয়া অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্য আহার করিয়া অস্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্যশরীর ত আর বজ্রে নির্ম্মিত নহে যে এত অত্যাচার তাহাতে সহ্য হইবে। সুতরাং বাঙ্গালীর শরীর শীর্ণ, জীর্ণ, ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। পীড়ায় যে বাঙ্গালী এত কষ্ট পায় তাহার কারণ এই সকল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথচ কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর তোমাদের দেশে মৃত্যু ও পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? সে তখনই বলিবে এ সকল ঈশ্বরের হাত, মনুষ্যের ইহাতে কোন ক্ষমতা নাই। এই সকল নিবারণের যে উপায় আছে অজ্ঞ বাঙ্গালী তাহা জানে না। তাহাদের সকলই ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর। তাহারা নিজেই স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়ম ভঙ্গ করে, অথচ পীড়া ও মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের দোষ দিয়া থাকে। যাঁহারা যুক্তির মর্য্যাদা বুঝেন, ও যুক্তি অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, বঙ্গদেশের এ অবস্থা ত বরাবর আছে, পূর্ব্বে এত পীড়া হয় নাই, এখন এত পীড়া হইতেছে, তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা কহিতেছি, বঙ্গদেশের বরাবর এই অবস্থা ছিল, আমরা এ কথা স্বীকার করি না। পূর্ব্বকার লোকে এক্ষণকার লোকের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন, এবং স্নান ও আহারাদির নিয়মও সুন্দররূপে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং ও বিষয়ে তাঁহারা স্বাস্থ্যের কতক নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইত না। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আবার স্বাস্থ্যনাশক কতকগুলি আগন্তুক কারণও ঘটিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ এখন বঙ্গদেশের সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়মগুলি জানা ও তাহার প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। লোকদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেমন আবশ্যক আবার এই নিয়মগুলি যাহাতে তাহারা পালন করে তাহারও উপায়বিধান করা তেমনি আবশ্যক। যতদিন তাহা অবলম্বিত না হইবে, ততদিন বঙ্গদেশ হইতে পীড়ার যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যু দূরগত হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়বিধানার্থ একজন কমিশনর আছেন। তিনি অতি উচ্চ বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আফিসে তাঁহার অধীনে অল্প ও উচ্চ বেতনের অনেক কর্ম্মচারীও আছেন। তাঁহাদের কার্য্য আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল বৎসর বৎসর এক এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেন। সেই রিপোর্ট আবার তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারিগণ পাঠ করিয়া থাকেন। কিসে যে রাজ্যের রোগের হ্রাস হইবে, কিসে যে লোকের যন্ত্রণার লাঘব হইবে, কিসে যে অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। বর্ষা শেষে যখন জ্বরজর্জ্জর রোগ ও শোকে আচ্ছন্ন হয়, যখন চারি দিকে মহামারি ও হাহাকার পড়িয়া যায় তখন কোথায় তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না তাঁহারা শৈলবিহারে ব্যাপৃত থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রজাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া যেমন উচিত, আবার সেই নিয়মগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা তেমনি উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ করি যে, তিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনরের দ্বারা গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম প্রস্তুত করাইয়া লউন এবং সেই নিয়ম ভারতবর্ষের নানা স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ও প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটী কাছারিতে ও থানায় থানায়, প্রেরণ করুন। গবর্ণমেণ্ট সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিন যে প্রজাদিগকে ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অবশ্য কার্য্য করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আমরা আরও একটী পরামর্শ দিতেছি। যদি উপাদেয় বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাও অবলম্বন করেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠশালা আছে। গ্রামস্থ প্রায় সকল বালক সেই পাঠশালায় অধ্যয়ন করে। গবর্ণমেণ্ট, স্যানিটারি কমিশনরের দ্বারা সহজ ভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া তাহা পাঠশালার অবশ্য পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে লোকের জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহার নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইলে এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লাইসেন্স টেক্স।

যখন লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ছিলেন, তখন ইনকম টেক্সের হলুস্থূলে দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে করভারে দরিদ্রলোকই অধিক কাতর হইয়া পড়ে। লর্ড মেয়ো এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—যে কোন ট্যাক্স হউক না কেন,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশীয় লোকের হস্তে কর আদায়ের ভার সমর্পিত থাকিলে অবশ্যই প্রজাপীড়ন হইবে। আমরা এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে সমর্থ নহি। কেন?—এ দেশীয় লোকেরা কি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী? যদিস্যাৎ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে, সেটা তাঁহাদের দোষ নহে। সে দোষ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তাদের। এসেসরদিগের সদাশয়তা এবং সদ্গুণের সুখ্যাতি করিবার যো নাই। প্রজালোক এসেসরের সুযশ উদ্ঘোষণ করিলে গবর্ণমেণ্ট বুঝেন যে, তবে তাঁহারা দয়া করিয়া অনেক ব্যক্তিকে করদায় হইতে নিষ্কৃতি দিতেছেন। বাস্তবিক এসেসরের এমন সদয়চিত্তের পরিচয় না পাইলে প্রজাগণও ত তাঁহার সুখ্যাতি করে না। কিন্তু এই সুখ্যাতি ঘোষণ কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। এতদ্দ্বারা প্রজারও হিত সাধিত হয় না, এসেসরেরও পদোন্নতি হয় না। কর সংগ্রহের স্বল্পতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

অর্থাভাব পরিপূরণের নিমিত্ত কর আদায় করিতে হয়; অতএব অধিক কর সংগৃহীত না হইলে গবর্ণমেণ্টের মনোরথ পূর্ণ হয় না। আসেসরেরা স্বীয় স্বীয় রিপোর্টে লেখেন,—"আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি এ স্থলে এত টাকা সংগৃহীত হইল।" এসেসরের আহ্লাদ বটে গবর্ণমেণ্টের আহ্লাদ বটে, কিন্তু নির্ধন প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ। প্রজাগণ করপ্রদানে অযোগ্য হইলেও এসেসরেরা "চিকণ ভাঁড়া" দেখিয়া কর নির্দ্দিষ্ট করেন। তাহাতে বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হইলেও চক্ষু মুদিত করিতে হয়। কারণ, কিছু বেশী বেশী কর আদায় না দেখাইতে পারিলে সুখ্যাতি হইবে না। ষ্ট্রাচি সাহেবের আমলে, নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক লাইসেন্স ট্যাক্সের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। সাতিশয় দরিদ্র লোককে সে করভার বহন করিতে হইয়াছিল। পরে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যাঁহাদের বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধ আয়, তাঁহাদের উপরেই কর নির্দ্ধারিত হইল। এই অভিনব নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় করদাতৃগণের সংখ্যাও কমিয়া আসিল; যাহাই হউক, সংগৃহীত টাকা অধিক না দেখাইলে চলিবে না, সে কারণ তৃতীয় শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। বস্তুত সেই সমস্ত লোকের আয় কিছু মাত্র পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যাবাসিদের যে কি দুরবস্থা বঙ্গদেশের পাঠক তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। তেমন দুঃখাপন্ন লোক ত্রিসংসারের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এলেন হিউম সাহেব তাহার

ক্রয় করিতেছেন। শ্যামের লোকে যাহাতে
র সেনাভুক্ত হইতে পারে তিনি সে চেষ্টারও
করিতেছেন না।

গত সোমবার কলিকাতায় কয়েকটী বালক
কগুলি চটক পক্ষী ধরিয়া তাহাদের উপর
রাচরণ করাতে জীবক্লেশ নিবারিণী সভার এক-
কর্ম্মচারী তাহাদিগের নামে পুলিষকোর্টের
ট্রেট মার্সডেন সাহেবের নিকট নালিশ করিয়া-
ন। বালকেরা অপরাধী সপ্রমাণ হয় কিন্তু ম্যাজি-
এই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন
চটকপক্ষী গৃহপালিত জীব নহে অতএব তাহার
নিষ্ঠুরাচরণ করায় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে
ন তাহাদিগকে কোন প্রকার দণ্ড বিধানে সমর্থ
ন। বিচার অপেক্ষা আইন ও যুক্তিটী অধিক
ত।

শুনা যাইতেছে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির
তনিধি সভাপতি বাবু শ্যামাচরণ দে আগামী
য়ারি মাসে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু কারণ
তাহা জানা যায় নাই।

কোলাপুরের রাজা ক্ষিপ্ত হওয়াতে রাজ্যভার
তে তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পিত হয় তজ্জন্য
ত্য অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন
য়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য
য়া এ বিষয় বিবেচনাধীনে রাখিয়াছেন।

আগামী ২০ এ ফেব্রুয়ারি ডুমরাওনের রাজকুমা-
রাজ্যাভিষেক হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং
কার্য্যে ব্রতী হইবেন। রাজকুমার পিতার বর্ত্ত-
র সাত বৎসর রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের কতকগুলি প্রেততত্ত্ববাদী নরনারী
য় দিবারাত্রি একটী স্থান খনন করিতেছে,
রা বলে ভূতেরা প্রত্যাদেশ করিয়াছে তথায়
সুবর্ণ নিহিত আছে।

সুইজরলণ্ডের অন্তর্গত বৌত্রি নামক স্থানের
জন ঘড়িওয়ালা এক প্রকার সুন্দর ঘড়ি প্রস্তুত
য়াছেন। এই ঘড়িতে ১৫ বৎসর অন্তর দম
ত হয়।

ফুগার্স আর্ক নামে এক প্রকার লতা আছে।
তার রসে ধাতু গলিত হইতে পারে।

দিল্লীর সাজাদারা ও আর ৪০ জন দেশীয়
স্ত ভদ্র লোক কাশীর দরবারে লর্ড রিপণকে
র করিবার জন্য আগমন করেন। পুলিষ কমি-
র তাঁহাদিগকে একটী ঘরের কোণে বসাইয়া
খন, দরবার ভাঙ্গিল তাঁহাদের খোঁজ নাই, ভাগ্যে
জাদারা তাড় ৩ড়ি গিয়া লর্ড বেরেসফোর্ডকে
নাইলেন তাই রক্ষা। তাই লর্ড রিপন আসিয়া
বার বাদসাহ নন্দনদিগকে সাক্ষাদর্শন দিলেন।

দিল্লী কালেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারত-
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহু বিবেচনা করিয়া শেষে উহার
উপযোগিতা আদৌ অনুভব করেন নাই।

কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও মহম্মদ লতিফ হুমায়ূণ
কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইয়াছেন।

অধ্যাপক হুডার বলেন সিঙ্গাপুরের নিকটে ১২২
জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। লোহিত সাগরে যে
প্রকার প্রবাল জন্মে এ প্রবাল সেরূপ নহে। যে
সাগরাংশের জল ঘোলা তথাকার প্রবাল ভাল হয়।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল সস্ত্রীক হইয়া শুক্র-
বারে টানাসিরাম নামক জাহাজে রেঙ্গুন যাত্রা করি-
য়াছেন।

অষ্ট্রেলিয় গবর্ণমেণ্ট চটকবংশ ধ্বংস করিবার
আদেশ প্রদান করিয়াছেন। চটকের এক শত ডিম
ভাঙ্গিতে পারিলেই ১।০ পুরস্কার। এক এডেলেড
নামক স্থানের লোকে এই পুরস্কারের লোভে
৪০০০০০ ডিম ভাঙ্গিয়াছে। গতস্থ যাহাতে গত হইতে
চটকের বাসা ভাঙ্গিয়া দেন তজ্জন্য আইন করা
হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত যে কমিশন নিয়োজিত
হইয়াছে। তাহার ক্রমাগত অধিবেশন হইতেছে!

জুলু রাজ্যে আজিও না কি ভয়ানক নারীহত্যা
হইতেছে। তথায় এত স্ত্রীলোককে বধ করা হই-
য়াছে যে আর স্ত্রীলোক পাওয়া দুর্ঘট। প্রজারা
অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনিষ্ট নিবা-
রণের জন্য তাহারা ইংরাজদিগের শরণাগত হই-
য়াছে। জুলুদিগের প্রতিনিধিরা মারিজবর্গে আসিয়া
গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদিগের কয়েক জন দলপতির
কারাদণ্ড প্রার্থনা করিতেছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা মূল্যের কাগজ ১০১।০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৪) ১০২॥০ হইতে ১০২৷৵০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০১

৪॥০ ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১১০৷৵০

৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০০

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গাটুলালজী অশীতি-
বর্ষ বয়ঃক্রমে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ
করিয়াছেন। ইঁহার এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বলিতে
কি গঙ্গায় পা নামাইয়াছেন তথাপি বিবাহ করিয়া
সংসারী হইবার সাধে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে
মজাইলেন। গাটুলালজী এক জন রিফরমার।
অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ইঁহার বিস্তর সুখ্যাতি
করিয়া থাকেন।

অতঃপর যাঁহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দরবারে
যাইবেন তাঁহাদিগকে হয় বিচারপতিদিগের পোষাক
না হয় বিদ্যালয়ের পোষাক পরিধান করিতে হইবে,
পুরোহিতদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদি
পোষাক পরিয়া যাইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের এল এল বি পরীক্ষায় এবার
জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু প্রশ্নের গুণে
পরীক্ষকদিগের প্রসাদে ৩ জন কেবল দ্বি
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে
কারণে পুনরায় উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা
হইয়াছে। এবার কি সকল স্থানের পরীক্ষকদিগে
এক গতি! এ দেশে ছাত্রবৃত্তি হইতে এল,
পর্যান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন দেখিয়া বোধ হয় পরীক্ষা
দিগকে কোন প্রকারে ঠকানই পরীক্ষকদিগে
উদ্দেশ্য।

বিলাতের কতকগুলি লোক জাহাজের উ
বাণিজ্য প্রদর্শনী খুলিয়া বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া বে
ইবার কল্পনা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ২৬৪০
ভার বহনে সক্ষম এরূপ একখানি জাহাজ প্র
করা হইতেছে, ব্যবসায়ীরা ভাড়া দিলে ইহাতে
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে ইউরোপ
কলচালকদিগের পরিবর্ত্তে দেশীয় কলচা
নিয়োগের আদেশ হইয়াছে।

কুইন্সলাণ্ডের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভারতব
উপনীত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে উক্ত উপ
বেশে কুলি প্রেরণ করেন, ইনি তাহারই বন্দো
করিতে আসিয়াছেন।

আহম্মদ টুহ্ফিক এফেন্দি নামক এক ব্য
তুরস্ক ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক মু
করাতে সুলতান তাঁহার মৃত্যু-দণ্ডের আ
দিয়াছেন।

ষ্টেট-সেক্রেটারি মধুরাঘাট হইতে ডায়মণ্ডহা
পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিতে আদেশ দিয়াছেন।
লম্বে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। মণ্ডলার মি
কোম্পানি উহার কণ্ট্রাক্ট লইতেছেন।

ভারতবর্ষে আয়কর পুনঃস্থাপিত হইবার স
বনা দেখিয়া বিলাতের অনেক সংবাদপত্র অসন্তো
প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন
সেক্রেটারি তুলকর উঠাইয়া দিবেন বলিয়া
কাজ করেন নাই; ইহাতে তাঁহার অবিমৃষ্যকারি
প্রকাশ পাইতেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এ
আশঙ্কিত বিপৎপাত যাহাতে না হয়, গবর্ণর
বল তদুপায় অবলম্বন করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

৬ ই নবেম্বর গ্রীশদেশবাসীরা কবি বাইর
মৃত্যুস্থল মিসোলঙ্গি নামক স্থানে মহাসমারো
তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক নাইট সাহেব বি
হইতে ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিয়াছেন।

আক্‌মানি পঞ্জাব নামক সংবাদপত্র বলেন, পঞ্জাব ও অমৃতসরের লোকেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন উপবাসী থাকাতেই এবার তথায় ভয়ানক সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হওয়াতেই সামান্য জ্বরেও অনেকে অকালে কালকবলিত হইয়াছে। থাবা থাবা কুইনাইন খাইয়াও যে জ্বর যাইতেছে না, সামান্যমাত্র সুরুয়া খাইতে দেওয়াতে তাহা আরোগ্য হইতেছে। অমৃতসরের সাল প্রস্তুতকারী তাঁতিরা জ্বরে জ্বরে কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে হাজার হাজার লোক কেবল সুরুয়া খাইয়া জ্বর তাড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও অতি দুর্ব্বল।

দর্ব্বান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ট্রান্সভেয়াল বাসীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে, তাহারা বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করিবার ভয়প্রদর্শন করিতেছে। কাফিরেরাও অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

১১ ই ডিসেম্বর মিরাটের কালেক্টর ফিসার সাহেব মিষ্টার ফান্‌শম ও গঙ্গারামের নামে এলাহাবাদ হাইকোর্টে অপবাদ দিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মকদ্দমার আশামীদ্বয় মিরাটের কমিশনর কলভিন সাহেবের নিকট ফিসারের চরিত্র সম্বন্ধে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, ফিসার মুহুম্মদ দাকো নামক একটী স্ত্রীলোককে ভ্রষ্টা করিবার উদ্দেশে একদা তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মুহুম্মদের আত্মীয়বর্গের প্রতিবন্ধকে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হয়েন। এই আক্রোশের প্রতিশোধ তিনি ঐ স্ত্রীলোক সংক্রান্ত এক মকদ্দমায় লইয়াছিলেন। ফিসারের চরিত্রদোষেই এই স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে, এবং তিনিও উক্ত স্ত্রী-হত্যার জন্য দায়ী। ইনি পীড়ন করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ লইয়া নৌচণ্ডী নামক স্থানে মেলা করেন এবং সরকারী কার্য্যে অবহেলা করিয়া উহার আমোদসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। নাচ তামাসা উপলক্ষে ফিসার বেশ্যাদিগের সহিত অতি অভদ্র আচরণ করিয়াছেন। ইনি মনোহর বেশ্যাদিগের চিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। একজন উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা যেমন গর্হিত, তেমনি দূষিত ও লজ্জাকর বলিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষ হইতে বাবু দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতার সেরিফের পদে নিয়োজিত হইবেন।

মক্কায় ভয়ানক বিসূচিকা হইতেছে, প্রত্যহ শত লোক ইহাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ষ্টীমার যাত্রী আনা বন্ধ করিয়াছে।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, কয়েক দিবস হইল, এখানকার গঙ্গার ঘাটে সেন ষ্টীমরের "রানসাগর" উপস্থিত হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর ষ্টীমার হংসেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কালনা হইতে কলিকাতা গমনাগমন করিতেছে। মৃত মহাত্মা রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র বাবু হরিমোহন রায় আবার শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমনাগমনের নিমিত্ত ষ্টীমার "মহাতাপ" ও "ঘাটাল" নিয়োজিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ম্যানেজর বাবু উক্ত ষ্টীমারদ্বয়ের কার্য্য-প্রণালীর অদ্যাপি বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, এজন্য আশানুরূপ আরোহী ও মাল জুটিতেছে না। ফলতঃ "মহাতাপ" ষ্টীমার খানি যদি নিয়মিতরূপে এখান হইতে কলিকাতায় গমনাগমন করে ও উহার কার্য্য-প্রণালী বিশুদ্ধভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরী ও হংসেশ্বরীর অন্ন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ষ্টীমার ও নৌকার জ্বালায় এখানকার গঙ্গার ঘাটে হিন্দু নর-নারীর প্রাত্যহিক স্নানাদির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। সর্ব্বতোভাবে অনুরোধে ও সাধারণের হিত কামনায় আমরা রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে অনুরোধ করি যে, তিনি স্নানের ঘাটের কণ্টক স্বরূপ ষ্টীমার ও নৌকার পৃথক ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। স্ত্রী পুরুষের স্নানের ঘাটের উপর ষ্টীমার ও নৌকার ব্যবসায় করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

এখানকার জ্বররোগ অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত নেটিভ ডাক্তারগণ এক ড্রাম সিনকোনা লইয়া স্থানে স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা পীড়িত লোকদিগের কোন উপকার দর্শে নাই।

এ বৎসর এলাহাবাদের উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের তিন ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দান করিয়াছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে পারস্যভাষা শিক্ষার ভার হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সিমলা নৈনীতাল বাঙ্গালীরা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সি, এ, টি ক্রস্থওয়েট ও এ, বি, ইংলিস গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভ্য হইলেন।

ঢাকবার্ত্তা বলেন, ভদ্রেশ্বর থানার খেয়াঘাটের মাঝি, আউট পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে নৌকায় পার করিয়া কিছু বকসীস প্রার্থনা করিয়াছিল, সাহেব ইহাতে কুপিত হইয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নিকট একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক কিছু ভিক্ষা চাওয়াতে সাহেব তাহাকে পাটিতে গিয়াছিলেন। কি দয়া! রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত কার্য্যই বটে।

ট্রান্সভেয়াল গবর্ণমেণ্ট জেমস টাউনের মত অর্থ খনি ডেভিড বেঞ্জামিন নামক এক ব্যক্তিকে একচেটে ইজারা দিয়াছেন।

শুনা যায় সর্ম্মাপলক্ষে বিলাতের গ্রাফিক নামক সংবাদপত্র ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কাপি প্রকাশিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার বাবু সাগর দত্ত পাথুরিয়াঘাটা বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

টি হরটী নামক এক ব্যক্তি মেজরি নামক স্থানে বিদ্রোহসূচক বাক্যে ভবিষ্যদ্বাণী করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিয়াছেন। তত্রত্য লোকেরা এই ঘটনায় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের মধ্যেও এক শত ২৪ জন লোককে বন্দী করিয়াছেন।

বাবু ব্রজবল্লভ দত্ত (যিনি অনার পরীক্ষায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ হন) এই বৎসর হইতে কৃষি বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। তিনি অধ্যয়নার্থ বিলাত যাইতেছেন।

হাইদ্রাবাদের সহকারী রাজপ্রতিনিধি সামসুল ওমরাও ১২ ই ডিসেম্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেবের সহিত ইহারই মকদ্দমা হইয়াছিল।

বিলাতের হাটন গার্ডেন পোষ্ট আপীসে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা ৪০০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া শীঘ্রই বগুড়া রাজসাহী ও পাটনায় গমন করিবেন। এই সকল স্থানে সভা করিয়া আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই ডিসেম্বর। মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট কেসন হা

...কক সাহেব কিছু দিনের জন্য কটকের সহকারী সেসন জজ ...লেন।

...মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ...পাল মিত্র ঐ জেলার গোবিন্দপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...কটকের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...ই, মানেরি ১৮৭৯ অব্দের ৭ আইন অনুসারে আপীল শুনি... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...লক্টর বাবু রজনীকুমার দত্ত নওয়াখালীর সদর ষ্টেশনে বদলী ...লেন।

...চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ...পসফোড ভাগলপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

...১৮৮১ অব্দের ২২ এ নবেম্বর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে... এল হেয়ারের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া ...হাকে রাজসাহীর সদর থানার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ...ডেপুটী কালেক্টার করিয়া দেওয়া হইল।

...বাখরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপা... ...ছু কিছু দিনের জন্য ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

...হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ...র কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে বদলী ...লেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী ...জিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোমিস সাহেব ফৌজদারী আই... ...র ২২২ ধারানুসারে সমাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ...লেন।

১৩ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ...ডেপুটী কালেক্টর এল, হেয়ার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইয়া ...সরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু বেচারাম মুখোপাধ্যায় দুই মাস ...তিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—কানপুর।

মথুরা এবং হাট্রাস ষ্টেট রেলওয়ে প্রস্তুত কারণ ...২৪১০০ টাকা এবং কানপুর ফরাক্কাবাদ ষ্টেট ...রেলওয়ের জন্য ৪৫০২০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ...এই দুইটী লাইনের অবচয় শীঘ্র বাড়িবার সম্ভাবনা ...দেখা যাইতেছে। ১ লা জানুয়ারী ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ...ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩২৫ মাইল রেলওয়ে লাইন ...খুলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রড গজ লাইন ৬৯০৬ ...মাইল।

৪ ফুটগজে—২৭ মাইল।

২ ফুট ৬ ইঞ্চি গজে—৫৭ ঐ।

ইহার মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট রেলওয়ের ১৫০৪ ...মাইল এবং অপরাপর গারাণ্টিড্ রেলওয়ে কোং ...৪৫২৯ মাইল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিজ কর্তৃত্বাধীনে ২৯৭২ ও অন্যান্য মিত্ররাজগণের অধীনে ২৯৭ মাইল।

কানপুরের গত মহরম নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পুলিসের সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, মহরমের সময় লক্ষ্ণৌ সহরে যেরূপ ধুমধাম হইয়া থাকে বোধ হয় এত সমারোহ ভারতের কুত্রাপি হয় না। কিন্তু সেখানেও কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানে জানানা মিশনরী বিবীদের গমনাগমন প্রায় সকল ভদ্রপল্লীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রযত্নে অনেক হিন্দুমহিলা বিদ্যাবতী হইতেছেন সন্দেহ নাই। ইহাঁদের অধ্যবসায়গুণে এখানে একটী বঙ্গবালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটী বিবী তথায় অনেক কুমারীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্রস্থ বঙ্গবাসীদের উৎসাহ তাদৃশ দেখা যায় না। ইহা কি লজ্জাকর নহে যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদেশী বিজাতীয়গণ যেরূপ অর্থ ব্যয় ও যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন আমরা তাহার কিছুই করি না? অথচ আমরা কৃতবিদ্য!! যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে অভাগিনীদিগকে অন্ধতামসে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, ভাবিয়া উঠা যায় না।

অদ্য শনিবার প্রাতঃকালে ৭ টার সময় অত্রত্য কারাবাসে এক জন পুলিষ কনষ্টেবলের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে ইহার কোন প্রতিবেশীর ভবনে চুরী হয়, তাহা তদারক করিবার জন্য কয়েক জন পুলিষ কনষ্টেবল যায়, কোন ব্যক্তিকে ঐ অপরাধী কনষ্টেবলের বাটী খানাতল্লাসী করা হয়, সেই সময়ে উহার পরিবারদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হইয়াছিল, যখন পুলিসের কনষ্টেবলগণ ঐরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উক্ত ব্যক্তি বাটীতে আসিয়া পৌঁছে, সে তাহার চক্ষের উপর নানা প্রকার লজ্জাকর ও ঘৃণাজনক ব্যাপার হইতে দেখিয়া মরমান্তিক ব্যথিত হয়, কিন্তু তখন নিরস্ত্র থাকায় উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিয়া তাহার দুই এক দিন পরে দিনের বেলা সে দুই জন কনষ্টেবলকে তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলে। এখানকার জজ আদালতে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়, ঐ রায় এত দিন পরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মঞ্জুর করায় উহার চূড়ান্ত শাস্তি অদ্য হইয়া গেল! ফাঁস গলায় দিবার সময় উক্ত লোক ভীত হয় নাই, "জয় সীতা রাম" বলিয়া মৃত্যুফাঁসে গলা বাড়াইয়া দিয়াছিল!!

জামালপুর।

আমরা দেখিয়া সুখিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু ...চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধারণের উপকারার্থ ...মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের জন্য যে একটী ঔষধালয় সং... ...পিত করিয়াছিলেন, সাধারণের সাহায্য ব্যতিরে... ঔষধালয়টীর অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে... ভরসা করি যাহাতে ইহার উন্নতি হয় তৎপক্ষে সক... বিশেষ যত্ন করিবেন।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের প্লেটলেয়ার ফে... সাহেবের গুলি করিয়া হত্যা করার বিষয় সো... প্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি দায়... বিচারে ফেরোবার ৫ বৎসর কাল কারাবাসের আ... হইয়াছে।

এক্ষণে এখানে বিলক্ষণ শীত পড়িয়া... শুদিকে ২। ১ জনের বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে...

১০ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় এক... অত্যন্ন ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ঐ কম্প... সময় মুঙ্গেরের এক গুলিখোর ছাদে বসিয়া কি... তেছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প হওয়ায় অট্টালিকা প... হইবার আশঙ্কায় সে ছাদ হইতে লাফাইয়া প... লাফাইয়া পড়ায় লোকটার সাংঘাতিক আ... লাগিয়াছে। এক্ষণে হাস পাতালে তাহার চিকি... হইতেছে।

খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে জামালপুরের ... বালকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য ... ওয়ে ওয়ার্কসপে নাগরদোলা প্রভৃতি ... হইতেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেসন দ্বিতীয় দিবস—২৯ এ নবেম্বর। ১৮৮১

সারজেণ্ট হ্যামণ্ড, জর, এ, এবং ... রায় এই দুই জন আগ্রার অর্ডিনান্স বি... নিযুক্ত ছিল; উভয়েই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ... বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপহরণের সহায়তা ক... জন্য অভিযুক্ত হইয়া এই আদালতে আনীত ... য়াছে।

গত ১৮৮০ সালের ৭ ই ডিসেম্বরে গবর্ণ... সহিত রামপ্রসাদ নামক আগ্রার একজন কণ্ট... ...বের এই বন্দোবস্ত হয় যে সে অগ্রার ... পুরাতন লৌহ সেই স্থান হইতে আপন ব্য... করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইবে। সে এ প্র... সম্মত হয়, এবং উক্ত কার্য্যের জন্য আপনার ... নিযুক্ত করে। ২৭ এ ডিসেম্বর হইতে সে ঐ ... লৌহ গাড়ী করিয়া আপন স্থানে আনিতে ...

র। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, ঘটনাক্রমে
ারাম নামক এক ব্যক্তি রামপ্রসাদের গুদামে
এবং তথায় কতকগুলি ব্যবহার্য্য গোলা
খে; এই সংবাদ সে তৎক্ষণাৎ পুলিষে দেয়।
্যবসরে মেজর মিকম আর, এ, ঐ মর্ম্মে এক
নি বেনামি পত্র প্রাপ্ত হন, এবং পরদিন
ারক করিতে যাইয়া দেখিলেন ১৬৬ টা
বহার্য্য এবং ৭৫১ টা অল্প তগ্ন বৃহৎ এবং
র গোলা রামপ্রসাদের গুদামে রহিয়াছে। এত-
ীত আর, আর সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া দৃষ্ট হইল
তিরিক্ত ৪৪ টন লৌহ তথায় রহিয়াছে। কন্ট্রা-
র রামপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি গোলা দিল্লী,
্রা এবং গোয়ালিয়রে বিক্রয় করিয়াছিল। যাহা
ক সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া তত্রত্য কাপ্টেন-
ন্ট মাজিষ্ট্রেট চ্যাটারটন সাহেবের সমীপে নীত
এবং অপরাধী সপ্রমাণ হওয়াতে চারি বৎসর
িন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং সহস্র মুদ্রা
দিও হইয়াছে

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে হ্যামণ্ড অর্ডি-
ন্স বিভাগে নিযুক্ত ছিল সুতরাং গোলাগুলি
্যাদি সকল দ্রব্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত
ল; দুর্ব্বারাম তাঁহার এক জন সহকারী। ইহাঁ-
র অজ্ঞাতসারে বা সহায়তা ব্যতীত রামপ্রসাদ
নেই এত অধিক সংখ্যক গোলা আত্মসাৎ করিতে
িত না। এ মকদ্দমায় যথেষ্ট সাক্ষী ছিল
তারা ইহাদের দোষ সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া গিয়াছে
ন্ত জুরিরা অম্লানবদনে তাহাদের "নির্দ্দোষী"
লেন।

ডরচেষ্টরসায়র রেজিমেণ্টের লইড নামক এক
ন গোরা সাগরের অন্তর্গত করারি নামক একটী
মে কয়েকখানি গৃহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দগ্ধকরণাপরাধে
িযুক্ত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সাগর হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে করারি বা
রগোরা গ্রামে মদ্ধু নামক একজন সামান্য
া বিক্রেতা আছে। গত ৭ ই ডিসেম্বরে অপরাধী
ড এবং তাহার বন্ধু কারপার নামক আর একজন
রা শীকার করণার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত
। তাহারা উক্ত দিবস রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময়
ুর বাটীতে আসিয়া তাহাকে বারম্বার আহ্বান
রে, সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল বাহিরে
জন গোরা মদ চাহিতেছে। এত অধিক রাত্রে
বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ বলাতে গোরারা
ুক দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিল, মদ্ধু পুলিষে
াক প্রেরণ করিতে বাধ্য হইল। ইত্যবসরে
হার স্ত্রীকে মদ গোপন করিতে ইঙ্গিত করিল।
পরাধী একটী দীপ লইয়া তাহার সমস্ত গৃহ অনুস-

ন্ধান করিল কিন্তু অভিলষিত দ্রব্য না পাওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং জামার জেব হইতে দীপশলাকা লইয়া মদ্ধুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল।

এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী মদ্ধুর স্ত্রী, সে ঐ রাত্রের সমস্ত দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়া বলিল যে অপরাধী তাহাকে বলিতে ছিল "আমাকে মদ দেও আমি তোমাকে বক্‌সিস্ দিব" কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকার করাতে গোরা তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আরও কয়েকজন সাক্ষী গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারা স্বচক্ষে অপরাধীকে মদ্ধুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কিন্তু কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

অপরাধীর সাক্ষী তাহার সহচর কারপার, সে বলে যে তাহারা ঐ দিবস রাত্রিতে করারি গিয়াছিল এবং মদ্ধুর নিকট মদও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহা না পাওয়াতে অপরাধী লইড বলিল "এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া তাহারা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কারপার হঠাৎ পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া দেখিল ভয়ানক ধূম উত্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনেই লইড বলিল "ঐ আগুণ লাগিয়াছে, এখানে আমরা থাকিব না, তাহা হইলে আমরা অপরাধী বলিয়া ধৃত হইব।" পরক্ষণেই ৪।৫ ব্যক্তি দৌড়িয়া তাহাদের নিকট আসিল: তন্মধ্যে একজন লইডের রাইফল অপর জন তাহার নিজের বন্দুক ধরিল। এই গোলযোগের সময় কারপারের টুপি পড়িয়া যায়। সে বলিল যে হয়ত সে মদ্ধুকে তাহার বন্দুক দ্বারা আঘাত করিয়া থাকিবে।

মাননীয় বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বলিবার সময় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে বলা বিশেষ আবশ্যক। তিনি বলিলেন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অসভ্য শ্রেণীর লোকেরা এ দেশীয় লোকদিগকে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই অপরাধী লইড এরূপ অমানুষিক গর্হিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। অপরাধী যখন গৃহে অগ্নি প্রদান করে তখন কেহই যে তাহাকে নিবারণ করে নাই এ জন্য জুরিরা অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন কিন্তু যখন এ দেশীয় লোকদিগের ভীরুতার বিষয় মনে হইবে তখনই সে ভাব সহজেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা। গৃহস্বামী মদ্ধু সে সময় নিজের প্রাণের জন্যই ভীত, এজন্য সেও কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিল যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছে, তখন সাহসে নির্ভর করিয়া গোরাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি বলিলেন

যে, যদি সাক্ষীদিগের কথায় জুরিরা প্রত্যয় করেন
তাহা হইলে লইড যে যথার্থ অপরাধী তদ্বিষয়ে [illegible]
মাত্র সংশয় নাই এবং তিনি সাক্ষীদিগের সরলভা[illegible]
সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলার নিমিত্ত বিশেষ প্র[illegible]
সাম্বিত হইয়াছেন। অপরাধীর সঙ্গী কারপরে[illegible]
সাক্ষ্য সম্বন্ধে মাননীয় জজ সাহেব বলিলেন যে তাহার[illegible]
উভয়ে বন্ধু সুতরাং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে [illegible]
সহায়তা করিবে তাহার বিচিত্র কি? যাহা হউ[illegible]
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে পারা যায় [illegible]
যখন গোরারা শীকারার্থ ছুটি লইয়া পল্লীগ্রা[illegible]
যায়, তখন হয় ত কোন পূজিত অবধ্য জন্তু বধ ক[illegible]
নয়ত কোন সেবকের প্রতি অত্যাচার করে অ[illegible]
দেশীয় মদ্যপান করিয়া উপদ্রব করতঃ আ[illegible]
লতের যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়া থাকে। এবম্বি[illegible]
আরও দুই চারিটী কথা বলিবার পরে বিচারপ[illegible]
জুরিদের বলিলেন যে, তাঁহারা এক্ষণে বিবেচ[illegible]
করিয়া দেখুন অপরাধী ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহে অ[illegible]
প্রদান করিয়াছে, কি দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াছে[illegible]
তদনন্তর জুরিরা গৃহান্তরে গেলেন ১০।১৫ মিনি[illegible]
পরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদের যেরূপ অভি[illegible]
প্রকাশ করিলেন, তাহা বোধ হয় [illegible]
আমাদের বলিবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। যাহা হউ[illegible]
যখন লইড নিষ্কলঙ্ক কলেবরে আদালত পরিত্যা[illegible]
করিতে উদ্যত হইল তখন মাননীয় জজ সা[illegible]
তাহাকে এই কথা বলিলেন—এক লইড এ[illegible]
হইতে সাবধান ও বাবধানে আর কখন পল্লীগ্রা[illegible]
যাইয়া গুলী প্রাপ্তি হইবে না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া[illegible]
হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ে[illegible]
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি[illegible]
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর ক[illegible]
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে[illegible]
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগ[illegible]
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযু[illegible]
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি[illegible]
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

াঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-
ুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি,
তাঁরা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন,
তারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-
নের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম
নবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০
না ; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের
র্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের
তিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট
ডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-
ধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প
মের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-
ন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে
ানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পক্র-
। মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-
য় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত
নে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ
বেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ⁄১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার বায়প্রেস
জিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে
প্রব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
কন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮,
াউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ
্য বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

—:০:—

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহক-
গণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠা-
ইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন,
তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে
বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ
পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর
আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ
৭ ই নবেম্বর ১৮৮১

শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
ওভারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিং।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহা
ভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেব-
গণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞা-
নিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত
আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে
মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক
৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক-
ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে
কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
টাকা ও ডাক মাশুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই
আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ ।   প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ”   ৬ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১২ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ২৬ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

র্ণমা হইবেন, তিনি উচ্চ পদ পাইবার যোগ্য
বন না।

হন্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ভারত রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল;
এদেশ বড় বিস্তীর্ণ, নানা ভাগে বিভক্ত।
নকার অধিবাসীরাও নানা সম্প্রদায়ের লোক;
াদের জাতি, ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, আচার
ার, ভাষা সকলি বিভিন্ন। আবার যে জাতি
া হইলেন, তাঁহারাও বৈদেশিক ও বৈধর্ম্মী।
শের অবস্থা, প্রজাদের অবস্থা রাজা যদি সবিশেষ
হইতে না পারেন তবে রাজশাসন উৎকৃষ্ট-
চলিতে পারে না। নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলা
। ইংরাজেরা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে
সিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, ভারতের
সর্ব্বা হইলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই
রিচিত। রাজশাসনে অনেক অসুবিধা ঘটিতে
াল। তজ্জন্য পূর্ব্বে উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি
্বাগণ এতদ্দেশীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলনে ব্রতী
াছিলেন; কিন্তু তত্তৎকালে বিস্তর ব্যয় হইতে
াল, ফলতঃ আশানুরূপ কার্য্য হইল। এক এক
য়ে ৩০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে;
তৎকালে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভিন্ন
তবর্ষের আধুনিক বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই সংগৃ-
হয় নাই। যাহা হউক, এসিয়াটিক রিসার্চে
স্থানের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিস্তর বিবরণ সঙ্কলিত
াছে। তত্তাচ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের যথোচিত
সাধিত হয় নাই। এদেশীয় সমস্ত জাতি ও
র বিবরণ, লোক সংখ্যা, শাসনপ্রণালী, উৎপন্ন-
, বাণিজ্য, পূর্ত্তকার্য্য, রথ্যাকার্য্য, প্রভৃতি সমস্ত
য়ের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই
মেণ্ট ব্যগ্র হইলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভূত
াও চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইয়া
তে পারিলেন না। পরিশেষে ১৮৬৮ সালে
ত্মা লর্ড মেয়ো এই বিপুল কার্য্যে ডাক্তার হন্ট-
মনোনীত করিলেন। লোক কথায় বলে
কার না হইলে রত্ন চিনিতে পারে না; ভারত-
রণের সঙ্কলন কার্য্যে হন্টর সাহেবকে নির্ব্বাচন
ায় এই বাক্যের সার্থকতার পরিচয় দেওয়া হই-
। পূর্ব্বে কত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তি তদ্বিষয়ে প্রতি-
হইয়াছেন; কত শ্রম, কত সময় নষ্ট, অর্থ
হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই,
শীঘ্র যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তেমন আশাও ছিল
কিন্তু মহামান্য লর্ড মেয়ো অতি উপযুক্ত
ক ছিলেন; একবার দেখিলেই তিনি লোকের
গুণ বুঝিতে পারিতেন। জ্যোতির্ব্বেত্তারা
যেমন আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রসিদ্ধ
গ্রহ নক্ষত্রগুলি চিনিয়া দিতে পারেন, লর্ড মেয়ো
তদ্রূপ রাজনীতির কোবিদ মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিলেন সুপণ্ডিত হন্টর সাহেব চৈত্রনক্ষত্রের ন্যায়
শোভা পাইতেছেন। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর
তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হন্টর
সাহেব অবিশ্রান্ত শ্রমী, অসামান্য প্রতিভাশালী এবং
অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। তাঁহার প্রণীত রুরাল
বেঙ্গল, উড়িষ্যা, ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস
প্রভৃতি পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থ-
কারের অলোক সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাই-
য়াছেন। তিনিই তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা ও
বর্ণনাকৌশল দৃষ্টে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে ডল-
মান্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপা-
ধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। তৎপরে রিস্লি,
ওডমেল, এলেন্, ম্যাকি এবং কিন্ সাহেব কোন
কোন প্রদেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া হন্টর সাহে-
বের বিস্তর আনুকূল্য করেন। যাহা হউক এই
বৃহদ্ব্যাপারে আমরা গ্রন্থকারের অধ্যবসায় এবং কর্ম্ম
দক্ষতার ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। এই বিপুল কার্য্য
সম্পাদন দ্বারা হন্টর সাহেবের নাম ইংরাজি সাহিত্য
ক্ষেত্রে অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত রহিল। গ্রন্থকার
কেবল পরমুখাপেক্ষা করেন নাই, নানা স্থানের
বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি অন্যূন ২৫০০০
ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজ অধিকার ভুক্ত
ভারতবর্ষ ২৪০ টী প্রদেশীয় বিভাগে বিভক্ত। হন্টর
সাহেবের সুব্যবস্থাপিত প্রশ্নে ঐ সকল জেলার
প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা যথোচিত উত্তর লিখিয়া
পাঠাইতেন। আমরা তাঁহার প্রশ্নের ধরণ দেখি-
য়াই চমৎকৃত হইতাম। অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি
স্বয়ং তত্তৎস্থলে উপস্থিত হইয়া যে কার্য্য করিতে
সমর্থ হইতেন, হন্টর সাহেবের অনুকল্পিত প্রশ্নের
এমনি গুণপনা যে তদ্দ্বারা চতুর্গুণ কার্য্যসিদ্ধি হই-
য়াছে। ইংরাজদিগের কথা কি, অন্য বৈদেশিক
লোকের কথা কি?—ভারত বিবরণে যে সমস্ত
বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, আমরা ভারতবর্ষ-
বাসী হইয়াও তাহার বিন্দু বিসর্গ জ্ঞাত নহি।
ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়র নামক এই পুস্তক নয়
খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ষ্টাটিষ্টিকাল নামক
পুস্তক শত খণ্ডে বিভক্ত; তাহার যাবতীয় সার-
ভাগ ইহাতে আকলিত হইয়াছে। এই মহোপ-
কারী পুস্তকগুলি সকল ভারতবর্ষবাসীর গৃহে থাকা
নিতান্ত আবশ্যক। কি আইনবেত্তা, কি জমিদার,
কি সাধারণ গৃহস্থ, কি চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী সক-
লের পক্ষেই ঐ পুস্তক মহোপকারী সন্দেহ নাই।

আবগারির শুল্ক আদায়।

আমরা জীবিত আছি কি না, যদি সহজ বুদ্ধি
তাহা বোধগম্য না হয়,—অনেক বিচার করি
যদি সে বাক্য সমর্থন করিতে হয়, তবে তেমন প্র
থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এখন সর্ব্বত্র মদ
ভাঁটী খোলা হইয়াছে; ইতর, ভদ্র, দরিদ্র
মদ্যপান সকলেরই যেন নিত্য ক্রিয়া হইয়া প
য়াছে; প্রাতঃকাল হইল,—আবগারির
হাজির। টাকা কড়ি ধূলীর ন্যায় উড়িয়া
তেছে; এক দিন মদ্যপান করিয়া পাঁচ দি
দেহের আবল্য ঘুচিতেছে। ধনীর কথা না
আজি পরিত্যাগ করিলাম, দরিদ্র মুটে মজুর
যে দুই সন্ধ্যা দুই মুষ্টি অন্ন পাইবে, সে আশা
হইতেছে। ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া সারাদিন পরি
করিল, ৴০ তিন আনা মজুরী পাইল। দেহের
সংশোধন করিতে, তাহার ৶১০ দশ পয়সা
বাকি ৫০ দুইটী পয়সা হয় ত বাঁচিল, নয় ত
চারি পয়সা আরও বেশী লাগিল। গৃহে আ
গৃহলক্ষ্মীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন,—ঘরে অন্ন ন
এই প্রকার কার্য্যপ্রণালীতে প্রজার সুখসমৃদ্ধি
হইতেছে কি না, স্বাস্থ্যরক্ষা হইতেছে কি না
পাঠক বুঝিয়া লইবেন। মদের খোলা ভাঁটীতে দে
উপকার হইতেছে বিচার করিয়া যদি কেহ
বাক্য সমর্থন করেন,—করুন; কিন্তু আমরা
উপকার চাই না। যে দারুণ শত্রু, তাহারও
তেমন উপকার হয় না।

মদের খোলা ভাঁটী প্রবল হওয়ায় সর্ব্বত্রই
উৎপাত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েক
কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। তাহাতে
মেণ্টের কিছুই চৈতন্য হয় নাই, বরং তাঁহারা না
বিধ অলীক কারণ দর্শাইয়া আমাদের মতের প্র
বাদ করিয়া থাকেন। ১৮৮০—৮১ সালের, মা
দ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধের রিপোর্টে হুগলী বিভাগের
শনর লিখিয়াছেন,—"মাদক দ্রব্য সেবনে বি
ক্ষতি নাই; উহার অন্যথা ব্যবহারই অনিষ্ট
বঙ্গবাসীরা নিতান্ত ক্লিষ্টকায়; বিশেষতঃ
লোকদের দেহ নিরতিশয় ক্ষীণ; দিনান্তে তা
কোন প্রকার বলকর ভোজ্য সামগ্রীর মুখ দে
পায় না; অতএব তাহারা যদি অল্প অল্প ম
পান করে, তাহা বরং হিতকর হয়। যাহাদের
কুৎসিত দেশে বাস, স্বাদ গন্ধ রহিত একমাত্র
খাদ্য দ্রব্য, তাহাদের পক্ষে উবুচুবু বড় এক
মদিরা বিশেষ গুণদায়িকা, সন্দেহ নাই। বঙ্গ
ও বেহারের ৭৫০০০০০ লোকের মধ্যে প্রতি
যদি সম্বৎসরে সাত পয়সার মদ্য পান করে,
মদিরা দ্বারা দেশটা উৎসন্ন হইতেছে এমন নি

...যায় না।" পাঠক যে সে লোকে যদি এই ...ব কথাগুলি বলিত, তবে আমরা হেসে উড়াইয়া ...াম। কিন্তু সুবিজ্ঞ কমিশনর সাহেবের মুখ ...ত এই বাক্যগুলি বিনির্গত হইয়াছে। কমিশ- ...সাহেব একটী সমৎ বিভাগের কর্তা; তাঁহার হস্তে ...ব্যক্তির মান, প্রাণ, স্বত্বাসত্ব রহিয়াছে; তাঁহার ...র সহসা কি প্রকারে উপহাস করিব। অন্য ...ক চিতাভস্ম হাড়মালা পরিধান পূর্ব্বক ভাঙ্গে ...র হইয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইলে, "ভুতুড়ে ...ড়" বলিতাম,—দেবাদিদেব শিবকে কি বালকে ...? ভাল,—কমিশনর সাহেব মদিরার কোন ...টায় এত গুণ দেখিলেন? আর তিনি এই কথা- ... কি দেহতত্ত্বের নিয়মানুসারে বলিলেন, না— ...গুলি তাঁহার স্বকপোল কল্পিত? চিকিৎসক, ...তত্ত্ববিৎপণ্ডিত, এবং রাসায়নিকতত্ত্ববেত্তারা এক ...ক্য স্বীকার করিয়া থাকেন, মদিরা দেহিমাত্রেরই ... ঘোর অনিষ্টকর হইয়া থাকে। আমেরিকার ...মাটিন নামক এক ব্যক্তির পাকস্থলীর ভিতর ... গুলি ভেদ করিয়া গিয়াছিল। বহু চিকিৎসায় ...র প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্তু সেই ছিদ্রটী চিরকাল ...য়া গিয়াছিল। ডাক্তার বোমেণ্ট সেই ছিদ্রে ...বিধ খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া কোন্ দ্রব্য ...নে পাকাশয়ের কি প্রকার অবস্থা হয়, এই সমস্ত ...র পরীক্ষা করিতেন। মদ্য সেবন করিলে পাক ...র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির যে প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিয়া ... তাহা কথনীয় নহে। ঐ ঝিল্লিতে ...ধিক্য হওয়াতে উহা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। ...নে অনেক সুরাপায়ী একেবারে মদিরা সেবন ...ত্যাগ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন ...য়াছেন যে, অল্প মদ্য সেবন করিলেই মানুষের ...পিপাসা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুমাত্র আত্মশাসন ... না; অতঃপর মানুষকে ঘোর মাতাল করিয়া ...। তখন মদ্যপায়ীরা ঘোর মিথ্যাবাদী, স্বেচ্ছা ... এবং সমাজের অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। অত ...মদ্যসেবন একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয়।" ...র প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ফ্লিণ্ট অসু- ...র চিকিৎসা ব্যবস্থার অবসরে মদ্য প্রয়োগের ... লিখিয়াছেন। কিন্তু মদিরার যে প্রকার দোষ ...ন করিয়াছেন, তৎপাঠে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। ...কণে সমস্ত সভ্যদেশের চিকিৎসক মদের দোষই ...ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মদ্যপানে দেহের ...সাধনের সম্ভাবনা নাই, ইহাতে দৈহিক পেশী ...র ক্ষয় নিবারণ হয় না। তদ্ব্যতীত অজ্ঞ ...কের ইতরলোকেরা শুঁড়ির দোকানে গিয়া ...ল; তাহাদের কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান নাই। ...র আনন্দই দেখি বুঝে, হস্তে যতক্ষণ পয়সা থাকিল উদর পূর্ণ করিয়া মদ্যপান করিল। তাহাতে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। অধিকন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে মদ্য দেহের পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। আমরা দেখিয়াছি, বীরভূমাদি বিভাগে যথায় ইতরলোকেরা প্রত্যহ মদ্য সেবন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কেহই দীর্ঘজীবী নাই। কমিশনর সাহেব এমন ক্ষেত্রে মদ্যপানের উৎসাহ প্রদান করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা। অজ্ঞলোকদিগকে অল্প মদ্যপান করাইয়া কে ক্ষান্ত রাখিতে পারে। কলিকাতার নাবিকেরা এবং গোরারা মদ্যপান করিয়া কি পর্য্যন্ত উৎপাত করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অজ্ঞলোকের পক্ষে মদ্যপান করা ঘোর অনিষ্টের কারণ, উহা চুরী অত্যাচার ও অন্যান্য নানা উপদ্রবের জনয়িতৃস্বরূপ। স্বার্থপরতা এমনি বস্তু যে, উহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও অন্ধ করিয়া ফেলে। ১৮৮০—৮১ সালে নিম্নবঙ্গের আবগারিতে ১৩৪৫৫২৮ টাকা অধিক লাভ হইয়াছে। ব্যয়ের পক্ষে কেবল ৯৯৭ টাকা বেশী দৃষ্ট হয়। সুতরাং শুদ্ধ লাভ ১৩৩৫৫৩১ টাকা হস্তগত হইয়াছে। ১৮৭৪ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত তুলনা করিলে ১৮৮০—৮১ সালে ২২০০০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭৯—৮০ সালে মোট ৬৯৪৭৫৭২ টাকা আদায় হয়, কিন্তু ১৮৮০—৮১ সালে ৮২৮৯১০৩ টাকা আদায় হইয়াছে। মদের খোলা ভাঁটি প্রচলিত হওয়াই এত আয় বৃদ্ধির মূল কারণ।

১৮৭৯—৮০ সালে ৫৮৮৩ খানি দোকান ছিল; তন্মধ্যে ৯০২ খানি সদর ভাঁটীর অধীন। বক্রি ৪৯৮১ খানি দোকান বাহিরের খোলা ভাঁটীর অন্তর্গত। ঐ সকল দোকান হইতে সাকল্যে ৩১৮৮৮৫১ টাকা সংগৃহীত হয়। ১৮৮০—৮১ সালে ৬২৮৪ খানি দোকান হইয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে ৬২৭ খানি সদর ভাঁটীর অধীন; বাকি ৫৬৫৭ খানি মফস্বল ভাঁটী। এই সমস্ত দোকান হইতে সাকল্যে ৪২২১১৯৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে, শস্যাদি সস্তা হওয়াতেই আবগারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা তাঁহার অসাধারণ যুক্তি দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেখুন, শস্যাদি সস্তা হইলে মজুর লোকেরা যদি অধিক মদ্যপান করে, তাহা কি প্রার্থনীয়? এক দিকে দুঃখীলোকদের হস্তে দুটাকার সংস্থান করিয়া দিবার নিমিত্ত ডাকঘরে সেবিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে, আবার আর এক দিকে জলের মত তাহাদের হস্ত হইতে অর্থ গলিয়া যাইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে, এই সমস্ত বিপরীত ভাবসম্পন্ন কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি আমরা তবু বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের অনুমোদ... নহে। রাক্ষসপ্রকৃতি মদিরা চতুর্দ্দিক গ্রাস করি... নিমিত্ত যে মুখব্যাদান করিতেছে, তাহার ... প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৯—৮০ সালে ... কয়েকটী দোকান ছিল, পর বৎসরে তাহার ... আরও ৪০১ দোকান বৃদ্ধি হইবার কারণ ... হুগলীর কমিশনর যে লিখিয়াছেন, ৭৫০... লোকের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি সম্বৎসরে যদি ৷৴৫ ... পয়সার মদ্যপান করে, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে ... উৎসন্ন যাইতে পারে না। এই বাক্য কত... অযুক্ত ও অসার দেখুন। বঙ্গদেশের সকলেই ... মদ্যপান করে না। সাড়ে সাত লক্ষ লো... মধ্যে পাঁচ হাজার লোক যদি মদ্যপান করে ... তাহাদের নিকট হইতে যদি ঐ টাকাটী সংগৃ... হয়, তবে বৎসর বৎসর কত লোক উৎসন্ন যাইতে... তাহা বলিবার নহে। আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গ... যে প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা স... পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু এই কুপ্রথা রহিত... হইলেও আর নিস্তার নাই; পল্লীগ্রামের ... লোকের শিশুসন্তানেরাও মদ্যপান করিতে শি... তেছে। গবর্ণমেণ্ট রক্ষাকর্ত্তা হইয়া যদি কু... উৎসাহ দান করেন, তবে প্রজার আর উপায় ... এক্ষণে ধার্ম্মিকবর লর্ড রিপন কিঞ্চিৎ মনোযো... হইলে, প্রজাদের ধর্ম্ম অর্থ রক্ষা হয়। উপসংহা... আমরা বিনয় সহকারে একটী কথা জিজ্ঞাসা ... দেছি পূর্ব্বকার বঙ্গদেশ সুরাপায়ী ছিল না ... সুরাপায়ী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকার বঙ্গবা... অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিল কি এ... কার বঙ্গবাসীরা অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘ... হইয়াছে?

সার উইলিয়ম ডিগবির ভারতবর্ষ শাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব।

ডিগ্বি সাহেব পূর্ব্বে "মান্দ্রাজ টাইম্‌স" না... সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের "ফে... মিনিক ফণ্ডের" সেক্রেটরী ছিলেন। ১৮৭... সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি এতদ্দেশের ... উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাইট সা... বের ন্যায় ভারতবর্ষবাসিদের একজন পরম ... অধুনা তিনি প্লাইমাউথের ওয়েষ্টার্ন ডেলী ম... নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক। ইংরাজ শা... ধীনে দিন দিন ভারতবর্ষের কষ্ট বৃদ্ধি হইতে... ইংলণ্ডের ন্যাশন্যাল লিবারেল ফিডারেসন ন... সভাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তিনি এ... সুদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। উহাতে ভারত শাস... অযোগ্য কার্য্যপ্রণালী এবং প্রজাদিগের ...

ত হইয়াছে। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এক স্থানে
য়াছেন,—ভারতবর্ষের রাজকার্য্য যে প্রণালীতে
হি হওয়া উচিত, তৎপক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম
ছি। ভারতবাসিদিগকে সুখে রাখিতে আমা-
যে ইচ্ছা নাই, তাহা নহে। ভারতবর্ষ শাসন
আমাদের অযোগ্যতাই এত কষ্টের মূলীভূত
। বিশেষতঃ প্রজাবর্গকে আমরা ক্রমশঃ এতা-
দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া ফেলিতেছি, যে তাহাদের
শাসন ক্ষমতা এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাই-
ছে। আমরা বৈদেশিক; তথাকার যাহা বুঝি
ভারতবাসিরা তাহা বুঝিলেও আমরা তদ্বিষয়ে
দিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।"

পাঠক! দেখুন, ডিগ্বি সাহেব যথার্থ কথাই
য়াছেন। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা দিন দিন
দিগকে জড়বৎ করিয়া ফেলিতেছেন। আর
উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে, আমরা কার্য্যক্ষম হইব, সে
শা নাই। কস্মিন্‌কালে আমরা যে আপনার
আপনি গ্রহণ করিতে পারিব, সে ভরসা নাই।
বিজিত সম্বন্ধহেতু ইংরাজেরা আমাদিগকে
ল অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছেন। অবশ্য, ভারত-
র সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এমন ইচ্ছা অনেকেরই
ছে; পরন্তু তাঁহারা কোন কার্য্য সম্পাদন করি-
সময় এদেশীয় লোককে সহকারী করিয়া লন
তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। তজ্জন্য
া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ
শীয় লোকে আজি কালি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া
াজদের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন, তন্নিমিত্তও
নেকের মনে দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে
াতে আর এদেশীয়দিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না হয়,
না কেহ কেহ যত্ন করিতেছেন। পঞ্জাবে বিশ্ব
ালয় না রাখিবার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে
িদিগের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্কটের দুর্গে
াজ এবং মান্দ্রাজি সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল।
াজিরা স্বয়ং অন্নের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া ইংরাজ-
াদিগকে অন্ন খাইতে দিয়াছিল। সেই অচলা
ক্তির দিন কি ইংরাজেরা এক্ষণে বিস্মৃত হইলেন?
ীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তা এবং পরা-
ই ইংরাজেরা আজি এই বিপুল ভারত রাজ্যের
াধীশ্বর হইয়াছেন; এখন কি তাঁহাদের সে দিন
নাই। পূর্ব্বে এ দেশীয়দের এত উচ্চ আশা
না, সত্য কিন্তু তখন ভারতবাসীরা নিতান্ত
ছিলেন; ধর্ম্মপরায়ণ সভ্য রাজা তাঁহাদিগকে
দিন কি সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে ভাল
ন?

অতঃপর, ডিগ্বি সাহেব এ দেশের অন্নকষ্টের
উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত এইটী আমাদের
সর্ব্বপ্রধান উদ্বেগের কারণ। ভারতবর্ষ বহু বিস্তীর্ণ
দেশ, এখানকার লোক-সংখ্যাও বিস্তর কিন্তু উপ-
জীবিকার উপায় অতি সামান্য। অর্দ্ধশিক্ষিত এবং
অর্দ্ধ সভ্য দেশে গ্রাসাচ্ছাদন পরিযোজনার যতগুলি
অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎসমুদায় এখানে ঘটিতেছে
ডিগ্বি সাহেব লিখিয়াছেন,—এখানকার প্রজারা
বৎসর বৎসর সাতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে;
জীবিকোপায় যার পর নাই অতীব কষ্টকর হইতেছে
বৃহৎ নগরে এবং রেলওয়ের সান্নিধ্যে নূতন নূতন
কর্ম্ম উদ্ভাবিত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র লোকে
কোন না কোন কর্ম্মে ব্যাপৃতও হইতেছে, সন্দেহ
নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠি-
তেছে যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ি-
তেছে; সুতরাং অনেকের পক্ষেই জীবন যাপন ভার
বোধ হইয়াছে।"

ইংরাজ শাসনাধীনে বাস করিয়া আমাদের এতা-
দৃশ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ঘটিবার অনেকগুলি কারণ
আছে। প্রধান কারণ দেখুন, আমার জন্য কেহ
শ্রম করিলে, আমি তাহাকে শ্রমের উপযুক্ত বেতন
দিয়া থাকি। ৫০০ পাঁচশত লোকের নিমিত্ত যদি
১০০০ সহস্র ব্যক্তি শ্রম করে, তবে পাঁচশত ব্যক্তির
নিকট হইতে সহস্র ব্যক্তি বেতন পাইবে; তাহাতে
সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু আমাদের
নিমিত্ত যাহারা শ্রম করিতেছে, আমরা যাহাদিগকে
বেতন দিতেছি, আমাদের বেতন প্রাপ্ত হইয়া যাহা-
দের দিন যাপন হইতেছে তাহারা এ দেশীয় লোক
নহে বিদেশী। আমরা বিদেশীয় লোককে প্রতি-
পালন করিতেছি। আমাদের দেশীয় লোকের প্রাপ্য
অংশ বিদেশীয় লোকে লইতেছে, সুতরাং সেই সমস্ত
লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। আমার যে যে
দ্রব্যের আবশ্যক, হয় ত তাহা এদেশে দুর্লভ কিম্বা
দুর্মূল্য, অগত্যা তৎসমুদায় দ্রব্য বিদেশীয়দের নিকট
ক্রয় করিতে হইতেছে। যতদিন দেশে বাণিজ্য
এবং শিল্পাদির উন্নতি না হয়, ততদিন ব্যবসায়
নিবারক বিধি প্রচলিত থাকা ভাল। যদিচ কোন
কোন ব্যবহারিক শাস্ত্রজ্ঞ ইহাকে দোষাবহ
জ্ঞান করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় স্থল
বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে এতদ্দ্বারা মহৎ উপকার
সাধিত হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশীয়
রাজা থাকিলে, অবশ্যই বৈদেশিক বাণিজ্যজাত
দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত করিতেন।
তদ্দ্বারা এ দেশের শ্রমজীবীদের গৃহে অন্নের সংস্থান
হইত।

এ দেশীয় লোকের অন্নকষ্টের দ্বিতীয় মুখ্য কারণ
এই—রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান পদগুলি বিদে-
শীয় লোকের হস্তগত হইয়া আছে। এদেশীয় লোকে
অনেক ব্যয়ভূষণ করিয়া কৃতবিদ্য এবং কার্য্যক্ষ
হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যয়ানুরূপ লাভ হই
তেছে না। পাঠক! এস্থলে আমরা অর্থ-ব্যবহা
রের মর্য্যাদানুসারে এমন কথা বলিলাম; বিদ্য
নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষা; সে নীতিগর্ভবাক্য এ স্থ
ঘটিতেছে না।

ভারতবাসীরা কার্য্যক্ষম হইয়াও উপযুক্ত প
লাভের অধিকারী হইতেছেন না; তৎপক্ষে ডি
সাহেব লিখিতেছেন,—প্রতি বৎসর সহস্র স
ব্যক্তি উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যায় কৃতবিদ্য হই
ছেন। তন্মধ্যে অনেকেই এতদ্দেশীয় কার্য্যে
যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগ্য পা
তাঁহারা স্বদেশীয় ইতিহাস জানেন। যথার্থ ক
বলিতে এবং তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় লাভে
নিমিত্ত যত্ন করিতে তাঁহাদের সাহসও জন্মিয়াছে

এই স্থানেই ভারতবর্ষবাসিদের যত অপরা
তাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন; তাঁহাদের
প্রস্ফুটিত হইয়াছে; স্বদেশকে আপনার বলিয়া জা
য়াছেন; রাজপদে রাজকার্য্যে তাঁহাদেরও অধিক
আছে এ সমস্ত বেশ জ্ঞাত হইয়াছেন; সুত
তাঁহারা ইংরাজদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, র
কার্য্যে যত দিন না এদেশীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত
বেন, তত দিন প্রজার কষ্ট দূর হইবার কোন স
বনা নাই। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এই প্রকার প্রস
করিয়াছেন,—একটী বিভাগীয় সভার সৃষ্টি
নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সেই সভার অ
বেশনে বিশ জন কালেক্টর, ছয় জন ইউরোপী
ইউরেশীয় এবং দেশীয় ভদ্র লোক নি
থাকিবেন। অতিরিক্ত বার জন ইউরোপীয়, ইউরে
এবং দেশীয় ভদ্র লোক সাধারণের দ্বারা মনোন
হইবেন। গবর্ণর জেনারেল এবং এডভোকে
জেনারল অতিরিক্ত সভ্য থাকিবেন। অধীনস্থ
রাজ্য হইতেও এই সভায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হ
পারিবে। সম্বৎসরে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে স
অধিবেশন হইবে। এ দেশীয় আয় ব্যয় স
যাবতীয় কথার আন্দোলন ও নিষ্পত্তি ঐ স
হইলে ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট তাহা মঞ্জুর কর
বার নিমিত্ত প্রেরিত হইবে ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ভারতবাসিদের যথ
লাভালাভের সম্বন্ধ আছে এত অন্য কাহারও ন
অতএব কোন নূতন সৃষ্টি করিতে হইলে এদে
লোকের মত না লইলে তাহাতে সাধারণের ইষ্ট
না হইবারই সম্ভাবনা। লর্ড রিপন স্বাধীনতন্ত্র
কার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, অতএব তাঁহাকে একটী
বলা যায়,—তিনি রাজকার্য্যে এ দেশীয় প্রতি
গ্রহণ করুন এ দেশীয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া

… করিলে প্রজার কষ্ট অনেকাংশে … হইবে।

… জঙ্গল বিভাগীয় বিদ্যালয়।

…ঙ্গল বিভাগের কার্য্য কৌশল শিক্ষা করিবার … দেরাদূনে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হই- …। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের নবযুবক- … উন্নতিশিখরে আরোহণ করিবার এ একটী … মার্গ। যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সৌখীন … কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন না; সুন্দর পরিধান করিয়া আতর গোলাপ অঙ্গে … সুচর্চ্চিত করিয়া বিবিয়ানা বাবুগিরি করিতে … তাঁহাদের পক্ষে এই বিদ্যালয় পরম হিতকর …, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উৎসাহশীল অনেক …বক ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন। পাঠ… …র সমস্ত আবেদন সমাধানে হইবার পূর্ব্বে …রা জল, সেবাক, জেঙ্গল-গেওয়ার প্রভৃতি …নের পর্য্যবেক্ষণ সাল, পাইন, এ সেগুনাদি বৃক্ষের … সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ পাইয়াছিলেন। কিরূপ … কৌশলে বৃক্ষের গণনা করিতে হয়, কিরূপে … কাড়িতে হয়, কি প্রকারে পথ নির্ম্মাণ করিতে … সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হই- …ল। শীত ঋতুই ছাত্রদিগের শিক্ষার উপযুক্ত …; এ বিভাগে গৃহমধ্যে থাকিয়া উপদেশ লইলে … উপকার হয় না। জরিপ, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসা- …বিদ্যা এবং জঙ্গল বিভাগের আইন বিশিষ্টরূপে …গত হইতে হইবে। আমরা ইহাতে রসায়ন …র বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। কেবল …র অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই, রসায়নতত্ত্বে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকিলেই চলিবে।

… বিদ্যালয়টী উপযুক্ত স্থানে এবং প্রশস্ত প্রণা- …তে নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের উপর তলায় জঙ্গল … জরিপের কার্য্যালয়। তথায় কর্ম্মচারীরা …চিত্র প্রস্তুত করিয়া নাম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য … পরিবেশিত করিতেছেন। তাহার নীচের … ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার স্থান, বিদ্যার্থী …দের অবগতির নিমিত্ত উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় যাবতীয় …র্থ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বৃক্ষচ্ছেদ …পযোগী নানাবিধ অস্ত্রও আছে। অনতিদূরে …কটী বৃক্ষবাটিকা আছে; সেই বৃক্ষবাটিকায় প্রধান …ধান জাঙ্গলিক বৃক্ষ রক্ষিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরা …পদেশ গ্রহণকালে তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফলাদি …ই বৃক্ষের সবিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইতে পারেন। …দ্যালয়ের চত্বরে বীজতলা নির্দ্দিষ্ট আছে; সেখানে …ধান প্রধান সকল জাতীয় বৃক্ষের বীজ রোপিত …। তাঁহারা ভিন্ন নূতন অঙ্কুরাবস্থা হইতে বৃক্ষের যাবৎ বৃদ্ধি দশা পর্য্যন্ত ছাত্রেরা দৃষ্টি করিয়া অপরি- সীম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত রাসা- য়ন কার্য্যবিভাগও তথায় বর্ত্তমান আছে। ছাত্রেরা নানা প্রকার ধাতু, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রিয়া বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত পদার্থ ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অতএব মৃত্তিকায় কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে থাকিলে তাহার কি প্রকার গুণ হয়; ভূমির উর্ব্বরতা সাধনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ পদার্থ অত্যাবশ্যক, স্বল্প রসা- য়নবিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রেরা তাহা অবগত হইতে পারিবেন। কৃষিকর্ম্মই যখন ভারতবর্ষের উপজীবিকা, তখন এই সমস্ত বিষয়ে নিগূঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে দেশের বিলক্ষণ মঙ্গল সাধিত হইবে। দেরাদূন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিবার নিমিত্ত গবর্ণ- মেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলে কর্ম্ম স্বীকার না করিলেও দেশের অনেক উপকার হইবে। কৃষিকর্ম্মের প্রকৃত পন্থা, এ দেশের কোন ব্যক্তিই জ্ঞাত নহে। সুচারুরূপে ক্ষেত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই। চাসার কর্ম্ম ত চাসারই কর্ম্ম,—মূর্খ চাসাই যেন কৃষিকার্য্যে সুপ ণ্ডিত। কেমন ভূমিতে কোন্ শস্য অধিক উৎপন্ন হইবে, ভূমিতে কি প্রকার সার দিলে উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, সে জ্ঞান কাহারও নাই। জঙ্গলবিভা গীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সুপণ্ডিত হইলে, কৃষি- কার্য্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

রসায়নপদার্থের গৃহে প্রস্তর এবং পার্থিব পদা- র্থও সঞ্চিত আছে। পার্থিব পদার্থগুলি কি প্রকারে বহিষ্কৃত হয়, তাহারা কেমন অবস্থায় কি প্রকার রূপ ধারণ করে, ছাত্রেরা উপদেশকালে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকেন। অন্য একটী গৃহে, আলোক সন্তাপ তাড়িৎ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিবার উপ- যুক্ত যন্ত্র সংগৃহীত আছে।

মেজর বেলি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; এ ফিশর সাহেব সহকারী অধ্যক্ষ; ফার্ণান্ডেজ সাহেব জঙ্গল- বিষয়ক শিক্ষক; ৪র্থ ডাক্তার ওয়ার্থ রসায়ন বিদ্যার শিক্ষক; বেডেন প্রাউডেন জঙ্গল বিভাগের আইনের উপদেষ্টা। আমরা ভরসা করি, ভারতবাসীরা অভিমান এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া এই বিভাগীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হউন। ক্রমে সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানো- পার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আর কোন উপকার নাই। এক্ষণে পদার্থজ্ঞানে সকলের অভিজ্ঞতার আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সমাজের হিতকরী বিদ্যাশিক্ষায় সকলে উদ্যত হউন।

ভারতবর্ষীয় সভা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে মজুর লইয়া যাইবার আইন।

ভারতবর্ষীয় সভা এই আইনটীর অবৈধতা প্রদ… র্শন পূর্ব্বক ইহার বিধি বন্ধন বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়… একটী প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমা… দের দেশের ইতর জাতীয়েরা আকারে কেবল মনুষ… কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনাদিতে তাহাদিগকে পশু বলিলে… অত্যুক্তি হয় না। তাহারা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, তাহার… আপনাদিগের হিতাহিত বোধে সমর্থ নয়। যাঁহার… তাদৃশ নির্ব্বোধ হতভাগ্যদিগের মঙ্গলচিন্তা করে… তাঁহারাই যথার্থ মানুষ। গত বৎসর যখন এই আইন… টীর সংশোধন প্রস্তাব হয় তখন আমরা ইহার দৃ… তর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমাদের বিবেচনা… ইহার তুল্য ঘৃণিত আইন আর হয় না। আমাদে… গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচ্চ তাঁহাদের হইতে এরূপ নিকৃ… আইন হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। … আইনের মূলে দোষ, প্রত্যেক অবয়বে দোষ … জীবনে দোষ। আইনরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মজু… লইয়া একদলের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া দিতে হই… এ কিরূপ কথা? আমরা এই যে মজুর খাটাইতে… তন্নিমিত্ত কি বিশেষ আইনের প্রয়োজন হইতেছে… যখন মজুরীর এক একটী দর উঠে, তখন সেই দর… বেতন দিলে মজুরেরা কাজ করিয়া দেয়, যাহার ইচ্ছ… হইল সে কাজ করিল যাহার ইচ্ছা না হইল … করিল না। তবে যাহারা কোন কাজের কণ্ট্… লয় তাহারা যদি চুক্তিভঙ্গ করে চুক্তি ভঙ্গের … সাধারণ নিয়ম আছে তদ্দ্বারাই তাহাদের দণ্ডবিধ… হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত বিশেষ আইনের প্রয়… জন কি? যে বেতনের লোভে আকৃষ্ট হইয়া ম… রেরা চা-ক্ষেত্রে মজুর করিতে যায় চা করেরা কি… বেতন দিতে পারেন না? কেনই বা পারেন না… পারিবার ত আমরা এক এক কারণ দেখিতে… তাঁহারা মজুরদিগকে অল্প বেতন দিয়া কাজ করা… লইবেন আপনারা প্রচুর লাভ করিবেন সেই ল… ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবেন। মজুর বেটারা গো মহি… দির ন্যায় খাটিয়া মরুক আর কেবল জীবন ধার… পযোগী ভাত জল খাউক।

যদি বল অতি দূরতর প্রদেশ হইতে মজু… আসাম প্রভৃতি স্থানে যাইবে কেন, তথায় পাপে… ব্যয়ও অধিক; তত ব্যয় করিয়া চা-করেরা যদি ত… দিগকে লইয়া যান তাহার পর মজুরেরা তথায় … ইচ্ছামত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহা হইলে চা-… দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তদুত্তরে আ… বলি কণ্ট্রাক্টের যে সাধারণ নিয়ম আছে চা ক… তদ্দ্বারাই আপনাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া ক… পারেন যে মজুর যে চা কর কর্ত্তৃক নীত হইয়া ত…

করিতে অস্বীকার করিবে তাহাকে তাহার
পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যদি সে অর্থ দ্বারা
পূরণ করিতে না পারে যাবৎ সে ক্ষতিপূরণ না
য তাবৎ সে খাটিয়া দিবে। ক্ষতিপূরণ হইয়া
ে তাহার পর তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করে সেই
রের নিকট কর্ম্ম করিবে, ইচ্ছা না করে অন্যত্র
বে। কিন্তু তাহাকে আইনরূপ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ
য়া বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে হইবে
রূপ ন্যায় ও কিরূপ যুক্তি। এ ন্যায় ও যুক্তির
সারবত্তা আছে? গবর্ণমেণ্ট যদি একটা দর
ষ্ট করিয়া এইরূপ আইন করেন যে মহাজন-
কে সেই নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রেতাদিগকে বিক্রেয় দ্রব্য
ত হইবে। সে আইনটী কিরূপ হয়। আরও একটী
ন্ত বলি গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া যদি প্রজাদি-
বলেন জমীদার ইচ্ছামত যে খাজনায় যে জমি
ইতে চাহিবেন প্রজাকে সেই খাজনায় সেই জমী
ত হইবে যদি না লয় দণ্ডনীয় হইবে, সে
ইনটী বা কিরূপ হয়। চা-কর ও মজুর সম্বন্ধে যে
ইন করা হইয়াছে ও যাহার সংশোধন প্রস্তাব
তেছে তাহার সহিত কি জমীদার ও প্রজা সম্ব-
যে আইনের কথা কহিলাম, তাহার কি কিছু
লক্ষণ্য আছে?

চা-করদিগের তাড়াতাড়ি করিয়া বর্ত্তমান আই-
ন পরিবর্ত্ত করিবার কারণই বা কি? দুই বৎসর
রূপ শস্য জন্মিতেছে মজুরেরা নিজ নিজ গৃহে
স্থান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেছে,
হারা আর আসাম মুখো হইতেছে না। আসামে
তাহাদের প্রলোভন থাকিত, চা-করেরা যদি
রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে
রেরা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই চাক্ষেত্রে গিয়া উপ-
ত হইত। যখন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় না
ইন করিয়া ও অনেক কৌশল করিয়া তাহাদি-
ক লইয়া যাইতে হয় তখনই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে
সামে যাইবার তাহাদের কিছুই প্রলোভন নাই।
করেরাও সদ্ব্যবহার করেন না। যে বৎসর
দেশে ভালরূপ শস্য না জন্মিয়া অন্নকষ্ট উপস্থিত
সেই বৎসর মজুরেরা প্রাণের দায়ে কণ্ট্রাক্টার-
গের চক্রে পড়িয়া আসাম প্রভৃতি স্থানে গিয়া
কে। যে আইনের উদ্দেশ্য অসৎ, হেতুবাদ অসৎ,
আইন যে নিতান্ত গর্হিত, সে আইন সে সভ্য
নপদের যোগ্য নয়, সভ্য রাজার হস্ত হইতে বিনি-
ত হইবার উপযুক্ত নয়, তাহা বলা বাহুল্য।
হা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে ও কয়েকটী
াইনে পক্ষাশ্রয় দোষ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত
ইয়াছি। এ আইনটীতেও সেই পক্ষাশ্রয় দোষ
ন স্পষ্ট উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভা বলেন আসামের চা-ক্ষেত্রের সহিত যাহাদের গাঢ়তর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কয়েক ব্যক্তির প্ররোচনাতেই এই পাণ্ডুলেখ্যটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যে যে বিলক্ষণ পক্ষাশ্রয় দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। নূতন আইনে বাগানের সর্দ্দারের হস্তে মজুর সংগ্রহের অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করা হইতেছে। পূর্ব্ব আইনে তিন বৎসর কাল কণ্ট্রাক্টের মিয়াদ ছিল। মজুরেরা তিন বৎসর কাল খাটিয়া দিলে নিষ্কৃতি পাইত এখন সেই মিয়াদ বাড়াইয়া পাঁচ বৎসর করা হইতেছে। চা-করেরা ইচ্ছামত মজুরদিগকে রুদ্ধ করিতে পারিবে ইত্যাদি বহু বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মহানুভব লর্ড রিপনের নিকটে এক খানি সুদীর্ঘ আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদন পত্রে লিখিত যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে গেলে, সোমপ্রকাশের সঙ্কীর্ণ দেহে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। অতএব আমরা তদুল্লেখে বিরত হইলাম।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ স্বার্থপরতা দূষিত আইনটীর পাণ্ডুলেখ্য সত্বর বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তিনি গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর ঐ পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইবার কথা আছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অশরণ মজুরগণের শরণভূত হইয়া যে এই কার্য্যটী করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

নীলকর আর তুষের আগুন দুই সমান। তুষের আগুন যেমন নির্ব্বাণ হয় না নীলকরদিগের অত্যাচারও সেইরূপ নিবারিত হয় না, তাঁহাদিগের অত্যাচারে প্রজারা এরূপ দগ্ধ হইতেছে যে, দেখিলে যার পর নাই ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মে, ইঁহারা আট ঘাট বন্ধ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ধারণা আছে, নীল হাঙ্গামার পর অবধি নীলকরদিগের প্রজার উপর অত্যাচার কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমতঃ ইঁহারা যেখানে নীল চাস করান সেখানে ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। যাহারা আছে তাহারা দরিদ্র ও মূর্খ লোক সুতরাং তাহাদিগের অত্যাচারের কোন কথাই প্রকাশ হইতে পায় না। অত্যাচারে প্রজাদিগের যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠে তখনই তাহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। পাঠক ইহার প্রমাণ দেখুন সম্প্রতি মেদিনীপুরের অন্তর্গত সিলদহের অধীন বিনপুরের রামাই কামার নামক এক ব্যক্তি ওয়াটসন কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অসহ্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সম্প্রতি তাহাদিগের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাহাকে জমিতে নীল বুনিতে বলে কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হওয়ায় গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিতে আসামীরা অপর কয়েক জন লোক দ্বারা তাহার গৃহে কয়েকখানি কাষ্ঠ রাখাইয়া পুলিসে সংবাদ দেন। পরে জমাদার আসিয়া তাহাকে ও আর কয়েক জন লোককে ধরিয়া লইয়া যান। মঙ্গলবার ইহারা ধাঁসপাহাড়ী নামক গ্রামে বুধবার শিমলা ফাড়িতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার বেল পাহাড়ির কুঠিতে, নায়েবের কাছারি বাটীর একটী প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ থাকে, শেষে হেড কনষ্টেবল ও গমস্তা রতন খয়রা নীলচাস করাইবার জন্য নানাপ্রকার পীড়ন ও প্রহার করে। অবশেষে ৪০ টাকা জরিমানা ও নীল বুনানি করিবার জন্য ৮ দিনের মেয়াদ লইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

—:০:—

১৮৮০-৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিমত সমেত ২১ এ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটী অতি বৃহৎ এবারে সোমপ্রকাশে উহার স্থানসমাবেশ হইল না। আগামীবারে উহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ ই ডিসেম্বর। টিহারাণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ ১০ জন সর্দ্দার ও ৪ শত অশ্বা[illegible] সমভিব্যাহারে [illegible] মেসেদ নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

[illegible] নামক স্থানে [illegible] আয়র্লণ্ডে [illegible] করিতেছে বটে, কিন্তু এখানি গোল[illegible] শান্তির [illegible] আশা আছে।

লণ্ডন ২০ এ ডিসেম্বর। স্ত্রীলোকেরা যে লাণ্ডলিগ স[illegible] করিয়াছে তাহার আইন সঙ্গত নহে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কায়রো ১৯ এ ডিসেম্বর। একজন ভণ্ড অবতার, [illegible] নামক স্থানে ১৪ শত লোককে হত্যা করিয়া [illegible] সেনা বধ করিয়াছে।

[illegible] ১৯ এ ডিসেম্বর। ডবলিনে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র [illegible] এবং রাজদ্রোহসূচক পত্র ধরা পড়িয়াছে। [illegible] লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ওয়াসিংটন ২০ এ ডিসেম্বর। রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা [illegible] করিবার জন্য সেনেট সভায় কয়েক খানি আইনের পাণ্ডু[illegible]

...হইয়াছে। মাসে ২০ লক্ষ মুদ্রা যাহাতে প্রস্তুত হয় এরূপ তাহার বিধান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

...২০ এ ডিসেম্বর। ... বিবাটি নামক যে ... জন মাস যবক চাপা পড়ে তাহার আরোহীগণ তিন- নৌকায় উঠিয়া প্রতীক্ষা করে। ইহার মধ্যে একখানিকে ... মধ্যে, একখানি ইংলণ্ডকে পাওয়া গিয়াছে, অপর ... উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

...২২ এ ডিসেম্বর। টিউনিসের রাজকার্য্য সম্বন্ধে অনা ... সভায় বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক রাজকার্য্যের ... ইটালী বার্ডোর সন্ধিপত্র মান্য করিতেছেন না ... টিউনিসে ফরাসীদিগের কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। ... ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার ... গ্রহণ করিয়াছেন।

...২২ এ ডিসেম্বর। পার্নেল সাহেবকে ... আর্মাগ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

...বর্লিনে জমীদারদিগের একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। ... মন্ত্রোরা লাণ্ডআক্ট নামক আইনের কার্য্যপ্রণালীর ... দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা পার্লিমেণ্টের নিকটে ... পূরণ প্রার্থনা করেন।

...ড্রিড ২১ ডিসেম্বর। বোর্ণিয়ো চার্টর নামক সন্ধি পত্র ... বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী বলেন ... বোর্ণিয়ো অধিকার বিষয়ে স্পেন আপত্তি করিয়া- ... কিন্তু তিনি ও বিষয়ের আর বিশেষ সংবাদ দিতে পারেন ... এই মাত্র জানেন যে বন্দোবস্ত চলিয়াছে।

...কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ২২ এ ডিসেম্বর। ... সম্পাদক ... নিন্দা করাতে ... হইয়াছেন।

...নামক স্থানে ৩০ টা রাইফেল ও পঞ্চাশটা বিস্তল- ... গুলি বারুদ ধরা পড়িয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া- ... —নদীয়ার পোষ্ট আফিস সমূহের সুপারিণ্টে- ... বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম্ম হইতে ... হইয়াছেন। মৃতা কুমারী কার্পেণ্টারের ... তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে ... পোষ্টাল ইনেস্পেক্টর হয়েন। পোষ্ট ... নূতন বন্দোবস্তের সময় তিনি মাসিক তিন ... বেতনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ... মন যোগাইয়া চলিতে পারেন না বলিয়াই হউক, অথবা ... দুরদৃষ্ট নিবন্ধনই হউক, তিনি সামান্য ... শশীপদ বাবু ডাক বিভাগে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে ... উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেবী ধরণে ... অকস্মাৎ "পদাঘাত" হইলেন। ... সন্দেহ করিবার কারণ এই যে, তিনি মফ- ... না দেখিয়া ও না যাইয়া "হল্টিং" ও "ট্রাভেলিং আলাউয়েন্স" প্রভৃতি চার্জ্জ করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ডাকবিভাগে নিজের লোকের কর্ম্ম করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন অতি অল্প দোষে ও অনর্থক অনেকগুলি ডাক বিভাগে কর্ম্মচারীর মাথা খাইতেন। যাহা হউক এক্ষণে শশীপদ বাবু স্বকৃত দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পদস্থ হয়েন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

অনবর এই মার্চ্চ মাসের শেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব বিলাত যাত্রা করি- বেন, আর প্রত্যাগত হইবেন না।

বাবু অম্বিকাচরণ দত্ত এম, এ কিরেঞ্চেষ্টারের ক্রিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ৩ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া যে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি লইতে অস্বীকার করি- য়াছেন, দুই হাজার টাকায় বিলাতের খরচ সঙ্কু- লানের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি যে হাজার টাকা পাথেয় পাইয়াছিলেন তাহাও ফেরত দিয়াছেন। ১৮৮১ অব্দের এই বৃত্তি কটক র‍্যাভেনসা কালেজের অধ্যাপক বাবু গিরীশচন্দ্র বসু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি জানুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন।

পরাণহাটার সাতু বাবুর মাঠের নূতন বাজার লইয়া অনাথ বাবুর সহিত সিমলার পুরাতন বাজা- রের মালিক শীল বাবুদিগের যে একটা গুরুতর বিবাদ চলিতেছিল, গত সপ্তাহের মিউনিসিপালিটীর বিশেষ অধিবেশনে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া অনাথ বাবু জয়লাভ করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে ভবানীপুর উলুপাট বাগানে কাওরা পাড়ায় দুটী অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগ্যেরা বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ে একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিত। স্ত্রী-টীর বয়স ১২। ১৩ বৎসর হইবে। সে সর্ব্বদাই তাহার পিত্রালয়ে বাস করিতে ভাল বাসিত বলিয়া তাহার স্বামীর সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইত, পরে যখন প্রকাশ পাইল স্ত্রীলোকটীর চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াই সে ঐরূপ করে তখন ঐ কাওরা একবারে রাগান্ধ হইয়া আঁশবঁটী দিয়া প্রথমতঃ তাহার স্ত্রীকে বলি দেয়, পরে ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিয়া আপনিও নিকটস্থ পুখুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং নেশার ঘোরে ঐ খানেই হাবুডুবু খাইয়া মরিয়া যায়।

রুশ সম্রাটের জীবন রক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়া- ইয়াছে। তিনিও রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন না প্রজারাও তাঁহাকে ছাড়িবে না। ক্রমে তুমুল কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। সম্রাটকে বধ করিবার জন্য নিহিলিষ্টেরা তাঁহার শরীর রক্ষকদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে উৎসুক। রুশের প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী জেনারল চেরেভি- ... উপর সম্রাটের শরীর রক্ষার ভার আছে। ... বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করেন বলিয়া তাঁ- ... কেহ হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ... ডিউক ভ্লাডিমেয়ারকে মারিবার জন্য উহারা চ- ... করিয়াছিল কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহা- ... দের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আবার শুনা যাইতে- ... সম্রাট যখন সপরিবারে গ্যাচিনা পরিত্যাগ করি- ... সেই সময়ে নিহিলিষ্টেরা তাঁহাকে সবংশে ... করিবার আয়োজন করিতেছে।

পোষ্ট আফিসে টাকা জমা দিলে গ্রহীতা ... তাহার দেশস্থ পোষ্ট আফিস হইতে টাকা ল- ... পারে সেইরূপ টেলিগ্রাফ আফিস দ্বারা ডাকবিভা- ... এই কার্য্য করাইবার প্রার্থনা করিয়া এক ব্যক্তি ... ত্তের পোষ্টমাষ্টার জেনেরলকে একখানি পত্র লিখি- ... ছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরে বলিয়াছেন এক্ষণে ... নিয়মে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ... দপেক্ষা সত্বর কার্য্য করিবার বিশেষ আব- ... নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের পুলিষ রিপোর্ট প্রচারিত হইয়া- ... ইহার আয় ৩৭০০০৩৬ ও ব্যয় ৩৬৫০৮০৯৮৵৮ টা- ... আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫১৭। এতদ্ভিন্ন জলে ডু- ... ১১৮৮৯ সর্পাঘাতে ১১০০৫২ বন্য জন্তু কর্ত্তৃক ১- ... ঘরচাপা পড়িয়া ৪৭৯ ও অপরাপর কারণে ৩- ... জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ৬৬৩১ জন লো- ... দোষে তাহাদিগের বিষয় বাজেয়াপ্ত ... গিয়াছে।

ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সমান দুর্গতি। ... লোকের সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে কাহারও বি- ... দৃষ্টি নাই সাধারণতঃ ইহাঁদিগের চরিত্র নেড়ানে- ... ন্যায়। এই সকল কাণ্ডের অনেক সময়ে আদ- ... হইতে মীমাংসা হইয়া থাকে, আইনকর্ত্তারা ... প্রণয়কে দোষাবহ মনে করেন না বলিয়া এ ... পাপের দণ্ডও অতি লঘু হইয়া থাকে, সুখের ... এই, এই ঘৃণিত কার্য্যকে এখন তাঁহাদিগের ... বলিয়া বোধ হইয়াছে, যাহাতে ইহার নিবৃত্তি ... তাঁহারা তাহার উপায় বিধান করিতেছেন।

আগামী বর্ষে অষ্ট্রীয়ার রাজস্ব মন্ত্রীর ভার- ... আসিবার কথা আছে।

কলিকাতার পুলিষ কমিশনর ও মিউনি- ... লিটীর সভাপতি স্টুয়ার সাহেব বিলাতে প্রাণ- ... করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভ- ... একজন মন্ত্রী নিয়োগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, ... ত্তের ইণ্ডিয়া আফিস তাহার ঘোরতর প্রতি- ... করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রাণীগঞ্জ ও নাগপুরের দিয়া সত্বর রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প য়াছেন।

ডাহোরের জজ সাহেব আপন জেলার আদা- সমূহে কতকগুলি লোককে ইচ্ছামত উকীল য়া দিয়াছেন। ইহাঁরা বিনা পরীক্ষায় তথায় ওকালতী করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে- লন। কিন্তু এক জন সনন্দধারী উকীল এ বিষয় মেণ্টের গোচর করাতে তাঁহাদিগকে দূরীকৃত য়া দিবার আদেশ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ মেণ্ট ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটী পাতাল নির্ম্মাণ করিতেছেন, চাঁদা দ্বারা ৩০ ার টাকা উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে এই টাকা গীদিগের সুখার্থ ব্যয়িত হইবে। এটী ইউরো- না দেশীয় কোন জাতীয়ের জন্য?

নেপালে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা ভূত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের বিধবা বিবাহ সভার যত্নে রাজমন্ত্রীতে র দুটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট রি ইডেন সাহেব তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া ার প্রতিবাদ করাতেই কর্ত্তৃপক্ষেরা বিরক্ত হইয়া কে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ প্রদান করেন ।

সেণ্ডাল সাহেবকে নেটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ- প্রদ প্রদানের কথা শুনিয়া নেটালবাসীরা য়া উঠিয়াছে। তাহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ০০ হাজার টাকার স্থলে ৪০০০০ টাকা বেতন ত প্রস্তুত হইয়াছে। সেণ্ডালের ন্যায় লোককে পদ না দিয়া একজন উপযুক্ত সিবিলিয়ানকে াতে দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহারা ারই প্রার্থনা করিয়াছে। সেণ্ডাল ইহাদিগের কট একবার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন নাকি?

এ বৎসর জর্ম্মণি হইতে ১১০৮০২ আয়র্লণ্ড তে ৫৩২৯৪ সুইডেন হইতে ২৮০৭৭ ইংলণ্ড তে ২২১ ১ নরওয়ে হইতে ১১৮৮৮ জন লোক য়া গিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছে।

এ বৎসর কলিকাতা বেথুন স্কুলের ও মফস্বলের একটী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে। থুন বালিকা বিদ্যালয় হইতে ৩ টী এলাহাবাদের লিকা বিদ্যালয় হইতে ২ টী মিস পিগটের স্কুল তে ২ টী ফ্রি চর্চ্চ অর্ফানেজ হইতে ১ টী ও দেরা- এবং বহরমপুরের বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়ে া প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ উপস্থিত হইয়াছিল।

বেথুন স্কুল হইতে একটী বালিকা এবার এল, এ পরীক্ষাও দিয়া গিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী ছাত্রী বি, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী শশি- বালা দাসী ও হিরণ্ময়ী দেবী মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আমীর আলী, কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ও হাইড সাহেব মফস্বলের ওকালতী ও মোক্তারি পরীক্ষার পরীক্ষক স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

সার রিচার্ড কাউচ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিশ থাকিতে দুই জন এদেশীয় লোক সেরিফের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সার রিচার্ড গার্থ যে এক জন- কেও উক্ত পদের উপযোগী দেখিলেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের। এবার তাঁহাকে সেরিফ মনো- নীত করিতে বলাতে তিনি একজন ইউরোপীয়ের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের উদার গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সে কথা না শুনিয়া বাবু দুর্গাচরণ লাহাকেই উক্ত পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণেতা হুইটলি ষ্টোকস সাহেব শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন, উনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না। সুখের খবর। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদিগকে যেরূপ জালাতন করিয়াছেন তাহাতে যত শীঘ্র যান ততই ভাল।

প্রসিদ্ধ বাজিকর চিরাণি সাহেব শনিবার বৈকালে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

জেওয়াড়ের লোকেরা আদালত সমূহের কার্য্য দেবনাগর অক্ষরে সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে হাইদ্রাবাদে আর প্রেসিডেন্সি রিজেণ্ট রাখা হইবে না। আমিরী কবিরের সঙ্গে সঙ্গেই পদটী গেল নাকি?

জয়পুরের মহারাজের পাটরাণী ঠাকুর করে সিংকে নাকি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার অবস্থান নিবন্ধন রাজ্যের অনিষ্ট হইতেছে।

ঢাকার জজ রাম্পিনী সাহেবের সহিত উকীল- দিগের বড়ই গোলযোগ যাইতেছে। সাহেব উকীল দিগের মান রাখিয়া কথা না কহাতেই এই গোল- যোগ ঘটিয়াছে।

২৫ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় ভারতনক্ষত্র উপাধি বিতরণ করিবেন। এতদুপলক্ষে যে দরবার হইবে, ইন্দোরের হোলকার, উদয়পুর ও মেওয়ারের মহারাণা, জয়পুরের মহারাজ, ভাও পুরের নবাব ও পাতিয়ালার রাজপ্রতিনিধি স দরবিশেষ সভাতে উপস্থিত হইবেন।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০৸৶০ হইতে ১০০

৪৷৹ ১৮৭০ (১৮৮৪) ১০২৷৹

৪৷৹ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০১

৪৷৹ ১৮৭১ (১৮৯৬) } ১০৯৷৹

৫॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

৫ ১৮৭৭ (১৮৮২) ১০৯৷০

তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক আদায় দিন হইতে বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতেই ন কষ্টম হাউসও উঠিয়া যাইবে।

গত বৎসর কুর্গের বন হইতে ১৩৬০ মণ চ কাষ্ঠের আমদানী হইয়াছে।

নানা সাহেব যে কতবার মরিলেন আর কত বাঁচিলেন তাহা বলা যায় না। উনি সম্প্রতি আ কারাগারে মরিয়াছেন। তথায় প্রধান ম কার্য্য করিতেন।

ঋণের জন্য কেহ যে কারারুদ্ধ হয়, আ দিগের দয়ালু গবর্ণর জেনেরলের সেরূপ ই নয়। এই কারণে তিনি আইনের এই অং সংশোধন করাইবার সংকল্প করিয়াছেন, মান্দ্রা গবর্ণর প্রভৃতির এ বিষয়ে মত কি, এক্ষণে তা জানা হইতেছে।

আমরা ভাবিতাম ইউরোপের মূর্খ নীচ লো রাই দেশীয়দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ক থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইউরোপীয় বি পতিদিগের অধিকাংশই তাহাদিগের অপেক্ষা কঠিন সরস। পরিদর্শক পত্রের এক জন পত্রপ্রে হাসিগঞ্জের কমিশনরের যে এক নিষ্ঠুরাচর কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপ যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি। লেখক ব সাহেব এক বাগিচার কোন মকদ্দমায় এক সাক্ষীকে মুখভঙ্গী ও অৰ্দ্ধ বিস্ফুরিত বাঙ্গালা জ প্রশ্ন করাতে তখন বাঙ্গালাটী প্রথমে তাহা বুঝি না পারিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ছল ছল চক্ষে উ দিকে তাকাইয়া থাকে। সাহেব ইহাতে অব বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তাহ রৌদ্রে লইয়া গিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া রাখি আদেশ দিলেন, একজন কনেষ্টবল তাহাকে রূপে কিছুক্ষণ রাখিবামাত্র তাহার মস্তক ঘু হইল এবং সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইহাতেও সাহেবের দয়া না। অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হইল, সাহেব তাহাকে পুনরায় আনাইয়া জবানবন্দী পূর্ব্বক বহু তর্জ্জন গর্জ্জনে বিদায় দিয়াছেন।

পারিসে টেলিফোনের বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। ফোনের কর্ত্তা উক্ত দ্বারা তিনটী রঙ্গ ভূমির ও ইলাইসা ভবনের যোগ করিয়া দিয়াছেন, নয় কালে উক্ত ভবনে বসিয়া চারি জন করিয়া একটী তারে সকলে শুনিতে পাইবেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পৃথিবীর উত্তর কোণে যে ানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য যাইতেছেন জর্ম্মণিও াতে যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে রিচষ্টাগ ত ৩৮০০০০ মার্ক (মুদ্রা বিশেষ) চাহিয়া পাঠা- ছেন। তিনটী ভিন্ন জাতিতে এক যোগে ানিক আবিষ্ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইতে এই আমরা ম দেখিলাম।

আমরা দুই সপ্তাহের বঙ্গবাসী প্রাপ্ত হইলাম। া মন্দ হইতেছে না, দোষের মধ্যে কিছু কর্কশ। াদক এখন নবোৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত য়াছেন, সুতরাং ইহার এখনকার লেখা দেখিয়া ছু বিশেষ মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রান্ট ডফ সাহেব সৈদাপেট্ট ক স্থানে কৃষি কালেজ খুলিবার সময়ে বলিয়া- ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কেবল শান্তিস্থাপন াওয়ে ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যই বিশেষ যত্নবান। ন্ত ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী সুতরাং ার উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া তাঁহাদিগের াগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ কালেজ দ্বারা দেশের শেষ উপকারের সম্ভাবনা, অতএব তাঁহাদের ষয়ে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া ়য়াছে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই লেজে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের বলে গল্পও সত্য হইয়া দাঁড়াইল। ার ভিতর দিয়া জাহাজ চালানের গল্পই আমরা য়াছিলাম কিন্তু টৈরাবো কি যাদারসেন ক এক ব্যক্তি সাক্ষ্য সত্যই তাহা প্রত্যক্ষ দেখা- ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত নি এক খানি বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত করিয়াছেন। ানি ৬৬ হাত জলের নিম্ন দিয়া ১২ ঘণ্টা যাইতে বে। জাহাজের মধ্যে বাতাস,গ্যাস প্রভৃতি সমস্তই কে, জলে ডুবাইবার সময়ে কয়েকটী কবাট খুলিয়া তে হয়,কিন্তু উঠাইবার সময়ে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে, ঘণ্টার পরে বাতাস লইবার জন্য জাহাজ আর সোইতে হয় না, পম্প দ্বারা বায়ু গ্রহণ করা ইয়া থাকে।

কাঠ ও কয়লা পোড়াইবার সময়ে যাহাতে ধূম খিত না হয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা তাহার চেষ্টা রিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম নিগাল াম্বাপের ওকেনিলী সাহেব ও মজঃফরপুরের সব জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ হইলেন।

৩৯০ জন শিক্ষিত স্ত্রীলোক আমেরিকায় চিকিৎ- সকের কার্য্য করিতেছেন।

ওরিএণ্টাল টেলিফোন কোম্পানি মান্দ্রাজে টেলিফোন খুলিতেছেন। ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রীয়ায় যাহাতে কুলী প্রেরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের গবর্ণরের ভ্রাতা মেজর কার্গুসনকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের জনৈক সংবাদদাতা কাহালগ্রাম হইতে লিখিয়াছেন :—

"আজ কাল বঙ্গদেশেই যে কেবল বাল্য বিবা- হের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এমত নহে। বিহারেও তাহার কতক কতক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৯ এ অগ্রহায়ণ এখানে একটী দন্তহীন বাঙ্গালি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহাঁর বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন সপ্ততি বৎসর! ঈশ্বরেচ্ছায় ইনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবান্। ইহাঁর ছয় পুত্র পৌত্র এবং কন্যা ও দৌহিত্রে গৃহ অলঙ্কৃত। ইহাঁর এ অবস্থায় এ ঘোঁড়ারোগ হইল কেন ঈশ্বরই বলিতে পারেন। কবে এমন বাল্য বিবাহ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে? হিন্দুসমাজ আজিও তুমি এমন বিবাহ দিতে প্রস্তুত। তোমার বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতিকে ধিক্।"

আমাদিগের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা বলেন হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার রবার্ট টমসন সাহেব চুচুড়ার কয়েকজন লোকের নিকট টাকা ঋণ করেন এবং পরিশোধ না করিয়া এখানে আসিয়া গা ঢাকা দেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, সাহেব এখান হইতে আর কোথাও চুচুড়ার মহাজনদিগের ভয়ে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু সাহেব এখানেও মহাত্মার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। নবীন- কৃষ্ণ দাসের দুই হাজার টাকা ঋণ করিয়া গত নবে- ম্বর মাসে এখান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তবে নবীন বাবু সাহেবের অনেক রকম দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিয়া অনেকাংশে প্রাপ্য মুদ্রা আদায় করি- য়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সঙ্গে দরিদ্র গোয়ালা, রজক, প্রভৃতির অনেকগুলি টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণভারম আইন শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি অল্প কালের মধ্যে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিয়া উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন, ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত অবলীলা ক্রমে এরূপ বলিতে পারেন যে তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁর সম্বন্ধে নাকি অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ও মোক্ষমূলরের ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভে বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা প্রজার উপর যেরূপ অত্যা- চার করেন এরূপ অত্যাচার কোন রাজ্যেই না সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বুকের উপর বসিয়া জমী- দারেরা অত্যাচার করিতেছেন, আর তাঁহারা তা নিবারণ চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করি- তেছেন এ বড় ক্ষোভের বিষয়। আয়র্লণ্ডবাসী এখন খণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে দ করিবার জন্য আইন বড় কঠোর করা হইতে তাহাদিগের ক্রোধও অত প্রদীপ্ত হইতেছে। নামক সংবাদ পত্র বলেন যে, একদা ভারতব কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আয়র্লণ্ডের এক জন ভূ মীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, কথোপকথ তিনি তাঁহাকে এক জন বিশিষ্ট ভদ্র লোক জানি পারিলেন,কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,তিনি ম তাঁহার প্রজাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই জ্ঞান করেন তিনি তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন শনে সাহেব বলিয়াছেন, আমি ভারত থাকিতে প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যা করিয়াছি, কিন্তু আপনি যেরূপ করিতেছেন, এ করিলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি ক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম আমার জীবন তাহাদিগের হস্তেই বিনষ্ট হইত।

১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে তুলার চাস উত্তম হইয়াছে,অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ১ লক্ষ ২০ হাজার অতিরিক্ত ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছে। উক্ত প্র হইতে ১১২৭৫৪০ মণ তুলা রপ্তানির জন্য প্রে হইয়াছে। বঙ্গদেশেও তুলার চাস মন্দ হয় বোম্বাইয়ে ২৬৮৮০ ও বঙ্গদেশে ১২৬৬০৮ মণ উ হইয়াছে।

চৌরঙ্গীর ভিতর দিয়া যে ট্রামওয়ে খোলা য়াছে আগামী মাস হইতে উহা দ্বারা মাল আম রপ্তানী হইবে। গত মঙ্গলবার বৈকালে এঞ্জিন গাড়ি চালাইবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে

কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুলের এ শিক্ষক বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১ লা ফেব্রুয়ারি পেন্সন গ্রহণ করিবেন।

বিধবা বিবাহ ক্রমে বিলক্ষণ প্রচলিত উঠিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরাও এক্ষণে উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তর পশ্চিমাঞ্চ কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় ভদ্র লোক বিধবা কি করিয়া লোকদিগকে আপনাদিগের দৃষ্টান্তের সরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত ান্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

ামরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, বা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম াব প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর /৹ ; /৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের- াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো- ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- র কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া- । অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে ন যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু- মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা- পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত র টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ বেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৬০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার াব নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত ি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত ৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া াদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং ংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপ- থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ রাগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, লেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগী- দিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵৹।

চন্দ্রনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ- জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সক- লেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া- ছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵৹ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা- ভার, মাথাঝনঝনানি, মাথাবেদনা, আদকপালে, মস্তিষ্ক- হীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেঁটেধরা ও মড়মড়ানি এবং কাণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি- সাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

সুবাস্তু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শা- ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৮ টাকা। প্যাকিং ৵৹ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃ- বেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাম শ্বাস- প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷৹। প্যাকিং ৵৹ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷৹ ডাক মাসুল /১৹।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা- রিন্টেণ্ডেন্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৷, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---:o:---

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ- কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।
নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
ী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
র এণ্ড কোং গন্থবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বঙ্গবাসী

মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র:
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০ ৬ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০
মাস্থল সমেত ২, মাত্র। কলিকাতা, হুগলী,
ান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগন
ম ১৷০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ
বেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে
নের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজ-
, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধা-
র চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম।
গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত
; (সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু
ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের
ন-চরিত্র প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র,
এ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল,
বার্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু
লাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও কই
বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসিতে লিখিবেন।
এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে।
কগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়
পুর কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী,
৬ ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টো
ধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা
কমাস্থল /০ আনা।

পাইকপাড়া নর্সরি।

খানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার
সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের
উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয়
বহু প্রকার শাক সব্জীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে
বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা
ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ
রোপণযোগ্য সব্জির বীজ অর্থাৎ চৈতে শশা কাঁকুড়
তোরমুজ খোরমুজ পেঁড় আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট
খোরমুজ শাক ইত্যাদি কয়েক রকমের বীজ
প্রতি পেকেটের মূল্য ১৷০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি
হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা
প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে
কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক
চাঁদা ডাক মাস্থল সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি
আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি-
য়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের
আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর
সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা
পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া
থাকি; অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদি-
গকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয়
মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং
তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
টাকা ও ডাক মাস্থল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাস্থলসহ ৭॥০ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাস্থল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যত্ন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের
প্রেরন করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক
য়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উলা
" " হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—খিদিরপুর
" " কৈলাসচন্দ্র হালদার—ত্রিমোহনি
" " বালগোবিন্দ সেন—গয়া
" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপু
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহ
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাস্থল সমেত ৭ টাকা। অ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৭ সংখ্যা।

...গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১৯ এ পৌষ। ইং ১৮৮১। ২ রা জানুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩।০, অসমর্থ ... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম...

প্রেরিতপত্র।

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

জেলা বর্দ্ধমানের শেষ পূর্ব্বাংশে কালনা থানার নে মিজাপুরের খাল বা খড়ী নদীর উভয় কূলে বিদ্ধরূপে নাদাই, পাঁপুর, বাঘেশ্বরপুর, শোর্পী পুর ও চৈতন্যপুর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশা- প্রভাবে ভারতবর্ষের কত স্থানের কত প্রকার ত পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রামগুলির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক দুরবস্থা দর্শন করিলে সেই অপরিবর্ত্তিত আদিম অস- ভ্যতাই স্মরণ হয়, এবং উহা যে কখন কালেও শ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছে, এরূপ স করাও কঠিন হয় [illegible] পত্রের বর্ত্ত- সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাধ্যায় মহাশয় গত পূজার সময় স্বীয় রকে এ অঞ্চলে এক দিন ভ্রমণ উপলক্ষে সিয়াছিলেন। তিনি কয়েকের নিমিত্ত গ্রাম- র বাহ্য দুরবস্থা দর্শন করিয়া এতদূর মর্ম্মা- ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, যে গত সপ্তাহের মধ্যে খানি বেঙ্গলীতে সেই দুরবস্থার কতকটা উল্লেখ অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ অঞ্চলে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া গুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা সকলের একটু অনু- ন করিতেন, তাহা হইলে নিজ [illegible] ই যে বেদনানুভব করিতেন, তাহা বলিতে পারি

গ্রামগুলিতে সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সুনিয়ম দূরে থাকুক, পথ ঘাটের সুবন্দোবস্ত চুলায় ক, অথবা সুখসেব্য দ্রব্যাদির সম্ভোগ বা সৌখী- অভিলাষার নাই থাকুক, তাহাতে কিছুমাত্র নাই। গ্রামগুলির দরিদ্র অধিবাসিগণ যে দৈব উপদ্রব ও মনুষ্যকৃত অত্যাচারপরম্পরা [illegible] সহ্য করিয়া আসিতেছে, [illegible] হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান আপন আপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেয়। দিগের অধিকাংশ সামান্যরূপ কৃষিকার্য্যের [illegible] থাকে, তাহাদের [illegible] প্রয়োজন কিছুমাত্র নাই। [illegible] অধিকাংশই নিতান্ত নিরীহ- ভাব, নিঃস্ব ও নিরক্ষর। একে স্বভাবতঃ তাহা- র এই শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে গত কয়েক বর্ষাবধি বর্দ্ধিত দৈব বিড়ম্বনায় দুর্ভিক্ষ, ম্যালে- রিয়া জ্বর ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন স্থানগুলি প্রায় জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হতাবশিষ্ট মৃতকল্প যে কয়েক জন জীবিত আছে, তাহাদিগের উপর স্থানীয় তালুকদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ আমলা ও গমস্তাদিগের যেরূপ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দেখা যাইতেছে, তাহাতে গ্রামগুলির সম্পূর্ণ উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ফলতঃ এই হতভাগ্য দীন ও দরিদ্র অধিবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক দুরবস্থা সকল যুগপৎ দর্শন করিলে মনে ইহাই ধারণা হয়, যে এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যজাতীয় জীব- গুলির মা বাপ কেহই নাই। ইহারা পূর্ব্ব জন্মা- র্জ্জিত কোন উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শুদ্ধ দৈব ও মনুষ্যকৃত বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিবার জন্যই জগতের এই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামগুলি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের বৃহদায়তন বিস্তৃত জমীদারির অন্তর্গত। কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে বর্দ্ধমান মহারাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিবার বা অহঙ্কার করিবার উপায় নাই। কেন না, বর্দ্ধমান রাজসংসারের চিরপ্রচলিত রীত্যনুসারে পত্তনি বন্দোবস্তের দ্বারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের হস্তগত হইয়া বহুকালাবধি তাহাদেরই সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত ও তাহাদেরই দৌরাত্ম্য ও অত্যা- চার এবং অনুচিত প্রভুত্ব বিস্তারের এক মাত্র ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। ইহাই গ্রামগুলির যাবতীয় দুরব- স্থার অন্যতম প্রধান কারণ। কেন না, জমীদারী পত্তনি লওয়া পত্তনিদারদিগের একটা ব্যবসায়। লাভের জন্যই তাহারা পত্তনি লইয়া থাকে, সুতরাং ন্যায়ে হউক, অন্যায়ে হউক যাহাতে প্রজা- দিগের নিকট দশ টাকা লাভ হয়, তাহারা যে স্বতঃ পরতঃ তাহারই চেষ্টা করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রজাদিগের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কি? প্রজারা দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিপতিত হইয়া অনশনেই প্রাণত্যাগ করুক, বা ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসাভাবেই মরুক, কিম্বা শিক্ষা বিরহে মনুষ্য হইয়াও পশুরও অধম হইয়া থাকুক, অথবা পথ ঘাটের অভাবেই বহুবিধ কষ্টভোগ করুক, সে সকল বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন কি? তাহাতে তাহাদের লাভের বিষয় কি আছে? বরং সে সকল দুশ্চিন্তা করিয়া যে সময়টুকু বৃথা নষ্ট করিবে, সে সময়ের মধ্যে প্রজারা দুর্ভিক্ষাদি দৈব উপদ্রবে একান্ত অসমর্থ হইয়া অগত্যা খাজানার যে টাকাগুলি বাকী ফেলি- য়াছে, তাহা আদায় করিবার তদ্বির করিলে, বা তদর্থে, তাহারা আপন আপন পীড়িত ও দুর্ব্বল শরী- রের তরল রক্ত জল করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণো- পযোগী যে যৎকিঞ্চিৎ শস্য উৎপাদন করিয়া তাহা ক্রোক করিয়া আত্মসাৎ করিলে, অ সামান্য একটা অপরাধের ছলনা করিয়া তাহা গকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ৫টাকা জরিমানা করি পারিলে, তাহাদের অনেক উপকারে আসি বস্তুতঃ সম্পাদক মহাশয়! তালুকদার ও তাহা অনুচরদিগের একরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারের দ্বারাই এ নতঃ গ্রামগুলির এই উৎসন্নদশা উপস্থিত হইয়া মনে করুন, যদি তাঁহারা স্বার্থপরতা একটু পরিত্ করিয়া কিঞ্চিৎ সদয়চিত্ত ও পরোপকারী হইতে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়াদি দৈব বিপদ হই অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারিতে কিন্তু তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা ও লোকহিতৈষিতা থাকুক, তাঁহারা নিজ নিজ সৌভাগ্যক্রমে এই ও অসহায় প্রজাদিগের উপর যে একটু প্রভু ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রভুত্ব ও ক্ষম এতদূর অপব্যবহার করিয়া থাকেন, যে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুকঠোর বৃটিশ শাস অধীনে থাকিয়া তাদৃশ আচরণ নিতান্ত অ বলিয়াই অনেকে বোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা স্বচক্ষে এই "আঁধার গাঁয়ের শেয়াল ব মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার এব দেখিয়া যান, তাঁহাদের সে বিশ্বাস তখনি যে নীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "সিরাজউদ্দৌলা" মহাশয়দি সকলগুলিই প্রায় সমান। সকলগুলিই প্রায় ছাঁচে গঠিত। তন্মধ্যে একটী অবতার আবার দের অপেক্ষা এককাঠী সরস যাইতেছেন। গুণপুরুষের গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই উ অধিকারে প্রজারা কেমন পরমসুখে বসবাস তেছে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইলেও তাঁহার গুণের একটু চয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

এই মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর ম অতিশয় বৈষয়িক ও কৃপণাশয় ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। নিজ উদার আশয়ের সহিত পিতৃসঞ্চিত বিপুল ত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। জমিদারীর " আদায়টা" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের প্রিয় পদার্থ যে সেই প্রিয় "বাজে আদায় রাখিবার জন্য যদি সত্য ও ধর্ম্মের মস্তকে পদা করিতে হয়, যদৃচ্ছা মিথ্যা প্রমাণের সৃষ্টি ক অথবা তাহার বিরোধী কোন ব্যক্তিকে জব্দ ক জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করা আব হয়, তাহাতে কিছুতেই তাঁহারা কুণ্ঠিত ন একটী অতি অদ্ভুত কৌশলে তিনি বা তাঁহার

চারীরা ঐ সকল সৎকার্য্যে সততই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বিবিধ অত্যাচার করিয়া তাহা প্রমাণিত হইতে না দেওয়াই সেই কৌশল। মনে করুন, একটী লোককে কোন কারণে ধরিয়া লইয়া গিয়া ইচ্ছামত তাহার জরিমানা বা তাহাকে মাৎপিট করিলেন, অপর যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিল, তাহাদিগকেও ঐরূপ অত্যাচারের ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অত্যাচারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কোন মতেই তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিল না, বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল না। সুতরাং উৎপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচরিত হইয়াও আদালতের আশ্রয় লইতে পারিল না, অথবা লইলেও প্রমাণের অভাবে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। এই সুকৌশলে তিনি তাঁহার অধিকৃত তালুকের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপার হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে, এবং দুঃখী প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াও অনায়াসে পার পাইয়া যাইতেছেন। বিচারপদ্ধতিও চমৎকার! ইহাঁর নিকট কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই জরিমানা হইয়া থাকে। প্রায় প্রতিনিয়তই এইরূপ সদ্বিচার বিতরিত হইতেছে, অথচ "ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও যেমন টের পান না" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের কৃত এই সকল সদ্বিচার কখনও কোন আদালতের কর্ণগোচর হয় না। গ্রামে স্বাধীনচিত্ত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেন, সমুচিত সুশিক্ষা ও সুমার্জ্জিত বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা ইতরলোকেরও অধম হইয়া গিয়াছেন। ইতরলোকদের মনের বল তত টা না থাকুক, সর্ব্বদা শ্রমজনক জীবিকা ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকাতে তাহাদের অনেকের শরীরেও একটু বল আছে, কিন্তু ভদ্র নাম মাত্রে অভিহিত ব্যক্তিরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও আলস্যপরায়ণ। ঐ হতভাগাদিগের শরীর ও মন উভয়ের কোনখানে কিছুমাত্র বলের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁহারা ইতরলোক অপেক্ষাও অপমানসহিষ্ণু, ধূলী অপেক্ষাও অপদার্থ, এবং কুক্কুর অপেক্ষাও প্রভুভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা তালুকদার ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের ঐ সকল অত্যাচারের পরিপন্থী হওয়া দূরে থাকুক, সমুচিত তেজস্বিতার অভাবে তাঁহারাই আবার উহার প্রধান প্রতিপোষক হইয়া থাকেন। প্রয়োজনমত মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ইতরলোক অপেক্ষা ইহাঁদিগকেই অধিকতর অগ্রসর হইতে দেখা যায়। কেন না, ইতরলোকেরা আপন আপন প্রযত্নোপার্জ্জিত সামান্য জীবিকালাভে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাস পাশা ও গোঁয়ামোদমাত্র উপজীবী এই ভদ্ররূপী অপদেবা সেরূপ পরিশ্রমে একবারে অপারগ, সুতরাং অন্যায় ও অধর্ম্মের দ্বারা যদি কিছু সহজে উপার্জ্জন করিবার সুবিধা পান, কেনই বা তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকের অদৃষ্টে সেরূপ উপার্জ্জনও ঘটে না, কেবল তোষামোদমাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া শুধু প্রভুর মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্যই অতি আগ্রহের সহিত অকুণ্ঠিতচিত্তে তাদৃশ অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

একটীমাত্র স্বাধীনচিত্ত অথচ মধ্যবিত্ত ভদ্র লোক পূর্ব্বে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন। ইদানীং চারি পাঁচ বৎসরাবধি উল্লিখিত গ্রামগুলির কোন একখানি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তিনি নিজ জন্মভূমির ঐরূপ উৎসন্নদশা দর্শনে দয়ার্দ্র ও দুঃখিত হইয়া তদ্বিমোচনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন। গ্রামবাসী বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপায় মাত্র ছিল না, তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে বেমন হউক একটী বঙ্গবিদ্যালয় স[illegible]পিত হইয়া প্রশংসার সহিত এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। লোকের চলিবার সুগম পথ ছিল না, তিনিই বহুবিধ যত্ন ও কায়িক পরিশ্রমে সাধারণ চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া ও কাল্‌না ব্রাঞ্চ রোড ফণ্ড হইতে কতক সাহায্য লইয়া এবং সাধ্যানুসারে নিজ হইতেও কতক দিয়া মির্জ্জাপুরের বড় রাস্তা হইতে নাদাই খাঁপুর ও রামেশ্বরপুরের মধ্য দিয়া তুলা গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত একটী অতি উৎকৃষ্ট শাখাপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই এই পথ গ্রামবাসী পথিকগণ পরম সুখে গতায়াত করিতেছে। চিকিৎসার উপায়মাত্র ছিল না, তিনি নিজ ব্যয়ে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা স্মিথ টমসন কোম্পানির বাটী হইতে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আনয়ন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন, তদ্দ্বারাও অনেকে অনেক উৎকট রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আমরা যত দূর জানি, নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ঔষধ বিতরণ ব্যাপারে গত চারি বৎসরে তাঁহার এক সহস্র টাকারও অধিক ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাতে তাঁহার আনন্দ বিনা ক্ষোভ নাই। সুদীন ও দরিদ্র অধিবাসীরা কোন উপায়ে তালুকদার বা তাঁহাদের তত্তোধিক দুরাচার কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্দয় অত্যাচার হইতে নিষ্কৃত হয়, ইহাও ঐ মহাশয় ভদ্রমহোদয়ের [illegible]ক বাসনা। কিন্তু তাঁহার সেই বিমল বাসনা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, অপরপক্ষে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি নিজেই নানারূপে অত্যা[চারিত] হইতেছেন। কেন না, তাঁহার সেই [illegible] চেষ্টা দ্বারা পাছে প্রিয় "বাজে আদায়ের" কো[ন] ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই ভয়ে প্রাগুক্ত পা[র্ষদ] আদায়প্রিয় মহাপুরুষ ও তাঁহার অনুচরগণ উ[ক্ত] ভদ্রলোকটীর উপর এমনি আড়ে হাতে লাগিয়াছে[ন] যে যাহাতে তিনি এখানে আর বসবাস করিতে [না] পারেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা হইয়াছে। আর আর বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

হ য ব র ল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

স্থান হইল না বলিয়া ভগবতী বাবুর পত্র [ও] মধ্যস্থের পত্র এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না।

সোমপ্রকাশ

১৯ এ পৌষ সোমবার।

বঙ্গদেশের পুলিস।

নিম্ন বঙ্গের পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারল মন[রো] সাহেব অনেক দিন অবকাশ লইয়াছেন, তাঁ[হার] অনুপস্থিতিকালে লায়েল সাহেব তদীয় কার্য্য সম্প[া]দন করিতেছেন। ১৮৮০ সালের ১৮ ই ডিসেম্ব[র] তিনি স্বীয় কার্য্যের প্রতিবেদন করেন। নি[ম্ন] বঙ্গের সিবিল পুলিসে, মিউনিসিপাল পুলিসে, পু[র্ব্ব] সীমা প্রদেশীয় পুলিসে, রেলওয়ে পুলিসে এবং চ[ট্ট]গ্রাম পার্ব্বতীয় পুলিসে সমুদয়ে ৭৮ জন প্রথ[ম] শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন; ৩৮৯৭ জ[ন] নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এবং ১৮৫৫০ জন কনষ্টেবল। ১৮৮০ সালে পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বজেটে ৩৭০০০৩৬ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ৩৬৫০৮০৯৮/১১ টাকা খরচ হইয়াছে।

১৮৮০ সালে সমুদয়েতে ২২১৭ জন আ[ত্ম]হত্যা করিয়াছে; পূর্ব্ববৎসর ২২০৩ জন আত্মহ[ত্যা] করিয়াছিল; অতএব গত বৎসরে ১১৪ জন অধি[ক] হইয়াছে। আত্মঘাতীদের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধি[ক]। শতকরা প্রায় ৩৪০৭ জন পুরুষ এবং ৬৫৭৩ [জন] স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। অন্যান্য স্থা[ন] অপেক্ষা নবদ্বীপেই আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যধিক। তথায় ২৬৩ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে[;] স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা; যেমন অ[ন্যে] তাহাদের নানা মতের উপদ্রব [illegible] কারণেই বিপরীত [illegible]

ক। অতএব চৌকিদারদের সঙ্গে তাহাদের
তা হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং কুকর্ম্ম করিতেও
ক সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে
ভ্যভিমান এখনও সাতিশয় প্রবল হইয়া আছে;
পেক্ষাকৃত ভদ্রজাতিরা যে চৌকিদার হইবে, সে
আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিশে-
পল্লীগ্রামের চৌকিদারদিগের কর্ম্মটী যত নীচ
ক বা না হউক, তাহাদের প্রতি নীচের অধম
চার করা হয়। গ্রামে কনষ্টেবল কিম্বা পুলিসের
কোন লোক পদার্পণ করিল অমনি চৌকিদারের
থর থর কাঁপিতে লাগিল। চোরের অধম পাঙ্কা
র সহ্য করিতে হয়, পুলিসের রাগ মাথার উপর
করিতে হয়; আবার পুলিসদেবতার ষোড়-
পচারে ভোগের আয়োজন করা চাই; কোথা
কাত্‌লা মাছ, কোথায় খাঁটী গব্য ঘি, তাহার
ন্ধানে এ পাড়া ও পাড়া সে পাড়া টো টো করিয়া
তে হয়। বাপে খেদান ও মায়ে তাড়ান ভিন্ন এ
ল কি অন্যের কাজ? ক্রমে চৌকিদারদিগের
ন বৃদ্ধি হইলে এবং পুলিসকর্ম্মচারীরা সদ্ব্যবহার
তে শিখিলে উত্তরকালে অপেক্ষাকৃত কিছু
জাতীয় লোক মিলিতে পারিবে, এমন আশা
যায়।

চৌকিদারী আইন প্রচলিত হওয়ায় এখন প্রজা-
কে নিয়মিতরূপে কর দিতে হইতেছে, অতএব
স্থ প্রজারা যাহাতে রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা
তে পারে, এমন বন্দোবস্ত করা উচিত। আমরা
নক গ্রামেই দেখিয়াছি, চৌকিদারেরা প্রায়
ত্রকালে স্বীয় স্বীয় গৃহের বহির্ভূত হয় না।
ল পূর্ণিমার রাত্রি হইল, জল ঝড় শীত বাত কিছু
থাকিল, তবে ইচ্ছা হইল ত একবার চৌকি
বাহির হইল, নয় ত নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে
শয়ের করিল। চৌকিদারেরা নিজ কর্ত্তব্য-
না হইলে প্রজালোকের অর্থ ব্যয় নিষ্ফল।
দের আর একটী প্রস্তাব আছে। চৌকিদার-
কে একটী একটী বন্দুক দিলে ভাল হয়। প্রতি
বারে তাহারা থানায় গিয়া প্যারেড্ শিখিবে
উপযুক্তমত গুলি চালাইতে অভ্যাস করিবে।
কিদারদিগের হস্তে একটী লাঠি কিম্বা হল্‌কা
ক,ডাকাতি পড়িলে তাহাতে কোন উপকার দর্শে
আমরা দেখিয়াছি,—ডাকাতি পড়িল, চৌকি-
রা সাহসপূর্ব্বক মিলিতও হইল; কিন্তু নিরস্ত্র,
য় কি? অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া আসিতে
ল। হাতে বন্দুক থাকিলে চোরেরও ত্রাস
বে, চৌকিদারেরও সাহস জন্মিবে। এই কয়ে-
প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সদ্বিবেচনায় লইলে অনেক
কারের সম্ভাবনা।

ডাক্তার হণ্টর এবং মান্দ্রাজ মেল।

ভারতবর্ষে অভ্যাগত সিবিলিয়ানদের মধ্যে মহাত্মা শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মনস্বিতা, তেজস্বিতা, সদাশয়তা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও কার্য্যদক্ষতার ত কথাই নাই। এ পর্য্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনরল তদীয় কার্য্য প্রণালীতে যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পরশ্রীকাতর ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার নিন্দার উদ্বোধন করেন। প্রসিদ্ধ ভারতবিবরণ (গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া) প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্বৃত্তান্ত আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে গত সপ্তাহে অবগত করিয়াছি। ঐ সুমহৎ কার্য্যটী হণ্টর সাহেবের অমিত শ্রম অধ্যবসায় এবং গুণবত্তার পরিচয় স্বরূপ। স্থানিক তত্ত্ব সংগ্রহে তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য অনেক কর্ম্মঠ সুচতুর কর্ম্মচারিদের নিকট ঋণী আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া অন্য কোন ব্যক্তিই ভারতবিবরণকে এমন উৎকৃষ্টরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, মাৎসর্য্যের তাড়নায় অনেকানেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, হণ্টর সাহেব অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াও স্বীয় প্রকাশিত পুস্তকে তাহা বিশিষ্টরূপে স্বীকার করেন নাই। আমরা এই অযথা অনুযোগে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। হণ্টর সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে কখনই ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না। তিনি ভারতবিবরণের ভূমিকাতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকে যাহা কিছু গুণপণা আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলই আমার সহকারী কর্ম্মচারিদের সৌজন্যোচিত যত্নের উপাদেয় ফল। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভাগীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আমাকে স্ব স্ব স্থানের বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। তাঁহাদেরই নিঃস্বার্থ শ্রমের গুণে আমি এ প্রকারে ভারতবিবরণ লিখিতে সক্ষম হইয়াছি।" পাঠক! বলুন দেখি, কৃতজ্ঞতা আবার কিরূপে প্রকাশ করিতে হয়? প্রতিবাদীরা কি হণ্টর সাহেবকে দন্তে তৃণ করিয়া গললগ্নবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে উপদেশ দেন? রাসায়নিকেরা বলেন, শীতে সকল দ্রব্য সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু শীতপ্রধান দেশীয় লোকের সদ্বিবেচনাও যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতাম না। গুণবান্ ব্যক্তিকে ভূরি ভূরি উৎসাহ প্রদান করা নিতান্ত শ্রেয়স্কর। উৎসাহ লাভে গুণীর হৃদয় আরও শত গুণ তেজে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, অচিরে তাহার গুণপণা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত

হয়। অনর্থক নিন্দাবাদে সমাজের মঙ্গ
নাই।

শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেবের প্রতি কটিৎ কে
কোন ব্যক্তি এবম্বিধ অযুক্ত অভিযোগ কর
কিয়দ্দিন হইল মহাত্মা ইলিয়ট সাহেব শ্রীযুক্ত হ
সাহেবের প্রতি অমূলক দোষারোপ ক্ষালনের নিমি
তদীয় সহকারিদের প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা স্বী
মিরারে প্রকাশ করেন। তদ্দৃষ্টে মান্দ্রাজ-
সম্পাদকের চিত্তটা কিছু যেন বিচলিত হইয়াছে
তিনি লিখিয়াছেন,—"এক্ষণে কথা হইতেছে
শ্রীযুক্ত ইলিয়ট সাহেব তাঁহার বন্ধুর দোষাপনে
সম্বন্ধে প্রস্তাবটী যে ভাবে লইয়াছেন, প্রকৃত
নহে। তিনি রাশিপরিমিত সহায়তা লাভ ক
এক ছত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সারিয়া দিয়াছেন,আ
সে কথা ততটা ধরিতেছি না। কিন্তু হণ্টর সা
তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রেরিত উপকরণ যে প
লীতে স্বীয় কার্য্যে লাগাইয়াছেন এবং যে প্রক
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা
ভাবিবেন? "ভারত বিবরণ" পুস্তক লইয়া
গুলি হণ্টর সাহেবের স্বহস্তলিখিত এবং কোন
তাঁহার সুহৃদগণের রচিত, ইহা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ
চিহ্নিত করা যায়, তবে এ কার্য্যে সম্পাদকের নি
গুণপনা কতটুকু আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের নি
স্ফুট প্রতিপন্ন হয়। তদীয় বন্ধুবান্ধবের সহা
তিনি যে বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন, ত
তিনি অযথা স্ফীত হইয়া উঠিতেন এবং বোধ
"কে, সি, এস, আই, উপাধি লাভ করিতে
কিন্তু তিনি যে প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সম
করিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ উ
পাইতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আ
"এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার" সম্পাদক কিছু
যশোভাজন হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি
চিত্তে অপর ব্যক্তির লিখিত প্রস্তাবগুলি স্বী
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হণ্টর সাহেব আ
নিকট হইতে যে সমস্ত আনুকূল্য লাভ করিয়া
তন্নিমিত্ত স্বয়ং প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।"

মান্দ্রাজ মেলের সম্পাদক বিলক্ষণ ন্যায়পর
ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী হইতে এ
বাক্য বিনির্গত হয়, ইহা সামান্য ক্ষোভের বি
নহে। সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ ছি
বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থানের বিবরণ প্রে
করিলে হণ্টর সাহেব তৎপরে ঐ সমস্ত বিষয়
লাবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বরচিত ক্রমমত ধরণে প
করিবেন। প্রথম প্রথম তদনুসারেই কার্য্য
তেছিল, অবশেষে গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় ব্যস্ত হ
উঠিলেন, তখন আর পাঁচ জন সহকারী কর্ম্ম

ক্ত হইলেন। তৎকালে প্রস্তাব বিশেষে লেখক-
র নাম নির্দ্দেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়
। হণ্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই
করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার অপরাধ কি
রা ত বুঝিতে পারি না। তিনি সহকারীদের
যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, এ দোষা-
নিতান্ত অন্যায়। অন্যের কথা কি উচ্চপদস্থ
লিয়ানদের প্রতি তিনি ত কৃতজ্ঞ হইতেই
ন। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
অধীনস্থ সহকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিও
চিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তিনি কিছু
ক্রটি করেন নাই। তবে যাঁহারা ত্রৈলোক্য
ক জানেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে,—ইনি
মান্য কর্ম্মকুশল ও সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার
দক্ষতা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন।
য়া বক্ সাহেব, রাইট সাহেব, ফুলার সাহেব,
কসন সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অজস্র
তি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি,অন্যান্য
া অবশ্যই সকলে ত্রৈলোক্য বাবুর বিচক্ষণ
নিপুণতার প্রশংসানুবাদ করিতে পারেন, হণ্টর
ব গেজেটিয়র সঙ্কলনে কেন তাঁহার প্রতি এত
ও কৃতজ্ঞ হন? এটী কি হণ্টর সাহেবের অমা-
তা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে? এটী কি
র সরল চিত্তের গুণ নয়? আমাদের বিশ্বাস
গেজেটিয়রের ভূমিকায় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
য়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। তাঁহার
গণ আর কিছুই দোষ দিতে পারেন না। গবর্ণ-
টর নিকট হইতে তিনি (কে, সি, এস, আই,)
ধি লাভের যে উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন,
াতে আর সন্দেহ কি?

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের ঋণদায়ে
কারামুক্তির ব্যবস্থা।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে
ান হাঁসপাতাল' শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়া-
য়,—গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ঠিক পদ্মানদীর
ড়, যমন চড় তি তেমনি পড়তি। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের
প্রকার কার্য্যে এই মহাবাক্যের সার্থকতা
ম্পাদিত হইতেছে। কিছুদিন অতীত হইল,
জনেরা দেনদার স্ত্রীলোকদের প্রতি যৎপরো-
র উৎপীড়ন আরম্ভ করেন; তাহাদের গৃহে
শ করিয়া লজ্জাজনক ব্যবস্থা আনিতে যত্ন করি-
ন, নানা প্রকার কষ্ট দিতেন। যাহাতে অন্তঃ-
বাসিনী মহিলারা অপমানিত না হন, সে কারণ
ল সংবাদপত্রেই এ বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন
া হইয়াছে। কলিকাতার ভারতসভাও এ
সম্পর্কে একখানি আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ
করেন। ফলতঃ অপরাধিনী একতালে দণ্ড হইতে
মুক্তি পাউক এমন ইচ্ছা কাহারও নয়, তবে স্ত্রীলো-
কদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না ঘটিতে পারে,
সেই উদ্দেশ্যে আইনটী কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করাই-
বার নিমিত্তই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু
গবর্ণমেণ্টের এমনি অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী যে, ঐ আই-
নের একতালে চূড়ান্ত সংশোধন হইয়া যাইতেছে,
ঋণদায়ে আর কোন স্ত্রীলোক কারারুদ্ধ হইবে না,
কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। হাই-
কোর্টের বিখ্যাতনামা জজ পিক্ক সাহেব বলিয়া-
ছিলেন, মহাজনেরা আদালতে ডিক্রি পাইয়া টাকা
আদায় করিতে ঘোর কষ্টে পড়িয়া থাকেন। এ প্রকার
কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, উত্তমর্ণ ডিক্রি পাইলেই
অধমর্ণ অমনি নিজ সম্পত্তিগুলি গোপন ও বেনামী
করিতে আরম্ভ করেন; পরিশেষে ইন্সলভেণ্ট
লইয়া সকল দায় হইতে অব্যাহতি পান। আমরা
প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি, শঠ এবং প্রতারক
ব্যক্তি কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলি-
বার নহে। প্রবঞ্চনা করাই অনেকের দৈনিক
ক্রিয়া এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজ সম্পত্তি-
গুলি স্ত্রীধন বলিয়া কেহ স্বীয় স্ত্রীর নামে করিয়া
রাখেন, কেহ আত্মীয় স্বজনের নামে করিয়া
রাখেন, মহাজনেরা ডিক্রিজারি করিলে কিছুই পান
না। পরিশেষে কারারুদ্ধ করিবেন, নিদানের আশ্রয়
ইন্সলভেন্সী আছে। প্রবঞ্চক অবশেষে তাহারই
শরণাপন্ন হয়। আমরা দেখিতেছি, দেনদারদের দণ্ড-
বিধি একেবারে রহিত করা কোনক্রমে বিধেয়
নহে।

ইহাতে সাধারণ লোকের অনেক সময় ঘোর
অসুবিধা ও কার্য্য ক্ষতি হইবে। টাকা ঋণ দিলে
যদি তাহা আদায় করিবার উপযুক্ত উপায় না
থাকে, তবে কেহ দায়গ্রস্ত হইলেও ঋণ পাওয়া
দুর্ঘট হইবে। ইহাতে ব্যবসাদারের পদে পদে ক্ষতি
হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হইলে তিনি না পাইতে
পারেন। বিশেষ বিশ্বাস ও পসার ভিন্ন কেবল
সম্পত্তি দেখিয়া কেহই টাকা কর্জ্জ দিবে না। গৃহস্থ
লোক বিপদাপন্ন হইলে হঠাৎ কেহ টাকা কর্জ্জ
পাইবে না। কিন্তু দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকিলে সকলের
মনে ত্রাস থাকিবে, অতএব কেহ কাহাকেও প্রতারণা
করিতে সাহস করিবে না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেনাদার প্রবঞ্চক প্রায় দৃষ্ট
হয় না। কিন্তু অনেক স্থানে পুরুষেরা স্ত্রীলোককে
সং সাজাইয়া মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া
থাকে। অবলা অল্পবুদ্ধি প্রতারণা বুঝিতে পারে না,
অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পদার্পণ করিয়া পরিশেষে ঘোর
দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে বেন
প্রথাটী প্রচলিত না থাকে, তাহারই দৃঢ়তর উ
অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোনরূপে বেনামি প্র
হইলে গুরুদণ্ড বিধান করা উচিত। বেনামি
রহিত হইলে স্ত্রীলোকঘটিত মকদ্দমায় অনেক
হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে স্ত্রীলোক
পূর্ব্বক প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও শঠতার আশ্রয়
করিবে, তাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত নয়।

১৮৮০—৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের রিপোর্ট প্র
শিত হইয়াছে। আমরা ইহার আনুপূর্ব্বিক
করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদিগের লে
নণ্ট গবর্ণরের শিক্ষা বিভাগের প্রতি যেরূপ
দৃষ্টি, তাহাতে সকল বিভাগের অপেক্ষা এ বিভা
শীঘ্রই বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সংে
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই রিপোর্টমধ্যে সন্নিবে
করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্রম্প্ট সাহেবের ক্ষম
পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান ক
য়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা গত বর্ষের ফল
কিছু শুভ বলিয়া বোধ হইতেছে। এ বৎসরে প্র
মিক শিক্ষার জন্য ৮১৩১ টী নূতন বিদ্যালয় প্র
ষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার ছাত্রসংখ্যাও ১০৯
হইয়াছে। যাহা হউক, প্রতি বর্ষে যে এই বিদ
য়ের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নে তাহা
র্শিত হইতেছে।

অব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র
১৮৭৮	৪৭৪০	৫২০৪৯
১৮৭৯	৭০৬০	৮৬৩০৭
১৮৮০	৬০৯৮	৯১৩২৭
১৮৮১	৮১৩১	১০৯৪৫৯

পাঠক! এক্ষণে দেখুন এই তিন বৎসর অ
এবৎসর এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি
য়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চারি বৎসরে সমু
২৬০২৯ টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও উহার ছাত্র স
৩৩৯১৫৮ হইয়াছে। বালক দিগের বিদ্যা শি
অনুকূল কারণই এই শুভ ফল প্রসবের মূল। ক
বৎসর উপর্য্যুপরি লোকের কষ্ট দিয়া গত
অবস্থা কিছু স্বচ্ছল হয়, এবং স্থানে
নূতন বিদ্যালয় হওয়াতে অল্প ব্যয়ে বালক
লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হওয়াতেই বাল
সংখ্যাও এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবোধ শি
এক ক্রোশের অধিক দূরে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতে
না, এবং পিতা মাতা ও ভরসা করিয়া পাঠা
পারেন না। এ কারণে ও অনেকে ইচ্ছা
পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিতেন না, এ

...লয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল আর ...র অভাবও যে এখন দূরীভূত হইয়াছে আমা-...র তাহা বোধ হইতেছে না। প্রতি গ্রামে ... এই রূপ এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না ...া, তাবৎ ইহার অভাব দূরীভূত হইবে না। ...১৮৭৭ অব্দে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৪৭৮ ও ... সংখ্যা ৫৮৯৩৫১ ছিল, এই সমষ্টির সহিত বিগত ... বৎসরের বিদ্যালয়-প্রবিষ্ট বালক সংখ্যা ধরিলে ...য়ে ৯২৮৪৮৯ হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের পুরুষের ...া ৩৪০০০০০০। শতকরা ১৫ জন হিসাবে বালক ...ল ৫১০০০০০ হয়। এই সমষ্টির সহিত তুলনা ...লে দেখিতে পাওয়া যাইবে প্রতি ৬ জনের মধ্যে ...জন বালক এক্ষণে বিদ্যালয়ে যাইতেছে। এই-... বালিকাদিগের ও ১৫০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র ...লয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশে যত ...র শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাদিগের সাধারণ ...া কিরূপ নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৮০		১৮৮১	
...র প্রকার ভেদ	বিদ্যালয়	ছাত্র	বিদ্যালয়	ছাত্র
...জ	২০	২০৮০	২০	২৫২৬
...শ্রেণীর ইংরাজী ...লয়	২০০	৩৮৬১৮	২১৮	৪২৫৫৮
...শ্রেণীর " "	৫৫৪	৩২৮১২	৫৮৮	৩৫৩৪৮
...শ্রেণীর বিদ্যালয়	১০৮৫	৫৫৫৬২	১০২৮	৫৪ ০৮
...শ্রেণী "	১৪৯৮	৫৪১৯৬	১৭০১	৫৯১১৮
...মারি "	৩৫২৫৮	৬১৩৪৫২	৪১৬৬৯	৭০১৫৬৮
...র বিদ্যালয়	৫৮	৩৫২০	১৪২৫	১৩৫৩৬
...বিদ্যালয়	৬৫৭	১৫১৫৮	৮২৮	১১৪২৭
...রোপীয় ও ইউরেশীয় বিদ্যালয়	৪৬	৪৫৩২	•	•
সমষ্টি	৩১৩৭৬	৮ ৯০৩০	৪৭৫০৭	৯২৮৪৮৯

...উল্লিখিত সমষ্টির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজের ...র স্কুল পর্য্যন্ত ৩০১ ছাত্র সংখ্যা ২৯১১৫। ...য্যাকৃত ৪০৩৯০ ছাত্র সংখ্যা ৭৭১১৭৩, সাহায্যহীন ...৪ ছাত্র সংখ্যা ১০১৪৭১।

...এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের ...লিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

...র তালিকা	অনুমিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
...দর্শন আদি কার্য্যে	৪১৮১০০	৪৪৩৬৪৭
...লেজও মাদ্রাসার জন্য	৪৫৩৫৫৮	৪৫৬৯৭৪
...মেণ্ট বিদ্যালয়	৬৪৭১০০	৬৬১৭৩২
...ও মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী ও ...ালা বিদ্যালয়ের সাহায্য	৪২৫০০০	৪১৩৩২১
...থমিক শিক্ষার	৪০০০০০	৪০৭১৮৬
বালকদিগের বৃত্তি	১৬০০০০	১৫০৮০২
অন্যান্য ব্যয়	৪৮৭৪২	৩৭৩৪৬
সমষ্টি	২৫৫২৭০০	২৫৭১০৭১
আয় বাদে	৪৬৬৮৯৩	৫১৭৮৫৮
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সমষ্টি	২০৮৫৮০৭	২০৬১২১৩

অন্যান্য বৎসর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহে গবর্ণমেণ্টের ৪৫০০০০ টাকা ব্যয়িত হইত, কিন্তু গত বর্ষে হ্রাস হইয়া ৪১৩৩২১ হইয়াছে। এই রূপ হ্রাস করিয়া দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই। সাধারণতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দিগকে যেরূপ শ্রম করিতে হয় তাহাতে স্বচ্ছল অবস্থার লোক এ বিভাগে কার্য্য করিতে আইসেন না। অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু যাঁহারা মাষ্টারি বা পণ্ডিতি স্বীকার করেন, এরূপ বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের কি বেতন বৃদ্ধি কি পদোন্নতি কিছুরই আশা থাকে না, তাঁহারা একপ্রকার উৎসাহ বিহীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদিগের যেরূপ অল্প বেতন তাহাতে তাঁহাদিগের উদরান্নের চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বালক-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন না। অন্নের অভাব যত তাঁহাদিগের দূরগত হয়, কার্য্যও তাঁহাদিগের দ্বারা সেই পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের বরং কিছু অধিক অর্থ সাহায্য করাই উচিত, তাহা না করিয়া হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

বিদ্যালয় সমূহের যে আয় ব্যয় অনুমিত হইয়াছিল, গত বর্ষে তদপেক্ষা ২২০০০ টাকা অধিক ব্যয় ও ৪৫০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। বালকদিগের বেতন ও জরিমানায় যে আয় ধরা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৪০ হাজার টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ডাইরেক্টার সাহেব এটীকে শুভ লক্ষণ বলিয়া বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য অধিকতর যত্নবান। এস্থলে বালকদিগের দণ্ডের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। একটী বিশেষ নিয়ম ব্যতীত কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেখা উচিত ভারতবর্ষে ধনী অথবা দরিদ্র কোন্ শ্রেণীর বালক নিয়মিতরূপে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ধনিলোকের পুত্রেরা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করে। ধনিসন্তানদিগের মধ্যে এমনও অনেক আছে যাহারা দুই চারি মাস বিদ্যা... গিয়া পরে নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া ... বেশ্যালয়ে অথবা কোন বাগানে গিয়া সময় কাট... নাম কাবার হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বে... লইয়া মদ্যপানাদিতে ব্যয় করিয়া থাকে। বিদ্যা...লয়ে বালকের নাম আছে কি না কর্ত্তৃপক্ষেরা ... সন্ধানও লন না। এবং শিক্ষকেরাও তাহা জান... না। কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিধ অবস্থার বালকেরা সে... নহে। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সকাল বিকা... বালক পড়াইয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যাল... ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে... পরের হাতের টাকা হয় ত ঠিক সময়ে আ... হইল না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে বিদ্যালয় অ... কালেজের নিয়মানুসারে দণ্ড দিতে হইল। ন... ধনিসন্তানেরা কিছু দণ্ড দেয় না। দণ্ডস্বরূপ ... টাকা আদায় হয় তাহা দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থা... বালকদিগের উপর দিয়াই হইয়া থাকে। এই ... সেই দণ্ডের নিয়মটী আমাদিগের তাদৃশ বি... বলিয়া মনে হইতেছে না।

এদেশের মুসলমানদিগের বিদ্যানুরাগিতা ... করিবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিশেষ চেষ্টা করি...ছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্যক ফলোপধা... হইতেছে না। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৮৭৯-... অব্দে যতগুলি বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল... বর্ষে তাহার হ্রাস হইয়াছে। অন্য বিভাগেও মু...মান বালক নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে ইঞ্জি...নিয়রিং বিভাগে কেবল একজন মাত্র শিক্ষা ... হইতেছেন। চিকিৎসা বিভাগে কেহই নাই, এ... কালেজ ও স্কুলে যে সকল বালক বিদ্যাধ্যয়ন ক...তেছে তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৮॥ ও ২০ ... মাত্র মুসলমান বালক আছে। কিন্তু প্রাথ... শিক্ষায় তাহাদিগের সংখ্যা কম নহে। গত ... যতগুলি প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হই... তাহার ছাত্র সংখ্যা ১০৮০০০ ইহার মধ্যে ৩... মুসলমান। ইহা যে সন্তোষকর তাহার আর স... নাই। কিন্তু আমরা যে এই হ্রাস বৃদ্ধি দে... পাইতেছি তাহার কারণ এই, বাস্তবিক মুসল...দিগের বিদ্যানুরাগিতা জন্মে নাই। তবে বাল... যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়া আপনার স্বার্থ বুঝিয়া ল... পারে, মোটামুটী হিসাব প্রভৃতি করিতে পা... জমীদারের প্রদত্ত দাখিলাদি বুঝিয়া লইতে ... এই উদ্দেশ্যেই পিতামাতা পুত্রগণকে লেখা ... শিখিতে দেন। সুতরাং এই জন্যই প্রাথ... শিক্ষায় উহাদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পা... যাইতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই সকল ক... এক প্রকার বিনা বেতনে কলিকাতার মু...

বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত অর্থ হইতে শিক্ষাভিলাষী মুসলমান বালকদিগের বেতনের তিনি অংশ দিবার প্রলোভন প্রদর্শন করাতে মুসলমান বালকের সংখ্যা শতকরা ৩॥ হইতে ১২ হইয়াছে। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মুসলমান বালকগণকে পূর্ব্বে হিন্দুবালকদিগের সহিত সমান বাঙ্গালা পড়িতে হইত বলিয়া তাহারা তাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। কিন্তু লপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাদিগের সে অসুবিধা দূর করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা সাহিত্য অঙ্ক ও কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করাতে এখন ফল সন্তোষকর হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার উক্ত রিপোর্টের এক স্থানে বলিয়াছেন, স্থানীয় লোকদিগের বন্দোবস্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। অতএব এই কার্য্য কৃতবিদ্য ও সমভাপন্ন লোকের উপর ন্যস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ডাইরেক্টারও এ বিষয়ে তাঁহার ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেশে আত্মশাসন পদ্ধতি যত বৃদ্ধি হইবে শিক্ষা বিভাগের ততই উন্নতি হইবে। অতএব দেশের সকল লোকেরই বিদ্যালয়ের এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। স্থানীয় উৎসাহশীল লোকদিগেরই এ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদিগের উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে একথা সত্য, কিন্তু আমরা উপরেই বলিয়াছি দরিদ্র অথবা মধ্যবিধ অবস্থার বালকেরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার উপকারিতাও বুঝেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাতে এ কার্য্যে তাঁহাদিগের অভিনিবেশ সহকারে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা নাই, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অহরহঃ ইহার উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, সর্ব্বদা ইহার পরিদর্শনাদি করিতে হইবে কিন্তু তাঁহাদিগের সে অবসর কোথায়? আর এ সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের যোগ্যতা নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের মধ্যে এক একটী ভার ন্যস্ত করিয়া এক একটী দায় হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও অল্প লোকই মনঃস্থিরভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অবসর পান, গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজার অবস্থার উপর [illegible] দৃষ্টিপাত না করিতেছেন তাবৎ এ আশা [illegible] হবার সম্ভাবনা নাই।

ধনিলোক দিগের মধ্যে এ প্রলোভন নাই বলিলেই হয়, তবে যে দুই চারি জনের আমরা দেখিতে পাই, যশোলাভই তাহার মূল উদ্দেশ্য। তবে কৃতবিদ্য লোক তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু বৃহস্পতি রাজা ও বুধ মন্ত্রী সকল স্থানে জুটা সুকঠিন।

আসামে গোয়ালপাড়াবাসিরা ব্রিটিশ শাসনে থাকিয়াও যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থলে প্রকাশ করিয়া সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট পত্রখানির প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন।

আমরা আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া নিবাসী। আসাম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটী রেবেন্যুবর্ত্তী মহল; আমরা সেই রেবেন্যুবর্ত্তী মহলের প্রজা হইয়া বঙ্গদেশবাসী প্রজাবর্গের ন্যায় সুবিচার ও সুনিয়মের সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা কদাচিৎ করিয়া থাকি। উদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়াও যে আমাদিগকে এত দূর দুঃখভোগ করিতে হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অতি পূর্ব্বকালে গোয়ালপাড়া নিবিড় অরণ্যময় এবং আরণ্যকদিগের আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পরে দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট এ জেলায় হেড কোয়ার্টার স্থাপন করাতে এ স্থলের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার উন্নতিই সাধিত হয়। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ধুবড়ীতে নীত হওয়া অবধি এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সহরের এবং মফস্বলের সমস্ত স্থানই পূর্ব্ববৎ জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের অবহেলায় ও মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্যতা বশতঃ নগরের সকল পথই কর্দ্দমময়, স্থানে স্থানে জল ও জলময় এবং নগরের অধিকাংশ পয়ঃপ্রণালীই বদ্ধ, সুতরাং পূতিগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া প্রজাবর্গের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। আমাদের আশা ছিল যে নগরের পথগুলির জীর্ণসংস্কার হইবে; কিন্তু উল্লিখিত পথসমূহের জীর্ণসংস্কার জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ধুবড়ীর পথ প্রস্তুত করণার্থ তথায় নীত হওয়াতে আমরা সে আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি।

অনেক পথ নষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। বর্ষাকালে উক্ত খাল সমূহের দ্বারা বহু দূর জলপ্লাবিত হইয়া প্রায় সমুদায় সহরকে আর্দ্র করিয়া তুলে; পরে তাহাতে নানাজাতীয় উদ্ভিদ পচিয়া তাহা ম্যালেরিয়ার আকরভূমি হই[য়া] উঠে। উল্লিখিত কারণেই গত দুই বৎসর হই[তে] এখানে ম্যালেরিয়ার এক রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গোয়ালপাড়াবাসীগণকে শারীরিক অসচ্ছন্[দতা]র সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্লেশও বিলক্ষণ স[হ্য] করিতে হইতেছে। সদর ষ্টেশন উঠিয়া যাও[য়া] অবধি এখানে এক জন মাত্র বিচারক আছেন, তিনিও আবার সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রা[প্ত] নহেন। বিজ্‌নী, সিজলী, মেছপাড়া ও গোয়া[ল]পাড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বাস করেন। তাঁহারা এক একটী সামা[ন্য] দেওয়ানী মকদ্দমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও ব[্যয়] স্বীকার করিয়া থাকেন। ছোট আদালতের ভ[ার] বর্ত্তমান বিচারকের হস্তে সমর্পিত হইলে এবং আ[র] এক জন বিচারপতি এখানে উপস্থিত থাকি[লে] গোয়ালপাড়াবাসিদিগকে এত কষ্ট পাইতে হয় [না] এবং মকদ্দমাও মুলতুবি পড়িয়া থাকে না।

উল্লিখিত অভাব এবং দুঃখ সমূহ বিমোচন[ার্থ] আমরা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় ডেপুটী কমিশনর ও চি[ফ] কমিশনর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছি[]লাম। কিন্তু বোধ হয়, হতভাগ্য গোয়ালপাড়াবাসি[]দের চীৎকার তাঁহারা বধির হইয়াছেন নতুবা এ পর্য্য[ন্ত] আমাদের দুঃখ নিবারণের কোন আয়োজনই দেখি[]তেছি না কেন।

প্রাপ্ত।

আদর্শ লিপি (১)।

"ইউরোপে কাপিবুক একটা সামা[ন্য] জিনিস, কেন না বহুদিন হইতে উহার সৃষ্টি ও ক্রমে[া]ন্নতি হইয়া এখন সাধারণের এইরূপ সংস্কার জন্মি[]য়াছে, যে ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিবে কাপি[বুক] দেখিয়া তাহাকে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে; সুতরাং ঐ দেশে এখন আর কাপিবুকে[র] নবত্ব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষ[ার] কাপি বুক একটী নূতন জিনিষ। কারণ শিরোভা[গে] লিখিত আদর্শ লিপির ন্যায় সুপণালীবদ্ধ উৎ[কৃষ্ট] বর্ণাবলীর আদর্শ ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই।

আমাদের দেশে যে অদ্যাপি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট [হস্ত]লেখক বর্ত্তমান আছেন, কালীময় বাবুর আ[দর্শ] লিপি প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা তাহা অব[গত] ছিলাম না। তিনি আদর্শ লিপির বিজ্ঞাপনে [...]

(১) শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। মূল্য ৵০ আনা। ২[...] ইস্নায় ষ্ট্রীট কলম্বিয়ান প্রেসে মুদ্রিত এবং ২৫ নং কর্ণওয়া[লিস] ষ্ট্রীট বি, বনার্জি কোম্পানির পুস্তকালয়ে ক্রয় করিতে পা[ওয়া] যায়।

প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "গবর্ণমেণ্ট ও পাঠশালার বালকগণের উৎকৃষ্ট হস্তা-লেখিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইবার প্রধান উপায় স্বরূপ যে কাপিবুক বাঙ্গালা ভাষায় তাহার একখানিও না থাকায়, তিনি তাঁহার কাপিবুকের সৃষ্টি করিলেন এবং বিজ্ঞাপনে এরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন যে,স্কুল ও পাঠশালার পরিদর্শক ও বালকদিগের অভিভাবকবর্গ বালকগণের হস্তা-ক্ষর উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার আদর্শলিপি মনোনীত করুন। আমরাও কালীময় বাবুর সহিত সম্পূর্ণ সহা-নুভূতি সহকারে সাধারণের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণকে হস্তা-ক্ষর উন্নতির জন্য এক একখানি ঐ আদর্শলিপি প্রদান করেন।

যিনি সাধারণের উপকারের জন্য আন্তরিক যত্ন ও উপযুক্ত আয়োজন করিয়া থাকেন, তাঁহার সাধা-রণের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহ পাইবার অধিকার আছে। বস্তুতঃ ঐ আদর্শলিপি খানি দেখি-লেই প্রতীত হয় যে, কালীময় বাবু উহার সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। উহার সংযোজন প্রণালীও উৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক। অতএব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণের হিতার্থে যিনি এত করিয়াছেন তিনি আমাদের অজস্র ধন্যবাদের যোগ্য।

পুস্তক সমালোচনা।

গিরিজা। আদরিণী নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত। কলি-কাতা ১৬৭ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। এখানি প্রণয় ঘটিত বিয়োগান্ত উপন্যাস গ্রন্থ। অধুনা অনেক স্থলে প্রাচীন নিয়মানুসারে পিতা মাতা স্ব স্ব পুত্র কন্যার মত গ্রহণ না করিয়া ঘট-কের দ্বারা বিবাহের যে সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহারই অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বরকন্যার বাসরে দেখা হওয়ার প্রথা থাকা নিবন্ধন কত যে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে গ্রন্থকার নায়ক হরকুমার ও নায়িকা গিরিজার চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করি-য়াছেন।

হরিষে বিষাদ। ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতাগ্রন্থ। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। গ্রন্থকার স্ত্রী-বিয়োগে কাতর হইয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মন চঞ্চল থাকিতে যখন অতি সামান্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ, তখন হঠাৎ এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর অকর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না। গ্রন্থকার এখানি লিখিয়া নিজ দুঃখের ভার কিছু কমাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে। কবিতা গুলি সরল ও হৃদয়গ্রাহক এবং মুদ্রণ কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভীষ্মের শর-শয্যা। হরিষে বিষাদ ও প্রণয় প্রসূন প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি নাটক। মহা ভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া কবি-তায় এখানি রচিত হইয়াছে। পদ্যে নাটক লিখিয়া গদ্যের ন্যায় ভাব প্রকাশ করা ও পাঠকের হৃদয়-গ্রাহী করিয়া তুলা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু গ্রন্থকার যেখানকার যেরূপ ভাব তাহা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হওয়াতে এখানি সাধারণ লোকের সহজ-পাঠ্য হইয়াছে।

প্রেম মন্দাকিনী নাটক। শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া এখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত নাটকের ধরণেএখানিকে রচনা করিতে যাওয়াতে আসল ও নকল দুই খাস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে ভাবচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রচনা চাতুর্য্য ও বর্ণনা কৌশল না থাকাতে হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

নারদ সংবাদ। কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ ও পুনর্মিলন। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এখানির আগা গোড়া গানে পূর্ণ। গানগুলি নিতান্ত মন্দ নহে।

গো মহিমা। কাশীর বাবু হরিশ্চন্দ্র প্রণীত। হিন্দু শাস্ত্রে গো জাতির পবিত্রতা ও মহিমা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, ইহাতে তাহারই সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের সহিত গোহত্যা লইয়া হিন্দুদিগের এখন যে গোলযোগ হই-তেছে, এ সময়ে ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত হও-য়াতে গোরুর প্রতি হিন্দুদিগের আস্থা আরও দৃঢ়ী-ভূত করা হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ ডিসেম্বর। লাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের একটী স্ত্রী লোককে সমন দিয়া আনা হয়, তিনি জামিন দিতে অসম্মত হও য়ায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কেটল পীড়া নিবন্ধন কারামুক্ত হইয়াছেন।

টিউনিস ২৪ এ ডিসেম্বর। দক্ষিণ টিউনিসের ৩ টী প্রধান জাতি ক্রমাগত অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে।

রোম ২৪ এ ডিসেম্বর। অদ্য পোপ সভায় বলিয়াছেন তাঁহার পর দিন দিন লোকের অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে যে আরো অধিক পীড়াপীড়ি হইবে তাহা তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৬ এ ডিসেম্বর। তুরস্কের ঋণের বন্দো-বস্তের বিষয়ে রুশিয়া এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে ইহাতে পূর্ব্বের বন্দোবস্তের প্রতিকূলতা সম্বন্ধ ঘটিতেছে।

কায়রো ২৬ এ ডিসেম্বর। মিসরের খেদাইভ অদ্য কতক-গুলি প্রসিদ্ধ লোককে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি বলেন উদ্ধত ব্যবহার না করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কার্য্য যে নিয়মে সম্পন্ন করিলে উন্নত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন, এবং ইহাও বলি-য়াছেন, পরস্পর জাতীয় মৈত্রীভাব রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। ষ্টাণ্ডার্ড পত্র বলেন ক্রনষ্টাড নগরের এর চতুর্থাংশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, লোকে বলে নিহিলিষ্টে রাই এই কাণ্ড করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ ডিসেম্বর। সুলতানের নিন্দা কর অপরাধে ও ডনে-ডাবের ৬ মাস কারা দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল কিন্তু ব্রিটিশ এম্বাসি জেনেরল কাউণ্ট সাহেবের মধ্যস্থতায় তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ ডিসেম্বর। এইরূপ গোলযোগ প্রচার কর হইয়াছে, আয়লণ্ডের যে সকল স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল স্থানের লোককে স্থান ত্যাগের জন্য ডাকে নোটি পাঠান হইবে।

আলজিয়ার্স ২৮ এ ডিসেম্বর। ফরাসী সৈন্যেরা মরু পথায় দিয়ে ষ্টীপনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ... আক্রমণ চলিতেছে।

লণ্ডন ২৯ এ ডিসেম্বর। আয়লণ্ডের যে যে জিলায় গোল যোগ চলিতেছে তাহার পরিদর্শনার্থ ... বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সেই সেই জিলায় অবস্থান করিবে শান্তি রক্ষার্থ যে যে আইন হইয়াছে তাহার কার্য্য কিরূপ চলি তেছে এবং যে পুলিস ও সাংগ্রামিক সৈন্য সেই সেই স্থানে আছে তাহারা ঐ শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত কি না ম্যাজিষ্ট্রেটে তাহার বিষয় রিপোর্ট করিবেন।

প্যারিস ২৯ এ ডিসেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসি বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা পরিশ্র ... করিতেছেন।

বার্লিন ২৯ এ ডিসেম্বর। প্রভিন্সিয়াল করসপণ্ডেন্স না অর্দ্ধ-সরকারী একখানি সংবাদ পত্র একটী প্রস্তাব লিখিয়া ... প্রকাশ করিয়াছেন তিনটী রাজ্যের রাজনীতি সংক্রান্ত মতের একতা শান্তিরক্ষার দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ।

লণ্ডন ৩০ এ ডিসেম্বর। লিষ্টডেল নামক স্থানে অস্ত্র ... ধরা পড়িয়াছে। একটি গুপ্ত সভার অধিনায়ককে ম্যাকগুন ... স্থানে গেপ্তার করা হইয়াছে। যে সকল কাগজ পত্র ধরা ... য়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যাহারা খাজনা দেয় ... দিগকে বধ করিবার নানা প্রকার উপায় কল্পনা করা হইয়া...

আফগান স্থানের সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর ... বৌচার দলের লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যা... করিতেছেন। তিনি উহাদিগের এক এক ... সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার ...

র লোক সকল উৎসাহ হইয়া প্রোৎসাহিত হই-
ছে। অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে
গিয়া বাস করিতেছে।

আমীরের সহিত অয়ুবের বিবাদকালে গোলাম
দে আয়ুবকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন
প্রকাশিত হওয়াতে আমীর তাঁহাকে ধৃত
য়াছেন। তিনি দক্ষিণ আফগান স্থানের দুরাণী
ক জাতির উপর অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন।
য় ইহাঁর উপর লোকের যেরূপ বিরক্তি জন্মি-
ত আর কিছু দিন এরূপ থাকিলে কান্দাহারে
র আধিপত্য রক্ষা করা ভার হইবে। সর্দার
দ ইসক খাঁ তাঁহার বিপক্ষে কতকগুলি
ককে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য শ্রেণী-
করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের সৈন্যদিগের আমী-
প্রতি যে বিশ্বাস আছে মহম্মদ ইসফ তাহা নষ্ট
বার চেষ্টা পাইতেছেন। আয়ুব দক্ষিণ আফগান
অবস্থিতি করিতেছেন। তত্রত্য প্রজারা তাঁহার
ষ্ট বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, কান্দাহারের সর্দারেরা
র জন্য সর্ব্বদাই অনুতাপ করিয়া থাকেন। কমি-
রের আলাইজ নামক জাতিকে আমীর কর্ম্ম
র আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না
য়াতে তাহারাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজদিগের আফগান স্থানের বিক্রান্ত যোদ্ধা-
ক এই মাসের মধ্যেই পদক প্রদান করা হইবে।

আফগান যুদ্ধের সময়ে কমিসরিয়েট বিভাগে
ন্যা ঘুচাইয়া অনেকে অনেক দ্রব্য চুরি করি-
। একণে তাহা প্রকাশ হওয়াতে মহা হুলস্থুল
য়া গিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বলেন "গত সোমবার রাত্রিতে নৈহাটী থানার অন্তর্গত কাটা-ভাঙ্গা গ্রামে কালী ঘোষ নামক এক গোয়ালার বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ন্যূনাধিক প্রায় ১০। ১২ জন সশস্ত্র আসিয়া উক্ত ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় আহত করিয়া ন্যূনাধিক পাঁচ ৫। ৬ ছয় শত টাকা নগদ ও অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। একণে পুলিষ তদারক হইতেছে। আহত ব্যক্তি নাকি দুই একজন দস্যুকে চিনিতে পারিয়াছে।

নৈহাটীর উত্তর গৌরিভাগ্রামে অনেকদিন হইতে সপ্তাহে দুইদিন গুড়ের হাট বসিত। বৎসরাবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে মূলাযোড়ে গুড়ের হাট বসায় উক্ত দুই হাটই ভাঙ্গা পড়িয়াছে, তজ্জন্য হুগলীবাসীদিগের বিশেষতঃ দোকানদারদের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

এ বৎসর হুগলীর অন্তঃপাতী অনেক গ্রামে সং-ক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল একণে কিছু কমিয়াছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়তগণ যদ্যপি আব-র্জ্জনা বিশিষ্ট পুরাতন পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কারের পক্ষে যত্নবান হন তাহা হইলে বিস্তর সুবিধা হয়।"

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০৸৵০ হইতে ১০০৸৶

৪৷০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০২।০

৪৷০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০০।০

৪৷০ ১৮৭১ (১৮৯৩) } ১০৯৷০

৪৷০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০৯।০

মেদিনীপুর খাজুরী হইতে একব্যক্তি লিখিয়া-ছেন। যদি কোন ষ্টিমার কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম অভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তাহার গন্তব্য-পথের মধ্যে খাজুরী নামক ঘাটে ষ্টিমারখানি একবার থামিলে বোধ হয় সেখানকার এবং অন্যান্য স্থানের প্রায় একশত কি ততোধিক আরোহী সংগ্রহ হইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি ষ্টিমার গমনের ও উল্লিখিত স্থানে দণ্ডায়মান হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে সংবাদ দিয়া যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিতে পারি। অত-এব যে ষ্টিমার গঙ্গাসাগর অভিমুখে প্রধাবিত হইবে, তাহার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ঘাটে ষ্টিমারখানি থামাইলে সাধারণের বড়ই উপকার এবং বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। খাজুরীতে ষ্টিমারে আরোহণ করিলে কি নিয়মে কত
লাগিবে অধ্যক্ষ মহাশয় সবিশেষ অবগত করা
আমরা অনুগৃহীত হইব।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন কোতলপুর ও
পশ্চিমদিকবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের শোচনীয় অ
দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? কেই বা
দিগের অজস্র অশ্রুপাত দেখিয়া একবিন্দু অ
না ফেলিয়া থাকিতে পারে? হায় কত গৃহ,
জননী ক্রোড়শূন্য হইয়া গেল! চতুর্দ্দিকে আর্ত্ত
ভিন্ন আর কোন শব্দই নাই। শুধু ম
রিয়াই বা কেন, ওলাউঠাও দেশে অবতীর্ণ
য়াছেন।

শুনা যাইতেছে ইংরাজদিগের পেশোয়
সৈনাগণ আপন আপন বন্দুক প্রভৃতি বিক্রয়
তেছে।

২৪ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে
সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩৫ জন লো
মৃত্যু হইয়াছে।

একব্যক্তি হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন। কাম
হাটীর দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি
মে মাসে বোর্ড-অব-রেভেনিউ হইতে কিছু
ক্রয় করেন। প্রায় ৭ মাস পরে অক্ষয়কুমার
নামক একজন পুলিষ সব ইন্সপেক্টর হঠাৎ এক
তাহার কিয়দংশ ক্রোক করেন। দুর্গাচরণ তাঁহার
প্রভৃতি দেখান কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না ক
তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট দেন। তখন অত্যাচরিত
এই বিষয়ে পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোচর ক
তিনি সব ইন্সপেক্টরের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠ
সবইন্সপেক্টর এদিকে বিনা হুকুমে দুর্গাচরণ
বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধৃত কর
আদেশ গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ এই সময়ে রেভে
বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট আদালতের বিশ্বাস
রওনার একখানি নকল প্রার্থনা করেন, মকদ্দ
মুলতুবী থাকে। অক্ষয় এদিকে লোকনাথ চট্টো
ধ্যায় নামক একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে
ওজনসরকার বলিয়া হাতে হাতকড়ি দিয়া
করিয়া আনে এবং দুর্গাচরণকে ও উক্তরূপ দু
করিবার ভয় প্রদর্শন করে। পরিশেষে ইহাঁদি
নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি ম
ডিসমিস্ করিয়া দিয়াছেন, এবং অক্ষয়ের বি
নালিশ করিবার জন্য লোকনাথ চট্টোপাধ্যা
আদেশ দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুমোদনানুসারে
অফ ওয়েল্স তাঁহার কর্ণওয়ালের সম্পত্তির
ছাড়া বার্ষিক ৪০০০০০ টাকা, এডিনবর্গের
২৫০০০০, কোনটের ডিউক ২৫০০০০, প্রিন্স অফ

...র স্ত্রী ১০০০০০, রাজকুমারী বয়েল ৮০০০০, মৃত ...কুমারী এলিস, রাজকুমারী হেলেনা, ও লুইস, ...াকে ৬০০০০, রাজকুমারী মেরি ৫০০০০, রাজ...রী অগষ্টস ৩০০০০, কেম্ব্রিজের ডচেস ৩০০০০, ...ব্রিজের ডিউক ১২০০০০, ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ...০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেতিয়ার মহারাজ ...র হরেন্দ্রকিশোর সিংহকে দেওয়ানি আদালতে ... উপস্থিত হইবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া ...ছেন।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মির্জ্জাপুরের এলা... জঙ্গলে ৮০৫০০ মণ গালা পাওয়া গিয়াছে। ...র মধ্যে ৫৫৮৬৭ মণ রপ্তানির জন্য প্রেরিত হই...ে।

গত বর্ষে আসামে ২৮ টী নূতন বিদ্যালয় প্রতি... হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বর্ষে ইহার সংখ্যা ১২০০ শত ..., এই কারণে ইহার ব্যয়ও ১৭৪৪৪৮ হইতে ...৮৪৯ টাকা হইয়াছে।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন ...ার বেরিং ও সার লিউইস ম্যালেটের জেদে ও ...মর্লে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি তুলজাত ...ার উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মিষ্টার রাম...য়া ত্রিবাঙ্কুরের চিফ জষ্টিসের পদে প্রতিষ্ঠিত হই...ছেন।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় বাজিকর চিয়ারিণি সাহেব সোম... কলিকাতায় নূতন নূতন ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শক...কে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরের ওয়াণ্টারন্যাগ নামক এক ব্যক্তি ...নিক সণ্টকে সর্প বিষের মহৌষধ বলিয়া আবি... করিয়া গত জুন মাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ...চর করিয়াছেন।

কলিকাতা মনিঅর্ডার আফিসের তহবিল অত্যন্ত ... পড়িয়াছে। কেহ কি মোটমাট চক্ষু দান করি...ছেন?

রেঙ্গুনের নিকটস্থ ডালানামক স্থানে মঙ্গলবার ...তে একটী কারখানায় অগ্নি লাগিয়া অনূ্ন ...লক্ষ টাকা দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি ...রপতিগণ যাহাতে বৎসরের শেষে হিসাব পত্র ...রিপোর্ট প্রভৃতি নিয়মিত প্রদান করেন, হাইকোর্ট ...জন্য এক সারকিউলার প্রচার করিয়াছেন। ...ার এ বিষয়ে ত্রুটী হইবে, তিনি অকর্ম্মণ্য বলিয়া ...বচিত হইবেন।

শ্যামাচরণ খাস নবিশ নামক এক ব্যক্তি গত ... এ নবেম্বর হাইকোর্ট বিচারপতিদিগের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে নালিশ করিয়া মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। অভিযোগকারী বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালির মুন্সেফি আদালতের এক জন উকীল ছিলেন। প্রায় ৬ বৎসর হইল আদালতের এক জন কর্ম্মচারী মুন্সেফের নিকট গিয়া বলে যে শ্যামাচরণ বাবু একটী দলিলের উপর আদালতের অজ্ঞাতসারে মোহর করাইবার জন্য ঘুষ দিয়াছেন। মুন্সেফ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ দোষ স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন, পরিশেষে মুন্সেফ বাবু তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন এবং বলেন, তিনি স্বদোষ স্বীকার করিলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন। অবশেষে উকীলেরাও এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে তিনি উক্ত দোষ আপনার ঘাড়ে লয়েন। কিন্তু ঐ জিলার জজ পরম্পরা ঐ কথা শুনিয়া হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। হাইকোর্ট তাঁহাকে উকীল শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেন। যাহা হউক, শ্যামাচরণ বাবু অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত এই দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়।

দরিদ্র কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে ৯৯ টী বিদ্যালয় আছে। কৃষকেরা দিবসে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, রাত্রিতে এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয় সমূহে ২৮৮২ জন ছাত্র আছে।

গত ২৬ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তথায় একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সূচিকর্ম্ম সকল ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহারই উৎকর্ষ বিধানার্থ এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

ভূমিকম্পে নাকি অষ্ট্রিয়ার চিয়স নগর রসাতলে গিয়াছে।

আমেরিকার এক যুবতী বোষ্টনের প্রধান বিচারালয়ে ওকালতী করিবার জন্য বিচারপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকদিগকে ওকালতী করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বাণ্টামের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য নিদারলাণ্ড গবর্ণমেণ্ট সিগেয়ন নামক স্থান হইতে ১০০০০০ বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

কি উপায়ে দেশীয় কর্ম্মচারীরা প্রচুর একাধিপত্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এই বিষয়ে যিনি উত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার পত্রের সম্পাদক তাঁহাকে ১ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।

এইরূপ জনরব মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চীফ জ... চার্লস টর্ণার সাহেব মফস্বলের কাছারিসমূহ উ...ইয়া দিয়া স্থানে স্থানে ল এজেণ্ট রাখিবার সং... করিয়াছেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হই... নিয়মিত বেতন পাইবেন না। মকদ্দমার সং...মুসারে একটী মোট ফিস থাকিবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে অহিফেনের ব্যব... হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিলাতে একটী স... হইয়াছে। সভ্যগণ আজ কাল বিশেষ উৎসা... সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নবেম্বর মা... এই সভার অনেকগুলি অধিবেশন হইয়াছি... ডিসেম্বর মাসে লেস্কিল্ড নামক স্থানে এই সভ... এক অধিবেশন হয়। ইয়র্কের আর্ক বিশ... সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের ... পও ইহাতে বিলক্ষণ যোগদান করিয়াছিলে... কিন্তু প্রতিযোগী সভা থাকাতেই বিশেষ ফল এখ...দর্শে নাই। ইঁহারা অহিফেন ব্যবসায়ের অপকারি... বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিনি... প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা আপন অধিকৃত স্থা... বাণিজ্য এক চেটিয়া করাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণি...গণের অন্তঃকরণে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁ... ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে এই বিষয় জানাইয়াছি... শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ই... একটী নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছে, ইংরাজাধি... ব্রহ্মদেশের কমিশনর সাহেব ইহার একটী বন্দো... করিবার জন্য মান্দালয়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট ... লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ছাপার ... সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আ... টেণ্ডরও ইহার জন্য পড়িয়াছে, কিন্তু সরক... বন্দোবস্তে মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে বর্ষে বর্ষে ... ব্যয় হইয়া থাকে, টেণ্ডার দাতারা তদপেক্ষা অ... মূল্য চাওয়াতে তিনি তাহাদিগের টেণ্ডর ... করিতে পারেন নাই। আগামী ৩ রা জানু... পুনরায় টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। চুক্তির নি... কাল দশ বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভিন্ন ... বিষয় মুদ্রাঙ্কনের ভার ভিন্ন ভিন্ন কণ্ট্রাক্টরকে দে... হইবে, এক জনকেই যে সকল কার্য্য লইতে হ... তাহা নহে। সাধারণের কার্য্যোদ্যোগিতা উত্তে... ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমাদিগের গ... জেনরল এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিহারের জমীদার সভার সভ্যগণ তথায় ... শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করিবার উদ্দেশে পা... কমিশনরের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ ...য়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী চুঁচুড়ার ...গঙ্গার উপর শীঘ্রই সেতু নির্ম্মাণ করিবেন। ...কার্য্যে ২৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। ...সেতুটী প্রস্তত হইলে ঐ রেলওয়ের গাড়ি এক- ...শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিবে।

...রুশ সম্রাট একদা যখন তাঁহার বৈঠকখানায় ...বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন ...সময়ে দুইজন বণিক মাতাল হইয়া বলপূর্ব্বক ...প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, সম্রাট ইহাতে ...হইয়া তাহাদিগকে তরবারির আঘাত করিয়া- ...লেন, বিচারে প্রথম তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়া- ..., শেষে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া ৩ বৎসর দুর্গে অব- ...রুদ্ধ করিবার আদেশ হইয়াছে।

...একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হই- ...ছে, তাঞ্জোরের রাজা এখন আর ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা ...ঙ্কিত করাইয়া আনিতেছেন না।

...আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বগুড়ার ভারত ...সাধিনী সভার যত্নে সম্প্রতি তথায় দুটী বিধবা ...বাহ হইয়া গিয়াছে।

...আর একজন আদর্শ বিচারপতি আবার আমা- ...দের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম ...সন। ইনি লালগোলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ...রিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন, ইহাঁর ...ত্যাচারে স্থানীয় লোকেরা যার পর নাই উত্ত্যক্ত ...য়াছে। দরিদ্র লোকের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি ...আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় ধনপৎ সিং বাহা- ...রের পুত্রের সহিত এক তুচ্ছ বিষয় লইয়া যেরূপ ...ভাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা ...পাঠে বিস্মিত হইয়াছি। ইনি একদা বায়ু সেবন ...রিতে যাইবার নিমিত্ত ধনপৎ সিংহের পুত্রের নিকট ...কখানি গাড়ি চাহিয়া পাঠান। তিনি তাহা প্রদান ...রিলে সাহেব কাদার উপর লইয়া গিয়া গাড়ি ...নি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং অবশেষে তাঁহার উপর ...ক্রুদ্ধ হন, পরে একদা উক্ত ব্যক্তির এক সামান্য ...পরাধে বিলক্ষণ জরিমানা করিয়া যথেষ্ট অপমান ...রিয়া উপকারের প্রত্যুপকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, নদীয়ার জমী- ...র বাবু ...পাল চৌধুরী বিলাতের ...কারখানায় সুন্দররূপ কার্য্য শিক্ষা ...রিতেছেন। তিনি ব্যবসায়গুণে অনেক সূক্ষ্ম ...শিখিয়াছেন। তিনি কারখানার কাজ ভাল- ...শিক্ষা না ক... ...আসিবেন না। শুনা ...ইতেছে তিনি দেশে ... করিয়া স্বয়ং ...কারখানা ... দেশের লোককে ঐ কার্য্যে শিক্ষা ...ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত ...নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের মিডল টেম্পলের প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তত্রত্য লোক সমূহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তিনি বলেন নিউইয়র্কে ধনী, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় সদ্বংশজাত, বোষ্টনে বুদ্ধিমান লোক, ওয়াসিংটনে উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, কিন্তু নিউইয়র্কে অপব্যয়িতা, ফিলাডেল্‌ফিয়ায় সোপানতা, বোষ্টনে দেশহিতৈষিতা এবং ওয়াসিংটনে শিষ্টাচারিতা প্রবল।

ষ্টুয়ার সাহেবের মৃত্যুতে হারিসন সাহেব কলিকাতার পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মথুরার শেঠেরা মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

১৭ ই পৌষ (৩১ এ ডিসেম্বর) বেলা ৭।০ টার সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে ভূমীকম্প ও জলকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প প্রায় ৩। ৪ মিনিট ও জলকম্প ১০ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনেরলের কাশী দর্শন উপলক্ষে তত্রত্য বাঙ্গালীরা একটী স্থায়ী স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নামে বর্ষে বর্ষে কয়েক জোড়া স্বর্ণবলয় পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাহিরের টোলের যে সকল ছাত্র সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাঁহারাই এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

বরদার রাজার সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষে মহাসমারোহ ব্যাপার উপস্থিত। বিস্তর লর্ড লেডি এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লর্ড ইল্‌চেষ্টার ও দরহামের আরল গত বৃহস্পতিবার মেলে বিলাত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের বাঁচা ভার দেখিতেছি। সম্প্রতি তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য আর একটী চক্রান্ত হইয়াছিল দুই জন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কন্যা দুই জন ইহুদী ও কয়েক জন বিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে লিপ্ত থাকায় ধৃত হইয়াছেন। ইহারা সম্রাটের গ্যাসিনার অট্টালিকা দগ্ধ করিবার জন্য একটী নূতন কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই কলের মধ্যে কতকগুলি বারুদ ও গোলাগুলি পূর্ণ ছিল, অগ্নি স্পর্শে ইহা শূন্যে উঠিতে পারে, ইহা যেখানে পড়ে সেই স্থানে ফাটিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়াতে সম্রাট বাঁচিয়া গিয়াছেন।

সি, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডি, কে ঘোষ আইনের শেষ পরীক্ষায়, ঢাকার ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, পি, এল র... গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিন ও গ্রিকের প... ক্ষায়, এ, এল সাণ্ডেল ও তামিজউদ্দিন আহ... চিকিৎসা শাস্ত্রের ৩ য় ও এম, এল দে ২ য় বার্ষি... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আজিজুদ্দিন আ... ম্মদ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশুতোষ চৌধু... কাম্ব্রিজের সেণ্ট জন কালেজে, নরেন্দ্রনাথ মি... মিডল টেম্পলে, এস, পি সিংহ লিনকোলনস্‌... ভর্ত্তি হইয়াছেন।

দীপ্তির মীর মহম্মদ ও কলিকাতার ইউ, ... বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থ বিলা... পৌঁছিয়াছেন।

অযোধ্যার রাজা রামপাল সিং ও কুচবিহা... কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব এক... উদ্ভিদ-বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তি। ইনি এদেশে আসি... অবধি এ গাছ, সে গাছ আনাইয়া তাহার পরী... প্রভৃতি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার ১৮৮০— ...অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া... ১৮৭৮—৭৯ অব্দে যত কলেজ ও স্কুল ছিল, গত ... তদপেক্ষা ১৭৯৭৭ কমিয়া গিয়াছে। ঐ ... সমুদায়ে তথায় ২২৪০৩ টী বিদ্যালয় ছিল। ই... মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ৬২০০ বিদ্যালয়, ছাত্র ২০৫০... সাহায্যকৃত ৩৫৫ বিদ্যালয়, ছাত্র ১৯০৪৯, প্রাই... স্কুল ৪০; ছাত্র সংখ্যা ১২৪৯। সমুদায় শি... বিভাগের আয় ৪৬৯৬৯০ টাকা। ইহার ম... ৫২৪০১ মিউনিসিপালিটীর সাহায্য ও ১৯৪৫৭৩ টা... দান, ১৪৬৮৭৯, বেতন ও ৭৫৮৬৭ পুণ্যার্থ দান। ... ১৯৭৫৯৩ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্ব্বা... ১৫০৬২৪৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

লাহোরের ৪৫ জন ধনী লোক একত্র ... তথায় ময়দা ও তৈলের এক একটী কল খুলিয়াছে... ইহাঁদিগের শীঘ্রই একটী কাপড়ের কলও খুলি... সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন, স... ষ্টেটেন দ্বীপে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ... বৃষ্টির সহিত তথায় বিস্তর ভেক পতিত হইয়াছি...

আয়ার্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগদিগকে দমন করি... নিমিত্ত শীঘ্রই মার্সাল লা জারি হইবার সম্ভা... আছে। তাহা হইলেই ত আয়ার্লণ্ড উৎসন্ন যাই... গবর্ণমেণ্ট কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন ?

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ... বিভাগে অতঃপর যখন কর্ম্ম খালী হইবে, বিশ্ব... লয়ের বি, এ অথবা এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ভিন্ন ... কেহই তাহা প্রাপ্ত হইবেন না।

বিলাতের সেণ্টপল গির্জ্জার জন্য ৪২০ মণ ওজ- একটী ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ২০৪ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাঁ-র মধ্যে ১৮ জন ছুটী লইয়া বিলাত গমন করি-ন। আর ২৩ জন ছুটী লইতে পারেন।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার সংকল্প করি-ন।

ডবলু হণ্টর ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ খাঁ দুর ও ডবলু সি প্লাউডেন গবর্ণর জেনেরলের াপক সভার অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের বাস্ত- ভারত হিতার্থই ভারত শাসন দেখিতে পাই- । ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতের সৈনিক বিভাগের লাঘব করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন,এক্ষণে শুনা যাইতেছে ার সম্মতিক্রমে ইনি এই বিভাগের ব্যয় সংক্ষে- জন্য একটী কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন ার করিয়াছেন যে ১৮৭৮।৭৯ অব্দের শতকরা াকা সুদের কাগজ ১৮৮২ অব্দের ১৭ এ মার্চ্চ শোধ করিবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বর্দ্ধ-নের সবজজ বাবু ভূপতি রায় বহুমূত্র রোগে প্রাণ-গ করিয়াছেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের ত্র

লাঙ্কাশায়রের বণিকগণ বোম্বাইয়ে একটী বস্ত্রের খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ী কলওয়ালাদিগের অনিষ্ট করাই ইহাঁদিগের দেশ্য। [illegible] স্বার্থপরতা।

ভারতবর্ষের স্থান বিশেষের নীচ লোকে আজিও পন আপন শিশুদিগকে সময়ে সময়ে পারস্যে য়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আইসে, এই বিষয় সাহেবের চর হওয়াতে তিনি উহা বন্ধ করিয়া দিবার টা করিতেছেন।

ইগলিন্টন সাহেব নামক ভূতপ্রেতের সহিত লাপকথন করিয়া কলিকাতার অনেক লোককে শ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। সে দিন তিনি পাথুরি-ঘাটার বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীতে প্রেতাত্মার বির্ভাব করিয়াছিলেন।। এটাও কি সাংক্রামিক াগ হইয়া উঠিল?

সংক্রামক জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ বঙ্গদেশের লেপ্টে-ট গবর্ণর যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন শুনা ইতেছে তাঁহারা স্থানীয় বিচক্ষণ লোকদিগকেও ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কৃষ্ণনগরের এপি-মিক সবন্ধে ইহাঁরা তত্রত্য ডাক্তার বাবু কালীচরণ লাহিড়ি ও ভূতপূর্ব্ব এক্জিকিউটীভ ইঞ্জিনিয়র বাবু রাজেশ্বর নাথকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি-লেন। কালী বাবু বলিয়াছেন ১২৭৬ অব্দে গোদখালী-গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। ঐ গ্রামটী একটী অবরুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত খালের উপর অবস্থিত। তৎপরে ১৮৬৪ অব্দে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে একবার দেখা দেয়; এক্ষণে এদেশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। কালী বাবু বলেন অঞ্জনা নদীর স্রোতোবরোধই কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া হইবার প্রধান কারণ। অতএব গোদাখালী একবার পরিদর্শন করা ও অঞ্জনার অবরুদ্ধ স্থান সকল পরিষ্কার করিয়া দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা কমিশনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "মহ-কুমা মাদারীপুরের অন্তর্গত আমগ্রাম পল্লীতে হাঁর-বোলা নামক একটী একাদশ বর্ষীয় বালক মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিবস প্রাতে বালক ও তাহার মাতা গাত্রোত্থিত হইয়া দেখিল যে বালকের দক্ষিণ হস্তে একগাছি সূতার দ্বারা একটু শিকড় গ্রথিত রহিয়াছে,বালক ও রোগমুক্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জন্য আরাধ্য দেবতার পূজাদি করিলেন। কিন্তু ঐ ঔষধ প্রাপ্তির দিবস হইতে কেহ যেন শূন্য হইতে ঐ বালকের গাত্রে ঢিল মারিত এবং সময়ে সময়ে ঐ দৈব দত্ত ঔষধ অপহরণ করিয়া বালককে পুনঃ পীড়িত করিত এবং সময়ান্তরে প্রতিদান করতঃ বালককে রোগমুক্ত করিত। অদ্য পর্য্যন্ত মধ্যেই গ্রাম ও পা[illegible] নানা গ্রাম এই অদ্ভুত পূর্ব্ব দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জনরবে পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত ভূত ও দেবশক্তি বিরোধী ম্যা-কৃতবিদ্য আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করি-য়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি বালককে যেস্থানে রাখিয়া যাওয়া যায় সেই স্থানেই সময়ে সময়ে ঐ রূপ ঢিল পড়িতে থাকে"। [illegible] ভাব হয় নাই বোধ হইতেছে।

পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপরূপে পরিণত করিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, এদিকেও আবার তেমনি ইংরাজেরা যোজক কাটিয়া মলয় দ্বীপকে দ্বিখণ্ড করিবার সংকল্প করিতেছেন। এই পথটী হইলে বিলাতগামী জাহাজ সমূহকে সিংহল বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। বাণিজ্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিপোষণার্থ ভারতের রাজকোষ হইতে যেমন অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, চীনের সম্রাটও সেইরূপ তাঁহার প্রজা-দিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া [illegible] বিদ্যার্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু এ কার্য্য এক্ষণে অন্যায় বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদারতার পরিচ-প্রদান করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কে শিক্ষা পাইয়া থাকেন?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজা রাম-মোহন রায়ের পৌত্র বাবু প্যারিমোহন রায় পান-ুরের একটী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ [illegible] শত টাকা আয়ের একখানি তালুক ছাড়িয়া দিয়া-ছেন। তদ্ভিন্ন উক্তালয়ের বাসগৃহ নির্ম্মাণার্থ ই-আর ৫ হাজার টাকা দান করিবেন। দেশ-লোকের পৌত্র এ কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলসের দুই পুত্র জাপান [illegible] করিতে গিয়া অঙ্গে উল্কি পরিয়াছেন। একজন [illegible] অন্য জন সর্প আঁকাইয়াছেন। যিনি জাপানে [illegible] তাহারই কি এরূপ [illegible] লাগে?

বিগত ২৩ এ ডিসেম্বর রবিবার বেলা ২ টার স[illegible] কলিকাতা [illegible] গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গা[illegible] পাঠশালার ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পারিতোষিক বিত[illegible] কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনি[illegible] সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম[illegible] কার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এটী বা[illegible] [illegible] মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। ইহাতে ছাত্র স[illegible] ৬০০, [illegible] টী ছাত্রবৃত্তি আছে। প্রে[illegible] বর্ষই বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত [illegible] বিত ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিদ্যালয়ের ৪ চারি[illegible] ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে চারিটী, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ৫- বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সভাপতি ৭৫[illegible] ছাত্রকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক ছাত্র, শিক্ষ[illegible] [illegible] ও সদস্যগণ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে কয়েকটী উৎসা[illegible] পূর্ণ বাক্যে উৎসাহ দান করিয়া সভার কার্য্য [illegible] করেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে[illegible] [illegible] প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু [illegible] গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাধ্য[illegible] শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব ানা যায়। অরসন্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। ল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র াহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের পুষ্টি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

মড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১৲০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রসংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ ; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৸০ ডাক মাসুল সমেত ২৲ মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বৰ্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১৸০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোপ্ মুখ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, ঢাকবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসিতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাসুল /০ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—পেসোয়ার ১০
" " ক্ষেত্রমোহন পাল—আলিগঞ্জ ১০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—যশোহর ৭
" " ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়—সেরাজগঞ্জ ৫
" চন্দ্রকুমার সাহু—পোরশা ১০
" মির আহমুদ্দিন—বরিশাল ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৫ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত
টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৫ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ১৯ এ ডিসেম্বর

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ প
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাম্ ” । ৮ সংখ্যা।

[অ]গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত [...] টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৬ এ পৌষ। ইং ১৮৮২ ৯ ই জানুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ [...] মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা[...]

...ারা কাকিনীয়ায় না পাঠাইবা অবস্থিতিস্থানে ...াইবেন।

...মপুর বোয়ালিয়া
...ড়ামারা পোষ্ট } শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।
...ার পাড়া

...প্রকাশিত পুস্তক অদ্ভুত ব্যাপার !!

...উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য !! মূল্য মায় মাশুল খরচ ১৸০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় ...ক মহোদয়গন, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যা... ...র স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাক... ...গে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া ...ক লইবেন। উভয়ের বিশ্বাস !! গুপ্তকথা কতক ...ল সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ... ১২৮৮ সাল ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমা...চনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(...লিকাতা নর্থ সুবার্বন টাকা ২ নং কার্য্যালয়।)

...কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

...কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত ...য়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন ...বগণের মধ্যে আগমন, পক্ষিজাতির পক্ষবল, ...তীশবংশাবলীচরিতম্, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ...ভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদ...ণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই ...টপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে ...ত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ...াঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক...র সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে ...ইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ...হারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,
দে ও দত্ত।
(উপসংহার)

...চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত ...তি ... বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ব্যব...র করি... ...কোন অংশে অবৈধ, অন্যায় বা ... ...না, তাহা আমরা গত ৫ ই ... পাঠকদিগেকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। কিন্তু শ্রদ্ধাষ্পদ সম্পাদক মহাশয় আমাদের পত্রখানির একস্থলে একটী টিপ্পনী করিয়াছেন। অনাবশ্যক বলিয়া যদি আমরা তাহার উত্তর প্রদান না করি, পাঠকেরা মনে করিতে পারেন আমরা সম্পাদক মহাশয়কে উপেক্ষা করিলাম; আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি, বিচারস্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কথার উত্তর না দিলে "হেরে গেল" বলিয়া স্থির করা যাহাদের বুদ্ধির দৌড়, তাহারা অনায়াসেই মনে করিতে পারে, "তবে ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া সত্য সত্যই অনাচারাচরণ করিয়া থাকেন।" আমরা সেই জন্য বাধ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আর একবার লেখনী ধারণ করিলাম:

সম্পাদক মহাশয় "আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাঁহাদিগেরই বংশধর নহে? ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবী দেবাদির উপাসনা করিতেন না? ইহাঁরা কি এখনও দেব দেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইহারাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিগণিত নহেন? চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না যে, সে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক ইহাঁরা সেই হিন্দুজাতির অগ্রণী" এই প্রকার কতকগুলি প্রশ্ন দ্বারা ভূমিকা করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত নহে?" আমরা তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহাকে কে বলিল যে, লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া ব্রাহ্মেরা উপবীত ত্যাগ করিয়া থাকেন? তাঁহার এ কথাটী লেখা ত ঠিক হয় নাই! যে বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহার কথার উপর ভর দিয়া বিচারস্থলে উপস্থিত হওয়া ত ভাল হয় নাই! আমরা নিজেও এরূপ কথা কোথাও ত বলি নাই! আমরা ২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই "বিহারি বাবুর এখানে ইহাও জানা উচিত যে, পাছে মূর্খ পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে করে, সেই জন্য তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তবে উপবীত গ্রহণের সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক (১) সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ বা ধারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচ... করেন না।" অতএব এখানে দেখা যাইতেছে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নটী করিবার মূলেই ভুল হ... যাছে। যে প্রশ্নের মূলেই ভুল, তাহা প্রশ্নের মধ্যে গণ্য নহে, সুতরাং তাহার উত্তর দেওয়ারও প্রয়ো...জন সিদ্ধ হইতেছে না। মূল প্রশ্নটীর মূলেই য... ভুল; মূলেই যখন তাহা অসিদ্ধ হইয়া গেল, ত... তাহার ভূমিকাস্বরূপ উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক প্র... গুলিও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহ... উত্তর দিবারও আর প্রয়োজন হইতেছে না... প্রয়োজন নাই সত্য, তথাপি আমরা স্বীক... করিতেছি যে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃ... বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, বে... গর্ভ, ও ছান্দড় এই পাঁচ জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের... যে হিন্দুস্থানীর নাম শুনিলে অবোধ বাঙ্গালিভায়া... কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন, যে হিন্দুস্থানী জাত... দিগকে তাহারা ঘৃণার সহিত "ছাতুখোর" বলি... উপহাস করিয়া থাকেন—সেই হিন্দুস্থানী ব্রাহ্ম... দিগের বংশধর। আমরা ইহাও স্বীকার করি... সেই ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক ছিলেন কিন্তু তাঁ...দের পৌত্তলিকতার পরিচায়ক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃ... উপাধিগুলি তাঁহারা যে সঙ্গে করিয়া (২) আনি...ছিলেন কিছুতেই তাহা বলা যাইতে পারে ন... এই চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালার মাটি... জল হাওয়ার গুণে এবং বাঙ্গালিদিগের রুচি অ...সারেই রচিত হইয়াছে। যিনি খুব দেবদেবী... তাঁহাকে মুখোপাধ্যায় বলা যাইবে, যিনি কম ...

(১) চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত কি পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক ... নাই? যদি কথঞ্চিৎ পৌত্তলিকতার সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞা... সম্বন্ধ থাকে তবে ভগবতী বাবু আমার প্রশ্নের মূলে কি... দেখিলেন? বলিতে কি, অসৎপক্ষ আশ্রয় করিয়া ভগবতী ... স্বপক্ষ-সমর্থন-চেষ্টার কষ্ট দেখিয়া আমরা বড় কষ্ট পাইল... সো—স।

(২) উপাধিগুলি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই বটে; ... পৌত্তলিকতা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মু...পাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি যেরূপে সৃষ্টি হউক, এ স্থলে ... বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না। চট্টোপাধ্যায় মুখোপা... প্রভৃতি যে সেই পৌত্তলিক শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণাদির স... ভগবতী বাবু কি তাহা অস্বীকার করেন? যদি তাহা না... তাহা হইলে কি পৌত্তলিক পিতার সন্তানে পৌত্তলিকতার পরি... না? অধিক টিপ্পনী করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। পু... আমরা ২। ১ টী প্রশ্ন করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করি... ভগবতী বাবু বলুন দেখি, ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক কি না? ...পাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই সন্তান কি না? দুই চারি... যদি চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হইতে বাহির হইয়া... তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধারণের ব্রাহ্মণত্বহানি হয় কি... কয়েকটী শাখাপল্লবের ছেদন করিলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব লো... কি না? মুখোপাধ্যায়াদি উপাধি গুলি যেমন বংশের পরি... তেমনি ব্রাহ্মণজাতীয়ত্বের পরিচায়ক কি না? সো—স।

া মাথাল মনসার পূজা করেন না অথচ কালী
র পূজা করেন, তাহাকে চট্টোপাধ্যায় বলা
—এই প্রকার অর্থে যদি চট্টোপাধ্যায়, মুখো-
ায় প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা
ার করিতেন, অথবা যদি বাঙ্গালিরা সৃষ্টি
তেন তাহা হইলে উহাদিগকে অবশ্যই পৌত্ত-
তাপরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করা যাইত।
ও অর্থে উহাদিগের ত সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীহর্ষ
যে বংশের উৎপত্তি, তাহাকে মুখোপাধ্যায়
, দক্ষ দ্বারা যে বংশের উৎপত্তি তাহাকে চট্টো-
ায় বংশ বলা হইবে—এই প্রকার অর্থেই উক্ত
গুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা-
ক পৌত্তলিকতাপরিচায়ক নহে, বংশজ্ঞাপক
াই স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী কথা। শ্রীহর্ষ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ-
ণে পৌত্তলিক ছিলেন, দেবদেবীর উপাসনা
তেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পৌত্তলিক
নুষ্ঠানের জন্যই কান্যকুব্জ দেশ হইতে বাছিয়া
য়া পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকেই আনা হইয়াছিল
নিশ্চয় কথা বটে; কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের
ধরেরাও পৌত্তলিক হইবেন, অথবা তাঁহাদিগকে
ত্তলিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, এমন
ন অনুশাসন অথবা বিধির ব্যবস্থা নাই।
ণ পাওয়া যাইতেছে এবং প্রত্যক্ষ দেখা যাই-
ছ সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ এবং পরপুরুষ-
ার মধ্যে যেমন অনেকে পৌত্তলিক, সেইরূপ
নেকে আবার ব্রহ্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতিও
লন এবং এখনও আছেন, সুতরাং পৌত্তলিক
াবাতার সন্তান মাত্রেই পৌত্তলিক অথবা
ট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের সকল লোকেই পৌত্ত-
ক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যার পর নাই অপসিদ্ধান্ত
ত্তরেকে আর কিছুই নহে। ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায়
ায়া পরিচয় না দিলে লোকে ব্রাহ্ম বলিয়া
নিতে পারে না সত্য, কিন্তু সেইরূপ পৌত্তলিক
াপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় না দিলেও বিজ্ঞ লো-
া ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে ইনি এক
পৌত্তলিক; কারণ তাঁহারা জানেন যে চট্টো-
্যায় পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান নাস্তিক প্রভৃতি
লেই আছেন। তবে স্বীকার করি, চট্টোপা
য় প্রভৃতি বলিবামাত্র অবিজ্ঞ ও অদূরদর্শী সাধা-
লোকেরা আপাততঃ তাঁহাদিগকে অবলাসরলা
ালাদিগের সর্ব্বসুখাপহারক বহুবিবাহপ্রিয়
ত্তলিক বলিয়াই মনে করিতে পারেন বটে,
হেতু অধিকাংশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাহারা
বিবাহপ্রিয় ও পৌত্তলিকই দেখিয়া থাকে;
তা বলিয়া যাহাঁরা বহুবিবাহপ্রিয় নন তাঁহা-
দিগকে কি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ত্যাগ
করিতে হইবে? যদি না হয়, তবে অধিকাংশ চট্টো
পাধ্যায়কে পৌত্তলিক দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা যদি
আপাততঃ ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায়কে পৌত্তলিক বলিয়াই
মনে করে তাহাতে ক্ষতি কি? তজ্জন্য ব্রাহ্মেরা
কেন আপন বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করি-
বেন? আসল কথা এই, যদি পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের নাম জানা এবং
সেই সঙ্গে নিজ বংশের অর্থাৎ আদিপুরুষের নাম
স্মরণ করা অর্থাৎ তাঁহার নাম পরিচায়ক কোন
উপাধি ব্যবহার করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয়,
তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত
প্রভৃতি বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করা ব্রাহ্ম-
দিগের পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য (৩) নহে।

উপসংহার। ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি
উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া যে অন্যায় কাজ করেন
না, তাহা আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, এবা-
রেও করিলাম। ব্রাহ্মদিগের এরূপ নাম ব্যবহা-
রের জন্য পত্র প্রেরক বিহারি বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহা-
দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন! সোমপ্রকাশ
সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহার সে পত্রখানি সানন্দমনে
প্রকাশ করিয়াছিলেন! বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের
উক্ত অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে গত বারে আবার
প্রতারকও বলিয়াছেন! সম্পাদক মহাশয়ও আবার
সানন্দমনে তাঁহার সে পত্রখানিও প্রকাশ করিয়া-
ছেন!! করুন, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের কোন ক্ষতি
হইবে না, তাঁহার নিজের ছাগল লইয়া তিনি যাহা
ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে
একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা
এই যে, ব্রাহ্মেরা নিরপরাধ হইলেও তাঁহাদিগকে
মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হইল, কিন্তু আজ-
কালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ
বলিয়া গণ্য নহেন, কেন না যজন, যাজন, অধ্যয়ন,
অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এবং অনসূয়া, শৌচ,
মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া, হিন্দু-
শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের এই যে ছয়টী কর্ম্ম ও আটটি
লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এখনকার ব্রাহ্মণেরা ইহার
কোন ধারই না ধারিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ
না হইয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়
দেন বলিয়া কোন নিকোধ যদি তাঁহাদিগকে প্রতা-
রক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া
পাঠান তবে তিনি তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশ
করেন কি না? এখানে একটী পরামর্শ দেওয়া
আবশ্যক হইতেছে—যাঁহাদের মুখ হইতে কথা
কথায় গালি বাহির হইয়া পড়ে, (৪) কোন্ স্থলে কিরূপ
কথা কহিতে হয় যাহাঁদের সে বোধ নাই, কো
লেখার কিরূপ অর্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া
অথবা বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া নিজের ভয় হইল মনে
করিয়া যাহাঁরা হঠাৎ লেখককে গালি দিয়া বসে
আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের পক্ষে সোমপ্রকাশে
প্রেরিত স্তম্ভে লেখা না দিয়া পরলোকগত শ্রদ্ধা
(গৌরীশঙ্কর) ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগ
"রসরাজ" পত্রিকাখানিকে পুনর্জ্জীবিত করি
তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য
কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সিদ্ধি
করিতে পারিবেন।

যমুনিয়া
২৩ এ ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

(৩) বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি পরিত্যাগ করিতে বলি না। উপাধিগুলি যেমন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন উপবীতও তেমনি ব্রাহ্মণ-বংশজ্ঞাপক চিহ্ন। উভয়ই যখন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন হইল, তখন একটীর প্রতি আদর ও একটীর প্রতি অনাদর কেন? যদি বল উপবীতে পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে, আমরা বলি উপাধিগুলিতেও ঐরূপ ঐ সংস্রব ও ঐ সম্বন্ধ অব্যাহত রহিয়াছে। সো—স।

শত্রু না মিত্র?

(উত্তর সম্বন্ধে দুই একটা কথা)

আমরা উপরি উক্ত প্রশ্নটী করিয়া সে দিন সো
প্রকাশে যে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছিল
মুঙ্গের হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ ম
শয় বিগত ১২ ই পৌষের সোমপ্রকাশে তা
উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বলিয়াছেন "যাঁ
আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে হিন্দুদি
মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে না পারি
তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু ভিন্ন মিত্র নহেন
এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা যতই নিঃশে
হইবে, ততই ভারতের মঙ্গল।" প্রিয়বন্ধুর উক্ত
শেষাংশটুকু পাঠ করিয়া আমাদের হৃৎকম্প
স্থিত হইল! মনে হইল ভাগ্যে তিনি এক
উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হন নাই, তাহা হইলে ত
নই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত! এখনই ত তিনি উ

(৪) গালি দেওয়া যে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য, সে বিষয়ে
কি? তবে কি জানেন, গালি দেওয়ার প্রকারভেদ আছে।
কোন ঘোর বিষয়ী ব্রাহ্মণ যোগী সাজিয়া সকলকে প্রতারণা
অর্থ উপার্জ্জন করে, আর যদি কোন ব্যক্তি সাধারণের
উদ্দেশে সেই ব্রাহ্মণকে প্রতারক বলিয়া লিখিয়া পাঠান
প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য নয়, প্রত্যুত কর্ত্তব্য। কি ব্রাহ্ম
বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, সকল ধর্ম্মেই প্রতারক ও প্র
প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের কলঙ্ক উৎপাদন করিয়াছে, যদি কেহ
মার্জ্জন উদ্দেশে করিয়া সেই সেই ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্ব
লেখের সে পত্র প্রকাশে দোষ হয় না। সো—স।

ম; কেহ বা উপাস্য দেবতার "পদ," াণ," "দাস," বা "কিঙ্কর" হইতে ভাল ান। অতএব "কালীকিঙ্কর" বলিলে হয় ত শ্রেষ্ঠ দৈত্য দানা বুঝাইতেছে, এ শব্দদ্বয় অর্থ তেছে না; তবে উপায়? কেবল দাসটুকু ত্যাগ লে ত চলে না? তজ্জন্যই বলিতেছি, বৈষ্ণ- । ভেক লইলে; ব্রাহ্মণ দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিলে; ন বা মুসলমান হইলে যেমন নূতন নামকরণ ব্রাহ্মেরাও সেই পথ অবলম্বন করুন। সকল রক্ষা হইবে।

এক জন মধ্যস্থ।

ভূমিকম্প।

কলিকাতা—১৮০৩ শক ১৭ ই পৌষ
শনিবার প্রাতঃকাল।

এ কি অকস্মাৎ পড়িল লেখনী,
মসী পাত্র হতে পড়িল মসী।
নড়ে ছবিগুলি দুলিছে বসন,
কেন টলে অঙ্গ—আছি তো বসি।

দুলে যেন ভিত—কি হলো কি হলো—
গাড়ী ঘোড়া না তো চলিছে পথে।
নহে সুলক্ষণ—কোথা পুঁটী ভোলা।
চল নীচে যাই এখান হতে॥

এখনো দুলিছে গৃহ আগা—গোড়া,
কোথা প্রিয়তমে! সবারে ডাক।
ভূমিকম্প বুঝি—করি অনুমান,
হও সাবধান—সচেত থাক।

ভূমিকম্প এই কাঁপিছে ধরণী,
অন্তর ধাতুর তরঙ্গ বলে।
অস্থির সংসার—সকলি চঞ্চল,
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় তিলেকে ফলে॥

ওই শুন শঙ্খ কাংস্য করতাল,
চারি দিকে বাজে মহোচ্চ রবে।
ভূমিকম্প এই করিছে ঘোষণা,
তোমরা বাজাও—বাজাও সবে॥

নহে রে অসাড় আর্য্যজাতি—চিত,
সামান্য আহ্বানে অমনি জাগে।
ভোগী—যোগী মন নিদ্রায় মগন,
বিধির লঙ্ঘন বিধান মাগে॥

এখনি প্রলয় ঘটিতে ত পারে,
হয় ত ভূভাগ হইবে জল।
কিম্বা অগ্নিময় দ্রব ধাতু স্রাবে,
নাশিবে শোভন দেশ সকল॥

বল জগদীশ! কি ইচ্ছা তোমার,
জয়যুক্ত হোক্ তব বিধান।
যে তব বিধান তাতেই মঙ্গল,
জীবনে মরণে এক সমান॥

বাজাও একত্র শঙ্খ করতাল,
বিধির বিধান ধরিয়া শিরে।
হয় ত বাঁচিব নয় ত মরিব—
ভঙ্গুর জীবনে ভাবিস কি রে?

অযুত জগত টলিতে চলিছে,
কাঁপিছে মেদিনী প্রতাপে যাঁর।
মৃত্যুর হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া,
বারেক গাওরে মহিমা তাঁর॥

থেমেছে কম্পন দেখ—দেখ বলি—
গাও বিভু নাম পুনশ্চ বলি।
এমন সঙ্কটে অটুট রহিল,
তোমার সুখের সৌধ সকলি॥

জয় জয় জয় প্রেম-ক্ষেম ময়,
বিভু বিশ্বপতি! অনন্তজ্ঞান।
অনন্ত শকতি, অনন্ত মহিমা,
কতই প্রকারে কর কল্যাণ॥

সুস্থিরে রয়েছি—সুস্থিরা অবনী,
সামান্য নয়নে এই নিরখি।
কিন্তু চণ্ড গতি অন্তরে বাহিরে,
কি ছিল—কি হলো—হবে আর কি!!

সব চূর্ণ হয় মুহূর্ত্তে প্রলয়,
তুমি সেতু হয়ে রয়েছ ধরি।
সব ভাঁজে ভাঁজে কল্যাণ বিরাজে,
আহা কি বিচিত্র কৌশল মরি॥

অদ্ভূত কাণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
মধুর প্রচণ্ড ক্রীড়া তোমার।
স্তব্ধ হয় বোধ, বাক্য হয় রোধ,
ধন্য ধন্য তুমি—তুমিই সার।

শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ পৌষ সোমবার।

হরিষে বিষাদ।

মহামান্য শ্রীযুক্ত লর্ড রিপন যথার্থই ভারত- বর্ষের উন্নতিসাধনের সংকল্প করিয়াছেন। অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহাদের অমাত্যগণের কার্য্য- প্রণালী প্রত্যক্ষ দেখিলেও হয় ত আন্তরিক কূট দুরভিসন্ধিটুকু বুঝিতে পারিতাম না। অনেকের মুখেই হিত উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; ভারত- বাসিদের উন্নতির নিমিত্ত দুটা পরামর্শ দেন না ত দণ্ড ঘণ্টেন মত বক্তৃতা করেন নাই, কর্ত্তা মধ্যে এমন লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবাসিদের ভাগ্য ভাল যে তাঁহাদের সকল ক উপবিষ্ট কর্ত্তারা কর্ণপাত করেন না। কর্ত্তারা এক দি কণ্ঠ টিপিয়া ধরেন, মহাপ্রাণী কাঁপিয়া উঠে,— এক দিকে তাঁহারা হাসিয়া বলেন, "ভয় কি উ কার হবে,"—উপদেশগুলা "নিম্বভক্ষণ" আর ি একুশ বৎসর বয়ঃক্রমে সকলে সিবিল সা পরীক্ষা দিতেছিলেন, লর্ড লিটন উনিশ ব করিয়া দিলেন,—তাহাতেও পরম উপকারের ক কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা হইতেছে, ভ তের বণিকসম্প্রদায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ত তেও হিত! কিন্তু এখনও আমরা যতদূর প পাইয়াছি, লর্ড রিপন ভারতের তেমন হিত নন। তিনি এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা ফিরিতেছেন। গত ২৮ এ অক্টোবর ভারত গ মেণ্ট হইতে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকা হইয়াছে যে, মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের দ্বারা যাবতীয় ফরম মুদ্রিত করাইয়া লইবেন।

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ উক্ত আদেশ সারে অনেক ঠিকাদারকে আহ্বান করিয়াছিলে কিন্তু সকলেই যে প্রকার ব্যয়ের চুক্তি করি তাহা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অপেক্ষা অধিক পড়িল। সরকারি ব্যয় সম্বৎসরে অনূন ১১০ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা হইয়া থাকে। ি ঠিকাদারেরা এই ব্যয়ে যাবতীয় কার্য্য সম্পা স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। ব্যয়ের কথা বা ঠিকাদারেরা অপর একটী সঙ্গত আপত্তি উত্থা করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের ৩০০০০০০০ তিন কোটী ফরমের প্রয়োজন থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বন্দোবস্তে কেবল বৎসরের নিমিত্ত ঠিকা দিতে আদেশ করিয়াছিলে ঠিকাদারেরা বলেন, এই বৃহৎ কার্য্যসম্পাদ নিমিত্ত অনেক আয়োজন চাই; কিন্তু স্বল্পকা জন্য বন্দোবস্ত থাকিলে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ি লাভ পাইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণর জেনরল আপত্তিটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দশ বৎস নিমিত্ত প্রতিবারের ঠিকাবন্দোবস্ত করিতে অনু দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এমন কিছু বাসনা যে, সমগ্র কার্য্যভার একজন ব্যক্তিকেই দ হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব সাধা কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত সমস্ত ফরমকে শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা (১) ওয়ের ফরম; (২) ডাক ও জঙ্গলবিভাগের ফ

পুর্ত্তকার্য্য এবং সৈনিকবিভাগের ফরম, এবং
) অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের ফরম। কোন
দার স্বীয় ক্ষমতানুসারে ইহার একটী কিম্বা
াধিক শ্রেণীর ঠিকা লইতে পারিবেন। ফরম
র মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, বাঁধাইয়া যথা স্থানে প্রেরণ
তে হইবে।
গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয় অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের
লয়ে কেন যে স্বল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন
য় না, আমরা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারি
না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যায়
য়াহি, রোসনলাল, মুরলীধর, মুন্সিনেওয়াল
প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের ঠিকার
য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ত গবর্ণমেণ্টের
ক্ষা স্বল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া
ক্ষ দশ টাকা লাভ করিতেছেন। তবে এখ
শ কি নিমিত্ত ব্যয় বাহুল্য পড়িবে? পূর্ব্বে উক্ত
দারেরা কলিকাতা হইতে প্রয়োজনোপযোগী
জ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতেও তাঁহা-
ক্ষতি হইত না। কলিকাতাবাসীরা সহরে
য়াই সমস্ত দ্রব্য পাইবেন, অনেক বিষয়ে তাঁহা-
ব্যয় সংক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা। এ দিকে
ার গবর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল প্রেসে আমিরী কাণ্ড,
অধ্যক্ষেরই বেতন কত! তদ্ভিন্ন অনেক কর্ম্ম-
াই গায়ে ফুঁ দিয়া আয়েস করিয়া বেড়ান। সে
অযথা ব্যয় পড়িয়া থাকে, তাহাতে কোন
হ নাই। দেশীয় লোকের যন্ত্রালয়ে অবশ্যই
ব্যয় পড়িবে। কিন্তু একটা কথা হইতেছে,
মেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যে সমস্ত ফরম মুদ্রিত হয়
ার কিরূপ হিসাবে ব্যয় ধরা হইয়াছে বলা যায়
যদি কেবল কাগজ, কালী, মজুরের কম্পোজ
মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ও বাঁধাই প্রভৃতির খরচ ধরা
া থাকে, তবে ঠিকাদারদের সঙ্গে ব্যয়ের
নতা ঘটিতে পারে। সেণ্ট্রাল প্রেসে অধ্যক্ষ
ভৃতি কর্ম্মচারিদিগের বেতনে, দ্রব্য সামগ্রীর মুল্যে
অন্যান্য সম্বন্ধে সাকল্যে কত টাকা বাৎসরিক
হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানা আবশ্যক;
প্রেসে সম্বৎসরে কি পরিমাণে কার্য্য হয় এবং সেই
কার্য্যের কত অংশ বাহির হইয়া আসিতেছে,
সেই অংশের উপর সুদ্ধ কত ব্যয় পড়িতে
; এ প্রকারে হিসাব করিয়া দেখিলে, বোধ
ঠিকাদারদের চুক্তি সস্তা হইবে। আমরা
টামোটী এই একটা হিসাব বুঝিতেছি, কাগজ
লী প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় উভয় পক্ষেই যদি
ল্য হয়, কিন্তু অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারিদের বেতন
থায় যাইবে? সেগুলি ত অতিরিক্ত ব্যয়।
াদের অনুরোধ, গবর্ণমেণ্ট যখন এই মহোপ-
কারী প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন, তখন ইহার
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কার্য্য শেষ করিলে
ভাল হয়।

আর একটী আপত্তি আছে,—বাৎসরিক যতগুলি
ফরমের প্রয়োজন হয়, বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহার
অপেক্ষা বেশী ফরম আবশ্যক হইলে, তদ্বিষয়ে গবর্ণ-
মেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে। যদিচ ঠিকা
কাজের এমন প্রথা নহে, কিন্তু এটী অন্য ঠিকা
কাজের তুল্য নহে। দশ ক্রোশ পথ আট হাত
প্রস্থে বাঁধাইতে হইলে কত ব্যয় পড়িবে, ঠিকাদার
তাহা হিসাব করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু গবর্ণ
মেণ্টের ফরমের প্রয়োজন কোন্ বৎসর কিরূপ
হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। চলিত তিন
কেটীর কম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বৎসর
বৎসর কার্য্যপ্রণালী বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, সুতরাং
অধিক ফরমেরই প্রয়োজন হইতে পারিবে। দ্রব্য-
সামগ্রীর মূল্যের ন্যূনাধিক্যের জন্যই ঠিকাদারেরা
দায়ী। আমাদের বিবেচনায়, সেণ্ট্রাল প্রেসের
নিঃসম্পর্ক লোক দ্বারা ঠিকা বিলি করাইলে উচিত
কর্ম্ম হইত।

চৌকিদারী চাকরান ভূমির উপর ট্যাক্স সংগ্রহ।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য প্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার
নহে। স্থান ভেদে প্রাচীন প্রথা অদ্যাবধি অনেক
স্থলে প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কচিৎ কোন
কোন স্থানে পূর্ব্বতন ধারাগুলি জনসাধারণের
বিশেষ হিতকর, আবার কোন কোন নিয়ম গুলি
অনিষ্টপ্রদ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশের
অনেক স্থানেই চৌকিদারী ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,
তথায় পঞ্চায়ত সভা এবং কলেক্টিং মেম্বর আছেন।
কলেক্টিং মেম্বর গ্রামস্থ প্রজাদের নিকট হইতে প্রতি
ত্রৈমাসিক কর সংগ্রহ করিয়া চৌকিদারদিগের
বেতন দেন। যে যে স্থানে চাকরান ভূমি আছে,
এখনও তত্তৎস্থানে প্রায় চৌকিদারী কর প্রবর্ত্তিত
হয় নাই। পূর্ব্বে জমিদারেরা এখনকার মত কেবল
ভূমির খাজনা আদায় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি
তেন না; তাঁহাদের বিস্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল,
রাজ্যের বিস্তর কাজ তাঁহাদের হস্তে উপন্যস্ত
থাকিত। জমিদারেরা একপক্ষে পুলিসের যাবতীয়
কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা, চুরী খুন
প্রভৃতি সমস্ত অন্যায় অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহা-
দিগকে দায়ী থাকিতে হইত। প্রচলিষ্ণু সৈন্য
সামন্তকে খাদ্যাদি যোগাইতে হইত, ফলতঃ মফস্ব-
লের অনেক কাজ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণে সমর্পিত
ছিল।

তৎকালে চৌকিদারেরা জমিদারের সাক্ষ
কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত, তজ্জন্যই তাঁহা
অন্যান্য চাকরের ন্যায় চৌকিদারদিগকেও নি
ভূমি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে টাকা কড়ি দুল
ছিল, সে কারণ নিয়মিত দাস দাসী ও অপর কর্ম্মচা
দিগকে রাজা এবং জমিদারগণ ভূমি দান করিতেন
রাজকার্য্যে একবার কেহ নিযুক্ত হইলে তাঁহ
তৎকার্য্যে অধিকার একেবারে কৌলিক হই
পড়িত। এক্ষণে যে যে গ্রামে, যে যে পরগণ
চৌকিদারদিগের চাকরান ভূমি দৃষ্ট হয়, তাহাও
প্রাচীন নিয়মের অধীন। চাকরান ভূমি মা
জমি নহে, ব্রহ্মোত্তরও নহে,—ভূমি নাম মা
বস্তুতঃ সেটী নগদ টাকা,—চাকরের বেতন স্বরূ
চৌকিদার চাকরান ভূমিতে চাস করে বটে, প্রত্যু
সে কাহারও প্রজা নহে,—সরকারী চাকর,
এক্ষণে পুলিসের সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী। পুলিসের ক
ষ্টেবল প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ মাসে মাসে বেতন পা
থাকে, চৌকিদারেরা সর্ব্বত্র সেরূপ পায় না, অনে
স্থলে চাকরান ভূমিই তাহাদের বেতন। এ
জিজ্ঞাসা হইতেছে, জমিদারীর অন্তর্গত অন্য
সাধারণ প্রজার সঙ্গে চৌকিদারেরা পরিগ
হইতে পারে কি না? চৌকিদারেরা অন্য
সাধারণ প্রজার শ্রেণীভুক্ত বটে কি না? সূক্ষ্ম
বিবেচনা করিয়া দেখিলে চৌকিদারেরা অন্য
প্রজার সমশ্রেণিক নহে। চৌকিদারেরা চাকর
প্রজা নহে। পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারের চা
ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইয়াছে; ফ
তাহারা যে চাকর সেই চাকরই আছে। অ
তাহাদের চাকরান ভূমির উপর রোড্সেস, প্র
কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে প
না। কনষ্টেবল প্রভৃতির উপর ইন্‌কম ট্যাক্স নি
হইলে যে ফল হয়, এ স্থলেও কার্য্যে তাহাই
তেছে। কারণ, চাকরান ভূমি চৌকিদারের বে
বেতন স্বরূপ। কিন্তু দেশে যখন ইন্‌কম ট
প্রচলিত না থাকে, তৎকালে চৌকিদারদিগকে
নিমিত্ত ট্যাক্স দিতে হয়? ঐ বেতনটী ভূমির
রূপে না থাকিলে চৌকিদারদিগের ত কর লা
না। নগদ টাকায় বেতন দিলে তাহারা এই
ভার হইতে অব্যাহতি পাইত। সুতরাং বিবে
করা উচিত, এক স্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স হ
চৌকিদারকে সম্বৎসরে নগদ টাকায় ৪৮, টা
বেতন দেওয়া হয়। আবার অন্যত্র চৌকি
ট্যাক্স প্রচলিত নাই, চাকারান ভূমির উপস্বত্ব হ
চৌকিদারের সম্বৎসরে ৪৮, টাকা পোষাইয়া থা
এমন স্থলে ঐ ৪৮, টাকার উপর কোন প্রকার
নির্দ্দিষ্ট হইলে অন্যায় ও পক্ষপাত করা হয়। এ

মের কেবল রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে;
এব এক স্থানে নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হয়,
ন্য চৌকিদার পুরা বেতন পাইল; আবার অন্যত্র
টাকায় বেতন দেওয়া হয় না, তন্নিমিত্ত সে
বেতন পাইতে পারিল না, এ প্রকার বিধিবৈষ
কখন পক্ষপাতশূন্য বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন
রা দেখিতেছি, অনেক স্থানেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্ত
মীরা অযথা কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন;
াও দরিদ্র চৌকিদারদের প্রতি অত্যাচার করা
তেছে। চৌকিদারি চাকরাণ ভূমির কোন
ষ্ট খাজনা নাই, সে কারণ জমিদারেরা প্রায়
রমিত খাজনা কল্পনা করিয়া তাহার উপর কর
চত করিয়া থাকেন। এই রূপ নানা দিক দিয়া
কিদারদের ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। আমাদের
চনায়, চৌকিদারী চাকরাণ ভূমির কর নির্দ্ধা-
করা বিধেয় নহে, গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করিয়া
র চৌকিদার দিগকে রক্ষা করুন।

লোক সমষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞলোকের ত্রাস।

রঘুবংশকার লিখিয়াছেন,—তস্য সংবৃত মন্ত্রস্য
কারেঙ্গিতস্য চ। ফলানুমেয়াঃপ্রারম্ভঃ
ারাঃ প্রাক্তনা ইব। রঘুরাজা যৎকালে মন্ত্র-
ন মন্ত্রণা করিতেন, কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত
া হইতেছে, তদীয় আকার ইঙ্গিত দৃষ্টে কেহই
া বুঝিতে পারিত না; কিন্তু অতঃপর কার্য্যের
মন্ত্রের ফল অনুমিত হইত। পাঠক! জানেন,
ক সংখ্যা নিশ্চিত করিবার সময় অজ্ঞলোকের
কি না আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কত
কে কত কথাই বলিয়াছিল; কিন্তু লোক সংখ্যা
ত হইলে কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইবে যে,
া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সাঁওতাল-
ার ত কথাই নাই। সে বার লোকসমষ্টির পর
প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এ বারও গবর্ণমেণ্ট সেই
শে লোক সংখ্যা লইতেছেন, এ আশঙ্কা তাহা
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বহু যত্নে কেহই
দের ভ্রম দূরীভূত করিতে পারেন নাই।
ান্য অজ্ঞলোকদিগকেও আমরা বিস্তর বুঝাইয়া-
াম, তৎকালে আমাদের বাক্যে কেহই কর্ণপাত
নাই। সম্প্রতি ইনকম ট্যাক্সের আশঙ্কা চতু-
ক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি
ভ্রণায় লোক সংখ্যা করিয়াছিলেন, এখন ফলে
া প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর না করুন,—কিন্তু
ময় যদি কোন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হয়, তবে
মেণ্টকে অজ্ঞলোকেরা আর কিছুতেই বিশ্বাস
বে না। পুনর্ব্বার লোক সংখ্যা গ্রহণের সময়
যে উৎপাত ঘটিবে, তাহা এখন কে বলিতে
পারে? অজ্ঞলোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রবল,
তাহারা লোক সংখ্যা কারিদের প্রতি অত্যাচার
করিতে ক্রটি করিবে না, দুর্ব্বলেরা সত্য কথা বলিবে
না; যাহার ঘরে সাত জন লোক থাকিবে হয় ত
তিন জন বলিয়া বুঝিবে।

এত দিন ইংরাজেরা অজ্ঞলোকদের চক্ষেই দেব-
তুল্য পবিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায়পরতা
বিচার প্রজাপালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সকলের
চক্ষে পবিত্র বোধ হইত। সুশিক্ষিত লোকেরা
আধুনিক ইংরাজদের চিত্ত-প্রবৃত্তি স্পষ্ট বুঝিতে
পারিতেছেন, তাঁহারা ত পদে পদে কুণ্ঠিত হইতে
পারেন; কিন্তু কালের কেমন বিচিত্র গতি, সত্যকে
অধিকক্ষণ গোপন করিয়া রাখা যায় না, অজ্ঞ
লোকেরাও এখন তাঁহাদের মনের স্বার্থপরতাভাব
বুঝিতেছে। যে স্থানে ভক্তিশক্তি নাই, সেখান
হইতে ও অবিশ্বাস ও অখ্যাতি স্ফুটিত হইয়া পড়ি-
তেছে। একটী প্রবাদ আছে, রাজা বিদ্যা এবং
যুবতি ভার্য্যাকে কখন বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত
থাকিবে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য
প্রণালী দেখিয়া অনেক বিষয়ে এই বাক্যের স্বার্থ-
কতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যে রাজাকে
সকলে গুরু বলিয়া সম্মান করিত, আজ তাঁহাকেই
চক্রী ও শোষক রাজা বলিতে কেহ সঙ্কুচিত হই-
তেছে না।

রাজা না হয় প্রবল ক্ষমতাপন্ন; উৎকট আইন
দ্বারা হউক কিম্বা গুরুতর দণ্ডবিধান দ্বারাই হউক,
প্রজার মুখ বন্ধ করিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,
রাজা কি প্রজালোকের আন্তরিক অনুরাগ প্রার্থনা
করেন না? বিবেচনা করুন, লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত
হওয়ায় দীন দুঃখী প্রজার উপর কি অত্যাচার না
হইয়া গিয়াছে? ইংরাজ শাসনাধীনে এত অন্যায়
অত্যাচার কস্মিনকালে হয় নাই। কর্ত্তারা মফ
স্বলের অবস্থা যত তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাত হইতেছেন,
প্রজাদের কোথায় কষ্টের লাঘব হইবে,—না উত্তর
উত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে লেপ্টে-
নাণ্টগবর্ণরের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক
জিজ্ঞাসা করিবেন,—পূর্ব্বে তিনি বড় প্রজাবন্ধু
ছিলেন, এখন মূর্ত্তিটা কেমন!—কর্ত্তা হইলে যেমন
হয়। ইনিই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিধাতা,
ইনিই অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের পরামর্শদাতা, ইনি
বাঙ্গালার আসনে আসীন হইয়া অনেকগুলি কীর্ত্তি
রাখিলেন; লর্ড লিটন থাকিলে, আরও দুই চারিটী
রাখিতেন, ধূপবৎ শুষ্ক বাঙ্গালা জ্বালিয়া দিতেন।
ট্যাক্স সম্বন্ধে লর্ড মেয়ো এবং ষ্ট্রাচি সাহেব যে মত
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি ও তাহাতে সহি
দিতেছেন। সকল কর্ত্তাই বলিতেছেন,—ভার
বাসিদের কণ্ঠচ্ছেদন কর; তদ্বিষয়ে তাঁহাদের ব
দোষ দেখা যায় না, মতবৈষম্য ও নাই, যত দে
এ দেশীয় জেলাদের,—তাঁহারা চোট মারিতে পা
তেছেন না। সর্ব্বাদৌ এই বিধি ব্যবস্থাপিত হই
ছিল, যাহার বাৎসরিক এক শত টাকার অ
ধিক আয় তাহার উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে ন
কারণ যাহার একশত টাকা আয় তাহার অব
নিতান্ত শোচনীয়, তাহাকে পথের ভিক্ষুক বলিতে
বলা যায়। হয় ত গৃহে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা, একটী
ও তিনটী সন্তান আছে; তাহাদের ভরণ পো
এবং নিয়মিত ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক দেয় দণ্ড
কি রূপে বহে?—সুতরাং তার কর নাই। অত
লোকের বাৎসরিক আয় এক শত এক টা
হইল, অবস্থা ও স্বচ্ছল হইয়া পড়িল, কারণ এ
বাড়িয়াছে। এদেশের বাবু বিচক্ষণ ন্যায়পরা
দূরদর্শী এবং আইনজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি
অন্যথাচরণ করিতে পারেন না, কাজেই সে
ব্যক্তির উপর কর নির্দ্ধারিত হইল।

যাহাদের এক শত টাকার অধিক আয় তা
দের নিকট কর গ্রহণ করিলে সাতিশয় উৎপী
হয়, তদ্দৃষ্টে দ্বিতীয়বার এই ব্যবস্থা হয়
যাহাদের আড়াই শত টাকার কম আয় তা
দের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে না। পরিশেষে তৃ
বারে এইরূপ আইন করা হয় যে, যাহা
পাঁচ শত টাকার কম আয় তাহাদিগের কর লাগি
না। ১৮৮০-৮১ অব্দে ১৪৮৪৮৬১ টাকা কর স
হীত হইয়াছে। ১৮৭৯৮০ অব্দে ১৬৬৬৯৯৭ টা
আদায় হইয়াছিল। পাঠক! আশ্চর্য্য দেখুন,
লোককে অব্যাহতি দিয়াও ১৭৮৬৪ টাকা আয় বৃ
হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি? পূর্ব্বাপেক্ষা
ব্যবসায়ীদের যে বেশী লাভ হইয়াছে, এমন নিশ্চ
কিছু তর্ক করা যায় না। পাঠকের স্মরণ আ
আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি, অনেক নি
শ্রেণীর করদাতা উপর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে
আর বৃদ্ধ হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। ফরিদ
জেলায় স্বয়ং কালেক্টর সাহেব এই পথ অবল
করিয়া অনেক দরিদ্র ব্যক্তির জীবন সংশয় করি
তুলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মেদনীপুর এবং কটকেও
ঘৃণিত অন্যায় প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এদি
আদায় দৃষ্ট হইতেছে, সর্ব্বত্র প্রজাদিগের অবস্থা
ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যথা
অবস্থানুসারে কর নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত শ্রীযু
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের
হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, কি
বোর্ড তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না।

ী সবডেপুটীকে এক একটী জেলায় ভারার্পণ
হয়। ইহাতে কার্য্যের যতদূর সুব্যবস্থা হইবার
বনা, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। পূর্ব্বে
মেয়ো এবং ষ্ট্রেচি সাহেব বলিয়াছিলেন যে
াং সম্বন্ধে কোন কর আদায়ের ভার এদেশীয়
কর হস্তে সমর্পণ করিলে ভূরি অন্যায় ও অত্যা
হইবারই সম্ভাবনা। ইডেন সাহেবও সেই
র মতের পোষকতা করিয়াছেন, ইহা সামান্য
ভয়ের কথা নয়। সবডেপুটি একটী জেলার
র পরিদর্শন করিতে হইবে; কেবল গ্রামের
রাস্তা দিয়া পাল্কি কিম্বা ঘোড়া চড়িয়া গেলে
্যসিদ্ধি হইবে না। প্রতি গ্রামের প্রত্যেক বা
ীর প্রকৃত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে
ব; হিসাব পত্রের কাগজ দেখা চাহি, লোকের
ট অনুসন্ধান করা চাহি; তবে কর্ত্তারা লোকের
স্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এই প্রণালীতে কার্য্য
ন্ন করিলে প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে এক দিন
য়া থাকা আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় ৫০৮৪
নি গ্রাম, অতএব অন্যূন চৌদ্দ বৎসর আট মাস
ভ্রমণ না করিলে একটী সমগ্র জেলার প্রকৃত
স্থা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কাজেই আসেসর বাবু
০ খানির অতিরিক্ত গ্রাম পরিদর্শন করিতে
রেন নাই। আমাদের মতে ইহাও অত্যধিক
য়াছে। কেবল গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা আসেসরের
্য নহে; তাঁহাকে আপীল শুনিতে হইবে, নিজ
াব পত্র লেখিতে হইবে, তাহাতে প্রায় ছয় মাস
তিবাহিত হয়, বক্রি ছয় মাসে কতদূর পরিভ্রমণ
গ্রামবাসীদের অবস্থার তদন্ত হইতে পারে? অত্যা
র আসেসরেরা করেন না, গবর্ণমেন্টের অনিয়মিত
আদেশ নিয়মের পত্র পাঠাইয়া দারুণ অত্যা-
রকে প্রচার গৃহে আনিয়া দেয়। যখন অযথা
র নির্দ্ধারণের অনুমতি রাজলেখনীর মুখাগ্র হইতে
নির্গত হইয়াছে, অত্যাচার করিতে হইবে কেন,--
াচারকে তখনি ত সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান
রিয়া আনা হইয়াছে। আসেসরেরা ত অত্যাচারকে
নিতে বলেন নাই, স্বয়ং গবর্ণমেন্টই ত আতিথেয়
ংকারের নিমিত্ত অত্যাচারকে আসন দিয়াছেন,
াসেসরেরা করিবেন কি? কই,—প্রতি জেলার
্যোপযুক্ত আসেসর নিযুক্ত হউন, কোন প্রকার
ুখে অত্যাচারের কথা বিনির্গত হয়,—দেখি? যদি
লেন, বাহ অনুমান হইবে কেন? তাই ত বলিতেছি
ত্যাচার অন্যায় এবং প্রজাপীড়ন হইবে না কেন?
াগ বাড়িতে হইবে, কিন্তু মা করিবে না,—ক্ষুদ্র
ুদ্ধি জ্ঞানহীনেরা সে কৌশলে কখন শিক্ষা পান
াই। ইংরেজেরা সভ্য জাতির নিকট অন্যান্য
ুকল বিদ্যার শিক্ষা করেন, কিন্তু তেমন বিদ্যা
শিক্ষা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি যাইবে না। তাঁহারা সভ্য ভব্য হইতে শিখিবেন, শিষ্টাচারী হইবেন, এ গুলি তাঁহাদের কৌলিক ধর্ম্ম, জাতীয় পেসা,—পরন্তু রাজনীতির কূট গূঢ়তায় চির দিন মূঢ় হইয়া থাকিবেন।

সর্ব্বাদৌ লাইসেন্স ট্যাক্স মূর্ত্তিমান পাষাণময় অত্যাচার। ছোট লাট সাহেব ত বঙ্গদেশের সবিশেষ অবস্থা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বাঙ্গালার অন্তর্গত কোন বিষয় যদি তাঁহাকে বলা যায়, সেটা কেবল তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তিনি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে স্বীয় অসামান্য ধীশক্তি বলে আজ বঙ্গের উচ্চাসনে সমাসীন হইয়াছেন,—তবে তাঁহার অপরিচিত কি আছে? তিনি ডোমের বৃত্তি হইতে মণিকারের বিপণি পর্য্যন্ত দিব্য চক্ষে দেখিয়াছেন। কাহার কি কষ্টে দিনপাত হয়, তিনি কি জানেন না? যৎকালে তিনি বারাশতের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন আমরা তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলাম, অতঃপর যখন তিনি নীলকরদিগের উপদ্রব নিবারণ করিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহার স্তাবক হইলাম। প্রজাহিতৈষী সজ্জনাগ্রগণ্য সাহেবদিগের নামোল্লেখ হইলে, আমরা ইডেন সাহেবকে সর্ব্বাগ্রে গণনা করিতাম। ইডেন সাহেব বাঙ্গালিদের পরিচয় বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু বড় কষ্টের কথা শেষটা ভাল গেল না,—তিনিও আমাদের লইয়া সুখী হইলেন না, আমরাও তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে প্রভেদ বিস্তর। ইংলণ্ডের অবস্থা দৃষ্টে এদেশে কিছুতেই কর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমাদের অনেক রাজস্ব সচিব মহাত্মা লেইং সাহেব এই প্রকার মত প্রকাশ করেন,—" যদি ও সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিং " রাজাদিগকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া সকলের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে লাইসেন্স ট্যাক্স ও আরও অন্যান্য নানাবিধ ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে, এই আশঙ্কায় ইংরাজ শাসন যার পর নাই সকলের অতীব বিরাগের স্থল হইয়া উঠিল। এতদ্দ্বারা এ দেশীয় লোকের চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডবাসীরা তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডে ইনকম ট্যাক্স এবং লাইসেন্স ট্যাক্স ন্যায়ানুগত বলিয়াই বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে করদাতৃগণকে যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা সাতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম। ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত করিবার সময় প্রায় ৭০০০০০ কিম্বা ৮০০০০০ এবং লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত করিবার
সময় ৫০০০০০ কিম্বা ৬০০০০০ জন করদাতাকে শ্রেণী-
বদ্ধ করিয়া কর আদায় করিতে হইয়াছিল। এই
সমস্ত ব্যক্তির অবস্থার তদন্ত করিবার নিমিত্ত স্বল্প
বেতনে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। সুতরাং
তদ্দ্বারা যে প্রবঞ্চনা ও উৎপীড়নাদি দোষ ঘটিবে
ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। চতুর্দ্দিক হইতেই
রাজভক্ত পরম বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে
বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, ইনকম ট্যাক্স প্রব-
র্ত্তিত হওয়ায় সাধারণ লোকের চিত্ত এককালে
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যতে
পাছে আরও অন্য কোন ট্যাক্স প্রচলিত হয়
তজ্জন্যও সকলে আশঙ্কা করিতেছে। লর্ড ক্যানি-
ঙের সঙ্গে প্রথমে আমার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি
ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যা
দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করে
ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত না করিলে যদি ৪০০০
হাজার ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া ভারতরাজ্য বিপদ্
গ্রস্ত হয়, তাহাও ভাল; তবু ট্যাক্স দ্বারা প্রজাপীড়
করিয়া ১০০০০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া থাক
সুখজনক [illegible]। নূতন কর প্রবর্ত্তিত করায় আ
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উপকার দর্শিয়াছে, যদি এম
ধারণা হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ ক
কর্ত্তব্য। ১৮৬০ সালে ১০৭১০০০০০ টাকার অস
লান থাকে। তৎপরে ১৮৬২ সালে ১৪০০০০
টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সৈনিক বিভাগ এবং অন্যা
বিষয়ের ৮০০০০০০০ টাকা ব্যয় কমাইয়া দেও
হইয়াছিল এবং ভূমি আবগারী শুল্ক লবণের শ
ও ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি হইতে ২০০০০০০০ টাকা অ
বৃদ্ধি হয়। তদ্ব্যতীত ১৫০০০০০ টাকা নূতন
দ্বারা সংগৃহীত হয়। এতদ্দ্বারা সমস্ত ভারত
এককালে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

লেইং সাহেব যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বা
বিক তাহা অযথা নহে। এদেশে কর দি
যোগ্য কয় জন ব্যবসায়ী আছেন? যাঁহা
প্রকৃত মহাজন নাম দেওয়া যায়, তেমন ধনী অ
অল্প। বিলাতের মত এদেশে একজন ধনী ব
সায়ী নাই। সে স্থলে লাইসেন্স প্রভৃতি ট
সকলের পক্ষেই দারুণ ভারবহ হইবে, সন্দেহ
গবর্ণমেন্ট সত্বর এই করপদ্ধতি রহিত করুন, কা
বস্ত্রের উপর যে প্রকার শুল্ক ছিল, পুনর্ব্বার ত
নির্দ্ধারিত করুন। তাহা হইলে রাজস্বের
ক্ষতি হইবে না। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্র
বস্ত্রের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিলে এ দে
লোকেরও কষ্টকর হইবে না অথচ রাজস্বের অ
দূরীভূত হইবে।

বারুইপুর মহকুমা।

আমরা অনেক দিন অবধি শুনিতেছি এই মহ-
টী উঠিয়া যাইবে। এটী উঠিয়া গেলে যে অনিষ্ট
ব সেটী যেন আমাদের মনে সত বিস্ফুর্জ্জিত
াছিল। ক্রমে আমরা লোকের মন চর্চ্চিয়া
লাম। যাঁহারা বারুইপুরের অবস্থা বিশেষ-
া জানেন, তাঁহারা বলেন এ মহকুমাটী উঠিয়া
ল মহা অনিষ্ট ঘটিবে। দস্যু তস্করাদির প্রভাব
বে, প্রবলের অত্যাচার বৃদ্ধি হইবে। গদাধর
পদ্ম চাপাইয়া দেওয়াতে গয়াসুর যেমন শির
ালন করিয়া ত্রিজগৎ ধ্বংস করিতে পারিতেছে
তেমনি বারুইপুরের মহকুমা থাকাতে দুষ্ট
কেরা বারুইপুরের সুখস্বচ্ছন্দাদি সংহারে সমর্থ
তেছে না। মাথা চাপা আছে বটে, তথাপি
রা এক এক বার মাথা নাড়া দেয় তাহাতেই
ুরপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। মধ্যে
হাইকোর্টের উকীল, বারিষ্টার, জজ আদাল-
উকীল প্রভৃতির বারুইপুর মাজিষ্ট্রেটী আদা-
ত যে পদধূলি পড়ে তাহার কারণ কি?

আমাদিগের বিবেচনায় ঐ মহকুমাটী উঠাইয়া
য়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। চলিত কথায় বলে
থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। যাঁহারা
বোধে এটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন,
উঠিয়া গেলে তখন তাঁহারা ইহার
াদা জানিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে
রিবেন এই মহকুমাটী থাকাতে কি উপকার লাভ
তেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে এই
কুমাটী প্রতিষ্ঠিত হয়? এখন কি সে কারণ
ূলিত বা বিলুপ্ত হইয়াছে? এখন কি বারুইপুর
্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়া দুষ্ক্রিয়া
তে বিরত হইয়াছে? চৌর্য্য ও দস্যুতা মহা
প বলিয়া দস্যু ও তস্করেরা কি তাহা পরিত্যাগ
িয়াছে? পাপ শঙ্কায় প্রবলেরা কি পর ধন লুণ্ঠন
াসে বিমুখ হইয়াছে? অত্যাচারিরা কি
র্ম ধার্ম্মিক হইয়াছে? যে বারুইপুর সেই বারুই
ই আছে। আজ যদি মহকুমাটী উঠিয়া
দুষ্টের দল মাথা উঁচু করিয়া উঠিবে। মনু
লন—

"সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।"
অধিকাংশ দুষ্ট এখন দণ্ড ভয়ে মৌনব্রতাবলম্বী
য়া আছে।

হিন্দুদিগের নিকটে গোরু এত পূজ্য কেন,
ভী দুগ্ধ দেয় সেই দুগ্ধে নিত্য নৈমিত্তিক দৈব ও
্যক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরেরা
পান করিয়া জীবন ধারণ করে। সুস্থব্যক্তিরাও
দুগ্ধে পুষ্টদেহ হয়। গোময়ে গৃহ পবিত্র হইয়া
থাকে। বৃষেরা ক্ষেত্র চলিয়া দেয়। ভার বহন করে এবং গোবংশের নিত্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। গোরু হইতে নিত্য এত মহৎ উপকার হয় বলিয়া গোহত্যা হিন্দুশাস্ত্রে এত নিষিদ্ধ। এই সকল উপকার বিবেচনা করিয়াই গো-বধ করা দূরে থাকুক, জ্ঞানবান্ হিন্দু গোগাত্রে দারুণ প্রহারও করে না। আমরা আরও একটী দৃষ্টান্ত বলি। হিন্দুরা নারিকেল বৃক্ষকে পূজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারও কারণ ঐ, নারিকেল বৃক্ষ হইতে গৃহস্থের নিত্য উপকার। নারিকেল বৃক্ষের কোন অংশ ত্যাজ্য নয়। নিত্য উপকারী বলিয়া দেশের প্রবাদ এই নারিকেল বৃক্ষ ছেদনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। অতএব যে নিত্য উপকারী তাহার সংহার বিধি-বোধিত নহে। ঐরূপ বারুইপুর মহকুমাটী নিত্য উপকারী। ঐ মহকুমাটী থাকাতে দুষ্টলোকের নিত্য দমন হইতেছে। দুর্ব্বলেরা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। নিরীহ লোকেরা সুখে ঘরসংসার করিতেছে। যাহা হইতে এত উপকার তাহার সংহার করা কর্ত্তব্য নয়। দীর্ঘ বিবেচনা না করিয়া যদি তাহার সংহার করা হয়, হঠকারিতা প্রকাশ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল বারুইপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে, উৎপীড়িত ব্যক্তিরা রেলযোগে কলিকাতায় গিয়া মকদ্দমা করিয়া আসিবে, এটী বড় সহজ কথা নয়। এক দিন রেল ভাড়া দিয়া কলিকাতায় গেলেই মকদ্দমার শেষ হইবে না। কলিকাতায় যদি আদালত হয়, উকীল মোক্তার প্রভৃতিকে সেই খানেই থাকিতে হইবে। না থাকিলে তাঁহাদের ব্যবসায় চলিবে না। অর্থি প্রত্যর্থিদিগকে উকীল মোক্তার প্রভৃতির বাসস্থানে গিয়া মকদ্দমার পরামর্শ জানিতে হইবে এবং আর্জ্জি ও জবাব প্রভৃতি লেখাইতে হইবে। এ সকল কার্য্য করিতে গেলে অর্থি প্রত্যর্থিদিগকেও কলিকাতায় বাসা করিতে হইবে। রেলওয়ের খরচ, বাসার খরচ, মকদ্দমার খরচ এবং উকীলের ফি দিয়া কয় জন লোক মকদ্দমা করিতে পারিবে? বারুইপুর মহকুমার এলাকা নিতান্ত সংকীর্ণ নয়। বিশেষতঃ এই এলাকার মধ্যে অধিকাংশ দুঃস্থ ও ইতরলোকের বাস। তাহারা কি ঐ বিপুল ব্যয় করিয়া মকদ্দমা চালাইতে পারিবে? সুতরাং অধিকাংশ লোককে কীল খাইয়া কীল চুরী করিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। দস্যু তস্করাদির প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে।

মহকুমাটী উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব হইল কেন? এ বিষয়টীরও একবার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া
গিয়াছে। এ কমিবারই বা কারণ কি? ঐ বারুই
পুরে যে দেওয়ানী আদালত আছে তাহাতে প্র
জন মুন্সেফ মকদ্দমা করিয়া ছিড়াম মারি
পারেন না। দেওয়ানী সম্বন্ধে বারুইপুরে
লোকেরা যদি সৎ না হইল, ফৌজদারী সম্ব
তাহারা যে সৎ হইয়াছে ইহা কিরূপে আম
বুঝিতে পারিব। তবে ফৌজদারী মকদ্দমার হ্
হয় কেন? আমরা ত ইহার নির্ণয় করিতে পা
তেছি না। ভাল, এমন ত ঘটনা হয় নাই? বিচারপ
স্বয়ংই মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাসের কারণ হইয়াছে
বোধ কর বিচারপতি বড় কড়া, তাঁহার নিক
আসামীর নিষ্কৃতি নাই, ফরিয়াদির নিষ্কৃতি না
সাক্ষীরও নিষ্কৃতি নাই। ফরিয়াদি যদি আসামী
দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে পারিল আসামী দণ্ডনী
হইল। যদি ফরিয়াদি আসামীর দোষ প্রম
করিতে না পারিল ফরিয়াদি দণ্ডনীয় হইল। কি
অনেক স্থলে ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া ন্যায়, যুক্তি
আইনবিরুদ্ধ; অনেক স্থলে উকীল ও বারিষ্ট
দিগের কূটপ্রশ্নের প্রভাবে ফরিয়াদি প্রকৃত ঘটন
প্রমাণ করিতে পারে না। অনেক নির্ব্বোধ সাম
সাক্ষী জেরায় একে আর বলিয়া ফেলে; এরূপ স্থ
ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? এ
স্থলে সাক্ষীর দণ্ড হওয়াও বিধেয় নয়; আ
এরূপ ঘটনা হওয়াও অসম্ভবিত নয়, ফরিয়াদি
আসামীতে মকদ্দমার আপোষে মীমাংসা কর
গেল, ইহাদের মকদ্দমা রফা হওয়াতে সাক্ষীরা প
আদালতে আসিল না, কিন্তু বিচারপতি তাহা
গকে তলব করিয়া আনাইয়া বলিলেন ফ
য়াদি ও আসামী রফা করুক, কিন্তু তো
সমনের পৃষ্ঠে বেদ দিয়াছ অতএব তোমরা আ
লতে উপস্থিত না হওয়াতে আদালতকে অ
করা হইয়াছে, এই বলিয়া বিচারপতি তাহাদি
পাঁচ পাঁচ টাকা দণ্ড করিলেন। এ স্থলে এ দে
অশিক্ষিত অজ্ঞলোকদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর ক
বারুইপুর ফৌজদারী আদালতের যদি এরূপ ভ
কাণ্ড ঘটিয়া থাকে এবং সেই নিমিত্ত মকদ্দ
সংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে, আর সেই সং
হ্রাস দেখিয়া উপরিস্থ কর্ত্তারা যদি মহকুমাটী
ইয়া দিবার কল্প স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হ
কাজটী নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে তাহার স
নাই।

এক পয়সায় সংবাদ পত্র প্রেরণ।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এক পয়সায় সংবাদ
প্রেরণ করিবার যে নিয়ম করিয়াছেন, তা
গবর্ণমেণ্টের কেবল যে বদান্যতা প্রকাশ পা

প নয়, বিদ্যোৎসাহিতা-গুণেরও সবিশেষ হয় হইয়াছে। সংবাদ পত্রের মূল্য যত সুলভ রাহুল যত কম হইবে, ততই বিদ্যার বিস্তা ময় বিকীর্ণ হইবে। সংবাদ পত্র, পাঠকগণকে বিধ জ্ঞানরূপ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করে না। হইতে নানাবিধ জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জিত হইয়া । মানুষের যে যে বিষয়ে জ্ঞানপিপাসা ত, সংবাদ পত্র প্রায় তাহা পরিপূরণ করিয়া । সমাচার পত্রে প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে রাজ , সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, হার, দর্শন, বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়েরই আলো হইয়া থাকে। যিনি যে বিষয়ে ভক্ত তাঁহার বিষয়েই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যে বিষয় হইতে তর এত লাভ গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ের সৌলভ্য াদন করিয়া যে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহদান তেছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা াত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট তিন তোলা ওজনের চার পত্র এক পয়সায় পাঠাইবার নিয়ম করিয়া বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার কার্য্যটীকে অর্দ্ধ র করিয়া রাখিয়াছেন। কার্য্যের অর্দ্ধ সম্পন্নতা প্রকার বিড়ম্বনা। এক জন দাতা যদি শত র লোককে অন্ন দেন কিন্তু যদি উদর পুরিয়া দেন অর্দ্ধাশন মাত্র দান করিয়া আপনাকে কার্থ বোধ করেন সেটা কি বিড়ম্বনা নয়? তোলা ওজনের নিয়ম করাতে সমাচার পত্র রও সেই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন র্য্যের কার্য্য করিতে বসিলেন তখন তাহাকে চিত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন কেন? এখন ওজনের সংবাদ পত্র আধ আনায় যাইতেছে, ওজনের সংবাদ পত্র যাবৎ এক পয়সায় যাই- নিয়ম না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত র্য্যের কার্য্যটা পূর্ণ অবয়বে বিকসিত হইতেছে

গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন পূর্ব্বে যে আনায় সংবাদ পত্র যাইবার নিয়ম ছিল, হার পর আধ আনায় হওয়াতে সংবাদ পত্রের ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে। ডাকঘরগুলি গবর্ণ- ণ্টের লাভের স্থল না হয় এই আমাদের ইচ্ছা। র্থিকা সংবাদাদি দাতারা যেমন স্বয়ং ফলভোগী য়া সাধারণের উপকারকারী হন, গবর্ণমেণ্টও রনি ... ডাকঘর গুলিতেও স্বয়ং ফলভোগী য়া সাধারণের উপকারকারী হউন। সাধারণের কট ... আয় হইবে, তাহাতে যদি ডাকঘর লির ব্যয় নির্বাহ হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের নিজের ... সকল এই ডাকযোগে নীতানীত , ... যথেষ্ট। এ বিষয়ে লাভার্থ হস্ত কোচ ... হয় না।

ইউরোপীয় সমাচার।

পালমল গেজেট বলেন সার আর্বিন পেরি ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পারিস ১ লা জানুয়ারি। এম, গাম্বেটা পশম ও তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক অসঙ্গত রূপ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করাতে ইংরাজ কমিশনরেরা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ডের রেবিনিউ আপীসের ... সাহেব পারিভাষিক বৃত্তান্ত লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, পরস্পরের এক হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। টাইম্‌স পারিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একবাক্য হইয়া মিশরের কেদাইবকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রভুশক্তি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুত থাকিবেন এবং গোলযোগ উপস্থিত হইলে শান্তিরক্ষা করিবারও উপায় করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ভুক্ত সাত জন স্ত্রীলোক ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। অন্য চারি সহস্র ভূস্বামী একত্র হইয়া ডবলিনে এক সভা করিয়া ভূমি সংক্রান্ত আইনের অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু সহকারী কমিশনর যদি খাজনা কম করেন তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। মিশরের জাতীয়সম্প্রদায় সুলতানের প্রধান প্রভুভক্তি স্বীকার ও কেদাইবের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রোগ্রাম প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও কিছুদিনের জন্য ইউরোপীয় তত্ত্বাবধান ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৮ হাজার করিবার কথা বলা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। ব্রাইট সাহেব তাঁহার বার্ম্মিংহামস্থ নিয়োগকর্ত্তাদিগের নিকট বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ইংলণ্ডের যদি ও মিত্র নাই বটে কিন্তু একণকার ন্যায় কখনই তাঁহার শত্রুর সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে যে বল প্রয়োগ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তিনি তাহার পোষকতা করিয়াছেন।

চেম্বার্লেন সাহেব একটী সভায় বলিয়াছেন প্রজাদিগের অত্যাচার শতকরা ৪০ অংশে কমিয়াছে। তিনি ভূস্বামিদিগের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনার প্রতি উপহাস করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। গতকল্য কাইরস নামক স্থানে কতক গুলি অস্ত্র শস্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

ভেলিনিউস নগর হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন জলপথ ময়লা হওয়াতে সেখানের সৈনিকদিগের অত্যন্ত জ্বর হইতেছে।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। আমেরিকার সেক্রেটারি ব্লেন গত নবেম্বর মাসে এক সর্কুলার পত্র দ্বারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এ নবেম্বর মাসের মধ্যেই ওয়াসিংটনে আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, সকলে একবাক্য হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ করিবেন এবং বিদেশীয় রাজারা তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন তাহারও উপায় স্থির করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাজের ভ্রাতা কুমার গজে নারায়ণ ভূপ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া চারি বৎসরে পর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ভারতে কৃষিকার্য্য মনুপরাশরাদির সময় হইতে প্রায় একর চলিয়া আসিতেছে, কৃষির সংস্কার একান্ত আবশ্যক সংস্কারক বিনা উহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সদৃশ কয়েকজন ধনবান ক্ষমতা সম্পন্ন লোক যদি কৃষির সংস্কারক তাহা হইলে ভারতবর্ষের সবিশেষ মঙ্গল লাভে সম্ভাবনা আছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ কলিকাতা দর্শনার্থ আ য়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ২৪ পরগণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌল দলিলুদ্দীন খাঁ বাহাদুর বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভ একজন সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের সং এই, রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু নন্দ বসু সংস্কৃতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তি ৮০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত য়াছেন। একরূপ পরীক্ষার পুরস্কার না হাজা টাকা? ইনি ৮০০ টাকা পাইলেন কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের হয় তাহাতে কলিকাতায় ২৩৯৩ জনের মৃত্যু য়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৪২ জন কম। উ মধ্যে ২৬ জন ওলাউঠায় ৫০ জন উদরাময়ে ৯৩ জ্বরে অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অন্যান্য রোগে হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১১ জন ৭০ জন মুসলমান ও ১২ জন অন্য শ্রে লোক।

৪ ঠা জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা চিত্রশা কার মহাসমারোহে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আর্ট একজিবি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল প্রা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টে গবর্ণর সার আসলি ইডেন জষ্টিস প্রিন্সেপ প্র তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করেন। প্রিন্সেপ সা একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া যে যে বিষ প্রদর্শন হইতেছে তাহার বর্ণন করিলেন। গ জেনরলও সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। স্থলটী অতি সুসজ্জিত হইয়াছিল। গবর্ণর জে

ভৃত্য প্রভৃতি তথায় উপনীত হইলে ঐ স্থানের ...া অধিকতর সমৰ্দ্ধিত হয়। লর্ড লরেন্স ও ... লরেন্স মেটকাফযোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়া-। তাঁহারাও গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে প্রদর্শনস্থলে করিয়াছিলেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ...ছিল, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে।

৩১ এ ডিসেম্বর পর্যান্ত বঙ্গদেশের শস্যের ও ...র যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ...া যাইতেছে শস্যের অবস্থা সাধারণে প্রীতি-। স্বাস্থ্যসংবাদ সেরূপ প্রীতিকর নয়। ... স্থানে নানাপ্রকার পীড়া প্রাদুর্ভূত আছে।

...ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের উপর ...নি চটিয়াছেন যে লণ্ডনে স্ত্রীলোকেরা যে ল্যাণ্ডলিগ ...দায় করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার বৈধতা ...ার করেন নাই। ঐ সম্প্রদায়কে অবৈধ বলিয়া ...ণা করিয়া দিয়াছেন।

...সে দিন, আমরা আমাদিগের এ অঞ্চলের যে ... কম্পের সংবাদ লিখিয়াছিলাম, তাহা বঙ্গদেশের ...ত্র এবং মান্দ্রাজে ও সিংহলে হইয়া গিয়াছে। ...ল বোম্বাইয়ের কথা শুনিতে পাই না।

...সুইজারলণ্ডে নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে নানা ...ন ২২টী কম্পন হইয়া গিয়াছে।

...রবর্ট নাইট সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ... আমাদিগের আহ্লাদের সংবাদ সন্দেহ নাই। ...ন একজন ভারতের যথার্থ হিতৈষী। তাঁহা হইতে ...রা ভারতের অনেক কল্যাণ কামনা করিয়া ...।

ভারতে পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হইবে বলিয়া যে ...ব উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি ...ার না কি প্রতিবাদ করিয়াছেন, এটা আহ্লাদের ... বটে; কিন্তু ভারতে লাইসেন্স ট্যাক্স রাখিয়া ...র মাশুল তুলিয়া দেওয়া হইল, এটা কেমন ...? যদি পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হয় কোন্ ...কে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সোণাপুর ...র অন্তঃপাতী রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের পরীক্ষো- ... ছাত্রদিগকে ৮ ই জানুয়ারি রবিবার পারিতো- ... প্রদান করা হইয়াছে।

কলিকাতার চৌরঙ্গি ট্রামওয়েতে যে কল চালাই- ... প্রস্তাব হইয়াছিল, সে কলটী আসিয়া পৌঁছি-...। উহা সারকিউলার রোড হইতে কালীঘাট ...ন্ত গমনাগমন করিয়াছিল। কলটীতে অধিক ধূম ... না ও শব্দ হয় না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলটী ...খিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। লোক মারা না ... তাহার একটী উত্তম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

এ দেশের সামান্য ও ইতর লোকেরা অধিকতর সতর্ক নয়, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার যদি উত্তম উপায় না করা হয়, তাহা হইলেই বিপদের আশঙ্কা।

গত ১৮৮০। ৮১ অব্দে বঙ্গদেশের খাতে ৫৩০৮-৯৭৫৭ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

চীন দেশে কাণ্টননগরের একটী বৌদ্ধ মন্দিরে পুরো-হিতদিগের অসদাচরণ দর্শন করিয়া লোকে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এটি মন্দিরের অধ্যক্ষ পূজক ও মহান্ত প্রভৃতির শিক্ষার উত্তম আদর্শ হইবে। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যদি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

পারিসে তাড়িতযোগে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।

নেপালের নাবালক মহারাজের গদীতে অভিষেক উপলক্ষে তথাকার সমস্ত প্রজার নিকট হইতে বাটী প্রতি এক এক টাকা করিয়া সেলামী আদায় করা হইয়াছে। এটা ইংরাজি চক্ষে দেখিতে মন্দ বটে, কিন্তু ঐ সব সময়ে নজর গ্রহণ করা দেশীয় রীতি।

গবর্ণমেণ্ট ভারতের যে উচ্চ-শিক্ষা দান করি-তেছেন, তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা অদ্যাপি নিবৃত্ত হয় নাই। শুনা গেল ১৮৫৪ অব্দের ষ্টেট সেক্রে-টরির শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র অনুসারে কিরূপে শিক্ষা হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কর্ত্তারা ভিতরের খবর জানেন না বলিয়াই অদ্যাপি এ চেষ্টাটী পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতবাসীরা গবর্ণমেণ্টের মুখ নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষা দানে সমর্থ হইবেন, সে সময় এখন অনেক দূরে আছে।

আসামে কুলি পাঠাইবার আইনের পাণ্ডুলেখ্য ৬ ই জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপ-স্থাপিত হইয়াছিল। পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলেখ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে বাদানু-বাদ হয়, অদ্য আমরা তদ্বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না।

বরদা-রাজের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে যে সমারোহ হয় ঐ সমারোহে এক ব্যক্তি বেলুনে আরোহণ করিয়া ৪০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। কিন্তু বেলুনটী ফাটিয়া যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪ ঠা জানুয়ারি নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহারের অহিফেন ২৩৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১২৮৫৭৫ টাকা এবং বারা-ণসীর অহিফেন ২৩৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১৫১০৫০ টাকা।

পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বরীর ভার-তেশ্বরী উপাধি গ্রহণের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

লাহোরে ২ রা জানুয়ারি একটী দরবার করি... য়াছিলেন। দরবারগুলি এখন একপ্রকা... তামাসা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গব... মেণ্টের টাকার শ্রাদ্ধ ও দেশীয় রাজাদের অপব্য... সংঘটন ভিন্ন আর কিছু ফল দেখিতে পাই না... তবে সার চার্লস কুপার লঙ্কো ক্যানিং কালেজ... কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দানার্থ যে দরবার করি... ছিলেন, তাহাতে ফল আছে।

লণ্ডনে তাড়িতযোগে রেলওয়ে চালাইব... একটী কোম্পানি হইয়াছে। ঐ কোম্পানি পার্লি... য়ামেণ্ট সভার নিকটে অনুমতি লাভের প্রার্থ... করিয়াছেন। পারিসেও ঐরূপ চেষ্টা হইতেছে... পারিসে তাড়িত যোগে নৌকা চালাইবার চে... ফলোপধায়িনী হইয়াছে।

এই মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হই... দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই মেলা হয়। অসংখ্য লোক... সমাগম হইবে।

শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ২... জানুয়ারি সোমবার রাণাঘাটের দেওয়ানি... সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু শান্তি... পুর মিউনিসিপালিটীর কতিপয় কমিশনর ও দেশ... অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অত্রত্য শ্রীযুক্ত... রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্থাপিত "হিন্দু সে... নারি" নামক ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী পরিদ... করিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিবসই উক্ত বিদ্যা... লয়ের অল্প বয়স্ক বালকগণের পরীক্ষার্থ অল্প স্ব... একটী সভার অধিবেশন হয়। ডেপুটী বাবু... সভাস্থিত অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বাল... দিগকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে... তাহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার, তাহা... বালকদিগের প্রতি বিশেষ তাঁহাদের এব... শিক্ষক সেন মহাশয়ের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হ... সন্ধ্যার প্রাক্কালে সভা ভঙ্গ করিয়া যান।

একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "গত ২... ডিসেম্বর রবিবারে চম্পারণ নাট্য-সমাজ তাহ... ৪র্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "শরৎ-সরোজিনী... নাটককে ক্রোড়ে লইয়া নাট্যমন্দিরকে অ... সুন্দর-দৃশ্যোপযোগী সাজে সাজাইয়াছিলে... জেলায় সমুদয় বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভদ্র মহো... আমন্ত্রিত হইয়া নাট্যপ্রাঙ্গণের সভাকে সু... শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয়টীও সর্বাঙ্গ... ও সুন্দর হইয়াছিল। পর দিবস ২৬ এ ডিসেম্বর শ্রীষ্ট... জন্মতিথি উপলক্ষে নাট্যসমাজের সভাপতি মহা... ভুবনমোহিনী নীলকুঠীর ম্যানেজর ডক্ষার হি... সাহেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সতী নাটকের অভি... প্রদর্শন করান। এই অভিনয়টীর দিন নাট্যশা...

ঙ্গভূমি অতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া- । প্রাঙ্গণটীর অর্দ্ধেক প্রায় ম্যানেজার সাহে আমন্ত্রিত জেলার সমুদয় রাজকর্ম্মচারী ও ান্য ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা পূর্ণ হয়। দুঃখের ম, অভিনেতৃবর্গের ক্লান্তিবশতঃ অভিনয়টী তত র ও চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

গত ৪ বৎসরের মধ্যে ঐক্যবাদনটীর কোন ার সুশৃঙ্খলা হয় নাই; ভরসা করি যদি এই শালাটীস্থাপনে অন্যান্য সদনুষ্ঠানের সহিত তের উন্নতিসাধন করা সভ্যমণ্ডলীর বাঞ্ছনীয় ও বের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে াতে ঐক্যবাদনটীর সমধিক উন্নতিসাধন হয়, ্যের জন্য কিঞ্চিদধিক যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

দৃশ্য পটগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের রি উক্ত দুঃখটির বিশেষ হ্রাস হয়; বাস্তবিক র অঙ্কন এখনও মনে করিলে দেবেন্দ্র বাবুর নকার্য্যের ব্যুৎপত্তিতে তাঁহাকে আমা- অন্তঃপূর্ণ আনন্দ ও ধন্যবাদ না জানাইয়া কিতে পারি না। কৈলাসপর্ব্বতোপরি বিল্বকুঞ্জ া উপবিষ্ট মহাদেবের দৃশ্যটী এরূপ চিত্তাকর্ষক যে যদি মহাদেবের সহিত নারদের কথোপকথন হইত, তাহা হইলে বোধ করি দর্শকমণ্ডলীর লকেই চিত্রিত পট ভ্রমে পতিত হইতে হইত। স্তবিক মহাদেবের এই যোগসাধন দৃশ্যটী ভক্তি র হৃদয়কে সিক্ত করিয়া দেয়। অভিনয় কেবল ালী দর্শকদেরই চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু দৃশ্য গুলি বিজাতীয়ের মনোহারিত্ব উৎপাদন র।" +++

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮এ ডিসেম্বর ১৮৮১। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুটী কালেক্টর মৌলবী ফাজলল করিম দার্জ্জিলিঙে বদলী লেন এবং উক্ত জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

২৯এ ডিসেম্বর। হাবড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুটী কালেক্টার বাবু সুরেশচন্দ্র দাস ২৪ পরগণায় বদলী হই- লেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিনোদবিহারি সরকার র্ব্বে যে ছুটী পান, তদতিরিক্ত ৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

কিছু দিনের জন্য ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী লেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত জলপাইগুড়িতে রহিলেন।

৩০এ ডিসেম্বর। বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, স্মিথ এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করাতে জে, এফ, ব্রাডবরি বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

৩১এ ডিসেম্বর। গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার মৌলবী রামিজুদ্দীন দুই বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করি- য়াছেন।

৩রা জানুয়ারি ১৮৮১। ঢাকার দেয়ারা সর্ভে কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরমোহন সেন তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ১৫ই অক্টোবর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে যে দেড় মাস ছুটী দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন চতুর্থ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টো- পাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীস্থ রহিলেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শীতলনাথ বসু কিছু দিনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাইচরণ ঘোষ ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বাগেরহাটের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অবিনাশচরণ মল্লিক সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এম, ডবলিউ ব্রেট এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, জি, ষ্টিভেন্স হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, ক্যাডিয়েল ২য় আদেশ পর্য্যন্ত নওয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট ও কালে- ক্টারের কার্য্য করিবেন।

নওয়াখালীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ভি, ওয়েষ্ট- ম্যাকট ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ, এম, স্টুয়ার্টের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভাপতি এচ, এল, হারিসন ঐ ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

এক জোন্সের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা ২য় আদেশ পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ, ওয়ার ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮এ ডিসেম্বর। লোহারডগার ইনেস্পেক্টর হাকিম তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

৩০এ ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ই, ডবলিউ কলিন ফৌজদারী আইনের ২২২ অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিছু দিনের ভার প্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টো পাধ্যায় ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩রা জানুয়ারি। মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্ট এ, এচ, কালিন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে মা ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু ললিতকুমার বসু কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের অতি মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর গাইবান্ধায় থাকিবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অ রিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর বাজিতপুরে থাকিবেন।

বাবু শশিভূষণ বসু কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অ রিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর সেরপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র দে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরের অতি মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর মাদারীপুরে থাকিবেন।

১৮৮১ অব্দের ৮ই নবেম্বর বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যা মাদারীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবার যে আজ্ঞা হয় রহিত হইল।

মুঙ্গেরের মুন্সেফ বারিষ্টার আর, কে, সেন ২৪ পরগ মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর শিয়ালদহে থাকিবেন

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসাতের প্রতিনিধি মুন্সেফ বারিষ্টার এ, সি, মিত্র (যিনি বিদায় গ্রহণ ক ছেন) মুঙ্গেরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর ষ্টেষণে থাকিবেন।

কটকের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি বিদায় করিয়াছেন) নদীয়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর মে পুরে থাকবেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের মুন্সেফ বাবু গোপ মেতে সারণের অন্তর্গত ছাপরার খাজনার মকদ্দমা করিবার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত খাতরার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ রামধন মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুরে বদলী হইলেন এবং সচ হাজিপুরে থাকিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার প্রথম মুন্সেফ বাবু যদুপতি ব পাধ্যায় বাঁকুড়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর থা থাকিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরা ও আলীপুরের মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ দত্ত ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় খা মকদ্দমা করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরি রায় ফরিদপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর গোয় থাকিবেন।

শালের মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাঁকুড়ার মুন্সে ার্য্য করিবেন এবং সচরাচর বিষ্ণুপুরে থাকিবেন। ইনি া পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু রাখালচন্দ্র বসু ন্সের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর উক্ত বিভা নর ষ্টেষণে থাকিবেন।

াঁদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের মুন্সেফ মৌলবী সাহেত ত্রিপুরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর চাঁদপুরে ন।

াজপুরের অন্তর্গত চাকুগাঁর মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত অবকাশ লইয়াছেন) পাটনার মুন্সেফের কার্য্য করি- বং সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

মনসিংহের অন্তর্গত আটীয়ার মুন্সেফ বাবু নীলমণি নাগ অন্তর্গত বালিগঞ্জের বাকী খাজনার মকদ্দমায় বিচার করি- া মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকার পর্য্যন্ত করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য ন।

কার অন্তর্গত বালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ অবকাশ লইয়াছেন) ২৪ পরগণায় অন্তর্গত আলীপুর ীয়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাজসাহী।

১২ ই পৌষ সোমবার রাজসাহী এসোসিএসন বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হতকর কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইয়া । উৎপীড়িত হইয়া একটী গ্রামের প্রধান প্রজাগণ এই সভার সহায়তা প্রার্থনা করে। গণ পূর্ব্বে এই উৎপীড়নবিষয়ে আদা- র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোন ফল পায় । এখন তাহাদিগের গ্রামে বাস করাই কঠিন র হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীসভা তাহা- র এই উপস্থিত বিপদের প্রতিবিধানের কোন য় বিধান করেন, ইহাই প্রজাগণের প্রার্থনা । দুঃখের বিষয় এই যে, দুর্ব্বল নিরুপায় প্রজা- বিষয়ে সভার কোন সহায়তা পায় নাই।

এক সভার অনেকগুলি সভ্য আছেন, অনেকেই ধ্যা। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় দুরের যত্নে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ই ইহার সভাপতি। রাজা বাহাদুরের আমাদিগের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ- াপে আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং যে একজন মহৎ লোক তাহার বিশেষ পরিচয় য়াছি। ইঁহার অসাধারণ সৌজন্যগুণে বাস্ত ই আমরা মোহিত হইয়াছি। রাজা বাহাদুর গুণের আধার।

আমরা এস্থলে রাজসাহীর কালেক্টার ও মাজি ষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রডাক্ মহোদয়ের সৌজন্যগুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া—পরমাপ্যা- য়িত হইয়াছি। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়পরা- য়ণ। অনেকের মুখেই ইঁহার সদ্গুণের কথা শ্রুত হওয়া যায়। আমরা অল্প দিন হইল এখানে আসি- য়াছি ইহার মধ্যেই রডাক্ সাহেবের বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়া- ছিলেন। অত্রত্য কলেজ গৃহে ইনি আত্মশাসন সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা করিয়া বিলক্ষণ যশো- লাভ করিয়া গিয়াছেন। বক্তৃতাটী বাস্তবিকই শ্রুতি- মধুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল।

গত শনি ও রবিবারে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকু- রের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিয়াছি- লেন। ব্রাহ্মসমাজগৃহে ও অন্যান্য ২।১ স্থানে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে পুরাণ পাঠের একটী বিশেষ উপযোগিতা আছে। এতদ্দ্বারা পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণা অপনীত হইতে পারিবে। যাহাঁরা নাম মাত্র ব্রাহ্ম, সাধন ভজন কিছু নাই—কেবল যথেচ্ছাচারপরায়ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পৌরাণিকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মমাত্রকেই ধর্ম্মবর্জ্জিত- যথেচ্ছাচারী মনে করেন। সমাজে গতিবিধিও ভাল। ব্রাহ্মের সঙ্গে আলাপাদি করিলে ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

অপরাপর জেলা অপেক্ষা রাজসাহী জেলায় লাই- সেন্স ট্যাক্সের পরিমাণ অল্প হওয়াতে কমি- শনর অধস্তন কর্ম্মচারিদিগকে ইহার সংশোধন করিতে অনুমতি করেন, তদনুসারে ট্যাক্স বৃদ্ধি করণার্থ স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যেরূপেই হউক ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেই হইবে। রাজসাহীর হতভাগ্য ব্যবসাদারগণের এবার আর রক্ষা নাই। রেশমের কারবার উঠিয়া যাওয়াতে এ অঞ্চলের ব্যবসাদারদিগের বিস্তর অসু- বিধা হইয়াছে, কোনমতে যাহারা সামান্য কারবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদিগের এবার কর ও লাভে মূলে বিনাশ হইবে। একেই ত বঙ্গবাসী জনগণ বাণিজ্যের মহিমা জানে না ইহারা দাসত্বের একান্ত পক্ষপাতী। যে সকল ব্যক্তির দাস- ত্বের উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি নাই তাহারাই সামান্য বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লাইসেন্স ট্যাক্স সেই জীবিকার পরম শত্রু হইয়াছে।

সাঁড়াঘাট হইতে সপ্তাহে দুই বার করিয়া এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। যাইবার সময় যাত্রীদিগের কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু আসি- বার সময়ে এক দিনে ষ্টীমার এখানে পৌঁছিতে পারে না, এজন্য তিনদিনাবধিগণকে অনাহারে ক্লেশ পাইতে হয়। যাহা হউক ষ্টীমারখানি হওয়াতে সাধারণতঃ লোকের মহা উপকার হইয়াছে। নাটোর হইতে রামপুর বোয়ালিয়া চৌদ্দ ক্রোশ পথ গরুর গাড়িতে যাতায়াতে ভদ্র লোকদিগের বিস্তর কষ্ট হইত। মহাজনদিগেরও জিনিস পত্র আমদানী রপ্তানীর বিশেষ অসুবিধা ছিল। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর নিমিত্ত ১২, ২ য় শ্রেণীর ২, এবং ৩ য় শ্রেণীর ১ টাকা ভাড়া দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীটী ষ্টীমারে, ২ য় ও ৩ য় শ্রেণী ফ্ল্যাটে অবস্থিত।

এখানে একটী ধর্ম্মসভা আছে, সভার গৃহটী অনেক টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সভার অধীনে একটী যন্ত্রালয় আছে, এই যন্ত্র হইতে হিন্দু- রঞ্জিকা নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম সভার কার্য্য যে প্রকার উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত, ইদানী আর সে প্রকার হয় না। এই সভার বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনে নানা স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। তৎকালে আর্য্যধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও শাস্ত্রবিচার হইয়া থাকে।

এস্থান পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। কিন্তু প্রতিবর্ষেই প্রায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমি এস্থানের নূতন প্রবাসী, সুতরাং এই শীতঋতু ব্যতীত অন্য কোন ঋতুর বিষয় অনুভব করিতে পারি নাই। শুনিলাম এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক।

ছাপরা।

জেলার হাকিমগণ সকলেই শীত ঋতুতে পরি- ভ্রমণে নির্গত হন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবই যাইতেন, এবার ডেপুটি, আসিষ্টান্ট ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটগণের প্রতিও সফরে বাহির হইবার আদেশ আসিয়াছে। প্রজার অবস্থা দর্শন রাজকর্ম্মচারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। একূপ ভ্রমণের পাগেয় প্রজাদিগের যথার্থ কষ্টনিবারণের জন্য হইলে বড় একটা গায়ে লাগে না। পূর্ব্ব বৎসর এখানকার

পুর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব যখন সফরে ...সেন, তখন অনেক লাইসেন্স ট্যাক্স প্রপীড়িত ...গণকে অব্যাহতি দেন, চৌকিদারগণের বেতন ...য় করিয়া দেন এবং জমীদার বা ঠিকাদারের ...নরূপ পীড়ন হয় কি না, গ্রামস্থ পঞ্চায়তগণের ...টে তাহার অনেক অনুসন্ধান লন। মূর্খ প্রজা...কে আপন আপন ভূমির উপর কিরূপ স্বত্ব ...ক, বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। খাজনা আদায়ের ...র অর্থাৎ কোন্ কোন্ মাসে কি পরিমাণে দেয়, ... বিশেষরূপে অবগত করাইয়া দেন।

...নীলের উপদ্রব নিবারণের বিশেষ উপায় ...বন করিয়াছিলেন। নীলকরগণ প্রজার ভূমির ...র্দ্ধ অংশ নীল করিবার জন্য যে লন, তাহা ...লকর বলপূর্ব্বক লইতে পারেন না। তবে ...রা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিলেই নীলকর নীল করিতে ...ম হন, ইহাও স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। আবার ...দার ও ঠিকাদারদিগের অত্যাচার নিবারণের ...ন্য তিনি দণ্ডবিধির ১৫৫ ধারা এদেশে ...গিত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ...ার সময়ে একটী গ্রামে নীলকর ও প্রজার ...ধ হয়, বিচারে নীলকরের কর্ম্মচারিগণ কারাবদ্ধ ...। পরে স্বয়ং নীলকর সাহেবকে উক্ত ধারায় ...নীত করেন। কিন্তু শেষ হুকুম দিতে না দিতেই ...নি কলিকাতায় চলিয়া যান, পরবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট ...হেব এই আদেশ দেন যে নীলকর সাহেবের ইচ্ছার্থে ...া হয়, অতএব তাহার এক শত টাকা দণ্ড দিতে ...বে। এই আইন জারি হইতে দেখিয়া ...মীদার ও নীলকর সকলেই ভীত হইলেন। কিন্তু ...পিয়েল জরিমানা ফেরত হওয়াতে বৃথা জনধি...ান হইল।

সম্প্রতি যখন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ছাপরায় আসি...ছিলেন, তখন কতকগুলি প্রজা নীলকরের বিপক্ষে ...বেদন করিয়াছিল। আবেদনের সার মর্ম্ম এই ... যে ৭ বৎসরের জন্য যখন আমাদের গ্রাম ইজারা ...য, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন জোতের কতকগুলি ...মিতে নীল করিতে দিয়াছিলাম, ৭ বৎসর উত্তীর্ণ ...ইয়াছে, জমীদার আবার গ্রামখানি নীলকরকে ...জারা দিয়াছেন, নীলকর পূর্ব্বদত্ত ক্ষেত্রগুলি ...আমাদিগকে দিতেছেন না, ৭ বৎসরের জন্য দিয়া...ছিলাম, ৮ বৎসরের জন্য নহে, অতএব যাহাতে ...ব স্ব ভূমি দখল করিতে পারি আদেশ দেওয়া ...উক।" লেপ্টেনেন্ট-গবর্ণর জেলার কালেক্টর সাহে...বকে ইহার তদন্ত করিতে আদেশ দিয়া যান। ...পরে কমিশনর সাহেব এই হুকুম দিয়াছেন, যে ...ভূমি এ বৎসর নীলকরের দখলে থাকিবে।

মেহেরপুর।

বিগত ১৭ ই পৌষ এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, এটী উৎক্ষিপ্ত কম্পন। কম্পনকালে বৃক্ষ লতা ঘর দ্বার কেবল মৃদুভাবে কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের জল এক হস্ত দেড় হস্ত পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইয়াছিল।

এখানে মার্জ্জারবংশ ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গুটী কত হাঁচির পর বমী হয়, তৎপরে এক রাত্রিতেই নিকাশ হয়। এইরূপে ইহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে কত বিড়াল মারা পড়িতেছে তাহার গণনা করা যায় না।

১৩ ই অবধি ১৫ ই পৌষ পর্য্যন্ত মেঘ হইয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী বড়াই নামক স্থানে ৪০। ৫০ টা মহিষ অকস্মাৎ মারা পড়ে, ইহার কারণ কি তাহা নিশ্চতরূপে বলা যায় না। গোয়ালারা প্রাতঃকালে মহিষগুলিকে চরাইতে লইয়া গেল। ৩ প্রহরের পর মহিষেরা আর কিছু খাইল না। তাহাদের মুখ হইতে অনবরত লাল পড়িতে লাগিল। পরে রাত্রি এক প্রহরের সময় সমস্ত মহিষ শমনসদনে গমন করিল। দুর্ভাগা গোয়ালারা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। ইহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি হইয়াছে এবং অবশ্য যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছে মহিষ তাহার এক মাত্র কারণ। আমরা অনুমান করি মহিষেরা যে জঙ্গলে চরিতেছিল সে জঙ্গলে নানাবিধ গাছ থাকিয়াছিল তাহার মধ্যে কোন বিষাক্ত বৃক্ষের পত্র খাওয়াতে তাহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে।

উড়িষ্যায় রেলওয়ে হইবার যে কথা হইতেছে তাহার নিমিত্ত ৪৷৷০ লক্ষ টাকার অংশী জুটিয়াছেন।

এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। গত দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মেহেরপুর উড়িষ্যায় প্রথম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে অত্রত্য স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় অত্রত্য স্কুলটীকে মাইনরে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনা...পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ... আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ... মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

—:০:—

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ও ঔষধাদি প্রদান করেন।

ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র
ত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী,
ত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টো
ায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাক
মাশুল /০ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
াশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে
ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
ষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
ত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
ক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০
া ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত
মূল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর
ব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৮ টাকা ও
ক মাশুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম
াণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০
পাপতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা,
ার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
দর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
লোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
চার্য্য নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
ত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
থরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে
িয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সংকটে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
র পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
য়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ার উঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র
ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহক-
গণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠা-
ইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ
পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন,
তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে
বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ
পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর
আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১	শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিং।

চন্দ্র-চূড়রস।

অদৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা
দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চ-
র্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা
ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২।০
টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের
ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের
মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায়
২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন
বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬,
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। ন
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক
য়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র সাহা—কলিকাতা
" " উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—গঙ্গা
গোবিন্দপুর
" " লালা বংশীগোপাল নন্দে—কালনা
" " ধর্ম্মদাস কোঙর—রূপাদহ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদার
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৯ সংখ্যা।

ম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৫৷৷ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা মাঘ। ইং ১৮৮২। ১৬ ই জানুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ প... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে যদিও
দের কিছু কিছু পয়সা লাগিত বটে, কিন্তু ইউ-
নের দ্বারা আমাদের যে সকল উপকারের সম্ভা-
ছিল, তাহার সহিত তুলনায় সে পয়সা অতি
পদার্থ, তাহাতে আমাদের কাহারই বিশেষ
ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে
রা তৎকালে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপরের
র্শিত ভয়ে ও প্রলোভনে ভুলিয়া তাঁহাদেরই
পূর্ণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়তা করি-
। এখন তজ্জন্য আমাদের যে অনুতাপ উপ-
হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। অন্যান্য
নিয়নের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমা-
এই ইউনিয়নটীর কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে
হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই অতি ভদ্র-
ক। বিশেষতঃ যিনি প্রতিনিয়তই আমাদের
কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাস্তা ঘাট ও বিদ্যাল-
ের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, এবং অপরের
্যাচার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য
ক নানারূপে অত্যাচারিত হইতেছেন, যখন
সদাশয় ভদ্র লোকটীও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,
ন উহা দ্বারা আমাদের উপকার ভিন্ন অপকারের
ান সম্ভাবনা ছিল না। মফঃস্বল অন্য কোন উপ-
র সম্বন্ধ না থাকিলেও আমরা পয়সা দিয়াও
তঃ এমন একটু আশ্রয় স্থান পাইতাম, যে
্যাচারের প্রথম উদ্যমেই পলায়ন করিয়া তথায়
শ্রয় লইলেও অনেক অত্যাচার হইতে বাঁচিতে
রিতাম, অথবা অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইলে,
থানে গিয়া দুদণ্ড রোদন করিয়াও অন্তরের
লা অনেকটা নিবারণ করিতে পারিতাম, কিন্তু
মরা যখন স্বহস্তে সেই আশ্রয়তরুর মূলোচ্ছেদন
রিয়াছি, তখন আমরা নিশ্চয় জানিতেছি, আমা-
র এ সকল দুরবস্থার আর শেষ নাই।

এই সময় মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ও মহকু-
র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা মফস্বল ভ্রমণে
হির্গত হইয়াছেন, শুনিয়াছি প্রজাদিগের সুখ,
স্থ্য ও সচ্ছন্দতার অনুসন্ধান জন্য স্ব স্ব চক্ষে
হাদের অবস্থা সকল দর্শন করিয়া সবিচার বিত-
করাই ঐ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তাহাই
, তবে দয়া করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদি-
র দুরবস্থা সকল একবার কি দর্শন করিবেন না?

আর্ত্ত প্রজাগণ।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানী প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র!

শারীরিক বৃত্তির সহিত মানসিক বৃত্তির অতি
নিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে,
একে বিকারপ্রাপ্ত হইলে অন্যও বিকারপ্রাপ্ত
হইয়া থাকে। শরীর যদি অসুস্থ হয়, তবে মনের
সুস্থতা থাকে না; আবার মনের অসুস্থতায় শরী-
রেরও স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি হয় না। উভয়ে সুদৃঢ় প্রণয়-
শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ
বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়
যে, শারীরিক বৃত্তিই মূল-স্বরূপ। ইহারই উৎকর্ষা-
পকর্ষনিবন্ধন মানসিক বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি
হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হয়, তবে এস্থলে
এ কথা অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়:
আমাদের অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকের মানসিক বল
কিরূপ? সাধারণতঃ মন সবল কি দুর্ব্বল?

মন সবল কি দুর্ব্বল, এ কথা জানিতে অধিক
দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। আপন আপন
শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অনেকেই মুখে শক্ত, কিন্তু
বলে তালপত্রের সিপাহী। অল্প শ্রমেই বিশেষরূপ
ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ দুর্ব্বল
বলিয়া জগতে কেবলমাত্র পরিচিত নহে, বিশেষ-
রূপ ঘৃণিত। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, হৃদয় দুর্ব্বল,
তাহাদের মনও যে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই।
দুই এক জনের মানসিকবৃত্তি বিলক্ষণরূপ সবল
বলিয়া সকলের মন যে সবল, এ কথাও বিশ্বাস
করিতে পারা যায় না। যিনি যতই কেন শিক্ষিত
হউন না, যতই কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ
করিয়া পণ্ডিতম্মন্য বলিয়া পরিচয় দিন না, সত্য-
কথা বলিতে কি অনেকেরই মন বড় দুর্ব্বল,
তাহার কিছুমাত্র দৃঢ়তা নাই। আজিও অনেকে
মনের বন্ধন কিরূপ, তাহা শিখিতে ও জানিতে
পারেন নাই।

যাহাদের মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা বা বন্ধন নাই;
যাহাদের মন অন্তঃসারশূন্য কিংশুক ফলের ন্যায়,
সামান্য কালরূপ উত্তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া
কেবল কতকগুলি তুলাসম লঘুকার্য্য করিয়া চতু-
র্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিত্র দেহকে মলিন
করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব কিরূপ
স্থায়ী ও প্রবল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে
পারে। সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশাল তরঙ্গান্দোলিত
অনন্ত সমুদ্রে অর্ণবযানের তুল্য। এই আছে এই
নাই! একবার ডুবিতেছে, পরক্ষণে উঠিতেছে,
আবার ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে!! সেই জন্য
আমাদের সমাজও ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে। বালক
বৃদ্ধের কথায় আবশ্যকতা নাই, যাঁহারা পণ্ডিতা-
ভিমানী যুবক, যাঁহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত
হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের দোদুল্যমান মগ্নপ্রায়
ধর্ম্মাশ্রিত মনের গতিকই যখন সংশয়াপন্ন তখন
সমাজের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় কেন ন
হইবে? যে সমাজে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সে সমাজে
উন্নতি কোথায়?

চরিত্রই মানসিক অধ্যাত্মিক বলের পরিজ্ঞাপক
যাঁহার চরিত্র যত উন্নত, তাঁহার মনও তদ্রূপ উ
বলবান্। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী হইয়া বিদে
থাকিয়া ২০।২৫ টাকা বেতনে রেলওয়ের থানা
বা নিরাশ্রয় পথিকদিগের অথবা পোষ্ট আফিস
পিয়নদিগের উপর বনগ্রামের জম্বুক রাজার
বিলক্ষণ আধিপত্য প্রদর্শন দ্বারা অনবরত য
নাড়িয়া আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁ
দের মন কিরূপ উন্নত, উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, ত
চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য মনে
ইচ্ছা হইতেছে, একবার চক্ষুর লজ্জা পরিত্যাগ ক
তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ ক
এক্ষণে সোমপ্রকাশ আশ্রয় ও সাহসদান ক
অনুগৃহীত হইব।

তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন, তখন যেন
পালিত মার্জ্জারের ন্যায় শান্তস্বভাবসম্পন্ন।
জন দেখিলে মান্য করেন, আন্তরিক না হই
সমাজের অনুশাসনে দেবভক্তি প্রদর্শন ক
ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া সকল কার্য্য করিতে থা
ভয়ে ভয়ে থাকিয়া নিরাশ্রয় ধর্ম্মকে (!)
গোলযোগে ফেলেন না। পরে যখন কর্ম্মস্থ
আসিবার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পা
(অন্য কোন কোম্পানির বা দিকের কথা বলি
আবশ্যকতা নাই।) টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ী
আরোহণ করেন, অমনি স্বভাবের পরিবর্তন হ
থাকে। বৰ্দ্ধমানে আসিয়াই অমনি গ্রামাস্বভা
পরিবর্ত্তন হইয়া বন্যস্বভাব প্রাপ্ত হন, বনমা
হইয়া বসেন। তখন হিন্দুর জলে পিপাসা
হয় না, হিন্দুর খাদ্য গ্রহণে রসনা অনুমতি দেয়
মুসলমানের জলগ্রহণ বা বিস্কুট ভক্ষণ বিনা
লাভ হয় না। সমাজের ভয় তখন চলিয়া যায়

কর্ম্মস্থলে আসিয়া উন্নতগ্রীব হইয়া পদে
সকলেরই সহিত একত্র ভোজন করিয়া উ
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। করিবে
কেন? ইংরাজী পড়িয়াছেন, সুসভ্য হইয়াছে
সুসভ্য অবস্থায় নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অ
অথচ অল্প বেতন। সে বেতনে উত্তম সৎবং
পাচক রাখিবার ক্ষমতা নাই। কাজে কা
রিকস্মার হইয়া সকলের রন্ধন ভক্ষণ করা
মনে হয়।

এক সময়ে ক্ষৌরকারককে বঞ্চনা করিবার
শ্মশ্রু রাখা হয়। পৈতা ভাল দিলে না বলিয়া
ফেলিয়া দিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা হয়!

সমাজে পরিচিত হইবার জন্য সংস্কারকবেশে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অনবরত খৈ ফুটার ন্যায় ধর্ম্মবক্তৃতা করা হয়, সংবাদপত্রে লেখা হয়; স্বধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করা হয়। অথবা একবারে উচ্চে উঠিয়া নাস্তিক হইয়া পড়েন! ইহার অপেক্ষা উন্নতি আর কি আছে? ইহাই উন্নতির চরম সীমা!

আবার বাটী আসিবার সময় অন্যভাব! শ্মশ্রু ফেলিয়া দেওয়া ও উপবীত গ্রহণ করা হয়। বাটী গিয়া অচলা ভক্তি সহকারে পূর্ব্বে যাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করা হইত, সে হিন্দুদেব দেবীকে কেবল খড় দড়ির সমষ্টি ভাবা হইত, সেই পৌত্তলিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে সেই খড়দড়িবিশিষ্ট প্রতিমাকে এক ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা হয় ইত্যাদি। আমাদের এ কথায় অনেক মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভয় পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করি, অল্প জলের শফরী বলিয়াই কি এরূপ করা হয়? না অন্য কারণ আছে? বোধ হয় গভীর জলের রোহিত হইলে এরূপে সমাজকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা কদাচিৎ হইত না।

তাই বলি যাঁহাদের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁহারা কি মানসিক বলে উন্নত? কখনই নয়। তাঁহাদের শরীরও দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিদিগের দ্বারা কি কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে? এই সকল ব্যক্তি ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন, আর যাঁহারা এই সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের উন্নতির আশা করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত! তাঁহারা বহুরূপী, তাঁহাদিগকে চিনিয়া উঠা বড়ই কঠিন!

সাং ২০ এ পৌষ ৮৮। শ্রীলঃ—

সোমপ্রকাশ।

৪ ঠা মাঘ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বৎসর হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বঙ্গবিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের পরিশ্রমের উত্তম ফল জন্মিয়াছে বটে; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, গবর্ণমেণ্ট এ বিদ্যালয়টীতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকের চৈতন্য নাই। তাঁহাদিগের দোষেই এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাঁহারা পয়সা খুঁজিয়া বেড়ান। গ্রামে একটি পাঠশালা ওখানে একটী পাঠশালা করিয়া এক এক জন গুরুমহাশয় বসিয়া আছেন। গুরু পাঠশালায় ছেলে পড়াইতে দিলে কেবল যে সস্তা হয় এরূপ নয়, পিতা চতুর হইলে কিছু দিতেও হয় না। এ গুরুমহাশয় পয়সা চাহিলেন, বড় পীড়াপীড়ি করিলেন, তাঁহার এখান হইতে ছেলে লইয়া আর এক পাঠশালায় দিলেন! বিদ্যাও তেমনি হয়। যেমন ব্যয় তেমনি লাভ। আজও আমাদের দেশের অনেকে তাহা বুঝেন না। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বন্ধ হওয়াতে বিদ্যালয়টীর যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থের অভাবে শিক্ষকদিগের তেমন উৎসাহ নাই, শিক্ষাদানের উপকরণ সংগ্রহও নাই। আমাদের ইচ্ছা এই, অধ্যক্ষ পুনরায় গবর্ণমেণ্টে সাহায্য দানের প্রার্থনা করেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর মহোদয়দিগকেও আমাদের অনুরোধ এই, যাহাতে এই বিদ্যালয়টীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুকূল চেষ্টা করেন।

রামপুর মিউনিসিপালিটী।

রামপুর মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২।৮৩ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সাধারণের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে কমিশনরগণ ঐ আয় ব্যয় বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়াছেন। করদাতৃগণ স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া দুই খানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সে দুই খানি পত্র এই খানে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম, তৎপাঠে কমিশনরগণ করদাতৃগণের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সে আয় ব্যয় বৃত্তান্তটী এই—

৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়।

আয়।

৮১।৮২ অব্দের বাকী	৫০০
ব্যক্তিগণের উপর টাক্স	৪৯০০
৩ য় সিডিউল যুক্ত ঘোড়ার গাড়ি ও অন্যান্য জন্তুর উপর টাক্স	৩০০
গরুর গাড়ি রেজিষ্টারি ফি	৬০০
কারাচি গাড়ি প্রভৃতির ঐ	৪৫০
মিউনিসিপাল জরিমানা	৫০
জুয়াখেলার ঐ	২০
খোঁয়াড়ের আয়	২০০
১৮৬১ অব্দের ৫ আইন অনুসারে জরিমানা	৫০
১১২ ধারার মতে ওয়ারেণ্ট খরচা	১০০
অন্যান্য রকমের আয়	১০
	৭১৮০

ব্যয়।

২ জন কেরাণী ও কাগজ কলম প্রভৃতির	৩৭৮
টাক্স কালেক্টারের বেতন ও বিল প্রভৃতি ছাপান খরচ	৩৪৮
৭৪ ধারা অনুসারে কমিশনরদিগের আফিসের খরচ	৪০
শতকরা ১ টাকার হিঃ একাউণ্টেণ্ট জেনরলের আফিসের খরচ	৬৬।০
মাজিষ্ট্রেটের আফিসের খরচ	৫৫
অডিটরের ফিঃ শতকরা ১ টাকা	৬৬।০
পুলিসের বেতন ও অন্যান্য খরচ	২২২৩।৬
(ক) রাস্তার ইন্স্পেক্টর	১৮০
(খ) কুলিদিগের বেতন	৭২০
(গ) গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান	৮৪
(ঘ) গোরুর খোরাক	৭২
(ঙ) ১ টী গোরু খরিদ	৪০
(চ) অন্যান্য খরচ	৪০
পবলিক ওয়ার্ক	২০০
ডিস্পেন্সরি খরচ	৩৮০
গাড়ির টিকিট বাবদী খরচ	৩৬
সাপুড়ের পুরস্কার	২৫
অন্যান্য খরচ	১০০
আদালতের খরচ	১০০
সঙ্গতিহীন ব্যক্তিদিগের টাক্স রেয়াৎ	৩০০
	৭১৮০

৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্য হইতে সাধারণ রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে ১৮০০ টাকা ব্যয়! রামপুর মিউনিসিপালটীর অধিকার ও আয়াম ও আয়তন নিতান্ত সংকীর্ণ নয়, এই ব্যয় “হাতির মুখে দুর্ব্বাঘাস” এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে তাহারই স্বরূপ। এ ব্যয়ে মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উপায় সংস্থান, তাহার ঘটনা হইবার সম্ভাবনা কি? ৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্যে প্রায় তিন অংশ এদিক ওদিক ব্যয়; প্রকৃত কার্য্যে ৮০০ টাকা মাত্র। দুই জন কেরাণী! কি সর্ব্বনাশের কথা! যে স্থলে এরূপ বন্দোবস্ত, সে স্থলে স্বাস্থ্যের আশা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। আমাদের স্বাস্থ্য সম্বর্দ্ধনার্থ অনেকগুলি ব্যয় একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় পত্র খানিতে সেই আবশ্যক ব্যয় বিষয়ের অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া সেগুলি সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসঙ্গত ব্যয়ই অধিক। সেই অসঙ্গত ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যাহাতে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। পাইখানার ও গ্রামের জল

য়ের এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত
গ্রে করা উচিত। এই তিনটী বিষয়ের বন্দোবস্ত
াকাতে গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি
হতেছে। পত্র দুই খানি এই—

সম্পাদক মহাশয়! রাজপুর মিউনিসিপালিটীর
ামী বর্ষের জন্য বজেট প্রস্তুত হইয়া ঢোল দ্বারা
রিত হইয়াছে। তাহার একটী নকল আপনার
খ্যাত সংবাদপত্রে পাঠাইলাম. অনুগ্রহ করিয়া
াশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আয়স্তম্ভে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন,
নিসিপালিটীর করদাতাদিগের নিকট হইতে
লি টাকা আদায় হয়, তদ্ভিন্ন আরও দুই চারিটী
য়র পথ লিখিত আছে—অর্থাৎ খোঁয়াড় খেলা,
ালদের জরিমানা, ওয়ারেণ্ট ফী, ইত্যাদি।
ব্যয়স্তম্ভ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, পুলিষ
বলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যয়ের বিষয়
আছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন,
ের যতগুলি আয়ের পথ লিখিত হইয়াছে,
ধ্যে প্রায় সকলগুলি অনিশ্চিত; এমন কি,
মষ্টিও অনিশ্চিত; কারণ মরণ ও পলায়ন
নির্দ্ধারিত কর অনেক পরিমাণে আদায় হয়
সুতরাং করসমষ্টি যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইবে
তাহা নিশ্চিত। আয়ের অন্যান্য পথগুলি যে
ও অনিশ্চিত, তাহা মহাশয় বিলক্ষণ বুঝিতে
রতেছেন। তবে অনরারী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়গণ
গ্রহ ও মনযোগ করিলে সে প্রকার আয় গুলি যে
ও বৰ্দ্ধিত করিতে পারেন, তাহা বলা বাহুল্য।
হউক, আয়ের বিষয় ত এইরূপ অনিশ্চিত।
দিকে ব্যয়ের বিষয় এরূপ নিশ্চিত যে, পবলিক
র্ক ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ের এক কড়া কম হইলে
বে না। আয়ের প্রায় অৰ্দ্ধেক পুলিষে গ্রাস
ান, অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ এষ্টাবলিশমেণ্ট
, আইন খরচ ও বাজে খরচে নিঃশেষিত হয়।
কোন বৎসরে কিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তবে
, ভগ্ন, বনাকীর্ণ রাস্তার সংস্করণে পড়ে। এই
ণেই করদাতাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় রাস্তা-
ার প্রস্তুতকরণ ঘটিয়া উঠে না। তাহাতেই
াতারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এমন
কর দিবার সময় তাঁহারা খড়্গহস্ত হন। এক্ষণে
মাদিগের প্রার্থনা যাহাতে পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে
ধিক টাকা পড়ে, এরূপ বন্দোবস্ত করিলে ভাল
। এ বৎসর ১৮০০ টাকা পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে
রিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু আয় যত কমিবে
লিকওয়ার্কও তত কম হইবে, কারণ অপর ব্যয়
এত নিশ্চিত যে, তাহা না হইলে চলিবে না।
রাং উক্ত ১৮০০ টাকার মধ্যে আরও অনেক
কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এষ্টাবলিশমেণ্ট
খরচের প্রতি কমিশনরগণের দৃষ্টি রাখা বিশেষ
প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

১০ই জানুয়ারি।
রাজপুর মিউনিসিপালিটীর
করদাতৃগণ।

আমরা রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটী হিসাব দেখিয়া বড়ই কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি। সুখের বিষয় এই, কমিশনরেরা সাধারণের মতগ্রহণার্থী হইয়া এ হিসাবটী অধিকারস্থ করদাতৃবর্গের গোচর করিয়াছেন। এ নিয়মটী আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজপুর মিউনিসিপালিটীতে ইহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগের এই উদারতার কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মিউনিসিপালিটীর আয় ৭১৮০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যয় ধৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগের নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হওয়াতে আমরা এস্থলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। এই সামান্য টাকার হিসাব প্রভৃতি রক্ষার জন্য দুই জন কেরাণীর বেতনে ও কাগজ কলম প্রভৃতিতে ৩৭৮ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, পরিমিতাচার সকল কার্য্যেই আবশ্যক। আয় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা না করিলে এই অল্প টাকায় কখনই অধীনস্থ গ্রামসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটী এত দিন অপরিমিতাচারী হইয়া কার্য্য করাতে এই দীর্ঘকালে কোন গ্রামের কোনপ্রকার উন্নতিসাধনে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক এক্ষণে কথা এই. দেশের লোকের সাধারণতঃ যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে গ্রামের উন্নতির জন্য ট্যাক্স দিয়া থাকে, সেই টাকা যদি রাস্তা ঘাটের নিমিত্ত ব্যয় না করিয়া নিরর্থক ব্যয় করা হয় তাহা হইলে বাস্তবিক তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা বলি, কমিশনরেরা এই সামান্য কার্য্যের জন্য দুই জন কেরাণী না রাখিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাই জানে দেশের এরূপ এক জন লোককে ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লউন।

ঐরূপ টাক্স আদায়কারীর বেতন প্রভৃতিতে ৩৪৮ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই কার্য্যে অন্যূন ৮৩ টাকা ব্যয় সংকোচ করা যাইতে পারে. অতএব দেশহিত কার্য্যের জন্য
ব্যয় যত কম করা যাইতে পারে, কমিশনরদিগের
সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনাথ
যদি সমস্ত টাকাই রাস্তা ঘাটের দোহাই দিয়া অনাব
শ্যক, অথবা অল্প আবশ্যক কার্য্যে ব্যয়িত হয় তা
হইলেই ইষ্ট ফল লাভের আশা কোথায়? যার মা
নাই তার মাথা ব্যথা যেমন কমিশনরদিগের কার্য্য
সেইরূপ। রাস্তা নাই, ঘাট নাই অথচ তাহার ইনস্পে
ক্টরের বেতন ১৮০। কুলিদিগের বেতন ৭২০ রাস্তা
ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য ১৯৬ ও অন্যান্য
খরচ ৪০ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষ
আমাদের বক্তব্য এই, কুলিদিগের যে বেতন ধ
হইয়াছে, সেই টাকায় যদি গ্রামের দরিদ্র মজু
দিগকে রাস্তার কার্য্যে খাটান হয়, তাহা হইলে
কাজও অধিক পরিমাণে হয়, অথচ দরি
গ্রামবাসী মজুরদিগকে প্রতিপালন করা হ
রাস্তার ময়লা উঠাইবার জন্য যে ১৯৬ টাকা ধ
হইয়াছে, তাহা আমাদিগের ব্যর্থ বলিয়া মনে হ
তেছে। কারণ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অধীন
স্থান সমূহের পরিমাণ অন্যূন আড়াই ক্রোশ হইবে
ইহার মধ্যে অনেকগুলি গ্রামও আছে, কিন্তু গা
এক খানি থাকাতে মাসে এক বার এক এক গ্রা
তাহার দেখা পাওয়া ভার। সুতরাং এরূপ স্থ
উহা থাকা না থাকা উভয়ই সমান, আমাদি
বিবেচনায় কমিশনরদিগের এ নিয়ম রক্ষা কর
কোন প্রয়োজন নাই। ঐ টাকায় রাস্তার ধারে
পচা পুষ্করিণী বুজাইয়া ও বাঁশতলার পূতিগ
বিশিষ্ট মলমূত্র ত্যাগের স্থান সমূহ উঠাইয়া দি
টাটি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে অধিক উ
কারের সম্ভাবনা, নতুবা সমুদ্রে যার শয্যা শিশি
তাহার বিশেষ অপকার কি? এই কারণেই আম
বলি অগ্রে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কা
সমূহের দূরীকরণ চেষ্টা করা হউক, পরে ময়
ফেলিবার গাড়ি করিলেই চলিবে, এই সামা
আয়ের ভিতর হইতে পুলিষের জন্য ২৮
টাকা ও অন্যান্য খরচ ধরা হইয়াছে, এ খ
আমাদিগের বাজে খরচ বলিয়া মনে হইতেছে, পু
যে এত টাকা গ্রাস করিতেছেন, তাহার কার্য্য
আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, দেব
আরাধনা করিলে বরং দর্শন পাওয়া যায়, কি
পুলিষের আরাধনা করিয়াও দর্শন পাওয়া যায় ন
এরূপ অবস্থায় পুলিষের ব্যয় যতই সংকোচ
ততই মঙ্গল। আর এক কথা, সকল টাকাই
অন্যান্য খরচে যাইল, তবে দেশের উন্নতি
কিসে? পাঠক! এক্ষণে আশ্চর্য্য দেখুন, গ্রা
কমিশনরেরা পুস্তকাদির জন্য ২০০ ও দা
ঔষধালয়ের জন্য ৩০০ এতদ্ভিন্ন সাপুড়ের পুর

ত্তিতে ৬১ টাকা ব্যয় স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক
ণর হিতকর কার্য্যে রাজপুর মিউনিসিপালিটী যে
প মুক্ত হস্ত তাঁহাদিগের কার্য্য যে কিরূপ
চনা মূলক, তাহা এই কার্য্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে
হইতেছে। এরূপ মিউনিসিপালিটীর অস্তিত্বে
রা ত কোন উপকারই দেখিতে পাই না, বরং
র অপকারই দেখিতে পাইতেছি, করদাতৃগণ
তে যে কর দান করেন তাহা কর নহে ধার
লে হয়। যদি সমস্ত অর্থই কতকগুলি লোক প্রতি-
নে ও অন্যান্য খরচে এবং গবর্ণমেণ্টের পুলিস
ায় ব্যয়িত হইল, তবে দেশের শ্রীবৃদ্ধির যে প্রধান
ায় রাস্তা ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও তাহার
কর্ম্ম সাধন তাহা কিরূপে হয় এবং ইহার অধীনস্থ
বাসীরা কিরূপেই বা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হস্ত
তে রক্ষা পায়?

করদাতৃগণ।

ভারতবর্ষে ইংরাজের দুরবস্থা।

ভারতবর্ষে দিন দিন ইংরাজদিগের পক্ষে মহা-
পদ উপস্থিত হইয়া উঠিতেছে ভাবিয়া ষ্টেটসম্যান
তান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরাজগণ ভিক্ষু
ও এদেশে আসিয়া স্বল্পকালে মধ্যে এবং প্রায়
ম পরিশ্রমে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এক
জন সাধারণ সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রান্ত ও মান্য গণ্য
য়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরম সুখস্বচ্ছন্দে
লযাপন করিতেন। পূর্ব্বে প্রায় গবর্ণমেণ্টের ও
লওয়ে সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চ উচ্চ পদে ইংরাজ
ফিরিঙ্গি নিযুক্ত হইত। এক্ষণে আর সে দিন
ই। এক্ষণে কেহ শূন্য হস্তে ভারতবর্ষে আসিয়া
য়াসে ধনসঞ্চয় করিতে পারেন না; বিশেষ
সকল ইংরাজ এই দেশবাসী হইয়া গিয়াছিলেন,
এক সময়ে যাঁহাদিগের দ্বারা ব্রিটিশ রাজ্যের
ের উপকার সাধিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহা-
সন্তানগণ প্রায় উদরান্নের জন্য লালায়িত
ন [illegible] মিশনরি সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট বহুল পরিমাণে
উচ্চশিক্ষা প্রচারিত করিয়া ইংরাজ সন্তান সন্ততি-
দিগের এ সম্বন্ধের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন।
সুশিক্ষিত দেশীয়দিগের প্রায়ই সর্ব্বত্র প্রভুত্ব।
পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য কেবল ইউরেশীয়দিগের দ্বারা
সম্পাদিত হইত, এক্ষণে সেই কার্য্যে এক জন মাত্রও
[illegible] হয় না। এখন ইংলণ্ড হইতে কোন
[illegible] মাত্র বি এ, বা এম এ পুঁথি লইয়া
দেশে আসিয়া কিছু করিতে পারেন না, কারণ
[illegible] দেশীয়দিগের মধ্যে বি, এ. এমের অসদ্ভাব
। [illegible] কথা, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত উচ্চপদ
র জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতেই লোক আন-

য়ন করিয়া থাকেন, আর দুই শত টাকার উপর হইলেই ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব ভারতবর্ষে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব এ উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষিত না হইলে এতদ্দেশবাসী ইংরাজ সন্তানদিগের সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবার অন্য উপায় নাই। আর অধিকাংশ বিলাতবাসী ইংরাজ ভারতবর্ষকে যেমন অর্থোপার্জ্জনের এক মায়াময় মনোহর ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভাব জানিতে পারিলে আর কেহ এ দেশে পদার্পণ করিবেন না। যদি কেহ স্বদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারেন, তবেই তাঁহার সুবিধা। নচেৎ এ দেশে আর ইংরাজদিগের মঙ্গল নাই।

ষ্টেটসম্যান এইরূপে স্বজাতির দুঃখ চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার এই আক্ষেপ বাস্তবিক অথবা কৌতুককল্পিত। যদি বাস্তবিক হয় তাহা হইলে সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, তাঁহার এই আক্ষেপ কত দূর সঙ্গত; এবং ইংরাজদিগের এই বিপদ ও দুরবস্থা প্রকৃত কি আনুমানিক? প্রথমতঃ উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের মতে দেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া মিশনসমাজ ও গবর্ণমেণ্ট মহা অপরাধী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি আমরা এরূপ শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলে আজ ইংরাজদিগের এই বিপদ উপস্থিত হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিজ্ঞ সম্পাদক সমস্ত বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াও অসঙ্কুচিত চিত্তে কেমন এক ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। কি বিলাতীয় ইংরাজ আর কি এ দেশবাসী ইংরাজ আমরা কাহারও ত দুরবস্থা দেখিতে পাই না; দেশীয়দিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদেরই আজ কাল বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে; বি এ, বা এম এ, হউন একটী কর্ম্ম পাওয়া আজ বিষম ব্যাপার; এ দেশবাসী ইংরাজদিগের সম্প্রতি একাধিপত্য, এবং এরূপ বোধ হয় স্বল্পকাল মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্ম্ম পাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে মহাদুরূহ বিষয় হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে এবং অন্য অন্য অনেক আফিসে উচ্চ উচ্চ পদে বাঙ্গালীগণ নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে কৌশল ক্রমে প্রায় সকলেই অপসারিত হইতেছেন এবং সেই সকল পদ ইংরাজদিগকে দেওয়া হইতেছে। এখন যে সকল কার্য্য এই ইংরাজদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাই কষ্টে সৃষ্টে যদি আমাদের কেহ প্রাপ্ত হন। একটী ৩০ টাকার কাজ খালী হইলে অনেক এম,এ তাহার জন্য লালায়িত। অত-

এব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এ দেশীয় ইংরাজ অর্থ
ফিরিঙ্গীদের দুরবস্থা না ঘটিয়া বরং সর্ব্বত্রগুণে সম্প্র
তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং অর্থোপার্জ্জনে
পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আর কিছুক
পরে ইহারাই যে সকল বিষয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হই
উঠিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশে
ইহাদের উপর গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ দৃ
পতিত হইয়াছে, আর দেশীয়েরা যাহাতে না মা
কোত্তোলন করিতে পারে ইংরাজ মাত্রেরই এ
সেই চেষ্টা।

সমস্ত উচ্চ পদগুলিই ইংরাজদিগের এ
চেটীয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন দেশ
হইল, বাঙ্গালীগণ বিলাত গমনপূর্ব্বক অনায়া
সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগি
অমনি কেমন কৌশল পূর্ব্বক এই একম
উন্নতির পথ রোধ করিয়া দিলেন। ১৯ বৎসর বয়
কোন্ ব্যক্তি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ? সু
বাং তোমরা পরীক্ষা দিতে পারিবে না, স্পষ্ট
বলিয়া ছলে বলে কেমন, প্রকাশ্যে ট্যাক্স না লই
লবণের শুল্কের ন্যায় আপনার কাজ সিদ্ধ করি
লইলেন! জানি না, কোথায় ইংরাজের বি
দেখিয়া ষ্টেটসম্যান এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বিস্তর অর্থ উ
র্জ্জন করিতেন, এখন তাহা হয় না। এ কথ
সম্পূর্ণ সত্য নয়। যখন ভারতবর্ষ গভীর অজ্ঞতা
মিরে নিমগ্ন ছিল, বিদ্যালোকে যখন ভারতব
হৃদয় আকাশ এরূপ আলোকিত হয় নাই; ত
পারে এখন একজন চতুর সুশিক্ষিত ইংরাজ বি
হস্তে এ দেশে আসিয়া অনায়াসে আপনার বি
বুদ্ধি ও কৌশল প্রভাবে স্বল্পকাল মধ্যে অসীম
সম্পত্তির অধিপতি হইতে পারিতেন; এখনো
কোন ইংরাজ এখানে আসিয়া দরিদ্রভাবে ইং
প্রতিগমন করেন, ইহা দেখিলেও বিশ্বাস হয়
তবে এখন সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, এ
অনেকেই আপনার স্বার্থ সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন,
রাং ইংরাজ আর সহজে তাঁহাদিগকে ভুলা
পারেন না। যখন ডাক্তার চার্লস সাহেব বি
গমন করেন, তিনি নগদ ১৫ পনর লক্ষ টাকা ল
যান, জিজ্ঞাসা করি তিনি এম, ডি ভিন্ন আর
কি লইয়া আসিয়াছিলেন? কেবল চার্লস সা
কেন, এক এক জন উকীল, ব্যারিষ্টার শুধু
আসিয়া ক্রোরপতি হইয়া যাইতেছেন। ইং
কথাও স্বতন্ত্র, কত মূর্খ হ্যাট কোট মাত্র সম্বল
জাহাজের সেলর হইয়া আসিয়া শেষে কে, সি,
আই হইতেছেন। অতএব ষ্টেটসম্যান যে
কল্পনা করিয়া এত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা

ক। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখিতে পাইবেন দিন পরেই বাঙ্গালীদের আর গবর্ণমেন্টের নে কার্য্য পাওয়া ভার হইবে।

এটা কি অত্যাচার নয়?

রাজউদ্দৌলার এত নাম প্রচার হইয়াছে কেন? এক জন অন্যায়কারী ছিলেন। অন্যায়কারী ল যদি সিরাজউদ্দৌলা হয়, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক জেলায় প্রায় দুটী তিনটী সিরাজ-লা বিরাজমান দেখিতে পাই। মুরসিদাবাদের র্গত লালগোলা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের উপর প অন্যায় করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা ধ সংবাদে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম, হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। এই প্রস্তাবে বিষয় বিস্তারিতরূপে সংযোজিত হইতেছে। ন উচ্চপদাবলম্বী সিবিলিয়ান ন্যায়ের মস্তকে ঘাত করিয়া যদি যথেচ্ছাচারী হন, তাঁহার স্বতন্ত্র। তাঁহার দোষ দোষের মধ্যেই নয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও বড় কম নন। বিমস পরাক্রমান্ সিবিলিয়ান নহেন; তিনি এক জন ন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাত্র, কিন্তু সেসকল হুজুর য় আচরণ ও উৎপীড়ন এবং স্বেচ্ছাচারিতা অপার কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবার এই ক্ষুদ্র বিমস সাহেব তাঁহাদের কীর্ত্তি চন্দ্র রাহুর ন্যায় করিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রকৃত এই:—পূজার বন্দের কিছু দিন পরে যখন য়া বিমস সাহেব তদীয় বিভাগের দর্শনীয় স্থান নে বাহির হন, সেই সময় তিনি রায় সিংহের নিকট একখানি গাড়ি চাহিয়া ন; রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ আপ- একখানি গাড়ি পাঠাইয়া দেন। এক দিবস মাত্মা বিমস সাহেব ঐ গাড়িতে চড়িয়া একটা টা খারাপ রাস্তার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতে লেন, দৈবাৎ গাড়িখানি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিমস বতঃ কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। হাকিম হাদুর, ধনপৎসিংহ যে তাঁহাকে গাড়ী দিয়াছিলেন না ধন্যবাদ না দিয়া বরং এক কড়া পত্র লিখিয়া রাগ প্রকাশ করেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই:— জন ভদ্র লোকের জন্য এরূপ ভাঙ্গা গাড়ী পাঠা- দেওয়া আপনার ন্যায় ভদ্র লোকের কাজ হয় । গাড়ি ভাঙ্গা ছিল কি তাঁহার দোষে ভাঙ্গিল, ম এ বিবেচনা করা উচিত, এবং তাঁহা দ্বারা রায় ধনপৎ সিংহের যে ক্ষতি হইল, তজ্জন্য বিমস সাহেবের লজ্জিত হওয়া এবং ক্ষমা র্থনা করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পাঠক! বিমস সাহেব বাহাদুর কিরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন! ভাল এই খানেই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। দুর্ব্বল খলের হৃদয়ে যেমন বিদ্বেষাগ্নি ভস্মাবৃত থাকে এবং সময় উপস্থিত হইলে জ্বলিয়া উঠে, এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিরূপে ধনপৎ সিংহকে অবমানিত করিবেন, হুজুর বাহাদুর মনে মনে তাহার সুযোগ্য অবসর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে এক দিবস ধনপৎ সিংহের এক অল্পবয়স্ক পুত্র নৌকারোহণে নদীতে জলক্রীড়ার্থ গমন করেন। তথায় তিনি কয়েক জন মাল্লাকে মৎস্য ধরিতে দেখিয়া নিষেধ করেন। ধনপৎ সিংহ যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে জীবহিংসা একেবারেই নিষিদ্ধ। ক্রমে উভয়দলে কথান্তর উপস্থিত হয়। জালিয়াগণ মারপিটের দাবি দিয়া ধনপতের পুত্রের নামে বিমস সাহেবের আদালতে অভিযোগ করে। একে চায়, আরে পায়, বিমস সাহেব অমনি বালকের ২৫০ টাকা জরিমানা করেন। দোষী প্রমাণ হইলে জরিমানা করিলে দোষ কি? কিছুই নয়, তবে এই মকদ্দমায় সাহেব বাহাদুর স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিবসে প্রতিবাদীর উকিল এই রূপ প্রার্থনা করেন যে ধনপতের পুত্র স্বয়ং আদালতে উপস্থিত না হইয়া ক্রিমিনাল কোডের ১৫১ ধারা মতে যাহাতে এজেন্টের দ্বারা কার্য্য নিষ্পত্তি হয় আদালত তাহার অনুমতি প্রদান করুন। আইন মতে এ মকদ্দমা কিছুই নহে, তথাপি কি নিগূঢ় কারণে তাহা হাকিম বাহাদুরই বিশেষ অবগত, এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়, এবং প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়, এমন কি জামিন লইতেও আদালত স্বীকৃত হন নাই। এইরূপে আমাদের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যে রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ব্যবহার দর্শন করিবেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এই কি সেই ব্যবহার দর্শন? কোথায় বা আইন, কোথায় বা ধর্ম্ম আর কোথায় বা ন্যায়—হুজুরের ইচ্ছাই সব। তাই বলি এখন সিরাজউদ্দৌলার অভাব নাই। যাহা হউক, ইহাতে আরো একটী কৌতুককর বিষয় আছে। প্রতিবাদীর এজেন্টকেত গ্রাহ্য করিলেন না, অথচ ধনপৎ সিংহের পুত্র আদালতে না আসিলেও হাকিম বাহাদুর সেই এজেন্টের সম্মুখেই বিচার আরম্ভ করিলেন। পাঠক! আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছেন? ধন-পৎ সিংহ সেসন জজ বেনব্রিজ সাহেবের নিকট পরিশেষে আপিল করিলেন। জজ সাহেব বিমস সাহেবের এই ঘোর অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ এবং ঐ জরিমানা কমাই ৫০ টাকা করেন। পাঠক! তিনি কি বলিয়াছে শুনুন:—আমার মতে এই মকদ্দমায় নিতে কর্তা হইয়াছে। ইহা এক জন চঞ্চলস্বভাব বা কের প্রগল্ভতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথ বয়সের প্রতি দৃষ্টি রাখিলা অনেকটা ক্ষমা কর উচিত, দ্বিতীয়তঃ কোন কাজ করিবার ক্ষমতা থাকি লেও যদি কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহাকে কাজ করিতে নিষেধ করে, আর সেই ব্যক্তি না শুনিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহাতেও অসন্তো প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী বিশেষ অবগত ছিল যে প্রতিবাদীর সম্মুখে মাছ ধরি তাঁহার বিরক্তি জন্মিবে। অতএব বোধ হয় বা স্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ প্রতিবাদী মাল্লা সম্মুখে তাঁহার নৌকা লইয়া যান এবং তাঁহার চরদিগকে দুই একটা চড় চাপড় মারিতে বলে প্রথমে দুই পক্ষেই গালাগালি হইয়াছিল, স নাই। সুতরাং এই সামান্য অপরাধের জন্য টাকা জরিমানা নিতান্ত আইনবিরুদ্ধ। তজ্জন্য জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করিল আমার মতে প্রতিবাদীর প্রতি যার পর নাই অ চার করা হইয়াছে এবং বিমস সাহেবও বি স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বালক বাদী এজেন্ট দ্বারা মকদ্দমা চালাইবার আ করেন, অথচ প্রয়োজন হইলে স্বয়ংও আদা উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হন, প্রতিবাদীকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, মাজিষ্ট্রেট ভরের এই যদি জেদ ছিল, তিনি অনায়াসে তাঁহ জানাইতে পারিতেন যে দিন স্বয়ং আদালতে হ হইবেন, না হইলে গ্রেপ্তার করা যাইবে। ইহা না করিয়া তিনি এক ওয়ারেন্ট জারি কর এবং এদিকে সেই এজেন্টের সম্মুখেই মকদ্দ বিচার আরম্ভ করেন। এই সামান্য অপরাধ এই বালক যেরূপ ভদ্রকুলসম্ভূত এবং ক্রোধের কারণ, এই সকল বিবেচনা ক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই মকদ্দমায় এবং অদূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমস সাহেব কিরূপে ন্যায়ের মস্তকে পদা করিয়া সিরাজউদ্দৌলার প্রিয় হইয় জজ সাহেবের কথাতেই পাঠক বিলক্ষণ পারিলেন, এ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক ব আবশ্যকতা নাই। তবে এই এক মাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকা বেনব্রিজ বের উচিত হয় নাই। এ বিষয় তাঁহার হাই এবং বেঙ্গল গবর্ণমেন্টে জানান একান্ত কর্ত্তব্য

সামান্য বিষয়টীকে বিমস সাহেব কেন যে
ক ভুমুল করিয়া তুলিলেন, অবশ্যই তাহার
কারণ আছে। সে কারণ কি? এক মাস পূর্ব্বে
নি যে গাড়ী ভাঙ্গিয়া ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পান,
ই আক্রোশ এত দিন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া-
লেন। এক্ষণে সময় পাইয়া তাহার প্রতিশোধ
লেন এবং অনায়াসে অন্যায় ক্রোধের বশীভূত
া স্বকর্ত্তব্য ভুলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী
সন্তানের এরূপ অবমাননা করিলেন। আমরা
ন ইডেন সাহেব অত্যাচারীদিগের পরম শত্রু,
ার নিকট অন্যায় এবং আইনবিরুদ্ধ কার্য্য
য়া কেহই নিস্তার পান না, এজন্য আমাদের
বিশ্বাস, তিনি এ বিষয়ের সুবিচার না করিয়া
ই ক্ষান্ত থাকিবেন না। এস্থলে আমাদের
ী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। বিমস
েব রাজপদস্থ হইয়া কি যুক্তিতে রায় ধনপৎ
হের নিকটে গাড়ি চাহিলেন? তাহাতে তাঁহার
হইয়াছে কি না? উপেক্ষা করিয়া বিনা
সে দোষ অমনি অমনি যাইতে দেওয়া
ত কি না?

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের এবং শিক্ষিতদিগের একটী জীবনোপায়।

ভারত কৃষিজীবী দেশ। কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে
তের প্রধানতঃ উন্নতি, কিন্তু আমরা একটী
ত্যা দেখিতেছি, ভারতে অন্যান্য বিষয়ের অবস্থা
পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের
র ও কৃষিকার্য্যের অবস্থা পরাশরের সময় অবধি
বিবর্ত্তিতভাবে প্রায় একরূপ চলিয়া আসি-
হ। অন্য অন্য অনেক বিষয় গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ
াছে। সেই সেই গ্রন্থের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও
ারও বৃদ্ধি হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ে অনেক
নূতন গ্রন্থকারও নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া
সেই বিষয়ের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া-
। কিন্তু কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পরাশর যে কয়টী
কার উপন্যাস করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর
ষয়ে আর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলে
[illegible] হয় না। বরং পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের যে কিছু
ি হইয়াছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া গিয়াছে।
আর সে আট গরু, ছয় গরু ও চারি গরুর
দেখিতে পাওয়া যায় না।

[illegible] উন্নতি নাই, তাহার প্রধান কারণ
[illegible] করিবার ইচ্ছার অভাব।
[illegible] পরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ
[illegible] তাঁহাদিগের সেই স্বাধীন-
[illegible] অভিলাষও ক্রমে ক্রমে

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় রাজারা নিজ নিজ সুখ সম্ভোগে প্রমত্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সুখ-সাধন সামগ্রীর উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন, প্রজার উন্নতিসাধন বিষয়ে অথবা আপনাদিগের উৎকর্ষ-সাধন বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি বা চেষ্টা ছিল না। প্রজা ভারতবাসীরাও কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইলেই কৃতকৃত্য হইত, অন্য কোন উন্নতিসাধনের চেষ্টা পাইত না। সুতরাং উন্নতিদেবী আরাধনার অভাবে বিমনায়মান ও অপ্রসন্ন হইতেন। প্রজা-দিগের দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল, দৈব যে বার প্রসন্ন হইলেন, সে বার প্রচুর শস্য জন্মিল, যে বার অপ্রসন্ন হইলেন, সে বার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। এইরূপে ভারতবাসী প্রজাদের কালযাপন হইয়া আসিতেছে, আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে এই একটু বিশেষ ঘটনা হইয়াছে, পূর্ব্বে শস্যের বিদেশে রপ্তানী ছিল না; সুতরাং শস্য সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্নিবন্ধন কৃষক-দিগের এবং মজুরীর অভাবে মজুরদিগের অতি কষ্ট ছিল, এখন শস্যের চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হওয়াতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ কৃষক সচ্ছল এবং মজুরি সচ্ছল হওয়াতে মজুরেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়াছে। কিন্তু ভূমি যেমন তেমনি আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে। যদি সুবৃষ্টি হইল, সুফসল জন্মিল, যদি বৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিল শস্যোৎপত্তিরও ব্যাঘাত জন্মিল। ভূমির অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। মধ্যে ভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন শস্য নিতান্ত দুর্মূল্য হওয়াতে কৃষকদিগের যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল, গত বৎসর ও এ বৎসর শস্য সুলভ হওয়াতে সে সুবিধাও আর নাই।

আমাদের বঙ্গবাসী পাঠকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের ভূমির অবস্থার বর্ণন বিষয়ে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমিতে একমাত্র ধান্য জন্মে, কৃষকেরা জৈষ্ঠমাসের অর্দ্ধ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র-মাসের কয়েকদিন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে। ভাদ্র মাসের শেষভাগে ও আশ্বিনমাসের প্রথম অংশে কেহ নিড়াইয়া দেয়, কেহ দেয় না। তাহার পর অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে ধান্য ছেদন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহার পর কৃষকদিগের ক্ষেত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। [illegible] সার দেওয়া বা অন্য অন্য শস্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা, সে সকল প্রায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রের সহিত প্রজার ঠিকারূপে খাজনা দেওয়ার সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগের ক্ষেত্রের

প্রতি যত্ন, মায়া, মমতা নাই। ক্ষেত্রের স
কায়েমী সম্বন্ধ হইলেও তাহারা যে উল্লিখিত প্রণ
কৃষিকার্য্যের রীতি অতিক্রম করিয়া কিছু অ
করিবে, তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী, স্বভাব ও র
দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না।

যাহাতে ভারতে কৃষিকার্য্য উন্নত হইয়া উ
আমাদের রাজপুরুষেরা বিধিবোধিতরূপে সেই চে
পাইতেছেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
কৃষিসংক্রান্ত উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্য অবল
করিলে সে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ক্ষে
যাহাতে উন্নতিবিধায়ক সুব্যবস্থা হয়, তাহা
উপায় করা কর্ত্তব্য। এখন আমরা সচরা
দেখিতে পাই যে যেমন প্রজা, যাহার যেমন ক্ষম
সে তেমন দশ বিঘা পাঁচ বিঘা ভূমি ঠিকায়
লইয়া কৃষিকার্য্য করে। এ প্রণালীতে কৃষিক
চলিলে কোনকালেই ইহার উন্নতি হইবে না,
অবস্থায় এখন আছে, চিরকালই তদবস্থ থাকি
অতএব আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্যপ্রণ
করা কর্ত্তব্য যে এক এক ব্যক্তি অন্ততঃ ৫০ বি
করিয়া ভূমি লইবে। সেই ভূখণ্ড লইয়া সে তাহ
সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে। সেই ভূমিতে যে পরিম
যেরূপ সার দিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়, স
সে তাহার অনুসন্ধান করিবে। তাহাতে যে
শস্য দিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা আ
সে সেই শস্যের বীজ বপন ও রোপণাদি করি
বয়স ভোর দেখিয়া আসিতেছি, কার্ত্তিকে
হইলেই ধান্যের ব্যাঘাত জন্মে। আমরা উ
যে এক এক খণ্ড ভূমির কথা কহিলাম, যদি তা
মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় করা হয়,
হইলে যে বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হই
কৃষকেরা সেই সেই জলাশয় হইতে জল সে
করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে প
এখন কথা এই, এ সকল কার্য্যে ব্যয় অধি
সামান্য লোকের সে ব্যয় সংস্থান করা কঠিন,
ব্যয় কিরূপে সংগ্রহ হয়? এ কার্য্যই বা কি
নিষ্পন্ন হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি; এ
কৃষিকার্য্য করা সামান্য ইতর লোকের কর্ম্ম নয়,
লোকদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে,
অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও উপাধি লাভ ক
চাকরির নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে
চাকরি জুটিতেছে না, তাঁহারা এইরূপ পঞ্চাশ,
বিশত বা ততোধিক পরিমাণে এক এক খণ্ড
সংগ্রহ করুন, এবং আমাদিগের প্রদর্শিত প্রণাল
কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করুন। ঐরূপ এক এক
ভূমি লইয়া ঐরূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন,
বংশজাত এরূপ অনেক ভদ্র লোক আছেন।

া ভদ্র লোকের ক্ষমতা নাই, অথবা যাঁহাদের তা অল্প, দেশীয় জমিদারেরা সমস্ত খাজনায় দিগকে ভূমি দান করুন, এবং বিনা সুদে শে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাদের াহ বর্দ্ধন করুন। এরূপ করিলে কেবল কৃষি ায় উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ হতভাগ্য চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষিতদিগেরও এক ী জীবনোপায় হইবে।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ দিন দিন সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করি- ছে। বস্তুতঃ তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টিপাত হই- কথা বটে। কতকগুলি অঙ্গহীনতা পরিত্যাগ লে ইহাকে দ্বিতীয় অমর নিকেতন বলিয়া জ্ঞান বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে তদ্দেশে ত্রৈলঙ্গীরা উপ- শ করে, এইনিমিত্ত উহা তৈলং নামে খ্যাত । কিন্তু অধুনাতন ব্রহ্মনামটী কত দিন হইয়াছে ার স্থিরতা নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৩৭৩৬৭৭১। মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় এবং ত্রৈলঙ্গী ২৭৬৬৮২৭

কারেন	৫,৮২৯৪
চীন	৫৫০১৫
ও ঙ্গু	৩৫৫৫৪
শান	৫৯৭২৩
ভারতবর্ষীয়	২৪৬২৮৯
মহাচান	১২৯৬২
ইউরোপীয়	১১৮৬০
অন্যান্য জাতি	২৭৫২৮
সমষ্টি	৩৭৩৬৭৭১

ব্রহ্মদেশের চতুর্দ্দিকই জলপূর্ণ। বর্ষার আগমে াপি শুষ্ক মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় না। এক একটী গৃহ র্দ্দিকেই জলরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। কৎসাতবে ম্যালিরিয়ার যে প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট য়া থাকে, দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের সেই াবাদিসমূহ পাপ ম্যালেরিয়ার কারণ ব্রহ্মদেশে ছুই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। অনুপা ত্তকা সত্বেও তদঞ্চলে এ পর্য্যন্ত জ্বররোগ স্বীয় ংবিধ্বংসী কর বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। ৭২ অব্দের লোক সমিতিকালে তথাকার মানব খ্যা ২৮৭১৪৮ জন পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব ষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে শতকরা অন্যূন ৩৬ জনের ধক লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ভারত- র্ষের দুর্দ্দশা কথয়িতব্য নহে; এখানে শতকরা ট জনের অধিক লোক বৃদ্ধি হয় নাই। ব্রহ্মদেশে নকের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়, এ দিকে াবার যে প্রকার লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সহজেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, তথায় অধিক পীড়ার প্রকোপ নাই।

সম্বৎসরে প্রায় ২২০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হয়, এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জলপ্লাবন দ্বারা সর্ব্বত্র ধৌত হওয়ায় পললকর্ত্তৃ ভূমির দ্বিগুণতর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮৭১ সালে ন্যূনাধিক ৬২৭১১ ৫৮ বিঘা ভূমিতে উপযুক্ত চাস দেওয়া হইত। ১৮৮১ সালে ১০৫৫৬০৫৫ বিঘা ভূমি কর্ষিত হই- য়াছে।

ব্রহ্মদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল; তাহারা নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করে না। ভারতবর্ষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অন্তঃপুরাবরুদ্ধ নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব কার্য্যানুরোধে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; এমন কি সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদিগকেও অন্তঃপুরের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। তথাকার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই শিল্পী, এবং উপার্জ্জনশীল। তাহাদের স্বোপার্জ্জিত ধন সাংসারিক কর্ম্মে ব্যয়িত হয় না। স্ত্রীলোকেরা শ্রমী এবং অর্জ্জনশীল বটে, কিন্তু তাহাদের অঙ্গের ভাবনটুকু কিছু বেশী বেশী। নিজ পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাতে সকলেই বেশভূষা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। তথাকার একজন সামান্য তাম্বলী এবং কৈবর্ত্তীর কণ্ঠে ও মহামূল্য মতিহার এবং অঙ্গুলিতে হীরকখচিত স্বর্ণ অঙ্গুরী দৃষ্ট হইবে। পাঠক! মতি- মালার কথা শুনিয়াই হয় ত মণিহারী দোকানের দু-পয়সা মূল্যের কৃত্রিম মুক্তা ভাবিয়াছেন; কৃত্রিম মুক্তা হইলে আমরা এখানে সে কথার উল্লেখ করি- তাম না, ধীবর কন্যার কণ্ঠেও দুই সহস্র টাকা মূল্যের মসৃণ উজ্জ্বল মৌক্তিকফল অনুপম শ্রীসম্পাদন করিতেছে, সচরাচর আপনাদের আমাদের গৃহেও যাহা দৃষ্ট হয় না, এমন মুক্তা,—তাই কথাটা কিছু বিশেষ করিয়া বিবৃত হইতেছে। পাঠক এক্ষণে বলিতে পারেন,—সামান্য বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের গৃহেও এতাদৃশ অর্থাগম কি প্রকারে হয়? তাহার প্রকৃত কারণ এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে। চিরপ্রচলিত বাক্য—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি কথার ইহা সম্যক্‌রূপে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। দশবৎসর পূর্ব্বে তথাকার বন্দরে ১৩১৫০৩৭৪ মণ চাউলের রপ্তানি হয়, সম্প্রতি ২৪০৯১৮৮৪ মণ চাউল বৎসর বিক্রীত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ সেগুণকাষ্ঠ তথাকার বাণিজ্যের একটী প্রধান দ্রব্য। নেপালের বিখ্যাত সালকাষ্ঠ দুর্লভ হওয়ায় ব্রহ্মদেশজাত সেগু- ণের বিলক্ষণ আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক আমাদের দেশে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই ব্রহ্মদেশ হইতে অভ্যাগত। পূর্ব্বে ঐ সেগুণকাষ্ঠ কেহ স্পর্শও করিত না, এক্ষণে ঐ কা[illegible] প্রতি বৎসর ১০২০০০০০ টাকা উপলব্ধ হইতেছে[illegible] দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় যাবতীয় রপ্তানি [illegible] ৫১১০০০০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। [illegible] বৎসর ১১৪৩০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদে[illegible] প্রেরিত হইয়াছে। এ স্থলে সাকল্যে গবর্ণমেণ্ট[illegible] দেয় রাজস্ব ২১৬০০০০০ টাকা আদায় করিতে [illegible] অতএব কৃষি এবং বণিকদের প্রায় নয় ক্রোর ট[illegible] লাভ থাকিতেছে। এ প্রকার স্থলে দেশের [illegible] ধিক শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার কথা।

কিয়দ্দিন অতীত হইল ব্রহ্মদেশের বা[illegible] কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। মহামান্য শ্রী[illegible] গবর্ণর জেনারল বাহাদুর তাহার প্রতিবিধা[illegible] সম্প্রতি রেঙ্গুন গমন করিয়াছিলেন। সেগুণকা[illegible] উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে, বোধ করি তাহা শী[illegible] রহিত হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ যদি [illegible] পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত [illegible] বাণিজ্য আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

উপযুক্ত বাণিজ্য এবং শ্রম ভিন্ন কোন দে[illegible] অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রী[illegible] সকলেই শ্রমী তজ্জন্য তথায় দুষ্কর্ম্মের ভাগও [illegible] অল্প। লোক সংখ্যা অনুসারে বিচার ক[illegible] দেখিলে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ব্রহ্মদেশের জেলখা[illegible] স্ত্রীলোক বন্দীর সংখ্যা অতি সামান্য। তথা[illegible] কামিনীরা শ্রমশীল না হইলে কখনই এ প্র[illegible] জেল দৃষ্ট হইত না। আমরা তথায় আর এ[illegible] সদৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেখানে বাল্যবিবাহ [illegible] লিত নাই। বালক বালিকার বয়োবৃদ্ধি [illegible] তাহারা [illegible] মনোনীত ক[illegible] [illegible]। তথায় কোন প্রকার প্রবল পীড়ার উ[illegible] নাই, [illegible] বাল্যবিবাহের অভাবেই তা[illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] হইবেন, আমরা অদ্যদিন তা[illegible] চিন্তা করিতেছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ৩ রা জানুয়ারি দক্ষিণ [illegible] [illegible] হইয়াছে। ৮০০০ হাজার অষ্ট্রিয় সৈন্য [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। অষ্ট্রিয়া জর্ম্মণি ও [illegible] এক[illegible] [illegible] পরস্পর মৈত্রী বন্ধনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

[illegible] ৭ ই জানুয়ারি। [illegible] এক[illegible] একটী [illegible] যে [illegible] রক্ষা ও [illegible] অধীনতা স্বীকার [illegible] এবং রাজকর্ম্মচারীরা সকল প্রকার [illegible] গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতিপোষণে [illegible] হন।

...ব শশিপদ বাবুকে নিম্নপদে নীত করিয়া ...ক দেড়শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান পোষ্টাফিসের ...মাষ্টারী পদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের ... এই যে, তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছা...য়ে "রিজাইন" দিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি ...পোষ্টমাষ্টার জেনেরল শশিপদ বাবুকে রিজাইন ...ত নিষেধ করিয়াছেন এবং রিজাইন দেওয়া ...ত কি না বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে ...হ কাল সময় দিয়াছেন, এই জনরবটী যদি সত্য ... তবে শশিপদ বাবুর উচিত যে তিনি "পা দিয়া ...ী না ঠেলিয়া" দিন কতক বর্দ্ধমানের পোষ্ট...ী করুন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় ও ... থাকে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার ...রিষ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

এ বৎসর এখানকার মিউনিসিপল স্কুল হইতে ... ছয় জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, ...ধ্যে চারি জন দ্বিতীয় ও এক জন তৃতীয় বিভাগে ...ক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হেড মাষ্টার ও স্কুলের গৌরব ... করিয়াছে। মিউনিসিপল স্কুলের প্রবেশিকা ...ীক্ষার ফলশ্রুতি প্রতি বৎসরই সন্তোষজনক হইয়া ...কে, কিন্তু গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় এক... মাত্র ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল, এজন্য শত্রু...ীয়েরা সহাস্য মুখে উক্ত স্কুলের নিন্দাবাদ করি...ছেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এ বৎসর সেই স্কুল ...তে পাঁচ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও...তে নিন্দুকের মুখে—চুণ কালী পড়িল !!

মিউনিসিপালিটীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া ...ীয় করদাতৃগণ এখানে সাধারণ প্রতিনিধি ...নপ্রণালী প্রচলনাভিপ্রায়ে বঙ্গদেশের লেপ্টে...ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণের ...দ্যোগ করিতেছেন। বর্দ্ধমান শ্রীরামপুর ও ...নগরের ন্যায় এখানে "ইলেক্টিভ সিসটেম" ...চলিত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, "এখানে ...জ কাল ষ্টীমারের "দানসাগর" হইয়াছে, কিন্তু ...ক্ষণে দেখিতেছি যে, সেই পুরাতন "সিদ্ধেশ্বরী" ... নূতন "হংসেশ্বরী" গমনাগমন করিতেছে। ...মার "মহাতাপ" অদর্শন হইয়াছে, সুতরাং পুরা...ন সিদ্ধেশ্বরীরই "প্রিমিয়ম" বাড়িয়াছে। কিন্তু ...দুঃখের বিষয় এই যে, ম্যানেজার বাবুর কার্য্যপ্রণালীর ...দোষে মালের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে মধ্যে ...গোলযোগ ঘটিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে আরো...হীরও অসুবিধা হয়, অতএব আমরা আশা করি ...ব, ষ্টীমার সিদ্ধেশ্বরীর অধ্যক্ষ বাবু যেন একজন ...উপযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যানেজার করিয়া, অশুদ্ধ কার্য্য-প্রণালী শুদ্ধ করিতে যত্নশীল হন।"

কলিকাতার ডেপুটী পুলিষ কমিশনর লাম্বর্ট সাহেবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইনিস্পেক্টর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ সত্য নহে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে টিকারির জমীদারি মকদ্দমার আপীল হইয়াছে। এড্‌ভোকেট জেনেরল রণবাহাদুর সিংহের পক্ষ সমর্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার ইভেন্স রাণী রাজরূপ কুঁয়রের পক্ষে আছেন। এই মকদ্দমায় বোধ হয় ইহাঁরা উচ্চ্বর যাইবেন। গয়ায় যখন ইহার প্রথম বিচার হয়, সেই সময়ে উকীল মোক্তারে বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, এবার বোধ হয় গড়াইবে।

কাশ্মীরে এবার ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে, কয়েকজন পথিক ইহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মান্দ্রাজে ভূমিকম্প হওয়াতে মিরাকারা নামক স্থানের লোকেরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তাহারা দেবতাদিগের ক্রোধ-কেই ইহার মূল স্থির করিয়া যাহাতে গ্রহ শান্তি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডে আবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

পাটনার উকীল বাবু গোবিন্দচরণ ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর পাটনার মোক্তারি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেরিকায় এক্ষণে নিত্য ২০০০ দুই হাজার ঢেঁকঘড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

কলিকাতা ও ইহার উপনগর সমূহের পুলিষে ১৯৫০ জন দেশীয় কনষ্টেবল আছে। ইহার মধ্যে ২ শত মাত্র বাঙ্গালী, অবশিষ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসী।

ব্রাহ্মণ পাচকে এক্ষণে জেলের হিন্দুকয়েদিদিগের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এ নিয়ম যে আর অধিক দিন থাকিবে আমাদের তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলিসম্যান ইহা লইয়া মহা আন্দোলন করিতেছেন। তিনি বলেন, "পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংস্কার অতি গুরুতর থাকায় হিন্দুকয়েদীরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিত বলিয়াই জেলখানাতে ব্রাহ্মণ পাচক রাখা আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই এ ব্যবস্থা তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। গয়ার একজন শ্রেষ্ঠজাতীয় হিন্দু জাল করার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গয়া নিবাসী ব্রাহ্মণের পাক না হইলে সে অন্যের অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় এবং দুই দিন অনশনে থাকে, অবশেষে কোন উপায়েই তাহাকে খাওয়া...ইতে না পারায় জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এ... সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তিনি আবার কমিশ... সাহেবের নিকট এই রিপোর্ট করেন, অবশে... সিদ্ধান্ত হয় কয়েদী অনাহারে আত্মহত্যার চেষ্টা ক...রিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি পুনরায় নূতন দণ্ড বিধা...ন করা আবশ্যক। কমিশনরের এই আদেশ শু... সে তখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া জে...লখানার পাচককে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া তাহার ... গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। কয়েদী বিবেচনা ক...রিয়া ছিল যে তাহার কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট সময় প... তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ব্রাহ্মণপা...চক রাখিতে বাধ্য।"

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি বোম্বাইয়ে... গবর্ণর ফারগসন সাহেবের স্ত্রী ওলাউঠা রো...গে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অধিকতর দুঃখের বি...ষয় এই সার জেমস ফারগুসন কাঠিওয়ার পরিভ্রম...ণে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে স্ত্রীর স... তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

মান্দালাইয়ে জনরব উঠিয়াছে সম্রাট থি... উন্মত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার ... হইয়াছে।

কলিকাতা ও উপনগরের লোক সংখ্যা গ্র... ২৭৮৩৩৷৷৴ ৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ... মিউনিসিপালিটী ১১৮৮৬৸৴১০ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরী... ৩৭১ জন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। ৪৩ ... প্রথম শ্রেণীতে, ১৪০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৭৫ ... তৃতীয় শ্রেণীতে। ঢাকা কলেজ এই পরী... সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই কলেজ হইতে প্র...থম শ্রেণীতে ৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৪ ও তৃ...তীয় শ্রেণীতে ২১ জন সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩ জন উত্তীর্ণ হইয়া... প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ১১ জন, দ্বি...তীয় শ্রেণীতে ১৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ জন ...শুদ্ধ ২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরী... ১০২৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম শ্রে... ২০৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৮৭, তৃতীয় শ্রে... ৪৩৪ জন; হিন্দু ও হেয়ারস্কুল সকল শ্রেষ্ঠ হ... এই বর্ষে ৬ জন দেশীয় এবং ২টী ইউরোপীয় স্ত্রী... প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের... কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরী, অবলা দাস ... মেরী মিত্র নির্ম্মলবালা মুখোপাধ্যায় মিস... জনষ্টোন ও এচ, এল স্মিথ ২ য় বিভাগে এবং কু... প্রিয়োত্তমা দত্ত, বিধুমুখী বসু ৩ য় বিভাগে ... হইয়াছেন।

বগুড়ার সার্প সাহেবের ন্যায় সম্প্রতি চট্টগ্রামে
র একটী গৌরাঙ্গ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন।
ার নাম গুড। ভারতমিহির পাঠে অবগত হই-
, গত ১৪ ই পৌষ চট্টগ্রামের সাম্বৎসরিক
াৎসব উপলক্ষে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া
য়ান বাজারের নিকট উপস্থিত হইলে গুড
কব মহোদয় সস্ত্রীক তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী
া, প্রথমে চাপরাসী পাঠাইয়া পথ ছাড়িয়া
়ার আদেশ করেন। চাপরাসী পশ্চাতের দুই
টী কৌতুকদর্শী বালককে সাহেব মহোদয়ের
দশ জানাইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু মুহূর্ত্ত
া পথ পরিষ্কার হইল না দেখিয়া ক্রোধান্ধ
া গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থ ২।৪
ভদ্র লোককে ধাক্কা ও ড্যাম র‍্যাসকেল বলিয়া
ল দিতে ত্রুটি করেন নাই। পরে যখন সঙ্গীতের
ক জন প্রধান প্রধান লোক সাহেব বাহাদু-
বুঝাইয়া দিলেন যে এটা আর কিছু নয়,
দ্দেশে গান হইতেছে, আর এ বিষয়ে পুলি-
অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সাহেব
ত্তর কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে
র মাজিষ্ট্রেট কার্বি সাহেব ব্রাহ্মসমাজের
দকের দশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন এবং
বককেও দণ্ড দিয়াছেন। যদি গুড্ সাহেবদের
ই এরূপ ব্যাড্ কাজ হইল, তবে ব্যাড্ সাহেব-
নিকট হইতে আমরা আর কত গুড্ কাজের
াশা করিতে পারি!! মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্রাহ্ম
জের সম্পাদকের অর্থদণ্ড করিলেন, ইহার
ণ ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়া নামক স্থানে
প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃক্ষের
া কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডার্ব্বিন সাহেব পরীক্ষা
স্থির করিয়াছেন, কিঞ্চিলিকা (কেঁচো)
ত ভেদ করিতে পারে। ইহারা ভূমির উর্ব্বর
সাধন বিষয়ে প্রধান উপযোগী।

কলিকাতায় যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে যে
দ্রব্য আনীত হয়, তন্মধ্যে জয়পুরের এক অন্ধ
গরের নির্ম্মিত একটী বিচিত্র কৌটা সকলকে
কৃত করিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে ইহার গুণপনা
করিয়াছি।

আহম্মদাবাদে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত বর্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ১৫৩৮০০০ টাকা লাভ
াছে। অংশীদারদিগকে শত করা দশ টাকার
বে লাভ দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রান্সের অমূল্য রাজরত্ন বিক্রীত হইতেছে,
ায় এক একটী তালিকা প্রচারিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ লুই অবধি নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত যিনি যে
রত্ন পাইয়াছেন, তাহার কতকগুলি বিক্রয়
হইবে।

পাইওনিয়র এলাহাবাদের এক ফকিরের বিষয়ে
লিখিয়াছেন, তিনি ৫০ বৎসরকাল অনাবৃত স্থানে
বাস করিয়া প্রচণ্ড শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির প্রকোপ
সহ্য করিতেছেন। পাওনিয়র এই সংবাদে বিস্মিত
হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ কত শত ফকির, মহান্ত
উদাসীন ভারতের নানা স্থানে আছেন।

কলিকাতার বিখ্যাতনামা বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর
ইংরাজী নূতন বৎসর উপলক্ষে অনেকগুলি দীন দরি
দ্রকে ভোজন ও দান করিয়াছেন। বাঙ্গালির ইংরাজি
পর্ব্বাহে আমোদ করা লোকের ভাল লাগে না।

বরদায় অতি সমারোহে একটী দরবার হইয়া
গিয়াছে। এই দরবারে লালজি পুরুষোত্তম রায়কে
রায়বাহাদুর উপাধি দান ও সম্মানসূচক পাঁচ শত
টাকার খেলাত দেওয়া হইয়াছে। ইনি গবর্ণর
জেনারলের এজেন্টের একজন সহকারী, ১৬ বৎসর
গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ পত্রে দেখা গেল, গৌহাটীর
সন্নিকটে এক স্থানে নৃত্যচন্দ্র ঘোষ নামক এক
ব্যক্তির বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে।
বাটীর দুই জন আহত এবং নগদ ৮০০ টাকা ও
অলঙ্কারাদি ২৮০ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

ঢাকবার্ত্তা বলেন, মাধবপুর গ্রামে দুই জন নিম্ন
শ্রেণীর লোক কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত, সম্প্রতি
১৭৫ কৃত্রিম টাকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সহিত
ধরা পড়িয়াছে। মুদ্রা গুলি কাঁসার নির্ম্মিত।

২ রা মাঘ শনিবার কলিকাতা জোড়াসাঁকো
হরিসভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৩ রা মাঘ রবিবার রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ
হইয়াছে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায়
উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি কম্পলিতে পক্ষ বিশিষ্ট এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ
পিপীলিকা দৃষ্ট হইয়াছে। উহারা মধুমক্ষিকার ন্যায়
ঝাক বাঁধিয়া সঞ্চরণ করে। যে স্থান দিয়া চলিয়া
যায়, তাহার নীচে মেঘের ন্যায় ছায়া পড়ে।
ইহারা প্রায় এক ইঞ্চি পুরু।

আমেরিকার এক খানি জাহাজ উত্তর কেন্দ্রের
অভিমুখে গমন করিতেছিল। দুই পার্শ্বে পর্ব্ব-
তাকার বরফ ভাসিয়া আসিয়া জাহাজখানিকে
পেষণ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন
আরোহী নৌকাযোগে জীবনলাভ করিয়াছেন।

শিয়ালদহের নিকট যে একটী পাটের কল আছে
তাহার একজন কর্ম্মচারী অপর কর্ম্মচারীর সহিত
কলহ করিয়া লৌহদণ্ডের আঘাত তাহাকে বধ ক
য়াছে।

প্রভাতীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়া
উড়িষ্যার শুভাকাঙ্ক্ষী বাবু প্যারিমোহন আ
মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি উড়ি
অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

১ লা জানুয়ারি আকায়াবে ভয়ানক ভূমি
ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়া
পাত্রের নাম দ্বারকানাথ রাঘবা, বয়স ৩৫ বৎ
ইনি হায়দ্রাবাদের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যাল
প্রথম শিক্ষক এবং পাত্রীর নাম টানিবাই, বয়স
বৎসর। ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ইনি এ
বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

বরদার গুইকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উ
উপলক্ষে সার টি, মাধব রাও গুইকুমারের নি
৫০ হাজার টাকা এবং মহারাণী যমুনা বা
নিকট হইতে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত
য়াছেন।

বাঙ্গালোরে একটী বালক ইন্দ্রজাল দ্বারা
লোককে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যে ব
যে কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিতেছে, ঐ বালকটী
ক্ষণাৎ শূন্য হইতে আনয়ন করিয়া দিতে
গল্পের অনেক শাখা প্রশাখা হয়। বোধ হয়,
মধ্যে হোসেন খাঁর বুজরুকির ন্যায় কিছু বুজ
আছে।

বারাসতের অভিমুখে যে রেল হইবার প্র
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হ
চলিল। মাটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, অন্য
উপকরণ সামগ্রীও আসিয়া পড়িতেছে। আমা
বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব রেল
বিস্তার ও শিল্প প্রদর্শনাদিতে উৎসাহদান ক
দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন।

ভবানীপুর ও কালীঘাট প্রভৃতি স্থানসমূ
উপর সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর বিশেষ দৃষ্টি
য়াছে দেখিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম।
নর্দ্দামায় ভালরূপ জল নিকাশ হয় না, বিশে
নর্দ্দামার অব্যবহিত সীমাবর্ত্তী জমি সমূহের ম
কেরা পাকে চক্রে নর্দ্দামার জমি তিলার্দ্ধ
করিতে পারিলেও ছাড়েন না! দেখিয়া মিউনি
পালিটী সতর্ক হইয়াছেন, এবং সদর রাস্তার
পার্শ্বে পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত করাইয়া এই উভয়
অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উত্তম ক
করিয়াছেন। ভবানীপুর চড়কডাঙ্গায় ইহার কা
আরম্ভ হইয়াছে। তবে কালীঘাটে একে সরু
তায় গাড়ি ঘোড়া ও লোকজনের বেশি ভিড়,

নর্দ্দামা ত বার বার খাস দখলেই আছে, অপ্রশস্ত রাস্তারও আবার অর্দ্ধেক দোকানদার- র সাজপাট জোড়া থাকে, এ অবস্থায় মিউনি- পালিটী কালীঘাট যে কি উপায় করিবেন বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিন হইল, এই উপলক্ষে মার উপরের বকসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য র মালিকদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে টিস জারি হয়, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত াম যে, একই কারণ, একই বিপদ, একই শা হইলেও তাঁহারা সে নোটিস সর্ব্বত্র প্রবল ন নাই কেন? ভিতরে কোন কারণ আছে ?

চৌরঙ্গী ও কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্ম্ম- দিগকে লইয়া সম্প্রতি বড় হুলস্থূল পড়িয়া ছে। আয়ের সংখ্যা রোজ রোজ কম হওয়ায় াকের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন, স্পেক্টরদিগের প্রশ্রয়ে কণ্ডক্টরগণ ভাড়ার া চুরী করে বলিয়াই আয় কম হয়। কয়েকটী ক্টর ধরাও পড়ে, তন্মধ্যে এক জনের তিন মাস ন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, গুলি খালাস পাইয়াছে এবং প্রধান প্রধান ারী কয়েকজনও পদচ্যুত হইয়াছেন। যে ম সম্প্রতি কার্য্য চলিতেছে, এ নিয়মে চুরী করা কিছু কঠিন কথা, তবে ট্রামওয়ে কোম্পানী প্রমের সুবন্দোবস্ত করিয়া যদি অধিক বেতনে ক্ষিত লোকদিগকে এ কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে ান, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে।

কলিকাতার লোকদিগকে শিবপুর কোম্পানির নে গাড়ী করিয়া যাইতে হইলে অনেকটা পথ া যাইতে হইত, এ জন্য হাবড়ার পোল হইতে র পশ্চিম কিনারা দিয়া ঐ বাগান পর্য্যন্ত একটী া রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ভবিষ্যতে আর কাহা- অনর্থক ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না।

দেশের সুশিক্ষিত যুবকের অনেকেই পরের এক্ষে- া করা অপেক্ষা সামান্য কারবার করাও ভাল, যে এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা ত বড়ই আনন্দিত আছি। কিন্তু ইঁহাদের এই মহৎ দোষ যে, লাভকর ব্যবসায় অনেকে চন করিতে পারেন না। এক জন যাহা করিল, ক দল তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে রেও লাভ নাই, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনেকে দায় হইয়া পড়েন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ী অপেক্ষা ব্যবসায় ভাল, এটী যখন বিলক্ষণ দের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তখন শিল্প ও কৃষি অব- করিলে দোষ আছে কি?

পক্কোদ্ধার জন্য বেলিয়াঘাটার খাল বন্ধ হওয়ায় মহাজনী নৌকা সকল একণে উল্টাডিঙ্গী ও টালীর খাল দিয়া বেশি পরিমাণে যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে সময় সময় এরূপ ভীড় হয় যে অনেক নৌকা মারা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কয়েকদিন ঐরূপ গোলে চেতলার পোলের উত্তর একখানি গোলপাতা ও কাঠ বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

লোকের অবস্থা কখন কি হয়, বলা যায় না। সম্প্রতি দেনার জন্য চেতলার হাট ও তৎসংসৃষ্ট সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। লোকের কপাল মন্দ হইলে লক্ষ্মীও চঞ্চলা হন। উপযুক্ত লোক না থাকিলেই এরূপ দুর্দ্দশা হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ- রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ ই জানুয়ারি ১৮৮২। এ, পি, ম্যাকডনাল্ সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিবেন।

চব্বিশপরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে- ক্টার বাবু গিরীশনাথ মিত্র ১৫ দিনের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

৮ ই জানুয়ারি। ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. জে, ফেজার ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই জানুয়ারি। ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ আর, এস, টাইয়ার এক মাস ৫ দিনের অবকাশ গ্রহণ করাতে মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, বি, গ্যারেট ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

১০ ই জানুয়ারি। চব্বিশপরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজি- ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীশনাথ মিত্র ১৮৮০ অব্দের (বি, সি,) ৭ আইন ও ৯ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত মাণিকগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি মহম্মদ গৌস এক মাস ১১ দিনের অবকাশ লইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ মাসের অবকাশ লইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ছই মাসের অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত পুনরায় নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এল, বি, বি, কিং মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা প্রচার হয়, তাহা রহিত হওয়াতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ, এল, মিরিস ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের ও রেলওয়ে বিভাগের বিশেষ ভার প্রাপ্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮১ অব্দের ২ রা ডিসেম্বর হইতে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে কালেক্টা- রের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ছোটনাগপুরের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কল্লোলাল ১৮৮১ অব্দের ২৮ এ এপ্রেল হইতে ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন। ইঁহার পরি- বর্ত্তে হাজারিবাগের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি, সাষ্টন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৬ ই জানুয়ারি ১৮৮২। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, জে, মোরিস প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই জানুয়ারি। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু ১৮৭৭ অব্দের ৪ আই- নের ৮ ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

১০ ই জানুয়ারি। বাবু বিপিনচন্দ্র বসের অনুপস্থিতি কা- পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত ২ য় আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বাবু কেদারচন্দ্র দত্ত বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য ... এবং সংবাদের দক্ষিণ শাহবাজপুরে থাকিবেন।

১৮ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ... সাষ্টন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২৫২ ধারা অনুসারে মকদ্দমার বিচার করিবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফগণ অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। দক্ষিণ শাহবাজপুরের তৃতীয় মুন্সেফ বাবু বিপিনচন্দ্র রায় ২ মাস ১০ দিন। রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মতিলাল মিত্র ৩ মাস। আরার তৃতীয় মুন্সেফ সি, ই, পেল... এক মাস। কাটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৬ষ্ট মাস।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাম্বেল সাহে- বের হেড বাবু শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২৯ এ ডিসেম্বর প্রাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রাজকীয় কোন উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন না, রেল ওয়েতে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, তবে ... অঙ্কের কেরাণী ছিলেন। কিন্তু ইঁহা দ্বারা জামাল- পুরের বিশেষ উন্নতি হইতেছিল। এজন্যই আমরা

সাধারণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। বিদ্যালয়, কালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি যাহা কিছু ইহাঁরই যত্নে লাভে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে কাদিগের অভিনয় করাইয়া লোকের চিত্ত-দন করাইতেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর একটী বিশেষ ছিল, কোন কেরাণী মাতৃ পিতৃ দায় উপলক্ষে য় ও পাশ না পাইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া তে সে ছুটী ও পাশ পায় তৎপক্ষে বিশেষ করিতেন। কোন কেরাণীর কোন অপরাধে যাইতেছে দেখিলে যাহাতে তাহার কর্ম্ম থাকে য়েও যত্ন করিতে ত্রুটী করিতেন না। এতদ্ব্যতীত শ হইতে অনেকগুলি আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া কাজ করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা যে পাঁচজনকে পালন করে, যাহার দ্বারা দেশের উন্নতি হয় ই যেন তাহাকে লইতে হস্ত বাড়াইয়া আছেন। রণ ভট্টাচার্য্য ত্রিবেণীনিবাসী ৺ জগন্নাথ পঞ্চাননের বংশোদ্ভব। ইহাঁর পুত্র সন্তান নাই, টী কন্যা; তন্মধ্যে শেষোক্তটী একণে সূতিকা-। ইহাঁর মুখ দর্শন আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ্য ঘটে নাই। ইহার মৃত্যুতে লোকের যাদৃশ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মৃতদেহ জ্ঞাতিবর্গের য দৈবযোগে মুঙ্গের লইয়া গিয়া সৎকার া হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করায় লোকের াধিক কষ্ট হইয়াছে। এমন কি এই কার্য্যের নাকেরোগ ভাবপ্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজকে র দিয়েছেন। ফলতঃ সমাজের কোন দোষ , দুর্গাচরণ বাবু সাধারণের যেরূপ উপকার াছেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যদ্যপি কেহ আফিস বার অগ্রে জানিতে পারিতেন কিম্বা যদ্যপি কেহ হন জন্য ডাকিতে যাইতেন, শত শত ক সম্মোহের সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিতে তে যাইয়া সংকার করিয়া আসিতেন। রেল-আফিস অতি প্রত্যুষে বসিয়া থাকে, সক-আফিসে যাইয়া এই সংবাদ ও তৎসহ টেলে লার সংবাদ অবগত হইলেন, সুতরাং তখন আর ন হাত ছিল না। ফলতঃ বাবুর জ্ঞাতিবর্গ কি ে যে অপর লোককে ডাকিলেন না বলা যায় বোধ করি, তাঁহারা এখানকার লোকের নিকট ন সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া-লন, অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত জ্ঞাতি-শত্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশেই ঐরূপ কার্য্য র্য্য থাকিবেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে এখান-া সাধারণের নিন্দা হইতেছে সত্য; কিন্তু রা দেখিতেছি ইহাতে সাধারণের কোন দোষ । এ বিষয়ের যত দোষী তাহার জ্ঞাতিবর্গ

তারাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁহারই বুদ্ধি-গুণে এই কার্য্য হইয়াছে। হায়! প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে এমন সব বুদ্ধির বুদ্ধিজীবিদিগের আবির্ভাব বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়!!

জামালপুরের বাজারের সন্নিকটে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ২।১ জনের উক্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্গাচরণ বাবুর মৃত্যু হওয়ায় লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিন ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বরগণও লালবিহারী বাবুকে অধ্যক্ষতা পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। লালবিহারী বাবুও এক জন উপযুক্ত লোক, অতএব উপযুক্ত লোকের হস্তে উপযুক্ত বিষয়ের ভারার্পণ হওয়ায় আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। ভরসা করি লালবিহারী বাবুর যত্নে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের সমূহ উন্নতি হইবে।

ইতিমধ্যে মান্যবর "ধর্ম্মপ্রচারক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ঘোষার নামক স্থানের মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত মুন্সীমহাশয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থ বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। মুন্সীমহাত্মাগণের হৃদয় অতি প্রশস্ত, সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম্মপক্ষপাতবিহীন, নতুবা তাঁহারা আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য উক্ত কুমার মহাশয়কে কখনই আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিতেন না। মান্যবর শ্রীমৎ-মুন্সী নবাবজান সাহেব ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার সদাশয়তা ও সৌজন্যে বক্তা অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও অনেক আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীকেও ধর্ম্মার্থ-বার্ত্তালাপে ঈদৃশ আগ্রহযুক্ত দেখিতে পান নাই। উক্ত মুন্সীগণের যত্নে ঘোষারে বাঙ্গলা ইংরাজী ও পারস্যাদি বিদ্যালয় আছে। তাঁহাদের সৌজন্যে নিকট নিবাসী হিন্দুগণও প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। উক্ত মহাত্মার বক্তৃতাকালে অন্যূন ৫০।৬০ জন শিক্ষিত মুসলমান ও অনেক হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুগণ যে বক্তৃতা শ্রবণে আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত শ্রোতৃমাত্রেই যথোচিত সুখী হইয়াছেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আর্য্যধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের ইতিবৃত্তে এই ঘটনাটী বোধ করি অনন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। হিন্দুমাত্রেই যে এই সমাচার পাঠে আনন্দিত হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘ বাচনিক বক্তৃতাটী অনেক সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ ছিল। বক্তা তাহাতে প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মপ্রকৃতির প্রকৃত চিত্র করিয়া লোক সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বক্তার ধর্ম্মার্থবিক্রমের সহায়তা করুন এবং সমস্ত মুসলমানের হৃদয় ঘোষারের মুন্সীমহাত্মামণ্ডলীর হৃদয়ের উপাদানে সংস্কার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গত ২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি ক্রমে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয় তত্রস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে "বিবিধ ধর্ম্মের একত্ব" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতাকালে লোকসংখ্যা আশানুরূপ না হইয়া অল্পই হইয়াছিল। বাস্তবিক সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই তাহাদের "এক ধর্ম্মে বিবিধত্ব" দর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং কতকগুলি কাল্পনিক কথায় কর্ণপাত করিতে আর ইচ্ছা করে না। দ্বিতীয় দিনে উপাসনা, ব্যাখ্যান, দরিদ্রদিগকে দান ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে আর তাদৃশ উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানমধ্যে মৃত প্রচারক অঘোরনাথ বাবুর স্মরণার্থ একটী ইষ্টকময় ক্ষুদ্র শৈলাকার গঠন হইতেছে।

মুঙ্গের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক জন ক্লার্ক বারাঙ্গনা ভবনে যাইয়া কোথায় অদৃশ্য হয়। লোকে ভাবিল লোকটা বুঝি উপে গিয়াছে। তৎপরে তাহাকে গয়ায় হিস্পাতালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একণে সে হাঁসপাতালের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় গয়ার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও বয়োবৃদ্ধ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ ও আহূত হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থ গত শনিবারে তথায় গমন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণ পাথেয় ব্যয়াদি পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাণাঘাট।

সে দিন এই রাণাঘাট থানার অধীন বড়বড়ে নামক গ্রামের প্রাইবেট স্কুলের শিক্ষক সর্ব্বেশ্বর ঘোষ লাম্পট্য দোষে ধরা পড়িয়া বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহার নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর গ্রাম। সর্ব্বেশ্বর ছলে ও নানা কৌশলে বড়বড়ে গ্রামের একজন গৃহস্থের কন্যার মনোহরণ করিয়া তাহার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়। যুবতীর স্বামী প্রায় ৭।৮ মাস বিদেশে উপার্জ্জনার্থ গমন

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১০ সংখ্যা।

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১১ ই মাঘ। ইং ১৮৮২। ২৩ এ জানুয়ারি। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

তুলার শুল্ক বিলাতি বস্ত্রাদির উপর এখন যে সামান্য কর আছে, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য লর্ড রিপন ও বিলাতি বণিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা যে অতি শীঘ্র উঠিয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে মাত্র সন্দেহ নাই। এই কর উঠিবার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে এতদ্দ্বারা ভারতবাসিদিগের ক উপকার হইবে। দুঃখী ভারতসন্তান অল্প মূল্যে বিলাতি ধুতি চাদর পরিধান করিতে পারিবে, পূর্বে যখন বিলাতি বস্ত্রাদির উপর শুল্ক উঠাইয়া দেয়, তখন বিলাতি কাপড় সস্তা হইবে বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হইয়াছিল, এবং ভারতবাসিগণের প্রতি সদয় হইয়া ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকগণ যেরূপ করিতেছিলেন, ঠিক লর্ড [illegible] আদেশক্রমে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যে [illegible] দেওয়াতে বিলাতি মোটা থান ও [illegible] সস্তা হইল না কেন? ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে, তবে [illegible] দিয়া অজ্ঞ ভারতবাসিদের [illegible] প্রকাশ করিবার ভান করা [illegible]? তাহাদের [illegible] হইবে, এই জন্য স্থূল

বিলাতি বস্ত্রের অবশিষ্ট কর উঠিতেছে এ কথায় আর আমাদের বিশ্বাস হয় না। মোটা কাপড়ের উপর কর উঠাতেও যখন আমাদের কোন সুবিধা হয় নাই, এবং দুঃখী ভারতবাসীর যে দুঃখ সে দুঃখই যখন আছে, তখন আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? বিলাতি তুলার উপর শুল্ক থাকাতেই এতদ্দেশীয় তুলার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। এমন কি ১৮৭৪ খ্রীঃ ৭৭৬১৭১২০ টাকা ও ১৮৭৫ খ্রীঃ ৫২৭৬৯৯৯০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে, (১) এবং বিলাতি তুলার কর একেবারে উঠিয়া গেলে যে ভারতবাসীরা কিরূপ উপকৃত হইবেন, তাহা আমরা ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে যে রাজার প্রধান নীতি "স্বাধীন বাণিজ্যের" উৎকর্ষসাধন করা, সে রাজা পণ্যদ্রব্যাদির উপর (Protection Duty) কর স্থাপন করিতে পারেন না। বেশ কথা, তবে তুলার করের সঙ্গে সঙ্গে লবণকর উঠাইয়া দেওয়া হউক। ভারতে এমন দুঃখী লোক অনেক আছে যে কখন নূতন বস্ত্র অঙ্গে দেয় নাই, কিন্তু ২৫ কোটী ভারতবাসী নরনারীর মধ্যে এমন দীন হীন ভিক্ষুক নাই যে একটু লবণ ভিন্ন দিনাতিপাত করিতে পারে। লবণ ধনী নির্ধন সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে, যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইংরাজ মহাপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে ভারতের দুঃখে কাতর হইয়া এই লবণ কর উঠাইয়া দিয়া যশস্বী হউন। তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমরা (Free trade) স্বাধীন বাণিজ্য মান, তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমাদের (Principles of Protection Duty) ন্যায়সঙ্গত। যে ভারতের চারি দিক বেষ্টন করিয়া লবণ সমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে, যে ভারতবর্ষকে সৈন্ধব-লবণ-খনি লবণগিরি মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, সেই ভারতবাসীগণ যে বিলাতি লবণে প্রাণ ধারণ করে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয়!

ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজবণিকগণ তুলার ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি ভারতবর্ষজাত নানা প্রকার সূতার বস্ত্রাদি ইউরোপে রপ্তানি করিয়াছিলেন। কেলিকো নামক বস্ত্র যাহা এককালে বিলাত বাসীদিগের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষীয় "কালিকট" নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইত। ১৬৭৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের বাণিজ্য ইংলণ্ডে এত অধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে ইংরাজবণিকগণ স্বদেশীয় বস্ত্রাদির উন্নতি হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মধ্যে তুমুল কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৭০০ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে যাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ [illegible] না পায়, তজ্জন্য একটা বিশেষ আইন বি[illegible] হইয়াছিল। সেটী (Act 11 and 12 William [illegible] Chapter 10। এই স্বার্থপূর্ণ অদ্ভুত আইন অনু[illegible] যাহারা ভারতবর্ষীয় বস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাদি[illegible] ন্যূনাধিক ৫০ টাকা এবং যাহারা তাহা বি[illegible] করিত, তাহাদিগকে ২০০ টাকা জরিমানা [illegible] হইত। (২) এখন কালবশে বিলাতি বস্ত্রের [illegible] দানিতে আমাদের দেশী বস্ত্রের রক্ষা [illegible] গেল। কলের বসন বিনা আমাদের আর [illegible] রক্ষা হয় না। এখন উপরি উক্ত আইনের [illegible] একটী অভিনব আইন করিয়া বিলাতি বস্ত্রের [illegible] দানি রোধ করিতে না পারিলে দেশী তন্তুবায়গ[illegible] শীঘ্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। [illegible] করিবার নয়, ইংরাজ রাজপুরুষগণ ইহা ক[illegible] করিতে সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের [illegible] ভারতে, কিন্তু মস্তক ও হৃদয় ইংলণ্ডে। এখন [illegible] বণিকগণের বদ্ধপরিকর হইয়া বোম্বাই প্রদে[illegible] ন্যায় এই দেশে তুলার কারখানা ও কল চালা[illegible] না পারিলে রক্ষা নাই। কাণপুরের দুইটী কাপ[illegible] কলে বিলক্ষণ আয় হইতেছে, কিন্তু এ দেশীয় ব[illegible] গণ ইহার মধ্যে নাই!

শ্রী বেচারাম চট্টোপাধ্যা[illegible]

গয়া।

প্রসিদ্ধ গয়াক্ষেত্রে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্র[illegible] গয়াবাসী আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে আর্য্যভাব পুন[illegible] পন ও আর্য্যজাতির বর্তমান দুরবস্থা বর্ণন মা[illegible] নাগ্রস্থ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক ও অ[illegible] ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ম[illegible] সম্প্রতি গয়াধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রী[illegible] বাবুর গয়া আগমন বিষয় পূর্ব্বেই প্রচার হয়। [illegible] ১৮ ই পৌষ রবিবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় [illegible] ষ্টেশনে পৌঁছেন। এ দিকে ষ্টেশন হইতে তাঁহা[illegible] অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন নিমিত্ত এখানকার [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট জজ, দুইজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, [illegible] মুন্সেফ, জজ আদালতের উকীল ও অন্যান্য অ[illegible] গুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক অগ্রেই উপস্থিত [illegible] ছিলেন। তিনি গাড়ি হইতে নামিলে পর, বি[illegible] সম্মানের সহিত তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করে[illegible] সমাদর করিয়া লইয়া আইসেন। ১৯ এ [illegible] সোমবার বেলা ৩ টার সময় গবর্ণমেণ্ট স্কু[illegible] বক্তৃতার স্থান নিরূপিত হয়। প্রায় তিন শত [illegible]

(1) Mr Cotton's Report on the sea borne trade of Bengal.

(2) (How to develope productive indu[illegible] in India the East page. 5)

স্থলে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু তথায়—"বক্ত
ভারতের উন্নতিসাধন" শীর্ষক বক্তৃতা করেন।
জাতির পূর্ব্বকার উন্নতি, বর্ত্তমান অবনতি,
র্য্যঋষিদিগের প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন ও অঙ্গুলি
তি ব্যবস্থাগুলি যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যা
, এই ত্রিবিধ উন্নতিমূলক, তাহা তিনি অতি
লরূপে অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতি-
ন করিয়াছিলেন, ও পরিষ্কারভাবে শ্রোতৃবর্গকে
ইয়া দিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণ সমস্ত কার্য্য,
ত নিয়ম, সমস্ত প্রণালী, এমন কি সমস্ত জগৎকে
য় দেখিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল,
দেশ সকল, ধর্ম্মভাবে পূরিত। তাঁহারা যাহা
তেন, যাহা বলিতেন, বা যাহা লিখিতেন, সকল
ই ধর্ম্মানুরোধে করিতেন। কারণ, তাঁহারা ধর্ম্ম
রণ ছিলেন, ধর্ম্মহীন কিছুই ভাল বাসিতেন না,
দেখিতেন না; তাই বলিয়া, তাঁহারা বিজ্ঞান
দ্ধ কিছু বলেন নাই, বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছুই
ন নাই। তাঁহারা সত্যস্বরূপের আশ্রিত
লন, সত্যই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন ছিল,
রা সর্ব্বদাই হৃদয়মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময়
রূপের উপলব্ধি করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা
তির চরম সীমায় সমাসীন হন। তাহাতেই তাঁহা-
জগদ্ব্যাপী নাম ও প্রশংসা। তাঁহারা কখন সত্য
ত বিচ্যুত ছিলেন না। আর্য্যগণ এই অখণ্ড ও
রিসীম জগৎকে এক সত্তাময় দেখিতেন, ভ্রমা-
জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল
সুতরাং তাঁহাদের উপদেশকে ও বিধিকে ভ্রমসঙ্কুল
বা অসত্য দোষে দূষিত করা আমাদের ঘোর-
ভ্রান্তি ও একটী ভয়ানক পাপের কার্য্য। আর্য্য-
ষির উপদেশানুসারে না চলিলে, আর্য্যধর্ম্মের
য় না লইলে, আর্য্যপথের পথিক না হইলে
তের উন্নতি হইবে না, অধোগতি ঘুচিবে না।
কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু স্বীয় বক্তৃতায় এই সমস্ত অতি
বিতরূপে, অতি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়া-
লেন। বক্তৃতা শেষ হইল, শ্রোতৃগণ বক্তাকে
বাদ, বক্তার প্রতি প্রীত হইয়া শত বিষয় হৃদ
ত করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন, দিবাও অব
হইল। মঙ্গলবার রাত্রি ৭ টা হইতে ১০ টা
স্থ গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে "ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব মোচন"
ক বক্তৃতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় শত লোকের
সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিরূপে ভারত-
আর্য্যসন্তানেরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন;
জাতীয় শাসনাধীনতার অবশ্যম্ভাবী অনুকরণ
র প্রলোভনে পড়িয়া কিরূপে তাঁহাদের আচার,
হার, রীতি নীতি, পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন ঘটি-
, ও প্রবৃত্তি সকল কতদূর কলুষিত হইয়াছে,

এবং তদ্দ্বারা কি প্রকার শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত
হইয়াছে, প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব মোচনেরই বা উপায় কি,
এই সমস্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন।
বুধবার সন্ধ্যার পর এখানকার একটী উচ্চশিক্ষিত
ধর্ম্মসভায় শাস্ত্রালোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর সহিত
একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তিনি
তথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করেন, পরে ধর্ম্ম-
বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র
মহাশয়ের ভবনে বাঙ্গালা ভাষায় (অপর সমস্ত
হিন্দিতে) বক্তৃতা হয়। সমস্ত বাঙ্গালী ও কয়েক-
জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী সভাস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন।
সে দিবস "ধর্ম্মসাধন" বক্তৃতার বিষয় ছিল। আনু-
ষঙ্গিক, জাতিভেদের আবশ্যকতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার
বিষময় ফল, প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া-
ছিল। শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
কম্পাউণ্ডের মধ্যে বক্তৃতা হয়। সে দিন লোকে
লোকারণ্য হইয়াছিল, বৃহৎ কম্পাউণ্ড জনস্রোতে
পূর্ণ হইয়া যায়। "আর্য্যদিগের মূর্ত্তি পূজা" সম্বন্ধে
বক্তৃতা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি প্রশস্তরূপে প্রমাণ
করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যজাতির মধ্যে
কেহই পৌত্তলিক নহেন। আর্য্যজাতির মূর্ত্তি
পূজা যদি পৌত্তলিক হয়, তবে পৃথিবীতে এবম্বিধ
কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যাঁহারা তদ্রূপ মূর্ত্তিপূজার
হস্ত হইতে পরিমুক্ত। তদনন্তর আধ্যাত্মিকভাবে
পৌরাণিক অবতার বাদের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা
শেষ করেন। শনিবার বিশ্রাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর
বৌদ্ধ গয়া দর্শন। রবিবার দিবা ৮ টার সময় টেকা-
রির অন্যতম ভূপতি রাজা রণ বাহাদুর সিংহের
বাটীতে একটী সভা হয়। রাজা, রায় বাহাদুর,
জমিদার, দেশীয় হাকিম ও অন্যান্য বহুতর ভদ্র-
লোক তথায় আহূত হন। সেস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ বাবুর
একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। মধ্যপন্থী, বেশ্যাসক্ত
ও বাহিরে হিন্দু ভিতরে ম্লেচ্ছব্যবহারী ব্যক্তিদিগের
পরিত্যাচরণ বক্তৃতার মধ্যস্থিত বর্ণন, শেষাংশে গয়া-
বাসীদিগের বেদ শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধার জন্য
গয়াতে একটী বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন নিমিত্ত
সভাস্থ জনগণকে বারম্বার উত্তেজিত ও অনুরোধ করা
হয়। বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে মহাসভা ও বৈদিক
বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত করিবার চাঁদা সংগ্রহের
কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সভাস্থিত ব্যক্তিগণ উপ-
যুক্তানুসারে চাঁদার ফর্দে স্বাক্ষর করিলেন। কেহ
কেহ বা বিবেচনা পূর্ব্বক পরে স্বাক্ষর করিবেন
প্রতিশ্রুত হইলেন। একা রাজা রণ বাহাদুর সিং
এক সহস্র টাকা নগদ দেন। মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয়
বক্তৃতায় কয়েক ব্যক্তির কয়েক প্রকার সংশয়

জন্মিয়াছিল, লোকের মনে সন্দেহ থাকা অক
বোধে, তদ্বিষয়ে অপর একটী বক্তৃতার প্রয়ো
হয়। রবিবার বৈকালে স্কুলের কম্পাউণ্ডের
সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটী হইয়াছিল। বক্তৃতা
অনুমান আট নয় শত লোকের সমাগম হয়।
৩ টার সময় বক্তৃতারম্ভ হইয়াছিল। লো
সংশয়চ্ছেদকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলের চূ
বলম্বী হইলেন, বক্তৃতাও শেষ হইল। সন্ধ্যার
বালকদিগের নিমিত্ত একটী সুনীতিসঞ্চারিণী
স্থাপন হয়। সুনীতি সঞ্চারিণী সভাতেও শ্রী
বাবু একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা করেন। মনুষ
প্রফুল্লতা চির দিন স্থির থাকিতে পারে না।
বাসীরও অধিক দিন রহিল না, গয়ার আ
আহ্লাদ সঙ্গে লইয়া, হৃদয়ে বেদনা দিয়া, সদ
সাহেব অঙ্গ হানি করিয়া কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
গয়া ছাড়িয়াছেন। ২৬ এ পৌষ সোমবার
দেড়টার ট্রেণে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন। তাঁ
অবস্থিতির কয়েকটী দিন এই গয়াতীর্থ, ধর্ম্মা
উচ্ছ্বসমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু একজন
ধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাব্যক্তি। তাঁহার ব
যেরূপ সারবান ও প্রাঞ্জল, তদ্রূপ সুধা ও সুল
তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। তিনি
র্গল চারি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়াও
আকাঙ্ক্ষা করেন না বা [illegible]। অধীন জন
শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা কেবল শাস্ত্রসংবাদীপক
নহে, তন্মধ্যে অনেকটা বিজ্ঞানও আছে।
বক্তৃতা শ্রবণে লোকের [illegible] ভক্তি
আছে হয়, দেবাদেবের পদ্মপাণী হয়, তদপ উৎস
পরিপূর্ণ এবং [illegible] হইয়া উঠে। শ্রী
বাবু যেমন বক্তৃতা কার্য্যে দক্ষ ও গুণপুর,
[illegible] বিষয় বিচক্ষণ ও তাঁ
লোকেরও আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। তিনি
স্বভাবের লোকেরও চিত্তরঞ্জন করিতে পারে
ধনী দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে
বাসিতে হয়। কি বিদ্বান কি মূর্খ স
তাঁহার নিকট [illegible]। তিনি বালক বৃদ্ধ যুবা
লোকেরই প্রিয়পাত্র বা সন্নিকট বন্ধু। তাঁ
সমীপে অবস্থার ইতর বিশেষ নাই, কেবল
[illegible] তারতম্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ
বক্তৃতা ও সদ্গুণরাশির সংক্ষেপে এইটুকু বলিলে
পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আমাদের বিদ্বেষীগণও তাঁ
সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া
যের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাঁহার নিকট
থাকা স্বীকার করিয়াছেন। ধন্য কুমার শ্রীকৃষ্ণ
সেন, যিনি ধর্ম্মের জন্য স্বজাতির কল্যাণ কাম
ভারতের দিগ্দিগন্তর পর্য্যটন করিতেছেন। ধন্য

মহাশয় অপর স্থলে বলিয়াছেন, উপবীতের ক যেরূপ, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির হও সেইরূপ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদজ্ঞাপক (৫) আছে। কিন্তু উপবীতের ন্যায় চট্টো-ধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত যে পৌত্তলি- ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ নাই, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, এবারেও উপরে কতক শিত হইল। যতক্ষণ না সম্পাদক মহাশয় আমা- সে সকল কথার অসারতা প্রতিপন্ন করেন, কণ আমাদের ভবিষয় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বার প্রয়োজন হইতেছে না।

মধ্যস্থ মহাশয় স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি বরা- একদিকে ঝোঁক দিয়া মধ্যস্থতা করিয়াছেন। র যদি "মধ্যস্থ" নামটী গ্রহণ না করিয়া ক চক্ষো" নামটি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে াতে, শুনিতে, এবং লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভালই ত। তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে পথ ঘাটের তুলনা া বলিয়াছেন যে, খঞ্জ ব্যক্তি বাঁকিতে বাঁকিতে চলিলে যেমন পথস্বামী তাহাকে পথ হইতে করিয়া দেন না, সেইরূপ কোন ব্যক্তি সন্দেহা- হইয়া নিজ ভ্রম দূরীকরণার্থ কোন বিষয়ের করিয়া পাঠাইলে সম্পাদক তাহা অগ্রাহ্য তে পারেন না। কিন্তু মধ্যস্থ মহাশয়কে আমা- এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যিনি নিজে সন্দেহারূঢ়, র ভ্রম দূর করিবার জন্য যিনি অপরের আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে বীর বিনম্রভাবে প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হওয়া উচিত, অথবা একে খোঁড়া, ওকে মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রতারক বলিতে বলিতে—এই প্রকার সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিতে করিতে উপস্থিত হওয়া কি উচিত? সকলেরই রাস্তা দিয়া চলিবার অধিকার থাকিলেও যে ব্যক্তি রাস্তা অপবিত্র করে, তাহাকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহা কি মধ্যস্থ মহাশয় অবগত নহেন? বিশেষতঃ যে পাগলকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিলে, কেবল পথের নহে, পথিকদিগেরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সে পাগলকে যেমন গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখাই সকলের পক্ষে মঙ্গল, সেইরূপ, যে সন্দেহারূঢ় ব্যক্তির প্রশ্ন প্রকাশ দ্বারা কেবল সংবাদপত্রের কলঙ্ক নহে, সেই সঙ্গে নিরপরাধ ভদ্র লোকদিগেরও নিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা, সে প্রশ্ন অপ্রকাশিত রাখাই কি সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য নহে?

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে "কালীকিঙ্কর" "দুর্গাচরণ" প্রভৃতি নামগুলি প্রচলিত থাকে, ইহা মধ্যস্থ মহাশয়ের ইচ্ছা নহে। আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি, ইহা ব্রাহ্মদিগেরও ইচ্ছা নহে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহাদের যে সকল সন্তানাদি হইতেছে, তাহাদের আর ওপ্রকার নামকরণ করেন না। তবে পৌত্তলিক পিতামাতা দ্বারা যে সকল ব্রাহ্মের ওপ্রকার নামকরণ হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিক পিতামাতা প্রদত্ত উপবীত পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহারা উক্ত নাম সকল পরিত্যাগ করা তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কারণ, উপবীত ধারণ করার যে সকল দোষ উপরে কথিত হইয়াছে, পিতামাতার প্রদত্ত উক্তনামগুলি ব্যবহারে সেরূপ কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বা দোষ থাকে, তাহা নাম পরিত্যাগের অনিষ্ট অপেক্ষা গুরুতর নহে।

মধ্যস্থ মহাশয়ের আর একটী কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মেরা খাদ্যাখাদ্য ও জাতিবিচার করেন না, অথচ তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করেন বলিয়া হিন্দুদিগের অনিষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্ম কিন্তু একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম না জানিয়া কেবল চট্টোপাধ্যায় শুনিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণবোধে তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তাম্বূলাদি ভক্ষণ করিলেন; সুতরাং তাঁহার অনিষ্ট হইল। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা প্রকৃত সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, ব্রাহ্মদিগের সংস্রবে ও সংস্পর্শে যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইল মনে করেন, গায়ের জোরের কথা নহে, মিথ্যা কথাও নহে, মধ্যস্থ মহাশয় ইহা সত্য কথা বলিয়াই জানিবে[ন] যে, ব্রাহ্মেরা সেরূপ স্থলে অগ্রেই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতে অথবা আহারাদির পূর্ব্বে সেই সদাচারী হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে ত্রু[টি] করেন না। তবে যদি কেহ এমন ব্রাহ্ম থাকে[ন] যিনি ঐরূপ স্থলে আপনি পৃথক হইয়া পড়েন না অথবা নিজ পরিচয় গোপন রাখিবার চেষ্টা করে[ন] আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তিনি ব্রাহ্মনামে[র] কলঙ্কমাত্র। কিন্তু এখানে একথাও না বলি[লে] ব্রাহ্মদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে যে, যি[নি] একস্থলে আপনাকে সদাচারী হিন্দু বলিয়া পরি[চয়] দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অপর স্থলে ব্রাণ্ডি বিশেষ শ্রাদ্ধ করেন, অথবা যিনি হিন্দুনামধা[রী] ব্রাণ্ডি ও বিফভোজী সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহি[ত] একাসনে বসিয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণে কোন দোষ ম[নে] করেন না, অথচ ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টীয়ানের সংস্রবে গেলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল মনে করে[ন] সেমন কপট, ভণ্ড ও বকধার্ম্মিকদিগের হই[তে] আহারাদির সময়ে পৃথক হইতে অথবা স্বর্ণা স[...] তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় দিতে ব্রাহ্মেরা কথ[নই] ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। *

যমুনিয়া
১৪ ই জানুয়ারি ১৮৮২

শ্রীভগবতীচরণ [...]

দেশমর্শি। ব্রাহ্মণের অধিকার কেন নাই বটে, কিন্তু সে াহ্মণ নয়, এ কথা বলেন নাই। ব্রাহ্মণশব্দটী যোগরূঢ়। যখন উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদে অধিকারী হয়, ব্রাহ্মণ শব্দে যৌগিক অর্থ তাহাতে সংগত হয়, যাবৎ নীত থাকে, তাবৎ রূঢ় অর্থ সংগত হইয়া থাকে। অনুপনীত বালক যে ব্রাহ্মণ এ কথা পত্র প্রেরক স্বয় স্বীকার করি ন। সে যখন ব্রাহ্মণ হইল, তখন হইতে জাতিত হইতে ভিন্ন [illegible] ব্যবহারের [illegible] জাতীয় লাভ [illegible] করে না। পাধ্যায় [illegible] এই কথাগুলি সমাহিত হইয়া। অতএব মুখোপাধ্যায় [illegible] ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিতে না এ কথা কি [illegible] হইতে পারে? আমরা উপরে পন্ন করিয়াছি [illegible] মুখোপাধ্যায়ে অন্য কোন ইতর হ নাই, [illegible] ব্রাহ্মণের শ্রেণী ভেদ মাত্র। সো—স।

(৫) উপ[illegible] হইল, ভগবতী বাবু অপক- চিত্তে [illegible] দেখি উপবীতের ক্ষা মুখে [illegible] সাধকতর পৌত্তলিকতা ও জাতি- জ্ঞাপক স[illegible] কি না? উপসংহারে আমরা ভগবতী ক অনুরোধ [illegible], তিনি এ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়া- হস্তক্ষেপ করুন। এ বিষয়ের বিচারে আর নূতনত্ব । সো—স।

* পাঠকেরা এরূপ যেন মনে করিবেন না যে, খ্রী[illegible] দিগের ন্যায়, সত্য ত্রেতার হিন্দুদিগের ন্যায় [illegible] [illegible]ক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বল[illegible] এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ব্রাণ্ডি ও বিফ খাওয়া থাকুক, মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করেন না। তবে এ কথা আবশ্যক যে, জাতি যাইবার ভয়ে তাঁহারা যে উহা খান না, নহে, জীবহিংসা করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা; সুতরাং অধর্ম সুরাপান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয় দেখিয়াই হাতে বিরত আছেন।

সোমপ্রকাশ

১১ ই মাঘ সোমবার।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ ?

আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বা[...] বিপক্ষ। ১৮৮০। ৮১ অব্দের বঙ্গদেশের শা[...] কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা[তে] তিনি স্পষ্টাক্ষরে এই দোষের আরোপ করিয়াছে[ন] তিনি কখনই এ দেশীয় সমাচার পত্র গুলি সতের নয়নে দর্শন করিলেন না। তাঁহার সে বিবেক আছে, ঐ দোষারোপ মাত্র তাহারই ফল

করিয়া দুই ঘণ্টার পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ...বাবু স্বদেশের অনেক হিতানুষ্ঠান করিয়া ...ছেন। তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়া ...রা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

...হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরিশচন্দ্র ... পেন্সন লইয়াছেন। তাঁহার পদে হিন্দু স্কুলের ...লানাথ বাবু স্থায়ী হইলেন।

...কুমরাওনের মহারাজের অভিষেকোৎসব ব্যাপার ... আরম্ভ হইয়া ১০ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত থাকিবে। ...দিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব সদলে ... ফেব্রুয়ারি তথায় উপস্থিত হইয়া ৮ ই মহা...কে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। উৎসব কেবল ...ওনের নয়।

...আজি কালি কলিকাতায় অনেক প্রধান ব্যক্তির ...ধুলি পড়িয়াছে ও পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ...নগ্রামের মহারাজ কলিকাতায় উপনীত হইয়া ... প্রতিনিধি কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট হাউসে অভ্যর্থিত ...য়াছেন। হোলকারের মহারাজ শীঘ্রই উপনীত ...বেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজ অসুস্থ হইয়া রাজধা...ক প্রতিগমন করিয়াছেন। নাটোরের রাজা ...নীপুরে আছেন।

... সিমলাপাহাড়ে কয়েক দিবস ধরিয়া অতিরিক্ত ...রপাত হইতেছে। ভূমির উপর তিন ফুট ...য়া বরফের চাপ বাঁধিয়াছে।

... লণ্ডনের পশু, পক্ষী, কুম্ভীর প্রভৃতি ব্যবসায়ী ... ব্যক্তি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি ... বৎসরের বা তাহার অধিক বয়সের ব্যাঘ্রশাবক ...ভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিয়া দিতে পারিবেন, ...নি শাবক প্রতি ৩৭০০ টাকা করিয়া পুরস্কার ...ইবেন।

... লর্ড রিপন যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তত্রত্য কয়েক ... সম্প্রদায় লোক তথাকার গবর্ণমেণ্ট হাউসের চতু...ক বেষ্টন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ...প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ...নূতন প্রকারের ভক্তি প্রদর্শন।

... গিটোর বিচার লইয়া তলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ...তাহার তাঁহাকে আদালতের নিকটে পাগল প্রতিপন্ন ...রিবার চেষ্টা করাতে তিনি বলিয়াছেন পাগল বলিয়া ...কলঙ্ক করা অপেক্ষা বিবেক বিশিষ্ট দোষী বলিয়া ...সীকাষ্ঠে ঝোলা প্রার্থনীয়, অতএব আমাকে যথার্থ ...আকারী বোধে ফাঁসী দেওয়া যাহাতে স্থিরীকৃত ... তাহা করাই উচিত।

... বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল অনরেবল পল ...হেব কিছু দিনের ছুটী লইয়া বিলাত গমন করি...ন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলের ...ফিলিপ সাহেব তৎপদে কার্য্য করি...বেন এবং ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ফিলিপ সাহেবের কার্য্য করিবেন।

খ্রীষ্টের জন্মদিনে বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে আকাস্যাবে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। কিছুক্ষণ পরে চিত্তবা নামক স্থানে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। ঐ স্থানের দক্ষিণাংশ গ্যাস ও মৃত্তিকোৎপাদিত তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাঙ্গালায় যে কমিশন আছে, গত বৎসর তাহার জন্য ৪৯৫৮২৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যয় সংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ৮৮৮০৫ টাকা অধিক হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মৃত লর্ড ক্রফোর্ড সাহেবকে সমাধি মন্দির হইতে উত্তোলিত করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০ টাকা এবং তাঁহার পারিবারিক ব্যক্তিগণ ৫০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানির ১৬৬১০ টাকা ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ১২৪৪-৯০৬ টাকা আয় হইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর স্বরূপ একটী সুন্দর ঘোটক ও স্বর্ণ নির্ম্মিত জিন ছয় খানি সাল এবং ছয় খানি বিচিত্র রুমাল প্রেরণ করিয়াছেন।

বেহারের একখানি সংবাদপত্র বলেন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বেটাল গঞ্জ পরিদর্শন করিতে গিয়া বটাসের কীর্ত্তিস্তম্ভ পুনঃস্থাপন এবং শের সাহের সমাধি মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যে ১০০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে।

হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বাবু যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম,এ বৰ্দ্ধমান বাৰ্ড কিনে...ৰ কলেজের কৃষিকার্য্যের বৃত্তি পাইবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজেন্দ্র দত্ত এম,এ কে মনোনীত করা হয়, তিনি বৃত্তি অস্বীকার করিয়াছেন।

১৭ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে ৩১ জন ওলাউঠায় ৪৪ উদরের পীড়ায় এবং ৮১ জন জ্বর রোগে মরিয়াছে।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১।৵০ হইতে ১০১৷৶

৪।।০ ১৮৭০ (১৮৫৫) ১০২৷০

৩।।০ ১৮৭১ (১০৮১) ১০০।০

৪।।০ ১৮৭১ (১৮৫৩) } ১০৯।৵০ ঐ ১০৯।০

৪।।০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

মিরাট অবগত হইয়াছেন কাম্বিসেরিয়েটের যে টাকা চুরী যায়, জুবলফিকার আলীর জমাদার টাকা চুরী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে... সে বলে যে বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর সঙ্গি... তাহার যোগ ছিল।

কিয়দ্দিবস গত হইল কানসাউ নামক স্থা... যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ... জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এক খানি বিলাতি সংবাদ পত্র বলেন, আগা... মে মাসে রুশ সম্রাটের সিংহাসনারোহণোৎ... হইবে, এখন হইতেই আয়োজন হইতেছে।

বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধন করি...বার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার উপাদেয় ... দেখিয়া আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহা... অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাদিগ... সূত্রধর কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য শিখা দেওয়া ... এক্ষণে ইহাদিগকে লেখা পড়া শিখান হইতেছে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে একটী দুর্ঘ... হইয়া গিয়াছে, ১৫ ই জানুয়ারি হাবড়া হইতে ... খানি ট্রেণ যাইতেছিল, সিকোয়াবাদের নিকট এ... খানি মাল গাড়িতে ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনা... ১৮ জন আরোহী হত এবং ১৪ জন আহত ... য়াছে।

গত ২৩ নবেম্বর সেইগণে এক প্রকার বিষ... বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে ৩৩, জাহার লোকের ... হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৩৮৩টী বর্দ্ধিত চুর্ ... জাহাজ যে কোথায় গিয়াছে, তাহার চিহ্ন মা... পাওয়া যায় নাই।

"একজন সংবাদলেখক বলেন, গত ১৮ ই জা...য়ারি বুধবার বঙ্গ নাট্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম... চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় ... গিয়াছে, গ্রন্থকার পুস্তক রচনা বিষয়ে যেরূপ নিপু... প্রদর্শন করিয়াছেন, অভিনেতারা অভিনয় কা... কোন অংশের বৈলক্ষণ্য না করিয়া বিশেষ ... দর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন কিছু মাত্র ত্রুটী ক...

অভিনেতৃগণের মধ্যে জগৎ সিংহ, বীরেন্দ্র ... তিলোত্তমা ও ওসমান এবং বিমলা, আয়ে... ও আসমানির অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর ও অনবদ্য... হইয়াছিল। তিলোত্তমা ও বিমলা যে কয়টী ... গাইয়াছিলেন, উহা অতি মনোহর বলিয়া প্র... মান হইয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ে অন... দর্শকগণের পাদুকার খট খট শব্দ ও অসম্বদ্ধ ... কথা গুলি শ্রবণ-বিষয়ে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়া... শেষ বক্তব্য রঙ্গ ভূমির অধ্যক্ষ যেন সবাসেত ... উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্নবান হন।"

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দু স্কুলের পঞ্চম ... ও তাহার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের মাসিক ...

...হইয়া নিয়াছেন। পূর্ব্বে পাঁচ টাকা ছিল, এখন ...কা হইয়াছে।

...ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের একজন ভলণ্টিয়ার গার্ডের ...ী ঘড়ি ও চেন এবং একজন আরোহীর গাঁট... অপহরণ করাতে তিন মাস কারাবাস ও এক ...টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

...কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ... ছয় মাসের ছুটী লওয়াতে বাবু নীলমণি দে ...দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

...পাকপাড়ার কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ বেঙ্গল হোটে... জন্য হাজার টাকা এবং নর্থব্রুক ক্লবে পাঁচ ...টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতাপগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সণ্ডার্স সাহেব ...জন ভদ্র লোককে বিনা কারণে চাবুক মারেন। ...টী কমিশনরের নিকট আবেদন করাতে সাহে- ...পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ভদ্রলোককে ...রের মূল্য পাঁচ টাকা বই নয়? তবে ত অনেক ...লোকের পিট বাঁচান ভার।

...গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৭৮ টী ব্যাঘ্র, ৩২৬ ...বাঘ, ১৬৬৭ টা নেকড়ে, ৩৭২ ভল্লুক, এবং ... হায়না, বধ করা হইয়াছে। শীকারীদিগকে ...মেণ্ট ৭৩৯৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়া- ...। হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক অধিবাসীদিগের ৮৩৬১ গো ...হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য গড়ে ১০ টাকা ...রা ধরিলে প্রজা লোকের ৮৩৬১০ টাকা ক্ষতি ...াছে।

...বরদার দেওয়ান সার টি, মাধবরাও একেবারে ... লক্ষ টাকা দানস্বরূপ পাইবেন। এটী কি মহা...র গদীতে আরোহণের পুরস্কার।

...দিল্লীর এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ ...ছে, দিল্লী দুর্গের তিন জন সৈনিক রাজপুতানা ...ওয়ের পালম ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃগয়ার্থ ... করে। ইহারা ময়ূর শীকার করিতে উদ্যত ...। তত্রত্য অধিবাসিরা এই পক্ষীদিগকে দেব... বলিয়া অর্চ্চনা করে। সৈনিক পুরুষদিগের ...অন্যায় আচরণ দেখিয়া গ্রামবাসিরা উক্ত কার্য্য ...তে বিরত করিবার জন্য বাধা দেওয়াতে ইহারা ...হইয়া একজনকে হত ও দুই জনকে আহত ...য়া ...প্রস্থান করে গ্রামবাসিগণ সৈনিক...দের অনুসরণ করিয়া দিল্লীর পুলিসে সংবাদ দেও- ...তে ইহারা ধৃত হইয়াছে। সৈনিকেরা এদেশী- ... অপমান করিয়াছে, তাহার সংবাদ পত্রে ... আন্দোলন কি? এদেশীয়েরা মানুষ! ...হাদের জীবন? তাহার বধে আবার দোষ!

...১৮৮০ সালের শেষে এবং ৮১ সালের প্রথমে ...ক ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে ১৭২ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ১০০ জন হিন্দু ৬৮ জন খ্রীষ্টান তিন জন পার্শি ও এক জন মুসলমান। দেশীয় ছাত্র-দিগের বাসের জন্য গঙ্গার ধারে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ হইলে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বায়ের গবর্ণর ফার্গুসন সাহেবের স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে তিনি অতিশয় শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন। অতি শোকে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য লাভের জন্য ডাক্তারগণ তাঁহাকে গণেশখিন্দ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের পরামর্শ দিতেছেন।

হাইদ্রাবাদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আমীরি-কাবীরের পদটী উঠিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

কাটামুণ্ডের বর্ত্তমান চক্রান্ত বিষয়ে প্রেস কমি-শনরের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত সম্বাদটী পাইয়াছি। এই চক্রান্তে লিপ্ত ৮০ জন ব্যক্তি ধৃত হয়। উহার মধ্যে ৫ জনকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় ও ২১ জন স্বদোষ স্বীকার করে। তাহারা বলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এক বৎসরের অধিক হইতে চলিল রাণার পরিবারের কয়েক জনকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন সুবিধা না পাওয়াতে মনোরথ পূর্ণ হয় নাই।

রুষিয়ার টিরোরিষ্ট সম্প্রদায় সম্রাটকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে আগামী মে মাসে যাহাতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক না হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপ ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি কাছাড়ে বিষম গোলযোগ বাঁধিয়াছে। ১৪ ই জানুয়ারি কতকগুলি কাছাড়বাসী সমবেত হইয়া গংগং নামক স্থানের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা এক কালে ধ্বংস করিয়া ফেলে। পরে সৈয়ং নামক স্থানে ডেপুটী কমিশনর ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কমিশনর সাহেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে এই বিগ্রহ দমনের জন্য শীঘ্রই সৈন্য প্রেরিত হইবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈন্য কাপ্তেন টেম্পার, পাউএল, এম, পি এবং এগ্‌ গ্রাণ্ডার সাহেব সেলাডিন নামক ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া প্রথমে বাথ হইতে একষ্টার পরে তথা হইতে বোপোর্ট নামক স্থানে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে ব্যোমযানখানি প্রবলবেগে ভূমির উপর পড়িয়া যায়; টেম্পার এবং গ্রাণ্ডার সাহেব যান হইতে পড়িয়া যান; ইহাতে ভার কমিয়া যাওয়াতে যানখানি পাউএ... সাহেবকে লইয়া সমুদ্রাভিমুখে যে কোথায় চলি... গিয়াছে তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া য... নাই।

এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নে... মীমাংসা করিবার জন্য শীঘ্রই একটী কমিটি নিয়ো... জিত হইবে। ডাক্তার হণ্টর সভাপতির পদ গ্র... করিবেন।

আমেরিকার বাগ্মী মিষ্টার যোসেফ কুক বোম্বাই... আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তিনি দর্শনশা... যেমন ব্যুৎপন্ন, তর্কশাস্ত্রে তেমনি দক্ষ। তাঁহ... বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপ... ডাক্তার যে মিকুলিজ মনুষ্যের পাকস্থলী পরী... করিবার নিমিত্ত এক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার ক... য়াছেন। পাকস্থলির অবস্থা, খাদ্য পরিপাক হইয়া... কি না, ঐ যন্ত্রযোগে তাহা চক্ষে দেখিতে পাও... যাইবে। ঐ যন্ত্রে একটী নল আছে। সেই ন... যোগে উদরে বৈদ্যুতিক আভা প্রবিষ্ট করাইতে হ... বৈদ্যুতিক আলোক প্রবেশ করিলে নল দিয়া উ... দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মনুষ্যের মুখে প্র... করিয়া দিবার পূর্ব্বে তাহাকে একপ্রকার ঔ... খাওয়াইয়া তাহার বমি ও কাশির আবেগ... করিয়া দিতে হইবে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "ক... কয়েক দিবস হইল মতিহারীতে একটী ভয়া... হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দেশীয় সুরার সুলভ... হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দিবস কা... ক্টরির ২ জন চাপরাসী, সোরা মহলের আর এক... চাপরাসী ও অপর এক ব্যক্তি একটী গৃহ রাত্রের... ভাড়া লইয়া, মদের মজলিস করে। যখন সক... মাতিল তখন এক বারবিলাসিনীও আসিল। ... রূপ আমোদ আহ্লাদের পর দুর্ভাগ্য সোরা মহ... চাপরাসিটী নিদ্রা যাইতে লাগিল। ইহাকে নি... দ্রিত দেখিয়া জনেক সমভিব্যাহারি অপর... কহিল যে এই লোকের নিকট কিছু টা... আছে অতএব এই সুযোগে ইহাকে সংহার পূ... ঐ টাকাগুলি কাড়িয়া লওয়া যাউক। প্রথমতঃ ... ব্যক্তি সম্মত হইল না, পরে অর্থের লোভে এই ... কার্য্যে উভয়েই এক মত হইল। প্রথমতঃ একব্য... কুঠারি দ্বারা মস্তকে আঘাত করিল, কিন্তু তাহ... একবারে প্রাণবিয়োগ হইল না দেখিয়া, এব... ঐ চাপরাসীকে ধরিল ২য় ব্যক্তি কোনরূপে এ... বর্শা আনিয়া একবার গলদেশের দক্ষিণ ভাগে... একবার বামভাগে মারিল। তখন হতভাগা... নিদ্রায় শয়ন করিল। এক্ষণে সৎকার করিবার

রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর /০ ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি- বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি- লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো- য় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই- , ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য বার যাঁহাদের অসুবিধা এ কলিকাতায় ও পুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের

আয়ুর্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার র নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত সক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া নি প্রদান করেন।

নবীন অনলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, ক, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং যুক্ত অর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপ- জুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ গ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগী- ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১, । প্যাকিং ✓০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় প্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। বেকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয় ধাতু হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সক- লেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া- ছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ✓০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা- ভার, মাথাকনকনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্ক হীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেবিধা ও গড়গড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি- সাধন করে ও বয়নাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

সুবাত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত স্বতন্ত্র জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শা- ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গত দোষ জন্য গর্ভস্থ সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ✓০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাসরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সন্ধিকাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো- বেদনা, পার্শ্বশূল, অতিসার, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরাদিক শ্বাস- প্রশ্বাস) ও কাশীর প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১০। প্যাকিং ✓০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা চাহিলেই পাওয়া যাইবেক। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর ক্রক ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ ঢেঁড়শ শশা কাঁকুড় তরমুজ খরমুজ শিম আকারের বরবটি ভুমিষ্ট (?) লেবুসুন্দ শাক ইত্যাদি চরেক রকমের বীজ প্রতি পেকেটের মূল্য ১৫০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্য জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সারি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; ইহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ১৷০ আনা মাত্র।

মফঃস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সারি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি- য়াছি, কলিকাতার যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদি- গকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভূমিষ্ট কি সেই দেবকী-নন্দন? দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, পণ্ডিতগণের পক্ষবল, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদ- পূরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তিনটাই

টপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে ৬। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে তে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে রও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে শ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-ষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার ত সংস্কৃত আমোদগার বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত ক্ষে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত ল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৷০ টাকা আর ব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, শ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৶০ পাপতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, র নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শর্ম্মা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, লোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব দি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে য়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ- পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ণী, শুলাউটা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি ত্বার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ার এণ্ড কোং স্বরণান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী রিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো যুক্তিকেন ন জ্ঞেয়ো যুক্তিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা, ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহলা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ক যাছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী—মাদারিপুর
" " কৃষ্ণলাল ঘোষ—তারাপুর
" " রাখালপ্রসাদ দাস দে—ময়নানগর
" " চাঁদপুর স্কুল ষ্টুডেণ্ট—চাঁদপুর
" " নালিয়া মহরি—বগলটুলি
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বরিশাল

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অস পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৮ ই মাঘ। ইং ১৮৮২। ৩০ এ জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ ... মাস্তল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

চয় পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু হইয়া, অন্ততঃ বলিয়া পরিচয় দিবারও যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, ারা ভাল পৈতা পান না বলিয়া তাহা ত্যাগ ন, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া জাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং মাসে ন্যূনকল্পে টা পয়সা খরচের ভয়ে শ্মশ্রু ধারণ করেন—এ পত্রপ্রেরক যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর ক ব্যক্তিরেকে নিশ্চয়ই আর কেহ বিশ্বাস করি- না। তবে স্বীকার করি, আজকাল কি প্রবাসী অপ্রবাসী প্রায় সকল বঙ্গীয় যুবকই দেব- তে বিশ্বাস ও প্রায় অন্ন বিচার করেন না এবং সকলেরই দাড়ি রাখা একটা রোগের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে সকল ণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, জানিবেন জ্ঞানচর্চ্চা, সভ্যতা বৃদ্ধি ও বর্ত্তমান লের ফ্যাসানই তাহার কারণ। বঙ্গীয় যুবকের যে প্রায় বাহিরে অন্নবিচার করেন না, এবং দেবীকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন না—তাহা ভাল মন্দ তাহার আমি বিচার করিতে চাহি না, তজ্জন্য দোষ দিতে হয় প্রবাসী অপ্রবাসী ল বঙ্গীয় যুবককেই দোষী কর, তাহাতে আমার ন আপত্তি নাই। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে বলি- ছেন, প্রবাসী যুবকেরা বাহিরে পৈতা ফেলেন দাড়ি রাখেন কিন্তু ঘরে আসিবার সময় পৈতা ও দাড়ি ত্যাগ করেন, এ কথার কোন মূল । ইহা মিথ্যা কথা। কেন না, পৈতা পরিয়াও দাড়ি না রাখিয়াও ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ, ও দেবীতে অবিশ্বাস করিবার এবং সংস্কারক হই- ও সংবাদপত্রে লিখিবার কোন বাধা নাই।

আর একটী কথা আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম া করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কে বটে দাড়ি রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, জাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং সংস্কারকের ্ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানেও সী ও অপ্রবাসীর বিচার নাই। যাহা হউক ম নিজে দাড়ি রাখিবার উপর বড় চটা, সুতরাং া সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না, তাহা র কোন প্রয়োজনও দেখি না। তবে সমাজ- রক বলিয়া নাম জারি করিবার জন্য তাঁহারা যে া ত্যাগ করেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন থা কখনই বলা যাইতে পারে না, এ কথা সত্য- ই মিথ্যা কথা। গুরুতর কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়াই রা ওরূপ করেন এবং সংস্কারকের ব্রতও অব- া করেন। এমন অনেক হিন্দু আছেন, দেব- র উপাসক আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সহিত কণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম- ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রবাসে পৈতা ফেলিয়া দেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন অথচ ঘরে গিয়া যে হিন্দু সেই হিন্দু, যে পৌত্তলিক সেই পৌত্তলিক হন, পত্রপ্রেরক এমন কি প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন? যদি তাঁহার সে ক্ষমতা থাকে বীরের ন্যায় তাঁহার নিজের নাম এবং যাঁহারা ওরূপ কপটাচরণ করেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন এবং তাঁহার নিজের কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিউন। তাহা না পারিলে জগৎ তাঁহাকে [illegible]নিন্দুক বলিয়া জানিবে এবং বলিবে—ছি! ভদ্রলোকের এই কাজ!!

একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী।

কবি রামেশ্বর শর্ম্মা।

কবি রামেশ্বর শর্ম্ম বিরচিত শিবসংকীর্ত্তন গ্রন্থখানিতে কবিতার ও কাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে যে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা প্রচলিত আছে, সেই রামেশ্বর শর্ম্মাই, এই শিবসংকীর্ত্তনের রচয়িতা। শিবসংকীর্ত্তন এবং ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল, দুইখানি গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ, সুতরাং উভয় গ্রন্থেই শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশ ও বিবাহাদি বর্ণনা আছে। কিন্তু শিবসংকীর্ত্তনখানি, অন্নদামঙ্গলের কিছু পূর্ব্বে রচিত। কারণ রামেশ্বর শর্ম্মা মেদিনীপুরাধিপ রাজা যশমন্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। হরিভক্তিবিলাস দিলীপোপাখ্যানের শেষ—

" ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত
যশমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসদ।"

শিববন্দনার শেষে আছে—

" রঘুবীর মহারাজা, রঘুনাথ সম তেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাঁহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে
রামারাম সিংহ মহাবীর॥
তস্য পোষ্য যশমন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥
রাজা, রণে ভগুবান, দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, অলস্ত অনল প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥
দেবী পুত্র নৃপবরে, অযিলে পাতক হরে
দর্শনেতে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর
বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন॥"

ইঁহার রচনার আমূল অনুপ্রাসের ছটা আছে। অনুপ্রাসের উপর কোমলতা ও মা প্রচুর পরিমাণেই আছে।

" চঞ্চচঞ্চ চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর
ভব ভাবা ভক্ত ভাবো ভণে রামেশ্বর।"
" বিশ্বনাথ চলে পথে চলিলে বিস্তর।"
" দান দেহ চণ্ডিকা দেবাদিদেব দেবে।"
ত্রিভুবনে হেন বুঝো তুমি আন থাকে।"

শিবসংকীর্ত্তনের মিত্রাক্ষরগুলি অতি আ জনক। পাঠ করিলেই বোধ হয় কবি রামে শর্ম্মার মুখে কবিতানকল আটক থাকিত না মিত্রাক্ষর অন্বেষণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত

রাণী বলে বিকল সে শিবে দিবে ঝি
তবে আর এ কথার জিজ্ঞাসা বা কি?"
" পায় হইতে মস্তক মস্তক হইতে পা
প্রচুর প্রবন্ধ করে পাপমতীর মা।"
" বিসদরে বুদ্ধি দিল বিধাতার পো
শিরে হাত বাড়াইতে সাপে মারে ছো।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শ্রীকবি রামেশ্বর নিক উন্নতিশীল শিক্ষা সমাজে মনের মত পান নাই। পান নাই বলিয়া কি তাঁহার মুখের অমৃতধারা নিষ্ফল হইবে? তাহা ক হইবে না। আধুনিক শিক্ষাসমাজ, বীররস কাব্য ভাল বাসেন। শিবসংকীর্ত্তনখানি, মেঘ বধাদির ন্যায় বীর রসাত্মক নহে সত্য বটে, সেরূপ ধরিলে অন্নদামঙ্গলও বীররসাত্মক ন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অনন্তরজাত বলি তাহাতে অধিক অলঙ্কার ও রচনার পারি আছে। এস্থলে ভারতচন্দ্রকে কবি রামেশ্ব অনুকারী বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইঁহারা যেই সদাত্মা সুবিদ্বান সুলেখক এবং সুকবি ছিলে কবি রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন, নিতান্ত নির্দো নয়। স্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সুতরাং অল্প দ সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু কবি রামেশ্বর, মহাদে মদনমোহন মূর্ত্তি দর্শনে হিমালয়রূপ স্বর্গীয় ন গণের নিজ নিজ পতিনিন্দাস্থলে অল্প অশ্লীলতা করিয়াছেন। আর মহাদেবের কোচবিহার ও ব ভিলীবিহারও বড় বিসদৃশ হইয়াছে। যাহা হ গুণরাশির মধ্যে অল্প দোষ, ইন্দুর অঙ্কের ন্যায় গ্রাহ্য নহে। এ স্থলে দোষের পংক্তিগুলি দিলেই আর কোন বিবাদ থাকে না।

রাজা যশমন্ত সিংহের আদেশ মতে কবি রামে শ্বর, শর্করাকন্দ আলু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, না তৎপরবর্ত্তে সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে

কিম্বা তাঁহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহেন।" যিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপিত আছেন, তাঁহার এ প্রকার ভ্রম দেখিয়া আমরা যৎপরনাই বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এতদ্দেশীয় লোক, আজন্ম তাঁহারা এই দেশেই লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন, এদেশীয় লোকের সহবাসে কালযাপন করিতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের অনেকেই আবার পল্লীগ্রাম নিবাসী; তাঁহারা কোট পেণ্টুলান পরিয়া বিভিন্নভাষী ভিন্নাচারী বিদেশ হইতে পোতারোহণে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন নাই, কেবল নির্জ্জন প্রাসাদে বসিয়া তাঁহারা লেখনী পেষণ করেন না, সর্ব্বদাই এ দেশীয় সাধারণ লোকের সংসর্গে থাকেন। এতগুলি অবসর সত্ত্বেও দেশীয় লোকেরা কি এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহারা লোকের মনোগত ভাব কিছুই বুঝেন না? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রায় চল্লিশ বৎসর এদেশে অতিবাহিত করিলেন, পরিশেষে তাঁহার কি এই দেশকালের হৃৎপত্তি জন্মিল? আমরা জানি বিলাতি রাজপুরুষেরা এবং বিলাতি সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাই ভারতবাসিদের প্রকৃত মনোগত ভাব পুলাক্ষরেও জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে এদেশে আইসেন, আমাদের ভাষা আমাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম রীতিনীতি মনের আন্তরিক ভাব সুখ দুঃখের কারণ তাঁহারা কিছুমাত্র জানেন না। এ সমস্ত যদি তাঁহারা অবগত থাকিতেন, তবে নব আইনের সৃষ্টি হইত না। শিষ্টতা এবং রাজভক্তি বিষয়ে ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য জাতির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতে পারেন। যদি তাঁহারা প্রজাবর্গের চিত্তের প্রকৃত নিম্মলাবস্থা বুঝিতেন, তবে অস্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি আজ ভারত ব্যবস্থায় স্থান পাইত না। ভারতের প্রকৃতিবর্গকে সুখে রাখিলে অধিক কি তাঁহারা নৃপতিকে দেবতার তুল্য পূজা করেন। কিন্তু মাংসলোলুপ নৃশংস শ্বাপদের ন্যায় কেবল তাঁহাদের শোণিত শোষণের চেষ্টায় ফিরিলে কে শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? রাজপুরুষেরা প্রজাগণের যদি প্রকৃত কষ্ট জানিতেন কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক রহিত হইত না। দরিদ্র ভারত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ ভস্মসার হইয়া পড়িল। অন্নাশন শাক অম্লে স্বল্পকাল জীবনরক্ষা পাইতে পারে, তাহাতে কি বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়? আমরা পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে দশ জনের প্রত্যহ দুগ্ধ ঘৃতের সংযোগ হয় কি না সন্দেহ। মাংসের ত কথাই নাই,—এ বৎসর আশ্বিন মাসের মহা অষ্টমীতে এক খানি অস্থি আবার অন্য বৎসর মহা অষ্টমীতে এক খানি। মনুষ্যের হীনবীর্য্যতাই ভারতবর্ষব্যাপক ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে আপামর সাধারণ সকল লোকেই অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রী সেবন করিতে পাইত, তাহাতে এক এক জন প্রসিদ্ধ অসুর অবতার হইয়া উঠিতেন। এক্ষণে এক জনও তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা ক্রমশঃ শোষণ করিয়া প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিলেন, এখন অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। বোধ করি তাহাও আর অধিক দিন থাকে না। কর্ত্তৃপক্ষীয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইলে এবং তাঁহারা এ দেশের যথাযথ অবস্থা জ্ঞাত থাকিলে কখনই লোকের এমন শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন,—দেশীয় সম্পাদকেরা লোকের অকৃত্রিম অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারেন না। এটী সর্ব্বাপেক্ষা অতীব কৌতুককর কথা। তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন,—স্বয়ং সম্পাদকেরাই যে দেশীয় লোক, তাঁহারাই যে সমস্ত লোকের মনোগত ভাবের দর্পণ স্বরূপ? এই কুলিনির্ব্বাসন আইনে দেশীয় লোকেরাই ত দুঃখী কুলিদিগের দুর্বিষহ কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলেন। যদি চা-করেরা ইংরাজ না হইতেন, তবে দেখিতে পাইতেন এই আন্দোলনে তলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া যাইত। দেশীয় দুঃস্থ লোকের কষ্ট জানাইতে অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকাতর চীৎকারে কর্ণপাত করেন এমন দয়ার্দ্রচিত্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হন না। মহাত্মা ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিলেন না, আশা ছিল তদীয় উত্তরাধিকারী তাঁহার কলঙ্ক রাশি মোচন করিবেন; কিন্তু আমাদের সে আশাও ফলবতী হইবে না। যদিস্যাৎ রিবর টমসন তাঁহার পদে অধিরূঢ় হন, তবে তিনি যে রূপ সদাবহার করিবেন এই কুলি নির্ব্বাসন আইনে তাহার আভাস পাওয়া গেল। লর্ড রিপণেরও যশের ছিটে ফোঁটা পড়িতেছিল; মনে করিয়াছিলাম তিনি কীর্ত্তি মরীচির ষোল কলা পূর্ণ করিয়া এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পৌর্ণমাসীতে রাহু শশীকে গ্রাস করিল, আমরা পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইলাম না,—প্রতিপদে আবার ক্ষয়া চাঁদ দেখা দিতে লাগিল; বুঝি বা লর্ড রিপণের সুনাম ও সৎকীর্ত্তির এই খানেই শেষ সীমা।

ভারতবর্ষীয় কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের

নূতন প্রস্তাব।

পাঠকদিগকে আমরা কয়েকবার জ্ঞাত করিয়াছি, ভারতবর্ষীয় কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি মহাত্মা বক্ সাহেব একজন যথার্থ উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার চিত্তে কিছুমাত্র জাতীয় বিচ্ছেদভাব স্থান পায় না; ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি এদেশের হিতসাধনে তৎপর হইতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অভাবনীয় স্নেহ মমতা দর্শন করিলে, স্বার্থপরায়ণ মাকেঞ্জীদিগকে তদণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়,—এক লর্ড লিটন দাঁড়াইবেন কোন্ কথা!

এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা কি উপায়ে উন্নত হইবে, কি উপায়ে এ দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে, কি উপায়ে আপামর সাধারণ যাবতীয় প্রজা সচ্ছন্দে থাকিবে, বক্ সাহেবের তাহাই যেন জপমালা হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তিনি যে ভারতের হিত কামনার অনুধ্যানেই মগ্ন আছেন, অথচ কে, সি, এস, আই প্রভৃতি কিছুই নয়, বা মালার বর্ণে তাঁহার কি হইবে?—সোহাগে তাঁহাকে "ভারত-বন্ধু" বলিয়া ডাকিলেই যথোপযুক্ত উপাধি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বক্ সাহেব ভারতবর্ষে একটী প্রধান বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঈশ্বর প্রসাদাৎ যদি আমাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তবে একটী প্রধান কার্য্যক্ষেত্র উদ্ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের স ভারতবাণিজ্যের নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দিন দি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি বক্ সাহেব অ লিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছে যে, ভারতবর্ষজাত বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত যে সমস্ত ঔ দ্রব্যের দ্বারা যথার্থ উপকার সাধিত হয় তৎসমুদ ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রেরিত হইবে তথায় উহাদের গুণ এবং আময়িক প্রয়োগ পরীক্ষি হইলে যদি যথার্থ ফলোপধায়ক বিবেচিত হয়, ত সেই সমস্ত দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে ক্রমাগত তথা প্রেরিত হইতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন এলোপ্যা গ্রন্থোক্ত যে সমস্ত দ্রব্যের ভারতবর্ষজাত ঔ দ্রব্যের সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ আছে তাহাও প্রেরি হইবে, আশানুরূপ ফলোপলব্ধি হইলে ঐ সম ঔষধও এদেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে নীত হইবে ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ সং মার্থ বক সাহেবের আদেশে আমাদের সুহৃৎ শ্রী বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রতী হইয়াছেন। ক সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল আমরা আ পাঠকদিগকে সবিশেষ জ্ঞাত করিব।

যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় এই ক নহে একেকালে নিরর্থক যাইবে না; পূর্ব্ব সুবিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসকেরা, এ দেশজাত সকল ঔষধ দ্রব্যের ভূরি পরীক্ষার দ্বারা তাহা রোগনিবারণীশক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছে

...া পশুরও চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে। প্রজা...র কোন কষ্ট মোচনের কথা যখন গবর্ণমেণ্টের ...পে প্রস্তাবিত হইতেছে, তখনি রাজকোষের ...শিল্পুকের ডালা তুলিয়া,—টাকা নাই টাকা ...,—বলিয়া ধুয়া ধরিতেছেন। টাকা নাই সত্য ...তোষপূর্ব্বক কর্ত্তায় কর্ত্তায় ইংলণ্ডের উদর ...পূরণের নিমিত্ত সকলে যেপ্রকার ব্যগ্র হই...ন, তাহাতে রাজকোষ কেন? —সমুদ্রের জলও ...য়া যাইবার কথা; কিন্তু স্বদেশীয় আত্মীয় স্বজনের ...তোষণার্থ এ গুজরটী ত শুনিতে পাওয়া যায় ... সে দিন কর্ণেল হারিসন বঙ্গদেশ হইতে বিদায় ... করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্য পেন্সনের অতিরিক্ত ...কে ৫৫০০০ পঞ্চান্ন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া ...ছে। কই,—এ কাজটীতে ত গবর্ণমেণ্টের ...ই অরুচি দেখিলাম না, এটীতে ত গুজব আপ... কথা শুনিলাম না! ইংলণ্ডের কোন কার্য্য ...রের নিমিত্ত সকল কাজ অম্লান বদনে করা ...তে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের কার্য্যে ব্যয় ভূষণ ...তে হইলে হিসাব পত্রের কাগজ বাহির হইয়া ...,—সুতরাং তখন রাজকোষে টাকা থাকিবার ...বনা কি?

...পিয়নদিগের মানুষের শরীর,—লৌহময় উপা... গঠিত নয়। জল নাই, শীত তাত নাই, প্রত্যহ ...দূর পরিভ্রমণ করিলে মনুষ্যের স্বাস্থ্য কি রক্ষিত ...তে পারে? অনেক স্থলেই পিয়নেরা স্বীয় স্বীয় ... দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগাক্রান্ত ... তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধিত ... আবার যে যে স্থলে স্বভাবতঃ দৃঢ়কায় ...রা দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগকে ...য় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল ...পিয়নদিগকে অস্বাস্থ্য করা হইতেছে, এমত নহে, ...য় সময়ে সাধারণ লোকেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়া ...। এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের ...ষ্ঠ অনুরোধ, তাঁহারা ডাকবিভাগের অবস্থা ...বং উন্নত করুন। মফস্বলের অবস্থা বিবেচনা ...য়া আবশ্যকমতে দুই এক জন করিয়া পিয়নের ...া বৃদ্ধি করিয়া দিউন। ইন্স্পেক্টিং পোষ্ট ...র পিয়নদিগের গন্তব্য গ্রামের যে প্রকার ...া নিশ্চিত করিয়া দেন, কার্য্যতঃ সকলই তাহার ...রিক্ত পথ হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমান ...বস্থাতে মানুষের কাজ করা এক প্রকার অসাধ্য ...তে হয়।

...মরা এস্থলে সাধারণ লোকের একটী বিষম অসু-...র কথার উল্লেখ না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি-... না। পল্লীগ্রামের ডাকপিয়নেরা দুই মাইলের ...র্বর্ত্তী গ্রাম গুলিতে প্রত্যহ পত্রাদি বিলি করিয়া থাকে। দুই মাইলের অতিরিক্ত হইলে তবে সপ্তাহে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনেই পত্রাদি বিলি হয়। এই নিয়মটী সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্ত অসু-বিধাজনক। যে যে গ্রামে প্রতিমাসে শতশত কিম্বা ততোধিক পত্র আইসে, সেখানে প্রত্যহই পিয়নের গতিবিধি থাকা আবশ্যক। এমন অনেক বাণিজ্যের স্থান আছে, যে স্থানে সর্ব্বদাই অত্যাবশ্যক পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত পত্র যথাকালে প্রেরিত না হইলে ব্যবসায়িদের সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভা-বনা। নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যেক পত্র রেজেষ্টরী করিয়া পাঠান অসম্ভব। ব্যবসায়ীরা দ্রব্যাদির মূল্য নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত ও অন্যান্য তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত নিয়তই পত্র লিখিয়া থাকেন, কিন্তু হয়ত পত্রগুলি দুই তিন দিবস পিয়নের নিকট রহিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত না হইলে তাহার বিলি হইল না। জনসমাজের এই দারুণ অসুবিধা দূরী করণার্থ পিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি ভিন্ন আর উপায় নাই। সুতরাং এস্থলে গবর্ণমেণ্ট টাকা নাই বলিলে ডাক ঘর সংস্থাপনের ফল সকলে তুল্যরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। সকলেই নির্দ্দিষ্ট মাশুল সমান রূপে দিয়া থাকেন; কিন্তু কেহ ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছেন, আবার কেহ দূরবর্ত্তী বলিয়া সে ফলে বঞ্চিত হইতেছেন, এই ব্যবস্থাটী যার পর নাই অন্যায় পক্ষপাত-দোষে দূষিত। আমরা ইহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের অন্য বিভাগের অর্থ ব্যয় করিতে অভিলাষ করিতেছি না, অন্য [illegible] ডাকঘরের আয় অন্য প্রার্থনা করি না, যে ডাকঘরের এলাকাধীন গ্রামগুলির অসুবিধা হয়, আমরা সেই ডাকঘরেরই আয় হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে আকি-ঞ্চন করি। বোধ করি আমাদের এটা দুরাশা নহে। এটা নেটিবদের অসুবিধা মোচন, এই বলিয়া মনে যদি কোন প্রকার জাতিবৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, তবে ন্যায়মতে সমস্ত লোকের প্রতি সম দৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকলের প্রতি তুল্য ব্যবহার করা হইবে, এবং কাহারও আর কোন অসুবিধার কারণ থাকিবে না।

বাকী খাজনার মকদ্দমা বৃদ্ধি।

আমরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০—৮১ অব্দের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠে অবগত হই-লাম, বঙ্গেশ্বর গত বর্ষে সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানী বিচার শিক্ষার একটী সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ কর্ম্ম করিলেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের বিচারের আপীল এবং বিংশতি বর্ষকাল কর্ম্ম করিলেই সদর আদালতের বিচা... আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ... তাঁহাদিগের চৌকিক প্রথা। তাঁহারা বিচারক... দক্ষ হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের যোগ্যতা লা... অবসর হউক বা নাই হউক, তথাপি নিয়ম... মতে তাঁহারা নিয়মকাল পূর্ণ করিয়া অতি গুর... কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এই ক... অনেক সময়ে এই বিভাগের শোচনীয় পরিণ... ঘটিয়া উঠিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বঙ্গ... লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আপনার উদ্ভাবনী শ... পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের দেওয়ানী কার্য্য শি... একটী সদুপায় করিয়া দিয়াছেন।

ঐ রিপোর্ট মধ্যে দৃষ্ট হইল, তিনি বাকী খাজ... মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি মুন্সেফ নি...গের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এটীও তাঁহার উদ্ভা...শক্তির অপর পরিচয়। এতদ্দ্বারা প্রজাদিগের অ...শেষ পরিচয় হইতেছে। প্রজারা যে সহজে ...দারের খাজনা দিতে চায় না, তাহা সুন্দর... সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা যদি সহজে খা...দিত, জমীদারেরা যদি অনায়াসে খাজনা পাইতে... তাহা হইলে কখন তাঁহারা প্রজার নামে ...খাজনার নালিশ করিতেন না। যথাসময়ে ...দারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া প্রজাদিগের ক...সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কি তাহাদিগের এ ক...ছিল না? দশ আইনে কি ... [illegible]

[illegible]

...প্রজাদিগের সহজে খাজনা না দি... [illegible] ...জমীদারেরা প্রাপ্য খাজনা ... [illegible] ...তাহা আদায় করিতে পারেন না। সুতরাং ...দিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ... তাহাতেই মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ...দেশের কল্যাণকর নহে। এ অবস্থার সংশো... একটী উপায় উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়া ...য়াছে। জমীদার কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন নিবেধক অ...

ী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,
স্তের মেলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বার
রের পর বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে আসিয়া কয়েক
সর জন্য স্থিত হন এবং সেই সময় বিশেষ
হইয়া থাকে। কোন মতে বৃহস্পতি এবার
দিবস অন্য মতে নয় দিবস কুম্ভরাশিতে অব-
ত করিবেন।" এটী তাঁহার ভ্রম। বৃহস্পতি
া বৎসরে সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ
ন, সুতরাং প্রত্যেক রাশিতে তাঁহার স্থিতি-
া এক বৎসর। তিন বা নয় দিবসের ন্যায়
ল্প সময় কোন রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল হইতে
র না। বিশেষতঃ এক্ষণে বৃহস্পতি মেষরাশিতে
ী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী
চৈত্রে তিনি বৃষরাশিতে যাইবেন। কুম্ভরাশিতে
তে আর নয় বৎসর লাগিবে।

আমাদিগের ছাপরাস্ত সংবাদদাতা বলেন, জেলা
রার মসরথ থানার অন্তর্গত ফরিদপুর নামক
গ্রামে অদ্য একটী কূপমধ্যে এক স্ত্রীলোকের
দেহ পাওয়া গিয়াছে। শুনিতেছি ৩।৪ দিবস
ল,ঐ স্ত্রীলোকটী ৬টি জন উপপতির সমভিব্যাহারে
অগোগে বাহির হইয়া যায়। পরে ঐ কুলটার
ীয় স্বজন অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে
পাইয়া নিরস্ত থাকে। যে গ্রামের কূপমধ্যে শবটী
য়া গিয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকটীর পিত্রালয় হইতে
ক্রোশ দূর; এই পিত্রালয়েই উনি অবস্থিতি
রতেন। এই সংবাদ পাইয়া দারগা ও কনষ্টেবল
সিয়া নিকটস্থ গ্রামগুলির সরগরম করিয়া তুলি-
ছ। উপপতিদ্বয়ের এক জন কয়েক দিন পরে
গাগমন করিয়াছে, অপর মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত
সেন নাই, পুলিস উত্তমরূপ তদন্ত করিলেই এই
নার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। নচেৎ
ীরোগাক্রান্ত বলিয়া রিপোর্ট করিলেই হইবে।"

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কয়েদিদিগের
স্থ্য রক্ষার যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন,
মরা তৎপাঠে প্রীত হইলাম। তিনি তাহা-
দের বৈজ্ঞানিক রীতিতে আহার প্রদানের নিয়ম
রিয়াছেন। যে কয়েদী যেরূপ শ্রম করিতে পারে,
হাকে তদনুরূপ আহার দেওয়া হইবে এবং প্রতি
ক্ষে তাহাদিগকে ওজন করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের ব্যবসায় সম্বন্ধে
ব্রহ্মরাজকে যে পত্র লেখেন "হিজ ম্যাজিষ্টি" শব্দ
য়োগ করাতে পাইওনিয়র তাহাতে ক্রোধ সম্বরণ
রিতে পারেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া বলি-
ছেন, ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিবার উপযুক্ত পাত্র, নর-
ত্যাকারী অসভ্য থিবাকে গবর্ণমেণ্ট যে বন্ধুভাবে
ত্র লিখিবার সময়ে "হিজ ম্যাজিষ্টী" শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে কে না অধীর হইয়া
উঠে। পাওনিয়র ভিন্ন আর যে কেহ অধীর হইবেন,
আমাদের ত এমন বোধ হয় না। এই সকল
মহাপ্রভুর মনোগত ভাব দেখিয়াই কি গবর্ণর জেনে-
রল "ভদ্রলোক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন?

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা প্রেসি-
ডেন্সি স্মলকজকোর্ট বিলের তিরোধান প্রার্থনা
করিয়া পুনরায় গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক
আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই আইন
হওয়াতে উকীলেরা এক্ষণে হাজার টাকার অধিক
দাবীর মকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পোর্ট ব্লেয়রে দুগ্ধকৃচ্ছ্র হওয়াতে তত্রত্য সৈনিক
পুরুষেরা দুগ্ধ খাইতে পাইতেছিল না। গবর্ণমেণ্ট
তাহাদিগের সুবিধার জন্য ২৬ টী গাভী তথায়
প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে গো-খাদক দলের
যেরূপ দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে
আর কিছুদিন পরে দুগ্ধ আদৌ পাওয়াই দায় হইবে।
হিন্দুরা এই কারণেই গোহত্যার প্রতিবাদ করিয়া
থাকেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী
হইয়া কলিকাতায় আর একটী ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠা
করিতেছেন। মফস্বলের যে সকল বালক কলি-
কাতায় আসিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা এই
নিবাসে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই নিমিত্ত এক লক্ষ
২০ হাজার টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। চাঁদার
দ্বারা ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে, অবশিষ্ট ৭০
হাজার টাকা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে আনুকূল্য
করিতে হইবে।

আলীপুরের কাছারীঘর সকল মেরামতের
জন্য আবদ্ধ থাকায় এবার ২৩ পরগণার অন্তর্গত
গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা
সমূহের ছাত্রগণের প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা
কালীঘাট বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহে গ্রহণ করা হইয়াছে।
ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৭৯। গত সোম ও মঙ্গল
দুই দিনে পরীক্ষা কার্য্য শেষ হয়। প্রথম দিন
প্রাতে ভাষা ও হস্তলিপি পাঠ, বৈকালে হস্তলিপি
ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পর দিবস প্রাতে পাটীগণিত, শুভ
ঙ্করী ও মানসাঙ্ক, বৈকালে বাজার হিসাব, জমিদারী
হিসাব ও পরিমিতি এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা
হইয়াছে। আমরা প্রশ্নের কাগজগুলি দেখিয়া কিছু
দুঃখিত হইলাম। কারণ, সহরের ও সহরতলীর
২।৪ টী বালক ব্যতীত অপর কেহই এমন কি
অনেক গুরুমহাশয় পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে
পারেন নাই। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ফলতঃ
এ বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ইনস্পেক-
টর মহাশয়ের স্কন্ধেই অধিক দোষ পড়ে। কারণ,
তাঁহার উপরেই যখন প্রশ্ননির্ব্বাচনের ভার রহি-
য়াছে, তখন তাঁহার এরূপ প্রশ্ন কখনই নির্ব্বাচন
করা উচিত নয়, যাহারা প্রশ্নের কাগজ কাগ
করিয়া ছাতের কড়ি, রাস্তার গাড়ী ও গাছে
পাতা গণনা করে। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন
ছাত্রের নিকট হইতে আর কি অধিক প্রত্যাশ
করা যাইতে পারে? আমরা ভরসা করি এবিষয়ে
প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা একটু বিশে
মনোযোগ করিবেন।

চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্তৃপক্ষে
ঐ লাইনের জন্য আরও কয়েকখানি নূতন এঞ্জি
আনিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকখানিই স্বতন্ত্র প্রকারে
ও নূতন নূতন ধরণের। এপ্রেস নামক এঞ্জি
খানি ইহার মধ্যে অতি সুন্দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১

৪৷৷০ ১৮৭০ (১৮৮৪) ১০২৷৷০
৪৷৷০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০০৷০
৪৷৷০ ১৮৭১ (১৮৯১) }
৫৷৷০ ১৮৭৯ (১৮৯১) } ১০৬৷০

গত শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে শোভাবাজার রাজা কম
কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে বাগবাজারের ও যো
সাঁকোর সখের হাফ আখড়াইয়ের দলে সঙ্গী
লড়াই হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বেলঘরিয়াবাসী একটী বা
যুবক ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইয়া অনবধা
বশতঃ ৬টী গোলাপ ফুল তুলিয়াছিলেন, বাগা
মালীরা তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধ
তাহাদের কর্ত্তার নিকট লইয়া যায়, সে স্থলে কা
দিয়া সেদিনকার মত রেহাই পান, পর দিন ল
বাজার পুলিস কোর্টের বিচারে তাঁহার পাঁচ টা
অর্থদণ্ড হইয়াছে। "লঘু পাপে গুরু দণ্ড" দে
অতঃপর ইডেন উদ্যানের সান্ধ্য সমীরণ-সেবী সৌ
যুবকগণ যেন সাবধান হন।

কয়েক দিন হইল চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রাম
কোম্পানি তাঁহাদের এপ্রেস নামক ইঞ্জিন ল
লইয়া বড় বিষম লজ্জায় পড়িয়াছিলেন। কোম্পা
প্রধান কর্ম্মচারী ইঞ্জিনের গতিবিধি ও বলাবল দে
বার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও সুবন্দ
গণকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং ষ্টেষণ হইতে
বর চড়কডাঙ্গায় আসিয়া উপনীত হন, পরে সে
হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুলিস থানা পর্য্যন্ত য
ইঞ্জিন খানি অচল হইয়া পড়িল, চালক ন
রূপ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সচল করিতে প
না। অবশেষে কুলিরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে
লইয়া যায়। কি নাকাল! এত সাধু যোড়া,
জন্মের তোড়া সব কি না বৃথায় গেল?

আমাদের ব্যবস্থাপক সভার আইনকর্ত্তা ডই- ষ্টোক্স সাহেব অনেক অন্যায় আইন বিধি- করিয়া লোকের নিকট মুখঝামটা খাইয়া এক্ষণে সমস্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আই- ভাল মন্দ বিচার নাই, যাহা সম্মুখে পাইতেছেন াই বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ন আর কয়েকটী অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ করি ন, সম্প্রতি আবার বিষয় হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধীয় নের পাণ্ডুলেখটি বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজের অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেকের বিভিন্নতাও ঘটিয়াছিল, কিন্তু ষ্টোক্স সাহেব াদিগের আপত্তি শুনিয়া কোন প্রকার মীমাংসা বার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমরা স্পষ্টই তে পাইতেছি এইরূপ কতকগুলি অবিমৃষ্য- কর্ম্মচারীর দোষে নির্দ্দোষ উপরিস্থ কর্ম্ম- রাও লোকের অসন্তোষ ভাজন হইয়া থাকেন। র বিষয় এই যে পুরাতন আমলের আমলারা একে যাইতেছেন, নূতন যাঁহারা আসিতে- তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের একটী দেশ- তৈষী ধনী সম্প্রদায় বাসগৃহের উৎকর্ষসাধন সভা একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ্যে গৃহের উৎকর্ষসাধনের উপকারিতা-জ্ঞান বিস্তৃ- উদ্দেশে তাঁহারা এই সভাটী করিয়াছেন। াদর্শে বাটী ঘর প্রস্তুত করা উচিত তাঁহারা যুক্ত একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাতে ন সহস্র লোক সুখে থাকিতে পারে। সাধারণ র পাঠের নিমিত্ত ইহাঁরা ঐ বাটীতে একটী পুস্তকালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমা- র দেশের লোকেরও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী একান্ত আবশ্যক। অন্যথা কেবল আমরা গ শোকে জর্জ্জরিত হইতেছি বলিয়া মুখে কপ করিলে কোন ফলোদয়েরই সম্ভাবনা ।

ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় শিক্ষাসংক্রান্ত শনের একটী সভাধিবেশন হইবে। মানবর ু ডবলু হণ্টার এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

টেকান হেরাল্ড বলেন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ভদ্র লোকদিগের ুপ্ত পুত্রদিগকে পুলিসবিভাগে কার্য্য দিবার করিয়াছেন। যাঁহাদিগের অন্য বিভাগে া করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ভাল ল বটে, কিন্তু অপর লোকে যে মারা যায়। কই বলে তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

পঞ্জাবের অঞ্জুমান সভার যে সকল সভ্য াতে আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সভার উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ করাইবার জন্য রোপর লেথ- ব্রিজ সাহেব এই সভার নিকট বিলাতে একটী আপীল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনী সভার সভাপতির সহিত কার্য্য সম্পাদকের মতের ঐক্য না হওয়াতে কার্য্য সম্পাদক পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বক্তা কুক সাহেব বোম্বাইয়ে বক্তৃতাকালে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়া- ছিলেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

সৈনিক কার্য্য পরিদর্শনার্থ গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় নিরূপিত আছে, জেনারল রবর্ট তাহা অল্প বোধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। কর্ত্তৃক গবর্ণ- মেণ্ট অতিরিক্ত দশ সহস্র টাকা এই নিমিত্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে শীঘ্রই যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রণতরী সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলিকে রেঙ্গুনে যাইতে আদেশ করি- য়াছেন।

সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায় আর জোর চই বৎসর মাত্র পদস্থ থাকি- বেন, বিশেষতঃ প্রাদেশিক গবর্ণর ও কমাণ্ডারইন চীফের পদ উঠাইয়া দেওয়া একরূপ স্থিরই হই- য়াছে।

বেহার হেরাল্ড বলেন, সে দিন ২১ বৎসরবয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালক সহরের পুলিষ ইনস্পেক্টরের এক জোড়া শাল চুরী করিয়া ধৃত হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ব্যক্তি দুই তিন দিবস জেল খাটিয়া শেষে একটী হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং বলে তিন বৎসর পূর্ব্বে সে একবার মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে এবং প্রকৃত নাম গোপন করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। অনুসন্ধানে জানা হই- য়াছে, তাহার কথা সত্য। অপরাধী নিজ মুখে স্ব দোষ স্বীকার করাতে সেই হত্যাপরাধের বিচা- রের জন্য তাহাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়া- ছিল, কিন্তু বিচারে তাহার কারাদণ্ডের আজ্ঞা হই য়াছে। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আদমসুমারের কর্ম্ম করিত। কিন্তু সে এক্ষণে তাহার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া কারাদণ্ড অপেক্ষা প্রাণদণ্ড শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া এই কথা বলিয়াছিল, সে বলে যে বাঁচিয়া থাকিলে পাছে আর কোন পাপ কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু প্রাণদণ্ড হইলে আর এ শঙ্কা থাকে না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি কলিকাতা মিউ সিপালিটীর রিপোর্ট পাঠ করিয়া লোকের স্ব বিষয়ক উন্নতি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দ প্রক করিয়াছেন।

চিও নামক স্থানে যেরূপ উপর্য্যুপরি ভূমিক হইতেছে, তদ্দর্শনে ইটালীয় সকল লোকেই অ ভীত হইয়াছে, অনেকে অতি সত্বরেই সমগ্র ইটা বিনাশ আশঙ্কা করিতেছে। ভূমিকম্পে ভূমিক নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে

এবার বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যুবতী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দেশীয় সংবাদ পত্রের একটী তালিকা প্রকা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার সংখ্যা ১১ গ্রাহক সংখ্যা ৩৬০০০ ইহার মধ্যে ৪৫ খানি বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার গ্রাহক স ২০০০০। অবশিষ্টগুলি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, প মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানা হইতে প্রকাশিত থাকে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মধ্যে এক খা কেবল ৪ হাজার গ্রাহক আছে, ঐরূপ লাহো এক খানি পাক্ষিক পত্রের ১৭৮০। বাঙ্গালা ভা দৈনিক সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৬, ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খানির গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ মাত্র।

আগামী ১ লা ও ২ রা ফেব্রুয়ারি কলিক ঢাকা, পাটনা, কটক ও গোহাটীতে ওকা পরীক্ষা হইবে।

আমরা ১২৮৯ সালের এক খানি গুপ্ত পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি ব ইহা যেরূপ পরিষ্কার ও সুন্দররূপে মুদ্রিত থাকে, এবারও সেইরূপ হইয়াছে। মূল কথা অল্প মূল্যে এমন সুন্দর পঞ্জিকা ভারতের কু মুদ্রিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তার ম লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার বাটী নির্ম্মাণার্থ শ্রী কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাঁচ হাজার টাকা দান কা ছেন।

১৮৮০-৮১ অব্দে ১৪৮৮৫ জন উপনিবেশ গম জন্য কলিকাতার কুলি হাউসে জমিয়াছিল। মধ্যে ১২১৫৫ ইংরাজ ও বৈদেশিক উপনি গমন করিয়াছে।

বর্দ্ধমানে জলের কল প্রস্তুত করাইবার বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রথমে ৩০ হাজার টাকা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার ২০ হাজার দিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সওদাগর রবার্ট চেরি দেউলিয়া হওয়াতে অনেক মহাজনের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" লর্ড রিপন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিলেন। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর হইতে আইনটী রহিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, এই কার্য্যে আমরা যেমন হর্ষে পুলকিত হইয়াছি, তেমনি অনেক অলক্ত প্রভুত্ব প্রয়াসী নির্ব্বোধ মর্ম্মে ব্যথা পাইয়াছেন। যাহা হউক সে কথার প্রয়োজন নাই। আমরা এই কার্য্যের জন্য লর্ড রিপনকে কেবল অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সুখের বিষয় এই, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে গত শনিবার টাউনহলে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মান্যবর গবর্ণর জেনেরলের এই উদার কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়া এক অভিনন্দন প্রদানের জন্য এই সভা হইয়াছিল, দেশীয় সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঋণের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়া এ বিষয়ে কয়েক জন বিচারপতির মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অধ্যাপক বাল [illegible]কার পুনা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় ইনি যে একজন বুৎপন্ন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যে সংস্কৃত ভাষার জন্মস্থান এই ভারতভূমি সেই ভারত হইতে এরূপ যোগ্য লোক পাওয়া গেল না, যে পুনা কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। আর্য্যসন্তানদিগের পবিত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কালে ম্লেচ্ছ ইউরোপীয়দিগেরও আরাধনা করিতে হইল।

পোর্ট বেয়ার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৩১ এ ডিসেম্বর প্রাতে ৩ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। পোর্ট ব্লেয়ার যথা ভূকম্পাধিষ্ঠিত পাপীদিগের বাসস্থান। পৃথিবী বোধ হয় তাহাদিগের ভার বহনে অক্ষম হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অযোধ্যার রাজা রামপাল সিংহ কানপুরের সব জজ মৌলবী ফারাজ উকীলের বাটীতে একটী সভা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার জাতীয় কুসংস্কার দূরগত হইয়াছে, তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় স্থায়ী হইয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে সত্বর আবার ইংলণ্ডে গমন করিবেন এবং স্বদেশীয়ের উপকার সাধনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিবেন।

ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড বলেন অযোধ্যার জুডিসিয়াল কমিশনরের পদ ও এলাহাবাদ হাইকোর্টে অযোধ্যার মকদ্দমার শেষ আপীল করিবার প্রথা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে উচ্চ বেতনে গার্ড ও ড্রাইভার নিযুক্ত করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই রেলওয়ে এক্ষণে গার্ড ও ড্রাইভার প্রভৃতিরা যেরূপ অধিক বেতন পান দেশীয়দিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহার তিন ভাগ ব্যয় সংকোচ হইতে পারে। এ দেশীয় লোকে রেলওয়ের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছে, ইহাদিগের দ্বারা কার্য্যও সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তথাপি গবর্ণমেণ্ট কেন যে অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্যে অধিক ব্যয় করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে সম্বন্ধে যে সকল দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মাসিক তিন শত টাকার অধিক বেতন দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই সকল কার্য্যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারির অন্যূন চারিগুণ অধিক বেতন হইয়া থাকে। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? এ দেশীয় লোককে এই দেশের আবশ্যক কার্য্যে শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কাজ লওয়া যত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে কোন শিক্ষিত ইউরোপীয়কে এ দেশে আনিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ লওয়া কখনই তত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে না।

অনেকে মনে করেন ইংরাজদিগের সৈনিকবল অতি অল্প। ইঁহারা কেবল চতুরতা দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মিথ্যা বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া জগতের প্রবল শক্তিকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে তাঁহারা ভ্রান্ত। ১৮৮০ অব্দে ইংরাজদিগের সমরোপযোগী সৈনিক ১৮৮৯৮৬ সেনা বিভাগের জন্য রক্ষিত ৩৯৯৬১ মিলিসিয়া ১৩০৩১১ ইয়োম্যানরী ১১৪৩৮ ভলাণ্টিয়র ২০৬৫০৭ ছিল, এতদ্ভিন্ন যুদ্ধকাজে চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান। এই সকল সৈনিকপুরুষ যেরূপ রণপাণ্ডিত্য তাহাতে পৃথিবীর কোন জাতীয় সৈনিকপুরুষ ইঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। আমরা রুশের বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে যে শঙ্কিত হই, তাহা আমাদিগের অলীক আশঙ্কা, রুশের সৈনিকপুরুষ সকল যেরূপ শিক্ষিত ইংরাজদিগের সহিত তাহার তুলনা করিলে একজন ইংরাজ সৈন্যে ও ৩ জন রুশ সৈন্যে সমকক্ষ।

গত বৎসর বাঙ্গালার সরকারী কাজের জন্য ৪৯৫৮২৯ টাকার কাগজ কলম প্রভৃতি খরচ হইয়াছে। লোকসংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে কেবল ছাপানতেই এত অধিক ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার ব্যয় দান করিয়াও গত বর্ষে ২১৫৮১৪ টাকা লাভ পাইয়াছেন।

উকীল ও মোক্তারি পরীক্ষায় নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। বি, এল পরীক্ষা দিয়া পূ[illegible] যেমন প্রথম শ্রেণীর ও প্রবেশিকা অথবা এল, এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল হইতে পা[illegible]তেন, এখন আর সেরূপ হইবে না। গবর্ণ[illegible] নিয়ম করিয়াছেন যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উ[illegible] হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল কোন সরকারী ল কলেজে অ[illegible]য়ন করিবেন, তাঁহারই ওকালতী পরীক্ষা দি[illegible] পারিবেন, আর যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উ[illegible] নহেন তাঁহারা মোক্তারি পরীক্ষা দিতে পারিবে[illegible]

গত ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে দেশীয় স্ত্রীলো[illegible]দিগের উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। [illegible] স্ত্রীলোক ইংরাজী ও মান্দ্রাজি ভাষার পরীক্ষায় [illegible] জন ইংরাজী ও ১ জন হিন্দি এবং ৫ জন স্ত্রীক[illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের এসিষ্টেণ্ট [illegible] ডেপুটী ক[illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] করিবেন।

কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]

দিনাজপুরের এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বাহাল হইল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] সরকারী সেক্রেটারী [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] করিলেন।

মেদিনীপুরে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীস্থ হইলেন।

কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত এসিষ্টেণ্ট ম[illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] হইতে কিছু দিনের [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

য পর্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্যন্ত ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

উড়িষ্যা বিভাগের পোলিটিকাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বর্দ্ধমান বদলি হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের প্রাপ্ত হইলেন।

লেখরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কেদারনাথ বিশ্বাস তিন মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হই-।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যো- র দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও বাবু দুর্গানন্দ দাস চট্টগ্রামের খাস তহসীলদার হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগের বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর ষ্টেসান ২৪ পরগণার অন্তর্গত মগরা হাট হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ র ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিনাজ এসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেফি দিনাজপুর সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটরী এইচ, এম, কিচ ফেব্রুয়ারি হইতে ছয় মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদনানুসারে লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর নি, জি পল ও ডি, এম, বার্লোকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণ- মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অনারেবল টি ডবলু রুকের সভ্য পদ ত্যাগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো পাধ্যায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেফি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

দার্জিলিঙের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে মুন্সেফ ও সদর জেলার আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বিচার কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত সাসিরামের মুন্সেফ সৈয়দ আবদুল ৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯ দিন এবং ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অম্বিকাচরণ দাস ১ লা ফেব্রুয়ারি এক মাস ১৯ দিন বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

গোবরডাঙ্গা।

কয়েক দিবস হইল সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার রেলওয়ে পতিত ভূমির যেরূপ মূল্য দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মুখ হইতে কোন অসন্তোষ বাক্য শুনা যায় নাই।

এবার এখানকার স্কুল হইতে তিনটী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী দ্বিতীয় ও আর একটী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলটী যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্কুলে এক শতেরও বেশী ছাত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ৩০ টী মাত্র ছাত্র অবশিষ্ট আছে। কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে স্কুলটী উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এখানে ডাক্তারের অভাব নাই, এই সামান্য পল্লীগ্রামে ২০। ২৫ জন ডাক্তার জমিয়াছেন, সকলি নেটীব কেবল একজন মাত্র আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কিন্তু পীড়া সেরূপ দেখা যায় না, তবে এক স্থানে এত লোকের সমাগম কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এখানকার ভূস্বামী মহাশয়েরা কয়েক জন নেটীব ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাদি করান।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতীব মন্দ। রাস্তা অতি জঘন্য। তবে চিনির কারখানার কল্যাণে রাস্তার অনেক সংশোধন হইতেছে।

শান্তিপুর।

এ বৎসর এখানে অনেকগুলি সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাত্বিক পূজার সংখ্যা অত্যল্প। রং মহলে ও গুপ্ত বৃন্দাবনে এবার যে কয়েকখানি তামসিক সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পুকুর পারের পূজাই সকলের টেক্কা। এই পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নৈশ নৃত্য গীত ও মদের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবার ঐ পূজার পদ্মলোচন, বেহায়াচরণ ও তাহার সহচরবর্গের সমাগমে শ্রাদ্ধ গড়াইয়া গিয়াছে! কালনেমি মামা ঐ শ্রাদ্ধের প্রধান অভিনেতা। মামা ছটাকখানি মাল টানিয়া যেমন মাতলামী করিয়াছিলেন, তেমনি উপযুক্ত ভাগিনের লাঠি মারিয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মামা স্থানীয় পুলিষে ভাগিনেয়-বাপুর নামে এজাহার দিয়াছেন, তদনুসারে পুলিষ তাঁহার মাথার জখম প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে সরকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু মামার মাথার জখম পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার মনের মত হয় নাই। পদ্মলোচন ওরফে বেহায়াচরণ মামার মকদ্দমার সময়োচিত তদ্বির করিতেছেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা বলা যায় না। এই মকদ্দমার বিচারের ফলশ্রুতি পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

মিউনিসিপালিটীর গাড়িধরা রোগটী দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এবার এখানে হৈমন্তিক শস্যাদি আশানুরূপ আমদানী হয় নাই। মেহেরপুর অঞ্চল হইতে সম্প্রতি যে কয়েকখানি হৈমন্তিক শ বোঝাই গরুরগাড়ির আমদানী হইয়াছিল, মিউনি সিপাল অনুচরেরা তৎসমস্ত ধরিয়া প্রত্যেক গাড়ি লাইসেন্স এক টাকা ও বাজে খরচ বাবুদী এ আনা আদায় করিয়া লইয়াছে, এতন্নিবন্ধন গাড়ো য়ান মহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমদা অভাবে বাজারে হৈমন্তিক শস্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্র হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে মিউনিসিপালিটীর গাড়িধরা রোগটী উপশম হ তেছে না।

ভাগলপুর।

কয়েক বৎসর হইতে এখানকার বঙ্গীয় যুবক সরস্বতী পূজার দিবস মহা সমারোহে শ্রীশ্রী ৮ স স্বতী পূজা করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরও ম সমারোহে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়াছে পূজা রীতিমত করা হয় বটে, কিন্তু যেরূপ চাঁ আদায় হয় সে হিসাবে দরিদ্রদিগকে ভোজন ক হয় না। তামসিক আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবৎসর সেই অ আরও কিছু কিছু অধিক পরিমাণে দরিদ্রগণ আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। সেই আনন্দই য আনন্দ।

পীরপৈঁতির এক ব্যক্তি এক মাড়োয়ারির অর্থ ধারিত। মাড়োয়ারি তাহার নিকট অ দিন পর্য্যন্ত তাগাদা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে আদায় করিতে না পারিয়া একরূপ হতাশ্বাস হ পড়িয়াছিল। দৈবাৎ এক দিন সেই অধমর্ণ, অ একব্যক্তির ১০ টাকার এক খানি নোট সেই মা য়ারির নিকট ভাঙ্গাইতে আইসে। শুনি মাড়োয়ারি সুযোগ পাইয়া নোটখানি হস্তগত ক আর টাকা দেয় নাই ইহাতে অধমর্ণ তাহার " বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে নোট কা লইয়াছে " এই বলিয়া প্রায় দুই মাস হইল, এ কার আদালতে তাহার নামে অভিযোগ উপ করিয়াছে। বিচার অদ্যাপিও শেষ হয় ন কিন্তু শুনিলাম, ইহার মধ্যে আসামীর প্রায় ই ৩০০ শত টাকা ও ফরিয়াদির প্রায় ৮০। ৯০ টা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখনও কত ব্যয় হইবে ভগবানই জানেন। দশ টাকার জন্য প্রায় টাকা অর্থ ব্যয় আবার প্রত্যহ প্রায় শারীরিক শ্রম স্বীকার করা অপেক্ষা মূর্খতার বিষয় আ আছে? এই দুশ্চিকিৎস্য রোগে অনেকে সর্ব্ব হইয়া গেল, তথাপি চৈতন্য নাই!

পীরপৈঁতির বাজারে আবার ইতিমধ্যে অগ্নি
য়া প্রায় ২০। ২৫ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া
ছে। এত শীঘ্র শীঘ্র ইহাতে কেন অগ্নি লাগে,
ার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।
কের অনাবধানতাই বোধ হয় ইহার কারণ।
া দুষ্টলোকেরা যে গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া
ক, এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ
ংসব দ্রব্য সামগ্রী ত মহার্ঘ্য নহে; যখন দ্রব্য
গ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তখন অকা-
কদাচিৎ লোকের কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ
বনা।

কারাগোলার বিখ্যাত মাঘী পূর্ণিমার মেলাও
সিয়া পড়িল। ইহার মধ্যেই বহু স্থান হইতে
লোকের সমাবেশ হইতেছে। এক্ষণে দেখা
ক কিরূপ হয়।

রাজসাহী—৮ ই মাঘ ১২৮৮।

সম্প্রতি এঁখানে টেলিগ্রাফ আপিস সংস্থাপিত
াছে এবং কয়েকদিন হইল তারে সংবাদ
ান প্রদান চলিতেছে, এতদ্দ্বারা রাজসাহী
াম্র একটী অভাব নিদূরিত হইল। পদ্মানদীর
র যে বাঁধ আছে সেই বাঁধের উপর দিয়া তারের
গাড়া হইয়াছে, শীঘ্রই কাছের পাম প্রস্তুত
ার কথা আছে।

এখানে সপ্তাহে দুইবার যে ষ্টিমার যাতায়াত
েছে এ সংবাদ পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে, সম্প্রতি
টার ও গোয়ালন্দায় গমনাগমনের আরও একটী
ায় হইতেছে। এখানে একটী গরুরগাড়ির
ক হইল। গাড়ির আবরণাদি উৎকৃষ্ট হইবে।
রোহীর ইহাতে সাধারণ ডাক হইতে অনেক
িধা হইবে সন্দেহ নাই। এক এক গাড়িতে
জন করিয়া যাইবার নিয়ম হইয়াছে, প্রতি জনে
ড়ার নিয়ম বার আনা। প্রত্যেক আরোহী
মণ করিয়া লগেজ সঙ্গে লইতে পারিবে।
র বঙ্গ রেলওয়ের টাইমের সঙ্গে ডাকগাড়ির
ইমের যোগ থাকিবে। পথে আহারাদি করিবার
যুক্ত সময় দেওয়া হইবে।

কয়েক দিন হইল অত্রত্য ধর্ম্মসভার এক অধি-
শন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতি
িবর্ত্তন ও কয়েকটী পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে
ন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ হইয়াছে।
ান্ কোন্ নিয়ম পরিবর্ত্তন করা উচিত এই বিষয়ে
বেচনা করিবার ভার সব কমিটির প্রতি অর্পিত
য়াছে। এই সভার পুরাতন নিয়ম মধ্যে কয়েকটী
য়ম বর্ত্তমান কালের নিতান্তই অনুপযোগী। ব্রাহ্ম-
র্ম্মের প্রতি এই সভার বিষম বিদ্বেষ। ইহার নিয়-
মাবলী শ্রবণ করিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকুলতার নিমিত্তই এ সভার সৃষ্টি
হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা
ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখিবেন তাঁহারাও এই সভার
পরিত্যজ্য ও শাসনার্হ হইবেন কিন্তু দুঃখের বিষয়
এই যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত অসদাচার-
পরায়ণ, যাঁহারা বেশ্যাসক্ত, যাঁহারা নিয়ত মদ্য
পানে রত সভা তাঁহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে স্থান
দিবেন। ইহা কি উদার আর্য্যধর্ম্মের মতানুমত?
সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ভাল মন্দ লোক আছে।
এমত স্থলে নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মমাত্রকেই ঘৃণা ও দ্বেষ
করা কি উচিত?

ধর্ম্মসভার উপাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমা-
দিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে ইনি বিজ্ঞ
গুণজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, এবং শাস্ত্রবিধি
পালনে ইহাঁর বিশেষ যত্ন আছে।

সম্প্রতি এস্থানের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে।
কিন্তু টাউনের নিম্নে পদ্মানদীর যেরূপ অবস্থা দেখা
যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে বিল
ক্ষণ জলকষ্ট হইবে। তাহা হইলেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব
হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। পদ্মাই এস্থানের বিশুদ্ধ
জলপানের একমাত্র উপায়। এখানকার কূপের
জল ভাল নহে এবং একটীও ভাল পুষ্করিণী নাই।
সহরের মধ্যে অনেকগুলি পচাপুকুর ও কদর্য্য জল-
পূর্ণ ডোবা আছে এ গুলি এ স্থানের স্বাভাবিক
স্বাস্থ্যের নিতান্ত প্রতিকূল।

এক্ষণে দামুকদিয়া হইতে যে ষ্টিমারখানি এখানে
যাতায়াত করিতেছে, এখানি নিতান্ত ছোট, শুনি-
তেছি অতি শীঘ্র ইহার পরিবর্ত্তে একখানি বড়
ষ্টিমার হইবে এবং একদিনেই আরোহীগণ যাহাতে
এখানে পৌঁছিতে পারে তাহার উপায় করা
হইবে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক
হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের
মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া
দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা
যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের
মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ
পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত
উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলি
ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা
পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি
যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন
তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা
পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথ
তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর
আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে
কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি
নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি
কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যা
এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো
পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প
দ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অত
গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যা
তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূ
পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায়
ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপ
উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হই
রসিদ লইবেন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাক
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহা
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টী
১ম হইতে শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈ
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টী
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য
টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্য
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৷০ টাকা
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টা
ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸০,
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১

...নার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে ...প্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

পরীক্ষিত।

...কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা ...লের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি ...পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় ...রণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি ... মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, ... জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের ...ক্ষণ উপকারী।

...মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ...আনা।

...ন্ত পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া ...পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ...হারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় ...মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা ...।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া ...।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।

৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর

কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

ষড় রসায়ন।

...পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ ...ক জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের ... প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে ...ক বর্ষ বয়সের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে ...ার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য— ...। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল ...ংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ ... যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

...সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের ...শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, ...লাকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ...াদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ- ... করিতেছেন।

...জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা ...রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে ...য়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল ⁄০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইলে নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

তাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ... লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের ... প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ... যাছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—জলপাইগু...
" " ভোলানাথ সিংহ—ময়ূরভঞ্জ
" " রামচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী
" " বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপু...
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবরবাসী
" " বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বাদুড়িয়া
" সৈয়দ আলী উল্লা জমীদার—বগুড়া

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকম... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ ... অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অ... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের ... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট ক... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ ... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া ... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি ... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ⁄... আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে...

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদা... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ১২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৫ এ মাঘ। ইং ১৮৮২। ৬ ই ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৪া০, অসমর্থ প... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

বিজ্ঞাপন।

…পীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, …দুষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ …ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষা… …রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি …কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে। …যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা… …বন করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন …ন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়… …র আরক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যব… …শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!
ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি
দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং …চরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

লক্ষ্ণৌর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা।

…বিগত ২৯ এ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ মেলা আরম্ভ …৷ ৩ রা জানুয়ারি শেষ হইয়া গিয়াছে। …বা মেলার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়া মনে করিয়া… …ম, লক্ষ্ণৌর শিল্পী জনগণ এই অবসরে …র আপনাদের অসাধারণ শিল্পচাতুরীর বিশেষ …চয় প্রদান করিয়া মেলার গৌরব সমধিক বৃদ্ধি …বেন; সেইরূপ ছাপাওয়ালারা ছিট ও কুমারেরা …প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া মেলার মুখ উজ্জ্বল …বে। ঐ যে বলে "যাবে তুমি বঙ্গে, তোমার …ল যাবে সঙ্গে" আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটি… …। যে ভারতে প্রাচীন শিল্প চাতুরী দেখিয়া …দেশীয় শিল্পিগণ অবাক হইয়াছে, উপস্থিত …য় কি আর সে ভারত আছে যে লক্ষ্ণৌর শিল্প …ী দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম …? কালের কেমন চমৎকার গতি যে ভারতের …ীন শিল্পের কথা উপকথা হইয়া পড়িয়াছে। …তের শিল্পিগণ যে কোন সময়ে অসাধারণ শিল্প …রী দর্শাইয়া জগৎকে বিমোহিত করিয়াছিল, …ও এ পর্যন্ত তাহার বহুল প্রমাণ বহুতর স্থানে …য় হওয়া যাইতেছে, তথাপি উপস্থিত সময়ের …চাতুরী দর্শন করিয়া অনেকে তাহা স্বীকার …তে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা কুণ্ঠিত হউন; কিন্তু …রা যে কখন কুণ্ঠিত হইব, সেরূপ বোধ …না। যে কোন কারণেই হউক, আমরা যে চিরকালই ভারতের শিল্প চাতুরীর প্রশংসা করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পাদি, ঢাকার মসলীন, কাশ্মীর কিনখাপ, লক্ষ্ণৌ চিকিন, পুরীর ও বুদ্ধগয়ার মন্দির, আমাদের স্মৃতি পথে আসিয়া উদয় হয়, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অনুভূতি হয়। এখন "না সে রাম, না সে অযোধ্যা"। এখন কালের অপূর্ব্ব গুণে ধনবান হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই সভ্য। আবার সেই সভ্যতা কেবল খানায় আর বসনে। দেশী খানায় আর দেশী বসনে সে সভ্যতা প্রকাশ পায় না। সেজন্য যেমন আর কেহ শাক সেগুন ক্রয় করে না, সেই রূপ দেশী বসন কেহ আর গ্রহণ করে না। দেশী দ্রব্যের সমাদর না থাকিলে যে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, সকলে না হউক আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। সেজন্য কৃষি, বা শিল্প প্রদর্শনী মেলায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জাতি আজ আপনাদিগকে মনুষ্য উন্নতিশীল জানিয়াও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত মনে করিতেছে, আমরা আজ কাল যাহাদের তুল্য হইবার জন্য উন্নতি, উন্নতি করিয়া গগনভেদী স্বরে ভারত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছি, বাস্তবিক যাহারা আমাদের ন্যায় দিন দিন অধঃপাতে না যাইয়া উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের এই অস্বাভাবিক উন্নতি যে কোন গুণের ফলে হইতেছে; যদ্যপি একবার চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দর্পণে যেমন আপন প্রতিকায় অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই চিন্তা মুকুরে স্বদেশজাতদ্রব্যপ্রিয়তাই যে ইহার ভিত্তি তাহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আজ আমরা যে জাতির বিনির্ম্মিত দ্রব্যে আপন দেহ আপন গেহ সুসজ্জিত করিতেছি, সকলে না হউক, অন্ততঃ যাঁহারা কার্য্য সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া ভারতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি আমাদের দেশজাত দ্রব্যে আপন গৃহ, আপন দেহ সুসজ্জিত করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের দেশের শিল্পিগণের এই শোচনীয় দশা সংঘটিত হইত না। আজ যেন তাঁহারা স্বজাতিপ্রিয়তার অনুরোধে দেশজাত বসনে দেহ সুসজ্জিত করিতেছেন, কিন্তু কোন সময়ে যে ভারতজাত সূক্ষ্ম বসন অত্যুন্নত রোমের ও তুরস্কের অন্তঃপুর বিহারিণীগণের সুকোমলাঙ্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আর তাহা নাই। এক্ষণে নাই বলিয়া যে কখনই ছিল না, তাহা কখন হইতে পারে না। যে কারণে উপস্থিত সময়ে তাহার অভাব হইয়াছে, সেই কারণের অভাব হইলেই যে সে অভাব দূর হইবে তাহা বোধ হয় … লেই স্বীকার করিবেন।

শুনিতে পাওয়া যায় কোন সময়ে ঢাকার … বারেরা এমত সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিতে পারিত, … সেই বসন রাত্রিকালে কোন অনাবৃত স্থানে বি… করিয়া রাখিলে পর দিবস প্রাতঃকালে কোন … যে সেই বস্ত্র আছে, তাহা না কি নির্ণয় করা … হইত। অর্থাৎ সেই বসন যখন নিশা-নীহারে … হইত, তখন কোন স্থানে তাহা রাখা হইয়া… তাহা জানিতে পারা যাইত না। সত্য বটে … কাল ম্যাঞ্চেষ্টার কলের প্রসাদে নানা প্রকারে … নাদের শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়া ভার… শিল্পের গৌরব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, … কখন যে ঢাকার মসলীনের, লক্ষ্ণৌর চিকি… কাশ্মীর কিনখাপের তুল্য বসন বয়ন করিতে … হইবেন, তাহা অনুমিত হয় না। এ ত অতি দূ… কথা, উপস্থিত সময়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা … যে কারিকরি দেখাইতেছে, তত্তুল্যও যে তাঁ… কখন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহাও … ভূত হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে … কাল ভারতবাসীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পের এরূপ … পাতী হইয়া পড়িয়াছেন, যে আর তাহাদের … দেশীয় শিল্প উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। সু… এই মেলায় যে সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্র… নার্থ রাখা হইয়াছিল, আমাদের দেশীয় শিল্পি… দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একটীও কাহার মন মো… করিতে পারে নাই। তবে সম্পাদকগণ যদি … সকল দ্রব্যের ললাটদেশে ইংরাজী অক্ষরে ছাই … যাহা হয় একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন, … হইলে অবশ্যই দর্শকের মন মোহিত করিতে পারি… কারণ এক্ষণে কোন দ্রব্যের উপরে ইংরাজী … দেখিলে লোককে সেই দ্রব্যের যেরূপ সমাদর করি… দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য কোন দ্র… দেখিতে পাওয়া যায় না। কবে যে এই কুসং… দূর হইবে তাহা বলিতে পারি না।

মৃৎপ্রতিমূর্ত্তি,—আমরা যতদূর দেখিয়… তাহাতে আমাদের বোধ হয়, কৃষ্ণনগর, পা… বর্দ্ধমান, চুনার, আজমগড়, লক্ষ্ণৌ এবং সাহার… এই কয়েকটী স্থানের কুমারেরা যেরূপ মৃৎপ্রতি… প্রস্তুত করিতে পারে, সেরূপ অন্য কোন স্থা… কুমারেরা পারে না। যদিও কৃষ্ণনগরের কু… দিগের সহিত অন্য কোন স্থানের কুমারের তু… হইতে পারে না, কারণ তত্রত্য কুমারেরা মূর্ত্তি… প্রস্তুত না করিতে পারে এমন কোন দ্রব্যই … কিন্তু বর্দ্ধমান, চুনার এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থা… কুম্ভকারেরা যে অনেকাংশেই কৃষ্ণনগরের কু…

র তুল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহ না থাকিলে র কি? সমাদর কোথায়? যখন ভারত রা শিল্পের সমাদর করিতে জানিত, তখনই রা পরস্পরকে শিল্পচাতুরীতে পরাজয় করিয়া র পুরস্কার পাইবার আশায় জনসমাজে উত্তম মৃৎপ্রতিকায় সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন ত। এক্ষণে আর সে সমাদর নাই। এক্ষণে তবাসীর সেই শিল্পপ্রিয়তা ভিন্ন দেশীয় শিল্প-দ্রব্যে হরণ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আর র ন্যায় সর্ব্বজন-মনোহর মৃৎপ্রতিকায় সকল ত হয় না। তথাপি এই মেলায় লক্ষ্ণৌ, আজম-এবং সাহারণপুরের কুলালদিগের বিনির্ম্মিত যে মৃৎপ্রতিকায় আনা হইয়াছিল, তাহা যে কোন শই পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত হয় নাই তাহা রা বলিতে চাহি না। বরং যাহা কিছু প্রদর্শিত য়াছিল, তাহার মধ্যে যে অনেকগুলিই দেখিতে সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ব। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে কাহাদের মন মোহিত ? হতভাগ্য লক্ষ্ণৌর কুলালেরা যাহাদের মোহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য শিল্পচাতুরী ইতে প্রস্তুত, তাহাদের মন যে এক্ষণে ভারত-পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে ভ্রমণ করিতেছে। সকল বিদেশীয় শিল্প-প্রিয় দর্শকগণের মন তাহাদের নিকটে থাকিত, তাহা হইলে ভার-শিল্পের এ দুর্দ্দশা কখনই ঘটিত না। ফল কথা কাল ভারতবাসীর মন যেরূপ বিদেশী শিল্পের পাতী হইয়াছে, তাহাতে অচিরে যে ভারতের র উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বোধ হয় না। র যদি মেলার অদূরদর্শী সম্পাদকেরা লক্ষ্ণৌ, ী, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাইওয়ালী কে আহ্বান করিয়া সেই সকল বৃথামোদপ্রিয় কগণকে নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করাইতেন, তাহা লে এক্ষণে যাহারা বৃথা কষ্ট ও পয়সা ব্যয় হইল য়া চলিয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই পরিশ্রম র্থ ব্যয় সার্থক, এবং মেলা উৎকৃষ্ট হইয়াছে য়া চলিয়া যাইত।

ব্যায়াম।—পূর্ব্বে এ প্রদেশে স্থানে স্থানে মল্ল-দের আখ্ড়া ছিল। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা ্যার্থী শিষ্যদিগকে আপন গৃহে পুত্রনির্ব্বিশেষে তিপালন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন, রূপ এই সকল আখ্ড়াধারী মল্লগণ যাহারা হাদিগের নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিতে আগমন ত, তাহাদিগকে তাহারা আপন গৃহে পুত্রবৎ তিপালন করিয়া কসরৎ সকল শিখাইয়া দিত। ক্ষণে আর তাহার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্বে সেই সকল মল্ল যাহাতে স্বচ্ছন্দে সুখে কালযাপন করিতে পারে, তাহার জন্য রাজারা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সে জন্য তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আগত শিষ্যদিগকে আপন গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দিত। আর রাজাদেরও সে দৃষ্টি নাই, তাহাদের সে প্রথা নাই। সুতরাং আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট কসরৎওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এ প্রদেশে সকল লোকে-রই কসরৎ করা দৈনিক কার্য্য ছিল। এক্ষণে কেবল "কসরৎ" শব্দটী রহিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কসরৎ দ্বারায় যে শরীরের কি উপকার সাধিত হয় তাহা আর কেহ বুঝে না। কসরৎ করিতে হইলে মৃত্তিকা লেপন করিতে হয় বলিয়া এক্ষণে তাহা অসভ্যজন-কার্য্য হইয়া পড়ি-য়াছে। আমরা জানিতাম এই অসঙ্গত চিন্তা বাঙ্গা-লীকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি এই অসঙ্গত চিন্তা বাষ্পীয়শকটযোগে এ প্রদেশেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য মেলার স্থানে এমন কৌশল কেহই দেখাইতে পারে নাই, যাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে জাতির মধ্যে পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ ছিল, আজ কি না সেই জাতি মল্লযুদ্ধে লোকের মন মোহিত করিতে পারিল না। ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?

চতুষ্পদ। হয়, হস্তি, মেষ, মহিষ, গো, ছাগ, কুকুর প্রভৃতি বহুবিধ জন্তু প্রদর্শনার্থ আনীত হই-য়াছিল; কিন্তু, তন্মধ্যে এমন কোন চতুষ্পদ জন্তুই ছিল না, যাহা দেখিবার জন্য দর্শকের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্য,—শাক, বেগুন, মূলা, কচু, কপি, আলু, কলাইশুটী প্রভৃতি তরকারী, এবং যব, গম, চানা, সরিষা, বজরা, জনরী, ভুট্টা, কাঁকুন, শ্যামা, কোদো, মেড্রুই, চিনা, সোবিয়া প্রভৃতি শস্য যাহা কিছু ছিল, তাহা দেখিলে কেহ যে প্রেরণ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। কারণ তাহার মধ্যে এরূপ কিছুই ছিল না, যাহা বাজারে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কিছু রাখা হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য তাহার বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না।

এই প্রকার ৩১ এ ডিসেম্বর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা শেষ হইলে, নূতন বর্ষের অনুরোধে ১ লা জানুয়ারি মেলার স্থান বন্ধ থাকে। ২ রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোট লাট সাহেব একটী সাধারণ দরবার এবং স্বহস্তে মেলার প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান করেন। শুনিলাম পুরস্কার বিতরণ না কি পক্ষপাতদোষ বিবর্জ্জিত হয় নাই। পুরস্কার বিত কার্য্য শেষ হইলে ছোট লাট সাহেব ইংরাজি ভাষা জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটী বক্তৃতা করেন সেই বক্তৃতার অর্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাতে, তাঁহার সহকারী সেক্রেটারি সাহেব তাহা অর্থ উর্দ্দু ভাষায় সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তি জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, আপনা আত্মসুখের জন্য যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকে সেইরূপ নিজ নিজ প্রজার সুখের জন্য যদ্য শতাংশের একাংশও করিতেন তাহা হইলে আ দের যে কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি পাইত তাহা বলি শেষ করিতে পারা যায় না। ইহা সকলেই জানে আপনারা আপনাদের প্রজার সহিত যেরূপ ব্যবহা করিয়া থাকেন, তাহা কোন ক্রমেই মানব লোকের প্রীতিকর হইতে পারে না। আপনাদে প্রজাবর্গ যে কি কষ্টে কালযাপন করে, তাহা আ নারা দেখিয়াও দেখেন না। যতদূর পরিজ্ঞাত হইত পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় আপনাদের সেই প্রজাই অধিক, যাহাদের না আছে চাল, না আ চুলো। ইহারা এক বৎসর ভিন্ন দুই বৎসর কে জমিই কর্ষণ করিতে পায় না বলিয়া প্রতিনিয়ত না স্থানী হইয়া বেড়ায়। প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহ করিলে যে কেবল প্রজাই নানা স্থানী হই। থা এমত নহে। ইহাতে ভূমিরও উর্ব্বরতা নষ্ট হ এক বৎসরের অতিরিক্ত কোন প্রজাই কোন জমি অধিকারী হয় না বলিয়া, যেরূপ করণে জমি উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, সেরূপ কর্ষণ কেহই করে ন "ধরি মাছ, না ছুই পানি" মত সকলেই কাজ করি থাকেন। আজ যেন আপনারা জোর জবরদ সহিত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া রাজস্ব আদ করিতেছেন, কিন্তু কাল যখন জমি এককালে ভূমি হইয়া পড়িবে, তখন যে রাজস্ব আদায় যার পর নাই কষ্টকর হইয়া উঠিবে, তাহা আপন একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। সত্য লোকে স্বকৃত অসদাচরণের বিষময় ফল সদ্যে উপভোগ করে না; কিন্তু কোন দিন যে ক ভোগ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহ আপনাদিগকে সেই বিষময় ফল ভবিষ্যতে করিতে না হয়, তজ্জন্য ১৯ আইনের ৪১, ৪২ ৪৩ ধারা অনুসারে অযোধ্যা প্রদেশে কার্য্য আবশ্যক হইয়াছে।

সহকারী মহাশয় এই কথা বলিয়া উপবেশন করি বলরামপুরের মহারাজ দিগ্বিজয় সিং, শাহি চৌধুরী হচরৎ হোসেন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান লোক উক্ত কয়েকটী ধারা অনুসারে আরম্ভ করা যে কর্ত্তব্য তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক

। অপরাপর কমিসারের এই কথা শুনিয়া স্থির হইয়াছে। সেই অবধি এ পর্যান্ত অযোধ্যা মান সমিতিতে বাদানুবাদ চলিতেছে। লেপ্টে গবর্ণর সার ওর্জ কুপার সাহেব এখন লক্ষ্ণৌয়ে স্থিতি করিতেছেন। আগামী ২৯ এ জানুয়া না কি তিনি এলাহাবাদে যাত্রা করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মকিলাবাদ ষ্টেষণ
১৭।১।৮২

রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমিতির
ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন।

এই অধিবেশন রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর ভবনে গত ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীতে অপরাহ্ন ২ টার সময়ে আরম্ভ । শ্রীপঞ্চমীর উদ্দেশ্য ও গত দুই বর্ষের বিস্তৃত বরণ ক্রমে প্রকাশ করিয়া এই পত্রে উক্ত অধি শনের বিবরণ মাত্র লিখিত হইবে। আমি ঐ বেশনে উপস্থিত থাকিয়া উহার আদ্যোপান্ত ক্ত ব্যাপার দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারি, পাঠকবর্গ তদ্দ্বারাই র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পাল চৌধুরী বাবুর পূজা বাটীর প্রাঙ্গনস্থ নীর মধ্যে ঐ অধিবেশন হয়। বাটীর তোরণদ্বারে বশ করিবামাত্র "শ্রীপঞ্চমী নিকেতন" এই ঙ্গালা বর্ণাবলী শোভিত বসন্ত বায়ু বিধূনমান হিত পতাকা সকল আমাদিগের নেত্র আকর্ষণ লে। বাবুদের পূজার দালান ত্রিতলস্পর্শী সুশোভিত চাঁদনী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ সৌধাবলী কই রমণীয় ও সতত সুসজ্জিত; তাহাতে আবার উপলক্ষে বিশেষ সজ্জা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর ারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ অদ্য সেই দালানে নাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও পুস্তকের মধ্যে শত শ্বেত শতদল নী শ্বেতভুজার পূজা হইতেছিল। অধিবেশনে ু রামচরণ বসু রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ু রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ, বাবু বিষ্ণুচরণ দত্ত ই কলেক্টর, বাবু যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, ু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ রাণাঘাট স্কুলের ডক, বাবু অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড টার, বাবু সেবারাম মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, বু পুলিনবিহারী সান্যাল এম, ডি, বাবু আশু- ষ মৈত্র উকীল, পণ্ডিত কালীময় ঘটক, বাবু গেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ, বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী, ু রাধাকান্ত দে চৌধুরী, বাবু ব্রজমোহন রায় বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বাবু ইন্দ্রভূষণ ঘোষ, বাবু মুক্তাগোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১। বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী অধ্যক্ষাধিষ্ঠিত হইয়া ঐকতান বাদন করিলেন।

২। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু সভা- পতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অদ্য গোবর্দ্ধন শ্রীপঞ্চমী সমিতির তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রাণাঘাটের বহুসংখ্যক লোক বিমলানন্দ সম্ভোগার্থ এক স্থানে সমাগত হইয়াছেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী তাহা সকলকে জানা ইলেন।

৪। বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চদশটি বালিকা উৎকৃষ্ট বসনাভরণে সজ্জিতা হইয়া সভামধ্যে অর্দ্ধ বৃত্তের পরিধিতে দণ্ডায়মানা হইল এবং সমস্বরে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিল। কবিতাগুলি আমা- দিগের মাননীয় বন্ধু বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহোদয়ের রসময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত। এই, বালিকা-কণ্ঠ সমুত্থিত মধু স্বরে সুললিত কবিতা পাঠ শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কবিতা গুলি যেমন সময়োপযোগী তেমনি সুন্দর ও কবিত্ব পূর্ণ। এই স্থলেই সেগুলি প্রকাশের বলবতী লালসা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সেই কবিতাগুলি এই:—

কত সুখে গত নিশা পোহাইল সজনী
কি সুখের উষা আজ রেখে গেছে রজনী।
কত শোভা মনোলোভা আজিকার গগনে!
বাসন্তি কুসুম গন্ধ আজিকার পবনে।
বসন্ত রাগের ছায়া বিহঙ্গের কূজনে!
মধুকর মনোহর স্বরে গায় সঘনে।
পিককুল ভাঙ্গা গলা মন সাধে সাধিছে
নব তারে তপ্ত বীণা পাপিয়ায় বাঁধিছে।
মলয় অনিল মাঝে,—মাঝে সাড়া দিতেছে,
উত্তর বাতাস যেন ভয়েতে মরা হয়েছে,
কেন আজ হেন ভাব ধরিয়াছে ধরণী
যে দিকে তাকাই যেন, হাসে দিক রমণী।
ঘুরিল বর্ষের চাকা ফিরে মাঘ আইল
কবিগণে হৃষ্ট মনে ইষ্ট দেবী পাইল।
বেদমাতা বীণাপাণি বঙ্গবাসি পক্ষেতে
এসেছেন পুনরায় ভক্তগণে তুষিতে।
তাই বঙ্গ বরাঙ্গনা নববেশ ধরেছে
পঞ্চমী মেলায় তাই রাণাঘাট মেতেছে।
বাগবাদিনি সরস্বতি শিক্ষাশিল্পরূপিণি!
বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত বালকের জননি!
এক চেটে থেকো না মা, ছেলেদের পূজাতে
ছেলে মেয়ে ভিন্ন বোধ করে কোন্ মায়েতে
আমরাও খালা করে দোতগুলি ধুয়েছি
নূতন কলম কেটে তার মুখে দিয়েছি।
বাকস পলাস দ্রোণ কত ফুল তুলেছি
আমের বোল যবের শীষ যত্ন করে এনেছি
আমরাও বীথখণ্ড ঐক্ষুর খেয়েছি,
তপ্ত ভাত টেনে ফেলে চিঁড়ের ফলার করে
হাতা বেড়ি হাঁড়ি মাগো, পাঁজি পুঁথি ধরে
মূর্খনাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।
অবলা বাঙ্গালি বালা বলে ঘৃণা করো না
জ্ঞানদাত্রি! জ্ঞান কণা দিতে যেন ভুলো না
পঞ্চমী মেলার নাহি দেখি কোথা তুলনা
এমন সুখের মেলা যেন কেহ ভুলে না
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ, চতুর্বর্গ ইহাতে
কি আছে এমন যজ্ঞ, পাপপূর্ণ কলিতে?
বিদ্যায় উৎসাহ দান বিদ্যা দেবীর সম্মুখে
ইহার মহিমা কিবা প্রকাশিব এ মুখে?

৫। অনন্তর রাণাঘাট স্কুলের সম্পাদক বা সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী স্কুলের গতবর্ষীয় বিজ্ঞাপ পাঠ করিলেন। ইংরাজী স্কুলে তিন বৎসর হই শিক্ষার একটী নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইয়া এবং গত বর্ষে শিক্ষক সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন, শিক্ষ ফলাফল, বিদ্যালয়ের অবস্থা ইত্যাদি বিজ্ঞাপনী সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। আমরা পত্রান্তরে ত সম্বন্ধ বক্তব্য প্রকাশ করিব।

৬। সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া বালক বালি গণকে ৫২ টী পারিতোষিক বিতরণ করিলে পারিতোষিকের মধ্যে পুস্তক, রৌপ্যাভরণ, পুত্তলিকা, মানচিত্র, আদর্শ লিপি, প্রভৃতি নানা সামগ্রী ছিল। ৫২ টী পারিতোষিকের মধ্যে ৩ ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ১৪ টী বালিকা বি লয়ে দান করা হয়। ই, বং বিদ্যালয়ের ৩ পারিতোষিকের মধ্যে ৩৬ টী বার্ষিক পরীক্ষার ফ সারে এবং ২ টী ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচ জন্য দেওয়া হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ১ পারিতোষিকের মধ্যে ১২ টী পরীক্ষার ফলানু এবং ২ টী পারিতোষিক, কবিতা পাঠের নৈপু সারে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বালি দিগকেও কিছু কিছু পারিতোষিক দেওয়া হ ছিল এবং সভাপতি, ছাত্র ও সভাগণকে জানাই যে, ইংরাজী বিদ্যালয়ের যে ছাত্রটী প্রবেশিকা ক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তাহাকে একটি রৌপ্য দেওয়া যাইবে; কিন্তু কোনরূপ প্রতিবন্ধ বশতঃ সেই পদকটী এ সভায় দান করা ঘটিল ন

৭। সভাপতি ইংরাজী ভাষায় একতার ফল বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী অর্দ্ধঘণ্টাব্যা বক্তৃতা করিলেন।

৮। সভাপতির আদেশ অনুসারে বাবু নৃত্য-
গোপাল বিশ্বাস আমাদিগের অবস্থা ও উন্নতি উপ-
লক্ষে কয়েকটী সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করি-
লেন।

৯। ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায়,
সরস্বতী পূজার সঙ্গে, রাণাঘাটে এই নূতন প্রকার
উৎসবের সংযোগ দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া-
ছেন এবং তিনি দীর্ঘকাল নানা দেশ ভ্রমণ করি-
য়াছেন, কিন্তু কোথায়ও এমন সুন্দর দিনে—সুন্দর
উৎসব দেখেন নাই, ইত্যাদি ভাষায় সেই সকল
মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

১০। সভাপতি বালক বালিকাগণকে বর্তমান
মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়া
বাদকের আদেশ করিলে পুনর্ব্বার ঐকতান বাদন
সভা ভঙ্গ হইল।

১১। অনন্তর যাবতীয় বালক বালিকাকে দুই
দিকে বসাইয়া উত্তমরূপ জলযোগ প্রদান হইল।
শিশু-বালক বালিকা জল খাইবার জন্য একত্র
হইয়াছে, এটী আমাদিগের পক্ষে অপূর্ব্ব দর্শন।

১২। অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত উৎসব
স্থগিত থাকিয়া পুনরায় রাত্রি ৮ টা হইতে
টা পর্য্যন্ত নানাবিধ গীত বাদ্য হইল।

রাণাঘাট
এ জানুয়ারি
১৮৮২ খ্রী: অব্দ

সম্পাদক
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষের দৈন্যাবস্থা।

ভারতবর্ষের প্রতি দিন দিন যে কমলার নিগ্রহ হইতেছে, ভারতবর্ষবাসিদের যে জীবিকালাভ ঘোর কর হইয়া উঠিতেছে, এখন সকলেই তাহা অনু- ভব করিতে পারিতেছেন। পূর্ব্বকালে অন্নকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ একেকালে ছিল না, এমন নহে। পুরাণে ও দেশীয় অন্যান্য পুস্তকে লোমহর্ষ দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হয়। হউক, অন্নকষ্ট ছিল,—কিন্তু এ রূপ ঘরে ঘরে ছিল না; দুর্ভিক্ষ ছিল,—কিন্তু এখন বৎসর বৎসর ঘটিত না। পিতামহ প্রপিতা- মহের মুখে কোন্ কালের ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের গল্প শুনিতাম, তৎপরে আর তেমন দুর্ভিক্ষ কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু এখন একপুরুষ অতিবাহিত না হইতেই কেমন কত ছিয়াত্তরে মন্বন্তর ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ করিয়া দিয়া গেল। কেমন বৎসর ঘুরিলেই শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু অবশ্যই আসিবে, রাজনীতিজ্ঞ রাজার গুণে দুর্ভিক্ষও এখন তদ্রূপ নৈসর্গিক নিয়মগত হইয়া পড়িয়াছে,—বৎসর ফিরিলে কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষও নিশ্চিত আসিবে।

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল অযোধ্যা নবাবের শাসনাধীনে ছিল। সে সময়ে তত্রত্য প্রজাগণের ধনপ্রাণ যে নির্ব্বিঘ্নে ছিল, কিছুতেই তাহা স্বীকার করা যায় না। চতুর্দ্দিকে বিবাদ বিসম্বাদাদি ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। কৃষি বল সশস্ত্র হইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাইত। পথিকগণ বিনা অস্ত্রে গৃহের বহির্ভূত হইত না। এত কষ্ট পাইয়াছিল, তথাপি এখনও প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নবাবশাসনের গুণকীর্ত্তন করে। নিতান্ত মূর্খ লোকও বিনা চিন্তায় বলিয়া বসে যে,—" ইংরাজ রাজ যে, বরকত নহি হ্যায় " অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বে লক্ষ্মীশ্রী নাই। ইহার কারণ কি ? যত টাকাই উপার্জ্জন কর না কেন, কিছুতেই লোকের হাহাকার ঘুচিতেছে না। যাহা হউক এ বিষয়ের যথার্থ যাথাত্থ্য নিরূপণ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না। তবে সাধারণ লোকের অবস্থা দর্শনে এইমাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি, যে সকল লোকেরই বৎসরোত্তর অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হই- তেছে, আর কিছু দিন পরে সাধারণ লোকের দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করা একেকালে উপায়শূন্য হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও সংশয় নাই।

এই ঘোর অনিষ্টপাতের প্রত্যক্ষ কারণ কি তাহা আমরা পাঠকদিগকে অনেকবার জ্ঞাত করি- য়াছি, এবার তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত তৎসমুদায় কারণ বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় অতি অল্প,—এক মাত্র কৃষিকর্ম্ম, কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অকূল ও অবার- স্তের। সেই মহা পর্ব্বতপিণ্ড সদৃশ ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত একমাত্র ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যই আমাদিগের সহায়। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার লাভ হইতে এই বিপুল রাজ্যের অপরিসীম ব্যয় নিষ্পা- দিত হইতেছে,—কৃষিবলই ভারতবর্ষের জীবন ও প্রাণবায়ু। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের এমন দুর্দ্দশা নহে; ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য চাই না, কেবল শিল্পজাত দ্রব্যেই বৃহৎ বৃহৎ দেশ প্রতিপালিত হইতেছে। আমাদের দেশে শিল্পকার্য্য নাই, অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীই দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। বিবে- চনা করুন ১০ কোটী টাকার শস্য আমরা বৎসর বৎসর অন্য রাজ্যে প্রেরণ করি; যদি এ দেশে শিল্প- কার্য্য থাকিত তবে ৫ কোটী টাকার শস্য এবং ৫ কোটী টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে পাঠাইলে আমা- দের আয়ের ক্ষতি হইত না, অথচ এখানে পর্য্যা পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী থাকিয়া যাইত। কোন স্থা অধিক দ্রব্য এবং গ্রাহক অল্প হইলে বিক্রেয় দ্র যেমন সস্তা হয়, সেইরূপ এখানে যদি লোকসংখ্যা থাকিত অথচ খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হই তাহা হইলে শস্য অবশ্যই সস্তা হইত। কিন্তু ভার বর্ষের সে অবস্থা নয়, এখানে শিল্পকর্ম্মের নাম নাই। শিক্ষিতসমাজের যদি কেহ শিল্পকার্য্যে ক্ষেপ করেন, বিলাতের ধনাঢ্য এবং সর্ব্বশক্তি বণিকদল রাজার সহায়তায় তাঁহাদের উৎসাহ করাইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন।

এই গেল আয়ের কথা। এ দিকে ব্যয় হিসাব করিতে সংখ্যা রাশির মধ্যে নাম খুঁ পাওয়া যায় না,—কি বলিয়া প্রকাশ করিব। স অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় স্বীকার না করিলে চলে না। কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রায় ন্যায্য নাই, সকলি অসম্ভব ও অপরিমিত। এক, বাবুর রাজকর্ম্মচারিদিগের বেতন এত অধি যে তদ্রূপ বেতন অন্য কোন দেশে খাটে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জল বায়ু যদি অস্বাস্থ্যকর, তবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ফরাসিস অধিকার অল্প বেতনে সাহেব লোকেরা কিরূপে থাকিতেছে তাঁহারা কি এ দেশের মৃত্তিকায় পদার্পণ করি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ? আমরা ত এই চন্দননগরের অবস্থা দেখিতেছি, কই তথায় স রেরা ত পীড়িত হন না ? ইংরাজেরা যথার্থই এ দেশে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন, তাহার কারণ আছে। সাহেবদিগের মোটা মোটা বে তাঁহাদের অনেকেই ভারতবর্ষে আসিয়া বিলাস ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়েন এবং অনিয়মিত মদ্যপা করেন। মদ্যপানে সাহেবদের যে রুচি ও অনু তাহা আমাদের বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছে। অ কেই পৃষ্ঠপোষক হইয়া যে প্রকারে খোলা ভাঁ পক্ষ সমর্থন করিতেছেন এবং উহার অভাব উপকারিতা দেখাইতেছেন, স্বয়ং উপকারাধীন করিতে পারিলে কখন এত জেদ করিয়া উ পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না এবং উহার এত গুণকীর্ত্তনও করিতেন না। কিন্তু আমরা ব আশু উপকার হইলেও পরিণামে তাহাতে মন্দ ঘটে। গো এবং মেষ মাংস এবং সুরা উষ্ণপ্র দেশের সুপথ্য নয়। শীতপ্রধান দেশে ত শরীর ভাল থাকিতে পারে। অতএব সিবিলিয়া পান ভোজনের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিলে তাঁ সুস্থ থাকিবেন, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প বে এ দেশে আসিতেও পারিবেন। তদ্দ্বারা ক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

ে ভিন্ন বিলাতে ১১ কোটি টাকা প্রতি বৎসর
রস্ত হইয়া থাকে। নাদীর শা ভারতবর্ষ হইতে
কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন,
না আমরা সেই দুর্ঘটনাকে ঘোর অনিষ্টের
ণ বলিয়া গণনা করি। কিন্তু এখন দুই বৎসর
ত শাসন ও নাদীর সার এক বৎসরের লুঠ,
উভয়ে তুল্য মূল্য হইতেছে। ভারত রাজ্যের
অনিয়মিত ব্যয় কোথা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে,
১ সালের বাণিজ্য বিবরণ দৃষ্টি করিলে তাহা
ষ্পন্ন হইবে। ঐ বৎসর এদেশজাত ৮২ কোটি
লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রীত হয়।
ধ্যে ৬৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দিয়া বিদেশীয়
ক্রয় করিতে হইয়াছে। বাকী ১৯ কোটি ২০
টাকা আমাদের লাভ থাকে, তাহাই আমরা
তে প্রেরণ করিতেছি। আমরা ৬৩ ক্রোর ৬০
টাকায় যে সমস্ত বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করি,
ধ্যে ১৩ কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাই
দের স্থায়ী সম্পত্তি। বাকি টাকার দ্রব্য
য়ী, অল্পকাল ব্যবহারেই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়।
হইলে সেই সমস্ত দ্রব্য এই ভারতবর্ষেই উৎপন্ন
ই পারে। সুতরাং প্রতি বৎসর ৫০ পঞ্চাশ
টি ৬৩ লক্ষ টাকা আমাদিগের ক্ষতি হইতেছে।
ন্ কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা কি কি বৈদে-
দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার পর্য্যালোচনা
লেই এই ক্ষতির মুখ্য কারণ অনুভূত হইবে।

এ দেশজাত যে সমস্ত পণ্য-দ্রব্য প্রেরিত হয়
তাহার মূল্য।

আফিম	১৪৬,১০০,০০০
কার্পাস	১৩৮,১৮০,০০০
বস্ত্র	১০,৮৬০,০০০
শস্য	৯৫,৫৫৬,০০০
সর্ষপ,তিসি ইত্যাদি	৬২,৫২০,০০০
পাট	৩৮,৪১২,০০০
বোরা, চট ইত্যাদি	৭,৯৫৬,০০০
চর্ম্ম	৩৭,১৪০,০০০
নীল	৩৫,৭৭৬,০০০
চা	৩০,৯৪৮,০০০
কাফি	১৭,১৮৪,০০০
পশম	১২,৪১২,০০০

বিদেশীয় পণ্য-দ্রব্য যাহা এ দেশে গৃহীত হয়
তাহার মূল্য।

কার্পাস বস্ত্র	২২৬,৭৪০,০০০
ধাতু	০৯১,১৮০,০০০
মদ্য	১৬,০৩২,০০০
পাথুরিয়া কয়লা	১০,০২০,০০০
সকরা	৯,৮২৮,০০০
৬। পশমী বস্ত্র	৯,৩৬ ,০০০
৭। রেল ইত্যাদি	৯,০৮৪ ০০০
৮। রেশমী বস্ত্র	৮,৯৬৪,০০০
৯। রেশম	৭,৮৭৬,০০০
১০। বিলাতী পোষাক	৬.৭৮০,০০০
১১। লবণ	৬,৬৭২.০০০

এ স্থলে আমরা কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের নামোল্লেখ করিলাম। বিবেচনা করুন, যে সমস্ত বিলাতি দ্রব্য উপরে উল্লিখিত হইল, তৎসমুদয় না হইলে আমাদের দিনপাত হয়, অথবা মনে করিলে ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি আমরা এই দেশেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আর বিদেশীয় লোকের উদর পূরণ করিতে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এদেশীয় বস্ত্রই পরিধান করিতাম, দেশীয় তন্তুবায়ের প্রস্তুত বস্ত্রই চলিত ছিল। এক্ষণে আমরা ২২ কোটি টাকা মূল্যের বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতেছি; উহা হইতে কার্পাসের মূল্য ত্যাগ করিলে ৯ কোটি টাকা মূল্যের মজুরি আমরা বিদেশীয়দিগকে বৎসর বৎসর দিতেছি। যদি প্রত্যেক তন্তুবায়ের বাৎসরিক সংসার খরচ ১০০ এক শত টাকা হয়, তবে ঐ ৯ কোটি টাকায় ৯ লক্ষ এ দেশীয় তাঁতি প্রতিপালিত হইতে পারিত। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করায় ৯ লক্ষ লোকের অন্ন মারা গিয়াছে। সুতরাং উপায় বিহনে এত গুলি লোককে "হা অন্ন" করিয়া ফিরিতে হয়, বারম্বার দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে হয়। আবার দেখুন, লবণ সকলেরই চাই; পূর্ব্বে উহা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে এ দেশে আর লবণ প্রস্তুত হয় না, সুতরাং ৬৬৭২০০০ টাকার মজুরি মারা গিয়াছে। কাজেই প্রতি বৎসর কত ক্ষতি হইতেছে দেখুন। এই ৬১ কোটি টাকার ক্ষতি পূরণার্থ আমাদিগকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫ মণ শস্য বিক্রয় করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ২৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে বৎসর বৎসর ৬ কোটি লোকের খাদ্য বৃথা দিতে হয়। পূর্ব্বকালে এই শস্যের অতকাংশ সঞ্চিত থাকিত, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা ছিল না বটে, কিন্তু লোকের খাদ্যদ্রব্যের অসদ্ভাব ছিল না। এক এক জন কৃষকের গোলায় শত বৎসরের ধান্য থাকিত, অতএব দুই এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে কেহ কষ্টানুভব করিত না। কিন্তু এক্ষণে সকলেই "অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণঃ" হইয়া পড়িয়াছেন। এক বৎসর যদি ফসল না জন্মিল তবেই দেশময় হাহাকার শব্দ পড়িয়া গেল। প্রজাদিগের কেন অন্নকষ্ট হয়, পাঠক! দেখিলেন? এত দুর্ভিক্ষ কেন হয়, পাঠক! শুনিলেন? আপনাদের ভিন্ন আর কাহাকে সাক্ষী মানিব?—যাঁহাদের মানিলে দুঃখ ঘুচিবে, তাঁহারা আমাদের কথায় ক[illegible] পাত করিবেন না; কর্ণপাত করিলে তাহারা বাঁচি[illegible] বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ের যে হানি হইবে [illegible]

পার্লামেণ্টের সভ্যগণের ভারতবর্ষ শাসন।

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ আগমনের পথ [illegible] দিন যে প্রকার সুগম হইতেছে, এক্ষণে ই[illegible] করিলেই অনায়াসে সকলে আগমন করিয়া [illegible] কদের বিবাদ ঘুচাইতে পারেন। গ্রীষ্মকা[illegible] রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ হয়, শীতকালের স্নি[illegible] সামুদ্রিক বায়ু সেবন করিতে করিতে এদে[illegible] আসিলে দেহের কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাব[illegible] নাই। এবৎসর কয়েকজন মহাত্মা শুভাগ[illegible] করিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে ভার[illegible] বর্ষের কোন ইষ্ট আছে, না তাঁহাদের পা[illegible] সংযোগের নিমিত্ত আমাদিগকে কোন প্রকার [illegible] ভার বহন করিতে হইবে? বড় বড় রাজপুরুষদিগে[illegible] স্থানান্তরে গমন হইবে শুনিলে আমাদের অন্তরা[illegible] শুষ্ক হইয়া উঠে। ডিউক অব এডিনবর্গ এবং প্রি[illegible] অব ওএলস ভারতবর্ষ সন্দর্শনে আসিয়াছিলে[illegible] কেন?—এদেশে রাজপুত্রদিগের কেন শুভাগ[illegible] হইয়াছিল কেহ কি বলিতে পারেন? তাঁহাদে[illegible] আগমনে প্রজাবর্গের কোন প্রকার কি হিত সাধি[illegible] হইয়াছে, বলিতে পারেন? এদেশের যদি কে[illegible] মঙ্গল হইয়া থাকে, কিম্বা ভাবী মঙ্গলের প্রত্যা[illegible] থাকে, তবে—সে মঙ্গল কেমন আমরা জানিতে পা[illegible] না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু স্থির করি[illegible] পারিতেছি, তাহাতে কেবল অমঙ্গল ও অপব্যয় [illegible] আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজপুত্রদিগের অ[illegible] র্থনার নিমিত্ত কত টাকা অনর্থক ব্যয়িত হইয়া[illegible] তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা কত বহুমূল্য উপঢৌ[illegible] লইয়া গিয়াছেন, তাহার গণনা নাই। এই [illegible] তাঁহাদের দুই একবার শুভযাত্রা হইলে ভারতব[illegible] কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে হয়। এত ব্যয়ভূষণ কি[illegible] প্রজারা কি উপকার পাইয়াছে? এক বিন্দু ও ন[illegible] তাঁহাদের আগমনে দেশের কোন উপকার হয় ন[illegible] যাহা হইয়াছে,—তাহা ক্ষতিই বলিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি বৎসর বৎসর এ রা[illegible] রাজ্যে ও রাজার রাজ্যে গমনাগমন করিয়া থাকে[illegible] চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহের ধুম কাণ্ড প[illegible] যায়। নানা স্থানে নানা প্রকার কৌশল ক[illegible] প্রজাগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা [illegible] এসমস্ত অনর্থক ব্যয়ের কারণ কি, আমরা ত বুঝি[illegible] পারি না। যন্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে নির্ধন [illegible] তবর্ষের হিত হইবে, এই কথা যে মহাপুরুষেরা [illegible] ইয়া থাকেন, তাঁহারা লেখনী ধারণ করিলে

আবার মহানুভব লর্ড রিপন সেই নয় আইন রহিত করিলেন, এখন নয়টী থাকিলে আমি রাজপুরুষেরা যখন বাম ছিলেন নয়টী তখন র বামে ছিল; রাজপুরুষেরা দক্ষ দাক্ষিণ্য লেন এখন নয়টীও আইনের দক্ষিণে আসি- নয় আইন আর আইন নয়। আমরা যে, নয়টীর এ প্রকার পরিবর্তন দেখিতেছি, বল, বলিব কি, তাহা সম্বরণ করা যায় না।— দেশের অনেক সংবাদপত্রে এই প্রকার চিত্রপরি- দেখিলাম। নয় আইন সৃষ্টিকালে যাঁহারা বদন আঁটিয়া, বীরমাটি মাখিয়া, অসি চর্ম্ম, অনেক যুঝিয়া এই আইনটী প্রচলিত করিয়া, সেই যোদ্ধারা এ দিনও সভায় উপস্থিত; কিন্তু মূর্ত্তিটী আর সেমন নয়। আদেশের কালই ত বটে!—এই বায়ু এই অগ্নি এই সংসার রক্ষা করিতেছে; কিন্তু প্রলয়কালে ইহারাই বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যখন প্রলয় বাত্যা বহে, বাড়বানল জ্বলিতে থাকে, জলমগ্ন হয়া যায়,—সকলেই সংহারকারী ভয়ঙ্কর। লর্ড লিটন বলিলেন,— ৯ আইনের প্রয়োজন, বীরের দল নাচিয়া উঠিল, সকলে ন— তাহাতে সন্দেহ কি? লর্ড রিপন বলি- —এ [illegible] আইন রহিত করিতে হইবে। বলিয়া উঠিলেন,—তাহাতে আর কাল বিলম্ব পাঠক! এ গুলি কেমন হাসির কথা,—নয়?

আইন রহিত হইবার সময় গবর্ণর জেনারেল রের সভায় অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছেন; ভারত-ভূষণ মহাত্মা হণ্টর সাহেবের বাক্য অধিকতর সারবান অবশ্যগ্রাহ্য এবং উপদেশ ভারতবর্ষের প্রতি হণ্টর সাহেব যে প্রকার অনুরাগ দেখাইয়া আসিতেছেন, এ বিষয়েও সেই প্রকার অসাধারণ ঔদার্য্যগুণের পরিচয় ন। এই প্রকার দয়াবান ব্যক্তির হস্তে রাজ্য- সমর্পিত না হইলে প্রজাগণ কিছুতেই সুখী পারে না। মহানুভব উক্ত হণ্টর [illegible] কারণ বলিলেন,—১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭৫ নাগাদ আমি যে কার্য্যে রত ছিলাম, তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহেই আমাকে দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিতে হইত। তৎকালে আমার যে তা জন্মে তাহাতে আমার মনে এ সম্বন্ধে এক ধারণা হইয়া গিয়াছিল এক সংক্ষিপ্ত পাণ্ডু- লিপি, যাহা অদ্য বিধিবদ্ধ করা হইবে ইহাতে দেশকে কাউন্সিলের মনোগত ভাবের বিশেষ আছে, দেখিতেছি। ১৮৭৮ সালের ৯ আইন ত হইবার কারণ কি, সভাসদ তাহা ব্যক্ত ছেন, এক্ষণে বর্ত্তমান আইন দ্বারা সেই পূর্ব্ব আইন রহিত করা হইতেছে। ১৮৭৮ সালে, দেশীয় সংবাদপত্রের বিদ্রোহসূচক বাক্য নিবারণ করিবার উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন প্রণয়ন করিতে বাধিত হন। কিন্তু প্রচারিত প্রমাণ গুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, এ প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা লইয়া ছিলেন ইহা, অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়।

পাঠক এক্ষণে হণ্টর সাহেবের বাক্য গুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। যিনি বহু বৎসরকাল যাবৎ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, যিনি এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের সঙ্গে সর্ব্বদা বাক্যালাপ ও তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এদেশের বিবরণ আচার ব্যবহার লোকের মনোগত প্রকৃত ভাব তিনি যেমন জ্ঞাত আছেন, অন্য কোন ইংরাজ তদ্রূপ অবগত নহেন। বহুকালের অভিজ্ঞতায় হণ্টর সাহেবের মনে কোন প্রকার সন্দেহ বা বিকার জন্মিল না, কিন্তু যাঁহারা আকাশ হইতে মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া কেবল নিজ রাজপ্রাসাদে কালযাপন করেন তাঁহারাই লোকের সকল ভাবভঙ্গী বুঝিয়া লইলেন! সংবাদপত্রের সুর তীব্র কিম্বা কর্কশ নহে, তাহাতে কোন প্রকার বিদ্রোহসূচক বাক্য থাকে না। রাজপুরুষদিগের মনে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজ্ঞানই সকল অনর্থপাতের মূল কারণ। আমরা সামান্য প্রজা হইয়া তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করি, কেহ অবৈধ কর্ম্ম করিলে তাহার দোষ দর্শাইয়া দিই,— বিদ্রোহ বল, আর রাজভক্তি বল,—এই প্রতিবাদই সব। লোকের প্রকৃতি এই, মনের মত কথা না হইলে অসন্তোষ জন্মে, অসন্তোষ জন্মিলে যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি সর্ব্বদা বলিতে পারেন, সর্ব্বদা করিতে পারেন। কিন্তু যেমন প্রকৃতি কিন্তু লোকের হয়, যাঁহারা রাজভার গ্রহণ করেন, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য লোকের সুখ দুঃখ ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের এ প্রকার প্রকৃতি হওয়া উচিত নহে। তেমন লোকের অনেকটা ঔদার্য্য গুণ থাকা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় রাজগণের চর থাকিত, তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে লোকের মনোগত ভাব শ্রবণ করিয়া রাজাকে তাহা বিদিত করিতেন। এক্ষণে সেই চরের স্থানীয় সংবাদপত্র প্রচলিত হইয়াছে, সংবাদপত্র পাঠে রাজা প্রজাবর্গের চিত্তগত ভাব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। রাজাই হউন আর অন্য কোন ব্যক্তিই হউন, সৎকর্ম্ম করিলে লোকে তাঁহার প্রশংসা করে, অসৎকর্ম্ম করিলে লোকে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এটী সাধারণ লোকের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। রাজার অনুষ্ঠিত কোন নিয়ম দ্বারা প্রজার কষ্ট হইলে তাহা কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এ কেমন কথা? কেবল মনুষ্য নয় জীবমাত্রেরই এ সহজ ধর্ম্ম। পশু পক্ষীও কষ্ট পাইলে চীৎকার করে, যে কার্য্যে লোকের কষ্ট হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এ কাতরোক্তির প্রতিকার নাই।

দেশীয় সংবাদ পত্রের মর্ম্ম রাজপুরুষদিগের ভ্রম বোধ হইবার আর একটী কারণ আছে। ইংরাজেরা স্বয়ং এ দেশীয় ভাষা বুঝেন না, ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হয়। অনুবাদে প্রকৃত রস ও ভাবভঙ্গী রক্ষিত হওয়া কঠিন, এ দেশীয় ভাষায় কোন স্থলে হয় ত সরস কৌতুকোক্তি থাকিল, ইংরাজেরা তাহার বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিলেন। বিশেষতঃ অনেক স্থলে আবার সম্পাদকেরা ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় কিম্বা এ দেশীয় অন্য কোন ভাষায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই সম্পাদকেরা স্বীয় মতের সারবত্তা সমর্থনের নিমিত্ত ইংরাজদের মত প্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরাজেরা যে কথা বলিলে তাহা বিদ্রোহসূচক হয় না, কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা সেই বাক্য শব্দান্তরে প্রকাশ করিলে দারুণ বিদ্রোহী হইয়া পড়েন। এ অতীব রহস্যের কথা, সন্দেহ নাই। যদি বলেন সাধারণ লোকে সেই লোকের কথা জানিতে পারিলে তাহাদের মনে অভক্তি জন্মাবে, অতএব দোষ গোপন করিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমরা বলি, সংবাদ পত্র পাঠে প্রজার মনে কিছুই অভক্তি জন্মিতেছে না, কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য প্রণালী দৃষ্টেই অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইতেছে। যে দিন নন্দকুমারকে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়ান হইয়া ছল, সেই দিন হইতে ইংরাজশাসনের দারুণ কলঙ্ক এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই গণনা করিয়া রাখিয়া ছিল। তৎপরে এখন জেলায় জেলায় আদর্শ সিবিলিয়ানেরা লোকের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। লোকের মনে সেই ধারণা এমন কালিতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, আর সপ্তসমুদ্রের জল দিয়া তাহা ধৌত করিলেও মুছিবে না। লোকের দোষ কি, প্রজার ইহাতে অপরাধ কি?—অবিবেকী রাজপুরুষেরা স্বয়ং আত্ম পরিচয় দিবেন, তাহাতে লোকে কি করিবে? প্রজাগণ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিবাদ না করিয়া কখন স্থির থাকিতে পারে না। রাজা দয়াবান হউন, আমরা উপদেশ দিই—রাজা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করুন, তাহা হইলে অপ্রিয় প্রতিবাদ বাক্য তাঁহাদের কর্ণগোচর হইবে না।

উপসংহারে আমরা লর্ড রিপন এবং উন্মুক্ত পারিষদ গিব্‌স ও হণ্টর সাহেবকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিই। তাঁহারা চিরজীবী হইয়া থাকুন। আজ মুদ্রাযন্ত্রে আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া

…া অত্যন্ত মন্দ। মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ আয় আছে, কিন্তু এক পুলিসের ব্যয়ের জন্য প্রায় প্রতি …র সাত হাজার টাকা প্রদান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন … দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় …। লর্ড রিপন বাহাদুরের কথানুসারে যদি গবর্ণমেণ্ট …সের ব্যয় ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এখন … মিউনিসিপালিটীর দ্বারা সাধারণ হিতকর কার্য্যের … আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ শুভ দিন … উপস্থিত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় …

এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর এরূপ দুরবস্থা যে, …শা রাস্তার উপর মরা বিড়াল, মরা কুকুর অথবা … কোন মরা জন্তু পড়িয়া থাকিলে ময়লা ফেলা …র গাড়োয়ানেরা তাহা প্রাণান্তে উঠাইয়া লইয়া …না সুতরাং মিউনিসিপাল হেড কনেষ্টবলকে …পুত্রের উপাসনা করিতে হয়। গঙ্গা…রে ঐ কার্য্য …দন করিয়া বকসিস্ পারিতোষিক বা পয়সা …র করিয়া লয়; ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়।

আমরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করি- …ছি যে; অত্রস্থ কুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লভ …ধিক অকস্মাৎ মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক … ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি এখানকার …জন সামাজিক লোক ছিলেন।

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রুকলিন নামক স্থানের …বনাহ নিবারণী সভার যত্নে তিন সহস্র খ্রীষ্টান …নাক একত্র হইয়া অন্য নামক স্থানের বহু- …তের রীতি উঠাইয়া দিবার জন্য কনগ্রেস সভায় …টি এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

…রাণীগঞ্জ হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে পুলি- … কল্পনা হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য …১২ মাইল। …রেলওয়ে বাঁকুড়া মেদনীপুর বালেশ্বর ও কটক … মধ্য দিয়া যাইবে।

কাশ্মীরের মহারাজ নিত্য প্রয়াগ ও বারাণসীতে …জন ব্রাহ্মণকে আহার দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন …মন্দিরের নিকটবর্ত্তী উত্তর বাহিনীতে এক সহস্র …বালককে বিদ্যাদান করিতেছেন। এই সকল …কদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রসিদ্ধ বৈদিক সংস্কৃত …পক নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বালক উহার …ক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে …রা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

…বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল …া উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এলেন …এক্স, অবলা দাস, এল, এচ স্মিথ ও নির্ম্মল …া মুখোপাধ্যায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা রাইপুরের …স্থা বর্ণন করিয়া যে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, …া আমরা কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, আমরাও অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ঐ গ্রামটী দর্শন করেন। পানাপূর্ণ পুষ্করিণী ও স্রোতোহীন নদ নদী প্রভৃতি যে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপাদন করে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। সেই কারণেই আমাদের এই বিশেষ অনুরোধ।

"বীরভূম সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ নিবারণ উদ্দেশে যে কমিশন বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করা অনেক বিষয়জ্ঞাপন করিবার আছে, অদ্য আমরা একটী স্থানের বিষয় প্রসঙ্গ করিব। আশা করি সে দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

রাইপুর—এ গ্রাম খানি অজয় নদের তীরে অবস্থিত। গ্রামের দিকে পুল নানা স্থানে ভগ্ন হওয়ায় বর্ষাগমে গ্রামের অধিকাংশ স্থান বন্যার জলে নিমগ্ন থাকে। আবার গ্রামের ঠিক দক্ষিণেই একটী কাঁদর আছে। তাহার জল নিকাশের পথ রুদ্ধ আছে বলিয়া জল অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে। সে জল ব্যবহার যে পীড়াদায়ক হইবে, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রামে অনেকগুলি পুকুর। বহুকাল তাহাদের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। অধিবাসীদিগকে অনন্যগতি হইয়া এই সব পুকুরের জল ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ প্রকার জল ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। যে গ্রাম এরূপ অবস্থাপন্ন সে গ্রাম যে পীড়ামুক্ত থাকিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আপনি যে গৃহে গমন করিবেন, সেই গৃহই পীড়ার আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। কত যে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বিনা ব্যয়ে লোকে একজন ডাক্তারের সাহায্য পাইতেছিল। এখন আর সে ডাক্তারখানাটী নাই, কয়েক জন স্বাধীন ব্যবসায়ী ডাক্তার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। অধিবাসীরা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর ঔষধের মূল্য প্রদানে সক্ষম হইয়া উঠিতেছে না। আমরা বলি এই গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কমিসন সর্ব্বাগ্রে এই স্থানে আগমন করুন। উঁহারা দেখিতে পাইবেন আমরা কিছু মাত্র অতিবর্ণনা করি নাই। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যদি অজয় নদের তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি রক্ষা করিতে চাহেন, তবে অচিরাৎ পুল প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। পুল হইলেই গ্রামের অবস্থা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে।

কাবুলের আমীরের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ২৭ এ জানুয়ারি সিমি হইতে সংবাদ আসিয়াছে তিনি আশাদুল্লা খাঁ গিলজাই ও … কোহিস্তানীকে কারারুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে… ইনি ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ জানকে হত্যা করাতে … ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বা… মহম্মদ জান যেরূপ বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ ছি… তাহাতে তাঁহার মৃত্যু নিবন্ধন তদ্দেশবাসীদি… শোক প্রকাশ করা কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

রুশেরা মার্ভ অধিকার করাতে কান্দা… বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অ… ইংরাজ সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব ক… আমীরকে উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছে… আর এক জনরব উঠিয়াছে আয়ুব মার্ভ … করিয়াছেন মুসলমান আয়ুবের পরামর্শানু… হিরাটের সন্নিকটস্থ কাফ নামক স্থানে অব… করিতেছেন। রুশের মার্ভ অধিকার যদি সত্য … তাহা হইলে ইংরাজ রুশ যুদ্ধ অধিক দূর নহে… বর্ত্তমান রুশ সম্রাটের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন … প্রজাগণকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখা … শ্যক হইয়াছে।

হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি জষ্টিস … কেম্প সাহেব মার্চ্চ মাসে পদত্যাগ করিলে বেঙ্… রেকডর মি, জে উইলকিন্স অথবা কলিকাতার … ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এফ, জে মার্সডেন সাহেবের … পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আমরা অতি গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্র… করিতেছি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগ… ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি … জন পরোপকারী লোক ছিলেন। সাধা… হিতার্থ ইনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ ক… নিয়ত দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপকার সাধনে … থাকিতেন। ইঁহার মৃত্যুতে ইঁহার পরিচিত … মাত্রেই যার পর নাই ক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হইয়াছেন

১৮৭৪ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত গঙ্গার পোলে … মাসিক ৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। … এ সময়ে কোম্পানী ১১৫০০ টাকা দিয়াছেন। … নায় বার্ষিক ২৩১০০০ টাকা আয় হইয়াছে। … হিসাবে ১৮৭৪ অব্দ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত … ১৮৪৮০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বগুড়া … বিধবা বিবাহ সভার যত্নে চারিটী বিধবা বি… হইয়া গিয়াছে।

পোষ্ট আপীসের ডাইরেক্টার জেনারেল … সাহেব আর এক বৎসর কাল নিজ … থাকিবেন।

পূর্ব্বে যে শুনা গিয়াছিল প্রেসিডেন্সি … অন্যতর অধ্যাপক টনি সাহেব বিলাত গমন করি…

…ার প্রত্যাগমন করিবেন না এ সংবাদ অলীক। …তিনি দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, …তাহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত জে বেলেট সাহেব …পদে কার্য্য করিবেন।

কাম্রুপ জেলার অন্তর্গত শ্যামবন্ধ নামক স্থানে …জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ মৃগয়া করিতে …য়া একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে হরিণী ভ্রমে গুলি …রিয়া মারিয়া কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে …হার আর উদ্দেশ হয় নাই।

…এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ পরীক্ষায় ১০৫ …ন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সি …লেজের প্রথম ৬ দ্বিতীয় ১৫ ও তৃতীয় বিভাগে …জন, জেনারল আসেম্ব্লির প্রথম ১ দ্বিতীয় …ও তৃতীয় বিভাগে ১৪ জন, হুগলী কালেজের প্রথম …দ্বিতীয় ৭ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, মেট্রোপলি-…ন ইনিষ্টিটিউশন হইতে প্রথম ৩ দ্বিতীয় ১ ও …তীয় বিভাগে ৩ জন, ঢাকা কালেজের প্রথম …দ্বিতীয় ৪ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, পাটনা …লেজের প্রথম ১ ও দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন …ভিয় সেণ্ট্রাল কলেজের প্রথম ১ দ্বিতীয় ১ …তৃতীয় বিভাগে ৩ জন, ক্যানিং কালেজের প্রথম …ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন, রাজসাহী কালেজের …তীয় বিভাগে ৩ জন, ফ্রিচর্চ ইনিষ্টিটিউসনের …তীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, লাহোর …লেজের দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন …দি কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, …রমপুর কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, …লীর কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, …ক দ্বিতীয় বিভাগে ২ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন …র্ণ হইয়াছেন।

…ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের দেশ ভ্রমণে চারি লক্ষ …া ব্যয় হইবে।

…বেঙ্গল হেরাল্ড বলেন টিকারী রাজবংশের বাবু …বাহাদুর কলিকাতায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত …াৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিষয় লইয়া ইঁহার …ত মহারাণীর যেরূপ গুরুতর বিবাদ যাইতেছে …াতে উভয়েরই উচ্ছন্ন যাইবার কথা। বঙ্গদে-… লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দ্বারভাঙ্গার রাজার ক্রাক …াহেবের ন্যায় যদি এই বিবাদের একটী মীমাংসা …রা দেন তাহা হইলে এই বংশের একটী মহো-…র করা হয়।

…নর্থ চায়না হেরাল্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন …য় কুলজাত উপনিবেশবাসীগণ রুষের শাসন …না করিতেছে।

…ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কৃষকদিগের অবস্থার …শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কৃষকেরা অর্থের অভাবে ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বিধানে অসমর্থ হইয়া দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের অবস্থোন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের আবশ্যক ব্যয় লইবার প্রত্যাশায় মান্দ্রাজের উপকূল হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর মহাজন খাড়া করে, ও তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা লয়। প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে অধমর্ণ কৃষকেরা ঋণদায়ে জড়িত হইয়া ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা সে দায় মুক্ত হইতেছে। রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী স্থানের ৭৮১১ জন কৃষক এইরূপ ঋণে বদ্ধ হয়, ক্রমে সকলেই মুক্ত হইয়া ছাড়াইয়া লইয়াছে। কেবল ৫৮ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দিন কত গোঁড়া বৈষ্ণবেরা জ্বালাইয়াছিলেন, এখন আবার গোঁড়া ব্রাহ্মেরা জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিল্বপত্র শিবের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তাহার নাম করেন না, বলেন, তেকাঙ্কার পাতা। গোঁড়া ব্রাহ্মেরাও ঠাকুর গোঁসাইএর নাম লন না। ইঁহারাই ত দেখছেছি, আর্য্যজাতিকে অনার্য্য করিয়া তুলিলেন। এখন পাঠক উত্তর পাড়ার বিভাবাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রখানি পাঠ করুন।

"আমার স্বামী ব্রাহ্ম এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠও ব্রাহ্ম আমি কাজেই তাঁহাদের উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করি, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি আমার ভাসুর আমাকে বলেন "হিন্দু" তুমি আমাকে বড়-ঠাকুর বলিও না। উনি "পৌত্তলিক কথা" অর্থাৎ "ঠাকুর" কথাটী ব্যবহার করিতে মানা করেন, বড় ঠাকুরের বদলে আমি কি বলিব তাহা যদ্যপি বমুনিয়া প্রবাসী ভগবতী বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশ দেন, অতিশয় বাধিত হইব। কিম্বা বিদ্যাভূষণ মহাশয় আপনি বড় বড় টিপ্পনী করেন এ বিষয়ে আপনি কি বিধান দেন?"

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের স্ত্রীলোক আরোহীদিগের নিকট হইতে স্ত্রীলোক দ্বারা টিকিট গ্রহণ করাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম রক্ষার্থে যখন গাড়ির স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হইয়াছিল, তখন টিকিট গ্রহণের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে না থাকাতে এ কার্য্যটী অসম্পূর্ণভাবে ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাটনা কালেজের মোক্তারী পরীক্ষায় এবার ৫ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

কোলাপুরের রাজা যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসকেরা তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও এই কারণে পাটরাণীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি করিয়াছেন।

কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কাগজ পত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ইহা পুনর্গ্রহণের জন্য বোডিলন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৩০০০ টাকা চাহিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক সংখ্যা গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের ৬১৩৬৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত বর্ষে ২০০১৬ মণ রেশম কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্যে ভাল কাগজের পরিবর্ত্তে বালির কাগজ প্রচলিত করাতে গত বর্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় লাঘব হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দেরাদুন বন বিদ্যালয়ে তিন জন বাঙ্গালী যুবক রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

১২৮৭ সালে কলিকাতা হইতে ২৬৬৮৫৫ মণ পরিষ্কার চিনী ও ৩১৯৩২৬ মণ অপরিষ্কৃত চিনী জল পথ ও স্থল পথে রপ্তানী হইয়াছে।

রেলওয়ে অবতারদিগের অত্যাচার নিবারণের একটী সদুপায় স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিয়োগ করিতেছেন, প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব সভাপতি হইবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে লেডি রিপনের যথোপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সাহেব বিবি এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে ঐ দিবস তথায় বিলক্ষণ নৃত্য গীত হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহুমূত্র রোগে শয্যাগত হইয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজ ও আমাদিগের রাজস্বসচীব মেজর বেরিংয়ের পক্ষাঘাত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, ইঁহারা সত্বর যাহাতে সুস্থ হন, ঈশ্বরের নিকট এই আমাদিগের প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৮২ অব্দের ১লা এপ্রেল হইতে পোষ্ট আপীষে সেবিংস ব্যাঙ্ক খুলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব-শাসন বিভাগ।

মজার অতিরিক্ত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার-এম.

...ন নহে, তথাপি কোন দ্রব্য পাঠাইতে হইল ...ঙ্গে ৬ই এক পয়সা না পাঠাইলে তাহা কেহই ...া যাইতে পারিত না। পিওনিয়র বলেন পূর্ব্বে ... কর্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ ...রিত হইত, কিন্তু আমরা বলি কর্তৃপক্ষরাও ...ক দূরে ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ...ারি অতি সন্নিকটে ছিল, আর পুলিষ কর্ম্ম- ...ঃ প্রবেশের পথ হইতে সর্ব্ব স্থানেই বিরাজ ...তেছিলেন, তবে এ সকল যে তাঁহাদের ...পথে পতিত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। স্থানীয় ...দগের হস্তে মেলার কার্য্য পরিদর্শনের ও ...বধারণের ভার দিলে এরূপ বিশৃঙ্খল না হইবার ...ক সম্ভাবনা ছিল।

...খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করণাভিলাষে কয়েক জন মিশ- ...এই মেলাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ...ারে আমরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ...দের মধ্যে এক জন পাদরি শ্রুস্তবয়ে সাহেব ...ক বিক্রয় করিতেছিলেন। তিনি তারস্বরে ...দিগকে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য আহ্বান ...তেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"রাম ও লক্ষ- ...এবং কৃষ্ণের জীবন-চরিত, অতি অল্প মূল্যে ...য় হইতেছে, নগত দুই দুই পয়সা, তোমরা ...সুবিধা কেহই নষ্ট করিও না ইত্যাদি" সাধারণ ...কে বিশেষ কিছুই না বুঝিয়া ঐ সকল পুস্তক ... করিতেছে কিন্তু তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া পূর্ব্ব ... একেবারে অপনীত হইতেছে। ঐ সকল ...কে তাহাদের দেবতার দোষ এবং নিন্দা সন্নিবেশিত ...য়াছে। এইরূপ প্রতারণার প্রয়োজন? ইহা কি ...াদের ন্যায় লোকের করা উচিত? আপনা- ...র দেব দেবীর নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি ...রি সাহেবের পুস্তক সকলসমক্ষে খণ্ড খণ্ড করতঃ ...র লোককে তাহা ক্রয় করিতে নিবারণ করিয়া- ..., ইহাতে এক জন মিশনরী সাহেব ক্রোধান্ধ ...া তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে লইয়া ... কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ ...য়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি ...তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা শুনিয়াছি যে, ...ন তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নাই।

...যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী ...র যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন, প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর ... এক খানি অতিরিক্ত গাড়ি চলিয়াছিল। ...শনটী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া- ...া। কিন্তু জব্বলপুর লাইনে যাইবার টিকিট ...ালে বিলি না হইয়া লাইনে দেওয়াতে যাত্রী- ...গের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল, অতীব দুঃখ ...কারে এস্থলে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিবৃত করিতেছি। বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে দিবস এলাহাবাদের ১৯ টী ষ্টেশন অন্তরে শিকোহাবাদ নামক ষ্টেশনে মাল এবং ডাক গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ১২ জন হত এবং ১৪ জন আহত হইয়াছে। ঐ হত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাত্রীরাও থাকিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ দুর্ঘটনা হইবার কারণ প্রথমতঃ কুজ্ঝটিকা, দ্বিতীয়তঃ মাল গাড়িতে অতিরিক্ত দ্রব্য বোঝাই করা। উক্ত গাড়ির এঞ্জিন ৪ শত টন পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ কিন্তু ৪৫০ টন বোঝাই করা হইয়াছিল, দেশীয় গার্ড এরূপ অতিরিক্ত বোঝাই করিতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। শুদ্ধ যে ঐ সকল কারণের জন্য এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে এরূপ নহে। ডাক গাড়ির কয়েক খানি শকট পুরাতন এবং জীর্ণ ছিল, সজোরে আঘাত লাগিবামাত্র মধ্য শ্রেণীর এক খানি গাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর অপর এক খানি গাড়িকে চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাতে এত গুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ডাক গাড়ীর ড্রাইভারের অসাবধানতা ইহার অন্যতর কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করা হইয়াছিল, তথাপি গাড়ির বেগ সংযত করা হয় নাই, যাহা হউক সে দোষী সপ্রমাণিত হইয়া সেসন জজের সমীপে আনীত হইয়াছে, বিচারে কি হয় বলা যায় না।

মধ্যে বেণীতীরে বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেককে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশানুসারে কল্পবাসীও অনেক সন্ন্যাসী তথায় থাকিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কিছু পরুষ ব্যবহার করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ সশিষ্যে তাঁহাকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হয় কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপায় বিহীন হইয়া বেত্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করেন, যাহা হউক এক্ষণে বেণীতীরে উক্ত পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই এবং পুনর্ব্বার আদেশ হইয়াছে যে, তথায় কেহ ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারিবে।

মাঘ মেলার ফল বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব ভিন্ন আর কিছু আপাততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে না, সহরের অনেক লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শীত একেবারে নাই বলিলে হয়। অত্রত্য অধিকাংশ লোক সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

চন্দননগর।

গত ১ লা কার্ত্তিক কাঁটাপুকুরের খুনের বিষয় যাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহার বিচার এতদিনের পর শেষ হইয়াছে। সাক্ষিদিগের সংখ্যাধিক্যে প্রত্যহ শুইবার করিয়া বিচার হয় এবং ২৩ এ জানুয়ারি আরম্ভ হইয়া ২৬ এ শেষ হইয়াছে। এতদর্থে দুইজন খৃষ্টিয়ান ও চারিজন ফ্রেঞ্চ জুরী নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বিচারে জুরী ও জজ উভয়ে একমত হইয়া নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন। ১ ম নটবর কলু প্রধান আসামী প্রাণদণ্ড, ২ য় নটবরের পিতা ও মাতুল, খুনের সহায়তাকারী প্রত্যেকের বিশ বৎসর মেয়াদ, ৩ য় দুইজন গুলিখোর লাশ চালানকারী একের এক বৎসর অপরের দুই বৎসর মেয়াদ ও চারিশত ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে। সন্দেহ বশতঃ অপর একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে।

এখানকার ছোট আদালতের জজের পদে একজন দেশীয় ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছেন, ইহাঁর নাম কাস্তস্বামী। জন্মস্থান পণ্ডিচারী এবং ইনি জাতিতে মালাবার কায়স্থ। ইহাঁর বিচারপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। ইহাঁর সহিত আর একজন আসিয়াছেন যিনি লেপ্টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনিও জাতিতে মালাবার। ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা, যে উভয়েই এখানে দীর্ঘকাল থাকেন।

সম্প্রতি মিউনিসিপালিটী হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, যে এখানকার বাজারের দোকানদারেরা বাজারের ভিতরস্থ রাস্তার ধারের রকের উপর দ্রব্যাদি সাজাইতে অথবা ভিতরের রাস্তার উপর বসিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না, যাহাতে লাইন ঠিক সমান থাকে তাহা করিতে হইবে। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেকগুলি দোকানদার রক পূর্ব্ববৎ রাখায় গত শুক্রবার মিউনিসিপাল ইন্সিপেক্টর সাহেব স্বয়ং আসিয়া রকগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ কারণ বাজারের অর্দ্ধেক দোকানদার ধর্ম্মঘট করিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছে। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য সেক্রেটারি মসিএসি ডুমেন সাহেব ও কমিটীর সদস্যগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, যাহাতে উভয়দিক বজায় থাকে এমন আদেশ দিয়া সকলকেই সুখী করেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় এ বৎসর ধান্য সুলভ হওয়ায় দুঃখী লোকের কোন কষ্ট নাই। বিশেষ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হওয়ায় বাজারদর অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু লবণের মণ পূর্ব্বে তিন টাকা চারি আনা ছিল, এক্ষণে সাড়ে পাঁচ টাকা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক তেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া য়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা তেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের াদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ াদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত ন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, রা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, রা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ ; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

লিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের- াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি- লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ৩০ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো- ায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- া এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই- ে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য ইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

৬৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপ- সর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগী- দিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত মধুর ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ- জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্হিত হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সক- লেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া- ছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা- ভার, মাথাঝনঝনানি, আধকপালে মাথাব্যথা, মস্তি- ষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পূঁযপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি- সাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাস ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শা- ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাসরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাসী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো- বেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস- প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ৸০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম,নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় নানা প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ ঢেঁড়স শশা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ খেঁড় আকারের বৃহৎ স্কোয়াস তোরমুজ শাক ইত্যাদি বারেক রকমের বীজ পূর্ণ কি পেকেটের মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি-

। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের
াক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর
ন্দাবস্থে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা
শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া
, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে
বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদি-
পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয়
য়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং
র প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নসরি কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ন থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
াকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
দি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে
য়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ-
পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
ী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানেন্দ্র
ার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
কন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬,
আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৬৷৹ আনা। নগদ
য় বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
াবন্ধেগো দুর্ব্বিজ্ঞেয় ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।
এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা
... প্রস্রব ... এবং ধাতু ... আশু-

গাক্রপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা
ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৹
টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের
ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের
মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায়
২১ দিবসের মূল্য ২৲ টাকা।

স্বাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন
বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে
প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে
বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা
১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-
তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার
সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৷৹
টাকা ও ডাক মাশুল ২৸৹ টাকা। ইহা ব্যতীত
উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭৷৹ টাকা আর
বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ডাক মাশুল ।৶৹, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶৹, পদ্ম
পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸৹,
গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা
আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বা
পৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে
আগমন, অদ্ভুত কাব্য জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়,
মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ,
এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই
আটপেজি ফর্ম্মায় ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে
মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক
৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক-
ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে
পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে
কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন-
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করি-
য়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র কর—বালন্দ	৭
" " মুক্তারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতাপাথর	৭
" " নিত্যানন্দ নন্দী—সিবইল	৭
" " রামধন শাশমল—কাঁথি	১০
" জামালদ্দীন—প্রধান চলদিবাড়ী	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই
নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা
অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া
হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই
আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
হইয়া চাংড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ১৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২রা ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ১৩ ই ফেব্রুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

...ে সম্পূর্ণ ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব লালা ঋড়িত ...পালা হওয়া ও সংসর্গ দোষে মাথা ঘোরা শারী- ...রিক দুর্বলতা ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত- ...প্রদর রক্তপ্রদর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ ... না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ...রা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল ...ছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা- ...দের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই ...ধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা। এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ, ...পীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, ...বিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ ...ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষা... রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ...বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া সকল প্রকার রোগ বিনাশ করে ...যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ...র করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন ...র করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও অন্ত- ...অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যব- ...শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মহৌষধ ...দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী ...দাস দে ১২ নং ...চরণ পিতুড়ির গলি, বড়বাজার, কলিকাতা।

কএকটী গ্রামের দুরবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

...ক্ষণে আমাদের গ্রামগুলির বাহ্য দুরবস্থার (যাহা ...রা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু নিতান্ত দুঃখিত ও ...হইয়াছিলেন) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ ...আরও দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রস্তা- ...উপসংহার করিতেছি। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা ...নাগাড়, খাঁপুর, রামেশ্বরপুর, গোপীনাথ- ...ও ...পুর, এই কয়খানি গ্রামের নাম ...ল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল ঐ কয়েক- ...নি গ্রাম আমাদের লক্ষ্য নহে। খড়ী নদীর ...ভিতর প্রবেশ করিয়া মুড়াপুর হইতে নাদন- ঘাট পর্য্যন্ত নদীর উভয়কূলস্থ যতগুলি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিরই প্রায় সমান অবস্থা। এ কথায় কেহ যেন এরূপ না বুঝেন, যে আমরা উক্ত গ্রামগুলির যাবতীয় তালুকদারকেই সমান অত্যা- চারী বলিতেছি। বরং আমরা বিশেষ জানি, কোন কোন গ্রামে কোনরূপ অত্যাচারের নাম গন্ধও নাই। তবে সত্যানুরোধে এ কথা অবশ্য সকলকেই বলিব, যদিও অনেকে কোন প্রকার অত্যাচারাদি না করুন, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদিগের উপকারার্থ কখন কেহ কিছু করেন নাই। যদি তাহাই করি- তেন, তাহা হইলে গ্রামগুলির এত দুরবস্থাই বা ঘটিবে কেন? নিম্নে যে সকল দুরবস্থার কথা উল্লি- খিত হইতেছে, তালুকদার মহাশয়েরা অধিবাসিগ- ণের জন্য একটুমাত্র যত্নবান বা মনোযোগী হইলে কি উহার অনেকাংশে অপনীত হইত না?

নদী হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গ্রাম- গুলিকে সহসা বিজন অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে এই জনপদগুলি বিলক্ষণ জনপূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ উহার মধ্যস্থলে ধোবার কুঠি নামে একটী অতি বৃহৎ, চিনির কুঠির বিলক্ষণ চলতি থাকাতে তদুপলক্ষে বহু লোকের সমাগমে ও কুঠির সাহেব- দিগের অনুগ্রহে হাট বাজার ও রাস্তা ঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে সেই ধোবার কুঠির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাবৎ লোক বনে পরিণত হইয়াছে। এদিকে গত কয়েক বৎসরাবধি উপর্য্যু- পরি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়াদি দৈব উপদ্রবে জনপদ- বাসী গৃহস্থদিগের একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের শূন্য বাসস্থান সকলে বাঁশ, বাকস, বাবলা ও ভ্যাণ্ডেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছ পালা উৎপন্ন হইয়া গ্রামগুলির ভিতর বাহির সকল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে এ সকল গ্রামে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু কেহ কখন চক্ষেও দেখে নাই, এক্ষণে বনরাজ্য ঐরূপ বিস্তৃত হওয়াতে উহারা স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া পরনিন্দার বাবুদের ন্যায় এক একটী জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক যেন তাঁহাদেরই দেখা দেখি অপরাপর ইতর জন্তুগণের উপর দৌরাত্ম্য অত্যাচার, ও একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে। জঙ্গলের শ্রীবৃদ্ধি নিবন্ধন পূর্ব্বকার পথ ঘাটগুলি ক্রমশঃ এমন অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে একটী লোক যো যা করিয়া কোন মতে চলিতে ফিরিতে পারে। পার্শ্বাপার্শি দুটী লোক হইলেই কিছু বিপদ উপস্থিত হয়। কেন না পদার্থ বিদ্যার মতে দুইটী বস্তু এক সময় একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। স্থিতিবিরোধগুণে একটীকে সরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পদার্থ বিদ্যার এই মান রক্ষার জন্য যিনি সরিবেন, তাঁহাকে হয় খানায়, না হয় ডোবায়, না হয় কাঁটায়, পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ষাকালে আবার ঐ সকল পথের স্থানে স্থানে জল কাদা বদ্ধ হইয়া এমন সুবিধা হয়, যে পথিকেরা মনে করে যেন "দুষারে অবগাহন করিতেছে।"

কৃষিশিক্ষার এমন সুবিধা যে এই ২৫।৩০ খানি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৩টী গুরু পাঠশালা গুরুমহা- শয়দের বিদ্যাবলে যত না হউক, হস্তপদের বলে অনায়াসে একরূপ করিয়া চলিতেছে। কেন না পদের দ্বারা বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ না করিলে স্কুলের মাহিয়ানা আদায় হওয়া সুকঠিন। আর হস্তের দ্বারা ধৃত করিয়া না আনিলে অনেক বালক সহজে বিদ্যালাভ করিতে আইসে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধাটাও বেশ আছে। জলি- বায়ু, জল বায়ু আর জ্যোতিঃ জীবের জীবনরক্ষার প্রধান সহায়। কিন্তু বন জঙ্গলের দ্বারা সেই জ্যোতিঃ ও সদাগতির গতি রোধ হওয়াতে গ্রাম- গুলির জলসিক্ত স্থানসকল শীঘ্র শুকাইতে পায় না, সুতরাং তাহা হইতে ম্যালেরিয়া নিশ্চিন্তে জন্ম লাভ করিয়া নিজের প্রিয় বাসস্থান "পচা- পুকুর" "সাঁকুড়" ও গোময়ের গাদায় বসিয়া নিরাপদে পূতিগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মনুষ্যজাতির সদাঃ প্রাণ সংহার করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার অপর উপায় পানীয় জলের নির্ম্মলতা। খড়ী নদীর স্বভাব- নির্ম্মল প্রবাহে জল তাহার অনুপযোগী নহে। কিন্তু ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্ব্যবহারের দ্বারা প্রতি নিয়ত উহার নির্ম্মলতা নষ্ট হইতেছে। উহারা বর্ষাকালে উহার যেখানে সেখানে শোণ ও পাটাদি পচাইয়া এবং শীত গ্রীষ্মকালে মৎস্য ধরি- বার জন্য উহার উভয় কূল সন্নিহিত জলে প্রচুর পরিমাণে ডালপালা নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বদা নদীর জলটুকু নষ্ট করিতেছে। প্রভুদিগের দুটো মুখের কথা দ্বারা উহা অনায়াসে নিবারিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পাছে বা পরের একটু উপকার হইয়া পড়ে ইহাই ভাবিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণান্তেও নিবারণ করেন না। ঐ সকল ডালপালা পচিয়া নদীটীর নির্ম্মল জল, সর্ব্বদাই দূষিত হইতেছে। সেই দুর্গন্ধময় মলিন জল পান করিয়া, উদরাময় যক্রামা- শয় ও ওলাউঠা দ্বারা যে বহুলোক আক্রান্ত হইতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; তথাপি কেহ কিছু বলেন না, ইহার কারণ কি জানেন? এখানে ঐ সকল রোগের সুচিকিৎসার সুবিধাটা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, প্রত্যেক পল্লীতে সুচি- কিৎসকের অভাব নাই। ধোবা নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া যুগী, জোলা, জেলে, এমন কি হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত সকলেই সুচিকিৎসক। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ

ারও অভাব নাই। তবে অভাব কেবল তাঁহা- বিদ্যার, বুদ্ধির আর একটু নাড়ী জ্ঞানের। তাই বলিয়া এমন সুলভ উপজীবিকা কে ত্যাগ করিবে? ইহাতে নিকাশ প্রকাশ নাই, দফা নাই, কোন হাঙ্গামা নাই। সুতরাং ার অন্য কিছু না জুটিল, তিনিই একটা ঔষধের ী বাঁধিয়া চিকিৎসক হইয়া বসিলেন। তার কেহ কেহ আবার একটু "সোডা" কিঞ্চিৎ ইনিয়ান" কিছু বেলেস্তারা "কালপিন" দ্রবর্ক াইনয় পিলিসাই প্রভৃতি ডাক্তারী ঔষধ সকল ক করিয়া "নিউ মেডিকেলহল" নাম দিয়া দ্বিতীয় আলয় স্বরূপ একটা ঔষধালয় খুলিয়া লেন। ইহাঁদের "ডিপ্লোমা" সকলও চমৎ- । কেহ কিছুদিন কোন ডাক্তারের কম্পাউ- া করিয়াছিলেন। কেহ বা তাঁহার জুতা করিয়াছেন, আবার কেহ বা সে সকল করেন নাই। তবে তিনি গ্রামের গোমস্তার , অথচ লেখা পড়া কিছু জানেন না, সুতরাং কর্ম্ম কাজ হয় নাই। ভদ্র লোকের ছেলে ার থাকিবেন কেন, কাজেই ডাক্তার হইয়া লেন। আমাদের অতি নিকটে ঐরূপ একটী ্ঠান ডিস্পেন্সরি খুলিয়াছেন। ইনিও গ্রামের স্তার ভাই। তাহাতে আমাদের একটী জ্ঞাতীয় ন যে "জমীদারের গোমস্তা মহাশয়েরা স্বভা- গরীবের যম, ইনি তাঁহার কনিষ্ঠ। অতএব , যেমন হউক এক প্রকার "যমের কনিষ্ঠ দের" হইতেছেন, তখন চিকিৎসা করিবার র্ণ অধিকার ইহাঁর না থাকিবে কেন? সে হউক, এই সকল সুচিকিৎসকের অনুগ্রহে ও দের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধের প্রভাবে শুধু ের যন্ত্রণা কেন, সংসারের সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা ত নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিনিয়ত কত লোক পর- ক প্রস্থান করিতেছে, তাহাতেই ইহ লোকে াবনের এত বৃদ্ধি। কেন না, ইহাঁদের ঐরূপ ৎসা দ্বারা যাহারা অতঃপর এই ক্ষণভঙ্গুর মানব- একেবারে পরিত্যাগ করিবে, সেই দেহগুলি ্ড়াইবার জন্য কাষ্ঠের অভাবে যেন বিশেষ কষ্ট তে না হয়। এই ত গেল চিকিৎসার বন্দোবস্ত াহার ফলাফল।

এক্ষণে গ্রামগুলিতে সুখসেব্য দ্রব্যাদির সম্ভাব বা সৌখীনতার সুবিধামাত্র নাই, ইহাই বা প্রকারে বলিব। প্রতি গ্রামেই দুই এক খানি া মুদীখানা আছে। তাহাতে যখন বাউন না , শুমো চিড়ে, মোটা চাউল, কালো লবণ, গুড় ও ভুটে তামাকু এবং পোড়া মুড়ী মুড়কী তি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। আবার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ও অনুগ্রহে স্থানে স্থানে খোলা ভাঁটী থাকাতে "অতি উৎকৃষ্ট আনন্দজনক বলকর পানীয় দ্রব্যেরও অপ্রতুল নাই। এ সকল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় এক জন বড় লোকের চক্ষে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসী গরীব দুঃখী কৃষক প্রজা- দিগের পক্ষে উহাই প্রচুর বলিতে হইবে। তাহারা তদপেক্ষা আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে? যদি জমিদারের অত্যাচার, ও মহাজনের জ্বালা তাহাদিগকে সহ্য করিতে না হইত, ডাকটাক্স রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস যোগাইতে যোগা- ইতে তাহাদের দফা শেষ না হইত, দণ্ডবিধি কার্য্য- বিধি এবং জমীদার ও প্রজাসংক্রান্তবিধি ব্যবস্থাদি দ্বারা তাহাদিগকে চির দাসত্ব শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইতে না হইত, তাহারা ঐ সকল দুরবস্থাকেও অতি সুখের অবস্থা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিত, সন্দেহ নাই। এক জন বাঙ্গালী কবি, কোন পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ঐরূপ অসভ্যাবস্থার সহিত স্বাধীনতা জনিত নির্ম্মল সুখের বর্ণনাবসরে বলিয়াছেন।

"নাহি কাজ সভ্যতায়,
"কে বল সভ্যতা চায়"
"অসভ্যতা যদি আহা! সুখের এমন"।

যদি ঐ পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহাদেরও একটু স্বাধীনতা থাকিত, আইনের অধীনতা না থাকিত, ইহারাও উক্ত কবির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে ঐরূপ আনন্দ ধ্বনি করিতে পারিত।

এস্থলে অনেকে বলিবেন, যদি আইনের অধী- নতাই এতদূর ঘৃণ্য ও দূষণীয়, তবে আর আইনের আবশ্যকতা নাই। আইনের আবশ্যকতা নাই, বা আইনের দ্বারা কোন উপকার নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আইন না থাকিলে লোকস্থিতি সুরক্ষিত হওয়াই সুকঠিন হইত। মহানুভব মনু বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে।"

ইহা শত সহস্রবার সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে আইনের কেবল মন্দ ফলগুলি গরীবে, আর ভাল ফলগুলি বড় মানুষে ভোগ করিয়া থাকেন, যাহার প্রতিকূল বিধিগুলি গরীবের পক্ষে, আর অনুকূল বিধিগুলি বড় লোকের ভাগে বর্ত্তিয়া থাকে; তাহার মূলে অবশ্য কোন দোষ আছে, ইহা সহস্রবার বলিব। দেখুন, এই জন পদবাসী দীন ও সরল কৃষকেরা, কিঞ্চিৎ উদ- রান্ন আহরণের জন্য কি না করিতেছে। তদর্থ তাহারা শরদের হিম, শীতের শিশির, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও বর্ষার বৃষ্টিধারা আপন আপন অনাবৃত মস্তকোপরি বহন পূর্ব্বক ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণার যাতনা সমুদা সহ্য করিয়া প্রতিনিয়ত ভূমি কর্ষণ করিতেছে চাসের সময় সময়মত চাট্টি আহার করিবারও অ- কাশ পায় না। সমস্ত দিন প্রাণান্তকর পরিশ্র করিয়া অবসন্ন শরীরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসি কিঞ্চিৎ শাকান্নমাত্র আহার করতঃ কোন ম জীবন ধারণ করে। রাত্রিকালে, ছেঁড়া-মাদুরে, বা ভূমে, সেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরে নিক্ষে করিয়া অকাতরে নিদ্রা যায়। মশা, ডাঁশ, ও ছা পোকার কামড় অনুভব করিবারও অবকাশ প না। এইরূপ যাহাদের অবস্থা, সেই কৃপাপাত্র দ দিগের সেই দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র ও দুঃখিত হও দূরে থাকুক, তাহাদের উপর যাঁহার যেমন ইচ্ছা ত তেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। জমীদার ব বিধ অত্যাচার করিতেছেন, মহাজন জ্বালাতন কা তেছেন। জমীদারের গোমস্তাগণ কখন তাহা গকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বসাইয়া রাখিতেছে কখন জরিমানা বা মারপিট করিতেছেন—আব কখন বা কোন কারণে তাহাদের একমাত্র অ নিবন্ধন জমীখানি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে নিরুপায়দিগের একমাত্র সকরুণ ক্রন্দন ব্যতী ইহার আর কি উপায় আছে?

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন কেন আ আছে, আদালত আছে, আইনে ঐ সকল অত্য চারের যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান আছে। কিন্তু তাঁহা জানেন না, যে "কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করি জলে বাস" করা কেমন কঠিন কাজ। অত্যাচ নিতান্ত অসহ্য না হইলে আর কেহ আইন আদালতের আশ্রয় লইতে চাহে না। যদি কে সে দুঃসাহস করে, তাহার আর রক্ষা নাই। অত চারী মহাশয়েরা তখন তাহাকেই আবার "উচি ক্ষ করিবার জন্য যে কিছু যোগাড়ের প্রয়োজন তাহার কোনটীই বাকী রাখেন না। তখন তাঁহা নানা উপায়ে তাহার মানিত সাক্ষীদিগকে বশীভূ করিয়া, বা বেতনভুক্ত অন্যান্য সাক্ষী দ্বারা তা বিরুদ্ধ প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া, কিম্বা স্থলবিশে পুলিষকর্ম্মচারীবিশেষকে "দক্ষি.. .কিঞ্চিৎ কা মূল্যং" সমর্পণ করিয়া কোন মতেই তাহা সপ্রম হইতে দিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া, অভিযো তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপাপত্তি পাইল। বা প্রযুক্ত নিজের "নালিশী বিবরণ" নিজেই মি বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিল (১)।

আদালত আইনের বাধা, সুতরাং আইন

(১) কেহ মনে করিবেন না যে আমি ইহা কেবল করিয়া বলিতেছি। সম্প্রতি অবিকল ঐরূপ একটী ঘটনা গিয়াছে। প্রমাণের সহিত তদ্বিস্তারিত পরে প্রকাশ করিব

...র প্রমাণাভাবে মোকদ্দমাটী ডিস্‌মিস্‌ করিয়া ...এর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আবার বেশী ...বাক্যেকীগুলে "হয় ত বাদী মিথ্যা মোকদ্দমা ...ত্ত করিয়াছিল বলিয়া সেই নিরপরাধ গরীব ...লোককে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার অপরাধে অপরাধী ...য়া জেলে দিলেন। আইনের কার্য্য শেষ হইল। ...কে অত্যাচারী মহাশয়েরা সেই ক্ষুদ্র শত্রুকে ...র জব্দ করিয়া বা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, ...প্রাণে উন্নত ও অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়া ...পর গরিব দুঃখীদিগের উপর অত্যাচার করি- ...যে অধিকারটুকু পাইয়াছেন—তাহা পুত্র ...দিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে ...লেন (২)।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা আইনের ...? না আইনানুসারে শাসনের ভার যাঁহাদের ...সমর্পিত হইয়াছে—তাঁহাদের দোষ? অথবা ঐ ...গণদিগের পোড়া কপালের দোষ? ইহার ...রও অনেকে বলিবেন যে, যখন প্রমাণ ব্যতীত ...রাধ নির্ণয়ের আর অন্য উপায় নাই, তখন ...প্রমাণ না পাইলে আইন আদালত এতদ্ব্যতীত ...কি করিবেন। আমিও ইহা মানিলাম। কিন্তু ...মানিয়াও এ কথা শত সহস্রবার বলিব যে, ...কোন অপরাধ করা যাউক না কেন, তাহার ...প গোপন করিতে পারিলেই রাজদণ্ড হইতে ...রাণে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেই জন্য বলি ...যে, যে রাজ্যে অপরাধী ব্যক্তি সহজ অপরাধ ...য়াও নিজের অবলম্বিত কোন নিকৃষ্ট কৌশলে ...ণ্ড হইতে পুনঃপুনঃ পরিত্রাণ পাইতেছে, ...নিরপরাধ ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক বারম্বার উৎ- ...ড়িত হইয়াও তাহার কোন প্রতিকার করা দূরে ...ক, প্রত্যুত তাহা করিতে গিয়া স্থল বিশেষে ...ই আবার দণ্ডনীয় হইতেছে;—সে রাজ্যের ...কৌশলের মূলে অবশ্যই কোন মারাত্মক ...অথবা অসম্পূর্ণতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। ...বল, এখনকার আইন কানুন একটা তামাসা ...। বড় লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া সেই ...সা দেখিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত উহা দ্বারা ...ব দুঃখীদিগের কোন উপকার আছে কি না? ...চক্ষণ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা এক- ...নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এরূপ রাজ-

(২) ...অত্যাচারী সকল নিয়ত অস্থায়ী হওয়াতেই ...বা শত কয়েক লোকের উপর্য্যুপরি ফলত অত্যাচা ...ই হউক কি শমনের দুর্যা শয্যা হওয়াতেই হউক, কি জন্য ...না, এ ভিন্ন দেশের এ প্রজা এখন আপন পিতৃ পিতামহাদির ...হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, এরূপ জমা সকলও ...দিতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে বাঙ্গলা বনের আড় ...হইতে চলিল।

নীতির অতলস্পর্শ গভীর জলে নিমগ্ন হইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেন না আমরা "গণ্ডুষ জল মাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।"

আর্ত্ত প্রজাগণ।

সোমপ্রকাশ

২ রা ফাল্গুন সোমবার।

শিক্ষাসম্বন্ধে সাহায্যদান প্রণালীর ফলানুসন্ধান।

আজি আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি, তাহা অনেক দিনের কথা, তখন সোমপ্রকাশের জন্ম হয় নাই। তখন সার চারলস উড (পরে যিনি লর্ড হেলিফাক্স উপাধি পান) ভারতবর্ষের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশে ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থাপন করিয়া যে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, এত দিন সে পত্রানুসারে কার্য্য চলিয়া আসিল, সম্প্রতি তাহার ফলানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। সেখানি ১৮৫৪ অব্দের পত্র। আজ ১৮৮২ অব্দ। অতএব পরীক্ষার কাল অতীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুর সেই পত্রের অনুসারী কার্য্যে কিরূপ ফল লাভ হইল তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োজিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কমিশনকে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটী মাত্র কথা দেখিলাম। প্রথম, মধ্যে এ দেশীয়দিগের উচ্চ-শিক্ষা-নিরোধের যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন এ দেশীয়দিগের মনে যেরূপ আতঙ্ক হয়, বোধ হয় তাহার নিরসনার্থ আমাদের শান্তপ্রকৃতি প্রজাবৎসল গবর্ণর জেনরল স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, ঐ উচ্চ শিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য নহে। এটী আমাদের আশ্বাস স্থান সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইতে পারিতেছি না। কি কারণে আমরা ভয়শূন্য হইতেছি না, তাহা পরে ব্যক্তীকৃত হইতেছে।

দ্বিতীয়, সামান্য ও ইতর লোকের বাহুল্যরূপে শিক্ষাদান চেষ্টা। এটী একান্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এক্ষণে যে প্রণালীতে উহাদিগের শিক্ষা দান করা হইতেছে তাহা একপ্রকার বিড়ম্বনার বিষয়। যে শিক্ষা চিত্তশুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে না পারে, সে শিক্ষা শিক্ষাপদ বাচ্য নহে। আমরা এখন দেখিতেছি যে ইতর লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল ...মায়েস হইয়া উঠিতেছে। যাহাতে উহাদের ... শিক্ষা লাভ হয়, লার্ড বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা ক... এই আমাদের ইচ্ছা।

তৃতীয়, এ দেশীয়েরা নিজ শিক্ষার ব্যয় ... সম্পন্ন করেন, উল্লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্রের ... উদ্দেশ্য। লার্ড রিপন বাহাদুরও তৎসাধনে ... বান্ হইয়াছেন এবং তাহার একটী অমোঘ উপায়... আবিষ্কার করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটির উ... সেই ভার সমর্পণের সঙ্কল্প করিয়া কমিশনের ... উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গবর্ণ... আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটীগুলিকে ... রামজয় বাবুর রামসিং দ্বারবান্‌ করিয়া তুলিতেছে... রামজয় বাবুর কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর... আসিলেন, রামসিংকে তমাক দিবার নিমিত্ত ... হইল, সে কন্ধে হাতে হাজির হইল। বাজারে যা... হইবে, রামসিং গামা ঘাড়ে করিয়া চলি... কাহাকে ডাকিতে হইবে, রাম সিং দৌড়িল। ... আনিতে হইবে, রাম সিং তখনি ঘড়া হাতে ... দ্বার রক্ষা করা তাহার ত প্রধান কর্ম্ম। ... এখানে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ... সিংহের এত কাজ, তাহা হইতে তাহার ... কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বাররক্ষা-কার্য্যটী কেমন সম্পন্ন ... আমরা মিউনিসিপালিটীগুলির যে রামজয় বাবুর ... সিংহের তুলনা দিলাম, পাঠক এখন তাহার ... পর্য্য বুঝুন। এ দেশীয়দিগকে স্বশাসন ... হতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। রাত্রিব... দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে ঘরবাড়ী রক্ষা ক... হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। গ্রামের রাস্ত... প্রস্তুত করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছে... গ্রামের জল নিকাশ করিতে হইবে, মিউনিসি... লিটী করিবেন। রাস্তায় আলো দিতে হইবে, ... নিসিপালিটী দিবেন। গ্রামে স্কুল করিতে হ... মিউনিসিপালিটী করিবেন। মিউনিসিপালি... উপর যদি যাবতীয় কার্য্যের ভার সমর্পিত ... কোন কার্য্যই যে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে না, ... কি পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না? এখন... আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনেক স্থলে ... নিসিপালিটীর অধিকাংশ আয় পুলিস ... করিতেছে। সুতরাং মিউনিসিপালিটির ... কর্ত্তব্য যে গ্রামের স্বাস্থ্যসম্পাদনের উপায়বি... তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ... পর যদি বিদ্যালয়-পোষণের ভার বিন্যস্ত হয়, মি... নিসিপালিটী যে বিব্রত হইবেন, সে বিষয়ে কি স... আছে? আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি "ই... ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইবে সন্দেহ নাই। আর এক

. মিউনিসিপালিটীর উপরে যদি বিদ্যালয়ের ক ব্যয়ভার বিন্যস্ত হয়, তাঁহারা যদি কথঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতে পারেন, তাঁহারা যে শিক্ষা দান র্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, তাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা শনকে অনুরোধ করিতেছি, মফস্বলের যে সকল ালয়ে সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কমিশন যেন ার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। সে সকল ালয়ের কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইতেছে না, যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ ব যে, এ দেশীয়েরা আজও স্বশিক্ষার ভার ে সম্যক্ সমর্থ হন নাই। প্রমাণ-সংগ্রহার্থ অন্বেষণের প্রয়োজন হইতেছে না। এ দেশী- বা অন্যদেশীয়ের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয় র্য্যাস্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা বা কক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন বিদ্যা- ী যদি সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া ক, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, গবর্ণ- ট শিক্ষাদান কার্য্য হইতে হাত গুটাইলে সাক্ষাৎ ক না হউক প্রকারান্তরে এ দেশীয়দিগের উচ্চ ার নিরোধ হইয়া উঠিবে।

এখন পাঠক! আমাদিগের আশঙ্কার অবসর ন, লর্ড রিপন বাহাদুর যে বলিয়াছেন, এ ীয়দিগের উচ্চশিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার দেশ্য নহে, তাহা বাস্তবিক না হইলেও জ কাজে ঘটিয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং য় পরিত্যাগ করিলেই এ দেশীয়দিগের উচ্চ া অধঃপাতে যাইবে। অতএব কমিশনের ট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা দান কার্য্য হইতে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব ত্যাগের পরামর্শ না দেন এবং মিউনিসি- লটীর স্কন্ধেও শিক্ষাদান-কর্তৃত্বভার সমর্পণ না ন। এ স্থলে আমাদিগের মনে একটী প্রশ্ন বার ইচ্ছা হইল; মিউনিসিপালিটীর উপরে শিক্ষাদান কার্য্যের ভার সমর্পণ করা হয়, আর ারা যদি টাকা দেন, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে শিক্ষা ক্ষে যে ব্যয় দিতেছিলেন, সে টাকায় কি হইবে? মেণ্টের ত সে টাকা বাঁচিয়া গেল। সে টাকা জমা থাকিবে? না, স্বদেশে প্রেরিত হইবে? বা অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হইবে?

মদের খোলা ভাঁটি একটী কৌতুকের কথা।

ভারতবর্ষের প্রতি যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহ ছে, ভারতবাসির মঙ্গলে যাঁহার হৃদয়ে উল্লাস ও ঙ্গলে বিষাদ জন্মে, তাদৃশ সহৃদয় পরিণামদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই দিন দিন ভারতে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হইতেছেন। আমরা ৮ ই ফেব্রু- য়ারির কলিকাতা গেজেটে মদের খোলাভাঁটি সংক্রান্ত উত্তর প্রত্যুত্তররূপে লিখিত কয়েকখানি পত্র প্রচারিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ মিসনরি ইভান্স সাহেবই ঐ পত্র- গুলির প্রধান কারণ। তিনি মুঙ্গেরে মাতালের দৈন- ন্দিন সংখ্যা বৃদ্ধি দর্শনে দুঃখিত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে একখানি আবেদন করেন। তিনি বলেন "হিন্দুজাতি মাতাল নয়, ২৬ বৎসর গত হইল, আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আমি প্রথমে বাজারে প্রায় মাতাল দেখি নাই, কিন্তু এখন আমি এমন বাজার ও গ্রাম দেখিতে পাই না যেখানে মাতলামী দেখিয়া ব্যথিত হইতে না হয়। কিন্তু যদি সুরার প্রবল স্রোত এইরূপে আর কিছু- কাল প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ আশঙ্কা জন্মি- তেছে, চীনদেশীয়েরা যেমন অহিফেন সেবন করিয়া জড়বৎ হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসিরাও তেমনি মত্ততারূপ গাঢ়পঙ্কে নিমগ্ন হইবে।"

ইভান্স সাহেব বলেন, খোলাভাঁটী মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তিনি আর এক কথা বলেন, খোলা ভাঁটিতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কা ভমিকা ও ধুতুরা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি খোলা ভাঁটিতে প্রস্তুত করা মদের দুটী বোতল পাঠা- ইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরীক্ষা করাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই। ফলতঃ ইভান্স সাহেবের সব কথা সপ্রমাণ হয় নাই। সপ্রমাণ না হউক, বঙ্গ- দেশীয় গবর্ণমেণ্টের জয়লাভ হউক, কিন্তু একটী প্রশ্ন এই, দ্রব্য সামগ্রী শস্তা হইলে যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? একটী বাজারে পাঁচ জন দোকানদার আছে, যে দোকানদার সামগ্রী শস্তা দেয়, তাহার দোকানের কি খরিদদারের ভিড় হয় না? অল্প পয়সায় রেল- ওয়েতে যাতায়াত হয় বলিয়া কি আরোহির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই? মদ শস্তা হওয়াতে যে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এটী প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহার কোন ক্রমেই অপলাপ করা যাইতে পারে না। খোলা ভাঁটি হওয়াতে মদ যে শস্তা ও অনায়াস লভ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যেথা সেথা স্বল্প মূল্যে মদ পাওয়া যায় বলিয়া আমরাই দেখিতে পাইতেছি পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামের মধ্যে দুই এক জন মাতাল ছিল, এখন প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুই এক জন মাতাল হইয়াছে।

যাহা হউক দেশের এ অবস্থা একান্ত শোচনীয়, এ দেশে সুরাপানে কিছুমাত্র উপকার নাই, প্রত্যুত বিপুল অপকার। এ দেশে সুরাপানে শরীরের ব মনের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, বরং যার পর নাই অবনতি হয়, অপকার হইবার প্রধান কারণ এই এ দেশীয়দিগের আহারীয় দ্রব্য অতি বৎসামান্য, তাহাতে প্রায় পুষ্টিকর পদার্থের সম্পর্ক নাই বিশেষতঃ ইতর লোকেরা যে আহার করে তাহাতে জীবন ধারণ হয় এই মাত্র। সেই আহারের সঙ্গে তীক্ষ্ণবীর্য্য সুরা একত্র সমাবেশ হইলে সুরা সেই ভুক্ত পদার্থের বলকারিতা নষ্ট করিয়া যে কেবল ক্ষান্ত হয় তাহা নয়, শরীরের ধাতু পর্য্যন্ত ভক্ষ করিয়া ফেলে এই কারণে আমরা সচরাচর দেখি তেছি এ দেশের সুরাপায়ীরা দীর্ঘজীবী হয় না মদ্যপায়ীর মন যে বিকৃত হইয়া যায় তাহার বিশ কারণ আছে। এ দেশ উষ্ণপ্রধান এখানকার লোকের বিষয়াসক্তি প্রবল, সুরা বিষয়ে আসক্ত করিবার একটী প্রধান কারণ, আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যাহারা সুরায় আসক্ত হয় তাহারা সুরা সেব নের মাত্রা স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, যেম উহার মাত্রার দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি শরীর ও মনের মাত্রারও হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় বিশেষতঃ এ দেশের অধিকাংশ লোক অকর্ম্মা, অকর্ম্মা দলের যাহারা সুরাসক্ত হয়, তাহারা দি রাত্রিই সুরাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্র দিনই তাহাদের জীবনিশক্তি হ্রাস হয়, মন ও একা বিকৃত হইয়া উঠে। অতএব শরীরের, কায়ের অর্থের, নিয়ম অনিষ্টকারী বিষম শত্রু সুরা সেবনে ক্ষুধিমার যাহাতে সঙ্কোচ হয়, আমাদের দয়া ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের তাহা ক একান্ত আবশ্যক। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে সময়ে যদি এই সুরা সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণে কোন সদুপায় করা না হয়, শীঘ্র ভারত উৎ যাইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদে প্রার্থনা এই, খোলা ভাঁটী বন্ধ করিয়া দিয়া হউ মদের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া হউক, আর অন্য উপ অবলম্বন করিয়া হউক, সুরা সেবনের প্রাদুর্ভা নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থানে যে এক কৌতুকের কথা বলিয়া লিখিয়াছি এখন পা সেই কৌতুকটী দেখুন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বা কর্ম্মচারিদিগের অধিকতর আগ্রহবশতঃ মু প্রভৃতি স্থানে খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ না হয়, তিনি তাহা উপায়বিধান করিবেন। পাঠক! এটী কি কৌ কের কথা নয়? ঘরে সাপ ছাড়িয়া দিয়া বি আগুন দিয়া যদি গৃহস্থকে বলা যায় যে তো গৃহ মধ্যে সচ্ছন্দে থাক যাহাতে কোন অনি

। আমরা তাহার চেষ্টা করিব এ কথা বলা যেরূপ
খোলা ভাঁটীর নিয়ম করিয়া যাহাতে খোলা ভাঁটীর
সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, এবং তজ্জনিত অনিষ্ট না ঘটে
লেফটেনেন্ট গবর্ণরের এই বাক্যটীও সেইরূপ হই-
ছে। কর্ম্মচারিদিগের অত্যাগ্রহ বশতঃ যখন
খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে
কর্ম্মচারীর অত্যাগ্রহ ঘটিবে না, এবং খোলা
ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, তাহার প্রমাণ কি?
দের অনুগ্রহ ভাজন হইব বলিয়া, কর্ত্তার অভি-
প্রায় (সে অভিপ্রায় বাস্তবিক না হইলেও) অনু-
মান করিয়া অধীন কর্ম্মচারীরা প্রায়ই নিয়মাতিরিক্ত
কার্য্য করিয়া থাকে, এ কথা কি মিথ্যা? যে জাতি
দেশীয় প্রজার অহিফেন সেবনে উৎসাদ দশা
দর্শন করিয়া অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে
উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জাতীয় গবর্ণমেন্ট মিল প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া প্রজার সুরা সেবনে উৎসন্ন দশা দর্শনে যদি
উদাসীন হইয়া থাকেন, তাহার পর ক্ষোভের
বিষয় আর কি আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায়।

ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত
হইয়াছে। এতদ্দেশীয় হতভাগাদের দুর্দ্দশা যে
কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এখন আমরা কিছুই স্থির
করিতে পারিতেছি না। অন্ন বস্ত্রের কষ্ট যে অব[illegible]
হইতে পারে তাহা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ এক প্রকার
স্থায়িক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভারতবাসি-
গণ ধনৈশ্বর্য্য চাহি না, বেশ ভূষা চাহি না, তাহারা
সকল সাধ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যত
দিন জীবনটা থাকিবে তত দিন কিছু কিছু ভোজন ত
চাই? সামান্য ভোজ্যোপকরণের বা
সংযোগ কি প্রকারে হয়, তাহাই কঠিন সমস্যা
হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত রাজপুরুষেরা
উপযুক্ত পথ অবলম্বন না করুন, কিন্তু তাঁহাদের
চেষ্টার ত্রুটি নাই; ইংরাজ রাজার শাসনাধীনে যোগ
আমরা কতকগুলি নূতন সৃষ্টি দেখিলাম। দুর্ভিক্ষ
কালে পূর্ব্বে নৃপতিরা প্রজাপুঞ্জের কত দূর আনু-
কূল্য করিতেন বলিতে পারি না। হিন্দু
রাজারা প্রজার কষ্ট দেখিলে যে নিরুদ্বেগে থাকিতেন
না, তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ দৃষ্ট হয়। তদা-
নীন্তন বিশ্বাস মতে প্রথমেই ত দৈবানুষ্ঠান হইত;
তাহার পরে অন্নহীন প্রজাকে অন্নদানও করা হইত;
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ
প্রপীড়িতদের সাহায্যের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত হইত
না, এমন অনুমান হয়। এটী ইংরাজ রাজত্বে
বিশেষ নূতন দেখিতেছি।

আমাদের জ্ঞানে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে
দুর্ভিক্ষে নিতান্ত অল্প লোকের মৃত্যু হয় নাই।
১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ১০০০০০০ দশ লক্ষ
লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই
প্রদেশে ৫২৫০০০০ বাহান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
লোকের মৃত্যু ঘটে। এই দুটী দুর্ভিক্ষে প্রয়োজনা-
নুরূপ আয়োজন ছিল না, তজ্জন্যই অসংখ্য অসংখ্য
লোক যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে এবং অসংখ্য
অসংখ্য লোক অন্ন বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।
কিন্তু গবর্ণমেন্টের কোন কার্য্যের ত্রুটি হয় নাই;
দুর্ভিক্ষ প্রকাশ পাইলেই আমাদের মহাশয় গবর্ণ-
মেন্ট অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে
কিছু কৃপণতা করেন নাই। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে
নিরন্নদিগের আনুকূল্যে এবং রাজস্ব ক্ষমা করায়
সাকল্যে ১৫৩৬১৬০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।
মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের ব্যয় ১১১৯৪৩৭০০ টাকা পড়িয়া-
ছিল। এত অর্থ রাশি দিয়াও ব্যয়ানুরূপ উপকার
হইল না, বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটিল, তজ্জন্য
গবর্ণমেন্ট যার পর নাই সাতিশয় ভাবিত আছেন।
ইহার প্রতিকার উপায় কি সকলেই তাহা চিন্তা
করিতেছেন।

প্রকৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিলে এক কালে তাহার নিবারণ
করিবার কোন উপায় নাই; দুর্ভিক্ষ এক বার
করাল মুখব্যাদান করিলে কতকগুলি লোককে
নিশ্চিত গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে বিপত্তি অপরি-
হার্য্য। তবে যাহাতে দেশ একবারে জনশূন্য
হইয়া না যায়, পূর্ব্ব হইতে যত্ন করিলে এই উপকার
সাধিত হইতে পারে।

দুর্ভিক্ষে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু ঘটিবার দুটী
প্রধান কারণ আছে; প্রথম প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে
কি না, প্রথমাবস্থায় তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন;
সুতরাং অন্নকষ্টে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইলে তখন
সকলের চৈতন্য হয়। এদিকে তন্নিবারণের উপায়
করিতে করিতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান জনশূন্য হইয়া
পড়ে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে
গবর্ণমেন্ট অন্ন দান করিতে থাকেন, তখন ১০।১৫
দিনের অনাহারী ব্যক্তি শোণিত-লোলুপ পশুর ন্যায়
অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া ভোজন করিতে থাকে;
মরা অন্ত্রে খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া দ্বিগুণতর অনিষ্ট করে।
আমরা স্বচক্ষে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের যে
প্রকার ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, বলিব কি?—পাষাণ
হৃদয় ও তদ্দর্শনে স্থির থাকিতে পারে না।

উপরে মৃত্যুর যে দুটী কারণ কথিত হইল, প্রায়
সর্ব্বত্র উহা বর্ত্তমান দেখা যায়। কেবল
১৮৭৪ সালে বেহার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে ঐ দুটী
কারণ বিদ্যমান ছিল না। তৎকালে বিচক্ষণ
সদাশয় মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে সর্ব্বকার্য্য ন্যস্ত
ছিল; রাজার পুণ্যে রাজ্য রক্ষা পায়; তিনি [illegible]
হক দুর্ভিক্ষের লক্ষণ পূর্ব্বাহ্ণেই বুঝিতে পা[illegible]
তৎপ্রতিকারের উপযুক্ত উপায় করিতে লাগি[illegible]
অতএব অনাহারে প্রায় কাহারও মৃত্যু হইল [illegible]
উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে প্রথম হইতেই মহা গোল চ[illegible]
লাগিল। স্থানীয় প্রজাগণ অন্নকষ্টে দুর্ভি[illegible]
আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন, [illegible]
তৎপ্রদেশীয় রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের ক[illegible]
কর্ণপাতও করিলেন না। দুর্ভিক্ষ হইবে না এ[illegible]
কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহারা নিরুদ্বেগ চক্ষু মু[illegible]
করিয়া রহিলেন। পরিশেষে যখন দুর্ভিক্ষ চতু[illegible]
অধিকার করিয়া বসিল, পথে ঘাটে সহস্র [illegible]
লোক অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ ক[illegible]
লাগিল, কলিকাতায় সহস্র সহস্র লোক প[illegible]
করিয়া আশ্রয় লইল, টাকা দিয়া কটকের বা[illegible]
এক মণ চাউল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল,—[illegible]
দিনে রাজপুরুষেরা তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া [illegible]
লেন,—"এ কি?—সর্ব্বনাশ রাজস্ব আদায় ক[illegible]
কাহার নিকটে?" তখন রিলিফ কার্য্যের মহা [illegible]
ধুম পড়িয়া গেল। উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রেল ন[illegible]
অর্থ ব্যয় করিলেও শীঘ্র প্রচুর খাদ্য তথায় [illegible]
হইবে সে উপায় ছিল না; আবার এক কালে [illegible]
লক্ষ মণ চাউল বা কোথায় মিলিবে। সে ব[illegible]
সকল স্থানেই চাউল অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছি[illegible]
কলিকাতা হইতে এককালীন অধিক চাউল [illegible]
করিলে তথায় দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত। সুত[illegible]
সত্বর প্রচুর চাউল ক্রয় করিয়া তাহা বিপন্ন স্থা[illegible]
প্রেরিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল, তন্ম[illegible]
অসংখ্য লোক উদর জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিল।

এই সমস্ত কারণের পর্য্যালোচনা করিয়া আ[illegible]
দেখিতেছি, যথার্থ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হই[illegible]
সতত দুইটী বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব[illegible]
প্রথম, এমন কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ[illegible]
যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের আগমন পূর্ব্বাহ্ণে অনায়াসে বুঝি[illegible]
পারা যায়। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষ নিবারণের নি[illegible]
সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যাঁহারা দুর্ভিক্ষে[illegible]
আমূল অবস্থা দেখেন নাই, তাঁহারা মনে করি[illegible]
পারেন,—দুর্ভিক্ষের আসন্ন উপস্থিতি বুঝিতে কি[illegible]
কষ্ট নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সক[illegible]
দুর্ভিক্ষের আগমন অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় ন[illegible]
অনেকে মনে করিতে পারেন, অজন্মা হইলেই দুর্ভি[illegible]
ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। এ[illegible]
প্রদেশে অজন্মা হইলে অন্যত্র ফসল জন্মিতে পা[illegible]
কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য থাকিতে পারে তাহা[illegible]
দুর্ভিক্ষ হয় না। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এ[illegible]
বৎসর শস্য উৎপন্ন না হইলে, দুর্ভিক্ষের কে[illegible]

শঙ্কা হয় না। কিন্তু কলিকাতার প্রচুর নিকটে
া জন্মিলেও পূর্ব্বাঞ্চল এবং রাঢ়ে অজন্মা হইলে
া অনর্থপাত ঘটে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ জানিবার নিমিত্ত সম্প্রতি
র্ণমেণ্ট অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর মত
রাছিলেন। আমরা দেখিতেছি তন্মধ্যে কেহই
পরামর্শ দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন
জন্মা হইলে খাদ্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য হয়, তাহা
লে সাধারণ লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়,
তরাং দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ
হ স্থির করিয়াছেন,—গ্রাম্য কুকুর ক্ষীণকায়
রা পড়িলে অচিরে দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে। কেহ
ক আবার একটী কৌতুককর নিদর্শনের উল্লেখ
রিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, স্বল্প বেতনে লোকে
র্য্য সাক্ষ্য দিলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক স্থানে অজন্মা
লে অন্যত্র দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে। অতএব
জন্মা দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে। আবার শস্যের
া বৃদ্ধিও দুর্ভিক্ষের কারণ হইতে পারে না। চাউ-
র কত মূল্য বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা
ইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। শ্রীযুক্ত হণ্টর
হেব তদীয় গেজেটিয়রে লিখিয়াছেন যে, টাকায়
ট সের কিম্বা দশ সের চাউল বিক্রীত হইলেই
ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এ নির্দ্দে-
ও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কারণ সচরাচর
তি মণ চাউলে ২ দুই টাকা লাগিতেছে; সে
ল ৩ তিন টাকা লাগিলেই দরিদ্রলোকের ঘোর
হয় এবং তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়।
বার ৩।০ সাড়ে তিন টাকা মূল্য হইলে তদপেক্ষা
ঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরও কষ্ট হইবে; ৪ চারি
কা মূল্য হইলে যাহারা তদপেক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি
হাদের কষ্ট হইবে। ৫।০ টাকার অদ্ধ মণ চাউল
লিলে, কাহারও ভাণ্ডারে দৃক্পাত থাকে না, কাহারও
ক্ষে তাহা মহার্ঘ্য এবং কাহারও পক্ষে তাহা দোষ
কের এবং অন্যের পক্ষে তাহা [illegible] সুতরাং
কের পক্ষে যাহা দুর্ভিক্ষ, অন্যের পক্ষে তাহা নহে;
তএব শস্য মহার্ঘ্য হইলেও সহজে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত
তে পারে না; এমন একটী সহজ অথচ স্পষ্ট উপায়
বন করিতে হইবে যদ্দ্বারা প্রকৃত দুর্ভিক্ষের
বরূপ অগ্রেই জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে, এবং
ভাবের কতদূর সীমা তাহাও বোধগম্য হইবে।
রূপ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়বীয় উত্তাপের
া বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ এমন একটী সদুপায়
বলম্বন করা আবশ্যক যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের ও প্রাখর্য্য
নীত হইতে পারে। অ মরা এ স্থলে একটী অনা-
সসাধ্য উপায়ের উল্লেখ করিতেছি, তদ্দ্বারা উপ-
রের উল্লিখিত উভয়বিধ অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ প্রত্যাশা
আছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধান ফণ্ডে যে টাকা সঞ্চিত
হইতেছে তাহাতে প্রতি জেলায় সাধারণের হিতোপ-
যোগী কিছু কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান রাখা কর্ত্তব্য,
যথা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার, ভরাট পুষ্করিণী খনন,
জঙ্গল কর্ত্তন ইত্যাদি। নর্দ্দামা এবং জঙ্গল পরি-
ষ্কার করিলে দেশের ম্যালেরিয়া অনেকাংশ বিনষ্ট
হইবে, মাঠের পুরাতন ভরাট পুষ্করিণী খনন করিলে
ম্যালেরিয়া বিনাশ এবং কৃষিকর্ম্মের সুবিধা হইবে;
এই দুটী উপকার গেল। অতঃপর দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ
বুঝিবার উপায় দেখুন:—দেশে মজুরদিগের যে
প্রকার চলিত বেতন আছে, এই সমস্ত কার্য্যে তদ-
পেক্ষা এক আনা কম বেতনে লোক নিযুক্ত
থাকিবে। যে যে স্থানে শ্রমজীবিদের প্রচুর কর্ম্ম
মিলে তথায় অল্প বেতনে তাহারা কখনই গবর্ণমে-
ণ্টের কার্য্য স্বীকার করিবে না। অতএব এই রিলিফ
কার্য্য বিভাগে যখন লোক থাকিবে না, কিম্বা অল্প
সংখ্যক মজুর আসিয়া কার্য্য স্বীকার করিবে তখন
দেশে দুর্ভিক্ষ নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু
দুর্ভিক্ষের সময় সকলেরই কষ্ট হয়, সুতরাং সে
সময় মজুরদের প্রচুর কর্ম্ম মিলে না; তাহা-
দিগকে আলস্যে দিন যাপন করিতে হয়।
কটকের দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই কেবল "পেট
ভাতায়" চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। যে স্থলে
মাসিক তিন টাকা বেতন এবং অন্ন বস্ত্র দিয়া
চাকর মিলে না, সে স্থলে কেবল উদরান্নে
তুষ্ট; তাই বলিতেছি, দুর্ভিক্ষ ঘটিলে চলিত বেতন
অপেক্ষা এক আনা কম কেন, বার আনা কমে লক্ষ
লক্ষ লোক গিয়া রিলিফে কর্ম্ম স্বীকার করিবে।
অতএব দুর্ভিক্ষের আগমন বুঝিবার কতদূর সুবিধা
হইল দেখুন। যখন লোকের অন্নকষ্ট ছিল না
তখন অল্প বেতনে এক জনও কর্ম্ম স্বীকার করে
নাই। যখন লোকের কিছু কিছু অন্নকষ্ট হইল, দুই
চারি জন আসিয়া কর্ম্ম স্বীকার করিল। ক্রমে যখন
অল্প বেতনে অনেকেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল,
তখন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিত বুঝিলেন যে, দুর্ভিক্ষ ঘটিবে।
এই মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষ পরিজ্ঞানের [illegible]
গবর্ণমেণ্ট মজুরের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই
আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বুঝিয়া পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইতে
পারিবেন। যে পরিমাণে মজুর বৃদ্ধি হইবে,
মেণ্টও সেই পরিমাণে সাবধান হইবেন, রিলিফ
কার্য্য বাড়াইতে থাকিবেন এবং চাউলের সংযোগ
করিবেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে গবর্ণমেণ্ট এই সহজ
ও সারবান পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, অনায়াসে তাহা
হইলে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিবেন এবং
তাহাতে এক জন মনুষ্যেরও প্রাণবিয়োগ হইবে না
এই উপায়ের আরও কত ফল দেখুন, দুর্ভিক্ষের সময়
অনেক টাকা নানা বিষয়ে বিফল নষ্ট হয়, দেশময়
একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া যায়, সে সমস্ত কিছু
ঘটিবে না; অথচ ধীরে ধীরে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে
অতএব পথ ও বাঁধ নির্ম্মাণ, জঙ্গল কর্ত্তন, নর্দ্দাম
পরিষ্কার, ভরাট পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে লো
নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত উপকার
হস্তক্ষেপ করুন, সকল দিক রক্ষা হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর।

এই রূপ জনরব যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ শীঘ্র
কলিকাতায় আসিবেন। পাঠক! বোধ করি জা
আছেন, এই পুণ্যাত্মা ভারতবর্ষের এক জন প্রধা
নরপতি; তাঁহার প্রজাবৎসলতা দেখিলে সুপ
রামরাজ্য আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ভূপালে
মহারাণী সাজেহান বেগম, এবং জয়পুরের ম
রাজ স্বর্গীয় রামসিংহ প্রজাপালন দ্বারা ভারতব
মহৎ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহা
কোন ক্রমে ত্রিবাঙ্কুর রাজের সমকক্ষ নহেন।
মহাত্মা যথার্থই প্রজাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশে
প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ইনি অনাথের আ
দীন হীন দরিদ্রের পালক। আজ প্রসঙ্গ ক্র
ক্রমে আমরা ত্রিবাঙ্কুরের কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য বিব
নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

এই রাজ্য পুরাতন কেরল রাজ্যের অন্তর্গ
পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে এইস্থা
উপনীত হন। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ শূন্য দে
তথায় দ্বিজাতির বাস ছিল না। কেবল কৈ
জাতি সেখানে বসতি করিত। পরশুরাম তদ্
নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের সূত্র পরাইয়া কৈবর
দিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিলেন। তজ্জন্য আমাদে
শাস্ত্রে একটী বচন আছে যে, কেবল ব্রাহ্মণেরা বৃ
স্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রণ
করিবে না। ধীবরেরা ব্রাহ্মণ হইল, আর ত ম
ধরিতে পারিবে না, তবে তাহাদের জীবনযা
নির্ব্বাহের উপায় কি? —ইহাই ভাবিয়া পরশুর
সমুদ্রকূলে উপবিষ্ট হইয়া একখানি সূর্প জলে নিক্ষে
করিলেন, সূর্পখানি যতদূর গিয়া পড়িল সেই পর্য্য
স্থল হইয়া গেল। মতান্তরে পরশুরাম কুঠারনিক্ষে
করিয়া তথায় স্থলের সৃষ্টি করেন। ঐ ভূমি ত
ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, উহা বোম্বাই নগরে
দক্ষিণ হইতে কুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইদানীং উহ
মধ্যে কালিকট কোচীন এবং ত্রিবাঙ্কুর আছে
ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের শেষ ভাগ। পূর্ব্বে সীমা
পশ্চিমে আরব সমুদ্র, দক্ষিণে সিংহল এবং উত্

বোলপুরের মহাজনদিগকে কলিকাতায় চাউল ...ম দিতে হইলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ...ন দিবস মাল রেল গুদামে না রাখিলে আর এক ...র ট্রেণ পাওয়া যায় না। আমরা আশা করি ...ওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একবার এখানকার মহাজন- ...র দুরবস্থা দর্শন ও মোচন করিয়া সাধারণকে ...কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

এখানে বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে মহাজনেরা ...ই অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা জিজ্ঞাসা ..., তামসিক আমোদে এই টাকাগুলি ব্যয় ...করিয়া যদি সেই অর্থ দ্বারা অনাথ বালকদিগকে ...া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাহাতে অধিক- ... ফল লাভের আশা নাই? আমাদের দেশে ...ইয়ারি পূজা উপলক্ষে তামসিক আমোদে যে ... ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা বেশ একটী কাপড়ের কল ...য়াসে হইতে পারে।

বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট সার্প নামে যেমন, কর্ত্তব্যেও ...নি দেখা যাইতেছে। তাঁহার ধারে মাছি ...ট বলিলেই হয়। তিনি ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারী- ...গর যথেষ্ট অপমান করিলেন, আবার নির্দ্দোষ ...য়া প্রতিপন্নও হইলেন। লর্ড উইলিক ব্রাউন ...র অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষ্য ...া তাঁহাকে দোষী বোধ করেন নাই। ... সাক্ষ্য যেরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা ...ট বিবেচনা সহকারে বিচার করিলে নিতান্ত ...ষণা বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, ...গালীর দুর্ভাগ্য বশতই হউক অথবা অন্য কোন ...ষয় কারণ আছে বলিয়াই হউক শ্রীমন্ত বাবুর ...ল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলু ককবার্ন ...ি ছুটী লইয়াছেন) পর্য্যা সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

..., টি লইড উড়িষ্যা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে- ... হইলেন কিন্তু কটক সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

...পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণ ...দ ঘোষ ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

...নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীন- ... সরকার, নওয়াখালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ...লেক্টার বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজি- ... ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত ১৮৭০ অব্দের ...আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ওয়ার্ণান সাহেব ১৯ এ ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর ৩ দিন, ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন মজুমদার ১ লা হইতে ২১ দিন, হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু এচ পেজ ১ লা মার্চ্চ হইতে দুই মাস ২৪ দিন ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা গত ১৩ ই ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর আবার ২ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ম্যাগুইয়ার সাহেব চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

কটকের অন্তর্গত যাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, সারোর প্রতি ৩১ এ জানুয়ারি যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ে বদলী করা হইয়াছে।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, আর লায়েল সাহেব কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

তমলীন প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি ষ্টিভেন্স কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ম্যাকলিন সাহেব ২ রা মার্চ্চ হইতে ৮ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি বিটন বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় ১০ আইন অনুসারে ফরিদপুর জেলায় কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে পদ- ফোর্ড ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর এম, ওয়ালার ১ লা মার্চ্চ হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিবার আদেশ পাইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গোবিন্দ সাহেব ৫৫ দিন বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এস গ্রীনামণ্ডল নাটোরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এফ, জে রো অতিরিক্ত ৩ মাস, প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টানি সাহেব আগামী ২৩ এ মার্চ্চ হইতে ২ বৎসর, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ ষ্টাক সাহেব ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

কটক র‍্যাভেন্স কালেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু লক্ষ্মীনারা- য়ণ দাস কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল ১ লা হইতে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন।

হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা হইতে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, সি ফৌজদারী আইনের ৫২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ... ...নাথ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ...

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার লইড সাহেব ... শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রমথনাথ মজঃফরপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হই... কিন্তু প্রায় হাজিপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বি, এল ময়মনসিংহের মুন্সেফ হই... কিন্তু প্রায় ইসলামপুরেই থাকিবেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু ... নাথ মজুমদার ৪ মাস বিদায় প্রাপ্ত হওয়াতে নদীয়ার ... রাণাঘাটের মুন্সেফ বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মেদিনীপুরের ... সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু ... মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত ১ মাস ও মাণিকগঞ্জের প্রথম ... বাবু নীলমাধব রায় ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী ২৭ এ মাঘ ১২৮৮।

কয়েক দিন হইল হেমন্ত বিদায় লইয়া গে... মলয় মারুত আসিয়া বলিল বসন্ত আসিতে... আবার আজ দুই দিন হইল হিমালয়ের পালিত ... নকে সহায় করিয়া হেমন্ত ফিরিয়া আসিয়া... পতের প্রকৃতি বোঝা ভার, তবে ভরসা এই ... চাতুরী চিরদিন থাকে না।

এখান কার কালেক্টারি, ফৌজদারি ও দেও... আদালতের গৃহ সমস্ত সংস্কার হইতেছে। ... প্রায় মাসাবধি দেওয়ানী আদালত ও স্থান... মান ছাড়া হইয়াছিল, গত কল্য হইতে প্রকৃ... হইয়াছে। নব জজের কাছারি উঠিয়া কালেক্... নূতন ঘরে বসিয়াছিল। আমাদের হুগলীর ছোট ... না কি দুর দুর করিয়া আমলাদিগকে তাড়াইয়া ... ছিলেন। লেখাটা মিটিয়া গেল। জজ বাহাদুর ... লোক, তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গালিদের ভাবনা ... আমাদের মত লোক হইলে গাছ তলা সার হই... পাঠক মহাশয় বোধ হয় ছোট লাট নাম শু... চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখ... জেলায় জেলায় এমন কি প্রত্যেক আপীষে, ... নহে, পাড়ায় পাড়ায় ছোট লাট বড় লাট। আ... বালক কালে শুনিতাম, স্বদেশে একজন বড় সা... আছেন। এখন দেখিতেছি বড় সাহেব সকল ... আছেন।

পূর্ব্ব ভারত ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সা... হইতেছে। হুগলীতে বড় ধুম পড়িয়া গিয়া... স্থানে স্থানে পতাকা উড়িতেছে, সাহেবেরা ... ছুটী করিতেছেন। হুল স্থুল ব্যাপার। ভাগীর... উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণ হইবে। পূর্ব্ব ভারত ... গতিতে (ইংরাজি S আকারে) চলিবার মধ্য...

পার হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার সহিত নৈকট্যেতে
কাৎ করিবেন। কাহার উল্লাস, কাহারও সর্ব্ব-
। যাহাদের বাটী ঘর ভাঙ্গা পড়িবার সম্ভাবনা,
হারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। কি বলিব
ক নাই, নচেৎ মনের সাধে গুণ গাইতাম।
ীকির লেখনীতে হনুমান একটী সেতু বন্ধন
য়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর
াদের রেলওয়ে কোম্পানী কত সেতু বাঁধিতে-
, আজ ভারতে বাল্মীকি নাই কে গাইবে?

চুচুড়ার কলেজ এবার বিশেষ যশোলাভ করি
। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উৎকৃষ্ট
হইয়াছে। ব্রাঞ্চ স্কুলের ফলও নিতান্ত মন্দ
তবে যত দূর আশা ছিল তাহা হয় নাই। অপ-
র বিদ্যালয়গুলি ভূইফোড়, কলেজের বাটী
মেত হইতেছে, তজ্জন্য কলেজের অধীন স্কুল
াগ বারিকে উঠিয়া আসিয়াছে, আর কলেজের
ী গুলি কষ্টে স্বষ্টে সেই খানেই মাথা গুঁজিয়া
ছ।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ভাটপাড়া গ্রামে ঠাকুর
শয়দিগের বাটীতে সে দিন সংস্কৃত বেণীসংহার
কাভিনয় হইয়া গিয়াছে। টোলের ছাত্রেরা
নেতা। শুনিলাম অভিনয় উত্তম হইয়াছিল,
শষতঃ ভীম, দুর্য্যোধন, ও যুধিষ্ঠির সুন্দর হই-
ল। ইংরাজি সভ্যতার ঢেউ সকল্রে লাগিয়াছে।

সুবর্ণপুর ও মোল্লাবেলিয়ার সংবাদ।

" নানাবিধ উৎকট রোগে পল্লীগ্রামগুলি যতই
শঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ততই শৃগাল,
ঘাদি, হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব হইতেছে। প্রায়
মাস হইতে সুবর্ণপুর, ঝাগুলি ও অন্যান্য
ন ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে।
ঘ্র অনেক গুলি গোরু ও ছাগল মারিয়া ফেলিয়াছে।
ষ্যের প্রতি অদ্যাপি কোনরূপ অত্যাচার করে
। সুবর্ণপুরের ঢুলিয়ারা (ইতরজাতি বিশেষ)
টী বাঘ মারিয়াছে, তথাপি ব্যাঘ্রের উৎপাত
নাই। গ্রামগুলি যেরূপ ভীষণ জঙ্গলে আচ্ছন্ন,
াতে লোকে যত্ন না করিলে যে ব্যাঘ্র শীঘ্র শীঘ্র
কল পল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে,
বা প্রাণে বিনষ্ট হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই।
ম্যালেরিয়াদি দুরন্ত রোগে কাহার এমন ক্ষমতা
ছে, যে ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখ যাইয়া তাহাকে
ড়াইয়া দিবে? সকলেরই প্রায় " চাচা আপনা
চা " হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় স্থানীয়
পুটী মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা না পাইলে উপায়া-
নাই।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শনে এখানে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি গ্রামের অবস্থা দেখিয়া ও ব্যাঘ্রের অত্যাচার শুনিয়া জঙ্গল কাটিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ভীষণ জঙ্গল নিবন্ধন যেমন হিংস্র জন্তুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি পরিষ্কৃত বায়ু রোধ জন্য অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মিতেছে। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে অনেক দিকে মঙ্গল হয়।

এতদঞ্চলে ভাল রাস্তা ঘাট নাই, ইহা আমরা বহু দিবস হইতে বলিয়া আসিতেছি। আপাততঃ আমরা রাস্তা চাই না। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শন করিয়া পানীয় জলের অবস্থা সম্ভবতঃ দেখিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি কোন উপায়ে নিদাঘতাপে তাপিত পিপাসার্ত্ত গ্রামবাসিগণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যেই যমুনা পা চালিয়াছেন। অনেক স্থানেই ইহার মধ্যে জল শুষ্ক হইয়া গেল।

দেউলীতে গবর্ণমেণ্ট একটী বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এখন সেই বিদ্যালয়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ৫। ৭ কি ১০ টী মাত্র বালক সেই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে। এই সামান্য মাত্র বালকের জন্য একটী বিদ্যালয় রাখা কর্ত্তব্য নহে। ইতি মধ্যে নদীয়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর এখানে বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন যদি তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্য বা (এড্) কুরুমবেলিয়া বসন্তপুরের স্কুলে প্রদান করেন, তাহা হইলে এখানে একটী বিদ্যালয় হইয়া অনেক বালকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। শুনিলাম তিনি ঐ এড্ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যত শীঘ্র দেন ততই মঙ্গল।

মোল্লাবেলিয়ার জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটী গোরু আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসটী ঠিক মনুষ্যের মত। লোকে বলিতেছে, " গোরুর উদরে মানুষ জন্মিয়াছে।" তাহার বর্ণ মশকের ন্যায়। গাত্র লোমহীন। মস্তক গোল মনুষ্যের মত, বৃদ্ধের ন্যায় দাড়ি গোঁপ। পুচ্ছ হীন, আদৌ পুচ্ছের চিহ্ন নাই। পা চারি খানি অতি ছোট। তন্মধ্যে সম্মুখের দুই খানি, পশ্চাতের দুই খানি অপেক্ষা অতি ছোট, ঠিক মনুষ্যের হস্তের ন্যায়। তবে অঙ্গুলি ছিল না। পা জোড়া, অল্প খুর আছে, বলিয়া বোধ হয়। এই

সামান্য খুরের চিহ্ন ব্যতীত তাহাকে গো বৎ
আর কোনই চিহ্ন ছিল না। বিস্তর লোক এই অ
বৎসটী দেখিতে আসিয়াছিল; বোধ করি নি
কোন মিউজিয়াম্ থাকিলে বিলক্ষণ পয়সা হই
এ গাঁজাখুরি গল্প নহে; আমরাও স্বচক্ষে এটী দে
য়াছি। কালে কালে কতই হইতেছে।

এখানকার অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের অদ্যা
পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও নূতন জর দুই এক
হইতেছে, পুরাতনের ত কথাই নাই। পুর
রোগীর পক্ষে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত সমুদয়ই অন্ধ ব্য
দিবরাত্রির ন্যায় সমান।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বি
শ্রেণীর বালকগণের বেতন তিন টাকা এবং তৃ
ও চতুর্থ শ্রেণীর দুই টাকা ইত্যাদি পর্য্যায়
র্ধার্য্য করিয়া রীতিমত আদায় উশুল করা হইতে
এই অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধি করায় সামান্য বেত
কেরাণীদিগের বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা বি
বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আমরা ভরসা
শিক্ষাবিভাগের ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবি
মনোযোগ করিয়া বেতন কমাইয়া দিয়া সাধার
বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। বিশে
ন্যায্য বিচার করিলে এ স্কুল এত উৎকৃষ্ট নহে
তিন টাকা বেতন দেওয়া যাইতে পারে। এ ব
এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল পাঁচটীর
একটী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সাহেবপুরের উন্নতিবিধায়িনী সভার অধি
ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শয় সম্প্রতি এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি
দিন মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় " গৃহস্থ
ধর্ম্মসাধন " সম্বন্ধে একটী সরল ও আর্য্যভাব
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর দিন জামা
নেটিভ ইনিষ্টিটিউসন হলে একটী সুদীর্ঘ ইং
বক্তৃতা করেন। সকল ধর্ম্মাপেক্ষা সনাতন
ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করা বক্তার প্রধান
ছিল। সাধন সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উদার ও
ভাব পূর্ণ প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি
তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্
উপসংহার কালে তিনি আগ্রহের সহিত
ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করেন
কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সংস্থাপিত ভা
আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যের সাহায্যার্থ
লেই সহস্র হউন। যে মহাত্মা তৎসভার সভা
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্য এ

ব বহুব্যয়জনক ও শ্রোতৃবর্গের বিরক্তিকর হইয়া
তিনি লোক হাসাইতে সক্ষম হলে না দণ্ডায়
হইলেই ভাল হইত।

সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের দাতব্য সভা
শত দুঃখীকে আহারীয় ও ১৬০ জন কুষ্ঠ রোগ-
অন্ধ খঞ্জকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। সম্পাদক
ক্ত বাবু সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা
করণের সহিত সাধুবাদ প্রদান করি।

মজঃফরপুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যো-
ায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় ৩৫ টাকা
পুস্তকালয়, বঙ্গীয় পাঠশালা ও দাতব্য সভা
ইতে যথোচিত দান করিয়াছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কার্য্য
ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্ন-
ত মত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।
বার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীশ্রীমন্নারায়ণ, শ্রুতি, স্মৃতি,
পুরাণাদি সহ ৮ সরস্বতী দেবীমূর্ত্তির
হয়, তৎপরে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বালক-
সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গ এবং অন্যান্য সকলে
ত্রিত হইয়া সমস্বরে বাগ্‌দেবীর স্তোত্র পাঠ
ক দেবী চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। এই
রের মনোহর দৃশ্যটী প্রত্যেকের হৃদয়ে ভক্তির
র করিয়াছিল। মধ্যাহ্ণে ব্রাহ্মণ ভোজন ও
হ্ণে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে
লপুর, জামালপুর এবং পাটনা প্রভৃতি স্থান
হইতে ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণ আসিয়া যোগ
করিয়া হরিগুণ গানে মত্ত হইয়াছিলেন।
রা মুঙ্গেরের প্রধান প্রধান রাজবর্ত্ম অতিক্রম
া সন্ধ্যার সময় আর্য্য সভায় প্রত্যাগমন করেন,
পরে সায়াহ্ণে ৮ সরস্বতী দেবীর আরতি হয়।
ই মাঘ অপরাহ্ণে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার"
কবর্গ এবং অন্যান্য সুজনগণ পতাকা হস্তে
লিত হইয়া দেবী মূর্ত্তি সহ শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ
রতে করিতে বড় বাজার চক ও মুঙ্গেরের অপরা-
প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার সময়
চারিণী ঘাটে প্রতিমা বিসর্জ্জন করেন। ১৪ ই
অপরাহ্ণে প্রায় ৩।৪ শত দরিদ্রকে যথাসাধ্য
করা হয়। ১৫ ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যার পর
কদিগের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধি-
শন হইয়াছিল। সভায় প্রথমতঃ বালকগণ কয়ে-
ী নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করে। তৎপরে
ার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও কয়েকটী প্রবন্ধ
ঠ হইলে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন "পিতা মাতার
লকগণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য" এই
য়ে একটী বক্তৃতা করেন। ১৬ ই মাঘ অপ-
হ্ণে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাধিবেশন হয়। সভায়

অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।
পণ্ডিতগণের প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শাস্ত্রার্থ বিচার
হইলে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গকে পারিতোষিক
বিতরণ করা হয়। তৎপরে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
"সংস্কৃত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ
বক্তৃতা করেন। ১৭ ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণে সদালোচনী
সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ১৭ ই মাঘ
রবিবার অপরাহ্ণে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অধি-
বেশন হয়। এই দিন সভা অতি রমণীয় বেশ
ধারণ করিয়াছিল। সভার ভক্তিদের বেশ দর্শনে
সকলের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল।
প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত মিশ্র দ্বারা যাজ্ঞ-
বল্ক্য সংহিতার ব্যাখ্যান হইলে, সভার কার্য্য সম্পা
দক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী মহাশয়
দ্বারা সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ হইল।
তদনন্তর ধর্ম্ম প্রচারক পত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক "মহা
সমুদ্র মন্থন" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা হয়। বক্তা
উপরি উক্ত বিষয় বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে অতি সুন্দর-
রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য-
বিন্যাস এবং প্রত্যেক ভাব অভিনব বলিয়া বোধ
হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে স্তোত্র পাঠ
শ্রীশ্রীশ্রীমন্নারায়ণের আরতি ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ী, অম্লউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র র এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

বর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় কারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া ন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-ণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, উন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৮০ আনা। নগদ বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
বিজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা সহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ১॥০ । পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন ক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে শ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-বিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৫০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৫০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

ষড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১।০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রসংশাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যাইবে।

জামালপুর নিউমেডিকেল হলে উহা প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বা-পৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক-ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ১৪ স

টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

ও সপুর ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ি
খোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারী
দৌর্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত
ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ
ক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়
রো নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিষ্ফ
ছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমা
ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই
রোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

তি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।
এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ
পীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা
বিত ক্ষত এবং শরীরের যে কোন কারণে শো
ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পাকা
রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি
শিশিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে
যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পার
র করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন
ন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্
র অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের বাব
শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরের উক্ত মহদাকৃতি
* দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং
গাঁচরণ পিড়ুরির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

অজয় নদের পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের কষ্ট।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের দয়ালু নাএব
র বাহাদুর কৃষ্ণনগর ও বীরভূম জেলার সাংক্রা
জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ কমিশন নিযুক্ত করিয়া
স্থমহৎ হিত সাধনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বঙ্গ-
বাসিগণের চির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন,
হ নাই। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার সংক্রান্ত
স্থ অজয় নদের উত্তর কূলবর্ত্তী প্রজাগণের দুর-
র কারণ অদ্যাপি তাঁহার দৃগোচর না হওয়া-
বোধ হয় তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই,
স্থানের জনগণের নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে
ব।
অজয় নদের বাঁধ নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়া
গঙ্গাসাগর সঙ্গমের ন্যায় বহু শাখা প্রশাখা দ্বারা
নিম্ন ভূমিগুলি এককালে জলমগ্ন করে। বহুকাল
হইতে অজয় নদের উত্তর প্রান্তের বাঁধ জমিদার
বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক বহু ব্যয়ে
প্রস্তুত হইয়া প্রতি বর্ষে বর্ষা সময়ে তাহার
সংস্কার হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির
লুপ লাইন নামক রেল পথ প্রস্তুত হইবার কাল
অবধি এই বাঁধের প্রতি ক্রমশঃ যত্নের ত্রুটি হইতে
থাকে এবং রেলপথ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্থানে
স্থানে নির্দ্দিষ্ট জল নিকাশের জন্য বাঁধ কাটিয়া
দেওয়া হয়। মেরামত না হওয়াতে কালক্রমে বাঁধ
ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া গিয়া এক্ষণে সহস্র ভাগে পরিণত
হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নদীর জলপ্লাবন
আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত ঐ সকল ভাঙ্গা
দ্বারা জল নির্গম হইয়া সেই ভগ্ন পথগুলি বহু শাখা
প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ন্যূনাধিক ৬।৭ ক্রোশ দীর্ঘ
এবং ২।৩ ক্রোশ প্রশস্ত ভূমি জলমগ্ন করিয়া রাখে,
এই কারণে ধান্য ও ইক্ষু উভয়বিধ শস্যই যৎসামান্য
রূপে জন্মিতেছে। সুতরাং অন্য ব্যবসায় বিহীন
কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের দরিদ্রতার বৃদ্ধি পাইতেছে।
অপর পক্ষে ভূমি জলমগ্ন থাকায় নানা জাতীয় উদ্ভিদ
ও কীট পতঙ্গাদি বহুবিধ জীবজন্তু পচিয়া প্রদেশ-
টীকে সাংক্রামক জ্বর আদি নানা পীড়ায় জনশূন্য
করিতেছে। ইতাগ্রে একবার এই সাংক্রামক জ্বরে
সন ১২৭৮ হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মানব
অকালে কাল কবলিত হইয়াছে, তৎকালে স্থানীয়
মাজিষ্ট্রেট মেটকাফ সাহেব চিকিৎসার এবং
পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া উৎসন্নদশাগ্রস্ত স্থানটীর
বহুতর দরিদ্র রোগীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।
তদ্বিবরণ স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ
আছে। মধ্যে কয়েক বৎসর বন্যার প্রাদুর্ভাব না
থাকায় স্থানটীর স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে শুধরাইয়া
আসিতেছিল বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে ভয়ানক
বন্যা হইয়া জীর্ণ বাঁধটীকে শত সহস্র স্থানে ভগ্ন
করিয়া বহু ধারাবাহী করিয়া দিয়াছে। ভাদ্র মাস
গত হইতে না হইতেই ১২৭৯।৮০ সালের তুল্য
সাংক্রামক জ্বর উৎপন্ন হইয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত অসংখ্য
মানবকে সংহার করিয়াছে ও করিতেছে। ভাদ্র
আশ্বিন মাসে যখন প্রথম সাংক্রামক জ্বর হইতে
আরম্ভ হইল, তখন দীন দুঃখীগণ দেশীয় অশিক্ষিত
ডাক্তার নামা যমদূতগণকে যাহার যেমন ছিল অল-
ঙ্কার অথবা তৈজসপত্র বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া
তাহাদের অর্থলালসা পূর্ণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কূপো-
দক মিশ্রিত চিরতা অথবা লাহার জল ও দুই এক
পুরিয়া সিনকোনা প্রাপ্ত হওয়াতে অত্যল্পকাল স্থায়ী
জ্বর বিরাম গ্রহণ করিল, তৎপরে সপ্তাহ মধ্যেই জ্বর
দ্বিগুণতর বেগে পুনরাগমন করিল সেবারেও যে
বাগে চালিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল রোগী নি
পায় হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া য
তেছে। দুর্ব্বল দেখিয়া তাহার উপর ওলাউঠা
আক্রমণ করিতেছে। পীড়া সম্বন্ধে ত এই গে
আবার একমাত্র জীবনোপায় কৃষি, বন্যায় জ
তাহার ভূমির সারভাগ উর্ব্বরা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ধুই
লইয়া যাওয়ায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎ
যৎসামান্য শস্য জন্মিয়াছে। জলমগ্ন ভূমি
কোন স্থলে চারি আনার অধিক শস্য জন্মে না
তাহাও আবার কৃষকদিগের পীড়া নিবন্ধন অ
ভূমির ধান্য এ পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই, ধান্যের ভাগ
অনেক সুলভ। ভূম্যধিকারীগণ প্রতি বি
খেলাপে চারি আনা করিয়া সুদ গ্রহণ করিতেছে
তজ্জন্য রাজস্বে ও সুদে তুল্য হওয়াতে অ
মৌবাব প্রজা দলে দলে বর্ত্তমান মাসে সধা
জমী জমায় ইস্তফা দিতেছে। উপরে যতগু
কষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, ইহার মূল অ
নদের বাঁধ পূর্ব্ববৎ রক্ষা না করা। নদের উ
কূল বীরভূমের অধীন নাকুলিপুর ও বর্দ্ধমান জে
কেতুগ্রাম থানার এলাকাধীন ন্যূনাধিক এক
গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমরা স্থা
ভূম্যধিকারিগণকে এতন্নিমিত্ত বহুদিন হইতে অ
নয় বিনয় করাতেও কি জানি নদের জল নির্গ
সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিয়ৎপরিমাণে পাছে
ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করেন, এই আশ
তাঁহারা নীরব ও নিশ্চিন্ত আছেন। একা
ভরসাস্থল দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট। এ জন্য বিন
সহিত নিবেদন যে অন্ততঃ তাঁহারা একবার উপ
ন্যায়বান্ রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা স্থানটীর উ
হইবার কারণ অনুসন্ধান করাইয়া যাহা উচিত
তৎবিধান করেন।

কুলাইগ্রাম, থানা কেতুগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান কান্দরা পোষ্ট	বিপদাপন্ন প্রজাগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে
(শত্রু না মিত্র)

আমাদের বিজ্ঞ বন্ধুবর বাবু ভগবতীচরণ
২৬এ পৌষের সোমপ্রকাশে আমাদের প্রতিবা
উত্তর প্রদান করিয়াছেন। দেখিলাম তিনি
ভীত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এত
হইবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম
আমরা আমাদের প্রতিবাদপত্রে ইহাই নি
ছিলাম যে "যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈ
নিক রীতিতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্র
করিতে না পারিবেন তাঁহারা হিন্দুসমাজের

মিত্র নহেন, এবং এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা নিঃশেষিত হইবে ততই ভারতের মঙ্গল।" দের এরূপ লেখাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে আমরা অভিনব সংস্কারকদিগকে যমালয়ে প্রেরণ বার বাসনা করি? বন্ধুবরকে আশ্বাস দিবার আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমরা ীরে সংস্কারকদিগের জগৎ হইতে বিলুপ্ত হই- কামনা করি না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অকল্যাণ নোদ্দেশে যে প্রবৃত্তিরূপা এক বিতীয় সংস্কারিকা ক তাঁহাদের শরীরাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে াহই নিঃশেষ হওয়ার কামনা করিয়াছিলাম । আশা করি ভগবতী বাবু আমাদের কথায় াস করিয়া নিশ্চিন্তচিত্ত হইবেন।

এবার ভগবতী বাবু আমাদের বড় বিপাকে লিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কতকগুলি কূট প্রশ্নের তারণা করিয়া আমাদিগকে ঘোর বিচারজালে ীকৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার াই কেন অভিপ্রায় থাকুক না আমরা তাঁহার ও প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। যে বিষয় য়া আমাদের আলোচনা চলিতেছে তাহার সীমা- য় পদবিক্ষেপ করিতে পারি এমন অবকাশ আমা- র নাই, সুতরাং ভগবতী বাবুর আশা পূর্ণ করিতে রিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

ভগবতী বাবুর প্রশ্নগুলির মধ্যে দুইটী প্রশ্ন মাদের আলোচনার বিষয় বলিয়া স্বীকার করি, ই দুইটী প্রশ্ন এই "(১) একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম চারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু কেন? (২) আর্য্য- াস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে? রীতি অনুসারে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন হিন্দু- মাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি ?" আমরা এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিবার ূর্ব্বে প্রথম প্রশ্নটীর সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই যে ামরা ইহার উত্তর প্রমাণসহকারে আমাদের পূর্ব্ব ্রেই দিয়াছি, যদি আর কিছু শুনিতে চান তাহা ইলে অবধান করুন। কি জন্য অর্দ্ধ শতাব্দী ইতে আমাদের অভিনব একেশ্বরবাদিরা অর্থাৎ াহ্মেরা বহু চেষ্টা ও বহু আয়াস দ্বারা তাঁহাদের অভিনব মত প্রচার করিয়া এবং অকৃত্রিম প্রেম ও মিত্রতা দেখাইয়া ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের মন আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না? আমরা ইহার এই উত্তর দিতে পারি যে হিন্দুরা নানা কারণে ব্রাহ্মদিগের মিত্রতাকে শত্রুতার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হিন্দু বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁহাদের চির সেবিত প্রিয় আর্য্য- ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অত্যাজ্যশ্রু কিশোর বয়স্ক সন্তান সন্ততিগণের অকস্মাৎ উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া ভীত হন এবং ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন যে ব্রাহ্মেরা চাকচিক্য কাচের প্রলো- ভন দেখাইয়া তাঁহাদের নির্ব্বোধ সন্তানদিগকে অাপাততঃ কাঞ্চনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়াছেন এবং কিছু দিন বাদে দেখিলেন যে শাস্ত্র- বেত্তা সংস্কারপ্রণীত পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শন করিল, আবার দিনকতক বাদে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া সামাজিক সংস্কারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পর কি হইল পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। "কুসংস্কারি" জনক জন- নীর ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া সংস্কারক মহাশয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মবন্ধুদিগের বাসাবাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া হিন্দু কেমন করিয়া অভিনব একেশ্বরবাদিদিগকে এক জন মিত্রের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়, ব্রাহ্ম একে- শ্বরবাদিদিগের "পৌত্তলিকতার" উপর ঘৃণা এবং উহাকে একটী "ভয়ানক" পাপ জ্ঞান করিয়া উহার প্রতি সাধারণের অনাস্থা জন্মাইয়া দেওয়া হিন্দু- সমাজের প্রতি একটী ভয়ানক শত্রুতার কার্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতা" ধর্ম্মসাধনের একটী অনিবার্য্য ফল। যত দিন মনুষ্য জড় জগতের শক্তির আঘাত প্রতি- ঘাতের মধ্যে একটী ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় ইত- স্ততঃ করিবে যত দিন তাহার বুদ্ধি জড় জগতের সীমাতিক্রম করিয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ না করিবে, যত দিন না মনুষ্য সমাধিস্থ হইবে তত দিন তাহার "পৌত্তলিকতার" হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা কোথায় আমরা দেখিতেছি অভিনব একে- শ্বরবাদিরা বা ব্রাহ্মেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপা- সনা প্রণালীকে এতদূর ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কার্য্যে পুষ্পাদির প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মমন্দিরের উদ্যানের পুষ্প দান করিয়া কৃতার্থ করিতেও সঙ্কুচিত হন, পাছে ঘোর নরক সদৃশ "পৌত্তলিকতাকে" প্রশ্রয় দিয়া ভগবানের নিকট অপরাধী হন সেই জন্য বোধ হয় এই প্রকার নির্ম্মল বুদ্ধি তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে অনেক সাধনা করিয়া লাভ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু বলুন দেখি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুরা কেমন করিয়া এই সকল বিচিত্র একেশ্বরবাদি- দিগকে মিত্র শ্রেণীতে গণ্য করিতে পারেন? তৃতীয়, জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে এক ভ্রাতৃভাব সূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিনব একে- শ্বরবাদিদিগের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে গুণগত জাতি- ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইল, কিন্তু গুণের সম্মান উপেক্ষা করা হয় নাই। এখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সমূহ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। হিন্দু- ... প্রাধান্য স্থাপনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ, এখন জাতিভেদ গুণগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বিভিন্ন জাতি সকল পরস্পরের অন্ন ভোজনে সম্পূ ... চিত কিন্তু গুণের সম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে এখন এক জন নীচজাতি সাধুত্ব লাভ করিলে সকল প্রকার উচ্চ জাতির নিকট তাহার যথোচিত সম্মান হইয়া থাকে, এমন কি হিন্দুসমাজ দেব তুল্য সম্মান দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। যত দিন গুণা ... অভিমানাদি প্রবৃত্তি চির প্রশমিত না হবে ... দিন জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই অভিমান ও ঘৃণা ... পৃথক জাতিভেদ প্রথা সত্তায় ও উন্নতবস্থায় আছে ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে আপনার বিদ্যমানতা ... পরিচয় দিয়া থাকেন। গুণগত জাতিভেদ প্রথা কোন জাতির নিকটেই অনাদৃত নহে, এবং আমরা উহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি, কিন্তু একেশ্বরবাদিরা ... তাহাই রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে ... না তাহার প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ... গত জাতির সৃষ্টি করিবার জন্যই বিশেষ তৎপর ... পরস্পরের গুণ গরিমার অনুসন্ধানে বিরত ... এবং সাধু ও অসাধু বিবেচনা না করিয়া যেন ... চারির ন্যায় যথেচ্ছা অন্ন ভোজনে কি একই উ ... রতা ও ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা হয়? হিন্দুসমাজ ... এই প্রকার কল্পিত স্বাধীনতা ও উদারতার আ ... দেখাইয়া ভ্রমণচেতা হিন্দুসন্তানগণের মন আক ... করাতে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদিদিগকে মিত্র শ্রে ... মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। ভগবতী ... উহাও জানিবেন যে উদারচেতা হিন্দুসমাজ ... নির্যাতন সহ্য করিয়াও এখন অভিনব একেশ্বর ... বা ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, এখন ... সমস্ত কষ্টভোগাদি করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কুলো ... যজ্ঞোপবীতত্যাগী ব্রাহ্মের জন্য হিন্দুসমাজ ... দ্বারোদ্ঘাটিত দেখিতে পান, এখনও অন্যান্য জা ... ব্রাহ্মেরা অসবর্ণ বিবাহাদির অনুষ্ঠান বিবর্জ্জিত হই ... অনায়াসে সামান্য কষ্টভোগাদির অনুষ্ঠান ক ... হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন। গো খা ... মহম্মদ এবং গো ও শূকর খাদক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ... দুই বিজাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকা ... করাতে এবং অনেকটা জাতীয় ভাবের ধর্ম্মাবে ... নার রীতি থাকাতে হিন্দুসমাজ এখন এই উ ... অধিকার হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত করেন নাই।

ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন "আর্য্যশাস্ত্রানু ... দিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে, সে

...সারে ইতিপূর্ব্বে কখন কেহ হিন্দুসমাজ মধ্যে ...পাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না? "এই ...শ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা ভগবতী বাবুকে ...না রাখিতেছি যে আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞা... ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অতি ...বিষয়, ইহা এখন পর্য্যন্ত যোগিদিগের মধ্যে ...পরম্পরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল মুমুক্ষু ...জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যোগী মহাত্মাদিগের নিকট ...ত্ব স্বীকার করিলেই গূঢ় তত্ত্বের অধিকারী ...ত পারেন নচেৎ অন্য কাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ...তী বাবু বোধ হয়,অবিদিত নাই যে জড় জগতের ...মনুষ্যদেহের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন ...মনুষ্যের মনোপ্রকৃতির উপরও জড় জগতের ...বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আধিপত্য করিয়া ...ক। পুরাতন আর্য্যঋষিগণ এই প্রকার সম্বন্ধের ...ত্ব বুঝিতে পারিয়া মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে ...মিত সাধন মার্গে নিয়োজিত করিবার জন্য ...প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশলের সৃষ্টি করিয়া ...ছেন। তন্মধ্যে উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ...রূপে কিছু বলিতে চাই। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু... ...র শাস্ত্রজ্ঞ কৌলিক গুরুগণ বৈজ্ঞানিক সাধন ...র অনভিজ্ঞতা বশতঃ নিজ নিজ শিষ্যদিগের ...কনিষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রের ...শিক্ষা নয় যে সাধক তাঁহার সাধনার প্রথম ...পানেই চিরকাল দণ্ডায়মান থাকিবেন, তিনি ...সাধন-তত্ত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ ...বার অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণই আছে, কেবল ...শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর দুর্ব্বলতা দোষে অনেককে এই ...অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সাধকের ...স্থির ও চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন ...ই সমস্ত সাধন তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য। এই ...প্রণালী সাধন করিবার উদ্দেশে সাধককে ...বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করিতে ...আমরা ইঙ্গিতে ভগবতী বাবুকে কয়েকটী ...তত্ত্বের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। যদি তাঁহার ...বিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকে, আমরা তাঁহাকে ...গীতা শ্রীমদ্ভাগবত পাতঞ্জল ইত্যাদি যোগ ...সকল পাঠ করিতে বলি, আর যদি তাঁহার ...বার এবং কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা ...তবে তাঁহাকে হিন্দু হইতে হইবে এবং কোন ...তত্ত্বজ্ঞ উন্নত মস্তককে অবনত করিয়া সদ্গুরুর ...অনুসন্ধান করিতে হইবে, গুরু ব্যতীত সাধনতত্ত্ব ...জানিবার আর অন্য পন্থা নাই।

...ন্দ্রিয় ও মনকে দমন করাই সাধনা। ...চারি প্রকার (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক ...এক মাত্র নিত্যবস্তু আর সকলি অনিত্য এইরূপ বুদ্ধি। (২) ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম জন্য ফল-ভোগেচ্ছায় নিবৃত্তি। (৩) শমদমাদি সাধন অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়কে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আর ইন্দ্রিয়দিগের বাহ্য বিষয়ের আস্বাদ নিবৃত্তি। (৪) মোক্ষেচ্ছা। ইহাদিগের অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে যথা উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা। এতদ্ভিন্ন যোগ সাধন করিবার আর অষ্টাঙ্গ পন্থা আছে যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে ইহাদিগের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। এই সকল সাধন তত্ত্ব গুরু, শিষ্যকে প্রথমাবস্থাতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাণায়াম, ও সায়ং সন্ধ্যায় ইহার অনেক অভ্যাস আছে। গুরুরাই আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম প্রচারক, কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তাহাতেই ভারতে এত অমঙ্গলের সূত্রপাত হইয়াছে।

উপসংহারকালে আমি ভগবতী বাবুর নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আজ চারি মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যদি ভগবানের ইচ্ছায় কিছু সবল হই, তাহা হইলে পুনরায় ভগবতী বাবুর সহিত সোমপ্রকাশ স্তম্ভে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মুঙ্গের)
২৪ এ মাঘ ১২৮৮

শ্রীভবতীচরণ ঘোষ।

(বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা)

আগামী ২০ এ ফাল্গুন শুক্রবার,২১ এ ফাল্গুন শনিবার ও ২২ এ ফাল্গুন রবিবার, "বোয়ালিয়ার ধর্ম্ম সভার" ষোড়শ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে।

১। ২০ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হইয়া প্রথমতঃ নগর সংকীর্ত্তন, তৎপরে বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ হইয়া, দিবা একাদশ ঘটিকার সময়ে সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা ৩ই প্রহর দুই ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রথম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

২। ২১ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হইয়া দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্য... ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে...

৩। ২২ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হই... দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার হই... সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর ... ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্য... নিম্নলিখিত চতুর্থ ও পঞ্চম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখি... প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যা... পর সভারম্ভ হইয়া সভার বার্ষিক আয় ব্যয় ও কা... বিবরণ পাঠ এবং সমাগত নানা দেশীয় পণ্ডিত... রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী জনম... লীর সহিত একবাক্যে সভার উদ্দেশ্য সাধনে... বিশেষ উপায়াবধারণ হইয়া পণ্ডিতগণের বিদায়... ঈশ্বর গুণানুবাদাত্মক সঙ্গীত হইয়া সভা ... হইবে।

৪। যে পাঁচ বিষয়ে শাস্ত্রিক ও যৌক্তিক ... গর্ভ বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে তাহা এই...

১।—ভক্তির এবং তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ কি? ঐ... ন্তিক ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানে কোন বিশেষ অ... কি না? যদি থাকে, তবে মুক্তির প্রতি সাক্ষা... কারণ কে?

২। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহ... তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়... এবং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইত্যা... শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বর মনু... গণের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তবে কি নিমিত্ত মনুষ্য... পাপপুণ্যভাগী হয়?

৩। সর্ব্বশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব সত্ত্বেও উপাস... উপাসকের এবং উপাস্যের ভেদ হইবার কারণ কি...

৪। পুণ্যবান্ এবং পাপিষ্ঠ উভয় ব্যক্তি... কাশ্যাদি মরণে তুল্য ফল হয় কি না? এবং গ... সলিল দ্বারা পবিত্রীকৃত শূদ্রান্ন দ্বিজাতির ব্যব... কি না?

৫। মুক্তি কয় প্রকার? তাহার স্বরূপ ও ... কি?

৫। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল বিষয়ে প্রথমতঃ ... স্থিত কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ঢ... ময়মনসিংহ, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বিক্রম... মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চব্বিশপর... পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় ও ... জেলার পণ্ডিত মহাশয়গণ, তদনন্তর ধর্ম্মানু... অন্যান্য মহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃ... কারী মহাশয়গণ কেহ বাচনিক বক্তৃতা করি... তাহা লিখিত প্রদান করিতে হইবে।

৬। কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাশয় প্রস্তাবিত ... বা সমুদায় বিষয়ে বক্তৃতা সহকারে লিখিয়া ...

য বা অন্য প্রকারে প্রেরণ করিলে সভা তাহা
র গ্রহণ ও সভায় পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করিবেন।
৭। যিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক
বন, তাহা সম্পাদককে জ্ঞাপন করিতে হইবে।
দক বিবেচনা পূর্ব্বক বক্তার আসনে উপবিষ্ট
ইবেন।
৮। এই উৎসবোপলক্ষে যে সকল মহোদয়কে
ত্রণ করা হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের
তনিধি গ্রাহ্য হইবে না এবং অনুরোধ করি যে,
ত মহাশয়গণ ২০এ ফাল্গুনের পূর্ব্বে বোয়ালি-
উপস্থিত হইবেন। রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য
হোদয়গণও স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন, সভার
টী একান্ত অভিলাষ।
৯। নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত রাজা, জমিদার,
ঢ্য ও বিদ্বান মহাত্মাগণ নইপায় হিন্দুধর্ম্মের
তিকল্পে ধর্ম্মাত্মগণ বশতঃ এই কার্য্যের ব্যয়ানু-
ার্থ যিনি যে পরিমিত দান করিবেন, যে সুযো-
ই হউক, তাহা আমার সমীপে "বোয়ালিয়া
সভা" ঠিকানায় পাঠাইবেন। সভা তাহা সাদরে
ণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন।
১০। এই উপলক্ষে যিনি যে দান বা অন্য
কার সাহায্য করিবেন এবং যিনি যে বিষয়ে যেরূপ
তৃতা করিবেন, তাহা এবং সভার আদ্যোপান্তিক
রণ সকল "হিন্দুরঞ্জিকা" নাম্নী সভার সাপ্তাহিক
াদ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।
১১। প্রস্তাবিত তিন দিবসে সভার উদ্দেশ্য সমু
বিষয় সম্পাদিত হইতে না পারিলে, এই
যোপলক্ষে আরও এক বা ততোধিক দিন সভা
তে পারিবে।
১২। এতদতিরিক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক বা উদ্দেশ্য-
ক কোন নিয়ম করা প্রয়োজন হইলে, অধ্যক্ষ
ের অনুমত্যানুসার সর্ব্বদাই তাহা হইতে
িবে।
১৩। সুযোগ হইলে দীন দরিদ্রগণের উপকার
মত্ত বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করা হইবে।

৭এ মাঘ শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয়
১২৮৮ সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

৯ই ফাল্গুন সোমবার।

বগুড়ার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেব ও গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি।

পর্ব্বত সত্য সত্য প্রসব বেদনা পায় না এবং
সত্য তাহার মূষিক সন্তান হয় না। এ ব্যাপা-
রটী যে কি, তাহা বগুড়ার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারি-
দিগের সহিত তত্রত্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহে-
বের যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে,
তাহা স্পষ্টরূপে আমাদিগের ও পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম
করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি
ককরেল সাহেবের পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংকীর্ত্তন-
কারিরা যখন সার্প সাহেবের বাসস্থানের নিকট
দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সার্প সাহেব ব্যাপা-
রটা কি জানিবার নিমিত্ত এক জন লোক পাঠাইয়া
দেন। লোক জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে
পারিল না, তাহার কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না।
জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার পর পুলিস সব ইনস্পে
ক্টরকে ডাকিলেন, সংকীর্ত্তনকারীদিগকে পুলিস
লাইনে লইয়া যাইতে বলিলেন। সাহেবের অভি-
প্রায় এই, তিনি স্বয়ং তথায় গিয়া এ বিষয়ের তথ্য
অবগত হইবেন। তাহার পর যখন তিনি শুনিলেন,
এটী একটী ধর্ম্মোৎসব এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
ও এক জন মুন্সেফ তন্মধ্যে আছেন, তখন তিনি
তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি পূর্ব্বে
ইহার কোন বৃত্তান্ত জানিতেন না এবং সংকীর্ত্তন-
কারিরা যে পাশ লইয়াছেন, তাহা তিনি অবগত
ছিলেন না। পুলিস সব ইনস্পেক্টর প্রথমে সংকী-
র্ত্তনকারিদিগকে সার্প সাহেবের বাটীতে তাহার পর
যে পুলিস লাইনে লইয়া যান, সেটী তাঁহার ভ্রম
নিবন্ধন ঘটিয়াছিল।

সার্প সাহেব নিজে এই কথা কহিয়াছেন।
অতএব তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন
কারণ নাই। তাঁহার বাক্যে আমরা অবিশ্বাস
করিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বাক্য যেমন সরল
ভাবের, কার্য্যটী তেমন সরলভাবের হয় নাই,
তাহাতেই যত গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি যদি
সরলভাবের কাজ করিতেন, তাহা হইলে সংকী-
র্ত্তনকারিদিগকে তাঁহার বাটীতে ও পুলিস লাইনে
লইয়া যাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। তাঁহার
প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাগত হইলে পর তিনি
পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে পাঠাইয়া তাঁহার জিজ্ঞা-
সিতব্য যাবতীয় বিষয় সহজে জানিতে পারিতেন,
এবং সংকীর্ত্তনকারিদিগকে দায়মোলে আসামীর
ন্যায় এক নিমেষের নিমিত্তও পুলিস লাইনে আটক
করিয়া রাখিতে হইত না।

আমাদের অনুমান হইতেছে, প্রকৃত ঘটনা এই,
সার্প সাহেবের প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাগত হইয়া
আসিলে তিনি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া
কুপিত হন। তাঁহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে।
অতএব তাঁহার সেই অবমানের পরিশোধ লওয়া
দুষ্কর নয়। তিনি সুচতুর লোক। সংকীর্ত্তনকা
দিগকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পুলিসলাইনে আ
রাখিয়া কৌশলে সেই অবমানের পরিশোধ ল
লেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এ অভিসন্ধিটী বুঝে
নাই, আমাদের এমন বোধ হয় না। বোধ
রাজনীতির অনুরোধে তাঁহারা ইহা বুঝিয়াও বুঝে
নাই। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সে র
নীতি কি?

যে কোন উপায়ে হউক, রাজকর্ম্মচারিদিগ
এ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা
রাজনীতি। গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব এই, রাজক
চারিদিগকে যদি এদেশীয়দিগের আক্রমণ হ
রক্ষা করা না হয়, তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা
হইয়া উঠিবে। সেই রক্ষা কার্য্য সম্পাদনার্থ
ন্যায়ে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

এস্থলে আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে দুই এ
বক্তব্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এ
প্রশংসনীয় নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব
হয়। যে কোন উপায়ে হউক, গবর্ণমেণ্টের
পথ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলকে
পথে প্রবর্ত্তিত রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের
আইন, এত আদালত ও এত দণ্ডের সৃষ্টি।
গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি সেই ন্যায়পথ পরি
করেন, আইন আদালত প্রভৃতি সকলেরই ধ
হ্রাস হইয়া যায়।

সংকীর্ত্তনকারিদিগকে যে পুলিস লাইনে আ
করা হইয়াছিল, তাহা সার্প সাহেবের বুদ্ধিপূর্ব
করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি কি তন্নিমিত্ত
অনুযোগ বাক্যেরও ভাজন হইলেন না? গবর্ণ
ও রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি প্রজার ভয় ও
উভয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সার্প স
বের বিষয়ে যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে প্র
ভয় বৃদ্ধি হইবে বটে; কিন্তু ভক্তির একেব
লোপ হইয়া যাইবে।

উপসংহারে ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের প্র
আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে।
সাহেব যখন বলিতেছেন, তিনি সংকীর্ত্তনের
কিছু জানিতেন না এবং বিরুদ্ধ বুদ্ধিতেও সংকী
কারিদিগকে পুলিস লাইনে লইয়া যান নাই,
আর এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করা কোনক্র
বিধেয় হয় না। পীড়াপীড়ি করিলে কেবল
ভদ্রতার ব্যাঘাত জন্মিবে তাহা নয়, ক্ষমাগুণের
উদার্য্যেরও অবমাননা করা হইবে। যাঁহারা ধ
উন্নতি সাধনকল্পে যত্নবান, তাঁহাদিগের এ
গুণের অভাব একান্ত শোচনীয়।

সম্পাদকদিগের দৈন্যদশা নানা অভি-
যোগের কারণ।

আমরা পূর্ব্বে পাঠক সম্প্রদায়কে অবগত করি-
, কুলিনির্ব্বাসন আইনের দোষাদোষ বিচার
রা হিন্দুপেট্রিয়ট বিশেষ আন্দোলন করেন।
তদনুসারে প্রতিবাদ বাক্য টমসন সাহেবের
 হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবাদের স্পষ্ট যুক্তি-
তে তদীয় মস্তিষ্ক অকুশিত হইয়া পড়ে, তিনি
 কতকগুলা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। এই
রে নানা বিষয়ে দেশীয় সম্পাদকদিগকে দুঃসহ
না সহিতে হয়। ইহার প্রকৃত কারণ কি?—
রা দেখিতেছি, ভারতবাসিদের নিরতিশয় দৈন্যা
ই ইহার প্রকৃত কারণ। আমরা নির্দ্ধন, সকল
র্য্যে অক্ষম, রাজ্যের গূঢ় কার্য্যে আমাদের অধি-
 নাই, সুতরাং আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত
ভৎসিত হইতে হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক-
র স্কন্ধে অতি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে;
মেণ্টের কোন রাজকর্ম্মচারীর কিম্বা সাধারণ
কের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করিতে হইলে
ল বিষয়ের যথা তথ্য অগ্রে নিশ্চিত করা আব-
, কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন
তর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা অনুচিত।
াদপত্রের দোষগুণলেখকদিগকে যাহারা ঘোর অপ-
 বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংবাদ-
গুলি একপ্রকার বিচারালয় বলিয়া স্বীকার
রিতে হইবে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহারা দণ্ডিত
অবমানিত হইতেছেন, তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে
ঙ্কের কালি লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, জনসাধা-
র চিত্তে তাঁহাদের প্রতি একটা দারুণ কুসংস্কার
তেছে। কিন্তু বিচারালয়ে, রাজদ্বারে স্পষ্ট
াণাভাবে কেহ দণ্ড প্রাপ্ত হয় না; পাছে সহস্র
স্র দোষীলোকের মধ্যে একজনও নির্দ্দোষী লোক
ণ্ড পায়, সে কারণ বিচারকালে বিন্দুমাত্র সন্দেহের
য় হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হই-
কে। আমাদের দৈন্যাবস্থা অনুদ্যোগিতা এবং
নুসন্ধিৎসা হেতু আমরাও সময়ে সময়ে গবর্ণমে-
ক, রাজকর্ম্মচারিদিগকে এবং সাধারণ লোককে
ভিযুক্ত এবং শাস্তি বিধান করি। যদিও অনেক
য়ে বাস্তবিক আমরা অভিযোগ এবং দণ্ডবিধান
রিয়া, কাহারও মতের প্রতিবাদ করিয়া, কোন
দৃশ কার্য্যে দোষাদি দেখাইয়া যথার্থ পক্ষে দোষী
না; কিন্তু আমাদের প্রমাণ নাই, অতএব
াদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, আমরা নিরপরাধী
লেও আমাদিগকে অপরাধী হইতে হয়। বেরার
কা গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া-
, হাইদ্রাবাদের প্রতি যতদূর পর্য্যন্ত অত্যাচার
হইয়া গিয়াছে, কোন দেশে কোন সভ্য রাজার
শাসনাধীনে এ প্রকার ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ।
মুসলমানদিগকে সকলে অত্যাচারী বলেন, আমরা
বলিতে পারি তাঁহারাও কখন এমন অন্যায় অধর্ম্ম
করেন নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কিছুতেই
সে বাক্য মুখাগ্রে আনিতে পারেন না; প্রমাণ ভিন্ন
গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কে লেখনী ধারণ করিবে? ষ্টেটস-
ম্যান সম্পাদক স্বয়ং ইংরাজ, তাঁহার অঙ্গ কান্তি কুন্দ-
কলিকার ন্যায় শুভ্র, তিনি অকুতোভয়ে সকল গুপ্ত
কথা ব্যক্ত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসি-
দের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই,
সুতরাং গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে তাহার প্রমাণ
দিতে পারেন না কেবল দোষী হইতে হয়

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা-
ধ্যায়ের অমনোযোগিতা হেতু একটি অসদৃশ কর্ম্ম
হইয়াছিল তজ্জন্য মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল,
তিনি পদচ্যুত হইলেন। কিন্তু শ্বেতকায় সিবিলি-
য়ানেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া দিন দিন কত অবৈধ কর্ম্ম
করিতেছেন, খামখেয়ালী ছোট ছোট ছোকরা
সিবিলিয়ানেরা লোকের মান হরণ করিতেছেন;
কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ দোষের কারণ হয় না, কারণ
আমরা অক্ষম তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ করিতে
পারি না। সমক্ষে কোন অত্যাচার দেখিলে যদিমাত্র
তাহা ব্যক্ত করি, কিন্তু প্রমাণ করিবার উপায়
থাকে না। এইরূপে কোন অন্যায় ও অসঙ্গত
কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিবার আমা-
দের কোন ক্ষমতা নাই, তজ্জন্য আমাদিগকে অপ-
দস্থ হইতে হয়। শামনগর ষ্টেশনে ভয়ঙ্কর রেলওয়ে
দুর্ঘটনা ঘটিলে বিস্তর জীবিত লোকও গোপনে
পদ্মানদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মৃত পারিচরণ সর-
কার মহোদয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত যথার্থ বিবরণ এডু-
কেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। তদ্বিষয়ে গবর্ণ-
মেণ্টের কোন অপরাধ ছিল না; ঐ দুর্ঘটনার সবি-
শেষ তদন্ত লইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন।
কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কতদূর ক্ষীণচেতা এবং ভীরু
দেখুন, যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছিল যে,
রেলওয়ে কোম্পানী শত শত হত ও আহত আরো-
হীকে কুষ্টিয়ার সান্নিধ্যে পদ্মানদীতে নিক্ষেপ করি-
য়াছে, ইহা তাহারা সচক্ষে দেখিয়াছে কিন্তু
কমিশনরের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় সেই সকল
লোকের সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিল, তাহারা আর কোন
কথা ব্যক্ত করিল না। পাঠক! আমরা পদে পদে
গবর্ণমেণ্টকে অপরাধী করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা
স্বয়ং কিরূপ অপদার্থ, একবার তাহা ভাবুন
দেখি?

আমরা এ প্রকার হীনাবস্থ ব্যক্তি যে স্বার্থহত
না হইলে কোন অনিষ্টকর বিষয় গবর্ণমে
জ্ঞাত করিয়া দিতে পারি না। নিরালস্য
যদ্যপি আমরা স্বদেশের হিত কামনায় একাগ্রচি
রত থাকিতে পারি তবে সাহসপূর্ব্বক স
কথায় লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিব, তবে আ
দের যুক্তি ও প্রতিবাদ সসার এবং সঙ্গত
হইবে। বর্ত্তমান কুলিনির্ব্বাসন প্রস্তাবটী
উদাহরণ স্বরূপ দেখুন। সকলেই জ্ঞাত আ
আসাম, কাছাড়, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে চা-
আছে; প্রতি বৎসর তত্তৎপ্রদেশে বিস্তর
প্রেরিত হয়, এবং তাহারা তত্তৎস্থানে পশুর অ
যন্ত্রণা ভোগ করে। আসামাদি স্থানে কুলি মিল
দুর্লভ। সুতরাং বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ এবং
হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া সেই সকল অ
প্রেরিত হয়। অজ্ঞান অসহায় বিদ্যাবুদ্ধিবি
মজুরদিগকে কিপ্রকারে সংগ্রহ করিতে হই
তাহাদের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হই
এই সকল প্রস্তাব লইয়া এত আন্দোলন চলি
ছিল। আমরা যদ্যপি অন্যত্র হইতে শত শত
দাসী আনয়ন করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট
প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না, কোন প্রকার অ
বিধিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন না। চা
স্বামীরাও তদ্রূপ অনায়াসে এক স্থান হইতে স্থ
ন্তরে কুলি লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহাতে কে
প্রতিপক্ষতা করিতেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দে
লেন, কুলিসংগ্রাহক চাপড়াশীরা নানা প্র
জাল করিয়া প্রলোভনবাক্যে কুলিদিগকে ভুল
থাকে, সংকীর্ণ জাহাজে বহুসংখ্যক লোক ঠা
লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি
দেয়। গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত অন্যায়াচরণ নি
করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ
লেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য মহৎ, তা
সংশয় নাই। এই আইন বহুদিন হইতে চ
আসিতেছিল, সম্প্রতি উহার কতকগুলি
সংশোধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার উক্ত আ
হস্তক্ষেপ করেন। এখন কথা হইতেছে, কু
কষ্ট পাইয়া থাকে এ কথা সত্য, চাপড়াশীরা
লোভ দর্শাইয়া কুলি সংগ্রহ করে, তাহাও
নয়; কিন্তু এই সমস্ত প্রবাদের প্রমাণ কই
স্থলে কুলি সংগৃহীত হয়, সেখানে মাজিষ্ট্রেট
দিগকে সকল কথা বুঝাইয়া দেন, আবার
কাতায় তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বিদিত করা
তথাপি কুলিরা কি প্রকার কষ্ট পায় তাহার
প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট
সামান্য বাক্যের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে প
না। দেখুন, সমাচারেন্ চিফ্ যখন আসামে

লেন, চতুর চা-ক্ষেত্রস্বামীরা কুলিদিগকে কেমন ছর্দ্দাবস্থায় রাখিয়াছিলেন। যে কয়েক দিন হাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহারা দের উল্লাসে আনন্দোপভোগ করিতে লাগিল। নন্দস্ফূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রাওয়াহেন্ চিফ্ কুলিদের তদবস্থা দর্শন করিয়া নাম বদনে লিখিলেন যে, কুলিদের স্বাধীনতা দিনে তাহাদিগকে ক্ষেত্রস্বামী বলিয়াই বিবেচিত ল। এতদ্দেশীয় লোকেরাও কুলিদের যন্ত্রণা গ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তদ্রূপ কোন কৌশল লম্বন করিতে পারিলে তবে প্রকৃত উপকার র্শ, নতুবা পদে পদে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে বে। যথার্থ স্বদেশানুরাগিতা এবং তিতি-গুণের পরিচয় দিতে পারিলে তবে চীৎকার ও তিবাদ সফল হইতে পারে। মহারাজ যতীন্দ্র-হন ঠাকুর কুলি নির্ব্বাসন আইনের প্রতিবাদ রিলেন, কিন্তু একটীও গুরুতর প্রমাণ দিতে রিলেন না। যদি তিনি ভুক্তভোগী কতকগুলি লির দ্বারা যাবতীয় বিসদৃশ বিবরণ প্রকাশ করিতে রিতেন তবে তাঁহার প্রতিবাদ বলবত্তর হইত। মরা তাই বলিতেছি, যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে কগুলি ভদ্রলোককে কুলি সাজাইয়া চা-ক্ষেত্রে রণ করিতে হয়, তাঁহারা তথাকার যথাবৎ সমস্ত পার চাক্ষুস দেখিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট ব্যক্ত রিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আর জ্জিত হইতে হয় না। এই প্রকার সকল কাজেই যোগীতা, তিতিক্ষা এবং অনুরাগ আবশ্যক য়। অন্যান্য দেশে অত্যাচার; ও কার্য্যের অনু-বা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনবান্ লোকেরা ক একটা সভা করিয়া থাকেন; তাহার দ্বারে নানা কার সৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে ই প্রকার কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে গুরুতর র্য্যাগুলি সম্পন্ন হইবে না।

চী দেশের উন্নতি।

চীনদেশের উন্নতি প্রায় ভারতবর্ষের মত কূপো-ক সদৃশ স্থির ভাবে আছে। সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ; কন নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিতে কাহারও অভিলাষ ই। তবে আমাদের অপেক্ষা চীনবাসিরা নানা য়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। হারা ব্যবসায়ের অনুরোধে সর্ব্বত্রই গমনাগমন রিয়া থাকে। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই স্থলে চীনবাসিদের গতিবিধি নাই। আমেরি-য় ইহাদের সংখ্যা বৎসর বৎসর এত অধিক য়া পড়িতেছে যে, কোন কোন স্থানের লোক হাদের আগমন বন্ধ করিবার কল্পনা করিতেছেন। আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। চীনদিগের সর্ব্বত্র গতিবিধি আছে বটে, তাহাদের জাতি বিচার নাই। তাহারা সকলেই নিরতিশয় পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ এবং তাহারা স্বাধীন জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির ফল তাহারা কিছু মাত্র প্রাপ্ত হয় নাই। অত্যল্প কাল মধ্যে জাপান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, চীনেরাও এত দিন পৃথ্বীতলে একটী মহা পরাক্রম-শালী জাতি হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু ঘোর আত্মাভিমান এবং আফিম সেবন ইহাদের সর্ব্ব-নাশের মূল হইয়াছে। স্বয়ং সিদ্ধ এবং আত্মাভি-মানী লোকের কস্মিন কালে উন্নতি হয় না। মনু-ষ্যের কর্ত্তব্য এই, নিজের সদ্‌গুণ গুলি রক্ষা করিয়া দোষরাশি পরিত্যাগ করিবে, এবং অপরের গুণের অনুকরণ করিবে, এ প্রকার না করিলে কাহারও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পুরাকালে সভ্যতার সম-ধিক উৎকর্ষ সাধনে চীনবাসিরা অন্যান্য জাতির বিশেষ সহকারী হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ, বারুদ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য চীনদেশেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশেরও উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন রাজ্য যে অবস্থায় ছিল, এখনও তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র সংস্কার হয় নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল চীনদেশে একটী সামান্য রেলগাড়ীর পত্তন হইতেছিল, বলিতে পারি না কি কারণে চীনের রাজকর্ম্মচারিদিগের তাহা মনঃপূত হইল না। তথাকার সৈনিকেরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধকালে ধনুর্ব্বাণ এবং সামান্য বন্দুক ব্যবহার করে। চীনের কোন না কোন স্থলে নিয়তই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, শ্যাম রাজ্যের উত্তর য়ুনান প্রদেশে চীন মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে চীনতাতারও আতালিক গাজীর পরাক্রমে স্বাধীন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ উপ-স্থিত হয়; সেই সুযোগে চীন সৈন্য পুনর্ব্বার আপ-নাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, চীনবাসিরা এখনও যদি সতর্ক না হয় তবে অনতি-কাল বিলম্বে সেই বিপুল রাজ্য যে রুষের হস্তগত হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। চীন-দেশীয় অনেক দূরদর্শী লোক ইহা বুঝিতে পারি-তেছেন এবং ইহার সদুপায় করিবার নিমিত্ত রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহাঁদের উপদেশানুসারে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ছাত্র আমেরিকায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি চী প্রধান অমাত্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিলে তিনি দেখিলেন যুবকগণ চিরপ্রথানুগত বেণীচ্ছে করিয়াছে, চীনের পরিচ্ছদ নাই,—আমেরিকা বস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তদ্দর্শনে অমাত্য যার নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আ লেন। সুতরাং তদ্দেশের আশু উন্নতির পথ হইয়া গেল। পূর্ব্বকালে চীনেরা এ প্রকার চার পরবশ ছিল না, বৌদ্ধেরা অনায়াসেই ত দিগকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন; সু সপ্রমাণ হইতেছে, তৎকালে দেশাচার কিছুই কুলাচরণ করিতে পারে নাই। চীনদেশীয় ব্রাজকগণ এদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। ফা হাএন তোয়াং থাসাং প্রভৃতির নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইয়া রহিয়াছে। ফরাশিদিগের দেশে অদ খাঙ্গাই সম্রাটের নাম পূজিত হইতেছে। ১৬৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় জ্যোতিঃ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাদরিরা গত শতাব্দীতে তাঁহার জীবন ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত করেন। কি উ স্বদেশের এবং প্রজাপুঞ্জের উন্নতি হইবে, ই তাঁহার যত্ন ও অনুধ্যান ছিল। রুষের সম্রাটের ন্যায় তিনিও স্বয়ং নানা বিদ্যা করিয়া তাহা প্রজাদিগকে শিখাইতেন। নানা প্রকার সৎসন্দর্ভ রচনা করিয়া গিয়া তাঁহার লিখিত পুস্তক হইতে আমরা ক জ্ঞানগর্ভ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) সংস নিয়ম আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি; যাহা অতি সহজ এবং সুগম বোধ হয়, অনুধাবন চিন্তা করিতে করিতে তাহা নিতান্ত কঠিন উঠে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতায় কোন ক্ষ না, কারণ এ অজ্ঞানতা দ্বারা আমি অসৎ পথ ত্যাগ করিতে এবং সৎপথে চলিতে অসমর্থ হই (২) সকলেই আমুদপ্রমোদের কামনা করেন, কেহই পরিমিতাচারী নহেন। উৎকৃষ্ট আবিষ্কার করিলে কি হইবে, অন্ন আহার কর ভালরূপ পরিপাক হইবে। (৩) ঈশ্বর মনুষ্যকেই নিজ নিজ অবস্থানুরূপ দ্রব্যাদি করেন। (৪) শত শত অট্টালিকা নির্ম্মাণে কি?—আমি যদি প্রজাদের নিমিত্ত নূতন ফল শস্য আনিতে পারি, তবে অধিকতর সুখী মহাত্মা আকবরের মত ইনি সকলদেশী এবং ধর্ম্মী লোকের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেন। যদি চীনে ভাগ্যবলে এমন একজন সম্রাট তবে তথাকার উন্নতি সম্বন্ধে সিদ্ধ হইতে

...রতবর্ষের দেখুন, ঠিক তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; ...চীন আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম নিয়ম গুলিই ...দেশের নিয়ন্তা, কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি এখানকার ...দেষ্টা নাই, তজ্জন্য সামাজিক নিয়ম লৌহশৃঙ্খলবৎ ... হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সহজে ছিন্ন করিবার উপায় ...ই; সুতরাং লোকের উন্নতি অতি ধীরে ধীরে ...তেছে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশীয় ওজনের সমন্বয়।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এত প্রকার ওজন ...লিত আছে যে, যতগুলি জেলা ততগুলি নূতন ...কার ওজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন ...নে ৫৮ তোলায় সের, কোন স্থানে ৬০ তোলায়, ...ন স্থানে ৮০, কোথাও ১০৫, এই প্রকার নানা ...নে নানাবিধ প্রণালী চলিত আছে। এতদ্বারা ...সায়ীদের সময়ে সময়ে অসুবিধার পরিসীমা থাকে ... সকল সময়েই তাঁহাদিগকে অনর্থক বিস্তর কষ্ট ...গ করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার ...া কয়েকবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাব ...র্য্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ...মাদের ইচ্ছা এই, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর ...সীন্য অবলম্বন না করেন।

আলোয়ার প্রভৃতি কয়েক স্থানের রাজা ইংরাজি ...র ওজন অবলম্বন পূর্ব্বক এই সুবিধা করিয়া... যে, ইংরাজি টাকা আলোয়ারে চলিতে পারিবে ... আলোয়ারি টাকা ইংরাজাধিকারে গৃহীত ...ব। কিন্তু এখন এই সুবিধাজনক প্রথা ...হণে অনেক রাজা বিমুখ রহিয়াছে; কশ্মীর, ...রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি করদরাজ্যে এখনও ...তন টাকা চলিতেছে। ওজনের কথা পূর্ব্বে ...খিত হইয়াছে; এক বঙ্গদেশের ভিতরেই যে ...প্রকার ওজন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকা... নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮০ সিক্কার ওজন, চন্দন...র ৮২ সিক্কা, বর্দ্ধমানে ৬০ সিক্কা, বীরভূমে ..., উড়িষ্যাতে ১০৫, এইরূপ এক এক স্থানে ...এক প্রকার। আবার এক স্থানের মধ্যে দ্রব্য...ভেদে ওজনের বিস্তর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। ...কাতার সন্নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য দ্রব্য ওজন ...তে ৮০ সিক্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাটের ওজন ...কম হইয়া থাকে। আবার ধান্যের মাপ ... পাঁচ ক্রোশ অন্তর পৃথক্ পৃথক্। পুনশ্চ ... মাপও এত প্রকার যে, সকল স্থানেই তাহা ... মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং জমিদার ...ার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার এ একটী ... কারণ। এক গ্রামেই কোন স্থানে ৪ হাতে ... কোথাও পাঁচ হাতে কাঠা, এইরূপ মীমাং...সায় মহা অনর্থ ঘটে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানের বিঘা এখানকার সরকারী বিঘার প্রায় তিনগুণ অধিক। আজি কালি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে, অতএব ভূমি এবং ধান্যের মাপে যাহাতে কোন ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, এমন সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বীরভূমে এক বিঘায় সচরাচর তিন বিশ ধান্য হয়, কিন্তু এই বিশ শব্দ শুনিয়া আমাদের নিম্ন বঙ্গের লোক চমকিত হইয়া উঠিবেন। তথাকার বিশ আবার অন্য প্রকার।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকার ওজন প্রচলিত থাকায় লোকের বিশেষ ক্ষতি না হউক, কিন্তু এ প্রথা যে সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যবসায়িগণ এ অসুবিধাকে অহরহঃ অনুভব করিতেছেন। একটী দারুণ অসুবিধাজনক কুপ্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহার বশানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সভ্যতার উন্মেষে সর্ব্বাগ্রে ব্যবহারিক ও সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা আকবর সামাজিক ব্যবহারের নূতন পথ দেখাইবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন; একটী দৃষ্টান্ত দেখুন,—তৎকালে মহম্মদীয়েরা হিজরী সন ধরিয়া সময় গণনা করিয়া আসিতেন, এ দিকে হিন্দুদিগের সংবৎ চলিত ছিল। কিন্তু দুটিরই চান্দ্রমাসে বৎসর পরিগণিত হয়। চান্দ্রমাসের ও চান্দ্রবৎসরের কিছুই স্থিরতা নাই, ত্রাহস্পর্শ দ্বারা মাস পরিগণনায় অত্যন্ত গোল উপস্থিত হয় এবং প্রায় ৩৪৮ কিম্বা ৩৫০ দিনে বৎসর হইয়া থাকে। মহরম কিম্বা দুর্গোৎসবের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু রাজস্ব আদায় কর্ম্মচারিদিগকে বেতন প্রদান প্রভৃতি রাজকার্য্যে মহা বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত দুটী সনই উঠাইয়া দিয়া এবং হিজরী সনের সঙ্গে ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত সংবতের কতক অংশ কর্ত্তন করিয়া ফসলী সন প্রবর্ত্তিত করিলেন। উহাই এক্ষণে বাঙ্গালা এবং পশ্চিমাঞ্চলে চলিত রহিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সংস্কার, টোডর মল্ল দ্বারা সাধারণ বন্দোবস্ত করাইবার পূর্ব্বে তদীয় অধিকারভুক্ত সমস্ত রাজ্যকে পরগণা, জিলা, সরকার, চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়েই ভূমি জরিপ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিল, তখন সম্রাট আকবর এ প্রকার নূতন নূতন প্রণালী প্রচলিত করিতে শক্ত হইয়াছিলেন, আর আজি ইংরাজ এদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপেক্ষাকৃত সভ্যসমাজে কি ওজনের এবং মাপের প্রথার একটী সমন্বয় করিতে অশক্ত হইবে... নূতন ওজন ও নূতন মাপ চলিত হইলে এ... অশিক্ষিত সাধারণ লোকের একটু বাধ বাধ ঠে... বটে, কিন্তু সে অসুবিধা শীঘ্রই নিরাকৃত হই... আমরা অনুরোধ করি, সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিরা এ... ষয়ে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করুন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, নূতন প্রথা চলিত করি... হইলে কি প্রকার ওজনের প্রণালী অবলম্বন ... কর্ত্তব্য? আমাদের বিবেচনায় এমন একটী প্রণা... অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা সাধারণের ... সুবিধাজনক হয়। ইংলণ্ডে যে প্রকার ওজ... মাপের প্রথা চলিত আছে, এক্ষণে আমাদের দে... তাহা প্রচলিত হইলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ... সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন নূতন প্রণালী অবল... করিতে হইতেছে, তখন এমন পথ অবলম্বন ... কর্ত্তব্য যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে এ... কালসহকারে যে প্রথা সমস্ত সভ্য জাতিই অবল... করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে মানপ্রথা চলি... আছে, তাহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক নহে... এক একটী দ্রব্যের এক একটী বিভিন্ন মাপ, ত... কণ্ঠস্থ রাখিবার এবং তদ্দ্বারা হিসাব করিবার ... অসুবিধা। আমাদের মতে ফরাসি দেশের প... গৃহীত দশমিক প্রণালী অবলম্বন করিলে সর্ব্বপ... বিলক্ষণ সুবিধা হয়। আজি কালি সকল দেশে... পণ্ডিতেরা ঐ প্রথার আদর করিতেছেন, বাণি... হিসাবের পক্ষে তদ্রূপ সুবিধা আর কিছুতেই হইবে... নহে, অতএব সেই প্রণালী ভারতবর্ষে চলিত ক... কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডেও এই নূতন প্রণালী অবলম্বি... হইলে উভয় দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী ছাত্রবৃত্তির নি...মের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রার্থনায় আমরা কয়ে...বার এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। সুখে... বিষয় এই যে ডাইরেক্টার আমাদিগের কথায় ক... পাত করিয়াছেন। অতঃপর বর্ত্তমান নিয়মানুসা... মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের ছাত্রে... পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ক্রমানুসারে বাঙ্গা... ও ইংরাজী বৃত্তির একটী না একটী লাভ করিতে... পারিবে। বাঙ্গালা বৃত্তি ৪ টাকা করিয়া দেও... হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পড়ি... হইলে ৪ বৎসর ও প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলে পড়ি... তিন বৎসর দেওয়া হইবে। ঐরূপ ইংরাজী বৃ... ৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণী... ইংরাজী স্কুলে পড়িলে ইহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রদ... হইবে। ইহার পরেও বৃত্তিভোগী বালকগণ য... সচ্চরিত্রের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে পারেন, ত...

লে বাঙ্গালা বৃত্তিভোগীরা ২ ও ইংরাজী বৃত্তিভো
া ১ বৎসর বিনা বেতনে পড়িতে পারিবেন.
বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ ইংরাজী ও
বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ বাঙ্গালা বৃত্তির
া পরীক্ষা দিতে পারিবে না। ইংরাজী পরীক্ষার্থী
কে ২ এবং বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগকে ১ টাকা
য়া ফি দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীদিগকে নিম্ন
খত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

	পূর্ণসংখ্যা
ংরাজী ভাষা	১৫০
ঙ্গালা	১৫০
টীগণিত	১৫০
তিহাস, ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল	১৫০
ামিতি ও পরিমিতি	১০০
াস্থ্যরক্ষা	৫০
দার্থতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ন এই তিনটীর মধ্যে কটী	৫০

এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সাহিত্য ও অঙ্কে শত
া ৩৩ নম্বর থাকিলে বালকেরা বৃত্তিলাভে সমর্থ
বে। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে পুস্তক
াচনের ভার টেক্সটবুক কমিটীর উপর ন্যাস্ত
বে। আর যে যার আপনার আপনার আত্মীয় স্বজ-
র বিরচিত পুস্তক প্রচলিত করিয়া সুকুমারমতি
াকদিগকে কষ্টদানে সমর্থ হইবেন না।

—:•:—

বমালয় ও ফৌজদারী আদালত একত্রতই
ান। যে রীতিতে এক্ষণে ফৌজদারী আইন
ধিবদ্ধ আছে, যাবৎ সে রীতির আমূল সংস্কার না
তেছে তাবৎ এ দেশের লোকের অন্তঃকরণ হইতে
িত হইতেছে না। আইনের কঠোরতা
ারণের যে পর্য্যন্ত না একটী সদুপায় স্থির
তেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মঙ্গল
।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সিলেক্ট কমিটী
র মধ্যে কয়েকটী ধারার সংশোধনে যত্নবান
াছেন। সে কয়েকটী এই:—

বর্ত্তমান আইন অনুসারে আদালত কোন
ক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এমন
প্রশ্ন করিতে পারেন যদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তিও
ক আর বলিয়া দোষী হইয়া পড়ে, সিলেক্ট কমিটী
প প্রশ্ন করাকে বিধিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন
তাঁহারা বিচারপতিদিগের এ ক্ষমতা সংকোচ
রতে চাহেন।

অপর, বেত্রাঘাত সম্বন্ধে এই নিয়ম করিতেছেন
ীয় গবর্ণমেন্টের বিনানুমতিতে কোন দ্বিতীয়
ীর মাজিষ্ট্রেট কাহাকেও বেত দিতে পারিবেন
না। মোটা বেত অথবা সরু বেত কাহাকেও
মারিতে পারিবেন না এবং ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক
ব্যক্তিকে আদৌ বেত মারিতে পারিবেন না।

কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি অব্যাহতি লাভের
প্রত্যাশায় আপীল করিলে আপীল আদালত তাহার
আর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন না।

কোন স্ত্রীলোকের খানাতল্লাসীর আবশ্যক
হইলে স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষে তাহার খানাতল্লাস
করিতে পারিবেন না, অথবা তাহার লজ্জার ব্যাঘাত
হয় এমন কোন প্রকার কার্য্যই করিতে
পারিবেন না।

শুষ্ক কালের সময়ে গ্রামবাসী লোককে পীড়া-
পীড়ি করিয়া ধরিয়া আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। পুলিষকেই তাহার
নিভৃত করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

পুস্তক সমালোচনা।

সচিত্র শিশু-সখা। প্রথম ভাগ। অসংযুক্ত
বর্ণের পদ্যমালা। সেন এবং মল্লিক প্রণীত ১২
নম্বর পটলডাঙ্গা বরাট যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই
আনা। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের
পাঠোপযোগী হইয়াছে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়
ভাগের পর বালকদিগকে এই খানি ধরান উচিত।
কারণ, ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলি নীতিঘটিত
অথচ সরল কবিতায় লিখিত। এ কারণে পাঠকালে
বালকদিগের অধিক আনন্দানুভব করিবার সম্ভাবনা।
কবিতা এক প্রকার গান সুতরাং উহা পাঠে
বালকগণের মন যে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাহা বিল-
ক্ষণ বোধ হইতেছে, এই কারণেই উহা দ্বারা যে
বিশেষ উপকারও হইবে, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই
বুঝা যাইতেছে।

কল্পনা কুসুম। ঊর্ব্বশী নাটক প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্রী
শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত।
কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৬ সংখ্যক ভবনে বঙ্গ
প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা
গ্রন্থ। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া
অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তক সন্নিবেশিত
বিষয় সমূহের মধ্যে অনেক গুলিই গ্রন্থকর্ত্রীর বিল
ক্ষণ বিদ্যানুশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।
তাঁহার কিম্বদন্তী বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিষয়ে যে
বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগের স্পষ্ট উপলব্ধী
হইতেছে। সন্নিবেশিত বিষয় গুলি নানা প্রকার
ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তবে ইহাতে যে যৎসামান্য
দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা চন্দ্রের গুণ সমষ্টির
তুলনায় দোষভাগ যেমন ধর্ত্তব্য নহে ইহাও তাদৃশ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। প্রণালীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ কা
যে কল্পনা হইতেছে, চাইল্ডার্স ও সর গার্নেট ওলসলি তাহা
অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু জেনরল এডের তা
সম্পূর্ণ অমত। গবর্ণমেন্ট মতামত প্রকাশ করেন নাই।

স্মিথ যে সংশোধন প্রস্তাব করেন, কমন্সসভা তাহা অগ
করিবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়র্লণ্ডে স্ব শাসন প্রণা
প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। ঐ স্বশাসন প্র
অনিচ্ছা পূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছে। নানা প্রকার ম
উত্থিত হইলে তিনি হোমরুলরদিগকে পরামর্শ দিলেন, আ
তীয় পার্লামেন্ট সভার কার্য্য কিরূপ হইবে, অগ্রে তাহা
করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেন্ট মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত কাগজ পত্র হাউসে উপ
করিয়াছিলেন. তাহাতে সম্প্রতি কোন ঘটনা নাই। বে
কতকগুলি রুষীয় সংবাদ পত্রের সার সংগ্রহ আছে এই মা

রুষীয় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রী গত ১৫ ই জুন বলি
ছিলেন, মর্ভ তুর্কমানদিগের সহিত সন্ধির পর তথায় রু
রেসিডেণ্ট রাখিবার কোন প্রস্তাব হয় নাই।

লণ্ডন ১২ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমসের বিশেষ সংবাদ
আলবানিয়ায় হত হইয়াছেন বলিয়া যে, সংবাদ লিখিত
তাহা মিথ্যা।

রুষে ইহুদিদিগের প্রতি অত্যাচার হওয়াতে ইউরো
অন্য রাজগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া যে প্রস্তাব
সেণ্টপিটার্সবর্গস্থ এক খানি সরকারি পত্র দ্বারা তাহারা অ
শাকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, অত্যা
নিবারণার্থ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইবে।

কনষ্টান্টিনোপল ১২ ই ফেব্রুয়ারি। তুরস্কের সুলত
আপনার প্রতিনিধিদিগকে এই বলিয়া সংবাদ লিখিয়াছেন
তিনি ইজিপ্টের খেদাইবকে জাতীয় দলের সহায়তা করিতে
ইজিপ্টে যাহাতে কোন গোলযোগ না থাকে, তাহা ক
আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। আয়র্লণ্ডে আবার কতক
লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ফেব্রুয়ারি। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি প্র
কাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষীয় রো
ক্যাথলিক পাদরিদিগের বিষয়ে পোপের নিকটে কোন প্র
পত্র পাঠান নাই গোয়ার আর্কবিশপের সীমা নির্দ্ধারণ স
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই।

কেরার জেলার গোড়াইকের ম্যাজিষ্ট্রেট লয়েডকে গুলি
হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার আঘাত লাগে নাই। তবে তাঁহার
তিব্যাহারে যে পুলিষের লোক ছিল, সে সাংঘাতিক আঘাত
হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। জোকগোলাক নামক স্থানে
উপস্থিত হইয়াছে।

বিয়েনা ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। অষ্টীয়া বলেন, দক্ষিণ হর্জ্জি
ভিনা ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। চার্লস ডাইক প্রশ্নোত্তরে ক
য়াছেন রুশে ও পারস্যে যে সীমা স্থির হইতেছে, তাহ
ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, গবর্ণমেন্ট এরূপ প্র
করেন নাই। উহারপর ব্রিটিশ মন্ত্রী তারযোগে সংবাদ পা
য়াছেন, রুশ সীমা সেরাকের ১৫০ মাইল ব্যবহিত।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। এচ, এম, এস, কালকন নামক জাহাজের অধ্যক্ষ [illegible] এনাটোলিয়া প্রদেশের আর্টাকি নামক স্থানে শীকার করিতেছিলেন এমন সময়ে আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ব্রিটিশ দূত এ বিষয় সুলতানের গোচর করাতে তিনি আক্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মোজরোলাক নামক স্থানে যে মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার শান্তি হইয়াছে।

টিহারাণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি। পারস্যের এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রুশ পারস্যের সীমা নিদ্ধারণকার্য্যে, পাঠান হইয়াছে। কারণ এই যে পূর্ব্বে যিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টকে অনেক স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। সার চার্লস ডাইক কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন হিরাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচার হয় তাহা মিথ্যা।

সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট টুটিং নামক স্থানে ভোজের সময়ে কহিয়াছেন পার্লিয়ামেণ্টের নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি তাহার অনুমোদন করেন নাই; তিনি বলেন ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মত প্রধান কালের যে স্বত্ব আছে তাহার লোপ হইবে এবং বাদানুবাদ বিষয়ক স্বাধীনতা ও থাকিবে …

বিবিধ সংবাদ।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১৷/০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷০ হইতে ১০১৸০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০০৷০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৯৩) }

৫॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) } ১০৮৸০

স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীর যাহাতে উৎকর্ষ সাধন হয় তদুদ্দেশে ভারতবর্ষীয় সভা শিক্ষা কার সমিতির নিকট এক খানি দরখাস্ত করিবার স্থির করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বোম্বাই ভ্রমণ কালে তত্রত্য … ও রেশমের কাপড় প্রভৃতির কল পরিদর্শন করিয়া যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কলের … কারী দিগের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর দান কালে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, তাঁহার বোম্বাই দর্শনে যথেষ্ট ফললাভ হইয়াছে। এবং নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ প্রকার কল স্থাপনা করিয়া রাজ্যে … তিকরে মনোযোগী হইবেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারি … র কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি সুটার … হেবের মৃত্যু হওয়াতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকে … র একটী স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং তাঁহার নামে একটী রাস্তা করিবার ও কল্পনা করিয়াছেন।

আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোকস্ সাহেব বডলিয়ান পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছেন। উঁহার বেতন মাসিক হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮॥ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আজমীরে ২৭১১ আসামে ৩৭৪৮০ বঙ্গদেশে ৬০১৮২৫ বেহারে ২১৫৭০ বোম্বাইয়ে ২১৪১০৪ ব্রহ্মদেশে ৭৪৬৩৪ কুর্গে ৩৩৯০ মধ্যপ্রদেশে ১৩৮০০০ মান্দ্রাজে ২৪৮০০০ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ২৫০৩৭৫ এবং পঞ্জাবে ১২৭০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তবে কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কাগজ পত্র দগ্ধ হওয়াতে এই ব্যয় আর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল ১৬ ই মার্চ্চ শীমলায় গমন করিবেন। মধ্যে কেবল একবার পাতিয়ালায় যাইবেন।

বেহারে বাঙ্গালীরা যাহাতে কর্ম্ম না পায় বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সেই আদেশ প্রদান করাতে সকল লোকে যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। ছাপরাবাসীরা এবিষয়ে তাহাদিগের দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু তিনি তদুত্তরে পাটনার কমিশনরকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে অতঃপর বেহারবাসী বাঙ্গালীরাও বেহারী দিগের ন্যায় তত্রত্য সরকারী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা বলেন, রাণাঘাটের অধীন দত্তপুলিয়া গ্রামের জনসংখ্যা ন্যূনাধিক ১২০০ বার শত। গত ভাদ্র মাস হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ দত্তপুলিয়া গ্রামের ন্যূনাধিক এক শত লোকের জ্বরাদি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে! ইহার মধ্যে অনুমান ১০।১২ জনের রক্ত আমাশয় রোগে মৃত্যু হয়, অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে!! দত্তপুলিয়া উচ্চ ভূমিতে স্থিত গ্রাম, গ্রামটী তাদৃশ জঙ্গলে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পচা জলপূর্ণ ডোবা বিশিষ্ট নহে; অর্থাৎ যাহা থাকিলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, এ গ্রামটীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের কার্য্য কুশল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় কি কারণে দত্তপুলিয়ার জ্বরাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দুঃখী প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে এই রাণাঘাট সবডিবিজনের অধীন বয়ড়ার একটী, বীরুই নামক গ্রামে একটী, নিজ রাণাঘাটের লালগোপাল পালের কাপড়ের দোকানে একটী রীতিমত চুরী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, আমাদিগের সুযোগ্য পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে উলার উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের … ক্ষের দোকানে যে চুরী হইয়াছিল, নিজ রাণা … থানার পুলিশ সব ইনস্পেক্টর বাবু পরাণচন্দ্র সরক … কল্যাণে তাহার এক প্রকার কিনারা হইয়া গি … পাঁচে ভুবনঘোষ ও বরকুতুল্লা ওস্তাগর ফৌজ … সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে প্র … করিব।

গত তিন বৎসর রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমি … সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, গত … বৎসর হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাধার … নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা হইতেছে। আ … ভরসা করি, শ্রীপঞ্চমী সমিতির কর্তৃপক্ষগণ যে … টাকা আদায় করেন, তাহার আয় ব্যয় স … শ্রীপঞ্চমীর কার্য্য বিবরণ প্রতি বৎসর মুদ্রিত ক … সাধারণের গোচর করিবেন।

বিগত নবেম্বর মাসে বোম্বায়ে ব্রাউনলো ন … এক সাহেব একটী দেশীয় নাবিকের অঙ্গে ছু … ছুড়িয়া কঠিন আঘাত করে। নাবিক ব্রাউন … সাহেবের নামে বোম্বায়ের মাজিষ্ট্রেট কুপার সা … বের নিকট অভিযোগ করে। কুপার সাহেব বি … করিয়া আসামী দেশীয় নাবিককে সামান্য আ … করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করে … বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট এই মকদ্দমা সংক্রান্ত কা … পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে নাবি … কঠিনরূপেই আঘাত পাইয়াছিল, সুতরাং আ … মীর ৫০০ টাকা অর্থ দণ্ড হওয়াতে সমু … দণ্ডই হয় নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট মাজি … কুপারকে তিরস্কার করিয়াছেন।

জাপানের এক ব্যক্তি ফরাসীদেশে রণ … বিভাগে কার্য্য শিক্ষার্থ গমন করিয়া এক প্রক … নূতন ধরণের কামান প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়ুব খাঁ পারস্য দেশে মহা হুলস্থুল করি … ছেন। কান্দাহারস্থ গিলজাই ও দোরা অস … হওয়াতে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কা … হইতে সৈন্য যাইতেছে। আমীরের দশ লক্ষ টাক … প্রয়োজন হওয়াতে তিনি প্রজাদিগের নি … হইতে পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করি … আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের প্রায় স … লোকেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যে শাসনক … আমীরের পক্ষ হইতে হিরাট অধিকার করিয়াছিলে … এক্ষণে তিনি বাঁকিয়াছেন, তিনি উঁহাকে নি … বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট আর আগ্রা কালেজে … ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন না এই কারণে এক্ষ … উহা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছেন, তবে য … থাকে এই সর্ত্তে থাকিবে স্থানীয় লোকদিগের ম … যাঁহারা উক্ত কালেজটীর স্থায়িত্ব কামনায় প্র …

কে পীড়াপীড়ি করিবেন তাঁহাদিগকে উহার গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যাহাতে উহার উন্ন-হ্রাস না হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষু থাকিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট কেবল সাধারণ াবুসারে সাহায্য দান করিবেন।

াণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্র-র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালে বদলী হওয়াতে ঘাটাল া তাঁহার অন্যত্র বদলী প্রার্থনা করিয়া না কি মেণ্টে ৩১৪ খানি দরখাস্ত প্রেরণ করি-ন। লোকের একবার অসম্মান হইলে এইরূপই থাকে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শ্রীহট্টের বাবু নচন্দ্র দাস গত ২৪ শে মাঘ বিসূচিকা রোগে াম্ভ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৎসর দুই ইনিই রমাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া-ন।

আমরা গত সপ্তাহে ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষের ত এক খানি নিয়ম পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, নি সাধারণের অত্যন্ত উপকারী বলিতে হইবে, এক পয়সা. পোষ্ট আপীষ মাত্রেই পাওয়া বে, ইহাতে ডাকঘর সংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যক ষ্ণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কোদেলপুরের ভূতপূর্ব্ব ক বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে হাই-র্টে কতকগুলি লোক আবেদন করিয়াছিলেন, কোর্ট তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ন যাহা দিয়াছিলেন, তাহা সন্তোষজনক না াতে হাইকোর্ট বরিশালের ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজের ত এই আদেশ দিয়াছেন, উপেন্দ্র বাবু যাবৎ াষজনক উত্তর দ্বারা নিজ নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ তে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার যেন পদোন্নতি য়া না দেন।

লিকাতার পুলিষ কমিশনর ল্যাম্বার্ট সাহেব ঠগী ও কাইতি বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার এক হাকিমের দৌরাত্ম্য বোধ হয় ব বাঙ্গালীদিগের খর্জ্জুর রস অথবা গুড় খাওয়া হয়। তিনি নিজ আইন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা র্শনের জন্য সম্প্রতি আইনের এইরূপ মর্ম্মোদ্ভেদ য়াছেন যে, তাড়ি আবগারির মধ্যে উহা বিক্রয় তে হইলে বিক্রেতাকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বে। আইনে আছে তাড়ি দুই প্রকার। তাজা ও ঙলা, তাই হাকিম বাহাদুর ধরিয়াছেন, গাঁজলা ক্রয়ের জন্য যখন লোকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য ন তাজায় অবশ্য লাইসেন্স লইতে কেন না বাধ্য বে, এই কারণে তিনি পুলিষের উপর এই আদেশ াছেন, অতঃপর তাজা রস যে কেহ বিক্রয় করিবে, তাহাকেই যেন ধৃত করা হয় ও তাহার নিকট হইতে লাইসেন্স ফিঃ আদায় করা হয়। এই আদেশ নিবন্ধন তথায় অত্যন্ত অত্যাচারও হইতেছে, বিচারপতির অগ্রে দেখা উচিত যে, তাজা রস তাড়ি নহে। তাজা রসে গাঁজলা হইলে তাড়ি হয়।

সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমি-শন নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই বলিয়া সাধারণে যে আক্ষেপ করিতেছেন, আমরা দেখিতেছি তাহা নিতান্ত অলৌকিক নহে। এই কমিশনের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি থাকিলে কমিশনটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। এত সাহেবের বদলে দেশীয়ের সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি করিলে আমাদিগের অধিক-তর ফল লাভের প্রত্যাশা থাকিত।

এই বারেই দেখিতেছি ছাতুর গাঁড়িতে বাড়ি পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সবিক ক্রষ সাহেব টাইফইড জ্বরে প্রাণত্যাগ করাতে ও সম্প্রতি মেজর বেবিয়ের পত্নী উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার কষ্ট পাওয়াতে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক কমি শনরগণের ক্রটী নিবন্ধন জল বায়ুর দোষ সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইংলিসম্যান তীব্র দণ্ডাঘাত আরম্ভ করি-য়াছেন, কমিশনরগণ ছট্ ফট্ করিতেছেন। এত আর দেশীয়দিগের নিধন নয় প্রাণ নয় যে, থাকিলেও দুঃখ নাই, থাকিলেও সুখ নাই।

এতদিনের পরে ঠিক হইল, মালঞ্চ নিবাসী মৃত বাবু গোপীপ্রসাদ মৈত্রেয়ের বিষাক্ত দুগ্ধ পানেই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কে যে দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিল তাহার কিছুই নিরাকরণ হয় নাই। যাহা হউক এরূপ পুণ্যাত্মা লোকের যিনি এই দুর্গতি করিয়াছেন জগদীশ্বরকে যে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র নর-কের সৃষ্টি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এক্ষণে পাপিষ্ঠ ধৃত হইলে সকল লোকেই যৎপরো-নাস্তি আনন্দিত হয়।

গত সোমবার বেলা ৫॥০ টার সময়ে জয়পুরের মহারাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শনিবার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পরি-দর্শন করিয়া প্রথমটীতে একটী ও দ্বিতীয়টীতে দুইটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বালা চিকিৎসালয়ে ৫ শত, জীব ক্লেশ নিবারণী সভায় ১ শত, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারিতে ১০০ টাকা ও ভারত সংস্কারক সভায় ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকার স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হীনসর্ব্বি বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ৩ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত গোলযো নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের নিক একজন দূত প্রেরণের সংকল্প করিয়াছেন। ি পণ্য দ্রব্যের একচেটিয়া উঠাইয়া দিতে সম্ম হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদে দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট আপীসের যত কাজ অতঃ এদেশীয় তাল কাগজেই চলিবে, তবে নিক্ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ষ্টিকেনের প্রস্তুত করা কা ব্যবহার করা হইবে, এতদ্ভিন্ন চামড়ার কটি যাহা পূর্ব্বে বিলাত হইতে আসিত তাহাও এদে হইতে ক্রয় করা হইবে।

আফ্রিকায় আজিও দাস ব্যবসায় হইতেছে। স ফরাসী দেশীয় লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ ইহারা দাস দাসীদিগকে আফ্রিকার মধ্য ভাগ হই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া জাঞ্জিবার ও পেম্বায় যাহা আরোহণ করাইয়া শেষে আরা দেশে আনি বিক্রয় করিয়া যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ই নিরাকরণ মানসে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে য ওয়ার রাখিয়াছেন।

গত বর্ষে মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতে ৪৫৭৯১০০০ টা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্র ও গ্রন্থগুলি আমাদি হস্তগত হইয়াছে।

✓ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেঙ্গল মিসলে শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক বাবু বিষ্ণুপদ চট্ট পাধ্যায় এম, এ, সম্পাদিত। ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গালা এতদুভয় বিষয়ের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আ গ্রাম্য কম্মিংশিৎ পিতৃবনে লিখিত শোক গা (Elegy written in a country church yar এখানি সংস্কৃত অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন ক অনুবাদিত।

জানুয়ারি মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রকাশিত সংক্ষেপ ভাগব দ্বিতীয় প্রথম সংখ্যা। পৌষ মাসের আচার্য্য। শ্রী দ্বারকনাথ বিশ্বাস কর্তৃক সম্পাদিত মাঘ মা আদর্শিনী। কুমারী কামিনী শীল কর্তৃক সম্পা অগ্রহায়ণ মাসের গৃহীর মহিলা। শ্রীযুক্ত বি বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক খণ্ড প্রকা পৌষ মাসের হোমিওপ্যাথিক প্রচারক। শ্রীযুক্ত দাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, অগ্রহায়ণ ও মাসের ক্রমিতত্ত্ব। মাঘ মাসের বামাবোধিনী পত্রি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, কর্তৃক স দিত, জানুয়ারি মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব দিন। কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার

...রিক অনুষ্ঠান পত্র। ফেব্রুয়ারি মাসের গ্রীষ্ম...ব। মূল ও বঙ্গানুবাদসহ কালীনাথ ভট্টাচার্য্য ...ক সংগৃহীত অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড। শ্রীযুক্ত ...েন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ অযোধ্যা-...ের ৬ ষ্ঠ খণ্ড।

...রবিবারে মদের দোকান যাহাতে বন্ধ থাকে ...না কলিকাতার অনেক লোকে প্রার্থনা করাতে ...রা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ইহার বিপক্ষে ...খানি দরখাস্তও করিয়াছে। আমরা শুনিয়া ...ট হইলাম রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ...রা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গব-...র নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব ...তে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পা...নিকট হইতে উক্ত লাইন ক্রয় করিবার বন্দো-...করিতেছেন।

...জনরব উঠিয়াছে বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার জেমস ...সন শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। স্ত্রী বিয়োগে ...র হওয়াতেই বোধহয় লোকে এই কথা রটাই-...ছে।

...আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদিগের লেপ্টে-... গবর্ণর ইডেন সাহেব টিকারীর রাজাদিগের গৃহ-...ন্দের মীমাংসার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

...ফরাসীদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকৃত স্থান সমূহ ...তে ১৮৮২ অব্দে যে টাকা আয় হইবে স্থির হই-...ছ তাহা ব্যয়েই যাইবে। তাঁহারা লাভ চাহেন ... খরচ চলিলেই যথেষ্ট। সমুদায়ে ১১০০-... ফ্রাঙ্ক আয় ধরা হইয়াছে, বায়ও তাহাই। ...র মধ্যে পণ্ডিচরি ১২০৮০২ চন্দন নগর ...৪৩১; কারিকল ৬১০৪৮৩ মেহি ৭৯২০৪ ও এনা-...হইতে ৪১৮৪ ফ্রাঙ্ক আয় হইবে এইরূপ অনুমান ... হইয়াছে।

...ফরিদপুরের কতকগুলি লোক তথায় বিধবা-...াহ প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা সংস্থাপন ...য়াছেন। এই সভার সভ্যদিগের মতে বিধবার ... বিবাহ দেওয়াই মত। এ জন্য স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণে ...স্বশ্রেণীর শূদ্রে ভিন্ন ব্রাহ্মণ শূদ্রে অথবা শূদ্র ...ণে বিবাহ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা ...সভার মতানুসারে কার্য্য করিবেন, সভ্যগণ ...াদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

...দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পাটনা কালেজের পরী-...ত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ৫ টী ...পদক প্রদান করিয়াছেন।

...ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য সার আরক্লিন লেবির ...ন সার আর্থর হবহাউসের অধিষ্ঠানের বিলক্ষণ ...ম্ভাবনা আছে।

হণ্টাইলি ব্রাদর্স প্রভৃতি কয়েক জন ধনী সাবরমতি হইতে দিল্লী ও আগ্রা পর্য্যন্ত রাজপুতানা রেলওয়ে ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে ইণ্ডিয়া আপীসের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন।

গত বুধবার কোলাপুরের অপবাদ ঘটিত মক-দ্দমার বিচার হইয়াছিল। প্রতিবাদীর উকীল নানা বীর এই বলিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, যে ১৮৮১ অব্দের ৩ রা নবেম্বর পোলিটীকাল একেণ্টের আজ্ঞানুসারে মহারাজকে ঔষধের সহিত বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা সেবন না করাতেই রক্ষা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু সহকারী পোলিটীকাল একেণ্ট এ কথা অস্বীকার করিয়া বলেন, মহারাজ অতি ভীষণ স্বভাবের লোক। রাজকারবারী সেরূপ নহেন। তিনি ভাল লোক।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউসন করিয়া-ছেন যে, বঙ্গদেশের কমিসরী জেনারেলের আপীস অতঃপর আর সিমলায় না যাইয়া কলিকাতায় থাকিবে।

রুশ সম্রাট নাট্যশালার অভিনেতাদিগকে উপাধি প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব পদ-ত্যাগ করিলে কে যে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অদ্যাপি তাহার কিছু স্থির হয় নাই। গবর্ণর জেনারেল অদ্যাপি কাহাকে মনোনীত করেন নাই, তবে কি রিভার্স টমসনের উক্ত পদ লাভের সংবাদ অলীক?

আমাদের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন; "সম্প্রতি বর্দ্ধমানেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া কালনার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি কালনায় থাকিলে অত্রত্য দীন দরিদ্র অন্ধ অনাথ দিগের কোন ক্লেশ বা উদরের অন্নের জন্য ক্ষুণ্ণ হইতে হয় না। এমন দিন নাই যে কোন না কোন অভ্যাগতকে দরিদ্রকে দান না করেন। রাজেশ্বরী হইয়া কিরূপে অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, অনাথবর্গকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তম জানিয়াছেন। বিশেষতঃ বিধবাদিগের দান ও দয়ানুষ্ঠান করাই যে কেবল মাত্র ব্রত, তাহা তিনি বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন। বিষয় স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপ কঠোরতা স্বীকার করিতে হয়, সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা মহা-রাণী মহোদয়া বেশ শিক্ষা করিয়াছেন। কি রাজোচিত বসন ভূষণ কি পান ও পরিচ্ছদ কি উপা-দেয় উপভোগ সকলেই বীতরাগ, কেবল স্বামীর সমাধি মন্দিরে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অবস্থান, ভূতলে কৃষ্ণসার চর্ম্মে শয়ন, রুদ্রাক্ষমালাই আভরণ, পতি পদ চিহ্ন পূজা নিত্যব্রত সার করিয়াছেন। ...ও দেশের দুর্দ্দশার শেষ এবং যথাকালে জীবন ধা...উপযোগী সামান্য আহার মাত্র দেখিয়া স্ত্রীলো...মাত্রেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। বিকা...বস্তু মাত্রই সম্মুখে থাকিলেও যাহার চিত্তবিকার ...জন্মে, তিনিই ধর্ম্মের মর্ম্ম জানেন। তাঁহারই উ...লক্ষ্য সংসাধিত হয়। তাঁহারই যথার্থ গৌর...আমাদের রাজমাতা সেই গৌরবের স্থান।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে আরও প্রকাশ করিতে... যে, এত শাল, বনাত, কম্বল ও বস্ত্রাদি দান কর...কিছুমাত্র গর্ব্ব করেন না, যশের আশা করেন... এটা তাঁহার অসাধারণ গুণ সন্দেহ নাই। রাজমা... এ গুণটী দাতা মাত্রেরই অনুকরণীয়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজি... ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশানচন্দ্র সেন ১ লা জানুয়ারি ... ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদে... হইয়াছেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ন...নাথ চৌধুরী ১ লা জানুয়ারী হইতে সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী ...ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... বাবু শ্যামাধব রায় কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ...মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ...মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

গত ৪ ঠা তারিখে ই, টি, লইড সাহেবের প্রতি যে ... হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে ঢাকার সহকারী মাজি... কালেক্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইনি ৩য় ... মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এবং ঢাকায় সদ... প্রায় অবস্থিতি করিবেন।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। দার্জ্জিলিঙের সহকারী কমিশনর ... ডানলিড, এল, সাবুজেসন হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরি... বদলী হইলেন। ১৩ ই জানুয়ারি ইনি এক মাস বিদায়... যে আদেশ পান তাহা রহিত হইয়াছে।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এচ, এচ, রিসলি ... তারিখ হইতে ২০ দিন অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... বাবু শিবনন্দনলাল রায় পাটনায় বদলী হইলেন, কিন্তু উক্ত ...পের সময় রৌষণে থাকিবেন।

...জলওয়ে বিভাগের পূর্ত্তকার্য্যের বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ...ী কালেক্টার বাবু আশুতোষ সরকার ১৮৭০ অব্দের ১০ ...া অনুসারে দিনাজপুরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

...াবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবান ...ল্থ ২১ এ সেপ্টেম্বর যে একমাস বিদায়ের আদেশ প্রাপ্ত ...াহা রহিত হইয়াছে।

...ম্পারণের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...এম. টবিন ১৮৮২ অব্দের ৫ ই এপ্রেল হইতে চারি মাস ...গ্রহণ করিবেন।

...র্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এ. জে. আর সেনবিয ... অথবা তাহার পর যে দিনে সুবিধা হইবে সেই দিন ... ১৫ দিন ছুটি লইবেন।

...শ পরগণার আডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ. বেভা- ...৯ ই এপ্রেল অথবা তাহার পর যে দিন সুবিধা হইবে সেই ...ইতে এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিবেন।

...াঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর ডবলু. সি. গুল্হাম ... মার্চ্চ হইতে ২ মাস ১৯ দিন ছুটীর আদেশ পাওয়াতে ঐ ...র প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এস. ...আজ কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

...অরফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ...ক্টার ডি. বি এলেন ৩ মাস ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগণার ...রী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই. ডবলু কলিন তৎপদে অধিষ্ঠিত ...ন।

...শেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...্রদনাথ মুখোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় গ্রহণের আদেশ ...েছেন।

...১. I ওয়ার্ণান রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন, ...য় পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি কটকে ... ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

...তাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ জে, টুইডি ও ... আর, এফ রাম্পিনী স্ব স্ব পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত ...ন।

...ম্পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে. লিওনে বহরম্প... ...ষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

...ষ্ণনগর কালেজের বক্তা বরদাপ্রসাদ ঘোষ ঢাকা ইঞ্জি- ...ং কালেজের প্রাকৃত বিজ্ঞানের বক্তা হইলেন।

...গলী কালেজের বাঙ্গালা শিক্ষক বক্তা বাবু নবীনকৃষ্ণ মুখো- ...য় ক মাস বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু অধিকাচরণ মিত্র, ...টি. এল তৎপদে কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

...রার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. ডবলু ...১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ...ব বিচার করিতে পারিবেন।

...পুরের অন্তর্গত কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ দত্ত ... আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ৫০ ...পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

...মনসার প্রতিনিধি সহকারী ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট সি, ই, ...ম্যাকডোনাল্ড দমদমা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...দমানের প্রতিনিধি প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ ...পাধ্যায় ঐ জেলার ২ য় সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ. এচ, কলিন লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের শান্তিরক্ষক হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের মুন্সেফ হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত শিবোরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিশেখর দত্ত সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাঙ্গার মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ১ লা মার্চ্চ হইতে ১৮ দিন, গোয়ালন্দের ২ য় মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী ২ মাস, কটকের মুন্সেফ বাবু বিপ্রপ্রসন্ন বসু, ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

বিগত ৩০ এ মাঘ শনিবার কৃষ্ণনগরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখানে কেবল ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে আগত কোন প্রামাণিক বন্ধু বলেন যে, তিনি ঐরূপ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। শিলাবৃষ্টির পর কৃষ্ণনগরের রাস্তা ঘাটে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উচ্চ শিল পড়িয়াছিল, এবং তাহাতে সেখানকার হৈমন্তিক শস্যাদির বিস্তর অপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু "পোড়া দেশের পোড়া বেশ, যদি বাসে মাঘের শেষ" এই চির প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে অবোধ কৃষককে প্রবোধ দেওয়া উচিত!

এত দিনের পর এখানে দয়া সরকার গবর্ণমেন্ট একটী কুঠরী সংস্থাপন করিলেন। কুঠরীটী পুরাতন কাছারিবাটী দখল করিয়া বসিবে, এখনা স্থানীয় পুলিস ও মিউনিসিপাল আফিস স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে। কুঠরীটী সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেন্টের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা, এক্ষণে স্বরূপগঞ্জ হইতে উহা শান্তিপুরে উঠিয়া আসিতেছে। স্বরূপগঞ্জে সম্ভবতঃ উহার একটী শাখা থাকিবে মাত্র।

আমাদের মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বজেটটী ১৮৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দের বজেটের প্রায় অনুরূপ। আয় ব্যয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি ঐ বজেটে কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু ব্যয়ের ঘরের প্রথমেই "ঋণের সুদ" বলিয়া একটী নূতন ঘর খোলা হইয়াছে। এত দিন আমাদের মিউনিসিপালিটীর "যত্র আয় তত্র ব্যয়" ছিল, কিন্তু কিছুমাত্র ঋণ ছিল না। এক্ষণে নূতন ভাইস চেয়ারম্যান বাবু যখন ঋণের সুদ বলিয়া ব্যয়ের ঘরে একটী নূতন ঘর খুলিয়াছেন, তখন তিনি পদস্থ থাকিলে যে ঋণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বজেটটী এই:—

আয়।

১	গৃহাদির ট্যাক্স	১ ০০০
২	গরুরগাড়ীর রেজেষ্টারী ফি	. ১০০
৩	পাউণ্ড	. ০
৪	ঘোড়ারগাড়ীর ফি	১০
৫	ঐ কোচম্যানের ফি	১০০
৬	জরিমানা	১০০
৭	বিবিধ বিষয়িণী আয়	৫০
৮	বিগত বর্ষের মজুত টাকা	২০০
	মোট	১৬২৫০

ব্যয়।

১	ঋণের সুদ	
২	আফিস ও আদায় তহশীল	৩,১১৯
৩	পুলিস	৬,৯৩৫
৪	রথ্যা পরিষ্কারকরণাদি	৫৫০
৫	রাস্তা মেরামত ও রাস্তা প্রস্তুত	২,১০০
	মিউনিসিপাল গৃহাদি সংস্কার	২০০
৭	সাধারণ হিতকর কার্য্য	৭৫০
৮	দাতব্য চিকিৎসালয়	৬১১
৯	বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা	৭২০
১০	মুদ্রণ কাগজাদি	৩০৫
১১	পাউণ্ড	২২১
		৪৬৩।
	মোট	১৬,২৫০

এই ত গেল আমাদের মিউনিসিপাল বজেটের স্থূল বিবরণ। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এবার গরুরগাড়ীর লাইসেন্সের কল্যাণে মিউনিসিপালিটীর অপেক্ষাকৃত আয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু বজেটে তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। বিগত জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পাকা খাতের গাড়ীর লাইসেন্স বাবুদা বিস্তর টাকা আদায় করা হইয়াছে। মাসের প্রারম্ভে যে ভর গাড়ীর লাইসেন্স হিসাবেও বিস্তর টাকা উঠিয়াছে ও অদ্যাপি উঠিতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন অন্যান্য গরুরগাড়ী ধরিয়া বিস্তর টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে। এমন অবস্থায় গরুর গাড়ীর লাইসেন্স বাবুদা কেন যে আয় বৃদ্ধি হইল না, তাহা ভাইসচেয়ারম্যান বাবুই বলিতে পারেন।

শান্তিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় আটাইশ হাজার। ইহার বিষয় এই যে, এত বড় নগরের পক্ষে মিউনিসিপালিটীর অবস্থানুরূপ ব্যয় নাই। এই মাত্রাতেই আমরা এখানে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়া-

, একণে ঐ সমস্তের সংস্কার করিয়া রক্ষা করা হচে। নূতন রাস্তা অথবা নূতন নর্দ্দামা কিছু প্রস্তুত করা হয় না, অথচ ঐ সম্বন্ধে মিউনি-পালিটীর কিছু কিছু ব্যয় বজেটে দেখান হয়। বৎসর পুলিসের ব্যয় বাবুদা মিউনিসিপালি প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, স্থানীয় লোকের শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষা প্রত্যা-রূপ হয় না। মিউনিসিপাল বজেটে প্রতি র যে সকল বাজে খরচ দেখা যায়, তন্মধ্যে া ও ঔষধ দান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে য় নাই। এই দুইটী মদ্দায় উঠাইয়া দেওয়া কের ঐকান্তিক ইচ্ছা, কিন্তু পুলিসের সাত র টাকা ব্যয় বিষয়ে কাহারও বাকাব্যয় করি-অধিকার ও ক্ষমতা নাই।

আজকাল এখানকার বড় বাজারে প্রতিদিন ইলিস মাছ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়ে স্থানীয় পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বা পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভা-। কারণ পচা ইলিস ওলাউঠার সহোদর।

বেলগড়ে গ্রামে একটী বড় গোচের চুরী হই-ছে। পুলিস ঐ চুরির মাল ও চোরের অনুসন্ধান রিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছুই কিনারা করিতে রেন নাই। মালঞ্চপাড়ার পোষ্ট আফিসেও টী মধ্যম গোচের চুরী হইয়াছে। পুলিস উহা-কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। পুলি সব ইনেস্পেক্টর খাস্‌কি করিতেছেন নিদ্রাগম কি?

—:০:—

সোমড়া।

বহু দিনের পর আপনার সোমড়ার সংবাদ-া অদ্য পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিয়তি আজ কাল তাঁহার প্রতি বড়ই প্রতিকূল ন হাসাইতেছে, কখন কাঁদাইতেছে, কখন ঘুরা-চ্ছে, কখন শোক-সাগরে ভাসাইতেছে। জানি কত দিন তাঁহাকে এই অদৃষ্টচক্রে ভ্রমণ করিতে বে। পঞ্জাবের অন্তর্সীমা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন রয়া দেখিলাম দেশের অবস্থার বিশেষ কোন বর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

বিগত আশ্বিন মাসে আমাদিগের গ্রামের রকদিগের অট্টালিকার মধ্য হইতে একটী এক নের শিশুসন্তানকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে। টী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া দুই দিনের মধ্যে নাটা-ড় হইতে জিরাট পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ ব্যবধান নের মধ্যে প্রায় ১২। জন ব্যক্তিকে দংশন করে। মড়ায় যে ১৫। ১৬ জন ব্যক্তিকে কামড়াইয়াছিল, লেই মৃত্যু হইয়াছে, কেবল দুই জন মাত্র জীবিত আছে। অন্যান্য গ্রামেরও এই অবস্থা। গত বৎসরও এই গ্রামে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও একটী শিশুকে গৃহাভ্যন্তর হইতে শৃগালে লইয়া গিয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১০ ই জানুয়ারি তারি-খের সোমপ্রকাশে এ সংবাদ পাঠকগণকে দিয়া-ছিলাম। দেখুন যেখানে এক বৎসরের মধ্যে তিনটী জীবন্ত মনুষ্যকে গৃহের মধ্য হইতে শৃগালে লইয়া গেল এবং ১৫। ১৬ জনকে দংশন করিয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিল, সেখানে শৃগালের কত আধিক্য ও কত ভয় হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বন্য শূকরের ভয় বিলক্ষণ হইয়াছে। আমাদের পরম দয়ালু প্রজারঞ্জক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কর্ণিস সাহেব মহোদয় স্বয়ংই মফস্বল পরিদর্শন জন্য এখানে আগমন করেন। আমরা বিনীত প্রার্থনা করি যে, তিনি স্বচক্ষে এই হতভাগ্য গ্রামবাসিদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গ্রামের জঙ্গলগুলি সমূলে নির্ম্মূল করিবার আদেশ দিয়া আমাদিগকে হিংস্রক জন্তুগণের ব্যাদন হইতে রক্ষা করুন। গত বৎসরেও আমরা এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম; ভরসা করি এবারে আর তিনি উপেক্ষা করিবেন না।

সহানুভূতি অভাবে গুপ্তিপাড়ার ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় জমীদার শ্রীপাদ জগদানন্দ আশ্রমের আন্তরিক যত্ন ও উৎ-সাহে তাহা পুনঃস্থাপিত হইয়াছে, মোহান্ত মহাশয় নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের সমস্ত উপকরণ নির্ম্মাণ করা-ইয়া দিয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেছেন।

সোমড়াতে একটী নূতন ধরণের মকদ্দমা উপ-স্থিত হইয়াছে। মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বাহির করণ অপরাধে গত আষাঢ় মাসে প্রতিবাদী হীরালাল ঘোষ ও ভিন্ন গ্রামের অপর এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ করে। বিচারে হীরালাল নির্দ্দোষী হইয়া খালাস পায়। তাহার কিছু দিন পরে মতিলালের ভ্রাতৃবধূ শারদাদাসী উক্ত হীরালাল ও দ্বারকানাথ ঘোষ নামক অপর এক প্রতিবাদীর নামে সন ১২৮৬ সালের লিখিত এক খানি খতের টাকা পাইবার জন্য নালিস করিয়া আসল মায় সুদ ও খরচা প্রায় ৭৫ টাকার ডিক্রী করে। ডিক্রীজারি ও সম্পত্তি ক্রোকের ইস্তাহার পাইয়া হীরালাল ও দ্বারকানাথ অবাক হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। তাহারা বলে এ খত আমরা লিখিয়া দিই নাই। মকদ্দমা সালিসী বিচারে অর্পিত হইয়াছে। বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই, এজন্য আমরা একণে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। ফলাফল পরে পাঠকগণের গোচর করিব।

আজ কাল যাত্রারদলের বড়ই উৎকর্ষ। এখা-কার যাত্রারদলের রুচি, পরিচ্ছদ, অভিনয় বা বিন্যাস সমস্তই উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। আমরাও সুরু উন্নতি প্রার্থনা করি। কারণ ইহাতে ভা উন্নতি আছে। সোমড়া হইতে বলাগড় এই ক্রোশের মধ্যে আজ কাল চারিটী দল। ব্রজ নবীন ডাক্তার, যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ মা প্রথম ৩ টী বেশ চলিতেছে। কৃষ্ণ মাষ্টার বৎসর ভাদ্র মাসে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বেশ পাক দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রজ্বলিত হুতা একেবারেই নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে দলটীর অবস্থার উন্নতি নাই। কৃষ্ণ মাষ্টার দলস্থ করিয়া যে " মাষ্টার " সেই " মাষ্টার " হইয়াছেন

ধান্য চাউল শস্যাদির অবস্থা মন্দ নহে। ৩০ এ মাঘ বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। কথায় " ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার নিকট পরিচিত ন যিনি যখন তাঁহার প্রতিনিধি থাকেন, তি আমাদের রাজা। উদার প্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু, প্র বৎসল, লর্ড রিপন বাহাদুর আজ কাল আমা রাজা। তাঁহারই পাপ পুণ্যের উপর আমা সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ঠিক মাঘ মা শেষ দিনে বৃষ্টি তাঁহারই পুণ্য—তাঁহারই ধর্ম্ম তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার রাজ পূর্ব্বে ভারতের কি দুর্দ্দিনই গিয়াছে। মান্দ্রা দুর্ভিক্ষ, কাবুলের যুদ্ধ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি স্মরণ করিলে এখ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!! আর তিনি যে দিন ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন সেই দিন হইতে চতু শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে রত্ন-প্রসবা ভারত শস্যভারে অবনত হইয়াছেন। এত অধিক বোধ হয় দশ বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন হই কি না সন্দেহ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের হইয়াছে; দ্রব্য সামগ্রী সুলভ হইয়াছে। ভারত " জয় লর্ড রিপনের জয় " বলিয়া উর্দ্ধ তাঁহার যশ ঘোষণা করিতেছে। আমরা তাঁহার যশ স্বাস্থ্য ও মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরিউক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা

সুবাহ্ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকাল গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার সর্দ্দি-কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:০:—

পাটিকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিলাতী বহু প্রকার শাক সব্জীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানি ষ্ট্যাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সব্জির বীজ অর্থাৎ ঢেঁড়শ শসা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ পেঁড় আকারের বৃহৎ কুম্ড়া তোরমুজ শাক ইত্যাদি কয়েক রকমের বীজ পূর্ণ ফি পেকেটের মূল্য ১৷০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সারি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সারি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্য আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সমুদয়

...ন্দোবস্ত সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা ...র শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া ...ক, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে ...র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদি... পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় ...দিগণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং ...র প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নগরি কলিকাতা।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের ... নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র ...কের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত ...ত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকা... হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতি... ।৶০ আনা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য ...াকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

...বাঙ্গালা যন্ত্র
...তলা ১৫ নং } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।
...শীকৃষ্ণ পালের লেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

...সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ...নে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের ...র্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, ...লাকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ...াদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ... করিতেছেন।

...অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা ...রী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে ...য়া করেন।

...প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার ...ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ... পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া ...।

...নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, ...ী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি ...র তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানেক্স ...র এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী ...তেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

...গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় ...কারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুক্তিকেন ন জ্ঞেয়ো মুক্তিতঃ বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য-জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী—শ্রীরামপুর ৫
" " রামকিশোর দেওয়ান—শ্রীরামপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র—ইন্দ্রাব
" " মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বয়েটিয়ো
" " বলরাম দাস মহাস্থ—লেগ
" " রাজকৃষ্ণ সিংহ—কৃষ্ণগঞ্জ
" " বিষ্ণুচরণ দত্ত—খাঁটুরা
" " ক্ষেত্রমোহন দাস—ডায়মণ্ড হারবার
" " বৈকুণ্ঠনাথ গুহ—বগুড়া
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোর্দ্দা
" " রাসবিহারি মিত্র—দ্বারবাজপুর
" " দ্বারকানাথ দাস—বগড়ি
" " অনন্ত অধিকারী গোস্বামী—আসাম
" শান্তিপুর রিডিংরুম
" রহিম সর্দ্দার—মিঠাপুকুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা... নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা... সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ ট... অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অস... পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নি... নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্র... প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের ... পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট কা... লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক... কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর ন... নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য... যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় ... মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ... টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। ... নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র... অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে... হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রে... করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা ক... তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ ... আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ... হরদা চাংড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদার... চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে ... ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

১৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৬ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ২৭ এ ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা,
পীড়া, বাত, শূলবেদনা, উপদংশ, নালী ঘা,
ষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ
ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে শক্ত
রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি
স্থিতিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে
যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা
র করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন
ন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড়-
অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ধার
শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মহৌষধাকৃতি
দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী দাস দে ১২ নং
চরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে
আমাদের দুই একটী বক্তব্য।

গত ১৮ ই মাঘের সোমপ্রকাশে "একজন
সী বঙ্গবাসী" "প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের
সমর্থন" করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন,
রা দেখিতেছি, তাহাতে পক্ষ সমর্থন করা হউক
ক আর নাই হউক, প্রায় প্রতি পংক্তিতেই (পত্র
প্রেরকের) নিন্দে" ছি! ভদ্রলোকের কি এই
!!" এই কথা লিখিয়া, তিনি প্রথমেই বিল-
পে আসর জমকাইয়া লইয়াছেন! তাঁহার
পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তিনি এতই বিহ্বল
পড়িয়াছেন যে, সত্যকথা বলিতে কি, তিনি
ই সাধুজনসুলভ ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন
! একবারেই অধৈর্য্য হইয়া লেখককে বা পত্র-
ককে তিনি "অপবিত্র হৃদয়, নীচাশয়, পরশ্রী-
র, দ্বেষী, হিংস্রক ও দারুণ ক্রোধ সম্পন্ন"
; নিজের পবিত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়া ভদ্র-
কের যাহা প্রকৃত কার্য্য তাহা করিতে কিছুমাত্র
হন নাই! উত্তম ভদ্রের কার্য্যই হইয়াছে!
রূপ নিরপেক্ষ, পবিত্রহৃদয়সম্পন্ন বঙ্গীয় যুবক
ই আজকাল সাধারণতঃ বঙ্গসমাজ পরিপূর্ণ!
দোষ তাঁহার নহে, এ সময়ের দোষ! যাহা
ক, যখন গুরুতর দোষ অনায়াসে বলা যাইতে
, তখন আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া প্রবাসী
য় যুবকদিগের পক্ষ সমর্থনকারীর পত্র সম্বন্ধে
দুই একটী কথা বলিতেছি, ইহাতে কিছুই দোষ
হইবে না।

"প্রবাসী বঙ্গবাসী" তাঁহার পত্রের শিরোভাগেই যে লিখিয়াছেন, "ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" আমরা প্রথমেই দেখাইব, সেটী অভদ্রের কি ভদ্রের কাজ হইয়াছে। যদি অধিকাংশ প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র মন্দ না হইয়া উত্তম হইত, আর লেখক সচ্চরিত্র যুবকদিগকে মিথ্যা করিয়া অসচ্চরিত্র বলিয়া বর্ণন করিতেন, তাহা হইলেই পত্রপ্রেরকের অভদ্রের কার্য্য করা হইত। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সাধারণতঃ যেরূপ, তাহা শুদ্ধ ভারতবাসী নহেন, অনেক বিদেশবাসীও অবগত আছেন। স্বতন্ত্র প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপস্থলে প্রিয় হইবার ও বাহাদুরী লইবার উদ্দেশ্যে পত্রপ্রেরক যে স্বদেশবাসী ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণের চরিত্র গোপন না করিয়া সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য পক্ষসমর্থনকারী ব্যতিরেকে বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে লেখককে আমাদের সহিত সাধুবাদ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে ব্যক্তি অপ্রিয় হইবার ভয়ে সত্য কথা গোপন করেন, তিনিই কি "প্রবাসী বঙ্গবাসীর" পক্ষে ভদ্র বলিয়া গণ্য? এ সদযুক্তি বটে!

পক্ষ সমর্থনকারীর প্রথম আপত্তি এই, "পত্রপ্রেরক যদি প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র বর্ণন না করিয়া, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ (১) এবং তাহার অপনোদনের সহজ ও প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তবে তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর বা ভদ্রের কার্য্য করা হইত। কিন্তু হায়! তিনি নিজের নীচ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি লোককে অযথা আক্রমণ করিয়া নিজের কুটিল হৃদয় হইতে বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি লোপের চেষ্টা করিয়াছেন! ছি! এই কি ভদ্রলোকের কাজ!!" আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া বলিতেছি, এরূপ করিলেও অনেকটা বন্ধুর কার্য্য করা হইত বটে, কিন্তু আমাদের মতে লেখক প্রথমেই তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিয়া আরও প্রকৃত বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় প্রকৃত বন্ধুর ও প্রকৃত ভদ্র লোকের কার্য্য করিয়াছেন। যিনি বিজ্ঞ চিকিৎসক, তিনি রোগীকে দেখিতে আসিয়া প্রথমে তাহার অবস্থা দেখেন, তৎপরে উপসর্গগুলির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হন, এবং রোগ নির্ণয় করিয়া
পরিশেষে ঔষধের ব্যবস্থা করেন। নতুবা
রোগাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়াই যিনি না দেখি
রোগনির্ণয় না করিয়া হঠাৎ ঔষধের ব্যবস্থা কর
তিনি কি বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হই
পারেন? তিনি ত গো-বৈদ্য! পত্রপ্রেরক
গো-বৈদ্য না হইয়া অসচ্চরিত্রতারূপ মহা রো
ক্রান্ত বঙ্গীয় যুবকগণের প্রথমেই অবস্থা ও উপ
দেখিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহা
প্রতিবাসিগণকে দেখাইয়া দিয়াছেন; ইহা আ
দের মতে প্রকৃত বিজ্ঞের ও ভদ্রের কার্য্য করা
য়াছে। কোন দোষ হয় নাই। রোগ নির্ণয়
য়াছে, এক্ষণে ঔষধের ব্যবস্থা! কিন্তু বঙ্গবা
যে বিকারে রোগী। বলপূর্ব্বক ঔষধ
না করাইলে যে তাঁহারা প্রায় ঔষধ
করেন না! কত মহাত্মা যে সংবাদপত্র, সাম
পত্র ও বক্তৃতাদির দ্বারা নিত্য তাঁহাদের উপদেশ
উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইতেছেন, কিন্তু তাঁহা
রোগের উপশম কৈ হইতেছে? বরং দিন
রোগের বৃদ্ধিই বলিতে হইবে!

আমরা দেখিতেছি, পত্রপ্রেরক "বিদেশে
২৫ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়ি
ইত্যাদি লিখিয়াই বিষম অনর্থ ঘটাইয়া ফেলি
ছেন! তাই পক্ষ সমর্থনকারী মহাশয় পক্ষ স
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, "অধস্তন
চারীদিগের উপর আধিপত্য করিলে যদি আত্ম
প্রদর্শন করা হয়; অনুন্নতমনা ও নীচাভিলাষ
বলিয়া গণ্য হইতে হয়; তবে আমি তুমি,
প্রেরক ও গবর্ণর জেনারেল সকলেই উক্ত অপ
অপরাধী ইত্যাদি। প্রতিবাদ করিবার সময়
বাদকের এই কথাটী বুঝিতে ভুল হইয়াছে।
যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ ক্ষমতা প্র
করুন, তাহাতে দোষ নাই; বরং তাহার অ
করিলে ন্যায়তঃ দোষী হইতে হয়, এ কথা আ
স্বীকার করি এবং পত্রপ্রেরকও লেখার ভা
ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে কথা এই, যাঁ
যেরূপ ক্ষমতা, তিনি যদি সেই ক্ষমতার অপপ্র
করেন, তবে বাস্তবিকই তাহা নিন্দনীয় হয় কি
পক্ষসমর্থনকারী স্বীকার করুন আর নাই ক
যিনি রেলওয়ে বাবুদিগের কার্য্য দেখিয়াছেন, তি
মুক্তকণ্ঠে পত্রপ্রেরকের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলি
অধিকাংশ রেলওয়ে বাবু কি পোষ্ট মা
খালাসীদিগের, অসহায় পথিকদিগের ও নিম্নতি
উপর সময়ে সময়ে নবাবের ন্যায় মহা আধি
প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অধিক কাগ
কালী ব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই, জিজ্ঞাসা
এইরূপ কার্য্যই কি উন্নতহৃদয়ের অনুমোদনীয়

(১) পক্ষ সমর্থনকারী নিজের কথাতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে, বাঙ্গালীর মন দুর্ব্বল। এক্ষণে পাঠক! যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহাদের চরিত্র কতদূর উত্তম হইতে পারে, ও পক্ষ সমর্থনকারীর বাক্য কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

অপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক যে, প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের চরিত্র বর্ণন য়াছেন, সেই জন্য " প্রবাসী বঙ্গবাসীর " নিকট ক কিম্ভূত কিমাকারের লোক বলিয়া গণ্য হইয়া- ! কিন্তু সীমাবদ্ধ দর্শনশক্তিসম্পন্ন পত্র সমর্পন- ীর জানা উচিত, যে সকল অপ্রবাসী বঙ্গীয় সমাজে বাস করিয়া থাকেন, সমাজের ভয়েই ক আর অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের য় প্রবাসী (সমাজের বহু দূরে স্থিত) বঙ্গীয় কর চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহাই থাকুক, সমাজের ভয়ে, অভিভাবক- ণর শাসনে তাঁহারা একবার উপবীত পরিত্যাগ বার তাহা গ্রহণ করিয়া অব্যবস্থিতচিত্ততার চয় দিতে পারেন না। যদি উপবীত পরিত্যাগ , কি সকলের অন্ন ভোজন করা তাঁহারা কর্ত্তব্য বেচনা করেন, তবে " ঢাক ঢাক গুড় গুড় " না য়া তাঁহারা প্রায় প্রকাশ্যরূপেই তাহা করিতে ্য হন। প্রবাসীরা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? নই নয়। তাঁহারা দুই দিক বজায় রাখিবার া করেন, তাই তাঁহাদের এরূপ দুরবস্থা। আমরা ক্ষে অনেককেই দেখিয়াছি, বিদেশে তাঁহাদের ভাব—শ্মশ্রু রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, সক- র অন্ন ভোজন করিতেও তত কুণ্ঠিত হন না বার গৃহে আসিলে অন্যভাব; পরম হিন্দু! প কার্য্য যথার্থই কি নিন্দনীয় নহে? ইহা থার্থই কি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য নহে? নাম প্রকা- র আবশ্যকতা কি, " প্রবাসী বঙ্গবাসী " যদি বাসে থাকিয়া সত্য সত্যই এরূপ স্বভাবের লোক ন চক্ষে না দেখিয়া থাকেন, তবে আমরা অব ই সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ও অনভিজ্ঞতা দূর করিয়া ব। বলা বাহুল্য, পত্রপ্রেরক কিম্ভূত কিমাকারের াক নহেন, তাঁহার হৃদয় মহৎ না হউক, কিন্তু -তোক নীচাশয়তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা পত্রের উপসং- র করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, " যিনি এরূপ টিল-হৃদয়, তাঁহার নাম অবশ্য প্রকাশ করা উচিত ন। নতুবা সকলে তাঁহাকে নিরবিন্দুক বলিয়া ানিবে ও বলিবে—ছি! ভদ্রলোকের কি এই াজ!!" আমরা বলি, "একজন প্রবাসী বঙ্গ সী" এই নাম স্বাক্ষর না করিয়া অগ্রে নিজের ত্র অনুসন্ধান করিয়া, নিজের নাম প্রকাশপূর্ব্বক রে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করা ও পরের নাম কাশ করিতে উপরোধ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য ছল]। তবেই সাহসী ভদ্রলোকের মত কার্য্য করা ইত।[যাহা হউক আশা করি, আগামীবারে তিনিও নিজের নাম প্রকাশ করিয়া পত্র সমর্থন করিবেন।

কুকুমবেলিয়া মোল্লা-
বেলিয়া ৪ ঠা ফাল্গুন। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ফাল্গুন সোমবার।

ভারতে উচ্চশিক্ষার অনিষ্ট শঙ্কা।

" বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। " এটী একটী যথার্থ নীতিবাক্য। লর্ড রিপনের শাসন- কালে আমাদিগের এ আশঙ্কা কেহ কেহ অলীক আশঙ্কা মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি তাহা নহে, সমুদ্র রত্নাকর হইলেও তাহা ভয়ঙ্কর। লর্ড রিপন লিটনের ন্যায় নিষ্ঠুর না হইলেও তথাপি তিনি যে কার্য্যে ব্রতী তাহাতে তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বুদ্ধি স্থির, তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন, তাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যের নাম শ্রবণেই আমাদিগের মনে নানা প্রকার তর্কের উদয় হইয়া থাকে। একটী প্রবাদে আছে " নরমে লোহা কাটে " লর্ড রিপনের কার্য্যও তাহাই। অন্যান্য গবর্ণর জেনা- রল উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়াও কাহারঃ কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা এমন কোন সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা ভারতের লোককে ভোগ দিতে পারেন এবং জনসাধারণের তাহাতে তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু লর্ড রিপন এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর- দিগের অভীষ্ট সাধনের একটী সুন্দর উপায় হই- য়াছে। তিনি যে শিক্ষাসংক্রান্ত সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের ভাবী মঙ্গলের কামনা করিতেছেন বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা কার্য্যের ভার এ দেশী- য়ের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া লঘু হইবার উপক্রম করিতেছেন তাহা আমরা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। ভারতের লোকে এক্ষণে যেরূপ আত্মশাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন তাহাতে এ ভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত হইলে ইহা যে তাঁহাদিগের পরিত্যাগ করা সঙ্কটের হইবে তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

পাঠক! আগ্রা কালেজের বিলোপ প্রস্তাবই আজি আমাদিগের মনে নানা প্রকার কুতর্কের উদয় করিয়া দিতেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সভা যাহ করিবেন, আগ্রা-কালেজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে তাহা একটী চিত্র আমাদিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয় দিতেছে, সুতরাং এই কারণেই অদ্য আমরা ভবিষ্য কথনে প্রবৃত্ত হইতেছি। তবে কথা এই, নান মুনির নানা মত। গবর্ণমেণ্টের মনের কথা যখ কাহারও জানিবার কোন উপায় নাই তখন সক লেই যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং আমরাও যে সাহস সহকারে আমাদিগের মতকে অভ্রান্ত বলিতে পারি তাহা পারি না। তবে যুক্তিগুলি আপাততঃ মধুর বলি প্রতীয়মান হয় কি না, এ স্থলে তাহাই বিবেচ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনারল আগ কালেজের বিষয় স্বয়ং বলিয়াছেন ইহার সম্প ব্যয়ভার বহন করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে সুতরাং উহার রক্ষার বিষয়ে তাঁহারা ঐকান্তিক যত্ন করিতে পারিতেছেন না। তবে স্থানীয় লোক যদি উহা রক্ষা করিবার জন্য বিশিষ্টরূপে সচেষ্ট হ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে আপত্তি নাই তবে এই কালেজের জন্য যে টাকা দান প্রা হওয়া গিয়াছে সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এক কতকগুলি লোককে প্রতিভূ হইতে হইবে যে তাঁহা দিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কালেজের উন্নতি নি অবনতি হইতে না পারে। গবর্ণমেণ্ট কেবল স্থানী নিয়মানুসারে সাহায্য দান করিবেন মাত্র।

এক্ষণে কথা এই, ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিম ঞ্চলের লোকে অর্জ্জিত বিদ্যার এমন মধুর স্বাদ পায় নাই, যে জন্য তাহারা মন প্রাণ সমর্পণ করি বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবে, যে যদি তাহাদিগের থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট না কেন আজ উহার ভার পরিত্যাগে উদ হইতে হইবে? কালেজ যে অপনার ন্যায় আপ নিজ্যক করিয়া বরং টাকা উদ্ভব দেখাইতে পারি আমরা দেখিতেছি অ দেশে অধিকাংশ স্ত্রীশিক্ষ তাদৃশ উন্নতি নাই। সকল লোকে ইহার উপ বিতাও বুঝে না। অনেক পিতামাতা বলিয়া থাকে স্ত্রীলোকে চাকুরী করে না, আমাদিগের কন্যা লেখাপড়া শিখিয়াও তাহা করিবে না, তবে যত বই পড়িয়া সময় নষ্ট করিবে, ততক্ষণ গৃহক করিলে ফল আছে। তবে গবর্ণমেণ্ট কেন কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশে এত চেষ্টা করি ছেন? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য কেন তাঁহারা প্রলোভন দেখাইতেছেন? বিনা বেতনে বালি দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় করিয়া কালী, কলম পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিয়া এবং

[illegible]গকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিতেছেন? উচ্চশিক্ষারও এক সময়ে এইরূপ হীন দশা ছিল, ক্রমে লোকের মন উহার দিকে যাইতেছে, এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি উহার সাহায্যদানে অমনোযোগী হন তাহা হইলে উহার যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছে তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণের পুত্রেরা বিদ্যাশিক্ষা করিবে [illegible] আজিও বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না। রাজভাষার সংস্রবই লোকের অধিক, রাজা সকল কার্য্য [illegible] ভাষায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই লোকে [illegible] অভিপ্রায়ে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াও উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু যেই কার্য্যোপযোগী বিদ্যা হয়, সেই অমনি চাকরী করিতে আরম্ভ করে আর শিক্ষিত বিষয়ের আলোচনার বড় অবসর থাকে না।

এ দেশীয় অধিকাংশ লোকের মূলধন নাই, যে কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। রাজা স্বজাতি পালনে অধিকতর তুষ্ট হন, সুতরাং এ দেশীয় লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না। ক্রমে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া মাটী হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অসংখ্য ভদ্রলোকের বাস, এমন কি সেই সকল স্থানের সকল লোকেই যদি বিদ্যার মধুর রসাস্বাদ পাইত, তাহা হইলে সেই সেই স্থানে এক একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি[illegible] তাহার সাহায্যও করিতে [illegible] কই কৈ আমরা ত তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। [illegible] গ্রামে বিনা সাহায্যে [illegible] স্কুল অথবা কালেজ [illegible] চলিতে দেখিতে পাই না। অনেক স্থানে অনেকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া বিদ্যালয় খুলিয়াছেন কিন্তু তাহার কোনটীরই অবস্থা তাদৃশ উন্নত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথম প্রথম উৎসাহসহকারে কার্য্যারম্ভ করেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। স্থানীয় লোকের আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষিত লোকের নিয়ত তত্ত্বাবধান বিনা স্কুলের উন্নতি হইবে না। এই কারণেই গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে [illegible] স্কুল অথবা কালেজ খুলেন তাঁহাদের যত্ন অথবা কালেজের [illegible] হয় না এবং অতি অল্পকাল মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অধুনা [illegible] কাশী ও বোম্বাইয়ে উচ্চ যৎসামান্য উন্নতি [illegible] পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের [illegible] তুলনায় তাহা কিছুই নহে। [illegible] উচিত কলিকাতার স্কুল কালেজের কিছু উন্নত অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ভারতবাসিদিগের সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থারই কল্পনা করিয়াছেন নতুবা কখনই আগ্রা কালেজটী উঠাইবার প্রস্তাব করিতেন না। ভাল, এস্থলে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত স্থানে। সে স্থান কিছু মন্দ নহে, অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে, এবং পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিও বিশিষ্ট জনপদ। বিদ্যাসাগর মনে করিলেই সেখানে কালেজ প্রভৃতি খুলিতে পারিতেন, তাঁহার স্বদেশ উন্নতির জন্য একান্তিক চেষ্টাও আছে, তবে যে তিনি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কলিকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুল, মেট্রোপলিটান কালেজ খুলিলেন তাহার তাৎপর্য্য কি? দেশের লোকের নিরুৎসাহ ও উদ্যমশূন্যতাই কি ইহার কারণ নয়? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, অধিক দূরে যাইতে হইবে না, কলিকাতার ১৫। ২০ মাইল দূরে এমন অনেক স্থান আছে যে, সেখানকার লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভিন্ন আর কিছুই দেখে নাই। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের যৎপরোনাস্তি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি করা ভিন্ন উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃতির কোন সম্ভাবনাই নাই। মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে এক্ষণে পুলিসের ব্যয় দানের যে ভার সমর্পিত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া লইয়া সেই টাকায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। যেখানে তাহাতে সঙ্কুলান না হইবে, সেখানে বালকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু সেগুলি যে কতদূর সঙ্গত, পাঠক একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মিউনিসিপালিটীর অবস্থা আপনারা কেহই অনবগত নহেন। পুলিস মিউনিসিপালিটীর আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক গ্রাস করেন বলিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, আর এই নিমিত্ত আমরা সচরাচর সাধারণকেই অনুযোগ করিতেও দেখিতে পাই, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি সেই ব্যয়টী উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা বিভাগকে মিউনিসিপালিটীর হস্তে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে পুলিসের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হইত ইহাতে তদপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় হইবে, সুতরাং রাস্তা ঘাটের অধিকতর অবনতি হইবার সম্ভাবনা। বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই, এক্ষণে বালকদিগের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিয়া অনেক দরিদ্র বুদ্ধিমান বালক নিয়মিত বিদ্যালাভে সমর্থ হয় না। তাহার উপর আবার বেতন বৃদ্ধি হইলে মধ্য শ্রেণীর লোকও যে নিজ নিজ বালকগণকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে পারিবে তাহা ত কোন ক্রমে বোধ হয় না। অতএব বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে যেমন মিউনিসিপালিটীই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটীর দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে কতক কতক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহেন। কিন্তু অগ্রে দেখা উচিত ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কত প্রভেদ। ইংলণ্ডে শত শত বৎসর ধরিয়া যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে চিরপরাধীন ভারতে কি সে রীতির ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা আছে? ভারতের মিউনিসিপালিটীগুলিকে সদ্যোজাত শিশু বলিলে হয়। আজও উহার অবয়ব পুষ্ট ও মানসিক বল পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। এখন মিউনিসিপালিটীগুলির নামে মাত্রে স্বাধীনতা কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীনতা নাই। সে গুলিকে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র বা দাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে যে গুরুভার নিক্ষিপ্ত হইবে, মিউনিসিপালিটী কখনই সে ভার বহনে সমর্থ হইবে না। এ অবস্থায় অভিলষিত ফল লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অগ্রে মিউনিসিপালিটীকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, অগ্রে তাঁহাদিগের কমিশনর তাঁহারা মনোনীত করিতে থাকুন, কার্য্যধুরা বহন করিতে এবং সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত হউন তাহার পর যদি গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে বিদ্যা শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন তখন অভিলষিত ফললাভের আশা করিতে পারে। এই আগ্রা কালেজেই ইহার সুন্দর পরীক্ষা হইবে। আগ্রা ত অনেক কালের প্রাচীন ও একটী প্রধান সহর। এখানকার লোকে যদি কেবল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার তুল্য অবস্থায় কালেজটী রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিব গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার দিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা ফলোপধায়ী হইবে। যাবৎ এ পরীক্ষা না হইতেছে তাবৎ মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার দিলে যে মহা অনিষ্ট ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলিতে কি কথায় বলে "তোমায় কিছু বলিব না তোমার উঠান চষিব।" ইহাও সেইরূপ হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে হইবে। অতএব আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই, গবর্ণমেণ্ট এই সংকল্পিত বিষয় হইতে আপাততঃ বিরত হউন।

নিশ্চিন্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যাবৎ আমাদের বীর্য্যতার কারণগুলি নিরাকৃত না হইতেছে, ৎ পুষ্টিকর পদার্থ ভোজনেও আমাদের হীন- তা অনেক অংশে দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা।

টাউনহলের সভা।

গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে টী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন হাজার ক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাধি- নের দুটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এক বর্ত্তমান র্ণমেন্ট মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত যে ৯ আইন রহিত য়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা শন। দ্বিতীয়, এ দেশে স্বাধীন মিউনিসিপা- ী সংস্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা। সভাগণ যে বে আনন্দ প্রকাশ করুন, আমরা কেবল আনন্দ কাশের এই একটী কারণ দেখিতে পাইতেছি মাদিগের রাজপুরুষেরা পক্ষপাতদূষিত একটী ন্য আইন প্রনয়ণ করাতে তাঁহাদের নাম যে ঙ্কপঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল ঐ আইনটী রহিত রাতে তাহা ধৌত হইল।

দ্বিতীয় বিষয়টী যদি সাধিত হয় তাহা হইলে মাদের দেশের একটী মহা শুভ লাভ হইবে। হারা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন ণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাঁহারা সকল বয়েই স্বাধীনতা লাভের বাঞ্ছা করিতেছেন। ন যেমন মিউনিসিপালিটী প্রাদেশিক মাজিষ্ট্রেট জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পরাধীন হইয়া আছে, হা তাহা রহিত করিবার অভিলাষ করেন। হারা সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সভা মনো- ত করিবেন, গবর্ণমেণ্টের কেবল এক চতুর্থাংশ ভা নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। বঙ্গদেশীয় ফ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের নিকটেও এই য়ে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। মরা তাহাতে অনেকগুলি প্রার্থনাও দেখিলাম।

ফলতঃ মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তিরেকে আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। গবর্ণ- ণ্ট যে অভিপ্রায়ে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করিয়া- ন, তাহাও সুসিদ্ধ হইবে না। যদি রাজপুরুষ- গের উপদেশের ও আজ্ঞার অধীন হইয়া মিউনি- পালিটীকে চলিতে হয়, তাহা হইলে মিউনি- পাল সভ্যদিগের সশাসনপ্রণালী শিক্ষার সুবিধা কাথায়? এক্ষণে যেমন মিউনিসিপালিটীর আয়ের ধিকাংশ অপব্যয়িত হইতেছে, কিরূপেই বা সে পব্যয়ের নিবারণ হইবে? আমরা পূর্ব্বে একটী স্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, যাবৎ মিউনি- পাল সভ্যেরা স্বয়ং সিদ্ধ হইতে না পারিবেন, তাবৎ নগরের সৌষ্ঠব সম্পাদন ও স্বাস্থ্যের উপায় বিধান প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবেন না। এখন বন্দরের চাউল চর্ব্বণেই যায়। এখন যে মিউনিসিপাল আয় হয়, তাহার অধিকাংশই কর্ম্মচারী ও পুলিসে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অতএব মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে, এই সকল দোষের সংশোধন হইয়া, উহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব টাউনহলের সভা এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মহোপকারিণী বলিয়া চির ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

রবিবার মদ্য বিক্রয় বন্ধ প্রস্তাব ও সার এসলি ইডেন সাহেব।

গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারি সহরের অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু লোক রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ রাখিবার উদ্দেশে দেশের লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট স্বার্থই বড় হইল। শুণ্ডিদিগের জিদই বলবৎ রহিল, ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম বড় হইল না। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিনিধিগণ হতমান হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের অগৌরব নাই। পরন্তু যদে দেশ যদি উৎসন্ন যায়, তথাপি আবগারির কড়া ক্ষতিকর কার্য্যে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী নহেন! চীনের অহিফেন ব্যবসায় পরি- ত্যাগ করিতে ও ভারতবর্ষের খোলা ভাঁটী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজপুরুষদিগের অন্তরে যেন শেল বিদ্ধ হয়। তাঁহারা উহার বিপক্ষে কত যুক্তি, কত প্রমাণ দেন যে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ দেশের লোকের ভেতো শরীর, তাহারা শাক সবজি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে মাত্র, তাহাদিগের শরীর তীব্র সুরা ধারণে কখনই যে সক্ষম নহে তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। উপযুক্ত আহারাভাবে যে দ্রব্য শরীরস্থ মাংস পর্য্যন্ত ক্ষয় করে সে দ্রব্য পান করা কি দৈন্যদশাগ্রস্থ হীন- বীর্য্য ভারতবাসীর কর্ম্ম? নির্ব্বোধ ভারতবাসীরা তাহা বুঝে না। যে জাতি রাজার উৎসাহে উৎসা- হিত হইয়া আপনাদিগের দেহপাত করিতে উদ্যত নহে সে জাতির মঙ্গলের জন্য রাজপুরুষদিগের কাহেকের জন্যও চিন্তা করা উচিত। মুখে বল আইনে, কহুনে বল, রাজপুরুষেরা সামান্য স্বার্থের লোভে মাতালদিগের ক্ষমতার ও যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাতাল অবস্থায় কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে লৌকিক বিচারে সে উপেক্ষণীয়। আই- নের নিকট তাহার দোষ গণ্য নহে। মদ্যপানে উৎসাহ দেওয়া ও নৃশংস কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া একই প্রকার। মানুষ যতই কেন দুষ্কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হউক না, প্রকৃতিস্থ থাকিয়া করা কদাচ সম্ভাবিত নহে। মাদক সেবন করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়া যায় সুতরাং তখন আত্মপ্রেত দুষ্কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র বাধা জন্মে না। এক্ষণে পাঠক দেখুন, মাদক সেবনে উৎসাহ দেওয়া আর প্রকারান্তরে দুষ্কর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া এক কি না।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, রবিবার সেই খ্রীষ্টের উপাসনার দিন, এই দিনে অবাধ বনিতার মদ্যালয়ে গিয়া ধর্ম্ম সেবায় দিন অতি- বাহিত করা উচিত। তাহা না করিয়া অনেক ইউরোপীয় মদ্যপানে উন্মত্ত হওয়া পথে পথে টৌ টৌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিয়া পাদরী সম্প্রদায় ধর্ম্ম প্রচারক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিরক্ত। এ ঘটনা নিবন্ধন ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের ক্ষতি তজ্জন্য তাহারা বিরক্ত; আর ভদ্রলোকের বিশ্রামের দিনেও পথে ঘাটে বাহির হওয়া সুকঠিন, এ কারণে তাঁহারাও বিরক্ত। এরূপ অবস্থায় গবর্ণ- মেণ্টের বিচার করিয়া দেখা উচিত সর্ব্ব সাধারণে যে এত বিরক্ত হয় তাহার কারণ কি? কেবল আপনার কথা পাঁচকথা ধরিয়া লোকের সঙ্গে অকারণ বিবাদ করা সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শোভা পায় না। আবেদনকারীদিগের আবেদন অনাদৃত হইবার আমরা ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের সকল কথাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা বলিয়াছেন, ইউরোপীয় ও দেশীয় দিগের মদ্য পান প্রবৃত্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সাধারণ লোকেই যৎপরোনাস্তি আশঙ্কিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রাস্তায় মাতাল খালাসি প্রভৃতির উৎপাত লোকের অসহ্য হইয়াছে। শনিবার ও রবিবার কি ইউরোপীয় কি দেশীয় সকল জাতীয় মাতালই খুব করিয়া মদ্য পান করিতে থাকে। ইহাদিগের অধি- কাংশই শনিবারে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে আর রবিবার সন্ধ্যার পর বিশ্রাম দেয়। এই নি- মিত্ত তাঁহারা শনিবার সন্ধ্যার পর হইতে সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মদের দোকানগুলি বন্ধ করিবার প্রার্থনা করেন। আর এ রীতি যে কেবল এই দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এমত নহে, স্কটলণ্ড আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচ- লিত আছে। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এতদ্বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তিনি বলিয়াছেন রবিবারে মদের দোকান বন্ধ করা চুক্তিভঙ্গ করা হয় আর তাহা উচিত। সাহেবের

ম কতিপুরের নালিসও করিতে পারে। এত মদ্যপানে দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, থা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না কারণ ের রিপোর্টই তাহার প্রমাণ। কলিকাতা ও র উপনগর সমূহ সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকের এই বৃহৎ সমষ্টির মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ত অপরাধে যেরূপ অল্প সংখ্যক লোক বর্ষে পুলিষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইতেছে তদ্দর্শনে কোন- ই এরূপ বোধ হয় না যে,মদ্যপানে মত্ত লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি পুলিষ রিপোর্ট হইতে ইয়াছেন, ১৮৭৯ অব্দে ৪৮৩ জন, ১৮৮০ অব্দে এবং ১৮৮১ অব্দে ৭৭০ জন লোক এই অপ- পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। গত তিন বৎ- অবরুদ্ধ মাতালের সংখ্যা ধরিলে নগর ও রে দৈনিক ৯ জন ও কেবল সহরে ৩ জন াতাল হইয়াছিল। অতএব ইহা কোনক্রমেই অথবা আশঙ্কার কারণ নহে। এ হিসাবে াতাকে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর সহিত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিতে হইবে। উপ- র তিনি বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনু- করিলে পাছেও অনিষ্টকর ফলোদয়ের সম্ভাবনা। াপায়ী বা তাহা হইলে আরও অধিক বিলাক্ত েবন করিয়া আপনাদিগের অধিক অপকার। বন্দোবস্তের গুণেই আবগারির আয় বৃদ্ধি , দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন নহে। ীয়ের মদ্য পান ক্রমেই হ্রাস হইতেছে, তবে মধ্য শ্রেণীর লোকে মদ্যপানে অধিকতর হইতেছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ইহা নিবার- েশ ক্ষমতাও নাই। তবে আগামী বর্ষে গের সহিত বন্দোবস্তকালে ইহার বিষয়ে া করিবেন।

করে বিবেচনা করিয়া দেখা হউক,লেপ্টেনাণ্ট র এই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত। তিনি লষ রিপোর্ট দেখাইয়াছেন তাহা খণ্ডন করিবার াগী প্রমাণ আমাদের নাই, তবে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এই রিপোর্টে তাহার অপলাপ তেছে। পুলিষ মাতালদিগকে ভূমিতে পতিত না দেখিলে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। পাকা মাতালে হাতারা সহজে ভূমিতে পতিত । পাহারা টলিতে টলিতে সমস্ত সহর পরি- করে এবং লোকের উপর নানা প্রকার অত্যা- করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে ইউরোপীয় মাতালেরা দলে দলে রাস্তার উপর মান থাকিয়া পথিকদিগের গমনের নানা েশ কোলাহলাদি করিয়া থাকে কিন্তু কেহ না ে ধরিবার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাতালের উৎপাতে অধিবাসীরা যে কিরূপ পীড়িত হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার উপযোগী আইন করা সম্ভাবিত নহে। এ কথার তাৎপর্য্যা- গ্রহে আমরা সমর্থ হইতেছি না। বিদ্যালয়ের অনেক বালক মদ্যপান আরম্ভ করিলে বিশেষতঃ পাটনায় যখন ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছিল সেই সময়ে বোর্ড তাহার নিবারণার্থ ১৬ বৎসরের অল্প বয়স্ক ছাত্রকে মদ বিক্রয় যেমন নিষেধ করিয়া দিয়া- ছিলেন সেইরূপ একটী নিয়ম দ্বারা মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে কি মদ্যপান হইতে বিরত করা যাইতে পারে না? এই রবিবারে মদের দোকান বন্ধ থাকিলে তাহাদিগের মদ্যপান যে অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শুঁড়িদিগের সহিত যে চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া- ছেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই শুঁড়িদিগের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের হাত। গবর্ণমেণ্টের যদি প্রজার কল্যাণ করিবার বাস্তবিক ইচ্ছা হয় তাহা হইলে একটী কাল নিয়ম করিয়া শুঁড়িদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা কঠিন হয় না। রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ হইলে যদি শুঁড়ি- দিগের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে সে ক্ষতি অন্য উপায়ে পূরণ করিয়া দিলে চলিতে পারে। বাস্তবিক আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে প্রজাগণের মদ্যপান নিবারণ চেষ্টায় সমধিক যত্নবান দেখিতে পাই না। বলিতে কি প্রকারান্তরে বোধ হয় প্রজারা মাতাল হয় সেটী তাঁহার অনভিমত নহে। যাহা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে এ সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যব হার দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহা হইতে এ বিষয়ে যে কোন প্রকার উপকার লাভ হইবে আমাদের এরূপ বোধ হয় না। তবে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তবেই রক্ষা।

মুর্শিদাবাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেনঃ—জেলা মুর্শিদাবাদ থানা গোয়াসের অধীন ইস্লামপুরে একটী হাট আছে। প্রতি সোমবার এখানে হাট হয়। এই হাটে ২। ৩ দিবসের পথ হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ আগমন করে। প্রতি হাটে অন্যান্য দ্রব্য বাদে ন্যূন কল্পে ১০। ১২ হাজার টাকার রেশম বিক্রয় হয়। ইসলামপুরের তিন ক্রোশ ব্যবধানে একটী নীল কুঠি আছে। এই কুঠির পরশ্রীকাতর সাহেব ও কর্ম্মচারীগণ ইসলামপুরের হাট ভাঙ্গিয়া লইয়া যাই- বার বাসনায় ১৮৮০ অব্দের জুলাই কি আগষ্ট মাসে এই হাটের এক কি দেড় মাইল ব্যবধানে সোমবারে এক হাট বসাইবার উদ্যোগ করেন। নীলকর সুলভ অত্যাচার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে হাটে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। পুরাতন হাট ৫০। ৬০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং লোকের তথায় থাকিবার নিতান্ত বাসনা। কুকর্ম্মকারীর অবতার স্বরূপ নীলকরগণ যতই অত্যাচার করুন গরিব প্রজা- গণ তাহা সহ্য করিয়াও নূতন হাটে না গিয়া পুরা- তন হাটে যাইতে লাগিল। হাটের পূর্ব্বরাত্রে (রবি- বার রাত্রে) নীলকর দিগের লোকগণ হাটগামী লোকদিগকে বলপূর্ব্বক নূতন হাটে লইয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় দুইবৎসর যাবৎ নীলকরগণ নৃশংস আচরণ করিতেছে এবং গরিব প্রজাগণ মার খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এ পথ ও পথ দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে পুরাতন হাটে আসিতেছে। শুনিলাম মাসাবধি হইতে নীলকরগণের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত রাত্রে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর যাইতে ছিলাম। যখন আমরা ইসলাম- পুরের নিকট আসিলাম তখন ভোর হইল। এক স্থানে অনেকগুলি লোক দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এইটী হাট। হাট অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম, তিন চারিটী স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে, দুই জন লোক দৌড়াইয়া পলাইতেছে এবং ৫। ৬ জন লোক লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়া ইয়া হাসিতেছে। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোক কয়েকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা আমরা আড়াই টাকার মাছ কিনিয়া লইয়া ইসলাম- পুরের হাটে যাইতেছিলাম। সাহেবের হাটে যাইতে অসম্মত হওয়ায় আমাদিগের সব মাছ কাড়িয়া লই- য়াছে এবং আমাদিগকে মারিয়াছে। ঐ দুই জন মাছ লইয়া পলাইল, আর এই কয় জন সাহেবের লোক দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমরা শুনিয়া অবাক। ইংরাজ রাজ্যে এই প্রকার অত্যাচার! স্ত্রীলোকগণ কাঁদিতে লাগিল, পামরগণ হাসিতে হাসিতে অন্য বিক্রেতার অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমরা নিরুপায় কি করিব, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া গোয়াসে- থানার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৭ টা রাস্তার উপরেই থানা। সুতরাং দেখিলাম একটী লোক কাঁদিতেছে। থানার এক জন কর্ম্মচারী বলি- লেন "তোর গাড়ি কোথায় আমরা কি জানি? নূতন হাটে যা পাবি।" প্রাতে হাট দেখিয়াছি, পথে লুঠ দেখিয়াছি সুতরাং রহস্য জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগের ন্যায় তথায়

...দেশী লোক অনেক ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ লোকটী এক গাড়ি কলাই লইয়া পুরাতন হাটে যাইতেছিল, ১৬। ১৭ জন লোক তাহাকে গাড়ি লইয়া নুতন হাটে যাইতে বলে। সে ব্যক্তি যাইতে অসম্মত হইলে তাহার গাড়ি লুঠিতে আরম্ভ করে ইত্যাদি। পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নুতন হাট বসাইবার চেষ্টায় জমীদারে জমীদারে দিন কত কাল বঙ্গদেশে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শান্তিভঙ্গ পরস্বাপহরণ ও একজনের সম্পত্তির উচ্ছেদ মনুষ্য হত্যা ও সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতি ন্যায়,যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য ঘটিত কিন্তু তাহাতে এই এক লাভ ছিল, ভীরু জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদিগেরও বিলক্ষণ সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এখন আর সে সকল নাই। সে উপকার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আজিও যে পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নুতন হাট বসাইবার চেষ্টায় একের সম্পত্তির উচ্ছেদ প্রভৃতি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য চলিতেছে অথচ রাজা তাহার নিবারণ করিতেছেন না এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সমাজ যখন সুশৃঙ্খলরূপে সংবদ্ধ হয় তখন শান্তিরক্ষার দিকেই রাজা ও প্রজা সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হয় কিন্তু ইসলামপুরের হাটের প্রতি সে দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না কেন ?

একজন পত্র প্রেরক আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নববিভাকর তাঁহার ৯ ই ফাল্গুনের পত্রে লিখিয়াছেন যে,বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক দোষের কথা শুনিতে পাইতেছেন। উক্ত ডেপুটী আমাদিগের নিকট নিতান্ত উদাসীন বা অপরিচিত নহেন। আমরাও তাঁহার সংবাদ পাইয়া থাকি এবং আমরা যাহা শুনি তাহা ত নববিভাকর যাহা বলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উক্ত ডেপুটী যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছেন, সকলেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি উৎকোচের অগম্য ও অত্যন্ত ন্যায়পর এবং কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ। এই জন্য বোধ হয় নববিভাকর ক্রোধাবেশে উল্লিখিত কথা গুলি লিখিয়াছেন, ও গুলি তাঁহার প্রলাপবাক্য।

মকদ্দমায় দুই পক্ষের এক পক্ষ বিচারপতিকে অন্যায় বা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে পক্ষ হারিয়া যায় সে বিচারপতি অন্যায় করিয়াছেন, বলিবেই বলিবে। হয়ত এই প্রকার কোন ব্যক্তি নববিভাকরের অনুগত, তাহারই কথাতে নববিভাকর প্রাগুক্ত কথাগুলি নিজ পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যাহা হউক নববিভাকর যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক। কিন্তু সে জন্য আমরা নববিভাকরকে দোষী করি না, কেন না নিজ ব্যবসায়ের সাফল্য ও উন্নতির জন্য কে না কি বলে। তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ ও দূষণীয়।

নববিভাকর দেশীয় ডেপুটীদিগকে "রামকেষ্ট শ্যামকেষ্ট" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এগুলি অবজ্ঞা সূচক বাক্য। বোধ হয় নববিভাকরের সংস্কার আছে, মান্য ও পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা সূচক বাক্যে ও নীচ ভাষায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলেই আপনার মান ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উচ্চমনা ও ভদ্রমনা লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার। নববিভাকর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি রামকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবজ্ঞা সূচক যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই অবজ্ঞাত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিজেরই নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে। + + + +

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাজি গোলাম হোসেনকে শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভ্য মনোনীত করাতে তত্রত্য লোকে তাদৃশ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন না। ইনি একজন ধনী লোক, অমৃতসরের সাল ব্যবসায়ী, ইনি এক বার বিলাতেও গিয়াছিলেন, কিন্তু শালের নমুনা আনিতে কি বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহা কেহ অবগত নহেন। সুতরাং বিদ্যোৎসাহী লোক ব্যতীত এ কার্য্যে সভ্য মনোনীত করা যে গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশীয় লোককে সাক্ষীগোপাল রাখিয়া উচ্চ শিক্ষার কোন অনিষ্ট করিলে তাহাতে আর কাহারও ওজরটী চলিবে না। আমরা "ভিটো" দেওয়া সভ্য চাহি না। সভার যে সকল দেশীয় লোককে সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাচন-প্রণালীকে তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, আমরা দেখিতেছি এ দেশের প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বান এবং স্বাধীন মত প্রদানে সক্ষম লোক অল্পই মনোনীত হইয়াছেন, তাহাতেই উচ্চশিক্ষার অনিষ্ট আশঙ্কা আমাদিগের মনে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যেমন মত লইয়া কাজটী পাকা করা হইয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ এ দেশীয় কয়েক জন ধনী লোকের মত লইয়া অনিষ্টকর কোন কাজ করিলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না, তদপেক্ষা বরং এক তরফা হওয়া ভাল। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশের লোকে সম্মান লাভের প্রত্যাশায় অন্ধ হইয়া যাঁহার যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তিনিও সেই কার্য্যের ভার লইয়া তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া দেশের অ... করিয়া ফেলেন।

আমরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নানা স্থান হ... মাটাক্লিনদের সংবাদ পাইয়া থাকি। মাহব... বত আমোদপ্রিয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লোক।... এর স্থানে স্থানে যে অভিনয় হইবে তাহা আশ্চ... বিষয় নহে। এটী নুতন সংবাদ বা বিশেষ আন... সংবাদ নহে। তবে আমাদের একটী আহ্লা... বিষয় এই যে, মধ্যে দিন কত কাল আমোদ স... লোকের যে প্রকার জঘন্যরুচি হইয়াছিল বর্ত্তমা... তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ক্রমে আমরা ... মার্জ্জিত দেখিতেছি। এতন্মূলক বঙ্গভাষ... সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতেছে। এখন আ... সচরাচর দুটী আমোদকর বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখি... পাইতেছি। এক, অভিনয়,দ্বিতীয় যাত্রা। এখন... যাত্রা গুলিও উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। এই যাত্রাতে... অনেক অভিনয়ের ধরণ ও ভাষার উৎকর্ষ সা... হইয়াছে। কিছু দিন হইল আমরা ব্রজরাজের দ... (যে দল এক্ষণে বাবু গোপীমোহন রায় চালাই... ছেন) যাত্রা শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম তাঁহা... সকল বিষয়েই কি অভিনয়, কি সঙ্গীত, কি স... বিদ্যায় নিপুণতা সকল বিষয়েই তাঁহারা বিশেষ... কর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উন্নতি দ... অনেকেই তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপ পুরস্কার ... থাকেন। ঐ দল, সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ রাজা সৌ... রীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে একটী পদক ... হইয়াছেন। ঐ দল মুক্তাগাছায়, বাঁকুড়ায় ও পু... রায় এক একটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। দে... লোকেরা যদ্যপি সঙ্গীতে ও অভিনয়ে উৎসাহ না দি... যদি উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট অভিনয়ে ও যাত্রায় উৎ... দেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশুদ্ধ আমোদ ... হয় দেশের ও সবিশেষ মঙ্গল হয়।

আমরা বহুকাল অবধি ভারতবাসী... শস্ত্রশিক্ষা দিবার ও তাহাদিগকে সৈনিক শ্রে... ভুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া আ... ছেছি কিন্তু এতদিনের পর তাহা কার্য্যে পরি... হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। দেশীয় সেনা সম্ব... বিলাতে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপো... প্রকাশিত হইয়াছে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে অধ... সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চ শ্রেণীর সা... রিক কার্য্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইবে... এটী পরম আহ্লাদের কথা, এই নিয়ম দ্বারা ... সাম্রাজ্য এক দিকে যেমন সুদৃঢ় হইবে অপর দি... তেমনি রাজার কর্ত্তব্যপালন নিবন্ধন কৃতজ্ঞ হই...

…া প্রকার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ উন্ন… জন্য দায়ী, অতএব এটী তাহার একটী অবান্তর …য়। অতীতসাক্ষী ইতিহাস পাঠে দেখা যায় …ন রাজাই বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগকে সৈনিক …ভুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এই …ন্ম ইংরাজ জাতি এক সময়ে যখন রোমক… …র নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তখন …রকগণ তাঁহাদিগের বীরপনা দর্শন করিয়া …াদিগকে অভিন্নভাবে সৈনিককার্য্যাদি শিক্ষা … রাজোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন …ময়ের বড় পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সংসার …ত চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, প্রবল অস্ত্রবলে ভাব… …যে ইহকাল আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা বিলক্ষণ …ন, তথাপি কেন যে নানা প্রকার বন্ধনে ভারতীয় …দিগের হৃদয়কে একেবারে উদ্যমশূন্য করিয়া …ছিলেন তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। … যখন আইনের কঠোরতা ছিল না তখন এক এক …াবিপুক ও এক একজন শিখ যোদ্ধার যুদ্ধ বিদ্যায় …তার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় আনন্দে …কত হইত। গবর্ণমেণ্ট এই ভারত একচ্ছত্র করিবার …র তাহার বিলক্ষণ পরিচয় ও পাইয়াছেন। আফ- …যুদ্ধই বল, আর যাহাই কেন বল না দেশীয় …সিপাহির বলেই বল। আর তাহারা যে কিরূপ …ী গবর্ণমেণ্ট অনেক গুলি কার্য্যে তাহার পরীক্ষা … করিয়াছেন, তথাপি কেন যে এই ভ্রমান্ধকার …ত হয় না, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। …র অঙ্গে কতকগুলি নির্ব্বোধ সিপাহি দলে …া কাটিলে ধর্ম্মলোপ হইবে এই আশঙ্কায় বিদ্রোহী … উঠাতে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিভী- … দেখিয়া সর্ব্বদাই আশঙ্কিত হইতেন কিন্তু সেটী …ক কি অমূলক তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিয়া …বার অবসর পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে তাহা …কার্য্যে পরিণত হইলে চির আনন্দশালী ভারত… …র পক্ষে মহৎ মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষম- …। তরের এটী একটী মহৎ উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার

…ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে আয়র… …ল্যাণ্ড আক্ট অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা …অনুসন্ধানার্থ লর্ড সভা যে আপাততঃ … …না কার্য্য জন্য একটী সিলেক্ট কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব … হইয়াছেন। স্বপক্ষে ৯৬ জনের ও বিপক্ষে ৫৩ জনের …হইয়াছে।

…ডেলোঞ্জে বলেন, ইংরাজ ও ফরাসিরা একত্র হইয়া …ন্টের রাজনীতি সম্বন্ধে যে পত্র অন্য অন্য রাজার নিকটে …ন করেন, তাঁহারা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

পারিস ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। জেনেরল স্কোবেলফ অপর অবস্থা সার্বিয় ছাত্রদিগের নিকটে এই ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন যে, জর্ম্মণির সহিত রুসের যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

টিউনিসে ফরাসিদিগের যে সৈন্য আছে, তাহাদিগকে তথা হইতে লইয়া যাওয়ায় তথায় অন্য অন্য দেশীয় লোক লইয়া সৈন্য করা হইবে, এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে

ভিয়ানা ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। একদল অষ্ট্রীয় সৈন্য বিদ্রোহি- দিগের একটী সিন্দুক ধরিয়াছে, তাহাতে রুষীয় সাম্রাজ্যিক উপকরণ আছে।

বিদ্রোহিদের উত্তেজনা করিতেছিলেন বলিয়া অন্যান্য রুষীয় সেনাপতি জেনেরল জানকফকে সেভিয়ায় রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জেনেরল স্কোবেলফ পারিসে যে বক্তৃতা করেন, তাহা লইয়া ভিয়ানায় ঘোর আন্দোলন চলি- য়াছে। … পত্র সকল উহার দুর্নাম করিতেছেন।

রিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, গেরিলার লুণ্ঠকারীরা … নামক স্থানের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছে এবং তথাকার এক হাজার লোকের ও … বিদেশীয় ২০০ লোকের প্রাণবধ করিয়াছে।

সেণ্টপিটার্স বর্গ ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। এখানে এই সঠিক সত্য সংবাদ আসিয়াছে যে, এক দল কসাক সৈন্য মর্ভে প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডের ও অন্য অন্য রাজ্যের মত এই, জেনারল স্কোবেলফ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, রুষ গবর্ণ- মেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নয় বলিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হয় এবং জেনেরল স্কোবেলফ বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কার করা হয়।

রুষে ইহুদিদিগের প্রতি যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা কন্সলের রিপোর্ট দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতা নিবন্ধন ঐ অত্যাচার ঘটিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জর্ম্মণি সুলতানকে … এই উপাধি দান করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ উপাধি দিতে যান সুলতান তাঁহাদের অকপট অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। … লার্ড … আইর- লেণ্ডের কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যে সিলেক্ট কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব হয় … তাঁহার সভা হইতে অনুমত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন ২১ এ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব করিবেন, বর্ত্তমান সময়ে আয়র্লেণ্ডের লাণ্ড আক্ট আইনের কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যদি কমিটী নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে অতিশয় বিঘ্ন ব্যাঘাত জন্মিবে, এবং আয়র্লেণ্ডকে উত্তমরূপ শাসনে রাখা ভার হইয়া উঠিবে।

সেণ্টপিটার্স বর্গ ২০ এ ফেব্রুয়ারি। মস্কাউয়ের বিশপ রুষ সম্রাটকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করেন। নির্জ্জনে বাস করাতে তাঁহার ভীরুতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং উত্তরকালে রাজবংশ যে বিপদাপন্ন হইবে তাহার পথ হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, আমেরিকায় … হইয়া তথায় যে যে স্থানে তুষার জমে, তাহার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে কমন্সহাউসে গ্লাডষ্টোন সাহেব পার্লেমেণ্ট সংক্রান্ত নূতন নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আপত্তিকারীদিগের … বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন পার্লামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহার প্রস্তা… এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, মতগ্রহণকা… এক পক্ষে ৪০ জনের কম হইলে, তখন পক্ষান্তরে এক … লোকেরও অধিক মত হওয়া আবশ্যক। সার ষ্টাফোর্ড … কোর্ট ইহাতে আপত্তি করেন, ইহা লইয়া অনেকক্ষণ বাদানু… হয়, শেষে সকলের সম্মতিক্রমে আপাততঃ এ বিষয়ের বাদ… বাদ বন্ধ থাকে।

সার চার্লস ডাইক প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন সুয়েজ … সংক্রান্ত সাংক্রামিক পীড়া বিষয়ক যে সকল নিয়ম আছে, … সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইংলণ্ডে… প্রতিনিধি সর্ব্বদাই এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার … করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইজিপ্টের কর্ত্তৃপক্ষকে এই … বলেন যে বর্ত্তমান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম সকল পূর্ব্বকালের … সংক্রান্ত অবস্থার অনুকূল নহে।

সেনাপতি সেলঙ্কি যে আঘাত প্রাপ্ত হন তাহাতেই তাঁ… মৃত্যু হইয়াছে।

নর্দ্দামটনে যে সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছে … ব্রাডলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রস্তাব করেন, কমন্স … তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মতামত গ্রহণকালে স্বপক্ষে ৮১ … ও বিপক্ষে ৩০৭ জন মত প্রদান করেন। … হঠাৎ … টেবিলের কাছে যান, শপথ করেন, এবং … চারীর আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নাম স্বাক্ষর করে… তাহার পর তাঁহাকে চলিয়া যাইবার আজ্ঞা দেওয়া হয়, … তাহা প্রতিপালন করেন, কিন্তু পরে ফিরিয়া আইসেন এব… পদ লাভের প্রার্থনা করেন। লর্ড … চর্চিল … সমর্থনের প্রস্তাব করেন। সভার সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব আ… বার পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল।

বিবিধ সংবাদ।

ব্যবস্থাপক সভার আইনপ্রণেতা হুইটলি … সাহেব পদত্যাগ করিলে "এলুকিটা বারের" ইল… সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

আমরা নাগরপুর হইতে নিম্ন লিখিত সং… কয়টী প্রাপ্ত হইয়াছি।

অত্রস্থলে দেশীয় সুরার ভাঁটীখানা হওয়া অ… যে, এখানকার কত লোক সুরাপায়ী হইয়া… তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সময়ে সম… দেখিতে পাই যে, কতকগুলি লোকে সুরাপানো… হইয়া পথে পথে মাতলামী করিয়া নানা প্রক… অশ্লীল ভাষাদি প্রয়োগ করে, বস্তুতঃ দেশী ম… ভাঁটীখানাতে এই গ্রামের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে… কর্ত্তৃপক্ষ কি একবার উহা দেখিবেন না?

বর্ষান্তে এখানকার নদীটী একেবারে শুষ্ক হ… যায়। এতন্নিবন্ধন অত্রত্য ব্যবসায়ীবর্গের বাণি… দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করা একান্ত কষ্ট ও ব্যয়… হইয়া পড়ে। যদ্যপি কর্ত্তৃপক্ষ কৃপা করিয়া বি… নইরের ঘাট হইতে নাগরপুর পর্য্যন্ত একটী প্র… রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে … জনের যাতায়াত এবং বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও র… নীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ব পরে তাঁহাদিগের পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ ঘট-
তে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী এখন
নোপায় হইয়া স্বামীর নামে আদালতে নালিশ
করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট এই মকদ্দমার মীমাংসা
করিয়া দিয়াছেন। বিচারপতিরা বলিয়াছেন তাঁহা-
দের পরস্পর বিবাহ অসিদ্ধ। তাঁহার সন্তান সম্পত্তি-
র অধিকারী। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম বিবাহিত
স্ত্রী। অতএব তাঁহার আপত্তি কোন কার্য্যের
নহে।

আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে কলিকাতা দক্ষিণ
স্টেট রেলওয়ে বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে।
৫০ মিনিটে যে ট্রেণ কলিকাতা হইতে ছাড়িত
টা ৬।৩০ মিনিটে ছাড়িবে।

টাইমস পত্র বলেন গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের টেলি-
ে একচেটিয়া করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর
দর দাম করিতেছেন। এক বড় বিপদের
। যেটীতে লাভ হইবে সেইটীই কি গবর্ণমে-
ক দিতে হইবে?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আসামে একটী কৃষি-
বিভাগ সংস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ফতেহাবাদ রেলওয়ে
ট্রাফিকের সংযোগ স্থল হইতে বৃদ্ধি করিবার
আদেশ দিয়াছেন এবং মথুরায় যমুনার উপর সেতু
নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছেন।

নানাভাই হরিদাস পুনরায় বোম্বাই হাইকো-
র্টের প্রতিনিধি জজের কার্য্য করিতেছেন। বোম্বাই
হাইকোর্টের যখনি কোন বিচারপতি ছুটী লয়েন
তখনই ইহাঁকে তাঁহার কার্য্য করিতে হয় কিন্তু
প যোগ্য লোককে কি স্থায়ী পদ প্রদান করিলে
ল হয় না। বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্ণর অপক্ষ-
পাতী লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব যখন অপরাপর
হাইকোর্টে দুই এক জন দেশীয় লোককে জজের
পদ প্রদান করা হইয়াছে তখন বোম্বাইয়ে আর
ন এই অসম্পূর্ণতা দেখিতে থাকে।

আমাদিগের ঢাকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।
কাল রবি শস্যের কর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ হই-
। এবার বৃষ্টির অভাবে আশানুরূপ ফল হইল না,
হাতে এবং বৃষ্টি হইলে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভা-
বনা। অধিকাংশ উৎপন্ন হইতেছে, এ বৎসর বড়
হইবে না। নীলও বপন হইতেছে তাহা এ
প্রাতঃকালে অত্যন্ত শীত থাকাতে অধিক
হইতেছে না। লোকের স্বাস্থ্য অতি
; মধ্যে মধ্যে বসন্তরোগ দেখা যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশ্মীরের মহারাজ
যোপযোগী করিতেছেন।
দের প্রাক্কালে অতি উত্তম মদ্য প্রস্তুত হই-
তেছে। কি বর্ণ কি গন্ধ কোন বিষয়েই ইহা
বিলাতের মদ্যের অপেক্ষা হীন নহে। ইহা এক্ষণে
বাজারে বিক্রয় করিবার বিলক্ষণ উপযোগী
হইয়াছে। মহারাজ এই কার্য্যের জন্য একজন
ইংরাজ কলাইকর রাখিয়াছেন। এ মদ বোধ হয়
দেবতারাও পান করিতে পারেন, কেন না সে সোম
রস আর এ দ্রাক্ষা রস।

কাবুলের আমীরের ভারতবর্ষে আসিবার যে
কল্পনা ছিল রাজকার্য্যঘটিত গোলযোগ নিবন্ধন তিনি
তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮২-৮৩ অব্দে যে টাকা রাজস্ব আদায়
হইবে ইউরোপীয় মুদ্রার সহিত তাহার বিনিময়ে
প্রতি টাকায় চারি পেন্স অর্থাৎ প্রায় এগার পয়সা
বাটা লাগিবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়াছেন। সাহিত্য প্রথম বিভাগ—বরদাচরণ মিত্র
প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২য় বিভাগ—যদুনাথ মজুম
দার ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ জেনে-
রল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রেসি-
ডেন্সি কালেজ। আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ফ্রিচর্চ্চ
ইনষ্টিটিউসন। গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় হুগলী কালেজ।
৩য় বিভাগ—লালবিহারি মিত্র ও নীলমাধব
মজুমদার হুগলী কালেজ। নরেন্দ্রনাথ অধিকারি
প্রেসিডেন্সি কালেজ।

সংস্কৃত, ২য় বিভাগ—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত
কালেজ।

আরবী ১ম বিভাগ—হসমত উল্লা, মিউর সেণ্ট্রাল
কালেজ।

ইতিহাস, ১ম বিভাগ—মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ঢাকা
কালেজ। ভবানী দাস লাহোর কালেজ। সারদা-
চরণ ঘোষ, ঢাকা কালেজ।

অঙ্ক, ২য় বিভাগ—রাজমোহন সেন ও কালী
পদ বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। ৩য় বিভাগ—যাদব-
চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রেসিডেন্সি কালেজ।

পদার্থ বিজ্ঞান ১ম বিভাগ—বামাভূষণ ঘোষ
হুগলী কালেজ। কৃষ্ণনাথ ভট্ট, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ।
অঘোরনাথ চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিনায়ক
মোরেশ্বর কেলকার, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। ২য়
বিভাগ—রামলাল সাহা পাটনা কালেজ। রাম
লাল সেন প্রেসিডেন্সি কালেজ। কেদারনাথ,
লাহোর কালেজ। হরিলক্ষ্মণ ইন্দ্রকর, মিউর সেণ্ট্রাল
কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার বসু ঢাকা কালেজ। হরি-
দাস ভট্টাচার্য্য, রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় ও দক্ষিণাচরণ সেন সংস্কৃত কালেজ।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জেনেরল আসেম্ব্লি ইনষ্টিটি-
সন। অক্ষয়কুমার গুহ প্রেসিডেন্সি কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বি এল পরীক্ষায় উ
হইয়াছেন। প্রথম বিভাগ—দিগম্বর চট্টোপাধ
ও নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২
বিভাগ—কিশোরিলাল হালদার হুগলী কালে
অমরচাঁদ শাহা ঢাকা কালেজ। নরেন্দ্রনাথ সেন
নরেন্দ্রকিশোর দত্ত প্রেসিডেন্সি কালেজ। আ
তোষ সরকার ঢাকা কালেজ। সুরেশচন্দ্র চ
পাধ্যায়, মোহিনীমোহন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র মি
নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। পূ
নারায়ণ সিংহ পাটনা কালেজ। শ্রীনাথ
অবিনাশচন্দ্র মিত্র, তারকনাথ দত্ত প্রে
ডেন্সি কালেজ। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র হুগলী কালে
পুলিনবিহারি বসু ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রেসিডে
কালেজ। অবাধাকিশোর, পাটনা কালেজ।
প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। ক
মোহন রায় পাটনা কালেজ। বিজয়গোপাল
অভয়চরণ লাল, ভগবতীমুদ্দিন আহম্মদ, রাম
মণ্ডল, নন্দলাল সরকার, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ
মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সি কালেজ। চন্দ্র
রণ রায় কৃষ্ণনগর কালেজ। যুগদাস ভট্টাচ
দ্বিপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ধীরনাথ
দাস প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিধুভূষণ বন্দোপাধ
হুগলী কালেজ। অন্নদাচরণ সেন ও চন্দ্র
মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। কালী
মুখোপাধ্যায় পাটনা কালেজ। যাদবচন্দ্র সেন
কালেজ। মির্জ্জা মহম্মদ ইসমাইল পাটনা কালে
মহাদেব বন্দোপাধ্যায় ও বনওয়ারীলাল কাতী প্রে
ডেন্সি কালেজ। কমলনাথ দাস ঢাকা কালে
রমাপতি দে প্রেসিডেন্সি কালেজ। তারাপ্রসন্ন
ঢাকা কালেজ। মহেন্দ্রনাথ দাস, চন্দ্রকান্ত লাহি
ত্রৈলোক্যনাথ বসু, উগ্রকান্ত রায় প্রেসি
কালেজ। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিউর সে
কালেজ। যদুনাথ ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালে
মতিলালমোহন দত্ত, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও
তোষ মুখোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। অক্ষ
ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। কৃষ্ণভূষণ বন্দো
পাধ্যায় হুগলী কালেজ। প্রিয়নাথ পালিত,
লাল চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ সেন, যদুনাথ গো
শরৎচন্দ্র পাল, রসিকচন্দ্র দাস, রামপ্রসন্ন মু
পাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র লাহি
রামকুমার গুপ্ত, বিনোদবিহারী ঘোষ প্রেসি
কালেজ। রেবতীকান্ত নাগ ঢাকা কা
যোগেন্দ্রনাথ বসু ও তুলসীচরণ পাল প্রেসি
কালেজ।

গবর্ণমেণ্ট মানিকুল হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ৬৫০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মান্দ্রাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইবে।

প্রয়াগের কুম্ভমেলা উপলক্ষে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর ৯ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের আসন দিবার নিয়ম রচিত করাতে যোগ্য ইংরাজ সভ্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে। অধ্যাপক ব্রাইস, ও এ, ডে, এবং ক্যাস নকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চার্লস টর্ণারকে উক্ত পদে মনোনীত করা হইতেছে, কিন্তু ইহাঁদিগের মত এখনও জানা যায় নাই।

আগামী এপ্রেল মাসেই ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ ব্রিটিশ চিকিৎসা বিভাগের সহিত মিলিত করা যাইবে।

সিবিল মিলিটারি গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন আমীর হিরাটের গবর্ণর আবদুল কোদস খাঁকে কান্দাহারের গবর্ণরের পদ প্রদান করিয়া হিরাট পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া বলেন, ইসা খাঁ তাঁহাকে তত্রত্য গবর্ণরী দিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বিনানুমতিতে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমীর এই উত্তর শুনিয়া রুষ্ট হইয়া কোদস খাঁর ভ্রাতা আবদুল গাফেজের প্রাণ বিনাশ করিয়া অবমানের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

১০ ই মে ভিয়ানায় দাবা খেলার সভা বসিবে। উহার অধ্যক্ষেরা ভাল ভাল দাবা খেলওয়াড়দিগকে তথায় আমন্ত্রণ করিতেছেন। পৃথিবীর যেখানে যে ভাল দাবাখেলওয়াড় আছে তাঁহাদিগের সকলেই এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

রুশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে দৃঢ়রূপে নৌসেনার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ভ্লাদিভষ্টক নামক স্থানে টার্পিডো কামান প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কারখানা প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৬০০০০ টাকার কল ক্রয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বিষয় হস্তান্তর করণ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্য বৃহস্পতিবারে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য করা উচিত ছিল, এ সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তিও উঠিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া চীফ জষ্টিসের পরামর্শ ক্রমে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মেজর বেরিংয়ের পত্নী অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ২২ এ কুচবিহারে গমন করিয়াছেন। ৬ ই মার্চ্চ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

অতঃপর কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনী সভা যাঁহারা দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা দুই আনা দর্শনী দিয়া যাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করায় তিনি তাহাদিগের হাজার টাকারও উপর মকদ্দমায় দাঁড়াইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

কুলিবিল লইয়া বিলাতেও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মূর্খ দরিদ্রদিগের রক্ষার্থে সভা ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছেন এবং এই আইন নিবন্ধন হতভাগা কুলিদিগের কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটা সভা বসিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি যতক্ষণ এই আইনের অনুমোদন না করেন, ইহাঁরা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয় তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভাতেও উপস্থিত করিবেন।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭২৭৪ খানি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র আছে। ইহার মধ্যে ইউরোপে ১৯৫৫৭ এবং উত্তর আমেরিকায় ১২৬৮০,এই সংখ্যার মধ্যে ১৬৫০০ ইংরাজী ভাষায়, ৭৮৮০ জর্ম্মণ ভাষায়, ৩৮৫০ ফরাসী ভাষায় এবং ১৬০০ স্পেনীয় ভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

গত সোমবার রাত্রি ৭৷০ টার সময়ে বাবু হরিমোহন রায়ের ষ্টীমার ঘাটাল হইতে ১০৬ জন আরোহী লইয়া মল্লিকের ঘাটে আসিতেছিল হঠাৎ পোলের ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। পুলিসের যত্নে ৯ জন নাবিক ও ১০৬ জন আরোহীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

মঙ্গলবার ঘুসড়ির পাটের কলে অগ্নি লাগিয়া অন্যূন ২৮০০০০ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে।

রুশের অত্যাচারে ওয়ার্স নগরের প্রায় ২০১১ ইহুদী অত্যন্ত বিপন্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে।

গ্যাস কোম্পানী কলিকাতায় যে আলোক আনিতেছেন তাহাতে গন্ধকের গন্ধ বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন ইহাতেই মেজর বেরিংয়ের পত্নীর পীড়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী ইহা নিবারণের উদ্দেশে কোম্পানীর নামে উকীলের চিঠি দিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর রাসায়নিক পরীক্ষক বলিয়াছেন উহাতে গন্ধক নাই।

গবর্ণর জেনেরলের সভার সভাগণ শিমলা যাইবার কালে অতঃপর পাথেয় ব্যয় পাইবেন।

১১ ... বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান ... সম্পন্ন হইবে, লর্ড ... সভাপতির আসন ...

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

শাসন ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ... প্রসাদ ... কার্য্য ... করিলেন।

... ডেপুটী কালেক্টর ... হইতে ... করিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ... ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ... কিছু ... হইবেন।

২০ ... ডেপুটী ... পদে ... হইলেন ... উক্ত ...

২১ ... ডেপুটী কালেক্টর ... ছুটি ... করিলেন।

... ১৮৮২ ... ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ছয় মাস ২৬ দিন অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বর ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ... মাস অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদা প্রসাদ বসু ৩১ এ মার্চ্চ হইতে দুই মাস ... গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ... ডেপুটী ... দুর্গাচরণ ঘোষ ... প্রথম ... ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের ... ফজলর্দ্দি মৌলবী নওয়াখালীতে বদলী হইলেন।

ক মুঙ্গের হইতে জামালপুরে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে
ী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। কেশব
ই তদনুসারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার
রেলওয়ে কোম্পানী অনেককে প্রতিপালন
তেছেন; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীদিগের
অধিকাংশের এরূপ অবস্থা নহে যে বালক-
ক স্থানান্তরে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেন, অথচ
লপুরেও কোন বিদ্যালয়াদি নাই; এ অবস্থায়
ওয়ে কর্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি গরিব বালকগণের
াশিক্ষার্থ এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন
কগণের বিশেষ উপকার করা হয়। তাঁহার
তায় রেলওয়ের বড় বড় সাহেব চাঁদায় স্বাক্ষর
লেন এবং এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত
। এক্ষণে সেই বিদ্যালয়টী আর গরিব বালক-
র জন্য নহে। কারণ কোন্ গরিব ২।৩টী
াকে ৩ টাকা বেতন দিয়া পড়াইতে সক্ষম
? অকস্মাৎ স্কুলের এরূপ বেতন বৃদ্ধি হইবার
ণ কি? কেহ কেহ বলেন "ভূদেব বাবু স্কুল
তে আসিয়া নিম্ন শ্রেণীর জন্য দুই জন অতি-
শিক্ষক লইতে ও বালকগণের বেতন বৃদ্ধি
তে বলিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে।
ব বাবু দুই জন শিক্ষক লইবার কথা বলিতে
রন, বালকগণের বেতন বৃদ্ধির কথা যে বলিবেন
ও বিশ্বাস হয় না। যদিই বলিয়া থাকেন তাঁহার
দেশ মত ২০ টাকার হিসাবে ৪০ টাকায় নিম্নশ্রেণীর
দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেই হইত, তাহা
করিয়া ৪০ টাকায় একজন তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত
হইল। দ্বিতীয় শিক্ষক ঐ বেতন পাইতেন
য়া তাঁহার বেতন বাড়ান হইল সুতরাং প্রথম
ক্ষকের বেতন বাড়িল। গরিব কেরাণীদের গলায়
দিয়া এত বেতন বাড়াইবার ধুম পড়িল কেন?
লব বেহারের মধ্যে জামালপুরের স্কুল এবার
উত্তম হইয়াছে, এ বৎসর বেতন বাড়াইয়া
কদিগকে উৎসাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই।
াদের মতে ভূদেব বাবুর আদেশমত নিম্ন শ্রেণীর
যেমন একজন শিক্ষক লওয়া হইয়াছে, তেমি
একটী শিক্ষক লইলেই স্কুলের এডেও রেলওয়ে
ম্পানীর সাহায্যে এবং বালকগণের বেতনে
মরূপ চলিতে পারিত, সামান্য কেরাণীদিগের
কষ্ট হইত না। স্কুলটীর একটী মেনেজিং কমিটী
ছ। সেই কমিটীর সভ্যেরাই এইরূপ বেতন
প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা
য়াছেন উত্তম, আমরা এক্ষণে একমাত্র চাই বালক
র বেতন কমাইয়া দেন। বেতন কমাইলে যদ্যপি
ালয়ের ব্যয়-সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে পল্লী-
মর স্কুলের সম্পাদক ও মেম্বরগণকে যেমন সময়ে

সময়ে টাকা দিতে দেখা যায় সেইরূপ বাকী টাকা তাঁহাদের এবং সম্পাদককে মাসে মাসে ঘর হইতে অংশ করিয়া দিতে হইবে। নচেৎ ভুয়ো মেম্বর ও সম্পাদক থাকিবার আমরা কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।

বসন্তের সমাগমে এখানে বসন্তরোগও দেখা দিয়াছে। কোন কোন পল্লীতে ২।১টী করিয়া বালক বালিকার উক্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

কয়েক দিন হইল সফিয়াবাদে এখানকার ভলেণ্টিয়ার দলের একটী ভোজ হইয়াছিল। সফিয়াবাদ জামালপুর হইতে বেশী দূর নহে। পূর্ব্বে এই স্থান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে থাকায় এবং ইহাতে একটী সরাই থাকায় অদ্যাপি কেহ কেহ ইহাকে সফিয়া সরাইও কহে। ভোজের দিন জামালপুরের প্রায় যাবতীয় সাহেব সপরিবারে উক্ত স্থানে যাইয়া আমোদ উপভোগ করেন। ঐ দিন ঐ স্থানে কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি দেখান হয়। এতদ্ভিন্ন ক্রীড়া কৌতুক ও নাগরদোলায় দোল খাওয়া হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম একটী প্রাচীনা ও একটী বালিকা দোল খাইতে খাইতে পড়িয়া গিয়া অ ঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জয়পুরের মহারাজ মুঙ্গেরে আসিয়া সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনান্তর কিছু কিছু দান করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যে রাজাকে বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি সম্মান করেন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ঐ দিন ষ্টেসনে না আসায় আমাদের আন্তরিক দুঃখ হইয়াছিল। এক্ষণে শুনিয়া সুখী হইলাম মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়াছিলেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে মুঙ্গেরে গোহত্যা উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাতে এক জন মহাজনের ৬ মাস ও অপরাপর কয়েক জন হিন্দুর ৩।৪ মাস করিয়া কারাদণ্ড হয়। উহাদের মধ্যে মহাজন জামিনে খালাস হইয়া ভাগলপুরে আপীল করিয়াছিল। সম্প্রতি আপীলের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও
ক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র নাটক ৩৶০, পদ্ম
৭ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০,
পালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা
বার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে
প্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা
শের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি
কপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয়
রণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি
। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা,
থা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের
লক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ
আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া
ং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য
বহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ়
ং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা
ত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া
য়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

—:০:—

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের
ল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র
স্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত
দ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকা-
ত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতি
ক্ত ।৶০ আনা ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য
টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

তন বাঙ্গালা যন্ত্র
মতলা ১৫ নং
পাপীকৃষ্ণ পালের লেন।

শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং
ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের
বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া,
স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব
ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-
কৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা
পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে
বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার
কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ
সার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া
যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়,
গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি
পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্যানেক্স
ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী
করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায়
উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয়
ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া
থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপা-
রিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭,
৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ
মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবক্ষ্যো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা
দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য
রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা
ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০
টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বর
ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের
মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায়
২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

তাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন
বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নি
লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূ
প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করি
য়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দাস—জব্বলপুর
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—জুংকোলিয়া
" " রাসবিহারি চৌধুরী জমীদার হরিপুর
" " মহাসেন বেজ—গোবিন্দপুর
" " প্রসন্নকুমার দাস—দিল্লী
কে, কে, ও মলেন স্কোয়ার—কলিকাতা ১
এফ, আর চর্ণাল স্কোয়ার—কলিকাতা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহা
নিকট প্রেরণ করা হয় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমা
সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টা
অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অস
পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নি
নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রক
প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের
পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট কর
লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক
কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর না
নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য
যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায়ে
মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূ
টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্র
অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দে
হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রে
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা কর
তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০
আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর
হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদা
চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে
ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ” ১৬ সংখ্যা

গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৩এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ৬ ই মার্চ্চ। { অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা,
বশোভীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা,
দূর্ষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ
র ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে শকা
র রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি
কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে
: যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা
হার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন
বন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও অড়ু-
র অপেক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যব-
দি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি
দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১১ নং
ভগাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে মহাত্মা হণ্টর সাহেবের
রত বিবরণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া-
ল। উক্ত পুস্তকগুলিতে গ্রন্থকার স্বীয় গুণবত্তার
শেষ পরিচয় দিয়াছেন, গুণগ্রাহী পাঠক মাত্রেই
দৃষ্টে অতুল প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু
মরা দেখিতে পাই, ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিগণ মৎস-
র কণ্ডুয়নে উত্তেজিত হইয়া কেবল দোষেরই অনু-
ধান করেন, সুতরাং সমালোচকের যথার্থ কর্ত্তব্যা-
ষ্ঠান স্মরণ থাকে না। সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি-
ও এই দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন; কেন না
বে, উচ্চ পঙ্কজের পাদদেশ পঙ্কীর নিম্নাতে
।

হণ্টর সাহেবের সংকলিত ভারতবিবরণে এক-
দেশীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইয়াছে, এখানকার
মস্ত গ্রামের ও নদ নদীর নাম তাহাতে লিখিত হই-
ছে। যেমন ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ হস্তীর আপাদমস্তক
মস্ত আকারে অবয়ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ করেকখানি
ত পুস্তকে ভারতের সমস্ত বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।
দেশে অং-কালের গ্রাম ও নদনদীর এ প্রকার
াম আছে, যাহার ব্যুৎপত্তি এক্ষণে আমাদের বোধ-
গম হয় না। ফলতঃ, বিশুদ্ধ সংস্কৃত সূত্রানুসারে
কোদের নামকরণ করা হইয়াছে, অথবা আদৌ
সেরূপ কহিতা বর্ষক্রমে যেমন তেমন এক একটা
াম রাখিয়া দিয়াছে, এখন তাহা আমরা সহজে
বুঝিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত অতি কোমল ভাষা,
সংস্কৃত সূত্রের অসাধ্য সাধন কিছুই নাই; অতএব
গ্রামাদির নামের রূপসিদ্ধিবিষয়ে যদ্যপি আমরা
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত সূত্রসম্মত বিশুদ্ধ
শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা হইলে শব্দজগতে একটা
মহাবিপ্লব ঘটিয়া যায়,—আর কেহ যে গ্রামের এবং
নদনদীর ও দ্রব্যসামগ্রীর নাম বুঝিয়া লইবেন সে
উপায় থাকে না। আমরা দেখিতেছি, "কোপাই-
নদী" "ভেরোনদী" "হুড়হুড়নদী" প্রভৃতি
নাম চলিয়া আসিতেছে। যদ্যপি সংস্কৃত সূত্রানু-
সারে এই সকল নামগুলি বিশুদ্ধরূপে লিখিত হয়,
পাঠক! বলুন দেখি, কোন ব্যক্তি তবে বুঝিতে
পারেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত হণ্টর
সাহেব স্থানাদির নাম সঙ্কলন বিষয়ে অতি সরল
পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যে শব্দসকলের বোধ
সুগম হইবে, তদীয় পুস্তকে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।
এই যুক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ
নাই।

এক্ষণে পাঠক! দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন
ভিন্ন রুচি; এ প্রকার পথ অবলম্বন সকলের অনু-
মোদনীয় নহে। সংজ্ঞাদিতে যেখানে অপসিদ্ধ পদ-
যোগ হইয়াছে, অনেকে তাহা দূষনীয় বোধ করেন।
ভারতবিবরণের স্থলবিশেষে "কালনদী" নাম ব্যব-
হৃত হইয়াছে। এস্থলে "কাল" এই শব্দে বর্ণ বুঝা-
ইলে তাহার সংজ্ঞাতে স্ত্রীলিঙ্গে "কালী" এই
প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। এতদ্দর্শনে পাণ্ডনিবরে
জনৈক লেখক, হণ্টর সাহেব কৃত "কালনদী" পদ
দূষণীয় জানিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই
প্রতিবাদে আমরা কেবল যে বিস্মিত হইয়াছি, এমন
নহে; প্রতিবাদকারীর ন্যায় কোন মহাপুরুষ
"ভারত বিবরণ" সংকলনে ব্রতী হন নাই, তজ্জন্য
পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাদৃশ ব্যক্তি
এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমরা একখানি নূতন
অভিধানের সহায়তা ব্যতীত গ্রাম এবং নদনদীর
নাম বুঝিতে পারিতাম না। পাঠক! দেখুন,
"কালনদী" আমাদের এই বঙ্গদেশেই আছে। যশো-
হর এবং নবদ্বীপের কালেক্টারেরা হণ্টর সাহেবকে
এই নাম লিখিয়া পাঠান। হণ্টর সাহেব ছিদ্রান্বে-
ষের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত বৃথা মস্তিষ্ক চালন
করেন নাই; ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সক-
লেই যে নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যে নাম
চিরকাল চলিত হইয়া আসিতেছে, সরলভাবে
তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহার
কোন দোষ দেখিতে পাই না, বরঞ্চ তিনি সমুচিত
পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে যদ্যপি
"কালীনদী" এই প্রকার নাম লিখিত হইত, তাহা
হইলে বঙ্গবাসীরা কখনই "কালনদী" বুঝি
তেন না, তাঁহারা অন্য কোন পৃথক নদী মনে করি
তেন। এতদ্ভিন্ন আরও দেখুন, বঙ্গভাষায় বি
বিশেষ্য কি বিশেষণে কি সংজ্ঞাতে উপযুক্ত বিভক্তি
বিধান নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় সর্বত্র
পুং বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, সংজ্ঞাদির প্রতিও তাদৃ
মনোযোগ দেখা যায় না। অধিকন্তু, আদৌ "কা
নদী" এই নাম করণ কি নিমিত্ত হইয়াছে, এক্ষ
তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিবার কোন উপায় নাই
এ স্থলে "কাল" এই পদ বিশেষ্য কিম্বা বিশেষ
তাহাই বা আমরা কি প্রকারে জানিব? কাল
ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞা করিয়া "কালী" রূপসি
না করিলে যে চলিবে না, তাহারই কারণ কি
যখন আমরা নদীটীর নামকরণের প্রকৃত কা
জ্ঞাত নহি, তখন "কালী" এ প্রকার সংজ্ঞাই
কেন করিব? "কাল" ইহাকে বিশেষ্য পদ স্বীক
করিলেও ত সমাসে "কালনদী" এইরূপ সি
হইতে পারে? ব্রহ্মকুলাঃ (ব্রাহ্মণৈরধিষ্ঠিতা নদী
স্বৰ্ণদী (স্বৰ্গস্থা নদী—অলকনন্দা) এত
সংজ্ঞা না করিয়া বিশেষ্যরূপে কাল শব্দকে প্র
করিলে কালৈর্লোহময়ৈর্মিশ্রিতা নদী—কালনদী
কালেন কৃতান্তেন প্রেরিতা নদী কালনদী, এবং
বহুপ্রকারে উক্ত পদসিদ্ধি হইতে পারে। য
হউক, উক্ত নদীর নামকরণের নিগূঢ় তত্ত্ব কে
অবগত নহেন, অতএব এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রক
করিতে গেলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হ
সে কারণ আমাদের মত এই, গ্রাম এবং নদনদী
সাধারণ লোকে যে নামে ডাকিয়া থাকে, সেই না
প্রচলিত থাকা সর্ব্বপক্ষে বিধেয়, নতুবা নানা বি
মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। উপসংহ
আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, হণ্টর সাহেব
প্রকার বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ত
যে একবারে ভ্রমশূন্য হইয়াছে এমন কথ
প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু দুই একটী দো
থাকিলেও তাহা সহস্র সহস্র গুণরাশির মধ্যে অ
ভূক্ত আছে, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, গ্রন্থের প
পর মধুর সৌরভ চিত্তমণ্ডল আমোদিত করিতে
যাঁহারা গোলাপ বৃক্ষে কণ্টক দেখিয়া ভীত
পুষ্পচয়ন করিয়া কাজ কি?—শাখাতেই আ
লউন না। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, হ
সাহেব স্বীয় সুললিত মধুর প্রবন্ধ দ্বারা সকলকেই
করিবেন, কিন্তু তিনি বধিরের মনস্তুষ্টির জন্য বী
তান সংযোগ করিবেন না।

শ্রীযঃ

াণ রক্ষার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত মদ্য মাংস ভোজন
েন, সুতরাং মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে, সে কারণ
ের ন্যায় সে স্থলে পাগল অধিক, অতএব মত্ততার
র্ণি দেখাইলেই তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয়। যাহা
ক, অন্যান্য সামান্য অপরাধে লোকে শাস্তি
তেছে, কিন্তু প্রাণহত্যারূপ ঘোর পাপ করিয়া অতিশয়
তর অপরাধ করিয়া লোকে নিস্তার পায়, ইহা
ায় ক্ষোভের বিষয়। একমাত্র দণ্ডের প্রণালী
র মুখ্য কারণ। আমরা তাই বলি, যে দণ্ডের
ন প্রকৃতি দৃষ্টে বিচারপতিগণ শঙ্কিত হইয়া স্বীয়
সম্পাদনকালে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করেন
সামান্য সন্দেহের অনুরোধে বহুসংখ্যক অপ-
কে মুক্ত করিয়া দেন, সে প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা
প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য? যেমন নিরপরাধীকে
র দেওয়া অনুচিত, তদ্রূপ অপরাধীকেও নিষ্কৃতি
য়া অবিধেয়। অতএব প্রাণদণ্ডবিধি সত্বর পরি-
ত করিয়া অন্য বিধি ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে
শ্যক হইয়াছে, সুবিবেচক রাজপুরুষগণ ইহার
ত মনোনিবেশ করুন।

মহীশূরের দুরবস্থা।

মহীশূর রাজ্যে যে প্রকার গোলযোগ উপস্থিত
াছিল, তাহার সামান্য মাত্র বিবরণ আমরা
কদিগকে পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছি। কিন্তু ষ্টেটস্-
ন পত্রে গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার অবৈধ আচরণের
লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ ও চিন্তা করিলে
চকিত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্টের
চারিদের গূঢ় দুরভিসন্ধির তাৎপর্য্য কি, তাহা
রা বলিতে পারি না; কিন্তু যে প্রকার জনরব,
তে আমাদের সর্ব্বোত্তম গবর্ণমেণ্টের শুভ্র গাত্রে
কালিমা লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

মহীশূরের একজন সংবাদদাতা নাইট সাহেবকে
ন যে,—১৮৬৮ সালে মেজর ইলিয়ট, রঙ্গচালু
অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত লোকের পঞ্চায়ত দ্বারা মৃত
দুরবাজের সুবর্ণ তৈজসপত্র এবং বহুমূল্য
করোরির ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্য
চত হয়। ঐ সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের জিম্মায়
। অনেকগুলি অলঙ্কার উপর্য্যুপরি
সং মূল্যবান মণিতে খচিত ছিল। নিম্ন
র প্রস্তর দ্বারা উপরিস্থ প্রস্তরের জ্যোতি অতি-
উজ্জ্বল ও শোভাবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য উহার
র নিবেশিত থাকে। ঐ সমস্ত অলঙ্কার ক্রমশঃ
াজে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় উপরের মণি-
উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এবং নিম্নের প্রস্তর-
ন কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া দিয়া তাহার নিম্নে চিক্কণ
াগজ কলা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং
উহার জ্যোতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তর উঠাইয়া লইয়া অলঙ্কারগুলির
সংশোধনের পর পুনর্ব্বার মহীশূরে আনীত হই-
য়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো বিস্তর বহুমূল্য অলঙ্কার
ছিল, মহীশূর রাজ্যেই মান্দ্রাজী শিল্পী তাহার
মূল্যবান প্রস্তর উঠাইয়া তত্তৎস্থানে সামান্য মণি
সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অলঙ্কারের যে
সমস্ত তালিকা ও বিবরণপত্র ছিল, তৎসমুদায়
বিনষ্ট করা হইয়াছে।

আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত
বলিতে পারি না। পরমেশ্বর করুন, এ বাক্যের
সমুদায়ই মিথ্যা হউক; কিন্তু একটী কথা হই-
তেছে, এতদ্দেশে ইংরাজকে সকলেই ভয় করেন,
ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ কোন অমূলক অভি-
যোগ প্রকাশ করিলে, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায়
না। বিশেষতঃ মহীশূর রাজ্যের ভিতরে এ প্রকার
বিস্তর অন্যায় আচরণ ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা
নিশ্চল চিত্তে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হই
না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয়ের অনু-
সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে উত্তরোত্তর বড় অমঙ্গল
দেখিতেছি। ভারতবাসীরা দুর্ব্বল, তাহারা কিছু
না বলুন; কিন্তু সভ্য ইউরোপের নিকটে অতিশয়
নিন্দিত হইতে হইবে। যে জাতি ন্যায়পরতার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সভ্যতার ধাত্রী স্বরূপ—আশ্রিত
প্রজার রাজ্যরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া যদি
সেই জাতি লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে
ইউরোপে যে তাহার কোলাহল পড়িয়া যাইবে
সন্দেহ কি? পাছে "ডাইনের কোলে পুত্র সম-
র্পণ" বলিয়া বৈদেশিকেরা উপহাস করে, আমরা
সেই চিন্তায় আকুল হইতেছি। ভারতবাসীরা
ইংরাজদিগকে মা বাপ বলিয়া জানেন, পুত্রবৎ
প্রজাপালন করিয়া তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য পালন
করুন। সত্য না হউক, এ প্রকার জনরবও ঘোর
কলঙ্কের কারণ; কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তির কেহ কলঙ্ক
রটাইতে ভাল বাসে না। অতএব মহাশয় গবর্ণ-
মেণ্ট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া মহীশূররাজের
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, ইহাই আমাদের
প্রার্থনীয়।

এদেশের উচ্চ শিক্ষা অধঃপাতে যাইতে বসিল।

আমরা ক্রমান্বয়ে কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিপন্ন
করিয়াছি, এ দেশীয়েরা আজও নিজ উচ্চ শিক্ষার
ভার গ্রহণে সমর্থ হন নাই। অদ্য আমরা তাহার
আর একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের
শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলটী গবর্ণমেণ্টকে
উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি মহলবর্গের
লোক জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট
একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট
সাহেব সেই আবেদনপত্রখানি শিক্ষাবিভাগের ডাই-
রেক্টারের হুজুরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহা
এই বলিয়া না মঞ্জুর করিয়াছেন যে, শান্তিপুর
একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহার অধিবাসি-
গণের মধ্যে প্রায় অনেকেই কৃতবিদ্য, উন্নতিশীল
এবং সভ্য। অতএব এত বড় নগরের
লোকেরা যদি একটী স্কুল রক্ষা করিতে না পারেন,
তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নাচার।"

গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন, এ দেশীয়েরা উপ-
যুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের হস্তে স্বশিক্ষার ভার
প্রদান করিলে ইহাঁরা তদ্বহনে সমর্থ হইবেন।
এই সংস্কার হওয়াতে তাঁহারা ক্রমে হাত গুটাইতে
বসিয়াছেন; কিন্তু এ দেশীয়দিগের স্কন্ধ যে ভার
বহনক্ষম হয় নাই, তাহা শান্তিপুর সংবাদদাতার
বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। একটী প্রধান সভ্য
নগর শান্তিপুর যখন স্বশিক্ষার ভার মস্তকে গ্রহণ
করিয়া স্থিরপদ হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, তখন
মফস্বলের সামান্য গ্রাম নগরবাসিরা যে দাঁড়াইতে
পারিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

অন্য অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, ভারতের
প্রধান রাজধানী যে কলিকাতা, সেই স্থানেই কয়-
জন লোক স্বদেশীয়ের শিক্ষাভার গ্রহণে শক্ত হই-
য়াছেন? এত দিনের পর আমরা এক ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগরকে নিজ বিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার ক্লাস
খুলিতে দেখিলাম। এই ভারতে কয় জন বিদ্যা-
সাগর আছেন? তাঁহার ন্যায় কয় ব্যক্তির স্বদেশ-
হিতৈষিতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যানুরাগিতার
প্রতিষ্ঠা আছে? রাজপুরুষেরা যদি বিশেষরূপে
অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, অনেককেই অবিদ্যার
আলস্যের ও অনুৎসাহের সাগর দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, শান্তিপুরের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া
সিদ্ধান্ত হইতেছে, রাজপুরুষেরা যে এ দেশীয়দিগের
উচ্চ শিক্ষাদানকল্প হইতে অবসৃত হইবেন,
তাহা স্থির করিয়াছেন। তবে শিক্ষা সংক্রান্ত কমি-
শন নিয়োগ, এটী লোকপ্রদর্শন মাত্র। এক্ষণে
আমাদের দেশের লোকের কর্ত্তব্য, তাঁহারা আলস্য
ও অনুৎসাহ পরিত্যাগ করুন, কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী
হউন। যাঁহারা আপনাদিগকে দেশহিতৈষী বলিয়া
পরিচয় দিবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের উত্তম
অবসর উপস্থিত। স্বদেশের বিদ্যাশিক্ষা দান কার্য্যের
অপেক্ষা দেশের হিতকর কার্য্য আর নাই। দেশ-
মধ্যে বহুলভাবে বিদ্যা বিস্তৃত না হইলে দেশ কখন
উন্নত ও দেশের লোক মানুষের মত হইতে পারে

ইউরোপখণ্ড যে, সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য হই-
ে, এক শিক্ষা বাহুল্যই তাহার কারণ।
এদেশীয়ের হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার নিপতিত
ল যে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা আমরা এক
নাভি ইং সং বিদ্যালয় দর্শন করিয়া বিলক্ষণ
তে পারিতেছি। ঐ বিদ্যালয়ে এখন অপরের
য়া দান করিবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রেরা
বেতন দেয়, তাহাতেই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া
ক। কিন্তু বিদ্যালয়ের সুন্দর কার্য্য নির্ব্বাহ
ান, গ্রাম মধ্যে এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া
না। বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা
ত আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শন করেন।
র এক শতাব্দীর এক অংশ অতীত হইতে চলিল,
ালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামস্থ
কেরা এ পর্য্যন্ত উহার একটী পক্কা গৃহ নির্ম্মাণে
র্থ হইলেন না। রাজপুর হরিনাভি কোদালিয়া
ড়িপোতা এ গুলি গণ্ডগ্রাম, এবং কলিকাতার
ত সন্নিহিত, এখানকার অবস্থাই যখন এরূপ
ল, তখন কলিকাতার দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিক
্যাশা করা দুরপ্রত্যাশা সন্দেহ নাই।

মকদ্দমায় অবিচার হইবার একটী প্রধান কারণ।

চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবস্থা শাস্ত্র ও বিচার কার্য্য
তি কতকগুলি বিষয় অদ্য ও অসম্পূর্ণ অবস্থায়
ছে। এ গুলি অসম্পূর্ণতার একবিধ কারণ নয়।
সমুদায় কারণের পর্য্যালোচনা করা অদ্য আমা
অভিপ্রেত নহে। মকদ্দমার অবিচার হইবার
একটী প্রধান কারণ আছে, অদ্য তাহারই
লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সে কারণটী এই:—
মরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন কোন
চারপতির এরূপ স্বভাব যে তাঁহারা মকদ্দমা-
লে কোন একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে
 পশ্চাৎ বিবেচনা এবং সকল বিষয়
গ্রহণ না করিয়া হঠাৎ একটী সিদ্ধান্ত
রিয়া বসেন। তাঁহাদিগের মন সেই দিকে
নি ঝুঁকিয়া যায় যে তাঁহারা আর তাহা ফিরা-
ত পারেন না। মনের এরূপ অবস্থা ঘটিলে
াকেই আর বিষয়ের স্বরূপবোধে সামর্থ্য
কে না। সুতরাং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করেন,
হা নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। আবার
ান কোন বিচারপতি কোন কোন বিষয়ের এক
কটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র যে
ই সিদ্ধান্তের অনুরূপ ঘটনা হইবে, ইহা সম্ভাবিত
য়। এক পীড়ারই যেমন অবস্থা ভেদে দেহভেদে
ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, বিষয় বিশেষেরও তেমনি
বস্থা ভেদে ঘটনা ভেদ হয়। সুতরাং সেই বিষ-
য়ের সিদ্ধান্তকারীর সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত হইবে সে
বিষয়ে সংশয় কি? এই অপসংস্কারই মকদ্দমার
অবিচার হইবার প্রধান কারণ। বিচারপতির মন
বিচারকালে অচলভাব অবলম্বন করিবে। সকল
বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য তাঁহার
মনে নিক্তির ওজনের দাঁড়ি সাদৃশ্য আবশ্যক নিক্তি
যদি কোন দিকে ঝুঁকিয়া যায় তাহা হইলে যেমন
ওজন ঠিক হয় না তেমনি বিচারপতির মন এক
দিকে ঝুঁকিলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে না।
আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, যে বিচারপতির
বুদ্ধির তৌল্যতার অধিক তাঁহারই মন এক দিকে ঝুঁকিয়া
পড়ে। আমাদের ছাপরার সংবাদদাতার প্রেরিত
একটী সংবাদ আমাদের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত
করিবার কারণ হইয়াছে। সে সংবাদটী এই:—

"দুই জন জমিদারে কোন সম্পত্তি লইয়া বহু
দিবস হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে।
১। ১ বার ফৌজদারী আদালতেও মকদ্দমা হইয়া
গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেরূপ দণ্ডবিধান হইয়া-
ছিল তাহাতে উভয়ের কাহারও মনস্তুষ্টি হয় নাই।
পরে কোন সুযোগ বুঝিয়া একজন জমিদার আপন
একজন প্রজাকে এইরূপ শিখাইয়া দেন, যে তোমার
যে বাঁশবাগান অনেক দিন হইতে বেদখল আছে,
ঐ সম্পত্তি দখল করিতে যাও, তাহা হইলে আমার
শত্রুপক্ষ অপর জমিদার তোমাকে সহজে দখল
করিতে দিবে না। অবশ্য মারপিট হইবে এবং
ফৌজদারী আদালতে তুমি প্রজা হইয়া বাদী হইবে
এবং জমীদার প্রতিবাদী হইবেন। জমিদার প্রজায়
মারপিট হইলেই প্রবলপক্ষ নিশ্চয়ই দণ্ড পাইবে!
এইরূপ কৌশল করিয়া একটী মকদ্দমা উপস্থিত
করেন। প্রকৃতপক্ষে মারপীটও হয়, জমীদা-
রই উভয় মধ্যমরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন পরে চৌকি-
দারীতে আবদ্ধ থাকিয়া মকদ্দমার যোগাড়
করিতে থাকিলেন। উভয় পক্ষে অর্থেরও যথেষ্ট
অপব্যয় হইল। ডেপুটীর বিচারে জমিদারের কারা-
বাস ও অর্থ দণ্ডের হুকুম হইল। তাহার বিবেচনায়
প্রজা গরিব ও জমিদারকে মারিয়াছে,কিন্তু সে আপন
সম্পত্তি রক্ষা জন্য এইরূপ করিয়াছে অতএব
তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। জমীদার নিরপ-
রাধে ফাটকে গেলেন। আবার অর্থ ব্যয় করিয়া
খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিলেন,
সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সুবিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট
কুইন সাহেব আপিলকারীদিগের আপীল মঞ্জুর
করিয়া দণ্ড হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া-
ছেন। তাই বলি জমিদার প্রজায় ও বিবাদ হইলে
একবারে জমিদারই যে দোষী হইবে, বিচারকগণের
এইরূপ স্থির নিশ্চয় করা নিতান্ত অনুতাপের বিষয়।
উভয়কে সমভাবে দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতু
অবিচার পদে পদে হইবে।

স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর বিস্তার।

অনেকে বলেন আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেন
গবর্ণর ইডেন সাহেব বিজাতীয় অভিমানী, এদেশী
প্রজারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ হইয়া উ
উচ্চ উচ্চ কথা কয় স্বশাসন কয় অর্থাৎ স্বকর্ত্ত
কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়া জেতৃজাতীয় রাজপুর
দিগের সমকক্ষ হন, এ গুলি তিনি ভাল বাসেন ন
ইহা যদি তাঁহার বাস্তবিক অভিপ্রেত হয়, যদি ইহ
মধ্যে তাঁহার কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি থাকে থাক
কিন্তু তাঁহার এক্ষণকার কার্য্য দেখিয়া আমরা ইহ
বিপরীত পরিচয় পাইতেছি। গবর্ণর জেনারল যে
এদেশীয়দিগের স্বশাসনপ্রণালী বিস্তার করি
অভিলাষ করিয়াছেন, অমনি ইডেন সাহেব তি
ভাস্ত নিজ কার্য্যদক্ষতা-প্রভাবে স্থানীয় কমিশ
দিগের ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মত জানিয়া ঐ বিষ
সম্পাদনকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে তাঁ
বহুদর্শিতা প্রভাবে যে সাবধানতা শিক্ষা হইয়া
তিনি সেই সাবধানতাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক
তেছেন, তিনি সর্ব্বত্র স্বশাসন প্রণালীর বিস্তার ক
বার প্রস্তাব করিয়া নিজ মত প্রচার করিয়াছেন।
আমরা সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণকে একটী আনন্দক
সংবাদ দিতেছি, আগামী এপ্রেল মাস অবধি গ
মেণ্ট স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ হইতে পুলি
ব্যয়ভার অপসারিত করিয়া লইবেন। কেবল ক
কাতা উপনগর ও হাবড়ার মিউনিসিপালিটি
পুলিসের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। লেপ্টেন
গবর্ণর বলেন, এই মিউনিসিপালিটীগুলি এ ব্যয়
বহনে সমর্থ। কারণ উহাদিগের আয়ের প্র
কালক্রমে যে ঐ মিউনিসিপালিটী গুলি পুলি
ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবেন, সে আভাস ও দে
হইয়াছে।
পুলিসে মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকা
গ্রাস করিতেছিল,এখন সে আয় বাঁচিয়া গেল।
এবং এখন মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে
ও নগরের স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব সম্পাদন তাহা প
প্রস্তাবে সম্পাদিত হইবে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণ
অভিপ্রায়ও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। গ
মেণ্ট মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ নিক্ষিপ্ত পুলিসের
ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অতএব মিউনিসিপ
টীর যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে,তাহাতে নগরের স্বাস্থ
সৌষ্ঠবের উপায়বিধান করা হইবে কিন্তু করদা
দিগের কর কমাইয়া দেওয়া হইবে না।
গ্রাম ও নগরাদি যে সুন্দররূপে পরিষ্কৃত থা

নির্গমের উত্তম বন্দোবস্ত এবং স্বচ্ছ পানীয় জলের
সংস্থান হয় তদ্বিষয়ে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট
ন অতিশয় যত্নবান। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর
কার মধ্যে এই কার্য্যগুলি প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত
না বলিয়া আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া থাকি।
রে বোধ হয় এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদিত
। তাহা হইলে করদাতৃরূপে আমরা যে অর্থ দান
তাহা সার্থক হইবে সন্দেহ নাই। বাগীয় গ্রামের
যে সুন্দররূপে নির্গত হয়, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের
বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্বিষয়ে
অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু
র বিষয় এই তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর দোষে
গ্রামের জল নির্গমের উপায় বিহিত হয় না।
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী বৎসরের জন্য
মিক শিক্ষার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত
ছেন; গত বৎসর এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন।
পর বর্ষে বর্ষে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে
। তিনি রোডসেস কমিটির হস্তে অধিক টাকা
ন এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টে
গবর্ণর নির্ব্বাচন-প্রণালীরও প্রতিকূল নহেন।
মফস্বলের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এক্ষণে কোন
ই মত প্রকাশ করেন নাই, এটী আমাদের
লাদের বিষয়। তিনি এ দেশে অধিক দিন
করিয়া যে বহুদর্শিতা ও বহুজ্ঞতা লাভ করিয়া
এটী তাহার অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে। আমা-
ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে
দারদিগকে উন্নতির কয়েকটী সোপানে উন্নীত
হইয়াছে, এখন ইহাদিগকে তাহার অধস্তলে
প্ত করা না হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাদান
ভার পরিত্যাগ করেন আমরা যে আশঙ্কা করি-
তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

গত বর্ষে মিউনিসিপালিটী-সাধারণে সমুদায়ে
৪৮১ টাকা আয় এবং সমুদায়ে ১৩৯৭৯৫৩
ব্যয় হইয়াছে। যে উদ্বৃত্ত টাকা দেখা যাইতেছে
টাকায় এবং মিউনিসিপালিটীর ঋণ হইতে
যের ব্যয়ভার অপসারিত হইলে যে টাকা উদ্বৃত্ত
তাহাতে অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সাধনের
। হইয়াছে।

বদ্ধনদীগুলি পরিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক।

জলপথ বদ্ধ হওয়াতে এ দেশে মেলেরিয়ার যে
ত হইয়াছে, মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র বিবিধ
প্রয়োগ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন।
দেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ইহা এক
ার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দেশের লোকেরাও
ম ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিতেছে। বারেন
তাঁহারা সময়ে সময়ে এই সোমপ্রকাশে বদ্ধ নদী ও জলপথগুলি পরিষ্কার করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরাও তাহা রাজগোচর করিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করি না। অদ্য আমরা দুইখানি পত্রের এক এক অংশ রাজদ্বারে উপনীত করিলাম

"[illegible] দক্ষিণের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে '[illegible]' নামে যে নদী আছে, তাহা পূর্ব্বে দামোদরের সহিত মিলিত ছিল বলিয়া বর্ষাকালে [illegible] [illegible]রূপে প্রবাহিত হইত এবং স্বীয় বেগাতিক্রম দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যাবতীয় দুর্গন্ধ পঙ্ক দূষিত দ্রব্যাদি জলপ্রবাহে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রজাগণের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিত। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট তাহা ম্যালেরিয়া রোগের আকর বিবেচনা করিয়া এবং দেশের লোকদিগের কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ বাধাজনক বোধ করিয়া উক্ত নদীকে দামোদর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছে যে, রোগ ও অসুখের পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আলবাল বন্ধন জন্য বর্ষাকালে কানানদীর অতিরিক্ত জলরাশি পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রণালীর অভাবে তাহার অধিকাংশই নির্গত হইতে পারে না। অবশিষ্ট ভাগ স্থানে স্থানে গুহাকার জলাশয়রূপে রাশীকৃত পূতিগন্ধ ও দূষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত শীতকাল ব্যাপক সংক্রামক রোগের আধার হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সময়ে তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানগুলি যে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রজাগণের মধ্যে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা সকলেই জ্বর ও প্লীহা রোগে শীর্ণকায়, দুর্ব্বল ও মুমূর্ষু প্রায়। এক সংসারের ভিতর সকলেই শয্যায় শায়িত; পথ্যের কথা দূরে থাকুক; একটু জল দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে এমন কেহই থাকে না। সকল গৃহেই রোদনধ্বনি এবং সকল স্থানেই রোগের সমান প্রাদুর্ভাব। অনেক স্থান একবারে জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় পতিত রহিয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের কৃষিকর্ম্ম দ্বারা একরূপ জীবনোপায় সাধিত হয়। কেহবা যে অনায়াসে হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য সকল হাট বাজারে লইয়া আসিয়া বিক্রয় করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। বর্ষাবসান হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পথ সকল এমনই কদাকাররূপ ধারণ করে যে, তাহাতে গমনাগমনের অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। একে সংক্রামক রোগে জীর্ণ ও বলহীন, তাহাতে সেই কর্দ্দম পূর্ণ পথাদিতে গমনাগমন জন্য
দারুণ ক্লেশ তাহাদিগকে অনবরত অশেষ যা
দিতেছে এবং সর্ব্বোপরি জমীদারদিগের অ
তাহারা একান্ত নিপীড়িত ভাবে অবস্থান করিতে
এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারের
নাই দেখিয়া হতাশ হইতেছে।

গ্রামের মধ্যে মধ্যে যে সকল পুষ্করিণী আ
তাহার কূলে ও ধারে এরূপ আবৃত ও দুর্গন্ধময়
তাহার জল একবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে
শুনিলাম জমীদারগণের অনবধানতাবশতঃ
সমুদয় পুষ্করিণীর সংস্করণ কার্য্যে কখন কেহই দৃ
ক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই দূর দেশবা
কেহই উক্ত গ্রামাদিতে অবস্থান করেন না। তাঁহা
যে কখনও এ সকল পল্লীতে পদার্পণ করেন এ
অনুমি হয় না। সুতরাং তাঁহারা প্রজাগ
হিতচিকীর্ষু হইলেও আলস্য ও অনুনায় ব
চিরকালই অকৃতকর্ম্মাবস্থাতেই কালাতিপাত ক
তেছেন। কবে যে প্রজাগণের ও স্বদেশের
বিধানে তাঁহাদিগের অনুরাগ জন্মিবে, তাহা চি
পথে আইসে না। এমন স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে
উচিত যে তাঁহারা নিজে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বা
ধান করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তি উপল
তারকেশ্বরে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহ
সেই সকল দূষিত জলবায়ু সেবন করি
বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকা
কালকবলে নীত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বি
হস্তক্ষেপ না করিলে এই দুর্নিবার রোগমূলক
বায়ুর পরিষ্করণ এবং রাস্তা ঘাটাদির সংস্করণ কা
কখনই জমীদারগণ দ্বারা সংসাধিত হইবে
অক্ষম ও মুমূর্ষু প্রায় প্রজাবর্গের নিকট হইতে
কর, পথকর, চৌকিদারি প্রভৃতি বহুবিধ
সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে গ্রামের ত কো
হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না?
প্রজাগণের কেহই নাই এবং তাহাদের পক্ষ স
করে এমন লোকও নাই। তাহারা পূর্ব্বাপর
কর দিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি তার
শ্বর, কি রামনগর প্রভৃতি কোন স্থানে একটী
বা পরিষ্কৃত স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

অতএব আমরা এ বিষয়ে হুগলীর মাজি
সাহেবকে সাগ্রহে নিবেদন করিতেছি যে
তাঁহার জাতি-সুলভ হৃদয়ের প্রশস্ততা হেতু
সমুদায় দেশহিতৈষিতা-কার্য্যে যত্নবান এবং
শীর্ণ ও দুরবস্থাপন্ন প্রজাবর্গের শোকাশ্রু নি
জন্য হস্ত প্রসারণে কৃতসংকল্প হয়েন।" দ্বিতীয়
এই:—

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তিনী যমুনা নদী অতি বি
হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সামান্য খালের ন্যায়

হইয়াছে, উহাতে বড় বড় নৌকায় দ্রব্যাদি
ই দিয়া ব্যাবোরিরা অতিশয় কষ্টে গোবরডাঙ্গায়
য়ন করে। এই জন্য সচরাচর অনেক দ্রব্য সমস্ত
দায় প্রায়শঃ গতায়াত রহিত হইয়াছে। সুতরাং
তে চাউল, কলাই, মুগ, ইত্যাদি দ্রব্য সকল
ক মূল্যে পাওয়া যায় না। যমুনানদীর বর্তমান
ার অনতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল পরিপূর্ণ
া বোঝাই বড় বড় নৌকা সচরাচর দেখিয়া-
ম, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না।
ানা স্থানে অর্থাৎ কবিরহাটা হইতে নিকট
তি স্থানীয় যমুনানদী একবারেই বিলুপ্তপ্রায়
াছেন। সামান্য নৌকাযোগে তত্রত্য স্থানে
াগমন করা যায় না। বরং নদী দর্শনে মনে
নীয়ভাব উপস্থিত হয়। গোবরডাঙ্গার স্থানীয়
াবিদিগের মাত গুড় প্রভৃতি নৌকাযোগে
কাতায় প্রেরণ করিতে হইলে শিরোবেষ্টনাসিকা
র ন্যায় ইচ্ছামতী নদী ও খাল দিয়া কাল-
য়ে পাঠাইতে হয়। এই অশুভ দায় নিবারণ জন্য
কা কতিপয় মহোদয় যদি গবর্ণমেণ্টের নিকটে
াস্ত করেন, তাহা হইলে বোধ হয় দরখাস্ত-
দিগের মনোরথ সফল হইতে পারে। শুনি
 যে গবর্ণমেণ্ট যমুনা নদীর পরিষ্করণ জন্য
ায় হইবে, তাহার সাহায্য করিতে উদ্যত
ছেন। যমুনানদী বক্তা হইলে সাধারণের হিত
 রোগাদি অল্প হইতে পারে। আহ্নিক-
 আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ আছে। যথা তোয়ং
গুণং প্রোক্তং স্বচ্ছং লঘু চ শীতলং। সুগন্ধি
ষ্টরসং তৃষ্ণাতৃষ্ণা প্রণাশনং। অর্থাৎ নির্ম্মল,
 শীতল, সুগন্ধি, সুরস, মনোজ্ঞ ও তৃষ্ণানাশকারি
 সপ্তগুণযুক্ত জলে স্বাস্থ্যগুণ হয়। ইহার বিপ-
গুণ হইলে পীড়া জন্মাইতে পারে। যথা পিচ্ছিলং
সংক্লিন্নং পঙ্কশৈবালকর্দ্দমৈঃ। বিবর্ণং বিরসং
ং দুর্গন্ধং ন হিতং জলং। অর্থাৎ মলিন
াদি বিশিষ্ট এবং পঙ্কশৈবালকর্দ্দমের দ্বারা বিবর্ণ
াদ ঘন ও দুর্গন্ধ এইরূপ জলে অহিত ঘটনা হয়।
এব যমুনানদী পরিষ্কার হইলে কি পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ
ন হয় তাহা বর্ণনাতীত।"

এ দেশীয়েরা যে বহু বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া
ছেন সে দিন ব্যাকষ্টার সাহেব টাউনহলে টাউন-
ল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকষ্টার
বের পার্লামেণ্ট সভার অন্যতর সভ্য। তিনি
তবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভারতবাসি-
গের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া যে সকল
কার উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে অনেক এক-
য়ে ভারতবৈরী বিষম চটিয়া উঠিয়াছেন। পুনা
সার্ব্বজনিক সভার যত্নে এই সভাধিবেশন হইয়া-
ছিল। তাঁহারা ভারতের দুরবস্থার কথা বর্ণন
করিয়া কয়েকটী বিষয়ে উক্ত মহাত্মাকে অনুসন্ধান
করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহাদিগের
বক্তব্য শুনিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন ভারতের
বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল একজন উদার স্বভাব সম্পন্ন
মহৎ লোক. সিবিল সার্ব্বিস সংক্রান্ত দূষিত নিয়-
মাদি তিনিই উঠাইয়া দিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয়
প্রদান করিবেন। আর পার্লামেণ্টের অনেক অপক্ষ-
পাতী সভ্য ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎসুক
এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অনেকের এদেশে
আসিয়া এ দেশবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা, অভাব
তদন্ত করিয়া জানিবার সম্ভাবনা আছে। তিনি
বলেন, ভারতের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যে
ধারণা হইয়াছে তাহা এ দেশবাসীর অনুকূল।
ভারতশাসনের জন্য যে সকল অন্যায় কার্য্যের অনু-
ষ্ঠান করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার করা একান্ত
আবশ্যক। এমন অনেক দোষ পরিলক্ষিত হইল
যে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া ব্যতীত ভারত-
বাসীর অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।
ব্যবস্থা সমূহে এমন অনেক অসম্পূর্ণতা দোষ রহি-
য়াছে যে তাহার সংশোধন ব্যতিরেকে ভারতবাসির
নিস্তার নাই। এই সকল অনিষ্ট বিদূরিত করিবার
জন্য যখন পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করা
হইবে, তখন যেন আবেদনপত্রের ভাষা নম্র, ধীর
অথচ গম্ভীর হয় এবং অন্যায় অনুরোধ অথবা অতি
বর্ণনা দোষে দূষিত না হয়। নূতন কর প্রভৃতি
প্রবর্ত্তিত হইলে অথবা প্রবর্ত্তিত হওয়া নিবন্ধন প্রজার
কিরূপ কষ্ট হইতেছে আবেদন পত্রে তাহাই যেন
বিশদরূপে লিখিত হয়। ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা
যে কোন বৈদেশিক স্বচক্ষে দর্শন করিবেন তাঁহারই
অন্তঃকরণ ইহাদিগের জন্য দুঃখিত হইবে, এবং যে
কর সংগ্রহ না করিলে নয় তাঁহারই সংগ্রহের
ঔচিত্য বোধ হইবে। কিন্তু সীমাপ্রদেশে যুদ্ধ
কল্পনা করিলে সে ধারণা হইতে বিরত হইতে
হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের পুষ্টিসাধনের জন্য ভারতের
রাজকোষ হইতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা
ন্যায়সঙ্গত নহে। ধর্ম্মোপদেষ্টারা দরিদ্র সৈনিক-
পুরুষ অথবা নির্ধন ইউরোপীয়কে ধর্ম্মোপদেশ দেন
না। তাঁহারা বনকুবের সদৃশ সওদাগর, নীলকর,
চা-কর প্রভৃতিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। এই
সকল লোক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ব্যয় অক্লেশে বহন
করিতে পারেন, এই প্রস্তাব নিবন্ধন তাঁহারা অথবা
তাঁহাদিগের আত্মীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা রুষ্ট
হইয়া যদি ভর্ৎসনা করেন তাহা তিনি সহ্য করিতে
প্রস্তুত আছেন।

এই মহাত্মার দূরদর্শীতা দর্শনে আমরা পরম
পরিতুষ্ট হইয়াছি। ভারতের দুঃখ দূর করিতে
যাঁহারা প্রকৃতরূপে সক্ষম তাঁহারা ইহার প্রকৃত অবস্থা
দেখিতে ও শুনিতে পান না। যাহা হউক যদি
ইহার সাহেবের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি এক এক
বার আসিয়া আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করেন তাহা
হইলে অনেক পরিমাণে আমাদিগের মঙ্গলের আশা
থাকে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষীয় পোষ্ট
আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে স্থূল স্থূল নিয়মাবলী
নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

১। যে যে পোষ্ট আফিসে মনি-অর্ডরের কার্য্য
হইয়া থাকে, পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কও সেই
সেই পোষ্ট আফিসে থাকিবে। পোষ্ট আফিস সেভিংস
ব্যাঙ্কে রবিবার ও পোষ্ট আফিসের বন্ধের দিন ভিন্ন
ব্যতীত আর সকল দিনেই প্রত্যহ বেলা ১০টা
হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত ডিপজিট লওয়া যায়।

২। এই সকল ব্যাঙ্কে কোন ব্যক্তি, স্ত্রী পুরুষ
বালক বা বালিকা হউক ডিপজিট রাখিতে পারে।
চারি আনার কম, বা যে অঙ্ক চারি আনায় গুণিত
নহে, তাহা ডিপজিট লওয়া যাইবে না; এবং প্রতি
বৎসরে ৫০০ শত টাকার অধিক কেহ ডিপজিট দিতে
পারিবেন না। স্ত্রী পুরুষ বালক বা বালিকা যে কেহ
আপন নামে ডিপজিট রাখিবেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে
ডিপজিটের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিতে অঙ্গীকার
করিতেছেন। যাঁহাদের বয়স ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয়
নাই এরূপ নাবালকের নামে, তাহাদের পিতা মাতা
বা অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তি ডিপজিট রাখিতে
পারেন; কিন্তু তাহারা যে পর্য্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়
ততদিন তাহাদের পক্ষে আইন অনুযায়ী অভিভাবক
ভিন্ন অন্য কাহাকেও গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা ফেরত
দিবেন না।

৩। এ বিষয়ে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত, প্রতি
পাঁচ টাকাতে মাসিক এক পয়সা অর্থাৎ ইহার
তিন পাই হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে। মাসের
হইতে ২৪ এ তারিখের মধ্যে যে কোন দিনে সর্ব্ব
অপেক্ষা কম জমা বাকি থাকিবে, সেই বাকির উপর
সেই মাসের সুদ গণনা করা যাইবে। বৎসরে
এক বার করিয়া ৩১ এ মার্চ্চ তারিখের পরে
প্রত্যেক একাউণ্টে জমা করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রথম ডিপজিট রাখিবার সময়, প্রত্যেক
ব্যক্তিকে আপনার নাম, বিষয়কর্ম্ম ও বাসস্থান
এতদ্দেশীয় হইলে, অধিকন্তু পিতার নাম ও
জাতি, তাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে। এবং
তাহাকে নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে

ইটালির বিখ্যাত বীর গরিবল্ডির সঙ্কট পীড়া হইয়াছে, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই।

টিকারী রাজের মকদ্দমার আপোশে মীমাংসা হইয়াছে। রণবাহাদুর সিং বার্ষিক ১৮০০০ টাকা আয়ের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট বঙ্গদেশের দুই জন যোগ্য মুসলমান ডেপুটী কালেক্টরকে হাইদ্রাবাদে উচ্চ পদ প্রদান করিবার অভিলাষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে পাটনার ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী অব্দুল জব্বর ও ২৪ পরগনার মৌলবী ফরীদুদ্দিনকে এই পদ প্রদানের কল্পনা করিতেছেন।

বেহার হেরাল্ড বলেন দানাপুরে পুলিষ একটী অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গত তারিখে নওয়াদি রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে পুলিষের ইন-স্পেক্টার রিয়ডন সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিতে যান। বাহাদুর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেনা পাওনা সম্বন্ধে বিবাদ ছিল, তিনি ঐ তারিখে বাহাদুর খাঁর বাটীতে উপস্থিত হন এবং বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ৪ টী স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যান। তৎপরে রাত্রি ৭টার সময়ে দুই জনকে ছাড়িয়া দেন এবং তাহার দুই কন্যাকে আটক করিয়া রাখেন। পর দিবস তাহাদিগকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন তাহাদিগের প্রসবের কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ধন্য শান্তিরক্ষা! নিরপরাধীকে অপরাধী করিয়া লোকের মান সম্ভ্রম নষ্ট করা কি শান্তিরক্ষার নিয়ম?

আমরা পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলাম পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান কালেজে ল-ক্লাস খুলিবার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম যে তাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্যান্য কালেজে যেমন উচ্চ বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে বিদ্যাসাগর ইহাতে তদপেক্ষা অনেক অল্প করিয়াছেন। মেট্রোপলিটান কালেজে এক্ষণে যে রীতিতে শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে দুই একটী ব্যতীত অপর সকলগুলি কেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। উচ্চশিক্ষার যেরূপ মনোযোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এরূপ অনুষ্ঠান যত হয় ততই মঙ্গল। বিদ্যাসাগর অনেক সৎকার্য্যে পথপ্রদর্শক হইয়া সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে নিয়তই রত থাকুন।

বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অধীনস্থ স্থান সমূহের লোকে হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সেলামাবাদ পর্য্যন্ত জনাই ও তারকেশ্বর প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম দিয়া একটী শাখা রেলওয়ে করিবার প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই শাখাটী ৪৭ মাইল হইবে এবং নির্ম্মাণ করিতে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে

সিন্ধু দেশের মুগরপীর নামক স্থানের সন্নিকটে এক জন কৃষক নিজ ভূমি খনন করিতে করিতে একটী পাত্রের মধ্যে সিন্ধুদেশের আমীরের সময়ের ৫০০ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার ধনাগারে গত মাসে নিম্ন লিখিত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

৭ ই ফেব্রুয়ারি	২১১৮৮৪৯৭
১৪ ই ঐ	১৯৬২২১২৪
২১ এ ঐ	২১০২৮৪৯৫
২৮ এ ঐ	২৪৮৬৭০৬৫

বিদ্যালয় অথবা পাঠশালার বালকগণকে প্রথম নীতিশিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম অনুসারে বালকগণ তাহা পায় না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লর্ড রিপনের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন ইহার উপযোগীতা বুঝিতে পারিয়া আপাততঃ এই বিষয়ে একটী কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরের আর্য্য সমাজের উদ্যোগে গত ২২ এ ফেব্রুয়ারি তথায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই ক্ষত্রিয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ অসুস্থতা নিবন্ধন রবিবারে কলিকাতা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বিনা করে তামাকের চাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘাটাল হইতে কয়েক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ৯ ই ফাল্গুন তারিখের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ মধ্যে লিখিয়াছেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘাটাল হইতে বদলী করিবার জন্য ঘাটালবাসিরা না কি গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সংবাদটী নিতান্ত অমূলক ঘাটাল হইতে কোন দরখাস্তই যায় নাই এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তিনি অল্পকাল মধ্যেই প্রজাবর্গের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ঘাটালের জলবায়ু মন্দ বলিয়া তিনি নিজেই এখানে থাকিতে অনিচ্ছুক, এমন পক্ষপাত বিহীন সুযোগ্য হাকিমের এখানে থাকা না হইলে আমরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিব।"

কলিকাতা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ৯ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ডুমরাউঁ নবভূপতির অভিষেক উপলক্ষে বারাণসীর ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় হয়। অভিনেতৃ সকলেই বঙ্গদেশবাসী হইয়া হিন্দী ভাষাতে অভিনয় করেন। তাঁহারা অভিনয়কালে মনোমোহ এমন বাক্‌পটুতা অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দর্শন মাত্রেই দর্শকগণ মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই রঙ্গভূমিতে এমন কোন দর্শক ছিলেন না যে, যাঁহার মুখ হইতে অন্ততঃ একবার না একবার প্রশংসাব্যঞ্জক শব্দ নির্গত হয় নাই। প্রথমতঃ তাঁহাদের অভিনয় দর্শনে আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা সকলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কিন্তু পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

জেলা বর্দ্ধমান হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিস্ময়জনক ও তামাসা হইবার কৌতুককর সংবাদটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "জেলা যশোহরের অন্তর্গত বাজিতপুর পরগণার সন্নিকটস্থ দক্ষিণ শ্রীপুরের কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদ বুদ উপবিভাগের অধীন উড়োসোকলের বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে ৫। ৬ শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বামীর বাটী যাইতে কোন ক্রমে সম্মত না হওয়ায় এবং বৈকুণ্ঠ তাঁহার কন্যাকে জামাতৃগৃহে পাঠাইতে অসম্মত হওয়ায় কেদার তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য বুদ বুদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ জবাব দেন যে, আমি আমার কন্যাকে পাঠাইতে অসম্মত নহি, অনেক দিন গত হইল একবার কন্যাকে কেদারের বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম; সে সময়ে কেদার আমার কন্যাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিলেন বলিয়া কন্যা তথায় যাইতে সম্মত নহে। চট্টোপাধ্যায়-দুহিতা জবাব দেন যে, পিতা আমার অজ্ঞানকালে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আমি এরূপ অনুপযুক্ত স্বামীর

উত্তর কাছাড়ের অন্তর্গত গজাম নামক স্থানে বিদ্রোহী কাছাড়িরা পুলিসগৃহ দগ্ধ করিয়াছে, আসামের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব সৈন্য সামন্ত ও পুলিস লইয়া তথায় গমন করিয়াছেন এবং দলপতিদিগকে ধৃত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন

মান্দ্রাজের অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রি কালেজের টৈলিঙ্গ ভাষার অধ্যাপক কন্দায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে বক্তৃতাদি করিতেছেন এবং উহার কর্তব্যতা সপ্রমাণের জন্য কয়েক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে তথায় দুটী বিধবা বিবাহও সম্পন্ন হইয়াছে, লোকে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করাতে তিনি বিধবা বিবাহের সপক্ষ লোকদিগকে লইয়া সমাজ রচনা করিয়াছেন।

দাড়ি রাখা উচিত কি না ইংলণ্ডে আবার ইহার বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। পোর্টল্যাণ্ডের ডিউকের দাড়ির উপর বড় চটা। তিনি একণে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ও অধীনস্থ সৈনিক প্রভৃতিকে দাড়ি ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

জয়পুরের মহারাজ তাঁহার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে মাসাবধি হইল, কালেজ খুলিয়াছেন। ইতিমধ্যেই স্কুলে ৬ শত ও কালেজে ৪০ জন বালক ভর্ত্তি হইয়াছে।

গোদাবরীর এক ব্যক্তি ভূত বিবেচনা করিয়া ভ্রমক্রমে একটী বালককে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী রাত্রি ৮ টার সময়ে একটী নির্জ্জন পুষ্করিণীর পার দিয়া যাইতেছিল। একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালক তথায় বসিয়াছিল। হত্যাকারী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বালক কোন কথাই কহে নাই। হত্যাকারী ইহাতে তাহাকে দৈত্য বিবেচনা করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিয়াছে। বালকও যেমন প্রাণত্যাগ করিল হত্যাকারীও ভূত মারিয়াছি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে। পরিশেষে দায়রার বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। দেশের লোকের কি ভয়ানক কুসংস্কার! সে দিন রামপুর হাটেও এইরূপ আর একটী নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার সন্তানসন্ততি না হওয়াতে গ্রামস্থ এক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সন্ন্যাসী মহা আড়ম্বরে মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে বলে "তোমার মাতা ডাকিনী" সেই তোমার স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট করিতেছে এবং তাহারই দোষে তোমার সন্তানসন্ততি হইতেছে না। মূর্খ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারির আঘাতে মাতার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যানে হাইদ্রাবাদের রাজপ্রতিনিধি কর্ণেল মিডের বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য মিড ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট দায়ী হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

একটী দুষ্ট বালক না কি চট্টগ্রামের তৃণাচ্ছাদিত ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আগুন দিয়া ভস্ম করিয়াছে। দ্রব্য সামগ্রী যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

ইহা বলেন, চট্টগ্রামের সীমা প্রদেশে সিন্ধুরা ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। উহারা রতনপকা নামক স্বাধীন পাব্বত্যরাজের প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। রতনপকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগত। উহারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা এতদ্ভিন্ন ২৪ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া ৬৫ জনকে বধ করিয়াছে।

ডন নামক স্থানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের হন্তা গিটোর ৩০ এ জুন ফাঁসী হইবে। এ ব্যক্তি পুনরায় বিচার প্রার্থনা করিতেছে।

কোহিমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কুকিরা মণিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী টিকউইমা নামক পল্লী লুঠ করিয়া ১৯ জন পুরুষ ও ১৬ জন স্ত্রীলোক ও বালককে বধ করিয়াছে।

রেঙ্গুন ও আকায়াবে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে আকায়াবের গভীর কূপের জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

নদীয়া জেলার জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ যে কমিশন বসিয়াছে, তাঁহারা মেহেরপুরের কার্য্য শেষ করিয়া বনগ্রামে গমন করিয়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে নদীয়া জেলার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তৎপরে কৃষ্ণনগরে আসিয়া ইহারা রিপোর্ট লিখিবেন।

পঞ্জাবের দেশীয় অস্ত্রকারেরা আজকাল অতি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে অতঃপর পুলিস বিভাগে অথবা অন্য যে কোন বিভাগে তরবারির আবশ্যক হইবে স্থানীয় অস্ত্রকারদিগের নিকট পাওয়া না যাইলে পঞ্জাবের পুলিস ইনেস্পেক্টার জেনারলকে জানাইয়া তথা হইতে তরবারি আনান হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি জেনরল সাহেব সামরিক বিভাগে পদ প্রাপ্ত হওয়াতে রেলওয়ের ডাইরেক্টার জেনারেল ষ্টেচি সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের সমস্ত ভদ্রলোক একত্র হইয়া তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর ম্যাক উইলিয়ম সাহেবকে একখানি অভিনন্দন দান করিয়াছেন। ইঁহার সুশাসনগুণে তত্রত্য লোকে যৎপরোনাস্তি সুখিত হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত এই অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সাহেব পদত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তত্রত্য সকল লোকেই দুঃখিত। তাঁহারা তাঁহার একটী স্থায়ী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন।

এইরূপ স্থির হইয়াছে সমুদ্রে ঝড় বাতাসের সময়ে মেল শনিবার ও অন্য সময়ে মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে যাইবে।

আয়ার্লণ্ডের একজন প্রধান জমীদারকে খাজনা দেওয়াতে তত্রত্য অপরাপর প্রজারা একত্র হইয়া তাহাকে তাহার বিছানা হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গিয়া অনল অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়াছে।

৩১ এ ডিসেম্বর নিকোবর দ্বীপে যে ভূমিকম্প হয় তত্রত্য লোকের তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং অনেক নারিকেল বৃক্ষ পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে।

আমরা জ্ঞাত হইলাম "ভিক্টোরিয়া রাজসূয়" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্যার মিয়োর্ডোর মার্টিন প্রণীত ভারতেশ্বরীর স্বর্গীয় স্বামি প্রিন্স কনসর্টের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতে মনন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কালেজ এবং বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষার্থ এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দানের জন্য গোপাল বাবু ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতে মনন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন এই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূর কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠাইয়াছেন, "আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষয়কাশ রোগে কষ্ট পাইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺ কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সুখপুখরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের স্বপ্নলব্ধ কাশরোগের ঔষধে বিস্তর লোক উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমি উক্ত ঔষধ ডাকযোগে আনাইয়া নিয়ম পূর্ব্বক ১।১৫ দিবস সেবন করায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছি।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...য়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলু কচরাণ ...য় ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

...াবু কৈলাসচন্দ্র পাল চট্টগ্রামের খাস তহশীলদার হইলেন।

...ডপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন ...র সদর থানায় রহিলেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ...া প্রাপ্ত হইলেন।

...রপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জি টয়েন বি ...ন হইতে আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ১ মাস ...ন ছুটী পাইবেন।

...রবিনিউ বোর্ডের সভ্য আর, এল মাঙ্গলস ১৪ ই এপ্রেল ... ৬ মাস ছুটী পাইলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরী-...র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ ...ন হইতে আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেই দিন হইতে ...স ছুটী লইতে পারিবেন।

...রপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবেন্দ্র-...চোধুরী কিশোরীগঞ্জে বদলী হইলেন।

...াকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ...ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ত্রিপুরার সদর থানার বদলী হইলেন।

...িশ পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র ...পাধ্যায় ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

...ীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ...দ্দিন ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

...ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ...অনুগ্রহনারায়ণ সিং সারণে বদলী হইলেন।

...কম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ...র রায় মুর্শিদাবাদের সদর থানায় কার্য্য করিবেন।

...াকার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. ...ট ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

...ঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্র-...মিত্র ১ মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

...াট নাগপুরের কমিশনর জে, এফ, কে হিউইট ৯ মাস ... গ্রহণ করাতে চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালে-...ক্ট ওয়ার এডগার তৎপদে কার্য্য করিবেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

...ঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের ...অনুসারে মৌলবী মহম্মদ ইসফকে নিজ ব্যবস্থাপক সভার ...পদ প্রদান করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

...বু রাজকুমার সেন চট্টগ্রাম কালেজের এবং জে, কথার ...বাদ কালেজের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

...াবাদের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র ...র সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু কিডিন ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও ঢাকার মণ্টিথ ২ য় শ্রেণীর এবং সিরাজগঞ্জের বেথোনা ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিমকের ২ য় মুন্সেফ বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ায় বদলী হইলেন।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর অন্তর্গত গোয়ালিয়ায় বদলী হইলেন।

গোয়ালিয়ার মুন্সেফ বাবু কালীচরণ ঘোষাল মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিমকে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা মূল্যের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

দিনাজপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জেফ্রি সাহেব ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ছোট নাগ-পুরের অন্তর্গত মানভূমের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু প্রায় পুরুলিয়ায় থাকিবেন।

সারণের প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে ত্রিহুতের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু দীনেশচন্দ্র রায় তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পুরুলিয়ার মুন্সেফ বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা ৩ মাস, জাহানাবাদের প্রথম মুন্সেফ বাবু সরদাপ্রসন্ন সোম ২ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতে... যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করে... তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-... পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্র... তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ... আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকাল... কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্র... নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মে... কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ... এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মু... পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও ... দ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অত... গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান য... গেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের ... পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ... ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উ... উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট ... রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৭০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্র... রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ... প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপ... চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা ক... ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আম... আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, ... তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার প্রভৃতি যে কোন ... সর্ব্ব থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে ... আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, ... সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔ... আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রো... দিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ... এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে ...

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১৭ সংখ্যা ।

[অ]গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত … টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । } ১২৮৮ সাল । ১লা চৈত্র । ইং ১৮৮২ । ১৩ ই মার্চ্চ । { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ॥৹, অসমর্থ … মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ম…

হবে ছারখার যাইতে বসিয়াছে। কি শারীরিক
কি মানসিক বল কি দীর্ঘজীবিতা সকলেরই
লাঘব হইয়া আসিতেছে। অধিক কি, আপ-
বাল্যকালে যেরূপ সবলকায় বাঙ্গালী দেখি-
ন, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইবেন না।
লকল অতি শোচনীয় অনিষ্টপাতের অনাবিধ
কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসাপ্রণালীর
ও যে তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ তাহা
র্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শীত-
ন দেশের পরীক্ষিত ঔষধ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী
বাঙ্গালিগণের পক্ষে কোনপ্রকারেই উপ-
ী হইতে পারে না। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
ালে কোন প্রকার অনিষ্ট না করিলেও ক্রমে
ীণ বাঙ্গালীশরীরের অধিকতর অসারতা সম্পাদন
বে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে
তি মদ্যকে বেশ ধরা যাইতে পারে। যে সকল
ী সেম্পিন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য মদ্য পান করিয়া
রাপীয়গণ সচ্ছন্দ শরীরে বিচরণ করিতে পারেন,
র অর্দ্ধমাত্র কিম্বা পাদমাত্রা পান করিলেই
লী যুবকের তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা নাশ করে এবং
শরীর ক্ষয়ের প্রধান কারণ হয়, তদ্রূপ ইউ-
ঔষধও যে বাঙ্গালী শরীরের অহিত করিবে
র সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ অনিষ্টের নিরাকরণ
পে হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট কি সহসা মেডি-
কলেজ উঠাইয়া দিয়া দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের
লয় স্থাপনপূর্ব্বক বলিবেন যে তোমরা পূর্ব্ববৎ
য় ঔষধাদি ব্যবহার কর অথবা দেশীয় লোকেই
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় চিকিৎসার সংস্রব
ত্যাগ করিবেন? তাহা কোন মতেই হইতে পারে
লোকে রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনের দায়ে ঔষধ
। সে সময় ভাবিয়া চিন্তার অবসর থাকে না,
া সেই সময়েই যদি মৃত্যু হইল, তবে আর তাহার
বাতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক কি থাকিল।
নিমিত্ত আমরা বলিতেছি এখন যেরূপ চলিতেছে
াই চলুক, এখন অনেকে ইউরোপীয় চিকিৎ-
সংস্রব পরিত্যাগও করিতেছেন, তাহা করুন।
কে স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ দেশীয় চিকিৎসা-
র উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হউন। যখন দেশীয়
ৎসাশাস্ত্র স্বদেশরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহার
কারিতা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে (জগদীশ্বরের
য় তাহা হইলে ১৬ টাকা দর্শনীর হস্ত হইতেও
হওয়া যাইবে) তখন লোকে আপনা হইতেই
র আশ্রয় লইবে। তখন কাহারও অনুরোধ
বোধের অপেক্ষা থাকিবে না। মহাশয় শুনিয়া
হইবেন, প্রায় দুই তিন বৎসর হইল ভবানী-
পুরস্থ উকীল মহাশয়গণ আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িদিগের
উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটী সভা সংস্থাপন করিয়া ঐ
সভায় আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ
পূর্ব্বক ছাত্রবৃত্তি ও তৃতীয় পরীক্ষায় (উপাধি পরী-
ক্ষায়) উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদানের
ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে তাহার সুফলও ফলিয়াছে। পূর্ব্ব দুই
বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষাই গৃহীত হয়। গত
বৎসর তৃতীয় পরীক্ষার্থী তিনটী ছাত্র উপস্থিত হয়।
তন্মধ্যে পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ মহা-
শয়ের একটী ছাত্র প্রসন্নকুমার সেন সুশ্রুত ও চরক
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া
সভার স্বীকৃত ৭৫ টাকা, অন্য একটী জমিদার
প্রদত্ত একখানি রৌপ্য-পদক এবং কবিরত্ন উপাধি
পাইয়াছেন। এই ছাত্রটী এখন বাখরগঞ্জে গিয়া
চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-
ছেন। শুনিতেছি এ বৎসর তাঁহার একটী ছাত্রও
না কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই পরীক্ষা
গ্রহণ যদিও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের
প্রধান উপায় নহে, তথাপি এতদ্বারা যে কিঞ্চিৎ
উপকার হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।
ইহার অনুষ্ঠাতৃগণও এই দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী
হইয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু
আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি যে
দেশীয় রাজা মহারাজ ও জমিদার প্রভৃতি বদান্য-
বর্গ এই সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ
রহিয়াছেন। কারণ কি? এটী কি তাঁহারা দেশ-
হিতকর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন না অথবা
এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কেহই উত্তেজিত করেন
নাই? যাহা হউক, এখন আর তাঁহারা উদাসীন
না থাকেন, এই প্রার্থনা। এ কার্য্যটী দেশের মহৎ
কল্যাণকর এবং এই সকল কার্য্যে দানই প্রকৃত
সাত্ত্বিক দান। আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণ,
সম্পাদক মহাশয় ও সভাপতি মহাশয়কেও বলি,
তাঁহারা যখন এই মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি-
য়াছেন, তখন ইহার যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয়,
তৎপক্ষে আপনারা যত দূর পারেন করিতেছেন
করুন এবং সাধারণের নিকট যাহাতে সাহায্য পান
তাহার চেষ্টা করিতে থাকুন। আমাদের দেশের
ধনিগণ এখনও স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া দান করিতে
অভ্যস্ত হন নাই। সভ্যগণ সম্ভবমত উপযুক্ত
স্থানে যাইয়া প্রধান মহাত্মাদিগকে উত্তেজিত করুন।
সম্প্রতি কলিকাতাতে দেশীয় অনেক মহারাজ উপ-
স্থিত আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্যে দানাদিও
করিতেছেন। এই সৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ দান করিতে
কুণ্ঠিত হইবেন? কখনই না। ইঁহাদিগকে লও-
য়ান চাই। সভ্য মহাশয়েরা যত্ন করুন। অবশ
সফলপ্রযত্ন হইবেন। বিশেষতঃ এ কার্য্যে অপম
বোধ করার ত কোন কারণ নাই। উপসংহ
কালে আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণকে
একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম
তাঁহারা ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বৃত্তি ও পুর
রের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ উপাধ্য
গণেরও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কিছু করা আবশ্য
সম্প্রতি যদি ব্যয়সাধ্য কোন কর্য্যে সমর্থ না
অন্ততঃ একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান ক
উত্তীর্ণ ছাত্রের উপাধ্যায়কে সম্মানিত করার ব্য
করুন।

১২৮৮ } বড়বাজার গার্হস্থ সাহিত্য
২০ এ ফাল্গুন } সভার একজন সভ্য।

ভারতীয় রাজকোষে অর্থের সচ্ছলতা
ও কার্পাস শুল্ক।

মহাশয়! আমরা যখন কোন একটী বহু
সাধ্য সৎকার্য্যের নিমিত্ত ভারতীয় গবর্ণমেণ্
নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, প্রায় তখনই গবর্ণ
বাক্সের ডালা দুই হাতে তুলিয়া আমাদিগকে
বাক্স দেখাইয়াছেন ও অনেক আশায় নিরাশ
য়াছেন, কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের নি
আবার গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, ভার
রাজকোষে এক্ষণে অর্থের সচ্ছলতা হইয়াছে, কা
শুল্ক শীঘ্রই রহিত করিয়া দেওয়া হইবে। আ
এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোন্ কথায় বিশ্বাস করি
মন্দ ব্যাপার নহে!! এ দিকে ঘরের ছেলেরা
ভাতের উপর একটু নুণ চাহিলে অর্থাভাবের
করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে;
ও দিকে আবার ঘৃতশর্করাভোজী বাহিরের ছে
দিগকে প্রচুর ভোজের নিমন্ত্রণ দেওয়া হইতে
সম্পাদক মহাশয় এটী কিরূপ ব্যাপার? যদি তো
হাতে টাকাই আছে, তবে তোমার ঘরের ছে
দিগকে ক্ষুৎক্ষামাবস্থানে কষ্ট দিতেছ কেন? এ
নিজের বালকদিগকে কষ্ট দিয়া অপর বালকদিগ
ভোজ দিলে তোমার কোন্ ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে
কত যশোলাভ হইবে? যদি যথার্থই গবর্ণমেণ্
অর্থের সচ্ছলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা ধনকু
ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় না ক
দরিদ্র ভারতবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় করা হ
না কেন? ভারতের সকল প্রকারেই অভাব ম
হইয়াছে কি?

ভারতের অভাব অসংখ্য; ভারতের উ
এক অংশও এ পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই। গবর্ণ
দুর্ভিক্ষ, কাবুল যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার নাম ক

ভাব দর্শাইয়া যে সকল সৎকার্য্য বন্ধ করিয়া রাছেন, এক্ষণে সেই সকল কার্য্যে উক্ত টাকা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? এক দিকে ভাব দর্শাইয়া কলেজের বেতন বৃদ্ধির কল্পনা য়া মধ্যোক্ত উচ্চ শিক্ষার কোমল মস্তকে র কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাই- টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিয়া সুযোগ্য রপতিদিগের মন ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। র অন্য দিকে অর্থের সচ্ছলতা দর্শাইয়া মাঞ্চে- তেলা মাথায় তেল ঢালিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণ! আপনারা একই সময়ে একরূপ অর্থাভাব ও অর্থের সচ্ছল- কথা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন?

মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের কি দুরাশা শেষ নাই, রা ভারতীয় দুর্ব্বল প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখী র; ভারতবর্ষের দুঃখী প্রজাসকল সস্তাদরে চ পরিতে পাইতেছে না, এ দুঃখ আর তাঁহারা তে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের দয়ায় যোগ দিয়াছেন, কিন্তু একদিকে যে গবর্ণ- ভারতীয় অস্থিচর্ম্মসার প্রজাগণের শরীরে লাইসেন্স রূপ ভয়ানক বস্ত্র বিদ্ধ করিয়া শোণিত শোষণ তেছেন, তাহাতে কাহারই ভ্রূক্ষেপ হইতেছে লাইসেন্স ট্যাক্স কি প্রজাপীড়ক নহে? সেন্স ট্যাক্স কি স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাঘাতকারী ? বড় মানুষের যদি অনর্থক দশ টাকা হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু আইসে যায় না, উচিত কার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলেও দ্রের মাথা ঘুরিয়া যায়। মাঞ্চেষ্টরের বণিক লোকের সহিত লাইসেন্স করদাতা ভারতীয় দিগের ঠিক সেইরূপ তুলনা হয়। আমা- র বিবেচনায় বরং লাইসেন্স ট্যাক্স তুলিয়া কার্পাস শুল্ক আরও বৃদ্ধি করা উচিত। ঢাক- শালী বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র না পরিলে আমা- র কত ক্ষতি হইবে না। তবে যখন আমা- র অর্থের সচ্ছল হইবে, আমরা দুই সন্ধ্যা উদর তে পাইতে পাইব, তখন বস্ত্র বা বিলাতী মূল্য- বস্ত্রের বিবেচনা করা যাইবে।

মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায় আমাদিগকে সকল প্রকার বঞ্চনা করিতে চান। তাঁহারা সস্তাদরে বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করাইয়া দেশের আগামিক কারখানা গুলির মূলে কুঠারা- করিলেন, কিন্তু আমরা সস্তাদরে কাপড়ও পাইলাম না। চারি দিক দিয়া আমা- ক্ষতি; এ দিকে আমাদিগের দেশের কার- গুলির উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইল, কিন্তু ক্রমিকে আমাদিগের পয়সা যেমন খরচ হইতে- ছিল, তেমনই হইতেছে। প্রকাশ্যতঃ মোটা কাপড় গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সস্তা বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে সব ফাঁকি। এক্ষণে যে সকল মোটা কাপড়ের আম- দানী হইতেছে, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন নহে। ও গুলি মাপিয়া দেখিতে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা দুই চারি আড়াই হাত দীর্ঘে ও চারি অঙ্গুলি ছয় অঙ্গুলি প্রস্থে কম হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় মূল্য যে পরিমাণে কম হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল যে পরিমাণে কাপড় কম হইয়াছে, সেই পরিমাণে মূল্যও কম হইয়াছে। অংশের অনুসারে দেখিতে গেলে, আমরা পূর্ব্বে যে দরে ক্রয় করিতাম, এখনও সেই দরে ক্রয় করিতেছি; মাঞ্চেষ্টরবাসিগণ কেবল আমাদিগকে ধোকা বুঝান বুঝাইতেছেন। এরূপ চালাকি না করিলে তাঁহারা সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যিশুখৃষ্টের শিষ্য, তাঁহারা ধর্ম্মভীরু, তাঁহাদিগের সকলই শোভা পায়। এই অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না, কিন্তু যদি অন্য কোন দেশবাসী ব্যবসায়ীরা এরূপ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বিলাতী সকল সংবাদ পত্রই তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেন এবং এরূপ অন্যায়াচারী ব্যবসায়ীদিগের দেশ রসাতলে দিবার নিমিত্ত রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার উত্তেজনা করিতেন। এক্ষণে আমরা আর মাঞ্চেষ্টরের বাক্যে ভুলিব না। আমরা এক্ষণে নিজের মঙ্গল অমঙ্গল বুঝিতে পারি- য়াছি, স্বত্বাস্বত্ব বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি কথায় কথায় মূল ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এ কথা গুলি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমা- দিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, গবর্ণমেণ্টের হঠাৎ এরূপ অর্থের সচ্ছলতা কোথা হইতে হইল? কর্জ্জে যাহার মাথা বিক্রয় হইয়া রহিয়াছে, তাহার অর্থসচ্ছলতা হইলে সে প্রথমে মহাজন পরিশোধ করে, না অন- র্থক যেখানে সেখানে টাকা ছড়াইয়া বেড়ায়? যদি গবর্ণমেণ্টের অর্থসচ্ছলতা হইয়া থাকে প্রথমে কর্জ্জ গুলি পরিশোধ করুন; আমরা আর কত সুদ বহিব? যদি বেশী টাকা হাতে আসিয়া থাকে, লাইসেন্স ট্যাক্স উঠাইয়া দাও, শিক্ষা সম্বন্ধে আরও চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়াও, আগ্রা কালেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিও না বরং দিল্লি কলেজ পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা কর, কলেজের ছাত্রদিগের বেতন না বাড়াইয়া বরং আরও কম কর, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ খুব বাড়াও, পোষ্ট আফিসের সং বৃদ্ধি কর, দেশীয়দিগের শিল্পশিক্ষায় ব্যয় বাড় তাহা হইলে তাহাদিগের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত তো দিগকে আর ভাবিতে হইবে না; জেলাদে কার্য্য প্রসারণ কর, এখনও অধিকাংশ পল্লীগ্রাম গুলা ভাল পথের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে এরূপ সহস্র সহস্র কার্য্য অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়ি থাকিতেও কি যেখানে সেখানে টাকা ছড়াই ফেলিতে হয়? এ সকল সৎকার্য্য করিয়াও তোমার টাকা বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা ভবি আপদ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চয় কর, যেন উপ সময়ে তোমাকে ইংলণ্ডের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর না বেড়াইতে হয়। যখন তাহা হইতেও অ টাকা তোমার হাতে হয়, তখন তুমি মাঞ্চেষ্টরবা কৃতার্থ লাভ করিতে পার, তাহাতে আমরা এ কথাও বলিব না। আর এখন যদি তোমার অ টাকার আবশ্যক থাকে, তবে আমাদিগের পরা শুন; মদের শুল্ক দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি ক ইহাতে হয় তোমার রাজকোষ পূর্ণ হইবে, নয় ভারতবাসিরা সুরাবিষপানে আত্মহত্যার হইতে মুক্ত হইবে।

আমরা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এত বকাবকি ক লাম, তাহা শুনিয়া যদি কোন রক্তমুখ শ্বেত মহাশয় বলেন যে "তোমরা কে? তোমাদি এ সকল বিষয়ে তর্ক করার কি অধিকার আ আমরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগের দেশ জয় করিয় আমরা তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক শাসন করিতে আমরা যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব। আ যতটুকু অনুগ্রহ তোমাদিগের প্রতি প্রদর্শন ক তোমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে তবে এরূপ কথার উত্তরে আমরা ইহাই ব "যে আমরা ন্যায়বান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এরূপ বলিবার অধি দিয়াছেন বলিয়াই আমরা এরূপ বলিতেছি, গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে থাকিলে আমরা এরূপ স্ব ভাবে কথা বলিবার আশা কদাচ করি না। আমরা পরম দয়াবতী ভারতেশ্বরীর সন্তান, তিনি আমাদিগের দুঃখ শুনিয়া ক নিবারণের নিমিত্ত আমাদিগের অভাব শুনিয়া মোচনের নিমিত্ত কাণ পাতিয়া আছেন; তাই আমরা দুঃখ পাইয়া তাহার প্রতিকা আশায় স্নেহবতী মায়ের নিকট চীৎকার ক রোদন করিতেছি। আমরা সকলে বলিতে অন্য কাহারও এ বিষয়ে কথা বলিবার অ কিছুমাত্র নাই।"

আমাদিগের ছোট প্রভু বলেন "দেশীয় ভ

র পত্রের সহিত দেশীয় প্রজা সাধারণের কিছু
সহানুভূতি নাই।" তবে কি তাঁহার বিবে-
পাইয়োনীয়র বা ইংলিসম্যানের সহিত আমা-
র সহানুভূতি আছে? অদ্য আমরা যে এই
য় ভাষায় সংবাদ পত্রের সাহায্য এতগুলি
কষ্ট প্রকাশ করিলাম, সেই "আমরা" তবে
আমরা কি ভারতবাসী প্রজা নহি? ভারতীয়
াসী কৃষকেরা দেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ
তে না পারিয়া "ইংলিসম্যানের" ভাষায় প্রকাশ
া থাকে কি? হায়!! ইডেন সাহেব এত
াল এদেশে থাকিয়া এত দেখিয়া শুনিয়াও
এরূপ অন্যায় কথা বলেন তবে আমরা আর
ায় যাইব, আমাদিগের রোদনধ্বনি তবে
জেশ্বরীর কর্ণগোচর আর কে করিবে?

৮৮ সাল } শ্রীঃ——রায়
ই ফাল্গুন। } ভাগলপুর।

সোমপ্রকাশ

লা চৈত্র সোমবার।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দানে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্ত্তব্য।

নর চারলস মেটকাফ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধী-
প্রদান করিয়া যান, তদবধি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে
ঘটনা হইয়া গেল, সেগুলির পর্য্যালোচনা
রা দেখিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানের প্রযো-
ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে
া যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তুল্য সুচতুর
মান সুবদর্শী গবর্ণমেণ্ট আর নাই বলিলে হয়।
যন্ত্রের স্বাধীনতাদানে যে কি ইষ্টলাভ হয়, অন্য
ান্য রাজার তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া দূরে থাকুক,
স জর্ম্মণি প্রভৃতি উচ্চতম গবর্ণমেণ্টগুলিও
ারে সমর্থ নহেন। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র শাসন কার্য্যের
টী প্রধান সহায়। সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইলেই
যে স্বল্প স্বাধীনতা দিতে হয়, তাই বলিয়া যে
টিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান
রয়াছেন, তাহা নয়, এতদ্দানে তাঁহাদিগের একটী
ন স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের
ধীনতা দান করিয়া ঐ উপায় দ্বারা অনা-
স প্রজার হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিতেছেন।
স্থলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিতেছে,
াতে তাহার প্রতীকারের উপায় বিধান করিতে-
ন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতানিবন্ধন ভারতের
তি হইবে, ভারতবাসির মধ্যে স্বাধীনতা সঞ্চারিত
হইয়া সাহসিকতা মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতির
বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া গবর্ণ
মেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান করেন নাই।
তাঁহাদের স্বার্থ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের
শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য
উদ্দেশ্য হইলে কখন ৯ আইনের সৃষ্টি হইত না।
যে সময়ে ৯ আইনের সৃষ্টি হয়, তখন ভারতে বিদ্রো-
হাদি কোন উপদ্রব ছিল না। রুষ কর্ত্তৃক ভারত-
আক্রমণের আতঙ্ক ছলমাত্র।

এ স্থলে পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্রের
স্বাধীনতারোধক ৯ আইন সৃষ্টির যদি কোন প্রয়ো-
জন ছিল না, রাজপুরুষেরা তবে তাহার সৃষ্টি করি-
লেন কেন? তাহার সৃষ্টির কারণ এই, অধিকাংশ
রাজপুরুষ এদেশীয়ের মুখে উচ্চ কথা শুনিতে ভাল
বাসেন না। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, এদেশীয়েরা
মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া রাজনীতি লইয়া
তর্ক বিতর্ক করুন; কিন্তু উগ্র ও তীব্রভাবে বাক্-
প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, যে কিছু বক্তব্য থাকে
তাহা বিনীত ও নম্রভাবে নিবেদন করিবেন।
এখন বোধ হয় পাঠক! বুঝিতে পারিলেন, তীব্র-
ভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পর্য্যালোচনা ৯ আইন
সৃষ্টির প্রধান কারণ। তীব্রভাবে রাজনীতির
পর্য্যালোচনা হয় বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত
কি ইংরাজী পত্র কি দেশীয় ভাষার পত্র, কাহার
উপরে রাজপুরুষেরা প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। তাঁহা-
দের অনেকের মনে এই ধারণা আছে, এদেশীয়
সমাচারপত্রসম্পাদকেরা প্রজাগণের মনে বিরাগ
উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কারটী অনে-
কের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা
এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি বিশেষ বিরূপ।

ফলতঃ একণে বঙ্গবাসী—কেবল বঙ্গবাসী
কেন—অধিকাংশ ভারতবাসীই আর নিবিড় অজ্ঞা-
নতিমিরে নিমগ্ন নন। আপনাদের কর্ত্তব্য একণে
অনেকেই সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন। আমাদের কৃত
বিদ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ যে মধ্যে মধ্যে সভা
করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা রাজনীতির আলোচনা এবং
ইংরাজরাজের কৃত নূতন নিয়মের গুণ দোষ বিচার
করিয়া থাকেন, ইংরাজগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন।
অদ্যাপি অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা, ভারতবাসীরা
এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য সুবিজ্ঞ ইংরাজ
রাজত্বে সেই প্রাচীন কালের অসভ্য অর্ব্বাচীন
নৃশংস মুসলমান অধিকারের ন্যায় গভীর অজ্ঞান-
তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে। প্রজাগণ যাহাতে ধনে
মানে জ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ
করিয়া মনুষ্য সমাজে সভ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জাতি
বলিয়া বিখ্যাত হয়, গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা থাকিলেও
প্রধান কর্ত্তার কতকগুলি পারিষদের দোষে সে
অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। কিসে ভারতবাসী সুখসচ্ছন্দে
কালযাপন করিবে এবং কিসে রাজ্যের সর্ব্বত্র সন্তোষ
ও শান্তি বিরাজ করিবে, গবর্ণমেণ্টের এই আশা ও এ
চেষ্টা একান্ত বলবতী হইলেও তাহা কার্য্যকর হয়
না। তিনি কোন একটী সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করি-
বেন, চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজী সংবাদপত্র বা উচ্চ
পদস্থ ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজ
বিদেশীয় রাজা, বিদেশীয়দিগের সন্তোষ সাধন
করিবার জন্য স্বদেশীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার
পক্ষে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তাঁহাকে সেই
সদনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে হয়।

ভারতবাসী উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া সভ্য ও জ্ঞানী
হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন,
ইহা প্রায় কোন ইংরাজের ইচ্ছা নয়। যে দিবস কলি-
কাতা টাউনহলের সভায় যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই
উপলক্ষে পাওনিয়র বাঙ্গালিদিগকে অনেক ভর্ৎসনা
করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মনুষ্যদিগকে
দেশীয় রাজার অধীনে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনাতি-
পাত করিতে হইত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে
বাক্যের স্বাধীনতা পাইয়া আজ তাহারা সেই মহানু-
ভব গবর্ণমেণ্টেরই নিন্দা-ঘোষণা করিয়া থাকে।"

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমরা নির্ভয়ে
অসঙ্কুচিত চিত্তে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি
সত্য, এবং সে জন্য ভারতবাসী ব্রিটিশজাতির
নিকট কঠিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। কিন্তু গবর্ণ-
মেণ্ট কেন যে আমাদিগকে এই অধিকার দান
করিয়াছেন, যদ্যপি পাওনিয়রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক
একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে
আজ আমাদিগকে এই তিরস্কার সহিতে হইত না।
ইংরাজজাতি যার পর নাই চতুর; তাঁহার কঠিন
রাজনীতির মর্ম্মভেদ করা সামান্য লোকের কার্য্য
নয়। এই কুটিল রাজনীতি অর্থাৎ চতুরালীর উপর
এই প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজ্য চলিতেছে। ৫০,০০০
হাজার ইংরাজ সৈন্য যে কেবল ২৫০০০০০০০ কোটী
লোকের উপর চৌকি দিয়া থাকেন, তাহা নয়
তাহাদিগের তুল্য সুশিক্ষিত প্রায় সেইরূপ সুসজ্জিত
১৫০০০০ লক্ষ সিপাহির উপরও তাহাদিগের সতত
সতর্ক দৃষ্টি আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবাসীরাই
ভীরু, নতুবা এই ভারতবর্ষ বীরপ্রসূ। পঞ্জাবী রাজপুত
প্রভৃতি জাতির ন্যায় বীরজাতি ভূমণ্ডলে বিরল।
কিন্তু এক মুষ্টি ইংরাজ এই অসংখ্য বীরকে
বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কি?
৫০০০০ সহস্র ইংরাজ ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ
রূপে অসমর্থ এবং তাহারাও এই বীরজাতিদিগকে
দমনে রাখিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করে

। কৌশলময় রাজনীতির গুণেই এই বিশাল
জ্য শান্তিভোগ করিতেছে। প্রজাদিগকে
ার স্বাধীনতা দান এক অদ্ভুত কুটিল কৌশল।
সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিষম স্বার্থ এক
বদ্ধ রহিয়াছে। আমরা মন খুলিয়া মনের
প্রকাশ করিতে পারি,—দেশীয় সংবাদ পত্র
নী কি প্রজা—সকলেরই মনের কথা, তাহা-
র আশা তাহাদিগের অভাব এবং তাহাদিগের
অসুখ প্রায় সমস্তাবে সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের
গাচর করিয়া থাকেন; গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা
ক হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ইচ্ছা আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ
বিচার না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার তোষামোদ
। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই স্বাধীনতা
করিয়াছেন, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হই-
সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের যখন যাহা
র হইতেছে, আমরা সুখে কি অসুখে আছি
যিনি যখন আমাদের উপর অত্যাচার বা উৎ-
ন করিতেছেন, আমরা সে সমস্তই নির্ভয়ে
মেণ্টকে জানাইতেছি, গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা স্বদোষ
সাধন এবং অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিতে
ন। কিন্তু আজ যদি আমাদিগের এই বাক্যের
ীনতা অপহৃত হয়; আমরা নিরুদ্বেগে মনো-
প্রকাশ করিতে পারিব না,—আমাদের দুঃখ
র ও অত্যাচারীর উৎপীড়ন সমস্তই
পন করিতে বাধ্য হইব। তখন সেই অসন্তোষ-
এই পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের হৃদয়ে সংগৃহীত
অনবরত ঘূর্ণিত চালিত ও তরঙ্গিত হইতে
কবে।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অসংখ্য প্রজাবর্গের
া-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য
াহ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। প্রজা
নভাবে রাজার কার্য্যপরম্পরার পর্য্যালোচনা
লে রাজার বা রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা নাই;
প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে
ত রাখিলে রাজার পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবার
ক্ষণ সম্ভাবনা। যে রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজার
অসন্তুষ্ট, সে রাজাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিতভাবে দিন
ন করিতে হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট না হইলে রাজ্যে
রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় না। প্রজা অসন্তুষ্ট
েই ১৮৭১ সালের প্রসীয় যুদ্ধে ফ্রান্সরাজের
হয়। প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে বহিঃশত্রু কখন
জ্য প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজার দুঃখের
কার হইলেই প্রজা সন্তুষ্ট; রাজা সেই দুঃখ
তে পারিলেই তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ
। নতুবা সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে ঘূর্ণিত
তরঙ্গিত ও চালিত হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের
ন্যায় পরিশেষে উদগীর্ণ হইয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া
ফেলে। অতএব এই বিপদের প্রতিবন্ধক মহৌষধ
স্বরূপ চতুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে বাক্যের
স্বাধীনতা দিয়াছেন।

রাজনীতিজ্ঞ ইংলণ্ডবাসিগণ এই স্বাধীনতা দানের
নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন
এই স্বাধীনতা প্রজার নিকট হইতে অপহরণ করিলে
রাজ্যের মঙ্গল নাই। কন্সারবেটিব সম্প্রদায় অবি-
মৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ৯ নং আইন বিধিবদ্ধ
করিলে ভারতবাসী তীব্র নাদে অসন্তোষ প্রকাশ
করিয়াছিল। তাই বলিয়া কি সেই মহা অনিষ্টকর
ইংরাজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ আইনটী রহিত করা
হইয়াছে? তাহা নয়। আমরা যত কেন রোদন
করি না, যত কেন চীৎকার করি না, যত কেন
আন্দোলন করি না, স্বার্থ না থাকিলে বা স্বার্থের
বিঘ্ন ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট কোন কাজ করেন না।
উদার সম্প্রদায় আইন হইবামাত্রই উত্তমরূপে বুঝিয়া-
ছিলেন, কালে ইহাতে মহা অনিষ্ট ঘটিবে; এই
গর্হিত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া লার্ড লিটন যার পর
নাই অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন
ক্ষমতা ছিল না, একণে ক্ষমতা পাইয়া তাঁহারা
উক্ত আইন রহিত এবং ভারতবাসীকে পুনর্ব্বার
পূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

পাওনিয়র আর এক স্থলে বলেন "বাঙ্গালী-
দিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া গবর্ণমেণ্ট কুনিয়স,
হাম্পডেন প্রভৃতির ন্যায় রাজদ্রোহী করিয়া তুলিয়া-
ছেন।" বাঙ্গালীগণ বিদ্যাবলে একণে ন্যায় অন্যায়
বিচার করিতে পারেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন
অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ
এবং বিচার করিয়া থাকেন। বিদ্যা শিখিয়া বঙ্গ-
বাসী সভ্য ও জ্ঞানী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজের
দোষ ধরিয়া দেন এবং গুণের প্রশংসা করেন।
বঙ্গবাসিমাত্রেই ইংরাজের পক্ষপাতী। কিন্তু পঞ্জাবী
প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অসভ্য মূর্খ জাতিরা
কিরূপ ভয়ঙ্কর বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাওনিয়র
উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধ কোন কথা মুখে আনিতেন
না। জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ হইয়া বাঙ্গালীরা এক এক
জন সের আলি এবং আমির খাঁ হয়, ইহাই কি
বাঞ্ছনীয়? শিক্ষিত হইতে না অশিক্ষিত হইতে
বিদ্রোহের অধিকতর আশঙ্কা? কুমার সিং যে বিদ্রোহী
হইয়াছিল, সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? আমরা
শুনিয়াছি, নানা সাহেব অর্দ্ধশিক্ষিত। অর্দ্ধশিক্ষা
বড় ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা হইতে যে বিপদ না ঘটে,
এমন বিপদই নাই। যাহারা সুশিক্ষিত হয়, তাহা-
দের অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে, তাহারা সাহস
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ প্রজা সভ্য ও বি
হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়, এরূপ বিবেচনা
বিষম ভ্রম সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ইংরাজে
চটেন বলিয়া কি আমরা স্বাধীনভাবে সকল বিষ
গুণ দোষ বিচারে বিরত হইব? তাহা হইলে মু
যন্ত্রের স্বাধীনতা লাভে ফল কি? সকল বিষ
বিচার ধীর স্থির নম্র ও বিনীত ভাবে
কর্ত্তব্য। কেবল কতকগুলি কটুবাক্য প্রয়ো
না করিয়া যুক্তি দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের গুণ দো
পরীক্ষা করিলে কোন কথা জন্মে না। বোধ হয়,
ইংরাজেরা ইহাতে বিরক্ত হন না। তবে যাঁহা
মন উগ্র, শোণিত উষ্ণ, একটী দোষের কথা শুনি
গাত্রে শেল বিদ্ধ হয়, তাঁহারা চটেন চটুন, তাহ
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বিনীতভাবে রাজনীতির প
লোচনায় যে আমাদের ইষ্টলাভ হইবে,
বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহ
বিরক্ত হইবেন না। বিনীতরূপে স্বাধীনভাবে র
নীতির পর্য্যালোচনার্থই গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্ব
নতা দান করিয়াছেন।

সে দিন লার্ড রিপন ভারত মিত্রের অধ্য
প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্
দেশীয় সমাচারপত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদি
বিশ্বাস করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান ক
য়াছেন, তাঁহারা সে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য
করেন। এই আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। কেব
বিদ্রোহসূচক প্রস্তাব লিখিলেই বিশ্বাস ভঙ্গ হ
এরূপ অভিপ্রেত নয়, যে কারণে ৯ আইনের
হইয়াছিল, সে কারণটী নিরাকৃত না হইলেও বি
ভঙ্গ করা হইবে। সে কারণ কি? আমরা প
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীব্র ও উগ্রভাবে রাজনী
পর্য্যালোচনাই সেই কারণ।

যেরূপে ৯ আইন রহিত করা হইয়াছে, ত
আমাদের আর একটী শিক্ষাও হইতেছে। লিব
দল ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের অধিনায়কত
অধিষ্ঠিত হইয়াই ৯ আইনটী রহিত করিবার
লাভ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
এ বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। ভারতীয় গবর্ণ
প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিলেন। এ
ইহাই সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, ভারত
গবর্ণমেণ্টের মত ব্যতিরেকে কেহ ইংলণ্ডে থাক
কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ভা
বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকিয়া স্বাতন্ত্র
করিতে হইবে।

১৮৮১। ৮২ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয় বক্তৃতা।

যে বাটীর কর্ত্তা ভাল, তাহার পরিবারও ভাল, কথা কি তাহার চাকর দাসী পর্য্যন্ত ভাল হয়। াড়ির কর্ত্তা ভাল না হয় তাহার কেহই ভাল হয় আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে পর্য্যায়ক্রমে এই ক্ষ বাক্যটীর অযথর্থতা উপলব্ধি করিলাম। লর্ড ন ও লার্ড রিপন ইহার প্রমাণ স্থল। লর্ড ন যেমন ছিলেন, তাঁহার রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি হও তেমনি জুটিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রিপন দীনবন্ধু প্রজাবৎসল সাধারণের াভিলাষী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও পরম ধার্ম্মিক, ার রাজস্বমন্ত্রীও সেই সেই উদারগুণ া দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন। ভারতের বর্ত্ত- রাজস্বমন্ত্রী অনরেবল মেজর বেয়ারিঙ্ ের ১৮৮২। ৮৩ অব্দের যে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত া করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ গুণগুলির শেষরূপে পরিচয় হইয়াছে। তিনি যে কেমন মান দূরদর্শী সবিবেচক সর্ব্বতশ্চক্ষু দীনের প্রতি বান গুণের পুরস্কার কর্ত্তা এবং ভারতহিতৈষী, া তাঁহার কৃত আয় ব্যয় সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রতি ক্তি উজ্জ্বল অক্ষরে করিয়া দিতেছে। আমরা ম ক্রমে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

তাঁহার বক্তৃতাটী এমনি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কৃত াছে, যে উহার কোন অংশের অর্থবোধে কিছু া কষ্ট অনুভব হয় না। রাজস্ব বিষয় একান্ত ল, তাহাতে এরূপ বিশদভাবে মনের ভাব ব্যক্ত া বিশেষ বুদ্ধিমান না হইলে কেহ করিতে পারেন । যে নিয়মে হিসাব ধরা হইয়াছে, তদবধি স্ত করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে যে যে বিষয় লোকের নিবার ইচ্ছা হয়, সেই সমুদায় বিষয়েরই প্রায় াখ করা হইয়াছে। ইহাও বেয়ারিঙ্ সাহেবের মতার অপর প্রমাণ। ১৮৮২। ৮৩ অব্দের আয় ষয় যে হ্রাস বৃদ্ধি গণনা করা হইয়াছে, তাহা াগে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

১৮৮২। ৮৩

	আয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
ভূমির রাজস্ব	২১৪৮৭০০০	•	২৮৩০০০
কর	৭০১০০০	•	২০০০০
ন বিভাগ	৮০৯০০০	•	১১০০০
আবগারী	৩৩৩১০০০	•	৮০০০০
টাক্স	৫৩৮০০০	•	•
প্রাদেশিক	২৬৪৯০০০	•	২৩৬০০০
মাশুল	১১৮১০০০	•	১১০৯০০০
লবণ	৬০৪৯০০০	•	১১৬৪০০০
৯ অহিফেন	৯৫০০০০০	•	৪০০০০০০
১০ ষ্টাম্প	৩৩৪২০০০	১৭০০০	
১১ রেজিষ্টরি	২৮৪০০০	৪০০০	
১২ টাকশাল	১৪৪০০০	৮৭০০০	
১৩ পোষ্টআপীস	৯৬৭০০০	•	৯০০০
১৪ টেলিগ্রাফ	৫২৫০০০	৪৯০০০	
১৫ অন্যান্য বিভাগ	৬৬০০০০	•	৪৭০০০
১৬ আইন ও বিচার	৬৫৯০০০	১৬০০০	
১৭ পুলিষ	২৪৮০০০	৬০০০	
১৮ সামুদ্রিক— বিভাগ	১৮৩০০০	•	২৩০০০
১৯ শিক্ষা বিভাগ	১৭৭০০০	•	২০০০
২০ চিকিৎসা— বিভাগ	৪১০০০	•	২০০০
২১ ছাপাখানা ও— কাগজ কলম প্রভৃতি	৫৯০০০	•	১০০০
২২ সুদ	৬৫৭০০০	•	২৪০০০০
২৩ পেন্সন প্রভৃতি	৩০৭০০০	•	৫০০০
২৪ নানাপ্রকার	২৬৮০০০	•	১১১০০০
২৫ রেলওয়ে	১০০০	•	১০০০
২৬ জল সেচন	১৩১০০০	৪০০০	•
২৭ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৪৮৫০০০	•	৭২০০০
২৮ সৈন্য	৮৬৮০০০	•	১০১০০০
২৯ আফগান যুদ্ধে ইংরাজ সাহায্য	•	•	২৭০৫০০০
৩০ আফগান স্থানে যুদ্ধ	•	•	২৬৭০০০
৩১ বিনিময় লব্ধ	৩৮১০০০	•	১০০০০
মোট টাকা	৫৬০৩১০০০	•	৬৩১৯০০০

যে পূর্ত্তকার্য্যে আয় আছে।

	আয়পৌণ্ড	বৃদ্ধিপৌণ্ড	হ্রাসপৌণ্ড
১ ষ্টেট রেলওয়ে	২৭৭৬০০০	২৯১০০০	•
২ যে রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূ	৩৩৭৩০০০	•	১৭০০০
৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া— রেলওয়ে	২৬৬০০০০	•	৪৫০০০০
৪ জলসেক কার্য্য হইতে সাক্ষাৎ— সম্বন্ধে আয়	৮৩৪০০০	৪০০০০	°
৫ কানাল কোম্পানি	১৫০০		৫০০০
৬ জলসেক নিবন্ধন— ভূমির আয়	৬৮৫০০০	৬০০০	
মোট	১০৪৫৩০০০	•	১৩০০০০০
সমুদয় মোট	৬৬৪৫৯০০০	•	৬৪৫৪০০০

ব্যয়।

	ব্যয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌ[illegible]
ঋণের সুদ	৩৯১৭০০০	•	১৭০০[illegible]
২ অন্য বিষয়ক সুদ	৪৫৯০০০	১৪০০০	
৩ প্রকাপণ	৫১১০০০	৮৮০০০	
৪ ভূমির রাজস্ব	৩১৬৮০০০	১৩১০০০	
৫ বন বিভাগ	৫৮১০০০	•	১৯[illegible]
৬ আবগারী	৯৯০০০		
৭ ট্যাক্স	১৫০০০	১০০০	
৮ প্রাদেশিক	৪৩০০০		
৯ মাশুল	১৬৩০০০		৩৩[illegible]
১০ লবণ	৬৩০০০০	৯৫০০০	
১১ অহিফেন	২২৫০০০০	১৮৮০০০	
১২ ষ্টাম্প	১১৯০০০	১০০০	
১৩ রেজিষ্টরি	১৮৬০০০	৮০০০	
১৪ টেকশাল	১০৮০০০	১৪০০০	
১৫ পোষ্ট আপীস	১১৭৩০০০	২৩০০০	
১৬ টেলিগ্রাফ	৬৩৭০০০	৭০০০০	
১৭ শাসন প্রণালী	১৫০৪০০০	২০০০	
১৮ অন্যান্য বিভাগ	৪৪২০০০	•	১[illegible]
১৯ আইন ও বিচার	৩৩৪৭০০০	১৬৬০০০	
২০ পুলিস	২৬৩৫০০০	৮৪০০০	
২১ সামুদ্রিক বিভাগ	১১১০০০	১০০০	
২২ শিক্ষা বিভাগ	১১৪৯০০০	৯২০০০	
২৩ পৌরহিত্য	১৬৩০০০	৩০০০	
২৪ চিকিৎসা বিভাগ	৭০৩০০০	২৫০০০	
২৫ ছাপাখানার কাগজ কলম প্রভৃতি	৪৪০০০০		১২২[illegible]
২৬ রাজনৈতিক	৫২০০০০		১৪৫[illegible]
২৭ বিশেষ দান	১৯৩৯০৮০	৭০০০	
২৮ ছুটী	১২৭৪০০০	১১০০০	
২৯ পেন্সন প্রভৃতি	২০০১০০০	২৮০০০	
৩০ নানা প্রকার	২৭১০০০	•	২[illegible]
৩১ দুর্ভিক্ষাদি	৭৫০০০	•	২[illegible]
৩২ রেলওয়ে	৫৯০০০০	৩১১০০০	
৩৩ সাহায্য প্রাপ্ত রেলওয়ে	৫০০০০	১১৮০০	
৩৪ সীমা রেলওয়ে	২২৩০০০	১৪০০০	
৩৫ ভূমীতে জলসেক	৯৭৪০০০	৯৫০০০	
৩৬ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৫৩৭১০০০	৪৯০০০	
৩৭ সৈন্য	১৬১২৮০০০		৯৯[illegible]
৩৮ আফগানস্থানের যুদ্ধ কার্য্য	•		১৬১[illegible]
৩৯ বিনিময় ক্ষতি	৩১৫৬৩০০		৫২[illegible]
মোট	৫৮১৩৭০০০		২২০[illegible]

ব্যয়।

	ব্যয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
...ষ্টেট রেলওয়ে	১৭৪১০০০	২৫০০০	০
...গবর্ণমেণ্ট যে রেল-...য় প্রতিভূ আছেন	৩৮২৫০০০	১৩৫০০০	০
...ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে	১৪৩৪০০০	০	৩০০০
...ভূমিতে জলসেক	৫০৩০০০	৫০০০০	
...রক্ষা কার্য্য	৫০০০০		
...মাদ্রাজ ক্যানাল— কোম্পানী	২৬৭৪০০০	১৪৭০০০	
...ঋণের সুদ	১০০২৭০০০	৩৫৪০০০	
সমুদায় মোট	৬৬১৭৪০০০	৫১১৮১	

...ফলতঃ বেয়ারিঙ সাহেব ১৮৮২।৮৩ অব্দের যে ...য় ব্যয় গণনা করিয়াছেন, তাহাতে আয় ৬৬৪৫- ...০০ পৌণ্ড। ব্যয় ৬৬১৭৪০০০। "উদ্বৃত্ত ২৮৫০০০" ...ধারিত হইয়াছে।

...যদি টাক্স উঠাইয়া না দেওয়া হয় এবং অহিফেনে ...চ খরচা বাদে ৭২৫০০০০ পৌণ্ড আয় হয়, তাহা ...লে ৩১৭১০০০ পৌণ্ড উদ্বৃত্ত হইবে।

...অসুবিধা হয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রী টাকায় না ধরিয়া ...ণ্ডে আয় ব্যয় গণনা করিয়াছেন। এই হেতু ...মরাও সেই পৌণ্ড ধরিলাম।

...আমরা উপরে বলিলাম, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী ...দের প্রতি দয়াবান, তাহার একটী প্রধান প্রমাণ ..., তিনি লবণের শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন। মণ- ...লবণ ২ টাকা হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম ...লিত হইবে, কেবল ব্রিটিশ ব্রহ্মে ও পঞ্জাবের ...র পর পারে এ নিয়ম প্রচলিত হইবে না। ...তে আয়ের ১৪০০০০০ পৌণ্ড কমিয়া যাইতেছে। ...লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে কেবল যে ...দের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ...একটী দুর্নামও দূর করা হইয়াছে। দেশীয় ...গণের বাধ্যে জুলুম করিয়া লবণের মাশুল বৃদ্ধি ...হইয়াছিল। তদ্দেশ্য প্রজারা তাহাতে নিতান্ত ...ট হইয়াছিল, তাহারা এখন সন্তোষ লাভ ...বে।

...আমরা উপরে মেজর বেয়ারিঙকে গুণের পুর- ...কর্ত্তা বলিয়া যে বর্ণন করিলাম, তাহার কারণ ...তিনি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধির ...ী ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের এখানকার ...টি কালেক্টার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির ...দিলদার মমেলতদার প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ...কতগুলি কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহারা বিস্তর পরি- ...করেন, ইঁহাদের উপরে বিস্তর ঝুঁকিও আছে, ...ইঁহারা যৎসামান্য বেতন পান। রাজস্বমন্ত্রী এই স্থির করিয়াছেন, ডেপুটী কালেক্টরেরা মাসিক ৩০০ টাকা, প্রদেশ বিশেষে ২৫০ টাকার কম পাইবেন না, অধিকে মাসিক ৮০০ টাকা ও স্থান বিশেষে ৬০০ টাকার উর্দ্ধ পাইবেন না। তহসিলদার প্রভৃতির ন্যূনকল্পে বেতন ১৫০ ও স্থল বিশেষ ১০০ এবং উদ্ধকল্প ২৫০ টাকা ও স্থলবিশেষ টাকার ন্যূনাধিক্য হইবে। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০০০০ পৌণ্ড ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

এই ব্যবস্থায় লর্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙের কেবল যে অন্তঃকরণের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এরূপ নয়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। যাঁহারা রাজপদস্থ হন, তাঁহাদিগকে মান মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন। যথোচিত অর্থ না মিলিলে তাঁহাদিগকে লোকের নিকটে অপ্রস্তুত হইতে হয়। আর একটী এই দোষ ঘটে, যাহাদিগের ধনের অপেক্ষা মান মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি অধিক, তাঁহারা প্রায় বিপথে পদার্পণ করেন। তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকল্পে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটে। তন্মূলক গবর্ণমেণ্টেরও অতিশয় অপ্রতিষ্ঠা হয়। সে দোষ নিবারিত হইল। নিম্নপদস্থ দেওয়ানী কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও রাজস্বমন্ত্রীর কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করা উচিত ছিল। মুন্সেফেরা অতিরেক্তী পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের হইতে গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হয়, অথচ তাঁহাদের বেতন তদনুরূপ নয়। অধিকাংশ মুন্সেফ বিচারস্থলের আসবাবগুলি দর্শন করিলেও শোকের উদয় হয়। তাঁহাদের পদানুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে না।

লাইসেন্স টাক্সের কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর এ দেশের উপযোগী নয়। আমরা প্রতি বৎসরই উহার জন্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। যাঁহার উপরে বার্ষিক লাইসেন্স টাক্স নির্দ্ধারণের ভার হয়, তাহা পত্র প্রমাণে হিসাব পত্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বণিকসভা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া উহার যে যে দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়। এটী উঠিয়া গেলে বড় ভাল হইত।

তুলজাত দ্রব্যের মাশুল ও আমদানী শুল্ক যে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া না দিলেও বোধ হয়, পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তন্মূলক গবর্ণমেণ্টের ১২১৯০০০ পৌণ্ড ক্ষতি হইবে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাটোয়ারি সেস বলিয়া একটী কর ছিল এবং জমীদারেরা অযোধ্যার পাটোয়ারিদিগের বেতন দিতেন, তাহা রহিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার পাটোয়ারিদিগের বে... নিজে দিবেন। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের ২১৬... পৌণ্ড বার্ষিক ক্ষতি হইল।

স্বশাসন প্রণালীর বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী যে ব... করিয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বে পাঠকগ... বিদিত করিয়াছি, অতএব তাহার পুনরু... বিফল।

প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইল; আমরা অন্য অন্য ... য়ের প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় লর্ড রিপনের বক্তৃতা।

১১ ই মার্চ্চ শনিবার বেলা ৪ টার সময়ে ... কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান ক্রিয়া স... হইয়াছে। তৎকালে আমাদের বর্ত্তমান গ... জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুর একটী যথার্থ বক্তৃ... করেন। আমরা বক্তৃতার বিষয়টী যত আলো... করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহার গুণের ... আমাদের পক্ষপাতিতা জন্মিতে লাগিল। বক্তৃ... প্রারম্ভেই তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া ... কবি কালিদাসকে আমাদিগের মনে পড়িয়া গে... মহাকবি রঘুবংশগ্রন্থের আরম্ভে লিখিয়াছেন:—

ক্ব সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্বচাল্প বিষয়া মতিঃ...
তিতীর্ষু দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

সূর্য্যবংশ বৃহৎ বংশ, আমার বুদ্ধি সাম... আমি যে সেই বৃহৎ বংশের বর্ণনা করি, আমার... ক্ষমতা নাই। অতএব আমার সেই বংশের ... করিবার ইচ্ছা, নিকৃষ্টিমাত্রেও ভেলা দ্বারা ... সাগর পার হইবার ইচ্ছার ন্যায় হইয়াছে।

কবিরা যে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন, অ... মূর্খতা প্রযুক্ত সেই যশোলাভার্থী হইয়াছি। অ... দীর্ঘপুরুষে যে ফল পাড়িতে পারে, তাহা পাড়ি... আশায় বামন উর্দ্ধ বাহুক্ষেপ করিলে লো... যেমন তাহাকে উপহাস করে, আমাকেও লো... উপহাস করিবে।

লর্ড রিপন বক্তৃতারম্ভে কহিয়াছেন "ক... কাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার ন্যায় সভার অগ্রে বক্ত... করা এবং স্বল্প ক্ষণের নিমিত্তও সভার চিত্ত আক... করা সামান্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তির পূর্ব্বে চি... ও বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ... অবসর আছে, তাঁহারই যখন এ কার্য্য সম্প... করা মহা কষ্টসাধ্য, তখন যে ব্যক্তির সমুদায় ... নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়, কদাচিৎ ... আধ ঘণ্টা অবসর দিলে, তাহার পক্ষে এ ...

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইবে, তন্মধ্যে যেগুলি ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিদেশ হইতে আনান হইবে না। এইটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর কোন দ্রব্য খুচরা ক্রয় করা হইবে না। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান নগরে এক একটী ভাণ্ডার থাকিবে। স্থানীয় আপীস সমূহের আবশ্যক দ্রব্যাদি তাহাতেই সঞ্চিত থাকিবে। একটী সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আপীসের কর্ত্তারা তাঁহাদিগের আবশ্যক মত দ্রব্যাদি তথা হইতে আনাইতে পারিবেন। আমরা দেখিতেছি এরূপ উৎসাহদান করিলে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে না হয়, তাহাও সত্বরে প্রস্তুত হইবে।

ফিগিন্স নামে যে ব্যক্তি বাঘ মারিতে দুই জন মানুষ মারিয়াছেন, তিনি হতব্যক্তিদিগের আত্মীয় বর্গকে এক এক শত টাকা দিয়া রক্ষা করিয়া ফেলিয়াছেন।

দানাপুরের রেলওয়ে পুলিষ ইনস্পেক্টার রিচার্ড্‌সন সাহেব, বাহাদুর খাঁর পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপর মিথ্যা ভ্রূণহত্যার সম্ভাবনা করিয়া তাহাদিগকে অবমান করাতে বাহাদুর প্রতিকারের আশায় ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট হেষ্টিংসের নিকট নালিস করে। কিন্তু বিচারে তিনি ফৌজদারী আইনের ৯৯ ও ১০০ ধারানুসারে ইনস্পেক্টরের এ দোষ অগ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস করিয়াছেন।

আমাদের চাপদার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে দোল যাত্রা উপলক্ষে ৩রা মার্চ্চ শনিবার আফিষ বন্ধ থাকিবে দেখিলাম। কিন্তু উক্ত দিবস কাচারি বন্ধ রহিল, উৎসবের কিছুই দেখা গেল না। রবিবার প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এ প্রদেশবাসীরা ধূলি কর্দ্দম ও নানা প্রকারে দুর্গন্ধ পদার্থ লইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিত পথিক দিগের গাত্রে মাখাইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ বিচার রহিল না। একস্থলে দেখিলাম কতকগুলি ভদ্রবংশজাত নাম ধারী যুবা পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে কর্দ্দমাক্ত করিতে করিতে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিল। এরূপ বর্ণনা ও বোধ হয় অশ্লীল হইল। আবার এই সময়ে বাজিয়া বাজিয়া সুমধুর স্বরে যে সমস্ত গীত আরম্ভ হইল, তাহা শ্রবণমাত্রে কোন সভ্য ব্যক্তি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিল না। অল্পকাল পরে মাতালের দল ভাঁটী হইতে বাহির হইলেন। ইহাদের বৃত্তান্ত, বোধ হয় লিখিবার আবশ্যকতা নাই, আপনারা অনায়াসে অনুভব করিয়া লইবেন। এই ভাঁটীরূপ মহাতীর্থ অধ্য মাহেন্দ্র যোগ, লোকে লোকারণ্য। শুঁড়ী মদে যোগাইতে পারেনা, নাই বলিতেও পারেনা, নিকটস্থ কুম্ভকার বিক্রয় আরম্ভ হইল, ইহাদেরও কুলান নাই। আর আনুসঙ্গিক অসভ্যাচরণ যে কত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া জানান যায় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা মাতালের সংখ্যা যে বাড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

মদের ও মাতালের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। কত দিনে এই খোলা ভাঁটী উঠিয়া যাইবে বলিতে পারিনা। রাজকোষে বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে বটে, কিন্তু গরিব মারা পড়িতেছে। রাজার কি প্রজার মঙ্গল সাধন করা উদ্দেশ্য নয়?

উপসংহারে আমরা আমাদের বেহারবাসী বন্ধুবর্গকে এই কথা বলি যে, তাঁহারা বিশেষতঃ এই দেশের খোলাভাঁটী প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করুন। সেদিন বেহারের জমিদারগণের সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন তাহাতে এই খোলাভাঁটী বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি কোন আদেশ না দেওয়াতে আর কেহ চেষ্টা করেন না। চেষ্টা এক বার বিফল হইল বলিয়া যে পুনরায় চেষ্টা করিতে নাই এ বড় অসার কথা।

একজন পত্র প্রেরক বলেন গত শনিবার ৪ ঠা মার্চ্চ কলিকাতা ইটালী মিউনিসিপ্যাল সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি শুভাকরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে অনেক ভদ্র বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টী ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্থাপিত হয়, উক্ত মহোদয়ের পরিশ্রমে, চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে বিদ্যালয়টী জীবিত থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

ঢাকবার্ত্তা বলেন একজন নূতন সিবিলিয়ান বঙ্গভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন, তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী ষাঁড় চুরির মকদ্দমা উপস্থিত। ষাঁড় শব্দের অর্থ সাহেবের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, মোক্তার বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ বুঝিয়াছে বুঝিয়াছে পুরুষ মানুষ গোরু আছে!

যিনি গুলেস্তাঁনা প্রভৃতির রচয়িতা কবি সেখ সাদীর সময়ের অন্যান্য মুসলমান কবিদিগের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে উর্দ্দু ভাষায় লিখিতে পারিবেন, কলিকাতাস্থ মুসলমান সভা তাঁহাকে এক শত টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[য়ের] ফেলো হইয়াছেন:— অনারেবল আর ই টটেন[হাম] সি, এস; কর্ণেল ডি, টি চেম্‌নি; অনরেবল কু[…] প্রোথর; অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, সি, আই [ই;] রাইট রেভারেণ্ড পি, এ বিগ্‌নাণ্ডেট ডি, ডি; […] এম, টি উড্‌রো আর, ই; ডি, ও রাই স্মোবার[…] ডি, এ মার্চ্চ ক্ষায়ার এম, ডি; জি, বেলেট […] এম, এ; এম, ডাউনিং স্মোয়ার বি, এ; জি উই[…] স্মোয়ার এম, এ এবং দৈয়দ আমীর হোসেন।

রেলওয়ে পুলিষের কার্য্যাদি সবিশেষ […] শুনিয়া কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য যে কমিশন বসি[য়াছে] সেই কমিশন ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ […]বার সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত স্থানে যাইবেন […] করিয়াছেন। এই পুলিষ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদি[গের] যাঁহার যেরূপ মত ইচ্ছা করিলে তিনি কমিশ[নকে] জানাইতে পারিবেন। কমিশন বর্ত্তমান ১লা […] ৩রা এলাহাবাদে, ৫ ই ৬ ই বোম্বাইয়ে, ৮ ই ৯ ই […] মান্দ্রাজে, ১২ ই ১৩ ই পুনরায় বোম্বাইয়ে, ১৫ই […]মীরে, ১৬ ই জয়পুরে, ১৭ ই আলয়ারে, ১৯ এ ও […] দিল্লিতে, ২২ এ লাহোরে, ২৩ এ আটকে ২৪ এ […] লাহোরে, ২৫ এ ও ২৬ এ আগ্রায়, ২৭ এ […] ২৮ এ ও ২৯ এ লক্ষ্ণৌয়ে, ৩০ এ বারাণসীতে, […] বাঁকিপুর ও গয়ায় বসিবে।

কলিকাতার সওদাগর সা কিনলেসন সা[…] পাটনা এবং বাঁকিপুরের মধ্যে ট্রামওয়ে চালাই[বার] সংকল্প করিয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া[ছেন] নদীয়া জেলার সংক্রামিক জ্বরের নির্ণয়ার্থ যে […]শন বসিয়াছেন, তাঁহারা বনগ্রাম ও রাণাঘাটের […] পরিসমাপ্ত করিয়া অদ্য (৬ ই মার্চ্চ) শান্তিপুরে […]য়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তাঁ[হারা] শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে গমন করিবেন। সম্ভ[বতঃ] তাঁহারা এ স্থান হইতে জ্বরসংক্রান্ত চি[…] লিখিবেন।

আমলাদিগকে নিয়মবদ্ধে দেখা রোগ বি[…] দিকে সংক্রামিত হইয়া উঠিতেছে। আ[…] দিগের উপর অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রদর্শন ও অতি […]দিকে তাড়না করা রোগটির উপশম না হইলে […] বিপদ। ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন, কলেক্টরী […]রীর হেড মোহরার বাবু অনঙ্গচন্দ্র রায় নূতন […] ষ্ট্রেট কালেক্টরের দৌরাত্ম্যের তাড়ায় […] গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কার্য্য হইতে […] গ্রহণ করিয়াছেন। কালেক্টরীর সেরেস্তাদার […] বাবু রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পেস্কার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মুস্তফীও বোধহয় পেন্সন গ্রহণার্থী […] শীঘ্রই কাজে ইস্তফা করিবেন।

...আবকারির আয়ের কোন ক্ষতি হয়, রাজপুরুষ ...গের তাহা অভিমত নহে, অন্য পরে কা কথা স্বয়ং ...বটে তাহাতে সম্মত নহেন। স্বার্থপর লোকে মানুষ ...রা মানুষের পরকাল নষ্ট করা মনুষ্যধর্মের ...দ্ধ। চীনের অহিফেন ব্যবসায় হইতে ব্রিটিশ ...মেণ্টকে নিবৃত্ত করিবার জন্য লোক কত ...কার করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিয়াও ...ন না। বিলাতে ইহার জন্য এক সম্প্রদায় কত ...ষ্টা করিতেছেন, কত যুক্তি দেখাইতেছেন, ...শেষে তাঁহারাই আবার উৎসাহিত হইয়া মন্ত্রিবর ...ষ্টোনের নিকটে প্রতিনিধি প্রেরণের সংকল্প ...ন, কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ...ষ্টোন সাহেব এই প্রতিনিধিগ্রহণে অসম্মত হইয়া ... সকলেরই আশার মূলে কুঠারাঘাত করি...ছেন।

...ব্রহ্মরাজ থিবার এক একটী নিষ্ঠুরাচরণের কথা ...লে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সামান্য কারণে নর... করিতে তাঁহার হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না। আমরা ...যখন তখন তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাই। ...তাহার নিবারণোপায় কাহাকেও অবলম্বন ...তে দেখা যায় না। সম্প্রতি রেঙ্গুন গেজেট লিখিয়া... থিবা মিঙ্গান নামক স্থানে এক পক্ষের মধ্যে পাঁচ ...লোককে অন্যায় যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছেন।

...রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হই...। ইহা শীঘ্র কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং ...ন হোয়াবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

...ইঙ্গলিস-মেনের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে ...বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের ...কাল পূর্ণ হইলে সার মাইকেল কেনেডির ...পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

...বঙ্গের ন্যায় মান্দ্রাজেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ...বার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ...এই, যিনি বার্ষিক ৩ টাকা চাঁদা দিবেন, ...সভ্য হইতে পারিবেন।

...আজ কাল দেশীয় রাজাদিগের প্রজারা আবার ...ষ্ট করিতে শিখিতেছে। নেপালের রাজা ভূমির ...বৃদ্ধি করাতে প্রজারা তাঁহাকে হত্যা ...বার অভিপ্রায়ে জোটবদ্ধ হইয়াছে। আবার ...র মহারাজকে হত্যা করিবার জন্য চক্রান্ত হই...। কয়েক জনের উপর সন্দেহ হওয়াতে ...রা ধৃত হইয়াছে। সর টি মাধব রাওকে ...াই হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে। ...ন পদত্যাগ করিবেন না।

...মহারাষ্ট্রীয় নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ...াপুরের পলিটিকাল এজেণ্টের নিন্দা করাতে ...ন সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

হাইকোর্টের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাইলাণ্ড সাহেব এই মাসের শেষে ছোট আদালতের জজ হইবেন, এবং হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট বক্‌লণ্ড সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

পরিদর্শক বলেন শ্রীহট্টের একজন এসেসর শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সেসন জজ মনপাট সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্যায় গালাগালি দিয়াছেন।

যে সকল দ্রব্য উত্তাপ লাগিলে নষ্ট হইয়া যায় সেই সকল দ্রব্য নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রিগস এবং কেনার কোম্পানী এক প্রকার নূতন গাড়ির সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে চলিবে। এই গাড়ি দুই তালা হইবে। উপর তালায় শীতল বায়ু বদ্ধ থাকিবে এবং নিম্নের তালায় বরফের বাক্স রক্ষিত হইবে। একটী ট্রেণে এইরূপ যত গাড়ি থাকিবে সকল গুলিই পরস্পর নলের দ্বারা সংযুক্ত থাকিবে এবং সেই নল আরোহীদিগের গাড়ির সহিত এরূপে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে যে ট্রেণ চলিবার সময়ে আরোহীর গাড়ী সেই শীতল বাতাসে পূর্ণ হইবে।

ক্ষুপুবাজ সেটিবাও যাহাতে দেশে প্রত্যাগত না হন তজ্জন্য তত্রত্য অধিবাসীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

পোষ্ট আপীষের ডাইরেক্টার জেনারল হগিপ সাহেব আর প্রত্যাগত হইবেন না। প্রতিনিধি ডাইরেক্টার হগ সাহেব স্থায়ী পদলাভ করিলেন।

আসামের লোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ বিধানার্থে শিবসাগরে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার রায়, কে রায় ১৮৮২ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোলের পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন গত হইল শ্রীরামপুরের গোলঘাটে একখানি নৌকা প্রচণ্ড ঝটিকাবেগে ১৪ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, দুই জন কষ্টে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র রঙ্গপুরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সদর ষ্টেষণে ... হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ডেপুটী মাজি... ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত কিছু দিনের ... স্বাকার্য্য ভিন্ন দেওয়ানের কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে...

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... জি, এ গ্রিয়ারসন ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন...

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির সহকারী কমিশনর ... এল সায়ুএল্‌স ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালে... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা... মাথিউ ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে...

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী লেয়া... পাটনায় বদলী হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার... টমসন ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন, ... রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টার জেনারল এফ, ... হ্যাওলে ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ২ রা ... কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা ... হইল।

বর্দ্ধমানের কমিশনর টি. ই. রেভেন্সা কর্ম্ম পরিত্যাগ ক... প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিমস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিমস সাহেবের পদোন্নতি নিবন্ধন চম্পারণের প্রতি... মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ওয়ার এডগার ১ ম শ্রেণীতে... নার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে ২ য় শ্রেণীতে, দিনাজপুরের ... নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও কুকসেজ বালেশ্বরের প্রতি... মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বিডন, ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ক... ক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জনস,... পের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, ... কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ... কোড ২ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য ... না হয় সে পর্য্যন্ত ইনি ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ... কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টার জে... বোর্ডিলন ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইনি অস্থা... লাক সংগ্রহের কার্য্যও করিবেন। এই আদেশ নি... প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টার জেনারল হ্যাওলে সাহেব ... অ.পীসের ইন্‌স্পেক্টার হইলেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর এফ, ই পার্জ্জিটর ... মাসে কলিকাতায় সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবার জন্য ৩ মাস ... গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ ... দিনের জন্য পাকুড়ে বদলী হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুরে কালেজের প্রধান শিক্ষক বাবু ... আচার্য্য ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

য় নাই। বংশ...র স্টেষণে আসিয়া গাড়ির অগতির কথা ড্রাইভারকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল, এবং সে এই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার আভাস দেয়। বাধানে আসিয়া তিনি তথাকার নিম্ন সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টারকে ডাকগাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে "তাহার কোন সংবাদ নাই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকগাড়ির গার্ড কোলার্ড সাহেব। তিনি ১৭ ই জানুয়ারি রাত্রি ৯২৫ মিনিটের সময় কানপুর হইতে ডাকগাড়ি লইয়া আইসেন। বাধানে উপস্থিত হইলে "সতর্ক হইয়া যাইবার সংবাদ" প্রাপ্ত হন এবং ড্রাইভারকেও তাহা প্রদত্ত হয়। এরূপ সংবাদে তাঁহার ইহা উপলব্ধি হইয়াছিল যে, মালের গাড়ি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। এই গাড়ির ইহাদিগের জন্য তিনি এবং ড্রাইভার উভয়েই দায়ী। শিকোয়াবাদ ষ্টেষণের নিকটে আসিয়া বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহার অনতিবিলম্বেই উভয় গাড়িতে ধাক্কা লাগিল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে এই বলেন, মালগাড়ি যে মন্দ গতিতে যাইতেছে, এ কথা বাধানে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। ডাকগাড়ি স্বাভাবিক বেগের অপেক্ষা এরূপ মন্দ গতিতে যাইতেছিল যে, লাইনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিলে শিকোয়াবাদ পহুছিতে ৬। ৭ মিনিট বিলম্ব হইত মাত্র।

ডাকগাড়ির কারারম্যান পোর্টার সাহেব তৃতীয় সাক্ষী। তিনি বলেন যে, ১৭ ই জানুয়ারিতে ভয়ানক কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য ব্রেক কষা এবং বাষ্পকে সমভাবে রাখা। গাড়িতে ধাক্কা লাগিবার ২ . ১ মিনিট পূর্ব্বে অপরাধী বাষ্প বন্ধ করে; সে সময় গাড়ির বেগ স্বাভাবিকের অপেক্ষা অত্যন্তই মন্দীভূত হইয়াছিল। ৪০ ফুট দূর হইতে মালগাড়ির শেষাংশ দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যেমন বলপূর্ব্বক ব্রেক কষিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

চতুর্থ সাক্ষী ডাকগাড়ির ব্রেক কর্ম্মকারী আদিত্য তেওয়ারি বলে যে সে অতি অল্পদূর হইতেই মালগাড়ির পশ্চাৎ স্থিত আলোক দৃষ্ট করিয়া ব্রেক কষিয়াছিল। ধাক্কা লাগিবার সময় গাড়ির গতি অনেকই হ্রাস হইয়াছিল নতুবা ইতিপূর্ব্বে স্বাভাবিক বেগে আসিতেছিল।

পঞ্চম সাক্ষী বাধানের নিম্ন সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ সাক্ষ্য দেন যে ১৭ ই জানুয়ারিতে ১৭ নং মালের গাড়ি ৬৩০ মিনিটে বাধানে আসিয়া উপস্থিত হয়। গাড়িখানির আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। এলাহাবাদের মেলার জন্য সকল গাড়িই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে পারিত না; সুতরাং এতাদৃশ বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া গিল সাহেবকে "লাইন পরিষ্কার সংবাদ" প্রদত্ত হয়। উক্ত সাহেব ডাকগাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসু হইলে এই বলা হয় যে উহা যশোবন্তনগর পরিত্যাগোন্মুখ হইয়াছে এবং ড্রাইভারও এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না। মালগাড়ি বাধান ষ্টেষণ পরিত্যাগ করিলে, ডাকগাড়ি তথায় আসিবার জন্য ছাড়িয়াছিল এবং বেলা ৭ ঘটিকার সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকগাড়ির ড্রাইভার ও গার্ডকে "সতর্ক" হইয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহারা ৭-৩ মিনিটের সময় বাধান পরিত্যাগ করেন। শিকোয়াবাদ ষ্টেষণে যাইতে ডাকগাড়ির ২৮ মিনিট লাগিয়া থাকে। অপর পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে এই বলেন অগ্রগামী মালগাড়ি যে সময়ানুসারে যাইতে পারিতেছে না, এ কথা ডাকগাড়ির ড্রাইভার বা গার্ডকে জ্ঞাত করান হয় নাই। তিনি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে মালগাড়ি যথা সময়ে শিকোয়াবাদে উপস্থিত হইতে পারিবে না তাহা হইলে ডাকগাড়িকে তথায় আটক করিয়া রাখিতেন। রেলওয়ে কোম্পানির এই আদেশ আছে যে ডাকগাড়ি ষ্টেষণে উপস্থিত হইলে ষ্টেষণ মাষ্টারকে সে সময়ে তথায় থাকিতে হইবে: কিন্তু সে দিবস তিনি পীড়িত ছিলেন এজন্য উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন। সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টার তখন নিদ্রিত, সুতরাং সকল ভারই তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত ছিল। বাধান হইতে যাইবার জন্য স্থানীয় গাড়ির (লোকাল-ট্রেণ) ৩৮ এবং মালগাড়ির ৪৬ মিনিট অবধারিত আছে। যদি তিনি অগ্রে জানিতে পারিতেন যে সে দিবস ১৭ নং গাড়ি সাধারণ মালগাড়ির ন্যায় যাইবে তাহা হইলে উক্ত গাড়ির গার্ড তদনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। তদনন্তর অপর কয়েক জন সাক্ষীর বিবরণ এ স্থলে প্রকটিত না করিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক ইনস্পেক্টর কমিংস সাহেব যেরূপ সাক্ষ্য দিলেন তাহা বলা আবশ্যক। ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে তিনি সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দেখেন যে ডাকগাড়ির ইঞ্জিন মালগাড়ির প্রথম ওয়াগণের উপর উঠিয়াছে, চাকাগুলি লাইনের চতুষ্পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যানের চাকাগুলির অবস্থা তদনুরূপ হইয়াছে। ডাকগাড়ির ইঞ্জিন ও তাহার শিকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যান ও অপর দুইখানি ওয়াগণের দশা অবিকল তাহাই হইয়াছে এবং তাহার অন্যান্য শকটগুলি জখম হইয়াছে। ডাকগাড়ির মধ্যস্থিত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গা... অপর একখানি মধ্য শ্রেণীর গাড়ির মধ্যে প্রবে... করিয়াছে এবং অপর চারিখানি শকট রেলভ্রষ্ট হ... য়াছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার ... অনুমিতি হইতে পারে যে, হয় মালগাড়ি স্থিরভা... ছিল কিম্বা অত্যল্প গতিতে যাইতেছিল, অথবা ডা... গাড়ি স্বাভাবিক বেগে আসিয়াছিল। তিনি ইহ... দ্বিতীয় কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, উক্ত মাল... গাড়ি ঘণ্টায় ৮ মাইল এবং ডাকগাড়ি তাহার স্বা... বিক বেগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। কমি... সাহেব আরও বলেন যে উক্ত দিবসের প্রাতঃকালে... সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ই... বলা যাইতে পারে যে, ডাকগাড়ির ঘণ্টায় ১৫ মাইলে... অতিরিক্ত যাওয়া কখনই শ্রেয়স্কর হয় নাই। প্রতি... বাদীর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দিলে... তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়িখানি চূর্ণ হইয়া গিয়া... তাহা পুরাতন ছিল বটে কিন্তু অব্যবহার্য্য ... নাই। যাহা হউক, সে দিবসের ঘটনাপরম্প... সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া অপরাধী যদি গা... লইয়া আসিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপ... তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না। অতঃ... গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যারিষ্টার এ মকদ্দমা চালাই... নিবৃত্ত হইলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে কয়ে... মিনিট বা সেকেণ্ডের তারতম্যের জন্য এক ব্যক্তি... দণ্ডিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তখন মা... বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন যে তিনি এই ম... দ্দমার বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহা... তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি হইয়াছে যে এইরূপ দুর্ঘটন... জন্য অপরাধী কখন দণ্ডনীয় হইতে পারে ন... কারণ, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে ... তিনি ক্ষতিপূরণার্থ কোন মকদ্দমা করিতে বস... নাই, তিনি কেবল ইহাই দেখিবেন যে অপরাধী... কোন প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডবিধি আইনে... ব্যভিচার ঘটিয়াছে কি না। ইহা বিশেষরূপে উ... লব্ধি হইয়াছে যে, অপরাধী স্বেচ্ছাক্রমে এরূপ কা... করিতে অগ্রসর হয় নাই অথবা স্বীয় কর্ত্তব্য কা... সাধনে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহা... বিবেচনায় ভ্রমজনিত যে দোষ ঘটিয়াছে, তজ্জন্য ... দণ্ডবিধি আইনভুক্ত হইতে পারে না। সত্য ব... এরূপ দুর্ঘটনায় কয়েক জনের জীবন নষ্ট হইয়াছে... তাহা বলিয়া ইহাকে দোষী করিতে পারা যায় না... এইরূপ আরও কয়েকটী কথা বলিয়া অপরাধীকে "নির্দ্দোষ" বলিবার জন্য জুরিদিগকে অনুরো... করিলেন। তাঁহারাও মান্য জজ সাহেবের প... সমর্থন করিয়া অপরাধীকে অব্যাহতি দিলেন।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, অপরাধীর একটী। কাটিয়া গেল; তিনি এখন অনেক দিন বেন। ঘরের পয়সা দিয়া গাড়ি চড়িয়া সিকো- হে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া বিধাতা যে নের অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাঁহার সে লিখনও হইল, সে অংশে কোন দোষ হয় নাই, কিন্তু ষয়ে কোম্পানির যে ক্ষতি হইল, তাহা কে করে ?

জামালপুর।

গত শুক্রবার অত্রস্থ মেকানিক ইনষ্টিটিউসন জামালপুর হিন্দু-নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। লোকোমটিভ সুপা- রিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্যাবেল সাহেব মহোদয়ের বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট াছি। তিনি কলিকাতা হইতে কন্সার্ট আনিবার কয়েকখানি পাস পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা লপুরে আসিয়া যে কয়েক বৎসর অভিনয় য়াছি, তন্মধ্যে এবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৬০ জন ইংরাজ ও ৪। ৫ শত বাঙ্গালী অভি কলে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গের তের অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বনে বিশ্বামিত্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের ম সাক্ষাৎ, কাশীর মণি কর্ণিকার ঘাটে মৃৎপুত্র ড়ে শৈব্যা এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজবেশ পরিত্যা কটী দৃশ্য বড় সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতা- দের মধ্যে নটের পাইকা সহিত রঙ্গভূমে আসিয়া কের টুপী খুলিয়া, ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ কালাপেড়ে ধূতি পরিধান করিয়া বাবু সাজাটী হয় নাই। তিনি একটু শিষ্ট শান্ত ও বিনীত- প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। নটীর অভিনয় গীতাদি মন্দ হয় নাই, তবে তাঁহার পোশাকটী নেপালদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় হইয়াছিল। তেরগণ সকলেই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন; ধ্যে রাজেন্দ্রের ও শৈব্যার অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট য়াছিল। বিশ্বামিত্রের সাজ অতি সুন্দর হইয়া- এবং তিনি অভিনয়ও উত্তম করিয়াছিলেন; ক্রোধ প্রকাশটা তত ভাল হয় নাই এবং র স্বরটা ঠিক ন্যায় না হইয়া যুবকের ন্যায় য়াছিল। ৫ টু বিকৃত স্বরে কথা কহিলেই বড় হইত। য া হউক, ভবিষ্যতে এই সামান্য সংশোধন করিলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তে পারিবে।

এবারে তাঁহাদের ৫ বস্থানকার্য্য ভাল হয় নাই, নাট্যসমাজ যে ম ভিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিতে সমর্থ হন ন াই। যেহেতু থিয়েটরের দিন তাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, দর্শক- দিগের মধ্যে কেহ ছেলে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন না; কিন্তু আমরা যাইয়া দেখিলাম অনেকগুলি বড় বড় কেরাণী ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অল্প বেতনের কেরাণীরা ঐ সকল ছেলের মুখ দেখিয়া নিজের ছেলে মনে পড়ায় একবার দ্বারের নিকট আসিতেছেন, ও এক- বার যাইয়া নিজ স্থানে বসিতেছেন। না হবে কেন? ছেলে ত সকলেরই এক, তবে কেহ বা বড় কেরাণীর ঘরে, কেহ বা ছোট কেরাণীর ঘরে জন্ম লইয়াছে মাত্র। ফলতঃ বিজ্ঞাপন দিয়া সে প্রতি- জ্ঞাটী পালন করিতে না পারায় আমাদের যেন বোধ হইতেছে বিজ্ঞাপনটা কেবল ছোট কেরাণী- দিগের জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। পাছে স্থান সঙ্কু- লান না হয়, এজন্য অনেককে টিকিট দেওয়া হয় নাই অথচ রাঁধুনী বামুন ও সাহেব বাড়ীর বাবুর্চী ও খানসামার গাঁদি লাগিয়াছিল। যাহা হউক, সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত মহাশয় অতি সরল ও ভদ্র লোক এবং এ বৎসর তিনি নূতন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই ওরূপ হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে আর না হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক ও নাট্যসভার নিকট এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, ভবিষ্যতে যেন চারি আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া টিকিট বিক্রয় করা হয়। ঐরূপ করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হইবে, তাহা পুস্ত- কালয়টীতে দান করিলে উহার ও যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে; অথচ " ও টিকিট পেলে, আমি পেলাম না কেন?" ইত্যাদি অভিযোগও তাঁহাদিগকে শুনিতে হইবে না।

হরিসভা গৃহের কি একটী দোষ ঘটিয়াছে। ইহার প্রতি এক কালে সাধারণের কখন শুভদৃষ্টি পড়িল না! পূর্ব্বে যখন ইহার প্রতি সাধারণের শুভদৃষ্টি ছিল, তখন কতকগুলি বড় কেরাণী ধুমধামে চলিতেন না। এক্ষণে বড় কেরাণী বাবুদের শুভ- দৃষ্টি পড়িয়াছে, ওদিকে সাধারণের আর সে দৃষ্টি নাই। বৎসর বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষে হরিসভা ঘরে ২। ৩ দিন ধরিয়া উৎসব হইত। গত বৎসর নামে মাত্র উৎসব হইয়াছিল। এ বৎসর হওয়া অপেক্ষা না হইলেই ভাল হইত। এ বৎসরের হরিসভার উৎসব সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, দোলের দিন নারায়ণকে সভা-গৃহে আনিয়া সচন্দন তুলসী দিয়া যৎসামান্য মিষ্টান্ন খাওয়ান হয় এবং তৎপর দিন দীন দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করা হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার সুবি- খ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয় হরিসভা গৃহের সাহায্যার্থ ২৫ টাকা দান করি- য়াছেন।

এ বৎসর হিন্দুস্থানীদিগের হোলি পর্ব্বটী খু সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দি বাজারের সন্নিকটে অশ্লীল গানের দৌরাত্ম্যে ভ লোকের যাতায়াত করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল স্থানীয় পুলিসের এ বিষয়ে একটু যত্ন লওয়া উচি ছিল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়া হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ে মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করি দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর কর যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখি ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করে তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্র তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয় কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট কে কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপারিনাথ মু পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও দ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অ গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান হ চ্ছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের

পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতার ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্থ।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের [illegible], চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়াযাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☛ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃপ্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাথাস্তেষো যুক্তিতেন ন জ্ঞেয়ো যুক্তিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য-রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা।

জ্বাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জানেন্দ্র [illegible] এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র—ভবানীপুর ৫॥০
" " পঞ্চানন মিত্র—কলিকাতা ১০
" " রাধানন্দ মহান্ত ঠাকুর—আগর জিহি ১০
" " ফাগুলাল মণ্ডল—কাশীমগঞ্জ [illegible]
" কে. ডবলিউ টক স্কোয়ার—বহরমপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☛ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২০ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ
মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

প্রেরিতপত্র

কটুবাক্য বা মিষ্টবাক্য প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে।

যে কোন কাজ করি না, বিশেষ বিবেচনার ...ত করা একান্ত উচিত। চঞ্চলতা বা প্রগল্‌ভতা ...র্শন করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না, বরং ...রণসমীপে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কি ...সারে প্রতিপত্তিলাভ, কি স্বকার্য্য উদ্ধার কি ...নির্য্যাতন, সমস্ত দুরূহ কার্য্যই মিষ্ট বাক্য দ্বারা ...হইয়া থাকে। মিষ্ট বাক্যে ও সদালাপে শত্রু ...হয় এবং জগৎ বশীভূত হয়। নীরস কটুবাক্যে ...সিদ্ধি না হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। ...তে মিত্র শত্রু এবং সংসারের সমস্ত লোকই ...বিদ্বেষী হইয়া উঠে। বিশেষ আমরা পরাধীন ...ছি, আমাদের সর্ব্বদা নম্রতা ও সতর্কতার সহিত ...র্ণমেণ্টের সহিত তর্ক বিতর্ক ও রাজকার্য্যের সমা-...চনা করা কর্ত্তব্য। বিদেশীয় রাজার কিরূপে ...রক্ষা হইবে, এই চিন্তাই প্রধান। রুষিয়া ...আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ-কেশরী কখনই ...বেন না, ভারতবাসী! আমরা ভয় পাইয়াছি, পলাইলাম, তোমরা এখন স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছন্দ রাজত্ব কর। ভারতবর্ষ নষ্ট করিয়া ফেলিলে যদি রুষসৈন্য পরাজিত হয়, ইংলণ্ড অগত্যা তাহাই করিবেন। গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষা যখন প্রধান হইল, যখন তাঁহারা কটু বাক্য সহ্য করিতে পারেন না। প্রত্যুত, তাহাকে অনিষ্ট বিবেচনা করেন, তখন অনর্থক তীব্র কটু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পরম শত্রু করিয়া তুলা স্বহস্তে স্বীয় আশালতিকার মূলোৎ-পাটন মাত্র। কিন্তু সুশিক্ষা পাইয়াও ভারতবাসী অদ্যাপি এই প্রাচীন মুনিবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মন্ত্রী ও মেম্বরগণের পরস্পরে কখন কখন বাদানু-বাদকালে তীব্র কটুবাক্য প্রয়োগ ও গালাগালি হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, সেখানে রাজা প্রজা মন্ত্রী সকলেই সমান। সেখানে প্রজাগণ আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারক ও দণ্ডকর্ত্তাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; কর্ম্মে অযত্ন বা অযোগ্যতা প্রকাশ হই-লেই আপনারা দণ্ডবিধান করেন। লার্ড বিকন্স্‌ফিল্ড গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ডিসরেলি সাহেবকে গালি দিতেন। কিন্তু এক জন পরাধীন ভারতীয় প্রজা বা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-গণে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। অধীন প্রজারা যে ঐরূপ তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিবে, গবর্ণমেণ্টকে গালি দিবে, রাজপুরুষেরা তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। কটুবাক্য বলিয়া গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট স্বার্থের হানি করিয়া কি কখন স্বাবিধি সংশোধন করিবেন? বরং গালিদাতাদিগকে অধিকতর চাপিয়া ধরি-বেন, এবং যাহাতে না আর গালি দিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটি-য়াছে। মধ্যে কতকগুলি সংবাদপত্র ও নূতন বাগ্মিসম্প্রদায় বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন। গবর্ণ-মেণ্টকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাহার বিষময় ফল "মুখবন্ধ বিধি" অর্থাৎ ৯ আইন তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দেখাইলেন "নির্ব্বোধ!" তোমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরিতেছ, আমরা উহাতে ভীত হই নাই, আমরা তোমাদের কথা শুনিব না, এই দেখ তোমাদের মুখ বন্ধ করিলাম।" অতএব আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ সাধন করা; ইহা ভিন্ন আমাদের দুঃখমোচনের অন্য উপায় নাই। এ কথায় কেহ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা বলিতেছি সকলে আইস একবাক্যে গবর্ণ-মেণ্টের গুণকীর্ত্তন ও তোষামোদ করি, তাঁহার দো... প্রতি লক্ষ্য করিব না। তিনি যাহা করি... যাহা বলিবেন, তাহাই মঙ্গলকর বলিয়া স্বীকার ক... শিরোধার্য্য করিয়া লইব, কেহ তাহার প্রতিবা... তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিব না। গ... মেণ্টের কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা... তাহা লইয়া সভা কর, বক্তৃতা কর, আন্দোলন ... শতবার গবর্ণমেণ্টের রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের প্র... বাদ কর। আমরা তাহা করিতে বারণ করি না। গ... মেণ্টের কার্য্যের প্রতি আমাদের কাহারও কি দো... আপত্তি নাই? গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে সর্ব্বতো... ভাবে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কটুব... কহিবার প্রয়োজন কি? গালি দিয়া কি ফ... পাওয়া যায়? মিষ্ট কথায় ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও বি... চনার সহিত বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দেখা... দাও, বুঝাইয়া দাও তাঁহার কি ভুল হইয়াছে... কোন্ কার্য্যটী ন্যায় বা অন্যায় হইয়াছে, ... তৎপরিবর্ত্তে কি করিলে প্রজাবর্গ সুখী হইবে... মিষ্ট কথায় চণ্ডালেরও অন্তঃকরণ দ্রব হয়, শত্রু... বিপক্ষতা বিস্মৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উ... প্রীত থাকিলে স্বভাবতই আমাদের মঙ্গলের ই... তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে। তখন এক... ক্লেশ জানাইলেই তাহার প্রতিবিধানার্থ বি... তৎপর হইবেন।

ম ন্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ভব... পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য মানাবর ব্যাক্সটার সাহে... মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পুরোহি... দিগের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে বৎসর বৎ... বিস্তর অর্থ অন্যায় ব্যয় হইয়া থাকে। যাহা... এই অপব্যয়টী উঠিয়া যায়, সেই বিষয় লই... মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পুনায় সার্ব্বজনি... সভার অনেকগুলি সভ্য এই সম্বন্ধে মহো... ব্যাক্সটার সাহেবের নিকট এক আবেদন করেন... তাঁহারা সেই উপলক্ষে তীব্র বাক্যে গবর্ণমেণ্টের নি... করিয়াছিলেন। ব্যাক্সটার সাহেব তাঁহাদের বাকে... স্বাধীনতা দর্শনে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া এই... উপদেশ দেন যে আপনারা এত তীব্র বাক্য ব্যবহা... করিবেন না; মিষ্ট ভাষায় নম্রভাবে আপনাদে... দুঃখ দূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবেন। কেবল ... ব্যাক্সটার সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এমন নহে... গবর্ণর বাহাদুরও বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সাহে... বকে বলেন যে আপনি সার্ব্বজনিক সভায় সভ্য... দিগকে আসিতে দিয়া নিতান্ত গর্হিত কা... করিয়াছেন। এ দিকে "পুনা অবজার্ভার" নাম... সংবাদপত্রও নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলে... "যে মানাবর ব্যাক্সটার সাহেব যে সার্ব্বজনি...

র সভ্যদিগকে এই মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছেন
া খুব ভালই হইয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণ
ভাষার পত্রিকার ন্যায় রাজবিদ্রোহী কটুভাষা
র করিবার জন্য মহা উদ্যোগী।"
একণে দেখুন উক্ত সভা সাধারণের মঙ্গল সাধন
তে গিয়া যে কেবল ইংরাজমাত্রের ঘৃণা এবং
ক্তিভাজন হইলেন এমন নয়, বাক্লটার সাহেবও
ক্ত হইলেন। সুতরাং তিনি যে এ বিষয়ে আর
ক্ষেপ করিবেন সে আশা রহিল না। আমরা
, ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি এবং পৈতৃক
ত্তি। কিন্তু স্মরণ করিয়া রাখা উচিত, আমরা
পরাক্রান্ত ইংরাজজাতির অধীন। আমাদের
প্রাণ মান সমস্তই তাঁহাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী।
ন বিষয়েই আমাদের জোর নাই। তবে অনু-
করিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করেন। সুতরাং
ভাষা প্রয়োগ দ্বারা ইংরাজজাতির অপ্রীতিভাজন
া প্রয়োজন? একখানি বঁটী বা দা সুশাণিত
য়া গৃহে রাখিবার সাধ্য নাই; তবে আমাদের
মান আর অপমান অথবা অভিমানই বা
ার? একমাত্র বাক্যবল ভিন্ন আমাদের অন্য
বল নাই। সেই বাক্যবলের অবমাননা
য়া অনর্থ আমাদের অসুখে আহুতি দিয়া ফল
প্রতিকার করুন আর নাই করুন, গবর্ণমেণ্ট
াদিগকে দুঃখ জানাইবার অধিকার দিয়াছেন।
জানাইবারও বিস্তর উপায় আছে। মিষ্টকথায়
য়া হউক, বক্তৃতায় হউক, তোমার কি অভি-
বল,—এই পর্য্যন্ত তোমার শক্তি—পরে গবর্ণ-
টের যা অভিরুচি হয় করিবেন; তাহাতে
ার হাত নাই।
যদি বল দুই একজন ইংরাজ বা ইংরাজীসম্পা-
ক্রোধান্বিত হইলেন তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি
ণ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি? কেবল কতকগুলি
কের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং ইংরাজ চটিলেই
াদের অনিষ্ট। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গবাসী
মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইবেন না, নিয়ম
। বাঙ্গালীর বন্ধু ইডেন সাহেব বাঙ্গালির
ই অপমান করিলেন, বেহারে বাঙ্গালী চাকরী
বেন না বিধি হইল, কই কেহ কিছু করিতে
লেন? এক কোরেকার সাহেবের বিপক্ষে কথা
তে ইডেন সাহেবের ইচ্ছা বা সাধ্য হইল না।
আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় মিছামিছি তীব্র-
গালাগালি করিয়া অপদস্থ হইবার কোন
শ্যকতা নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট যেন আমাদি-
মূর্খ বা অজ্ঞান বিবেচনা না করেন; তিনি
ায় করিলে ধরিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।
া এই কটুভাষা ব্যবহার করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গা-
লীগণ ইংরাজমাত্রেরই মহাবিদ্বেষভাজন হইয়া উঠি-
য়াছেন। ভারতবর্ষের কোন ইংরাজই তাঁহাদের উপর
সন্তুষ্ট নন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের
ন্যায় ইংরাজদের পদলেহা করা, পাদুকা পরিষ্কার
করা, উচিত নয়। যতদূর সাধ্য আপনার মান
বজায় রাখিয়া ইংরাজের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক স্বকার্য্য
উদ্ধার করা এক্ষণে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মুসলমান জাতিও অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত হইয়া
দুর্ব্বলের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।
আকবরের বংশধরগণ যে এত অল্পকালে কালের
গভীর গর্ভে বিলীন হইবে, কেহই বিশ্বাস করেন
নাই। জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; এই পরি-
বর্ত্তনে কত জাতির উদ্ভব ও পতন হইতেছে।
অতএব অধীর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।
আমাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শরদের মেঘগর্জ্জনের ন্যায়।
অতএব গবর্ণমেণ্টকে প্রতি কার্য্যে কটু বাক্যে জ্বালা-
তন না করিয়া মিষ্টবাক্যে বশীভূত করিয়া যাহাতে
রাজার প্রজায় সৌহৃদ্য ও অপত্যভাব জন্মে, সেই
চেষ্টা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সময়ে আমাদের
দুঃখের অবসান হইবার সম্ভাবনা।

১লা চৈত্র—১২৮৮। শ্রীঃ—

কলুদবাড়ীতে একটী নূতন সবরেজেষ্টরী
অফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের
লাভ ও প্রজাদের কি কিছু
উপকার হইবে না?

মহাশয়! আমাদের "কলুদবাড়ীতে একটী
নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণ
মেণ্টের লাভ ও প্রজাদের কি উপকার করা হইবে
না?" এই প্রস্তাব লইয়া অদ্য মহোদয়ের পাঠক-
গণের অবগতির নিমিত্ত ভবদীয় পত্রৈকপার্শ্বে
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি,
অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

কাতলীগড়ে সব রেজেষ্টরী আফিস সংস্থাপিত
হওয়াতে আমাদের যে পর্য্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট
হইয়া থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রিকার দ্বারা
আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গনার্থ
কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত করিয়া ও স্বতন্ত্র আবেদন
করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মন আমাদের প্রার্থ-
নার আকর্ষণ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে প্রজা-
বৎসল গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার কি কোন
বন্দোবস্ত করিয়াছেন? আবার মধ্যে মধ্যে অধ
স্তন কর্ম্মচারীর নিকটে শুনিতে পাইতেছি যে,
দুই তিন থানা একত্রভূত না হইলে কখন একটী
থানা লইয়া একটী সব রেজিষ্টারী অফিস প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারে না। এই কথা যখন আমাদের মনো-
মন্দিরে উদয় হয়, তখন সকল আশা বিফল বলি
বোধ হয়। আবার নন্দিগ্রাম থানার অধিবাসীদে
রেজেষ্টরী করণ জন্য তাহাদিগকে মহিষাদলে যাই
হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে আমাদের ন
নন্দিগ্রামের অর্ন্তভুক্ত অধিবাসীদের বিস্তর অসুবি
ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হ
এ স্থলে আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নি
সানুনয় প্রার্থনা এই যে প্রাগুক্ত উভয় থানা
একত্রভূত করিয়া আমাদের কলুদবাড়ীতে এ
নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস অনতিবিলম্বে সংস্থা
পূর্ব্বক প্রজাবৎসল শব্দের সার্থকতা সম্পা
করুন।

আমাদের দয়ালু মহামান্য কালেক্টার সা
মহোদয়ের নিকট ইতিপূর্ব্বে এক আবেদন
হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আমাদের সম্বন্ধে যে
করিলেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অনু
করিতে পারি নাই। আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা কা
ক্টার মহোদয় প্রাগুক্ত উভয় থানার রেজেষ্টরী
যে কতদূর অসুবিধাজনক, তিনি যদি এক
স্থানীয় তদারক করিয়া জানেন, সকল সুন্দর
জানিতে পারিবেন।

সাঁওতানচক খাজুরি পোষ্ট } অনুগৃহীত
মেদিনীপুর } শ্রীউমাচরণ মাই

নরকের ভীষণ দৃশ্য।

সমাজ! তোমার পাষাণ-বক্ষে অবাধে ক
ভীষণ পাশব ক্রিয়ার অভিনয় হইতেছে,—দিনে দি
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, কত উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ ব
পাপের মোহময় আকর্ষণে উন্মত্তবৎ উদারনীতি
বিশুদ্ধ জ্ঞান চরণতলে দলিত করিয়া কুৎসিত দৈ
চার ও বিবিধ যথেচ্ছাচার সমর্থনে জঘন্য পা
ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তোমাকে অবনী
অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে লইয়া যাইতেছে,
অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া উহা বিনা বাক্যব্যয়ে
করিতেছ! কে বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চ
সভ্যতার সমুজ্জ্বল আলোকে ভারত সমাজের স
ঙ্গীন উন্নতি হইতেছে? কে বলে ভারতীয় জ্ঞান
নীতির সহিত ইউরোপীয় জ্ঞান-নীতির মিশ্রণ জ
ভারতের মুখ আলোকিত হইতেছে? যে বলে,তা
দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপিনী নহে।—সে সকল দিক ভাল
দেখিতে পায় না। তত্ত্বাবগাহী হইয়া ধীরভ
পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়ম
হইবে যে, সম্যকরূপ নীতি-শিক্ষার অভাবে
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রবল অত্যাচ
ভারতের মুখ দিন দিন পরিম্লান হইয়া আসিতে

মতিত্বশূন্য, জ্ঞানশূন্য, হৃদয়হীন, কর্ত্তব্যবিমুখ, স্বভাবে নীচমনা ও দুষ্কর্ম্মা ভারতবাসী নিরন্তর দুর্নিবার পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অধঃপতনের পূর্ণ গহ্বরাভিমুখে আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে, আর সমাজহৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উহাকে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছে।—শিক্ষিত সমাজের সাধ্য কি যে একটী কথা বলেন! এক দিন এই ভারতে নীতি শিক্ষার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছিল।—এক দিন প্রত্যেক সহৃদয় ভারত-সন্তান নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রভাবে দেবজন স্পৃহণীয় পবিত্র জ্ঞান-গরিমা প্রচারে ভারতবর্ষকে সভ্যজগতের শীর্ষ স্থানীয় করিয়াছিল—আজিও তাঁহার যশঃ সৌরভে সভ্যসমাজের পবিত্র ইতিহাস-বক্ষ আমোদিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন সে দিন কোথায়? দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়ার স্রোতে আজ ভারত-সমাজ বিশেষতঃ বঙ্গসমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। এ পাপস্রোত কি নিবারিত হইবে না? সমাজে কি সহৃদয় মনুষ্য নাই যিনি এই পাপস্রোত দমনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন?

পাপ সুরা ও নিকৃষ্ট বারবনিতা ভারতের সর্ব্বনাশ করিল। এই দুই ভয়ানক দস্যু ভারতের সার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার জন্য এমন বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া আছে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাদের উদরস্থ হইলেও ইহাদের তৃপ্তি নাই! ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত সম্ভ্রান্ত পরিবার অন্নের মত ভিখারী হইয়াছে—ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত যুবক অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, কত যুবক জন্মের মত জ্ঞান মানে জলাঞ্জলি দিয়া নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদেরই অত্যাচারে কত পতিপরায়ণা সতী নিরন্তর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং আজিও কত সরলতা ও পবিত্রতার প্রাণরূপিণী পতিব্রতা কামিনী হৃদয়ের এক মাত্র অবলম্বন স্বামীকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে দগ্ধ হইতেছে এবং সুকুমারমতি বালক বালিকা মুষ্টিমিত অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে! সমাজ এ ভীষণ-দশা-দর্শনে তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যায় না?—তোমার হৃদয় ব্যথিত হয় না? মাতঃ ভারতভূমি! তুমি এক দিন যাহাদিগকে তোমার ভবিষ্য উন্নতির বিধাতা মনে করিয়াছিলে, যাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রের কমনীয়কান্তি বিশিষ্ট অর্দ্ধ বিকশিত কুসুমনিচয় পূর্ণ বিকাশে বিকশিত হইলে নয়নের তৃপ্তিকর অনুপম সৌন্দর্য্য ও মনোমোহন সৌরভ-ভারে সভ্য জগতের মন প্রাণ বিমোহিত করিবে ভাবিয়াছিলে, ঐ দুই দস্যুর কঠোর আক্রমণে হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে তাহাদেরও হৃদয় ঘোর মরুভূমির ভীষণতায় পরিণত হইতেছে। এখন তোমার আশা কোথায়? সমাজ! তোমারই শূন্যহৃদয়তায়, তোমারই অন্যায় সহনশীলতায় দিন দিন এই পাপস্রোত বর্দ্ধিত হইতেছে। জঘন্য বিষয়ের প্রশ্রয় দানে তোমার কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না? হা ধিক! ন্যায়ানুমোদিত ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যানুষ্ঠানের বিপক্ষে তুমি শাসনের উপর কঠোর শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবে,—ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন যুবকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তোমার বক্ষ হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবে,—ভারতের শুভকরী কোন নব প্রথার অনুষ্ঠাতাদিগকে তুমি সহস্র গালিবর্ষণে বিদায় দিবে,—চির দুঃখিনী বালবিধবার দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তোমার কঠোর চক্ষে একবিন্দুজল আসিবে না,—তাহাকে পুনর্ব্বার সুখের পরিণয়-শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে দেখিলে তোমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবে,—তোমার মস্তকে শত সহস্র অশনি সম্পাত হইবে; কিন্তু বল তুমি কোন প্রাণে সর্ব্বনাশিনী মদিরা ও বারাঙ্গনার প্রশ্রয় দান করিতেছ? গুরু পদাঘাতে এই দুই কাল ভুজঙ্গিনীর দর্প চূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগে তুমি ভীত কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। অহো কি লজ্জা!! কি লাঞ্ছনা!!! যে সমস্ত পুণ্য কার্য্যে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি দুর্দ্দম তেজোবিক্রম সহকারে সুতীক্ষ্ণ অসিজাল বিস্তার করিতে বিলক্ষণ সাহসী; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যাহারা তোমার হৃদয়ের শোণিত শোষণে তোমাকে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য ও একান্ত নীচ ভাবাপন্ন করিতেছে, তাহাদের বিপক্ষে তুমি সাহস করিয়া একটী কথাও বলিবে না? ধন্য তোমার সহৃদয়তা! ধন্য তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা!!

কুদিনে কুক্ষণে আমাদের নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই পাপ নাট্যশালা হইতে সুরা ও বেশ্যার প্রতি সমাজের আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। বেশ্যাসমাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হয় না; সুরার প্রতিও আর তেমন অভক্তি নাই। সাধারণে এই বিশ্বাস প্রবল যে রঙ্গভূমি আমাদের দেশের বদ্ধমূল কুরুচির মূলোচ্ছেদ করিয়া অশেষ সমাজ সংস্কার করিতেছে। যাঁহারা মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাসের স্থান দান করেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাভক্ত ও বেশ্যাসক্ত, সুখাভিমানী যুবক সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বেশ্যাগণের অযথা প্রশ্রয় দানে সাধারণের মার্জ্জিত রুচি দিন দিন কলুষিত করিতেছে—অভিনয়ের মহৎ উদ্দেশ্য কিছু মাত্র সাধিত হইতেছে না। পিশাচপ্রকৃতি সুরাপ্রিয় বেশ্যাসক্ত যুবক যাহার
অভিনেতা এবং নীচকুলসম্ভবা বেশ্যা য
অভিনেত্রী, তাহা হইতে যিনি সমাজসংস্ক
আশার মনে স্থান দেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত।
বিলাসিনীদিগকে রঙ্গভূমিতে আনিয়া তাহা
অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা শতগুণ বাড়ান হইয়াছে
অধিকাংশ তরলমতি অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের
স্রোতোমুখ কর্ত্তব্যজ্ঞান কলঙ্কিত করা হইতেছে।
লোকের প্রশ্রয় পাইয়া এই নীচ প্রকৃতি বারবনি
গণ বিষম গর্ব্বভরে সমাজের উন্নত মস্তকে পদা
করিয়া অপরিণামদর্শী যুবকবৃন্দের উন্নতির
কুঠারাঘাত করিতেছে। সমাজ! তুমি এ অ
আর কত দিন সহ্য করিবে? লজ্জা সা
নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া জ্ঞান-গরিমার অ
দিয়া সমাজ সংস্কারের ছলনায় মদের শ্রাদ্ধ ও বে
পূজার জন্যই যদি বর্ত্তমান দেশীয় নাট্যশ
প্রয়োজন হয়, তবে উহা এই মুহূর্ত্তেই পুড়িয়া
হউক,—আর কেহ যেন অর্থব্যয়ে কুরুচি
কুপ্রবৃত্তি কিনিয়া আনিয়া উচ্ছিন্ন না যান।

সে দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বেঙ্গল থিয়ে
কোন অভিনেত্রীর বাটীতে সুধাদেবীর আবি
যে কুৎসিত নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে, এ
তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ না করিয়া থাকিতে
লাম না। দোলের দিন বাটীতে উহার বা
সহরের ভদ্র ও অভদ্র নামধারী বিস্তর বাবু
স্থিত হইয়াছিল, সহরের অধিকাংশ বেশ্যাও সমি
হইয়াছিল। সন্ধ্যা সমাগম হইতে নিশা অ
পর্য্যন্ত সমস্ত সময় উঁহাদের ঘোরতর মাত
অসভ্যতা কুৎসিত গান ও কদর্য্য আমোদে পর্য্যা
হইয়াছিল। এক স্থানে এক এক বার বহুস
মাতাল ও বেশ্যার কোলাহল ও মাতলামিতে
দ্বিতীয় নরক বলিয়া পাড়ার লোকের ভ্রম হইয়া
সে বীভৎস অভিনয় বর্ণনা করিয়া শেষ করা
না। কেটি ও জুড়ীখোড়ী অনেক দুর্গতি
বিবিধ বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া রঙ্গভূমির
বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
অসভ্যতা ও মাতলামি করাতে শান্তিরক্ষক
হস্তে এরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল যে, তাহা মনে
হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একজন অল্পবয়স্ক
তাহাদের গুরুতর প্রহারে পথের ধূলিকর্দ্দমে
হইয়া এমন গভীর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, যে
মনে হইলে বিষম দুঃখ জন্মে। অহো ভদ্রস
কি দুর্গতি! সম্পাদক মহাশয়! আপনি
সেই ভয়ানক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহা
জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের দুর্গতি ও অবনতির চরম
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আপনার অন্তঃকরণ দুঃ
ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া যাইত। রাত্রি দুইটার

টারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগুলির গম্ভীর লাহল আরও ভয়ানক হয়। অভিনয়ের অন্তে নাচ- হতভাগায়া বেশ্যাদল সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ- আসিয়া ভোজন করিতে করিতে এরূপ অস- তা ও মাতলামি করিতে আরম্ভ করিল যে তাহা য়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। ন আমরা ভাবিলাম এই নরকের কীটতুল্য অভি- া ও অভিনেত্রীগণের হস্তে সংস্কারের ভার রাছে! ইহারা যদি সমাজের হিতসাধন বে, তবে সমাজকে অধঃপতনে লইয়া যাইবে ? এই সমস্ত পিশাচপ্রকৃতি লোকের গম্ভীর লাহলে সে রাত্রি পাড়ার লোকের শান্তি- হইয়াছিল, সম্পাদক মহাশয় এজন্য কে ী?

অনেকে মনে করেন, বেশ্যাদিগকে লেখা- শিখাইলে ও সাধুসঙ্গে মিশিতে দিলে কৃত পাপের জন্য ও কলঙ্কিত জীবনের জন্য াদের অনুতাপ জন্মে এবং তাহাদের চরিত্র শোধিত হয়। উদাহরণ স্থলে তাঁহারা নাট্যশালার াদিগকে নির্দ্দেশ করেন। এই অমূলক যুক্তি র্শনে যাঁহারা বারবিলাসিনীদিগের প্রতি সহানু- ত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে স্কার করি—সেই ভ্রান্তমতি যুবকদিগের মনে া উচিত, যাহার জাতির যেমন স্বভাব মরিলেও ার ব্যতিক্রম ঘটে না। যে নরকের কীট— কে যাহার জন্ম, সে নরকের মমতা কিরূপে ত্যাগ বে? জন্মের দোষ ও আজন্ম কুদৃষ্টান্তের ব কয়জন বেশ্যা ভুলিতে পারে? তাহা আমাদের ের অগম্য।

সুরা ও বেশ্যাপ্রিয় ভদ্রবংশোদ্ভব কুলাঙ্গারগণ; মরা কি একবার মনে কর না যে তোমরা দিন কি ভয়ানক পশুস্বভাব হইতেছ? তোমাদের াতা কত কষ্টে কত যত্নে তোমাদিগকে প্রতি- ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন, তোমরা কি হাদের ঋণ এইরূপে পরিশোধ করিতেছ? যে পুত্র কন্যাগণ তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল সেন, তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় ভালবাসার ঋণ কি এই প পরিশোধ করিতে হয়? নর-কুল-কলঙ্কগণ! নর বেলা তোমরা যখন রাত্রীর পৈশাচিক বেশ বর্ত্তন করিয়া ভদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হও, তখন মাদের দুর্গন্ধ, কলঙ্কিত জীবনের জন্য একবিন্দু তাপ হয় না? হতভাগাগণ! যে তোমাদের ড়কাবাহক ভৃত্য, সেও তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রণ, সুরার উপদ্রব ও নিকৃষ্ট বেশ্যার পদাঘাত তে সে নিরাপদ। তোমার বরবপু ফিটন্ ও ীতে শোভা পায় বলিয়া তুমি এমন মনে করিও না যে তুমি তোমার নিষ্কলঙ্কজীবন ভৃত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

হায় সেই সুখের দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত-সমাজের প্রত্যেক মদমাতী যুবাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিখিবে এবং বেশ্যা ও মাতা- লের ছায়া স্পর্শে পাপাশঙ্কা করিয়া উহাদের হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবে! মাতৃভূমি! আমরা কিম্বা আমাদের ভবিষ্যবংশীয়গণ তেমন সুখের দিন উপভোগ করিতে পারিব না? ভারতের প্রাতঃ- স্মরণীয়, প্রতিভাশালী, হৃদয়বান্ কৃতবিদ্যগণ! আর কত দিন আপনারা সমাজের এই অবনতি চক্ষে দেখিবেন? আপনারা যদি বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজকে সুরা ও বেশ্যার আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তবেই আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি সার্থক। সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই আপনারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন; সমাজ যায়, এখন তাহাকে রক্ষা করিয়া সভ্য জগতের নিকট আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দান করুন। ঐ শুনুন সর্ব্ব- মঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতা গম্ভীরভাবে আপনাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞাপালনে যত্নবান হউন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! বিদ্যালয় সমূহের অল্প- বয়স্ক ছাত্র ভ্রাতৃবর্গ! আপনাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আসুন আজি হইতে আমরা এক মনে, এক প্রাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা কদর্য্যাচারী অলীক আমোদের জন্য দেশীয় থিয়েটরে উৎসাহ দিব না—অর্থব্যয়ে টিকিট কিনিয়া বেশ্যাসক্ত যুবক- দিগকে ও নীচ বারবনিতাদিগকে প্রশ্রয় দিব না। জঘন্য নাট্যমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি কাঁদিতে শিখিয়াছেন, তিনিও আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করি, দেখি সমাজ হইতে মদ ও বেশ্যার আধি- পত্য দূর করিতে পারি কি না? দেশকে দুর্নীতির স্রোত হইতে রক্ষা করিতে পারি কি না? আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দয়াবান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া বলি—তাঁহারা কি আমাদের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? উদারহৃদয় লার্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিং মহাত্মাদ্বয়ের নিকট গিয়া কাঁদি—তাঁহারা মুদ্রণশাসনী প্রথা রহিত করিয়া আমাদের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করিয়া জগতের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা সহরের প্রকাশ্য স্থান অর্থাৎ বিদ্যা- মন্দির, ধর্ম্ম-মন্দির, সাধারণের প্রকাশ্য সম্মিলন স্থল ও ভদ্র গৃহস্থ পল্লী প্রভৃতির সম্মুখ হইতে বেশ্যা তাড়াইয়া সুকুমারমতি বালক ও তরুণবয়স্ক যুবক- দিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া সাধারণের প্রাণগত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করুন নগরের বাহিরে হতভাগ্যা বেশ্যাদিগের জন্য কে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক, তথায় নগরের স বেশ্যা একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবে। ঐ "কলিকাতা নরক" নামে অভিহিত হইবে—যে ভদ্রসন্তান সে নরকের নিকট যাইতেও সা হইবে না। আমরা যদি সকলে মিলিয়া চেষ্টা তাহা হইলে বেশ্যা ও মদের উপর কোন এ কঠোর বিধিবদ্ধ করিতে পারি। সুশিক্ষিত ভ্র গণ! আসুন আজি হইতে আমরা প্রত্যেক প্র প্রধান বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে এই বি লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে থাকি; এই আ লনের ফল একদিন নিশ্চয়ই ফলিবে। উপসং আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে সকলেই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন।

১ লা চৈত্র, ১২৮৮ }
কলিকাতা। } বিনয়াবন
শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

৮ ই চৈত্র সোমবার।

হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস সম্বন্ধে লুইস জ্যাক্সন সাহেবের মত।

প্রবল ঝড়, সপ্তাহব্যাপী বাদল, বা সমু জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার বেগ নি হয় না। ঝড় প্রতিনিবৃত্ত হইলেও বহুক্ষণ বায়ুর মান ভাব থাকে; মেঘাচ্ছন্নভাবে সহসা আকাশ পরিত্যাগ করে না, সমুদ্রের জলকম্পনও দীর্ঘ দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের দিগের বেতন হ্রাস প্রস্তাব লইয়া আজও যে আ লন চলিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মহামান্য লুইস জ্যা সাহেব এ সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি এ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। জ্যাকসন সাহেব এ দেশ বিখ্যাত লোক। তিনি একজন বুদ্ধিমান, বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহার বাক্য অ নয় যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ষ্টেট সেক্রেটারি হাটিংটন সাহেব একজন উচ্চদরের রাজনীতি তিনি যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কাজ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের বোধ হতেছে না। কথায় বলে "হাকিম নড়ে ত হুকুম না।" অতএব তিনি যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, যে আর পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা ত আমাদিগের হয় না। তিনি অবশ্যই যে কোন সদযুক্তির

ভর করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন
বিষয়ে আমাদিগের সংশয় জন্মিতেছে না। লিব
গবর্ণমেণ্ট পরম্ভ হইলেই দলবল উঠে মান্দ্রাজ
বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পদ উঠিয়া যাইবে। উঁহা
পর আসনে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রতিষ্ঠিত হইবেন।
র্ণর জেনেরলের বেতন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের
তন, তাঁহাদিগের সভার সভ্যদিগের বেতন,
ান সৈনিক পুরুষ প্রভৃতির বেতন হ্রাস হইবে।
ত কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। এক, কলি-
তা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন কথঞ্চিৎ হ্রাস
াতেই যখন মহা হুলস্থুল, প্রথম পত্তনেই যখন
আপত্তি, এত গোল, তখন ষ্টেট সেক্রেটারি অন্য
া বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ কার্য্য যে সম্পন্ন করিয়া
তে সমর্থ হইবেন, তাহা ত আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম
তেছে না। তবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের
তন হ্রাস বিষয়ে আমাদের এই বোধ হয়, তিনি যাহা
িয়াছেন টাটকা টাটকি তাহার পরিবর্ত্তন করিলে
তার অব্যবস্থিত-চিত্ত বলিয়া দুর্নাম হইবার
াবনা। বিশেষতঃ তিনি যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিপরীত
র্য্য করিবেন না তাহা তদীয় অপরাপর কার্য্য দ্বারা
তিপন্ন হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অনু-
ধ পরবশ হইয়া তিনি যখন তুলাজাত দ্রব্যের শুল্ক
াইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তখন বিশ
াটী দরিদ্র ভারতবাসীর চীৎকারে কর্ণপাত করেন
। কাহারও রোষ-কষায়িত লোচনের প্রতি
ক্ষেপাত করেন নাই। তিনি নিজ বিশ্বাসানুরূপ
র্য্য করিয়া দৃঢ়তার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন,
ই তিনি যে আজ আবার অব্যবস্থিত চিত্ততার পরি-
িবেন, তাহাতে কোন ক্রমেই বোধগম্য হই-
ছে না। ভারতবাসীর যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে
হারা যে দিকে দু-পয়সা সুলভ হয়, সেই দিকেই
। ব্রাহ্মণের গরু অল্প খাইবে অথচ বিস্তর দুহিবে,
হারা এই রূপই চায়। বেতন কম হইবে, অথচ
ক্ষম লোক পদস্থ হইবেন, কার্য্য সুচারুরূপে
ন্ন হইবে, এরূপ লোকই এখন ভারতের অবস্থার
কূল। হাতী পোষা সচ্ছল অবস্থার লোকের
। যাহার তেলের দায়ে মাথার চুল বিক্রয় হই-
ছ, তাহার লম্বা-চৌড়া ব্যবহার শোভা পায় না।
াদের বর্ত্তমান রাজস্ব মন্ত্রী এবার সচ্ছল অবস্থা
াইয়াছেন বটে; কিন্তু ভারতের রাজস্ব বিষয়টী
াজির মার খেল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজিকর
হাঁসের ডিম, কখন আহ্লাদে বুড়ি, কখন বা
র গুলি দেখায়। মেজর বেয়ারিং সেইরূপ উদ্বৃত্ত
ইলেন, আবার যদি হঠাৎ এক জন নূতন রাজস্ব
আইসেন, তিনি অপ্রতুল দেখাইবেন। আমরা
তেছি যে, ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে সচরাচর এই

রূপ কাণ্ড হইয়া আসিতেছে। অতএব যে বিষয়ে হউক, যাহাতে দু-পয়সা ব্যয় কমে তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে যদি এমন বুঝিতাম হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে আমরা এরূপ ব্যয় হ্রাসের অনুমোদন করিতাম না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে বেতন হ্রাস করা হইতেছে, তাহা অধিক নহে, তখন কেন যে তাহাতে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না আমরা তাহার ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। এখন লেখা পড়ার যেরূপ চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এখন যোগ্য লোক দুর্লভ নয়। অনায়াসলভ্য হইলে সকল বিষয়েরই দর কমিয়া যায়। অতএব হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাসের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে যে যোগ্য লোক মিলিবে না, ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত বিত নহে। তবে লুইস জ্যাকসনের এরূপ অনুযোগের কারণ কি, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের কার্য্যে দায়িত্ব অধিক, শ্রম অধিক কার্য্য-পটুতা ও বিচক্ষণতা গুণও অধিক আবশ্যক। এই কারণেই তাঁহারা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং অধিক বেতন পাইবার যোগ্য; এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় থাকিবার ব্যয়ও অন্য অন্য স্থানের অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের বেতন হ্রাস হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। বেতন হ্রাস নিবন্ধন হাইকোর্টে ভবিষ্যতে অযোগ্য লোক স্থান প্রাপ্ত হইলে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তিনি তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। সত্য বটে উপযুক্ত লোক না হইলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, সত্য বটে তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি ও প্রজার অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু এই বেতন যৎসামান্য হ্রাস করাতে কেন যে সেই আশঙ্কিত অনিষ্ট ফল ফলিবে আর ভাল লোক পাওয়া যাইবে না তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা উপরেই বলিয়াছি, বাজারের অবস্থা বুঝিয়া দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। যখন শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব ছিল, তখন অধিক বেতনে উপযুক্ত লোক নিয়োগের আবশ্যকতা হইয়াছিল; কিন্তু এখন সে সময়ের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দিন দিন সুশিক্ষিত সিবিলিয়ানের ও কৃতবিদ্য ব্যারিষ্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। চাকুরী হউক না হউক, বিদ্যাশিক্ষা করা যে আবশ্যক তাহা এক্ষণে আপামর সাধারণেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে লেখাপড়া শিখিয়া নিরবলম্বন হইয়া না থাকিয়া অনেকে বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান লোক যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন

বেতন হ্রাস করিলেও অবশ্য ভাল লোক পা
যাইবে। তবে যদি আমরা বুঝিতাম, এরূপ অস
বেতন হ্রাস করা হইতেছে যে তাহাতে বিচারপ
পদোচিত মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলা
হইবে, তাহা হইলেও একদিন কথা ছিল।
নের অসঙ্গতরূপে হ্রাস করা হইতেছে না।
এক কথা এই, বহুদিনের প্রচলিত কোন এ
প্রথার পরিবর্ত্ত করিলে প্রথম তাহা কিছু অস
বলিয়া মনে হইয়া থাকে কিন্তু পরে সে
থাকে না। কেন না ১৭৭৪ অব্দে যখন হাইে
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জজেরা বার্ষিক ৬০,
টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে যখন
সদর কোর্টের সহিত একত্র হইয়া যায়, সেই স
তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি জজদিগের বেতন ৫০,
টাকা নিরূপিত করিয়া দেন। তখন কোন
হয় নাই। আর এখন সস্তার বাজারে বর্ত্তমান
সেক্রেটারি ৪৫০০০ টাকা করিয়া দেওয়াতে,
ক্ষোভ বাক্য প্রকাশ করা উচিত হয় না।
সাধারণতঃ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল ক
কাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস ক
দেওয়াতে জ্যাকসন সাহেব যে অনুযোগ কি
ছেন, তাহা সঙ্গত বটে; কেন না ১৮৬২
ষ্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উড যখন বেতন
করেন, তখন সাধারণতঃ করিয়াছিলেন। তিনি ক
ন্সিলের সভ্যদিগের ৯৬০০০ সিক্কা টাকা হইতে ৮
কোম্পানির টাকা, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেট
৫০,০০০ হইতে ৪০০০০ টাকা বেতন করিয়া দি
ছিলেন। অতএব বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির যে
রূপ একবারে সকল বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা উ
ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

জ্যাকসন সাহেব যে বলিয়াছেন, কলিক
হাইকোর্টের কার্য্য অধিক, দায়িত্ব অধিক; শ্রম,
টুতা ও বিচক্ষণতা প্রভৃতি অন্যান্য হাইকো
জজদিগের অপেক্ষা অধিক। এ কথা আম
স্বীকার করি। এই আদালতের অধীনে ৮০০০
লোকের বাস, কার্য্য বাহুল্যও বিলক্ষণ বিশে
অনেক কঠিন মকদ্দমার মীমাংসা করিতে
আরও বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোক অনেক, সংবা
সম্পাদক অনেক, এবং ইউরোপীয়দিগের
অনেক; সুতরাং বিচারকালে অনেক চিন্তা বি
চনা ধৈর্য্য, শ্রম ও বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে
তন্নিবন্ধন অন্যান্য হাইকোর্টের জজদি
অপেক্ষা কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের
অধিক, অতএব তাঁহাদিগের সহিত ইহাঁদি
বেতনের সমতা বিধান করিলে সত্য সত্যই
অগৌরব হয় বটে, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি যে

নির্ব্বিঘ্নভাবে রক্ষা করিবেন তাহা আমাদিগের
হইতেছে না। তিনি অন্যান্য কলেজেও এই
মানে বেতন হ্রাস করিয়া দিয়া উহাদিগের
র রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন, তাহা আমরা
ভাবিতেছি না।

অ্যাকসন সাহেব আর এক স্থলে বলিয়াছেন,
ন হ্রাস করিলে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই উক্ত
কর্ম্ম স্বীকার করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি,
রিষ্টারেরা কি সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় যোগ্য ও
ান নহেন? সিবিলিয়ানেরা যেমন জয়েণ্ট মাজি-
হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য করিয়া পরিপক্ব
া উঠেন, সেইরূপ অনেক ব্যারিষ্টার বহু দিন
ত আইনের ব্যবসায় করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন
া উঠেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতা সিবিলিয়ান
দিগের অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে, বরং
ক স্থলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব
প যোগ্য লোক যদি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন,
াতেই বা ক্ষতি কি? যদি বলেন এরূপ ব্যারি-
রা অল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না।
রা বলি তাহা নহে, ভদ্র লোকের ধনের অপেক্ষা
নের মূল্য অধিক। অতএব তাঁহারা যে বেতনের
ান্য তারতম্য নিবন্ধন কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না
আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর ভবিষ্যতে সিবিলি-
নরাও যে এদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না এবং
াকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবেন না
রা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এ আপত্তিও যুক্তি-
ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেন না এখন
ারে আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, যশের প্রত্যা-
বালকেরা অতি গুরুতর বিষয়ের পরীক্ষা দিতে
গ্রসর। সত্য বটে সুবিচারের সঙ্গে সঙ্গে
বিচারকের প্রতি প্রজার ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ
হইতেছে, অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে,
তাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। সত্য বটে
বিচারকের উন্নতি দেখিলে লোকের শাসনবিধির
র ভক্তি জন্মে এবং অবিচারক হইলে সে সকলের
প হয়; কিন্তু কথা এই, সম্মানের ভয় সকলেরই
ছে, ৫০,০০০ টাকা যাঁহার বার্ষিক বেতন, তাঁহার
ান মানের ভয়, ৪৫০০০ হাজার টাকা
র্ষিক বেতনের কর্ম্মচারীরও তেমনি সম্মানের
। অতএব কেহ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় কর্ম্ম
রন তাহা নহে, তবে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ সময়ে
য়ে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা এখনও
তেছে তখনও হইবে। সুবিচারক হইলে যে যশ
অবিচারক হইলে যে অপযশ, বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি
ন্ধন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। হাইকোর্টে
ল সময়ে সকল জজই কিছু ভাল হন নাই।
যখন ভাল জজ থাকেন, তখন সুখ্যাতি হয়, যখন
তাহার অসদ্ভাব হয়, তখন অপযশও হইয়া থাকে।
অতএব বেতন হ্রাস করিলেই যে কলিকাতা হাই
কোর্ট অধঃপাতে যাইবে, এরূপ ধারণা ভ্রম ভিন্ন
আর কিছুই নহে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, দেওয়ানী
আদালতে এখন অনেক বিচক্ষণ মুন্সেফ দেখা যায়
যে তাঁহারা সুবিচার দ্বারা সাধারণের অত্যন্ত প্রীতি-
ভাজন হইয়া থাকেন এবং হাইকোর্টও তাঁহাদিগের
বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাই
বলিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় যাঁহারা সুবুদ্ধি ও কার্য্য-
দক্ষ নন তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের কি
বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন? আর বেতন বৃদ্ধি না
করিয়া দিলে তাঁহারা কি পদত্যাগ করিয়া থাকেন,
এবং করিলেও কি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না?
সেইরূপ বেতন হ্রাস হইলে এক্ষণকার ন্যায় ভাল
লোকই ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন এবং বিচার কার্য্য
এক্ষণের ন্যায় সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে। তবে
ষ্টেটসেক্রেটারি কেবল এক সম্প্রদায়ের এরূপ বেতন
হ্রাস করাতে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী হইয়া পড়ি-
য়াছেন। আমরা বাসনা করি, তিনি সাধারণতঃ
বেতন হ্রাসের একটী নিয়ম করিয়া অনুযোগের কারণ
দূরীভূত করিয়া নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
করেন এবং রাজকোষে অর্থসঞ্চয়ের আর একটী
নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের একরার পত্র।

পোষ্ট আফিসের এবং রেলওয়ের কর্ম্মচারি-
দিগের হস্ত দিয়া প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য লোকের
ধনসম্পত্তি আসিতেছে ও যাইতেছে। অল্প কার্য্য
শৈথিল্যে অথবা অবিশ্বাসে সাধারণের সর্ব্বনাশ
ঘটিতে পারে, সুতরাং এ প্রকার কর্ম্মচারিদিগের
নিকট হইতে বিশেষ জামিন ও একরার লওয়া
সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার
হয়ত মাসিক পনর টাকা বেতন পান; কিন্তু
প্রত্যহ নোটে, মণি-অর্ডারে, মণি বুকায়, তাঁহার
হস্ত দিয়া বহুমূল্য দ্রব্য যাতায়াত করিতেছে। এক
বার তাঁহার মন বিচলিত হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে
তিনি প্রলয় ঘটাইতে পারেন, তিনি অনেককেই
কাঙ্গাল করিয়া দিতে পারেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারি-
দের হস্তেও তদ্রূপ দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। তাঁহারা
কিঞ্চিৎ লোভের বশবর্ত্তী হইলে অনেক লোককে
ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়। সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্ম-
চারীকে বিশেষ প্রতিভূ দ্বারা আবদ্ধ রাখা আব-
শ্যক। কিন্তু সকল কাজের সীমা আছে, ন্যায়
অন্যায় বিবেচনা করিয়া একরারের সর্ত্তগুলি ব্যব-
স্থাপিত করা উচিত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রে
য়ের কর্ম্মচারিদিগের জামিন লইবার জন্য রেল
কোম্পানির গচ্ছিত একটী "গ্যারেণ্টিফণ্ড" স্থাপি
হইয়াছে। এই "গ্যারেণ্টিফণ্ডের" অধ্যক্ষগণ স
দীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীর নিকট এক একখা
একরার পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। এবং স
স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ বেতনের এক নির্দ্দিষ্টাংশ
ফণ্ডে দিতে থাকিবেন। যথাকালে কার্য্য
ত্যাগের সময় কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ দত্ত টাক
তাহার সুদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের কা
কোন অপরাধ ঘটিলে সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হ
হইবে। এ ব্যবস্থাটী মন্দ হয় নাই, কিন্তু এক
পত্রের অসঙ্গত নিয়মাবলি দেখে আমরা যার পর
বিস্মিত হইলাম। পাঠকের গোচরার্থ আমরা সে
নিয়মগুলি প্রকাশ করিতেছি।—

"রেলওয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে ব
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ আমা
---টাকা জামিন দিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছে
তদনুসারে গ্যারেণ্টি ফণ্ড আমার নিমিত্ত সেই টা
জামিন হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে
ফণ্ডের নিয়মাবলিতে এক্ষণে আবদ্ধ থাকিতে
এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষগণকে আমি এই ক্ষ
দিতেছি যে, এই জামিনের নিমিত্ত উল্লিখিত নি
সুসারে টাকা দিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে আ
বেতন হইতে এক নির্দ্দিষ্টাংশ কর্ত্তন ক
লইবেন।

আমি আরও স্বীকার করিতেছি, এক জামি
উক্ত ফণ্ড কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আমার
টাকায় আমার কোন অধিকার থাকিবে না।
আরও স্বীকার করিতেছি, উক্ত ফণ্ডের যে সমস্ত
এবং ক্ষতি হইবে তাহা আমি পরিশোধ করি
অপরন্তু, যদি ঐ ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার
কোন ত্রুটি। সংবাদ পান, কিম্বা এই প্রতিভূস্ব
বশতঃ প্রাপ্য সমস্ত আদায় করেন, তাহা
উক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত অন্য
ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ, কিম্বা কিয়ৎকাল পরে, আম
পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিউন কিম্বা নাই দিউন, আ
বাটিতে কোন প্রকোষ্ঠ অথবা অন্য কোন স্থা
যথায় আমার সম্পত্তি থাকিতে পারে তন্মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া বহির্দ্বার অথবা অন্তঃপুরের দ্বারজা
ও তালা এবং সিন্ধুকাদি ভাঙ্গিয়া ঐ সকল সম
অধিকার করিতে পারিবেন, তাহাতে আইনবি
বাধা হইবে না। অধ্যক্ষগণ আপনাদের ইচ্ছা
সারে ঐ সম্পত্তি সেই বাটিতেই রাখিতে পারি
কিম্বা আবদ্ধ রাখিবার জন্য স্থানান্তরিত করিতে পা
বেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে আ

পা ধন, বেতন, কোন ভাড়া বা অন্য কোন টাকা স্থত গ্রহণ করিতে পারিবেন। অথবা প্রবিডেণ্ট ণ্ডের নিকট, সেবিংব্যাঙ্কে কিম্বা অন্য কোন কের নিকট আমি যে টাকা পাইব, তন্নিমিত্তও ভার অর্পণ করিব।

আমার নিমিত্ত এই জামিনের জন্য যদ্যপি উক্ত কে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সামগ্রীর যৎকিঞ্চিৎ বিক্রীত করা আবশ্যক ব হইবে তাঁহারা অনায়াসে তৎসমুদায় বিক্রয় তে পারিবেন। এই সম্পত্তির মূল্য হইতে তাঁহারা তিপূরণের টাকা উক্ত টাকার সুদ, এবং এই টাকা য়ের নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে যত ব্যয় হইবে সমুদায় কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন। এ সকল পরিশোধের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা মাকে কিম্বা আমার কর্ম্মচারী অথবা অন্য যাহার ত ভারার্পণ করিব, তাঁহাকে দিবেন।"

আমাদের বিবেচনায় এই একরার পত্রের নিয়ম অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। প্রথমতঃ, জামিনের সকলেই কি কারণে গবর্ণমেণ্টের নিকট বদ্ধ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে আমরা সমর্থ াম না। কর্ম্মচারিদের মধ্যে যাঁহাদের অর্থসঙ্গ ছে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কাগজ জামিনের জন্য বদ্ধ রাখিতে পারেন। এই প্রথা অবলম্বন করিলে ন পক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে ম্পানির নিকট কাগজ থাকিল, সুতরাং কোন চারী অবৈধাচরণ করিলে কোম্পানিকে ক্ষতি- হইতে হইবে না, তাঁহারা অনায়াসে ঐ কাগজ মূল্য হইতে আপনাদের যথোচিত ক্ষতিপূরণ য়া লইবেন। এদিকে জামিনদাতারা যথা কালে জের সুদ পাইতে থাকিবেন, তাহাতে বরং তাঁহারও কিছু কিছু উপস্বত্ব হইতে পারিবে। স্থলে যাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের কাগজ আছে তে অশক্ত হবেন, সে ক্ষেত্রে কোন স্থাবর ত্তি জামিন রাখিতে পারেন। রেলওয়েকোম্পানি মত রেজেষ্টরি করিয়া যে স্থলে ঐ সম্পত্তি দের তথায় ঘোষণা দিবেন, তাহা হইলে অন্য উহা আবদ্ধ রাখিবেন না অথবা ক্রয় করিবেন যে স্থলে এরূপ কোন সম্পত্তি না থাকিবে য় সর্টিফিকেটও কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত জামিন ন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অপরাধি কর্ম্মচারীর গৃহাদি তল্ল রা অন্তঃপুরে প্রবেশ করা ন্যায়ানুগত বিবেচিত না। কোন ব্যক্তিকে প্রথমে দোষী বলিয়া বোধ লেও পরিণামে তিনি নিরপরাধ সপ্রমাণ হইতে রেন। অতএব, কোন কর্ম্মচারীকে অগ্রে দোষী ন করিয়া তাঁহার গৃহাদি তল্ল করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মানহানি ও অর্থ হানি হইল; কিন্তু পরিশেষে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলে এই সমস্ত ক্ষতিপূরণ কে করিবে? ভদ্র লোকের মানসম্ভ্রম অমূল্যধন, প্রাণ যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই কিন্তু মানহানি হইলে জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। রেলওয়ে কোম্পানি সকল ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন; কিন্তু অপমানিত ভদ্রসন্তানের মান ফিরাইয়া দিতে পারেন না। হিন্দুমহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী, তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা, কখন গৃহের বহির্গত হন না। বিবেচনা করুন, গৃহস্বামীর স্ত্রী কন্যা যেমন মধ্যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত নিকটে অন্য গৃহাদি নাই, সে স্থলে কি "সর্টিফিকেটের" নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবেন? অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলাগণের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া লইবেন? আবার দেখুন, স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় থাকিলেও তাঁহারা অবাধে অন্যত্র প্রস্থান করিতে পাইবেন না। পাছে তাঁহারা গুপ্তভাবে কোন সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিতে হইবে। বলুন দেখি, লজ্জাবনতা কুলবধূদিগের পক্ষে এই অসদৃশ ব্যবহারটী কতদূর সুখাকর? এতদ্দেশীয় হিন্দু এবং মুসলমান লোক অম্লানবদনে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, এত দূর জীবন—ও তাহা অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ প্রকার অসহনীয় ব্যবহার তাঁহারা কিছুতে দেখিতে পারেন না। অপরন্তু, যদি সর্টিফিকেটের নিয়োজিত ব্যক্তিরা দোষী রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসপল্লীতে আসিয়া তাঁহার গৃহাদি আক্রমণ করেন, তবে ত আরও ঘোর অনিষ্টের কথা। আমাদের পল্লীগ্রামের রীতি এই, এক জনের বাটীতে প্রতিবেশীর অন্য বাটীর স্ত্রী পরিজন গতিবিধি করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ভূষণপ্রিয়া, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই রজত কাঞ্চন মণি মাণিক্যে বিভূষিত হইয়া থাকেন। বিবেচনা করুন, কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাটীতে প্রতিবেশীর রত্নভূষণা মহিলাগণ বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন ইত্যবসরে সর্টিফিকেটের লোকেরা তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, সম্মুখে যাঁহারে দেখিলেন সকলেরই ভূষণাদি গ্রহণ করিলেন। এক জনের দায়ে কত লোকে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া দেখুন তজ্জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটীকে ঘোর অবিচার জ্ঞান করিতেছি। ইহা প্রচলিত হইলে কেবল অপরাধীর নয়, কোম্পানির নিঃসম্পর্ক বিস্তর নিরপরাধী ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।

পাঠক! এ পক্ষে আর একটী বক্তব্য কে বর্ত্তমান একরার পত্র প্রচলিত হইলে এতদ্দেশীয় দেরই সমধিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। রেল কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দেরই ঘর সং আছে, তাঁহারা স্থাবর অস্থাবর প্রভৃতি নানা কিছু কিছু সম্পত্তিও রাখেন। কার্য্যে কোন টুকু ত্রুটি হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হ হইবে, কিন্তু যে সমস্ত ইউরেসিয়ান, ইহুদি, রোপীয় ও অন্যান্য বৈদেশিকগণ রেলওয়ের কা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ঘর সংসার নাই ব অত্যুক্তি হয় না। হ্যাট কোট পেণ্টুলানই তাঁহা সর্ব্বস্ব, নগদ টাকা গোপনে কোথাও গচ্ছিত রাখি পারেন, অতএব তাঁহারা অপরাধ করিলে বি কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

আমরা দেখিতেছি আমাদের দয়াবান গ মেণ্টের কেমন কলঙ্কের কপাল পড়িয়াছে। ওয়ের সৃষ্টিকালাবধি এ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সু রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, কখন তাদৃশ যোগ উপস্থিত হয় নাই। কচিৎ কখন কর্ম্মচারী অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিভাগেই তদ্রূপ অন্যায় কার্য্য দৃষ্টিগোচর আজ কোথায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে রেলওয়ে আ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবে, না চিন্তাসাগরে ম মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই মেণ্টের দুর্নাম ঘোষণা করিবে। আমাদের বি চনায় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিকট হ জামিন এবং একরার পত্র গ্রহণ করা হউক, যুক্তিসিদ্ধ এবং সাধারণ জনসমাজের পক্ষে মঙ্গল তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু রেল কোম্পানির অধ্যক্ষগণ যে প্রণালীতে এব গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিয়া ভারতবাসিদের রুচিবিরুদ্ধ করিয়াছেন। রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ স্থাবর অ অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখুন। অসামর্থ্য প কেবল কর্ম্মচারিদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া কি কিঞ্চিৎ গবর্ণমেণ্ট ফণ্ড সঞ্চিত রাখুন। কোন ক বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যথা রীতি বিচারের তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় অন্যান্য সকল কার্য্যে এই ব্যবস্থা চলিয়া আ তেছে, তাহাতে কোন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে তবে রেলওয়ের কার্য্যে এত দুরূহ নিয়ম ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা কি?

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর নিয়োগ।

বহুদর্শী কার্য্যচতুর সিবিলিয়ানগণ লেপ্টে গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

যিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটরূপে জেলার বিচারাসনে
ীন থাকেন, যদি গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক
ুদ্ধতির প্রতিবন্ধ না করেন, অবিতর্কিতচিত্তে
মেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর অনুগামী হইয়া কর্ম্ম
ক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে আর এক
তিনি একটি বৃহৎ প্রদেশের মণ্ডধর হইয়া
ন। আজ যিনি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, বৃহৎ প্রদে-
কিরীট ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অপ্রতিহত
াব বিকীর্ণ করিতেছেন, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে
একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট
ন, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; আসামী করিয়া-
এজেহার শুনিতেন, অন্য এক লেপ্টেনণ্ট
রের আজ্ঞা পালন করিতেন। আজ যিনি
প্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার পুত্র পৌত্রকেও জয়েণ্ট
ষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বার দিয়া
প্টেনণ্ট গবর্ণর হইতে হইবে। পিতৃপিতামহের
তাঁহারা এককালে উন্নীত হইতে পারিবেন
পাঠক! তবে দেখুন নিম্ন-শ্রেণীর সিবি-
য়ানদের সঙ্গে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কত কারণে
হানুভূতি থাকিতে পারে। ছোট ছোট সিবিলিয়ান
রেরা যতই কেন অপরাধ করুন না, তাঁহারা
শ্রেণীর লোকের প্রতি যতই কেন অত্যাচার
ন না, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে সে সমস্ত দোষ
া করিতে হয়। সিবিলিয়ানদিগকে অপরা-
রূপ দণ্ডবিধান করিলে তাঁহার নিজের ক্ষতি,
সময়ে তিনি স্বয়ং যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,
পদের অবমাননা করা হয়, তজ্জন্য তিনি অপ
সিবিলিয়ানকে নিষ্কৃতি দেন।

সকল সম্প্রদায়েই ভাল মন্দ উভয়বিধ মনুষ্য
; যতই শিক্ষিত বা সুসভ্য হউন না, সমস্ত
ক যে এককালে দেবতুল্য পবিত্রচিত্ত হইবেন,
ন প্রত্যাশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। সিবিলিয়ান
লেই যে, সমস্ত সম্প্রদায় একবারে বিশুদ্ধাশয়-
হইবেন এমন ভরসা কিছুই করা যায় না।
বৎসর নব্য সম্প্রদায়ের সিবিলিয়ানগণ উদ্ধত
প্রযুক্ত দেশীয় লোকদিগের প্রতি বিস্তর অন্যা
রণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন
বিধান হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহা
নিকট এ পর্য্যন্ত অনেক আপিল হইল, কিন্ত
ন অপরাধী ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ হইলেন না।
মেণ্টের মনে এপ্রকার ধারণা হইয়াছে যে,
বিলিয়ানদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিলে তাঁহাদের
লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভয় থাকিবে না, সক-
তাঁহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবেন সুতরাং
শাসন করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। এই যুক্তি
য় হেয় ও অকিঞ্চিৎকর; জগৎ স্নেহের-বশীভূত

সদাচরণে শ্রদ্ধা ও মুগ্ধ হয়; কিন্তু অসদাচরণে আন্ত-
রিক প্রীতি জন্মে না। বিচারপতিগণ প্রজাবর্গকে
বাৎসল্যভাবে প্রতিপালন করিলে সকলেই তাঁহা
দিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেন, সকলেই তাঁহাদের
আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন। আমরা দেখি
তেছি, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মনে পূর্ব্বোক্ত-
রূপ সহানুভূতি না থাকিলে অবশ্যই তিনি অত্যা-
চারীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান পূর্ব্বক প্রতিপাল্য প্রজা-
দিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যত্নবান হইতেন,
কিন্তু ঐকান্তিক সহানুভূতিই তাঁহাদের কর্ত্তব্যানুষ্ঠা-
নের দারুণ প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য
এই প্রস্তাব করি, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে
যদ্রূপ নূতন অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণরের পদে
নিযুক্ত হন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে তদ্রূপ ব্যক্তি
নিযুক্ত হইলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রথ-
মতঃ, তাঁহারা বিলাতের পবিত্রভাব লইয়া এদেশে
আগমন করিবেন, সহজে তাঁহাদের হৃদয় স্বার্থ-
পরতাদোষে কলুষিত হইবে না, তাঁহারা প্রজারঞ্জন
করা জীবনের এক মাত্র অনুষ্ঠেয় ব্রত জানিয়া
আপনার কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর থাকিবেন। দ্বিতী-
য়তঃ এতচ্ছ্রেণীর সিবিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁহাদের
ততটা ঘনিষ্ঠতা না থাকিতে পারে, সুতরাং তাদৃশ
সহানুভূতিও থাকিবে না। সিবিলিয়ানদের অন্যায় ও
অত্যাচার দর্শনে তাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত নহে, অত-
এব কোন অবৈধ আচরণের সংবাদ শ্রবণমাত্র
তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিবে, সত্বর তাহার
প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।
আজ যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা,—প্রদেশের
লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন, হয় ত তিনি মাজি-
ষ্ট্রেটরূপে নবাবয়সে অত্যাচার করিয়া পরিত্রাণ পাই-
য়াছেন; এক্ষণে তিনি স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর
হইয়া নবাবয়স্ক অপরাধী সিবিলিয়ানকে কিরূপে
শাস্তি দেন? বিলাত হইতে নূতন অভিনব গবর্ণর
নিযুক্ত হইলে তাঁহার এই সমস্ত অন্তরায় থাকিবে
না, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনেই
যত্নবান থাকিবেন।

অধুনাতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণ রাজকার্য্যের
নিম্নদেশ হইতে উচ্চভাগ পর্য্যন্ত বরাবর দর্শন
করিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহাদের অভিজ্ঞতা
অসীম। কোথায় কি প্রকার উপায় অবলম্বন
করিলে রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবে, প্রকৃতিপুঞ্জ
সুখে থাকিবে, এ সমস্ত বিষয় তাঁহারা বিলক্ষণ
অবগত আছেন। নূতন অভ্যাগত গবর্ণর আসিলে
দেশের কার্য্যপ্রণালী জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার
অর্দ্ধেক শাসনকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং
তাঁহার যথার্থ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের অবসরকাল

নিতান্ত অল্প। এ গুলি প্রকৃত অসুবিধা, স
নাই; কিন্তু এ অসুবিধাও উপেক্ষণীয়। য
মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই বৃহৎ স
জের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাব
করিতেছেন, তখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে, এ
প্রদেশের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন
তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ, প্রজাদি
প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে আমরা যৎসামান্য অ
থাকে অসুবিধা জ্ঞান করি না। আমরা সে
সদ্ব্যবহারেরই প্রার্থী, আমরা ন্যায়পর
আকাঙ্ক্ষী। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে কেবল ভৌ
লিক সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, নতুবা উভয়
পৃথিবীতলে অবস্থিত। ভারতবাসীদের ভাষা কি
এবং বর্ণ বিভিন্ন, নতুবা অভ্যন্তরে সকলই অভি
সভ্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি ঔদার্য্য গুণের ব
মুবর্ত্তী হইয়া সকলের প্রতি অভিন্ন ব্যবহার কর
উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় সংস্কার একেবারে
করিয়া দিউন। পূর্ব্বে আয়লণ্ডের এবং স্কটলা
সঙ্গে ইংলণ্ডের কত বিবাদ বিসম্বাদ গিয়াছে,
আজ কয়েকটী জাতি মিলিত হওয়ায় ব্রিটেন মহা
পরাক্রান্ত,—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর্য্যশালী।
স্কটলণ্ড ও আয়লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ড মিলিত
থাকিলে কখনই তাঁহার এতাদৃশ শৌর্য্যবীর্য্যের
প্রতি হইত না। ইংলণ্ড অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রভাবে
পক্ষের ন্যায় সমুদ্রজলে ভাসিতে থাকিত। প্রথ
সন্ধি, সন্ধিতেই বলবীর্য্য।—তিনটী স্থানে মিলিত
রাছিল, সে কারণ ব্রিটিশসিংহ কেশর কুঞ্চ
পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিতে সক্ষম হইয়াছে
ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ড তদ্রূপ মিলিত হইলে
কাহার এক প্রবল প্রতাপ হইবে? চিরকাল
মিত্র সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু সেই
বিক সন্ধির সংঘটন কি?—উভয় জাতির ম
মালিন্য ধৌত করিবার উপায় কি?—ষেত্
সংস্কার দূরীভূত করাই ইহার একমাত্র সদুপা
সমদর্শিতা দেখাইতে পারিলে মনোমালিন্য
হইতে পারে। কিন্তু এই উচ্চআশে স
করিতে রাজপুরুষদিগের বিশেষ উদাসীনতা
থাকে। জনৈক ষে দেবোচিত মহত্ত্ব অর্থদান
বিনা অপরাধীদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়াছে, এখানে
সতের অনুষ্ঠান করিলে কাহার সাধ্য হয়। ক
ব্যক্তি উৎপীড়িত হইল, প্রজাকর্ত্তার নিকট
বেদনা জানাইল, কিন্তু তিনি উদাসীনতা প্র
করিলেন, স্বজাতীয় স্নেহ তাঁহার হস্ত ধরিয়া রা
কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালন করিতে দিল না। এ প্র
কার্য্যপ্রণালী ক্রমাগত আবহমান চলে
অতএব প্রথমতঃ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণ

র নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আব-
। কিন্তু এতদ্দেশীয় বহুদর্শী প্রাচীন ইংরাজ
লিয়ানের হস্তে প্রাদেশীয় শাসনভার সমর্পণ
লে অত্যাচার দূরীভূত হইবার প্রত্যাশা নাই।
কারণ আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডে যে
বাক্তি সচ্চরিত্র এবং পক্ষপাতশূন্য বলিয়া
পরিচিত এমন লোক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের
নিযুক্ত হইলে ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতি হইবে
উভয়কালে ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ অবিচ্ছিন্ন
সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান সভা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক জন যথার্থ
মনা, অধ্যবসায়শীল, বিদ্যানুরাগী ও স্বদেশ-
ষী। অনেকে বাক্যে ঐ সকল গুণের পরিচয়
বটেন, কিন্তু কার্য্যে পরিচয় দিবার লোক
বিরল। আমরা ডাক্তার সরকারকে উন্নতমনা
যে নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই,
মন উন্নত না হয়, তাঁহার কখন অন্যকে
করিয়া তুলিবার ইচ্ছা হয় না। ডাক্তার
বহুদিবস অবধি স্বদেশকে উন্নতির উচ্চতর
নে অধিরোহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন,
সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে-
। বিদ্যাই দেশকে উন্নত করিয়া তুলিবার
সাধন। বিজ্ঞান আবার সেই বিদ্যার উচ্চতম
। মহেন্দ্রলাল সরকারের সাক্ষ্য যদি এ দেশে
নের বহুল চর্চা হয়, আমাদের দেশ ক্রমে
রাপখণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে
হ নাই। ভারতে দর্শন শাস্ত্রেরই সমধিক চর্চা ও
ত হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক
শীলন হয় নাই; আনুষঙ্গিক আলোচনা হইত
। এই কারণে ভারতবাসিরা সংসারবিরত
লিপ্ত হইয়া উঠেন। বিজ্ঞানের বহুল চর্চা
হেতুকে সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হয় না।
আমরা যে ডাক্তার সরকারকে অধ্যবসায়বান
লাম তাহার কারণ এই, যখন তিনি উক্ত
ন সভার প্রথম প্রস্তাব ও অনুষ্ঠান করেন,
কাহারই মনে এ সংস্কার হয় নাই যে তিনি
রূপে কার্য্যে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবেন।
এক্ষণে সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।
গত ১৩ই মার্চ্চ ২১০ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটে উপ-
গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণর
নাল সর্ এসলি ইডেন বাহাদুর অবং প্রস্তর প্রোথিত
য়াছেন। এতদুপলক্ষে যে বৃহৎ সভার অধি-
ন হয়, সেই সভায় ডাক্তার সরকার পূর্ব্ব
ন বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

১৮৬৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানের আলো-
চনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি (ডাক্তার
মহেন্দ্রলাল সরকার) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন
নামক পত্রে প্রথম প্রস্তাব লিখেন। সংবাদ পত্র
সম্পাদক ও দেশের বিদ্যোৎসাহী লোকেরা ইহার উপ-
যোগিতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন
ও চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এক লক্ষ
টাকা সংগৃহীত হইলে কার্য্যারম্ভ হইবে, ইহা স্থির
হয়। ১৮৭৫ অব্দে ৫০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।
তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল
প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বিস্তর
উৎসাহদান করেন। ১৮৭৫ অব্দের এপ্রেল মাসে
চাঁদাদাতাদিগের একটী সভা হয়। সভ্যগণের
ঐকমত্যে ২৩ এ নবেম্বর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৭৬ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি এই সভার তৃতীয়
অধিবেশন উপলক্ষে সার রিচার্ড টেম্পল সভাপতির
আসন পরিগ্রহ করেন। ঐ অব্দের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি
তিনি কলিকাতা গেজেটে একটী মিনিট
লিখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও অন্য অন্য উদ্যোগী
ব্যক্তিদিগের বিশেষ প্রশংসা করেন। ঐ সময়ে
৮০ হাজার টাকা চাঁদায় স্বাক্ষরিত হয়। তিনি
সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, স্কুল ও কালেজের উত্তীর্ণ
বালক দিগকে শারীর বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূতত্ত্ববিদ্যা
শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের জ্ঞান পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ করাই
এরূপ বিদ্যালয় খুলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল
বিষয়ে যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহাদিগের বেতন
বালকদিগের বৃত্তি, যন্ত্র, পুস্তক ও বাটী নির্ম্মাণ
করিতে অনেক অর্থ আবশ্যক হইবে দেখিয়া তিনি
বিনা ভাড়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে বাটী দেন। তদ্ভিন্ন
উদ্যোগকারিদিগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া উৎসাহ
বর্দ্ধন করেন।

১৮৭৬ অব্দের ২৯ এ জুলাই হইতে গবর্ণমেণ্ট
প্রদত্ত অট্টালিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা আরম্ভ
হয়। ফাদর লফোঁ প্রতিসপ্তাহে একবার করিয়া
বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, পরে ডাক্তার সরকার
বক্তৃতা আরম্ভ করাতে সপ্তাহে একবার করিয়া
বক্তৃতা হইল, তৎপরে ১৮৭৮ অব্দ হইতে বাবু
তারাপ্রসন্ন রায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে
সপ্তাহে ৩ বার বক্তৃতা হইতে লাগিল। এই অব্দ
হইতে বৃদ্ধি স্থাপিত হয় এবং ৬০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত
শ্রোতা হইতে লাগিল। এই সময়ে বাবু কালীকৃষ্ণ
ঠাকুর ২৫ হাজার টাকা দান করাতে শারীরতত্ত্বের
বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগের
প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষণে এই কার্য্যের জন্য সমুদায়ে
১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। চাঁদাদাতা-
দিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক টাকা দিয়াছেন, আম
নিম্নে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি, ব
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর উল্লিখিত ২৫ হাজার ভিন্ন ২৫
ও মাসিক ২৫ টাকা, পাতিয়ালার মহারাজ ৫ হাজা
মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮ হাজার, মহারাজ যতীন্দ্রমো
ঠাকুর ২৫০০ ও মাসিক ২৫ মহারাজ কমলকৃষ্ণ
হাজার ও মাসিক ২৫ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যা
১ হাজার বালকদিগের বৃত্তির জন্য বার্ষিক দুই শ
ও মাসিক ২৫ টাকা সাহায্যদান করিয়াছে
গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় যে বাটী দিয়াছিলেন, তা
বক্তৃতাদির উপযোগী না হওয়াতে ৩০ হাজার টা
মূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লই
৫ শত লোকের যাহাতে সমাবেশ হয় তদনুস
করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। মৃত কুমার কা
চন্দ্র সিংহ ইহার জন্য ৩০ হাজার টাকা মূল্যে এক
দূরবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণে
জন্য বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫ হাজার, কুমার ই
চন্দ্র সিং ৫ হাজার, রাজা কুমুদনারায়ণ ভূপ ৫ হাজা
কুমার শরৎচন্দ্র সিং ২ হাজার, মহারাজ কমলকৃষ্ণ এ
হাজার, বাবু প্যারিমোহন রায় এক হাজার, রা
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক হাজার বাবু রাজকুম
সর্ব্বাধিকারী ৫ শত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরক
৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। ডাক্তার সরক
বলিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থেও আবশ্যক কা
সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন অধ্যাপ
দিগের বেতনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা সবি
আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে এ কার্য্যের স্থায়ি
সম্ভাবিত নয়।

ডাক্তর সরকারের বক্তৃতা শেষ হইলে ক
বিপন বাহাদুর অবসরোপযোগী একটী সার
বক্তৃতা করেন এবং দেশীয় দাতাদিগের বিশেষ
বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দানশৌণ্ডতার ভূয়সী প্রশ
করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

পুস্তক সমালোচনা।

নিম্নলিখিত মাসিক পত্র প্রভৃতি আমাদি
হস্তগত হইয়াছে:—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের বে
ম্যাগাজিন। প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা ভাব
তিনি মাসিক পত্র। ১২৮৮ সালের মাঘ মা
কবিতা। উত্তরপাড়া পুস্তকালয়ের প্রথম সাম্ব
রিক বিবরণ। ৪ র্থ সংখ্যা সংক্ষেপ ভাগবতামৃ
ফাল্গুন মাসের আর্য্যনারী ও ফেব্রুয়ারি মাসের ক
কাতা জর্ণাল অব মেডিসিন।

১৮৮০—৮১ অব্দের হিন্দু ফেমিলি এনুইটী ফা
প্রথম রিপোর্ট। দেশের কতকগুলি হিতচি

ক্তি দ্বারা একটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল
যারা আর বিশিষ্ট ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য এক-
লে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না তাঁহারা
ই ফণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমা দিলে উত্তরকালে
রিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।
আমরা বর্ষে বর্ষে ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত
প্রীতিলাভ করিয়াছি। রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া
গেল গত বর্ষের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৮২৫৫৪৸৴৮
কা গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে। চাঁদা
তার সংখ্যাও এই বর্ষে ৬০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে,
বং মাসিক ১৬৮৭৸৴০ টাকা চাঁদা ও আদায় বার্ষিক
ত্তি বাবে ৪৯১৯৷০ টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

মহাভারত। খিল হরিবংশ পর্ব্ব। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-
ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ
৪ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
দ্রিত। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশ হইতেছে, আমরা
হার ৬ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। আদ্যোপান্ত পাঠে
দেখা গেল, অনুবাদ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত
জীবন বৃত্তান্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরাস-
বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩ নং
মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কালেজ-স্কোয়ার সংস্কৃত প্রেস ডিপজি-
টরি হইতে মুদ্রিত। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া
অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার পূর্ব্বাঞ্চল
বাসী তিনি স্বয়ং বহুবিবাহকারী রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ
হইয়া বহুবিবাহ পদ্ধতি উঠাইবার জন্য যেরূপ দৃঢ়
ব্রত হইয়া দেশের মহোপকার করিয়াছেন তাহাতে
এ পুস্তকখানি আমাদিগের বার পর নাই আদরের
বস্তু। গ্রন্থকার ইহাতে অন্য কোন পাণ্ডিত্য দেখান
নাই, তিনি সামান্যতঃ যে সকল কার্য্য করিয়া-
ছিলেন ইহাতে তাহা ও তাহার ফল লিখিত হই-
য়াছে। গ্রন্থকার শত সহস্র প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও নিরু-
দ্যম না হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা
পাঠ করিলে দেশহিতকর কার্য্যের জন্য কিরূপ
দৃঢ়তা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার বিষয় শিক্ষা
করা যায়।

সন্ন্যাসী। পার্ব্বতীয় উপন্যাস। সংশোধিত ও
পরিবর্দ্ধিত। শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, গোপাল ও
ভিখারী প্রণেতা শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বির-
চিত। কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণা-
যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যে একজন উপন্যাস-লেখক
তাহা না বলিলেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।
গ্রন্থের নামেও বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে।
অধুনা কুরুচি সম্পন্ন বহুতর উপন্যাস লিখিত হও-
য়াতে সহজে আমরা ইহারও পাঠে প্রবৃত্ত হইতে
পারি নাই, কিন্তু অবশেষে ধৈর্য্যসহকারে পাঠ
করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার ইহাতে বীর, করুণ,
শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের সমাবেশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী
করিয়া তুলিয়াছেন। প্রণয়ের ফল, অর্থের মোহিনী-
শক্তি, বিশ্বাসী বুদ্ধির পরিণাম প্রভৃতি ইহাতে যেরূপে
বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা প্রীতিলাভ করি-
য়াছি। এখানি কেবল উপন্যাস নহে ইহাতে অনেক
ঐতিহাসিক ঘটনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিষয়েরও অনেক
পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। আমরা ইহার ভাষা
সম্বন্ধে দুই এক স্থলে যে যৎসামান্য দোষ দেখিলাম
তাহা গুণ সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে ধর্ত্তব্য
নহে। ফলতঃ এরূপ উপন্যাসের বহুলপ্রচার
প্রার্থনীয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

ডর্বান ১১ ই মার্চ্চ। লার্ড কিম্বরলে শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে
যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নেটালের প্রজারা তাহা গ্রহণ করিবে কি
না, তাহার মীমাংসার্থ নেটালের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ব্যবস্থাপক
সভা ভঙ্গ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। রণতরি ও তৎসংক্রান্ত সৈন্যাদি সম্বন্ধে
১০৫০০০০০ পৌণ্ড এষ্টিমেট করা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা
২২১০০০ কম।

টিউনিস ১২ ই মার্চ্চ। ইটালির কন্সল কহিয়াছেন, টিউ-
নিসে কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ নয়। তিনি তথাকার
শাসনকর্ত্তাকে (বে-কে) দায়ী করিতেছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। মধ্য আমেরিকা হইতে সংবাদ আসি-
য়াছে, কোষ্টারিকা নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর ক্ষতি
হইয়াছে। কেবল ওলাজিরার চারিটী নগর বিনষ্ট হইয়াছে।
কয়েক হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী সম্প্রতি যে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া-
ছেন, তাঁহারা প্রজারা যে আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করে, তাহাতে
তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ছোট বড় সকল প্রজাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।
তাঁহার পত্র মধ্যে এ কথাও উল্লেখ আছে, তিনি স্বদেশের গৌরব
রক্ষা ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি রক্ষার অবাধে চেষ্টা
করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। গত ২১ এ ডিসেম্বর পারস্যের সহিত
রুষের যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকার সীমা নির্দ্ধারিত
হইয়াছে।

আট্রেক নদী হইতে চাট হইয়া খোজেককালা দিয়া সন্দার
নদী পর্য্যন্ত লাইন চলিয়া গিয়াছে। কারিকালা নামক স্থান
রুষকে দেওয়া হইয়াছে। তথা হইতে আক্কাবাদের দক্ষিণ দেরা-
গুরমম পর্য্যন্ত সাত মাইল পর্ব্বতের ভিতর দিয়া গিয়াছে।
বেবাজরমন্দ গেজেসের ২০ মাইল অন্তর। সন্ধিতে এইরূপ
নির্দ্ধারিত আছে, পারস্য জয়েদের কিল কলেট নামক স্থান পরি-
ত্যাগ করিবেন। রুষ স্বীকার করিয়াছেন, তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ
করিবেন না। তুর্কোমানদিগকে উভয় পক্ষেই স্বীকার করিয়াছেন
অস্ত্র বিক্রয় করিবেন না।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। ইংলণ্ডেশ্বরী মেনটোন নামক স্থানে
উপনীত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আয়র্লণ্ডের লোকেরা নিরীহ পশুদিগের প্রতি
যে অত্যাচার করে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে
ইংলণ্ডেশ্বরী ডব্লিন পশুদিগেরপ্রতি অত্যাচার নিবা-
রণী সভার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ভারতবর্ষের
গবর্ণর জেনারল যদি ঐ রূপ গোহত্যা নিষেধক কোন
উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের
মহোপকার হয় এবং দুগ্ধ ঘৃত সস্তা হইয়া পড়ে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কতক গুলি দেশীয়
ধনী লোক ও ইউরোপীয় একত্র হইয়া যশোহরের
অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত একটী
রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে শীঘ্রই এক জন দেশীয়
লোকের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জনরব ব্রহ্মরাজ থিবা পুনরায় বাণিজ্য দ্রব্যের
একচেটিয়া করিয়াছেন।

পারস্যে ভয়ানক বৃষ্টি ও তুষারপাত হইতেছে।

গবর্ণর জেনারল ও তাঁর সহেন্দ্রলাল সরকারে
বিজ্ঞান সভায় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

মহম্মদ হায়ত খাঁর ফাঁড়া কাটিয়াছে। তাঁহা
উপর যে গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছিল তি
তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

মৃত সিবিল সার্জ্জন আর, সি বসুর কন্যা
বিলাত যাইতেছেন। কনিষ্ঠা চিকিৎসা-শাস্ত্র
জ্যেষ্ঠা অন্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। ইহাঁরা ৩১
মার্চ্চ বোম্বাই পরিত্যাগ করিবেন।

১১ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সে
সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ২ শত লোকের মৃ
হইয়াছে।

শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ টার সময়ে গবর্ণর জেনা
শিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশীর বাবু
চন্দ্র গত বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
দিগকে এক এক খানি মূল্যবান বারাণসীর
পুরস্কার দিয়াছেন।

শিমলা শৈলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়া
এতদ্বিনক্সন লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।
রের দোকান ঘর প্রভৃতি পতিত হইয়াছে।
ক্রমে বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে।

শিলঙের প্রধান কমিশনর ও কণ্ট্রোলা
আপীসে আগুন লাগিয়া কাগজ পত্র পু
গিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভার দ্বারা কিছু সুবিধার

দেখা যাইতেছে। তাঁহারা টাউনহলে বসিয়া
র শিক্ষিত লোকদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করি-
ন। বৃহস্পতিবার রেভরেণ্ড কে.এম বন্দ্যোপা
র জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। এই সভা বসিলে
দেশে গিয়া ইঁহার কার্য্যাদি দর্শন করিতে পারেন
ডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের জবান
লওয়া হইয়াছে।

বিখ্যাত কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলিকোটের
ন ডিন্দুয় নিকট রামচন্দ্রের রাজত্বকালের
মুদ্রা আছে। ইহার এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার
অঙ্কিত আছে ও অপর পৃষ্ঠায় নাগরী অক্ষরে
অস্পষ্ট লিখিত আছে, তাহা কেহ বুঝিতে
ন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
পর কোন নবাগত মাজিষ্ট্রেটের হস্তে উপ-
গের সম্পূর্ণ ভার দিবেন না এইরূপ কল্পনা
য়াছেন। নূতন লোকের দ্বারা উপবিভাগের
কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না এবং
চার নিবন্ধন অনেক দরিদ্র লোক মারা
। আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে এ কথা
আসিতেছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে ইহার
শীগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অবশ্য
দিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এই
দেই বলে গরিবের কথা বাসী হইলেই মিষ্ট
।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বিদুষী রমা বাই
শ পরিত্যাগ করিবার মানসে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ
য়াছেন। তথায় ইঁহার কেহ অভিভাবক না
তেই ইনি বাধ্য হইয়া কন্যাটীকে লইয়া স্বদেশে
বর্ত্তন করিতেছেন।

এবার ৫ জন এটর্ণি পরীক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে
ল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ১ জন মাত্র
র্ণ হইয়াছেন।

১৮৮২-৮৩ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলে
শিবপ্রসাদ লাইসেন্স টাক্স উঠাইবার জন্য
া করিয়াছিলেন। পাইওনিয়র ইহাতে ক্রুদ্ধ
রাজাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু
ইহাতে দুঃখিত নহি, কেন না স্বভাব যায়
ল আর ইঁদুর যায় ধুলে।

গত বৎসর বর্ম্মা হাউসে ৫১৮০ টী নূতন
হয় ও ইৎসাক্রান্ত ১৪৮১৬ টী বক্তৃতা
য়াছিল।

শিল্পের আদর ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। এই
ভারতবর্ষে কত ভাল ভাল শিল্পী ছিল, কিন্তু উৎ-
হের অভাবে তাহারা শিল্পকার্য্য ভুলিয়া যাইল।
ই কার্য্যের উৎসাহদানার্থ ইউরোপের কত স্থানে
কত প্রদর্শনী হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই,
ভারতবর্ষে শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে নাচ তামাসা
হইয়া থাকে। দেশের লোকে যদি ক্রমশঃ এই
সকল বিষয়ের আদরে সমর্থ হন, তাহা হইলে
একটী মহোপকার হয়। দেশের শিল্পীদিগের
গুণপনা পরীক্ষা করিবার লোক নাই, এই বড়
দুঃখের বিষয়। পত্রান্তরে দেখা গেল, বুলন্দ সহর
বিভাগে আলী মজিদ নামক একজন কুম্ভকার
মৃৎপাত্র সকল এমন সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করে যে,
অনেক সুক্ষ্মদর্শী লোক তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া
থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বিভাগের কালেক্টর ঘটনা-
ক্রমে তাহার নির্ম্মিত একখানি প্লেট দেখিয়া
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাহার গুণপনা সাধারণে
প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতের দক্ষিণ কেনসিংটন
মিউজিয়মে লিখিয়া পাঠান। এ ব্যক্তি উক্ত মিউ-
জিয়মের নিমিত্ত নানাপ্রকার মৃৎপাত্র প্রস্তুত করি-
বার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আসামের কুলিনিস্কাসন বিধি সম্বন্ধে মুর্খদিগের
রক্ষার্থ সভা যে অনুসন্ধান করিতেছেন সার জর্জ্জ
ক্যাম্বেল তাহার ফল-শ্রুতির অপেক্ষা করিতে
পারিতেছেন না। তিনি সত্বরেই ষ্টেট সেক্রেটারির
নিকটে এই বিষয়ের দরখাস্ত করিবেন।

টেলিফোনে চিকিৎসা-কার্য্যও সম্পন্ন হইতে
লাগিল। আমেরিকার একখানি সংবাদপত্রে লিখিত
হইয়াছে তত্রত্য এক গৃহস্থের একটী অল্পবয়স্ক বাল-
কের সর্দ্দি হইয়া বসিয়া যায় এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাস
ফেলিতে কষ্ট হয়। গৃহস্থ সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা
করাইবার জন্য ১০ মাইল দূরস্থিত একজন
ডাক্তারকে টেলিফোনে বলিয়া পাঠান। ডাক্তার
অবসর অভাবে আসিতে পারিবেন না বলাতে গৃহস্থ
বালককে নিকটস্থ টেলিফোন আপীসে লইয়া গিয়া
তার সংযোগে বালকের কাশীর শব্দ শুনান। এবং
তাহার সমস্ত বিষয় ডাক্তারকে বলেন। ডাক্তার
এই শব্দ প্রভৃতি শুনিয়া তাহাকে যে ঔষধ দেন
তাহাতেই বালক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারদিগের বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া
দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা
ব্যয় দিতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু ডেপুটী পোষ্ট-
মাষ্টারদিগের কি? তেলেই জল বাঁধে।

কোরা কাপড় ধৌত করিবার জন্য বোম্বায়ে
একটী কল স্থাপিত হইতেছে। সেদিন তত্রত্য
একটী কাপড়ের কলে আগুন লাগিয়া ৮ লক্ষ
টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ওদিকে ম্যাঞ্চে
ষ্টারের বণিকগণ জাগিয়াছেন, এদিকে ব্রহ্মা
লাগিলেন।

আমদানী শুল্ক উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া গবর্ণ-
মেণ্টের পোর্মিটটী রাখিবার ইচ্ছা নাই। ল
ও মদ্য প্রভৃতির শুল্ক রেবিনিউ বোর্ড কালেক্টরি
পুলিস দ্বারা সংগ্রহ করিবেন।

প্রস্তাবটী বলেন এতাবৎ পলতা হইতে কলিক
তায় মাটীর পাইপে জল আসিতেছে। পূর্ত্ত
বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বকলি সা
নহরের বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছে
মাটীর পাইপে যেরূপ খরচা হয়, নহরের বন্দো
হইলে তদপেক্ষা হইবে না। কলিকাতার মিউনি
পালিটী বকলি সাহেবের মতে মত দিয়াছে
পলতা হইতে ব্যারাকপুরের ট্রঙ্ক রোড ও ইষ্ট
বেঙ্গল রেলওয়ের মধ্যের রাস্তা দিয়া আসিবে।
জন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন ইংরাজ ও
রসিয়ার ব্যারাকপুর হইতে জরীপ কার্য্য আরম্ভ ক
য়াছেন। কিন্তু সাহেব মিউনিসিপালিটির এ প্রস্তা
মত দেন নাই। তিনি বলেন যে, জল অনা
থাকিলে, রাস্তার ধুলা ও কাদায় তাহা অপরি
হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের ও ঐ মত। কে
রাস্তার ধুলা বা কাদা নহে, অন্যান্য অনেক কার
অপরিষ্কার হইবে।

নিম্ন-শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী পরী
সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,
নিয়মটী যাহাতে আর এক অথবা দুই বৎসর
স্থগিত থাকে, তদুদ্দেশে নিম্ন শ্রেণীর ওকা
পরীক্ষার্থীগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবে
করিয়াছেন। যাঁহারা পড়িয়া শুনিয়া এ
নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁ
দিগের মধ্যে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে না পারি
তাঁহাদিগের শ্রম এককালে ব্যর্থ হইবে,
ভাবিয়া ইঁহারা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট
বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি
মের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত দেখিয়া অ
আনন্দলাভ করিতেছি। এ সপ্তাহে একখানি
ছাপাপত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়া উপস্থিত
য়াছে। তাহাতে দেখিলাম, "আগামী বৈশাখ
হইতে "পঞ্চায়ৎ" নামে একখানি সাময়িক
প্রকাশিত হইবে। "পঞ্চায়ৎ" প্রত্যেক
বাহির না হইয়া এক এক মাস অন্তর বাহির হই
ইহাতে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী এই দুই ভাষায়
শিত সমুদয় পুস্তকের সমালোচনা করা হই
সমালোচক মহাশয়দিগের ইচ্ছামত কোন
উত্তম ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা ইংরাজী
লিখিত হইতে পারে। কাব্য, দর্শন, জ্যো
গণিত, সংগীত, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অ
তিন জন করিয়া কৃতবিদ্য, নিরপেক্ষ ও সু
সমালোচক নিযুক্ত থাকিবেন।

ঙ্কলের কৃষকেরা ফিবিদেক নামক স্থানের
মীনিগকে বধ করিয়াছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লবণকর উঠাই
প্রতিকূলে বিতণ্ডা করাতে ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর
ক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এক প্রকার
নোট ও সাড়ে বার টাকা মূল্যের কোম্পানীর
গজ বাহির করিবেন।

বৈদেশিকদিগের অবস্থানের জন্য ১৮৫৬ অব্দে
াতে একটী আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে
লে ৮ হাজার বৈদেশিক অবস্থিতি করিতেছে,
ার মধ্যে ১৭৫০ ভারতবর্ষের আশ্রয়হীন
ক।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণ
রোহীদিগের রিটরন্ টিকিটের নিম্ন লিখিতরূপ
োবস্ত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর
সকল আরোহী ১৩০ মাইলের অধিক ভ্রমণ
রবেন, তাঁহারা দেড়া ভাড়ায় যে রিটরন্ টিকিট
প্ত হইবেন, তাহা দ্বারা তিনি ৪ মাসের মধ্যে
্যাগত হইতে পারিবেন। সাধারণ রিটরন্ টিকিট
ম দ্বিতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহীদিগকে প্রদত্ত
বে, তাঁহারা এক এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়া
দিবসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন।
ইণ্ডিয়া পাটনা, গয়া, ত্রিহুত ষ্টেট নলহাটী ষ্টেট
জপুতনা, মালওয়া, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা,
ম্বাই, বরদা ও মধ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে
মাসেরই টিকিট প্রদত্ত হইবে, কেবল সিন্ধু, পঞ্জাব,
ী, ইণ্ডস উপত্যকা, কান্দাহার ষ্টেট, পঞ্জাব,
ুর ষ্টেট, মান্দ্রাজ ও নিজাম, ষ্টেট রেলওয়েতে দুই
সের অধিক কালের টিকিট প্রদত্ত হইবে না।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি বলেন, ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জি
াম্পানীর জাহাজে অত্যন্ত অত্যাচার হইয়া থাকে।
নাপরাধে অনেক আরোহী ভদ্র সন্তান অনেক
ময়ে নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে
নাইলে তিনি ইহার কোন প্রতিকার করেন না।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মেডিকাল কালেজ হইতে
ম, বি, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন,
ালীকৃষ্ণ বাগচি, নারায়ণচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী
ট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর ও সুন্দরীমোহন দাস, বীর-
দ্র দে, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র পাল,
রিকাশঙ্কর রায় ও খগেন্দ্রনাথ সেন।

এল, এম, এস দ্বিতীয় বিভাগ।

বিধুশঙ্কর বসু, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, জয়কৃষ্ণ
ট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ দাস, অবিনাশচন্দ্র দত্ত,
ারদাপ্রসাদ ঘোষ, নির্ম্মলচন্দ্র ও প্রিয়নাথ গুপ্ত,
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ সেন গুপ্ত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কটক কর্ম মহলের অন্তর্গত অঙ্গুলের তহসিলদার বাবু নীরচাঁদ পট্টনায়ক ৩ মাস ছুটি লওয়াতে বাবু নিত্যানন্দ দাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টার ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন সান্যাল ১ লা এপ্রেল হইতে ৩ মাস ছুটী পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফেণাবের প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই পিফার্ডকে এক মাস ছুটী দিবার যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল।

বাবু কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় নওয়াপাড়ার ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মানভূমের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, সি. আর্ম্ি-থনট হাজারিবাগের সদর থানায় বদলী হইলেন।

গাথরগঞ্জের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, সি ভিগে ২৪ এ এপ্রেল হইতে ১০ মাস ও মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু জগৎচন্দ্র রায় ৩ মাস ছুটী পাইয়াছেন।

বাবু বনমালী প্রামানিক মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম রেলি এক বৎসরের ছুটী লওয়াতে বাবু হরিমোহন সেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ত্রিপুরায় বদলী হইবার যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মানভূমের সদর থানায় বদলী করা হইয়াছে।

মানভূমের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার বসু ত্রিপুরার সদর থানায় বদলী হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

গ্যারেট সাহেব ছুটী লওয়াতে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, এম নাস ২২ এ ফেব্রুয়ারি হইতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টারের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী পুলিসকমিশনর এচ, জি উইলকিন্স ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং কলিকাতা নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র সাহাবাদের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের প্রথম মুন্সেফ বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ চৌকীর বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

কলিকাতা বন্দরের লেপ্টেনাণ্ট এ, ডাব্লু ফ্রি কলিকা
নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থানের শান্তিরক্ষা
প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মুন্সেফ বাবু কৈলাস
মজুমদার ভলুয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদে বদলী হইলেন।
বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবেন, এবং ছোট আদালতের জজে
ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার কারি
পারিবেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কা
ষ্টার আর, এস, গ্রীনফিল্ডস লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনা
স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু চারুনাথ রায় বি, এল ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মু
হইলেন এবং প্রায় বাজিতপুরে থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

আমাদের জন্মভূমি শ্রীপাঠ শান্তিপুরে বারমা
তের পার্ব্বণ। অদ্বৈত গোস্বামীর আশীর্ব্বাদে
হিন্দুদিগের কল্যাণে এখানে প্রতিদিন প্রায়
লক্ষ শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া য
এতদ্ভিন্ন পরমভাগবত অদ্বৈত সন্তানদের ভ
বিগ্রহ-সেবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রভুপাদ গোস্বা
মহাশয়দের মধ্যে প্রায় সকলেই লক্ষ্মীবন্ত। এ
অনেকেরই ভবনে প্রাত্যহিক অতিথি-সেবার প
পদ্ধতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত রহিয়াছে। আ
গোস্বামীদের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল
কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া থাকি, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীকৃ
রাসযাত্রাটী সকলের টেক্কা। দোলযাত্রা উপল
গোস্বামী মহাশয়দের ভবনে প্রতিবৎসর যে স
আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে উ
গোস্বামীদের প্রতিপদের দোলই সকলের শ্রে
এই প্রতিপদের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর উ
গোস্বামীর ভবনে অনেকগুলি বিগ্রহ একত্রিত হ
থাকেন। এজন্য সেখানে বিস্তর লোকের সম
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই
বিগ্রহ দর্শন করিবার সময় লম্পটেরা স্ত্রীলোকদি
বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। অতএব আমা
নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু পাক
সময় লম্পটদিগের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখেন, ন
পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা।

নদীয়া জেলার ফিবর কমিশনরেরা এখানে
দিন মাত্র অবস্থিতি পূর্ব্বক কয়েকটী পুরাতন
দিঘী, কয়েকটী প্রধান রাস্তা ও মরা গাঙ্গটী
দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছেন। ঐ স্থান
তাঁহারা জ্বর সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমে
নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের দুঃখ
হেছে যে, উক্ত কমিশন তন্ন তন্ন করিয়া এখা

স্থানীয় করিয়া দিতে পারেন, তিনি এক জনকে লেঃ গবর্ণর করিতে পারেন; কিন্তু এই বিষয়টী তাঁহার সাধ্যের অতীত—তিনি এমন একটী লোক দিতে পারেন না যে তোমরা সকলেই তাঁহাকে সম্মান কর। তবে যে পর্য্যন্ত না উক্ত ব্যক্তি স্বীয়গুণবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া তোমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহাকে সম্মান করিতে পার না।" লেঃ গবর্ণর সার জর্জ কুপারকে বিদায় দানার্থ তাঁহারা যে নানা স্থান হইতে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ শ্লাঘা জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার আজীবন স্মরণ থাকিবে। অতঃপর ইহা বলিতে পারা যায় যে "যে ব্যক্তি এরূপ সকলের নিকট অধিকতর সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাহার যাহাই কেন দোষ থাকুক না, ভবিষ্যতে এরূপ কেহ বলিতে পারিবেন না যে তাহার নাম মসির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল অথবা তাহার থাকা কোনরূপ ফলোপধায়ী হয় নাই।"

বোধ হয় এতক্ষণে পাঠকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর সার জর্জ কুপার সাহেবের বক্তৃতার সবিশেষ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু রহস্য এই, তিনি কেবল তাঁহার সিবিলিয়ান ভ্রাতাদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে নিজ মুখে স্বীয় গুণগরিমা প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। আবার অন্য দিকে সিবিলিয়ানেরাও তাঁহাকে তদনুরূপ স্তুতিবাদ করিতে বিমুখ হন নাই। এ পদ্ধতিটী ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই! তিনি যে কয়েক বৎসর এতদঞ্চলের ধুরন্ধর হইয়াছিলেন, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে কি কি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চলিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার বাসনা। সত্য বটে তাঁহার শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়, এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছেন; কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় যে যদি ষ্টেটসম্যান পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নাইট সাহেব না থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনা আরও সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইত, এমন কি দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারিত! যাহা হউক, একণে তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলেন এবং সার এ, সি লায়াল উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেখা যাউক, এখন এ প্রদেশের লোকের ভাগ্যে কিরূপ ফল ফলে।

স্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন
য়, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি-
ধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের
বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।
ক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহ্‌ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শা-
জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ
ত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ,
ালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ
য জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে
স্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে
লে নষ্ট হইয়া থাকে।
ক সেরের মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ
। সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো-
না, পার্শ্বশূল, অভিন্যাস, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ
নালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনিয়মিত শ্বাস-
াস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর
ষ্ট করিয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।
এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।
এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে
রিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।
ষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:০:—

রোগাঙ্কুশ।

৬ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন
াপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।
এই অশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র
র বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়,
ীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মূত্রবহুল্য দোষ ও স্ত্রী কিম্বা
ষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি
দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা
য়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য
। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য
বন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়।
সর্ব্বসেব্য নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা
ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল
হিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃপ্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুধিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য-রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

তাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার চত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ আনেক্স আধার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—সাঁইতা	১০
" " মহেন্দ্রনাথ রায়—চাকুলাল	৭৷০
" " রামনিজু মুখোপাধ্যায়—পাণ্ডুয়া	৬
" " চন্দ্রকান্ত ঘোষ—খঞ্জনপুর ,	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বহাত চিঠি, মণি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা পরে প্রতি পং /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। | প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং | ১৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ... টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ১৫ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২৭ এ মার্চ্চ। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অগ্রিম ... মাশুল সমেত ... ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নাটকগুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি, ক্যানিঙ লাইব্রেরি প্রভৃতি পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্বপ্নময়ী নাটক—(নব প্রকাশিত) মূল্য			১॥০
সরোজিনী ঐ	...	...	১৵০
পুরুবিক্রম ঐ	...	..	১৲
অশ্রুমতী ঐ	..	...	১॥০
এমন কর্ম্ম আর করব না (প্রহসন)			৷৵০

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকাতা।

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কলম, সুগন্ধি দ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রকার শীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, তামার প্লেট, মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

পারারোগারোগ্য সমাচার।

"শিবাক্ষয়-ঘৃত শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

"শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "শিবাক্ষয় ঘৃত আমার ভাগ্নেয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, ইহা যে শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীমাধবচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা সুবের বাজার, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাক্ষয় ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এই দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর যখন এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, তখন ইহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং ১ লা ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মান্যবর সার ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের খাজাঞ্চি। পাথুরিয়া ঘাটা কলিকাতা।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ শ্বেত প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক.

আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন, ইহা সেবনে পক্ষাস্তর রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছুদিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রহস্য!!—মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় মাশুলখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টাকী ২ নং কার্য্যালয়)

প্রেরিতপত্র

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতবাসিদের একটী ন কৃতি ও কীর্ত্তি। উহার গঠননৈপুণ্য দর্শন ল চমৎকৃত হইতে হয়। অনেকে বিবেচনা ন গ্রীশদেশীয় শিল্পী দ্বারা ঐ মন্দির গঠিত হই- ল; কিন্তু বাস্তবিক সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমা- । অদ্যাবধি আগ্রা এবং জয়পুরে সুনিপুণ ভাস্ক চমৎকার প্রস্তরের কার্য্য করিতেছেন। জয় রাজ্যের সমাধি মন্দিরগুলি দর্শন করিলে বোধ যে, ইউরোপেও তাদৃশ পরিষ্কার কার্য্য অদ্যা সম্পন্ন হয় না। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরও তদ্রূপ একটী উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু র বিষয়, হিন্দুদিগের এই পুরাতন কীর্ত্তিটী প্রায় হইয়া পড়িতেছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের ীর এবং তদন্তর্গত দেবমন্দিরগুলির অনেক দিন ন্ত সংস্কার হয় নাই। এক্ষণে সেগুলি জীর্ণাবস্থা- তরুলতায় আচ্ছন্ন, এবং পতনোন্মুখ হইয়া দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। এতদবস্থায় র না হইলে তাহা শীঘ্র ভূমিসাৎ হইবে, হ নাই। প্রধান মন্দিরটীরও অবস্থা ভাল নহে, বৎসর উহার মধ্যদেশ হইতে একটী বৃহদাকার র স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত । এক্ষণে উহার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিতে ম্ভ হইয়াছে। ন্যূনাধিক এক বৎসর গত হইল র মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বার জীর্ণতাবশতঃ অবরুদ্ধ া যায়।

ুরীর তত্ত্বাবধায়ক রাজা সে বৎসর দ্বীপান্তরিত হন। র সন্তানটী নিতান্ত শিশু, অতএব রাজসংসারের ন ব্যক্তির নিকটে এক্ষণে এ বিষয়ে উপকার ভর প্রত্যাশা নাই। এ দিকে ভক্তিপরায়ণ যাত্রিগণ াথদেবকে যাহা দান করিতেছেন, তৎসমুদায় তি মঠধারী বাবাজিরাই গ্রাস করিয়া ফেলেন। া অতুলধনসম্পন্ন, আবার এই সকল অর্থ া কেবল আপনাদের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে- , প্রস্তরময় সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে , বহুমূল্য কণ্ঠী ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু যে ার প্রভাবে তাঁহাদের ঈদৃশ প্রতিপত্তি, তৎ- ত কিছুমাত্র মনোযোগ নাই।

পূর্ব্বে পুরীতে উক্ত মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত টী সভা সংস্থাপিত হয় এবং বিজ্ঞাপন পত্র মুদ্রিত হইয়া সদাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত য়াছিল; কিন্তু তৎকালে কেহই এতদ্বিষয়ে মনো- যোগী হন নাই। যেপ্রকার কাল পড়িয়াছে, এক্ষণে দেবদেবীর প্রতি আর কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ভক্তিপরতন্ত্র হইয়া কেহ যে এই সৎকার্য্যে অর্থদান করিবেন, সে আশা অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের একমাত্র ভরসা এই,—গবর্ণমেণ্ট আর্য্য- দিগের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের রক্ষা করিতেছেন। যেখানে উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি দেখিতেছেন, বহুব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তাহার সংস্কার করাইতেছেন। আমরা সেই আশায় উৎসাহান্বিত হইয়া প্রার্থনা করি, আমাদের দয়াবান গবর্ণমেণ্ট এই বহুকালের প্রসিদ্ধ মন্দিরটীর সংস্কার করাইয়া হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করুন। এ দিকে দেশীয় রাজা এবং জমিদারদিগকেও জ্ঞাত করিতেছি, হিন্দুনামের প্রায় সমস্ত কৃতি দিন দিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কতক- গুলি প্রাচীন প্রথা ভিন্ন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আর কোন সম্পত্তি নাই। অতএব তাঁহারাও এই সৎ- কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া স্বদেশের একটী মহৎকার্য্য রক্ষা করুন।

কটক
সম্প্রতি কলিকাতা } শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য্য।

গোবরডাঙ্গা।

যাঁহারা সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের নক্সা দেখি- য়াছেন, তাঁহারা গোবরডাঙ্গায় সন্নিহিত রেলপথের বক্রতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং বুঝিয়া- ছেন একমাত্র গোবরডাঙ্গাই এই বক্রতার কারণ। যাতার জন্য সহজ সরল রেলপথের এরূপ বক্রভাব ঘটিল তাহা কিরূপ স্থান স্বল্প দিনের মধ্যে যতদূর জানিতে পারিয়াছি লিখিতেছি। বসীরহাট সবডিভি- জনের মধ্যে লোকসংখ্যা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিতে গোবরডাঙ্গা অদ্বিতীয়। তাবে বোধ হইতেছে এ স্থানটী রেলওয়ে কোম্পানির একটী প্রধান আড্ডা ও বিশেষ লাভের কারণ হইবে। গোবর- ডাঙ্গার বাহ্যদৃশ্যও দূর হইতে দেখিলে বড় মন্দ দেখায় না। কিন্তু যতই ইহার ভিতর প্রবেশ করা যায় ততই বিরক্তি জন্মিতে থাকে, কেন এমন হয় ক্রমে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

(বিদ্যালয়) গোবরডাঙ্গায় একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও খাটুরায় একটী বাঙ্গালা স্কুল আছে, উভয়ই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত। কিন্তু কোথাও আশানুরূপ ছাত্রসংখ্যা নাই। লোকের বিদ্যানুরাগহীনতাই বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশার নিদান। এখানে যে সমস্ত ধনী মহাশয় আছেন, বিদ্যা তাঁহাদের ধনের হেতু নহে, সুতরাং তাঁহারা স্বীয় সন্তানদিগকে অধিক লেখাপড়া শিখান আবশ বিবেচনা করেন না, সচরাচর হাতের লেখা ও কথা লেককষা শিখিয়াই ধনীসন্তানগণ ব্যবসায়কা নিযুক্ত হন, এই নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র পা যায় না, সাধারণে তাহার সাহায্যও করে এ দিকে সামান্য পাঠশালার সংখ্যা ৫। ৬ টী তাহার ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩।৪ শত হইবে। কিন্তু উ উভয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একত্রে দেড়শতেরও অ গোবরডাঙ্গার জমিদার মহাশয়েরা অগত্যা দিয়া বৈদেশিক ছাত্র আনয়ন করিয়া কোনরূ স্কুলের জীবন রক্ষা করিতেছেন !! যে স্থানে বিদ্য এত অনাদর সে স্থানটী কেমন পাঠক মনে তাহার চিত্র অঙ্কন করুন।

(নদী) বিশীর্ণদেহ, পঙ্কিল ও শৈবালাচ্ছ যমুনা অত্রত্য লোকের জীবনধারণের প্রধান লম্বন। সমধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহার সংস্ক কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই। কাহারও সংস্কার করিলেও অদ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আবার সেই হইবে, অতএব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিড় মাত্র। আমি কিন্তু এ সকল কথা বুঝিতে পারি না। বারোয়ারি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ও সৌ নতায় অর্থের সপিণ্ডীকরণ হইতেছে। যদি সমস্তের কিয়দংশ বাঁচাইয়া প্রতি গৃহস্থের কিছু কিছু চাঁদা লওয়া যায় এবং তেমন গবর্ণমেণ্টের নিকট সকলে সমস্বরে ক্রন্দন করা মনোরথ নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে। পঞ্চাশ ব পরে পুনরায় কাটাইতে হইলেই বা দোষ যদি তেমন আবশ্যক হয় তবে মন থাকিলে পুন টাকার যোগাড় করা তখন অসাধ্য হইবে শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকিলে কিসের অভ পুনরায় সংস্কারের ভয়ে হাত পা ছাড়িয়া দিলে নির্ম্মাণ প্রভৃতি কোন কার্য্যই হয় না। আবার লাগিবে বলিয়া কে কোথায় আহার ত্যাগ ক থাকে? শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু সুরথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে যমুনা সংস্কারের বি আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাদৃশ বড় নহেন। যাঁহারা যত্ন করিলে দশজনকে করিতে পারেন তৎকালে তাঁহারা কোর্ট ওয়ার্ডে ছিলেন। ফলতঃ যতদিন গোবরডা জমীদার মহাশয়েরা সাধারণের ক্লেশে সহা প্রকাশ না করিবেন ততদিন এ অঞ্চলের উদ্ধ নাই। জগদীশ্বর যাঁহাদের হস্তে বিপুল অ দিয়াছেন তাঁহাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিয়া প্রজা নিবারণ করুন। এত ধনী থাকিতে কেন এ কার লোক বিষ খাইয়া মরে? কেন স্বয়ং একমত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে

ন ·েটের ও বিশেষরূপে লভ্য হইবে। এই জন্য
এবং বিনীত বচনে আমাদের মহামান্য লেঃ গব-
র্ ডেন বাহাদুরকে অনুনয় করিতেছি যে তিনি
ভাপুলি বা বৈদ্যবাটী হইতে এই রেলওয়েটি
ত করিয়া দিয়া অন্ততঃ এই দুই জেলার লোকের
স্মরণীয় হউন।

উপসংহারে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে
মেণ্ট নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা আমাদের
র সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে হস্ত-
া করুন।

ই মার্চ ১৮৮২। } একান্ত বশম্বদ
শ্রীতারাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১৫ ই চৈত্র সোমবার।

যথার্থ গ্রীষ্মের ক্লেশ না পদমর্য্যাদা?

র্দিকের করাত আর ঋতু পরিবর্ত্তন ভারত-
র পক্ষে এই উভয়ই সমান। শীতঋতু অন্তর্হিত
, মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ প্রখর হইয়া আসিল,—ভার-
অংশ্রাদ্ধের বারতিথি উপস্থিত, জলস্রোতের
টাকা খরচ হইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা
া শৈল শিখরে গিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। আবার
বর্ষা শরদের অত্যয়ে ধীরে ধীরে সকলে পুনঃ
কতলে উপস্থিত হইলেন। এই যে গ্রীষ্মকাল
লয়াছে, ভারত বুক চিরিয়া টাকা বাহির করিয়া
ন, নতুবা সুখবিলাসী পুরুষদিগের উত্তপ্ত দেহ
তল হয় কই?—গরমে আপাদ মস্তক আরবের
ভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া উঠিয়াছে। পাঠক!
তে পারেন, এ গরমটুকু কিসের? সাহেবেরা
প্রধান স্থানের লোক, তাঁহাদের জন্মভূমি চির-
রাচ্ছন্ন, সেখানে সতত হিমাক্ত শীতল সমীরণ
তেছে, ভারতবর্ষের অনলঙ্গারবৎ উষ্ণ বায়ু তাঁহা
সহ্য হয় না, তজ্জন্য কি তাঁহারা শীতল শৈল
রে আরোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন? গরমি
, কিন্তু সেটী স্থানের গরমি নয়,—মনে মনে
রা দেখুন, এটী পদের গরমি, এটী একপ্রকার
মর্য্যাদা। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে গ্রীষ্মকালে
কণ শৈলচূড়ায় গিয়া অবস্থান করিতে হয়,
হইলে বোধ করি কোনরূপ অবমাননা আছে।
মর্য্যাদা,—এটী পদের গরমি কেন বলিতেছি?
ঠক! দেখিতেছি, তাই এমন কথা বলিতেছি।
ন দেখি কথাটা কি অন্যায় ও অসঙ্গত হইতেছে?

মহাত্মা ইডেন সাহেব আমাদের অনেক কালের পরিচিত লোক। আমরা তাঁহাকে বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছি। তৎকালে তিনি বঙ্গের প্রিয় সুহৃৎ পরম হিতৈষী ছিলেন। আমরা সহস্র বদনে তাঁহার গুণানুবাদ করিতাম। কই,—তখন ত সেই মানুষ, সেই শরীর,—এত গরমি ত লাগিত না? তিনি অন্যান্য আরও অনেক কার্য্য করিয়াছেন, এ দেশে অনেককাল আছেন;—কই তখন ত শৈলবিহারে যাইতেন না? বলুন দেখি, হিমসিক্ত ইংলণ্ডনিবাসী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের তখন এ গরমি কোথায় ছিল? আমরা জানি না, তাপমান-যন্ত্র সংযোগেও তাহার নিদর্শন পাই না। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদ পাইলেন, আর অমনি গ্রীষ্মে গলদঘর্ম্ম, শরীর জর্জ্জর হইয়া উঠিল,—শৈলসঞ্চালিত মারুত হিল্লোল না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। বলুন দেখি, তবে কি এটী পদমর্য্যাদা নয়?

আমরা দেখিতেছি, এই পদমর্য্যাদাই ভারতবর্ষের বিনাশহেতু হইয়াছে। যিনি চিরকাল গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য সহ্য করিয়াছেন, আর পাঁচ বৎসরকাল যে তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ইহা কখন সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, প্রধান ব্যক্তি চলিলেন, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুচরবর্গ চলিলেন, তাঁহাদের পাথেয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়, এই সমস্ত অযথা খরচে ভারতের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে এই প্রস্তাব লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও এই অবৈধ ব্যয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত। কিন্তু দুঃখের কথা, আমরা শুনিতেছি এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিই অধিক কড়াকড় করা হইতেছে। তাঁহারা যে যথার্থ ব্যয়ানুরূপ ন্যায্য টাকা পাইবেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমরা আশা করি, এই প্রবাদটী আদৌ মিথ্যা হউক। কারণ, ইহাতে দুটী অনিষ্ট ঘটিতেছে। এক অনিষ্ট এই, গবর্ণমেণ্ট যখন ব্যয় সংকীর্ণ করিবার কল্পনা করেন, তখনই প্রায় এতদ্দেশীয় হতভাগ্য ব্যক্তিদিগেরই প্রথমে প্রাণসংশয় হয়, সুতরাং সেটী গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের কথা। দ্বিতীয় অনিষ্ট এই, এদেশীয় কর্ম্মচারিগণ যৎসামান্য বেতন পাইয়া থাকেন। সে কারণ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত টাকা না দিলে শৈলবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। শৈলারোহণ এককালে নিষিদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন্ কালে যে এই আশা ফলবতী হইবে আমরা তাহা বলিতে পারি না। সিমলায় গবর্ণর জেনরলের রম্য ভবন নির্ম্মিত হইলে বরং কলিকাতা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া

পড়িবে, সিমলাই ভারতবর্ষের প্রধান রাজধা
হইয়া উঠিবে। তখন উভয়তঃ পরিভ্রমণের ব
বাহুল্য হইয়া আসিবে। যাহা হউক, এখন আম
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অশ্রুপাত করিতে অভিল
করি না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার বিধি ব
স্থাপিত করুন যে, এতদ্দেশীয় লোকমাত্রেই শৈ
গমনের যাবতীয় ন্যায্য ব্যয় পাইবেন। কারণ, পর্ব্ব
বাসে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। পক্ষান্ত
ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে এ সম্বন্ধে এক কপর্দ্দক
দেওয়া হইবে না। কারণ, তাঁহারা নিজ স্বা
নিমিত্ত শৈলবাস করেন; তাহাতে রাজ্যের কো
উপকার নাই। যে কার্য্যে রাজ্যের উপকার ন
তজ্জন্য সাধারণ রাজস্ব হইতে অর্থ গ্রহণ করা অ
র্ত্তব্য। যদি এমন বিবেচনা করেন, ভারতব
জলবায়ু ইংলণ্ডবাসিদের পক্ষে অনিষ্টকর, সুত
স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে না পাইলে কে
সম্ভ্রান্ত লোক এদেশের রাজকার্য্যে ব্রতী হ
আসিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ আশ
সমূলক নহে। জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অন
ইংরাজ ভদ্রসন্তানেরা বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে
করিতেছেন, তাঁহাদের ত প্রায় কোন পী
হয় না। তবে কয়েকজন গবর্ণর জেনরল এ
হইতে প্রতিগত হইয়া অকালে প্রাণত
করিয়াছেন। তদ্দর্শনে অনেকেই ভীত হই
পারেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের আয়ুঃ হ্রা
অন্য কারণ দেখিতেছি; এতদ্দেশে আসিয়া তাঁহ
সর্ব্বদাই আপন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, নি
বায়ু সেবনের নিমিত্ত বহির্গত হইতে পারেন
সুতরাং শরীর সুস্থ থাকে না। প্রভাতে
সন্ধ্যাতে উপযুক্তরূপ বায়ু সেবন করিলে অব
দেহ সুস্থ থাকিতে পারে। প্রাসাদের উপর
সেবন করিয়া তাদৃশ উপকার হয় না। আমা
বিবেচনায় বঙ্গদেশে গবর্ণর জেনরলের যে
আবাসস্থান আছে, উহা ঠিক তদ্রূপ থাক্; সি
লায় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃথা অর্থ ব্যয়ের কি
আবশ্যকতা নাই। রাজপ্রতিনিধি মধ্যে
দার্জ্জিলিঙে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই তাঁ
শরীর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এদিকে লেপ্টেনণ্ট গ
ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর শৈলগমনের কোন প্র
জন নাই। এই উপায় অবলম্বন করিলে
অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

দেশীয় রাজাদের সেনাবল।

পাওনিয়র পত্রিকাখানি থাকিয়া থাকিয়া
একবার নিদ্রাঘোরে প্রলাপ দেখিয়া ফুকুরে চীৎ
করিয়া উঠেন। সম্প্রতি কাগজে একটী অ

ত্বা দেখিয়া আমরা তাহা সম্বরণ করিতে পারি এতদ্দেশীয় রাজগণের নিকট কয়েক পল্টন কয়েকজন করিয়া তালপত্রের সিপাহি আছে, নিয়র বলেন কোন কালে এই সমস্ত সৈন্য র মিলিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট তে পারে। এই আশঙ্কাটী যার পর নাই রাবহ। যাঁহারা এ দেশে অবস্থিতি করিয়া এদে- লোকের আচরণ ও মনোগত ভাব বুঝিতে না ম, এমন গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের লেখনী ধারণ কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা সকলেরই ঘোর অনিষ্ট লেখকের এবম্বিধ ভয় ও সঙ্কোচ দেখিয়া াদের একটী কৌতুকাবহ গল্প মনে পড়িয়া । একস্থানে রামায়ণের সংগীত হইতেছিল; কেরা চামর দুলাইয়া, মন্দিরাতে ঝমাঝম শব্দ য়া, চুপ্ চুপ্ পা ফেলিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণবধের গাইতেছিল। ইত্যবসরে তথায় এক গুলি- র উপস্থিত হইয়া গায়কদিগের বীরবেশ এবং সজ্জা দর্শনে ক্রোধভরে বলিল,—"থাম থাম, র ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িয়া রামচন্দ্র সকলি করে- , তোমরা আবার চামর মন্দিরায় রাবণ বধ বে?" পাঠক! পাওনিয়রের আশঙ্কাফলও রা ঠিক তদ্রূপ দেখিতেছি। যখন ব্রিটিশ প্রতাপ শে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, ইংরাজদের সঙ্গে এদেশীয়দের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ঘটে নাই, ালে এদেশীয় রাজগণের বল বিক্রম অক্ষুণ্ণ , তখন তাঁহারা যড় ইংরাজের অনিষ্ট করিয়া- , তা এখন আবার সকলে মিলিত হইয়া তাঁহা- উপর উৎপীড়ন করিবেন। এপ্রকার প্রলাপ- মুখাগ্রে আনিতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়। যে সকল বৈদেশিক ব্যক্তির মনে এরূপ উদিত হয়, আমরা আহ্বান করিয়া বলি- তাঁহারা অতীতসাক্ষী ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা ন,—ভারতবাসীদের চরিত্র এবং প্রভুভক্তি নিঃস- রূপে বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিশ্চিত তেছি, তাঁহাদের মনের সংশয় এককালে তিরো- হইবে। মুসলমান সম্রাটের শাসনকালে এদে- অনেক নৃপতির সৃষ্টি হয়। সম্রাট দিল্লীর াসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন ইহা নাম মাত্র, অন্তঃপুরে অপ্সরা তুল্য মোহিনীগণেই পরি- ত থাকিতেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করি ক্ষণকাল অবসর পাইতেন না। এক একটী শে শাসনকর্ত্তা থাকিতেন, তাঁহাদেরও কর্ম্ম- া ততোধিক। সকলেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ বিল বুঝিতেন, রাজকার্য্যে কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ তেন। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা যাব কার্য্য সম্পন্ন করিতেন বলিলে অন্যায় হয় না। তাঁহাদের নিকট বিস্তর সৈন্য থাকিত, নবাবের কিম্বা সম্রাটের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা স্বয়ং সসৈন্যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, বীরসিংহপুরের রাজগণ সর্ব্বদাই মুর্শিদাবাদের নবাবকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। বর্দ্ধমানের এবং নবদ্বীপের ভূস্বামীরাও নবাবের বিস্তর সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে একাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আকবরের যাবতীয় সেনা মহারাজ মানসিংহের অধীনে ছিল। মুসলমান নবাব এবং সম্রাট অত্যাচারী না হইলে তাঁহাদের প্রচণ্ডপ্রতাপরবি কস্মিনকালে অস্তমিত হইত না। কিন্তু সামান্য রাজস্ব বাকি পড়িলেও তাঁহারা জমিদারদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা দিতেন, তজ্জন্য কখন কখন গোলযোগ উপস্থিত হইত, নতুবা এদেশীয় রাজগণের প্রভুভক্তির তুলনা নাই।

আমরা অধিক দিনের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, অন্যের কথা উল্লেখ করিয়াই বা ফল কি? পূর্ব্ব হইতেই এদেশীয় রাজগণ ইংরাজদিগের প্রাণপণে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন, তাহা কে বিস্মৃত হইয়াছে? বলিতে কি ত্রিবাঙ্কুর, হাইদ্রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের নৃপতিদিগের নিকটে ইংরাজেরা অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন। কাবুল যুদ্ধে, বোয়ার যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ সবিশেষ আনুকূল্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের সৈন্য ও সমরায়োজন কমাইয়া দিলে কেবল যে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয় এমন নহে, কেবল দেশীয় রাজগণকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া হয় এমন নহে, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি আছে। বলিতে হয় না, কিন্তু উপদেশচ্ছলে বলি তাহাতে অপরাধ নাই,—ইতিবৃত্তে দেখাইয়া দিউন, কোথায় কোন জাতির প্রতাপ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। ঐ রোমক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহার অব্যাহত প্রতাপ বিনষ্ট হইবে, কাহার এমন বিশ্বাস ছিল? গ্রিসের দিন মনে করুন, কে জানিত তাঁহার বল বীর্য্য অবসন্ন হইয়া পড়িবে? আজ ইংরাজরাজ চতুর্দ্দিকে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার সুখসম্পত্তি দর্শনে ইউরোপী রাজগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইতেছেন, এক দিন তাঁহারা যে এদেশ আক্রমণ করিবেন না, তাহা কখন সম্ভাবিত নহে। কিন্তু দেশীয় রাজগণের সমীপে সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করিতে পারিবেন এবং আত্মরক্ষায়ও সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে সহায়শূন্য এবং দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মনোকষ্ট পাইতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক; ইহাঁরা রণনিপুণ হইলে, ইহাঁদের প্র সমরায়োজন থাকিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অন ভূরি উপকার লাভ করিবেন। রাজ্য বারম্বার হইবে না, অথচ তাঁহারা প্রয়োজনানুযায়ী নি সৈন্য পাইবেন। এদেশীয় লোক প্রতারণা বিদ দীক্ষিত নহেন, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজগণের সঙ্গে মিত্রতা করিলে কোন আশঙ্কা নাই, এ কথা আমরা নিশ্ বলিতেছি। পাওনিয়রের আশঙ্কা অনর্থক ও লক। ভারতবর্ষকে দৃঢ় করিতে হইলে এখান সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সর্ব্বাংশে বিধে এ দেশের লোকেরা পণ্ডিত হইলে এবং সাম কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করিলে এদেশীয় প্র কখনও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে না।

ভারতের স্বত্বাধিকার কি ইংলণ্ডেরই লাভের নিমিত্ত নহে?

লো সাহেব নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ভারতব স্বত্বাধিকার ইংলণ্ডের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, ই অধিকারে ক্ষতি ভিন্ন লাভের লেশমাত্র ন তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ৭০, সত্তর হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এখানে অব করিতেছে, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে ইংলণ্ডবা কিছুতে সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে না, সে কারণ বৎসর বহুসংখ্যক লোক অকালে কালগ্রাসে প হইতেছে। সৈন্যদিগের বেতনাদি বাবদে যে হইতেছে, তাহা প্রত্যর্পণ করা যায়, কিন্তু ইংল যে মনুষ্যগুলি এখানে প্রাণত্যাগ করিতেছে, দিগকে কে প্রত্যর্পণ করিবে?

লো সাহেবের এই বাক্যগুলি কতদূর যুক্তি পাঠক! বিচার করিয়া দেখুন। প্রকৃত পক্ষে ভা বর্ষে ৭০,০০০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য নাই, ৬০,০০০ ষাট হাজার ইউরোপীয় সৈনিক এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কিন্তু এই হাজার সৈন্য প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে আ হয় না এবং তাহারা এ দেশে আগমন করে, কালের জন্য তাহারা এখানে বাস করে না। পরিত্যাগ করিয়া সকলেই স্বদেশে প্রতিগত তেছে, অতএব এতদ্দেশের জল বায়ু জনিত যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারাই প্রকৃত ক্ষতির পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের তুল এখানে সৈনিক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মৃত্যুস কত অধিক তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের করা দুই জনের মৃত্যু হয়, ইংলণ্ডে পুর্ণবয়স্ক ব গের শতকরা এক জনের মৃত্যু হয়, অতএব ভা

ইউরোপীয় সৈনাদের মধ্যে প্রতি বৎসর ৬০০
লোকের মৃত্যু হইতেছে, স্বদেশে থাকিলে
না কেবল ৩০০ তিন শত লোকের মৃত্যু হইত।
জল বায়ুর কথা আমরা ততটা গুরুতর জ্ঞান
না, সকলেই আপন আপন জন্ম ভূমিতে সুখ
তে পারে, পরন্তু ইংলণ্ডে অনান্য বহুবিধ
কারণ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তথায়
বৎসর কেবল রেলওয়ের দুর্ঘটনায় পূর্ণবয়স্ক
দিগের মধ্যে প্রায় ছয় সাত শত লোকের মৃত্যু
তদ্ভিন্ন যাহারা কারখানায় কার্য্য করে, তন্মধ্যে
কাংশ লোকের নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়া
, এমন কি কারখানার শ্রমজীবীদিগের গড়ে
চৌত্রিশ বৎসর আয়ুকাল নিশ্চিত হইয়াছে।
সমস্ত ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণীস্থ হইয়া এতদ্দেশে
মন করে, তাহারা কিছু সম্পন্ন ব্যক্তি নহে।
শে থাকিলে তাহাদিগকেও সামান্য বৃত্তি অব-
করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। অত-
ঐ সমস্ত সৈন্য ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিলে যে
ঘু লাভ করিত, তাহারই বা সম্ভাবনা কি?
তীত আরও দেখুন, ব্রিটেন রাজ্যে দিন দিন
কোপায় অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, তজ্জন্য
ক লোক দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ করিতে-
। যাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন, মাতৃ-
তে থাকিলে সেখানেও যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত
তে পারিতেন, তাহারই বা আশা কি? আমরা
প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, স্বদেশে তাঁহাদের
লের অন্নসংস্থান করা সুকঠিন হইত, অবশ্যই
াদের মধ্যে অনেকে দেশদেশান্তরে গিয়া পড়ি
। আজ যদ্যপি ভারতবর্ষবাসী সমস্ত ইউরোপীয়
কালে ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তথাকার
কি দুর্দ্দশা ঘটে বলিতে পারা যায় না। ইংলণ্ড
গণ বাণিজ্য কার্য্যের অনুরোধে এবং অন্যান্য
স্বার্থলাভের নিমিত্ত কত স্থানে নিয়ত গমনা-
করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের কত শত দুর্ঘ-
ঘটে এবং এক এক স্থানে এক এক অসমসাহসী
যাপলকে কত লোকের মৃত্যু হয় তাহার ইয়ত্তা
। বিবেচনা করুন তবে কি ভারতে লোক
যা ক্ষয় এত অধিক ও এত বিরুদ্ধ হইল?

আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি আর যদি ভারত-
ইংলণ্ডের হস্তগত না থাকিত, তবে তথাকার
ঈদৃশ অভ্যুদয় লক্ষিত হইত? ভারতের সমস্ত
লণ্ডে নীত হইতেছে; এ দেশের পূর্ব্বতন রাজা-
গের গৃহে বহুমূল্য মণিমাণিক্য ছিল, ক্রমশঃ
ই ইংলণ্ডের উদরস্থ হইল। পূর্ব্বে এ দেশে
ধনৈশ্বর্য্য ছিল, কুত্রাপি তাহার তুলনা ছিল না,
কণে ভারতের সেই সমস্ত সম্পত্তি ইংলণ্ডের কব

লিত হইয়াছে। ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের লাভ নাই, এ কথা কি তবে যুক্তিসঙ্গত না শ্রবণযোগ্য?

ভারতবর্ষের জল বায়ুর দোষ দর্শাইয়া ইংলণ্ড-বাসীরা সময়ে সময়ে অনেক প্রকার ভাণ করেন, মৌখিক কত আপত্তিই দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বলিতে পারি ভারতের অধিকার ইংলণ্ডের গলগ্রহ নয়, এটী ইংলণ্ডের পরম শুভগ্রহ। এখানে কত শত ইউরোপীয় প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক এক জনের বেতন সংগ্রহ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য হয়, স্বদেশে থাকিলে কি তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি ও এত লাভ হইত? ইংলণ্ডের উদর পরিপূরণের নিমিত্ত ভারতবর্ষ অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইল, তথাপি সকলে বলেন ইংলণ্ডের লাভ নাই। রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করুন, কয়টী প্রধান পদে এ দেশীয় লোক প্রতিষ্ঠিত আছে? উচ্চ উচ্চ যতগুলি পদ, তৎসমস্তই ইংরাজদিগের অধিকৃত, সামান্য কেরাণীর পদগুলিই এ দেশীয়দিগের লভ্য। কিন্তু সম্প্রতি ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের যে প্রকার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে অনুমান হয় উত্তরকালে এ দেশীয়দিগকে কেরাণীর পদগুলিও প্রদান করা হইবে না। সে দিন বেরেসফোর্ড সাহেব বিনা অপরাধে মিলিটারি ক্লার্ককে পদত্যাগ করিতে বলেন, দয়াবান গবর্ণর জেনরল তাহার কিছুই তথ্য লইলেন না। গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী বিভাগগুলি কেবল ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীতেই পরিপূর্ণ, এ দেশীয়েরা আর আদর প্রাপ্ত হইতেছেন না। ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিছু কাল পরে এ দেশীয়েরা সকল কার্য্যেই বঞ্চিত হইবেন। ফলতঃ যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে, গবর্ণমেন্ট অসঙ্কুচিত মনে তদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ডের মনস্কামনা পরিপূরণের নিমিত্ত হয় ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি এককালে নির্ম্মূল হইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তথাপি অনেকে বলেন ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই।

অতঃপর বাণিজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষনিবাসী ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটী লোক ইংলণ্ডের প্রস্তুত করা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে, অন্নজল ব্যতীত এদেশের উৎপন্ন কোন দ্রব্যই এদেশীয়েরা আর ব্যবহার করেন না, বোধ করি এটী অসঙ্গত প্রয়োগ নহে। যদ্যপি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকৃত না থাকিত, তবে এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য কখনই এতাদৃশ বিস্তীর্ণতা লাভ করিত না, আজ ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন না,

ইংরাজ বণিকেরা নানা প্রকার কৌশলে·
দ্বারা এ দেশের যাবতীয় ব্যবসায়ের কণ্ঠাবরো
করিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করি
ছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় এখন ইং
ণ্ডের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে
যদ্যপি বাণিজ্য এ দেশীয় লোকের হস্তে থাকি
তবে কি ইংরাজ বণিকেরা ভারতের সর্ব্বনাশ করি
সমর্থ হইতেন? এদেশীয় লোক ক্ষীণ, তাঁহাদ
কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং অবিচারে পড়ি
ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইতেছেন, তথাপি মুখে বা
নাই। বাণিজ্যই ইংলণ্ডের লক্ষ্মীশ্রী, ইংলণ্ডের অভ্
প্রতিপত্তি কেবল বাণিজ্যের বলে। এই ভার
বর্ষ ইংলণ্ডের সেই বাণিজ্যকার্য্যের প্রধান ক্ষে
এখানকার সমস্ত উপস্বত্ব ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে
তথাপি কোন কোন ইংলণ্ডবাসী বলেন যে, ভার
বর্ষ অধিকার করিয়া কিছুই ইষ্টসিদ্ধি নাই। ইং
তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রহ্মর
তথাকার বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার মনস্থ করি
ছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট একবারে ব্য
ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বোধ করি ব্রহ্মদেশাধিপ
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে এত
ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ব্রহ্মদে
একটী সামান্য স্থান, বিশাল ভারতবর্ষের ক
কণা, সেখানে ব্যবসায়ের যৎকিঞ্চিৎ অসু
দর্শনে এতাদৃশ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কেন? ·
কারণে এত ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছিল? ই
ণ্ডের ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই কারণ
অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মরাজ
কার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইলে ইংল
বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইত। দেখুন সাম
ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যে অল্প প্রতিবন্ধ উপস্থিত
যখন ঈদৃশ ক্ষতি বিবেচিত হইতেছে, তখন
ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিলে ইংলণ্ড
সুস্থির থাকিতে পারেন? এক্ষণে ভারতবর্ষই ই
ণ্ডের প্রধান উপজীব্য, তথাপি ইংলণ্ডবাসীরা
রূপ অভিযোগ করেন যে ভারতাধিকার তাঁহা
ঘোরতর গলগ্রহ হইয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি।

পাঠক! আপনারা এত বুদ্ধিজীবী
নিতান্ত নির্ব্বোধ কেন বলিতে পারেন? কি কা
আপনাদের সাংসারিক উন্নতির নাম মাত্র
তাহা জানেন? আপনারা জ্ঞাত নহেন।
নাদের দুরবস্থার যথার্থ কারণ আপনারা
জানেন না। যদি তাহা অবগত থাকি
অবশ্যই তবে এত দিন তাহার প্রতিকারের

...তেন। আপনাদের পরম সুহৃদ রাজনীত... ...রন্ধর মহাত্মা লর্ড লিটন সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালন... ...এত দিনে তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন। এখন ...র উপদেশানুসারে চলিতে ইচ্ছা করেন ত চলুন, ...নারা সভ্য ভব্য সংসারে একটা গণ্য মান্য মহা... ...াত ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন। শুনিয়াছেন, আপ... ...গোহত্যাকে মহাপাতক বিবেচনা করেন, সে ...ণ আপনারা অজ্ঞ, আপনারা সাংসারিক কোন ...র উন্নতির অধিকারী হইতেছেন না।

লর্ড লিটন যৎকালে ভারতবর্ষের প্রধান আসনে ...ষ্ঠিত ছিলেন, মহামহোদয় ষ্ট্রেচি সাহেব ...র কর্ণে গুরুমন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন, তৎকালে ...শের কীদৃশ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা কাহারও অবি... নাই। সাম্রাজ্যের সকল বিভাগেই মহা...নযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রজাবর্গ আলা... হইয়া উঠিল,—আবার সেই পূর্ব্বকালের পুরাণ ..., নিরো সিরাজদ্দৌলার জীবন বৃত্তান্ত সকলের ...পথে উদিত হইতে লাগিল। আমরা বলিতে ..., অনুমান বলে নয়, যথার্থ জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করি... বলিতে পারি,—তদ্রূপ চরিত্রের শাসনকর্ত্তা ...উপর্য্যুপরি দুই তিন জন এতদ্দেশে শুভাগমন ...েন, তবে হয় ভারতবর্ষ এককালে উৎসন্ন যায় ...া এদেশে ইংরাজ শাসন একেবারে মূলে ...পাটিত হইয়া পড়ে। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা ...লমান সম্রাটদিগের এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তা...দের অপযশ ঘোষণা করিয়া থাকেন, যাহাতে ...লমানদের প্রতি আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়, ...বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন; কিন্তু দেখুন মুসলমান ...শাসনকর্ত্তাদের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাঁহা... ঔদার্য্যগুণ অপ্রমেয় ছিল। এক স্বেচ্ছাচারিতা...র নিমিত্ত সকলেই তাঁহাদিগকে দূষিত করেন, ...ন্তু এখন এক এক জন ইংরাজ শাসনকর্ত্তার চিত্র ...দর্শন করিয়া আবার সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ... জাগরূক হইতেছে। লর্ড লিটন এদেশে ...কিয়া স্বেচ্ছাচারিতাদোষের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া ...য়াছেন, এক্ষণে ইংলণ্ডে প্রতিগত হইয়া তিনি ...শ্চিন্ততা লাভ করেন নাই। ভারতবর্ষে ত কোন ...ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না, কেহই ...তার গুণের পক্ষপাতী হইলেন না। সম্প্রতি ...তিনি মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া...ন, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা এবং মনোরঞ্জন দ্বারা ...া ও খ্যাতি স্থাপন করিবেন এই আশা মরীচি...র প্রতারিত হইয়া তিনি ভারতের সর্ব্বনাশ ...রিতে বসিয়াছেন। যে কোন উপায়ে কার্পাস...ত দ্রব্যের শুল্ক এক কালে রহিত হয়, এইটী ...হার আন্তরিক বাসনা। তিনি বলেন, রাজকার্য্য সম্পাদনে ভারতবাসিদের মত গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যে জাতি এখনও শীতলা দেবীর পূজা করে, গোহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া বিশ্বাস করে, রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে রাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাঠক! লর্ড লিটন যদ্যপি এদেশে না আসিতেন, তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতাম যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার তিনি কিছুই অবগত নহেন কিন্তু এদেশে তিনি কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া গেলেন, ভারত সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও তিনি এতদ্দেশীয় বিবরণে এত অনভিজ্ঞ? ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিদ্যালোক কেমন সুবিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা কি তিনি জানেন না? এদেশের নব যুবকেরা অল্প বয়সে বৈদেশিক ভাষায় বৈদেশিক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক বিদ্যা বুদ্ধিতে তদ্দেশবাসিদিগের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সশঙ্কিত। পাছে ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টক বিকীর্ণ হয়, পাছে এদেশীয় লোকে এদেশের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া বসেন, সে কারণ ইংলণ্ড ঈর্ষা ও ক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা কি তিনি জানেন না? লর্ড লিটন এদেশীয়দিগের বর্ত্তমান উন্নতিপথ স্বয়ং অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে কথাটী কি স্মরণ নাই? ভারতের সম্মোহমুগ্ধতার দিন গত হইয়া গিয়াছে, কৃতবিদ্য যুবকেরা আর এখন অন্ধ নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন না, তাঁহারা এখন সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও রাজনীতিবিশারদ, এখন তাঁহারা অনায়াসে সভ্য রাজার মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, তবে এখন কি তাঁহাদের সৎপরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে? লর্ড লিটন স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া কেবল যে আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, তিনি দম্ভ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। যৎকালে ভারতরাজ্য মহারাণীর হস্তগত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা মিল বলিয়াছিলেন যে, ভারত শাসনের ভার কোম্পানীর কিম্বা তৎস্বরূপ কোন সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত থাকিলেই ভাল হয়। কারণ ইংলণ্ডের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ লইয়া যে প্রকার দলাদলি চলিয়া থাকে, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের অধীনে ভারত শাসনের ভার বিন্যস্ত থাকিলে এথাকার লোকদিগের জীবন সংশয় হইবে। পাঠক! দেখুন মিল যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখন কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। ইংলণ্ডে উদারনৈতিক এবং অনুদারনৈতিক সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় রাজ... শাসন পক্ষে যে প্রণালী অবলম্বন করেন, অন্য সম্প্র...দায় প্রায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন... ইংলণ্ডের যাবতীয় লোকে সুশিক্ষিত, বিশেষতঃ... তাঁহারা সকলেই স্বাধীন, নির্ভয়ে মনের ভা... ব্যক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদে... বড় একটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে না, কি... ভারতবর্ষের সে প্রকার অবস্থা নহে, ভারত... ইংলণ্ডের দৃঢ় মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে, তি... পার্শ্ব ফিরাইবার অবকাশ নাই, সুতরাং ইংলণ্ডে... রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দলাদলিতে এখানক... লোকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে। ... মনের বেদনা ব্যক্ত করিলে হয় ত গবর্ণমেণ্ট ত... বিদ্রোহাত্মক বাক্য ভাবিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতে...ছেন, কিম্বা প্রজাদিগের কষ্টের কথা জ্ঞাত হই... তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। অধিক... ভারতবাসিদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও সাহসহী... সকল সময়ে তাঁহারা মনের কষ্ট প্রকাশ করিতে পারে... না। এই সমস্ত কারণে এদেশীয়দিগের ঘোর... অনিষ্ট ঘটিতেছে। শাসনকর্ত্তা ও তদীয় পারিষ...বর্গ ধার্ম্মিক ও ন্যায়বিচারক হইলেই মঙ্গল হয়, অন... প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

লর্ড লিটন স্বদেশে প্রতিগত হইয়া বি... সুখ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চক্রান্ত... এখনও নিরস্ত হয় নাই, এখনও কার্পাসজাত দ্রব্য... শুল্ক এককালে রহিত করিবার জন্য চীৎকার করি...ছেন। লর্ড লিটন এবং তৎপক্ষীয় রাজনীতি... মহাপুরুষেরা বলিতেছেন যে, বস্ত্রের শুল্ক র... করায় মাঞ্চেষ্টরের কোন ইষ্টসাধনের অভিপ্রায় ন... তদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষেরই মঙ্গল সাধিত হই... আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাচক ব্যক্তি কাহার উ...কারের নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারস্থ হইয়া অর্থ প্রার্থনা... করিতে আইসে? দান করিলে দাতার পুণ্য... হইবে, তজ্জন্য কি যাচক অর্থ যাচ্ঞা কর... আইসে? আমরা ত এমন বিশ্বাস করিতে পা... না। যাচক স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্তই গৃহ... দ্বারস্থ হয়। মাঞ্চেষ্টর যখন পুনঃ পুনঃ দেশ ক... বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ... এ প্রার্থনার অন্তর্ভূত কোন প্রকার স্বার্থ আ... তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি পরহিতাক... হইয়া মাঞ্চেষ্টর এ প্রকার প্রস্তাব করিতেন, ... হইলে আমরা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র প্র... দেখিতাম। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা রাজ... অর্থহানি হইবে, মাঞ্চেষ্টর কখন আনন্দে ... প্রস্তাব করিতেন না। ব স্ত্র ...
করা ভিন্ন ভারতবর্ষের উপকার করিবার ...

োন উপায় নাই? যে ভারতের উদরে অন্ন নাই, ত্রে বসন নাই, মস্তকে আচ্ছাদন ও শয়নের গৃহ ই, বসিবার আসন নাই, সম্ভাষণ করিবার বন্ধু নাই, হার উপকার করিবার জন্য কি আবার সুযোগ ান করিতে হয়? মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ শিল্পী রণ করিয়া বোম্বাই নগরের তন্তুবায়দিগকে বস্ত্র- ত করিবার উপযুক্ত কৌশল শিক্ষা দিউন, াণ্ড হইতে বস্ত্রের রপ্তানি এককালে রহিত করিয়া ন। দেখুন, কোন কাজটাতে এ দেশের যথার্থ কার হয়। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে এ দেশের র্থ হিত সাধিত হয়, অথবা ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের মদানি এককালে রহিত করিলে এখানকার সর্ব্ব- ারণের মঙ্গল হয়, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। ভারতবাসীরা ভারতবর্ষজাত বস্ত্র ব্যবহার করেন, র বণিকদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবে এবং বিস্তর দ্র শ্রমজীবী লোকের অন্নসংস্থান হইবে। কই,— থ মাঞ্চেষ্টরের কেমন চিত্তোদার্য্য, বস্ত্রের আম- নি এককালে বন্ধ করুন। কেমন লোকহিতৈ- বৃত্তি প্রবল দেখিব, কই বোম্বাই নগরের বণিক- কে উৎসাহ প্রদান করুন? বাজারের সংসারে কৃপণতা আছে? পান ভোজনের সময় সকলেই ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন জল দান করে; কিন্তু যথার্থ াপকারের নিমিত্ত দুটা সারবান্ কথা বলে ন সাধু ব্যক্তি অতি বিরল, ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া পরকে জল দান করে এমন দাতা অতি অল্প।

বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার নিমিত্ত যে প্রকার ুল ব্যাপার চলিতেছে, আজ লর্ড রিপন আমা- গবর্ণর জেনরল থাকিয়াও তাহা ক্ষান্ত করিতে রিলেন না। তিনিও সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ীতভাবে স্বীয় মত প্রকাশ পূর্ব্বক শুল্ক ত করিবার প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়াছেন সে মত , আমি নিজে যে মত ও বিশ্বাসের পক্ষ- ী এবং যাবৎ এখানকার রাজকার্য্য আমার হস্তে র্পিত থাকিবে, তত দিন আমি দৃঢ়রূপে তাহা তপালন করিব এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই াতবর্ষের চিরস্থায়ী উপকার করিব, আমি নিশ্চিত াতেছি, গবর্ণমেন্ট বস্ত্রের যে শুল্ক রহিত করিতে ্ন করিয়াছেন; যদ্যপি তদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের ত এবং ইংলণ্ডের লাভ হইবে এমন সম্ভাবনা থাকিত আমি কখনই গবর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করি- না আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই, যত দিন আমি পদে নিযুক্ত থাকিব, প্রাণপণে ভারতবর্ষের এবং নকার প্রজাদিগের উপকার করিব। যে কার্য্যে াসীদিগের উপকার সাধিত হইবে না, এমন চনা করিব, কোনক্রমে তেমন মতের পক্ষপাতী না।"

উদারপ্রকৃতি মহাত্মা লর্ড রিপন সরল চিত্তে যে প্রকার স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উপর আর আমাদের প্রতিবাদ করিবার যো নাই। যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মনে আপনার মত প্রকাশ করিতেছেন, কোন্ পাষণ্ড তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে পারে? সকল কাজেই রিপনের অমায়িকতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি সরলান্তঃকরণে যে প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিশ্চিত তাঁহার মনের ভাব তদ্রূপ। কিন্তু এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। অতএব সর্ব্বক্ষণই বিবেচনা- গত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারি- তেছি ভারতবর্ষের অবস্থামত ব্যবস্থা করা হইল না। বাণিজ্যকার্য্যে স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয়স্কর, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেশের অবস্থা প্রজার অবস্থা এবং রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অন্যান্য কার্য্য যেমন অবৈধ হইলেও রাজনীতির অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ কিয়ৎপরিমাণে রাজনীতির অনু- রোধ রক্ষা করা আবশ্যক ছিল। বিবেচনা করুন, সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যেমন ব্যবসায়ের স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্তই ত রাজস্ব গৃহীত হয়? নতুবা রাজাই হউন, প্রজাই হউন, আর যে কেহ হউন না, একের অর্জ্জিত ধনে অন্যের অধিকার কি? প্রজা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যলাভ করে তাহাতে ভূস্বামীর অধিকার কি? কেহ আফিম-বৃক্ষ রোপণ করিলে বা লবণ প্রস্তুত করিলে গবর্ণমেন্ট কেন তাহাতে বাদী হন? টাকা না হইলে রাজ্য চলে না, কিন্তু রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহের এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপায় করা চাই, তজ্জন্য এক একটী পন্থা দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রজার দেয় অর্থের যে কোন নাম দিউন না,—তাহাকে খাজনাই বলুন, শুল্কই বলুন, করই বলুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন না, আদৌ সেটী রাজস্ব; রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয়। এ দিকে কোন্ শ্রেণীর লোকে সেই রাজস্ব প্রদান করিবে তাহাও নিশ্চিত করা উচিত। সমগ্র সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করদানে সক্ষম, অতএব তাঁহারাই এই রাজস্ব প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। প্রজার উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর নির্দ্ধারিত করিলে বিস্তর অত্যাচার হয়, লোকের প্রকৃত আয় নিশ্চিত করা যায় না, তজ্জন্য অনেকেই কষ্ট পায়; কিন্তু পরোক্ষ কর নিশ্চিত হইলে কাহারও ক্লেশ হয় না। বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ পরোক্ষ কর। অতএব এ প্রথা রহিত করা ভারতবর্ষের পক্ষে অতি কল্যাণকর। এখানকার রাজকোষে একে ত অর্থের বিষম অনটন, তাহাতে

শুল্ক রহিত করিলে ভবিষ্যতে মহা দুরবস্থা ঘটি আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, কেবল কারণেই ভবিষ্যতে কোন প্রকার একটী প্রচলিত করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট লবণের কমাইয়া দিয়া মনে করিতেছেন উত্তরকালে প্রয়োজন হইলে আবার লবণের শুল্ক বৃদ্ধি কর নূতন কোন কর প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে না, সেটী দুরাশা মাত্র। যখন বস্ত্রের শুল্ক ও লব পূর্ব্ব পরিমিত শুল্ক প্রচলিত ছিল, তখনও অ যৎপরোনাস্তি অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, এখন ত ব শুল্ক এককালে রহিত হইল, তবে কেবল লব শুল্কে কি প্রকারে অর্থের অসঙ্গতি পরিপূরণ বলিতে পারি না। আরও এক কথা দেখুন, এ কোন প্রকার বাণিজ্য নাই; ক্রমে ক্রমে ব্যবসায় নিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই ন বস্ত্রের দুই একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এব তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া করে, ভারতবর্ষের এখনও তাদৃশ অবস্থা হয় ন কিন্তু যদ্যপি বস্ত্রের শুল্ক এককালে বন্ধ হয়, বোম্বাই কারখানার আশাঙ্কুর এই খানেই হইয়া যাইবে। লর্ড রিপন সুযোগ পাইলে সীয়দিগের উপকার করিবেন প্রতিজ্ঞা করিতে কিন্তু উপস্থিত উপকার করিবার যে সুযোগ যাচে, তাহা ত অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। শের স্থায়ী উপকারের আমরা ত কোন সং দেখি না; যে কাজগুলিতে উপকার আছে, রাজনীতি তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ত ঘটিল, বস্ত্রের শুল্ক কালে রহিত না হইয়া যায় না; এখন মহাত্মা লর্ড রিপন আমাদের কি স্থায়ী উপ করিয়া সকলের আশীর্ব্বচন লইতে লইতে এ হইতে প্রস্থান করেন।

দেওয়ানী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?

স্বত্ব ও স্বামিত্ব নির্দ্ধারণ প্রভৃতি জটিল কা মীমাংসার ভার যে বিভাগের উপর ন্যস্ত, ত যতই উৎকর্ষ সাধিত হয়, দেশের ততই ম সুবিচার বিতরণের যতই চেষ্টা হয়, ততই এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এবিষয় সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন বিচার স্থলে উপস্থিত হইতেছে। এই:—আমাদের দেওয়ানী আদালতগুলির শ্রী কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে? এই আদালত উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে গবর্ণমেন্টের যেরূপ যত্ন, কোর্টের দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্র

যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ইহার কার্য্যপ্রণালীকে ত করিবার যেরূপ চেষ্টা, তাহাতে ইহার উন্নতি বৃদ্ধি আজও যে পূর্ণতা লাভ করিতেছে না, আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ণতালাভের কয়েকটী বন্ধক কারণ আছে। তন্মধ্যে বিচারপতি যাগ্যতা দোষ একটী প্রধান। এই বিষয়ের ন করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য। চিকিৎ র দোষে যেমন রোগির বিপদ ঘটে, বিচার র দোষে তেমনি স্বত্বকার্য্যীর স্বত্বের অনিষ্ট । থাকে। ক্রমে এ বিষয়টী বিশদ করিয়া কগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সৌর জগতের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় দেও ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপরম্পরা পর নিবদ্ধ। দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারীর যদিও দৈহিক দণ্ড হয় না বটে, কিন্তু অর্থ- র পর দণ্ড আর নাই। অর্থহীন হইলে লোকে প্রকার দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইতে পারে, তন্নিবন্ধন শেষে ফৌজদারীতে দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। এব এরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার দিগের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদিগের যোগ্যতা পটুতা ও বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া ভার অর্পণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা যে ন্ত কর্ত্তব্য, তাহা বোধহয় সকলে সহজেই ভব করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রীতি প্রচলিত না থাকাতেই মধ্যে মধ্যে অর্থি থির অনিষ্ট ঘটে।

অধুনা নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে যে তে বিচারপতি নিয়োগ করা হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ নহে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বি, এল ক্ষা দিয়া দুই তিন বৎসর জজ আদালতে গমনা- করিয়া জজের সহিত পরিচিত হইলে যে ন ব্যক্তি মুন্সেফী গ্রহণ করিতে পারেন। য়মটী বিশুদ্ধ কি না, পাঠক একবার বিচার য়া দেখুন। দাসত্ব করিতে সহজে প্রায় কেহই ক হয় না। বিশেষতঃ মুন্সেফদিগের স্কন্ধে যেরূপ তর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাঁহাদিগকে আহার পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অস্থিভেদী পরিশ্রম তে হয়, তাহাতে বিশিষ্ট যোগ্যব্যক্তি এ কর্ম্ম করিতে সম্মত হন না। অতি নিম্ন শ্রেণীর কদিগের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় যাহার বুদ্ধি , শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্যপটুতা অধিক কখন কোন গৃহস্থের বাটীতে চাকর থাকিতে না। চাকুরীতে তাহার পোষায় না বলিয়া এমন কোন উপায় অবলম্বন করে যে তদ্দ্বারা র চাকুরী স্বীকার অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন অথচ স্বাধীনতা থাকে। সেইরূপ যাঁহারা বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা সক- লেই কিছু সমান বুদ্ধিমান নহেন, যিনি বিশেষ চতুর হন ও যাঁহার বিশেষ আইন জ্ঞান থাকে, তিনি কোন না কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন, সুতরাং তিনি দাসত্ব স্বীকারে উন্মুখ হন না। পক্ষা- ন্তরে, যাঁহার সেই সেই গুণ অল্প, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার ব্যবসায় ভালরূপ চলে না। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে চাকুরী স্বীকার করিতে হয়।

এক্ষণে সহজেই প্রতীতি হইতেছে, উক্ত কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের সকলেই সবিশেষ কার্য্যপটু ও সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। তবে যে আমরা এ বিভাগে এক একজনকে বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই, যাঁহাদিগের বক্তৃতাশক্তি কম অথচ আইনজ্ঞান প্রভৃতি ভালরূপ আছে তাঁহারা বহু সংখ্যক উকীলের মধ্যে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না, সুতরাং মুন্সেফী গ্রহণ করেন কিন্তু মুন্সেফী গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এরূপ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করেন যে তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শীঘ্রই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠে এবং পদোন্নতি দ্বারা তাঁহা- দিগের গুণের পুরস্কারও হইয়া থাকে। তাই বলি গুরুতর স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার ভার যাঁহা- দিগের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে প্রথমে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করি তেছি, তিন বৎসরকাল জজ আদালতে পদধূলি দিয়া এবং জজসাহেবের চিত্তের অনুবৃত্তি ও চাটুবাদ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া মুন্সেফ পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারেন; যিনি ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন, জজ ও সুবর্ডিনেট জজেরা যাঁহার ওকালতী-কার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন, তাঁহাকেই মুন্সেফী পদ প্রদান করা হইবে। তবে এস্থলে এই একটী আপত্তি হইতে পারে, ওকালতীতে যাঁহার পসার হইবে, তিনি অল্প বেতনে মুন্সেফী স্বীকার করিবেন কেন? এই নিমিত্তই আমরা অবসর পাইলেই মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া থাকি। বেতন বৃদ্ধি হইলে আর এ আপত্তি হইতে পারে না। আর এক কথা এই, চতুর বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ হইলেই যে উকীলের পসার হয়, তাহা হয় না। মক্কেল জুটাইয়া পসার করা সে একটী স্বতন্ত্র গুণ। সে গুণ সকলের থাকে না। পসার না হউক, কিন্তু যে উকী লের চতুরতা বুদ্ধিমত্তা ও আইনজ্ঞতা থাকে, জজ ও সুবর্ডিনেট জজ প্রভৃতির তাহা অবিদিত থাকে না। তাঁহারা যাঁহার ঐ সকল গুণের প্রশংসা করি বেন, তাঁহাকেই মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, এ নিয়ম হইলে চরিত্রনিবন্ধন প্রজাকে কষ্ট পাইতে হয় না।

মুন্সেফদিগের পদোন্নতির একটী নির্দ্দিষ্ট কাল নির্দ্ধা- রিত করিয়া দেওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে সে নিয়ম না থাকাতে তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরী- ক্ষার পথও রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যিনি নিয়মিত কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন। তাহা হইলে কার্য্যপটুতা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা হইবে এবং প্রজাদিগের কষ্টও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে একজন মুন্সেফ কার্য্যারম্ভ করিয়া পেন্সনের কাল পর্য্যন্ত যদি পদোন্নতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অযোগ্যতা নিবন্ধন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিরস্কৃত হন ও স্থানান্ত- রিত হইয়া থাকেন মাত্র; কিন্তু এরূপ স্থলে দেখা উচিত, যাঁহার কর্ত্তৃপক্ষের তাড়নায় ও স্থানান্তরিত হওয়া প্রভৃতি অবমাননেও কিছুমাত্র উন্নতি না হয় তাঁহার আর যে জীবনে উন্নতি হইবার আশা থাকে না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাদৃশ লোকের দ্বারা বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে অর্থি প্রত্যর্থীর যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। পদমর্য্যাদার হ্রাসে ও স্থানান্তরে অর্থি প্রত্যর্থীর উপকার কি? তিনি যেখানেই যাইবেন, সেই স্থানের লোককে তাঁহার বিচারে উত্যক্ত হইতে হইবে। তিনি স্থানান্তরিত হইলে লোকে সৌভাগ্য বিবেচনা করিবে এই মাত্র।

উপসংহারে আমাদের আর একটী প্রস্তাব এই, জজদিগের মফস্বল ভ্রমণ নিয়মটী দৃঢ়তররূপে কার্য্যে পরিণত করাও একান্ত আবশ্যক। তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোন কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জজেরা যদি নিরূপিত সময়ে এক এক বার অধীনস্থ দেওয়ানী আদালত গুলিতে গিয়া বিচারপতিদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন ও দুই একটী বিচারকার্য্য দেখেন, তাহা হইলে বিচারপতির যোগ্যতা সম্বন্ধে হৃদয়- ঙ্গম করিতে পারিবেন। তদনুরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা হয় তাঁহার গুণের পুরস্কার না হয় পদচ্যুতি হইলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। এ বিভাগে মন্দ লোকও স্থান প্রাপ্ত হইবে না। নচেৎ আপীলে বিচারপতির গুণের সম্যক পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা নহে। কেন না এদেশের সাধারণ লোকেরই অবস্থা মন্দ, নিতান্ত স্বত্বের ব্যাঘাত না হইলে কেহ কোথাও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ক[illegible]

ফলতঃ অনেকে দেওয়ানী আদালতের দানে অসমর্থ হইয়া মকদ্দমা চালাইতে পারে তাহার পর বিচারপতির ভ্রম নিবন্ধন যদি র স্বত্ব ধ্বংস হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধার যে কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠে, পাঠক! তাহা ত্ত বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আপীল লতের খরচ অধিক, অনেকে অন্যায়রূপে পরা হইয়াও আপীল আদালতের ব্যয় দানে সমর্থ বলিয়া আপীল করে না। মনে কর, এক ৫০ টাকা মূল্যের একটী বিষয় হইতে বিচ্যুত হে, সে দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা করিয়া বপতির ভ্রম নিবন্ধন ৩০। ৭০ টাকা ব্যয় করিয়া ত হইল এবং প্রতিবাদীর খরচার দায়ী হইল। র পরে আপীল আদালতের ব্যয় করিয়া তাহাকে ক্ষা করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কয়জনের ক্তি জন্মে? সবাদরে যাহাদিগের [illegible] ক দংশনের জ্বালা সহে, তাহারা ভিন্ন এ অর্থের ও কষ্ট স্বীকারে কেহ উদ্যত হয় না।

আমরা গত সপ্তাহে পাঠকগণকে সংবাদ স্তম্ভে নোটের সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছি। এই ষ্টক নোট ০, ২৫, ৫০, ১০০, টাকা মূল্যের হইবে। শতকরা ৪ টাকা প্রদত্ত হইবে। এপ্রেল মাস হইতে এই নোট প্রচলিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার খার জন্য ষ্টক নোট দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে বেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার শোধ বিষয়ে জামিন থাকিবেন। ইহা ষ্টাম্প ক্রেতারা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহার দের কোম্পানীর কাগজের বাজারের ন্যায় [illegible] হইবে না। ষ্টক নোট বিক্রয় কালে অধিকারীর র না থাকিলেও ক্রয় বিক্রয় হইতে বে। ইহার সুদের উপর কোন প্রকার ট্যাক্স বে না।

যে সমাজে ধর্ম্মের বন্ধন শ্লথ, সে সমাজ শীঘ্রই র দশায় পতিত হয়। ধর্ম্মই সমাজের বল উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের মূল। যাঁহার মনে [illegible] নাই, তিনি কোন ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহার র্ব্বা কাজ জগতে কিছুই নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহার

[illegible]

ন কাজই করিতে পারেন। ইহার নূতন একটী ৪ এই, —মুসলমানেরা যখন তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ত হন, তুরস্কের জন্য প্রাণ ক্ষয় হইলে মুসলমান দ্ধ ঘোষণা করিয়া তুরস্কের স্ত্রী পুরুষ পর্য্যন্ত ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই লার ন্যায় রণস্থলে রণপ্রাঙ্গণে

উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব এক ধর্ম্মের বলেই যখন লোকে এত বলীয়ান, তখন সেই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য সকল জাতিরই দৃঢ়তর আস্থাবান হওয়া উচিত; কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আমাদের হিন্দু সমাজের ক্রমে সেই বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইতেছে, হিন্দুদিগের বেশ ভূষা আচার ব্যবহার সমস্তই বিজাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতেছে। এখন আর ধর্ম্মের মূল যে বেদ বেদ কেন সংস্কৃত ভাষার চর্চা বিরল উপস্থিত হইয়াছে। কাহাকেও ইহার উন্নতির পক্ষে যত্ন করিতে দেখা যায় না। অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা বেদের ও সংস্কৃতের চর্চা করেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের আদরের পাত্র সন্দেহ নাই। কাশীনিবাসী পণ্ডিত জয়রাম বেদান্ত বাগীশ ও পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্প্রতি চাঁপাতলার হরিসভায় যে বেদগান করিয়াছিলেন তাহাই আজ আমাদিগের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কারণ। বেদগানে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রাবীণ্য দেখিলাম। তাঁহারা যদি উৎসাহ পান, উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। বেদ রক্ষা হইলে অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

টেহেরান ১৭ ই মার্চ্চ। একদল রুশিয় সৈনিক মস্কাউ হইতে মার্ভে উপনীত হইয়াছে, তথায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছে।

আয়ুব খাঁ কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে টেহেরানের অভিমুখে চলিয়াছেন।

কেপ পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনকালে সার হারকিউলিস রবিনসন বলিয়াছেন বাসুটোল্যাণ্ডে শান্তিরক্ষার্থ কতকগুলি [illegible] রাখিবেন স্থির করিয়াছেন।

[illegible] প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন কাবুলের আমীর [illegible] লক্ষ [illegible] দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না। বর্ত্তমান বৎ[illegible] আমীরকে সমুদয়ে ৮০০০ [illegible] পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] অস্ত্র [illegible] করিয়াছেন, [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] লইয়া [illegible] প্রার্থনা করেন নাই।

ভিয়েনা ১৮ ই মার্চ্চ। অষ্ট্রিয়ার [illegible] [illegible] পশ্চের সময়ে [illegible] গমন করিবেন।

[illegible] ১৮ ই

৮০০০০ [illegible] নিরূপণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ্চ। [illegible] সংবাদদাতা বলেন, তুর্কিস্থানের শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কমিশন নিয়োজিত হইয়াছেন, [illegible] তাহার সভাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। এডিনবর্গের ডিউক সস্ত্রীক হইয়া [illegible] দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা [illegible] নামক [illegible] জাহাজে চড়িয়া গিয়াছেন।

লিভরপুলে আলবার্ট ডকের আফিস দগ্ধ হইয়াছে।

উহার নিকটে ভলটিয়ারদিগের যে অস্ত্রাগার আছে, [illegible] লুট করিবার নিমিত্ত ফেনিয়ানেরা ঐ কার্য্য করিয়াছে এই[illegible] বলা হইয়াছে।

নেটালের সংবাদ এই ট্রান্সভালের দক্ষিণ পশ্চিম সী[illegible] ঘোর উপদ্রব হইয়াছে।

টিউনিসের দক্ষিণাংশে গোলযোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তথায় [illegible] দল সৈন্য পাঠাইবার আয়োজন হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। ইষ্টর উৎসব নিবন্ধন ৩ রা হই[illegible] ১৭ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ থাকিবে।

আয়র্লণ্ডে প্রতি দিনই গুলি করিবার ও অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করি[illegible] দিবার নূতন নূতন ঘটনা হইতেছে।

টিউনিস ২০ এ মার্চ্চ। এখানে ইটালীয়দিগের স[illegible] ফরাসিদিগের প্রায়ই দাঙ্গা হইতেছে।

ভিয়ানা ২০ এ মার্চ্চ। হার্জিগোভিনার বিদ্রোহীরা অ[illegible] বস্থিত ভাবে যুদ্ধ করিতেছে এবং অষ্ট্রিয়ার এক খানি খাদ্য[illegible] বোঝাই জাহাজ অবরুদ্ধ করিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ্চ। ডবলিনে বন্দমায়েসের অনুসন্ধা[illegible] যে বিভাগ আছে তাহার বাটী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছি[illegible] বাটীটির সামান্যরূপ ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও আঘাত ল[illegible] নাই।

কায়রো ২২ এ মার্চ্চ। আরাবি বের প্রধান মন্ত্রী হই[illegible] সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। ট্রান্সভাল হইতে সংবাদ আসি[illegible] দক্ষিণ পশ্চিম সীমার উপদ্রবের এখনও শান্তি হয় ন[illegible] দেশীয় লোকেরা বোয়ারদিগকে তিন বার পরাস্ত করিয়াছে।

বার্লিন ২২ এ মার্চ্চ। সম্রাট উইলিয়মের জন্মতিথি [illegible] অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কমন্স সভা প্রিন্স লিওপোল্ডকে [illegible] রিক্ত বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে[illegible] বৃত্তি দানের পক্ষে ৩৮৭ জন এবং বিপক্ষে ৪৭ জন মত [illegible] করেন। যাঁহারা বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা [illegible] ও পার্ণেলের দলের লোক। [illegible] মত প্রদান করেন নাই।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার [illegible] [illegible] এই বিষয় [illegible] প্রস্তাব [illegible] যে একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য করেন লর্ড সভায় [illegible] পাঠকালে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

[illegible] বেলুনে আরোহণ করিয়া ইংলিশ [illegible] পার হইয়াছেন। ঐ বেলুন [illegible] মুক্ত হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনীপুরের জজ সাহেব ধার বোধ ক[illegible] বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। সহযোগী মেদিনী [illegible] নিবন্ধন আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাগু[illegible] পরিচয় ক্রমে প্রদান করিবেন বলিয়াছেন।

ইষ্ট বলেন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে অগ্নি লাগিয়া প্রায় চারি সহস্র টা[illegible] মূল্যের দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। বিস্তর [illegible]

হইয়াছে। ১১ টী গরু ও ছাগল জীবন্ত পুড়িয়া য়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা প্রেসিডেন্সি কালেজের ক টনি সাহেবকে ৪৭ টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া- লন তন্মধ্যে সাধারণতঃ বালকদিগের শারীরিক তির কোন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কি না প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। উত্তরে তিনি য়াছেন, কোন কোন কালেজে ব্যায়াম চর্চ্চার র আছে বটে কিন্তু দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেই ইহার পক্ষপাতী নহেন সুতরাং অল্প বালক ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যে পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন করিলে উপকার তে পারে।

১৮৮০—৮১ অব্দে ১৫৯০০০০০০ সংবাদ পত্র ও প্রভৃতি ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ৬৫০০০ ও নয় মাসে ৪১৯৫০০০০ টাকার মণি- র ও ৭৮৭৬০০০০ টাকার দ্রব্য বিমা করা হইয়া- তন্মধ্যে ১০৪০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাতালদিগের বকতাই করুন আর মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হই- ছ না বলিয়া সাধারণকে যতই স্তোক দিন মনের অগোচর পাপ নাই বিশেষতঃ ধর্ম্মের বাতাসে নড়ে তিনি এক দিকে আসল কথা পন করিতেছেন, ওদিকে রাজস্বমন্ত্রী অসঙ্কত ীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫ লক্ষ ার মদ বিক্রয়ে অধিক আয় দেখাইয়া আক্ষেপ য়াছেন। মদ্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলে ালের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যে উৎসাহ দেওয়া তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে াহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য তাহা তিনি বলি- ছেন।

১লা মে হইতে আসিষ্টাণ্ট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঃ পুলিষ জেল চিকিৎসা ও বনবিভাগের চারীদিগের ষান্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা বলেন আব্দুল দস খাঁ আয়ুবের সহিত সন্ধি করিয়া হিরাট াকে অর্পণ করিয়াছেন। আয়ুবের শ্বশুর ও গবর্ণর মহম্মদ ইসা খাঁ আয়ুবের সাহায্য দানে ত হইয়াছেন, কান্দাহারের বড় বড় খাঁ কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কোচীস্তানায়া দ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আমীরের অনুমত্যনু- র এক জন রুশিয় ময়মনা নামক স্থানে উপনীত াছেন, তিনি তত্রত্য দুর্গ ও তুর্কোমানদিগের লে কিরূপ সম্ভ্রম তাহা পরিদর্শন করিতেছেন। জনীর সর্দ্দারেরা সম্প্রতি কাবুল দেখিয়া গিয়াছেন ীর তাঁহাদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা টনি ও রেভরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর ফাদর লাফেঁা, সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল, আমীর আলী, রেভরেণ্ড মহেশ চন্দ্র ঘোষ? — দীশ্বর ভট্টাচার্য্য, ফ্রিচর্চ্চের অধ্যক্ষ রবার্টসন, বাঙ্গা- লোরের হডসন, জেনারল আসেম্ব্লির হেষ্টি, বোম্বাইয়ের মেকিচান ও প্রোসাডরি এবং লণ্ডন মিশনরীর আইন ভিন্ন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যো- পাধ্যায়, নবাব অব্দুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও জেবেরেল আলপীরের জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চোর ডাকাই- তের উপদ্রব হ্রাস হইবে না ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ঠগি ও ডাকাইতি বিভাগের কার্য্য বিবরণে দেখা গেল ১৮৮০ সালে ২৪৫ টী দস্যুবৃত্তিতে ২০৬৭৬৭৬৶৫ টাকার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৪৯৩৶১০ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ষে অন্য বর্ষাপেক্ষা অধিক লোক হত ও আহত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ষে ৩ জন হত ও ৮৩ জন আহত হয় কিন্তু এই বর্ষে ২২ জন হত ও ১৪০ জন আহত হইয়াছে। বিষ প্রয়োগ দ্বারা অচৈতন্য করিয়া এই বর্ষে ১৩ টী চৌর্য্যবৃত্তি সাধিত হইয়াছিল তন্মধ্যে বরদা রাজ্যে ৮ টী এবং অন্যান্য স্থানে পাঁচটী।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ ডবলু ম্যাকফার্সন সাহেব হাইকোর্টের জজ হইলেন।

ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনরের অধীনে ৮৭০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ৪৬০০ জন মাত্র কৃষিকর্ম্ম করে। অপর ভূমি প্রায় পতিত। এই নিমিত্ত কমিশনর ভারত- বর্ষ হইতে তথায় লোক প্রেরণের উদ্দেশে ভারত- বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জানাইয়াছেন। লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া মজুর পাওয়া দুষ্কর। মজুরেরা সাত হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত লইয়া দৈনিক মজুরী করিয়া থাকে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গদেশ ও ১৮৭৬ অব্দে মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ১২৫০০০ টাকা ব্যয়ে তথায় ৭০০০ লোক ও ৩৭৪৪৮ টাকা ব্যয়ে ৭৫৮ জন লোক রেঙ্গুন হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

আমাদের সোমড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন “ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ ব্যয় সাহায্যার্থ এককালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।”

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়া- ছেন “বিগত ৭ ই মার্চ্চ শুক্রবার রজনী অনুমান একাদশ ঘটিকার সময় ১২। ১৪ জন লোক যাষ্টি হস্তে অকস্মাৎ মার মার শব্দে অত্রত্য রথের সন্নাদের অন্যতম দোকানদার গিরিধারী পোদ্দারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, এজন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় না আক্রমণকারীগণ গিরিধারীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়া ইয়া তাহাকে দাঙ্গায় উত্তেজিত করণাভিপ্রা নানাবিধ কুৎসিত ও অশ্রাব্য গালাগালি দি লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা যেন শুনিয়াও শুনি না, কেবল প্রাণের ভয়ে মধ্যে মধ্যে “পাহা ওয়ালা, পাহারাওয়ালা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল মহাশয়ের দোহাই পাড়িল। পাহারাওয়ালা সময় অতি নিকটে থাকিয়া প্রাণ ভয়ে গড় তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিল, এজন্য ভয়ার্ত্ত গিরি রীর আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়াও শুনিল না এবং কে উত্তরও দিল না। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময় ঘটনাস্থ কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আ মণকারীগণকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু গি ধারী প্রাণের ভয়ে ঐ রজনীতে দোকান বন্ধ করি গৃহে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন শেষ রাত্রে একজন লোক সঙ্গে করিয়া গিরিধ গৃহে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এক্ষণে আমাদে নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঐ ঘটনার সত্যাসত্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক অপরাধী সমুচিত শাস্তি দেন।

বিগত ২ রা ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে প্রকাশি করিয়াছিলাম যে, এখানকার পুলিসের সব ইনেস্ ক্টর নাদের আলী খাঁর সহিত মিউনিসিপাল কনষ্টেবল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোরতর বি চলিতেছে। সীতানাথ দারোগার নামে নালি করিবার অভিপ্রায়ে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডে সাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ অনুমতি প্রদান করা সীতানাথ, সব ইনেস্পেক্টরের প্রতিকূলে রাণাঘা ডেপুটী বাবুর হুজুরে অভিযোগ করেন। এতা সারে নাদের আলীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয় এবং ডেপুটী বাবু উভয়কে স্থানান্তরিত করণা প্রায়ে যথাস্থানে রিপোর্ট দিয়াছেন।

ডাক্তার লাল আগামী বর্ষের জন্য ঠাকুর আই ধ্যাপক মনোনীত হইয়াছেন।

এব্রাহাম রস নামক একজন ফিরিঙ্গি ব্যক্তিকে বধ ও আর এক ব্যক্তিকে আহত করি ৫ ই মার্চ্চ তাহার বিচার হয়। জুরিদিগের মতের বিচারে তাহার কারাবাসের আ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্ট বিচার আপীলের মক জমিয়া যাওয়াতে ৬ মাসের জন্য একজন লিয়ান জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রাজকার্য্যাদি দর্শন করি নিমিত্ত বিলাতে একটী রাজনৈতিক সভা প্রতি

হইতেছে। ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের নিকট হইতে ...ন্ন ভিন্ন বিষয় অবগত হইয়া ইউরোপীয়দিগকে ...করিয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কতক-...লি ভারতহিতৈষী ব্যক্তি এই সভার সভ্য মনোনীত ...ইয়াছেন।

১৮ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই ...প্তাহে কলিকাতায় ২২৩ জন লোকের মৃত্যু ...ইয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা শ্রীরামপুর ...মবিভাগের অন্তর্গত রাধানগর স্কুলের দারোগা ...বু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির কথা ...কাশ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট যে কোন পুস্ত-...কর কেহ ৪০ ছত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিলে ইনি পর-...ণেই সেই ৪০ ছত্র মুখস্থ বলিতে পারেন। এবং ...ধাবিধ আকারের পুস্তক এক রাত্রি পাঠ করিয়া ...মস্ত মুখস্থ বলিতে পারেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন ...াহেব বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের পদ ...ার্থনা করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলদিগের সহিত ...নৈক জজের বড়ই গোলযোগ বাধিতেছে। বিচার-...তি উকীলদিগের সহিত অতি অসৎ ব্যবহার করি-...তেছেন। আমরা দেখিতেছি এটী একটী হাতাহাতি ...ইবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে দেওয়ানী ...ার্য্যবিধি আইনের ১০টী ধারার সংশোধন করা ...ইয়াছে। তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ...বর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমন প্রভৃতি প্রেরণের ...াক মাসুল এবং রেজিষ্টরি ফি রহিত করিতে ও ...ানবিশেষে কোর্টফি গ্রহণ করিতে পারিবেন। ...বর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পেন্সন ক্রোক হইতে পারিবে না। ...বং গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বেতন ... টাকার ন্যূন হইলে তাহাও ক্রোক হইতে ...ারিবে না। ২০ টাকার উদ্ধ হইলে অৰ্দ্ধেক ক্রোক ...ইতে পারিবে। পাপরে নালিস করিলে ৩৪৭ ধারানু-...রে অভিযোগকারীকে কোন খরচই দিতে হইবে ...। ৩৬৮ ধারায় বিধান আছে যে, প্রতিবাদীর ... প্রতিবাদীদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ...াহার স্থলে বাদী অপরকে প্রতিনিধি করিবার ...নিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করিলে ...াহার সেই আবেদন মঞ্জুর হইতে পারে, এরূপ ...ম্ম নির্দেশ থাকায় বাদীর পক্ষে অসুবিধা ...য়, অতএব যাহাতে সেই অসুবিধা না থাকে ... ধারায় তাহার বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে ...াের সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা রেবিনিউ আদা-...তের গ্রেপ্তারী পরয়ানা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং ৬৫১ ধারায় ঐ আদালতের ওয়া-রেণ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে।

কষ্টম আপীসে যাঁহারা চাকুরী করিতেন তাঁহা-দিগের কর্ম্ম গেল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, পোষ্ট-আপীসে যে সেবিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহাঁ-দিগের অনেকেই তাহাতে কর্ম্ম পাইবেন। ইহাঁদি-গের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবে।

সহচর বলেন কলিকাতা কালেক্টরিতে ভূমির খাজনা দিবার সুবিধার্থ কালেক্টার সহরকে ১১ টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এবিষয়ের বিশেষ সংবাদ কালেক্টারের নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারা যাইবে।

আসামের কর সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য তত্রত্য চীফ কমিশনর গবর্ণর জেনরলের সভায় একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

বাস্তবিক পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী যেরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রেলওয়ে কোম্পানীই এরূপ দক্ষতা সহ-কারে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। হোম গবর্ণ-মেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ষ্টেট রেলওয়ে-গুলির কার্য্যভার ইহাঁদিগের উপর ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আপাততঃ সিন্ধিয়ার অসম্পূর্ণ ষ্টেট রেলওয়েটীর ভার ইহাঁদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১৭ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। কোম্পানীর এজেণ্ট লাইন পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন।

আইন প্রণেতা হুইটলি ষ্টোক্স সাহেব এমাসে যাইলেন না। ইলবার্ট সাহেব এপ্রেল মাসের মাঝা মাঝি এখানে আসিবেন। তাহার পর ষ্টোক্স যাত্রা করিবেন।

মেজর বেরিং আয় ব্যয় বৃত্তান্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা মঞ্জুর না করিলে কার্য্যে কিছু পরিণত হইবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ নির্দ্দেশ করেন তাহা তিনি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহারা তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবেন।

আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল এবং রাজস্ব মন্ত্রী শিমলায় গিয়াও পরামর্শ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণরেরা মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার একজিকিউটীব কাউন্সিলের অধিবেশনে কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সকল সভ্য ইহার মর্ম্ম... এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। গবর্ণ... জেনেরল বহুশ্রমে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা... করিয়াছেন।

বিলাতের সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন মাক্রা... জের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের উপর তত্র... লোকেরা প্রসন্ন নহে। সহরের বড় বড় বণিকে... গ্লাড্ষ্টোন সাহেবের নিকট তাঁহার বিপক্ষে... আবেদন করিবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি যাহাতে... পদস্থ না থাকেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা।

হায়ত খাঁ মুক্ত হওয়াতে লাহোরবাসী মুসল... মানেরা তিন দিন ৫ বার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা... করিয়াছে। দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবার জন্য... চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। সাধারণ লোকের আন... জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরি... হইয়াছে। মসীদে প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের আরাধ... হইতেছে।

এবার তিনটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী খালি হইতে... পঞ্জাবে সার চার্লস এচিসন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চ... সার আলফ্রেড লায়াল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ পা... লেন কিন্তু বঙ্গদেশের ছোট লাটের কার্য্যক... নিঃশেষিত হইলে কে যে তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবে... তাহার কিছুই ঠিক হয় নাই, অনেকে বলিতেছে... রিভার্স টমসনেরই উক্ত পদ লাভের সম্ভাব... আছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১...

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮০) ১০১॥৵০

৪৷০ ১৮৭৮৭৯ (১৮৯১) ১০৮৸৵০

৫ ১৮৫৭ (১৮৮২) ১০০

গত বর্ষে ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১১০ খানি নূ... পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১১৩৬ খা... সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারি... হইয়াছে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছে... "রবি শস্যের অবস্থা বড় মন্দ নহে, এইরূপ সংব... প্রায়ই দিয়াছি। এখন আশাপ্রদ হইল না বলি... লোকে অদূরদর্শী বলিবে। কিন্তু এদোষ কে... আমারই নহে, অনেকেরই ভ্রম হইয়াছে। এ বৎ... এদেশে অগ্রহায়ণে প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই, কেবল শে... হাথিয়া (হস্তা) নক্ষত্রে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছি... হাথিয়ার বৃষ্টিতে যে ভূমিতে হাল দেওয়া হয়,... কেবল ৩। ৪ ইঞ্চি মাত্র। বীজ বপন মাত্রে অ... রিত হইল, পরে অধিক নিম্নে যখন ঐ অঙ্কুরের ... গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন পর্য্যাপ্ত রস পাইল না... এইজন্য ফল উত্তমরূপ হইল না। অনেকে পুরা...

...কর জমিতে চাল দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বীজ বপন ...াছিল। নীলের গাছ জন্মিল, ২ পত্র, ৪ পত্র, ...ত্র, ১০ পত্র, ধারাবাহিকরূপে (এইরূপ নীলের ...হইবার নিয়ম) হইল। এদিকে গাছের শীকড় ...ভেদ করিতে না পারিয়া শুকাইয়া যাইতে ...লাগিল। এইজন্য অনেক স্থলে পুনরায় বপন হই-...ল। কিন্তু অজ্ঞ ভারতীয় কৃষক পূর্ব্বে কিছু ...তে না পারিয়া এবার বাধিয়া বৃষ্টি দ্বারা প্রণা-... হইল। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য ...লে ভাল হইবে। একণে কমিটির ...ট আমাদের প্রার্থনা যেন দরিদ্র কৃষিজীবী ...কের সন্তানদিগকে কিছু কিছু কৃষিবিদ্যা শিক্ষা ...য়া হয়। আদর্শ কৃষিকার্য্য দেখাইবার জন্য ...টী করিয়া কার্য্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এত ...কুঠী এদেশে রহিয়াছে ইহাদিগের ক্ষেত্র প্রস্তুত ...ন ও বীজ বপন প্রণালীর এ পর্য্যন্ত কেহ অনু-...ন করিল না। ইহারা মনে করে যে এই সমস্ত ...ম নীলের কার্য্যের নিমিত্ত। অতএব অদ্য হ ...ক্‌দিগকে কিছু কিছু শিক্ষাদান করিলে তাহাদের ...পকার হইতে পারে।"

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মফস্বলের উচ্চ শ্রেণীর ...দালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মতিলাল মিত্র, বিনোদবিহারী বসু, ত্রৈলোক্য-...থ মুখোপাধ্যায়, গৌরচন্দ্র কুণ্ডু, চৈতন্যচরণ দাস, ...নন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ পোদ্দার, জৈমিনি-...নাথ মুখোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরি-...দ দাস, শশিকুমার চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন রায়, ...নাথ ধর, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, শ্যামলাল সেন, ...কুমার মিত্র, বিপ্রচরণ নন্দী, বেণীপ্রসাদ, ...মলানন্দ, শ্যামপ্রকাশ, ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, ...রমোহন দত্ত, সংসারবিহারী চট্টোপাধ্যায়, রাধা-...মোহন দাস, নন্দগোপাল নন্দী, রামসুন্দর রায়, ...বিনাশচন্দ্র বসু, বিজয়শঙ্কর রায়, নারায়ণপ্রসাদ ..., পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মণিমোহন ঘোষ, গঙ্গাচরণ ...ল, সৈয়দ এওয়াজ হোসেন, গোপালচন্দ্র বসু, ...রিমোহন মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ কুণ্ডু, অনু-...ল চন্দ্র মিত্র, ব্রজনাথ গোস্বামী, যদুনাথ মুখো-...পাধ্যায়, আলী বক্স, বলদেও সহায়, আশুতোষ মুখো, ...জানকীনাথ বিশ্বাস, রাজকুমার ঘোষ, জজ, জে, ...র্ডন, দ্বারকানাথ মুখো, কিশোরীমোহন পাল, ...নাথ চট্টো, জানকীনাথ মুখো।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী ...ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জয়চন্দ্র দে, কালী-...সাদ ধলিপা, রাধাকৃষ্ণ দাস, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, ...শিনীকুমার দে, বিহারীলাল দে, রজনীকান্ত কুমার, ...তিলাল রায়, রামগোপাল মুখো, প্রসন্নকুমার দাস, বিদ্যাধর দাস, মহানন্দ ঘোষ, আনন্দচন্দ্র দাস, মৈমিন-উদ্দীন আহম্মদ, চন্দ্রকিশোর পাল, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, পূর্ণচন্দ্র সেন, কামিনীভূষণ চন্দ্র, মহিমচন্দ্র গঙ্গো, উমেশচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যামিনী-কান্ত বসু, গোপালচন্দ্র দীননাথ বন্দ্যো, প্রমথনাথ গাঙ্গুলি, রতনমণি চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন মুখো, ভজহরি ঘোষ, মাখনলাল রায়, বিপিনবিহারী সেন, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, যাদবচন্দ্র দাস, নিবারণ চন্দ্র দত্ত, শশধর মিত্র, উমেশচন্দ্র মান্না, অম্বিকাচরণ সিংহ, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, গোপালচন্দ্র দে, অঘোর-চন্দ্র বসু, মহেশনারায়ণ রায়, মথুরানাথ দাস, গৌরসুন্দর বিশ্বাস, শ্যামাচরণ তালুকদার, ভরতচন্দ্র ধর, জগদীশ্বর সরকার, রামবন্ধু রায় বিশ্বাস, হেমচন্দ্র সিংহ, বঙ্কবিহারী নন্দী, অম্বিকাচরণ মুখো, প্রাণকৃষ্ণ ভাতুড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, রায় শ্যাম বাহাদুর, নন্দ-কিশোর লাল, বাসুদেও লাল, নবীনচন্দ্র দে, নব-কিশোর দাস, মহেন্দ্রনাথ দেব, গোপালচন্দ্র রায়, সুধীকৃষ্ণ ঘোষ, হরিদাস বন্দ্যো, সৈয়দ আবদুল বারী, যোগেশচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র বন্দ্যো, গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী, বরদাকান্ত বিশ্বাস, ভুবন মোহন মিত্র, রাধিকানাথ বসু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যো, জোসেফ মার্শাল ডিক্রুজ, কিশোরীলাল মুখো, অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যো, প্রিয়নাথ গোস্বামী, শিবহরি পাঠক, কালীকুমার দাস, চন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্যামাচরণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, টি মেটকাফ ভাগল-পুরের কমিশনর হইলেন। বার্লো সাহেব ৩ মাস ছুটী লইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি রেনল্ডস সাহেব ম্যাঙ্গলস সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ হুসেন হাইদর এক মাস ২২ দিন ছুটী লইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজি-মুদ্দিন পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শিবকোর ৩ মাস; বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিরিক্ত ২ মাস যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, জে বার্টন ৩ মাস ছুটী পাইলেন।

বাঁকুড়ার বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিতিকণ্ঠ ঘোষ ... সরকপুর হইতে কাত্রা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে-ক্টার পিটার্সন ১৫ ই এপ্রেল হইতে দুই মাস বিদায় প্রাপ্ত হওয়াতে রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোবিন্দ তৎপদে কার্য্য করিবেন।

রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ...৩ মাস ও চট্টগ্রামের সহকারী বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ক্যামল দেড় বৎসর বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর পাজিটর সাহেব চট্টগ্রামের নোয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন মেদনীপুরের পূর্ণ বাবুর প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টার বেনেলো ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপুলে বদলী হইলেন, এবং সুপুলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ নাগ রাজমহলে বদলী হইলেন এবং অন্য আদেশ পর্য্যন্ত পাকুড়ে কার্য্য করিবেন।

মুন্সি আনওয়ার আহম্মদ কিছু দিনের জন্য সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুর্দার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক কবাদ মহলের অন্তর্গত অনুলের তহশিলদার হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু নিত্যানন্দ দাসের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল। বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইনি অনুলে না যাইতেছেন সে পর্য্যন্ত বাবু গৌরচন্দ্র সেন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ওয়াট... হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টয়েন... অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালে... হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতা পুলিসের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর ইঙ্গলি... কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী হামিদুদ্দিন সাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরামের মু... হইলেন।

রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে... এপ্রিল মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রজনীনাথ মিত্র যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার মু... হইলেন।

গয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বেকার স... বিচার কাৰ্য্যের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা রোগের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখা

র বিলোপ-জনিত দুঃখ তদপেক্ষা তাঁহার অধিক থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এস্থলে ষৈশ বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশে উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেই পথ অবলম্বন করিলে প্রদ হইবার বোধ হয় বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমরা এস্থলে একটী পুলিষের অত্যাচারের কথা শ করিব। এখানকার হাইস্কুলের মেথরের টী কুকুর আছে, গত ২১ ই মার্চ্চ কয়েকজন ব কনষ্টেবল চারিজন ডোমকে সঙ্গে করিয়া কুরটীর বধোদ্দেশে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, প্রাণ[illegible]র প্রভুর কুটীরে লুক্কায়িত হইল। হন্তাদিগকে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে দেখিয়া র জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কি জন্য এই কুকুর তে আসিয়াছ? এতদুত্তরে কনষ্টেবলেরা বলিল রাত্রিকালে কুকুরের রবে ছোট লাট সাহেবের র ব্যাঘাত জন্মে এজন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের টস্থিত সকল কুকুর মারিতে হইবে। এইরূপ নযোগের সময় স্কুলের চৌকীদার সেস্থলে য়া উপস্থিত হইল এবং কনষ্টেবলদের বলিল টী পোষা কুকুর, সুতরাং এরূপ পোষিত কুকু- মারিবার কোন বিধি নাই, তবে যদি তোমরা দের কথা না শুন, তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শয়ের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত কার্য্য তে পার। বোধ হয় চৌকীদারের মনে এইরূপ স ছিল যে সেও কনষ্টেবলদিগের ন্যায় গবর্ণ- টর একজন চাকর, সুতরাং তাহাদের নিকট ত অনিষ্টাশঙ্কা সম্ভবে না। হতভাগা চৌকি- র কি ভ্রম! সে জানিত না যে পুলিস-কর্ম্মচারী থিবীর লোক নহে! একেই ত সহজে তাঁহা- সম্মুখীন হওয়া অতীব দুষ্কর, তাহাতে আবার ট লাট সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে সয়াছে, এখন তাহারা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান, তরাং প্রথমে কথান্তর, তৎপরে কটুক্তি অবশেষে ার। কনষ্টেবলেরা দুর্ভাগা চৌকিদারকে বিশিষ্ট পই উত্তম মধ্যম দিয়াছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক য় উপস্থিত হইলে সে অব্যাহতি পায়, এবং ন এ ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয় জ্ঞাত া স্কুল কমিটীর সম্পাদক অত্রত্য সহকারী মাজি- সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠান, তদুত্তরে ন বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত না চৌকিদার কন- লদিগের নামে অভিযোগ করিতেছে সে পর্য্যন্ত ন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তদ- রে গত কল্য শনিবার স্কুলের চৌকিদার কন- লদিগের নামে অভিযোগ করিয়াছে, এক্ষণে । বাউক ইহার পরিণাম কি হয়। আমরা লাম সহরের কোতওয়াল সেই সময়ে ঘটনা- স্থলের কিঞ্চিদ্দূরে স্বীয় গাড়ীতে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি কনষ্টেবলদিগকে নিবারণ করেন নাই, তবে কি তিনি তথায় তামাসা দেখিতেছিলেন?

গত কল্য শনিবার বাবু বিনোদবিহারী ভাদুড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে অত্রত্য "আমিটিয়র থিয়েট্রি- কেল কোম্পানী" কর্ত্তৃক বিয়োগান্ত নবনাটক অভি- নীত হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত এ স্থলে সবিস্তারে তাহার সমালোচনা করিতে অসমর্থ হই- লাম। অভিনীত বিষয়গুলি অনেক স্থলে আনন্দ- দায়ক হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। চিত্ততোষ গবেশবাবু সুবোধ ও সুধীর এই কয়েক ব্যক্তির অভিনয় বিশেষ প্রশংস- নীয় হইয়াছে। অভিনয়ের প্রারম্ভে যাত্রার দলের নোকিবের ন্যায় এক ব্যক্তির সাজিয়া আসিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। নেপথ্যে যে গীতটী হইয়াছিল তাহাতে কেহই তাহা সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উক্ত নাটকের অভিনয়কার্য্য সমাপ্ত হইলে "ষণ্ডামারির মাস্থল" নামক একখানি প্রহসনও অভিনীত হয়। আমরা আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে ইহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল; তবে আমরা একটী কথা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিকে বলি যে, তাঁহারা এক- তান বাদ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন এবং ভবিষ্যতে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্তের প্রতি তাঁহারা যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা প্রথম যেরূপ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া- ছেন যদি ঐ কয়েকটী দোষ না ঘটিত তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই যার পর নাই সুখী হইতেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা- পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথ তিনবার প্রতি পংক্তি ✓০ আনা, তাহার পর / আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি নিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি কাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যা এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প দ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএ গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যা তেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূ পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপ উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশি হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, পরমাণুক ও বায়ুক তত্ত্ব, দে গণের মর্ত্ত্যে আগমন, সখের দোলযাত্রা, মনুসংহি পত্র দ্বারা রস শোষণ, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-প্র বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ১০ টী বিষয় স বেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা উ কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রি বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সো পুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের না পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না

বাটী বিক্রয়।

"বালিগঞ্জের ষ্টেষণের নিকট কসবা আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের বাসোপযোগী) সায় খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্ক এবং বাগান, সর্ব্বসমেত তিন বিঘা আট কাঠা

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ২০ সংখ্যা

...গ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ...টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২২ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ৩ রা এপ্রেল। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ প... মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মা...

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১২৮৮ সাল গতপ্রায়। নূতন বর্ষ ...গত। অতএব আমরা বিনয় সহকারে ...হকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, ...হারা ১২৮৮ সালে সোমপ্রকাশের মূল্য ...াছেন তাঁহাদের মূল্য নিঃশেষিত হই-...ছ। অতএব তাঁহারা সময়ে ১২৮৯ ...লের দেয় মূল্য দান করেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

পাইকপাড়া নর্সরি।

...চিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব, সচিত্র কৃষিতত্ত্ব।
...দাসত্বের লাঞ্ছনা মনে করিয়া স্বাধীন কৃষিতে
প্রবৃত্ত হও।

...দেশীয় কৃষির উন্নতি ও বিদেশীয় নানাপ্রকার ...জনক কৃষিকার্য্য দেশমধ্যে প্রচলিত করিবার ... কৃষিতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে। তিন খণ্ড কৃষি-... সমাপ্ত হইয়াছে। ৪ র্থ খণ্ড অতি মনো-... নূতন প্রকার ফুল ফল ও সবজির প্রতিমূর্ত্তি ...ত মুদ্রিত হইতেছে। যাবতীয় কলম করিবার ...জ উপায় ছবির দ্বারা দেখান যাইবে এরূপ ...বন্দোবস্ত করা হইয়াছে—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশ...ল ৩।৵০। প্রথম হইতে তিন খণ্ড কৃষিতত্ত্ব ...কাকারে বাঁধাই হইয়া প্রত্যেক খণ্ড ১।০ পাঁচ ...া মূল্যে আমাদের আফিসে, কলিকাতা পটল-ডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চিনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে এবং সিমুলিয়া বাঁড়ুয্যে কোং দোকানে বিক্রয় হইতেছে—পাইকপাড়া নর্সরিতে যাঁহার যে কোন ফল ফুলের কলম ইত্যাদির আবশ্যক হইবে আমার নিকট ফর্দ্দ ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন, গাছের মূল্যের তালিকা আবশ্যক হইলে এক আনার ষ্টাম্প পাঠাইতে হইবে। বীজাদি ও কৃষিতত্ত্বের গ্রাহক হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া রাজসূয়।

অর্থাৎ দিল্লী দরবারের সচিত্র বৃহৎ ইতিবৃত্তের মূল্য ৫ টাকা থাকায়, সাধারণ এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের ১৮৮০ সালের ৫৯ নং সরকুলার মত যে সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক্রয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য মূল্য হ্রাস অর্থাৎ ২ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ডাক মাশুল ৵১০। পটলডাঙ্গার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি, বি ব্যানর্জির দোকানে এবং আহিরীটোলা, ৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেনে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্ন লিখিত নাটকগুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি, ক্যানিং লাইব্রেরি প্রভৃতি পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্বপ্নময়ী নাটক—(নব প্রকাশিত) মূল্য			১।০
সরোজিনী ঐ	...	...	১৵০
পুরুবিক্রম ঐ	...	...	১৲
অশ্রুমতী ঐ	...	...	১।০
এমন কর্ম্ম আর করব না (প্রহসন)			॥৵০

এইচ, দে, এণ্ড, কোং।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার কলিকা...

আমাদের নিকট নানাবিধ পুস্তক, কাগজ, কল... সুগন্ধি দ্রব্য, জামা, কাপড়, উত্তম উত্তম ছবি প্রভৃ... সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। আমরা সকল প্রক... সীল মোহর, চাপরাস, নামের কার্ড, জামার ... মনোগ্রাম প্রভৃতি খোদাই করিয়া থাকি। ... লিখিলে মূল্যাদি জ্ঞাত করা যায়।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

প্রতি শিশির মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আন...

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দি... সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ... শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত ... প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণি... স্রাব ও সপূয় ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা ... ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শ... রিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের ... প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপ... থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য ... যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নি... হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আ...দের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের ... অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আ...

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজী... শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী... রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীরে যে কোন কারণব...

প্রেরিতপত্র

পবলিক ওয়ার্ক সেস।

রোড সেসের প্রকৃত উপকারিতা এখনও সর্বত্র
শিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার
প্রকাশের স্তম্ভে লেখনী চালন করিয়াছি।
 করি তদ্বৃত্তান্ত পাঠকের স্মৃতিপথে জাজল্যমান
তে পারে। পবলিক ওয়ার্ক নামে আর একটী
 কর আছে, জমিদারের খাজনার সঙ্গে ঐ কর
িতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রজাগণ কি
ত উক্ত করের জন্য দায়ী, ঐ কর প্রদানে
র কি প্রকার উপকার সাধিত হয়, অজ্ঞব্যক্তি-
তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে। বাস্তবিক তাহারা
পেই বা ঐ করপ্রদানের উপকারিতা অবগত
? নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও বঙ্গদেশের
 স্থানে বাঁধ এবং অন্যবিধ পবলিক
র্কের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। মেদিনীপুরে
ম বাঁধ নদীর আইন প্রচলিত হয়, পরিশেষে
 বিধি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হইল। এ দিকে রথ্যা
, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি নানারূপ সাধারণের হিত-
কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত নানাপ্রকার করও প্রচ-
 হইল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রজার নিকট
ত তাহাদের কপোলস্বেদার্জ্জিত অর্থরাশি গৃহীত
তছে সকল স্থানে সে উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্যের
া করা হয় না; তজ্জন্য অজ্ঞ অকৃতবিদ্য
ন্য প্রজাগণ এই সমস্ত করকে কেবল যৎপরো-
 কষ্টকর জ্ঞান করিয়া অহর্নিশ অনুতাপ
ত থাকে। বঙ্গদেশের কত স্থানে বৎসর বৎসর
 প্লাবিত নদীকর্তৃক কতদূর ক্ষতি হইয়া থাকে,
লোকের ধন প্রাণ গো মেষ মহিষাদি নষ্ট হয়,
শত গৃহ ও অট্টালিকাদি ভগ্ন হইয়া যায়, কত
শত শস্যশালিনী উর্ব্বর ভূমি স্তূপাকার বালুকারাশিতে
পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই জ্ঞাত
নহেন। পল্লীগ্রামের প্রজাগণের অধিকাংশই
অজ্ঞ ও সাহসহীন, তাহাদের দুঃখের সংবাদ গবর্ণ
মেণ্টের কর্ণগোচর করিলে কষ্টের প্রতিবিধান হইতে
পারে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কষ্টের কারণ
দূরীভূত করিতে পারেন, এ কথা কেহই জানে না,
উপদেশ দিলে কেহ বুঝে না বিশ্বাসও করে না।
নিরক্ষর প্রজাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত এই, গবর্ণমেণ্ট
যেন অন্তর্য্যামী, রাজ্যের কোন বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্টের
অগোচর নাই, কোথায় প্রজাদের কি কষ্ট কি সুখ
দুঃখ হইতেছে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনভিজ্ঞ নহেন,
এক স্থানে বসিয়া আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত করদর্পণে
দেখিতেছেন। প্রজাগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছে,
দেশের কল্যাণকর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত গবর্ণমে-
ণ্টের নিকট আবেদন করিতে হয় না, আবেদন
করিলেও কোন কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা নাই, গবর্ণ-
মেণ্ট সকল কার্য্য আপন ইচ্ছানুসারে করিয়া
থাকেন। প্রজাগণ মনের বেদনা জ্ঞাত করুক আর
নাই করুক, অভিমত না হইলে কখনই গবর্ণমেণ্ট
কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সমস্ত
অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিদারুণ কষ্ট
পাইলেও প্রজাদের মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, বিরলে
বসিয়া কেবল অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে
থাকে।

সোমপ্রকাশ পাঠকের অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে
পারেন, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদ নদী
হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। গত
বর্ষায় দামোদর উচ্ছলিত হইয়া জনসাধারণের কি
অবধি অনিষ্ট করিয়াছে, সংবাদপত্র পাঠকদিগের
কাহারও তাহা অবিদিত নাই, বঙ্গদেশের
প্রায় সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা পত্রে তদ্বৃত্তান্ত
আন্দোলিত হইয়াছিল। দামোদরের বাঁধ ভগ্ন
হইলে অনেকেই তদ্বিবরণ জানিতে পারিয়া-
ছিলেন, কারণ তথাকার অনেক প্রজা কৃতবিদ্য
এবং ধনাঢ্য। এই সমস্ত অমঙ্গলকর দুর্ঘটনা প্রকা-
শিত হইলে কতদূর ফলোদয় হইতে পারে তাহা
অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু দামোদরের বাঁধ
ভাঙ্গিয়া লোকের যেপ্রকার অনিষ্ট করিয়াছে,
ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া এক এক স্থানে তাহার
শতগুণ ক্ষতি করিতেছে। কিন্তু তত্তৎ স্থলে উপ-
যুক্ত ব্যক্তি নাই, প্রজাগণের মধ্যে সকলেই চাষী
লোক, অতএব সেই দুর্ঘটনা কেহই জানিতে পারেন
না, গবর্ণমেণ্টেরও কর্ণগোচর হয় না। কয়েক
বৎসর অতীত হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়ূ-
রেশ্বর থানার অধীন দিগে নামক স্থানে ময়ূরাক্ষী
নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত শত গ্রামকে যে উপপ্লা
করিয়াছিল তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু ঐ
মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির অধিকারভুক্ত, সু
প্রজাদিগকে অধিক দিন কষ্ট পাইতে হয় না
তিনি সত্বর উদ্যোগী হইয়া ঐ স্থানে পুনর্ব্বার ব
বাঁধাইয়া দিলেন, গবর্ণমেণ্টও তৎকার্য্যে বি
যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু লাভপুর থানার অ
নায়েকপুর, ভরুলে, কুস্তীরখালা, লাখোরা প্রভৃ
স্থানে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ অনেক দিন ভগ্ন হ
গিয়াছে। বর্ষাকালে প্রজাদের কি অবধি বি
ও কষ্ট হয় তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশিত হয়
এই সমস্ত গ্রামের গৃহগুলি এক একটী উচ্চ মৃ
কার ঢিপের উপর নির্ম্মিত। বর্ষাকালে প্রায়
দশ দিন অন্তর নদীতে প্রবল বন্যা আসিয়া থা
তৎকালে সমস্ত জনপদ, শস্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খ
বিল একার্ণব হইয়া যায়। মনুষ্যের গ
বিধি এককালে নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এক বাটী হই
অন্য বাটীতে কেহ যে গমনাগমন করিবেন
উপায় থাকে না। সমস্ত ব্যক্তির প্রাণ সং
রাত্রিকালে প্রাণটী হাতে করিয়া জাগ্রত থাকি
হয়; কাহারও অঙ্গনে, কাহারও বহির্বাটীতে
হাঁটু, এক কোমর ও এক গলা জল। গৃহের
মৃত্তিকারাশিতে বদ্ধ করিতে হয়, নতুবা গৃহে
জল প্রবেশ করে। দিবারাত্রি চতুর্দ্দিকে কেবল
রব, রোদনের চীৎকার ধ্বনি এবং ভগ্ন গৃহা
দুপ দাপ ঝুপ ঝাপ শব্দ। যাহাদের গৃহে স
ভোজ্যসামগ্রী থাকে, বন্যার সময়ে তাহারাই এক
করিয়া অন্ন পায়, কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের
গোমেষাদির কষ্ট দেখিলে পাষাণেরও হৃদয় বি
হয়। কুত্রাপি গতিবিধির উপায় থাকে না, গৃ
তণ্ডুলাদি কিছুই নাই, প্রত্যহ শ্রম করিয়া যৎকি
উপার্জ্জন করে প্রত্যহ তাহাতেই জীবি
নির্ব্বাহ হয়; বন্যায় সমস্ত একাকার, মজুরী
কোন কাজকর্ম্ম করিবার উপায় নাই, শিশু স
নাদি লইয়া উপবাসে দিন গত হয়। আবার দৈ
যদি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবে ত ঘোর বিপদ;
বৃক্ষাদির শাখা আশ্রয় করিতে হয়।

অনেক সময়ে দিবাকালে বন্যা আসিলে বা
বালিকা, কৃষক এবং গোমেষাদির জীবন বিপদ
হইয়া উঠে। বালক বালিকাগণ গোষ্ঠে গোচ
করিতে থাকে, কৃষকগণ ক্ষেত্রে কার্য্য করে, ই
সময়ে বন্যা আসিলে অনেকেরই প্রাণ সং
যাহারা ময়দানে থাকে সহসা তাহারা গ্রামে প্র
গত হইতে পারে না। গ্রামের অভ্যন্তর জলপ্লা
হয়, মাঠও জলপূর্ণ; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর
কিছুই নয়নগোচর হইবে না,—কেবল বিস্তৃ

ও ছুটিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িয়া খপাস্
প্‌_শব্দ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কেবল এক
ী গৃহ উচ্চ হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ললাটাবলীর
গঙ্গামৃত্তিকার উর্দ্ধপুণ্ড্রের ন্যায় শোভা পাই-
ে; রাখাল ও কৃষকেরা মাঠের বৃক্ষশাখা অথবা
পুষ্করিণীর পাড় আশ্রয় করে। গো ছাগ মেষাদি
র হইয়া কর্ণ-রব করিতে থাকে। লাঙ্গোয়া
য় আমাদের একটী বাসাবাড়ী আছে, তাহার
দেশ হইতে চতুর্দ্দিকে একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত জল
ত হয়, জলস্রোতে কত সুতরাং গো মেষাদি যে
লিয়া যায় দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে
ক।

এইগুলি ত বন্যার আশু অনিষ্ট, ইহার পরিণাম
ার ভয়ঙ্কর। কোন স্থানে ভূমি স্রোতোজলে
কবারে খাল হইয়া যায়, কোন স্থান বালি
াতে পরিপূর্ণ, সমস্ত শস্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং
কদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। রাজার
শ হয় না, ভূস্বামী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে
কন; এ দিকে আবার সম্বৎসরের অন্ন সংস্থা-
হয় না, একবেলা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে
। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি,
খাখা, মীরবাঁধ, কুস্তীরখালা, নারেকপুর,
লে, খীলে, বাকুড়া, বোঁয়াপোতা, খাসপুর,
কা, কৈদো, বেড়াল, গঙ্গলা, বেশ, সিমুলে
ভৃতি কয়েকটী গ্রামে প্রতি বৎসর প্রায় দুই
ার বিঘা ভূমির সর্ব্বতোভাবে ঘোর অনিষ্ট হই-
ছে। যদি প্রত্যেক বিঘায় ন্যূনকল্পে দশ
কার শস্য উৎপন্ন হয়, তবে বৎসর বৎসর ২০,০০০
জার টাকার শস্য হানি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন
গৃহাদি ভাঙ্গিয়া এবং পশ্বাদি ভাসিয়া গিয়া
কের ক্ষতি হইতেছে, লেখনী দ্বারা তাহা প্রকা-
ত হয় না। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূমিতে
বানাবশ যে ক্ষতি হয় তাহা আমরা গুরুতর
ন করি না। পরিণামে স্থানে স্থানে বন্যার জল
বদ্ধ থাকায় এবং মৃতদেহ উদ্ভিজ্জাদি বিগ-
ত হওয়ায়, শরৎকালে ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি
ণ করে; তাহাতেও সিকি লোকের মৃত্যু হয়,
শিষ্ট যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া
কেন, তাহারাও মরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয়
করিণীতে বন্যা প্রবেশ করে, সুতরাং তন্মধ্যে
কটীও মৎস্য থাকে না। এ দিকে আবার জল
প্রকার বিকৃত হইয়া পড়ে যে ম্যালেরিয়া যেন
র্ত্তিমান হইয়া তাহাতে বাস করিতে থাকে।
হাতে স্নান করা চাই না, তাহা পান করা চাই
, তদাঘ্রাণে ও তৎস্পর্শেই ম্যালেরিয়া দেহে
নিয়া অধিষ্ঠান করে।

আমরা যে স্থানের এই শোচনীয় বৃত্তান্ত পাঠক-
দিগের গোচর করিলাম, তথায় ধনাঢ্য জমিদার
নাই। কয়েক খানি গ্রাম সামান্য জমিদারের
অধীন এবং কয়েক খানি ধনবান্ ভূস্বামীর অধিকার-
ভুক্ত। এখানে সাধারণ প্রজাগণের অবস্থা নিতান্ত
মন্দ, বৎসরের মধ্যে অনেকেরই দুই বেলা উদরা-
ন্নের সংযোগ হয় না। যে কয়েকজন সামান্য
জমিদার আছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে,
নিজের দিন নির্ব্বাহ হয় না তাহাতে প্রজার কি
করিবেন কি? কিন্তু যে কয়েক জন অতুল সম্পত্তি-
শালী ভূস্বামী আছেন, তাঁহাদেরই কার্য্যপ্রণালী
এবং চিত্তগতি দর্শনে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইতেছি।
তাঁহারা জমিদারী স্বত্ব পত্তনী বিলি করিয়া সুখে
স্বচ্ছন্দে বিষয়রসে ভোর থাকিলেন, নির্দ্দিষ্ট লাভটী
পাইতেছেন কোন ভাবনা নাই, প্রজার অবস্থার
প্রতি দৃষ্টিও নাই। জমিদারের প্রজাপালন এবং
গোপ জাতির গাভি পালন এ উভয়ই সমান কথা,
আপরিতোষ দোহন করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি
হইল। প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, জমিদারের
কোন ভাবনা নাই; এক বার কোন তত্ত্বও গ্রহণ
করেন না, বরং নিয়মিত সময়ে লাভ পাইতেছেন,
দুর্ভাবনা কি? এই গেল জমিদারের কথা; পত্তনী-
দার আসিলেন, প্রজাকে নিষ্পীড়ন করিলেন
তৎপরে তিনিও বিলাসী হইয়া পড়িলেন, মহলটী
দর-পত্তনীতে বিলি করা হইল; নিবিড় নিষ্পীড়নে
টোপে টোপে দুই এক বিন্দু রস নিঃসৃত হইল, তাহা
শোষণ করিয়া দর-পত্তিনিদার মহাশয় বিষয়টীকে
আবার সে-পত্তনীতে বিলি করিলেন। প্রজা-
দিগকে নিংড়াইলেন মোচড়াইলেন—নিষ্পীড়িত
শুষ্ক ইক্ষুদণ্ডে আর কত রস থাকে? অবশেষে
পিপীলিকার ন্যায় গায়ে বসিয়া দংশন করিতে
লাগিলেন,—প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাঠক! বলুন দেখি,
ইহাতে প্রজার কিছু সঙ্গতি থাকে;—না দুকড়ার
সে পত্তনীদার নিজ ব্যয়ে প্রজার কোন উপকার
করিতে পারে? যেমন দরিদ্র প্রজা তেমনি কাঙ্গাল
জমিদার উভয়েই সমান। আমরা ভূস্বামীদের
নিন্দাবাদ করিবার জন্য এ সকল কথা বলিতেছি
না, এখানকার সমস্ত ভূস্বামীই আমাদের পরম
আত্মীয়। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রশ্রয় প্রার্থনা
করি। কিন্তু দোষই হউক আর গুণই হউক, সত্য
কথা বলিবার সময় আমরা বন্ধুজনকেও ক্ষমা করি
না। আমরা ভূস্বামিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি
ঔদাসীন্য দেখাইতেছি, নিন্দাবাদ নহে—তাঁহাদিগকে
কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে বলাই আমাদের
প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের একান্ত
বাসনা, জমিদারগণ আর সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকি-

বেন না, তাঁহারা বাৎসল্যভাবে প্রজাপালনে তৎপর
হউন। আমরা কেবল যে এই স্থানের ভূস্বামি-
দিগকে উৎসাহ দিতেছি, এমত নহে, যে যে স্থলে
প্রজাদের এবম্বিধ কষ্ট হইয়া থাকে, তত্রস্থ সমস্ত
জমিদারগণ প্রজার কষ্ট মোচনে উদ্যোগী হউন।

তিন বৎসর অতীত হইল কয়েক জন ভদ্রলোক
যত্নবান্ হইয়া প্রজাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক
উক্ত ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ বাঁধাইয়া দেন। গত
বর্ষায় উহা আবার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে
প্রজাগণ এপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে আ
তাহারা বাঁধ বাঁধাইবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ
নহে। কিন্তু উক্ত কার্য্য সমাধার নিমিত্ত যে টাক
ব্যয়িত হইবে, প্রজারা তাহার অর্দ্ধাংশ প্রদান
করিতে সম্মত আছে, কিন্তু অপর অর্দ্ধাংশ গবর্ণ
মেণ্ট না দিলে প্রজাদের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি
রক্ষার উপায়ান্তর নাই। শীত ঋতুতে মাজিষ্ট্রেটগণ
মফস্বল ভ্রমণ করিতে আইসেন; কিন্তু তাঁহাদের
পর্য্যটনের ফল কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন না
বাস্তবিক হাকিম বাহাদুরদের মফস্বল ভ্রমণ শীত
কালের কেবল একটা আহ্লাদ আমোদ ভিন্ন আ
কিছুই নয়। জেলা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বলে
আসিলেন, ছাউনী করিলেন, অবেই সকল কার্য্য
সিদ্ধ হইল আর কি? এ ক্রিয়া কৌতুকে কা
কি?—বৃথা অর্থ শ্রাদ্ধে ফল কি?—যদ্যপি মফস্বলে
আসিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা জ্ঞাত না হইবেন
যদি সমস্ত বিষয়ের তদন্ত না লইবেন ত
সাধারণ রাজস্বের প্রতি আক্রমণ করা ও শ্রেয় নয়
প্রজাদিগের যদি এই সমস্ত কষ্ট দূরীভূত করা না
হয়, তবে কি নিমিত্ত তাহারা নিয়মিতরূপে পবলিক
ওয়ার্ক কর প্রদান করিতেছে? দরিদ্র লোক এ
পয়সার মা বাপ, অনেক কষ্টে তাহারা একটি
পয়সা উপার্জ্জন করে, তেমন ব্যক্তির বৃথা এ অ
দণ্ড কেন? আমরা বারম্বার অনুরোধ করিতেছি
মাজিষ্ট্রেটগণ মফস্বল পর্য্যটনের সময়ে পল্লীগ্রামে
অবস্থা সুন্দররূপে অবগত হইতে চেষ্টা করুন, পল্লী
গ্রামের নিরক্ষর অজ্ঞলোকেরা নিজ নিজ কষ্ট
অসুবিধা গবর্ণমেণ্টকে অবগত করিতে জানে না
তাহাদের তদ্রূপ সাহসও হয় না। বিচারপতিগ
স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইব
জন্য যত্নবান্ না হইলে প্রজারা কষ্টমুক্ত হই
পারিবে না। রোডসেস পবলিক ওয়ার্কসেস প্রভৃ
করের টাকা যেখানে যে কার্য্যে লাগাইলে সাধা
জনপদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে গবর্ণমে
সেখানে তদ্রূপ কার্য্যে উক্ত টাকা ব্যয় করুন, ন
এই সকল কর প্রদান করা তাহাদের পক্ষে কে
দণ্ড স্বরূপ। একটি আশ্চর্য্যের কথা দেখু

লে কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাস করেন, সেখানে
াধা এ সকল প্রদত্ত করের আনুকূল্য গ্রহণ
ক স্থানের উপযুক্ত হিতকর কার্য্য করাইয়া
ছেন; কিন্তু যেস্থলে অজ্ঞ লোকেরা বাস
তথায় তাহারা এই কর দানের কোন
প্রাপ্ত হইতেছে না। মূর্খ প্রজাগণ বোবা,
তেই তাহাদের মুখে বাক্য নাই, কোন সংকা
নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা প্রার্থনা করে
বর্ণমেণ্টও স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদিগের
কারের নিমিত্ত কোন কার্য্যে অর্থদান করেন না,
রাং অনেক স্থলে প্রজারা নিয়মিত কর দিয়া
ল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এটী কি অন্যায় ও
ত নহে?—সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এই কি কর্ত্তব্য
তা, এই কি পুত্রবৎ প্রজাপালন? সকলেই
শের উপকারের নিমিত্ত করপ্রদান করিতেছে,
যে ব্যক্তি সাধারণের হিতের জন্য নিজ প্রদত্ত
প্রার্থনা করিতে জানে সে অর্থ পাইতেছে;
ব্যক্তি মূর্খ, অর্থ দিয়াও কার্য্যকালে তাহা চাহিতে
ন না, সে অর্থ সাহায্য পাইতেছে না, এটী কি
পাত নহে? আমরা স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট
পূর্ব্বক এই পক্ষপাতদোষে দূষিত হন নাই;
মেণ্টের কার্য্য-শৈথিল্যই এই পক্ষপাতের এক-
কারণ।

আমরা ময়ূরাক্ষীর যে বাঁধের কথা উল্লেখ করি-
, তাহার সংস্কারের নিমিত্ত প্রজাগণ অর্দ্ধেক
ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছে; দয়াবান গবর্ণ
ট পবলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি কর ফণ্ড হইতে অপ-
র্দ্ধ ব্যয় প্রদান করিয়া অসংখ্য লোকের হিত
ন করুন।

শ্রীঃ:—

—•—

শুভঙ্কর পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার।

জীবনী ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। জীবনবৃত্ত
বহু জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে বলিয়া সকল
ভ্য দেশবাসিগণই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের
নী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স
শ আবার যে ব্যক্তি সামান্য স্বদেশহিতকর
র্য্য বা সামান্য একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন,
হারও জীবনবৃত্ত মহাসমাদরে লিখিত হয়।
জন্য তথাকার অধিবাসিগণের এত উন্নতি
খিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে
নবৃত্তের তত আদর ছিল না। পাশ্চাত্যশিক্ষার
আমরা একণে আমাদের দেশীয় গুণগ্রামসম্পন্ন
ক্তিগণের জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে অভিলাষী
য়াছি। অভিলাষী হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু
দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থান, জন্ম,
মৃত্যু ও কার্য্যকলাপ এত অজ্ঞাতভাবে আছে যে,
নিবিড় অন্ধকারময় খনিগর্ভ হইতে রত্ন সংগ্রহ করা
যেমন সুদুঃসাধ্য বিষয়, সে সকল কার্য্যও অবি-
কল তদ্রূপ অসাধ্য। তথাপি যদি কোন পাঠক
ইহাঁদের বিষয় অবগত থাকেন, এই আশায় আমরা
অদ্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শুভঙ্কর পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার যদিও
নিউটন কিম্বা গ্যালেলিওর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত
ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাঁহারা যে বহু গুণে বিভূ-
ষিত ছিলেন, বহু ব্যক্তির উপকার করিয়াছিলেন এবং
তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা গণ্য, মান্য ও প্রধান ব্যক্তি
বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত ও আদৃত হইয়াছিলেন
তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব
এমন লোকের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আমাদের
অবশ্য কর্ত্তব্য।

১ ম। শুভঙ্কর পণ্ডিত। শুভঙ্কর পণ্ডিত গণিতজ্ঞ
ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ
গণিতের চর্চ্চা হইত, তাহাতে শুভঙ্করকে অবশ্য
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিতে হইবে। তাঁহার প্রসাদে
গুরু পাঠশালার অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যে সকল অঙ্ক
অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মৌখিক হিসাবে করিয়া দিতে
সক্ষম, বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ
ছাত্রগণ সে অঙ্ক বহু ক্ষণ ধরিয়া অঙ্কপাত দ্বারা করিতে
সমর্থ হন না। দেখাও শুভ শুভঙ্কর কতকগুলি
অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া আর্য্যা করিয়া গিয়া
ছেন। আমরা সচরাচর আর্য্যাতে কাঠাকালি, জমা
বন্দী, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, কড়িকষা,
সেরকষা, মণকষা, সুদকষা, বাঁটোয়া, গলিকষা,
কাগজ কষা, ইটকালি, দেয়ালকালি, পুষ্করিণীকালি,
নৌকাকালি, সপকালি, দধিকালি, বরফিয়াকালি,
আসল লক্ষ্য ও মাথট প্রভৃতি অঙ্ক দেখিতে পাই।
এই অঙ্কগুলিতে সাধারণ লোকের সন্তানগণের কত
উপকার হইয়া থাকে। যিনি সাধারণ লোকের
শিক্ষার এই সদুপায় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার
প্রসাদে অনেক ব্যক্তি ব্যবসায়াদি করিয়া শুদ্ধ
হিসাবের গুণে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতারিত
না হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; তাঁহার
জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের নিকট
তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ
হইতে দেওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে
শ্রেয়স্কর কি না?

অনেকে "শুভঙ্কর" এই নাম শুনিয়া বলিয়া
থাকেন, এটি কাল্পনিক নাম। কিন্তু শুভঙ্কর যখন
তাঁহার আর্য্যার ভণিতার শেষে শুভঙ্কর দাস বলিয়া
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া
কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কাল্পনিক নাম হইলে
"দাস" এই জাতি বা বংশজ্ঞাপক শব্দ ব্যব
হইবে কেন?

আর এক কথা এই, শুভঙ্করের সময়ে যে স
পাঠশালা ছিল, সেই সকল পাঠশালার গুরুম
শয়দিগের মন এত উদার ছিল না, যে তাঁহ
এক একটী অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির কর
তাহা শুভঙ্করের নামে প্রচার করিয়া দিবে
যাঁহারা কোন প্রকারে দেশ মধ্যে আপনাদের ন
জাহির করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা যে একটা ক
নিক নায়ককে জনসমাজে আদরণীয় করিবেন এ ব
বিশ্বাস্য নহে। অধিকন্তু যদি শুভঙ্কর নাম কাল্প
হয়, তবে তাঁহার প্রণীত অঙ্কগুলি যে একজনের
অনেক জনের রচিত, তাহা স্বীকার করিতে হই
অনেক জনে নানা স্থান হইতে যে এক নামে
ভণিতা দিবেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায়
তাই বলি শুভঙ্কর কাল্পনিক মনুষ্য নহেন, তি
প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কারণ, তাঁ
প্রণীত আর্য্যার "আসী তিলে কড়া হয় কাহ
পো" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ত
পাওয়া যায়। সকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উ
সাধনে যখন যত্ন করিয়া থাকে, তখন কায়স্থের
ও দাস এই দুই শব্দ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতে
তিনি কায়স্থ ছিলেন। তবে তাঁহার জন্মভূমি
দেশের কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি জন্ম
করেন ও কখনই বা কালগ্রাসে পতিত হন ইত
আর কোন বিষয়ই জানিবার উপায় দেখা যাইত
না। একণে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় প্রাথমিক বি
লয়ের বহুল প্রচার হইতে চলিল, এই সময়ে
করিয়া যদি কেহ তাঁহার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ কর
যত্নবান হন, তবেই তাঁহার বিষয় আমরা অ
হইতে পারিব, নতুবা অনুমানে যাহা জানিতে প
যাছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে!

২ য় আত্মারাম সরকার। ইনি কিমিয়
ভোজ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভোজবিদ্যা
সময়ে—এখনও অনেক স্থানে—অত্যন্ত সম্মানে
আদরের বিষয় কথিত আছে, ভোজরাজদু
ভানুমতীর সময়ে ভোজবিদ্যার চরম উ
সাধিত হইয়াছিল; এজন্য অনেকে অদ্যাপি ভে
বিদ্যাকে ভানুমতীর বাজী বলিয়া থাকেন। আ
রাম সরকার ভোজবাজীকরদিগের পরম শত্রু ছিলে
নিকটে যেখানে ভোজবাজী হইত, তিনি সেখ
যাইয়া গুপ্ত রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া ভ
দের জারি জুরী ভাঙ্গিয়া দিতেন। এজন্য ব
করেরা তাঁহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিত।
কি এখনও যখন বাজীকরেরা কোন স্থানে

তে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে তাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি য়ে তিন বার বাম পদাঘাত করিয়া তবে বাজী তে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, আত্মারাম ষ ছিলেন। হুগলী জেলার কোন গ্রামে য় জন্ম হয়। এ কথার সত্য মিথ্যা ভগবানই তে পারেন।

আর কাল দুই একজনেও "কৌতুক তরঙ্গ" নোহর দর্পণ" ইত্যাদি নাম দিয়া বৈজ্ঞা- রীতিতে ইউরোপীয় ভোজবাজীর পুস্তক ন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মনে মনে হইতেছে, অবশ্যই কেহ না কেহ হিন্দু- র ভোজবাজী ও তৎসঙ্গে আত্মারাম সরকার তি দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিমিয়া বিদ্যানিপুণ কগণের জীবন চরিত্র সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের নিক কৌতুককর কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিতে ল হইবেন।

ভাগলপুর } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
বং ১৬ ই চৈত্র }

সোমপ্রকাশ

২২ এ চৈত্র সোমবার।

আবগারী সংক্রান্ত নীতি।

মহাকবি মাঘ একস্থানে লিখিয়াছেন:—

সংক্রান্তদুর্ণ. সজ্জনে যে পরদোষেক্ষণ দিব্যচক্ষুষঃ

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা নিজ দুর্নীতির ন বিষয়ে স্বভাবত অন্ধ, কিন্তু পরের দোষ দর্শন- লে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়।

আমাদের প্রধান রাজপুরুষগণের মধ্যে কোন কোন কি এই কথা বলেন, এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পা করা বিচারণীয় বিষয়ের সকল দিক দর্শন করিয়া স্তাব লিখিতে পারেন না। এ বাক্যটী এদেশীয় মাচার পত্র সম্পাদকদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ সঙ্গত ক না হউক, আবগারি সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে ভাবে আসিতেছে। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে ইতেছি, গবর্ণমেণ্টের আয়ের দিকেই দৃষ্টিপাত রিয়া এই নীতিটী সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু এই তির প্রবর্ত্তনকালে প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করা হয় নাই। এক জন কবি য়াছেন:—

যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"

ইহলোক ও পরলোক এ উভয় লোক রক্ষা করিয়া চাতুরী প্রয়োগ করা যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। চাতুরী, পলিসী, নীতি, একই পদার্থ। রাজা ও প্রজার মঙ্গল, এই উভয় দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যে নীতি সঙ্কলিত হয়, সেই নীতিই নীতি। আমরা আবগারি সম্বন্ধে এই উপাদেয় উদার নীতি প্রবল দেখিতে পাইতেছি না। এ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাকে একচখো নীতি বলাই সঙ্গত হয়। খোলা ভাঁটিকেই আজ আমরা উদা হরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একটী ভাঁটির আয় প্রথম বৎসর ৫০০ ছিল, এ বৎসর ১২০০ হইয়াছে। পাঠক দেখুন, খোলা ভাঁটির উত্তরোত্তর কেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ আমোদকর বিলাস দ্রব্য যত অল্প মূল্যে ও সহজলভ্য হইবে, তত তাহার ক্রেতা ও গৃহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইহার পরঃ সহস্র উদাহরণ আছে। ডাকের মাসুল যত কমান হইতেছে এবং লোকের বাটীর দ্বারে দ্বারে যত ডাক- বাক্স প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই গ্রাহক সংখ্যা বাড়ি- তেছে। আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? খোলা ভাঁটী হওয়াতে মদ্যের মূল্য সুলভ হইয়াছে এবং গ্রাম প্রতি গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্য বিলক্ষণ অনায়াসলভ্যও হইয়াছে। অতএব ইহার গ্রাহক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? আমরা অবরং প্রত্যক্ষ করিতেছি, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত দলে দিন দিন মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের প্রধান রাজ- পুরুষগণের অনেকের মনে এই অভিমান আছে, তাঁহারা এদেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অব- স্থার বিষয়ে বিলক্ষণ নিষ্ণাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এ অভিমান প্রত্যক্ষ বিরোধী। তাঁহারা যদি প্রতি গ্রামের লোক সংখ্যা করিয়া কত লোক শিক্ষিত, কত লোক অশিক্ষিত ও কত লোক অর্দ্ধ- শিক্ষিত, তাহার গণনা করেন, এবং পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে কত লোক মাতাল ছিল, এখন বা কতলোক মাতাল হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করেন, তাহা হইলেই আমা- দের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এখন আর একটি বাক্যের অবতারণা করা আব- শ্যক হইতেছে। রাজপুরুষদিগের অনেকের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এদেশীয়দিগের পুষ্টিকর আহার নাই। মদ্য বলকর উত্তেজক পদার্থ, ইহার বহুল ব্যবহার হইলে এদেশীয়দিগের বল বীর্য্য উৎসাহ ও সাহসাদি গুণের বৃদ্ধি হইবে। সে দিন একজন রাজ- পুরুষ স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখও করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশীয় সুরাপায়িদিগের যদি শরীর পরীক্ষা করা হয়, তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করা হয় এবং তাহাদিগের মত্তাবস্থার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা নিঃস সিদ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার সকল লোক মদিরা পান করে, তাহাদের উপযুক্ত আহারের অভাবে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায় যকৃৎ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ আসিয়া তাহাদে দেহ আশ্রয় করে। অতএব অল্পকাল মধ্যে তাহা দের প্রাণ বিয়োগ হয়। এ গুলি প্রত্যক্ষ, কো ক্রমেই অপলাপযোগ্য নহে। উন্মাদকালে সুরাপা দিগের সাহসাদির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তা মত্তাবস্থায় অবস্থান কাল পর্য্যন্ত, তাহার পর স্বভাব, সেই স্বভাব। অনেকের আবার মত্ত কালীন সাহস প্রায় দুঃসাহসে পর্য্যবসিত হয়। অ কাংশ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাতাল হইতে যে জ গ্রহণ করে, তাহা কি মিথ্যা?

মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে আপাততঃ অ রাগ শান্ত প্রকৃতি গ্রামীন জনের বিষম একটী অ বৃদ্ধি হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন—

উত্তমপ্রকৃতিঃ শেতে মধ্যো হসতি গায়তি।

অধমপ্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি॥

যাহারা উত্তম লোক, তাহারা মদ্যপান ক কোন উপদ্রব করে না, কেবল শয়ন করিয়া থা মধ্যমেরা তামা ও গান করে, অধমেরা কটুবাক্য এবং রোদন করে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহারা উ কুলে জন্মিয়াছে, তাহারাও খোলা ভাঁটীর প্রস নীচপ্রবৃত্তি হইয়া যাইতেছে। তাহারা মত্ত নানা প্রকার উপদ্রব করে। তাহাদের মুখ হই কটু ও অশ্লীল ভিন্ন অন্য বাক্য প্রায় নির্গত হয় বাস্তবিক কথা বলিতে কি, খোলা ভাঁটিগুলি গ্রা লোকদিগের বিষম কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। আ যদি সুরাপানে এদেশীয়দিগের কোন উপ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে হৃষ্টচিত্তে ই অনুমোদন করিতাম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও আ ইহার অনুমোদনে সঙ্কোচ করিতাম না। পক্ষা সুরাপান হইতে এদেশের কেবল অপকারই হইতে শাস্ত্রকারেরা সুরাপানের যে এত নিষেধ ক গিয়াছেন, তাহার কারণও এই—তাঁহারা বি রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সুরাপান হ এ দেশের অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার ন এই কারণে তাঁহারা সুরাপানকে মহাপাতক গণনা করিয়াছেন।

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আমাদের বর্ত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এদেশের বহু বিষয়ে অবগ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আজও এদেশের অব জানিতে পারেন নাই। খোলা ভাঁটি হও

দেশের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তিনি বেহারবাসিদিগের অবস্থার নিমিত্ত সর্ব্বদা দুঃখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি খোলা ভাঁটিরূপ যে পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের অবস্থার যে কোন কালে সংশোধন হইবে, তাহার ত সম্ভাবনা দেখি না। মিতাচার, মিতাহার, মিতব্যয় না থাকিলে লোক কি কখন উন্নত হইতে পারে? বেহারবাসিরা একে নিরেট মূর্খ, ললাটঘেম বিনিময় করিয়া তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, দারুণ বন্যার ন্যায় মদ-স্রোতে তাহা যদি ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের কিরূপে উন্নতি হইবে? এক দিকে তাহাদিগের অবস্থার সংশোধন চেষ্টা হইতেছে, অন্য দিকে তাহাদের অধঃপাতে যাইবার পথ প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার তুল্য পরস্পরবিসম্বাদিনী নীতি বোধ হয় আর হইতে পারে না।

উপসংহারে আমরা পরম ধার্ম্মিক মহামনা লর্ড রিপণ্ডের নিকটে সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি একবার ভারতের এই শোচনীয় অবস্থাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যদি বলেন, খোলা ভাঁটি উঠাইয়া দিলে রাজস্ব ক্ষতি হইবে, তদুত্তরে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট অন্যরূপে যে রাজস্ব ক্ষতি করিতেছেন, এ রাজস্ব ক্ষতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। প্রজার মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়। প্রজাকে উৎসন্ন দেওয়া ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল রাজার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।

টক নোট।

এ দেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের হস্তে কিছু কিছু অর্থের পুঁজি করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাদের দয়াবান রাজস্ব সচিব মহাত্মা মেজর বেয়ারিং নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের হস্তে একে ত টাকা সঞ্চিত হইতে পায় না, মাসিক যাহা উপার্জ্জন করে সাংসারিক কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয় এতদ্ভিন্ন অর্থ খাটাইবার উপায়ও অতি অল্প। যাঁহারা তেজারতী করেন তাঁহাদেরই টাকা এক প্রকার খাটিতেছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে তেজারতীর কাজ ভালরূপ চলে না। বিশেষতঃ যাহাদের মূলধন অতি সামান্য মাত্র, তাহাদের সঞ্চিত অর্থের কোন কার্য্যই নাই, যৎসামান্য টাকা যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা খাটাইতে অবসরও থাকে না ১৮৮২ মেণ্টাং ডাকঘরে অর্থ সঞ্চিত রাখিবার যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এদেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের অনেক উপকার সাধিত হইবে। সম্প্রতি লাহোর পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ...ক টাকা ঋণ করা হইবে, এই ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সামান্য মূল্যের খুচরা কোম্পানির কাগজ প্রচার করিবেন। এই কাগজ গুলি টক নোট নামে অভিহিত হইবে। পূর্ব্বে ৫০০, টাকার ন্যূন কোম্পানির কাগজ ছিল না, পরে ট্রাচি সাহেব ১০০, টাকারও কোম্পানির কাগজ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ১০০ টাকার, ৫০ টাকার, ২৫ টাকার এবং ১২॥০ টাকার ও খুচরা কোম্পানির কাগজ প্রকাশিত হইবে। ইহার বার্ষিক সুদ শতকরা ৪।০ চারি টাকা চারি আনার হিসাবে দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন এই খুচরা কোম্পানির কাগজে আর একটী সুবিধা আছে; অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের মূল্যের ন্যূনাধিক্য হয়। ১০০০, এক হাজার টাকার কাগজ কখনও হাজার টাকার অধিক মূল্যে কখন হাজার টাকার অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই খুচরা কোম্পানির কাগজের মূল্য নিশ্চল থাকিবে, বাজার দরে কখনও ইহার মূল্যের তারতম্য হইবে না। বর্ত্তমানে প্রচলিত করেন্সি নোটের সুদ নাই, কিন্তু মনে করিলেই ইহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গাইতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত লোক বিনা আপত্তিতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। করেন্সি আফিসেও স্বীকৃত টাকা অবলীলাক্রমে পাওয়া যায়। টক নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট বিশবৎসরের মধ্যে প্রত্যর্পণ করিবেন না, কিন্তু উহা ইচ্ছা করিলেই বিক্রীত হইতে পারিবে। এই নোট হস্তান্তরিত করিবার সময় ক্রেতা বিক্রয়ের দিবস পর্য্যন্ত সুদ দিয়া ক্রয় করিবেন। অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজের সুদ ছয় মাস অন্তর দেওয়া হয়, টক নোটের সুদ বৎসরে একবার মাত্র দেওয়া হইবে, এবং এই কাগজের সুদের উপর কস্মিনকালে কোন প্রকার কর ধার্য্য হইবে না। কাগজের মূল্য এবং সুদের বিবরণ উহার পৃষ্ঠে এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত থাকিবে। মাসে মাসে যত সুদ প্রাপ্য হইবে তাহাও কাগজের পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। জেলায় এবং সবডিভিজনের খাজনাখানায় এই নোট বিক্রীত হইবে। যাঁহারা এই কাগজ বিক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা ১, টাকা দস্তুরি দেওয়া হইবে। এই কাগজ এখনও বিলাতে প্রস্তুত হইতেছে, দুই তিন মাসের মধ্যে এ দেশে প্রচলিত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন ইহাতে লোকের সম্পূর্ণ উপকার হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সামান্য অবস্থার লোকের নিমিত্ত টক নোটের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সামান্য অবস্থার লোকেরা অল্প সুদে টাকা দিতে ইচ্ছুক হইবে না। পল্লীগ্রামে সচরাচর টাকা প্রতি এক পয়সা করিয়া সুদ গৃহীত হয়, অতএব বার্ষিক শতকরা ১৮৸০ সুদ হইতেছে। এমন স্থলে ৪।০ টাকা সুদে টক নোট বহুলভাবে ক্রীত ও বিক্রীত হইবে আমাদের এমন বোধ হয় না। সামান্য অবস্থার লোকদিগের কিছু কিছু অর্থ সংস্থান করিয়া দেওয়াই উহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এত অল্প সুদে কাগজ প্রচলিত করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে সমস্ত ব্যক্তি অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাই টক নোট ক্রয় করিতে পারিবেন। করেন্সি নোট গৃহে রাখিলে তাহার কিছুই সুদ নাই, অতএব করেন্সি নোট না লইয়া অনেকেই টক নোট লইতে পারিবেন। কারণ যত দিন উহা গৃহে পড়িয়া থাকিবে, যাহা হউক তবু কিছু কিছু সুদ আদায় হইতে পারিবে। তজ্জন্য আমাদের বিশ্বাস হইতেছে ক্রমে করেন্সি নোটের চলন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়া আসিবে। কার্য্যতঃ করেন্সি নোট এবং টক নোটে কোন প্রভেদ নাই, মনে করিলেই উভয় প্রকার নোট সহজে ভাঙ্গাইতে পারা যায়। তবে করেন্সি নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন, টক নোটের টাকা বিশবৎসরের পরে গবর্ণমেণ্ট দিবেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু এই নোট প্রচলিত হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে হস্তান্তরিত করিবার কোন কষ্ট থাকিবে না, বিশবৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট টাকা না দিউন তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। এই নোটের সুদ পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া ইহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু যেখানে নিকটে সেবিংব্যাঙ্ক আছে, তথায় এই নোট অধিক প্রচলিত হইবে বলিতে পারি না, কারণ সেবিংব্যাঙ্কে নগদ টাকা ইচ্ছানুসারে পাওয়া যায়, এবং তাহাতে সুদও আছে অতএব টক নোট অপেক্ষা সেবিংব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

আমরা টক নোটের একটী প্রধান অসুবিধা দেখিতেছি, যদ্যপি জেলার খাজনাখানায় সুদ আদায় করিতে হয়, তবে অনেকেই এই কোম্পানির কাগজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিবেচনা করুন, জেলা হইতে কোন ব্যক্তির নিবাস ১০।১২ ক্রোশ দূরে, তাহার নিকট একখানি ১২॥০ টাকার কিম্বা ২৫ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। তাহার বাটী হইতে জেলায় গিয়া সুদ আনিতে দুই দিন লাগিবে, এই দুই দিনের মজুরি ক্ষতি এবং দুই দিনের বাসাখরচ ইহাতে প্রায় ৷৶০ আনা যাইতেছে কিন্তু ১২॥০ টাকার একখানি কাগজে ৷১০ আনার অধিক সুদ পাওয়া যাইবে না। ২৫ টাকার কাগজে ১৷০ অধিক সুদ মিলিবে না, অতএব সামান্য অবস্থার লোকদিগের সুবিধা কই? তাহারা এককালে অধিক টাকার কাগজ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না

...স্বাধীনতা প্রদান করিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি
...ভারতের লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট কেমন
...হস্তক্ষেপ করিবেন না? তবে বলি, বলুন
...অন্যায় হয় কি?—যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের
...তাঁহারা কি সমদর্শী হইয়া সকল কাজেই
...দান করেন, না করিতে অভিলাষ করেন?
...এমন কথা বলি না যে, অস্ত্র সম্বন্ধে ভারত-
...দিগকে স্বাধীনতা দিলে তাঁহারা রাজভক্তি অতি
...করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু
...মেণ্ট ত মনে মনে সেই আশঙ্কাই করিতেছেন।
...এ আইনের সৃষ্টি কেন?

...তৎপরে দেখুন, লাইসেন্স ট্যাক্সের বিধি ব্যবস্থা।
...তবাসীরা সামান্যরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বন
...য়া দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যবসা-
...উপর কর নির্দ্দিষ্ট করা কেন হয়? আমরা কর
...শব্দের নামান্তর শুনিয়া ভুলিতে চাহি না, সেটী
...বাধবাক্য মাত্র। বলুন দেখি, বিলাতের আম-
...ন বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ করা এবং এতদ্দেশীয়
...সায়ীর নিকট লাইসেন্স কর গ্রহণ করা কার্য্যতঃ
...ই পদার্থ বটে কি না? এখানে এক জন তন্তুবায়
...শখানি তাঁত রাখিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে,
...র নিকট কর গৃহীত হইলে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা
...ন করা হয় না। এইরূপে যে কোন ব্যবসায়ীর
...ট কর গ্রহণ করা হউক না, সেই কর যে কোন
...ম অভিহিত হউক না, আদৌ ব্যবসায়ের নিমি-
...ঐ কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার
...তে হইবে। এখন দেখুন, ন্যায়ানুসারে বিচার
...লে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন প্রকার কর
...ণ করা যায় না। ব্যবসায়ীর নিকট কর গ্রহণ
...লে স্বাধীন ব্যবসায় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা
...। এক্ষণে বলিবেন, ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে
...প্রকার কর গ্রহণ করা রহিত করিলে রাজ্যের
...নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আমরাও
...ই আপত্তি করিতেছি, রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা
...ন হইবে বলিয়াই বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা কর্ত্তব্য
...। ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিতে
...ল কলিকাতা প্রভৃতি নগরের এবং অন্যান্য
...নের যাবতীয় ব্যবসায়ির উপর যত প্রকার কর
...রিত আছে, তৎসমুদায় এককালে রহিত করা
...ত। আমরা বলিতে পারি ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রেরিত
...র উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা নিবারক
...র অনুমত নহে,—সে একটী সামান্য রাজস্বমাত্র।
...লানী বস্ত্রের উপর কিরূপ শুল্ক গ্রহণ নিবারক
...র অনুগত হয় বিচার করিয়া দেখুন। বিলাত
...দেশের একখানি বস্ত্রের মূল্য এক টাকা হয়
...প্রাপ্ত একখানি বস্ত্র পার ... স্বদেশে ...

মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, সেস্থলে যদি গবর্ণমেণ্ট স্বরক্ষিতনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমদানি বস্ত্রের উপর এমন কর নির্দ্ধারিত করেন যে, বিক্রেতা কর দিয়া কোন ক্রমেই লাভবান্ হইতে পারেন না, তবেই সেই কার্য্যপ্রণালী নিবারক নামে অভিহিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে এতকাল ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতি-যোগী বণিক কোথায় ছিল? এক দিন কি ম্যাঞ্চে-ষ্টরকে বাধাদানে অভিপ্রায় করিবার নিমিত্ত শুল্ক গৃহীত হইতেছিল? এ কথা আমরা ত স্বীকার করি না, অন্যেও যে স্বীকার করিবেন না আমরা এমন বিশ্বাস করি না। আজ বোম্বাই নগরে বস্ত্রের কল স্থাপিত হইয়াছে, সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরের আম-দানি বস্ত্রের শুল্ক নিবারকবিধি মধ্যে পরিগণিত হইল, ফলতঃ উহা সামান্য কর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অর্থনীতি শাস্ত্রবেত্তারা যদ্যপি এই করকে নিবা-রক বিধি মধ্যে পরিগণিত করিতে চাহেন, তবে আমাদের বিবেচনায় হয় স্বাধীন ব্যবসায় এককালে প্রচলিত করা অসাধ্য, কিম্বা রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। কারণ স্থানিক ব্যবসায়িদের নিকট কর গ্রহণ না করিলে রাজকার্য্য চলে না, আবার যদ্যপি তাহাদের নিকট কোন প্রকার কর গ্রহণ করা যায় তবে স্থানিক ব্যবসায়ীরাই নিবারক বিধির অধীন হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন, কলিকাতায় কেহ ঘড়ীর দোকান করিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে লাইসেন্স ট্যাক্স, মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রভৃতি নানা প্রকার কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং ঘড়ী নির্ম্মাণের ন্যায্যব্যয়ের উপর আরও অতিরিক্ত খরচ পড়িতে লাগিল, এক্ষণে চন্দননগর হইতে যদি কোন ব্যক্তি তথাকার নির্ম্মিত ঘড়ী আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করে, তবে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে পারে কি না? এস্থলে অনুমান করুন, কলিকাতায় এবং চন্দন নগরে একই প্রকার ঘড়ী নির্ম্মিত হয়, উভয় স্থানে তাহাদের মূল্যেরও ন্যূনা-ধিক্য নাই, কিন্তু কলিকাতার ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে অনেক প্রকার কর দিতে হয়, সুতরাং তাঁহার ঘড়ী অধিক মূল্যে বিক্রীত না হইলে লাভ হয় না; কিন্তু চন্দন-নগরের ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে আদৌ কর দিতে হয় না, কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প কর দিতে হয়, সুতরাং স্বল্প মূল্যে ঘড়ী বিক্রয় করিলে তাহা স্বাধীন ব্যবসায় নীতির বিরুদ্ধ হইল কি না? এদিকে দেখুন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ন্যায় ব্যবসায়িদের নিকট কিছু কিছু কর গ্রহণ না করিলেও রাজ্য চলে না। অত-এব ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে ঘটিয়া উঠে না। সে কারণ আমাদের বিবে-চনায় ম্যাঞ্চেষ্টরের নিকট কিছু কিছু শুল্ক গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই।

শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনের নিকট একটী প্রস্তাব।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ...
একটী গুরুতর কার্য্য, দেশের উন্নতি কেবল এ...
মাত্র ইহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে...
শিক্ষার কয়েকটী প্রকার-ভেদ আছে, অতএব ...
তাহার চর্চ্চা করিবার আনুষঙ্গিক কতকগুলি অ...
কর্ত্তব্যকর্ম্মও আছে। অস্মদ্দেশে সেই আনুষঙ্গি...
বিষয়গুলির কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহার নির্ণয় ...
তত দুরূহ নহে কিন্তু মূল বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান...
করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করাই দুরূহ হইতেছে।...
চিন্তার বলে নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তি...
সাংখ্যকার ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন শিক্ষাসংক্রা...
সভাকে উপস্থিত স্থলে সেরূপ চিন্তাসহকারে ক...
করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা শা...
রিক শ্রম অধিক পরিমাণে করিতে হইবে। তাঁহা...
দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে এ সম্বন্ধে যে ...
জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা করুন, কিন্তু তাঁহাদিগ...
দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ও স্বচক্ষে দে...
অবস্থা দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হই...
তদ্ব্যতিরেকে ইষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা দেখা যায় ...

আমাদিগের ভারতহিতৈষী গবর্ণর জেনেরা...
ইচ্ছা প্রজারা আপনাদিগের শিক্ষার ব্যয় আপনা...
বহন করে, তবে যাহারা ইহার রসাস্বাদ পায় ...
তাহাদিগেরই জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান ক...
এবং নীতিশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তনা ...
এগুলি অতি হিতকর প্রস্তাব তদ্বিষয়ে সন্দেহ ন...
কিন্তু মূল কথা এই, এই কয়েকটী প্রস্তাবই উচ্চশি...
ঘটিত। উচ্চ শিক্ষার যত বৃদ্ধি হইবে প্রজারা ত...
গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধের ভার আপনাদিগের স্কন্ধে ...
করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই পরভাগ্যোপজীবী ...
থাকিতে চাহেন না। তবে যে স্থলে কোন উ...
নাই সেই স্থলেই তাঁহাদিগকে পর প্রত্যাশা করি...
হয়। এই উচ্চশিক্ষার বলে লোকের যত অব...
উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাঁহারা ...
শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমে...
বিনা সাহায্যে চালাইবার জন্য তাঁহাদিগের অনু...
প্রার্থনা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি...
ভদ্রলোকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ...
আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অব...
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কিছু কিছু শি...
দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর লো...
অবস্থোন্নতির প্রতি একটু অনুকূল দৃষ্টি রাখি...
তাঁহাদিগের এ অভীষ্ট এদেশীয় উচ্চশিক্ষা...
ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ...
কালে উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করিয়া নিম্নশি...
বহুল চর্চ্চা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা ...

ই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। বালক- ক নীতিশিক্ষা দিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলেও র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বালকগণের পাঠ্য পুস্তক নীতিঘটিত হইলে তৎপাঠেই কাঙ্ক্ষিত ফল- হইতে পারে। শিক্ষকেরা সেইগুলি বিশদ- বুঝাইয়া দিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। ব্যায়াম ক্তি আর যত আনুষঙ্গিক অথবা কর্ত্তব্যকর্ম্ম ক, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের উৎসাহই যথেষ্ট। লডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ টনি সাহেব রাছেন শিক্ষিত লোকে ইহার চর্চ্চা বিষয়ে বীত- , তাঁহারা এরূপ কার্য্যের উৎসাহ দিতে লজ্জিত । কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; শিক্ষিতলোক হই ইহার উৎসাহ দানে অগ্রসর, কিন্তু অধুনা একটী বিদ্যালয়ে ইহা যে রীতিতে সম্পন্ন হইয়া ক, তাহাতে ইহা কোনক্রমে অনুরাগ অথবা দানের যোগ্য নহে। সচরাচর এরূপ ব্যায়াম র বিদ্যালয়ের নির্ব্বোধ বালকগণই প্রবৃত্ত হইয়া ক, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের যাহা কিছু পড়া- বদ্ধ হইয়া যায়, ক্রীড়াবোধে তাহারা বাটীতে সিয়া আবার সেই প্রকার ব্যায়ামের যন্ত্রতন্ত্র ত করে এবং পাড়ার কতকগুলি অসৎ বালককে করিয়া নিরন্তর তাহাতেই অনুরক্ত থাকে। ালয়ে গিয়াও সেই কৌতুকের সময়ের আগমন ীক্ষা করে, এবং নিজ পাঠে আদৌ মনোনিবেশ বার অবসর পায় না। এই কার্য্যে বাহাদুরী বার চেষ্টায় তাহারা ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় সমস্ত নষ্ট করে ও সঙ্গিদোষে দূষিত স্বভাব হইয়া । শিক্ষিত লোকে এই সকল অপকা- া দর্শনে ইহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে ক্ষমী হন না। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাকে দ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান তাহা লে সকল লোকেই যে ইহার পক্ষপাতী হইয়া ৎ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কমিশন যে রীতিতে যে সকল ব্যক্তিকে প্রশ্ন জ্ঞাসা করিতেছেন তাহাতে নানা মুনির নানা মত বারই সম্ভাবনা। তদ্দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের নির্ণয় া কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সহরে সিয়া যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন করুন কিন্তু মাদের বক্তব্য এই, তাঁহারা দেশে দেশে গ্রামে মে গিয়া এবিষয়ের অনুসন্ধান করুন। অন্যথা বল নগরবাসী শিক্ষিত লোকের নিকট জানিয়া দ্ধিসিদ্ধি হইবে না। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড ডলসন, ... প্রভৃতি আমাদিগের এই ধারণা দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। াহারা সকলেই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়দানে গবর্ণমেণ্টকে বৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গবর্ণ- মেণ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করাতেই এদেশীয় লোকে ইহার ব্যয় দানে যত্নবান হইতেছেন না; কিন্তু উহা রহিত করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং রহিত করিলে মেট্রোপলিটান কালেজ, সিটি কালেজ, আলবার্ট কালেজের ন্যায় ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা অনেক কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তাঁহাদের এই বাক্যগুলি যে, ভূয়োদর্শন- জাত বহুদর্শিত প্রসূত নয়, তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, তাঁহারা আজি এই কলিকাতার অবস্থা দর্শন করিয়া সাধারণতঃ ভারতের এই অনিষ্ট- কর প্রস্তাব করিয়া দুর্নীতির পোষকতা করিতেছেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কলিকাতার ব্যক্তি- বিশেষের নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজ কয়েকটীর ন্যায় অন্য কোন স্থানে এইরূপ কালেজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিতে পারেন? তবে কমিশন যদি লোকের অবস্থা বিদ্যানুরাগীতা প্রভৃতি দর্শন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, বিস্তর জনসন্তান অর্থাভাবে অৰ্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত হইয়া আছে, কেহই আপন আপন অবস্থার উন্নতি বিধানে সমর্থ নহে, কেবল কায়ক্লেশে দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতে পাইলেই হইল, পাদরী সাহে- বেরা মনে করিয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মফস্বলের অজনাকীর্ণ স্থান সমূহ হইতে দুই একজন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, সকলেই এক স্থানে সমবেত হওয়াতে তাঁহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারত- বর্ষের সমগ্র লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শতকরা ১০ জন লোকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ হইবে না। তবে এক চাকুরী লইয়া কাড়াকাড়ি দেখিয়া যদি তাঁহাদিগের এরূপ ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা তাঁহা দিগের ভ্রমধারণা। কারণ এই, যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা অন্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন চেষ্টায় বিমুখ হইয়া একমাত্র চাকু- রীকে আশ্রয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্য বিধ অবস্থার লোকের অর্থসঙ্গতি-বিরহে অন্য উপায় অবলম্বনেরও সুবিধা হয় না। সুতরাং তাঁহা- দেরও চাকুরী একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই চাকুরীর বাজার এত গরম। ঐ চাকু- রীয়াদলে কিঞ্চিৎ শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক তদ্দ্বারা উচ্চশিক্ষার পরিমাণ হইতে পারে না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কমিশন- েরা গ্রামে গ্রামে গমন করুন, তথাকার লোক- দিগের শিক্ষার অবস্থা পরীক্ষা করুন, সুশিক্ষিতই বা কত, অশিক্ষিতই বা কত এবং অৰ্দ্ধশিক্ষিতই বা কত তাহার নির্দ্ধারণ করুন। অশিক্ষিত ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতের ভাগ যদি অধিক হয়, তাহার কারণ স্থির করুন, গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত আছেন, তাঁহারা গ্রামের লোকের শিক্ষাভার স্ব… বহন করিতে সমর্থ কি না তাহার অবধারণ করুন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হইলে তাঁহার গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন কি না তাহার নিশ্চয় করুন। পূর্ব্বে গ্রামবাসি- দিগের কিরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল, এখনই বা কিরূ… আছে, যদি না থাকে, কেন নাই তাহার কার… অনুসন্ধান করুন, কি উপায়েই বা ব্যায়া… চর্চ্চায় লোকের আস্থা জন্মে তাহার নির্দ্ধারণ করুন গ্রাম মধ্যে প্রচুরভাবে যাহাতে ধর্ম্মনীতির সঞ্চা… হয়, তাহারই বা উপায় কি? তাহার অনুসন্ধা… করুন, ফলতঃ গ্রামে গ্রামে গিয়া কমিশনরেরা সক… বিষয়ের অনুসন্ধান না করিলে গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দে… কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, যথাযথরূপে … উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নয়। আমরা অনে… বিষয়ে অনেক কমিশন নিয়োগ দেখিয়াছি; কি… তাঁহারা সফলযত্ন হইতে পারেন নাই, তাহ… কারণ এই, যেরূপ অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহা… তাহা করেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কমিশনদিগে… বিফলযত্নতা দেখিয়াই আজ আমরা এই প্রস্ত… করিলাম।

ঋণের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে কারাবদ্ধ করিব… প্রথা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়… আসোসিয়েশন সভা গবর্ণর জেনেরলের নিকট আ… নন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষদিগে… সম্বন্ধে এ নিয়ম অব্যাহত রাখিবার প্রস্তাব করি… এবং এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে পুরুষদিগে… সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যাঘাত ঘটিলে তেজারতি… বাণিজ্যাদিকার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত হইবে … তন্নিবন্ধন প্রজার ক্লেশ উপস্থিত হইতে থাকি… কিন্তু আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল একদ্… বলিয়াছেন ঋণের নিমিত্ত কারাবরোধ প্রথা … নহে এবং সাধারণতঃ ইহার বিলোপ প্রার্থনী… তবে ইহার লোপ হইলে কি কি অনিষ্ট ঘটি… সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এ বি… লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিমত সহিত ভারত… গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হয় এই তাঁ… ইচ্ছা। তবে যাবৎ ঋণের নিমিত্ত কারাবরোধ … উঠিয়া না যাইতেছে তাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে … গারে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করা …

...বেশের আবশ্যক বোধ না হইলে তাহাদিগকে ...হইবে না। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের জেলেরও ...বন্দোবস্ত করা হইবে।

...লিকাতার হেল্‌থ অফিসরের রিপোর্ট প্রকাশিত ...য়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর আরও ...গিয়াছে। গতবর্ষে সমুদায়ে ১১১২ খানি জাহাজ ...র্শন করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭২৯ জন ...কে পীড়ার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা ...কিন্তু গত বর্ষের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৭৯ হইতে ...হইয়াছিল। এক মাত্র বিসূচিকাই উহার কারণ। ...ত গেল ইউরোপীয়দিগের কথা, দেশীয় খালাসী...দের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৩৬ হইতে ৭০, ... সন্নিগরমি কি জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা ...ন্যান্য বৎসর অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। ১৮৮১ সালে ...৩ জন নাবিক বিসূচিকা রোগে [illegible] ...৩ জন [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

...ণ্ডন ২৫ এ মার্চ। [illegible] ...কাঁপিয়াছে এবং [illegible]

...ণ্ডন ২৬ এ মার্চ। [illegible] ...হইয়াছে। [illegible] ৪৪০ জন [illegible] মৃত্যু ...ছে।

[illegible] নামক স্থানে ৮৪ ও ৮৫ নম্বর [illegible] ...রিয়াছে। [illegible] হইয়াছে।

...ণ্ডন ২৭ এ মার্চ। [illegible]

[illegible]

...ণ্ডন ২৮ এ মার্চ। [illegible]

[illegible] হইবার [illegible]

[illegible] হইয়াছে।

[illegible] ও বিপক্ষে ২০০ জন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] কাঁপিয়াছে [illegible] লুণ্ঠিত ও [illegible]

লোকগণ আহত হওয়াতে উহার কাপ্তেন ক্ষতি পূরণের বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাহার স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ মার্চ। পেজি সাহেব অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে কার্লিসলের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ইনি উদার মতাবলম্বী দলের লোক বৃদ্ধি।

এটর্নি জেনেরল, লেইন, মারুয়েস্‌ফিল্ড ও কান্টরবরির লোকদিগের দুর্নীতি নিবন্ধন তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিবার নিমিত্ত আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য কমন্স সভায় উপস্থিত করিবার অনুমতি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন।

রুশ ও পারস্য উভয়ে সন্ধিদ্বারা পরস্পরের সীমা স্থির করিয়াছেন।

[illegible] চালকদিগের একজন শকট চালককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে হত্যাকারী ও তাহার কয়েক জন লোক এবং বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ। [illegible] সাহেবের রাজপুতানা রেলওয়ে ক্রয় করার কথা লর্ড হার্টিংটন অস্বীকার করিয়াছেন। [illegible] কথা বার্তা চলিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু স্থির করা হইবে না।

ফেনী নামক স্থানে মাজিষ্ট্রেট হার্সাট সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কোলাপুরের মহারাজ ক্ষিপ্ত হওয়াতে বোম্বাইয়ের গবর্ণর পোলিটীকাল এজেণ্টের হস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ না করিয়া শাসনসমিতির হস্তে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার হিন্দু স্কুল আপনাদিগের হস্তে রাখিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন তাহা হইলে ছাড়িয়া দিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন [illegible] আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কিছু মীমাংসা হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে উহা উপস্থিত করা হইবে।

মাডাগাস্কারের [illegible] মদের ভাঁটি ও মদ বিক্রয় করিবার দোকান প্রভৃতি সমস্ত তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি এই আদেশ দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যে যে কেহ মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবে তাহাকে দশটী গোরু ও ১০০ টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

[illegible] ব্যোমযান চালাইবার প্রথা [illegible] প্রথম দেখা গেল। তত্রত্য একটী প্রদর্শনীতে একব্যক্তি এই কৌতুক দেখাইয়াছেন। তিনি একখানি ব্যোমযান প্রতি মিনিটে দুইশত ফুট এমন তিন কোয়ার্টার ধরিয়া শূন্যে তুলিয়াছিলেন।

রুশ সম্রাটের পাঁচ কোটি প্রজা বিদ্রোহী হই... উঠিয়াছে।

কলিকাতার পোর্ট-কমিশনরেরা নাকি জাহাজের টন করা একআনা মাশুল গ্রহণের ব... বন্ধ করিবেন। এখন তিন আনা করিয়া লও... হইতেছে।

ইংরাজদিগের মধ্যে স্বামী ও ভার্য্যার সাম... মনোমালিন্য নিবন্ধন পরস্পর পরিত্যাগের প্র... প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোকদিগকে অধিকাংশস্থ... অশেষ প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় দেখিয়া পার্ল... মেণ্টের কতকগুলি সভ্য স্ত্রী [illegible] রক্ষিত ক... বার উদ্দেশে সভাদি করিতেছেন।

বাঁকীপুরের শিল্পবিদ্যালয়টি পুনঃপ্রতি... হইল। ইহার মূলধনের সুদ মাসিক ৬৭৫ টাক... উপর গবর্ণমেণ্ট ২৫০ টাকা সাহায্য দান করিবেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন রুশ... খ্রীষ্টানেরা বিস্তর ইহুদীর প্রাণনাশ করিয়া অনে... স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। উহারা ইহুদীর, ব... দেখিলেই লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে অগ্নির দ্বারা ... করিয়া দিতেছে।

ময়মনসিংহের অনারের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসু... তর্করত্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সং... পরীক্ষার স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষক হইয়াছেন।

আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট ওয়েলস সাহেব কর্ম প... ত্যাগ করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষের উপর বিরক্তিই ... কারণ।

কৃষিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনার্থ বোম্বাইয়ে এ... কোম্পানি জুটিয়াছেন।

এল এ ও বি,এ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্যপু... পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এল এ পরীক্ষায় রঘুবং... শেষার্দ্ধের কয়েক সর্গ ও হর্ষচরিতের কিয়দংশ ... বি,এ পরীক্ষায় ভারবীর কয়েক সর্গ ও কাদম্ব... উত্তরার্দ্ধ কিয়দংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন কাউ... সের সভাপদ লাভ করিবেন। রিভার্স টম... তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

অশ্ব মাংস ভোজন প্রথা ইউরোপীয় সমাজে চ... করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। পারিসের ক... গুলি ভদ্রলোক [illegible] একটী ভোজে ... মাংস ভোজন করিবেন।

২৮ এ মার্চ শিমলায় আবার ভয়ানক ঝড় ... গিয়াছে। তথায় রাস্তা ঘাট ও [illegible] ব... বন্ধ করিতে এবং নূতন বাজার বসাইতে ... টাকা ব্যয় হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের উদ্যোগে স্থানীয় প... বিভাগ লুপ্তপ্রায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহ ... করিতেছেন।

"রিপ্লাই পোষ্টকার্ড" নামে এক প্রকার নূতন কার্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার জন্য পার্লা- ট পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। র মর্ম এই, একব্যক্তি পোষ্টকার্ড পাঠাইলে বাক্তি তাহারই অপরার্দ্ধে তাহার প্রত্যুত্তর রা বিনা মাশুলে পাঠাইতে পারিবে, অর্থাৎ খানি পোষ্টকার্ডে মূল ও তাহার জবাব দুই লেখা বে। স্বতন্ত্র মাশুল লাগিবে না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কুচবিহারের মহা- বিজ্ঞান সভার জন্য এক সহস্র টাকা দান য়াছেন।

ম্যাকলীন নামক এক জন পাগল মহা- কে হত্যা করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য য়া যে গুলিক্ষেপ করে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গুলি না লাগাতে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া ছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজ্য সমূ প্রজারা ইহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করি- ছ। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি গ্রামে কে সভা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে ও নীর নিকট আপনাদিগের আনন্দ জ্ঞাপন করি- ছ। এ গুলি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির কার্য্য। দুঃখের বিষয় এরূপ নিরীহ লোকদিগকেও কগুলি ইংরাজ রাজপুরুষ রাজদ্রোহী বলিয়া পীত করিতে চেষ্টা করেন।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জজ টিন সাহেবের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ার বেতন কম হইবে না। তাহার পর সকলেরই দশা হইবে।

ব্যারিষ্টার ডবলু জ্যাকসন সাহেব ২৫ এ মার্চ াজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমি প্রায় ৫।৬ রর পর্য্যন্ত যক্ষ্মাকাশ ও মাতাঠাকুরাণী ২।৩ লর অম্লশূলের পীড়ায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট ইতেছিলাম। নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া ছুতেই উপকার না হওয়ায় ৺ বৈদ্যনাথ গমন রয়াছিলাম, তথায়ও কোন উপকার না হওয়ায় ন্ন চিত্তে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছি, বর্দ্ধমানের শে নারায়ণপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোকের ত পরিচয় হওয়ায় তিনি কহিলেন "আমার াকাশ ও আমার পরিবারের অম্লশূলের পীড়া য়াছিল, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গুবপুড়িয়া বাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের লব্ধ অম্লশূলের ও কাশরোগের ঔষধে সপ্তাহ ধ্য উভয়ে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি" কার নিকট এই অনুসন্ধান পাইয়া বাটী আসিয়াই ধের মূল্য ইত্যাদি ১৸৹ পাঠাইয়া ডাকযোগে ঔষধ প্রাপ্ত হইলাম, মহোদয়ের ব্যবস্থা পত্রের নিয়ম মত সেবন করায় সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি ইহা বলিতে পারি যে, কাশরোগের ও শূলব্যাধির ইহার তুল্য ঔষধ অদ্যাবধি আর হয় নাই।"

ভূপালের বেগম ও তাঁহার স্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে ১০০০ প্রাদেশিক দাতব্য সভায় ৫০০, সেণ্টজিনসেণ্ট গির্জ্জায় ৫০০, কলিকাতা মাদ্রাসায় ৫০০০, সেণ্ট ভিনসেণ্ট হোমে ৫০০, লরিটোর অনাথা শ্রমে ৫০০, মেও হাঁসপাতালে ২৫০, ক্যাম্বেল হাঁস- পাতালে ২৫০, ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় ২৫০, আলী- পুরের প্রাণিবাটীকায় ১০০০, ধাত্রী বিদ্যালয়ে ২০০ মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের দ্বারা বিজ্ঞান সভায় ৫৫০, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের পুরস্কার ১৩৫৬ ও অন্যান্য দান ১৪০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিবাকস্থ সংবাদদাতা কয়েকজন ফকিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফকিরেরা তত্রত্য ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু উহা সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার নিয়ম থাকাতে দ্বার রক্ষকেরা দ্বার খুলিতে অসম্মত হয়। ফকিরেরা তখন ইমামের স্মরণ করিয়া আল্লা আল্লা শব্দ করিতে আরম্ভ করে এবং কবাট আপনা হইতে খুলিয়া যায়। পরে তাহারা উপাসনাদি করিয়া পুন- রায় দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া দেয়। এই সংবাদ প্রধান পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন এবং পুনরায় এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তত্ত্বানু- সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি ও পারিতোষিক দিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা সমর্পণ করিয়া- ছেন। এই টাকার সুদ হইতে ৫০ টাকার দুটী বৃত্তি ও ৫০ টাকার দুটী পারিতোষিক প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইবে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সে দিন এখানকার কালেক্টরিতে ঘাট ও আবকারি মহলের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের আয় প্রতি বৎসর আত্যান্তিক বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর একটী ঘাটের জমা ১২০০ শত টাকা ছিল, এ বৎসর ২৮০০ শত হইয়াছে। একটী সামান্য ঘাটে ৮০০ শত টাকা জমা বৃদ্ধি হইল। ইজারদার এবার যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, বুঝিয়া লউন। প্রথম ঘাটটীর ৩ ক্রোশ অন্তর আর একটী ঘাটের ১০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে দুই হাজার দুই শত ছিল এবার তিন হাজার দুই শত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু দরিদ্রের দুঃখের বিষয় এক বারও ভাবিলেন না। সরকারের নির্দ্ধারিত পারা- ণীর হার যে, অপরিবর্ত্তিত রহিল, সে কেবল কাগজ কলমেই রহিল।

খোলা ভাঁটী গুলির নিলাম কার্য্যও শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী ভাঁটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখুন। প্রথম বৎসর ৫০০ তৎপরে ৭০ তৎপরে ১০০০ এক্ষণে ১২০০ হইল। শুঁড়ির লা না হইলে সে কখন এত বেশী টাকা দিতে পারি না। ভাল জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত খোলা ভাঁটি মদ সাহেব-সুবায় স্পর্শ করেন না। যাহারা এ ভাঁটীর প্রস্তুত মদ্য পান করে, তাহার অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীর লোক। বেহারের কৃষকদিগের অব আপনারা সকলেই জানেন। প্রতি বৎসর ভাঁ কলে, কৌশলে, এই বেচারাদিগের বহু কষ্টল অর্থ টানিয়া লইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণ হুজুরে আয় বৃদ্ধি করিয়া বাহবা লইতেছেন, কিন্তু প্রজা যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা একবারও ভা তেছেন না। কবে যে এই নীতিবিষ এদেশ হই অন্তর্হিত হইবে বলিতে পারি না।

বিখ্যাত কবি লঙ্‌ফেলো প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ইনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহার কবিতাগুলি সমাজে বিশেষ আদৃ হইয়াছে।

আমরা এ সপ্তাহে দুই খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রা হইয়াছি। একখানি "দি লিডর আউট্ল্যর" নাম সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র, অপর খানি বিজ্ঞান দর্পণ নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র। প্রথমো খানি এপ্রেল মাস হইতে ও শেষোক্ত খানি বৈশা মাসের প্রথম হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রথমটী সামাজিক, নৈতিক, জ্ঞানালোচক, রাজনৈতিক বি সকল আলোচিত হইবে। ইহার মূল্যও অতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণে জ্ঞান বিস্তৃতিই ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর খানিতে ভূমণ্ডলের যাব পদার্থপুঞ্জের শক্তি নির্ণয়, শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতিসাধন বিষয়ক শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শা ব্যবহারশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিচারশাস্ত্র, ব্যাক শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, শাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, খগোল বিবরণ, রাজনী সমাজতত্ত্ব, অর্থ ব্যবহার, আত্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জ্ঞান, কালজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, বাক্যজ্ঞান, নৌবা

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, স্বরবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান, মানবের প্রাকৃতিক ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষাদান করা হইবে। সম্পাদক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে দেশের মহোপকার করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

পোষ্ট আপীসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে ১১২ টী ডাকঘর ৯৪ টী চিঠির বাক্স ও ১১১ জন ডাকহরকরা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সমুদায়ে এক্ষণে ৪৫২২ টী রাজকীয় ডাকঘর ৭২৮ টী প্রাদেশিক ডাকঘর ৬৭২০ টী চিঠির বাক্স এবং ২৮৩৩ জন ডাকহরকরা এই বিভাগের কার্য্যাধীন রহিয়াছে। এই বর্ষে এই সকল ডাকঘর দিয়া ১৮৬৬৭০০০ চিঠি পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪৮৯৫০০০ পোষ্ট কার্ড ও [illegible] মাশুল দেওয়া চিঠি ও ২৭১০০০০ রেজিষ্টরি পত্র। মণিঅর্ডার দ্বারা এই বর্ষে গড়ে মাসিক [illegible] টাকা প্রেরিত ও তরিবন্ধন ৪৪০০০ টাকা কমিশনে গবর্ণমেন্টের আয় হইয়াছে। কেবল অবিশ্বাসী কর্ম্মচারীর দ্বারা ১৫০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বোধ হয় অনূন ৮ কোটী টাকার সামগ্রী বিমা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১০৫০৪ টাকা কর্ম্মচারীর দোষে গবর্ণমেন্টকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। রেজিষ্টরি পত্র অপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ বর্ষে ২৯৫ টী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা বাদে ১১১৯০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী ১৭ ই এপ্রেল দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন।

পুনা সার্ব্বজনিক সভা বর্ষে বর্ষে কতকগুলি বালককে ইউরোপে বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করাতে বেরারের জমীদারেরা তাহার আনুকূল্য করিবার উদ্দেশে প্রতি বৎসর ছই হাজার টাকা দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলচালকেরা স্থির করিয়াছেন, বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন।

মহীশূরে ইউরোপীয় উপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত সার জেমস্ গর্ডন স্থরভিগেলার দ্বারা লক্ষ টাকা তুলিবার আদেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপ জনরব আগামী নবেম্বর মাসে নূতন নিজাম হাইদ্রাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অতঃপর বেহারের আদালতী কার্য্য সকল কাইথি লিপিতে সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেহার গেজেট ঐ অক্ষরে মুদ্রিত হইবে। এই অক্ষরের বহল বিস্তৃতির জন্য গবর্ণমেন্ট ইহার ছাঁচ অধিক মূল্যে ব্যক্তিবিশেষের মুদ্রাযন্ত্র হইতে ক্রয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বালীর কাগজের আদর ক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট আপীস সমূহে বালীর কাগজ প্রচলিত করিয়া অনেক টাকার সাশ্রয় করিতেছেন, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আবার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই কলওয়ালাদিগের সহিত কাগজ লইবার একটী বন্দোবস্ত করিতেছেন, ইহার প্রধান গুণ টেকসই অথচ অল্প পয়সায় হয়।

১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে ৫৮১৩০০০ টাকার ডাক টিকিট বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৫২৯৫০০০ টাকার বিক্রয় হইয়াছিল।

মহম্মদ আয়ুব খাঁর শুভগ্রহ বলিতে হইবে, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য এত দিকে এত বাড় করা হইল কিন্তু তথাপি তিনি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলেন, আবার পদস্থও রহিলেন। তিনি এক্ষণে দেরা ইস্মাইল খাঁর জুডিসিয়াল আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার সালর জঙ তাঁহার দুটী পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ এপ্রেল মাসে বিলাতে প্রেরণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশ ও মণিপুরের সীমা লইয়া উভয় রাজ্যে বিষম গোলযোগ বাইতেছে, উভয়েই নাকি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

গৌহাটী স্কুল কালেজে পরিণত হইল না; কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে, অতঃপর এতদ্দেশীয় বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে। প্রতি বর্ষে ১৪ জন ছাত্রকে চারি বৎসরের নিমিত্ত এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রথম ৮ জনকে ১৫ টাকা করিয়া দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে বন্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু উত্তীর্ণ হইলে আবার বি, এর জন্য বৃত্তি দান করা হইবে।

মোকামা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন “ গত ২১এ মার্চ্চ মেল ট্রেণে ৩ জন ইংরাজ দানাপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল। ছই জন বাঁকিপুর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ও একজন টিকিট না লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। মোকামা ষ্টেষনে টিকিট সংগ্রহ হইবার পুর্ব্বেই উহারা নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করে, পরে একজন বুকিং আপীসে টিকিট লইবার নিমিত্ত গমন করিয়া ৩ খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট চাহে ও লুপ লাইন হইয়া যাই[বার] অভিপ্রায় প্রকাশ করে, টিকিট বাবু তাহা[দের] মোকামা আসিবার টিকিট দেখিতে ইচ্ছা ক[রিলে] সত্যবাদী সাহেব কহে যে, আমরা টিকিট কলে[ক্টর] সাহেবকে টিকিট দিয়াছি, তাহাতে টিকিট [বাবু] যদিও টিকিট প্রদান করিলেন, কিন্তু টিকিট কলেক্ট[র]দিগের নিকট অনুসন্ধান লইতে বিরত থাকি[লেন] না। টিকিট কলেক্টরেরা সকলেই অস্বীকার ক[রিল]। প্রধান টিকিট কলেক্টর আরোহিগণের প্রত্যা[গমন] বুঝিয়া লুপ লাইনের সমস্ত গাড়ি আ দানাপুর অবে[ষণ] করিয়া হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। [কি]“ ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে ” আরোহীরা [লুপ] লাইনে না গিয়া উক্ত ডাক গাড়িতেই প্রথম ঘ[ণ্টা] দিবার পর অর্থাৎ গাড়ি গমন করিবার ৫ মি[নিট] পূর্ব্বে এক খানি মধ্য শ্রেণীর গাড়িতে দ্বার [বন্ধ] করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময়ে প্রধান টিকি[ট] কলেক্টর সাহেব উহাদের দর্শন লাভ করিয়া টিকি[ট] দেখাইতে অনুরোধ করায় আরোহীরা মোকা[মা] হইতে যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়াছিল, তাহ[া] দেখাইল ও পূর্ব্ব টিকিট গোপন রাখিল। প[রে] ষ্টেশন মাষ্টার বারম্বার অনুরোধ করায় এক এক[জন] করিয়া দুই খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যাহা বাঁকি[পুর] পর্য্যন্ত লইয়াছিল দেখাইল ও অপর সঙ্গি [বি]টিকিটে আসিতেছে, প্রমাণ দিল। তাহাতে [এক]জনের নিকট হইতে অতিরিক্ত ভাড়া ও এক জ[নের] নিকট দানাপুর হইতে মোকামার ভাড়া ল[ইয়া] ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আজ কাল জুয়াচুরী করি[তে] পারিলে কেহই ছাড়ে না। ”

আমরা মোকামা হইতে সংবাদ পাইলাম “ [গত] ২৫ এ মার্চ্চ একজন হিন্দুস্থানী বক্তিয়ারপুর ষ্টেষ[নের] প্লাটফরমের পশ্চিম অংশে কাটা পড়িয়াছে, তা[হার] একটী বাহু ও মস্তকের কোন কোন অংশ চূর্ণ হই[য়া] গিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল যে, উ[ক্ত] ব্যক্তি দিবসের প্যাসেঞ্জর ট্রেণে যাইবার জ[ন্য] বারাণসীর টিকিট লয় ও গাড়িতে চড়িতে না পারা[য়] তাহাকে ষ্টেষনের বাহিরে রাখা হয়। পরে প[াগ]লের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি ও গাড়ি দেখিলে আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়াতে ষ্টেশ[নের] কর্ম্মচারিগণ নিবারণ করিয়া রাখে ও প্লাটফ[র্মে] প্রবেশ করিতে দেয় না। পরে রাত্রিতে [লাইনের] উপরে আসিয়া মানবলীলা সম্বরণ ক[রি]য়াছে। কোন্ গাড়ি দ্বারা কাটা পড়িয়াছে, তাহ[ার] কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপর [বা]রে লাইনের রেলেই কাটা পড়িয়াছিল, ষ্টে[শন] মাষ্টার মহাশয়দিগের এ সমস্ত বিষয় পরিদর্শন ক[রা] সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ”

...বেহারবাসিদের শুভগ্রহ বলিতে হইবে। ইডেন ...বের কল্যাণে উঁহাদিগের একচেটে চাকুরী ...ইল। বেহার হেরাল্ড শুনিয়াছেন পাটনার ...নর সাহেব কতকগুলি শিক্ষিত বেহারীকে ...মেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ...কা কালেজের অধ্যক্ষের নিকট নাম চাহিয়া ...ঠাইয়াছেন।

...ইণ্ডিয়া গেজেট বলেন আগামী ১ লা জুন হইতে ...দেওয়ানী আইন ও ১ লা জানুয়ারি হইতে ...ন ফৌজদারী আইন অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইবে। ...র সাহেব কি তাঁহার আইন কানুন সঙ্গে করিয়া ...য় চলিলেন? এবার যিনি আইনকর্ত্তার পদে ...ষিক্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি তরুণ বয়স্ক ...য়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ...গ্যতা সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। এই কারণে ...দিগের বোধ হইতেছে তিনি অল্প বিনা ... লাভ করিয়াছেন।

...গত বর্ষে আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ...ষ্টে ২৪১ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

...গলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ গ্রাণ্ট সাহেব ২৪ পরগণার ...ক্ট ও সেসন জজ হইলেন এবং মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজি-...ও ডেপুটী কালেক্টার গ্যারেট সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের পদে ...ষ্ঠ হইলেন।

...কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ...পুটী কালেক্টার কে, পি গুপ্ত মুর্শিদাবাদের সদর ষ্টেষণে ... হইলেন।

...জাফরাবাদের সহকারী কমিশনর রিসলে সাহেব মানভূমের ...ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

...নগরীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ৩ মাস ছুটী ...লেন।

...ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার ...দীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

...ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্র-... বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

...নোয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ বিল সাহেব দেড় মাস ...লওয়াতে ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-...ষ্টিবন তৎপদে কার্য্য করিবেন।

...বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-...বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত ২ মাস ছুটী পাইলেন বলিয়া ২১ এ ...তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা ...হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী ২ মাস ২০ দিন ছুটী লওয়াতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এতন্নিবন্ধন বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ২৩ দিন ছুটী লওয়াতে বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, হুইটমোর তৎপদে কার্য্য করিবেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর ই. এফ পার্জ্জিটার সাহেবের প্রতি ২১ এ তারিখে যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহার উপর চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টেলার সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বেবোনা জলপাইগুড়ির সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহানন্দ গুপ্ত উড়িষ্যার কোষ্ট কেনালের জন্য মেদিনীপুর ও বালেশ্বর হইতে ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু কীডিয়াল বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর কর্নিশ ৮ মাস ছুটী লইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনেস্পেক্টার জি, বেলেট এম. এ. কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বাঞ্চলের স্কুল ইনেস্পেক্টার সি, এ, মার্টিন নিজ কার্য্যের সহিত রাজসাহী বিভাগেরও কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের স্কুল সমূহের জয়েণ্ট ইনেস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন ঢাকায় বদলী হইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনেস্পেক্টার গ্যারেট সাহেব ছুটী লওয়াতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, পেডলার ২ য় শ্রেণী হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অধ্যাপক গিলিলাণ্ড ২ য় ও বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার বাবু ব্রজমোহন মল্লিক ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সি, এচ টনি সাহেব ছুটী লওয়াতে জি বেলেট ১ ম শ্রেণী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার দাস ২ য় ও রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক এডওয়ার্ড ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা বিভাগের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইয়াছে।

বাবু গিরীশচন্দ্র দে পদত্যাগ করাতে কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষ এস, এলার ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণী, পাবনার ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু শরৎ চন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণী ত্রিপুরার ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু বৈদ্যধরদাস ৪ র্থ শ্রেণী... উন্নীত হইলেন।

বাবু হরিদাস ঘোষ পদত্যাগ করাতে রাজসাহী কালে... অধ্যাপক বাবু হরগোবিন্দ সেন ২ য় শ্রেণী, ময়মনসিংহ ... স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রতনমণি গুপ্ত ৩ য় শ্রেণী ও ... জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সারদা প্রসাদ গাঙ্গুলি ... শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ ব... পাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ই... স্পেক্টার বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, ঢাকা ম... সার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা ২ য় শ্রেণী, পাটনা ... গের সহকারী স্কুল ইনিস্পেক্টার টেরি ৩ য় শ্রেণী, ময়মনসি... ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু রাজেন্দ্রকুমার গুহ ৪ র্থ শ্রেণী... হইলেন। মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জি, লবিমার ... শ্রেণীভুক্ত এবং কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভা... প্রধান শিক্ষক হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভাগের ... শিক্ষক বাবু নন্দলাল দাস মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শি... হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

অযোধ্যার এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরল এফ, এ উইলসন ... বাটিতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ... চন্দ্র সরকার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার মুন্সেফ বাবু ... নাথ মজুমদার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হই... এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারি... ইনি ঐ চৌকীতে বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবেন।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের মুন্সেফ বাবু বিপিন চন্দ্র রায় ২৪ ... গণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্বরে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ বর্দ্ধ... সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের ... ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা ক... পারিবেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টার ... পূর্ণ চন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষক সভার সম্পাদক ই, টি ... লিয়াম ৮ ই এপ্রেল হইতে বিনা বেতনে ৯ মাস ছুটী ... করাতে ব্যারিষ্টার এচ, টি হাইড তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বর্দ্ধমান।

বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ বিনা বেতনে ... বালকদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ স্থাপন ক... অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি ... রাজা অনাথ বালকদিগের রীতিমত অন্ন, পুস্ত... বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে ... আমরা বর্দ্ধমানাধিপকে রাজমুকুটরূপে শিরো... করিতে পারিতাম। কতকগুলি টাকা দিয়া উ... লইলে অধিক সম্মান বৃদ্ধি হয়? না, অশিক্ষিত...

...কে শিক্ষিত করিলে অধিকতর সম্মান লাভ...

...র্দ্ধমানের সহর ও গলি রাস্তাগুলির অবস্থা ...শোচনীয়। বায়ুর একটু বেগ হইলেই ...কের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। বর্দ্ধমানের অধি... ...গণ কি মিউনিসিপালিটীকে কর দেয় না। তাই ...দের এরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়?

...ষ্টেসনের পূর্ব্বাংশে কাটোয়া যাইবার রাস্তার ...বট বৃক্ষে গলায় দড়ি দেওয়া একটী মৃতদেহ ...ন ছিল। এ ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া- ..., কি কেহ প্রাণনাশ করিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল, ...র কোন সঠিক সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে ... নাই।

এ বৎসর এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষে বিলক্ষণ ...মাদ প্রমোদ হইয়াছিল। দোলে যে টাকা ... হয়, তাহার অধিকাংশই তামসিক আমোদে ...হইয়াছে।

এবার বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার কতক ...া বিসূচিকা রোগে তার থার হইল। প্রত্যহই ...রা ১০। ১৫ টী মৃত্যু সংবাদ পাইতেছি।

শান্তিপুর।

...পাশ্চাত্য-পলিসীর গুণে ও লার্ড রিপন বাহা- ...র কল্যাণে এপ্রেল মাস হইতে প্রাদে- ...মিউনিসিপালিটীগুলি পুলিসের ব্যয়ভার হইতে ...হইবে। এজন্য আমাদের স্থানীয় লেপ্টেনাণ্ট ...র সার আসলী ইডেন, মিউনিসিপাল কমিশনর- ...র নিকট ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত ... ব্যয় বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমা- ... মিউনিসিপাল কমিশনরেরা ছোট লাট সাহে- ... ঐ হুকুমটী তামিল করণাভিপ্রায়ে বিগত ১৩ ই ... একটী বিশেষ সভা করেন। ঐ সভায় ...২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের যে সংশোধিত বজেট সম্প্রতি ...ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট ...পেক্ষা প্রয়োজনীয়। বজেটটী এই:—

আয়।

...গৃহাদির টেক্স	১৩,০০০
...ঘোড়ার গাড়ীর টেক্স	৬
...গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরি ফি	৩,০০০
...পাউণ্ডের আয়	৬০০
...ঘোড়ার গাড়ীর লাইসেন্স	১০০
...গাড়োয়ানের লাইসেন্স	১০০
...জরিমানা	২১০
...বিবিধ আয় স্কুল ফি সমেত	৩০৫০
...বিগত বর্ষের বাকি টাকা	৭৫০
মোট	২,০৮১৬

ব্যয়।

১। এষ্টাবলিসমেণ্টের খরচ	২৬৪৮
২। কন্সারভেন্সী	১৯১৮
৩। রথ্যা সংস্করণ ও প্রস্তুত করণ	৩৯৪১
৪। নর্দ্দামার কার্য্য	৪০০০
৫। মিউনিসিপাল গৃহ সংস্করণ	২০০
৬। অন্যান্য সাধারণ কার্য্য	১৫০০
৭। পাউণ্ডের খরচ	২২১
৮। দাতব্য চিকিৎসালয়	১০০০
৯। বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা	৪৩৪৩
১০। মুদ্রণ কার্য্য	৩২৫
১১। বিবিধ ব্যয়	১৫০
১২। উদ্বৃত্ত	৫৭০
মোট	২০৮১৬

এই ত গেল আমাদের সংশোধিত মিউনিসিপাল বজেটের ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্থূল বিবরণ। এতদ্বারা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট অপেক্ষা সংশোধিত বজেটের আয় ব্যয় বিবরণে ৪.৫৬৬ টাকা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা বার্ষিক ২০৮১৬ টাকা আয় পাইয়াও সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রত্যাশানুরূপ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। সংশোধিত বজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উৎ- কর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে কমিশনরেরা বার্ষিক এক হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেটে ঐ সম্বন্ধে বার্ষিক ৬৩৬ টাকা ব্যয় ধরা হইয়া ছিল; কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ে "ইনডোর পেসেন্ট" প্রথা প্রচলন করণাভিপ্রায়ে এবার ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে। এটী উত্তম কল্প বটে, কিন্তু অকৃত্রিম ঔষধাদি ক্রয় সম্বন্ধে আরও কিছু টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল। আপাততঃ যে ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থানীয় দীনদুঃখী লোকের সম্যকরূপ অভাব কখনই বিদূরিত হইবে না। বিদ্যাদান ও শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে স্কুলের ফি বার্ষিক ৩০০০ টাকা বাদে ১৩৪৩ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কমিশনরেরা এই এক হাজার তিন শত তেতাল্লিশ টাকায় একটী উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী স্কুল, একটী মধ্যবিধ বিদ্যালয় এবং কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ ইচ্ছা কতদূর সফল হইবে, তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। আমাদের বিবেচনায় একটী উচ্চঅঙ্গের ইংরাজি বিদ্যালয় সুচারুরূপে চালাইতে হইলে অন্ততঃ বার্ষিক ১২০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই বার শত টাকা বাদে অবশিষ্ট যে ১৪৩ টাকা থাকিল, তদ্দ্বারা একটী মধ্য- বিধ ইংরাজি বাঙ্গালা স্কুল ও কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত, অত... বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক টাকা ... মঞ্জুর করাই উচিত ছিল। কারণ গবর্ণমে... নিতান্ত ইচ্ছা যে, প্রাদেশিক মিউনিসিপালিটী... স্থানীয় বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অবস্থানুরূপ অর্থ সাহ... করেন। আমাদের কমিশনরেরা সংশোধিত বজে... নর্দ্দামার কার্য্যে ৪০০০ টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন, ... দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে সামান্য "ন... জুলী" ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নর্দ্দামা দেখা ... না। বর্ষাকালের জল ঐ সকল "নয়ানজুলী" ... বহির্গত হয় এবং যেখানে নয়ানজুলী নাই, যেখ... বর্ষার জল লোকের বসতবাটীর প্রাঙ্গণে ... যায়। অতএব নগরের চতুর্দ্দিকে পাকা নর্দ্দা... প্রস্তুত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, ... উহা প্রস্তুত করিতে অন্যূন লক্ষ টাকা ব্যয় ... উচিত। সামান্য চারি হাজার টাকা ব্যয়ে ক... নর বাবুরা কিরূপ নর্দ্দামা প্রস্তুত করাই... তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহা ... সংশোধিত বজেটে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী বা... যে ৩০০০ টাকা আয় ধার্য্য হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আ... পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কারণ বিগত বৎসরব... বাবুরা বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় ... হইয়াছিল।

রথ্যা সংস্করণ ও রথ্যা প্রস্তুত করণ ... সংশোধিত বজেটে বার্ষিক ৩৯৪১ টাকা ব্যয় ... হইয়াছে, উত্তম। কিন্তু রথ্যা কার্য্যভার যদি "... ঘুঘুর" হস্তে বিনাস্ত করা হয়, তবেই চক্ষুস্থির ... কি? অতএব ঠিকাদার দ্বারা ঐ কার্য্য নি... করানই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

ঠিকানা।

ড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা- ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ া; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের- যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি- বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডি- লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখো- ধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প- র এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাই- ছ, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য াইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও বানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে ন লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত য়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ধর্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ, পরমাণুক ও দ্ব্যণুক তত্ত্ব, দেব- র মর্ত্ত্যে আগমন, দশের দোলযাত্রা, মনুসংহিতা, দ্বারা রস শোষণ, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-হৃদয়, জ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ১০ টী বিষয় সন্নি- শিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল গজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম র্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণা- ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না ইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার গের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপ- সর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগী- দিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ- জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সক- লেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া- ছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা- ভার, মাথাঝন্‌ঝনানি, আধকপালে মাথাব্যথা, মস্তি- ষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্ব করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি সাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরে বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুস্বাদু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শ- ইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকা গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেব সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দিকাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষে বেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অথ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্ব প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূ বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবে

—:০:—

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদা মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে বুদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরা অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্র অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রা হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা অল্প মধ্যে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না

শ্রীকালীচন্দ্র সেন গুপ্ত

চন্দ্রপুরের বেনারস

বাটী বিক্রয়।

"বালিগঞ্জের ষ্টেষণের নিকট কসবা গ্রামে মার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) মায় খিড়কীর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী ও বাগান, সমসমেত তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ার্স আফিষ, কলিকাতা কেল্লা, বাটী নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর অনুসন্ধেয়।"

পারারোগারোগ্য সমাচার।

"শিবাক্ষয়-ঘৃত শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

"শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "শিবাক্ষয় ঘৃত আমার ভাগের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, উহা যে শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীনাপনচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা সুরের বাজার, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাক্ষয় ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এত দীর্ঘ কাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর এখন এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, এখন ইহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং . . . ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মান্যবর সার ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের খাজাঞ্চি। পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

স্বর্ণ রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ স্মানেজ ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রচনা। ... —মাসিক পত্র।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ ... ট্রীট ... ১ নং কার্য্যালয়)

চন্দ্র-চন্দ্রদ্রম।

[illegible]

[illegible]

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জুনিয়াদহ ১

" " শ্যামাচরণ সিংহ—যশোহর

" " কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর

" " লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেও—চাইবাসা

" " ভুবনমোহন সাহা—জঙ্গিপুর

" " বীরেশ্বর সরকার—ভাগলপুর

" অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বৰ্দ্ধমান

" ডবলিউ, টি, কেপ স্কোয়ার সিরাজগঞ্জ

" মফিজুদ্দিন মণ্ডল—বসিরহাট

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং"। [illegible] সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৯ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ১০ ই এপ্রেল। | অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ৪৷০, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ন্যায়ের ঝুড়ি মস্তকে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাটে বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা কি নিজ পয়সা দিয়া রেলওয়ে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাট করিতে আসিবে?

২১ চৈত্র কলিকাতা। } একান্ত বশম্বদ শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষ বহুবাজার।

মনের ব্যথা।

মহাশয়, আপনার "দেওয়ানী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে" ইত্যাদি নামধেয় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। এণ্ট্রেন্স, এল এ, বি এ, এম এ ও বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই তিন বৎসর জজ আদালতে ওকালতী করিয়াও যে, কোন ব্যক্তি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত নহেন, ইহা শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তবে কি ইংরাজি সাহিত্য—ইংরাজি বিজ্ঞানের কোন গুণ নাই? উহা কি যে কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ করিতে পারে না? বঙ্গীয় বালক পাঁচ বৎসরের সময় ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ১৬। ১৭ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ আদালতে ওকালতী করিতে বহির্গত হইলেন। পৃথিবী কাহাকে বলে তিনি কিছুই জানেন না। শঠতা চাপল্য তাঁহার আয়ত্ত নহে। শামলের পাগড়ি মাথায় দিয়া একবার করিয়া আদালতে যান আবার ফিরিয়া আসেন। মওকেল জোটে না, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ও হয় না। কাজেকাজেই তাঁহাকে লোকে ভেবা গঙ্গারাম বলিয়া জানিল, জজ মহোদয়ও তাঁহাকে চিনিলেন না। কিন্তু একবার তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দাও, তাঁহার গুণ দিতে পারিবে। মুন্সেফী করিতে দাও, তাঁহার ...োর পরিচয় পাইবে। আপনি যদি জজের উপর নির্ভর করিতে চান, তাহা হইলে বাস্তবিক অনেক গুণী ব্যক্তি মারা যাইবে। আবার ভাল উকীল হইলেই যে ভাল মুন্সেফ হইবে এরূপ মতের পোষকতা করা আপনার মত বিজ্ঞ সম্পাদকের ভাল দেখায় না। অনেকে মোক্তার হইতে উকীল হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন অনেক ভাল উকীল অপদার্থ মুন্সেফের মত কার্য্য করিবেন। অতএব ভাল ভাল উকীলদিগের মধ্য হইতে মুন্সেফ বাছিয়া লইলে দেওয়ানী আদালতগুলির শ্রীবৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আর যে জজের পর যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পণ করিতেছেন তাহাতেও অনেক গণ্ডগোল ঘটিবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার ডেপুটী শ্রেণীর উপর নয়নপাত করুন। ডেপুটী বাবুদিগের মধ্যে (দুই একটী ব্যতীত) তেমন খুব ভাল লোক নাই কেন?—নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া। রমেশ বাবু সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, কিন্তু বিদ্যা এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত—ডেপুটী হইলেন, আর উপযুক্ত উপযুক্ত এম এ, বি এল, সকল স্ব স্ব গুণোপযোগী চাকরীর অভাবে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। এখন যেরূপ ডেপুটী শ্রেণীর মধ্যে গুণিগণের অভাব, শুদ্ধ জজের উপর নির্ভর করিলে মুন্সেফদিগের মধ্যে সেইরূপ ঘটিবে। যিনি জজের মন যোগাইবেন, তিনি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত হইবেন আর উপযুক্ত ব্যক্তিগণ তোষামোদের অভাবে মারা যাইবেন। যথার্থ গুণের অনাদর হইবে মন যোগানের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে।

আপনার আর একটী কথা আমাদের নিতান্ত ভাল লাগিল না। "যিনি (যে মুন্সেফ) নিয়মিত কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন।" উঃ কি ভয়ানক!! আপনার কি বিশ্বাস যে পদোন্নতি গুণপরিচায়ক? এরূপ বিশ্বাস কতদূর যুক্তিসঙ্গত জানি না। তবে কি আমরা বুঝিব—যিনি যত অধিক মাহিনা পান তিনি তত অধিক বিদ্বান গুণবান ও বুদ্ধিমান? পৃথিবীতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি সর্ব্বদা গুণের পূজা দেখিতে পাই? বোধ হয় না। বরং আমাদিগের বিশ্বাস অধিকাংশ ব্যক্তি চাকুরীর বলে মনযোগানের গুণে পদোন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, আর প্রকৃত গুণি লোকও তোষামোদ করিতে না পারিয়া উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন না।

আমাদিগের যাহা বক্তব্য বলা হইল। যদি ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি, আশা করি, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া চিরবাধিত (১) করিবেন।

কলিকাতা ২৩এ চৈত্র } আপনার অনুগত জনৈক সত্যবাদী।

(১) বোধ হয়, দেওয়ানী আদালত সংক্রান্ত প্রস্তাবে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই, তাই [illegible] পত্রপ্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের অভিপ্রেত এই, বুদ্ধিমান কার্য্যচতুর আইনজ্ঞ লোক দেখিয়া মুন্সেফী পদে নিয়োজিত করা হয়। নির্বোধ ব্যক্তির [illegible] বিচার [illegible] বিষয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নির্বোধ [illegible] উকীল মোক্তার ও অন্য পক্ষাদিগের নিকট [illegible] হইয়া থাকেন। তাহাতে নিয়োগকর্ত্তা রাজপুরুষগণের ও নিয়োগ পদ্ধতি এবং বিচার পদ্ধতির অবমাননা হয়। পত্রপ্রেরক বিচার কার্য্য কি সহজ মনে করেন? বিচারকালে অনেক সময়ে এরূপ জটিল তর্ক বিতর্কের উত্থান হয় যে নির্বোধ বিচারপতিরা তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না; এক আর করিয়া ফেলেন। নির্বোধ বিচারপতিরা চতুর মোক্তারদিগের মিথ্যা কথা ও সরল সত্যবাদির কথা [illegible] বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে সকলই কুটময় বোধ হয়। সুতরাং তাঁহারা [illegible] করিয়া উঠিতে পারেন না। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কি সকলে কার্য্যক্ষম হয়? পত্রপ্রেরক কি পাশ্চাত্য [illegible] জানেন নাই? বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণ মধ্যে অনেক [illegible] মূর্খ আছেন। ঐ সকল এরূপ নির্বোধ আছেন যে তাঁহাদের সামান্য জ্ঞান নাই মিলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ সকল ব্যক্তি কোন ক্রমে মুন্সেফী পদ না পান, এই আমাদের [illegible] স্কুলে পড়িলেই সকলে বিদ্বান ও কাজের লোক হয় না। [illegible] চাতুরতার কহিয়াছেন," বিতর্কিত গুণঃ [illegible] বিদ্যা [illegible] কচ" কিন্তু অল্পাংশে উক্তের গত বৈলক্ষণ্য হয়। সোঃ—প্রঃ

সন্দেহ!!!

মহাশয়! বাচস্পতিপ্রতিম শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্কলিত শব্দস্তোম মহানিধি নামধেয় অভিধানের কতিপয় শব্দসাধন সন্দর্শনে সাতিশয় সংশয়াক্রান্তচিত্ত হইয়া তত্তৎ শব্দ উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, উক্ত মহোদয় সন্দেহ নিরাস করিবেন। "মৃগয়ু, মৃগ× অন্বেষণে যু"। পাণিনি ব্যাকরণে মৃগ শব্দের উত্তর অন্বেষণার্থে যু প্রত্যয়ের সূত্র লক্ষিত হইল না। প্রত্যুত, সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার প্রভৃতি অন্য প্রকারে সাধিয়াছেন। যথা "মৃগয়্বাদয়শ্চ" (উণাদি সূত্র) ইহার অর্থ এই, মৃগয়ু প্রভৃতি কতিপয় শব্দ কুপ্রত্যয়ান্ত করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কর্ত্তৃবাচ্য মৃগং যাতীতি মৃগয়ু র্ব্যাধঃ"। মৃগপদ পূর্ব্বক যাধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কুপ্রত্যয়, (কুর কইৎ যাইয়া উকার মাত্র থাকে) অনন্তর "আতো লোপ ইটি চ" ৬।৪।৬৪ এই পাঃ সূত্রের দ্বারা আকার লোপ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী) এবং "মৃগয়ুরিব মৃগোত্থ দক্ষিণেশ্বঃ" ভট্টি ৩। ৪৪; অত্র মৃগং যাতীতি মৃগয়ুর্নিপাতনাদিতি ভরতঃ। মৃগান্ যাতীতি মৃগয়ুঃ মৃগয়্বাদয়শ্চেত্যৌণাদিক কুপ্রত্যয়ান্ত ইতি প্রামাদিক জয়মঙ্গলশ্চ। "মৃগান্ বিনিঘ্নন্ মৃগয়ুঃ সহেতুনা" ভারবি ১৪। ১৫ "শয়ালুর্মৃগয়ুর্মৃগান্" মাঘ ২।৮০ উভয়ত্র মৃগান্ যাতীতি মৃগয়ুর্ব্যাধঃ মৃগয়্বাদয়শ্চেত্যৌণাদিক কুপ্রত্যয়ান্তো নিপাত ইতি মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথঃ।

বৃহস্পতি "বৃহতাং পতিঃ"। অতি প্রামাণিক পণ্ডিতগণ ইহার বিপরীতে ব্যুৎপত্তি করিয়া বৃহস্পতি সিদ্ধ করিয়াছেন। যথা "তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চৌর দেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ" এটী বার্ত্তিক সূত্র, ইহার অর্থ, চৌর ও দেবতা বুঝিতে তৎ শব্দ ও বৃহৎ শব্দের (স্থানে সুট্ ও) দ স্থানে ত ও ত লোপ হয় এবং কর ও পতি শব্দের পরে সুট্ হয়। সুটের উ, ও, ট, ইত যাইয়া স মাত্র থাকে। বৃহতোঃ বাক্ সমূহস্য পতিঃ বৃহস্পতিরিতি শব্দেন্দুশেখরঃ (সিদ্ধান্ত-

সিপাহী বিদ্রোহ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে সন্দেহ সম্যক্‌রূপে অমূলক। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এ দেশীয় লোক প্রকৃত বৈরাচরণ করেন নাই। সমস্ত বঙ্গবাসী এবং অনেক দেশীয়রাজা ইংরাজদেরই পক্ষে ছিলেন। এ দেশীয়েরা প্রকৃত শত্রুতা করিলে ইংরাজেরা খাদ্যদ্রব্য কিম্বা এক গণ্ডূষ জলও পাইতেন না। ইংরাজ শাসন সকলেরই প্রার্থনীয়, কেবল কতকগুলি অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ সিপাহী হইতে সে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল; ভারতবাসীরা একপরামর্শি হইয়া সে কার্য্যে ব্রতী হন নাই। অতএব কতকগুলি অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ লোকের অসদাচরণে গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় প্রজাকে এতাদৃশ অবিশ্বাস করেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। ভারতবর্ষ অশেষ সেনা সামন্তের ভাণ্ডার; আমরা জানি, এ দেশের বাণিজ্য এদেশের উচ্চপদ এবং এ দেশের সৈন্যবল ইংলণ্ডের প্রধান বল। গবর্ণমেণ্ট সুপ্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে ভারতের সেনাবল দ্বারা ইংলণ্ড ভুবনবিজয়ী হইতে পারেন।

ভারতের স্বত্বাধিকার দ্বারা ইংলণ্ডের এই সমস্ত উপকার সাধিত হইতেছে: এতদ্ভিন্ন আমরা অন্যান্য আরও বিস্তর উপকার দেখিতে পাই। ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের করগত থাকায় তদ্দেশীয়দিগের বিদ্যানুশীলন অপরিসীম উৎকর্ষলাভ করিতেছে। প্রতিযোগী সিবিলসার্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডীয় নবযুবকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদান করিতেছে; প্রতিযোগী সিবিলসার্বিস পরীক্ষাপ্রথা চলিত না থাকিলে ইংলণ্ডে বিদ্যালোচনার দ্বিগুণ উদ্যোগ লক্ষিত হইত না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে কোন কার্য্যে হউক না, প্রতিযোগিতা থাকিলে সকলেই তদ্বিষয়ে অসীম শ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন, অন্যকে বিদ্যা বুদ্ধিতে পরাজয় করিবার স্পৃহা সকলেরই মনে বলবতী হইয়া উঠে; সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জনে সমধিক যত্ন না করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না; ভারতবাসিদের উন্নতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা স্বয়ং আপনাদের বিদ্যাশিক্ষার সুগমপথ অনেকটা সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যথা সিবিলসার্বিসের পরীক্ষাদান প্রথা ইংলণ্ডের পক্ষে পরম শুভকরী সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষবাসিরা কৃতবিদ্য হইয়া এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়া সিবিলসার্বিসের পরীক্ষা দিতেছিলেন, ভারতরাজ্যের উচ্চপদ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এতদ্দ্বারা এ দেশীয়দিগের প্রতি ত সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি দেখা যায়। যাঁহারা সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন না। অল্প বয়ঃক্রমে এ দেশে আসিয়া এক একটা জেলার কিম্বা এক একটা সব ডিবিজনের একাধীশ্বর হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হয় না এবং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যালোচনাও করিতে পান না। ইংরাজেরা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে ত্রুটি করেন না সন্দেহ নাই; কিন্তু অল্প বয়ঃক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করায় [illegible] হয় না। এ দিকে স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদুপরে এখানকার [illegible] কথা আছে, শরীর ও মনের "আরাম" করিতেই অধিক সময় গত হইয়া যায়।

যখন বাঙ্গালিদিগের বিবাহেই বিদ্যাশিক্ষার অবধি, অনেক অংশে ইংরাজদিগেরও সিবিলসার্বিস লাভ মানসিক উন্নতির সীমাপ্রদেশ হইয়া দাঁড়ায়। সিবিলিয়ানগণ যে, দিন দিন এত নিন্দাভাজন ও অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন, অতি বাল্যাবস্থায় তাঁহাদের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করাই তাহার একমাত্র মুখ্য কারণ। নিতান্ত "কাঁচা বয়েস" কিছুমাত্র প্রবীণতা জন্মে নাই, বুদ্ধির পাকা হয় নাই, মনের চপলতা যায় না, হিতাহিত বোধ নাই, প্রসবদে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিচারপতি হইলেন,—অনর্থ ঘটিবে না কেন? যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা সকল গুলিই একাধারে মিলিত হইয়াছে, এই ত অনাচারের স্থান: অতিস্পষ্টাক্ষরে আমরা বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি সিবিলসার্বিস পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম আরও ৫।৬ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া না দেন, তবে ক্রমশঃ ঘোর অনর্থপাত হইবে, ইঁহাদের হস্তে [illegible] ঘোর কলঙ্ক বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। একণে সকলেই ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতবাসিদিগকে সিবিলসার্বিসের কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম কমাইয়া দেওয়া হইল, অতএব আমাদিগকে স্তোকবাক্যে আর ভুলাইবার প্রয়োজন কি? প্রবীণ প্রবীণ বিলাতি সিবিলিয়ানে আসিয়া যদ্যপি সুবিচার করেন, তবুও অনেকটা মঙ্গল।

সিবিলিয়ানগণ অল্প বয়ঃক্রমে পরীক্ষা দান করিয়া এ দেশে আইসেন, সে কারণ তাঁহাদের আবশ্যক উন্নতি হইতে পায় না। এ কথা আমরা সহস্র বার স্বীকার করি। কিন্তু সে কারণ ভারতবর্ষ দায়ী কিম্বা দোষী নহেন; ইংলণ্ডই ভারতবর্ষের অনিষ্টসাধন করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াছেন। যাহা হউক, সিবিলিয়ানগণ যদ্যপি আরও কিছুকাল বিদ্যা শিক্ষা করিতে পান, তবে তাঁহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হয় সন্দেহ নাই। প্রতিযোগী সিবিলসার্বিস পরীক্ষাই এই উন্নতির একমাত্র কারণ। এইরূপে আমরা ভারতশাসনের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের স্বার্থ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, ইংরাজেরা ভারত শাসন দ্বারা নানা উপায়ে লাভবান হইতেছেন। অতএব যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই, তাঁহাদের বাক্য কোন্ পক্ষে প্রামাণিক, কই—আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না।

থিয়োসফি—যোগশাস্ত্র।

খানাকুল কৃষ্ণনগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তৎকালে কলিকাতার একজন ধনী আপনার এক বয়স্যকে বলিয়াছিলেন "আমরা জানিতাম খানাকুল, কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে এসে আবার একটা ব্রহ্ম তুলিয়েছে।" আমরাও তেমনি বলিতেছি, যোগশাস্ত্র কালবশে মরণোন্মুখ হইয়াছে, কোথা হইতে এক ঘোর সাহেব আসিয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পাঠক! উপমা সকল অংশে খাটে না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এ কথা বলিলে মুখটী ঠিক চন্দ্রের মত গোল ও কলঙ্ক থাকা বুঝায় না। চন্দ্র দেখিলে যেমন মনে আহ্লাদ জন্মে, মুখটী দেখিলেও তেমনি আনন্দ হয়। এই অংশেই উপমা। আমাদের বাক্যটীও সেইরূপ পাঠক! বিবেচনা করিবেন।

আমরা দেখিতেছি, দেশের লোকেরাও এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। সে দিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার বাটীতে থিয়োসোফিষ্ট সমাজের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত কর্ণেল আলকট সাহেব আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে বিশেষরূপে সমাদৃত ও অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন, এটী আমাদের দেশের পৈতৃক ধর্ম্ম। অতএব এ দেশের লোকেরা এ বিষয়ে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বাচার্য্যেরা সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতিসাধনে কালক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, যদি তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যের উন্নতিসাধন কল্পে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে কত উন্নতি হইত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতভূমির উর্ব্বরতা, জল ও মৃত্তিকার গুণে এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবে তাঁহাদিগের সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অণুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ছিল না। ভূতকে সামান্য চেষ্টায়

...র পরিমাণে শস্য জন্মে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ...কার নিমিত্ত কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। ...মে নিরত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বহুল অনু... ছিল। যিনি যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন, ব্রাহ্মণ ...রেকে তাহা সম্পাদিত হইত না। অনুষ্ঠিত ...র অধিকাংশ উপকরণ সামগ্রী ব্রাহ্মণসাৎ হইত, ...ণদিগের অশন বসনাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ ...। তখনকার ব্রাহ্মণদিগের বিলাসিতা ছিল ... তাঁহারা অল্পে তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা জীবিকা ...য়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে ...নিবেশ করিতেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ...বিষয়ের গাঢ় অনুশীলন করিবেন, তাহারই ...ত হইবে, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। ষড়্‌দর্শন ও ... অন্য শাস্ত্র তাঁহাদের গাঢ় চিন্তা ও অনুশীলনের ...। আমরা উপরে যে কহিলাম, আধ্যাত্মিক ...য় অনুরাগ প্রদর্শন এ দেশীয়দিগের পৈতৃক ধর্ম্ম, ...ক! এখন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলেন।

...আর একটা কথা এই, দেশমধ্যে একটী নূতন ... উপস্থিত হইলে দেশের লোকেরা ব্যগ্র-চিত্তে ...াতে অগ্রসর হন। টমসন নামে এক ব্যক্তি ...বার এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অতি ...ৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি ছিল। তিনি রাজনীতি ...ক কয়েকটী সুমধুর বক্তৃতা করেন। তচ্ছ্রবণে ...দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া...ন। দিনকতকাল এমনি ধুমধাম হইয়া ...য়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের মনে বিদ্রোহের আশঙ্কা ...স্থিত হইয়াছিল। যুবকগণ যখন যে বিষয়ে ...হন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তরকালের চিন্তা ...ক না। আমাদের দেশের লোকেরা কর্ণেল ...লকটের অভ্যর্থনায় যে অনুরক্ত হইয়াছেন, এটীও ...র একটী কারণ।

এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক, যোগশাস্ত্রের ...দয়ে দেশের কি অভ্যুদয় লাভ সম্ভাবনা আছে? ...বক্তা বলেন;—

"সংযোগোযোগইত্যুক্তোজীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম ...।

যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনি পতঞ্জলি যে লক্ষণ ...য়াছেন, তাহা এই;—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া এক ...য় রুদ্ধ করার নাম যোগ।

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ ...তে গেলে যমনিয়মাদি কতকগুলি বিষয়ের ...াস করিতে হয়। সংসারসম্পর্ক থাকিলে সে ...াস দুরূহ হইয়া উঠে। এই কারণে যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব যোগশাস্ত্রের প্রসাদে সংসারের উন্নতির না অবনতির কিসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা? যাঁহারা যোগী হন, তাঁহারা যদি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহা হইলে সমাজের বলক্ষয় হইল। যে শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের বলক্ষয় হইল, তাহার অভ্যুদয়ে ইষ্টলাভ কি? যোগিদিগের অবস্থার যেরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা এক প্রকার জড় পদার্থ হইয়া উঠেন। খিদিরপুরের বাবুদিগের বাটীতে যে এক যোগী আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাতে আর জড় পদার্থে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের সামাজিক লোকেরা কর্ণেল আলকটের সাহায্যে কি কতকগুলি অজড় পদার্থকে জড় পদার্থ করিয়া তুলিতে চান? পুরাণাদি ও কাব্যাদি শাস্ত্রে যোগির যে প্রকার বর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তাঁহারা যে জড়পদার্থ প্রায় হইয়া উঠেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে পাঠক বলিবেন, ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতালাভের তুল্য মানুষের উচ্চ অভিলষণীয় বিষয় আর কি আছে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যোগিরা যে পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবার চেষ্টা করেন, ঐ পথ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। শাস্ত্রকারদিগেরও এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈদান্তিকেরা জীবকে অনিত্য বলেন এবং জীবব্রহ্মের ঐক্যকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নৈয়ায়িকদিগের আবার এ মত নয়। তাঁহারা বলেন, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও নিত্য। জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সাংখ্যকার আবার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে প্রকৃতিপুরুষের ভেদ জ্ঞানের নাম মোক্ষ। এখন আমরা কাহার বাক্যে আস্থা করিব? যোগিরা কোনটী লক্ষ্য করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিবেন? এ স্থলে আর একটী কূট প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে যোগিরা কিরূপে তাঁহার প্রণিধান ও তাঁহার সমাধি করিবেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে ঈশ্বরের সাকারতা প্রমাণ করিতে হয়। যে প্রমাণ হইলেও মনুষ্য যখন সাকার ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, অতএব তাহাতেই বা কিরূপে মন অর্পণ করিবেন? যাহা হউক, আমরা যোগশাস্ত্রের উদ্দীপনে কোন ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। যোগী হওয়া আর কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোক প্রস্তুত হওয়া একই কথা। ঐ অকর্ম্মণ্য দল অধিকাংশ সময়েই সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া উঠে। যে শাস্ত্রের আলোচনার এই ফল, আমাদের দেশ... সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাহাতে কেন যে এত উৎস... দিতেছেন, তাহাও আমরা বুঝিতেছি না।

রুশ হইতে ইংলণ্ডের অলীক শঙ্কা।

বিকন্সফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আর ... ষ্টোনের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টে যে কত প্রভেদ— ... বিষয়টী দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইতে... বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট রুশের ভারতবর্ষ প্রা... অলীক শঙ্কাপরবশ হইয়া কাবুলে অকারণ স... সমরানল প্রজ্বলিত করেন, কত অর্থ ব্যয় কত ... ক্ষয় ও কত অযাচক নাশ উপস্থিত হয়; তা... ইয়ত্তা নাই। দুঃখের বিষয় এই, রুশের আভ্যন্ত... অবস্থা কিরূপ, রুশ প্রতিযোগী হইয়া ইংলা... অনিষ্ট সাধনে সমর্থ কি না, বিকন্সফিল্ডের গবর্ণ... একবার সে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ... আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লিবরাল গবর্ণমেণ্ট ... সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ পর্য্যা... চনা করিয়া দেখিয়াছেন, রুশের আভ্যন্তরীণ অ... এমন উন্নত নহে যে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে ... হইতে পারেন। প্রথমতঃ যুদ্ধ করা বড় সহজ ... ইহা দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় ... নহে যে আসিলেন আর বলিয়া লইয়া গিয়া ... আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বহু ... সৈন্য সামন্ত সংগ্রহের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ... দিগকে বহুতর দুরূহ পাহাড় পর্ব্বত অতি... করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে। তৃতীয়... অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহারা তুরস্কের রণপ্রাঙ্গণ ... মুক্তকর হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। চতুর্থ... মত যে সৈনিকবল তাহা ইংরাজদি... সমকক্ষ নহে। পঞ্চম, [illegible] সম্রাট ... কয়েদী আসামীর ন্যায় নিজ গৃহেই ... হইয়া আছেন। ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পা... না। যে রাজার ও যে রাজ্যের অবস্থা এই... সেই রাজা যে প্রবলপ্রতাপান্বিত [illegible] ... তাহার সহিত সমরে দণ্ডায়মান হইবেন, ... সম্ভাবনা কি? তবেই অনুমান, নিতান্ত ক... যাহার অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, সে কি পুনরায় ... লোকের সমকক্ষ হইয়া বিরোধ করিতে সমর্থ ... যদি নিজ জেদ বশতঃ বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ... অচিরাৎ বিনাশদশা উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে ... সংশয় আছে? আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ... তাহা হইলেই পাঠক উভয়ের অন্তর বুঝিতে পা... বেন। বোধ করুন, দুই ব্যক্তি দুটী লোহার ... আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একটী ফাঁপা, — একটী নিরেট। উভয়ের সংঘর্ষ হইলে কো...

ভাঙ্গিয়া যায়? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লোহার নিরেট ভাঁটা, আর রুশ গবর্ণমেণ্ট ফাঁপা ভাঁটা। এ উভয়ের সংঘর্ষ হইলে রুশ যে উৎসন্ন যাইবে সেবিষয়ে সন্দেহ কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবল, অর্থবল, ও মিত্রবল সকলি প্রবল। পক্ষান্তরে, রুশের সকলি দুর্ব্বল। বিশেষতঃ রুশের গৃহশত্রু প্রবল। যাহার গৃহশত্রু প্রবল, সে কি কখন বহিঃশত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়? রুশের অবস্থা বাস্তবিকই যে সঙ্কটাপন্ন, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রুশের আইন অতি কঠোর বলিয়া কেহ কিছু ফুটিয়া বলিতে না পারুন, তথাপি অনুমান পাঁচ কোটী লোক নিহিলিষ্ট রাজদ্রোহী হইয়াছে। সম্রাট তাহাদিগকে যত গুরুদণ্ড দানের ব্যবস্থা করিতেছেন, ততই এই বিদ্রোহবহ্নি উৎপন্ন হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে ভীত বা চলচিত্ত হইতেছে না। সত্য বল সেনাপতি প্রভৃতিও ভিতরে ভিতরে এ বিষয়ে যোগ দিতেছেন। যে দিন কতকগুলি নিহিলিষ্টের বিচার উপলক্ষে যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা নিবারল গবর্ণমেণ্টের কৃত সিদ্ধান্তের ও অবলম্বিত নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিতেছি না। নিহিলিষ্টেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তাহাদিগের প্রতি অতি কঠোর ব্যবহারই তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। তাহারা এরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছে, যে রুশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, এই কারণে তাহারা সকল বিষয়ে আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া লইতেছে এবং নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তাহারা বলিয়াছে এক সময়ে ফরাসী সম্রাট ইটালীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করাতে ইটালির লোকসাধারণের প্রতিনিধি অরসিনি তাঁহাকে আক্রমণ করেন, এবং সেই অবধি তাঁহার সেই দুর্নীতির সংশোধন হয়। বর্ত্তমান ঘটনায় রুশ সম্রাটেরও সেইরূপ হইবে, এই তাহাদিগের সংস্কার। এত দিন কেবল সম্রাটকে হত্যা করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে পর্য্যায় হত্যা করা ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধির উপায় নাই বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস। এইরূপ করিলে হয় শেষে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত হইবে, না হয় মৃত্যু বা নির্ব্বাসন দণ্ড দ্বারা এ যাতনা দূর হইবে। বিদ্রোহীরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে, ঐ সকল উপায় দ্বারা কোন প্রকার প্রতিকার না হইলে যুদ্ধ করিয়া রাজতন্ত্র লোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে। তাহারা বলিয়াছে রুশের এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা নাই। বোসনিয়ার বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যভাবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াতেই রুশগবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত। তদ্ভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তাঁহারা এরূপ ব্যস্ত যে, এক্ষণে অন্য বিষয়ের চিন্তায় এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিবার অবসর পান না। সেনাপতি স্কবেলফও রুশের বর্ত্তমান রাজনীতির অনুমোদন করেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন এ নীতি প্রচলিত থাকিলে রাজ্যের শান্তিরক্ষা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে সত্বরই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাস্তবিক সভ্য ইউরোপীয় জাতি সমূহের সহিত তুলনায় রুশিয়া বহু পশ্চাতে পতিত হইয়া আছেন। তাঁহার সৈনিকবল বিলক্ষণ প্রবল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বৈদেশিকের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাই রুশের দুরবস্থার প্রধান কারণ। রুশেরা বিদেশীয়ের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুকরণ করিতে সম্মত নহে। এতদ্ভিন্ন তুরস্ক প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে রুশিয়া একপ্রকার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সৈনিক ব্যয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় এবং উৎপাদিত ফসলও লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। তথাপি তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ ব্যয় রুশের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রুশের অধিকাংশ লোক রুশের এই শোচনীয় দশা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে আইনসঙ্গত সভা, বিদেশীয়দিগের সহিত প্রণয়, সামন্তদিগের সহিত শান্তিস্থাপন ও বিদ্রোহ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া রাজ্য সুখময় করিবার নিমিত্ত উৎসুক। সম্রাট ইহাতে অভিমত নহেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। এই সকল কারণে রাজ্যে এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত; সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপরও তিনি সাহস করিয়া নির্ভর করিতে পারেন না, দোষী ব্যক্তিকেও শাসন করিতে সঙ্কুচিত হন। এই কারণেই ইহুদিদিগের উপর অত্যাচারের নিবারণ হইতেছে না। যে যাহা মনে করিতেছে, সেই তাহা করিতেছে। ইত্যাদি......

পাঠক! এক্ষণে উপরি উল্লিখিত ঘটনাগুলি দ্বারা রুশের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিলেন। যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ, যিনি আত্মবিপদে সংশয়িতজীবন হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা বন্দীর ন্যায় গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ, যাঁহার সৈন্যদিগের রণকৌশল ও অশিক্ষা নিবন্ধন সেনাপতি পর্য্যন্ত দুঃখ, যাঁহার প্রজারা তাঁহার প্রাণ সংহারের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছে, যাঁহার দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিবারও সাহস হয় না, যিনি চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত, তিনি যে জগতের অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ইংরেজ জাতির সহিত রণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কি সম্ভা[…] মধ্য আসিয়ায় সম্রাট যে সৈন্য প্রেরণ ক[…]ছেন, সে ভারতবর্ষ আক্রমণের নিমিত্ত […] নিজ প্রজার বিদ্রোহদমনই তাহার প্রধান […] অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রুশ হইতে […] আক্রমণের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা কোন […] পরিণামদর্শী নহেন। ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান লি[…] গবর্ণমেণ্ট যথার্থ পরিণামদর্শী, তাঁহারা এ[…] বিষয়গুলি বুঝিয়াছেন এবং তদনুরূপ কার্য্য […]তেছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে রুশের বিষয়ে […]সীন বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত […] আর এক কথা এই, ইংরাজদিগকে পরাজয় […] কি সহজ কথা! পরাজয় করিব, মনে ক[…] কি পরাজয় করা যায়?

এখানে অসমসাহসী ইংরাজ সৈনিক বহু[…] মাণে অবস্থিতি করিতেছে, দেশীয় রাজগণও ই[…] গবর্ণমেণ্টের প্রধান সহায়, আবার রুশের […]চারের সংবাদ যত প্রচারিত হইতেছে, তা[…] প্রজাগণের মনেও তাহাদিগের উপর ঘৃণা […] হইতেছে। অতএব বিপদকালে তাহারাও যে […] সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করিয়া […] সাহায্য করিবে না, সেটী স্থির সিদ্ধান্ত। রুশ[…] পুরুষেরা বলে ও সাহসে ইংরাজ সৈনিক […]দিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন, ব[…] সাহসী সিপাহিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক[…] প্রতিষ্ঠিত আছে। এ অবস্থায় দুই এক লক্ষ […] সৈন্যের এখানে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা […] এই সকল বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় […]মেণ্টের অবলম্বিত নীতি প্রশংসনীয়, সে […] সন্দেহ নাই! তাঁহারা এই নীতি হইতে বি[…] হইয়া পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ইংলণ্ড ও ভা[…] উভয় দেশকে বিপদাপন্ন না করেন, এই […]দের প্রার্থনা। রুশ পারস্যের সহিত মিলিত […] রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করুন, মার্ভে আগমন […] আর হিরাটের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন, ইহার […] সংবাদই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত […] হইতে বিচলিত হইবার কারণ নহে।

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজযাত্রী।

জাহ্নবীর জল নির্ম্মল,—সুধীর, নিবিড়[…] বর্ণে টল টল করিতেছে, মান্দ্রাজ গমনের […] আমি যাত্রা করিলাম। আমি কলিকাতা[…] দানীর "পি ও" কোম্পানির "আনকোণা" […] জলপোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠের আরো[…]

জাহাজ দ্রুত অথচ মসৃণ বেগে তর তর করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। পাঠক! শিল্পকুশল ইউরোপীয় জাতির যে কোন কার্য্যনৈপুণ্য দৃষ্টি করি তাহাতেই আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়। স্থল পোত, জলপোত, সকলি অদ্ভুত ব্যাপার, এ দেশীয় যে সমস্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তি কিছু কিছু বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া শিল্প-নিপুণ ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছেন, ভাবিয়া শ্লাঘা করেন, একখানি জাহাজের অভ্যন্তর পরিদর্শন করিলেই তাঁহাদের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। স্বর্গ মর্ত্ত্যে যত ব্যবধান, ইউরোপীয়ে ও দেশীয়ে আজও ততদূর অন্তর বিশেষ। আমরা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহার অভ্যন্তর প্রায় এক খানি ছোট খাট গ্রামের সদৃশ, প্রায় এক লক্ষ মণ বোঝাই লইতে পারে; ইহার জল ছয় শত অশ্ববল ধারণ করে; ফলতঃ ইহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় আট ক্রোশের ন্যূন নহে।

উষার মধুর মন্দ মারুত বহিতে লাগিল, পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগ লোহিত আভায় অনুরঞ্জিত হইল, প্রাতঃকাল ৬টার সময় জাহাজ ছাড়িল। কলাগাছীতে আসিয়া ভাটা হইল। পাঠকের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সকল নদীরই সঙ্গমমুখে এক একটী বালীর আলবাল আছে। এই আলবাল হইতে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া তথা হইতে জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে সমুদ্রে পতিত হইতে থাকে। উপরের পর্ব্বত বর্ষার জলে ধৌত হইয়া পলিরাশি নদীর জল সহযোগে নিয়ে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে তথায় চড়া পড়ে। এইরূপে সুন্দরবনের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও দিন দিন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভাটার সময় বৃহদাকার জাহাজ নদীমুখস্থিত এই সকল চড়া অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে যাইতে পারে না; সুতরাং কলাগাছীতে জাহাজ খানি সমস্ত রাত্রি নঙ্গর করিয়া থাকিল। পর দিন প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িয়া এক ঘণ্টায় সাগর দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। এই পুণ্যদ্বীপ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। বৎসর বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী এই খানে সাগরসঙ্গমে স্নান করিতে আইসে। এ সময় সাগরের মেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দোকানী পসারী কিছুই নাই, কেবল শূন্য ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা সাগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অনেক "পালতোলা" জাহাজ বাষ্পীয়পোতের প্রতীক্ষায় আছে। পালসংযুক্ত জাহাজগুলি কেবল বায়ুর আনুকূল্যে সমুদ্রপথে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালিত হইতে পারে, কিন্তু নদীতে যাইতে পারে না; সুতরাং নদীর সঙ্গমমুখে আসিয়া ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। কলিকাতার বন্দর হইতে বাষ্পীয় জাহাজ গিয়া ইহাদিগকে টানিয়া আনে।

গঙ্গার সঙ্গম স্থানে সমুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নহে,—হরিদ্রাবর্ণ। সমুদ্রের জল গাঢ় নীলবর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ঘোলা জল মিশ্রিত হওয়ায় সঙ্গম স্থান বিবর্ণ হইয়া উঠে। গঙ্গার জল অপরিষ্কার বটে, কিন্তু ঐরাবতীর তুল্য নহে। এই নদীর জল যেখানে পতিত হইতেছে, তথায় সমুদ্র জল প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়া থাকে। জাহাজ সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হইলে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর নিস্তল কৃষ্ণবর্ণ জল দৃষ্ট হয়। জাহাজ চলিতে চলিতে যেখানে উড্ডীয়মান মৎস্যজাতি জাহাজ দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে থাকে, সেই খানে প্রকৃত সমুদ্র জল পাওয়া যায়। এই সামান্য মৎস্যজাতি গভীর সমুদ্র ভিন্ন কখন কূলের নিকটবর্ত্তী হয় না। ইহাদের শরীরের দুই পার্শে দুটী ডানা আছে, উহাই পক্ষীর পক্ষের কার্য্য করে। জাহাজ সমীপবর্ত্তী হইলেই উহারা জল হইতে উত্থিত হয়। উড়িবার সময়ে উর্দ্ধে পাঁচ ছয় হাত উঠিতে পারে, ক্রমে ছয় সাত শত হাত উড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার জলে পতিত হয়। কথিত আছে, যতক্ষণ ইহাদের ডানা রসার্দ্র থাকে, তাবৎ ইহারা শূন্যে উড়িতে পারে, ডানার জল শুষ্ক হইলে আর উড়িতে পারে না, তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া সমুদ্রে পড়িতে থাকে। নাবিকেরা বলে এই মৎস্য খাইতে অতীব সুস্বাদু, কিন্তু ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহাকে ধরিবারও বিশেষ কোন কৌশল নাই; কেবল অত্যন্ত ঝড়ের সময় তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কচিৎ দুই একটী জাহাজের উপরে আসিয়া পড়ে। দেশীয় নাবিকগণ ইহাকে আফিমের সঙ্গে শুষ্ক করিয়া রাখে এবং এতদবস্থায় ইহাকে বলকারক মহৌষধ জ্ঞান করে।

এ সময় বঙ্গোপসাগর নীরব, নিশ্চল, তরঙ্গমালা যেন অঙ্গাস্ফালন করিয়া অবসন্ন হইয়াছিল, এখন বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছে। জাহাজগুলি বট পত্রের ন্যায় নির্ম্মল জলে টল টল করিতেছে,—চলিতেছে না; এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর ভাসিতেছি, তাহা বোধ হয় না। সমুদ্র নিশ্চল, নিস্তব্ধ বটে, তবু রাক্ষসের হাসি, নিদ্রালাপও ভৈরব দর্শন,—সমুদ্রের স্থৈর্য্যভাবও উত্তালতরঙ্গ গঙ্গা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। জাহাজ যে প্রকার দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকে, দেখিয়া বোধ হয় যেন সমুদ্রের বলবীর্য্য আক্রমণ করিয়া সাগর হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। এরূপ বেগবতী সমুদ্রতরী কিপ্রকারে জলমগ্ন হয় তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাহাজের উপরে থাকিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অনন্ত নীলাভ সাগর, অম্বর আবৃত করিয়া আছে, জাহাজখানি একটী চক্রমধ্যস্থিত বিন্দু স্বরূপ। সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া অস্তগামী সূর্য্যের অনুপম শোভা দেখিতে অতীব চমৎকার। সূর্য্যমণ্ডল নিবিড় লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বসিতেছে, সরিয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন অগ্নিনিক্ষিপ্ত চক্রের ন্যায় ঝুপ করিয়া সিন্ধুজলে ডুবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রিতে [illegible] জলও দেখিতে অতি সুন্দর। জাহাজ অগ্রে জল বিদীর্ণ করিয়া যায়, তাহার সম্মুখে প্রচণ্ড ফেন উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে এক এক [illegible] শোশক চারি দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। উহার আকার অবয়ব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল এক একটী উজ্জ্বল রেখা কখন দক্ষিণ পার্শ্বে, কখন বাম পার্শ্বে, কখন বা সম্মুখে সামুদ্রিক তরঙ্গে দেখা যায়। নাবিকেরা বলিল, শোশক জাতি সমুদ্র মধ্যে ঐরূপ ক্রীড়া করে।

সাগর জলে অত্যন্ত ফস্‌ফরাস্ আছে, তজ্জন্য রাত্রিতে উহার জল দেখিতে দীপ্তিমান। গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলও রাত্রিতে সঞ্চালিত করিলে চক্রের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশিত হয়; কিন্তু সমুদ্রজলে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অত্যধিক। এক দিন প্রাতঃকালে স্নান করিতে গিয়া যেমন জল ছাড়িলাম [illegible] অমনি জলের উপর যেন সহস্র সহস্র খদ্যোত [illegible] প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পাঠক! অনুমান করুন সমুদ্র জলে কত ফস্‌ফরাস সঞ্চিত থাকে।

এই সমুদ্রপথে কত দেশের লোকে কত [illegible] যাতায়াত করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, [illegible] দুর্ভাগ্য হিন্দুগণই বন্দীর ন্যায় স্থানে আবদ্ধ আছেন। তজ্জন্যই ভারতবাসিদের ঐহিক জীবনের [illegible] উন্নতি নাই। কলিকাতা নগরে অনেক [illegible] ব্যক্তি বাস করেন, কিন্তু দুই এক খানি চিনি [illegible] প্রস্তুত করাইয়া সে কার্য্যে এবং বাণিজ্যে হিন্দুদিগকে উৎসাহ দান করেন এমন লোকই নাই। [illegible] [illegible] করা, [illegible] অন্য কোন [illegible] হয় নাই; [illegible] এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে [illegible] করা না হইলে [illegible] নাই। বাহিরের ধন [illegible] প্রবেশ না করিলে কোন গৃহস্থ ধনবান হয় [illegible] বিদেশের ধন স্বদেশে না আসিলে [illegible] জাতি ঐশ্বর্য্যবান হইতে পারে না। ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক কালে বিলুপ্ত হওয়াতেই আমরা নির্ধন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বিদ্যা শিক্ষার [illegible] সকলেরই বাণিজ্যকার্য্যের [illegible] সংযোগ করা আবশ্যক।

পুস্তক সমালোচনা।

...প্রকাশিত পুস্তক,দৈনিক পত্র ও মাসিক পত্রগুলি ...বিধোর হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ...রত্নের বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ললিতমাধব ...ক তৃতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন ...ক অনুবাদিত মহাভারত খিল হরিবংশ পর্ব্ব ...৮ম ৯ম ও ১০ম খণ্ড। উদাসিনী রাজকন্যার ...কথা ৬ষ্ঠ খণ্ড। দৈনিক পত্র—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রো- ...৫ম সংখ্যা নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব বিনামূল্যে ...বিত। মাসিক পত্র—এপ্রেল মাসের [illegible] ...ব। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ...শিত ৫ম সংখ্যা [illegible] ...ক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ফাল্গুন ...দর আচার্য্য। শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ত্তৃক ...দিত ফাল্গুন মাসের [illegible]। চৈত্র মাসের ...বোধিনী পত্রিকা।

...কিশোরী, সামাজিক উপ[illegible] শ্রীযুক্ত দেবী- ...ন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ৩০ নম্বর বেনেটোলা ...বিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার সমাজে অপরি- ...ত নহেন। তিনি এ গ্রন্থে সকল রসেরই অব- ...তারণা করিয়াছেন, দুর্নীত প্রণয়ে পুস্তক খানি কল- ...ঙ্কিত হয় নাই, জমীদারের অত্যাচার; ব্রাহ্মসমাজের ...শা, শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা চিত্তচাপল্য ...চিত্তদৌর্ব্বল্যতা, দস্যুর মনে ধর্ম্মভাব, প্রকৃত জ্ঞানী ...রের দেখা, সাহস ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং ...ামণির অকৃত্রিম প্রণয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ...রা যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। ...প উপন্যাসের দ্বারা দেশের সমাজের ...শেষ মঙ্গলকর। অধুনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ...কের এক প্রকার অভক্তি জন্মিয়াছে। দেবীপ্রসন্ন ...ইহার আর একটী চিত্র করিয়া লোকের ধারণা ...করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক অনেকের দুর্নীত ...ত্তি নিবন্ধন এই ধর্ম্ম কলুষভাব ধারণ করিয়াছে। ...ষর বিষয় এই, ভাষার দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি নিবন্ধন ...ক খানিতে কলঙ্কারোপ হইয়াছে, আশা করি, ...কার ভবিষ্যতে ইহার সংশোধন করিয়া ...খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত। নবনাটক। শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যো- ...পাধ্যায় প্রণীত ৫৩ নম্বর কলুটোলা ষ্ট্রীট, ক্যানিং ...যন্ত্রে মুদ্রিত। অসৎ সংসর্গ নিবন্ধন মনুষ্যের যে ...সর্ব্বাঙ্গ শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে, ইহাতে ...তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। মধুরা চন্দ্রাবত সাক্ষাৎ ...নাচ নগেন্দ্রের পুস্তকে পড়িয়া শিক্ষিত নির্ম্মলচন্দ্রের ...ও তৎপর জগবানচন্দ্রের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। যাঁহারা এক একবার এখানি পাঠ করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

তীর্থদর্পণ। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বর্ত্তমান কালের তীর্থ সমূহের প্রকৃত অবস্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপদ্ধতি। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্রের দ্বারা সঙ্কলিত, কুমারখালী মথুরা-নাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত হাইকোর্ট যে সকল দেওয়ানী সরকুলার ও সাধারণ বিধি প্রচারিত করিয়াছেন, ইহাতে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে।

সতীবাসনা। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। কবপ্রেসে মুদ্রিত। এ খানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। ঈশান বাবুর স্ত্রীর দ্বারা বিরচিত। পুস্তকের নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে, পুস্তক লিখিত বিষয়গুলি বালিকাদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক পতিভক্তি নিবন্ধন শাস্ত্রে পূজ্য বলিয়া কথিত, গ্রন্থকর্ত্রী সরল কবিতায় তাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পতিভক্তি বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সংক্ষেপে ও সরল কবিতায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে প্রীত হইয়াছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ। গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] ...ছেন, তিনি ইহার পক্ষের [illegible] ... [illegible]।

[illegible] নিরপেক্ষ [illegible]। তাঁহার [illegible] ... কিছু দিন পরে হইবে।

[illegible] অপরাধে ডাক্তার লামসনের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পাগল বলিয়া ক্ষমা করিতে বলিতেছেন।

বার্লিন ৩১ এ মার্চ্চ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সহিত [illegible] যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, [illegible] অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্পেনের কোন কোন স্থানে ও বার্সিলোনায় ভয়ানক দাঙ্গা হঙ্গামা হইতেছে।

মাদ্রিড। ক্যাটালোনিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মার্চ্চ। জেনেরল [illegible] ওডেসা নামক স্থানে গুলি করিয়া মারিয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে যে দশ জন প্রধান নিহিলিষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা এপ্রেল। গ্লাডষ্টোন সাহেব ২০ এ এপ্রেল আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব উপস্থিত করিবেন।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল। লিবারল সভ্য অকলাণ্ড সাহেব অ... কাংশ লোকের সম্মতিক্রমে ষ্টই কর্ণওয়ালের সভ্য পদে ... হইয়াছেন।

গ্যালওয়ের সভ্য টি, পি, ও কোনারের ভগ্নী সাক্ষাৎ স... প্রজাদিগকে খাজনা দিতে নিবারণ করাতে ধৃত হইয়াছিলে... কিন্তু জামিন দিতে অসম্মত হওয়াতে ৩ মাস কারাবাসের আ... হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা এপ্রেল। কিমিষ্টার নামক অন্তরীপে ... ৭ ভুরাকবাটি নামক বাষ্পীয়পোত দ্বয়ে পরস্পর সংঘর্ষণ ... উভয়েই জলমগ্ন হয়। প্রথম খানির ১২০ জন রক্ষা পায় ... বালেন ও জাহাজের কর্ম্মচারীগণ সকলেই প্রাণত্যাগ কর... অপরখানির ৩৭ জন রক্ষা পায় ও ৩০ জন প্রাণ... করিয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। ওয়েষ্টমিথের জমীদার স্মিথকে ... করিয়া বিদ্রোহী প্রজারা গুলি করিয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্য... তাঁহার লাগে নাই। হত্যাকারীরা অবশেষে তাঁহার ... আত্মীয়দিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।

আসামে কুলি পাঠাইবার সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে ... হার্টিংটন তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কমন্স ... প্রশ্নে বলিয়াছেন উহা পরিবর্ত্তিত বা বন্ধ করিবার কোন ... নাই তিনি ইহার কার্য্য সম্বন্ধে বার্ষিক রিপোর্ট দেখিতে ... য়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। অদ্য সন্ধ্যাকালে প্রধান মন্ত্রী ... হাউসে আয়র্লণ্ডের অবস্থা বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ... উহার গত ৫০ বৎসরের অবস্থার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন এ... আইন দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের ... জন্যে সকলেই নানা প্রকার পাপকার্য্য হইতে ... হিল সাহেব গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রতি অবমান সূচক ... প্রয়োগ করাতে তিনি বিশেষ প্রকারে [illegible] ... [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাহেবের স্বত্ত্বাধিকার সমর্থনীয় ... অবলম্বন করিবেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] আমেরিকার যে ... লোক সন্দেহক্রমে আয়র্লণ্ডে ধৃত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহা... মুক্ত করিবার জন্য সম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গবর্ণমেণ্ট [illegible] ... ইত্যাদি [illegible] বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ... সভার সামাজিক [illegible] অপেক্ষা করা হইতেছে।

[illegible] লোকদিগকে [illegible] করিতে ... বিবাহ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে সভাপতি ... তাহাতে মত প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে জবা ফুলের ন্যায় এক প্র... ফুলের গাছ আছে, তাহার ফুলে সুন্দর সুতার ... প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত স্থান সমূহে ... সকল লোক বাস করিবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তা... গকে ফরাসী নগরবাসিদিগের স্বত্বাধিকার ... করিবেন এই রূপ সংকল্প করিয়াছেন।